সংখ্যা—১-৫০,
১৩৪৭-১৩৪৮-

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

ঊনবিংশ বর্ষ—পূর্ব্বার্দ্ধ

(১৩৪৭ শ্রাবণ হইতে মাঘ ১৩৪৭)

———:():———

সমজ্ঞ-সম্পাদক

মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

———:০:———

ঢাকা মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনিখিলপ্রভু দাসাধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত
এবং কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীকবিভূষণ
ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ—৪৫৪

উনবিংশ বর্ষ 'গৌড়ীয়' পূর্ব্বার্দ্ধের

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
বর্ষারম্ভে শ্রীশ্রীগুরুগৌড়ীয়ের কৃপা-প্রার্থনা	১।১
মর্য্যাদা-লঙ্ঘন [ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী মহারাজের কীর্ত্তিত উপদেশ অবলম্বনে রচিত] ; [১ম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের পরিশিষ্ট]	১।৩,২-৩।২৩
চাতুর্য্যাস্য-নিয়ম [পণ্ডিত শ্রীপাদ বন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ রচিত]	১।৮
সাধকের সতর্কতা [শ্রীল আচার্য্যদেবের কীর্ত্তিত উপদেশ-অবলম্বনে শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী সেবাব্রত কর্ত্তৃক লিখিত]	১।১২
প্রচার-প্রসঙ্গ [ওমলুকে ব্রহ্মপুরে শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ-গোস্বামী মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহোৎসব সম্বন্ধে নিজস্ব সংবাদ-দাতার তার]	১।১৬
শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ—২য় সংস্করণ [সমালোচনা]	১।১৬
সন্ন্যাস-লীলা-স্মরণ-মহোৎসব [ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী মহারাজের ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা-স্মরণ-মহোৎসব]	১।১৬
"বৃদ্ধকাল আইল, সব সুখ ভাগল"	২-৩।১৭
অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা	২-৩।২০
যুক্তি ও ভক্তি	২-৩।২১
শ্রীল ভাগবত মহারাজের নির্য্যাণ	২-৩।২৪
শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম [শ্রীধাম-মায়াপুর ২৮শে মার্চ্চ, ১৯৪০]	২-৩।২৮
নিমন্ত্রণ-পত্র [কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরি-স্মরণ-মহোৎসবোপলক্ষে]	২-৩।৩১
শ্রীল প্রভুপাদ ও বহির্ম্মুখ মানব-সাধারণ	২-৩।৩৩,৪।৫৮,৫।৭২
প্রচার-প্রসঙ্গ—[কক্সবাজার, কটক, মাদ্রাজ, ওমলুক, গুণপুর]	২-৩।৪৭
শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সন্ন্যাস-লীলা-স্মরণ-কীর্ত্তনোৎসব—[মাদ্রাজে ও কটকে]	২-৩।৪৮
শ্রীমায়াপুর-হালসার ধারণা-বিচার	২-৩।৪৮
বিজ্ঞাপন—(Notice) ২৬শে আগষ্ট,—১৯৪০ জন্মাষ্টমী তিথিতে গৌড়ীয়-মিশনের কাউন্সিলের অধিবেশনে উপস্থিতির জন্য সভ্যগণের প্রতি]	২-৩।৪৯
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"	৪।৫০
ভক্তিযোগ	৪।৫৩
নিজস্কোট শ্রীনৃসিংহদেব	৪।৫৬
উপাখ্যানে উপদেশ—২য় ভাগ [সমালোচনা]	৪।৫৭
প্রচার প্রসঙ্গ—[বেঙ্গুনে, মাদ্রাজে, চট্টগ্রামে]	৪।৬২
নিবেদন—[শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দিরের রক্ষক শ্রীল ভক্তি সম্বল ভাগবত মহারাজের অপ্রকটের পর তৎস্থলে নিযুক্ত রক্ষক সম্বন্ধে]	৪।৬৪
শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মষ্টমী ও নন্দোৎসব—[মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠের নিমন্ত্রণ পত্র]	৪।৬৫
শ্রীশ্রীগুরুপূজোৎসব—[বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠের নিমন্ত্রণ-পত্র]	৪।৬৫
শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব—[কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের নিমন্ত্রণ-পত্র]	৪।৬৫
শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব	৫।৬৬
শ্রীবালগোপাল	৫।৭০
শ্রীগৌড়ীয়মঠে হরিকীর্ত্তন-স্মরণোৎসব	৫।৭৭
অবতারী ও অবতার [গ্রন্থ-সমালোচনা]	৫।৭৯
শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর পত্র	৫।৮০
প্রচার প্রসঙ্গ—[মাদ্রাজে, শালিপুরে, শাটনায়, সোণাটীতে, কাশীতে]	৫।৮০
শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব	৬-৭।৮২
যদি আচার্য্য-ভাস্কর উদিত না হইতেন ?	৬-৭।৮৪
যুদ্ধ ও শান্তি ; ক্ষত্র ও কালী [শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরি-কথার মর্ম্ম ; স্থান—শ্রীধাম মায়াপুর ; ৩০শে মার্চ্চ, ১৯৪০ ইং]	৬-৭।৯০

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
পরিপ্রশ্নোত্তর-মালা—[শ্রীধাম মায়াপুরে ১২ই মে, ১৯৪০ ইং তারিখে জনৈক সত্যানুসন্ধিৎসুর পরিপ্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের ইংরাজী ভাষায় প্রদত্ত প্রশ্নোত্তরের মর্মানুবাদ]	৮।১৯৩
সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণের মঙ্গলের উপায়—[শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের হরিকথার মর্ম ; ২১শে মার্চ, ১৯৪০ ইং]	৮।১৯৫
শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মাবির্ভাব	৮।১৯৮
আচার্য-পূজায় 'অষ্টকপ্রকৃতী'-ভাব—[মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যাবিকাশ]	৮।১।১০০
সংকীর্তন-শোভাযাত্রা ও সংকীর্তন-মহোৎসব—[কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক-হরিবাসর-মহোৎসব-উপলক্ষে]	৮।১।১০৪
শ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রত ও শ্রীনন্দোৎসব—[শ্রীগৌড়ীয়মঠে, শ্রীচৈতন্যমঠে, মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠে, বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও অন্যান্য শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠানসমূহে]	৮।১।১০৫
শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্য-সংলাপ [গ্রন্থ-সমালোচনা]	৮।১।১০৫
সাধুবৈদ্য-শিরোমণি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ [ঠাকুরের অনপিতচর দানত্রয়ের অন্যতম দশমূলচতুষ্টয়, তৎসম্বন্ধে উপদেশ ও বঙ্গানুবাদ-তাৎপর্য্য]	৮।১।১১
শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব	৮।১২১
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত প্রাচীন পদ্যাবলী—[পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন—'শ্রীগীতগোবিন্দে'র ভূমিকা]	৮।১২৪
শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত-গ্রন্থমালা—[ইংরাজী-ভাষায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সটীক শরণাগতি, ইংরেজী-ভাষায় শ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত ও শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থ-সমালোচনা]	৮।১২৫
শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহামহোৎসব—[কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে, শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে, শ্রীমাদ্রাজগৌড়ীয়মঠে ও বাবতীয় শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠানে]	৮।১২৭
শ্রীশ্রীগুরু-পূজোপলক্ষে প্রাপ্ত কতিপয় তারের সংবাদ—[৬।৯।৪০ তারিখে শ্রীগৌরধাম, পাটনা, নিউদিল্লী ও বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠের]	৮।১২৯
কলিকাতায় বিরাট নগর-সংকীর্তন-শোভাযাত্রা—[১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ইং]	৮।১২৯

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
শ্রীশ্রীআচার্যকথা-প্রসঙ্গ—[শ্রীচৈতন্যমঠ, তাং ১৪।৩।৪০ইং]	৯।১৩০
পরম স্বতন্ত্রের পারতন্ত্র্য—[পণ্ডিত শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর]	৯।১৩৩
শ্রীশ্রীগুরুপূজা—[শ্রীধাম-গৌড়ীয়মঠে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের প্রদত্ত বক্তৃতা]	৯।১৩৮
প্রতিবাদ—['মাতৃভূমি' পত্রিকায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-লিখিত নবদ্বীপ-পরিক্রমা-সম্বন্ধে বিস্তৃত প্রত্যুত্তর—শ্রীনন্দলালদাস কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর]	৯।১৪৪
প্রচার-প্রসঙ্গ—[কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বার্ষিকপঞ্চতম আবির্ভাবতিথি-পূজা, দক্ষিণ-কলিকাতায় শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-প্রচার, ভবানীপুরে, বরাহনগরে, মেটিয়াব্রুজে ও এলাহাবাদে]	৯।১৪৭
'সম্প্রদায়ানুরোধ' ও ভাষ্যকার	১০-১১।১৪৮
শ্রীব্রহ্মসূত্রাধিকরণ-মালা—[শ্রীগোবিন্দভাষ্যসঙ্গতা]	১০-১১।১৫২
শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্যে উদ্ধৃত প্রধান-প্রধান প্রমাণ-গ্রন্থ-সূচী	১০-১১।১৬৪
নিয়ম-সেবা	১০-১১।১৬৫
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ—[প্রবণা দ্বাদশী, বিজয়া মহাদ্বাদশী ও বামন-দ্বাদশীর উপবাস-সম্বন্ধে]	১০-১১।১৬৮
শারদীয়-পূজায় সাধারণ সাহিত্য—['বাংলার ভ্রমণ'-নামক (১ম ও ২য় খণ্ড) পুস্তকে প্রকাশিত বিবরণ ও তাহার সমালোচনা]	১০-১১।১৭১
স্বধাম-প্রাপ্তি—[শ্রীরামকৃষ্ণদাস মহারাজজী]	১০-১১।১৭৬
সংবাদপত্রের প্রতিধ্বনি—['Sri Chaitanya Mahaprabhu' গ্রন্থ-সম্বন্ধে—sept. 8, 1940, sunday তারিখের "The Hindusthan Standard" ও "Bombay Chronicle"-পত্রিকা]	১০-১১।১৭৭
নিমন্ত্রণ-পত্র—[শ্রীধাম-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক শ্রীহরিবাসর-মহোৎসব	১০-১১।১৭৮
উৎসব-পঞ্জী—[ঐ]	১০-১১।১৭৯
মাধুকরী ভিক্ষা—[ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-লিখিত]	১১-১৩।১৮০

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
অতিথি-সেবা	১২-১৩।১৮২
ব্রহ্মসূত্র-সম্বন্ধাঃ—[পণ্ডিত শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর]	১২-১৩।১৮৮, ১৬.২৪৩
শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজায় মঠসেবকের কৃত্য—[শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা-সম্পর্কে আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশ]	১২-১৩।২০৪
সাময়িক-প্রসঙ্গ—[শ্রীমধুরামণ্ডলে শ্রীমদ্ভাচার্য্যের আবির্ভাব-উৎসব ও শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব ও তৎসম্বন্ধে সমালোচনা, শ্রীদামোদর মাস, তৎসম্বন্ধে কর্ত্তব্য ও শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশ, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ-মহোৎসব, 'সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়'-গ্রন্থের প্রকাশ ইত্যাদি]	১২-১৩।২০৫
লণ্ডন হইতে ডাকযোগে প্রাপ্ত একটি পত্র—[শ্রীশ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মে—২৩।৭।৪০ তারিখে শ্রীবিনোদবাণী দাসী-প্রেরিত]	১২-১৩।২০৮
লণ্ডনস্থ শ্রীবাসুদেব-গৌড়ীয়মঠের শ্রীগুরুপূজার অর্ঘ্য—[৪৪তম শ্রীশ্রীআচার্য্যাবির্ভাবোপলক্ষে]	১২-১৩।২০৯
বিবিধ-প্রসঙ্গ—[বালিগঞ্জ, ভবানীপুর, নারায়ণগঞ্জে প্রচার ; শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, শ্রীসুবর্ণবিহার শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও অন্যান্য সমুদায় মঠে শ্রীমদ্ভাচার্য্যের আবির্ভাবোৎসব এবং বিভিন্ন ভক্তিপ্রতিষ্ঠানে উদ্যাপিত]	১২-১৩।২১১
সাধুমুখ-বিগলিত-শ্রীহরিকথায় দেবাই শ্রীহরির সাক্ষাৎকার	১৪।২১২
উপেক্ষা	১৪।২১৬
"সন্ধ্যায়ে দে দায়ং বিতরতি ননী বৈষ্ণব-কৃপা"	১৪।২২০, ১৬।২৪৪
চয়ন—['East Bengal Times', 26 Oct. 1940. শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ মহোৎসবের বিবরণ]	১৪।২২৫
বিবিধ-প্রসঙ্গ—[হিলিতে, কলুয়ে, সোনার গাঁ পানামে, পাবনা জেলায়, রঙ্গপুরে ও ময়মনসিংহ জেলায় প্রচার ; আমলাজোড়া শ্রীপ্রপন্নাশ্রমে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজের বিরহোৎসব ইত্যাদি]	১৪।২২৭
শ্রীশ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব	১৪।২২৭
"সর্ব্বনাশ হউক্"—[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের হরিকথার মর্ম্মানুসারে লিখিত]	১৫।২২৮
আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহ	১৪।২৩২
শ্রীভাষার অন্তরঙ্গ-জন শ্রীল গৌরকিশোর	১৫।২৩৯
লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের সংবাদ	১৫।২৪২
বিবিধ-প্রসঙ্গ—[শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব, চাকায় প্রচার]	১৫।২৪৩
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দান—[২০।১০।৪০ ইং তারিখে নারায়ণগঞ্জ বার-লাইব্রেরীতে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের বক্তৃতা]	১৬।২৪৯, ২১।৩০৩
শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীল গৌরকিশোর-বিরহোৎসব	১৬।২৪৮
শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত হইবার যোগ্যতা ও নিয়মাবলী—[গৃহ-ত্যাগি-গণের জন্য]	১৭-১৮।২৬০
শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের অপরিহার্য্য যোগ্যতা ও নিয়মাবলী	১৭-১৮।২৭৩
চয়ন—['The East Bengal Times', 16-9-40 তারিখে প্রকাশিত—Annual Utsav at Madhwa Gaudiya Math]	১৭-১৮।২৮৮
বিবিধ-প্রসঙ্গ—[শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ-হলে ১৮।৯।৪০ তারিখে 'নীতির চিত্রি' সম্বন্ধে, ১৯।৯।৪০ তারিখে জগন্নাথ-ইণ্টার-মিডিয়েট কলেজ-হলে 'Duty of a Jiva soul' সম্বন্ধে ও ২২।৯।৪০ তারিখে কামারুন্নেসা গার্লস্ কলেজ-হলে 'Beauty is Truth'-সম্বন্ধে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের বক্তৃতা ; ২৯।৯।৪০ তারিখে শ্রীগৌড়ীয় মঠে ভক্তিরঞ্জন-বিরহোৎসব ; শ্রীএকায়ন মঠে সংকীর্ত্তনোৎসব]	১৭-১৮।২৮৯
নিমন্ত্রণ পত্র—[শ্রীবিশ্বানিধি গৌড়ীয়মঠে শ্রীঅর্চ্চাবতার-আবির্ভাবে]	১৭-১৮।২৯১
শ্রীপরমপরাৎপর শ্রীগুরুদেব শ্রীল মধুসূদন দাস গোস্বামী মহারাজ	১৯।২৯২
"কেমন আছেন ?"	১৯।২৯৪
প্রচার-প্রসঙ্গ—[ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]	১৯।৩০৫
স্থান-পরিবর্ত্তন—[লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয় মঠের]	১৯।৩০৬
নিমন্ত্রণ-পত্র—[শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চতুর্থ-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসবোপলক্ষে]	১৯।৩০৭

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
শ্রীরূপের পদধূলি	২০।৩০৮
"অতিশয় মন্দ নাথ তাও হাসায়ো!"	২০।৩১৩
অভিনিবেশ	২০।৩১৬
অভিনন্দন	২০।৩১৯
বিবিধ-প্রসঙ্গ—[উৎকল-ভাষায় প্রকাশিত শ্রীসচ্চিদানন্দ গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ 'শ্রীগৌড়ীয়-বাণী'-গ্রন্থ-সম্বন্ধে সমালোচনা, অগ্রহায়ণ মাসের (১৩৪৭) 'ভারতবর্ষ'-পত্রিকায় প্রকাশিত 'শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচারক' ও 'আমার বক্তব্য' প্রবন্ধ-দ্বয়ের সমালোচনা, শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রাকট্যোৎসব]	২০।৩২১
নবধা ভক্তি—[(১) শ্রবণ ও (২) কীর্ত্তন]	২১।৩২৪
নিমন্ত্রণ-পত্র—[চাকদহ-শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের তিরোভাবোৎসব]	২১।৩৩২
বিবিধ-প্রসঙ্গ—[শ্রীল প্রভুপাদের বিগ্রহ-সংকীর্ত্তনোৎসব, শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ]	২১।৩৩৯
চয়ন—['Bombay Chronicle—Sunday Edition, Dec. 1, 1940এ প্রকাশিত শ্রীল তীর্থ মহারাজের 'Srimad Bhagavad Gita' সম্বন্ধে সমালোচনা]	২১।৩৩৯
শ্লোক-সংশোধন—৪।৮১, ১০০১১।১৭৯, ১২-১৩।২১১, ১৭-১৮। ২৯০, ১৯।৩০৬, ২১।৩৩৯, ২৪।৩৯৭	
আচরণ	
নবধা ভক্তি—[(৩) স্মরণ ও (৪) পাদসেবন]	

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
শ্রীল তীর্থ মহারাজের হরিকথার মর্ম্ম—[মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়-মঠ—৩রা জুলাই, ১৯৪০]	২২।৩৫১
শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব—[জন্মোৎসবের বিজ্ঞাপন]	২২।৩৫৩
নিমন্ত্রণ-পত্র—[শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ৬৭তম আবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে]	২২।৩৫৪
নিমন্ত্রণ-পত্র—[শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমোপলক্ষে]	২২।৩৫৫
আনুগত্য	২৩।৩৫৬
'কৃষ্ণ যদি মাপান'—'কৃষ্ণ মাপান নাই'	২৩।৩৬০
শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম	২৩।৩৬৩
শ্রীল তীর্থ মহারাজের হরিকথার মর্ম্ম	২৪।৩৬৬
বিবিধ-প্রসঙ্গ	২৩।৩৬৯
ফল্গুবৈরাগ্য	২৪।৩৭২
শ্রীল তীর্থ গোস্বামি-মহারাজের হরিকথার মর্ম্ম	২৪।৩৮১
সংবাদপত্রের প্রতিধ্বনি ও নিমন্ত্রণ-পত্র [শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব-উপলক্ষে]	২৪।৩৮৬
নিমন্ত্রণ-পত্র—[শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমোপলক্ষে]	২৪।৩৮৭
উনবিংশ বর্ষের পূর্ব্বার্দ্ধ	২৪।৩৮৮
'সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই'	২৪।৩৮৯
শ্রীল জয়দেব, শ্রীল উদ্ধারণদত্ত ঠাকুর ও শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর	২৪।৩৯০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্বটৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়টৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

ঊনবিংশ বর্ষ—উত্তরার্দ্ধ

(১৩৪৭ মাঘ হইতে শ্রাবণ ১৩৪৮)

———:(০):———

সম্পাদক-সম্পাদক

মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

——: :——

ঢাকা মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনিখিলপ্রভু দাসাধিকারী কর্ত্তৃক
মুদ্রিত এবং কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে
শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীগৌরাব্দ ৪৫৫.

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

ঊনবিংশ বর্ষ 'গৌড়ীয়' উত্তরার্দ্ধের

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
শ্রীভাগবতধর্ম্ম-শিক্ষার্থিগণের কর্ত্তব্য [ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ]	২৬।৩২৮
"অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে"	২৬।৪০১
জীবের ধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম [শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজের বক্তৃতার মর্ম্ম ; স্থান—হুর্গাবাড়ী, ময়মনসিংহ]	২৬।৪০৫
যুক্তবৈরাগ্য	২৬।৪০৯
প্রচার-প্রসঙ্গ [ময়মনসিংহে, মেদিনীপুর, দার্জ্জিলিং ও চট্টগ্রামে]	২৬।৪১৩
শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের হরিকথার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম [শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা]	২৭।৪১৪
নবধা ভক্তি [(৪) অর্চ্চন]	২৭।৪১৮, ৪৩-৪৪।৬৬৭
সংবাদপত্রের প্রতিধ্বনি ["Gita Interpreted"—'The Amrita Bazar Patrika', January 26, 1941]	২৭।৪৩১
সংকীর্ত্তনোৎসব-পঞ্জী	২৭।৪৩১
শ্রীনিত্যানন্দবংশ [ইহার ভ্রম-সংশোধন ২৯।৪৮১)	২৮।৪৩২
শ্রীমঠ-পরিদর্শন (ইহার ভ্রম-সংশোধন ২৯।৪৮১)	২৮।৪৫৩
শ্রীল প্রভুপাদ যোর তর্কযুগে কি জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ?	২৯।৪৫৪
শ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলি	২৯।৪৭৩
শ্রীধামে শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীল আচার্য্যদেব	২৯।৪৮০
ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষার ফল	২৯।৪৮১
শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের হরিকথা [শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা ; শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী]	৩০।৪৮২
শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের অপরিহার্য্য যোগ্যতা ও নিয়মাবলী [পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৯শ খণ্ড পূর্ব্বার্দ্ধ ১৭-১৮শ সংখ্যার পর]	৩০।৪৮৭, ৩১-৩২।৫২৩
শ্রীশ্রীব্যাসপূজার উপাদান-সম্ভার ['Erotic principle & unalloyed Devotion', 'শ্রীচৈতন্যদেব' (৩য় সংস্করণ), 'শ্রীসচ্চিদানন্দ-বাণী' প্রভৃতি গ্রন্থ ও শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা 'ভাগবত' পত্রিকার বিবরণ]	৩০।৪৯৩
শ্রীশ্রীব্যাসপূজা [শ্রীচৈতন্যমঠ, গৌড়ীয়মঠ ও শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়-মঠে শ্রীব্যাসপূজার বিবরণ]	৩০।৪৯৫
Notice [গৌড়ীয়মিশনের পঞ্চত্রিংশ বর্ষের প্রথমবার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞাপন]	৩০।৫০৭
"পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্"	৩১-৩২।৫২৮
শ্রীশ্রীগৌরসংকীর্ত্তনরাস-রসিক শ্রীগুরুকুল	৩১-৩২।৫১০
শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যত্ব [মাদ্রাজের "The Hindu" নামক পত্রিকায় প্রকাশিত "Gopala Bhatta Tamil Gossain of Chaitanyas" শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা]	৩১-৩২।৫২০
শ্রীশ্রীগৌড়ীয়গৌরব-গ্রন্থমালা ['Sri Chaitanya Maha-prabhu—His Life & Precepts' (5th Edition) 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা-স্মরণ-মঙ্গলস্তোত্রম্' (সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত), 'কল্যাণকল্পতরু' (সচিত্র নূতন সংস্করণ), 'শ্রীশ্রীপ্রতিজ্ঞামালা' (১ম খণ্ড), 'শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-গ্রন্থমালা' প্রভৃতি নব-প্রকাশিত গ্রন্থবিবরণ]	৩১-৩২।৫৩০
বিবিধ সংবাদ [শ্রীকুলীন গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রকটোৎসব ; শ্রীদীনদয়ার্দ্রদাস ব্রহ্মচারীর স্বধাম-প্রাপ্তি ; শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরজন্মোৎসব-বিবরণ]	৩১-৩২।৫৩১
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার ৪৭তম বার্ষিক অধিবেশন-বিবরণ	৩৩-৩৪।৫৩২
শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণ [শ্রীচৈতন্যমঠে গৌড়ীয়-মিশনের কাউন্সিলের সভ্যগণের সভায় প্রদত্ত (১২।৩।৪১)]	৩৩-৩৪।৫৪০

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
শ্রীশ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়ের প্রথমবার্ষিক অধিবেশন	৩৩-৩৪।৫৪১
শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত হইবার যোগ্যতা ও নিয়মাবলী [পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১২শ খণ্ড পূর্ব্বার্দ্ধ ১৭-১৮শ সংখ্যার পর]	৩৩-৩৪।৫৪৭, ৩৫-৩৬।৫৭৮, ৩৯-৪০।৬২২, ৪১।৭৭০, ৫০।৭৮৪
শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ	৩৩-৩৪।৫৪২
নির্য্যাণ [শ্রীযুৎ কানাইলাল ভক্তিমহিম প্রভুর]	৩৩-৩৪।৫৪৩
সংবাদপত্রের প্রতিধ্বনি ["Gita's Message to Humanity"—'The Sunday Times', Madras, March 9, 1941]	৩৩-৩৪।৫৪৪
প্রশ্নোত্তরমুখে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম [স্থান—শ্রীধামমায়াপুর ; ১৩।৪১] (ইহার ভ্রম-সংশোধন ৩৯-৪০।৬৩৭)	৩৫-৩৬।৫৫৬
মঙ্গলোপদেশ [শ্রীচৈতন্যমঠ ; ১৫।৩।৪০] (ইহার ভ্রম-সংশোধন ৩৯-৪০।৬৩৭)	৩৫-৩৬।৫৬৯
শ্রীভক্তিমল্লিকা [প্রথম সৌরভ] (ইহার ভ্রম-সংশোধন ৩৯-৪০।৬৩৭)	৩৫-৩৬।৫৭০
সংবাদপত্রের প্রতিধ্বনি ['Srimad Bhagavad Gita'—'Hindusthan Standard', Sunday, March 9, 1941 ; "শ্রীচৈতন্যদেব"—'মেদিনীপুর হিতৈষী' ২৪শে চৈত্র, ১৩৪৭]	৩৫-৩৬।৫৮০
মুক্তি ও প্রীতি	৩৭-৩৮।৬৮২
প্রশ্নোত্তর গুচ্ছ [শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের জয়কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ] (ইহার ভ্রম-সংশোধন ৩৯-৪০।৬৩৭)	৩৭-৩৮।৬৮৮
সংবাদপত্রের প্রতিধ্বনি ["Sri Chaitanyadeva" (In Bengali)—"The Sunday Amrita Bazar Patrika, April 13, 1941,] (ইহার ভ্রম-সংশোধন—৩৯-৪০।৬৩৭)	৩৭-৩৮।৬৯৪
শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব [শ্রীমোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠে]	৩৭-৩৮।৬৯৫
গ্রন্থ ও নিগ্রন্থ (ভ্রম-সংশোধন—৪১-৪২।৬৬১)	৩৯-৪০।৬৯৬
শ্রীভক্তিমল্লিকা (দ্বিতীয় সৌরভ)	৩৯-৪০।৬৯৪
শ্রীবৈশাখব্রত ও শ্রীল আচার্য্যদেব	৩৯-৪০।৬২৫
সংবাদপত্রের প্রতিধ্বনি ["শ্রীচৈতন্যদেব" (৩য় সংস্করণ)—'আনন্দবাজার পত্রিকা' ২১শে বৈশাখ, ১৩৪৮]	৩৯-৪০।৬৩৫
প্রচার প্রসঙ্গ [মেদিনীপুর, পাটনা, লক্ষ্ণৌ ও ২৪ পরগণায় প্রচার ; কলিকাতায় মুর্গিয়ালী নামক স্থানে শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব সাগর মহারাজের প্রচার]	৩৯-৪০।৬৩৬
সরলতা ও বোকামি (ভ্রম-সংশোধন ৪০।৭০৯)	৪১-৪২।৬৩৮
শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী	৪১-৪২।৬৪২
প্রশ্নোত্তর-গুচ্ছ [শ্রীকৃষ্ণ অভ্যাভিলাষরহিত নিষ্কিঞ্চন ভক্তের বশ হইয়াও কিরূপ ছোট-বিগ্রহের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন ? ইহাতে ভক্তভক্তির কি মাহাত্ম্য আছে ? জগদ্গুরু ব্রহ্মার মোহ ও মোহিনীরূপ-দর্শনে শ্রীমহাদেবের মোহপ্রাপ্তির যে কথা শুনা যায়, তাহার তাৎপর্য্য কি ? শ্রীপাটবাড়ীর যে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নিকট ও শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর যে শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীচরণে অপরাধ ও আধ্যক্ষিক বিচারের উদয় হইয়াছিল ইহার তাৎপর্য্য কি ? তারকব্রহ্ম নামের ন্যায় পঞ্চতত্ত্বের নাম শ্রীতুলসীমালিকার জপ ও কীর্ত্তনীয় কি না ?]	৪১-৪২।৬৪৫
শ্রীভক্তিমল্লিকা (তৃতীয় সৌরভ)	৪১-৪২।৬৪১
শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলে প্রত্যাবর্ত্তন	৪১-৪২।৬৪৮
লণ্ডনবাসী জনৈক সেবকের পত্রের কিয়দংশ [শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের নিকট লিখিত—১৬।৩।৪১]	৪১-৪২।৬৫১
শ্রীউগ্রসেন ও শ্রীভীমসেন	৪৩-৪৪।৬৬২
নবধা ভক্তি [(৪) অর্চ্চন] (ইহার ভ্রম-সংশোধন—৪৫।৭০৯, ৪৮।৭৫৯)	৪৩-৪৪।৬৬৭
"সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"	৪৩-৪৪।৬৭৬
শ্রীভক্তিমল্লিকা (চতুর্থ সৌরভ) (ইহার ভ্রম-সংশোধন—৪৫।৭০৯)	৪৩-৪৪।৬৮০
বৈষ্ণব-সেবা ['গৌড়ীয়ে'র জনৈক গ্রাহক-কর্ত্তৃক লিখিত]	৪৩-৪৪।৬৯০
নিমন্ত্রণ-পত্র [শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব-সম্বন্ধে]	৪৩-৪৪।৬৯৩

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
কৃতঘ্নের ও কৃতনিষ্ঠা	৪১।৬২৯
নবধা ভক্তি [(৬) বন্দন]	৪৫।৭০৩
গুণবন্ধবাসিনী ভক্তমহিলার পত্র [১৩।৪১ ইং]	৪৫।৭০৭
সংবাদ-পত্রের প্রতিধ্বনি ["সম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়" গ্রন্থের সমালোচনা"—'মুশাস্তর', ২৩শে বৈশাখ, ১৩৪৮]	৪৫।৭০৮
কমলাপুর শ্রীগোপালজীউ মঠের বার্ষিক মহোৎসব	৪৫।৭০৯
শ্রীচাঁদ বাউল	৪৬।৭১০
দশমূল-নির্যাস [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত] (ইহার ভ্রম-সংশোধন—৪০।৭৮৫)	৪৬।৭১৬
শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীর কৃপাভিষেক	৪৬।৭২১
"শিখায়ে সরণাগতি কর হে উদ্ধার"	৪৬।৭২৪
শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহমহামহোৎসব (নিমন্ত্রণ-পত্র)	৪৬।৭২৬
শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ব্যাখ্যা	৪৬।৭২৭
'ভক্তবৎসল হরি' ও 'প্রাণবল্লভ হরি'	৪৭।৭৩৮
নবধা ভক্তি [(৭) দাস্য]	৪৭।৭৩১
শ্রীভক্তিমঞ্জিকা [(১) পঞ্চম গৌরাঙ্গ]	৪৭।৭৩৬
চুরির দণ্ড (হাঁসখালি শ্রীএকায়ন মঠের এক চুরির মামলার রায়)	৪৭।৭৩৯
শ্রীশ্রীভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর	৪৮।৭৪৫
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বহস্তলিখিত 'আত্মা-দশমূলে'র পাণ্ডুলিপি	৮।১১৮
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বহস্তলিখিত 'শ্রীভগবদ্গীতা-দশমূলে'র পাণ্ডুলিপি	৮।১১৯
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বহস্তলিখিত 'শ্রীভগবদ্গীতা-দশমূলে'র পাণ্ডুলিপির অবশিষ্টাংশ	৮।১২০
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বহস্তলিখিত 'শ্রীমদ্ভাগবত-দশমূলে'র তাৎপর্যের পাণ্ডুলিপি	৮।১২৪
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বহস্তলিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-দশমূলের পাণ্ডুলিপি	

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
শ্রীশ্রীগৌরকিশোর বিরহ-সংকীর্তনোৎসব (শ্রীযোগপীঠে, শ্রীপুরুষোত্তমে, শ্রীগৌড়ীয়মঠে হইতে প্রদত্ত টেলিগ্রাম)	৪৯।৭৪৬
২৬।১।৫ ইংরাজ ভ্রম সংশোধন—৪০।৭৮৫	৪৮।৭৪৪
পঞ্চম গৌরাঙ্গ]	৪৮।৭৫০
শ্রীধাম নবদ্বীপ (শ্রীজগন্নাথদেবপ্রেমে নৃত্য-কীর্তন, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল, শ্রীনাম-মাহাত্ম্যের বক্তৃতা উৎসব চট্টগ্রামে প্রচার)	৪৮।৭৫৮
শ্রীশ্রীনরহরিসরকার-প্রভুর কীর্তন মহোৎসব (ইহার ভ্রম-সংশোধন—৫০।৭৮৫	৪৯। মুখপত্র
শ্রীচাতুর্মাস্য-ব্রত ও শ্রীশ্রীনন্দ-গোবর্দ্ধন-পরিক্রমা	৪৯।৭৬০
নবধা ভক্তি [(৮) সখ্য]	৪৯।৭৬১
নবধা ভক্তি [(৯) আত্মনিবেদন]	৪৯।৭৬৪
নিমন্ত্রণ পত্র (সঙ্কেত শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা)	৪৯।৭৭৫
বঙ্গদেশ	৫০।৭৭৬
নবধা ভক্তি—উপসংহার	
গৌড়ীয়মঠনের সেবাইতের দোকদমা	

চিত্র-সূচী

চিত্র	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
গৌড়ীয় পত্রের নিয়ামক আচার্যপঞ্চক ১। মুখপত্র, ২০। মুখপত্র	
চাতুর্মাস্যকালে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	১।৯
চাতুর্মাস্যকালে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী ঠাকুর	
চাতুর্মাস্যকালে শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্যদেব	
নিদকেষ্ট শ্রীনৃসিংহদেব	৪।৫৬
শ্রীভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর	৮।৭।মুখপত্র, ৩১-৩২।৪১৫, ৪৯।মুখপত্র
শ্রীশ্রী সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	৮।মুখপত্র ৩১-৩২।৪১১, ৪৮।মুখপত্র

চিত্র	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বহস্তলিখিত 'শ্রীচরিতামৃত-দশ-মূলে'র পাণ্ডুলিপি	৮।১২০
শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসবোপলক্ষে নগর-সংকীর্তন	১৮-১১।১৭৯
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামি-প্রভু	১৪।২২৮, ৩১-২২।৫১২
শ্রীসুধাকুণ্ডে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামী মহারাজের সমাধি	১৯।২৯৩
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ	২০। মুখপত্র, ২০।৩০৮,৩১১,২৯।৪৫৪,৩১-৩২।৫১৩
মেখলায় শ্রীল ভূগর্ভ বিদ্যানিধি প্রভুর ভজনকুটীর	২০।৩২৩
শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর-প্রভু	২৯।৪৭৩
শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদ-পীঠ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর)	২৯।৪৮০
বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী মহারাজ	৩১-৩২।৫১১
শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ	৩১-৩২।৫১২, ৩৩-৩৪।৫৫২,৪১-৪২।৬৪৮,৪৭।৭০০
শ্রীচাঁদ বাউলের শ্রীহস্তলিখিত 'বাউল-সঙ্গীতে'র পাণ্ডুলিপি	৪৬।৭১৩, ৭১৪
গুরুপরম্পরার আচার্যত্রয়	৪৬।৭২১
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্যদেব	৪৬।৭২২

'গৌড়ীয়'পত্রের নিয়ামক আচার্য্য-পঞ্চক

ইঁহাদের অহৈতুক আশীর্ব্বাদে ও শক্তি-সঞ্চারে 'গৌড়ীয়' শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-সংকীর্ত্তনে
বিশ্বে একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিকপত্ররূপে উদিত রহিয়াছেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যনামকঃ
রসঃ তত্ত্বাত্রয়রূপধৃগ্ নাদ্বয়ীং গৌড়বাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্ত প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তি প্রমোদপুরী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাত্মিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১১ই শ্রাবণ ১৩৪৭ ; ২৭শে জুলাই, ১৯৪০ | ১ম সংখ্যা

বর্ষারম্ভে শ্রীশ্রীগুরু-গৌড়ীয়ের কৃপা-প্রার্থনা

অদ্য শ্রীশ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর বিরহ-তিথিতে 'গৌড়ীয়ে'র ঊনবিংশ বর্ষ আরম্ভ হইল। বিরহই গৌড়ীয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। বিরহের বিপরীত ধর্ম্মই—সম্ভোগবাদ বা পুরুষাভিমান। 'ভোগ' ও 'ত্যাগ'—এই দুইটী শব্দের অর্থে অপ্রাকৃত বিরহের অনুভূতি নাই। ভোগী জড়-সম্ভোগে মত্ত, নির্ব্বিশেষবাদী ত্যাগী জড়সম্ভোগের নিন্দা করিয়া অধিকতর প্রচ্ছন্ন সম্ভোগেরই সঙ্গ-লিপ্সু যে-স্থানে চিদ্বিলাস, চিল্লীলা-মিথুনের মিলন সঙ্কোচ্ছিদের দ্বারা স্বীকৃত না হয়, তথায় সম্ভোগ-বাদ অনিবার্য্য ও অপরিহার্য্য। শ্রীশ্রীগুরু-গৌড়ীয়ের সেবায় অতৃপ্তি, চিল্লীলামিথুন শ্রীশ্রীবিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহের মিলন করাইবার জন্য বিরহ উপস্থিত না হইলে কখনই আত্মার বৃত্তি জাগরিত ও প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। যেখানে বিরহের অনুভূতি নাই, তথায় শরণাগতিও আসিতে পারে না। ঐকান্তিকতা, লোলা, উৎকণ্ঠা আসক্তি, সম্বাহ্য-সম্বপণ সকলের মূলেই—'বিরহানুভূতি'। বিরহের অনুভব ব্যতীত ভজন অকৃত্রিম ও অনুরাগময় হয় না। রাগময়ী ভক্তিতে যে প্রবলা শক্তি আছে, তাহার মূলে 'বিরহানুভূতি'। বিরহানু-ভব ব্যতীত 'রাগ' কথাটি নিরর্থক। সম্ভোগবতী বন্ধ্যা নারীকে পুত্র লোকানুরা জননীর চিত্তবৃত্তির উপলব্ধি করান যায় না। তাঁহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা, লোক-লজ্জাদির প্রতি ঔদাসীন্য বন্ধ্যা নারী

অকৃত্রিমভাবে অনুকরণ বা অনুভব করিতে পারে না। অপর কোন ব্যক্তিকে শাসন বা ভয়ের দ্বারা প্রবোচিত করিয়াও তাহা করান যাইতে পারে না। কৃত্রিম দেহগত প্রাকৃত বিরহেই যখন এইরূপ সামান্যক ভাবে দেহ-সৌখ্যাদির প্রতি ঔদাসীন্য উপস্থিত হয়, তখন চেতনগতগত অপ্রাকৃত বিরহের শক্তি যে কত অধিক, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। অন্যথা, অপ্রাকৃত বিরহানুভূতির আভাস প্রাপ্ত না হইলে এই দেহাত্মবোধ, দেহারামতা, দেহসম্বন্ধতা বা পুরুষাভিমানের হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই। শ্রীশ্রীগুরু-গৌড়ীয়ের কৃপায় এই অপ্রাকৃত বিরহানুভূতি চপলার চকিত চমকের মতন যাঁহার হৃদয়ে উপস্থিত হইয়াছে, তিনিই বহির্মুখ রাজ্য হইতে অন্তর্মুখ রাজ্যের দিকে মোড় ফিরাইয়াছেন। আর সেই বিরহানুভূতি যাঁহাতে যতটা ভগবৎ-কৃপায় গাঢ় ও তীব্র হইতেছে, তাঁহার ততটা হরিভজনে নৈরন্তর্য্য, রুচি, আসক্তি ও ভাবোদ্গতির লাভ হইতেছে।

বিরহানুভূতি ব্যতীত শ্রীশ্রীগুরু-গৌড়ীয়ের বাণীসমূহ একঘেয়ে, অসার, নিরস বলিয়া মনে হইবে; আর ঐ অনুভূতির আভাসও হৃদয়ে উদিত হইলে সেই সকল কথা শ্রবণের জন্য রুচি ও প্রবল উৎকণ্ঠা হইবে। বিরহবিধুরা প্রণয়িনী তাঁহার প্রণয়ীর কথা যেরূপ স্বাভাবিক রুচি, আর্ত্তি ও আবেগের সহিত শ্রবণ করে, উহার সহজ ধ্যান করে, সম্পর্কহীন, সম্বন্ধহীন অন্য ব্যক্তি কি সেরূপ করিয়া থাকে, বা অনুকরণ করিয়া করিতে পারে? বিরহানুভূতি ব্যতীত সম্বন্ধ-জ্ঞানেরও প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। অবশ্য সম্বন্ধ-জ্ঞান হইতেই বিরহানুভূতি প্রকটিত হয়; কিন্তু সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত যদি বিরহের অনুভব না থাকে, তবে সেই জ্ঞান সুদৃঢ় ও চিরস্থায়ী হইতে পারে না। বিরহ ব্যতীত অভিধেয়ের অভিসার হয় না; উহা শুষ্ক হইয়া নির্ব্বিশেষবাদে পরিণত হয়। বিরহানুভূতি অভিধেয়কে স্বভাবের পথে পরিচালনা করে, বিধিকে রাগের পর্য্যে উন্নীত করিয়া দেয়। আবার প্রয়োজন-পর্য্যেও সেই বিরহানুভূতিরই বিচিত্র বিলাস দৃষ্ট হয়। অপ্রাকৃত বিরহই—'প্রয়োজন' বা 'প্রেম'। অতএব বিরহই ভজনের মূল।

অনাথ লোক প্রাকৃত বিরহে মুহ্যমান। প্রাকৃত বিরহ সম্ভোগেরই প্রচ্ছন্ন-মূর্ত্তি, কিন্তু লোকনাথ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবার জন্য যে অপ্রাকৃত বিরহ, তাহাই জীবের জীবাতু—তাহাই একমাত্র জীবের কাম্য। শ্রীশ্রীগুরু-গৌড়ীয়ের কৃপা ব্যতীত জীবের হৃদয়ে অপ্রাকৃত বিরহের উদয় হইতে পারে না। শ্রীশ্রীগুরু-গৌড়ীয়কে লঙ্ঘন করিয়া—তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে আত্মবিক্রয় না করিয়া এ পর্য্যন্ত কেহ অপ্রাকৃত বিরহের অনুভূতি লাভ করিতে পারে নাই। এইজন্যই শ্রীল লোকনাথ প্রভুর বিরহে যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা বিধুর,—যিনি লোকনাথ প্রভুর কৃপা-সমুদ্রে সর্ব্বান্তঃকরণে নিমজ্জিত হইয়াছেন, সেই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় "শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা"য় যথার্থ-ভাবেই গাহিয়াছেন,—

শ্রীগুরুচরণ-পদ্ম, কেবল ভকতি-সদ্ম,
বন্দো মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হ'তে॥
গুরুমুখপদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তম গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥
চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা বিনাশ যা'তে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভো! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন॥
বৈষ্ণব-চরণ-রেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
যাঁহা হৈতে অনুভব হয়।
মাজ্জন ভজন, সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ,
অজ্ঞান-অবিদ্যা পরাজয়॥

অন্য লোকের জীবন শ্রীলোকনাথ প্রভুর বিরহ-বাসর। শ্রীগুরুপাদপদ্মই 'লোকনাথ' বা 'জগদ্গুরু'। স্বকীয় শ্রীগুরু-পাদপদ্মে ও শ্রীলোকনাথ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে কোনও ভেদ নাই, কেবল লীলা-বৈচিত্র্য আছে। সেই গুরুপাদপদ্মের বিরহ-তিথির স্মরণ করিয়া 'গৌড়ীয়ে'র ঊনবিংশ বর্ষ আরম্ভ হইল। শ্রীগুরু-গৌড়ীয়ের পদধূলি-প্রভাবেই ভগবদনুভব সম্ভব। অনুক্ষণ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সংকীর্ত্তনের সঙ্গই

প্রকৃষ্ট সাধুসঙ্গ; তৎপ্রভাবেই তখন পরিমার্জ্জিত ও অজ্ঞান-অবিদ্যার পরাজয় হয়। যাহাতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌড়ীয়ের কৃপায় আমরা সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের বাণী-সংকীর্ত্তনময় সাধুসঙ্গে অবস্থান করিতে পারি, তজ্জন্য তাঁহাদের শ্রীচরণে এই বর্ষারম্ভে গলদশ্রীকৃতবাসে কৃপা প্রার্থনা করিতেছি। আমি অজ্ঞানান্ধ, অবিদ্যার বন্ধনে নিতাবদ্ধ, 'গৌড়ীয়ে'র সেবা করিবার কোন যোগ্যতা বা শক্তি আমাতে বিন্দুমাত্রও নাই। গৌড়ীয়ের বাণী অজ্ঞানাসক্ত, মায়াবদ্ধ জীবের প্রলাপ বা সিদ্ধান্ত নহে, তাহা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণী। তাঁহারাই ধন্য, আমরা ধন্যমান্য। তাঁহারাই সর্ব্বমূল্যবান, আমরা ক্রীড়নকমাত্র। সকল প্রতিষ্ঠা শ্রীগুরুপাদপদ্মেই নিত্য প্রতিষ্ঠিত। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণীর—তাঁহাদের সংকীর্ত্তনের সঙ্গ করিয়া তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা-দৃষ্টি-সম্পাতে যাহাতে অজ্ঞান, অবিদ্যার কবল হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহাদের সেবায় জন্ম-জন্মান্তর পরেও অধিকার লাভ করিতে পারি এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ-বিস্তারকারী অন্য ব্যক্তিগণও যাহাতে সেই সকল বাণী শ্রবণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন, সেইজন্যই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা-পূর্ব্বক এই সেবার সৌভাগ্যটী প্রদান করিয়াছেন। সেই সেবা-সৌভাগ্য শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-পুরীর কৃপায় যাহাতে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, সেজন্য বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণে সকাকু প্রার্থনা জানাইতেছি। আমি বড়ই অবিদ্যাগ্রস্ত, পতিত, অতিশয় চঞ্চল, দেহসর্ব্বস্ব-জড়মতি, সর্ব্বযোগ্যতা-বিহীন, শক্তিহীন, ভক্তিহীন; কেবল তাঁহাদের কৃপাই আমার সম্বল। তাঁহারা এই পতিতের প্রতি যদি অহৈতুকী অবঞ্চনাময়ী কৃপা বর্ষণ করেন, তবেই 'গৌড়ীয়ে'র সেবায় অধিকার লাভ হইবে ও প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিব। তাই বর্ষ-প্রারম্ভে পুনঃ পুনঃ শ্রীশ্রীবৈষ্ণববৃন্দের কৃপা যাচ্ঞা করিতেছি।

মর্য্যাদা-লঙ্ঘন

[গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে ইং ২২।৬।৪০ তারিখে কথিত উপদেশ-অবলম্বনে রচিত প্রবন্ধ]

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—**"মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে।"**—(চৈঃ চঃ অ ৪।১৬৬), দীক্ষাগুরু বা শিক্ষাগুরুদেব তাঁহার অনুগত ব্যক্তিকে বা এক সতীর্থ-ভ্রাতা অন্য সতীর্থ-ভ্রাতাকে কোন বিষয়ে সুমহান্ উদ্দেশ্যের জন্য হরিকথাচ্ছলে সাধারণভাবে বহু লোকের সমক্ষে তীব্র-বাক্যে শাসন বা ভজন-বিঘ্নকারক অনর্থাদির বিষয় কৃপা-পূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিতে পারেন, অথবা ব্যক্তিগতভাবে কাহাকেও নানাপ্রকারে শিক্ষা ও সদুপদেশ দিতে পারেন; ইহা শ্রবণ করিয়া যদি অন্য ব্যক্তি গুরুবর্গের দ্বারা শাসিত ব্যক্তিকে 'লঘু' মনে করেন, বা তাঁহাকে হীন-দৃষ্টিতে দেখিয়া কোনরূপ মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন, তবে ঐরূপ মর্য্যাদা-লঙ্ঘন-কারী ব্যক্তির মঙ্গল সুদূর-পরাহত। মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী সাময়িকভাবে অধিক ত্যাগ ও তপস্যা প্রদর্শন করিলেও মর্য্যাদা-লঙ্ঘন-জনিত অপরাধে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।

ব্যারিষ্টারের সহিত যদি জজের সাময়িক মতভেদ হয়, কিংবা ব্যারিষ্টার যদি জজকে কোন কোন বিষয়ে কখনও 'অকর্ম্মণ্য' বলেন, তাহা শুনিয়া সকলেই যদি জজকে অবমাননা করিতে থাকে, তাহা হইলে রাজদ্রোহ উপস্থিত হয়। যে-স্থানে মাতা-পিতার কোন সুমহান্ স্বার্থের ক্ষতি হয়, তথায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে শাসন করিতে পারেন। ইহা দেখিয়া অন্য ভ্রাতৃ-গণ বা বাহিরের লোক যদি উক্ত শাসিত ভ্রাতাকে হেয়-চক্ষে দেখে, অনুকরণ করিয়া তদ্রূপ নিন্দা বা মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে, কিংবা অন্তরেও ঐ ভ্রাতার প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করে, তবে তাহাতে পূজা-পূজা ব্যতিক্রম হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কি বিষয়ে শাসন করেন, অপর লোকের তাহা দেখিবার, জানিবার বা তর্কে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই; উহা একমাত্র মাতা-পিতারই দেখিবার বিষয়—অন্য ভ্রাতা-

দেরও তাহা দেখিলে মঙ্গল হইবে না। যাহারা পরমার্থ-রাজ্যে এই অনুশাসন না মানিয়া চলে, তাহারা বৈষ্ণবাপরাধ ও তাহা হইতে শুদ্ধভক্তি-পথে অগ্রসর হয়। ইহা ভজন-রাজ্যের একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক।

সকলেরই বস্তু-বিচারে আবশ্যক, বাহিরের আকৃতি যেন আমাদিগকে কোন সময়ে বঞ্চনা না করে। আধ্যক্ষিকতার নিন্দা করিতে গিয়া আমরা যেন তত্তোহধিক আধ্যক্ষিক না হইয়া পড়ি। আচার্য্য-স্বরূপে কোন মহাপুরুষ শুদ্ধ-বৈষ্ণবের অবিরোধী কোন কোন সঙ্কীর্ণ-ভ্রাতাকে অধিকতর হরিসেবায় নিয়োগ ও সুদৃঢ় করিবার জন্য অথবা কোন মূল সুমহান্ বিষ্ণুসেবা-স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া প্রতীয়মান শাসন করিতে পারেন; ইহা দেখিয়া যদি কেহ বৈষ্ণব-নিন্দক বা বৈষ্ণবের প্রতি আধ্যক্ষিক-বিচার-সম্পন্ন হইয়া পড়ে, তবে তাহার সাধন-ভজন সমস্তই বিফল হইল। অপরের প্রতি শাসন বা দণ্ড দেখিয়া নিজের অনর্থগুলি সংশোধন করিবার জন্য তীব্র দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলেই মঙ্গল হইবে। প্রত্যহ প্রতি-মুহূর্ত্তে নিজের চিত্তকে বৈষ্ণব-পাদুকার দ্বারা লক্ষ-লক্ষ বার শাসন করিতে হইবে। নিজের পায়ের জুতা খুলিয়া বৈষ্ণব বা অপরের চিত্তবৃত্তিকে শোধন করিতে হইবে না। অপরের ছিদ্রানুসন্ধান না করিয়া সর্ব্বদা নিজের ছিদ্রগুলি সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যিনি যতটা নিজের প্রতি অকপটভাবে বিচার প্রধান ও নিজের চিত্তকে শাসন করিতে পারিবেন, তিনি ততটা দ্রুত ভজন-রাজ্যে অগ্রসর হইতে পারিবেন। অপরের দোষ দেখিলে নিজে ভজনে অগ্রসর না হইয়া পতনের পথে চলিতে থাকিবেন। অধিকার যাঁহার যতটা উন্নত হইতে থাকে, তিনি ততটা নিজের দোষ অধিক দেখিয়া অন্যের প্রতি অদোষদর্শী হইয়া পড়েন। আচার্য্য বা শ্রীগুরু-পাদপদ্ম জীবমঙ্গলের জন্য যে পর-শাসন-কার্য্যরূপ কৃপা বিস্তার করিয়া থাকেন, তাহা শিষ্যের বা সাধকের অনুকরণীয় নহে। অনুকরণ করিতে গেলে গুরুর পদবী-গ্রহণরূপ ধার্ষ্টিকতা, প্রাকৃত-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা, প্রভুত্ব-কামনা বা মৎসরতা আসিয়া তাহাকে অধঃপাতিত করিবে।

শ্রীদামোদর পণ্ডিত মহাপ্রভুকে বাক্যদণ্ড করিয়াছিলেন। কোন বিধবা ব্রাহ্মণীর সৌভাগ্যবান্ সুন্দর পুত্রের প্রতি মহাপ্রভু অহৈতুক-কৃপাস্নেহ করিতেন, ইহা দেখিয়া পণ্ডিত শ্রীদামোদর মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন,—"আপনি অন্যকে উপদেশ প্রদান করিবার বেলায় পণ্ডিত হন এবং সকলে আপনাকে 'গোস্বামী' বা 'আচার্য্যে'র প্রতিষ্ঠা প্রদান করেন; কিন্তু আপনি সুন্দরী বিধবা যুবতীর পুত্রকে এইরূপ আদর করায় কি সুখ হয়ং নিস্তব্ধ থাকিবে? যাহাতে লোকে আপনার প্রতি কটাক্ষ করিতে পারে, এরূপ কার্য্যে আপনি কেন অবসর প্রদান করেন?"

বরং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি পণ্ডিত শ্রীদামোদরের এইরূপ শাসনগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া যদি মহাপ্রভু বা আচার্য্যকে কেহ দোষী অথবা পণ্ডিত দামোদরকে মহাপ্রভুর নিত্য-পার্ষদত্ব হইতে বিচ্যুত করিবার আধাক্ষিকতা মনে মনেও চিন্তা করে, তবে তাহার বিচারে সমূহ ভ্রান্তি ও হরিজনত্ব হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, জানিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যেরূপ নিত্য সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র, নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ, সর্ব্বতত্ত্বময়তনু, পণ্ডিত দামোদরও সেইরূপ মহাপ্রভুর নিত্য অন্তরঙ্গ পার্ষদ। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন,—

ইহারে কহিয়ে **শুদ্ধ প্রেমের তরঙ্গ**।
দামোদর সম মোর নাহি **অন্তরঙ্গ**॥

(চৈঃ চঃ অ ৩।১৯)

শ্রীমন্মহাপ্রভু "কাঁহা মুঞি—কালিকার বটু নবীন!" প্রভৃতি বলিয়া শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে শাসন করিয়াছেন, বা তাঁহার আনীত চন্দনাদি তৈল লোক-শিক্ষার্থে ব্যবহার করেন নাই দেখিয়া শ্রীজগদানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ নহেন, ইহা যেন ভ্রমেও মনে না হয়। পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ ব্রজ-লীলার নিত্যসিদ্ধ পরিকর, গৌর-লীলায় তিনি মহাপ্রভুর নিত্য-পার্ষদ।

রামদাস বিশ্বাসকে মহাপ্রভু পূর্ব্বে আদর করেন নাই; কেন না, তাহার বিচারে নির্ব্বিশেষবাদের গন্ধ ছিল। কিন্তু শ্রীরঘুনাথ ভট্টের সেবা-ফলে ও তাঁহার কৃপায় যখন রামদাসের নির্ব্বিশেষ-বিচার চিরোহিত হইল, কিংবা শ্রীবাস পণ্ডিতের কৃপায় যখন সেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধের কালন হইল, অথবা নিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপায় যখন জগাই-মাধাইর উদ্ধার হইল, অথবা ছোট হরিদাসের প্রতি যখন মহাপ্রভুর কৃপা হইল, তখন আর তাঁহাদিগকে পূর্ব্বের বিচারে দর্শন করিলে জীবনাধিক জীবন বৈষ্ণবাপরাধ হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে যখন আত্মসাৎ করিলেন, তখন যদি তাঁহাকে

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ না বলা হয়, তবে ছোট হরিদাসের চরণে অপরাধের ফলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে অপরাধ সংঘটিত হইবে। এইজন্যই শ্রীল প্রভুপাদ অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"লোকশিক্ষার জন্য নিজ-ভক্ত হরিদাসকে গ্রহণ না করার পরে তাঁহার মুখে কৃষ্ণকীর্তন-শ্রবণরূপ সেবা স্বীকার করিয়া প্রভু নিজ-ভক্ত বলিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।" শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

আপন-করণা, লোকে বৈরাগ্য-শিক্ষণ।
স্ব-ভক্তের গাঢ়-অনুরাগ-প্রকটীকরণ।
তীর্থের মহিমা, নিজ-ভক্তে আত্মসাৎ।
এক-লীলায় করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ-সাত॥
অদ্ভুত চৈতন্য-লীলা—সমুদ্র-গম্ভীর।
লোকে নাহি বুঝে, বুঝে যেই ভক্ত ধীর॥

(চৈঃ চঃ অ ২।১৬৮-১৭০)

ছোট হরিদাসকে যদি এখন আমরা স্ত্রীসম্ভাষণকারী বলিয়া মনে করনাও করি, তাহা হইলে আমাদের আর রক্ষা নাই। তিনি মহাপ্রভুর নিজ-ভক্ত, পার্ষদ। মহাপ্রভু তাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন। ছোট হরিদাসের প্রতি শাসনও আমারই শিক্ষার জন্য—ছোট হরিদাসকে স্ত্রীসম্ভাষণকারী বলিয়া গুরু-বৈষ্ণব-নিন্দা শিক্ষা করিবার জন্য নহে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু যে ছোটহরিদাস-দণ্ড-লীলা চরিতামৃতে বর্ণন করিয়াছেন, তাহা এই উদ্দেশ্যে নয়ে, বা মহাপ্রভুও এই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে শাসন করেন নাই; আমাকে শিক্ষা দিবার জন্যই ছোট হরিদাসের প্রতি তাঁহার শাসন-লীলা। সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর শিক্ষার বা 'গৌড়ীয়ে'র প্রবন্ধাদিতে, কিংবা কোন কোন প্রাকৃত-সহজিয়া-মতের প্রতিবাদে শ্রীল ছোট হরিদাসের বিষয়ে যাহা পূর্ব্বে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া যেন কেহ এরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী না হন যে, শ্রীল প্রভুপাদ বা তদনুগ শুদ্ধ-সম্প্রদায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ-জন ছোট হরিদাসকে কোনরূপে অবধাননা করিয়াছেন। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের গুরু-মতকে বিষ্ণুমন্ত্রও স্বীকার না করিবার জন্যই ছোট হরিদাসের যে আদর্শ মহাপ্রভু গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহারা শ্রীগৌর-পার্ষদ ছোট হরিদাসের চরণে অপরাধ শিক্ষা দেন নাই।

অনেক সময় ভগবান্ লোকশিক্ষা-ছলে, কিংবা নিজ-লীলা-বিলাসের চমৎকারিতা-বর্দ্ধনের জন্য নিজ-পার্ষদগণকে প্রতিকূল-ভাবাশ্রিত করিয়া সঙ্কট করেন। বৈকুণ্ঠের দ্বার-পাল পরমভাগবত 'জয়-বিজয়' সম্বন্ধে মহাজনগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—শ্রীধর স্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবত (৩।১৬।২৯) শ্লোকের ভাবার্থ-দীপিকায় বলিয়াছেন,—

"যদ্যপি সনকাদীনাং ক্রোধো ন সম্ভবতি, ন চ ভগবৎ-পার্ষদয়োঃ তয়োঃ ব্রাহ্মণপ্রাতিকূল্যং ন চ ভগবতঃ স্বভক্তো-পেক্ষা, ন চ বৈকুণ্ঠগতানাং পুনর্জ্জন্ম, তথাপি ভগবতঃ লিপ্সাদিবৎ কদাচিৎ যুদ্ধেচ্ছা সম্ভবতি; তদ্ভেষাবহবল-বাংস্তথাবিধানাং তুল্যবলত্বেঽপি প্রাতিপক্ষ্যানুপপত্তেঃ এতৌ এব ব্রাহ্মণনিবারণে প্রবর্ত্তৌ তেষু চ ক্রোধমুৎপাদ্য তচ্ছাপব্যাজেন প্রতিপক্ষৌ বিধায় যুদ্ধকৌতুকং সম্পাদয়িষ্যন্।"

অর্থাৎ যদিও আত্মারাম সনকাদি ঋষিগণের ক্রোধ সম্ভব-পর হয় না, ভগবৎপার্ষদ জয়-বিজয়ের ব্রাহ্মণগণের প্রতি প্রাতিকূল্যাচরণ এবং ভগবানেরও স্বভক্তগণের প্রতি উপেক্ষা, তথা বৈকুণ্ঠগত ভক্তগণের পুনর্জ্জন্ম অসম্ভব, তথাপি ভগবানের সৃষ্টিকরণেচ্ছার ন্যায় কখনও যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা উদিত হইয়াছিল। কিন্তু তুল্যবলশালী ভগবৎপার্ষদ ব্যতীত অন্য মর্ত্ত্যজীবের বল অল্প, আবার পার্ষদগণের বল তুল্য হইলেও তাঁহাদের ভগবানের প্রতি প্রাতিকূল্যভাব হইতে পারে না। এই কারণ-বশতঃ তিনি আত্মারাম মুনিগণের ক্রোধ উৎপাদন পূর্ব্বক তাঁহাদের শাপচ্ছলে স্বপার্ষদ জয়-বিজয়কে প্রাতিকূল্য-ভাবাশ্রিত করিয়া যুদ্ধ-কৌতুক সম্পন্ন করিতে হইবে—এইরূপ বিবেচনা করিয়া-ছিলেন। অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ যুদ্ধকৌতুক অনুভব করিবার জন্যই জয়-বিজয়কে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী না হইলে যুদ্ধ হয় না। পার্ষদ ব্যতীত ভগবানের তুল্যও কেহ হইতে পারে না। তজ্জন্যই ভগবান্ জয়-বিজয়কে অবতীর্ণ করাইলেন।

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১৪৫ অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন,—কারূষদেশাধিপতি শিশুপাল, দন্তবক্র পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠনাথের দ্বারপাল জয়-বিজয় ছিলেন।—(ভাঃ ৭।১।৩৩ শ্লোকে), 'প্রাকৃত দেহ-ইন্দ্রিয় প্রাণহীন; বৈকুণ্ঠপুরবাসিগণের প্রাকৃত-দেহ-সম্বন্ধ কিরূপে হইতে পারে?' যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নানুসারে জানা যায় যে, তাঁহারা অপ্রাকৃত দেহ-বিশিষ্ট। সাধুগণের অপ্রাকৃত-দেহের ন্যায় তাঁহাদের দেহেরও বিনাশ

নাই ; তাহা ভগবানের নিজ-উক্তি (ভাঃ ৩।১৬।২৯) হইতেই জানা যায়। ভগবান্ নিজানুগত দ্বারপালদ্বয়কে বলিলেন,—"তোমরা মর্ত্যলোকে গমন কর। তোমরা ভীত হইও না। তোমাদের মঙ্গল লাভ হউক। উত্তরার গর্ভে পরীক্ষিতের অবস্থানকালে আমি (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র যেরূপ বিফল করিয়াছিলাম, সেইরূপ তোমাদের প্রতি ব্রহ্মশাপরূপ ব্রহ্মাস্ত্র খণ্ডনে সমর্থ হইয়াও আমি তাহা খণ্ডন করিলাম না।" ভগবানের এই উক্তি অনুসারে বুঝা যায় যে, জয়-বিজয় সনকাদির শাপচ্ছলে কেবল শ্রীভগবানের লীলার নিমিত্তই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পাদ্মোত্তর-খণ্ডের মতানুসারে জানা যায় যে, শ্রীহরি নিজ-ভক্তচিত্ত-বিনোদনের জন্য এবং সৃষ্ট্যাদি ক্রীড়া-নিমিত্ত তাঁহার দুর্ঘট-ঘটনাকারিণী ইচ্ছার জয়-বিজয়ের স্বভাবসিদ্ধ অনিমাদি ঐশ্বর্য্যযুক্ত পরম জ্যোতির্ম্ময় দেহ পার্থিব-গুণময়-দেহে তিনবার প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১৬।৩৬ শ্লোকের টীকায় এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—

(ভগবান্ কহিলেন—) "হে বিপ্রগণ! আপনারা যে আমার পরম ভক্ত জয়-বিজয়ের প্রতি অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমারই মত। আমি এই পরম ভক্ত-দ্বয়ের আত্মরক্ষার নিমিত্তই আপনাদিগকে বৈকুণ্ঠে আনিয়া শুদ্ধসত্ত্ব বিগ্রহ দ্বারপালদ্বয়কে পরম ভক্ত আপনাদের প্রতি প্রাতিকূল্যাচরণে প্রবৃত্ত করিয়া এবং আত্মারাম-চূড়ামণি আপনাদের ক্রোধোদ্রেক করিয়া আপনাদের দ্বারা অভিশাপ প্রদান করাইয়াছি। এস্থলে আমার পার্ষদ-দ্বয়ের, অথবা আপনাদের কোনও অপরাধ নাই। [সনকাদি ঋষিগণ কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি ভক্ত-বৎসল, সুতরাং এই ভক্তদ্বয়ের প্রতি এতাদৃশ দুঃখ-প্রদানে প্রবৃত্তি আপনার কিরূপে হইল? তদুত্তরে ভগবান্ কহিলেন,—] হে বিপ্রগণ! আপনারা সর্ব্বজ্ঞ, অতএব সকলই জানেন, আমার বলা বাহুল্যমাত্র। জয়-বিজয়ের প্রেম-বিজৃম্ভিত কোনপ্রকার ইচ্ছা-বিশেষই ইহার কারণ। তাঁহারা আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন—হে প্রভুবর! আপনি দেবতাগণেরও অধিদেব বৈকুণ্ঠনাথ; মর্ত্যলোকের সামর্থ্য অতি অল্প, আমরা যদি আপনার প্রতিকূল না হই, তাহা হইলে আপনার যুদ্ধসুখ হইবে না, অতএব আমাদিগকে কোনপ্রকারে প্রতিকূল-ভাবান্বিত করিয়া যুদ্ধসুখ অনুভব করুন। আপনার স্বতঃ পরিপূর্ণতাতে আমরা আপনার অণুমাত্র ন্যূনতাও সহ্য করিতে পারি না। অতএব আপনি স্বীয় ভক্তবাৎসল্যগুণ খর্ব্ব করিয়াও অন্যাদৃশ কিঞ্চিদ্বয়ের ন্যূন পূর্ণ করুন।" ভক্তগণের চিত্ত-বিনোদনার্থ ভগবানেরও তৎকালে ঐ প্রকার বাসনার উদয় হইয়াছিল। মহতের চরণে অপরাধ করিয়া বৈকুণ্ঠ হইতে পরমসিদ্ধগণেরও অধঃপতন হয়, অতএব মর্ত্যলোক হইতে যে বৈষ্ণবাপরাধ-হেতু সাধকাভাস জীবের পতন হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সাধক-ভক্তদিগকে মহৎ অপরাধ হইতে সাবধান করিবার নিমিত্তই ভগবানের এই প্রকার লীলা।

শ্রীবল্লভাচার্য্য যখন জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদের আনুগত্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বল্লভাচার্য্যকে সর্ব্বপ্রকারে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা, শ্রীহরিনামাদির ব্যাখ্যা কোনটাই শ্রবণ করেন নাই। মহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে বল্লভাচার্য্য যেন 'হংস-মধ্যে বকে'র ন্যায় অবস্থান করিতেন। তাঁহার কোন সিদ্ধান্তই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি গৌরপার্ষদগণ স্বীকার করিতেন না। শ্রীবল্লভাচার্য্যও প্রত্যহই তাঁহার প্রতিষ্ঠা এইরূপ-ভাবে খর্ব্ব হইতে দেখিয়া হৃদয়ে বড়ই বেদনা অনুভব করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু লৌকিক শিষ্টাচার লঙ্ঘন করিয়াও হাস্যচ্ছলে বল্লভাচার্য্যকে বলিয়াছিলেন, যে-ব্যক্তি জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামীকে স্বীকার করেন না, তাঁহার চেষ্টা বেশ্যার ন্যায় ব্যভিচারিণী। শ্রীমন্মহাপ্রভু লোক-শিক্ষা-ফলে অহঙ্কারীর অভিমান বিনাশ করিয়া তাঁহার মঙ্গল বিধান করিবার জন্য শ্রীবল্লভাচার্য্যকে নানা প্রকারে বাক্যদণ্ড ও তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু বল্লভাচার্য্য যখন স্বয়ং অনুতপ্ত হইয়া মহাপ্রভুর শরণাগত হইলেন এবং অপরাধ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে রত হইলেন, তখন শ্রীবল্লভ ভট্টের অনুরোধে মহাপ্রভু শ্রীবল্লভের গৃহে নিজ-ভক্তগণের সহিত ভিক্ষা স্বীকার করিলেন। যখন গৌরশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত শ্রীবল্লভ ভট্টকে স্বীকার করিলেন, তখন আর বল্লভাচার্য্যকে 'অপরাধী' বলিয়া বিচার করিতে হইবে না। তদ্ভেতুকরক্ষক শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের শ্রীচরণে অপরাধী থাকিলে অদ্বিতীয়াচার্য্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু নিজ-জনগণের সহিত শ্রীবল্লভাচার্য্যের গৃহে (মথুরায় শ্রীবল্লভ-পুত্র বিট্ঠলেশ্বরের ভবনে) একমাস থাকিয়া গোপাল

দর্শন করিতে যাইতেন না। শ্রীল রূপগোস্বামী, শ্রীলগোপাল-ভট্ট, শ্রীল রঘুনাথদাস, শ্রীল রঘুনাথভট্ট, শ্রীল শ্রীজীব, শ্রীল লোকনাথ, শ্রীল ভূগর্ভ প্রভৃতি গোস্বামিবৃন্দ সকলেই শ্রীবিষ্ণুকে স্নেহ ও কৃপা করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কাহাকেও শাসন বা শোধন করিতে পারেন, কিন্তু সেই অস্ত্র আমরা প্রয়োগ করিতে গেলে আমাদের অমার্জ্জনীয় ও আত্মপাতকর অপরাধ হইবে, তদ্দ্বারা মহাপ্রভুকেই লঙ্ঘন করা হইবে।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অবতারি-রূপে দর্শন করিতে পারেন নাই; কিন্তু পরে মহাপ্রভুর শরণা-গত হইয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া আমরা শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে শ্রীগৌরপার্ষদরূপে বিচার না করিলে বা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উপর দণ্ড চালাইতে গেলে অমঙ্গলের চরম সীমায় উপনীত হইব।

শুনিয়াছি, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অন্যান্য শাসনযোগ্য ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া শ্রীলপ্রভুপাদের প্রতি অধিক শাসন-লীলা প্রদর্শন করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের গুরু-লীলায় একটি আদর্শ-গ্রহণ উপলক্ষ করিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লোকশিক্ষাচ্ছলে শাসন-লীলার কথা শুনিয়া কেহ যদি তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধ করে, তবে সেই অপরাধীর পতন অনিবার্য্য। কোন কোন আধ্যক্ষিক ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের উপর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাক্য-দণ্ড-লীলার কথা শুনিয়া ও উহার প্রকৃত মর্ম্ম অবধারণ করিতে না পারিয়া অপরাধী পাষণ্ড হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের প্রতি কোন কোন সময় শাসন-লীলা প্রকাশ করিতেন। শিষ্য-নামধেয় কোন কোন ব্যক্তির প্রতি সেইরূপ অন্যায় ব্যবহার করিতেন না বলিয়া কতকগুলি লোক উহার নজীর দেখাইয়া পাষণ্ড ও অপরাধী হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব অতি নিজজন জ্ঞানে, শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুকে সময় সময় কিরূপ সুতীব্র ভাষায় অনেক কথা জানাইতেন। ইহা দেখিয়া যদি কেহ মনে করে যে, পূজনীয় শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীল আচার্য্যদেব বা শ্রীল প্রভুপাদের অনুমোদিত পথে চলেন নাই, স্বতন্ত্র বিচারে চলিয়াছেন তাহা হইলে সেইরূপ ব্যক্তি নিশ্চয়ই বৈষ্ণবাপরাধ-পঙ্কে পতিত হইবে।

ফলকথা, মর্য্যাদা-লঙ্ঘন পরমার্থ-পথের একটি সর্ব্বপ্রধান কণ্টক। শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শাসন-দণ্ড বা অন্যায় কৃপা কাহারও উপর বর্ষিত দেখিয়া সেই ব্যক্তি-বিশেষকে হেয়-চক্ষে দর্শন করা বা তাঁহার প্রতি কোনরূপে আধ্যক্ষিক বিচার বা তাঁহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা আত্ম-মঙ্গলকামীর কর্ত্তব্য নহে। এই অপরাধের বীজ যেন কোনরূপে কাহারও মধ্যে প্রবেশ না করে। আত্মশোধনের দিকে দৃষ্টি না গেলেই পরের প্রতি শাসন চালাইবার দুর্বুদ্ধির উদয় হয়।

যতই অপরাধ ও অনর্থ আমাদিগকে গ্রাস করিতে থাকিবে, যতই আমরা ভজন-রাজ্য হইতে পতিত হইতে থাকিব, ততই মনে করিব, পৃথিবীতে কোন বৈষ্ণব নাই। আর যতই ভজন উন্নত হইবে, যতই অনর্থ হইতে মুক্ত হইতে থাকিব, ততই এই দর্শন ও অনুভব হইতে থাকিবে যে, আমি ব্যতীত সকলেই বৈষ্ণব, সকলেই হরিভজন করিতেছেন, কেবল আমিই করিতেছি না, সকলেই শিক্ষাগুরুরূপে আমার নিকট তাঁহাদের আদর্শ প্রকট করিতেছেন, কিন্তু আমি তাঁহা-দের সেই শিক্ষা গ্রহণ করিতেছি না। পতনোন্মুখ ব্যক্তি জগতে কোন আদর্শ বৈষ্ণব দেখিতে পায় না; কিন্তু সেবো-ন্মুখ ব্যক্তি সর্ব্বত্রই আদর্শ দেখিতে পায়। অবধূত, অবন্তী-নগরীর ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু প্রভৃতি ভজনোন্মুখ ব্যক্তিগণ প্রত্যেক বস্তুতেই আদর্শ শিক্ষা লাভ করিতে পারিয়াছেন; কিন্তু আমার কি দুর্দ্দৈব যে, আমার সম্মুখে বহু নিষ্কপট বৈষ্ণব এবং সৎসঙ্গের আকর স্বয়ং শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম থাকিতেও আমি কোন আদর্শ-বৈষ্ণব বা শিক্ষাগুরু প্রাপ্ত হইতেছি না,—ইহা নির্ব্বিশেষবাদেরই আর একটি বিক্রম বটে। যখন বিশেষ হইলেই হেয়তা ও দোষদৃষ্টি আসিয়া পড়ে, তখন নির্ব্বিশেষ বা abstract ভাববাদ বা আদর্শবাদকেই বহুমানন করি; ইহা নাস্তিকতারই মায়াময়ী লুকোচুরি খেলা-বিশেষ। ইহার পশ্চাতে আছে—অবশ্যম্ভাবী পতনের প্রকাণ্ড অন্ধকূপ।

চাতুর্ম্মাস্য-নিয়ম

পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ]

শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবশিক্ষার্থ এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে শ্রীহরিনাম-বন্যায় প্লাবন করিতে তীর্থযাত্রার ছলে ক্রমে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীবিগ্রহ-দর্শন, নর্ত্তন, কীর্ত্তনাদিদ্বারা তাৎকালিক ভক্তস্থ সুকৃতি-সম্পন্ন মহাজনদিগকে কৃতার্থ করিতেছেন, এমন সময়ে সেই ক্ষেত্রে প্রবাসী শ্রীসম্প্রদায়ের অন্যতম বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীবেঙ্কটভট্ট মহাশয় অগ্রসর হইয়া শ্রীমহাপ্রভুকে তদীয় গৃহ পবিত্র করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভগবান্ ও ভক্তের ধর্ম্মই মলিন মানবজাতির প্রতি অহৈতুকী কৃপা-প্রকাশ। "মদ্ভক্তিবিমুখানাং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্। নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ" (ভাঃ ১০।৮৬।৫০)। দীনচেতাঃ গৃহিগণের নিত্যমঙ্গল-সাধনের উদ্দেশ্যেই মহদ্ব্যক্তিগণ তাঁহাদের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন, তাঁহারা আত্মরতি হওয়ায় তাঁহাদের অন্য কোন-প্রকার বাসনা নাই। ভট্ট মহাশয় বিশেষ আগ্রহে প্রভুর আগমন ভিক্ষা করিলে প্রভু তদীয় আলয়ে শুভবিজয় করিলেন। ভট্টও "অতিথিদেব"-বুদ্ধিতে পাদ্যাদি দ্বারা সম্মান প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাঁহার পাদ-প্রক্ষালন-জল সবংশে পান করিয়া আপনাদিগকে ধন্য বোধ করিলেন। সৌভাগ্যবানের শুদ্ধবৈষ্ণবতাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর তীর্থযাত্রাচ্ছলে গমনাগমন-পথে ভিক্ষাদিতে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল অন্য জাগতিক কোন বিদ্যা, তপ, ধনাদি তাঁহাকে বিন্দুমাত্র আতিথ্যদানে সমর্থ হয় নাই। শ্রীবেঙ্কটভট্ট মহাশয় নিবেদন করিলেন—'হে অহৈতুক দয়াময় প্রভো! অদ্য চাতুর্ম্মাস্যকাল সমাগত হইয়াছে, আপনি কৃপা-পূর্ব্বক এই শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আশ্রয়চ্ছলে আমার প্রতি সদয় হইয়া কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ দ্বারা আমার উদ্ধার সাধন করুন।' করুণাময় প্রভু সগোষ্ঠী ভট্টকে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যরসে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার প্রকৃত-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে তৎপ্রার্থনা অনুমোদন করিলেন। স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও "চতুরো মাসান্ প্রবসনতঃ স্বাং স যাবদনুগ্রোহস্তরাত্মা পুরুষো বিশ্বরূপঃ;"—এই প্রতিবিধানের প্রতি মানবের সর্ব্বতোভাবে পালনীয়তা শিক্ষাদান করিতে মর্য্যাদা ভাগবতের লীলা প্রকাশ করিলেন। তিনি প্রত্যহ ত্রিমলয় ভাবেশীয়ান্, শ্রীরঙ্গনাথ-দর্শন, প্রেমাবেশে নিরন্তর নর্ত্তন কীর্ত্তন ও কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে চাতুর্ম্মাস্যকাল যাপন করিলেন।

জগজ্জীবের প্রতি কৃপা করিয়া প্রতিবৎসরই সেবা-সুযোগ প্রদান করিতে ঐ চাতুর্ম্মাস্য পুনঃ পুনঃ আগমন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রও ঐ চাতুর্ম্মাস্য-নিয়ম পালন করিতে পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিতেছেন, কিন্তু শাস্ত্র-বাক্যে পূর্ণ-শ্রদ্ধার অভাবে যাদৃশ জীবের কেবল নিয়মযাত্রার পথ প্রশস্ত করিতে যাবতীয় প্রয়াস চলিতেছে।

ভবিষ্যপুরাণ বলিয়াছেন—"যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপমেব বা। চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥" নিয়ম বা ব্রত অথবা জপ ব্যতীত যে মানব চাতুর্ম্মাস্যকাল যাপন করে, সেই মূর্খ জীবিত থাকিয়াও মৃত অর্থাৎ শবতুল্য। সে যমের অতিথি হইয়া অচিরে অন্ধ-তামিস্রাদিতে চিরযন্ত্রণা ভোগ করিবে। প্রত্যেক মানবের পক্ষে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের নিতান্ত সমস্ত পুরাণেই শিক্ষা দিয়াছেন, বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যাভেদ-দাসাভিমানিগণের পক্ষে যে ইহা ভক্তিদেবীর জন্ম-সংস্কারের আকর, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। এই ব্রত যে কেবল কর্ম্মিগণের ঐহিক বা পারত্রিক ফল-প্রদানার্থ অনুষ্ঠেয়, তাহা নহে; বৈষ্ণবমাত্রেরই নিতান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ লঙ্ঘন-জনিত অপরাধ-ফলে সমস্ত ভক্তিক্রিয়ার নিষ্ফলতা অনিবার্য্য। শ্রীসনাতন প্রভু আমাদিগকে ঐজন্য সতর্ক করিয়া দিলেন—'নন্বু বৈষ্ণবস্য চাতুর্ম্মাস্যনিয়মগ্রহণেন কিম্? তত্র লিখ্যতি কৃষ্ণভক্তিবিবৃদ্ধয়ে ইতি।' অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তির বৃদ্ধির নিমিত্ত চাতুর্ম্মাস্য-পালন অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বগোস্বামিবর্গের আচারে ও উপদেশে আমরা এই মাস-চতুষ্টয়ের অসীম মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিবার অবসর পাইয়া থাকি। জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপাদ ঐ কারণেই সমগ্র গৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে এই চাতুর্ম্মাস্য-মধ্যে জীবনের কোটীগুণ উৎসাহ লইয়া শ্রীহরিসংকীর্ত্তনদ্বারা সমগ্র জগৎ মুখরিত করিতে শিক্ষা

দিয়াছেন ; গৌড়ীয়গণের মধ্যে ভাগবত-মহামহোৎসব-সমূহ ও ঊর্জ্জব্রতাদি শাস্ত্রবিধানগুলিকে নিষ্ঠার সহিত পালন করিতে আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষীকে উপদেশ দিয়াছেন।

চতুর্ম্মাস্যকালে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডের ৩৮শ অধ্যায়ে শ্রীনারদ গৌড়ীয় বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীশম্ভুকে প্রশ্ন করিতেছেন—"প্রভো! শ্রীহরির সুপ্তিকালে চারিমাস-মধ্যে মানবের কি কি করা কর্ত্তব্য ?" তাহাতে শ্রীমহাদেব আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিতে লাগিলেন, —আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে একাদশীতে উপবাস করিয়া ভক্তি-পূর্ব্বক ঐ ব্রত গ্রহণ করিবে। কার্ত্তিকী শুক্লপক্ষের শ্রীউত্থা-নৈকাদশী পর্য্যন্ত এই নিয়ম পালনীয়। এতন্মধ্যে অধিমাস বা মলমাস পতিত হইলেও তাহাতে ঐ ব্রত ভঙ্গ নাই। পরন্তু সেই বৎসর পঞ্চমাস ব্যাপী শ্রীহরির বিশেষ প্রসাদ গ্রহণ করিতে হইবে। এই চাতুর্ম্মাস্য-মধ্যে প্রতিষ্ঠা, যজ্ঞাদি-ক্রিয়া, বিবাহ, অন্য ব্রতাদি কোন মাঙ্গলিক ক্রিয়া, রাজার যাত্রাদি বিবিধ ব্যাপার বর্জ্জন করিতে হইবে। শ্রীহরিকে যথাবিধানে পর্য্যঙ্কে শয়ন করাইয়া তাঁহার সম্মুখে বাক্য-দ্বারা নিয়মগুলি গ্রহণ করিতে হইবে। সুধী ব্যক্তি নিয়মবান্ হইয়া জপ, হোম ও নামসংকীর্ত্তন-পূর্ব্বক প্রার্থনা করিবেন—

চাতুর্ম্মাস্যকালে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

'হে ভগবন্! আপনার সম্মুখে এই ব্রত গ্রহণ করিলাম, আপনার প্রসাদে ইহা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হউক। হে জনার্দ্দন! এই ব্রত গ্রহণ-পূর্ব্বক মৃত্যু হইলেও আপনার কৃপায় উহা সুসিদ্ধ হউক।'

এই মাস-চতুষ্টয়-মধ্যে কতকগুলি পদার্থ বর্জ্জনের ফল-শ্রুতি বলিতেছি, শ্রবণ কর। শুষ্কতর্কনিষ্ঠ মায়াবাদিগণ ফলশ্রুতিতে মুগ্ধ হন না। তাঁহারা অহৈতুকী ভগবৎসেবায় আকৃষ্ট। ফলশ্রুতি ভক্তগণের জন্য নহে। মানব গুড় বর্জ্জন করিলে মধুরত্ব লাভ করে। তৈল পরিহারে সম্পত্তি-লাভ ও ক্ষৌরত্যাগে মনোহরত্ব-প্রাপ্তি ঘটে। কটুতৈলত্যাগী শত্রুর সহিত শান্তি স্থাপন করিতে পারে। ভগন্ধতৈল পরিত্যাগে অতুল সৌভাগ্য সংপ্রাপ্তি ঘটে। যোগাভ্যাসী মানব ব্রহ্মপদ লাভ করে। ব্রতী কটু, অম্ল, মধুর, ক্ষার, তিক্ত, কষায়—এই ষড়্‌রস পরিহার করিলে বিরূপতা ও দুর্গন্ধাদি হইতে নিষ্কৃতি পায়। পলাশপত্রে ভোজনকারী রূপবান্ ও ভোগী, দীপ্তিমান্ ও তেজস্বিযুক্ত হয়। দধি-দুগ্ধ পরিত্যাগদ্বারা মানব গোলোক লাভ করে। যিনি মৌনব্রতাবলম্বন করেন, তাঁহার আজ্ঞা কুত্রাপি ব্যর্থ হয় না। সর্ব্বদা "নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র জপ করিলে শতগুণ ফল পাইয়া মানব স্বর্গে বিদ্যাধরদিগের চক্রবর্ত্তিত্ব পাইবেন। পুষ্করিণীতে স্নানমাত্রে গঙ্গাস্নানের ফল, ভূমিতে ভোজনদ্বারা পৃথিবীর আধিপত্য, বিষ্ণুগৃহে লেপন-মার্জ্জনাদি-দ্বারা কল্পকাল বৈকুণ্ঠবাস প্রাপ্তি হয়। যিনি প্রত্যহ একশত আটবার বিষ্ণুমন্দির প্রদক্ষিণ করেন, তিনি হংস-বিমানে বিষ্ণুলোকে যান। বিষ্ণু সম্মুখে গীতবাদ্য, নিত্য শাস্ত্রালোচন ও তাঁহাকে তুলসীপত্রে পূজা, মানবকে বিষ্ণুপদে উন্নীত করে। গৃহে শীতলজলে স্নান নির্ম্মল দেহ প্রদান করে। পাত্রে ভোজন করিলে কুরুক্ষেত্রে, শিলায় পত্রাগজ এবং তাম্রপাত্রে নৈমিষতুল্য ফল পায়। কাংস্যপাত্রে পরিত্যাগই একান্ত কর্ত্তব্য। অন্য পাত্র না পাইলে মৃন্ময়-পাত্রই উত্তম। পলাশপত্রে ভোজন মহাপাতক নাশ করে। পদ্মপত্রে ভোজন-দ্বারা সর্ব্বতীর্থ-ফল পাইয়া ব্রাহ্মণ বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হন।

ভূমিশয়ন করিলে দশ সহস্র বর্ষ রোগবিহীন হইয়া বহু পুত্র ও ধনাদিযুক্ত হয়। নক্তভোজী নর সমগ্র তীর্থযাত্রার ফলভাগী হয়। প্রাণীহিংসা বিরত হইয়া দান, দয়া ও দম আচরণ করিতে হইবে। যিনি গুরুদেবকে সর্ব্বস্ব দান করেন, তিনি বিষ্ণুর প্রিয় হন। জনার্দ্দন সুপ্ত হইলে যিনি মধু ভক্ষণ করেন, তাঁহার মহা পাপ হয়, কিন্তু উহার বর্জ্জন করিলে সর্ব্বযজ্ঞের ফল পাইবেন। দাড়িম, মাতুলুঙ্গ, নারিকেল বর্জ্জন করিলে মানব বিষ্ণুপথে গমন করেন এবং বিত্তবান্, সৌভাগ্যশালী হইয়া প্রসিদ্ধ কুলে জন্ম হন। একাহার দ্বারা মাস-চতুষ্টয় ক্ষেপণ করিলে স্বর্গসহস্র বিষ্ণুলোকে পূজিত হন। তুলসী, তিল ও কুশসংযোগে তর্পণ করিলে সহস্রযুগ বিষ্ণু-নিকটে সুখভোগ পান। গ্রাম্যান্ন ত্যাগ করিলে নয় এক-ময়ন্তরকাল বিষ্ণুলোকে সম্মান পান। এই কাল-মধ্যে মোক্ষাভিলাষীর দধি, দুগ্ধ, তক্র, গুড়, শাক পরিবর্জ্জন একান্ত কর্ত্তব্য। স্বহস্তে পাক করিয়া ভোজন করিলে দশ সহস্র বৎসর ইন্দ্রলোকে সম্মানিত হন। মৌন-ভোজন অবশ্য পালনীয়। একটী শুষ্ক, গুণযুক্ত বা একটি পদও যিনি নিয়ম-পূর্ব্বক বিষ্ণুর সম্মুখে গান করেন, তিনি মুক্ত পুরুষ। এই চাতুর্ম্মাস্য-মধ্যে যিনি নিয়ম পালন করিতে অপরকেও উপদেশ না দেন, তাঁহারও নরকলাভ হয় ও মানবজন্ম ব্যর্থ হয়। এই কালে স্নান, দান, জপ, হোম, বেদাধ্যয়ন ও দেবার্চ্চনের ফল অক্ষয় হইয়া থাকে। বিশেষতঃ শ্রীহরির সুপ্তিকালে শ্রীহরির নাম জপ বা উচ্চ পাঠদ্বারা কোটিগুণিত ফল লাভ হয়। নখ ও কেশাদির সংস্কার-বর্জ্জনই একান্ত কর্ত্তব্য। বিলাস-শয্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ, ভূমি-শয়ন ও সর্ব্বতোভাবে অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য-পালন শ্রেয়স্কর।

স্কন্দপুরাণ-মতে—শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ ও কার্ত্তিকে আমিষ ত্যাজ্য; যাঁহারা স্বতঃই আমিষ-গ্রহণে বিরত আছেন, তাঁহারা যত্ন বর্জ্জন করিবেন। শিম্বী, বরবটী, পটল, বার্ত্তাকু, সঞ্চিত, অলাবু, পুতিকা একান্ত বর্জ্জন না করিলে সপ্তজন্মার্জ্জিত পুণ্য ক্ষয় পায়। এইকালে সদুৎপন্ন ফল ও মূলাদির মধ্যে আম্রপ্রিয়গুলি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। বিষ্ণুরহস্য-মতে এই চাতুর্ম্মাস্যকাল মানব একাহারী, নিত্যস্নায়ী, দৃঢ়ব্রত হইয়া শ্রীহরির অর্চ্চনে নিরত থাকিবেন। তাহাতে বৈষ্ণবী গতি লাভ ঘটে।

ভবিষ্যোত্তরে কথিত আছে—শ্রীভগবান্ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—স্ত্রী বা পুরুষ আমার ভক্তমাত্রই এই ব্রত নিশ্চয় গ্রহণ-করিবেন। তাহাতে লবণ, তৈল, অভ্যঙ্গ, পুষ্প, রসত্রয়, তাম্বূল, পাদাভ্যঙ্গ, শিরোভ্যঙ্গ, মধু, দধি, দুগ্ধ, তক্র, স্থালীপাক, অগ্নিপাক, মাংস, সুরা, নখ, লোমকর্ত্তন বর্জ্জন

করিবার মহা-ফলসমূহ রহিয়াছে। একাহারব্রত-ভোজন, মৌন-ধারণ, মৃত্তিকায় ভোজন, নারায়ণময় জপ, শ্রীহরির বন্দন, পাদস্পর্শ, মন্দির লেপন স্তবপাঠ, প্রদক্ষিণ, গীতবাদ্যোদ্যিয়ার। সন্তোষ-সাধন, শাস্ত্রগোষ্ঠী প্রভৃতির বিধানে কামাফল অনায়াসে করতলগত হয়। আবার নিষ্কাম হরিপ্রীতিকামি-গণের তৎসেবা লাভ অতীব সহজসাধ্য।

পুরাণ-কথিত ফলগুলি কামাকর্ম্মিগণের আশা, কিন্তু একান্তী সাধুগণ হরির সন্তোষ সাধন ব্যতীত অন্য কামনা না করায় তাঁহারা ঐ ফলগুলিকে নিতান্ত তুচ্ছ ও ভক্তিবাধক-জ্ঞানে পরিহার করেন বলিয়া ভগবান্ ঐ ফলগুলি দিয়া তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করেন না, বরং তাঁহার আদেশ পালন-দ্বারা কর্ম্মাদি মলিন ব্যক্তিগণের হরিসান্নিধ্য-বিধানে বদ্ধ থাকায় নিজের নিত্যপরিকরত্ব উপলব্ধি করাইয়া নিত্যানন্দ প্রদান করেন। ভোগি-গণ এইকালে স্বীয় ভোগ সঙ্কোচ করিয়া নিয়মিতভাবে ভগবদারাধনায় ব্যাপৃত থাকুন,—ইহাই শাস্ত্র-বাক্য-সমূহের মূল তাৎপর্য্য।

চতুরাশ্রমীর মধ্যে বিধি-নিষেধগুলি গৃহাশ্রমীর জন্যই বিহিত। ব্রহ্মচারিগণ সর্ব্বদা সদ্‌গুরুবাক্যে প্রতিষ্ঠিত থাকায়, বানপ্রস্থগণ সহজেই ভোগ পরিত্যাগ করায় এবং মহাভাগবত-গণ কোন বিধিবাধ্য না হওয়ায় তাঁহাদের জন্য এইগুলি কার্য্যকর নহে। তবে আমাদের হিতার্থে কোন কোন লোক-শিক্ষক মহাভাগবত ও অন্যান্য আশ্রমাশ্রীকারিগণ এইগুলি কঠোরভাবে পালন করিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন। তাঁহাদের আচরণে সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্বস্তুসাধন একান্ত লক্ষ্য হইলেও আমাদের ন্যায় মলিনচিত্ত লোক তাঁহাদিগকে বৈষয়িকীত্বে গণনা করিবার পাষণ্ডতা করিয়া থাকে। কলি-যুগোচিত ধর্ম্ম-শৈথিল্য ও স্বেচ্ছাচারের প্রাধান্যপ্রভাবেই আধুনিক মানবজাতির শাস্ত্র-শাসনের প্রতি অনাদর, ভক্তগণের মিথ্যাচারাদিদ্বারা বঞ্চনা, পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থায় লাঘবের অজ্ঞান ও প্রকৃত সাধু আদর্শের দুর্ব্বলতা প্রভৃতি বহু দুর্ভাগ্য নরলোকে ব্যাপকভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এতদবস্থায় যাঁহারা প্রকৃতই আপনাদিগের নিত্যমঙ্গল-সাধন-পূর্ব্বক পরোপকার-ব্রতে দীক্ষিত হইতে সমুৎসুক, তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া সাধুসঙ্গ, সাধুমুখ হইতে বৈকুণ্ঠকথা-শ্রবণ ও তদানুগত্যে কীর্ত্তন-সেবাদ্বা-কারে পরিপ্রশ্নমুখে বাস্তব-বস্তুর তত্ত্বজ্ঞান লাভ প্রভৃতি দ্বারা অনুক্ষণ শ্রীহরির প্রীতি-সম্পাদনে ব্রতী হউন। এতদর্থে জগদ্-গুরুপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রীশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী আচার্য্যপ্রবরের পূর্ণানুগত্যে গৌড়ীয়-মিশনের কর্ত্তৃপক্ষগণ পূর্ণাঙ্গভাবে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের পালন-সেবার সহিত চৌষট্টি প্রকার শুদ্ধভক্ত্যাঙ্গেরও সঙ্গীর্ত্তনাদি প্রকটিত করিয়া প্রতি-বর্ষে পুণ্যভূমি ভারতে ও ভারতের বাহিরে শুদ্ধ-ভক্তসঙ্ঘারামগুলিতে যাবতীয় সুযোগ উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ভাগ্যবান্ মানবগণ সুবুদ্ধির ফল পাইবার জন্য এই মহা-সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন এবং তাঁহারা অপর সকলেরও সুবুদ্ধির উদয় করাইতে সাদরে আহ্বান করিতেছেন। আবার এই নিষ্ঠা-পালনগুলি নিতান্ত নানাত্ববর্জ্জিত জড়বৎ প্রতীয়মান না হইয়া যাহাতে প্রত্যহ নবনবায়মানভাবে জগৎসমক্ষে উপস্থিতি প্রকাশ করে, তাহার জন্য ভাগবত-মহোৎসবগুলিও তৎসঙ্গে যোগদান করিয়া মানবজাতির পরম কল্যাণক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন।

শ্রীসনৎকুমার বলিয়াছেন—"একাদশ্যাস্তু পৃষ্টায়াং সংক্রান্ত্যাং কর্কটস্য তু। আষাঢ্যাং বা নরো ভক্ত্যা চাতুর্ম্মাস্যোদিতং ব্রতম্।" ভক্তিমান্ মানব শ্রীহরির শয়নৈকাদশীতে অথবা কর্কটসংক্রমণে, কিংবা আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে এই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত গ্রহণ করিবেন। এই বৎসরে ঐ সকল দিন যথাক্রমে ৩১ আষাঢ়, ৩২ আষাঢ় ও ৩ শ্রাবণে সমাগত হইয়াছেন। ইহার মধ্যে আবার সাগ্রজ ভগবান্ স্বয়ং ও তদীয় নিত্যপরিকর শ্রীসনাতনাদি গোস্বামিবর্গ প্রকটা-প্রকটলীলাদ্বারা বিশেষ বিশেষ তিথির পাবনতা সম্পাদন করিতেছেন। এতাদৃশ শুদ্ধভক্তগণের আনুগত্যে চাতুর্ম্মাস্য পালনের সুযোগ মানবের ভাগ্যে কদাচিৎ আগমন করে। ক্ষণভঙ্গুর পরমার্থপ্রদ সুদুর্লভ মানবজীবন পাইয়া এতাদৃশ সুব্যবস্থার সহিত পরিচিত হইয়াও যদি আমরা তাহার অনুগ্রহ জীবনে প্রয়োগ করিবার অবসর করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদিগকে মানব-জীবনের ব্যর্থতার অনুতাপ কোটি কোটি অবরযোনিতে ভোগ করিতেই হইবে, এই বাক্য একটুকুও নিরর্থক নহে।

সাধকের সতর্কতা *

সাধন-কালে সর্ব্বতোমুখিনী সতর্কতা অবলম্বিত না হইলে হরিভজনে নানাপ্রকার বিঘ্ন ও বিঘ্ন আসিতে পারে; এজন্য সাধক অনুক্ষণ গুরুবর্গ ও মহাজনগণের কীর্ত্তন-প্রবাহের মধ্যে অবস্থান করিবেন। মনোধর্ম্মের ভাল-মন্দ বিচার বা অভক্তি-বিবেকের কোনপ্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেই শুদ্ধভক্তিবিনোদ-ধারা হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে। গুরু ও বৈষ্ণবের কৃপাকে সর্ব্বদা ধ্রুবতারার ন্যায় সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাদের বাণী-কীর্ত্তন-স্রোতে স্নাত হইয়া ভজনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

সাধক অনেক সময় আত্ম-মঙ্গলের বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ও বিচারপর হইলেও শ্রৌত-বাণীর সেবা না করিলে অমঙ্গলকে মঙ্গলের কারণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। কোন কোন সাধক নিজেকে অনর্থগ্রস্ত জীব বলিয়া অনুভব করেন। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি বিষয় তাঁহাকে প্রলুব্ধ করে, ইহাও সাধক বুঝিতে পারেন। উহাদের নিকট হইতে অর্জ্জিত ঠিক অভিজ্ঞতাই তাঁহার স্মৃতিপটে থাকে। প্রাকৃত রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ, সুখের অনুপাদেয়তা, হেয়তা প্রভৃতি দর্শন করিয়া কি প্রকারে ঐ সকল বিষয় হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, সে বিষয়েও সাধক চিন্তা ও বিচার করেন। কিন্তু এই চিন্তা ও বিচারের মধ্যে যদি শ্রৌত-পথের পরিবর্ত্তে মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত হইয়া কোনপ্রকার উপায় বা প্রণালী বিবেচিত হয়, তাহা হইলে সতর্কতার মধ্যেও বিঘ্ন, বিচারের মধ্যেও দুর্ব্বিচার, বিবেকের মধ্যেও অভক্তি-বিবেক, ত্যাগ ও তপস্যার মধ্যেও প্রচ্ছন্ন ভোগ, আত্ম-মঙ্গল-কামনার মধ্যেও সমূহ অমঙ্গল ও উৎপাত আসিয়া উপস্থিত হয়।

কোন কোন সাধক গুরুগৃহে বাস করিয়া নিজেকে সর্ব্ব-বিধ দুঃসঙ্গের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিষয়ী বা গৃহস্থ স্ত্রীলোকাদির সহিত সম্ভাষণ হইয়া পড়িবে বিচার করিয়া তাহাদের নিকট হইতে গুরুসেবার আনুকূল্য গ্রহণ করিতে বিরত থাকাই মঙ্গলজনক মনে করেন। সেইরূপ সাধকের মত এই যে, যখন আমি বহির্ম্মুখবিষয়ে অত্যন্ত লুব্ধ এবং যখন আমি বিষয় ও যোষিৎ-দর্শন হইতে মুক্ত হই নাই, তখন দুর্গের মধ্যে অবস্থান করিয়াই আমি হরিসেবা করিব অর্থাৎ আমি নির্জ্জনে বসিয়া হরিনাম কিংবা গ্রন্থাদি আলোচনা, না হয় মঠের আভ্যন্তরীণ অন্তরঙ্গ সেবা-কার্য্য, যাহাতে বিষয়ি-দর্শন বা স্ত্রী-দর্শন সম্ভব নহে,—এইরূপ কার্য্য করিব। কিন্তু এখানে আমরা একটি মূল কথা ভুলিয়া যাই। বদ্ধজীব-মাত্রেরই সকল প্রকার অসুবিধার মূল কারণ—**পুরুষাভিমান**। ইহা পুরুষ-জাতি ও স্ত্রী-জাতি উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য। যে-ব্যক্তি **দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট**, সে-ব্যক্তি নিজেকে পুরুষ বা স্ত্রী যাহাই অভিমান করুক না কেন, তাহাই 'পুরুষাভিমান'। পুরুষাভিমানে অভিমানী হইয়া সাধক কখনও ভোগ্যজ্ঞানে সমস্ত বিশ্ব ভোগ করিবার জন্য প্রধাবিত হইতেছে, আবার কখনও ভোগে অশান্তি লাভ করিয়া তাহা ত্যাগ করিবার যত্ন করিতেছে। ত্যাগের বহু-মানন করিয়া সাধক বৌদ্ধ বা জৈনদিগের বিচার-অবলম্বনে চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব লোপ করিবার যত্ন করিতেছে। কিন্তু পুরুষাভিমান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে রুদ্ধ করিলেই কি বিষয়ের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে? যদি তাহাই সম্ভব হইত, তাহা হইলে যাহারা দৃষ্টিশক্তিহীন, বধির, অথবা নাসিকা ও জিহ্বা-হীন, তাহারা অনায়াসে বিষয়-নির্ম্মুক্ত হইয়া ভগবৎকৃপা লাভ করিত। 'আদম-সুমারী'তে অন্ধ, বধির ও দরিদ্রের যে সংখ্যা দেখা যায়, তাহারা সকলেই বা অধিকাংশই বিষয়-নির্ম্মুক্ত ও ভগবৎসেবোন্মুখ হইয়াছে কি? পৃথিবীর সহস্র সহস্র নপুংসক ব্যক্তি পুরুষাভিমান পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-ভজনে রতিবিশিষ্ট হইয়াছে কি? অথবা তাহাদের যোষিৎ-দর্শন তিরোহিত হইয়াছে কি?

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।

* শ্রীচৈতন্যমঠে ইং ১৬।৭।৩০ তারিখে শ্রীল আচার্য্যদেবের কীর্ত্তিত উপদেশের মর্ম্মাবলম্বনে বিস্তৃতাকারে শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী সেবাব্রত কর্ত্তৃক লিখিত।

সঙ্কর্ষনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ.
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু বিষয়ি-দর্শন ও যোষিৎ-দর্শনকে বিষভক্ষণ হইতেও অমঙ্গলজনক বলিয়াছেন; কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয়ের ধ্বংসের কথা বলেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবতও প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের যথাযথ ব্যবহারের কথাই বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিকে ধ্বংস করিতে বলেন নাই—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জনাদিষু শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥

মহারাজ অম্বরীষ মনকে কৃষ্ণপাদপদ্ম-ধ্যানে, বাক্য সকলকে বৈকুণ্ঠবস্তুর গুণানুকীর্তনে, করযুগলকে শ্রীহরিমন্দির-মার্জ্জনাদি সেবা-কার্য্যে, শ্রবণেন্দ্রিয়কে শ্রীকৃষ্ণ-কথা-শ্রবণে, নয়নযুগলকে শ্রীমুকুন্দ-মন্দির (মথুরাদি-ধাম ও বৈষ্ণব) দর্শনে, ত্বগিন্দ্রিয়কে ভগবদ্-ভৃত্যগণের গাত্রস্পর্শে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে শ্রীভগবৎপাদপদ্মে অর্পিত তুলসীর সৌরভ-গ্রহণে, রসনাকে শ্রীভগবন্নিবেদিত অন্নাদি-আস্বাদনে, চরণযুগলকে মথুরাদি বিষ্ণুস্থান পর্য্যটনে, মস্তককে শ্রীহরিচরণ-প্রণামে, কামনাকে ভগবদ্দাস্যে অর্থাৎ ভগবানের দাস্য-প্রাপ্তির জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন; বিষয়ভোগের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করেন নাই। এই প্রকারে ইন্দ্রিয়সকলকে যথাস্থানে নিযুক্ত করিলে উত্তমঃশ্লোক ভগবানের ভক্তের প্রতি রতি অথবা ভক্তের ন্যায় ভগবদ্রতি হইয়া থাকে।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় রিপু-জয়ের যে প্রণালী বলিয়াছেন, তাহাতেও জৈন ও বৌদ্ধগণের মত চক্ষু-কর্ণ প্রভৃতি রুদ্ধ করিয়া, কাপট্য যোগিগণের মত কাণে তুলা দিয়া বহির্বিষয়ের কথা শ্রবণাদি হইতে বিরত থাকিবার কৃত্রিম চেষ্টার অনুমোদন করেন নাই। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যাবতীয় কৃত্রিম-চেষ্টাকে চিরদিনই প্রচণ্ড বিক্রমে খর্ব্ব করিয়াছেন। কৃত্রিম বা রুদ্ধ গুপথীর কোনদিন মঙ্গল হয় না। সে আত্মহত্যার পথে চলিয়াছে। ভক্তিপথের পথিকের অভিনয় করিয়া সেইসকল কৃত্রিমতার বিন্দুমাত্রও প্রশ্রয়ভাবে হৃদয়ে পোষণ করিলে, তাহাকে প্রচ্ছন্ন-নির্ব্বিশেষবাদী বলিয়াই শুদ্ধভক্তগণ জানিতে পারেন।

এই প্রচ্ছন্ন-নির্ব্বিশেষবাদ বা কৃত্রিম তপস্যা করিবার মনোভাব, ব্যবহার ও যুক্তি অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ ব্যায়ামের দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। কতকগুলি লোক চক্ষু-কর্ণাদির বৃত্তিকে ধ্বংস করিবার চেষ্টায় যেরূপ নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়ে, সেইরূপ কেবল যুক্তিবাদী হইয়াও অন্তোদ্বিক-সংখ্যক লোক নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়ে। যুক্তিবাদ পোষণ করিতে তাহারা স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তমের সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতাকে, চিন্বিলাস শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্বাধীনতাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। শ্রৌতপথে বিচার না করিয়া অথবা শ্রৌতপথের নামে আধ্যক্ষিকতার আনুগত্যময় যুক্তিবাদ পোষণ করিয়া বহু সাধক আত্মঘাতী হইয়া পড়িয়াছে। কতকগুলি লোক গুরুদেবের সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতায় প্রশ্নের অবিশ্বাসী হইয়া তাঁহার সম্বন্ধে নানাপ্রকার ওকালতি, ব্যারিষ্টারী প্রভৃতিও করিয়াছে। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল প্রভুপাদ বা শুদ্ধ রূপানুগ-ধারার এইরূপ বিচার নহে। আমার শ্রীগুরুদেবের কোন দোষই ঘটিতে পারে না, তাঁহার কোন দোষ নাই, থাকিতেই পারে না। শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের ভ্রান্তি নাই—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা। রামচন্দ্রপুরীর কৃত্রিম তপস্যা ও ত্যাগের ভেণ্ডে লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মাথিয়া আমি স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তমের সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা খর্ব্ব করিব না। সমস্ত বহির্মুখ মুখর জগৎ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম-মহিমা বুঝিতে না পারিলেও, বেদ-ভাগবত পড়িয়া শত শত পণ্ডিত শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীপদনখশোভা দর্শন করিতে না পারিলেও আমি সেই সকল জনমতের অনুসরণ করিব না—সেই সকল শ্রীমতী হিন্দুর মুখ দর্শন করিব না, ইহা শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাসের বিচার। এমন কি, স্বয়ং শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্বন্ধে সমালোচনা-প্রসঙ্গে কোন কোন কথা বলিয়াও শ্রীল ভক্তিবিনোদ-পাদপদ্ম হইতে শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তকে বিন্দুমাত্রও ভ্রষ্ট করিতে পারেন নাই। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আচরণ-সমর্থনের জন্য কোন ওকালতি করিতে না গিয়া নিজ-শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে ইহাই বলিয়াছিলেন—"আপনি

যতই আমাকে পরীক্ষা করুন না কেন, আপনাকে এই কৃত্যাভাসকে শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ-পাদপদ্ম-নখ-শোভা হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারিবেন না। শ্রীল প্রভুপাদ ওজস্বী শ্রিয়নাথের প্রত্যুত্তরে কিরূপ সুতীব্র ও সুগম্ভীর শ্রৌত-বিচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বিচারের বিষয়। অতএব কেবল যুক্তিবাদের দ্বারা সাধক কখনও আত্ম-কল্যাণ লাভ করিতে পারেন না। শ্রৌত-পথই সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের এইরূপ যথাযথ ব্যবহার করিবার কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন—

দেহে বৈসে রিপুগণ, যতেক ইন্দ্রিয়গণ,
কেহ কার বাধ্য নাহি হয়।
শুনিলে না শুনে কাণ, জানিলে না জানে প্রাণ,
ধরাইতে না পারে নিশ্চয়॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, দম্ভসহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি' হৃদয়, রিপু করি' পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব॥
'কাম' কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে, ক্রোধ' ভক্তদ্বেষি-জনে,
'লোভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্টলাভ-বিনে, 'মদ' কৃষ্ণগুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥
অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার ধাম,
ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ।
কিবা না করিতে পারে, কাম-ক্রোধ সাধকেরে
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ॥
ক্রোধে যা না করে কিবা, ক্রোধত্যাগ সদা দিবা,
লোভ-মোহ এই ত' কথন।
হয় রিপু সদা হীন, করিব মনের অধীন,
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ॥
আপনি পলাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দ-রব,
সিংহরবে যেন করিগণ।
সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে,
যার হয় একান্ত ভজন॥

কেবল ব্যতিরেক আলোচনা ও ব্যবহারের দ্বারা কোনদিনই মঙ্গল-লাভ হইতে পারে না। নির্ব্বিশেষবাদিগণ—ব্যতিরেক-পন্থী; আর শুদ্ধভক্তগণ—অন্বয়-পন্থী। নির্ব্বিশেষবাদিগণের 'নেতি নেতি' বিচার প্রবল, আর শুদ্ধভক্তগণের 'ইতি ইতি' বিচার প্রবল। অন্ধকারে হাতড়ানই 'নেতি নেতি' বাদ, আর আলোকের সম্মুখীন হওয়া বা তাহার দেখাই শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত। শুদ্ধভক্তগণ বলেন,—সেবোন্মুখ হও—ভোগোন্মুখ বা ত্যাগোন্মুখ হইও না; কর্ম্মোন্মুখ, নির্ভেদ-জ্ঞানোন্মুখ, যোগোন্মুখ, ব্রতোন্মুখ, তপস্যোন্মুখ ও অন্যাভিলাষোন্মুখ হইও না।

অন্ধকারের হেয়তা, অনুপাদেয়তা লক্ষ্য করিয়া অন্ধকার হইতে দূরে দূরে থাকিবার বন্দোবস্ত কোনদিন সুবিধা হইতে পারে না, সুবিধা হয় আলোর অনুসন্ধানে। যদি কৃপা করিয়া আলোক প্রকাশিত হন, তবে অন্ধকার অনায়াসেই বিদূরিত হইয়া যায়। নির্ব্বিশেষবাদিগণ অন্ধকারের ধ্যান করেন, আর অপ্রাকৃত সবিশেষবাদী ভক্তগণের আলোকের সহজ-ধ্যান হয়। দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া কি কোনদিন আলোর সন্ধান পাওয়া যাইবে? দরজা-জানালা খুলিয়া দাও—শরণাগত হও, অনায়াসে আলোক পাইয়া স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিবে। সেজন্যই আমরা শ্রীরূপানুগ মহাজনগণের বাণীতে শুনিতে পাই,—তোমার misidentification ছাড়িয়া দাও—পুরুষাভিমান পরিত্যাগ কর; তুমি যে শুদ্ধ নিত্য কৃষ্ণদাস—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের নিত্য ভৃত্যানুভৃত্য, এই শুদ্ধ অভিমানে অভিমানী হও।

'আমি শুদ্ধ আদর্শ দেখিতে পাইতেছি না'—এইরূপ কু-বিচারে চালিত হইয়া পেঁচকের ন্যায় অন্ধকার কুটীরে বসিয়া থাকিলে কি আলোকের সন্ধান লাভ করিতে পারিব? অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া থাকিবার আড্যা-সংরক্ষণ-পূর্ব্বক নানাভাবে জল্পনা-কল্পনা করিলে কিছুতেই চেতনের বস্তির উদ্ঘাটিত হইবে না। নির্জ্জন-ভজনের আড্যা, কৃত্রিম তপস্যার আড্যা, দেহারামতার আড্যা, 'কোথাও শুদ্ধ-বৈষ্ণব নাই'—এই কু-বিচারের আড্যা, 'ব্যক্তিগত যোগ্যতার অভাব-কল্পনার আড্যা, অতিরিক্ত যুক্তিবাদের আড্যা আমাদিগকে অধিকতর পুরুষাভিমানে প্রমত্ত করিয়া তুলিতেছে,—ইহা অতিশয় তমোগুণাক্রান্ত শোচ্যতম অবস্থা।

গ্রামের চৌকিদার মহাশয় তাহার ব্যক্তিগত পরিচয়ে যদি পরমহংস বা পরব্রহ্মের প্রতি লোভীও হয়, তথাপি সে যখন চৌকিদারের বেষ (uniform) গ্রহণ-পূর্ব্বক নিজেকে

রাজকর্ম্মচারী—part and parcel of the Government (শাসন-বিভাগের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ-বিশেষ) অনুভব করে, তখন তাহার অন্তরে যদি কিছুটা পরত্রব্য-হরণ করিবার প্রবৃত্তিও থাকে, তাহা হইলেও সে চুরি-ডাকাতি করিবার পরিবর্ত্তে চোর-ডাকাতকে ধরাইয়া দিয়া রাজ-সরকার হইতে পুরস্কার ও সম্মান লাভ করে। কিন্তু সে নিজেকে চৌকিদাররূপ রাজকর্ম্মচারীর অভিমান না করিয়া গভর্ণমেণ্ট হইতে স্বতন্ত্র-বিচারে চুরি-ডাকাতি করিতে গেলে শাস্তি ভোগ করে; অথবা চৌকিদারের কার্য্য করিবার অভিনয়ে চুরি-ডাকাতি করিলে তাহার দণ্ড সাধারণ অপরাধী অপেক্ষাও অধিকতর হয়।

সাধকের ন্যূনাধিক অনর্থ থাকা অসম্ভব নহে। সেইরূপ অনর্থ আছে বলিয়া তিনি গভর্ণমেণ্ট অর্থাৎ মিশনরূপী শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আনুগত্যে চৌকিদারী অর্থাৎ শুদ্ধভক্তিসদ্ভারামের সেবা করিবেন না, তাহা নহে; অনর্থ আছে বলিয়া গুরু-সেবা হইতে বিরত হইয়া নির্জ্জন ভজনানন্দীর অনুকরণ করিলে অনর্থের হ্রাস হইবে না। গভর্ণমেণ্ট বা মিশনরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে স্বতন্ত্র হইলে আরও অধিক চুরি-ডাকাতি অর্থাৎ অনর্থেই কৃত হইয়া পড়িবেন। তবে যদি মিশনের সেবার নামে কপটতা করিয়া কেহ অবৈধ-কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তবে তাহার দণ্ড আরও অধিক হইবে। কিন্তু ইহা দেখিয়া তাহা হইতে দূরে সরিয়া থাকিলেও মঙ্গল হইবে না। আমরা যতই অনর্থযুক্ত হই না কেন, শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা অকপটে নিয়ত প্রার্থনা করিতে করিতে পুরুষাভিমান অচিরেই ত্যাগ করিতে পারিব; নিজেকে গুরু-বৈষ্ণবের দাসানুদাসরূপ শুদ্ধাভিমানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের সংকীর্ত্তনের সেবায় জন্য প্রচার-ভিক্ষাদি করিতে গিয়া বাহ্যদর্শনে বিষয়ীর নিকট উপস্থিত হইলেও বিষয় আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মে নিয়ত কৃপা-প্রার্থনার সহিত তাঁহাদের অভ্যুক্ত নশ্বর ভুক্ত্যানুভুক্ত্যাভিমান করিতে পারিলে বিশ্বের সমস্তই শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবার উপকরণরূপে দর্শন হইবে। কোন বস্তুতে ভোগবুদ্ধি উপস্থিত হইবে না—বিষয়ী দর্শন হইবে না। পুরুষাভিমান লইয়া হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে কিংবা জন-প্রাণিশূন্য গহ্বরে কোটি জন্ম অবস্থান করিয়াও মোহিৎ-দর্শনের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিব না।

আমাদের যে-স্থানেই অসুবিধা হয়—যে-স্থানে আমরা নিজের তপস্যা, সামর্থ্য, যোগ্যতা, বল, ভরসা, নিজের বিচার, যুক্তি প্রভৃতির উপর দাঁড়াইতে চাহি। আমরা নিষ্কপটভাবে দণ্ডবৎ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনা করি না অর্থাৎ শরণা-গত হই না। তাই সাধন করিয়াও ফল লাভ করিতে পারি না; আমাদের সাধনই হয় না, সিদ্ধি কি করিয়া আসিবে?

মিশন বা শুদ্ধভক্ত-সদ্ভারাম শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতে অভিন্ন। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের ভাষায় তাহাই 'প্রপন্নাশ্রম' বা 'শ্রদ্ধা কুটীর'। যদি সেই প্রপন্নাশ্রম বা শ্রদ্ধা-কুটীরে প্রপন্ন ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইতে পারি অর্থাৎ নিজেকে 'part and parcel of the Mission' অভিমান করিতে পারি, তাহা হইলে অন্তরে নানাপ্রকার অনর্থ থাকা সত্ত্বেও সেই শুদ্ধ অভিমানের বলে মায়ার তাণ্ডব-নৃত্য হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারিব। কিন্তু সেই প্রপন্নাশ্রম বা শ্রদ্ধা-কুটীর হইতে স্বতন্ত্র-পরিচয়ে পরিচয় দিতে গেলে হৃদয়ে নানাপ্রকার কপটতা, অজ্ঞাভিনয়, 'আমি অধিক বুঝি'—এই অভিমান, বৈষ্ণবের আবরণে প্রচ্ছন্ন দাম্ভিকতা, প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাশা, প্রচ্ছন্ন স্বতন্ত্রতার কামনা, নানাপ্রকার মনোধর্ম্ম আমাকে আশ্রয় করিবে; আমি তখন নির্জ্জন-ভজনের অভিনয়কারী বা স্বতন্ত্র প্রচারকের সজ্জা গ্রহণ করিবার অভিনয় করিয়াও নিরয়গামী হইব। তাই শ্রীল প্রভুপাদ গান করিয়াছেন,—

ওহে মন! তুমি কিসের বৈষ্ণব?
প্রতিষ্ঠার তরে,　　নির্জ্জনের ঘরে,
তব হরিনাম কেবলই কৈতব।
যে কভু বৈরাগী,　　করে নিজে ত্যাগী,
সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব।
হরিপদ ছাড়ি',　　নির্জ্জনতা বাড়ি',
লভিয়া কি ফল, কহ সে বৈভব॥
ব্রজবাসিগণ,　　প্রচারক ধন,
প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তাঁ'রা নহে কভু।
প্রাণ আছে তাঁ'র,　　সে হেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব॥

প্রচার-প্রসঙ্গ

তমলুকে প্রচার—উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীপাদ সংকীর্তন পালাধিকারী প্রভৃতি কতিপয় ভক্তবৃন্দের মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর অনুকীর্তন করিতে করিতে গত ৭।৭।৪০ তারিখে মেদিনীপুরের অন্তর্গত তাম্রলিপ্ত (তমলুক) সহরে শ্রীযুক্ত বিনোদ-বিহারী নাগ (অবসর-প্রাপ্ত সেরেস্তাদার) মহাশয়ের স্থানীয় হরিসভায় অবস্থান-পূর্ব্বক ৮ই ও ৯ই জুলাই তারিখদ্বয়ে উক্ত হরিসভাগৃহ-প্রাঙ্গণে বহু শিক্ষিত সজ্জন-বিদুষিতা মহতী সভায় "মনাভন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রযুক্তিমূলে দুইটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

ব্রজপুরে—ত্রিদণ্ডিপাদাশ্রিত শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ বহরমপুর গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়ে কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তন করিয়াছেন। গত ১২শে জুলাই বৃহস্পতিবার দিবস স্থানীয় পুলিসুট কলেজে ইংরাজী ভাষায় একটী অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন। প্রিন্সিপ্যাল জি, বর্ম্মরাও শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের পরিচয় প্রদান করেন। তিনি দক্ষিণ-উড়িষ্যার ডিষ্ট্রিক্ট এডুকেশান্যাল অফিসার শ্রীহরিহর মিত্র এম্-এ, আই, এস্, ই এবং প্রফেসার ও ছাত্রবৃন্দের সমীপে প্রাঞ্জল-ভাবে দুই ঘণ্টা যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

নিজস্ব সংবাদ-দাতার তার

গত ৫ই শ্রাবণ (১৩৪৭), ২১শে জুলাই রবিবার কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহোৎসব সংকীর্তনমুখে সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত দিবস একটি মহতী সভায় ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ "মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য" সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তি-মূলে একটি উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিলে শ্রীপাদ ঋষিশেখর ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী "ভক্তভক্ত ও উৎসবের প্রকৃত তাৎপর্য্য" সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। উৎসবে সমবেত সজ্জন-মণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

বর্ত্তমান গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞানপুরী গোস্বামী মহারাজের সঙ্কলন-লীলা-কীর্ত্তন-স্মরণোৎসব-উপলক্ষে "শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ" গ্রন্থের পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় সংস্করণের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অঙ্কিত শ্রীনবদ্বীপ মণ্ডলের একটি প্রাচীন মানচিত্র ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের লিখিত 'মানচিত্র-নিদর্শন' এবং বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে বৃটিশ মিউজিয়াম্ হইতে সংগৃহীত ম্যাথুস্ ভেন্ ব্রুক্ (Mattheus van den Broucke) কৃত বঙ্গের প্রাচীনতম মানচিত্রে নবদ্বীপের স্থিতি-সংস্থান প্রদর্শিত হইয়াছে। ম্যাথুস ভেন্ ব্রুক্ ১৬৫৮-৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ওলন্দাজ বণিক্‌গণের অধিনায়ক ছিলেন। উহাতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নবদ্বীপের স্থিতি-সংস্থান প্রদর্শিত হয়। সেই দুষ্প্রাপ্য মানচিত্রটি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বহু চিত্র, মানচিত্র ও মূল্যবান্ তথ্য এই গ্রন্থে রহিয়াছে। প্রাপ্তি-স্থান—শ্রীহরিবিনোদ দাসাধিকারী, পোঃ—শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সন্ন্যাস-লীলা-স্মরণ-মহোৎসব

গত ৮ই শ্রাবণ বুধবার, কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান পুরী গোস্বামী ঠাকুরের মিলিত-সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা-স্মরণ-মহোৎসব ও বৈষ্ণবস্মৃতি-সভা সুসম্পন্ন হইয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর অপ্রকট-মহোৎসব বন্দনা, পাঠ, কীর্ত্তন, শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ প্রভুর বক্তৃতা ও মহা-প্রসাদ-বিতরণাদি দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পারমরাজপ্রবর
শ্রীশ্রীরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৫শে শ্রাবণ ১৩৪৭ ১০ই আগষ্ট, ১৯৪০ | ২য়-৩য় সংখ্যা

"বৃদ্ধকাল আওল, সব সুখ ভাগল"

অসীম অহৈতুক পরদুঃখদুঃখী ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার 'শরণাগতি'তে বিষয়াসক্ত, ত্রিতাপতপ্ত বদ্ধজীবের অবস্থা বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন,—

শুন মোর দুঃখের কাহিনী।
বিষয়-হলাহল, সুধাভানে পিয়নু,
আব্ অবসান দিনমণি॥
খেলারসে শৈশব, পড়ইতে কৈশোর,
গোঙাওনু না ভেল বিবেক।
ভোগবশে যৌবনে, হত পাতি বান্ধনু,
ভেল, মিত বাঢ়ল অনেক।
ভেল, সব সুখ ভাগল
পীতাম্বরে চইতু কালর।
দন্তেন্দ্রিয় চঞ্চল ক্ষীণ কলেবর,
ভোগা[illegible] দুঃখিত অন্তর॥

মহাজনের এই গীতিটি অনেকবারই শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু ইহা যে আমারই জন্য রচিত হইয়াছে, তাহা অন্তরের সহিত কখনও ভাবিতে পারি[illegible]। "শেষং বিষয়বিষ্ণুমি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্" অর্থাৎ জীবনকে প্রত্যহই যমমন্দিরে

গমন করিতে দর্শন করিয়াও অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ নিজেদের জীবনের অনিত্যতা উপলব্ধি করিবার পরিবর্ত্তে মোহবশে স্থিরই কল্পনা করিতেছে—এই ভাবে মহাজনের ঐ গীতিটীও আমার মর্ম্মদেশে প্রবিষ্ট হয় নাই দেখিতে দেখিতে যৌবন চলিয়া গেল, পুত্র-কন্যাদির অনেক বিস্তার হইল, প্রৌঢ়কাল আসিল; আর কুটুম্ব-ভরণ-চিন্তা হৃদয় অধিকার করায় গর্ব্বভরে মত্ত সংসারের বোঝা বেচ্ছায় বহন করিতে করিতে শরীরে নানাপ্রকার পীড়া হওয়া বৃদ্ধকালের আগমন বার্ত্তাস্বরূপ অন্তরদেশে প্রচারিত হইল। যৌবন সুলভ সমস্ত সুখ বিনষ্ট হইল। রোগে কাতর ও ক্ষীণকলেবর হইয়া পড়িলাম। সমস্ত ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল ও শিথিল হইয়া পড়িল। তথাপি ভোগবাসনা বিদূরিত হইল না, বরং ভোগের অভাবে হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল। সকলই আমার মন-গড়া ভাব। এই ভাবের কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইলাম, আমার অন্তরে অতৃপ্ত ভোগবাসনার জিহ্বা লক্‌লক্ করিতেছে। ইন্দ্রিয় শিথিল হইলে কি হইবে? দেহ জরাজীর্ণ হইলেই বা কি হইবে? হৃদয়টী ভোগবাসনার আগ্নেয়গিরির মত হইয়া আরও ভোগের ইন্ধনের অপেক্ষা করিতেছে। ভোগ লাভ হইতেছে না, তাই মন-মরা-ভাব। হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় উৎসাহ নাই; পদে-পদে বিস্মৃতি, নানাপ্রকার ভ্রম-প্রমাদ।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধে 'পুরঞ্জনে'র উপাখ্যান এবং ৯ম স্কন্ধে সৌভরি-ঋষি ও যযাতির উপাখ্যান প্রভৃতির দ্বারা জীবের হৃদয় ভোগাভাবে কিরূপ দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়, তাহার দৃষ্টান্তসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত 'বৃদ্ধকাল' বা 'জরা'কে "কামিনীপ্রিয় ব্যক্তিগণের অপ্রিয়কাল" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—

যুক্তেষেবং প্রমত্তস্য কুটুম্বাসক্তচেতসঃ।
আসসাদ স বৈ কালো যোঽপ্রিয়ঃ প্রিয়যোষিতাম্॥

(ভাঃ ৪।২৯।১২)

এইরূপভাবে কুটুম্বাসক্ত-চিত্ত হইয়া পুরঞ্জন আত্মহিত-সাধক ভগবদারাধনাদি-কার্য্যে অমনোযোগী রহিলেন; কিন্তু যে-কাল কামিনীপ্রিয় ব্যক্তিগণের অপ্রিয়, সেই কাল অর্থাৎ জরা আসিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। কামিনীপ্রিয় ব্যক্তিগণ বৃদ্ধকাল ও জরাকে কখনই অভিলাষ করে না।

যযাতি-রাজা ইহার উপমান-স্থল। তিনি পুত্র পুরু হইতে যৌবন গ্রহণ করিয়া কামিনী-মনোরঞ্জন বা আক্ষেন্দ্রিয়-তর্পণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে এতৎপ্রসঙ্গে এই উপাখ্যানটী বর্ণিত হইয়াছে,—"এক ছাগ বনের মধ্যে নিজের প্রিয় বস্তু অন্বেষণ করিতে করিতে কূপ-মধ্যে পতিতা এক ছাগীকে দেখিতে পাইল। কামুক ছাগ ঐ ছাগীর উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে করিতে নিজের শৃঙ্গ দ্বারা মৃত্তিকা অপসারণ করিয়া ছাগীর নির্গমন পথ প্রস্তুত করিয়া দিল। সুন্দর নিতম্বশালিনী ছাগী কূপ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া ঐ ছাগকে পতিরূপে বরণ করিতে ইচ্ছা করিল। ছাগী ঐ ছাগকে পতিরূপে বরণ করিয়াছে দেখিয়া অন্যান্য বহু ছাগীও ঐ ছাগকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছুক হইল। ঐ ছাগ একাকী অনেক ছাগীর মনোরঞ্জন করিতে করিতে গ্রাম্য-ধর্ম্মে আসক্ত হইয়া পড়িল ও নিজের স্বরূপ ভুলিয়া গেল। যে ছাগী কূপে পতিত হইয়াছিল, সে নিজের প্রিয়তম পতিকে অন্য প্রিয়ায় আসক্ত দেখিয়া তাহা সহ্য করিতে পারিল না। সে তখন নিজ-স্বামী ছাগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। ঐ ত্রৈণ-ছাগ তাহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ছাগীকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত শব্দ করিতে করিতে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। ঐ ছাগী যথায় গিয়াছিল, তথায় উহার পালন-কর্ত্তা এক ব্রাহ্মণ ঐরূপ এক ছাগকে দেখিতে পাইয়া ক্রোধভরে ছাগের লম্বমান অণ্ডদ্বয় ছিন্ন করিয়া দিল। তখন ঐ ছাগ কাতর-ভাবে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলে সেই যোগী ব্রাহ্মণ তাহার পালা ছাগীর কাম-ভোগার্থে ছাগে পুনরায় ঐ অণ্ডদ্বয় সংযোজিত করিয়া দিল। তখন ঐ ছাগ কূপপতিত ছাগীর সহিত বহু বৎসর বিষয়-ভোগে অতিবাহিত করিল, তথাপি তাহার কামভোগের বাসনা তৃপ্ত হইল না।" ত্রৈণ গৃহব্রতগণের চরিত্র ঐ ছাগের ন্যায়। তাহারা পত্নীনামধারিণী ছাগীর কামে বর্দ্ধিত ও উহার মায়ায় মোহিত হইয়া আত্মস্বরূপ জানিতে সমর্থ হইতেছে না। যুবাবস্থায় যে ছাগবৃত্তি, পরিণত-বয়সে তাহাই পুত্রাদি-পালন বা কুটুম্বাদি ভরণের কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রভৃতি আসক্তিরূপে অন্য আকারে পর্য্যবসিত হয়। নিজ-স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া কুটুম্ব ভরণাদি-কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলে বৃদ্ধকালেও ভোগাভাবে অন্তর দুঃখিত থাকে। ছাগবৃত্তি হৃদয়ে মূলোদ্ধিত থাকিলে শ্রীশ্রীহরি-

শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সেবায় কখনও উৎসাহ ও ঐকান্তিকতার উদয় হয় না। সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বথা দ্বারা শুদ্ধভক্ত-সঙ্গাধারাধের সেবা করিবার বৃত্তির উদ্রেক হয় না। যখন সমস্ত বল, বীর্য্য, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি একেবারে দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তখন শুদ্ধভক্তি-সঙ্গাধারাধের ভারস্বরূপ হইয়া বৃদ্ধ-বলিবর্দ্দ বা অকর্ম্মণ্য গাভীর 'পিঞ্জরাপোল' বাসের ন্যায় সাধু-সঙ্গ করিবার কপট আকাঙ্ক্ষা ও নির্ব্বেদ-প্রতিম ভাব দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—ছাগী যে-পর্য্যন্ত জীবিত থাকে ও উহার পুত্রাদি যে-কাল পর্য্যন্ত পিতৃদেব ছাগকে আদর-যত্নাদি প্রদর্শন করে, সে-পর্য্যন্ত কিছুতেই ছাগের গৃহব্রত-ধর্ম্ম হইতে মুক্তি হয় না। কিছুতেই সে সাধু-সঙ্গাধারাধে অহৈতুক-সেবাপর হইয়া নিরন্তর বাস করিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবত গৃহব্রতগণের সম্বন্ধে যেরূপ বলিয়াছেন, ত্যাগব্রত ও কৃষ্ণবৈরাগ্যব্রত ব্যক্তিগণের পক্ষেও সেইরূপ মঙ্গলকর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। "সৌভরি-ঋষি পূর্ব্ব ত্যাগী পুরুষ ছিলেন। তিনি গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে যমুনার জলে মগ্ন হইয়া ঘোর তপস্যা করিতেন। একদিন যমুনার জলে তিনি ঐরূপ তপস্যায় মগ্ন আছেন, এমন সময় একটি বৃহৎ মৎস্যকে প্রাণ্য-ধর্ম্মরত দেখিয়া তাঁহার বহু বৎসরের ত্যাগ, তপস্যা, বৈরাগ্য, নির্জ্জন-বাস, ভিতিক্ষা, ধৈর্য্য মুহূর্ত্তের মধ্যে বিনষ্ট হইল। যমুনা শ্রীকৃষ্ণের বিহার বা কৃষ্ণকাম-কেলি-সহায়তাকারিণী। শ্রীযমুনাদেবী সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া—পরমা বৈষ্ণবী। তাঁহার সংস্পর্শে অহৈতুকী কৃষ্ণ-ভক্তির উদয় হয়। কিন্তু মহা-ত্যাগী ও মহা-তপস্বী সৌভরি যমুনার সংস্পর্শে থাকিবার অভিনয় করিয়াও কৃষ্ণপ্রেমের পরিবর্ত্তে জড়-কামে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তিনি যমুনা হইতে উত্থিত হইয়া মথুরার রাজা মান্ধাতার নিকট গমন করিলেন ও বিবাহার্থ তাঁহার একটি সুন্দরী কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু মান্ধাতা একটী জরাজীর্ণ বৃদ্ধ তপস্বীকে নিজ-কন্যা দিতে অন্তরে অনিচ্ছুক হইয়া বলিলেন,—তাঁহার পঞ্চাশটি কন্যার মধ্যে স্বয়ম্বরে যে কন্যা তাঁহাকে (সৌভরিকে) বরমাল্য প্রদান করিবে, উহাকেই সৌভরি পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন। সৌভরি দেখিলেন, মান্ধাতার যুবতী ও সুন্দরী কন্যাগণের মধ্যে কেহই তাঁহার ন্যায় জরাজীর্ণ, বৃদ্ধ, বিশেষতঃ তাপস ব্যক্তিকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবে না। তখন তিনি সুরূপসম্পন্ন হইবার জন্য তপস্যা আরম্ভ করিলেন এবং এরূপ রূপ লাভ করিলেন যে, রাজ-বনিতা কেন, সুরস্ত্রীগণও তাঁহাকে অভিলাষ করেন। মান্ধাতার পঞ্চাশটী কন্যাই সৌভরিকে দেখিয়া উপযুক্ত বর বিচারে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিল। তখন এরূপ হইল যে, উহারা সকলেই সপত্নীক-ভগ্নী-প্রীতি ভুলিয়া গিয়া 'ইনি আমারই স্বামী, তোমাদের কেহ নহে'—এইরূপ বলিয়া পরস্পর মহা-কলহ উপস্থিত করিল। একটী সামান্য সংসঙ্গের সংসর্গ-ফলে সৌভরির ন্যায় মহাত্যাগী, মহা-তপস্বী ব্যক্তিরও এইরূপ দুর্গতির উদয় হইয়াছিল; তখন তিনি বলিয়াছিলেন,—

অহো ইমং পশ্যত মে বিনাশং তপস্বিনঃ সঙ্গবিতস্যতস্য।
অন্তর্জলে বারিচরপ্রসঙ্গাৎ প্রচারিতং ব্রহ্ম চিরং ধৃতং যৎ॥

(ভাঃ ৯।৬।৫৩)

অহো! বারিমধ্যে তপস্যা করিতে করিতে সাধুসেবিত ব্রতপরায়ণ আমার জলচরসঙ্গে দীর্ঘকালের তপঃ বিনষ্ট হইয়াছে। তোমরা আমার এই বিনাশ অবলোকন কর।

সঙ্গং ত্যজেত মিথুনব্রতীনাং মুমুক্ষুঃ
সর্ব্বাত্মনা ন বিসৃজেদ্বহিরিন্দ্রিয়াণি।
একশ্চরন্ রহসি চিত্তমনন্ত ঈশে
যুঞ্জীত তদ্ব্রতিষু সাধুষু চেৎ প্রসঙ্গঃ॥

(ভাঃ ৯।৬।৫৪)

মুক্তিকামি-ব্যক্তি স্ত্রীসঙ্গাসক্ত ব্যক্তিদিগের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন, ইন্দ্রিয়সকলকে বাহ্য-বিষয়ে নিযুক্ত করিবেন না, নির্জ্জনে একাকী অবস্থান-পূর্ব্বক অনন্ত শ্রীহরিতে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিবেন। আর যদি সঙ্গ করিতে হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণভক্ত-পরায়ণ সাধুদিগের সঙ্গ করিবেন।

একস্তপস্যাহমথাপ্যনেন সংসঙ্গজাং
পঞ্চাশদাসমুক্ত পঞ্চসহস্রসর্গঃ।
নান্তং ব্রজাম্যুভয়কৃত্যমনোরথানাং
মায়াগুণৈর্হৃতমতিবিদমেহর্থভাবঃ॥

(ভাঃ ৯।৬।৫২)

অগ্রে আমি একাকীও তপস্যাপরায়ণ ছিলাম, পরে জলের মধ্যে মৎস্যের সঙ্গ হওয়ায় দার-পরিগ্রহণাদির

পঞ্চাশৎ হইলাম, তাহার পর প্রত্যেক বনিতার গর্ভে শত শত পুত্র উৎপন্ন হওয়ায় পঞ্চাশত্রয় হইয়াছি, যাহার ফলে আমার বিবেক নষ্ট এবং বিষয়ে পুরুষার্থ-বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, আমি ঐহিক-পারত্রিক বিষয়-মনোবেগ-সমূহের অন্ত পাইতেছি না।

সৌভরি-ঋষির দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায় যে, জরাজীর্ণ বৃদ্ধের হৃদয়েও ভোগ-বাসনার বীজ বা পুরুষাভিমান বর্ত্তমান থাকিতে পারে। এ বিষয়ে সৌভরি-ঋষি উপলব্ধি করিয়া যে-সকল উপদেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে পুরুষাভিমান বিদূরিত করিবার এই উপায়টী সর্ব্বোৎকৃষ্ট—

"মুক্তীস্ত ভক্তু ভিষু সাধুষু চেৎ প্রসঙ্গঃ।"

যদি সঙ্গ করিতে হয়, তাহা হইলে গৃহব্রত বা ত্যাগ-ব্রতের সঙ্গ না করিয়া শ্রীভাগবত-সেবাব্রত সাধুর সঙ্গ করাই কর্ত্তব্য। সাধুসঙ্গ ও সাধুর কৃপা লাভ করিলে জীবের পুরুষাভিমান হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীহরিতে রতি উদয়ের আর অন্য কোনও উপায় নাই।

অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা

ভজন-পথে 'অসম্ভাবনা' ও 'বিপরীত ভাবনা' এই দুইটীই প্রধান অন্তরায়। অনেক সময় কপট-দৈন্য অসম্ভাবনার হৃদয়ে উদিত হয়। 'আমার হরিভজন হইল না, আমার অনর্থ গেল না, আমার দেহারামতা, গেহারামতা দূর হইল না, আমার কিছুই হইল না, আমার বৃথা-জীবন চলিয়া গেল'—এইরূপ অনেক আক্ষেপ অনেক সময় অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা নিত্যমুক্ত মহাপুরুষ, তাঁহারাও এইরূপ দৈন্য করিয়া থাকেন; আবার যাহারা কিছুতেই হরিভজন করিবে না, কিছুতেই দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিবে না, কিছুতেই শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবে আত্ম-নিবেদন করিবে না—এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছে, তাহারাও ঐরূপই আক্ষেপের অভিনয় করিয়া থাকে। 'আমি কিছুতেই নোঙ্গর তুলিব না',—এইরূপ সঙ্কল্পকেই 'বিপরীত ভাবনা' বলে। বিপরীত-ভাবনাময়ী 'অসম্ভাবনা' কপট-দৈন্য বা আত্মবঞ্চনা; যাঁহার হৃদয়ে এইরূপ অকৃত্রিম অনুশোচনা উপস্থিত হইয়াছে যে, তাঁহার হরিভজন হইতেছে না, তিনি তৎক্ষণাৎ 'বিপরীত ভাবনা' পরিত্যাগ করিবার জন্যও সুদৃঢ়-সঙ্কল্প হইবেন; নতুবা, কেবল 'আমার কিছু হইল না'—মুখে এরূপ বলিয়া নিজের অনর্থের উপর [illegible] করিয়া দৈন্যের প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিবার কপট-অভিসন্ধিই হৃদয়ে লুক্কায়িত থাকে, ইহা প্রমাণিত হইবে। উহাতে হরিভজনে বিন্দুমাত্রও অগ্রসর হওয়া যাইবে না; [illegible] হরিভজন হইতে পঞ্চাশৎপর হইয়া কপটতার অভ্যস্ত হইতে হইবে। যাঁহার সত্য-সত্যই হৃদয়ে নিষ্কপট হরিভজনের জন্য আর্ত্তি ও নিজের দুর্ব্বলতা, অসামর্থ্য বা অনর্থের জন্য অনুশোচনা উপস্থিত হইয়াছে, তিনি সঙ্গে-সঙ্গে 'বিপরীত ভাবনা' পরিত্যাগেও যত্নবান্ হইবেন। 'বিপরীত ভাবনা'রূপ অর্গল খুলিয়া না দিলে শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপালোক কিছুতেই হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না। 'বিপরীত ভাবনা' লালন ও পোষণ করিয়া কেবল মৌখিকভাবে সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা-যাচ্ঞার অভিনয় কৃপা গ্রহণ না করিবারই প্রকৃষ্ট অভিসন্ধি। অতএব জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিতে থাকিবে, বিমুখ থাকিবার সুদৃঢ়সঙ্কল্প ও তীব্র-প্রতিজ্ঞা করিবে, বিমুখতার যাবতীয় অনুকূল অনুশীলন করিতে থাকিবে, অথচ 'আমার প্রতি গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা হইল না,' বা 'আমার কিছুই হইল না',—এইরূপ বলিলেই কি তাহার মঙ্গল হইয়া যাইবে? জীব কি অচেতন জড়পদার্থ? অথবা কি কেবল হরিসেবার সময়েই তাহার স্বতন্ত্রতা? অন্য সময় ও তাহার কোনরূপ স্বতন্ত্রতা ত্রুটী লক্ষিত হয় না। যদি কেহ বলেন যে, অমুক স্থানে গেলে এখনই লক্ষমুদ্রা পাওয়া যাইবে এবং তাহা পাওয়া সুনিশ্চিত, তাহা হইলে আমরা সমস্ত 'বিপরীত ভাবনা' পরিত্যাগ করিয়া সেই প্রয়োজন-লাভে কিরূপ তৎপর হইয়া থাকি! কিন্তু হরিভজনের সময় আমাদের সেরূপ উৎসাহ নাই কেন?

P29545

অনেকের মুখেই 'অনন্যভাবনা'র কথা শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু 'বিপরীত ভাবনা' পরিত্যাগ করিতে কেহই উন্মুখ নহেন। সকলেই 'কিছু হইল না, শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা হইল না' বলিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীশ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপা গ্রহণ করিব না বলিয়া হৃদয়-গুহায় দৃঢ়াধিষ্ঠিত যে প্রচ্ছন্ন সুদৃঢ় সন্দেহ ও অধ্যবসায়-বৃত্তি রহিয়াছে, তাহা কেহই পরিত্যাগ করিতে চাহে না। কেহ কেহ বলেন, 'পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করি, কিন্তু পরিত্যাগ করিতে পারি না।' কিন্তু মহাজনগণ বলেন—'যদি সেই চেষ্টা নিষ্কপট ও আন্তরিক হয়, তবে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই সেখানে প্রভূত বল দান করেন। আমরা কপট, মুখে বলি, দৃঢ়ব্রতত্বধর্ম পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না; কিন্তু কার্যতঃ উহাকেই সযত্নে পোষণ করিব, হৃদয়ে এইরূপ দৃঢ়-সন্দেহ-বিশিষ্ট। কেবল শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিকট কপটভাবে কৃপা-প্রার্থনা বা কৃত্রিম-দৈন্য-প্রদর্শনের দ্বারা মঙ্গল হইতে পারে না। তাঁহারা যে 'স্বতন্ত্রতা' মহাধন দান করিয়াছেন, তাঁহাদের কৃপায় তাহার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। যিনি স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করেন, 'বিপরীত ভাবনা' দূরে পরিহার করেন, তিনিই শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করেন। এই বিপরীত ভাবনা পরিত্যাগ করার নামই—'সাধন'। সেবাই—'কৃপা'। সেবোন্মুখতা ব্যতীত কৃপা লাভ হয় না। সেবোন্মুখতাবিহীন কৃপা—কপট-কৃপা বা বঞ্চনা-মাত্র। যাহারা 'বিপরীত ভাবনা' পরিত্যাগ না করিয়া কৃপা-প্রার্থনার অভিনয় করে, তাহারা ভক্তীতর বিষয়ের দ্বারা বঞ্চিত হয়। 'বিপরীত ভাবনা' পরিত্যাগ করিয়া যে-কৃপার প্রার্থনা ও আত্মদৈন্য, তাহাতেই ভজন-পথে দ্রুত অগ্রগতি ও মঙ্গললাভ হইয়া থাকে। সাধক শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপায় 'বিপরীত ভাবনা' পরিত্যাগ করিয়া সুস্থৈর্য ও সারল্যের সহিত ভক্তিপথে অগ্রসর হইবেন।

যুক্তি ও ভক্তি

যুক্তি দুই প্রকার—'সতী' ও 'বৈরিণী'। সতী যুক্তির নামই—'শ্রৌত-যুক্তি', আর বৈরিণী যুক্তির নাম—'অশ্রৌত-যুক্তি'। বৈরিণী যুক্তি হইতে আধিদৈবিকী বিদ্যা ও বহুরূপী কুতর্কের উদ্ভব হইয়াছে। 'বৈরিণী যুক্তি'র গর্ভেই কলির (বিবাদের) জন্ম। বৈরিণী যুক্তি হইতেই নির্বিশেষ-বাদ উদ্ভূত হইয়াছে। সমগ্র বহির্মুখ জগৎ এই বৈরিণী যুক্তির মোহন রূপে মুগ্ধ। জগতের তথা-কথিত পণ্ডিত-সম্প্রদায়, মনীষি-সম্প্রদায় এই বৈরিণীর উপাসক। যে-স্থানে এই বৈরিণীর আধিপত্য নাই, সে-স্থানে আপাতিক পণ্ডিত ও মনীষিগণেরও শ্রদ্ধা-বিশ্বাস নাই। তাঁহারা ভক্তিদেবী অপেক্ষা মায়াবী যুক্তিকে অধিক বিশ্বাস করেন; ইহারই নাম—মায়া।

ভক্তি ও অন্ধবিশ্বাস—এক নহে। **অশ্রৌত-যুক্তি ও অন্ধবিশ্বাসের পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভক্তি-দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়।** যাঁহারা বৈরিণী যুক্তিকে আদর করেন, তাঁহারা প্রচ্ছন্নভাবে অন্ধবিশ্বাসকেই বহুমানন করেন। ব্যভিচারিণী যুক্তি ও তাহার উপাসক অন্ধবিশ্বাসের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করাইবার জন্যই শ্রৌত-যুক্তির অভ্যুদয়। সাধক আচার্যগণ সকলেই শ্রৌত-যুক্তিকে স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু অশ্রৌত-যুক্তি ও অন্ধবিশ্বাসের পাপ ও পাষণ্ডতাকে কেহই বিন্দুমাত্রও স্বীকার করেন নাই। দ্বিতীয় মধ্বাচার্য শ্রীবাদিরাজস্বামী পঞ্চপৌরুষ-সংযুক্ত "যুক্তি-মল্লিকা" গ্রন্থে শ্রুতির অনুগতা যুক্তির দ্বারা শ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীপাদপদ্ম অর্চন করিয়াছেন। কিন্তু প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ, নির্বিশেষ-বাদী পণ্ডিতগণ যে-সকল যুক্তির আবাহন করিয়া ভক্তিকে বলি (!!) দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে অদৈত-মতের বিস্তার হইয়াছে।

ভগবদ্ভক্তির রাজ্যে প্রবেশের অভিনয় করিয়াও অনেকে অভিনয় যুক্তিবাদী [illegible] পড়েন। তাঁহারা শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কার্য-কলাপ ও আচরণকে যুক্তির 'নিক্তি'তে পরিমাপ করিয়া দেখিতে চান। যদি সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীশ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবের আচার-প্রচার আধ্যক্ষিকের কল্পিত আদর্শ-

অনুযায়ী কাটায় কাটায় ঠিক হয়, তবেই তাঁহারা তাঁহাদিগকে ভক্তি (?) প্রদর্শন করিয়া কৃতার্থ করিবেন,—এইরূপ বিচার করেন। কিন্তু এইরূপ হৈতুকী ভক্তি বা ভক্তির ছলনা নির্ব্বিশেষবাদের জননী। এইরূপ বৈরিণী যুক্তির কবলে কবলিত হইয়া নির্ব্বিশেষবাদিগণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীসচ্চিদানন্দ-বিগ্রহে বিশ্বাস করিতে পারে না। তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলাকে 'নিত্য' বলিয়া বিশ্বাস করে না। তাঁহার মেষপালন-লীলাকে বঞ্চনাময়ী লীলা বলিয়া ধারণা ও তাঁহার গ্রাম্যাদি নিত্য-লীলাকে 'অপ্রাকৃত' বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। যুক্তিবাদী হইয়াই তাহারা শুদ্ধ-বৈষ্ণবের নিত্যত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের অভিনয় করিয়াও মায়াবাদিগণের ন্যায় উজ্জিহ্বভোজী অনেক ব্যক্তি শুদ্ধ-বৈষ্ণবকে বৈরিণী যুক্তির তৌলদণ্ডে মাপিবার চেষ্টা করিয়া, অথবা প্রাকৃত-সহজিয়াগণের অন্ধবিশ্বাসের কবলে কবলিত হইয়া ভক্তিরাজ্য হইতে পতিত হয়।

অতএব সাধক যদি প্রকৃত আত্মমঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি যুক্তিকে অধিক আদর না করিয়া শ্রৌত-পথ ও সেবোন্মুখতাকেই বরণ করিবেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যুক্তিবাদী হইয়া মহাপ্রভুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, সেবোন্মুখতা ফলেই তিনি মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু এজন্যই বলিয়াছিলেন,—

> গুরু মোরে মূর্খ দেখি' করিল শাসন।
> মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্ত-অধিকার।
> কৃষ্ণ-মন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার।
> কৃষ্ণ-মন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার মোচন।
> কৃষ্ণ-নাম হৈতে পা'বে কৃষ্ণের চরণ।
> নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
> সর্ব্বমন্ত্র-সার নাম এই শাস্ত্র-মর্ম্ম।
>
> (চৈঃ চঃ আ ৭।৭১-৭৪)

শ্রীগুরুদেবের শাসন-গ্রহণই শিষ্যের স্বীকার; তাহাই শ্রৌত-পথ বা ভক্তি; আর লঘু হইয়া গুরুকে মাপিয়া লইবার চেষ্টাই 'বৈরিণী যুক্তি'র পরাকাষ্ঠা। "মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্ত-অধিকার।"—এই বাক্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু নির্ব্বিশেষবাদিগণকে জানাইলেন যে, অহৈতুকী ভক্তি নির্ব্বিশেষবাদিগণের নিকট মূর্খতা বা যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাস বলিয়া প্রতীত হয়; আর যুক্তিবাদই 'বৈদান্তিকতা' বলিয়া কল্পিত হয়। ঐরূপ বৈরিণী যুক্তির মন্দিরে অর্থাৎ বার-বনিতার আলয়ে শুদ্ধভক্ত কখনও প্রবেশ করেন না। বার-বনিতাকে যেরূপ বারজন অর্থাৎ বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে ব্যবহার বা ভোগকরে, যুক্তিকেও সেইরূপ বিভিন্ন তার্কিক বিভিন্নভাবে ব্যবহার করিয়া থাকে। মীমাংসক, নিরীশ্বর সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, অষ্টাবক্রাদি মায়াবাদী, পতঞ্জলি, চার্ব্বাক, ইপিকিউরাস, হেগেল, কাণ্ট, সুপেন-হয়ার প্রভৃতি বিভিন্ন তার্কিকগণ যুক্তিকে বিভিন্নভাবে চালনা করিয়াছেন। একজন যুক্তির দ্বারা যাহা স্থাপন করিয়াছেন, আর একজন যুক্তির দ্বারাই তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। যুক্তির শেষ নাই। এইজন্য শ্রৌত-পন্থিগণ কোনদিনই ব্যভিচারিণী যুক্তির প্রতিষ্ঠা স্বীকার করেন না। শ্রীনাথ-প্রভুর অবতার হইলেই সকল সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। এই অবতার-বাদের কথাই শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইয়াছেন। যুক্তিবাদের প্রতি অত্যাগ্রহ ভক্তি-পথের সাধকের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অন্তরায়। স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, পরিবার, পরিজন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও; বহু বৎসর ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, সন্ন্যাসাদি-ধর্ম্ম পালন করিয়াও বৈরিণী যুক্তির কবলে কবলিত হইয়া বহু লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। নির্ব্বিশেষবাদিগণের ত্যাগ ও তপস্যা কি কম? তাহাদের সংযম ও জিতেন্দ্রিয়তা কি কম? তাহারা দেহারামতা ও গৃহারামতাকে অনায়াসে ভঙ্গ করিতে পারে; কিন্তু মায়াবী যুক্তির মোহে তাঁহাদেরও মনীষা মুগ্ধ হইয়া থাকে। তাহারা ভক্তিরাজ্য হইতে বহুদূরে পতিত।

অন্ধ-বিশ্বাসী অপেক্ষাও যুক্তিবাদী অধিক অমঙ্গলের পথে ধাবিত। অন্ধবিশ্বাসী বিপথগামী হইতে পারে, কিন্তু যুক্তি-বাদী আত্মঘাতী। মূর্খতা ও অজ্ঞতা হইতে অন্ধবিশ্বাসের উদয় হয়; কিন্তু তথা-কথিত পাণ্ডিত্য, ত্যাগ, তপস্যা সত্ত্বেও বৈরিণী যুক্তির কবলে কবলিত হইতে হয়। এজন্য ভক্তগণ নির্ব্বিশেষবাদ-জননী বৈরিণী যুক্তিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণিত জ্ঞান করেন। এজন্য বেদান্ত "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ", শ্রীমদ্ভাগবত "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ" প্রভৃতি বাক্যে বৈরিণী যুক্তিকে শ্রীভক্তিদেবীর শ্রীমন্দির হইতে বহুদূরে বিতাড়িত করিয়াছেন।

বস্তু-বিচার, তত্ত্ব-বিচার, শাস্ত্র-বিচার ও ভগবৎকৃপা-বিচার হইতে যুক্তিবাদ সম্পূর্ণ পৃথক্। যুক্তিবাদী সচ্চিচার-পরায়ণ নহে, কেবল সংশয়াত্মা। সংশয়াত্ম পরচ্ছিদ্রানুসন্ধিৎসা-বৃত্তি লইয়া যে আপাত-বিচার-প্রতিম যুক্তিবাদের আবাহন করে, তাহা পণ্ডিত, ত্যাগী, মনীষী ও মহা-জ্ঞানীকেও নির্ব্বিশেষবাদের পথে লইয়া যায়। হৃদয়ে অবিশ্বাস ও সংশয় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিলে চিচ্ছানুসন্ধিৎসাই যুক্তির মোহিনী মূর্ত্তি ধরিয়া জগতের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়। সংশয়াত্মা, পর-চিচ্ছানুসন্ধিৎসু ও প্রচ্ছন্ন নির্ব্বিশেষবাদী ব্যক্তি সেই মায়াময়ী কন্যাকে শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের উপর নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করে। বৈরিণী যুক্তিকণা কন্যার সেই চেষ্টা দেখিয়া পর-পর কোমলশ্রদ্ধ ও অজ্ঞ ব্যক্তি তাহার পাদমূলে আত্মবলি দান করিয়া থাকে। ইহাই জীবের জীবত্বের সর্ব্বনাশ। এই সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই সাধুগণ সনাতন শ্রৌত-পথ বা অবতারবাদের মহিমা গান করিয়া থাকেন।

মর্য্যাদা-লঙ্ঘন

(পরিশিষ্ট)

গত সপ্তাহে অর্থাৎ ১৯শ বর্ষের ১ম সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে' "মর্য্যাদা-লঙ্ঘন" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কথিত আরও কএকটি উদাহরণ সংযুক্ত হইবে। তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুরকে চিচ্ছড়-সমন্বয়বাদী "খড় ও মাটিয়া বেটা" বলিয়া শাসনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া আমরা কি শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুর ভক্তভক্ত ও গৌরপার্ষদ নহেন, মনে করিব এবং তাহা মনে করিয়া তাঁহার মর্য্যাদা-লঙ্ঘন করিব? যে শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুরের কীর্ত্তনে শ্রীমন্মহাপ্রভু আনন্দ-নৃত্য করিতেন, যে শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুরের কীর্ত্তিত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক শ্রবণ করিয়া শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি-প্রভুর অপ্রাকৃত প্রেম-বিকার ও মূর্চ্ছা হইয়াছিল, সেই মুকুন্দ দত্ত ঠাকুরকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্যান্য পার্ষদগণ কি "খড় ও মাটিয়া বেটা" বলিয়া কখনও তাঁহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন?

শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি শ্রীজগন্নাথদেবের মাড়-লাভুক বস্ত্র-দর্শনে সংশয়-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলরামদেব স্বপ্নে শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া কি শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি 'সংশয়াত্মা' ছিলেন মনে করিয়া শ্রীস্বরূপ-দামোদরাদি অন্তরঙ্গ গৌরজনগণ শ্রীল পুণ্ডরীকের করিয়াছেন?

শ্রীশচী-মাতাকে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল অদ্বৈত-প্রভুর শ্রীচরণে ক্ষমা-ভিক্ষা করাইবার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া কি গৌরপার্ষদগণ শচী-মাতাকে বৈষ্ণবাপরাধিনী মনে করিয়াছেন, বা কোনপ্রকারে তাঁহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন?

শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু 'বাউলিয়া বিশ্বাস'কে লক্ষ্য করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন,—যাহারা আধ্যক্ষিক যুক্তিবাদী, তাহারা এইসকল বিষয় উপলব্ধি করিতে না পারিয়া শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের মর্য্যাদা-লঙ্ঘন-জনিত অপরাধে অমঙ্গল লাভ করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান।
দুঃখ পাই' মনে আমি কৈনু অনুমান॥
যুক্তি—শ্রেষ্ঠ করি' কৈনু বশিষ্ঠ-ব্যাখ্যান।
ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে কৈল অপমান॥
দণ্ড পাঞা কৈল মোর পরম আনন্দ।
যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবান্ মুকুন্দ॥
যে দণ্ড পাইল শ্রীশচী ভাগ্যবতী।
সে দণ্ড প্রসাদ আর লোক পাবে কতি॥

(চৈঃ চঃ আ ১২।৩৯-৪২)

শ্রীল ভাগবত মহারাজের নির্য্যাণ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মাশ্রিত বর্ত্তমান নিকটে আশ্রম ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমৎ ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজ গত ১৬ই শ্রাবণ (১৩৪৭), ১লা আগষ্ট (১৯৪০) বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী তিথিতে দ্বিপ্রহর রাত্রে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে হরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে নির্য্যাণ লাভ করেন।

তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী, ধনাঢ্য, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত কুলিন ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বা-শ্রমের নাম ছিল—শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। হুগলী জেলার অন্তর্গত দিঙ্গুর নামক গ্রামে তাঁহার পিতৃদেবের বাসস্থান ছিল। যখন তাঁহার পিতা-ঠাকুর দার্জ্জিলিংএ বর্দ্ধমান-মহারাজের ষ্টেটে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিতেছিলেন, সেই সময় দার্জ্জিলিংএ তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা-ঠাকুর দার্জ্জিলিং হইতে অসুস্থ হইয়া স্ব-গৃহে আগমন করেন ও গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কাশীতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এজন্য শ্রীল ভাগবত মহারাজ শিশুকাল হইতে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত জামালপুর-গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে লালিত-পালিত হন। তিনি পিতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। তাঁহার মাতামহ প্রভৃতি পিতাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই। তিনি বড় হইয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া চাকা মিটফোর্ড, গভর্ণমেণ্ট চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এবং বিহার, সাওতাল-পরগণা, ভাগলপুর, সিংভূমের অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানে সরকারী চিকিৎ-সকের পদে নিযুক্ত হন। অবশেষে জামদেদপুরের অন্তর্গত মুসলাই নামক স্থানে অবস্থান-কালে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত পণ্ডিত শ্রীদামোদর-স্বরূপ দাসাধিকারী কবিভূষণ (শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র-নাথ দেবশর্ম্মা) পোষ্টমাষ্টার মহোদয়ের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি আকৃষ্ট হন ও শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদের শ্রীচরণাশ্রয় করেন। ১৯৩১ সালে সরকারী কার্য্য হইতে সম্পূর্ণভাবে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি একনিষ্ঠতার সহিত শ্রীধাম মায়াপুরে বাস করেন ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে বৈষ্ণব-সেবায় সমস্ত জীবনী শক্তিকে আহুতি প্রদান করেন। তিনি গভর্ণমেণ্ট হইতে উপযুক্ত পেন্সন্ পাইতেন এবং পেন্সনের সমস্ত অর্থ শ্রীচৈতন্যমঠের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ১৮ই ফাল্গুন, ইং ১৯৩৪, ২রা মার্চ্চ শ্রীগৌরজন্মোৎসবের পরদিবস শ্রীধাম-মায়াপুরে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের সমাধি-মন্দিরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া "শ্রীমৎ ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজ" নাম প্রাপ্ত হন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞাক্রমে শ্রীব্রজ-মণ্ডল পরিক্রমা ও শ্রীরাধাকুণ্ডে উর্জ্জব্রত পালন করিয়াছিলেন এবং শ্রীধাম-মায়াপুরে অন্যাভিলাষ-রহিত একনিষ্ঠ হরিভজন-ময় জীবন যাপন করিয়া ক্ষেত্র-সন্ন্যাসের আদর্শ প্রকট করিয়াছিলেন।

তাঁহার জীবন পূর্ব্বাপর সুনির্ম্মলতা ও সুসারল্যগুণে বিভূষিত ছিল। তিনি গৃহস্থাবস্থায় অবস্থানকালেও শুদ্ধ-বিষ্ণুধায় জীবন যাপন করিতেন। তিনি জীবনে কোনদিন কোনপ্রকার মাদক-দ্রব্য-গ্রহণ বা বৈদ্য-শরীরচর্চ্চা-বিরোধী কোন অবৈধ আচারে প্রবৃত্ত হন নাই। দ্যূত, পান, স্ত্রী, হিংসা প্রভৃতি কলি-স্থান হইতে তিনি চিরদিন সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিলেন। তিনি গৃহস্থাশ্রমে বিশেষ নৈতিক ও স্বধর্ম্ম-পরায়ণ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।

তিনি পূর্ব্বে কোন দেশবিখ্যাত শাক্তের তান্ত্রিকের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন; কিন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের সর্ব্বোত্তম চমৎ-কারিতার কথা শ্রবণ করিয়া তিনি শাক্তের-মত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের পুত্রগণ সকলেই শিক্ষিত ও ধনাঢ্য। তাঁহার সহ-ধর্ম্মিণীও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন।

শ্রীল ভাগবত মহারাজের আভিজাত্য, পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য্য ও শ্রী কোনটিরই অভাব ছিল না; তাঁহার সুদৈন্য, সারল্য, সৌজন্য ও বৈষ্ণবোচিত সদ্‌গুণ-সমূহ অতিপর পাষাণ হৃদয়কেও বিগলিত করিয়া দিত। শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবে তাঁহার অবিচলিত নিষ্ঠা ছিল। নির্ব্বিশেষবাদী গুপ্ত ও ব্যক্ত ক—পন্থিগণ তাঁহার সরলতার সুযোগ লইয়া তাঁহাকে সভা

হইতে রক্ষা করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তিনি কোনদিনই সরলতাকে অসত্যের ঘৃণ্যকাষ্ঠে বলি প্রদান করেন নাই। সত্যনিষ্ঠাই তাঁহার সরলতার আদর্শ ছিল। তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলাবিস্তারের পূর্ব্ব হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মের সম্মুখে থাকিয়া স্ব-কর্ণে শ্রীল প্রভুপাদের চরম বাণী ও উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ যে একমাত্র পরমারাধ্যতম শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজকে (শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুকে) শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচারের ভার প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকেই শ্রীল প্রভুপাদের অবস্থান ও মিশনের পারমার্থিক নিয়ামকের পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীল ভাগবত মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে স্ব-কর্ণে শ্রবণ করিয়াছিলেন। যখন মৎসর অভ্যাভিলাষী ব্যক্তিগণ এই সত্যের অপলাপ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তখন শ্রীল ভাগবত মহারাজ নির্ভীক-কণ্ঠে স্ব-কর্ণ-শ্রুত সেই সত্যকথা ইং ১৫।৩।৩৭ তারিখে এক পত্রে 'গৌড়ীয়' সম্পাদককে জানাইয়াছিলেন। ঐ পত্রটি ১৪শ বর্ষের 'গৌড়ীয়ে'র ৩২শ সংখ্যার ক্রোড়পত্ররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি তাহাতে লিখিয়াছিলেন,—"আমি যখন শ্রীল প্রভুপাদের অন্তর্ধানের সংবাদ পাইয়া গত ২১শে ডিসেম্বর (১৯৩৬) তারিখে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে গিয়াছিলাম এবং তৎপরদিবস ২৩শে ডিসেম্বর প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলাম, তখন ** শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা বলিতে আরম্ভ করিয়াই 'বাসুদেব কৈ, বাসুদেব কৈ'—এইরূপ বলিতে লাগিলেন। * * শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে ডাকিয়া আনিলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার দক্ষিণ-পার্শ্ব-প্রান্তে দণ্ডায়মান শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—'আপনি শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথাটা প্রচার করিবেন।' শ্রীল প্রভুপাদের এই আদেশে আমি বুঝিলাম যে, শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল বাসুদেব প্রভুকে তাঁহার (প্রভুপাদের) মনোহভীষ্ট-কীর্ত্তনকারী আচার্য্যরূপে নির্ব্বাচন করিলেন; অন্য কাহারও দিকে তাকাইয়া তখন ঐ কথা বলেন নাই এবং শ্রীল বাসুদেব-প্রভু উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য হরিকথা বলিতেছিলেন; কিন্তু 'আপনি শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথাটা প্রচার করিবেন'—ইহা কাহাকেও বলেন নাই। শ্রীল বাসুদেব-প্রভু না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ 'শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথাটা প্রচার করিবেন'—ইহা শ্রীল বাসুদেব-প্রভুকে বলিয়াছিলেন। আমরা যাহা স্বচক্ষে দর্শন ও স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই আপনাকে জানাইলাম। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এ জগতে আর বেশী দিন থাকিব না, এই শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিবার কালে কোনপ্রকার অসত্য বলিব না এবং সত্যের অপলাপও সহ্য করিতে পারিব না। শ্রীল প্রভুপাদের এইরূপ স্পষ্ট আদেশ-সত্ত্বেও শ্রীল বাসুদেব-প্রভুকে শ্রীল প্রভুপাদের অন্যতম আচার্য্যরূপে স্বীকার না করিলে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশের বিরোধী বা গুরু-দ্রোহী হইতে হইবে, মনে করি।"

অপ্রকটের পূর্ব্ব-দিবস তিনি শ্রীএকাদশীর উপবাস শ্রীল আচার্য্যদেবের বাণী শ্রবণ, স্বকর্ণের শ্রীমন্দির পরিক্রমা, হরিকীর্ত্তন ও গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াছিলেন। অপ্রকটের দিবস প্রাতে শ্রীক্ষেত্র হইতে আনীত শ্রীজগন্নাথদেবের মহা প্রসাদের দ্বারা পারণ করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণে তিনি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট অনেকক্ষণ যাবৎ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত বাস্তব বিপ্র-পত্নীগণের ব্রাহ্মণবধূ বা ব্রাহ্মণ-কন্যারূপে কৃষ্ণসঙ্গ-লাভের ব্যাঘাত ও পরবর্ত্তে গোপীরূপে কৃষ্ণসঙ্গ-লাভ, কুব্জার সাধারণ রতির অপ্রাকৃতত্ব ও দুর্ব্বাসার কামভাবের দুষ্টতা অর্থাৎ একপত্নীব্রতা স্বকীয় কান্তভাবাশ্রয়া সীতাদেবীর সাপত্ন্য-কামনার ফলরূপে মায়া-কর্ণাদি-ছেদনরূপ কুরূপত্ব লাভ প্রভৃতি হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ভজন-কুটীরের অব্যবহিত পরের প্রকোষ্ঠে বাস করিতেন; সুতরাং তাঁহার গত পাঁচ মাস-যাবৎ ও তৎপূর্ব্বেও শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীধাম-মায়াপুরে অবস্থানকালে সর্ব্বক্ষণ শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে নব-নব-বিচিত্রতাশালিনী বীর্য্যবতী হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ হইয়াছিল। অপ্রকটের দিবস রাত্রিতে প্রসাদ-সম্মানের পূর্ব্বে তিনি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট ব্রতের মাধুকরী ভিক্ষা ও দৈন্যময় জীবন-যাপনের প্রণালী জানিবার জন্য পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতে কোনপ্রকার অসুস্থতার প্রদর্শন করেন নাই বা অপ্রকটের পূর্ব্বে কাহাকেও কোন উদ্বেগ প্রদান করেন নাই। রাত্রে প্রসাদ-গ্রহণের পর ইষ্টগোষ্ঠী ও শ্রীতুলসী মালিকায় হরিনাম করিবার কালে অকস্মাৎ সন্ন্যাস-রোগের অভিনয় করিয়া

শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীমুখে হরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে নির্য্যাণ লাভ করেন।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভজন-কুটীরের সংলগ্ন প্রদেশে শ্রীগৌড়ীয়মঠে অপ্রকট-লীলা-আবিষ্কার করেন। তাঁহারই প্রায় পাঁচ মাস পর এই একনিষ্ঠ ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের ভজন-কুটীরের সংলগ্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যমঠে অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিলেন। সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীহরির ইচ্ছা বলবত্তর হউন্।

শ্রীল ভাগবত মহারাজ তাঁহার অপ্রকটের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই বলিতেছিলেন যে, তিনি শীঘ্রই ইহধাম পরিত্যাগ করিবেন। ইহা বলিয়া তিনি আমাদিগকে সতর্ক করিতেছিলেন। গত ১২ই শ্রাবণ, ২৮শে জুলাই, রবিবার দিবসও তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন লাভ করিয়া আমরা বুঝিতে পারি নাই যে, পুনরায় শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন লাভ করিতে পারিব না। তিনি আমাদের দেহরোগ ও ভবরোগের সদ্বৈদ্যের আদর্শরূপে অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী করিয়া গিয়াছেন।

এই বৎসর শ্রীগৌরজন্মোৎসব-কালে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার ৪৬তম বার্ষিক অধিবেশনে তিনি উক্ত সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাহাতে এই বদীয়ান্ পরম ভাগবত ত্রিদণ্ডী গোস্বামী শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে কিরূপ অগাধ নিষ্ঠা ও সুদৈন্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আমার ন্যায় দাম্ভিক, মৎসর ও অন্যাভিলাষী ব্যক্তির মোহান্ধীভূত চক্ষুর জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা-স্বরূপ হইয়া চিরকাল শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার ইতিহাসে দেদীপ্যমান্ থাকিবে। শ্রীল ভাগবত মহারাজ সেই সভার সভাপতিরূপে বলিয়াছিলেন,—

"শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের আশীর্ব্বাদ ও প্রসাদরূপে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার অধিবেশনে এই সেবা-কার্য্যটী শিরে বরণ করিবার প্রাক্কালে এই প্রার্থনা জানাইতেছি, যেন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অপ্রাকৃত শ্রীপাদপদ্মের একটী ক্ষুদ্রতম ধূলিকণারূপে জীবনের শেষ-মুহূর্ত্ত-পর্য্যন্ত তাঁহার পূর্ণানুগত্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীগৌর-সুন্দরের কৃপা-লাভের জন্য উৎকণ্ঠিত থাকিতে পারি। শ্রীশ্রীল আচার্যদেব এই ভীষণ দুর্দ্দিনে কৃপা-পূর্ব্বক জগতে উদিত হইয়া তাঁহার অভিমর্ত্য আদর্শের দ্বারা আমাদের যে কল্যাণ বিধান করিতেছেন, তাহাতে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীগৌর-সরস্বতীর মনোঽভীষ্ট-স্বরূপ শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামের প্রচার-সেবা সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইতেছে। ইহা প্রত্যক্ষের বিষয়। শ্রীগৌরধামে আজ যে সহস্র-সহস্র লোক সমবেত হইয়াছেন, সহস্র-সহস্র নর-নারী নয় দিবস-ব্যাপী যে পরিক্রমা করিয়াছেন, তাহা এক অপ্রত্যাশিত অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। বস্তুবৈতাসমূহের বিচার এই—জগতের ধন, জন, বুদ্ধিমত্তা, কৌশল, কপটতা বাতীত পরিক্রমা বা উৎসব প্রভৃতি সাফল্য-মণ্ডিত হইতে পারে না। কিন্তু শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের অভিমর্ত্য ব্যক্তিত্ব, শরণাগতি ও নিষ্কিঞ্চনতা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণ করিয়াছে যে, শ্রীনবদ্বীপ-ধাম শরণাগত ও নিষ্কপট গুরু-বৈষ্ণব-সেবকগণেরই পালক।"

শ্রীল ভাগবত মহারাজ মুখে যাহা বলিয়াছেন, স্বীয় আচরণেও তাহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। অন্তঃসারশূন্য কপটতাপূর্ণ স্তাবকতা ও অকৃত্রিম আন্তরিকতা যে দুইটি পৃথক্ ব্যাপার, তাহা তাঁহার আদর্শে প্রকটিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার জীবনের শেষ-মুহূর্ত্ত-পর্য্যন্ত প্রকৃত ত্রিদণ্ডী গোস্বামীর ন্যায় শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের পূর্ণানুগত্য করিয়া গিয়াছেন। বস্তুবৈতা কোনদিনই তাঁহার চতুঃসীমানায় আসিতে পারে নাই। নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান পুরী মহারাজও শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মে এইরূপই অচলা নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া এই শ্রীধাম-মায়াপুরেই সমাধি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীল ভাগবত মহারাজ শ্রীভক্তিবিলাস ঠাকুরের শ্রীবাস-অঙ্গনের সেবার অনুসরণে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবায় কায়মনোবাক্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শে শ্রীগৌর-জনের এই উক্তি প্রকটিত হইয়াছে—

ত্রাতঃ সমস্তানপি সাধনানি বিহায় গৌরপদমাশ্রয়স্ব।
যথা তথা প্রাক্তন-বাসনাতঃ শরীর-বাণী-হৃদয়ানি কৃত্বা॥

প্রাক্তন-বাসনা-বশতঃ তোমার শরীর, বাক্য ও মন যেরূপই আচরণ করুক না কেন,—হে ভ্রাতঃ, (তুমি) সমস্ত সাধন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরপদই আশ্রয় কর।

সকলবিভব-সারং সর্ব্বসৌখৈকসারং
সকল-ভজন-সারং সর্ব্বসিদ্ধৈক সারম্।
সকলমহিম-সারং বস্তু যদ্ভে নবাখ্যং
সকল-মধুরিমাম্ভোরাশি-সারং বিভায়ঃ॥

এই নবদ্বীপ নবদ্বীপে বিচরণ সকল বিস্তরের সার, সর্ব্বধর্ম্মের একমাত্র সার, সকল ভজনের সার, সকল সিদ্ধির একমাত্র সার, সকল মন্ত্রের সার এবং সকল মাধুর্য্য-সমুদ্রের সার।

ন লোকং ন ধর্ম্মং ন সৌখ্যং ন দেহং
ন নিন্দাং স্তুতিং নাপি সৌখ্যং ন দুঃখম্।
বিজানন্ কিমপ্যুত্তমঃ প্রেমমাধ্বী-
গ্রহগ্রস্তবৎ কহি গৌরদ্বন্দে স্থাম্॥

কবে আমি লোকতত্ত্ব, লৌকিক ধর্ম্ম, গৃহ, দেহ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ, দুঃখ,—কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া হর্ষ-গর্ব্বাদি-ভাব-সমন্বিত প্রেমরস-পানে উন্মত্ত হইয়া গ্রহগ্রস্তের ন্যায় এই গৌরদ্বন্দীতে অবস্থান করিব?

শ্রীল ভাগবত মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের সঙ্ঘশিংবদ্ধির ইচ্ছা ও অনুমোদনক্রমে শ্রীযোগপীঠের রক্ষক ছিলেন। তিনি যে কেবল শ্রীযোগপীঠের রক্ষক ছিলেন, তাহা নহে; তিনি শ্রীধাম-মায়াপুরের ভূষণ-স্বরূপ হইয়া তাঁহার ব্যক্তিত্ব প্রভাবে সকলকে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে নিষ্কপট হরিসেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

শ্রীল ভাগবত মহারাজের নির্য্যাণ-কাল হইতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সারা-রাত্র শ্রীগৌরবিহিত সংকীর্ত্তন ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ পাঠ হইয়াছিল।

রাত্রি প্রভাত হইলে শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে মহারাজের শ্রীঅঙ্গ উৎকৃষ্ট ও প্রসাদী চন্দন-মাল্যাদি দ্বারা সুশোভিত করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাগিরিধারীজীউর শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ অতিথ্যাহরণ নাট্য-মন্দিরে স্থাপন-পূর্ব্বক শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের জয়ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া হরিসংকীর্ত্তন হইতে থাকে। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-প্রাঙ্গণে লইয়া যাওয়া হয় এবং তথায় তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ও শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রগণ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে অবিরাম মহামন্ত্র ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিতে থাকেন।

বেলা ১১টার পর পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ও তাঁহার অনুগমনে উক্ত সমাধি-মন্দিরে সমাগত সেবকগণ এবং শিক্ষক ও ছাত্রগণ বিরাট্ শোভাযাত্রা করিয়া হরিসংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীল মহারাজের চিন্ময় শ্রীবপুকে শ্রীবাস-অঙ্গনে লইয়া যান এবং তথায় শ্রীল আচার্য্য-দেবের নির্দ্দেশমত ও তাঁহার উপস্থিতিতে হরিসংকীর্ত্তনমুখে সায়ন্তন-বিধানে বেলা প্রায় ১টার সময় শ্রীল ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজের সমাধির নিকটস্থ স্থানেই সমাধি প্রদান করা হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ঠাকুর-হরিদাসের নির্য্যাণ-লীলায় সমাধি-প্রদানান্তে যেরূপ নিজে মাধুকরী করিয়া বিরহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীল ভাগবত মহারাজের সমাধি-কৃত্য সম্পাদন করিয়া গৌড়জন, পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবও তদনুসরণে শ্রীবাস অঙ্গন হইতে ভক্তগোষ্ঠী সহিত বহির্গত হইয়া শ্রীধাম-মায়াপুরস্থিত গৃহস্থ-ভক্তগণের দ্বারে-দ্বারে এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের প্রত্যেক শ্রদ্ধালু শিক্ষক ও ছাত্রের নিকট শ্রীল ভাগবত মহারাজের বিরহতিথি-উৎসব সম্পাদন করিবার জন্য ভিক্ষা পাত্রিয়া মাধুকরী ভিক্ষা করেন।

সন্ধ্যার পর শ্রীচৈতন্যমঠে ভাগবত মহারাজের নির্য্যাণোপলক্ষে একটী বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীল আচার্য্য-দেব কৃপা-পূর্ব্বক ঐ সভার সভাপতিত্ব স্বীকার করেন। সভায় বহু শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তির আগমন হইয়াছিল। গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইবার পর সভাপতিপ্রবর শ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্মের নির্দ্দেশানুসারে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবারিধি বি-এল ও মহোপদেশক শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিমধুকর প্রভু পর পর শ্রীল ভাগবত মহারাজের গুণকীর্ত্তনমুখে দীর্ঘকাল বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র-কীর্ত্তনমুখে সমাগত গৃহস্থ ভক্ত, স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

জয় শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরম-হংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ কী জয়! জয় নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কী জয়! জয় নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌর-কিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ কী জয়! জয় নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কী জয়! জয় নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীল

জগন্নাথদাস গোস্বামী মহারাজ কী জয়! জয় শ্রীশ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীভট্ট রঘুনাথ, শ্রীশ্রীজীব, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীদাস রঘুনাথ সহ গোস্বামী প্রভু কী জয়! জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ, জয়াদ্বৈত-গদাধর-শ্রীবাসাদি শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ কী জয়! জয় শ্রীঅন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর, শ্রীসীমন্তদ্বীপ, শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ, শ্রীমধ্যদ্বীপ, শ্রীকোলদ্বীপ, শ্রীঋতুদ্বীপ, শ্রীজহ্নুদ্বীপ, শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ, শ্রীরুদ্রদ্বীপাত্মক শ্রীনবদ্বীপধাম কী জয়! জয় ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজ কী জয়! জয় তদীয় বিরহ-সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব কী জয়!

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম

[শ্রীধাম-মায়াপুর, ২৮শে মার্চ্চ, ১৯৪০]

পুরীতে flag staffএর ওদিকে চক্রতীর্থ। আবার এদিকে পুরী হইতে ১২।১৪ মাইল উত্তরে আলালনাথ; আলালনাথের এদিকে প্রথমে শ্রীজগন্নাথের মন্দির, তারপর আরও এদিকে শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোবিন্দের মন্দির। ১৯০২।১৯০৩ সালের কথা। সেকালে দুই একজন উৎকলবাসী ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদকে বলিতেন—"চক্রতীর্থে যাইবেন না, উহা অনিরুদ্ধ-বিষ্ণুর স্থান।" অনিরুদ্ধ-বিষ্ণু সত্ত্বের পালক ও রক্ষাকর্ত্তা। এ জগতে যাহা ভাল, সৎ, শ্রাব্য, সত্ত্বগুণ-প্রধান (অবশ্য মিশ্রসত্ত্ব), তাহাকে রক্ষা করাই অনিরুদ্ধ-বিষ্ণুর কার্য্য। যাহারা ধার্ম্মিক, পুণ্যবান্ ও সৎপ্রকৃতি, যাহারা রজঃ ও তমোগুণের বিবাদের শান্তি দেখিতে চায়, জগতে দ্বন্দ্বভাব দূর হইয়া শান্তি স্থাপিত হৌক,—এরূপ যাহারা কামনা করে, রজঃ ও তমোগুণের বিবাদে যাহারা নিরপেক্ষ থাকে, এরূপ ব্যক্তিগণ যখন রজস্তমোভাবাপন্ন অসুর-প্রকৃতি ব্যক্তি কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হয়, তখন অনিরুদ্ধ-বিষ্ণু অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা করেন। অধার্ম্মিক ধার্ম্মিককে, পাপী পুণ্যবান্‌কে, অসুর সুরকুলকে যখন আক্রমণ করে, তখন সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা তাঁহার সৃষ্টি ধ্বংস হইল—এই আশঙ্কায় ক্ষীরসাগরে গিয়া বিষ্ণুর স্তব করেন। ক্ষীর—শুভ্রবর্ণ, উহা ভাল, সৎ, পুণ্য বা শ্রাব্যের চিহ্ন।

প্রভুপাদ বলিতেন—চক্রতীর্থে যাইবার প্রয়োজন নাই। এখানে এই গোপীনাথের পাড়ায় থাকুন। কত বড় কথা এই কথাটির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে! কত বড় কথা প্রভুপাদ বলিয়াছেন! অনিরুদ্ধ-বিষ্ণুর নিকট না গিয়া মদনমোহন, গোবিন্দ ও গোপীনাথের নিকট—সদাধরের সেবিত, তাঁহারা আমাদিগকে নন্দদুলালের নিকট থাকুন। অনিরুদ্ধ-বিষ্ণু ধর্ম্মের পালক ও রক্ষক; কিন্তু আমাদের ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম কোনটিরই প্রয়োজন নাই।

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
লভেথাস্তুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে ময়ি পরমহঞ্চা নমু মনঃ॥

পাপে না করিহ মন, অধম সে পাপী জন,
তারে মন দূরে পরিহরি।
পুণ্য সে সুখের ধাম, তাহার না লইও নাম,
পুণ্য, মুক্তি দুই ত্যাগ করি'॥

পাপ ত' করিতে হইবেই না, পুণ্য-কার্য্য করিবারও প্রয়োজন নাই।

শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব প্রভু—পাপের উল্লেখ কেন করা হইল? যেখানে পুণ্য পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে বলা হইতেছে, সেখানে পাপ ত' already পরিত্যাগ করা হইয়াই গিয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, পাপ ও পুণ্য ব্যতীত অন্য কথা যাহারা জানে না, যাহারা অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধি, তাহাদের বুঝাইবার জন্যই ঐ কথা বলা হইয়াছে। পাপ-পুণ্যের অতীত বস্তুর কথা কয়টি লোক জানে? সাধারণ

লোকের ধারণা—পুণ্য না করিলে পাপ অবশ্যই করিতে হইবে। ধর্ম্ম ছাড়িলে অধর্ম্ম হইবে। জৈনগণের মধ্যে সারোগী সম্প্রদায় অতিমাত্রবাদী। তাঁহারা তর্ক করিবে—নিরামিষ ফলমূল, তরকারী গ্রহণ করিলে জীবহিংসা হয়; রাত্রিতে ভোজন করিলে, এমন কি, অন্ধকারে থাকিলেও জীবহিংসা হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসেও প্রাণিহত্যা হয়। ভগবৎসেবার বিচার ত' আর তাঁহাদের নাই, প্রসাদ-সেবার বিচার ত' তাহারা বুঝিবে না; তাহারা বলিবে, বৈষ্ণবগণ রাত্রিকালে ভোজন করিয়া নানাপ্রকার কীট-পতঙ্গ হত্যা করিয়া থাকে। Personality of Godhead—সবিশেষ ভগবদ্বস্তুর সেবার কথা তাহারা জানে না। তাহারা উঁহাকে কখনও পুণ্য, কখনও পাপ মনে করে।

অচেতনবাদী তিন প্রকার—সাংখ্য, বৌদ্ধ ও জৈন। বৈদান্তিক—চেতনবাদী। তাহারা ৪ই প্রকার—নির্ব্বিশেষপর ও সবিশেষপর। নির্ব্বিশেষ-বৈদান্তিক-বিচার অপরোক্ষ পর্য্যন্ত পৌঁছায়; কিন্তু বৈষ্ণব বলেন—অধোক্ষজ চরম কথা। অপরোক্ষ অধোক্ষজের মধ্যেই অনুস্যূত আছে। অপরোক্ষ বা নির্ব্বিশেষ-বিচারের উপাস্য দেবতা—শম্ভু বা ভুবনেশ্বর: তৎপরে পরব্যোমপতি আলালনাথ বা জগন্নাথ অর্থাৎ ভক্ত ও ভক্তাধীন ভগবানের বিচার উরত-তর। 'আলালনাথ' বলিতে ভক্ত ও ভগবানের কথা পাওয়া যায়। ভক্তি ও ভগবান্ থাকিলে ভক্তিও আছে; সুতরাং ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান্—তিন বস্তুই নিতান্ত সংস্থাপিত হয়।

পরব্যোমের উপরিভাগে কৃষ্ণলোক; তন্মধ্যে বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ। ব্রজবাসিগণ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করেন—আমরা যেন কৃষ্ণকে পাই। অথচ কৃষ্ণ কিন্তু ক্ষিরোদশায়ীর অংশীর অংশীর অংশী। কৃষ্ণ ও ক্ষীরোদশায়ী একই বস্তু, তথাপি ঐ রূপ তাঁহারা পছন্দ করেন না।

এই উৎকল-প্রদেশে ব্রজধামের ন্যায় বহু গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। "হুংকলে পুরুষোত্তমাৎ।" এই 'পুরুষোত্তম' বলিতে শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামি-প্রভু, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ—যিনি শ্রীনীলাচল-ধামে আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন ও শ্রীক্ষেত্র বা শ্রীজগন্নাথক্ষেত্র—এই তিন প্রকার অর্থ হয়। শ্রীজগন্নাথ—শ্রীদনমোহন; শ্রীগদাধর-সেবিত শ্রীগোপীনাথও নীলাচলে আছেন। আর সেই শ্রীগোপীনাথের মন্দিরের নিকটেই শ্রীল প্রভুপাদ চটক-পর্ব্বতের উপর শ্রীগোবিন্দের মন্দির নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।

শ্রীভগবান্—মধুসূদন। 'মধুকৈটভারি' তাঁহার একটী নাম। মধু কর্ম্মকাণ্ডের প্রতীক। বেদের মধুপুষ্পিত কর্ম্মকাণ্ডের প্রতীকই মধুদৈত্য, আর 'কৈটভ' শব্দে কৈতব অর্থাৎ মোক্ষবাঞ্ছা বুঝায়। যিনি বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা নাশ করেন, তিনিই মধুকৈটভারি।

ব্রজের বিশ্রম্ভ সখ্য, বৎসল ও মধুর-রসের সেবার বিচার অত্যন্ত নিগূঢ়। শ্রীনন্দ-যশোমতী ও মধুর রসের আশ্রিতাগণ নাভির নিম্নাঙ্গদ্বারা যে সেবা করেন, উহা অত্যন্ত গূঢ়; পাছে জড়জগতের লোক উহাকে জড়জগতের ব্যাপার-সাম্যে দর্শন করে, এইজন্য কৌপীন-বহির্ব্বাস অর্থাৎ আবরণের ব্যবস্থা। 'আপন দশা' বা স্বরূপসিদ্ধিতে এই অধিকার লাভ হয়। ঐ অবস্থা লাভ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আবরণ রাখা। থাকিলে চলিবে না; সাধুসঙ্গে, বৈষ্ণব-সঙ্গে থাকিতে হইবে। 'আপন দশা' যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি একাকী থাকিতে পারেন; কারণ, বাহ্য-দর্শনে তাঁহাকে নির্জ্জনবাসী মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি বহু জনের মধ্যে—গোষ্ঠীর মধ্যেই আছেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে-কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥

নাভির নিম্নাঙ্গদ্বারা যদি ভগবৎসেবা না হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা সংসার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবা হওয়া প্রয়োজন। সর্ব্বেন্দ্রিয়ে যখন সেবা হয়, তখনই জিহ্বা-পথে নামের উদয় হয়; তখন অন্য ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াগুলিকে ছাপাইয়া নাম সেবোন্মুখ রসনায় নৃত্য করিতে থাকেন।

"নো জানে জনিতা কিয়ন্নিরবধিঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী।"

• • বিচার হইয়াছিল—অন্ত সেবা-কার্য্য, বৈষ্ণব-সেবা কিছুই করিব না, কেবল নামাক্ষর উচ্চারণের অভিনয় করিব। উহা প্রাকৃত-সহজিয়া—যাহারা ক্রম-পন্থা স্বীকার করে না, তাহাদের বিচার। হাত দিয়া অন্যরীষ মহারাজের ন্যায় "করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু"—এরূপ সেবা করিব না, পদ দ্বারা বৈষ্ণব-সেবা করিব না, অথচ নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণের কার্য্যে হস্ত-পদ-জিহ্বাকে নিযুক্ত করিব,—এরূপ বিচার নিতান্ত অন্যায়। অথচ ইহাদের বিচার—হাত-পাকে

যদি কাজে লাগাইতেই হয়, তাহা হইলে নিজের কার্য্যেই লাগাইব, ভগবৎ-সেবায় লাগাইব না। এইরূপ কপাহুড়-সিদ্ধান্ত-বিকৃত-বিচারপরায়ণ প্রাকৃত-সহজিয়াগণকে নিরাস করাই ছিল—শ্রীল প্রভুপাদের জীবনের ব্রত। শ্রীল প্রভুপাদ অন্যত্র বলিয়াছেন যে, এইরূপ নিজ-সুখপরায়ণ কপট ব্যক্তিগুলিকে নিশ্চয়তাবে শিক্ষা দিবার দরকার।

মধুকর হওয়া প্রয়োজন। মধুকর গুণ্ গুণ্ করিয়া ফুলে ফুলে মধু অন্বেষণ করে। ভক্তসেবক সেইরূপ কীর্ত্তন-মুখে ঘরে-ঘারে ভ্রমণ করিয়া মাধুকরী ভিক্ষা সংগ্রহ করিবেন। জড়জগতের লোক একেবারে বদ্ধপরিকর হইয়া আছে—বিষ্ঠার মধ্যে তাহারা থাকিবেই। বিষ্ঠার মধ্যেই তাহাদের জন্ম, স্থিতি ও লয় হইবে। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি" —বিবর্ত্ত-বিষ্ঠার জলেই উহাদের জন্ম, উহার মধ্যেই তাহাদের অবস্থান; মৃত্যুর পর আবার উহাতেই তাহারা প্রবেশ করিবে। শ্রীল প্রভুপাদ এই বিবর্ত্তবিষ্ঠার জল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বাণীধরার আবাহন করিলেন।

কুঠেমি—হরিভজন নহে। 'পাগলেবন' একটু হওয়া দরকার অর্থাৎ মাধুকরী ভিক্ষা-সংগ্রহের জন্য ঘারে-ঘারে যাইতে হইবে। আবার মাধুকরী ভিক্ষা সংগ্রহ করিবার সময় একমুষ্টি চাউল যদি কেহ বেশী দেয়, তাহাতে মাধুকরী ভিক্ষার উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া গেল, উহা গ্রহণ করা যাইবে না—এরূপ বিচার যেন না হয়। সাধারণ বুদ্ধি লোকগুলি সহর-নবদ্বীপে গিয়া সওয়া পাঁচ আনা ভেট দিয়া ঠাকুর দর্শন করে। প্রথমে একটু আপত্তি করে বটে, কিন্তু যখন জবরদস্তি করিয়া আদায় করিয়া ছাড়ে, তখন আর কোন কথাই বলে না। কিন্তু এখানে (শ্রীধামে) যেহেতু ভেটের প্রথা নাই, কাজেই কেহ একটি পয়সাও প্রণামী দিতে চায় না। দিলে পাপ হয়—ইহাই তাহাদের ধারণা। অথচ ঠাকুর-ব্যবসায়ীরা যখন জোর করিয়া আদায় করে, তখন ভাল মানুষের মত পয়সাটি বাহির করিয়া দেয়, সে-বেলায় দোষ নাই। আমাদের মধ্যে কাহারও যেন এরূপ বিচার না হয়।

জড়জগতের যা' কিছু বিচার, সমস্তের মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে। শ্রীপাদ সাগর মহারাজ এ বিষয়ে বিশেষ দক্ষ। (শ্রীপাদ সাগর মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া) বদ্ধ-জীবের যেরূপ উৎসাহ যে, জড়জগতের ছাইপাশ লইয়া থাকিবেই, তদপেক্ষা কোটিগুণ উৎসাহের সহিত আপনি চেষ্টা করিবেন, যাহাতে ইহাদের মনোধর্ম্ম হইতে ছুটি করাইতে পারেন।

"ন নির্ব্বিণ্নো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।"

নিজের সুখের ব্যাঘাত হইলে তখন লোক নির্ব্বিণ্ণ হয়।

"ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ।"

জ্ঞান—নির্ব্বিশেষ জ্ঞান। বৈরাগ্য—আমার যখন সুখ হইল না, তখন কৃষ্ণের সুখ হইয়াও কাজ নাই। কৃষ্ণের সুখের জন্য নিজের ভোগ-ত্যাগ, সেটি আলাদা; সেটা ভাল। কিন্তু ইহাদের বিচার—আমারই যখন নিরঙ্কুশ ভোগ হইল না, তখন কৃষ্ণই বা নিরঙ্কুশ ভোগ করিবেন কেন? ইহাই শুষ্ক বা রুক্ষ-বৈরাগ্য। এইরূপ জ্ঞান বা বৈরাগ্য ভগবদ্ভজনাভিলাষীর পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে।

ভোগও ত্যাগ করিতে হইবে, ত্যাগও ত্যাগ করিতে হইবে। বুভুক্ষা—ভোগ-বাঞ্ছা, আর মুমুক্ষা—মোক্ষ-বাঞ্ছা। মোক্ষ-বাঞ্ছা কথাটা contradictory term. 'মোক্ষ' শব্দের অর্থ—বাসনার বা কামের লয়। সুতরাং মোক্ষ-বাঞ্ছা বলিতে বাসনা-লয়ের বাসনা, কাম-লয়ের কাম—এইরূপ বিরুদ্ধার্থব্যঞ্জক হইয়া পড়ে। মোক্ষকামী কখনও এ কথা স্বীকার করে না যে, মুমুক্ষাতে বাসনা থাকে। একমাত্র ভক্তই এ কথা বলিতে পারেন।

মোক্ষকামী স্বীকার করুক, আর না করুক, মোক্ষেও কাম থাকে। এইজন্য রুদ্র কামকে ভস্ম করিয়াও আবার মোহিনীর পশ্চাতে ছুটিয়াছিলেন। 'রাগ' শব্দে কাম বুঝায়। বৈরাগ্য—রাগহীনতা অর্থাৎ রাগকে যেখানে রুদ্ধ করা হইয়াছে। রাগ রুদ্ধ হইলে হয় দ্বেষ বা ক্রোধ। সেই ক্রোধের প্রতিমূর্ত্তি হইলেন রুদ্র। তিনি স্মরারি, কামারি, স্মরজিৎ, মদনারি প্রভৃতি নামে অভিহিত হন। কিন্তু কামারি হইয়াও, তাহাকে ভস্ম করিয়াও রুদ্র তাহাকে সম্পূর্ণ জয় করিতে পারেন নাই। তিনি মদনারি হইলেও মদনমোহন, কামদেব বা মন্মথমন্মথ নহেন। মদনমোহন কামকে মোহিত, পরাস্ত বা মৃত করিয়াছেন। তাঁহার লীলায় ছি-ছি বা cessation নাই; বিরাগ, দ্বেষ বা ক্রোধ নাই।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-মিশন

(১৮৮০ সালের ২১ আইন মতে রেজিষ্টারীকৃত)

টেলিফোন :- ৩১১৪
(বড়বাজার)

শ্রীশ্রীবিশ্বটৈতন্যবরাজ-সভা।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার
১৬নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।
১৫ শ্রাবণ (১৩৪৭), ৩১ জুলাই (১৯৪০)

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন —

আগামী ২৯শে শ্রাবণ, ১৪ই আগষ্ট বুধবার হইতে ৩১শে ভাদ্র, ১৬ই সেপ্টেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের গভর্ণিংবডির সেবা-উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীসারস্বত-শ্রবণ-সদনে বার্ষিক হরিস্মরণ-মহোৎসব-উপলক্ষে অখিল-লোক-মঙ্গলের জন্য মাসাধিক-কালব্যাপী শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাব-তিথি-পূজা কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম-বিবরিণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসংকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে।

মহাশয়, কৃপা করিয়া সবান্ধবে মহোৎসবে যোগদান করিলে গভর্ণিংবডির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় মহোৎসব-পঞ্জী সংযুক্ত হইল। নিবেদন ইতি —

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবকিঙ্কর
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
সেক্রেটারী, গভর্ণিংবডি

উৎসব-পঞ্জী

২৯শে শ্রাবণ, ১৫ই আগষ্ট, বুধবার — শ্রীপবিত্রারোপণী একাদশীর উপবাস। শ্রীল রূপ গোস্বামীপ্রভু ও শ্রীল গৌরী-দাস পণ্ডিত গোস্বামীপ্রভুর বিরহোৎসব। শ্রীহরিকের পবিত্রার্পণোৎসব।

১লা ভাদ্র, ১৭ই আগষ্ট, শনিবার — শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাবোৎসব।

১০ই ভাদ্র, ২৬শে আগষ্ট, সোমবার — শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস।

১১ই ভাদ্র, ২৭শে আগষ্ট, মঙ্গলবার — শ্রীনন্দোৎসব।

১৩ই ভাদ্র, ২৯শে আগষ্ট, বৃহস্পতি — শ্রীঅজা একাদশীর উপবাস।

২১শে ভাদ্র, ৬ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার — শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মিশনের আচার্য্যবর্য্য শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব, শ্রীঅদ্বৈত-পত্নি শ্রীসীতা-দেবীর আবির্ভাব।

২৩শে ভাদ্র, ৮ই সেপ্টেম্বর, রবিবার — শ্রীললিতা সপ্তমী।

২৪শে ভাদ্র, ৯ই সেপ্টেম্বর, সোমবার — শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-ব্রত।

২৭শে ভাদ্র, ১২ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতি — শ্রীপার্শ্বৈকাদশী ও শ্রীপদ্মা একাদশীর উপবাস।

২৮শে ভাদ্র, ১৩ই সেপ্টেম্বর, শুক্র — শ্রীশ্রবণা দ্বাদশীর উপবাস ও শ্রীবামন-দ্বাদশী-ব্রত।

২৯শে ভাদ্র, ১৪ই সেপ্টেম্বর, শনি — শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মিশনের মূলপুরুষ ও বিষ্ণু-পাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বাদশ-শততম-বর্ষপূর্ত্তি-প্রকট-মহোৎসব।

সাধারণ মহা-মহোৎসব

৩০শে ভাদ্র, ১৫ই সেপ্টেম্বর, রবিবার — শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব ও শ্রীঅনন্ত চতুর্দ্দশী-ব্রত।

৩১শে ভাদ্র, ১৬ই সেপ্টেম্বর, সোমবার — শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব ও শ্রীভাগবত-মহোৎসব। প্রৌষ্ঠপদী পৌর্ণমাসী। সংকীর্ত্তনোৎসব-পূর্ণাহুতি।

প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান *

উষঃকালে—মঙ্গলারাত্রিক ও অরুণোদয়-সংকীর্ত্তন।

পূর্ব্বাহ্নে—শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ, ভক্তিগ্রন্থ-ব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তন।

মধ্যাহ্নে—ভোগারাত্রিক-সংকীর্ত্তন ও শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান।

অপরাহ্নে—ভক্তিগ্রন্থালোচনা, ইষ্টগোষ্ঠী ও সদাচার-শিক্ষা।

সন্ধ্যায়—সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ব্যাখ্যা বা পরমার্থ-বিষয়িণী বক্তৃতা।

রাত্রিতে—সংকীর্ত্তন, শয়নারাত্রিক-কীর্ত্তন, মহাপ্রসাদ-সম্মান ও ইষ্টগোষ্ঠী।

* বৈধানুরোধে ও উপবাস-দিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তন-যোগ্য।

শ্রীল প্রভুপাদ ও বহির্ম্মুখ মানব-সাধারণ

নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আশৈশব শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ গণ-মতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন—প্রতিযোগী হিসাবে নহে; কারণ, অপ্রাকৃত প্রাকৃতের প্রতিযোগী হইতে পারে না। তবে, প্রাকৃত অপ্রাকৃতের হেয় ও বিকৃত প্রতিবিম্ব বটে। গণমতে যে সকল মনোধর্ম্ম সৃষ্ট হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহা হইতে শ্রীআত্মধর্ম্ম, শ্রীভাগবতধর্ম্ম বা শ্রীসনাতনধর্ম্মের নিত্য প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত কতটা পৃথক্, বিপ্লবী ও মঙ্গলময়ী, তাহাই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী ও শিক্ষার মধ্যে পাওয়া যায়। শ্রীল প্রভুপাদের রচিত ও মুদ্রিত সর্ব্বপ্রথম গদ্য গ্রন্থ 'বঙ্গে সামাজিকতা'র পরিশিষ্টে তিনি সাধারণ মনোধর্ম্মপর মতবাদ হইতে শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের যে বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা হইতে বহির্ম্মুখ মানব-সাধারণের নিকট গৌড়ীয়ের বিচার যে কিরূপ বিপ্লবী, তাহা প্রমাণিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়ে'র প্রথম বর্ষের ৭ম সংখ্যায় (১৩২৯ বঙ্গাব্দ, ২০ শে আশ্বিন, 'বিচার-আদালত' শীর্ষক যে একটী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা হইতেও বহির্ম্মুখ মানব-সাধারণের বিচার হইতে গৌড়ীয়ের বিচার-বৈশিষ্ট্য নির্ণীত হয়। নিম্নে সেই বিচার-আদালতের চিত্রটী প্রকাশিত হইল। 'শ্রীল প্রভুপাদ ও বহির্ম্মুখ মানব-সাধারণ' শীর্ষক প্রবন্ধটী কোন সাময়িক-সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে'র জন্য গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক শ্রীল প্রভু-পাদের প্রকট-কালেই রচিত হইয়াছিল এবং শ্রীল প্রভুপাদ তখন নিজ-হস্তে উহা সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধটী এতাবৎকাল প্রকাশিত হয় নাই, বর্ত্তমানে তাহা প্রকাশিত হইল।

বিচার-আদালত

বিচারপতি

১। স্বয়ম্ভু, ২। নারদ, ৩। শম্ভু, ৪। সনৎকুমার, কপিল, ৬। মনু, ৭। প্রহ্লাদ, ৮। জনক, ৯। ভীষ্ম, বলি, ১১। বৈয়াসকি, ১২। যম (যাদৃশ

মানব-সাধারণ নামক গৌড়ীয় নালিশের কারণ

গৌড়ীয়গণ মানব হইয়া অষ্টাঙ্গ-পুরুষ মানব-সাধারণের কায়মনোবাক্যের সহিত গৌড়ীয়ের কায়মনোবাক্যের ভেদ স্থাপন করেন। তাহার ক্ষতিপূরণ বাবদ নালিশ।

বাদীপক্ষে :—

ব্যারিষ্টারের তালিকা

১। বশিষ্ঠ, ২। শক্তি, ৩। পরাশর, ৪। ব্যাসদেব, অষ্টাবক্র, ৬। দুর্ব্বাসা প্রভৃতি।

উকিলের তালিকা

১। ঈশ্বরকৃষ্ণ, ২। গৌড়পাদ, ৩। গোবিন্দ, ৪। শঙ্করাচার্য্য, ৫। বিদ্যারণ্য, ৬। সদানন্দ যোগীন্দ্র, ৭। আনন্দ-গিরি, ৮। মধুসূদন সরস্বতী, ৯। বাচস্পতি, ১০ বিজ্ঞান ভিক্ষু, ১১। শেষ নাগ, ১২। ভাস্কর ভিক্ষু ইত্যাদি।

মোক্তারের তালিকা

১। কুমুদভট্ট, ২। উদয়নাচার্য্য, ৩। বিল্বন মিশ্র, ৪। কুমারিলভট্ট, ৫। রঘুনন্দন, ৬। কমলাকর, ৭। হলায়ুধ প্রভৃতি।

বিবাদী পক্ষে :—

ব্যারিষ্টারের তালিকা

১। ঋষভ, ২। নবযোগেন্দ্র, ৩। প্রাচীনবর্হির দশপুত্র প্রচেতোগণ, ৪। ধ্রুব, ৫। পৃথু, ৬। মৈত্রেয়, ৭। উদ্ধব প্রভৃতি।

উকিলের তালিকা

১। রামানুজ, ২। মধ্বাচার্য্য, ৩। নিম্বাদিত্য, ৪। বিষ্ণুস্বামী, ৫। বেদান্তদেশিকাচার্য্য, ৬। মধ্বতীর্থ, ৭। শ্রীনিবাস, ৮। শ্রীধরস্বামী, ৯। বিল্বমঙ্গল, ১০। জয়দেব, ১১। বল্লভাচার্য্য, ১২। শ্রীজীব, ১৩। বলদেব প্রভৃতি।

মোক্তারের তালিকা

১। কৃষ্ণদেব, ২। গোপাল ভট্ট, ৩। ধ্যানচন্দ্র, ৪। কৃষ্ণদাস, ৫। গোপীনাথদাস প্রভৃতি।

[illegible] বিচারকালে সাক্ষীর তালিকা উভয় পক্ষ হইতে দাখিল করা হইবে এবং বাদী, বিবাদী উভয় পক্ষই ইচ্ছামত নিজ-নিজ ব্যারিষ্টার, উকিল, মোক্তারাদি নিয়োগ, বর্জন বা বর্জ্জন করিবার অধিকার রাখিবেন। সম্প্রতি প্রাতবাদি-গণের বিরুদ্ধে বাদিগণের নূতনতঃ অভিযোগ দাখিল করা আবশ্যক।

শ্রীল প্রভুপাদ ও বহির্মুখ মানব-সাধারণ

মানব-সাধারণ ১। কথায় চিঁড়ে ভিজে না, বশ-কথায় কাজ হয় না, কশ কর।

শ্রীল প্রভুপাদ ১। অপ্রাকৃত-কথাই ভগবানের অপ্রকট-লীলায় তাঁহার অবতার। অপ্রাকৃত শব্দই—ব্রহ্ম। হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারাই চরম সিদ্ধি-লাভ হয়।

মাঃ ২। নির্ব্বিশেষ মোক্ষ-লাভই চরম প্রয়োজন।

প্রঃ ২। নির্ব্বিশেষ মোক্ষও আত্মহত্যা, অর্থ, মোক্ষ ও নরক একই শ্রেণীর।

মাঃ ৩। ধর্ম, অর্থ ও কাম-কামনা হেয় হইলেও মুক্তি-কামনা উপাদেয় ও আরাধ্য।

প্রঃ ৩। ভোগ-কামনা ও মোক্ষ-কামনা উভয়েই পিশাচী।

মাঃ ৪। "যত মত তত পথ"—এই বিচারই সমস্ত ধর্ম্ম-বিবাদের মীমাংসা ও ভগবদ্দর্শনকারীর কথা।

প্রঃ ৪। "যত মত তত পথ"—এই মতবাদ প্রচ্ছন্ন নাস্তি-কতার চরম ও আত্মধর্ম্মের সন্ধানহীন নির্ব্বিশেষ-চিন্তাপর মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায়ের লোকরঞ্জন ও মনোরঞ্জনকারিণী কথা।

মাঃ ৫। মতমতের ভোটে সাধু-মহাপুরুষ ও ধর্ম্ম নিরূপণ করা যায়।

প্রঃ ৫। মতমতের দ্বারা আমতিক সদসৎ ব্যক্তি বা পার্থিব ধর্ম্ম নিরূপিত হইতে পারে, অপার্থিব ধর্ম্ম নহে।

মাঃ ৬। মানুষের সেবা বা জীবের দেহ-মনের সেবাই ঈশ্বর-সেবা।

প্রঃ ৬। বদ্ধজীবের দেহ-মনের সেবাকে ঈশ্বর-সেবা বলা চরম নাস্তিকতা। তাহা অধোক্ষজ-ভগবৎসেবা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। অধোক্ষজ ভগবানের একান্ত সেবক বা মহাভাগবতের সেবা-দ্বারা পরমেশ্বরে সেবা-বুদ্ধির উদয় হয়, কিন্তু বদ্ধজীবের দেহ-মনের সেবার দ্বারা হরি-বিস্মৃতি ঘটে।

মাঃ ৭। 'জীবে দয়া' কথাটি নাস্তিকতা-বাচক, 'জীব-সেবা' বা 'জীবপ্রেম' কথাটিই ঠিক।

প্রঃ ৭। বদ্ধজীবের প্রতি কৃপা বা দয়া, আর মুক্ত পুরুষের প্রতি সেবা ও পরমেশ্বরে প্রেম শব্দ প্রযোজ্য। অত-এব 'জীবসেবা' ও 'জীবপ্রেম' কথাটি স্বকপোল-কল্পিত নাস্তিকতাগর্ভ অর্থাৎ অধোক্ষজ ভগবৎসেবা হইতে জীবকে বঞ্চিত করিবার জন্য মায়ার কুমন্ত্রণা।

মাঃ ৮। দরিদ্র, দুঃস্থ, প্রভৃতি নারায়ণ মূর্ত্তিতে আমাদের সেবা গ্রহণে সমাগত।

প্রঃ ৮। সর্ব্বসদ্গুণ-কল্যাণ-বারিধি, চিদৈশ্বর্য্যপতি ও লক্ষ্মী-পতি নারায়ণ কখনই দরিদ্র বা দুঃস্থ হইতে পারেন না। দরিদ্রতা প্রভৃতি নারায়ণ-বিমুখের কর্ম্মফলভোগ। কর্ম্ম-ফলভোগীর সেবা করিলে কোনদিন মঙ্গল হইতে পারে না। তাহাতে বঞ্চনা উপস্থিত হয়, জড়ভরত উহার দৃষ্টান্ত।

মাঃ ৯। আগে রাজনৈতিক-স্বাধীনতা লাভ করি, পরে ধর্ম্মচর্চ্চা করিও; অথবা ধর্ম্ম রাজনৈতিক সুবিধাবাদ-সংগ্রহেরই অঙ্গ।

প্রঃ ৯। পার্থিব রাজনীতি প্রতি-মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল। দেশাত্মবোধ দেহাত্মবোধেরই সহোদর। পার্থিব রাজ-নীতি ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত ভোগবাদ সংগ্রহের জননী। একমাত্র স্বরাট্-লীলাপুরুষোত্তমের ও তাঁহার সেবক-গণের সেবার অন্বিতায় বাসই প্রকৃত স্বাধীনতা; আর বাহবাকী সকলই বহুরূপী কারাগার-ভোগ।

মাঃ ১০। 'জীব ভগবানের দাসানুদাস'—এরূপ অভিমান জীবের অধোগতিকারক।

প্রঃ ১০। জীব ভগবদ্দাসানুদাস—ইহাই প্রত্যেক নির্ম্মল আত্মার বা পরমমুক্ত পুরুষের স্বরূপের অভিমান। আর 'আমি প্রভু বা জগতের কর্ত্তা'—ইহা প্রকৃতি-কবলিত, রিপুতাড়িত মায়াবদ্ধ-জীবের পতনের পতাকা। 'আমিই ব্রহ্ম', এরূপ অভিমানও আত্মহত্যার পথের যাত্রীর অভিমান।

মাঃ ১১। নির্ব্বিশেষবাদ ও প্রেম একই বস্তু, কেবল ভিন্ন নাম-মাত্র।

প্রঃ ১১। নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান অভক্তি বা নাস্তিকতা; আর

প্রেম ভক্তির পরিপক্কাবস্থা বা আন্তিকতার সর্ব্বোত্তমাবস্থা।

মাঃ ১২। সূর্য্য, গণেশ, দুর্গা, শিব, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, পাতা, ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্ত্তা, জিহোবা, জিয়স্, জুপিটর, অহর্ মজ্দা, আল্লা, বিষ্ণু প্রভৃতি শব্দদ্বারা সকলেই একই বস্তুকে নির্দ্দেশ করেন। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় এক জনেরই ভিন্ন ভিন্ন নামের ন্যায়।

প্রঃ ১২। সূর্য্য, গণেশ প্রভৃতি দেবতা বিষ্ণুর আবৃত-স্বরূপ ও আংশিক জড়শক্তির দ্যোতক বিশেষণাতীয় শব্দবিশেষ। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বিষ্ণুর অসম্যক্ প্রকাশ; পরমাত্মা আংশিক প্রকাশ; পাতা, সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভৃতি বিষ্ণুর বিরাট্ রূপের আংশিক পরিচয়ের বিশেষণ-বিশেষ। জিহোবা, জিয়স্, জুপিটর প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন ধর্ম্মের শব্দও বিশেষণ-বাচক। জড়া প্রকৃতির সম্বন্ধে ঈশ্বরের আংশিক পরিচয়-নির্দ্দেশক, কিন্তু কৃষ্ণতত্ত্ব বিশেষ্যবাচক পূর্ণতম-তত্ত্ব। তিনি শক্তিমৎতত্ত্ব—অখোক্ষজ অখিলরসবিগ্রহ।

মাঃ ১৩। নারায়ণ, রাম, নৃসিংহ, বামনাদি অবতার ও কৃষ্ণের মধ্যে কোনপ্রকার তারতম্য নাই। কৃষ্ণভক্ত ও রামভক্ত একই শ্রেণীর।

প্রঃ ১৩। কৃষ্ণ অংশী; অন্যান্য সব অবতার অংশ। অতএব কৃষ্ণ ও অন্যান্য অবতারের মধ্যে অংশী ও অংশ-বিচার আছে এবং তজ্জন্য লীলা-বিচিত্রতাও আছে। কৃষ্ণ অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি। নিখিল ঐশ্বর্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়া ও যাবতীয় রসকে ক্রোড়ীকৃত ও সমন্বিত করিয়া তিনি নিত্য মাধুর্য্যরসবিগ্রহ। নারায়ণাদি বিষ্ণুতত্ত্বগণ পুরুষোত্তম, কিন্তু কৃষ্ণ স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম। সকল রস ও সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা কৃষ্ণসেবা হয়। কিন্তু একাধারে সকল রস ও নিখাঙ্গ দ্বারা অন্যান্য অবতারের সেবা হয় না, এজন্য কৃষ্ণভক্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা। 'প্রেম' কথাটি একমাত্র কৃষ্ণেতেই সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য।

মাঃ ১৪। নারায়ণ অজ বলিয়া কৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ ও রাম জন্মলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা মানব বা অতিমানব।

প্রঃ ১৪। নারায়ণ বা কৃষ্ণে তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই। কিন্তু ভগবান্ যেখানে তাঁহার অচিন্ত্য-বিরোধ-ভঙ্গিকা শক্তিমত্তা পূর্ণতমরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার পূর্ণতম অভিব্যক্তি। নারায়ণের অজত্ব মানব-ধারণার অবিগম্য। কিন্তু ভগবান্ অজত্ব ও জন্মিত্ব একাধারে প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণস্বরূপে অচিন্ত্য-বিরোধ-ভঙ্গিকা শক্তিমত্তা প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য কৃষ্ণকে মানব বা অতিমানব শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা দূরে থাকুক, কেবলমাত্র বিষ্ণুতত্ত্বেও আবদ্ধ করা যাইতে পারে না। তিনি অচিন্ত্য শক্তিমদ্বিগ্রহ পরাৎপরতত্ত্ব।

মাঃ ১৫। রামলীলা নীতিপূর্ণ বলিয়া লোকের পক্ষে মঙ্গল-কারক, কিন্তু কৃষ্ণলীলা দুর্নীতিক ও গর্হণীয়।

প্রঃ ১৫। রামলীলার দ্বারা জীবের বৈধ-লাম্পট্য ও কৃষ্ণ-লীলার অবতারের দ্বারা অবৈধ-লাম্পট্য নিরস্ত হইয়াছে। রামলীলা জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, বৈধ-পত্নীর প্রতি আসক্তিও জীবের আত্মমঙ্গলের পরিপন্থী। বৈধভোক্তাও একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণু। আর, কৃষ্ণের পারকীয় লাম্পট্য-লীলা-দ্বারা জীবকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে, নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ব যোষিতের একমাত্র একচেটিয়া ভোক্তা। কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ, আর সকলেই স্বরূপে প্রকৃতি অর্থাৎ কৃষ্ণের ভোগ্য। অতএব জীবের কোনপ্রকার লাম্পট্য করিবার অধিকার নাই। কৃষ্ণলীলা জীবের দুর্নীতির মূলোৎপাটনকারিণী বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ও সর্ব্বারাধ্যা।

মাঃ ১৬। বৃন্দাবনীয় কৃষ্ণোপাসনা দ্বারকার বহু-বল্লভ কৃষ্ণের উপাসনা শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা একপত্নীব্রত-ময় প্রজারঞ্জক রামের উপাসনা শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা অজ-লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা একল বাসু-দেবের উপাসনা শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা শ্রেষ্ঠ।

প্রঃ ১৬। অপ্রাকৃত ধামের হেয় ও বিকৃত প্রতিফলন এই জগৎ। সুতরাং এ জগতে যাহা যতটা হেয়, অবিকৃত-জগতে তাহা ততটা উপাদেয় অর্থাৎ পরতত্ত্বের ইন্দ্রিয়তোষণকারী। অতএব অপ্রাকৃত-রাজ্যের ক্রম প্রাকৃত-রাজ্যের ক্রমের বিপরীত। তাই কৃষ্ণের লাম্পট্য-লীলা সমস্তপ্রকার ভগবল্লীলার মস্তকে নৃত্য করিয়া থাকে। গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ-লীলার

প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত হইলে মহিষীবৃন্দও দ্বারকেশের লীলায় প্রবেশাধিকার হন, তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে একলক্ষগোপীগণের রাসের লীলায় প্রবেশাধিকার হয়। সীতা রামের লীলা হইতে বঞ্চিত হইলে অযুতলক্ষনারায়ণের লীলায় রুচি হয়, তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে একজন বাসুদেবের কথায় রুচি হয়; আবার নিঃশক্তিক ভগবদ্‌বিগ্রহে আদর প্রদর্শন করিতে গিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি আদর হয়, নির্ব্বিশেষভাবকে শ্রেষ্ঠ মনে করিলে আত্মহত্যা ঘটে, অর্থাৎ আত্মবৃত্তি লুপ্ত হয়।

মাঃ ১৭। কৃষ্ণ ঐতিহাসিক অতিমানব-বিশেষ।

প্রঃ ১৭। কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ, তাঁহার কলা-বিকলা-স্বরূপ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার পিতা, সেই ব্রহ্মার সৃষ্টির মধ্যেই ইতিহাসের কথা। সুতরাং স্বয়ংরূপ বস্তুকে ব্রহ্মার রাজ্যের ইতিহাসের আসামী করিতে গেলে তাঁহার স্বয়ংরূপ-দর্শনে বঞ্চিত হইতে হয়। যাহারা ব্রহ্মার সৃষ্টিরাজ্যের কর্ম্মফলের আসামী, তাহারাই কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক অতিমানব পর্য্যন্ত মনে করে। তবে ইতিহাস কৃষ্ণের লীলানুকূলতা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিলে ধন্য হয়। এইখানেই ইতিহাসের সার্থকতা।

মাঃ ১৮। কৃষ্ণলীলা আধ্যাত্মিক বা রূপক।

প্রঃ ১৮। 'অধ্যাত্ম' তিনিবটি মনঃসম্বন্ধীয়। আত্মা-অর্থে এখানে সূক্ষ্মদেহরূপ মনঃ। মনঃ—জড়বস্তু। অতএব কৃষ্ণলীলা আধ্যাত্মিক নহে; তাহা সর্ব্বত্র-স্বতন্ত্রময়ী অপ্রাকৃত-মাধুর্য্যমর্য্যাদাময়ী। তাহা গোলোক হইতে ভূলোকে অবতীর্ণ হন, লোকে সৃষ্টি বা কল্পনা-দ্বারা গড়িতে পারে না। অতএব তাহা রূপক বা কাল্পনিক নহে; তাহা বাস্তব নিত্য অবস্থার—ভোগময়ী ও ত্যাগময়ী সৃষ্টির দ্বন্দ্বের অন্তর্গত নহে। অপ্রাকৃত ও অধোক্ষজ-লীলা কৃষ্ণশক্তির অচিন্ত্য প্রভাব। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ-মাত্রের অধীন জ্ঞেয়-বিশেষ না হওয়ায় আধ্যাত্মিক ও রূপক শব্দান্তর্গত ভাবাধীন নহে।

মাঃ ১৯। শ্রীচৈতন্যদেব জীবে প্রেম শিক্ষা দিয়াছেন, এজন্যই তাঁহার নাম প্রেমাবতার।

প্রঃ ১৯। শ্রীচৈতন্যদেব জীবে প্রেম-শিক্ষাদাতা নহেন। 'জীবে প্রেম' কথাটিই বন্ধ্যার বা নপুংসকের পুত্রের ন্যায় নিরর্থক। শ্রীচৈতন্য অপ্রাকৃত পরমেশ্বরে প্রেম-শিক্ষা দিয়াছেন, আর অচৈতন্যদেবগণের কৃপিদ্বারে 'জীবে প্রেম' কথাটি আধুনিক-কালে কল্পিত হইয়াছে।

মাঃ ২০। শ্রীচৈতন্যদেব জাতিভেদ মানিতেন না।

প্রঃ ২০। শ্রীচৈতন্যদেব ব্যবহারিক-সমাজ-সম্বন্ধে নিরপেক্ষ ছিলেন। তিনি সমাজ-সংস্কারক নহেন, তিনি স্বয়ংরূপ ভগবান্ হইয়াও পরমার্থ-শিক্ষকের লীলাভিনয়কারী। অতএব তিনি পরমার্থ-বস্তুতে লোকের প্রাকৃতবুদ্ধি নিরাস করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব ভগবৎ-প্রসাদে, বৈষ্ণবে কখনও জাতিবুদ্ধি অর্থাৎ তাঁহাদিগকে প্রাকৃত-বস্তু-সামান্যে দর্শনের শিক্ষা প্রচার করেন নাই। এই কৃষ্ণসেবানুকূল ব্যবহার ব্যবহারিক-জাতি-ভেদ মানা বা না-মানার সঙ্গে সমান নহে।

মাঃ ২১। শ্রীচৈতন্যদেব জাতিভেদ-সংরক্ষণের কথাই আচার-প্রচার করিয়াছেন।

প্রঃ ২১। শ্রীচৈতন্যদেব ব্যবহারিক জাতি, যাহার মূলে শুক্র-শোণিতের বন্ধবিচার আছে, তদ্বিষয়ে নিরপেক্ষ ছিলেন। পরমার্থ-বিচারই তাঁহার সকল বিচারের মেরুদণ্ড। পরমার্থের প্রতিকূল স্ত্রীসঙ্গ ও কৃষ্ণাভক্তের দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জন করিবার শিক্ষাই তিনি আচার ও প্রচারে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই তিনি 'অভোক্তার বিপ্রের' হস্তপাচিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন এবং কাশী-বাসী সন্ন্যাসিগণেরও নিমন্ত্রণ স্বীকার করেন নাই, অথচ ঠাকুর হরিদাসকে তিনি এক পংক্তিতে ভোজন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর দ্বারা হরিদাসের সহিত এক পংক্তিতে শান্তিপুরে যথেচ্ছভাবে ভগবৎপ্রসাদ-গ্রহণ-লীলা প্রচার করিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি সর্ব্বতোভাবে নিরাস করিয়াছেন, তবে অবৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি দুঃসঙ্গের প্রতিষেধকরূপে অবশ্য সংরক্ষণ করিতে বলিয়াছেন।

মাঃ ২২। Academic discussion বা আধ্যক্ষিক চর্চ্চা দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেব বা ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝা যায়।

প্রঃ ২২। Academic discussion দ্বারা খোলা লইয়া টানাটানি করা যায়। Academic discussion বা

আবাঙ্কিক আলোচনা বিনিময়টা রাবণের ছায়া-সীতা হরণ করিয়া বগল বাজাইবার ন্যায়।

মাঃ ২৩। ভোগের মধ্য দিয়া ত্যাগই নাম।

প্রঃ ২৩। ভোগের মধ্য দিয়া ত্যাগে গমনের চেষ্টা পাপীর বা ভোগীর ভোগের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে নির্বিশেষ-বাদের ঘৃণকাষ্ঠে গলদেশ স্থাপন বা একচেটিয়া ভোক্তা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যভোগ অপহরণের দুর্বুদ্ধি।

মাঃ ২৪। ত্যাগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

প্রঃ ২৪। ভোগ ও ত্যাগ উভয়েই পিশাচী অর্থাৎ অভক্তি। ভোগ—পাপ, ত্যাগ—অপরাধ। ভোগ হইতে ত্যাগ অর্থাৎ পাপ হইতে অপরাধ আরও ভয়াবহ। কারণ, ত্যাগ পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত বিলাস অর্থাৎ নিত্যসেবা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। অতএব ভোগ ও ত্যাগ কোনটাই আত্ম-স্বরূপের ধর্ম্ম নহে। ভোগ ও ত্যাগ উভয়কে ত্যাগ করিলে আত্মার নিত্যসিদ্ধ-স্বভাব কৃষ্ণ-সেবা-প্রবৃত্তি প্রকাশিত হয়।

মাঃ ২৫। শ্রীবিগ্রহ-সেবা ও পৌত্তলিকতা এক।

প্রঃ ২৫। শ্রীবিগ্রহ ভগবানের নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত স্বরূপের প্রপঞ্চে অবতার। আর, পুতুল বদ্ধজীবের কল্পিত ও বদ্ধরুচির ছাঁচে গড়া, কামনা-তৃপ্তির অনুকূল মানব-সৃষ্ট 'ভোগ্য জড়তা'। পুতুলকে ভোগ করা যায়; ঘুষ দিয়া বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির খাজাঞ্চি করা যায়; আর শ্রীবিগ্রহ বা অর্চ্চাবতারের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য সর্ব্বদা আত্মবৃত্তিকে নিয়োগ করিতে হয়। অতএব শ্রীবিগ্রহ-সেবা ও পৌত্তলিকতা সম্পূর্ণ পৃথক্।

মাঃ ২৬। পঞ্চোপাসকের বিষ্ণুপাসনা ও শুদ্ধবৈষ্ণবের অর্থাৎ যাঁহারা বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতার স্বতন্ত্র পরমেশ্বরত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহাদের বিষ্ণুপাসনা এক।

প্রঃ ২৬। পঞ্চোপাসক তাহার ভোগোন্মুখ বা ত্যাগোন্মুখ মনের বা বদ্ধরুচির ছাঁচের বিষ্ণুকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ-কাঙ্ক্ষার সুবিধাবাদ আদায়ের খাজাঞ্চিরূপে বরণ করিয়া যে বিষ্ণুর সাময়িক রূপ কল্পনা করেন এবং সেই সুবিধাবাদ ভোগের জন্য খাজাঞ্চির প্রতি যে ঘুষদান-রূপ উপাসনার বাহ্যাকার প্রকাশ করেন, উহার সহিত অধোক্ষজ-বিষ্ণুর নিত্য অপ্রাকৃত স্বরূপের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-তাৎপর্য্যময়ী অহৈতুকী সেবা-চেষ্টা কোনরূপেই এক নহে। পঞ্চোপাসকের বিষ্ণুপাসনার চলনা—ভোগ, আর অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের বিষ্ণুপাসনা—সেবা।

মাঃ ২৭। শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ-মাত্র। তাঁহার মূর্ত্তি হয় না।

প্রঃ ২৭। শ্রীকৃষ্ণ অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি; রসই বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন। অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক অপ্রাকৃত অঙ্গই রসদ্বারা গঠিত অর্থাৎ প্রত্যেক অঙ্গই ভোক্তা। ভোক্তাকে নপুংসক বা নির্বিগ্রহ করিলে রসময় কথার সার্থকতা থাকে না। তাই রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণ রাসে অসংখ্য গোপীর ভোক্তা। রস ভাবমাত্র নহে। অপ্রাকৃত-রস প্রাকৃত-ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ না হইলেও অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়েরই একমাত্র আস্বাদ্য। রসে আস্বাদ্য, আস্বাদক ও আস্বাদন এই তিনটি ব্যাপার যুগপৎ আছে। অতএব রসস্বরূপ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত রসময় নাম, রসময় গুণ, রসময় রূপ, রসময় পরিকর ও রসময়ী লীলা-বিশিষ্ট।

মাঃ ২৮। ভগবান্ অনুভবের বিষয়—সেবার বিষয় নহে।

প্রঃ ২৮। 'সেবা-বিহীন অনুভব আত্মভোগ ও নাস্তিকতা-মাত্র। ইহা নির্বিশেষ-কল্পনা-বিশেষ। অনুভবের মধ্যে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহকে নির্বিশেষ করিবার চেষ্টায় নিজের প্রচ্ছন্ন ভোগের স্পৃহা আছে; আর সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের সেবায় নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়বান্ পরমেশ্বরের পূর্ণ ইন্দ্রিয়-তর্পণের সর্ব্বাঙ্গীন চেষ্টা রহিয়াছে। অতএব সেবা-বিহীন অনুভব—প্রচ্ছন্ন-ভোগ। আর সেবা—সিদ্ধ-জ্ঞানযুক্ত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ।

মাঃ ২৯। নাম, রূপ-বিহীন বস্তুই পরতত্ত্ব; যেহেতু নামরূপ-বিশিষ্ট বস্তু পার্থিব ও নশ্বর বলিয়াই প্রত্যক্ষীকৃত হয়।

প্রঃ ২৯। প্রাকৃত-নাম-রূপ-বিশিষ্ট বস্তু পার্থিব ও নশ্বর বটে, কিন্তু এই সকল প্রাকৃত-বস্তুর নাম-রূপ কোথা হইতে আসিল? ইহাদের আকর কোথায়? অপ্রাকৃত নাম-রূপাদি-বিচিত্রতার বিকৃত প্রতিবিম্বই জগতের নাম-রূপময়ী বিচিত্রতা। অতএব অপ্রাকৃত নাম-রূপাদি-বিচিত্রতা বৈকুণ্ঠ বস্তুতে নিত্যসিদ্ধ। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা এ জগতের হেয়তা-ধর্ম্ম অপ্রাকৃত বস্তুতে আরোপ করিলে অজ্ঞতা ও মূর্খতাই প্রমাণিত হইবে;

বাস্তব নাম-রূপ-বিশিষ্ট বৈকুণ্ঠ পরিবর্ত্তন হইবে না।

মাঃ ৩০। ভোগীরই অর্থের প্রয়োজন, সাধুগণের নিকট অর্থ 'বিষ' বলিয়া পরিত্যাজ্য।

প্রঃ ৩০। ভোগীর একটীই অর্থ বিষক্রিয়া করে, ভোগীর ভোগের ইন্ধন যোগাইয়া তাহার নিজের ও সমাজের সর্ব্বনাশ করায়। ভগবৎ-সেবক ভোগী ও ত্যাগী নহেন বলিয়া তিনি নারায়ণের অর্থ যাহা ভোগী আত্মসাৎ করিয়া নিজের সর্ব্ব-নাশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা ছলে, বলে, কৌশলে গ্রহণ করিয়া ভোগীর ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আত্মমঙ্গল করিয়া থাকেন। মালিকের অর্থ মালিকের সেবায় নিযুক্ত করেন। ভগবৎ সেবক কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বস্তুকে ত্যাগ করেন না, তদ্দ্বারা কৃষ্ণসেবা করেন।

মাঃ ৩১। প্রাচীনকালের সাধু-সন্ন্যাসিগণকে জটা-বল্কল-ধারী ও বাত্যাহারী দেখা যাইত; কিন্তু কলিযুগের সাধু বিষয়িগণের ন্যায় সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন।

প্রঃ ৩১। প্রাচীনকাল বা কলিকাল, কিংবা যে-কোন কালের সাধুই হউক না কেন, যদি কেবল কন্থ ত্যাগের প্রতিষ্ঠাকেই কেহ বড় মনে করেন, তাহা হইলে সেরূপ ব্যক্তি কনক কামিনী ত্যাগ করিবার বাহ্য অভিনয় করিলেও প্রতিষ্ঠাশাভোগী। প্রকৃত সাধু কখনও নিজের ভোগের জন্য কিছু গ্রহণ করেন না। ব্যক্তিগত ভজন ও গোষ্ঠীগত ভজনে ভেদ আছে। যেখানে গোষ্ঠীগত ভজনের দ্বারা লোকের উপকার করিবার চেষ্টা, সেখানে ভগবৎকথা কীর্ত্তনের বাহন-রূপে ধন, জন, এমন কি বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত নানা-প্রকার উপায়ন সকলই পরমার্থ-বিস্তারের অনুকূলরূপে নিযুক্ত করা হয়। যুক্ত-বৈরাগ্য ও কন্থ-বৈরাগ্য—এক নহে।

মাঃ ৩২। শঙ্করাচার্য্য বা শাক্যসিংহের বৈরাগ্যের আদর্শ ও শ্রীসনাতন-রূপের বৈরাগ্যের আদর্শ এক, অথবা পূর্ব্বোক্ত আচার্য্যগণের বৈরাগ্য শেষোক্তগণের অপেক্ষা অধিক লোকচমৎকারকারী।

প্রঃ ৩২। শঙ্করাচার্য্য, শাক্যসিংহ বা পার্শ্বনাথাদি জিনগণের বৈরাগ্য চরমে নির্ব্বিশেষ নাস্তিকতা বা আত্মহত্যায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাহা ভোগের প্রতিক্রিয়া বা প্রচ্ছন্ন-ভোগের দ্বিতীয়-মূর্ত্তি অর্থাৎ 'খট্টাভঙ্গে কৃমি-শয্যা'র ন্যায় ভোগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ত্যাগ-মাত্র। আর শ্রীরূপ, রঘুনাথাদির বৈরাগ্য ভোগের প্রতি বিরক্তিজনিত প্রতিক্রিয়া নহে। তাহা অধিতীয় ভোক্তা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য সর্ব্বোত্তম উৎকণ্ঠার পরিচায়ক। তদ্দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ নবনবায়মান-ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কখনও নির্ব্বিশেষভাব আসে না।

মাঃ ৩৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের শাখা-বিশেষ।

প্রঃ ৩৩। বৈষ্ণবধর্ম্মই একমাত্র সনাতন শ্রৌতধর্ম্ম বা স্বয়ং পরমেশ্বরের দ্বারা প্রকাশিত আত্মধর্ম্ম ও জৈবধর্ম্ম। 'হিন্দু' শব্দটি অবৈদিক ও বৈদেশিক। সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া হিন্দুধর্ম্ম মুখে বেদ মানিয়া পঞ্চোপাসনারূপ পৌত্তলিকতা ও নির্ব্বিশেষবাদ-রূপ নাস্তিকতা বরণ করিয়াছে। ঐরূপ পৌত্তলিকতা প্রচ্ছন্ন অনার্য্য ধর্ম্ম, অতএব বৈষ্ণবধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের শাখা—ঐরূপ উক্তি সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

মাঃ ৩৪। বৈষ্ণবধর্ম্ম creedal religion বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম। আর হিন্দুধর্ম্ম cultural religion বা কৃষ্টি-সাধনোন্মুখ উদার ধর্ম্ম।

প্রঃ ৩৪। বৈষ্ণবধর্ম্ম যথেচ্ছাচারিতারূপ উদারতা, অসাম্প্রদায়িকতা বা মনোধর্ম্মের যাবতীয় দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে ভজন-প্রণালী অনুসরণের জন্য সৎ-সম্প্রদায়-প্রণালী স্বীকার করেন এবং "সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ"—এই শাস্ত্রীয় বিচার অনুসরণ করেন। কিন্তু তথা-কথিত হিন্দুধর্ম্মের খোঁয়াড়ে যাবতীয় মনের খেয়াল, যথেচ্ছাচার ও বহুরূপী নাস্তিকতা ধর্ম্মের ধ্বজা-হস্তে প্রবেশ করিয়া সুবিধাবাদ ও সম্ভোগবাদকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া বরণ করে। তথা-কথিত হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে কৈতব-রহিত আত্মধর্ম্মের অনুশীলনের কথা অপেক্ষা ব্যবহারিকতা, সামাজিকতা, রাজনৈতিকতা, দলাদলবোধ প্রভৃতি বহির্ম্মুখ-ভাবই প্রধান। তাই হিন্দু ও অহিন্দুর সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ দৃষ্ট হয়। অতএব তথা-কথিত হিন্দুধর্ম্ম অতিশয় সঙ্কীর্ণ অসৎসাম্প্রদায়িক অর্থাৎ দেহ-মনোধর্ম্মপর। আর

বৈষ্ণবধর্ম্ম দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জনার্থ শ্রৌতপন্থী সংসাম্প্রদায়িক অর্থাৎ অদ্বৈতব-আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ।

মাঃ ৩৪। ভাগবতধর্ম্ম পৌরাণিক, আর হিন্দুধর্ম্ম বৈদিক। অতএব হিন্দুধর্ম্ম অধিকতর প্রাচীন ও প্রামাণিক।

প্রঃ ৩৪। ভাগবতধর্ম্ম সনাতনধর্ম্ম; বেদ সঙ্কলিত হওয়ার পূর্ব্বেও তাহা প্রকাশিত ছিল। পুরাণসমূহ প্রাগ্-বৈদিক যুগেও বিরাজিত ছিল, তাই তাঁহাদের নাম 'পুরাণ' বা 'সর্ব্বপ্রাচীন'। সেই সকল পুরাণ লুপ্ত হইলে পুনরায় ব্যাস বা শ্রৌত-শাস্ত্র-সঙ্কলনকর্ত্তা তাহা পরিবর্ত্তিকালের ভাষায় সঙ্কলিত করেন। পুরাণ বেদতাৎপর্য্য পূরণ করিয়াছেন। পুরাণের অনুসরণ ব্যতীত বেদ-স্বীকারের ছলনা প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা ও 'অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়'। বেদ বা শ্রুতি পারমার্থিক রাজ্যের শিক্ষ-পাঠ, আর শ্রীমদ্ভাগবত চরম-পাঠ। শ্রুতিতে মুখ্যভাবে শান্তরসের কথা; আর ভাগবতে মুখ্যভাবে সর্ব্বোচ্চে মধুর-রসের কথা আছে। ভাগবতধর্ম্ম সাক্ষাৎ ভগবানের প্রকাশিত ধর্ম্ম—'ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ ভগবৎপ্রণীতম্'; কিন্তু মানব বা অতিমানবগণের সৃষ্টধর্ম্ম কথঞ্চিৎ সামাজিক বা নৈতিকধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইলেও পরমেশ্বর-প্রকাশিত আত্মধর্ম্মের সমকক্ষ হইতে পারে না। মানবসৃষ্ট মনোধর্ম্মের যথেচ্ছাচারিতাই বর্ত্তমানে অসাম্প্রদায়িকতা ও উদারতার ধ্বজা লইয়া শ্রৌত-পথকে অস্বীকার করিতেছে। অতএব তথা-কথিত আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম মানব-কল্পিত সুবিধাবাদ-সংগ্রহের বাহন হইয়া পড়িয়াছে। তথা-কথিত হিন্দুধর্ম্ম নামে, রূপে, গুণে ও পারিপার্শ্বিকতায় সর্ব্ববিষয়ে শ্রৌতনিষ্ঠা পরিত্যাগ করায় ব্যভিচারী; আর বৈষ্ণবধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্ম সর্ব্ববিষয়ে সনাতন ও শ্রৌতপথানুসরণকারী।

মাঃ ৩৬। বৈষ্ণবধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক বলিয়া সঙ্কীর্ণ ও হিন্দুধর্ম্ম অসাম্প্রদায়িক বলিয়া সার্ব্বজনীন।

প্রঃ ৩৬। বৈষ্ণবধর্ম্ম ধর্ম্মার্থকাম ও মোক্ষকামের দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন-পূর্ব্বক অধোক্ষজ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণপর সৎসঙ্গ গ্রহণের জন্য সৎসাম্প্রদায়িক। 'সৎসঙ্গ' অর্থে শ্রৌত-পথ। আত্মধর্ম্ম শ্রৌত-পথেই বিকশিত হয়। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম—আত্মধর্ম্ম বা জীবধর্ম্ম; উহা কেবল বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ, য়ুরোপ, আমেরিকা বা পৃথিবীর প্রত্যেক জীবের অনাবৃত নির্ম্মল আত্মার ধর্ম্মমাত্র নহে, পরন্তু অনন্তকোটি বিশ্বের, বৈকুণ্ঠ ও গোলোকের প্রত্যেক জীবাত্মার নিত্য-স্বভাব। অতএব বৈষ্ণবধর্ম্মই সার্ব্বজনীনধর্ম্ম। কারণ, তাহা আত্মনিষ্ঠ; কিন্তু তথা-কথিত হিন্দুধর্ম্ম সকল দেশের ও সকল জীবের ধর্ম্ম নহে। প্রত্যেক জীবের পক্ষে সেই ধর্ম্ম খাটিবে না। কারণ, তাহা দেহ ও মনের রুচি অনুযায়ী ইষ্ট ও উপাসনা-প্রণালী সৃষ্টি করে।

মাঃ ৩৭। মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম মাত্র চারি শতাব্দীর ধর্ম্ম, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম ও অন্যান্য ধর্ম্ম অধিকতর প্রাচীন।

প্রঃ ৩৭। মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও ভক্তভাব অঙ্গীকার বা আচার্য্য-লীলার অভিনয় করিয়াছেন বলিয়া তিনি স্বয়ং কোন ধর্ম্ম সৃষ্টি করিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। তিনি সনাতন ভাগবতধর্ম্ম পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব তাঁহার ধর্ম্ম কাল-বিশেষে সৃষ্ট তথা-কথিত হিন্দু বা অহিন্দুধর্ম্মের ন্যায় নহে, তাহা সনাতন ও জীবের নিত্যধর্ম্ম।

মাঃ ৩৮। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত।

প্রঃ ৩৮। বৌদ্ধধর্ম্ম সৃষ্ট হওয়ার অনন্তকোটি-যুগ পূর্ব্ব হইতে অর্থাৎ অনাদিকাল হইতেই বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা আছে। ঋগ্বেদে বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা পাওয়া যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম চিদ্বিলাসের পূর্ণতম অভিব্যক্তির কথা বলিয়াছেন; কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের চরম আদর্শ চিদ্-বিলাসরাহিত্য বা অচিৎপরিণতি অর্থাৎ নির্ব্বাণ। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মে নির্ব্বাণ বা অচিন্মাত্রবাদ দূরে থাকুক, চিন্মাত্রবাদ ও সর্ব্বপ্রকার নির্ব্বিশেষ মুক্তি-কামনা নিরাকৃত হইয়াছে। প্রাকৃত-সহজিয়া-ধর্ম্ম যথা—আউল, বাউল, কর্ত্তাভজাদির ধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম ও শাক্তের মতবাদের আস্তাকুঁড় হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকিবে। যাহারা প্রাকৃত-সাহজিক ধর্ম্মকে 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম' বলিয়া ভুল করিয়াছে, তাহারাই বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের জনক বলিয়া ভুল করে।

মাঃ ৩৯। হিন্দু ও অহিন্দু ধর্ম্মের মিশ্রণে জাতিভেদ-রহিত বৈষ্ণবধর্ম্মের উৎপত্তি।

প্রঃ ৩৯। যাহারা সনাতন আত্মধর্মের বিকারকে বৈষ্ণব-ধর্ম বলিয়া ভুল করিয়াছে, তাহারাই বামাচারী, কর্তাভজা, নরবেশ, সহজিয়া, সাঁই পাগলিয়া, চরণ-পাহাড়ী, চরণদাসী, বাবাঠাকুরী প্রভৃতি অসংখ্য বিদ্ধ ও অবৈষ্ণবধর্মের উৎপত্তি ঐরূপ হিন্দু ও অহিন্দু ধর্মের স্বাভাবিক মিশ্রণে সাধিত হইয়াছে দেখিয়া বিশ্বের আবর্জনাকে তাহার মধ্যে নিক্ষেপ করিবার অজুহাত প্রকাশ করে।

মাঃ ৪০। নাচা, কোঁদা, মুখে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' বলা, আর মালসোয়া-মহোৎসব করাই ত' বৈষ্ণবধর্মের পুঁজিপাটা!

প্রঃ ৪০। যাঁহারা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যক্রমে সর্ব্বত্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মের আদর্শের বিকৃতি দেখিতে পান ও ঐরূপ বিকৃত আদর্শকেই 'বৈষ্ণবধর্ম' বলিয়া ভুল করেন এবং যাহারা প্রকৃত আত্মমঙ্গল-কামী হইয়া সার্ব্বভৌম আত্মধর্মরূপ বৈষ্ণবধর্মের একান্ত ও বাস্তব অনুসন্ধানে বিমুখ, তাহাদেরই বঞ্চনার জন্য ঐরূপ বিকৃত আদর্শ জগতে প্রকাশিত আছে। বস্তুতঃ প্রকৃত বৈষ্ণবধর্মই যথার্থনিক ও যথবৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র আত্মধর্ম। 'হরে কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণের অভিনয়—'হরে কৃষ্ণ'-নাম উচ্চারণ নহে যাঁহারা মুক্তিকামনাকে পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিতে পারেন, সেইরূপ পরমমুক্ত-কুলের উপাস্য নিখিলশ্রুতি-মৌলিরত্নমালা-দ্যুতি-নীরাজিত-পাদপঙ্কজাস্য শ্রীচৈতন্যচন্দ্রপ্রভু, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণবস্তুই শ্রীহরিনামাবতার। বেদান্তের 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ'—এই চরম সূত্রে এই নামোপাসনার ইঙ্গিতমাত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

মাঃ ৪১। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম বা ভক্তিধর্ম স্ত্রীলোক ও ভাবপ্রবণ-ব্যক্তির ধর্ম।

প্রঃ ৪১। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম প্রাকৃত স্ত্রী বা পুরুষাভিমানী কিংবা প্রাকৃত ভাবুকের ধর্ম নহে। বাহ্য-দর্শনে পুরুষই হউক, বা স্ত্রীই হউক, যে জীবাত্মার প্রাকৃত পুরুষ ও স্ত্রী-অভিমান বিদূরিত হইয়াছে, এইরূপ অনাবৃত, অধোক্ষজ সেবোন্মুখ স্বরূপসিদ্ধ নির্ম্মল আত্মাই বৈষ্ণব-ধর্মের অনুশীলনের উপযোগী। অপ্রাকৃত বিষয়ে শ্রদ্ধা, অপ্রাকৃত সাধুর সঙ্গ, সদ্গুরু ও প্রকৃত বৈষ্ণবের সেবার সহিত শ্রবণ, কীর্ত্তনরূপ ভজন; বিষয়ের অভিমান, হৃদয়দৌর্ব্বল্য, অনধিকারে তৃষ্ণা প্রভৃতি অনর্থের নিবৃত্তি, অধোক্ষজ-সেবায় নৈরন্তর্য্য, তাহাতে স্বাভাবিক রুচি, তজ্জন্য আসক্তি ও তৎপরে যে স্বাভীষ্ট রতির উদয় হয়, সেইরূপ অপ্রাকৃত-ভাবের ভাবুকগণই বৈষ্ণব-ধর্মের অনুশীলনকারী। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপই ভাবের স্বরূপ-লক্ষণ। রুচিদ্বারা চিত্তের যে মসৃণতা, তাহা তটস্থ-লক্ষণ। সেইরূপ ভাবের ভাবুকগণই প্রকৃত বৈষ্ণব-ধর্মের যাজনকারী।

মাঃ ৪২। ভক্তি—কাম, ক্রোধের ন্যায় উল্লাসময়ী বৃত্তি-বিশেষ।

প্রঃ ৪২। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি উত্তেজনা বিমূঢ় ও বদ্ধ-জীবের দেহ ও মনের বৃত্তিবিশেষ বা রিপুর তাড়না; কিন্তু ভক্তি—অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন, কর্ম্ম, জ্ঞান, ব্রত, যোগাদি চেষ্টা, কিংবা মুক্তিকামনারূপ সর্ব্ববিধ কাম বা অভক্তি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নির্ম্মল আত্মার স্বাভাবিকী, অপ্রতি-হতা অহৈতুকী নিত্যা বৃত্তি। ভক্তির ভোক্তা অধোক্ষজ ভগবান্, আর কাম-ক্রোধাদি কিংবা মুক্তি-কামনার ভোক্তা বদ্ধজীবের দেহ-মন। অতএব কাম-ক্রোধ, এমন কি, মুক্তিকামনা হইতেও ভক্তি সম্পূর্ণ পৃথক্।

মাঃ ৪৩। যে-কোন ঠাকুর-দেবতার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাঁহার কাছে কিছু ফুল, তুলসী দেওয়া, ঘণ্টা বাজান, স্তবস্তুতি করা বা সম্মুখে বসিয়া জপ, ধ্যান করাই ভক্তি।

প্রঃ ৪৩। ভগবান্ অধোক্ষজ অর্থাৎ জীবের যাবতীয় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে তিরস্কৃত করিয়া তাঁহার নিত্যসিদ্ধ নিয়ামকত্ব ও স্বতঃকর্ত্তৃত্ব ধর্ম্মের নিরঙ্কুশ পরিচালনা-কারী। সেইরূপ পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের পরি-চালনা অপ্রাকৃত স্বরূপের উপরে অনুভবের বিষয় হয়। অতএব জীবের রুচি অনুযায়ী যে-কোন-মূর্ত্তির কল্পনা বা ফুল-তুলসী দ্বারা পূজা বা ঘণ্টা বাজাইবার অভিনয়-'ভক্তি' নহে—উহা ভোগ। বহুরূপী প্রচ্ছন্ন ভোগই 'ভক্তি' বলিয়া বাজারে প্রচারিত।

মাঃ ৪৪। হরিনামের অক্ষর উচ্চারণের অভিনয়ের নামই হরিনাম-গ্রহণ।

প্রঃ ৪৪। ভোগোন্মুখতা ও ত্যাগোন্মুখতার সহিত হরিনাম-অক্ষরের উচ্চারণ মাত্রে হরিনাম-গ্রহণ নহে। শ্রীচৈতন্যদেব জানাইয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণনামাদি কখনও প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন, কেবল সেবোন্মুখ-জিহ্বাদিতে তাহা স্বয়ং প্রকাশিত হন—(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূঃ বিঃ ২।১০৯)। 'বিষয়বিষে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।' মায়াবাদী বা কপট সাধুনামধারী ব্যক্তিকে 'সাধু' বলিয়া শ্রদ্ধা করা ও প্রকৃত সাধুর নিন্দা করা, শিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর মনে করা, নামাচার্য্যের প্রতি মর্ত্যবুদ্ধি করা; বেদ ও সাত্বত-পুরাণাদি-শাস্ত্রের নিন্দা করা, হরিনাম-মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি মনে করা, নামকে কাল্পনিক ব্যাপার মনে করা, নামের বলে পাপাচরণ করা, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, যাগ, যজ্ঞাদিকে অপ্রাকৃত নাম-গ্রহণের সহিত সমান মনে করা, নামের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নামোপদেশ করা, 'আমি ও আমার' বুদ্ধির সহিত নামগ্রহণের অভিনয় করা—নামাপরাধ; উহা হরিনাম-গ্রহণ নহে।

আঃ ৪৫। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কৃষ্ণকর্ণামৃত, গীতগোবিন্দ, রাসপঞ্চাধ্যায়, ভ্রমরগীতা, জগন্নাথবল্লভ-নাটক, গোবিন্দ-লীলামৃত, কৃষ্ণভাবনামৃত, বিদগ্ধমাধব, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি কৃষ্ণকাব্যলীলা-পূর্ণ গ্রন্থাদি অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের ন্যায় সাহিত্যে প্রবেশ থাকিলেই উহা পাঠ ও আলোচনা করা যায়; উহাতে যোগ্যতা বা সদ্‌গুরুর অপেক্ষা করে না।

প্রঃ ৪৫। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি গ্রন্থ মুক্ত পুরুষগণের গ্রহণের বিষয়। তাহা অনর্থযুক্ত মহামহোপাধ্যায় বা কাম-ক্রোধাদির কিঙ্কর প্রাকৃত-সাহিত্যের ডক্টরগণ রাবণের মায়া-সীতা-হরণের ন্যায় হরণ করিবার চেষ্টা করিলেও এ সকলে আদৌ প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। স্বচ্ছ কাচাধারে সুসংরক্ষিত মধুকে মক্ষিকা যেরূপ আস্বাদন করিতে ধাবিত হইয়া বিফল-মনোরথ হয়, তাহাদেরও গতি তদ্রূপ। সদ্‌গুরুপাদপদ্মে আশ্রিত হইয়া ভজনানুশীলন করিতে করিতে অনর্থ-নির্মুক্তির পর শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে ও অকপট-কৃপায় ঐ সকল গ্রন্থে বিশেষ সুকৃতিশালী ব্যক্তির প্রবেশ-লাভ ঘটে। অতএব অপ্রাকৃত ভক্তিবিদ্যা সর্ব্বতোভাবে গুরুমুখী। প্রাকৃত-রসে বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকিলে অপ্রাকৃত-রসে অধিকার-লাভ হয় না।

আঃ ৪৬। কৃষ্ণকর্ণামৃতাদি গ্রন্থকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনীষী বা ডক্টর উপাধিধারী ব্যক্তিগণ টীকা-টিপ্পনীর সহিত প্রচার ও আলোচনা করিতে পারেন।

প্রঃ ৪৬। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টর' উপাধিপ্রাপ্ত, কিংবা 'নোবেল' পুরস্কারাদি-প্রাপ্ত, কিংবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ, যাহারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার ভিক্ষুক, যাহারা কাম-ক্রোধাদি-রিপুর ক্রীতদাস, যাহারা সদ্‌গুরুপাদপদ্মে অভিগমন করে নাই, অপ্রাকৃত শ্রবণ-কীর্ত্তন-ভজন দ্বারা অনর্থ-নির্মুক্ত হন নাই, তাহারা কখনও কৃষ্ণকর্ণামৃত, গীতগোবিন্দ, পদ্যাবলী, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কৃষ্ণের সম্ভোগ লীলার রসগ্রন্থ স্পর্শও করিতে পারে না। তাহাদের টীকা-টিপ্পনী, রচনা, কিংবা গ্রন্থের পাঠোদ্ধার-চেষ্টা গ্রন্থকীটের গ্রন্থে প্রবেশ বা গ্রন্থ-ভোগের ন্যায় চেষ্টা-বিশেষ। তাহা নিজের ও পরের অমঙ্গলের সোপান। অথবা তাহাদের ঐ সকল চেষ্টা রাবণের সীতা-হরণের ন্যায়। বরাহপ্রভুর অন্তরঙ্গ-পার্ষদ স্বরূপ-দামোদর-প্রভু বঙ্গদেশীয় কবির মহাপ্রভুর সম্বন্ধে স্তুতিময় কাব্যকেও এইজন্যই আদর করেন নাই।

আঃ ৪৭। গুরু ও ইষ্ট-মন্ত্র শিষ্যের রুচি-অনুযায়ীই গ্রহণ করা উচিত।

প্রঃ ৪৭। প্রকৃত শিষ্যত্বাভিলাষী—সদ্‌গুরুপাদপদ্মের শাসনাধীন। এজন্যই তাঁহার 'শিষ্য' নাম। শিষ্য তত্ত্ব অজ্ঞানের ভবরোগের রোগী; আর গুরুদেব—অপ্রাকৃত সদ্‌বৈদ্য। অতএব রোগীর পরামর্শ অথবা রুচি-অনুসারে চিকিৎসা হইবে না। যেখানে বৈদ্য রোগীর রুচির ইন্ধন-সরবরাহকারী, সেখানে শিষ্যই গুরুর উপর গুরুগিরি করে। সে-ক্ষেত্রে গুরুত্ব এবং শিষ্যত্ব কেবল অভিনয়-মাত্র। "ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বারয়ত্যেব বা ভিষক্তমঃ"। প্রকৃত সদ্‌গুরু একমাত্র পূর্ণবস্তু অধোক্ষজ বিষ্ণুকেই দান করেন, যাঁহার সেবা-দ্বারা ভব-রোগের মূল উৎপাটিত হয়। সদ্‌গুরু-পাদপদ্ম একমাত্র অধোক্ষজ বিষ্ণুমন্ত্র ব্যতীত শিষ্যের বহির্মুখ রুচির কাম-পূরণকারী অন্য-দেবতার মন্ত্র প্রদান করেন না। কারণ, 'মন্ত্র' মনন-ধর্ম্ম হইতে ত্রাণ করে। আর দীক্ষা

দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ অপ্রাকৃত সেবাময় জ্ঞানের উদয় করাইয়া থাকে।

মাঃ ৪৮। জগতে শাস্ত্রের কথামত সদ্‌গুরু নাই; অতএব লৌকিক বা লৌকিক গুরু-গ্রহণের দ্বারাই কার্য্য-সিদ্ধি হয়।

প্রঃ ৪৮। সর্ব্বোত্তম অভিমর্ত্য বস্তুর জগতে আবির্ভাব সুবিরল। কিন্তু পরম-করুণাময় ভগবান্ প্রতিযুগেই তাঁহার স্বতন্ত্রসিদ্ধ বৈকুণ্ঠ-নিজ-জনকে ও তদনুগ-সম্প্রদায়কে জগতে প্রকাশ করিয়া অভিমর্ত্য সদ্বৈদ্যের দ্বারা প্রবাহিত রাখেন। যাঁহারা যতটা অধিক নিষ্কপট, তাঁহারা ততটা উত্তম আশ্রয়-বিগ্রহকে 'গুরু' বলিয়া বরণ ও ততটা অধিক বিশ্রম্ভের সহিত সেইরূপ গুরু-পাদপদ্মের সেবা করিবার কৃতিবিশিষ্ট হন এবং ততটা অনুকূলা ভক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হন। যাহারা যে-পরিমাণে কপট, তাহারা সেই পরিমাণ কপট ও ব্যবসায়িক গুরুক্রবগণের দ্বারা স্ব-স্ব স্বার্থ-কামের বা মিছা-ভক্তির ধ্বজা আরোপণ করিয়া থাকে।

মাঃ ৪৯। 'যা'র যা'র গুরু তা'র তা'র কাছে'। প্রত্যেকেই নিজের গুরুকে বড় করিয়া দেখে।

প্রঃ ৪৯। ভগবান্ এক—অদ্বিতীয়। তাঁহার প্রেরিত নিজ-জন বা তৎপ্রতিনিধি বা ভগবৎপ্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরু-পাদপদ্মও অদ্বিতীয়। তিনিই জগদ্‌গুরু বা যুগাচার্য্য প্রভৃতিরূপে বৃত হন। তবে যে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীশ্রীজীব, কিংবা শ্রীনিবাস আচার্য্য, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভৃতির একত্রকালে আচার্য্যত্ব দৃষ্ট হয়, তাহা স্বেচ্ছাচারী বহুগুরুবাদ নহে। সেখানে সকলেরই আচার্য্যত্ব ও গুরুত্ব অধোক্ষজ-স্থানে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ তাঁহারা সকলেই সজাতীয়াশয় ও সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট, অতএব 'যা'র যা'র গুরু তা'র তা'র' নহে। অধোক্ষজ ভগবানের অপ্রাকৃত প্রকাশ-বিগ্রহ জগদ্‌গুরু-পাদপদ্মের অনুগত হইলে সকলেরই মঙ্গল। কল্পনা করিয়া কোন লঘু ব্যক্তিকে গুরু বা বড় করিয়া দেখিলে তাহাতে সে গুরু বা বড় হয় না। যাঁহার বাস্তবতায় অপ্রাকৃত-গুরুত্ব আছে, তিনিই গুরু। কপট ব্যক্তিগণ তাহাদের ভোগ্য গুরুক্রবগণকে বড় করিয়া কল্পনা ও প্রচার করে। ঐ সকল গুরু-ক্রব ভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ নহে, তাহারা মায়ার বৈভব-মাত্র।

মাঃ ৫০। কোন ব্যক্তিবিশেষকে গুরু বলিয়া করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

প্রঃ ৫০। যে-কোন পার্থিব ও নশ্বর জ্ঞানার্জ্জন করিতে হইলেও গুরু বা শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অতীন্দ্রিয় রাজ্যের শিক্ষা-লাভের জন্য ইন্দ্রিয়াধীন পার্থিব ব্যক্তির পক্ষে নিয়ামক ও শিক্ষা-দাতার আবশ্যকতা নাই—এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি 'মূল-পালান' গুরুক-সম্প্রদায়ের ন্যায় বাস্তব পরমার্থ-শিক্ষা-মন্দির হইতে পলায়নেচ্ছু ব্যক্তিগণের কামের তাড়না-বিশেষ। কোন নিয়ামক না থাকিলেই যথেচ্ছাচারিতার সহিত কাম-চরিতার্থ করিয়া আত্মবিনাশ সাধন করা যায়। এইরূপ প্রচ্ছন্ন-কাম-তাড়না হইতেই ঐরূপ যুক্তি ও বিচার উত্থিত হয়। তবে অসদ্‌গুরু ও প্রাকৃত-সহজিয়াকে গুরু (?) করা অপেক্ষা গুরু না করা বরং অনেক ভাল। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই। মায়ার তাড়না সেখানে গুরু সাজিয়া নেপথ্য হইতে ঐরূপ ব্যক্তির উপর গুরুগিরি করিয়া থাকে।

মাঃ ৫১। গুরু একজন মানুষ বা সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা কিছু উন্নত শ্রেণীরই মস্তিষ্ক-বিশেষ।

প্রঃ ৫১। মানুষ গুরু, কর্ম্মী গুরু, জ্ঞানী গুরু, যোগী গুরু, তপস্বী গুরু, পশু গুরু, স্ত্রী গুরু, পুরুষ গুরু, অন্ধ গুরু, চাউল গুরু, গুঁড়ি গুরু, ব্রাহ্মণ গুরু, গৃহী গুরু, সন্ন্যাসী গুরু, বৃদ্ধ গুরু, যুবা গুরু, কর্ম্মফলবাধ্য গুরু, সাধক গুরু প্রভৃতি গুরুপদ-বাচ্য নহে। অপ্রাকৃত গুরু, ভগবৎপ্রকাশ-বিগ্রহ গুরু, অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনকারী দিব্যজ্ঞান-দাতা গুরু, সর্ব্বত্র গুরু-দর্শনকারী, গুরু, আবার কৃপা-পূর্ব্বক জীবের জন্ম-জন্মান্তরের আসক্তি-ছেদনকারী গুরুই প্রকৃত গুরু। তিনি সাধারণ মনুষ্য কেন, সাধারণ ভগবদ্ভক্ত শ্রেণীরও অন্তর্গত নহেন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণের যিনি প্রিয়তম, তিনিই শ্রীগুরুদেব। তিনি নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত ভগবজ্জন। তিনি সাধক বা সাধনসিদ্ধ বদ্ধজীব বা পদস্খলিত জীব নহেন।

মাঃ ৫২। গুরুই স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ বিষয়-বিগ্রহ। এই বিশ্বাসানুসারে যে-কোন লোককে স্বয়ং ভগবান্ কল্পনা করিয়া গুরু করা যায়।

প্রঃ ৫২। গুরুদেব স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ বিষয়-বিগ্রহ নহেন; তিনি আশ্রয়-বিগ্রহ। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের সেবা পাওয়া যায়। কৃষ্ণ রাসলীলা করেন; তিনি গোপীগণের ভোক্তা। কিন্তু আশ্রয়-বিগ্রহ গুরুদেব সেরূপ সম্ভোগ-লীলা প্রকাশ করেন না। তিনি সকল জীবকে কৃষ্ণ-লীলায় প্রবেশাধিকার বা কৃষ্ণের সেবার উপকরণরূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন; কারণ, তিনি কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ-সেবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ-রূপে লীলা করিয়া থাকেন। কি করিয়া কৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম সেবা করিতে হয়, তাহা তিনিই জানেন। বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণের পাদপদ্মে তুলসী দেওয়া যায়; কিন্তু আশ্রয়বিগ্রহ গুরুপাদপদ্মে তুলসী দেওয়া যায় না। কল্পনা বা ভোগানুকূল অন্ধবিশ্বাস—বিশ্বাস নহে। আর মানুষকেও কেহ 'ভগবান্' করিতে পারে না। ভগবান্ বা গুরু মানুষ বা শিষ্যের সৃষ্ট বস্তু নহে।

মাঃ ৫৩। অনেক শিষ্য গুরুকে সংশোধিত করেন।

প্রঃ ৫৩। যে-সকল শিষ্যনামধারী ব্যক্তি তাহাদের গুরুরূপ লঘুকে সংশোধিত বা নিয়মিত করে, তাহারা শিষ্য নহে। আর, সংশোধিত ব্যক্তিও গুরু নহে। ঐরূপ শিষ্য বা গুরুর অভিনয় কেবল ভণ্ডামি, গুণ্ডামি ও ধণ্ডামি। গ্রাম্য ও গাঁজাপুরী গল্পের প্রমাণ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নহে।

মাঃ ৫৪। গুরুর দোষ থাকিলেও তাঁহার দোষ কখনও বিচার করিতে নাই।

প্রঃ ৫৪। যে 'গুরু'-নামধারী ব্যক্তির দোষ আছে, সে গুরুই নহে; সে সামান্য মর্ত্ত্যজীব-মাত্র। গুরুর কতক দোষ আছে, কতক গুণ আছে—এরূপ বিচারও গুরুত্বের আদর্শ নহে,—উহা লঘুত্বেরই প্রকাশক। বাস্তব দোষযুক্ত লঘু ব্যক্তির দোষগুলিকে ধামাচাপা দিয়া কপটতা ও কল্পনার সহিত নামে-মাত্র ঐ ব্যক্তিকে গুরু করিলে উভয়েই অধিকতর অমঙ্গলের রাজ্যে পতিত হয়।"

মাঃ ৫৫। ঐকান্তিকী গুরুভক্তির আচার্য্য বা মহাজনগণের টীকা-টিপ্পনী বা ভাষ্য দেখিয়া বেদ বেদান্ত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র পাঠ অপেক্ষা নিজে নিজে উহার যে সহজার্থ বুঝা যায়, তাহাই গ্রন্থের প্রকৃত তাৎপর্য্য-উপলব্ধির সহায়ক।

প্রঃ ৫৫। সাম্প্রত আচার্য্য বা মহাজনগণের টীকা বা ব্যাখ্যার অনুসরণ, তাঁহাদিগকে গুরুরূপে বরণ করিয়া তাঁহাদের মুখে ও সংসঙ্গে শাস্ত্র-তাৎপর্য্য শ্রবণ আর নিজের ভোগানুকূল বিচারকে বা মনোধর্ম্মের ছলনা-গুলিকে কার্য্যতঃ গুরু করিয়া উহাদের কুপরামর্শকে 'সহজ অর্থ' মনে করিয়া প্রকৃত মহাজনগণকে সাম্প্র-দায়িক বা কম বুদ্ধিদার বিচারে তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ—মাথার আহাম্মকী শাস্ত্র বুঝিবার ধৃষ্টতামাত্র। তবে অসুরমোহনকারী আচার্য্যের ব্যাখ্যার অনুসরণ করিয়া শাস্ত্র-তাৎপর্য্য বুঝিতে গেলে বিপদ হইবে। অসুরমোহনাবতার আচার্য্য-শঙ্করের ব্যাখ্যা এইজন্য মহাপ্রভু ও সাম্প্রত-আচার্য্যগণ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

"মায়াবাদীর ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ।"

মাঃ ৫৬। অমুক নামধারী মহাপুরুষ কত সোজা-ভাষায় ও সরল যুক্তি দ্বারা প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন, সিদ্ধ ধাঁহার কথা বুঝা যায় না, তাঁহার উপদেশের কোনই মূল্য নাই।

প্রঃ ৫৬। সোজা ভাষায় গ্রাম্য কথা ও গ্রাম্য যুক্তিতে প্রশ্নের উত্তর প্রদান, কিংবা গণমতের ভোগ্য বিচারের অনুকূল করিয়া বিষয়গুলিকে বুঝাইবার চেষ্টাতঃ অতীন্দ্রিয় বিষয়ে পারদর্শিতা প্রকাশ করে না। উহা ইন্দ্রিয়গম্য বিষয়ের পারদর্শিতারই সাক্ষ্য দেয়। শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর সংস্কৃত ভাষা বহু শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের দুর্বোধ্য, কিংবা বঙ্গভাষায় লিখিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনেক বিচার বঙ্গ ভাষার 'ডক্টরেট্' উপাধি-প্রাপ্ত শতকরা প্রায় শতজন ব্যক্তিরই দুর্বোধ্য বলিয়া তাঁহারা মহাজন নহেন; আর কর্ত্তাভজা, আউল, বাউল, সহজিয়া-সম্প্র-দায়ের রক্ত-মাংসের পূজার কথা বা নির্ব্বিশেষ চিন্তাস্রোত অতি সহজগম্য বলিয়া তাঁহারা মহাপুরুষ—ইহা ভোগী প্রচ্ছন্ন কামুকগণের বিচার বা নির্ব্বিশেষবাদী বাউল-গণের মত। সম্পূর্ণভাবে সমর্পিতাত্মা হইয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তির দ্বারাই সাধুর মুখনির্গত বৈকুণ্ঠ

শুকরাদির (গাই-কর্ণে কঠিনই হউক, আর সরলই হউক, কটুই হউক, আর মধুরই হউক। সেবা করিতে হইবে। মনোধর্ম্মিগণের ভোগের অনুকূল কথা ও যুক্তির ব্যবসায় করিয়া যিনি বা যাঁহারা নামজাদা হইয়াছেন, তিনি বা তাঁহারা ভোগি-সমাজের বিদ্বৎকার জীবের প্রকৃত বান্ধব নহেন।

আঃ ৫৭। যিনি যত কঠিন শব্দ ও অঙ্কের প্রহেলিকা ব্যবহার করিতে পারেন, তিনি তত মহাপুরুষ।

প্রঃ ৫৭। আবার কতকগুলি ভোগি-মনোধর্ম্মী নানাপ্রকার প্রহেলিকা ও শ্লোকের দুর্বোধ্য আর্য্যা-তর্জ্জা প্রকাশ করিয়া, কিংবা তাহাদের উচ্চারিত শব্দের আকররূপে বিলুপ্ত মাঁহেন ব্যাকরণের দোহাই দিয়া থাকেন। ঐরূপ প্রহেলিকার দ্বারা কতকগুলি বিকৃত মস্তিষ্ককে বিমুগ্ধকারী করা যাইতে পারে। ঐরূপ বঞ্চনাকারী ব্যক্তিগণ মহাপুরুষ নহেন।

আঃ ৫৮। বৈষ্ণবধর্ম্ম mysticism নয়।

প্রঃ ৫৮। বৈষ্ণবধর্ম্ম তথা-কথিত mystic সম্প্রদায়ের মতবাদ, দুর্জ্ঞেয়তাবাদ বা বা নিগূঢ়তাবাদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা অপরোক্ষবাদ হইতেও পৃথক্। অধোক্ষজ-সিদ্ধান্তই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রথম সোপান। অপ্রাকৃত বা কেবল সিদ্ধান্তেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। অধোক্ষজ সিদ্ধান্ত নিগূঢ়তাবাদ নহে, তাহা পরমেশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তি বা যোগমায়া-দ্বারা সাধিত। তাহা সেবাময় নির্ম্মল আত্মার পরম প্রত্যক্ষ। যাহা বিমুখতার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের নিকট দুর্জ্ঞেয় বা অচিন্ত্য, তাহাই সেবাময় নির্ম্মল আত্মার নিকট বাস্তব প্রত্যক্ষ।

আঃ ৫৯। জগতের নামজাদা মহাপুরুষগণ কি ভ্রান্ত ও বিপথগামী?

প্রঃ ৫৯। আচার্য্য শঙ্কর, অমুক মহাত্মা, অমুক মোহন, অমুক আনন্দ, অমুক সর্ব্বসাধনসিদ্ধ ব্যক্তি কি সকলেই ভ্রান্ত? ইহা একটি যুক্তিই নহে। উহাদিগকে 'নামজাদা' কাহারা করিয়াছে? জগতের মনোধর্ম্মী শতকরা শতজন ব্যক্তিই যদি উহাদিগকে সর্ব্বোত্তম, অভ্রান্ত সিদ্ধাদপিসিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া একবাক্যে ভোট প্রদান করেন, তবেই যে তাঁহারা অভ্রান্ত মহাপুরুষ বা সিদ্ধ-মহাজন হইবেন, এরূপ কোন তাৎপর্য্য নাই। জগতের লোক বা ভ্রান্ত-সম্প্রদায় অভ্রান্ত নির্ণয় করিতে পারে না। অসিদ্ধগণ সিদ্ধকেও বাছিয়া লইতে পারে না। অধোক্ষজ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সর্ব্বক্ষণ অকৃত্রিম সেবা-তৎপরতাই সিদ্ধি ও অভ্রান্তির লক্ষণ, ইহা ব্যতীত অন্য কোন স্বরূপ-লক্ষণ নাই।

আঃ ৬০। 'মহাপুরুষ' বলিয়া নামজাদা সকলেই একই শ্রেণীর। যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানন্দ, লাউৎসে, জরথুস্ত্র, কবীর, এমন কি, আধুনিক কালের কতিপয় ব্যক্তি এবং শ্রীচৈতন্যদেব পরমার্থ-রাজ্যের একই পংক্তির লোক।

প্রঃ ৬০। শ্রীচৈতন্য—স্বয়ংরূপ ভগবান্। তিনি আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী হইলেও আচার্য্য-শ্রেণীর নহেন। বিশেষতঃ তাঁহার আচার্য্য-লীলার মধ্যেও সাধারণ নৈতিকধর্ম্ম বা সাধারণ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-মাত্রের উপদেশ নাই। অধিক কি, ঐশ্বর্য্যময় নারায়ণ-ভজন, যাহাতে আংশিক বৈকুণ্ঠতা প্রকাশিত, তদটুকুমাত্রও শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা নহে। নির্ম্মল আত্মার অহৈতুকী সেবা-বৃত্তির সর্ব্বোত্তম অবস্থা যাহাতে সমস্ত অপ্রাকৃত রস জোড়ীকৃত ও সমন্বিত হইয়া মধুর রসে বিপ্রলম্ভ-রস-চমৎকারিতা উৎপাদন-পূর্ব্বক আশ্রয়-বিগ্রহের সুখে বিষয়-বিগ্রহকে অত্যন্ত সুখী করে, সেই কথাই শ্রীচৈতন্যদেবের আচরণ ও বাণীতে দৃষ্ট হয়। অতএব সমাজনীতি, রাজনীতি, সাধারণ ধর্ম্মনীতি, বর্ণাশ্রমনীতি, কর্ম্মজ্ঞানাদিমিশ্র ভক্তি-নীতি, কিংবা ঐশ্বর্য্যমিশ্র ভক্তিনীতি-প্রচারকগণের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবকে এক পংক্তিতে টানিয়া আনিবার চেষ্টা শ্রীচৈতন্যদেব-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা, কখনও বা অভিসন্ধিযুক্ত পাষণ্ডতা।

আঃ ৬১। হাতে কাজ কর, মুখে হরিবল।

প্রঃ ৬১। যাঁহারা 'হরিনাম'কে (?) হরিসেবানুশীলন হইতে পৃথক্ মনে করেন, অথবা যে-সকল কর্ম্মি-সম্প্রদায় কর্ম্মকেই সত্য এবং 'লাগে তাক্ না লাগে তুক্' এইরূপ নীতিপূত সন্দেহের চক্ষে 'হরিনাম'কে (?) দেখিয়া থাকেন, অর্থাৎ যাঁহারা কর্ম্মকেই বাস্তব, আর হরিনামকে অবাস্তব মনে করেন, তাঁহারা কোন-না-কোন অন্যাভিলাষ সিদ্ধির জন্য হরিনামকে যৌথিক

স্বীকার করিয়া কর্ণ-চেষ্টায় ধাবিত হন, কিন্তু অপ্রাকৃত গৌড়ীয়গণ হরিকার্য্য ও হরিনামকে পৃথক্ জ্ঞান করেন না। হরিকীর্ত্তন-দেবতার আরাধনার জন্য তাঁহাদের যে কীর্ত্তনময়ী সেবা-চেষ্টা, তাহা 'মুখে হরিবল ও হাতে কাজ কর' ভোগী কর্ম্মীর এই বৈতজ্ঞানের ন্যায় বিচার নহে।

মাঃ ৬২। 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে'।

প্রঃ ৬২। পাঞ্চভৌতিক দেহ মায়া-নির্ম্মিত। ব্রহ্ম—যিনি বৃহৎ হইতেও বৃহৎ, যিনি মায়াধীশ, যিনি প্রপঞ্চের অতীত, তিনি কখনও মায়ার কারাগারের কয়েদী হইয়া ত্রিতাপে জর্জ্জরিত ও ক্লিষ্ট হইতে পারেন না। পরব্রহ্ম প্রপঞ্চে অবতীর্ণ বা সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে অবস্থিত হইয়াও প্রপঞ্চের দ্বারা ক্লিষ্ট হন না, ইহাই পরমেশ্বরের ঈশিতা। ভগবদ্বিস্মৃত জীব কর্ম্মফলের দণ্ডভোগ করিবার জন্য পঞ্চভূতের ফাঁদে পতিত হইয়া সূক্ষ্ম জীবাত্মার চিদাভাস-স্বরূপ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহেই ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। বস্তুতঃ মায়াধীশ পরমেশ্বরের কোন মতেই মায়াস্পর্শ ঘটে না। "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি"—এই শ্রুতিই ঐ অবৈদিক মতবাদ নিরাস করিয়াছেন।

মাঃ ৬৩। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা"।

প্রঃ ৬৩। ব্রহ্মের রূপ সাধক বা সিদ্ধ-মনুষ্য, দেবতা, ঋষি কেহই কল্পনা করিতে পারে না। পরব্রহ্ম নিত্য নাম, রূপ, গুণ পরিকর ও লীলাবান্। মনুষ্য পরব্রহ্মের রূপের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারে না। তাহা হইলে ব্রহ্মকে পুতুলে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হয়। ইহার মত জীবের অহিতের কথা আর কিছুই নাই। যাহারা ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করে, তাহারা পৌত্তলিক, পাষণ্ডী, অপরাধী, জগতের সর্ব্বাপেক্ষা অহিতকারী, নাস্তিক-শিরোমণি। অথচ এই জড়ীয় নাস্তিকতাই জগতে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় সকলকে ধর্ম্মের আবরণে আক্রমণ করিয়াছে।

মাঃ ৬৪। চিনি হ'তে চাই না, চিনি খে'তে চাই।

প্রঃ ৬৪। "চিনি হওয়া ও চিনি খাওয়া দুইটাই আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ বা সম্ভোগবাদ। বৈষ্ণব চিনি হইতেও চাহেন না, চিনি খাইতেও চাহেন না। ব্রহ্ম হইতে চাওয়া, বা ব্রহ্মকে খাওয়া, বা ভোগ করা ভোগেরই বিভিন্ন দিক্-মাত্র। রাজার আসন গ্রহণ করা, আর রাজাকে ভোগ করা অর্থাৎ রাজা বা প্রভু দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ-কামনার নফরগিরি করাইয়া লওয়া একই কথা অর্থাৎ দুইটিই অভক্তি বা সম্ভোগবাদ।

মাঃ ৬৫। "শান্তিরাম দুই বগল বাজা, গোলোকে তোর ভিজল গাঁজা।"

প্রঃ ৬৫। এই সকল প্রলাপ গাঁজাখুরী ভক্তির দৃষ্টান্ত। কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণময় কামের আদর্শ। সানন্দমনে গাঁজার ধুমপানরত পাগল শান্তিরাম দেবর্ষি নারদকে "ভজন-পূজন সাধন বিনা, আমার গাঁজা ভিজবে কি না?"—এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিল বলিয়া যে গ্রাম্য কিংবদন্তী আছে, তন্মূলে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ লালসা বা কৃষ্ণসেবার পরিবর্ত্তে গঞ্জিকা-সেবার আদর্শে বা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ অর্থাৎ সম্ভোগবাদের মেসাই রহিয়াছে। এইরূপ প্রাকৃত সম্ভোগবাদ সরলতা নহে। এই জাতীয় শত শত গাঁজাখুরী গল্পই জগতে ভক্তির আদর্শ ও স্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

মাঃ ৬৬। "চেঁকি স্বর্গে গেলি এই ভবনদী পার হ'তে পার বঁধু, লোকের কথায় কিবা আসে যায়, দিবে সুখে প্রেম-মধু।"

প্রঃ ৬৬। চেঁকি জড়-পদার্থ অর্থাৎ উহার স্বতঃ-কর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম নাই এবং আমরা উহা দ্বারা যথেচ্ছভাবে আমাদের ভোগের ধান ভাড়াইয়া লইতে পারি অর্থাৎ উহাকে ভোক্তাভিমানী আমাদের ভোগের যন্ত্র করিতে পারি। জগতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-কামনায় যে-সকল দেবতার পূজা হয়, তাহা ঐরূপ ভোগ্য দ্বারপার দেবতা এবং তাঁহাদের প্রতি ভক্তি বা সেবা-পূজার অভিনয়ও ঐ চেঁকি-ভজার তুল্যই। কিন্তু বিষ্ণু বা কৃষ্ণ এমন জিনিষ যে তাঁহাকে কেহই ভোগ করিতে পারে না। ভোগ-জিনিষটা কৃষ্ণের এক-চেটিয়া এবং তিনি স্বতঃ-কর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। সেই অদ্বিতীয় ভোক্তা বা অদ্বিতীয় কামদেবের কামাগ্নির ইন্ধন হওয়ার নামই—কৃষ্ণ-প্রেম। "আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।" অতএব চেঁকি

ভক্তিরা বা কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু ভক্তিরা অন্যাভিলাষিতা থেকে পাওয়া যায় না।

আঃ ৬৭। "যদি তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।"

প্রঃ ৬৭। ইহা ভক্তি নহে,—সম্ভোগবাদ অর্থাৎ কল্পিত ভোগের পুতুলের সহিত মানসিক ভোগ। এতৎ-প্রসঙ্গেই কোন ব্যক্তি বলিয়াছেন—"সেই মোদের পুতুলের ন্যায় সুন্দর তোমার যে প্রিয়তম, তাহাকে লইয়া যেখানে জন-মানব নাই, এমন কোন নুকান-স্থানে প্রাণের সাধ মিটাইয়া তাহার নিকট হইতে নব নব চুম্বন গ্রহণ করিতে থাক।" নিভৃতে চুম্বন গ্রহণ করিবার সাধ ভক্তের বিচার নহে। ইহা সম্ভোগবাদ বা অভক্তি। এখানে আশ্রয়-বিগ্রহের কোন আনু-গত্য নাই, নিজেই ভোক্তা সাজিয়া কল্পিত উপাস্যকে ভোগ করিবার বাসনা। ইহার সহিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মহাজনের এই সেবা-লালসাময়ী রীতি কত পৃথক্—

শ্রীরাধার প্রেমে, কৃষ্ণের যে সুখ,
জানিনু মনেতে আমি।
রাধা-পদ ছাড়ি, শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমে,
কভু না হইব কামী॥

(ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ, 'গীতমালা'—৯)

আঃ ৬৮। সূক্ষ্ম-ষড়ায় সঙ্গ বেশী, অতএব হরিকীর্তনকারী সাধুগণ সূক্ষ্ম-ষড়।

প্রঃ ৬৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী—"কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"। আবার সাধুগণের লক্ষণে ভাগবত বলেন—"সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ"। সাধুগণ সর্বদাই উক্তি-রূপ অস্ত্রের দ্বারা মানবজগতের মনোধর্মের গ্রন্থি ছেদন করেন। যাহারা নিজের অমঙ্গলকামী, তাহারা নিজে-দের মনোধর্মের বাঁধরামি চালাইবার জন্য সাধুগণকে ঘোরা বা ঘোল করিয়া রাখিতে চাহে, কিন্তু যে সাধু সর্বদা হরিকীর্তন করিয়া আমাদের ঐ বাঁধরামিগুলি ভাঙাইয়া দেন, তাঁহার ন্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ কৃপালু সাধু আর নাই, এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত হরিকথা-কীর্তনকারী সাধুগণকে 'ভূষিদা' অর্থাৎ প্রভূত দানকারী বলিয়াছেন। মনোধর্মিগণের কলরব বা বাক্যবাগীশতা, আর শ্রৌত-মহাজনগণের হরিকথা-কীর্তনাদিশ্রবণ, বিচার, আলোচনা সম্পূর্ণ পৃথক্।

আঃ ৬৯। "যে স্ত্রীসঙ্গ ছেড়েছে, সে সব ছেড়েছে।"

প্রঃ ৬৯। স্থূল স্ত্রী-সঙ্গ-ত্যাগ দ্বারাই সকল ত্যাগ হয় না। ফল্গুত্যাগী নির্বিশেষবাদী মনুষ্যেকগণ সূক্ষ্ম স্ত্রীসঙ্গ করিয়া থাকে, আবার অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণ প্রত্যেক বস্তুকেই যোষিৎ বা ভোগ্যবিচারে দর্শন করে; বাহ্য স্থূল স্ত্রীসঙ্গ ছাড়িলেও, এমন কি, কনক পরিত্যাগ করি-লেও তাহারা প্রতিষ্ঠাশা-কুলটা-চণ্ডালিনীর সঙ্গ করিয়া থাকে। প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত স্থূল বা সূক্ষ্ম কোনপ্রকার স্ত্রীসঙ্গ করেন না। স্থূল স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার বাহাদুরীরূপ প্রতিষ্ঠাশাকেও তিনি পরিত্যাগ করিয়া হরিভজন করেন। অনর্থ-থাকা কালে গৃহস্থ বৈধ-স্ত্রী-সঙ্গ-লিপ্সাকেও অভিনয় গর্হণের সহিত স্বীকার করিয়া প্রীতির সহিত হরিভজনের জন্য ব্যাকুল হন। ঐরূপ ভজনকারীর হৃদ্‌গত সকল কাম অচিরেই বিনষ্ট হয়। কিন্তু ইহাতে বিষয়বাসনা-গর্হণের নামে উহাকে ক্রমা-গত চালাইবার কপটতা থাকিলে অমঙ্গল হয়। মঙ্গলেচ্ছু দুর্বল ব্যক্তির জন্য ভাগবতের এই কয়টি অভয়বাণী শ্রুত হয়—

"আত্মদ্রোহো মৎকথাসু নির্বিণ্নঃ সর্বকর্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥"

(ভাঃ ১১।২০।২৭-২৯)

অযোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণকে একমাত্র পুরুষোত্তম-জ্ঞানে তাঁহার মূল আশ্রয়বিগ্রহের সঙ্গে প্রবিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত জীবের পুরুষাভিমান ও দুঃখরোগ বিনষ্ট হয় না। কৃত্রিম পন্থা দ্বারা আপাত প্রতিষ্ঠা লাভ হয়, নিত্যমঙ্গল-লাভ হয় না। * [ক্রমশঃ]

প্রচার-প্রসঙ্গ

কন্তুরে—ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তি প্রদীপতীর্থ গোস্বামী মহারাজ কন্তুর শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়া গত ২১শে জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যায় স্থানীয় বোর্ড হাইস্কুলে "শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও দর্শন" সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় একটী গবেষণাপূর্ণা বক্তৃতা প্রদান করেন।

কটকে—পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যে ও গৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিংবডির নির্দ্দেশক্রমে ৫-২১ শে জুলাই পর্য্যন্ত কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক মহামহোৎসব যথা-রীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে মঠসেবকগণ এই সময়ে সহরের বিভিন্ন স্থানে আচার্য্য-পাদপদ্মের অভিমর্ত্য চরিত্র-গাথা-বর্ণন-মুখে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করেন। দুই দিবস বিচিত্র-বর্ণের পতাকা ও বিবিধ বাদ্যযন্ত্র-সহযোগে বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। ২১শে তারিখ রবিবার একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীপাদ ভক্তিশেখর ব্রহ্মচারী মঠের পরিচয়-প্রদানমুখে কিছুক্ষণ বক্তৃতা করেন। তৎপরে শ্রীপাদ বাদরায়ণ প্রভু "মহাপ্রসাদে গোবিন্দে" শ্লোকাবলম্বনে হরিকথা কীর্ত্তন করিলে শ্রীমৎ সাগর মহারাজ আচার্য্য-পাদপদ্মের অসমোর্দ্ধ মহিমার কথা বিশেষ-ভাবে কীর্ত্তন করিয়া ভক্ত ও অভক্তের মধ্যে পার্থক্য, ভক্ত-গণের উৎসবের প্রকৃত-তাৎপর্য্য, বিদ্যা ও অবিদ্যা, অবিদ্যার হস্ত হইতে উদ্ধারের উপায় প্রভৃতি বহু বিষয় কীর্ত্তন করেন এবং সচ্চিদানন্দপাদপদ্ম আশ্রয়-পূর্ব্বক তাঁহার আনুগত্যে থাকিয়া তদীয়জনই যে জীবের একমাত্র কৃত্য ও মঙ্গল-লাভের উপায়, তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু শিক্ষিত সজ্জনের সমাবেশ হইয়াছিল। হরিকথা-কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মাদ্রাজে—গত ২৮শে জুলাই রবিবার দিবস অপরাহ্ণে মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-হলে দিল্লী কেন্টোনমেন্ট কোর্টের অন্যতম বিচারক মিঃ বরদাচারিয়ার কে, টি, মহো-দয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট্ সভার অধিবেশনে ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ "শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও দর্শন" সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন। তৎপ্রসঙ্গে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের স্বরূপ, তাঁহার শিক্ষা ও অবদান-বৈশিষ্ট্য, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীধামতত্ত্ব, শ্রীমন্দির, শ্রীবিগ্রহ, প্রাপঞ্চিক শব্দের সহিত অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মের পার্থক্য, কোন্ ভূমিকায় কি প্রকারে ও কাহার নিকট শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীনাম-প্রভুর সেবা সম্ভব, মহাপ্রসাদ ও সাধারণ আহার্য্যের পার্থক্য, শ্রৌত-পন্থা ও তর্ক-পন্থা প্রভৃতি বহু-বিষয় কীর্ত্তন করেন। সভায় বহু উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল এবং তাঁহারা একাগ্রচিত্তে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

তমলুকে—উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রীজী শ্রীপাদ কৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী ভক্তিভূষণ প্রভৃতি কতিপয় গৃহস্থ ভক্ত ও ব্রহ্মচারী সহ মেদিনীপুর জেলার তমলুক সহরের বিভিন্ন পল্লীতে কিছুদিন যাবৎ শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা গত ১১-১৩ই জুলাই পর্য্যন্ত তমলুক হরিসভায় বহু শিক্ষিত সজ্জন-পরিবৃত সভায় ক্রমান্বয়ে "যুগধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর দিবস সন্ধ্যায় স্থানীয় স্বনামধন্য উকিল শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র নায়ক মহাশয়ের ভবনে তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "নিমি-নবযোগেন্দ্র" সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। গত ১৫ ও ১৬ই জুলাই উক্ত প্রচারক-বৃন্দ তমলুক শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহা প্রভুর নাটমন্দিরে ও শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ মিশ্র মহাশয়ের আলয়ে যথাক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌর-লীলা ও শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-প্রদর্শনমুখে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ২৪শে তারিখ শ্রীপাদ অনাদি-কৃষ্ণ প্রভু সাব্ ডিভিসাল্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ এ. কে, খান বাহাদুরের আগ্রহে স্থানীয় টাউন-ক্লাবে "মানবের পরমধর্ম্ম" সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিমূলে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

গুণপুরে:—গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ২৯শে জুলাই ১৯৪০, তারিখে ৺গ্রাম বহরমপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠ-আফিস হইতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যায় গুণপুরে শুভবিজয় করেন এবং তথায় উপস্থিত বহু শিক্ষিত সজ্জন-বৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপর দিবস তথায় অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় "বিক্রমদেব ক্লাবে" একটী বিরাট্ সভায় শ্রীসনাতন-শিক্ষা অবলম্বনে আত্মমঙ্গলের বহু কথা কীর্ত্তন করেন। ৩১শে জুলাই রবিবাসর-দিবস স্বামীজী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত পাড়ী বি-এ মহোদয়ের আগ্রহে সমস্ত দিবারাত্রি বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের আত্মমঙ্গল বিধান করেন

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সন্ন্যাস-লীলা-স্মরণ-কীর্ত্তনোৎসব

মাদ্রাজ :—গত ২৪শে জুলাই বুধবার মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়-মঠে মঙ্গলারাত্রিকান্তে গুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ বহুক্ষণ আবেগময়ী ভাষায় শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর গোস্বামী ঠাকুরের অপার করুণা ও অলৌকিক বৈশিষ্ট্যের কথা কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্নে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ইংরেজী সভায় অনেকক্ষণ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীলআচার্য্যদেবের ভুবনমঙ্গলময় গুণাবলীর বিষয় বর্ণন করেন। তৎপর মহারাজের আদেশে শ্রীপাদ বেণুগোপন ব্রহ্মচারী ভক্তিনিষ্ঠ প্রভু 'গৌড়ীয়' ১৮শ খণ্ড পাঠ করিতে থাকেন। সন্ধ্যায় আরাত্রিক-কীর্ত্তন, গুরু-বন্দনা ও গৌরবিহিত কীর্ত্তনাদি হইলে, শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের আদেশানুসারে শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ প্রভু ১৬শ খণ্ড 'গৌড়ীয়' হইতে 'শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বাণী" প্রবন্ধ পাঠ করেন।

(নিজস্ব-সংবাদ-দাতার তার)

কটক :—শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে গত কল্য (২৪শে জুলাই) শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সন্ন্যাস-লীলা-স্মরণোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে শ্রীপাদ শৈলেন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-লীলার সহিত শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সন্ন্যাস-লীলার সৌসাদৃশ্য-প্রদর্শনমুখে তত্ত্বিকথা কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব সাগর মহারাজ উক্ত দিবসের কৃত্য অতি প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বুঝাইয়া দেন। তৎপরে সমাগত সজ্জনবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীমায়াপুর-হাঙ্গামার দায়রা-বিচার

কতিপয় আসামীর সশ্রম কারাদণ্ড

সরকার পক্ষের বিবরণে প্রকাশ যে, বাবু কুঞ্জবিহারী সাহা, বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী প্রভৃতির নেতৃত্বে ও ষড়যন্ত্রে, তাঁহাদের দলের কতিপয় ব্রহ্মচারী শ্রীমায়াপুরের স্থানীয় কতিপয় দুর্দ্দান্ত গোয়ালার সহযোগে গত জানুয়ারী মাসের ২৭শে তারিখ প্রাতে শ্রীমায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠ দখল করিবার উদ্দেশ্যে অবৈধ প্রবেশ করিয়া উক্ত মঠের ব্রহ্মচারি-গণকে আক্রমণ এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে। ফলে মঠের কতিপয় ব্রহ্মচারী জখম প্রাপ্ত হন এবং কর্ণধার দাস নামক মঠের এক ব্রহ্মচারী নিহত হন। পুলিশের তদন্তকালে বিনোদ-বিহারী ব্রহ্মচারী, নরহরি ব্রহ্মচারী, মহানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি তাহাদের দলের ১৮ জন এবং স্থানীয় গোয়ালা প্রভৃতি ৯ জন, মোট ২৭ জন গ্রেপ্তার হয়। নবদ্বীপ ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রাথমিক বিচারে উক্ত ২৭ জন আসামী অভিযুক্ত হইয়া দায়রায় সোপর্দ্দ হয়। আসামীগণের মধ্যে উক্ত বিনোদ, নরহরি, মহানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি আদিনে মুক্তি পাওয়ার অযোগ্য সাব্যস্ত হওয়ায় তাহারা দায়রা-বিচার পর্য্যন্ত হাজতে আবদ্ধ ছিল।

মিঃ বি, এম, মিত্র নদীয়া জেলা-জজ-সাহেব দায়রা-বিচারে জুরীগণের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্তের সহিত একমত হইয়া বিগত ১লা আগষ্ট তারিখে ক্ষেপা ঘোষ, বনমালী দাস অধিকারী এবং উদ্ধবানন্দ ব্রহ্মচারীকে ভারতীয় দণ্ডবিধি-আইনের ১৪৮ ধারানুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাদের প্রতি ৯ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। আসামী হাবাতী ঘোষ, গৌর ঘোষ, নিত্য ঘোষ, মন্মথ ঘোষ এবং আনন্দ পাত্র দাস অধিকারীকেও দায়রা জজ সাহেব ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭ ধারানুসারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাদের প্রতি ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। অপর আসামীগণ মুক্তি লাভ করিয়াছে।

TELEPHONE: B. B 4115.　　TELEGRAM: 'GAUDITA' CAL.

THE GAUDIYA MISSION

(Registered under Act XXI of 1860)

NOTICE

A meeting of the members of the Council of the Gaudiya Mission will be held at 8-30 A.M. on Monday, the 26th August, 1940, the Janmastami day, at the registered office of the Society (16A, Kaliprosad Chakravarty Street, Calcutta). All members are respectfully requested to be present.

Dated, Dacca, the 7th August, 1940.

S. Vidyaratna

Secretary.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্বটৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্তরাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১লা ভাদ্র, ১৩৪৭ ; ১৭ই আগষ্ট, ১৯৪০ | ৪র্থ সংখ্যা

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

অদ্য শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাব-বাসর। শ্রীবলদেব বলদানের দেবতা। শ্রুতি-শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

বলহীন জীব পরাৎপরপুরুষকে লাভ করিতে পারে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মই অভিন্ন-শ্রীবলদেব। যিনি গুরু-পদাশ্রয় করেন নাই, তিনি কৃষ্ণসেবা লাভ করিতে পারেন না। আদৌ শ্রীগুরু-পূজা। শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের পূর্ব্বেই শ্রীবলদেবের আবির্ভাব। অবিনাশী সত্ত্ব বা বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ বসুদেবে শ্রীবলদেব-বাসুদেবের আবির্ভাব।

আমরা বলহীন, অসৎসঙ্গরূপ অনর্থের কবলে কবলিত ; তজ্জন্যই আমাদের হরিভজনে উৎসাহ, একাগ্রতা, ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠা ও সমগ্র জীবনীশক্তিকে প্রয়োগ করিবার অকপট আন্তরিকতার অভাব লক্ষিত হইতেছে। নিজের চেষ্টায় ব্রহ্মাদি দেবতাও মায়া জয় করিতে পারেন নাই। আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের কথা আর কি ? মায়ার সহিত যুদ্ধ করিয়া মায়াবেশযোগ্য জীব জয়ী হইতে পারে না। মায়ার বিক্রম অনেক বেশী। একমাত্র মায়াধীশ শ্রীবলদেবের শ্রীপাদপদ্ম যদি বরণ করা যায়, তবেই তাঁহার বলে বলীয়ান্ হইয়া জীব মায়ার কবল হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে। মায়াধীশের শ্রীপাদপদ্মের বেণুরবের বল ব্যতীত

অনুচ্চৈঃস্বর কীর্ত্তনেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে না। শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

ভক্ত-পদধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্তভুক্ত-শেষ,—এই তিন সাধনের বল।
(চৈঃ চঃ অ ১৬।৬০)।

বৈষ্ণব ও শ্রীপাদপদ্মের ধূলি, শ্রীচরণামৃত ও তাঁহার উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ,—এই তিনটি সাধনের বল। ঐ তিনটী বস্তুই অপ্রাকৃত। ঐ অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া দর্শন করা যায় না। অনেকে বৈষ্ণবের পদধূলি, শ্রীচরণামৃত ও উচ্ছিষ্ট-সেবনের অভিনয় করিয়াও ভক্তদ্রোহী ও ভগবদ্-দ্রোহী হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। গুরুবৈষ্ণবের পূর্ণানুগতা, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বান্ত-সমর্পণ অর্থাৎ আধ্যক্ষিকতাকে সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন করিয়া একমাত্র তাঁহার কৃপার কাঙ্গাল হওয়াই সাধন-রাজ্যে বল-লাভ। যিনি যতটা অকপটে কৃপা প্রার্থনা করেন, তিনি ততটা অধিক বল লাভ করিতে পারেন।

অনেক সাধক গুরুবৈষ্ণববিদ্বেষী নহেন, সত্যানুসন্ধিৎসু ও হরিভজন পিপাসুও বটেন; তথাপি ভজনরাজ্যে অগ্রসর হইতে পারেন না কেন? তাঁহাদের ইচ্ছা থাকিলেও অভিলাষ যায় না, দুঃসঙ্গ-ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প থাকিলেও সেই সঙ্কল্প শেষ পর্য্যন্ত অটুটভাবে রক্ষা করিতে পারেন না, দেহ-গেহাদামতার অকিঞ্চিৎকরতা বুঝিয়াও অবশে উহাদের কবলে কবলিত হইয়া পড়েন। সংসার হইতে বিমুক্ত হইবার ইচ্ছা থাকিলেও কার্য্যতঃ তাহা করিয়া উঠিতে পারেন না; দুর্ব্বলতার যবনিকা আসিয়া সুচ্ছেদ্য ও সংসরণসমূহকে আবরণ করিয়া ফেলে। সে সময় বলের প্রয়োজন—প্রাকৃত বল নহে, দৈহিক ও মানসিক বল নহে; চিদ্বল—শ্রীবলদেবের বল—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপাবলই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা হইতে পারে।

দেহবল ও পার্থিক বলের মধ্যে গণ্য। উহা ভোগী কর্ম্মি-সম্প্রদায়ের আকাঙ্ক্ষার বিষয়। যাহারা "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" প্রভৃতি-মন্ত্রকে শরীর-চর্চ্চা, ব্যায়াম, বিদ্যুদ্ধারণ প্রভৃতি প্রাকৃত দৈহিক বল-লাভের উত্তেজনামূলক বাক্যরূপে পর্য্যবসিত করিতে চাহে, তাহারা ছান্দোগ্যোপনিষদের বিরোচনের ন্যায় প্রান্ত ও দেহাত্মবাদ-প্রচারক অসুর-সম্প্রদায়। অনেক ব্যায়ামের আখড়ায় বজ্রাঙ্গজী বা মহাবীরের পূজা (?) করা হয়। কুস্তী ও নানাপ্রকার ব্যায়াম শিক্ষা করিয়া দৈহিক বল-সঞ্চয়ের জন্য দেহাত্মবাদিগণ মহাবীরত্বে আদর্শ মনে করিয়া থাকে। ইহা বজ্রাঙ্গজীর শ্রীচরণে অপরাধের পরাকাষ্ঠা। দৈহিক বল-লাভের জন্য মহাবীরের পূজার ঘটনা—পাষণ্ডতা। এইরূপ অনেক অভক্তিলাষী নানা-প্রকার অভক্তিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের পূজা ও আশ্রয়ের অভিনয় করিয়া থাকে। তাহারা ইতর-বস্তু লাভ করিয়া বঞ্চিত হয়। যে মহাবীর বা বজ্রাঙ্গজীর কৃপালাভে অনায়াসে অনন্তা মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করা যায়, সেবাবিগ্রহের শ্রীপাদপদ্মে অহৈতুকী ও ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ হয়, যে বল-চতুর্দ্দশ ভুবনে, এমন কি, ব্রহ্মলোকেও লাভ হইতে পারে না, সেই বৈকুণ্ঠ বলের প্রার্থী না হইয়া বৈষ্ণবের বজ্রাঙ্গজীর নিকট দৈহিক ও পার্থিব বলের কামনা যে কিরূপ মূর্খতা, তাহা বর্ণনাতীত।

দৈহিক বল কেন, মানসিক বলও মায়ার বলের সহিত অধিকক্ষণ যুঝিতে পারে না। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়ে ও মায়ার বিক্রমের নিকট আত্ম-সমর্পণ করে। নির্ভেদজ্ঞানী ও যোগিসম্প্রদায় প্রভৃতি মানসিক বলসঞ্চয় করিয়া থাকেন। স্ত্রী-পুত্রাদি-পরিজন, দেহ ও গৃহের আরাম, কামিনী-কাঞ্চন প্রভৃতি পরিত্যাগ করা কম মানসিক বল নহে। ইহা পৃথিবীর শতকরা নিরানব্বই জন লোকই পারে না; কিন্তু এত মানসিক বল সঞ্চয় করিয়াও অধোক্ষজ শ্রীবাসুদেব-বলদেবের সেবাবল লাভ করিতে না পারায় তাহারা মায়ার বলের নিকটই আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে।

কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগি-সম্প্রদায়ের কথা আর কি, ভক্তের সঙ্গ গ্রহণ করিয়া সদ্গুরুপাদপদ্মের আশ্রয়ের অভিনয়; মাতৃ, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ব্রজনাদি-পরিত্যাগের অভিনয়; ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসাদি-গ্রহণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদিপালনের অভিনয়ে প্রচুর মানসিক বল সঞ্চয় করিয়াও শ্রীবলদেবের বলে অর্থাৎ শ্রীআচার্য্য বা শ্রীগুরুপাদপদ্মের বলের নিকট সর্ব্বতোভাবে আত্ম-সমর্পণ না করায় সেই সকল ব্যক্তিও বহিরঙ্গিণী মায়ার বিক্রমের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

বলদেবের বল মানসিকতার দ্বারা লাভ হয় না। বলদেব দম্ভদৈন্যকে বিনাশ করেন। "আর, মা সাধন-সময়ে, দেখি, মা তারে কি পুত্র হারে"—এই জাতীয় বিচার শ্রীবলদেবের কৃপা-প্রার্থীর বিচার নহে; অথবা "আমি নিজের বলের দ্বারা,

অধ্যবসায়ের দ্বারা মায়াকে জয় করিতে পারি, পারিয়াছি বা পারিব,—এইরূপ বিচারও শ্রীবলদেবের কৃপাপ্রার্থীর বিচার নহে। যিনি যতটা বলদেবের কৃপা লাভ করেন, তাঁহার হৃদয়ে ততটা দীনতা-দেবী আত্ম-প্রকাশ করেন; তাঁহার কৃপা-প্রার্থনার বৃত্তি ততটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেই কৃপা-যাচ্ঞার নিবৃত্তি নাই, প্রতিপদে আবৃত্তিই বর্দ্ধিত হয়। বলদেবের বল অকৃত্রিম অহৈতুক ভৈক্ষের মধ্যে লাভ হয়; দাম্ভিকতার মধ্যে লাভ হয় না। শ্রীবলদেব ধেনুকাসুরকে বধ করেন। স্বরূপ-জ্ঞান-বিরোধ, তত্ত্বাজ্ঞতা ও আসুরিকতাই ধেনুকাসুরের প্রতীক। আর বলরাম বধ করেন—'প্রলম্ব'কে। ছদ্মবেশী মিছাভক্ত, ত্যাগী, সন্ন্যাসীর অভিনয়কারী ভক্তব্যক্তিগণ প্রলম্বের প্রতীক। শ্রীবলদেব বধ করেন—মুষ্টিকাদি মল্লকে। শৈলরাজ-সদৃশ মুষ্টিক মল্ল বলদেবের মুষ্টি-প্রহারে রক্ত বমন করিতে করিতে ভূপতিত হয়। শ্রীগুরুপদাশ্রিত ব্যক্তিগণ পরমতত্ত্বমাণ বিষয়রাশিকে অতি সহজে ভূপাতিত করিয়া দিতে পারেন। শ্রীবলদেব বিবিদ বানরের বিনাশ-সাধন করেন। নরকাসুরের মিত্র মৈন্দ বানরের ভ্রাতা বিবিদ সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শক্তি-মদবিগ্রহ রমণীমধ্যগত বারুণী-পানোন্মত্ত বলদেবের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিল। বলদেব মুষল ও লাঙ্গলের দ্বারা বিবিদের কণ্ঠ ও বাহুমূলে প্রহার করিয়া উহাকে ভূপতিত করেন। বিবিদ-সদৃশ নির্ব্বিশেষবাদী ব্যক্তিগণ আনুকরণিক ঠগবাদী হইয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবের প্রতি অবজ্ঞা, তাঁহার নিন্দা ও দ্রোহাচরণ করিয়া থাকে। শ্রীবলদেবপ্রভু কৃষ্ণদ্বেষী পিতৃপালের বন্ধু কপীকে দ্যূত ক্রীড়ায় পাশাঘাতে বিনাশ করিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষী ও তাহাদের সহচরগণ শ্রীবলদেবের দ্বারা কিরূপে রক্ষিত হয়, তাহার আদর্শ-লীলা প্রকট করেন। শ্রীবলদেব প্রভু তাঁহার তীর্থ-পর্য্যটন-লীলায় বৈমিষারণ্যক্ষেত্রে রোমহর্ষণ সূতকে বধ করিয়া 'অর্দ্ধেরতীয়' ন্যায়াবলম্বী শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পূজাবিমুখ ধর্ম্মধ্বজী দাম্ভিক বিষ্ণুপূজকের দাম্ভিকতা চূর্ণবিচূর্ণ করেন। অসুর-মারণাদি-কার্য্যে অংশী বলদেবে এবিষ্ট অংশের দ্বারাই সাধিত হয়। শ্রীবলদেব প্রভু সঙ্কর্ষণী-শক্তি-প্রভাবে নিত্যচিদ্ধামের নিত্য প্রাকট্য-বিধান, মহা-সঙ্কর্ষণ হইতে মহতের স্রষ্টা প্রকৃতির ঈক্ষণ কর্ত্তা কারণার্ণবশায়ী পুরুষের আবির্ভাব এবং গর্ভোদশায়ী পুরুষ হইতে নানাবিধ লীলাবতার তথা ব্রহ্মা, অনিরুদ্ধ-বিষ্ণু ও রুদ্রের প্রকাশ করিয়া অধম জ্ঞানোপলব্ধির সন্ধান প্রদর্শন করিয়াছেন এবং "জ্যেষ্ঠ হইল সেবার কারণ" (চৈঃ চঃ আ ৫।১৫৫) এই বাক্যের আদর্শ ও "কৃষ্ণের সমতা হৈতে ভক্ত-পদ বড়"—এই বাক্যের সার্থকতা প্রচার করিয়া থাকেন। শ্রীবলদেব প্রভু কৌরবগণের ঔদ্ধত্য-দমনে চিন্তনা করেন। তিনি—'মূলসঙ্কর্ষণ'। সঙ্কর্ষণরূপে তিনি জীবের হৃদয় কর্ষণ করিয়া থাকেন। গুরুদেবের কার্য্যই—কর্ষণ-কার্য্যরূপ কৃপা-বিতরণ—বৈধ-মার্গে কর্ষণ ও রাগ-মার্গে আকর্ষণ; লাঙ্গলের দ্বারা কর্ষণ ও বংশীর দ্বারা আকর্ষণ। শ্রীবলদেব গোকুলে মধু ও মাধব মাসে যমুনার উপবনে নিজ-গোপীগণের সঙ্গে রাসরসোৎসব এবং যমুনাকর্ষণ-লীলা প্রকাশ করেন। ক্লীব ব্যক্তিগণ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষবাদিগণ শ্রীবলদেবের রাসলীলায় তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে না। এজন্য শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীবৃন্দাবন বলিয়াছেন,—

এবে কেহ কেহ নপুংসক-বেশে নাচে।
বলে,—বলরাম-রাস কোন্ শাস্ত্রে আছে?
কোন পাপী শাস্ত্র দেখিলেও নাহি মানে।
এক অর্থে অন্য অর্থ করিয়া বাখানে॥
(চৈঃ ভাঃ আ ।৪০ ৪১)

এই বলদেব প্রভুই—'শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু'।

"অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া, নিতাই-পদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি' মানি।
নিতাইর করুণা হ'বে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পা'বে,
ধর নিতাইর চরণ দু'খানি॥"

"কেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,"—ইহাই শ্রীগৌরসুন্দর ঠাকুর মহাশয়-কর্ত্তৃক "নামমাহাত্ম্য" প্রতিপাদের পদানুবাদ। আত্মাই—অপ্রাকৃত শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলধন, সর্ব্ব-জীবের জীবন; তাঁহা বলদেব-নিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মের সেবাধীন ব্যক্তির পক্ষে লভ্য নহে। সেই বলদেব প্রভুই কৃষ্ণের সন্ধান-প্রদাতা সঙ্কর্ষণী-শক্তিমদবিগ্রহ। তিনি দশ দেহে অর্থাৎ মর্য্যাদা-মার্গে সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণের সেবক—'গুরুদেব'।

শ্রীবলদেব প্রভুই 'মূলসঙ্কর্ষণ'। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তিনি লোকের রতি উৎপাদন করেন বলিয়া 'রাম', আর বলের আধিক্যহেতু 'বলভদ্র' নামে কথিত। তাঁহারই অংশ বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ এবং পাতালে সঙ্কর্ষণাবেশাবতার যিনি সাধারণতঃ 'সঙ্কর্ষণ' নামে খ্যাত। এই শেষোক্ত শ্রীসঙ্কর্ষণ বা শ্রীশেষই

তাঁহার সহস্রফণ মস্তকের একটী ভাগে একটী সর্ষপের ন্যায় পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। এই সঙ্কর্ষণাবতারের শেষ মহাবাণী। সকলাদি মুনিগণ তাঁহারই শ্রীমুখ হইতে ভাগবত শ্রবণ করেন। হরিকীর্ত্তনকারিগণের বাগ্মিতার মূল কারণ এই মহাবাণী শেষ গ্রন্থ।

তিনি শ্রীকৃষ্ণের অনন্তগুণ কীর্ত্তন করিবার জন্য 'অনন্ত-বদন', অতএব যিনি চিচ্চিজ্জগতের সত্তাবিধায়িনী শক্তির শক্তিমান্, সেই বলদেবের পূজা নিখিল বিশ্বের প্রত্যেক জীব-মাত্রেরই একান্ত ধর্ম্ম। যাঁহারা অজ্ঞভক্তিবৃত্তি-চালিত হইয়া জগতে বিভিন্ন ভাবে প্রাকৃত বল-সঞ্চয়-পিপাসু হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই যদি বিদগ্ধভক্তিবৃত্তির অনুসরণ করিয়া শ্রীবল-দেব প্রভুর পূজা শিক্ষা করেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের প্রকৃত বল-প্রাপ্তি ঘটিবে। অবলা স্ত্রীগণ যদি মনসাদি গ্রাম্য দেবতার পূজা পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী মহাবীর্য্য প্রভাবশালী ধরণীধর শ্রীশেষসর্পের আরাধনা শিক্ষা করেন, আসুরকার অসমর্থ শিশুগণ যদি প্রহ্লাদের ন্যায় বলদেব প্রভুর কলাবিকলা-স্বরূপ শ্রীনৃসিংহদেবের পূজা শিক্ষা করিয়া চিদ্বল সংগ্রহ করেন, দুর্ব্বলগণ যদি প্রাকৃত বাহুবলের হেয়তা, নশ্বরতা ও ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে অনন্তমুখ মহাবাগ্মী শ্রীসঙ্কর্ষণের নিকট হইতে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-বল প্রাপ্ত হন, তাহা হইলেই বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ—বিশ্ববাসী সকলেই প্রকৃত নিত্য বলে বলীয়ান্ হইয়া পরমাত্ম-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

তাই অশোক-অভয়ামৃত-সেবনেচ্ছু নিঃশ্রেয়সার্থীর শ্রীগুরু-নিত্যানন্দ-রাম-পদাশ্রয়-কর্ত্তব্যতা জ্ঞাপন করিয়া আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন গাহিয়াছেন,—

সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥

(চৈঃ ভাঃ আ ১।৭৭)

ভক্তিযোগ

'ভক্তিযোগ' শব্দটি শ্রীমদ্ভাগবতে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ও সমস্ত সাত্বত শাস্ত্রে ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত একাধিক-বার 'ভক্তিযোগ' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-চরণকমলাশ্রিত গোস্বামিবৃন্দ যাঁহারা পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত-অবলম্বনে বিভিন্ন সন্দর্ভ, নিবন্ধ, প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহাদের 'ভক্তি সাহিত্যে' বহুবার 'ভক্তিযোগ' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায় 'ভক্তিযোগ' নামে খ্যাত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

(গীঃ ১৪।২৬)

এখানে 'ভক্তিযোগে'র পূর্ব্বে 'অব্যভিচার' শব্দটীর প্রয়োগ হইয়াছে। 'অব্যভিচার' শব্দে শ্রীল শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণ 'একান্ত' বা 'ঐকান্তিক' অর্থ করিয়াছেন 'ভক্তিযোগে'র পূর্ব্বে 'অব্যভিচার' শব্দের দ্বারা ইহাই উপ লক্ষিত হইতেছে যে, জগতে 'ব্যভিচারী ভক্তিযোগে'র কথা-সমূহ আছে। নির্ব্বিশেষবাদী ও সমন্বয়বাদিগণ 'ভক্তিযোগ' প্রভৃতি আখ্যা দিয়া অনেক গ্রন্থ ও নিবন্ধাদি রচনা করিয়াছেন। বাজারে সেই-সকল সাহিত্যের সমাদরও লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ যে শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীগীতাদি শাস্ত্র 'ভক্তি-যোগে'র স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন, সেই-সকল শ্রৌত-শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের সহিত ইহাদের স্বকপোলকল্পিত, সর্ব্বলোক-চিত্তরঞ্জক তথাকথিত সমন্বয়বাদ বা নির্ব্বিশেষবাদের কোনই সম্বন্ধ নাই। ইহারা অন্যান্য মতবাদের সহিত 'ভক্তি'কেও কৃপাপূর্ব্বক একটি আসন প্রদান করিয়াছেন অর্থাৎ বিভিন্ন মতবাদেরই অন্যতম 'মতবাদ' বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। এইজন্যই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 'ভক্তিযোগে'র পূর্ব্বে 'অব্যভিচার' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত 'উদ্ধবগীতা'য় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন —

যন্মায়া-মোহিতধিয়ঃ পুমাংঃ পুরুষর্ষভ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম যথারুচি॥

(ভাঃ ১১।১৪।৩)

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ উদ্ধব! আমার দৈবী মায়ায় মোহিত-বুদ্ধি পুরুষগণ নিজ নিজ কর্ম ও রুচি-অনুসারে নানাপ্রকার মঙ্গলের উপায়ের কথা বলিয়াছেন।

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা॥

(ভাঃ ১১।১৪।২০)

হে উদ্ধব! তীব্র সাধনভক্তিদ্বারা আমাকে যেরূপ বশ করা যায়, আসন-প্রাণায়ামাদিরূপ যোগ, তত্ত্ববিচাররূপ সাংখ্য, অহিংসাদিরূপ ধর্ম, বেদপাঠ, তপস্যা ও সন্ন্যাস—এই সকল উপায়দ্বারা আমাকে সেরূপ পাওয়া যায় না।

ধর্মঃ সত্যাদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন চ সম্যক্ প্রপুনাতি হি॥

(ভাঃ ১১।১৪।২২)

আবার, সত্য ও দয়াবৃত্তিবিশিষ্ট ধর্ম এবং বৈরাগ্য বা তপস্যামূলক-বিদ্যা আমার প্রতি ভক্তিহীন চিত্তকে সম্যক্ শুদ্ধ বা পবিত্র করিতে পারে না।

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥

(ভাঃ ১১।২০।৩৯)

পরবর্তী ২০শ অধ্যায়ে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের বিষয় এবং তত্তদধিকারে বিভিন্ন কারণসমূহ বর্ণন করিয়া কর্ম ও জ্ঞানের অনাদরপূর্বক পাঁচটি শ্লোকে ভক্তিযোগই যে একমাত্র অভিধেয়, তাহা বলিতেছেন। তন্মধ্যে জ্ঞানাভ্যাসের অনাদর বলিতে গিয়া জ্ঞানাধিকারের কারণস্বরূপ বৈরাগ্যাভ্যাসের অনাদর করিয়া বলিতেছেন,—

হে উদ্ধব! আমার কথিত ভক্তিযোগ অবলম্বনপূর্বক যে মুনি নিত্যকাল আমার ভজন করিতে থাকেন, আমি তাঁহার হৃদয়মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় তাঁহার হৃদয়স্থিত সমস্ত কাম বিনষ্ট হইয়া যায়।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥

(ভাঃ ১১।২০।৩০)

পরলোকে জ্ঞানাভ্যাসের অনাদর বিধান করিতেছেন,—হে উদ্ধব! আমি নিখিল বস্তুর আত্মা; আমাকে দেখিলে হৃদয়স্থ অহঙ্কারগ্রন্থি বিভিন্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ কর্মফলভোগ ক্ষীণ হয়।

'দৃষ্টে' অর্থাৎ কেবলমাত্র ভক্তিযোগপ্রভাবে আমার সাক্ষাৎকার হইলে।

তস্মান্মদ্ভক্তি-যুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥

(ভাঃ ১১।২০।৩১)

শ্রীল-শ্রীধর-টীকা—"'তদেবং ব্যবস্থয়াধিকারেণোক্তম্। তত্র ভক্তেরনিরপেক্ষয়াৎকৃষ্টং চ তৎসাপেক্ষাদ্ ভক্তিযোগ এব শ্রেষ্ঠ ইত্যুপসংহরতি—তস্মাদিতি ত্রিভিঃ। মদাত্মনো ময়ি আত্মা চিত্তং যস্য তস্য। শ্রেয়ঃ শ্রেয়ঃসাধনম্' ইত্যেষা। অত্র প্রায়োগ্রহণাদ্যয়ং ভাবঃ—ভক্তস্য জ্ঞানবৈরাগ্যাভ্যাসেন প্রয়োজনং নাস্ত্যেব; তত্র যথা বিদেহেষু সদ্যো-মুক্তিমার্গে কেষাঞ্চিৎ ক্রমমুক্তিমার্গে প্রবৃত্তির্ভবতি, তথা 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা' (গীঃ ১৮।৫৪) ইত্যাদি শ্রীগীতানুসারেণ যদি ক্রমভক্তিমার্গে প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ, তদা ভবত্যেব। তথেবং ভক্তেঃ শ্রেয়সাক্ষণে সর্বফলরাজে স্বফলে নাস্ত্যেব জ্ঞানাদ্যপেক্ষা।"

ঐরূপ কথাই আবার বলিতেছেন—অতএব, ইহলোকে যিনি আমাতে ভক্তিযুক্ত এবং আমাতে সমর্পিতচিত্ত, সেই ভক্তিযোগীর পক্ষে কর্ম ত' দূরের কথা, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যও প্রায়ই মঙ্গলকর হয় না।

শ্রীল শ্রীধরস্বামীর টীকার তাৎপর্য—"এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা তিন-প্রকার অধিকার কথিত হইল; তন্মধ্যে ভক্তিই মুক্তির কর্ম ও জ্ঞানের অপেক্ষারহিত এবং কর্ম ও জ্ঞান ভক্তিযোগের অপেক্ষাযুক্ত বলিয়া ভক্তিযোগই যে শ্রেষ্ঠ, এ বিষয় 'তস্মাৎ' হইতে তিনটী শ্লোকে উপসংহার করিতেছেন। 'মদাত্মনঃ' শব্দে আমাতে আত্মা অর্থাৎ চিত্ত যাঁহার, তাঁহার "শ্রেয়ঃ" শব্দে মঙ্গলোপায়।

এস্থলে 'প্রায়ঃ' শব্দ-গ্রহণের এই ভাবার্থ :—ভগবদ্ভজন-কারিগণের ভজনাবস্থায় জ্ঞান ও বৈরাগ্যাভ্যাসের প্রয়োজন নাই। সেই স্থলে সদ্যোমুক্তিপথে অবস্থিত হইলেও কাহারও কাহারও যেমন ক্রমমুক্তিপথে প্রবৃত্তি-ভঙ্গে, তদ্রূপ "তিনি ব্রহ্মভূত ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া অবশেষে আমার পরা ভক্তি লাভ করেন" এই গীতাবাক্যানুসারে যদি ক্রমভক্তিযোগে

সম্ভব হয়, তাহাও, ক্ষতি নাই। এইরূপে দেখা গেল, যাবতীয় ফলের মধ্যে প্রেম ফল যে কৃষ্ণপ্রেম, সেই প্রেমলক্ষণই ভক্তির নিজস্ব ফল; ভক্তির সেই প্রেমলক্ষণ ফল লাভ করিতে জ্ঞান বা কিছুমাত্র অপেক্ষা নাই।

যৎ কর্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥

(ভাঃ ১১।২০।৩২-৩৩)

যজ্ঞাদি কর্ম, তপস্যা, জ্ঞান ও বৈরাগ্য, যোগ, দান ধর্ম এবং তীর্থযাত্রাব্রতাদি অপরাপর কল্যাণ মঙ্গলোপায়সমূহ দ্বারা যাহা কিছু লভ্য হয়, সেই সমস্তই এবং স্বয়ং অভীপ্সিতরহিত হইয়াও কখনও যদি তুচ্ছ স্বর্গাদি-ভোগ, ব্রহ্মানন্দাদি মোক্ষ সুখ অথবা আমার বৈকুণ্ঠাদি ধাম ইত্যাদি কোনপ্রকার বাঞ্ছা করেন, তাহা হইলে আমার ভক্ত আমার ভক্তিযোগ-প্রভাবে সেই সকল অনায়াসেই লাভ করিতে পারেন।

গৌড়ীয়বেদান্তভাষ্যকার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ভক্তির এইরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন,—

"ভগবদ্বশীকারহেতুতা ভক্তিঃ কিংস্বরূপেতি। কিং প্রাকৃতসত্ত্বময়জ্ঞানানন্দরূপা কিং বা ভগবজ্জ্ঞানানন্দরূপা অথবা জৈবজ্ঞানানন্দরূপা উতহ্লাদিনী সারসমবেত সন্বিৎসার রূপেতি। নাদ্যঃ ভগবতো মায়াবশ্যপ্রসঙ্গাৎ স্বতঃ পূর্ণত্বাচ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ অতিপ্রসাদিত্বেঃ। নাপি তৃতীয়ঃ জৈবরোস্তয়োঃ ক্ষোদিষ্ঠত্বাৎ। কিন্তু চতুর্থ এবালো ভবেৎ।

ভক্তো যদু ভগবান্ স্বয়মেব বশীভূত ইতীতি তাবল্লক্ষণে সম্ভূত ইব রসিকত্বমুখ্যত্বাদ্ রসিকত্বেবেতি প্রতিপত্তিভ্যঃ প্রতীয়তে। তৎপ্রতীত্যর্থমস্যাপপত্তি প্রদর্শনার্থা-পত্ত্যা 'যু হ্লাদিনী সন্ধিনী সন্বিৎ ত্বয্যেকা সর্বসংশ্রয়ে। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে॥' ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরা-ণোক্তস্বরূপবিশেষভূতহ্লাদিনীসন্বিৎসারূপা সেতি নিশ্চীয়তে।

তথাচ হ্লাদেসন্বিদোঃ সমবেতয়োঃ সারো ভক্তিরিতি সিধ্যতি। তৎসারত্বঞ্চ তন্নিত্যপরিকরাশ্রয়ক-তদনুকূল্যা-ভিব্যক্তিবিশেষঃ। ঈশ্বরস্য ভক্তিরিত্যাদি প্রয়োগৈশ্চ সচ্চিদা-নন্দৈকরসতায়াং বিশিষ্টায়াং প্রতিষ্ঠায়াং তদবয়বতাঞ্চ দর্শয়তি। বিজ্ঞানঘনেত্যাদিনা, ভক্তিরেবৈনং নয়তীত্যাদিনা চ।"

(সিদ্ধান্তরত্নম্ ১ম-পাদঃ)

ভগবদ্বশীকারিণী ভক্তির স্বরূপ কি? উহা কি প্রাকৃত সত্ত্বের বিকারস্বরূপ যে জ্ঞান ও আনন্দ, তদ্রূপা, ভগবানের জ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপা, কিংবা জৈবজ্ঞানানন্দ-রূপা, অথবা হ্লাদিনীসারসমবেত-সন্বিৎসারস্বরূপ? উহাকে প্রাকৃত সত্ত্বময় বলা যায় না; কারণ, শ্রীভগবান্ যখন ঐ ভক্তির বশীভূত হয়েন, তখন উহাকে মায়াধীন বলিয়া স্বীকার করিলে তাঁহার মায়াবশ্যত্ব আপত্তিত হয়। দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত হয় না; যেহেতু ভগবান্ ভক্তের ভক্তিতে আনন্দাধিক্য অনুভব করেন, এইরূপ যাহা শুনা যায়, ভক্তির তাদৃশত্ব-স্বীকারে পূর্ণানন্দ ভগবানের স্বীয় আনন্দের আধিক্যের অসম্ভাবনা প্রযুক্ত তাহা অসম্ভব হইয়া পড়ে। তৃতীয় পক্ষও স্বীকার করা যায় না; কারণ, জীবের ক্ষুদ্রজ্ঞান ও ক্ষুদ্র আনন্দের অংশ আছে, অতএব উহা কখনই বিপুল জ্ঞানানন্দস্বরূপ নিত্যভক্তিরূপে গণ্য হইতে পারে না। সুতরাং চতুর্থ পক্ষই স্বীকার করিতে হইতেছে। ভক্তি শ্রীভগবানের হ্লাদিনীশক্তির ও সন্বিৎশক্তির সারভাগ অর্থাৎ চরম অবস্থা বা পরাবস্থা।

ভক্তিতে ভগবান্ স্বয়ং বশীভূত হইয়া থাকেন। ভ্রমর যেরূপ মকরন্দলোভে অরবিন্দকোষের মধ্যে আবদ্ধ হয়, রসিক যুবক যেরূপ রসিকা যুবতীতে প্রেমবদ্ধ হয়েন, শ্রীভগবান্ও তদ্রূপ ভক্তপ্রেমে বশীভূত হইয়া থাকেন। ইহার প্রমাণ শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই পাওয়া গিয়া থাকে। শ্রীভগবানের এই ভক্তিবশ্যত্ব-শ্রবণেই ভক্তির হ্লাদিনী-সন্বিৎ-সারত্ব কল্পিত হইয়া থাকে। বিপক্ষে ভোজনরহিত দুগ্ধপায়ী ব্যক্তির যেরূপ অর্থাপত্তি প্রমাণ-দ্বারা রাত্রিভোজিত্ব কল্পিত হয়, শ্রীভগবানেরও তদ্রূপ ভক্তিবশ্যত্ব-শ্রবণে ভক্তির হ্লাদিনী ও সন্বিতের সারত্ব কল্পনা করা হইয়া থাকে। ভক্তি যদি তাদৃশ না হইয়া সামান্য কোন পদার্থ হইত, তাহা হইলে, তাহাতে ভগবদ্বশীকার-সামর্থ্য সম্ভব হইত না। উহা যখন শ্রীভগবান্কে বশ করিতেছে, তখন অবশ্য হ্লাদিনীশক্তি ও সন্বিৎশক্তির সারই স্থির হইতেছে। অন্যথা ভক্তির তাদৃশত্ব অনুপপন্ন হয় বলিয়াই তাহাকে বিষ্ণু-পুরাণোক্ত শ্রীভগবানের স্বরূপবিশেষভূত হ্লাদিনীশক্তি ও সন্বিৎশক্তির সারস্বরূপা বলিয়া নিশ্চয় করা যাইতেছে।

এইরূপে হ্লাদিনীশক্তির সারই ভক্তি, ইহা সিদ্ধ হইল। উক্ত উভয় শক্তির সার বলিতে, শ্রীভগবানের

নিত্য পরিকরসমূহের আশ্রয়ে স্থিত যে ভগবদ্বিষয়ক আনুকূল্যের অভিলাষবিশেষ, ইহাই বোধিত হইতেছে। শ্রীভগবান্-ভিন্ন অন্যবিষয়ে তৃষ্ণা না থাকিয়া কেবল শ্রীভগবদ্বিষয়িণী যে তৃষ্ণা, তাহাকেই শ্রীভগবদ্বিষয়ক আনুকূল্যের অভিলাষবিশেষ বলা যায়। আত্মজ্ঞানের অনন্তর শ্রীভগবদ্বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা হইতে উদ্ভূত যে তদ্বিষয়িণী তৃষ্ণা, ঐ তৃষ্ণার সহিত সম্মিলিত শ্রীভগবদ্বিষয়িণী আনুকূল্যময়ী চেষ্টাই ভক্তির অর্থ। ঐ ভক্তি শ্রীভগবানের নিত্যধামে নিত্য পরিকরবর্গের নিকটই অবস্থান করে এবং ঐ স্থান হইতে সুরসরিৎ-প্রবাহের ন্যায় ভক্তজন গণের মধ্য দিয়া প্রপঞ্চেও অবতরণ করিয়া থাকে। তাহাতেই প্রাপঞ্চিক জীবসকল উহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। ভক্তির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার অভিপ্রায়েই "বিজ্ঞানঘনা আনন্দঘনা" প্রভৃতি শ্রুতিতে তাদৃশ ভক্তিতেই শ্রীভগবান্ বশীভূত হয়েন, এইরূপ বলিয়াছেন। ভগবদ্বশকারিণী ভক্তির কথা সাত্বত-শাস্ত্রে বিশেষভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

লিঙ্গস্ফোট শ্রীনৃসিংহদেব *

বিষ্ণুসেন-নামক একজন ভক্তশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছিলেন। একদিন তিনি একাকী কোন বনের নিকট আসিয়া উপবেশন করিলেন। সেই বনের নিকটেই একটী গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের জমিদারের পুত্র সেই স্থানে আসিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। ব্রাহ্মণ নিজের নাম ও পরিচয় বলিলে জমিদার-পুত্র পুনরায় ব্রাহ্মণকে বলিল,— "দেখ, আমার শিরঃপীড়া হইয়াছে। সে-জন্য আমি আমার ইষ্টদেব শিবের পূজা করিতে পারিতেছি না। অতএব তুমি আমার পরিবর্ত্তে শিবের পূজা কর।"

তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"আমরা একান্ত বিষ্ণুভক্ত। একমাত্র বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতার পূজা করি না।"

ব্রাহ্মণ শিবের পূজা করিতে অস্বীকার করিতেছে দেখিয়া জমিদার-পুত্র একটী খড়্গ লইয়া ব্রাহ্মণের মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইল। ব্রাহ্মণ মনে মনে স্থির করিলেন,— "আমি কেন বৃথা প্রাণ হারাই? আমি আমার ইষ্টদেবেরই পূজা করিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ উক্ত জমিদার-পুত্রকে বলিলেন,—"মহাশয়, আমি তথায় যাইতেছি।" সেখানে গিয়া ব্রাহ্মণ মনে মনে চিন্তা করিলেন,—"এই রুদ্রদেব প্রলয়ের কারণ। অতএব তমোময়। আর নৃসিংহদেব তামস দৈত্যগণের বিনাশকারী। তিনি তমোরাশি বিনাশ করিয়া তাহা হইতে সূর্য্যের ন্যায় উদিত হন। অতএব আমি রুদ্রের মধ্যে তাঁহার অন্তর্যামী ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবেরই পূজা করিব।" এইরূপ বিচার করিয়া ব্রাহ্মণ "শ্রীনৃসিংহায় নমঃ" বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিলে সেই জমিদার-পুত্র পুনরায় ব্রাহ্মণকে হত্যা করিবার জন্য খড়্গ উত্তোলন করিল। তখন অকস্মাৎ শিবলিঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া শ্রীনৃসিংহদেব স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন এবং সেই জমিদার-

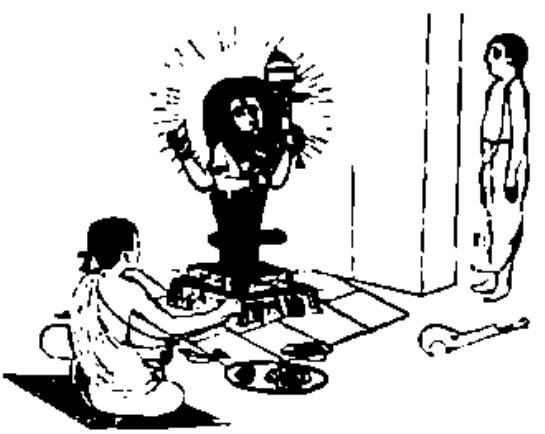

পুত্রকে তাহার বন্ধুবান্ধবের সহিত বিনাশ করিলেন। এই বিগ্রহই দাক্ষিণাত্যে সুপ্রসিদ্ধ "লিঙ্গস্ফোট নৃসিংহদেব"-নামে অদ্যাপি বিরাজিত রহিয়াছেন। এই আখ্যায়িকা হইতে শিক্ষার বিষয় এই যে, সকল দেবতার অন্তর্য্যামিরূপে একমাত্র

* শিবলিঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবের উদয় হইয়াছিল বলিয়া এই নাম। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর ভক্তি সন্দর্ভের ১০৫ সংখ্যায় ও শ্রীমদ্ভাগবত ১।৩।২৪ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় এই উপাখ্যানটী আছে।

বিষ্ণু আছেন ও সকল-দেবতাকে বৈষ্ণবজ্ঞানে পূজাই প্রকৃত বিধিপূর্ব্বক পূজা তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিলে দেবতারা সেই পূজা গ্রহণ করেন না এবং তাহা শুদ্ধভক্তির বিরোধী। সাধারণ সদাচারেও দেখিতে পাওয়া যায় যে শ্রীশালগ্রামের অধিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য দেবতার পূজা হয় না। শ্রীগীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, অন্য-দেবতার পূজা করিলে তদ্দ্বারা ভগবানেরই পূজা করা হয় বটে; কারণ, শ্রীকৃষ্ণই সকল দেবতার প্রভু ও মালিক; তথাপি তাহা অবিধিপূর্ব্বক পূজা হয়। অতএব বিষ্ণুর সেবক-জ্ঞানে অন্যদেবতার সম্মান করাই কর্ত্তব্য।

উপাখ্যানে উপদেশ

দ্বিতীয়-ভাগ

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট গৌরপার্ষদ ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ষষ্টিষষ্টিতমপূর্ত্তি-আবির্ভাব তিথিতে, বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১৪ই ফাল্গুন তারিখে বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যসূর্য্যটমণি পরমহংস ওঁবিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান পুরী গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশ ও উপদেশানুসারে "উপাখ্যানে উপদেশ" প্রথম-ভাগ প্রকাশিত হয়। চারি মাস অতিক্রম হইতে না হইতেই ঐ গ্রন্থ নিঃশেষিত হইয়া যায়। শ্রীশ্রীবলদেব-প্রভুর আবির্ভাব-বাসরে শ্রীবলদেবাভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া "**সচিত্র উপাখ্যানে উপদেশ**" **দ্বিতীয়-ভাগ** প্রকাশিত হইল। 'উপাখ্যানে উপদেশে'র প্রথম ভাগে লৌকিক উপাখ্যান ও লৌকিক ন্যায়-অবলম্বনে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশসমূহ প্রথিত হইয়াছে। দ্বিতীয়-ভাগে বাস্তব উপাখ্যান অর্থাৎ 'শ্রীউপনিষৎ', 'শ্রীমহাভারত', 'শ্রীমদ্ভাগবত', 'শ্রীবিষ্ণুপুরাণ' ও অন্যান্য শাস্ত্রপুরাণ, 'শ্রীপ্রপন্নামৃত', 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', 'শ্রীনরোত্তমবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থের উপাখ্যানসমূহ, যাহা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময় কীর্ত্তন করিয়া উপদেশ প্রদান করিতেন, তাহাই গুম্ফিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থে ৩৪টী শাস্ত্রীয় উপাখ্যান, তদ্মূলক-শিক্ষা ও উপদেশ গ্রথিত হইয়াছে। ইহাতে একাধারে শুদ্ধভক্তিময় জীবনের অনুসরণীয় অনবদ্য আদর্শ লোকোত্তর আচার্য্যগণের অভিনব্য চরিত্র, উপদেশ ও শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তসমূহ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রমুখ শ্রীরূপানুগবর গৌরজনগণ যে-সকল লৌকিক ও লৌকিলাতীত কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাই শ্রীগুরু-মুখবিগলিত নিখিলকল্মষকর গলিতকলের ন্যায় অধিকতর শক্তিসঞ্চারকারী অনর্থবিধ্বংসী ভক্তিসিদ্ধান্তোপদেশামৃতরূপে এই গ্রন্থে সংরক্ষিত হইয়াছে। প্রকৃত আত্মমঙ্গলকামী সাধক এই সকল শ্রৌতবাণী শুদ্ধভক্তিময় জীবন-যাপনের বহু উৎকৃষ্ট উপাদান প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

দ্বিতীয় ভাগে যে সকল উপাখ্যান প্রকাশিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল —

১। 'বড় আমি' ও 'ভাল আমি', ২। ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র ও বিরোচন, ৩। নচিকেতা, ৪। জ্ঞানশ্রুতি ও রৈক, ৫। সত্যকাম জাবাল, ৬। উপমন্যু, ৭। অর্জ্জুন ও একলব্য, ৮। দুর্য্যোধনের বিবর্ত্ত, ৯। ধৃতরাষ্ট্রের লৌহভীম-ভঞ্জন, ১০। শূকরচর্ম্মী ইন্দ্র ও ব্রহ্মা, ১১। রাবণের ছায়া-সীতা-হরণ, ১২। পরীক্ষিৎ ও কলি, ১৩। সতী ও দক্ষ, ১৪। ধ্রুব, ১৫। আদর্শ সম্রাট্ পৃথু, ১৬। প্রাচীনবর্হিঃ, ১৭। দশভাই প্রচেতা, ১৮। ভরত ও রন্তিদেব, ১৯। অজামিল, ২০। চিত্রকেতু, ২১। রাজা সুরথ, ২২। প্রহ্লাদ মহারাজ, ২৩। মহারাজ বলি, ২৪। মহারাজ অম্বরীষ, ২৫। গৌতমি ঋষি, ২৬। রাজর্ষি খট্টাঙ্গ, ২৭। ভৃগু, ২৮। অবধূত ও চব্বিশ গুরু, ২৯। অবন্তী নগরীর ত্রিদণ্ডিভিক্ষু, ৩০। ভক্ত ব্যাধ, ৩১। দুর্নীতি, সুনীতি ও ভক্তিনীতি; ৩২। চমসিপ্র, ৩৩। ভক্তবিদ্বেষের ফল, ৩৪। হস্তরেখা ও দীনতা দেবী।

শ্রীল প্রভুপাদ ও বহির্ম্মুখ মানব-সাধারণ

(২)

মাঃ ৭০। মাতৃচিন্তা কামদমনের পরমোপায়।

প্রঃ ৭০। অপ্রাকৃত কামদেবকে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ, লীলাপুরুষোত্তমরূপে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার কায়েক ইন্দ্রিয়রূপে আপনাকে ও সকলকে দর্শনের বিচার অর্থাৎ সর্ব্বত্র কৃষ্ণভোগ্যা গোপী বা শুদ্ধদর্শন ব্যতীত কামদমন সম্ভব হইতে পারে না। অপ্রাকৃত কামদেবের রাগে গোপীগণের আনুগত্যে শ্রবণোদ্গান ও সেবা ব্যতীত ইন্দ্রিয়োগ-বিনাশের বাস্তবীয় প্রস্তাব নিরর্থক। যাহারা নির্ব্বিশেষবাদকে অবলম্বন করিয়া স্ত্রী-মাত্রকেই মাতৃরূপে বা ব্রহ্মময়ী-রূপে দর্শন করিবার বিচার করেন, তাহারা 'মা', 'মা' করিতে করিতে অনেক সময় মাকে 'বাবা' করিতে চাহেন অর্থাৎ 'শিবোঽহং' মন্ত্রের উপাসক হইয়া পড়েন। মা হইতে আমরা অনেক-প্রকার কামনা দোহন করি। অতএব তাঁহাকে এক প্রকার যোষিৎশ্রেণী হইতে বাদ দিলেও অন্য যোষিৎশ্রেণীর অর্থাৎ অন্যপ্রকার কামনা-প্রবাহের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলি। কোন কোন প্রাণিবিজ্ঞানবিৎ প্রত্যক্ষ উদাহরণের দ্বারা পুরুষের স্ত্রীসঙ্গলিপ্সার ন্যায় এক স্ত্রীর অন্য স্ত্রীর প্রতি কামজ সঙ্গলিপ্সার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। সেখানে উহাই পুরুষাভিমান বা ভোক্তাভিমান। অতএব অপ্রাকৃত কামদেবের ইন্দ্রিয় না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যরূপে কামদমন-সম্ভব নহে অর্থাৎ অন্য কোন উপায়ই স্থায়ী ও নিষ্কপট নহে।

মাঃ ৭১। বীর্য্যধারণই ব্রহ্মচর্য্য।

প্রঃ ৭১। ভাগবত-ধর্ম্মের বিচারে আচার্য্যসেবাই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য। কৃত্রিম-পন্থিগণ যে 'বীর্য্যমাত্র-ধারণকেই ব্রহ্মচর্য্য' মনে করেন, তাহাতে দেহের পাশবিক বলের সমৃদ্ধি ও তন্মূলে প্রচুর ভোগের উদ্দেশ্যই প্রবল। উহা নাস্তিকতা-মাত্র, উহা পরব্রহ্মে বিচরণ নহে। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কথিত "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" বিচারমূলে প্রতিষ্ঠিত মায়াবাদী, সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারিগণের ব্রহ্মচর্য্য এবং অজ্ঞাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ব্রতী কিংবা জৈন ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণের তথাকথিত ব্রহ্মচর্য্য নাস্তিকতা মাত্র। তাহা কৃষ্ণের প্রীতির জন্য ভোগ-ত্যাগ নহে। ভগবদ্ভক্ত গুরু ও কৃষ্ণের প্রীতি-সাধনে এত অভিনিবিষ্ট থাকেন যে, বীর্য্যধারণাদি অতি আনুষঙ্গিক-ভাবেই সাধিত হয়, তজ্জন্য পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। ভগবদ্ভক্তগণ আরোহবাদী বা কৃত্রিমপন্থী নহেন। তাঁহারা অবরোহবাদী ও নির্ম্মল আত্মার সহজধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্।

মাঃ ৭২। "মালা জপে শালা"

প্রঃ ৭২। যিনি মালা অর্থাৎ কোন সাম্প্রদায়িক চিহ্ন গ্রহণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করেন, তিনি সুধাধম; যিনি মালিকার সংখ্যা রাখিয়া লঘুস্বরে হরিনাম জপ করেন, তিনি তদপেক্ষা উত্তম; আর, যিনি মনে মনে জপ করেন, তিনি সর্ব্বোত্তম। এরূপ সিদ্ধান্ত নির্ব্বিশেষবাদী অভক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথিত আছে। শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট শ্রীবল্লভাচার্য্য 'সতীর পতির নাম উচ্চারণ করা অসঙ্গত, সুতরাং জীবের পক্ষে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে নাই'—এইরূপ সিদ্ধান্ত বলিলে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—"পতিব্রতা নিজের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করেন না, পতির আজ্ঞা পালন করাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। পতি সর্ব্বদা তাঁহার নাম গ্রহণেরই আজ্ঞা দিয়াছেন।" 'অতিবাড়ী' কুলের কোন নায়ক মুখে বস্ত্র বন্ধন করিয়া রাখিতেন, পাছে হরিনাম তুলক্রমেও মুখ-দিয়া উচ্চারিত হইয়া পড়ে! ঠাকুর হরিদাস ঐ অতিবাড়ীকে পরিবর্জ্জন করিয়াছিলেন। পাষণ্ডী হিন্দুগণ নিমাই পণ্ডিতের বিরুদ্ধে কাজীর নিকট গিয়া অভিযোগ করিয়াছিলেন যে,—হিন্দুশাস্ত্রের মতে মহামন্ত্র হরিনাম সকল লোককে শুনাইলে মন্ত্রের শক্তি নষ্ট হয়। কিন্তু নিমাই পণ্ডিত সেই পাষণ্ডি-হিন্দুমত নিরাস করিয়াছিলেন। অসাম্প্রদায়িক-নামমুক্ত অসৎসাম্প্রদায়িকগণ নির্ব্বিশেষ বিচারকেই চরম মনে করিয়া ভক্তিসদাচারের প্রতি বিমুখ হন।

"সম্প্রদায়ে দোষবুদ্ধি, আনি' তুমি আত্মশুদ্ধি,
করিবারে হইলে সাবধান!
না নিলে তিলক-মালা, ত্যজিলে হরির মালা,
নিজে কৈলে নবীন বিধান!!
ফোটা, দীক্ষা, মালা ধরি, ধূর্ত্ত করে সুচাতুরী,
তাই তাহে তোমার বিরাগ!
মহাজন পথে দোষ, দেখিয়া তোমার রোষ,
পদপ্রতি ছাড় অনুরাগ!!

(কল্যাণকল্পতরু, ১৭)

মাঃ ১৩। "হৃৎকমলে বামে হে'লে, দাঁড়িয়ে বাজাও বাঁশরী"

প্রঃ ১৩। এই গানের গায়ককে সকলেই পরম কৃষ্ণ-ভক্ত ও বৈষ্ণব বলিবেন; কিন্তু মহাপ্রভুর প্রকৃত অনুগত শুদ্ধভক্ত এই গানের মধ্যে ভেদ অভক্তি অর্থাৎ সম্ভোগবাদের কথাই দেখিতে পা'ন। কৃষ্ণ আমার বাগানের মালী নহেন যে, আমি তাঁহাকে ভোগ করিবার জন্য আমার নিকট আসিবার হুকুম করিতে পারি, আর তিনি অমনি আসিয়া দাঁড়াইবেন! এই বিচার হইতে মহাপ্রভুর বিচার কত পৃথক্, তাহা মহাপ্রভুর নিজমুখবাক্যে প্রমাণিত হয়,—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

(শ্রীশিক্ষাষ্টক, ৮ম শ্লোক)

"না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখ আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য॥"

(চৈঃ চঃ অ ২০।৪২)

মাঃ ১৪। "আমি ছেঁড়ে ধর মা! বাঁশী"

প্রঃ ১৪। কালীকে কৃষ্ণ সাজান, কৃষ্ণকে কালী সাজান এবং যখন আমাদের যাহা রুচি, সেই রুচির পুত্তল-রূপে আমাদের উপাস্য-নামধারিগণকে মনোধর্ম্মের ছাঁচে গড়িয়া তোলা বা তাঁহাদিগকে আমাদের খাঁজাকি প্রস্তুত করাই ভক্তি বলিয়া জগতে প্রচারিত রহিয়াছে। 'পরে ঐ সকল কল্পিত রূপ আর কিছুই থাকিবে না। সবই নির্ব্বিশেষ হইয়া যাইবে।' যাহাদের ঐরূপ আসুরিক বিচার, তাহারাই ভোগোন্মুখ-রুচির অনুযায়ী উপাস্যের রূপ কল্পনা করে। উপাস্য যেন তাহাদের ভোগ্যজাতীয় যে, ঐরূপ হুকুম তামিল করিতে বাধ্য। অসিধারিণী মায়া—বংশীধারী কৃষ্ণের বহিরঙ্গা ছায়াশক্তি। তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী; তিনি কখনও মাধুর্য্যবিগ্রহ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণস্বরূপ হইতে পারেন না। শক্তি কখনও শক্তিমান্ হইতে পারেন না, বিশেষতঃ বহিরঙ্গা মায়াশক্তি।

মাঃ ১৫। "আমার কর, মনে কর—আহুতি সেই জানা আছে।"

প্রঃ ১৫। কোন উপাসক নিজের ভোগকালে যদি মনে করেন যে, তদ্দ্বারা তাঁহার উপাস্যেরই ভোগ হইতেছে, তবে ঐরূপ মনে করা দ্বারাই কি উপাস্যের ভোগ হইয়া যাইবে? ঐরূপ মনে করাটা বিপরীত হইলে অর্থাৎ উপাস্যকে খাওয়াইলেই উপাসকের আহার মনে মনে হইয়া যাইতেছে,—ঐরূপ বিচার করিলেও ত' চলিত? কোন এক প্রসিদ্ধ ব্রহ্মচারীর কথা শুনা যায় যে তিনি ২৪ ঘণ্টা দেহের পূজা করিয়া মনে করিতেন, "আত্মরূপী জনার্দ্দনের পূজা করিতেছি।"—ইহাতে অনেক বঞ্চিত ব্যক্তি তাঁহাকে পরম সিদ্ধ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন! বস্তুতঃ দেহাত্মবাদকে ধর্ম্মের মুখোসে সাজাইয়া এই সকল প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা ও অভক্তিপূর্ণ মত জগতে প্রচারিত হইয়াছে। "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্"—এই গীতোক্ত বাণীর অপব্যবহার করিয়া আত্মভোগমূলে নির্ব্বিশেষ বিচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

মাঃ ১৬। জীব—শিব। শিব-জ্ঞানে জীব-সেবা।

প্রঃ ১৬। জীব অনর্থযুক্ত থাকা-কালে বদ্ধজীব। জীব মুক্তাবস্থা লাভ করিলেও আশ্রয় বা বিষয়-জাতীয় উপাস্যে তিনি কখনই পরিণত হন না। শিব—জগদ্গুরু, তিনি আশ্রয়জাতীয় ভগবান্; আর সঙ্কর্ষণ—বিষ্ণু; তিনি শিব ও পার্ব্বতীর উপাস্য ও বিষয়জাতীয় ভগবান্। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়,—প্রচেতোগণ আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ শিবের আনুগত্যে সঙ্কর্ষণের সেবা করিয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহারা কেহই শিব বা সঙ্কর্ষণ হইবার কুবুদ্ধি পোষণ করেন নাই। যাহারা জীবকে জগদ্গুরু শিব বলে, তাহারা শিবের চরণে অপরাধী ও পরমনাস্তিক। বদ্ধজীবকে জগদ্গুরু 'শিব' কল্পনা করিয়া জগদ্গুরুর ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিবার চেষ্টার পরিবর্ত্তে বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয় তর্পণ করিবার চেষ্টা জগজ্জঞ্জালকরী নাস্তিকতা। অথচ, উহাই কলিযুগে পরার্থিতা ও শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বশক্তি-ক্রমে প্রচার হইয়াছে!

মাঃ ১৭। "যথাভিমত-ধ্যানাদ্বা"

প্রঃ ১৭। 'নিজ অভিরুচি-অনুসারে যে কোন বস্তুর ধ্যান করিলেই চিত্ত একাগ্র হয়।' পতঞ্জলির এই উক্তি নির্ব্বিশেষবাদী প্রচ্ছন্ন নাস্তিকগণের আদরণীয় হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প আছে যে, এক ব্যক্তি তাহার প্রিয় মহিষের

ধ্যান করিতে করিতে মহিষে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন এবং ঐরূপ চিত্তৈকাগ্রতা-দ্বারা তিনি অতি সহজে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল চিন্তাস্রোতঃ আরোহেবাদী নির্ব্বিশেষবাদিগণের মধ্যে আদরণীয়; বস্তুতঃ যাহারা ভগবানের স্বতঃ-কর্ত্তৃত্বধর্ম্ম, অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ব ও নিত্য নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাদির প্রতি অবজ্ঞাযুক্ত, সেই সকল নাস্তিকই মহিষ্য ধ্যান, ছাগধ্যান, যথারুচি ধ্যানকে অধোক্ষজ ভগবানের ইন্দ্রিয়-তর্পণপর সেবাময় সহজ সমাধির সহিত সমান মনে করে বা ভগবৎ সেবাকে ছাগধ্যান হইতেও নিম্নাধিকারের কথা বলিয়া কল্পনা করে।

মাঃ ৭৮। 'তু' 'তু' করতে 'তু' হয়া।

প্রঃ ৭৮। নির্ব্বিশেষবাদী এক সম্প্রদায় যেরূপ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বা 'সোঽহং' অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্ম' বা 'আমিই সেই' বলিতে বলিতে ব্রহ্মের আসন গ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষা করে, সেইরূপ নির্ব্বিশেষবাদী আর এক সম্প্রদায় (যথা—কবীরাদি) ভক্তিরাজনের অভিনয়ে 'তু' 'তু' অর্থাৎ 'তুমি' 'তুমি' করতে 'তু' তুমি অর্থাৎ সেই উপাস্য বস্তুই হইয়া যাইতে চাহে! 'আমি'কে 'তুমি'তে লয় করাই তাহাদের চরম আকাঙ্ক্ষা। এই সকল নিছক নির্ব্বিশেষবাদ বা নাস্তিকতা জগতে ভক্তি বা ধর্ম্ম বলিয়া আদরিত হইয়াছে!

মাঃ ৭৯। 'যা'র যা'র ইষ্ট তা'র তা'র কাছে মিষ্ট।'

প্রঃ ৭৯। প্রত্যেকেই কল্পনামূলে নিজ নিজ ভোগোন্মুখ রুচির ইন্ধন সরবরাহকারী ইষ্টকে মিষ্ট অর্থাৎ ভোগের যোগানদার (প্রেয়োবস্তু) জানিয়া প্রীতি করে। ইহার নাম ইষ্টপ্রীতি নহে, ইহা ইন্দ্রিয়-প্রীতি মাত্র। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি সম্প্রদায় যে, নিজ নিজ ভোগোন্মুখ-রুচির উপাস্যকে 'বড়' বা 'ভাল' মনে করে, তাহা তাহাদের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের প্রতি রুচিমাত্র। যদি তাহাদের উপাস্য বস্তুর ব্যক্তিত্বের প্রতি রুচি হইত, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের নিকট ধর্ম্ম-অর্থ-কাম বা মোক্ষ-কামনা কিংবা আনুকরণিক শুষ্কভক্তির কামনার ছলনা দেখাইয়া 'সকল উপাস্যই সমান' এইরূপ মতবাদের প্রতি আসক্তি প্রকাশ করিত না। কল্পনা করিয়া প্রত্যেকেই তাহার নিজের ভোগের যোগানদারকে 'বড়' বা 'ভাল' মনে করিলে তাহা 'বড়' বা 'ভাল' হইয়া যাইবে না। যাহা বাস্তবতার মিষ্ট তাহাই মিষ্ট, সেই মিষ্টতা বা মধুরতা এক অদ্বিতীয় বিগ্রহ ও অদ্বিতীয় আশ্রয়-শিরোমণির অন্য এক-চেটিয়া; তাহা 'যে-তা'র-বিশ' মাল নহে যে, সকলেই দাবী করিতে পারিবে।

মাঃ ৮০। যাহাকে সকল দেশের লোক মানে, তিনি গুপ্তাচার্য্য।

প্রঃ ৮০। সকল দেশের লোক ভোগের যোগানদারকেই অধিক মানে ও অধিক জানে। সেই ভোগ কখনও স্থূল আকারে কখনও সূক্ষ্ম আকারে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, দেশের রাজনৈতিক নেতৃগণ স্থূল ও স্পষ্ট ভোগের ইন্ধন সংগ্রহ করিতে প্রস্তুত হন বলিয়া তাঁহারা লোকমান্য ও দেশপ্রিয়। তাঁহাদিগকে সকলেই জানেন এবং তাঁহারা মহাত্মা বা যুগ-মহামানব বলিয়া পূজিত হন। আবার তাঁহারা দর্পের মুখোসে সন্নাপন্ন মানব রুচির প্রেয়ঃকে শ্রেয়ের নামে বিতরণ করিতে পারেন, তাঁহারাও বহুলোকমান্য হইয়া যুগাচার্য্য মহামানব প্রভৃতি বলিয়া বৃত হইয়া থাকেন। কিন্তু মানুষ যাহাকে বাঁশের আগায় ধরিয়া উঁচু করিয়া দেয় সেইরূপ বহুলোক-মান্য বা সর্ব্বলোকমান্য ব্যক্তিকে ভাগবতধর্ম্ম-ব্যাখ্যিগণ প্রেয়ের খাদ্যাকি বলিয়াই দূর হইতে দণ্ডবৎ করেন।

মাঃ ৮১। মানব-সেবার মাধ্যম (medium) ছাড়া ভগবৎসান্নিধ্য-লাভের সহজ পথ নাই।

প্রঃ ৮১। এই আধুনিক মতবাদের মত আর দ্বিতীয় নাস্তিকতা নাই। সেবা একমাত্র অধোক্ষজ ভগবান্। তাঁহাতে অকপটভাবে সততযুক্ত সাধুগণই শুদ্ধ সেবক-সম্প্রদায়। নিষ্কিঞ্চন ভগবৎসেবকের সেবারূপ মাধ্যম ব্যতীত ভগবৎসান্নিধ্য বা সেবালাভের কোন সহজ পথ নাই সত্য, কিন্তু কর্ম্মফলভোগী কলেরারোগী বা নানা-প্রকার ত্রিতাপে জর্জ্জরিত ব্যক্তিগণের বিষয়-ভোগের সাহায্য করিয়া দিলে অধোক্ষজ ভগবানের সেবা লাভ হয়,—এইরূপ নাস্তিকতা বর্ত্তমান যুগের যুগধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সর্ব্বাধম প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা সমগ্র জগৎকে কলঙ্কিত করিয়াছে। সাধারণ নৈতিক ধর্ম্ম, যাহা ভোগীর ধর্ম্ম, যাহা পশুপক্ষীতেও দেখা যায়, তাহা সার্ব্বজনীন আত্মমঙ্গলকর অধোক্ষজ পরমেশ্বরের সেবালাভের উপায় বা সাধন হইতে পারে না।

মাঃ ৮২। 'অন্তর্য্যামীর সাক্ষাৎ মন্দির মানবদেহ অনাদরে—হতাদরে উপেক্ষিত; অথচ আমরা পাথর দিয়া ইট, পাথরের মঠ মন্দির করিতেছি।'

প্রঃ ৮২। যে ত্বক, পুঁজ, মিষ্টা, ক্লেদ, কৃমিজাল-সঙ্কুল মানবদেহের জীবাত্মা রূপ অর্থাৎ যাহা অন্তর্যামীর সেবায় উদাসীন, সেই মানব-দেহ কেবল কর্ম্মফলভোগের একটা পান্থ খেলাঘর এবং সেখানে ভগবানের সেবাই মুখ্য, তদ্রূপ যে ইটপাথরের মঠ-মন্দিরে অধোক্ষজ ভগবৎ-সেবকের আত্মগতো অধোক্ষজ ভগবৎকথার কীর্ত্তনানুশীলনদ্বারা অধোক্ষজ ভগবানের সেবার পরিবর্ত্তে নির্ব্বিশেষবাদ, প্রতিকা-সেবন ও গ্রাম্য কথার পূজা হইয়া থাকে, তাহাও নশ্বরধামেরই বস্তু। অতএব হরিকথা-কীর্ত্তনকারী ভক্তবিগ্রহ বৈষ্ণব, যাঁহার হৃদয়ে গোবিন্দ অনুক্ষণ বিশ্রাম করেন, তাঁহারই সেবা করা উচিত। আর যে মঠ-মন্দিরে একান্ত আত্মমঙ্গলময়ী হরিকথা কীর্ত্তিতা হয়, সেরূপ মঠ-মন্দির বা হরিকীর্ত্তন-লক্ষ্যালয় পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিস্তারিত হওয়াই উচিত। কিন্তু, কর্ম্মফলবাধ্য ভগবদ্বিমুখ বদ্ধ-জীবের রক্তমাংস-বিষ্ঠার ভাণ্ডারের পূজা-দ্বারা ঈশ্বরের পূজা হইবে; আর আত্মমঙ্গলকর হরিকথা-কীর্ত্তনের সৌধের উচ্চ-চূড়া ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে—এইরূপ মৎসরতাময়ী নাস্তিকাবুদ্ধি কলিবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া যাইতেছে! এই-রূপ প্রচ্ছন্ন-নাস্তিকতা যে-ধর্ম্মের ধ্বজা লইয়া তথাকথিত সভা-সমাজে উড্ডীন হইয়াছে, তাহা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্যই শ্রীগৌড়ীয়মঠের হরিকীর্ত্তন-সৌধ।

মাঃ ৮৩। 'আমি'রূপ নুনের পুতুল সচ্চিদানন্দ-সাগরে গলিয়া এক হইয়া যায়।

প্রঃ ৮৩। ইহা নিছক নির্ব্বিশেষবাদ বা নাস্তিকতা। 'অপ্রাকৃত আমি'ই নিত্য বর্ত্তমান। যাহা 'কে আমি?' গ্রন্থের উত্তরে শ্রীচৈতন্যদেব সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণকে জানাইয়াছেন। সেই নিত্যসিদ্ধ সেবক 'আমি' নুনের পুতুলের ন্যায় সচ্চিদা-নন্দ-সাগরের জলে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার মত জিনিষ নহে। সেই 'আমি' অণুসচ্চিদানন্দ বস্তু; অতএব তাহা নিত্য ও অপ্রাকৃত। জগতের ব্যবধান হইতে মুক্ত হইয়া যখন তাহা সচ্চিদানন্দ-সাগরে নিত্যস্নান লাভ করে, তখন সেই অণুসচ্চিদানন্দ 'আমি'র সেবানন্দ 'সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা' হইয়া অপ্রাকৃত নব নব নিত্যসিদ্ধ নাম, রূপ, বয়স, বেষ, সম্বন্ধ, যূথ, আজ্ঞা, সেবাপরাকাষ্ঠা, পাল্যদেবক ও নিবাসাদি অপ্রাকৃত মূর্ত্ত নিত্যবাস্তববিচিত্রতায় প্রকাশিত হয়,—ইহাই প্রকৃত-সিদ্ধি। ইহাই প্রেমে গলিয়া যাওয়া। নির্ব্বিশেষে গলিয়া যাওয়া আত্মহত্যারূপ নাস্তিকতা।

মাঃ ৮৪। "ব্রহ্ম—সত্য, জগন্মিথ্যা"

প্রঃ ৮৪। ব্রহ্ম সত্য এবং সেই 'সত্য' হইতে প্রকাশিত ('জন্মাদ্যস্য যতঃ') জগৎও সত্য। কিন্তু, তাহা বহিরঙ্গা শক্তি-সম্ভূত বলিয়া অনিত্য। মিথ্যা ও অনিত্য দুইটি পৃথক্ কথা। যাঁহারা কার্য্যতঃ ব্রহ্মকে মিথ্যা অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ-শ্রেণীর অন্তর্গত করনা করেন, তাঁহারাই এই জগৎকে 'মিথ্যা' বলেন। 'রজ্জুতে সর্প-ভ্রম'—এই স্থানে রজ্জু ও সর্প উভয়েরই বাস্তব অস্তিত্ব আছে; যদি রজ্জু ও সর্প ইহাদের দুইটীর একটিও মিথ্যা হইত, তাহা হইলে একটিতে আর একটির ভ্রম হইত না। ঐ বিবর্ত্তের উদাহরণ দেওয়ার উদ্দেশ্য আত্মবুদ্ধি-নিরাসের জন্য। পরব্রহ্মের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া, এই অনিত্য জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম—নিত্য, জগৎ—অনিত্য।

মাঃ ৮৫। সচ্চিদানন্দ-সমুদ্রের কূল-কিনারা নাই; ভক্তিহিমে স্থানে স্থানে বরফ আকারে জমাট বাঁধে; জ্ঞান-সূর্য্য উঠিলে বরফ গ'লে যায়।

প্রঃ ৮৫। ইহা নির্ব্বিশেষবাদিগণের নাস্তিকতার একটি প্রলাপ। সচ্চিদানন্দ-সমুদ্রই অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি সচ্চিদানন্দ নাম, রূপ, গুণ, পরিকর, লীলাময় বিগ্রহ। তিনি রসসমুদ্র—রসামৃতসিন্ধু; তিনি নির্ব্বিশেষ নহেন। তিনি নিত্য-সিদ্ধ বিগ্রহবান্। ইহাই পূর্ণসচ্চিদানন্দের বৈশিষ্ট্য বা অবিচিন্ত্যশক্তি। যে জ্ঞানসূর্য্য যে ভক্তিহিমকে বিনষ্ট করে, তাহা শুষ্কজ্ঞানও নয়, শুষ্কভক্তিও নয়। ঐরূপ জ্ঞান নির্ব্বিশেষ বা নাস্তিকা-জ্ঞান, আর ঐরূপ কপট-ভক্তি প্রচ্ছন্ন ভোগবাদ। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর বৃত্তি-বিশেষই ভক্তি। অতএব তাহা সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের সহিত নিত্য অনুস্যূত। উহা কল্পিত বা ধারকরা প্রচ্ছন্ন ভোগময়ী ভক্তিহিমের দ্বারা আগেযাপায়ী ধর্ম্মপ্রকাশের জন্য আগত হয় না। যাহারা ভক্তির চতুঃসীমানায় কোনদিন যায় নাই বা যাইতে পারিবে না, যাহারা শুষ্কজ্ঞান হইতে চিরতরে বঞ্চিত, সেই সকল অপরাধী নাস্তিক ব্যক্তিগণের নিকটই ঐইরূপ গ্রাম্য উপমা আদৃত হয়। শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্ম এইরূপ নাস্তিকতার মস্তকে লগুড়াঘাত করিয়াছেন।

মাঃ ৮৬। 'ডুব্, ডুব্, ডুব্ রূপ-সাগরে, আমার মন।'

প্রঃ ৮৬। ইহা নির্ব্বিশেষ চিন্তা-প্রসূত প্রচ্ছন্ন সম্ভোগ-

যায়। বদ্ধ মন কখনও সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের অপ্রাকৃত রূপ-সাগরে ডুবিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ সর্ব্বাগ্রেই রূপের কথা নহে। সর্ব্বাগ্রে নামাচার্য্যের আনুগত্যে অপ্রাকৃত শ্রীনামের সেবা করিতে হয়। নিরপরাধে নাম-প্রভুর সেবা করিতে করিতে শ্রীনামই নিজরূপ প্রকাশ করেন। নামের নাম, নামের রূপ, নামের গুণ, নামের পরিকর, নামের লীলার সেবা নামাচার্য্যের আনুগত্যে সাধন করিতে হয়,—ইহারই নাম ভক্তি। আর পূর্ব্বোক্ত বিচার সম্পূর্ণ অভক্তি।

মাঃ ৮৭। 'মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী নারীর কোল, বল হরি বল।'

প্রঃ ৮৭। ভোগী প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়ের এই সকল গ্রাম্য উক্তিকে কতকগুলি ভক্তিবৃত্তা প্রদর্শনকারী নির্ব্বিশেষবাদী ব্যক্তি গৌরনিত্যানন্দের উক্তি বলিয়া মনে করিয়াছে। তাহারা মনে করে—"'মাগুর মাছের ঝোল' ও 'যুবতী মেয়ে'র কোলে'র লোভ দেখাইয়া বিষয়ী লোকদিগকে গৌরনিতাই 'হরি' বলাইয়াছেন। ঐরূপ ভোগ-বুদ্ধির সহিত হরি বলিলেও প্রেমাশ্রু প্রভৃতি শুদ্ধসাত্ত্বিক ভাববিকারের উদয় হয়।" এই প্রাকৃত সহজিয়া মত প্রচারের জন্য মাগুর মাছের ঝোলের অর্থ 'প্রেমাশ্রু' ও যুবতী মেয়ের কোলের অর্থ 'হরিপ্রেমে ধূলায় গড়াগড়ি'—এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা হইয়াছে! বস্তুতঃ মাগুর মাছের ঝোলের আস্বাদন ও যুবতীর সঙ্গাস্বাদনের লোভে নেড়ানেড়ি ও প্রাকৃত সহজিয়াদের দলে যে হরিনাম উচ্চারণের অভিনয় বা নাচা, কোঁদা ও ধূলায় গড়া প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সম্ভোগবাদ ও সম্পূর্ণ অভক্তি। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের শিক্ষা এই ভোগবাদ হইতে সম্পূর্ণ দূরে।

মাঃ ৮৮। "যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি-বাড়ী যায়। তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥"

প্রঃ ৮৮। নিত্যসিদ্ধ পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভু বা আচার্য্যদেব শুঁড়ি বা পতিতের গৃহে পতিতকে উদ্ধার করিবার জন্য গমন করিয়াও নিজে পতিত হইয়া পড়েন না; তিনি পতিতকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস পতিতাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; কিন্তু পতিতার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া নিজে পতিত হন নাই। যে সকল কাম-ক্রোধাদি রিপুর দাস বা ইন্দ্রিয়ের দাস শ্রীনিত্যানন্দের দোহাই দিয়া পতিতার পাতিত্য ও তৎসংসর্গে নিজ পাতিত্যকে অর্থাৎ তাহাদের কাম-ক্রোধাদির দাসত্বকে সমর্থন করিতে চাহে, তাহারা নিত্যানন্দ-ভৃত্য নহে, জড়ানন্দ-ভৃত্য মাত্র। অতএব, তাহারা কৃষ্ণ হইতেও ক্ষুদ্র; তাহারা আদৌ গুরুপদবাচ্য নহে।

মাঃ ৮৯। টাকা মাটি, মাটি টাকা!

প্রঃ ৮৯। ইহা কপট্যত্যাগী নির্ব্বিশেষবাদীদের কথা। টাকা ভোগীর নিকটেই মাটি ও কাঁটা সাধারণ অজ্ঞলোকের ধারণা—টাকা হয় ভোগীর ইন্ধন যোগাইবে না হয়, ত্যাগিগণের দ্বারা কাকবিষ্ঠাবৎ পরিত্যক্ত হইবে। কিন্তু ঐ উভয় পক্ষেই টাকার দ্বারা কোন মঙ্গলকর কার্য্য হইল না। ইহা যদি অধিষ্ঠাতার বা একচেটিয়া ভোগী রূপের ভুবনমঙ্গলময়ী কৃপার বিস্তারে নিযুক্ত করা যায়, তবেই তদ্দ্বারা ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ ও প্রকৃত নিত্য লোকমঙ্গল হইল। এজন্য ঐ কপট্যত্যাগি-সম্প্রদায়ের অসৎ মতকে পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভক্ত-সম্প্রদায়ের বিচার এইরূপ—

"তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল মাধব॥"

(ক্রমশঃ)

প্রচার প্রসঙ্গ

রেঙ্গুনে—পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ও গৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিংবডির নিয়ামকত্বে রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ সহরের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। গত ১৭ই ও ২১শে জুলাই তারিখে তাঁহারা উক্ত সহরের স্পার্ক ষ্ট্রীটস্থ 'দুর্গাবাড়ী'তে এবং চাঁদনীর ডাক্তার মিঃ জে, এন্, পাল মহাশয়ের নুইস্ ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে যথাক্রমে 'রথযাত্রা' সম্বন্ধে বক্তৃতা ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ২৭শে তারিখে শ্রীমঠে শ্রীল

লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর অপ্রকট মহোৎসব তদীয় চরিত্র-আলোচনা ও তৎকৃপাপ্রাপ্ত শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের ভুবন-মঙ্গলময়ী মহিমা কীর্ত্তনমুখে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তৎপরদিবস স্থানীয় শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত নাথ মহাশয়ের বাসভবনে সেবকগণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

মাদ্রাজে—গত ৬ষ্ঠা আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকায় মাদ্রাজের এগ্‌মোরের 'সাকেতনিলয়ম্' বিষ্ণুমন্দিরে এক বিরাট সভায় পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি প্রমোদ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও দর্শন" সম্বন্ধে একটি অকৃতপূর্ব্ব শ্রৌত-সিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে। উক্ত বিষ্ণুমন্দিরের সেক্রেটারী মহোদয়-কর্ত্তৃক সাদরে নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীল মহারাজ মঠের কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ তথায় উপনীত হন। সেক্রেটারী মহোদয় শ্রীল মহারাজের ও তাঁহার সঙ্গের ব্রহ্মচারিগণের গলদেশে সুরভি পুষ্পমালা প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীল মহারাজের আদেশক্রমে সকলে গুরুবন্দনা, গুরুষ্টক ও পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তন করেন। তৎপর শ্রীল গোস্বামী মহারাজের বক্তৃতা আরম্ভ হয়। বক্তৃতার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

শ্রীল গোস্বামী মহারাজ সর্ব্বপ্রথমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৌর-লীলার সংক্ষেপ পরিচয় এবং তাঁহার আবির্ভাবের সাধারণ কারণ, শ্রীনবদ্বীপধামের স্বরূপ, তাঁহার এ জগতে ৪৮ বৎসর পর্য্যন্ত প্রকট থাকার মধ্যে ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত গৃহস্থলীলার অভিনয় করিয়া নিজে আচরণপূর্ব্বক জগদ্বাসীকে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-শিক্ষা-দান, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মিরীকে প্রকৃত-কৃপা বিতরণ, তাঁহার সন্ন্যাস-লীলা-গ্রহণের কারণ, সন্ন্যাসলীলা, অতঃপর পুরীতে অবস্থান, তথায় তৎকালে বেদান্তের অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বিচারে পরাস্ত করত তাঁহার মায়াবাদ-কুতর্ক খণ্ডন-পূর্ব্বক তাঁহার নিকট বেদান্তের প্রকৃত শ্রৌতসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন, তাঁহাকে বৈষ্ণবধর্ম্মে আনয়ন প্রভৃতি প্রসঙ্গ, দক্ষিণভারতে গুরুবিজয়কালে রাজা প্রতাপ-রুদ্রের রাজ্যান্তর্গত বিদ্যানগরের শাসনকর্ত্তা শ্রীরায় রামানন্দের সহিত তথায় মিলন এবং তাঁহার সহিত কথোপকথনের সারমর্ম্ম অর্থাৎ জীবের বদ্ধাবস্থা হইতে পরম সিদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত যে যে দার্শনিক স্তরের বিষয় জানা যায় এবং তন্মধ্যে নির্ব্বেদ-জ্ঞানশূন্যা ভক্তি হইতেই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত অনুগমন আরম্ভ, কুর্ম্মক্ষেত্রে বাসুদেব বিপ্রকে আলিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে কুষ্ঠব্যাধি হইতে নিষ্কামুক্ত করিয়া সমস্ত জীবের নিকট তাঁহাকে হরিকীর্ত্তন দ্বারা জীবে দয়া করিবার উপদেশদান, বোম্বাই জেলার থাণে জেলার অন্তর্গত ত্রিমল্লভট্টের বাড়ীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চাতুর্ম্মাস্যের ৪ মাসকাল অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার নিকট কৃষ্ণলীলার বৈশিষ্ট্য-বর্ণন এবং তাঁহাকে রাধাকৃষ্ণের ভজন-মার্গে আনয়ন, শ্রীব্রহ্মসংহিতার ৫ম অধ্যায় উদ্ধার—যাহার দ্বারা কৃষ্ণই যে পরমতত্ত্ব এবং কৃষ্ণবিষয়ক অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত জগতের জীব জানিয়া প্রকৃত লাভবান্ হইবার অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়াছেন এবং কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ উদ্ধারপূর্ব্বক কৃষ্ণরস-সমুদ্রের গম্ভীরতা জানিবার সুযোগ পাইয়া অধিকারী ভক্তগণ পরম লাভবান্ হইতেছেন এবং সেখানে ২৪ বৎসরের মধ্যে ৬ বৎসর বিভিন্নস্থানে কৃষ্ণনাম-কৃষ্ণপ্রেম-প্রচার উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণ, ১৮ বৎসর পুরীতে অবস্থান করিয়া নিরন্তর রাধাভাবে বিভাবিত থাকিয়া শ্রীরাধিকার ভাব-আস্বাদন, প্রভৃতি বিষয় অতি সরলভাবে কীর্ত্তন করেন। অতঃপর তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও দর্শন সম্বন্ধে বলিতে গিয়া সভাস্থ সকলকে বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি শ্রীনাম-ভজনের কথা ও বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করেন। তিনি বহু শাস্ত্র-প্রমাণ এবং যুক্তির দ্বারা শ্রীনাম-ভজনই যে কলির যুগধর্ম্ম এবং একমাত্র নাম-ভজনের দ্বারাই যে জীবের প্রকৃত নিত্য মঙ্গলের সম্ভাবনা, অন্য কোন উপায়ে নহে এবং শ্রীহরি-কীর্ত্তনই যে জীবে দয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন, শ্রীনাম ও নামী যে অভিন্ন এবং শ্রীনামকীর্ত্তনকারীর বৈকুণ্ঠানুভূতিতে অবস্থান না হওয়া পর্য্যন্ত যে বৈকুণ্ঠনাম কীর্ত্তন করিবার অধিকার হয় না, প্রকৃত সদ্গুরুর চরণাশ্রয় ব্যতীত নামভজন যে কখনও সম্ভব নহে, তাহা বহু শাস্ত্র এবং যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করেন এবং অতি প্রাঞ্জল ভাষায় অত্যন্ত আবেগের সহিত কীর্ত্তন করেন।

শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের বক্তৃতার পর এ, এল্ রেড্ডি (সেক্রেটারী, 'জগন্নাথ-ভক্ত সভা') মহোদয় সভার পক্ষ হইতে শ্রীল গোস্বামী মহারাজকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আরও বলেন, "আমরা বহুদিন হইতে এই মন্দিরে হরিকীর্ত্তন করিয়া আসিতেছি বটে; কিন্তু অদ্য গোস্বামীজী মহারাজের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আমরা পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের ১০।২০ বৎসরের

যাবতীয় চেষ্টা প্রকৃত সাধুর আনুগত্যবিহীন হওয়ায় সমস্তই বৃথা হইয়া গিয়াছে। আমরা ইতঃপূর্ব্বে এইরূপ যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রের অপূর্ব্ব মীমাংসা কখনও শুনিবার-সুযোগ লাভ করি নাই। আমার এখন কোন ভাষা বলিবার যোগ্যতা নাই, যাহার দ্বারা আমি স্বামীজী মহারাজের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপকারের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিতে পারি।" অতঃপর সভায় উপস্থিত ভদ্রমহোদয়বর্গ পুনরায় সোস্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যদেবের অবতার-বৈশিষ্ট্যের কথা শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করায় তাঁহাদের পক্ষ হইতে সেক্রেটারী মহোদয় হরিকথা শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া আর একদিন সোস্বামীজী মহারাজকে বক্তৃতা দিবার জন্য তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন।

'সাকেতনিলয়ম্' বিষ্ণুমন্দিরের সভাতে যে সমস্ত ভদ্রমহোদয় উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

শ্রীযুত রঙ্গাচারিয়ার বি-এ, বি-এল্, কোর্ট উকিল; পি,এস্ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, রিটায়ার্ড ডিঃ রেজিষ্টার (হাইরোড এস্‌মোর); এ, এস্, রেড্ডি, সেক্রেটারী 'জগন্নাথ ভক্তসভা'; এস্, সুন্দরেশ আইয়ার (১০৪ হাইরোড, এস্‌মোর); ডি,রাঘবরাও (প্রধানশিক্ষক, করপোরেশন স্কুল); ডি, গোবিন্দ আয়েঙ্গার (গেন্সুরেড্ডি রোড্, মাদ্রাজ); বি, ভেঙ্কট রামাইয়া চেট্টি; এন্, বাল সুব্রহ্মনিয়া চেট্টি, মার্চ্চেণ্ট; সেবাস্তি আয়েঙ্গার এম্-এস্ এস্ ইভিনিয়ার); শ্রীনিবাস মেলিকাচারী (মেক্সক্লার্ক, হাইকোর্ট); কে,আর্, ভেঙ্কটরাম আইয়ার; কে, মুথুস্বামী আইয়ার; নাম পেরুমল নাইডু (লাণ্ডলর্ড, এস্‌মোর); কে, শ্রীনিবাস আচারী (মল কমেস্ কোর্ট); ভেঙ্কটরাম আয়েঙ্গার (কমষ্ট্রাক্টর); ডি, ইনমুথাস্বামী আয়েঙ্গার (পুলিশ কমিশনার) কে, এস সুব্রহ্মণ্যম্ আইয়ার ইত্যাদি।

চট্টগ্রামে—গত ২৮শে জুলাই রবিবার দিবস শ্রীবিশ্বনিধি-গৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ অব্যয়গোবিন্দদাস ভক্তিশাস্ত্রী স্থানীয় শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বর ঠাকুরবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সার্ব্বভৌমের আলাপ-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রসঙ্গক্রমে কলিযুগ-ধর্ম্ম হরিনাম-কীর্ত্তন ও নামমহিমা এবং নাম-গ্রহণের ব্যবস্থা শাস্ত্রে কি ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করেন

গত ৩০শে জুলাই মঙ্গলবার শ্রীপাদ অব্যয়গোবিন্দদাস ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ ভক্তসুন্দর ব্রহ্মচারী বি-এ মহোদয় প্রাতঃকালে স্থানীয় কলেজিয়েট স্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুত বি, কে ভট্ট এম্-এ ও এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট টিচার শ্রীযুত আশুতোষ দত্ত এম-এ মহোদয়দ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচার্য্যবিষয় সম্বন্ধে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল আলাপ করেন।

ঐ দিবস মিলিটারী ওভারসিয়ার ও মিলিটারী ক্যাম্পের একাউণ্ট্যাণ্ট্ শ্রীযুত রাজেন্দ্রকুমার বসু মহোদয়দ্বয়ের সহিত প্রকৃত সাধু ও অসাধুর সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল।

নিবেদন

সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরের রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল ভারতী মহারাজ গত ১৬ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, রাত্রে নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। এখন হইতে শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দিরের চিঠি ও আনুকূল্যাদি শ্রীযোগপীঠের বর্ত্তমান রক্ষক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গুরুবিলাস দাস ভক্তিমধুর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর নামে পাঠাইবেন।

নিবেদক—
শ্রীভক্তিবেদান্ত বিদ্যাবিনোদ
গৌড়ীয়মিশনের
সম্পাদক।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী ও নন্দোৎসব

Dear Sir,

On behalf of the members of the Governing Body, most humbly I solicit the favour of your company at our annual "**Sree Krishna Jayanti**" and "**Sri Nandotsava**" to be celebrated at Sri Gaudiya Math, Sri Krishna Kirtana Hall, Royapettah, on Monday the 26th and Tuesday, the 27th August 1940, respectively.

The function will begin each day at 5 A. M. and a programme consisting of Aratrikam, Srimad Bhagavata Parayanam and Sankirtanam will be observed till midnight.

There will be speeches on "**Sree Krishna Jayanti**" and "**Sri Nandotsava**" at a meeting to be held at Sri Krishna Kirtan Hall, on Tuesday, the 27th August, 1940 at 5-30 P. M.

Mahaprasadam will be distributed to the poor on Tuesday, the 27th August between 10 A. M. and 12 noon.

I remain, yours ever,
in the Service of the Supreme Lord,
Sundarananda Vidyabinode,
Secretary, Governing Body, The Gaudiya Mission.

Sree Gaudiya Math,
Royapettah, Madras.
The 1st August, 1940

শ্রীশ্রীগুরুপূজোৎসব

Dear Sir,

We, the members of Sree Gaudiya Math, Bombay, humbly solicit the favour of your esteemed company with friends and relatives on the occasion of Sree Vyasa-puja on the 45th Holy Advent Anniversary of **His Divine Grace Om Vishnupad Paramahamsa 108 Sree Sreemad Bhakti Prasad Puri Goswami Maharaj**, the President-Acharyya of the Mission, to be celebrated at the Math premises on Friday, the 6th September (the day of His Holy Advent) and Sunday, the 8th September, 1940.

We remain
Sir,
Yours ever, in the Service of the Lord,
The Members of
Sree Gaudiya Math, Bombay.

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

আগামী ২১শে ভাদ্র, ৬ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার গৌরপক্ষীয়া শ্রীলঅদ্বৈতশক্তি শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-বাসরে শ্রীশ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮ শ্রী শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী মহারাজের প্রাকট্য-তিথি উপলক্ষে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এই উৎসবে শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ অহৈতুকী শ্রীশ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মের মহিম-কীর্ত্তন ও শ্রীআচার্য্যোপলব্ধি-সম্বন্ধে আলোচনা, ইষ্টগোষ্ঠী, অভিভাষণ ও প্রবন্ধ-নিবন্ধাদি-পাঠ এবং শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিহিত সংকীর্ত্তনাদি ভক্তাঙ্গ সাধিত হইবে। অকপট, অহৈতুক শ্রদ্ধাবান্ ও নির্ম্মৎসর সজ্জন ও শুদ্ধবৈষ্ণববৃন্দ এই উৎসবে অকৃত্রিম সেবার্থ যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। শুদ্ধ-হরিকীর্ত্তন ও মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারা এই সংকীর্ত্তনোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ইতি—১৪।৮।৪০

শ্রীশ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসুন্দরানন্দদাস বিদ্যাবিনোদ
সেক্রেটারী, গভর্ণিংবডি, গৌড়ীয়মিশন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্বটৈতন্যরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাত্মিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৮ই ভাদ্র, ২৮শে আগ | ৫ম সংখ্যা

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব

যাদবদিগের রাজা মথুরামণ্ডলের রাজধানীর নাম—'মথুরা'। মথুরার কিছু দূরে নন্দীশ্বর পর্ব্বত। ঐ পর্ব্বতের উপত্যকায় পঞ্জন্য নামে এক গোপ বাস করিতেন। তিনি সকল গুণে, গুণী ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল—দেবমীঢ়। পর্জ্জন্য গোপের মাতা ভাহিতে বৈশ্যা ছিলেন। এজন্য যদুবংশে উৎপন্ন হইয়াও পর্জ্জন্য গোপ বৈশ্যজাতির অন্তর্গত হইয়াছিলেন।

নন্দীশ্বরে 'কেশী' নামে এক দৈত্য বড়ই উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল। দৈত্যের উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া পর্জ্জন্য গোপ দেশ ত্যাগ করেন এবং পত্নী বরীয়সীর সহিত মহাবনের অন্তর্গত গোকুলে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা শ্রীনারায়ণের উপাসনা করিয়া পাঁচটী পুত্র লাভ করেন।

পর্জ্জন্য পরলোকে গমন করিলে তাঁহার মধ্যম পুত্র 'নন্দ' গোকুলে গোপিগণের রাজা বলিয়া বিখ্যাত হন। পর্জ্জন্য গোপের 'শূর' নামে এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। শূরের মাতা ক্ষত্রিয়া ছিলেন। শূরের 'বসুদেব' নামে এক পুত্র হয়। বসুদেব মথুরাতেই বাস করিতেন। বসুদেব ও নন্দের মধ্যে খুবই বন্ধুত্ব ছিল। বসুদেব মথুরার রাজা উগ্রসেনের ভ্রাতার কন্যা দেবকীকে বিবাহ করেন। উগ্রসেনের 'কংস' নামে এক পুত্র হয়। কংসের মাতার নাম—পদ্মাবতী।

বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করিয়া গৃহের অভিমুখে যাইতেছিলেন। তখন কংস নববিবাহিতা ভগিনীর রথের সারথি হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। অকস্মাৎ কংস পথে একটি দৈববাণী শুনিতে পায় যে, কংস যাঁহার সারথি হইয়াছে, সেই দেবকীরই অষ্টম গর্ভের সন্তান তাহাকে। কংসকে। বধ করিবে। ইহা শুনিয়া কংস তৎক্ষণাৎ দেবকীকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়।

কংস পূর্ব জন্মে হিরণ্যকশিপুর পুত্র 'কালনেমি' নামক অসুর ছিল। ভগবান্ বিষ্ণু কালনেমিকে বধ করিয়াছিলেন। সেই কালনেমিই কংসরূপে জন্ম গ্রহণ করে। সে জন্মান্তরে জন্মিয়াও পূর্ব জন্মের আনুষঙ্গিক স্বভাব কিছুতেই ভুলিতে পারে নাই।

বসুদেব কংসকে অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিলেন যে, স্ত্রীলোক বিশেষতঃ ভগ্নীকে হত্যা করা তাহার ন্যায় বীরের পক্ষে অতি নিন্দনীয় কার্য ; কিন্তু কংস কোন কথাই শুনিতে চাহিল না। অবশেষে বসুদেব কংসের নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, দেবকীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবা-মাত্রই তিনি সন্তানগুলিকে কংসের হস্তে সমর্পণ করিবেন। ইহাতে কংস দেবকীকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে চলিয়া গেল। বসুদেব দেবকীর নবজাত প্রথম পুত্রটীকে কংসের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বসুদেবের এইরূপ সত্যবাদিতা দেখিয়া কংস বিশেষ সন্তুষ্ট হইল এবং সেই পুত্রটীকে বসুদেবের হস্তে ফিরাইয়া দিয়া বলিল যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান হইতেই তাহার ভয় ; অতএব এই পুত্রটীকে সে আর বধ করিবে না। কিন্তু, ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদ কংসের নিকট আসিয়া কংসকে জানাইলেন—"দৈত্যদিগের বধের জন্য বিরাট আয়োজন হইতেছে। ব্রজবাসী নন্দ, গোপগণ, বসুদেব, দেবকী প্রভৃতি সকলেই দেবতাতুল্য।" নারদের এই কথা শুনিয়া কংস দেবকীর গর্ভজাত প্রত্যেক সন্তানকেই মৃত্যুর কারণ মনে করিল।

ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদ কংসের নিকট এই সকল কথা প্রকাশ করার পর হইতেই বসুদেব, দেবকী, নন্দ, গোপ-গোপী প্রভৃতির উপর কংসের অত্যাচার বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু, ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদকে অনিষ্টের মূল কারণ বলিয়া দোষারোপ করিলে অপরাধ হইবে। কারণ, নারদ সর্বদা জীবের হিতের জন্যই সমস্ত কার্য করিয়া থাকেন। কংসকে ভগবানের দ্বারা বিনাশ করাইয়া তাহার সদ্গতি দান করাইবেন ও যে-সকল বাকি কংসের দ্বারা অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, তাহাদিগকে ভগবানের আবির্ভাবের কথা জ্ঞাপন করিয়া তাহাদের আনন্দ বিধান করিবেন এবং পৃথিবীতে ভক্তগণের প্রতি পাষণ্ডগণের অত্যাচার, ভগবানের ভক্তগণের প্রেম-ব্যাখ্যা প্রভৃতি বহু শিক্ষা বিস্তার করিবেন, এক কার্যের ছলে বহু কার্য সম্পাদন করিবেন,—এই অভিপ্রায়েই নারদ ঐরূপ করিয়াছিলেন।

নারদ চলিয়া গেলে কংস তাহার মন্ত্রীদিগের পরামর্শে যদুগণের রাজা ও নিজের পিতা উগ্রসেনকে ও তাহার পক্ষীয় যাদবদিগকে নানাপ্রকারে যন্ত্রণা প্রদান করিয়া নিজে রাজা হইল। বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া তাঁহাদের সন্তানদিগকে একে একে হত্যা করিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে দেবকীর ছয়টী পুত্র কংসের দ্বারা নিহত হইল। ইহার পর ভগবান্ শ্রীবলরাম দেবকীর সপ্তম গর্ভে প্রবেশ করিলেন। বসুদেবের আর এক পত্নী রোহিণী-দেবীরও গর্ভলক্ষণ প্রকাশিত হইল। কংসের ভয়ে বসুদেব রোহিণীকে গোপনে গোকুলে নন্দের গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। সপ্তম মাসে দেবকীর অপ্রাকৃত গর্ভ যোগমায়ার দ্বারা গোকুলে রোহিণীদেবীর গর্ভে স্থাপিত হইল। তাহাতে মথুরাবাসী সকলে মনে করিলেন যে, দেবকীর সপ্তম গর্ভ কংসের ভয়ে নষ্ট হইয়াছে। মাঘমাসে এই ঘটনা ঘটে। দেবকীর গর্ভে প্রবেশকাল হইতে রোহিণীর গর্ভে অবস্থানকাল পর্যন্ত গণনায় চৌদ্দ মাসে শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত শ্রাবণী পূর্ণিমায় শ্রীবলরাম জগতে প্রকট হন। শ্রীভগবানের আদেশে যোগমায়া দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণীতে স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া দেবকীর সপ্তম গর্ভকে 'সুসঙ্কর্ষণ' এবং তাঁহার কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি লোকের রতি উৎপন্ন হয় বলিয়া তাঁহাকে 'রাম' এবং তাঁহার অপ্রাকৃত বল দেখিয়া তাঁহাকে 'বলভদ্র' বলা হয়।

পূর্বোক্ত মাঘমাসেরই কৃষ্ণপ্রতিপদে শ্রীকৃষ্ণ একই সময় নন্দের পত্নী যশোদাতে ও বসুদেবের পত্নী দেবকীতে আবির্ভূত হন ; তন্মধ্যে স্বাভাবিক বিধানে যোগমায়ার সহিত বিভুজ মধুর-মূর্তিতে নন্দের হৃদয় হইতে যশোদার হৃদয়ে ও বৈধ দীক্ষা-বিধানে চতুর্ভুজ ঐশ্বর্যময়ী মূর্তিতে শ্রীবসুদেবের হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে প্রকাশিত হন। শ্রীভগবান্ দেবকীর

গর্ভরূপে প্রকাশিত হইলে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ কংস না জানিতে পারে, এইরূপভাবে কংসের কারাগারে আসিয়া দেবকীর গর্ভকে স্তব করিতে থাকেন।

এদিকে গোপরাজ নন্দের ভবনে গোকুলপুর দিনের সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু যশোমতীর কোন পুত্র-সন্তান না হওয়ায় নন্দের হৃদয়ে আনন্দ ছিল না। তাঁহারা উভয়েই একদিন রাত্রিতে একটি অপূর্ব স্বপ্ন দেখিতে পাইলেন: তাহাতে জানিতে পারিলেন যে, একটী অপূর্ব শ্যামবর্ণ বালক তাঁহাদের ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতেছে। ইহা দেখিয়া তাঁহারা উভয়েই সংযত হইয়া একবৎসরকাল ঘাদশী-ব্রত পালন করেন। ব্রত পূর্ণ হইলে পূর্ব্বকথিত ঘাদশ মাসের কৃষ্ণপ্রতিপদে নন্দ ও যশোদার নিকট ভগবান স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া এইরূপ বলেন,—"তোমরা আমার নিত্য-ভক্ত। অতএব পুত্রের ন্যায় যে সুকুমার কুমার তোমাদের চিত্তে সর্ব্বদা প্রকাশিত হইতেছেন, তিনি তোমাদেরই নিত্য পুত্র। তোমরা যখন যখন পৃথিবীতে আগমন কর, তখন তখনই তোমাদের এই নিত্য পুত্রটীও জগতে অবতীর্ণ হন। তোমরা দুইজন তাঁহার নিত্যসিদ্ধ জনক-জননী। জগতের জীব কর্ম্ম-ফলে বাধ্য হইয়া জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয়। ঐরূপ ইহার পিতা, পিতা ও সন্তান কেহই নিত্য নহে। এ জন্মের মাতা-পিতা ও পুত্র-কন্যা পূর্ব্বজন্মের মাতা-পিতা ও পুত্র-কন্যা হইতে পৃথক্। ইহারা প্রত্যেকেই কর্ম্মফল-বশে ভোগ-বাসনার অনুরূপ এক একটি দেহ ধারণ করে। কিছু সময়ের জন্য পান্থশালায় পথিকগণের মিলনের ন্যায় ইহাদের মিলন হয়। ইহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা মায়িক ও অনিত্য। পরস্পরের মধ্যে যে আসক্তি, তাহা সংসার ও ক্লেশেরই কারণ। কিন্তু, তোমরা সেইরূপ অনিত্য-দেহধারী নও, তোমরা বিশুদ্ধসত্ত্ব। সেই বিশুদ্ধসত্ত্বের নামই—'বসুদেব'। তোমাদের মধ্যে যিনি আবির্ভূত হন, তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, সর্ব্বকারণের কারণ। তোমাদের নিত্যপুত্রের দেহ ও আত্মাতে ভেদ নাই, তোমাদেরও দেহ ও আত্মাতে সেইরূপ ভেদ নাই। কংস প্রভৃতি দৈত্যগণ ইহা বুঝিতে না পারিয়া তোমাদিগকে ও তোমাদের নিত্যপুত্রকে বধ করিবার দুরাশা পোষণ করে। তোমাদের সেই নিত্যপুত্রের প্রতি যে আসক্তি, তাহাই বাৎসল্য-প্রেম; আর মায়াবদ্ধ জীবের যে, সন্তানের প্রতি আসক্তি, তাহা মায়া ও ক্লেশের আকর। তোমাদের আসক্তি প্রেমানন্দ বর্দ্ধন করে; আর তাহাদের আসক্তি সংসারক্লেশ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। তোমাদের বাৎসল্য-প্রেমেরই বিশুদ্ধ প্রতিচ্ছবি মায়াবদ্ধ মাতা-পিতা ও পুত্রের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তোমাদের সহিত মিলিত হোক ও সর্ব্ব-প্রযত্ন বাৎসল্যরসের ভক্তগণ তোমাদেরই অংশ। বসুদেব ও দেবকীতে সেই নিত্যপুত্রের আবির্ভাব কোন কোন প্রয়োজন-সাধনের জন্য হইয়া থাকে।

ইহা বলিয়া ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন। সেই সময় নন্দ ও যশোদার বোধ হইল যে, তাঁহাদের পুত্রস্থানীয় কুমারটি গোপ-রাজ নন্দের হৃদয় হইতে প্রথমতঃ যশোদার হৃদয়ে ও তৎপরে তাঁহার গর্ভে প্রবেশ করিলেন। পরদিন প্রত্যূষে একটি পরম সুন্দর ব্রহ্মচারী বালকের সহিত এক বৃদ্ধা তাপসী নন্দের ভবনে উপস্থিত হইলেন। এই তাপসীর নাম—পৌর্ণমাসী, আর ব্রহ্মচারীটির নাম—মধুমঙ্গল। পৌর্ণমাসীদেবীর আগমনের সময় হইতেই যশোদার অপ্রাকৃত গর্ভলক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইতে লাগিল।

গত ঘাপর যুগের সন্ধ্যাংশকালে দক্ষিণায়নে বর্ষা ঋতুতে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে বুধবারে রোহিণী নক্ষত্রে নিশীথ-সময়ে শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হইলেন। সেই সময় মথুরাপুরী ও গোকুলপুরীর নরনারী সকলেই যোগনিদ্রায় অভিভূত ছিলেন; গ্রহ, নক্ষত্র, তারকা শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল; সমস্ত প্রকৃতি ও পৃথিবী এক মঙ্গলময় শোভন-রূপে সজ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল; সাধুগণের চিত্ত সুপ্রসন্নভাবে বিভাবিত হইয়াছিল। স্বর্গে দুন্দুভি বাজিতেছিল; দেবতা-গণ আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছিলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজরূপে দেবকী হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলে বসুদেব দেখিলেন, শাস্ত্র যাঁহাকে পুরাণ পুরুষোত্তম বলেন, সেই ভগবানই তাঁহার গৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার অপূর্ব রূপ ও তেজঃ কংস-কারাগারকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। তিনি তখন কৃতাঞ্জলি হইয়া পুত্রকে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবকীও ভগবান্‌কে স্তব করিয়া বলিলেন,—"পাপী কংস যেন আমাতে তোমার জন্ম জানিতে না পারে। আমি তোমার জন্য কংসভয়ে ভীত ও অস্থির-চিত্ত হইয়া পড়িয়াছি। তোমার এই অলৌকিক চতুর্ভুজ রূপ গোপন কর।"

ভগবান্ দেবকীকে বলিলেন,—"এই জন্ম হইতে পূর্ব্ব তৃতীয় জন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুমি পৃশ্নি-নামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে। পিতা বসুদেব তখন সুতপা-নামক প্রজাপতি ছিলেন; তোমাদের তপস্যা ও ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া আমি তোমাদিগের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইব', এই বর দিয়াছিলাম। তোমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করায় আমার নাম 'পৃশ্নিগর্ভ' হইয়াছিল। তাহার পরে দ্বিতীয় জন্মে তোমার নাম অদিতি ও পিতা বসুদেবের নাম কশ্যপ হয়। আমি তোমার গর্ভে বামনরূপে অবতীর্ণ হই। এই তৃতীয় জন্মে সেই আমি তোমাদের বিশ্বাসের জন্য চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হইয়াছি।" শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া দ্বিভুজ বালকরূপ ধারণ করিলেন। দ্বিভুজের মধ্যেই সেই চতুর্ভুজরূপ গুপ্ত হইল। ঠিক্ একই সময় শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে নন্দের গৃহেও যোগমায়ার সহিত আবির্ভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু যোগমায়ার প্রভাবে নন্দালয়ের কেহই তাঁহার সেই আবির্ভাব জানিতে পারেন নাই। বাসুদেব কৃষ্ণের নির্দ্দেশানুসারে পিতা বসুদেব পুত্রকে লইয়া গোকুলে গমন করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। যোগমায়ার প্রভাবে দ্বারপাল ও পুরবাসিগণ সকলেই নিদ্রিত ছিল; কারাগৃহের দ্বারগুলি নিজে নিজেই উন্মুক্ত হইয়া গেল; মেঘ মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিয়া বারি বর্ষণ করিতে লাগিল; অনন্তদেব নিজের ফণার দ্বারা ছত্রের ন্যায় বৃষ্টি হইতে বাসুদেব-কৃষ্ণকে রক্ষা করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অতিশয় প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের মধ্যেও বসুদেব অনায়াসে যমুনা পার হইলেন। সমুদ্র যেমন শ্রীরামচন্দ্রকে পথ প্রদান করিয়াছিল, সেইরূপ যমুনাও বসুদেব নিকটস্থ হইলে অতি সহজেই পথ প্রদান করিলেন। বসুদেব যমুনা পার হইয়া গোকুলে উপস্থিত হইলেন। নন্দালয়ে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, যোগমায়ার প্রভাবে সকলেই গভীর নিদ্রায় মগ্ন। বসুদেব তাঁহার ক্রোড়স্থ শিশুকৃষ্ণকে যশোদার শয্যায় রাখিয়া যশোদার কন্যাকে লইয়া পুনরায় যমুনার পার হইয়া কংসের কারাগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি কন্যাটিকে দেবকীর শয্যায় রাখিয়া দিলেন। তখনই তাঁহার পদস্থ শৃঙ্খলে বদ্ধ ও কারাগৃহের কপাটসমূহ রুদ্ধ হইয়া গেল।

সমস্ত কার্য্যই যখন সমাপ্ত হইয়াছে, তখন অবসর বুঝিয়া কন্যা ক্রন্দন করিলেন। সদ্যপ্রসূত শিশুর রোদনধ্বনির ন্যায় শব্দ শুনিয়া প্রহরি-সমূহ অতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল ও কংসের নিকট গিয়া দেবকীর সন্তান-প্রসবের কথা জানাইল। কংস তৎক্ষণাৎ সূতিকাগৃহের অভিমুখে ধাবিত হইল। কংসকে দেখিয়া দেবকী অতিশয় করুণ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"এই কন্যাটি তোমার পুত্রবধূ হইবে। উহাকে মারিয়া স্ত্রী বধ করা, তোমার উচিত নহে। তুমি আমার ছয়টি শিশুকে হত্যা করিয়াছ, এইবার এই শেষ কন্যাটিকে রক্ষা কর।"

কংস ইহাতে দেবকীকে আরও অধিক তিরস্কার করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে কন্যাটিকে কাড়িয়া লইল ও সদ্যোজাত শিশু কন্যার পদদ্বয় ধরিয়া একটি শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিল। কন্যাটি তৎক্ষণাৎ কংসের হস্ত হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আকাশে দিব্য অষ্টভুজারূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। তাঁহার আটটি হস্তে ধনু, শূল, বাণ, চর্ম্ম, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র ও গদা ছিল। সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা প্রভৃতি সজ্জনগণ নানাপ্রকার উপহার লইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি কংসকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আমাকে মারিতে পারিলেই বা তো'র কি হইত? তো'কে যে হত্যা করিবে, তিনি অন্য কোন স্থানে জন্মিয়াছেন।"

কংস দেবীর এই কথা শুনিয়া পূর্ব্বের 'আকাশবাণী' মিথ্যা হইল ভাবিয়া দেবকী ও বসুদেবকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিল ও নিজের নিষ্ঠুরতার কথা স্মরণ করিয়া অনুশোচনা করিতে লাগিল।

রাত্রি প্রভাত হইলে কংস মন্ত্রীদিগকে ডাকাইয়া সকল বৃত্তান্ত বলিল। দেবতাদ্বেষী মন্ত্রিগণ এবার কংসকে আর এক নূতন পরামর্শ দিল। তাহারা যেখানে যত নগর, গ্রাম ও গোষ্ঠ আছে, সমস্ত স্থান অনুসন্ধান করিয়া দশদিনের কম-বয়স্ক শিশুদিগকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। কারণ, তাহারা মনে করিল—যাঁহাদের মধ্যে কোন না কোন স্থানে কংসের প্রাণ-ঘাতী বিষ্ণুকে অবশ্যই পাওয়া যাইবে। বিষ্ণুকে সম্মুখে না পাইয়া তাহারা বৈষ্ণব ও গো-ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল।

এদিকে যশোমতী শ্রীকৃষ্ণের ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিয়া ও উজ্জ্বল নীলমণিসদৃশ পুত্রকে দেখিয়া বারপরনাই আনন্দিত হইলেন। ক্রমে রোহিণীদেবী, গোপরাজ নন্দ ও পুরবাসী সকলেই এই সংবাদ শুনিয়া উপস্থিত হইলেন। নন্দ-ভবন লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। শিব-ব্রহ্মাদি দেবতাগণ,

দেবীগণ, নারদাদি ঋষিগণ, বৃত্র প্রভৃতি মুনিগণ গোপনে গোকুলে আসিয়া অপূর্বদর্শন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিলেন। চতুর্দিকে আনন্দোৎসব আরম্ভ হইল। এইরূপে গোকুলে নন্দের আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। নন্দ কংসকে বার্ষিক কর প্রদানের জন্য মথুরায় গমন করিয়া তথায় বসুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বসুদেব নন্দকে জানাইলেন যে,—"মথুরাতে অধিক সময় থাকা তাঁহার পক্ষে ভাল নহে, অবিলম্বে গোকুলে ফিরিয়া যাওয়াই উচিত। কারণ, কংসের অনুচরেরা সর্বত্র নানাপ্রকার উৎপাত আরম্ভ করিবে।"

শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত চরিত্র ব্যাসাদি সারগ্রাহী জনগণ নির্মল সমাধিতে সর্বদা দর্শন করিয়াছেন। আধ্যক্ষিক মনীষী, পণ্ডিত, যুক্তিবাদী, নির্বিশেষবাদী অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বুঝিতে পারেন না। অধিক কি, সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মাও শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বুঝিতে না পারিয়া বলিয়াছেন,—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥
—(ভাঃ ১০।১৪।২৯)

হে কৃষ্ণ! তোমার শ্রীপাদপদ্মের কৃপালেশ-প্রাপ্ত ব্যক্তিই কেবল তোমার মহিমার তত্ত্ব জানিতে পারেন। অন্য ব্যক্তি চিরকাল বিচার করিয়াও তাহা কিছুই জানিতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র ও লীলা অপ্রাকৃত রহস্যময়। সারগ্রাহী মহাভাগবতগণের একান্ত শরণাগত হইয়া অকপটে সেবা করিতে করিতে সেই লীলা-শিক্ষামৃতসিন্ধুর বিন্দু স্পর্শ করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্য-শক্তি-সম্পন্ন স্বরাট্ পুরুষোত্তম। তিনি নিত্যমুক্ত বেদ্যবস্তু। সেই ভগবান্ যাঁহাদিগকে নিত্য মাতা-পিতৃরূপে স্বীকার করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, যাঁহারা বাৎসল্যরস-রসিক শুদ্ধ ভক্ত ও রাগাত্মিক ভক্ত, বাহ্যদর্শনে তাঁহাদেরও নানাপ্রকার উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে। ইহাই ভক্ত-চরিত্রের অলঙ্কার। এই সকল আপাত প্রতীয়মান উৎপীড়ন ভক্তগণের বিপ্রলম্ভ-রসেরই পরিপোষক। ইহাতে কৃষ্ণসেবা-বৃত্তি আরও উজ্জীবিত ও সম্প্রকাশিত হয়। কংসরূপ নাস্তিকতার বাবতীয় অত্যাচার সহ্য করিয়া নানা অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে পতিত হইয়া অপ্রাকৃত নিত্যসিদ্ধচক্রূপ অকৃত্রিম স্বর্ণের উজ্জ্বলতাই প্রকাশিত হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান্ যে শুদ্ধসত্ত্বের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছেন, বা নিত্য আবির্ভূত হন, তাঁহাকে কংসরূপ নাস্তিকতার কারাগারে ও নানাপ্রকার উৎপীড়নের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। উচ্ছলিত স্রোতোবেগকে রুদ্ধ করিতে গেলে তাহা যেরূপ অধিকতরবেগে উদ্বেলিত হইয়া পড়ে, অহৈতুক প্রেমস্বভাব ভক্তের সেবাবৃত্তিও বাধাপ্রাপ্ত হইলে সেইরূপ অধিকতর প্রতীব্র হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণলীলা-শিক্ষামৃত বিতরণের জন্যই শ্রীচৈতন্যলীলা-শিক্ষামৃত জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব শ্রীচৈতন্য লীলার আনুগত্য ও শ্রীচৈতন্যজনগণের কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত আস্বাদন করিলে জীবের মঙ্গল হইতে পারে। নতুবা, সেই অমৃতের সন্ধান না পাইয়া চিরতরে বঞ্চিত ও পতিত হইয়া যাইতে হইবে।

বালগোপাল

মথুরামণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছে, ইহা কয়মুনি ধ্যানযোগে জানিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু, কোন্ স্থানে কিরূপ আবির্ভাব, তাহা বিশেষ করিয়া জানিতে পারেন নাই। তিনি শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কথা জানিয়াই তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য মথুরামণ্ডলে ভ্রমণ করিতে করিতে দ্বাদশীর দিন গোকুলে নন্দালয়ে উপস্থিত হইয়া নন্দ মহারাজের গৃহে অতিথি হইলেন। গোপরাজ তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। মুনি বালগোপালের উপাসক ছিলেন। স্ব-হস্তে পাক-কার্য শেষ করিয়া তিনি যতক্ষণ গোপাল-মন্ত্রে নিজ ইষ্টদেবকে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি নিবেদন করিলেন। বালক শ্রীকৃষ্ণ খেলা করিতেছিলেন, কয়মুনি মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্রই বালকৃষ্ণ অকস্মাৎ তথায় আসিয়া একগ্রাস অন্ন তুলিয়া

লইয়া ভোজন করিলেন। ইহা দেখিয়া মুনি 'হায়! হায়!' করিতে করিতে যশোদাকে ডাকিয়া তাঁহার নিকট বালকের ঐরূপ আচরণের কথা জানাইলেন। যশোদা বালকের এইরূপ চঞ্চলতায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বালককে প্রহার করিতে উদ্যতা হইলেন। অজ্ঞান বালকের আচরণ সন্দেহই ক্ষমার যোগ্য বলিয়া মুনি যশোদাকে নিবৃত্ত করিলেন। নন্দ-মহারাজ বালকের ঐরূপ ব্যবহারে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া অনেক অনুরোধ করিয়া মুনিকে পুনরায় পাক করাইলেন। যশোদা পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অন্য গৃহে চলিয়া গেলেন। প্রতিবেশিনীগণ বালক শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—"গোপাল, তুমি এমন দুষ্ট হইয়াছ যে, অতিথি ব্রাহ্মণের ভোগ নষ্ট করিয়া দিলে?" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"আমার কি দোষ? মুনি আমাকে ডাকিল কেন?" তখন প্রতিবেশিনীরা বলিলেন,—"যে ডাকিবে তুমি কি তাহারই অন্ন খাইবে?" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—আমি চিরকালই বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের অন্ন খাইয়া থাকি।" প্রতিবেশিনীরা বালক শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় মুনি পুনরায় গোপাল-অন্নে ভোগ নিবেদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন সকলকে মুগ্ধ করিয়া সকলেরই অলক্ষিতভাবে ধ্যানমগ্ন মুনির সম্মুখস্থ অন্ন পুনরায় হস্তে তুলিয়া লইয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। মুনি চক্ষুঃ উন্মীলন করিয়াই ইহা দেখিতে পাইলেন। এবার মহারাজ নন্দ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রকে তাড়না করিলেন। এবারও মুনি গোপরাজকে নিবারণ করিলেন। মুনির অনুরোধে নন্দ মহারাজ নিবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু লজ্জায় নির্ব্বাক্ ও অধোবদন হইয়া রহিলেন। তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। 'ব্রাহ্মণ বহু পরিশ্রম করিয়া দুইবার রন্ধন করিয়াছেন, আর তাঁহাকে রন্ধন করিতে বলা যায় না। এরূপ চঞ্চল বালক জগতে কি আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়? আর কিরূপেই বা সে সকলের-চক্ষে ধূলি দিয়া এইরূপ কার্য্য করিল!'—নন্দ-মহারাজ মনে মনে এইরূপ ভাবিলেন।

মুনি গোপরাজ নন্দের হৃদয়ের ব্যথা বুঝিতে পারিয়া নিজেই নন্দ মহারাজকে বলিলেন,—"আপনি দুঃখিত হইবেন না, গৃহে ফল-মূলাদি যাহা থাকে, এবার তাহাই দিন। বিধাতা যে দিন যে বিধান করেন, তাহাই ঘটিয়া থাকে। কে ইহার অন্যথা করিতে পারে?" গোপরাজ তৃতীয়বার মুনিকে অনুরোধ করিয়া পাক করাইলেন। ঐ দুষ্ট (?) বালককে লইয়া গিয়া গোপীগণ গৃহের মধ্যে শয়ন করাইয়া রাখিলেন। ঐ গৃহের দ্বার বহির্দ্দেশ হইতে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। কিছুক্ষণ পরে মুনি পাক-সমাধা করিয়া অন্নাদি নিবেদন করিতে লাগিলেন। সকলেই নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এমন সময় কোথা হইতে শ্রীকৃষ্ণ অকস্মাৎ মুনির সমীপে উপস্থিত হইলেন। মুনি দেখিলেন, তাঁহার সমস্ত সতর্কতাই ব্যর্থ হইয়াছে। বালক পূর্ব্বের ন্যায় অন্নগ্রহণে অগ্রসর হইয়াছেন। বালককে দেখিয়া মুনি 'হায়! হায়!' করিয়া উঠিলেন; তখন বালকরূপ বলিতে লাগিলেন,—"ব্রাহ্মণ তুমি ভয় করিতেছ কেন? আমি তোমার আহ্বানে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া এই স্থানে আসিয়াছি।" এই কথা বলিতে বলিতেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে কৃপা করিবার জন্য দিব্য চক্ষুঃ প্রদান করিয়া নিজের স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। মুনি তখন সেই বালকের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া ইনিই যে তাঁহার চিরাভীষ্ট ইষ্টদেব তাহা ভাল জানিতে পারিলেন ও প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন। বালকরূপ শ্রীহস্ত-স্পর্শে মুনিকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। মুনিবর প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বালগোপালের উচ্ছিষ্ট-প্রসাদ ভক্ষণ ও সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে লাগিলেন। মুনির আনন্দ-নৃত্য, ও হুঙ্কারে নন্দ-গৃহের সকলে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন। মুনিবর ভাবাবেশ সম্বরণপূর্ব্বক আচমন করিলেন। বালকরূপ পুনরায় গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ববৎ শয়ন করিয়া রহিলেন। এবার মুনির ভোজন নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইয়াছে জানিয়া গোপরাজ নন্দ বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন।

বালকরূপ এই লীলায় দ্বারা স্বীয়-ভক্ত-বাৎসল্যের আদর্শ প্রকট করিয়াছেন। তিনি জগৎপালক ব্রহ্মাদি দেবতার পালক হইয়াও ভক্তের পালা, স্বয়ং বিশ্বম্ভর হইয়াও ভক্তের দ্রব্য-গ্রহণের জন্য, ভক্তের অন্নে শরীর পোষণের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত; ইহাই মাধুর্য্যময় বিগ্রহের মধুরিমা।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবনে এক বৈদিক বিপ্র অতিথির কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। বিশ্বম্ভর শ্রীগৌরহরি সেই ব্রাহ্মণকে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় তাঁহাই কৃতার্থ করিয়াছিলেন। আধুনিক কতিপয় আবাঙ্মানস, সাহিত্যিক অনুমান-প্রমাণের দ্বারা চালিত হইয়া বলিয়া থাকেন যে, শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণ-লীলার অনুকরণে শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা অঙ্কিত করিয়াছেন।

বস্তুতঃ, কৃষ্ণেরই শ্রীগৌরলীলা ও শ্রীগৌরসুন্দরেরই শ্রীকৃষ্ণ লীলা। উভয় লীলাই অভিন্ন ; একটি মাধুর্য্যময়ী, আর একটি ঔদার্য্যময়ী। গৌরলীলা বদ্ধজীব-জগতের প্রতি অধিকতর কৃপাময়ী। বিশুদ্ধ গৌরহরির লীলা কৃষ্ণের অনুকরণে কল্পিত হয় নাই, বা এই উভয় লীলার কোন লীলাই কল্পিতা নহে। উভয় লীলাই নিত্যসিদ্ধ বাস্তব সত্য। গোলোকের ঔদার্য্য ও মাধুর্য্যময় প্রকোষ্ঠে উভয় লীলা নিত্য বিরাজিত থাকিয়া কৃপাপূর্ব্বক জগতে অবতীর্ণা হইয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের এই সকল লীলা কৃপাপূর্ব্বক জগতে অবতীর্ণ না হইলে এই জগতে আরও কর্ম্মচেষ্টা ও কর্ম্মবীরত্বের আস্ফালন, যাহার অবশ্যম্ভাবিনী পরিণতি ধ্বংস ও জগজ্জঞ্জাল, তাহা অধিকতর বর্দ্ধিত হইত। অধোক্ষজ শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ অবতীর্ণ না হইলে নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণের পোষণ ও সাধকগণের পরিপালন এবং এই হেয় প্রতিফলিত জগতে মায়িক কর্ম্ম-চেষ্টাসমূহের স্বরূপ-উপলব্ধি হইতে পারে না। এই হেয় প্রতিফলিত জগৎ হইতে ব্যতিরেকভাবে নিত্য জগতের সন্ধান পাওয়া যায় ; আর অন্বয়ভাবে ভগবদবতারের লীলা-সমূহ নিত্যজগতের বাস্তবতার সন্ধান প্রদান করে। নিত্য-সিদ্ধ ভক্তগণ গৌরলীলায় কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণলীলায় গৌরলীলা দর্শন করেন ; কিন্তু, রসাভাস বা রসবিরোধ বা লীলাবৈশিষ্ট্য ধ্বংস করেন না। গৌরগোপাল ও কৃষ্ণগোপাল অভিন্ন বস্তু হইলেও উভয় লীলার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। এজন্য শুদ্ধ গৌরভক্তগণ গৌরলীলার মহাবদান্যতা স্বীকার করেন। জনৈক বিজ্ঞ গোপাল-মন্ত্রে কৃষ্ণকে ভোগ প্রদান করিলে গৌরগোপাল ভক্তের অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব গৌরমন্ত্রের আবশ্যকতা নাই,—ইহা যাহারা বলিয়া থাকে, তাহারা লীলা-বৈশিষ্ট্য-অস্বীকারকারী—ন্যূনাধিক প্রচ্ছন্ন নির্ব্বিশেষবাদী। গৌরাবতারের ন্যায় গৌরনাম, গৌরমন্ত্রেরও নিত্য অবতার আছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ও বহির্ম্মুখ মানব-সাধারণ

(৩)

প্রঃ ২০। কৃষ্ণ চরিত্রে লাম্পট্য-কল্পনায় ভারতবর্ষে পাপস্রোতঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রঃ ২০। কৃষ্ণচরিত্র বা কৃষ্ণ কল্পনার কাহারও আসামী নহেন, তাহা বাস্তব সত্য। অচিদ্রাজ্যের জড়-রসে যাহা অত্যন্ত হেয়, চিদ্রাজ্যের চিদ্রসে তাহা অত্যন্ত উপাদেয়। একমাত্র কৃষ্ণেই সম্ভোগের সমন্বয় হয়। তিনি একচেটিয়া ভোক্তা ও একমাত্র ঘরাট্ লীলা পুরুষোত্তম। তাঁহার লাম্পট্য-লীলায় অবিশ্বাসী জীবেরই অবৈধ লাম্পট্য অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদির দাসত্ব অনিবার্য্য। জীবকে অবৈধ রিপুর তাড়না হইতে উদ্ধারের জন্যই কৃষ্ণের কৃপাময়ী লাম্পট্য-লীলা অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব ও চরমুস অভি-ধর্ম্মী শুদ্ধসত্ত্বচরিত্র আচার্য্যগণ কৃষ্ণের লাম্পট্যলীলার ইঙ্গিত সংগ্রহ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বোত্তমা নীতি স্থাপন করিয়াছেন।

আঃ ২১। অবতারবাদ Anthropomorphism, Zoomorphism কিংবা Phytomorphism নহে।

প্রঃ ২১ ঈশ্বরে মানবীয় প্রকৃতির আরোপের নাম Anthropomorphism, পশুপ্রকৃতির আরোপের নাম Zoomorphism ও উদ্ভিৎপ্রকৃতি আরোপের নাম Phytomorphism. শ্রীকৃষ্ণ, রামাদি ভগবদবতার, কূর্ম্মবরাহাদি ভগবদবতার বা তুলসী প্রভৃতি ভক্তাবতার সেইরূপ চিন্তা-স্রোতঃ হইতে উদ্ভূত বলিয়া যে পাশ্চাত্য আধাক্ষিকগণ মনে করেন, তাহা তাহাদের অবতারতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা। অবিচিন্ত্যশক্তি পরমেশ্বর জীবের মানবীয় ও পাশব বিমুখ-প্রবৃত্তি এবং কৃষ্ণাভিমুখ নিরপেক্ষ প্রবৃত্তিকে সেবোন্মুখিনী করিয়া ক্রম-বিকশিত করিবার জন্য এবং অপ্রাকৃত রাজ্যের বিচিত্রতা প্রকাশের জন্য তাঁহার নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত নিত্য-রূপসমূহ প্রকট করেন, তাহা মানবের কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট ব্যাপার নহে।

আঃ ২২। বামন, পরশুরাম, কিংবা মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ অবতারের দ্বারা জগতের কোন হিত হয় নাই। উহা ঔপন্যাসিক গল্প মাত্র।

প্রঃ ৯২। বামন-লীলায় নিহুচ্ছ বেজ্ঞানিক সংঘেষণে বলির আত্মসমর্পণ। সংযোগাতি শিক্ষা, শুক্রাচার্য্যের অপস্বার্থপর কপট দন্তাচার্য্যত্বের কবল হইতে বলিকে উদ্ধার, জীবের আত্মসমর্পণে বৈমুখ্যকে বঞ্চনা করিয়া পরমমঙ্গল-সাধনের আদর্শ-প্রদর্শন; পরশুরাম-লীলায় আসুরিকতা-বিরোধী ক্ষাত্র-বল বা রাজনীতির যথোপযুক্ত সাধন; যজ্ঞাবতারে লীলায় আধ্যাত্মিকতা বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে বিনষ্ট করিয়া শ্রৌত প্রণালীর উদ্ধার-সাধন; কূর্ম্মাবতারেও নির্ব্বিশেষবাদিগণের প্রাকৃত অনুভূতিকে মোহিত করিয়া শরণাগত সুরসঙ্ঘকে অমৃত-প্রদান বরাহাবতারে পঙ্কজ চিরিয়া বা ভোগধর্ম্মনকারী কনকাক্ষের ঘমমন্ত্রতার বিনাশ; নৃসিংহাবতারে চিরিণা (কাঞ্চন) ও কলিপু (লবণ, কাহিনী)। অর্থাৎ কনককাহিনী-সঙ্গের শুদ্ধভক্তদ্বেষীর প্রতীক চিরণাকশিপুর কল্পনার অতীত মৃত্যু-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া অসুর-বিনাশ ও ভক্ত রক্ষার আদর্শ প্রচারিত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা জীবমঙ্গলের আর উচ্চশিক্ষা কি হইতে পারে?

প্রঃ ৯৩। রামচন্দ্র বীর রাবণের হাত হইতে সীতাকে রক্ষা করিতে না পারিয়া কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছেন। আর • • • (জনৈক আধুনিক বীর) পত্নীর প্রতি প্রণয়বশতঃ রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়াও স্ত্রীকে রক্ষা করিয়াছেন।

প্রঃ ৯৩। বদ্ধজীবের ভোগ্যা বৈধ-স্ত্রী-প্রীতি ও কাম-কৈঙ্কর্য্যের অনর্থ-প্রচারের জন্যই সীতারাম-লীলা। কামের তাড়নার প্রবল-উত্তেজনা কামুক-সম্প্রদায়ের নিকট বীরত্ব বলিয়া মনে হইলেও উহার আয়ুঃ বেশী দিন নহে, ইহাই শ্রীরামচন্দ্র দশাননকে যুদ্ধে পাতিত করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ অসুর রাবণ সীতাদেবীকে দর্শন করিতে পারে নাই, সে কেবল ছায়া-সীতা দর্শন করিয়া বিমোহিত হইয়াছিল। কামুকগণ মায়া-মরীচিকাকেই 'সত্য' মনে করে। রামচন্দ্রের অপ্রাকৃত বীরত্ব ও পুরুষোত্তমত্ব নিত্যসিদ্ধ কিন্তু রাবণের কামোত্তেজনা তাহার সাময়িক পুরুষত্বাভিমানকে চরমে নপুংসকতায় পর্য্যবসিত করিয়াছে।

প্রঃ ৯৪। মৃন্ময়ীই চিন্ময়ী হন।

প্রঃ ৯৪। মাটি বা জড় কখনও চিন্ময় বা চেতন হইতে পারে না। জড়ই চিৎ হইয়া যায়, এরূপ কল্পনা অবৈদিক মতবাদ। নির্ব্বিশেষবাদিগণের কথিত চিন্ময়তা জড়জনের ভোগ্যবস্তু। তাহা জড়, চেতন নহে। মৃন্ময়ভাব বা জড়ত্বে চিন্ময়তা নাই। কৃষ্ণিতে পৃথ্বীবৃদ্ধি, ফলে তীর্থবুদ্ধি, রক্তমাংসের খোলসে আত্মবুদ্ধি ভাববাদিগণের ধর্ম্ম। শাস্ত্রগ্রাহিগণ শুদ্ধ-সত্ত্ব এবং তাঁহাদের আরাধ্যবস্তুও পূর্ণচেতন ও শুদ্ধসত্ত্ব।

প্রঃ ৯৪। ভক্তগণের সগুণ ব্রহ্ম।

প্রঃ ৯৫। নির্ব্বিশেষ মায়াবাদিগণ মনে করে, তাহারা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক, আর ভক্তগণ ত্রিগুণ-গুণের সগুণ ব্রহ্মের পূজক! নির্ব্বিশেষ ভাবকেই নির্গুণতা মনে করার চিদ্বিচিত্রতা বা চিদ্বিলাসকে সগুণতা বা গুণের অন্তর্গত বলিয়া ভ্রান্তি হয়; বস্তুতঃ শুদ্ধসত্ত্বই নির্গুণ। সেখানে মিশ্র সত্ত্বগুণেরও প্রভাব নিরস্ত হইয়াছে। বিরজার নির্গুণতা অর্থাৎ ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা নহে। বিরজার উপরে ব্রহ্মলোক; তাহাকে অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠের বিচিত্রতা। বৈকুণ্ঠের উপরে যে গোলোক-বিচিত্রতা তাহা অপমেয়। অপ্রাকৃত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ সেই গোলোকের চিদ্বিলাসী অপ্রাকৃত লীলা-পুরুষোত্তমের অপ্রাকৃত সেবক। অতএব নির্গুণতার সর্ব্বোত্তম অবস্থা বৈষ্ণবগণেরই করতলগত; নির্ব্বিশেষবাদী নির্গুণতার নামে জড়গুণ-ব্যতিরেক ভাবমাত্রকে কল্পনা করে। তদুপরি তাহাদের দর্শনের গতি নাই।

প্রঃ ৯৬। খাদ্যের সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই।

প্রঃ ৯৬। ভক্তগণ সতত শরণাগত; তাঁহাদের প্রত্যেক পদবিক্ষেপ, প্রত্যেক আচার-বিচার, প্রত্যেক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস অধোক্ষজ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অনুকূল। নিজের যে দ্রব্যটি ভাল লাগে—সেই দ্রব্যটি গ্রহণ করিব এবং ভোগ করিয়া উহা 'ব্রহ্মকে আহুতি দিতেছি' কল্পনা করিব—এরূপ অভক্তি-পর নির্ব্বিশেষ বিচার ভক্তগণের নহে। মায়াবাদিগণের উপাস্য —ঠুঁটোরাম। কাজেই ইন্দ্রিয়বান্-রূপে অধোক্ষজ ভগবান্ কোন বস্তু গ্রহণ করিতে না পারায় (?) ভোগের ঘেরতা বাহ্য ও গুপ্তভাবে জীবেরই ঘাড়ে পতিত হয়, জীবকে বদ্ধ-দশায় কবলিত করে, কিন্তু ভগবান্ যে-সকল প্রিয়দ্রব্য শাস্ত্র-দ্বারে তাঁহার ভোগ্য নৈবেদ্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, সেই-সকল বস্তুর কৃষ্ণভোগাবশেষ—যোগ্যতানুসারে সম্মান করিয়া ভগবদ্ভক্তগণ কৃষ্ণতনাত্মকূল জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। 'তাম্বূলাদি দ্রব্য ভগবানের ভোগ্য হইলেও তাহাতে অনর্থ-যুক্ত আমার যোগ্যতা নাই'—এই বিচারে অনেকে তাহা নমস্কার করিয়া রাখিয়া দেয়। কৃষ্ণের উত্তম ভক্তগণের

উচ্ছিষ্টই সেবকগণ শরণাগত কুক্কুরের ন্যায় গ্রহণ করিয়া হরিজনানুকূল জীবন যাপন করেন।

মাঃ ৯৭। বৈষ্ণবেরা লাউর ডগা খায়, তাহাতেও ত' জীবহিংসা হয়।

প্রঃ ৯৭। বৈষ্ণবগণ নিরামিষ বা আমিষভোজী নহেন, বৈষ্ণবগণ হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করেন না; কারণ, হবিষ্যান্ন প্রাকৃত ও উহার ভোক্তা জীব। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর উচ্ছিষ্ট, যাহা বিষ্ণুর প্রিয় সেবকগণ ভোজন করিয়া অবশিষ্ট রাখেন, তাহাই নিত্যসেব্যজ্ঞানে সম্মান করেন। বৈষ্ণবের বিচার—'প্রসাদ আমাকে ভোজন করেন, আমি প্রসাদকে ভোজন করিতে পারি না। প্রসাদ সেব্য, আমি ভোগ্য।' কনিষ্ঠাধিকারী অর্চ্চার নিকট মন্ত্রের দ্বারা ভগবানের প্রিয় ও শাস্ত্রের ব্যবস্থিত বস্তুসমূহ নিবেদন করিয়া প্রসাদজ্ঞানে সেবা করেন। মধ্যমাধিকারী অর্চ্চার নিকট নৈবেদ্য না নিয়াও নিজে নিজে মন্ত্রের দ্বারা নিবেদন করিয়া ভগবৎপ্রসাদবুদ্ধিতে গ্রহণ করেন, আর উত্তমাধিকারীর সম্বন্ধে দর্শন ও বিচার এই যে,—কৃষ্ণ নিজে গ্রহণ করিয়া সেই উচ্ছিষ্ট তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। অতএব বৈষ্ণবগণকে নিরামিষ বা খতোহারীর ন্যায় কৃষ্ণভক্তির প্রাণ বধ করিয়া বা ঘাসপাত পোকা, মাকড়ের প্রতি হিংসা করিয়া নিজের ভরবিলে কিছু ভোগ আহরণ করিতে হয় না।

মাঃ ৯৮। চা-পানে কলঙ্ক তুলিনী ভাসে।

প্রঃ ৯৮। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—তাস, পাশা প্রভৃতি দ্যূতক্রীড়া, যাবতীয় নেশা—পান, অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গ, বৈধ-স্ত্রীতে আসক্তি, পশুবধ এই সকলের মধ্যে সাক্ষাৎ কলি বাস করে। অতএব যাহারা চা-পান, গঞ্জিকা-সেবন কিংবা তাম্র-কূটের ধূমোদ্গীরণের প্রতিযোগিতা দ্বারা সাধুত্ব নির্ণয় করিতে চাহে, তাহাদের বিচার ভাগবতধর্ম্মের বিরোধী কলির বিচার মাত্র। যাঁহার কৃষ্ণসেবায় নেশা হইয়াছে, তাঁহার কখনও কলির স্থানে নেশা নাই। অভক্ত হটযোগী ও রাজযোগী পরমেশ্বরের ইন্দ্রিয়-তর্পণচেষ্টায় বিমুখ হইয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকে ঐরূপ নানা কথার আবরণে চালাইবার চেষ্টা করে।

মাঃ ৯৯। (বহির্মুখ) সমাজের অস্পৃশ্য ও নির্য্যাতিত জাতিগণ হরিজন।

প্রঃ ৯৯। জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ অপ্রাকৃত হরির জন, অর্থাৎ ভগবানের নিত্যদাস। কিন্তু যাহারা স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া মায়ার কার্য্যে লিপ্ত, তাহাদের ভগবানের 'দাসানুদাস' অভিমান নাই,—নাই বলিয়াই তাহারা ভগবানের সেবকগণের সেবা ছাড়িয়া মায়ার বহুরূপী সেবায় ব্যস্ত এবং মায়ার উচ্চতা ও নীচতা লইয়া ব্যতিব্যস্ত। এজন্য যাহাদের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তাহারাই হরিজন পদবাচ্য, তাহারাই হরির নিজজন। আর মায়ার সেবায় তন্ময় হরিসেবাবিমুখ ব্যক্তি হরিসেবা হইতে বহুদূরে। মেথর মুদ্ফরাসকে 'হরিজন' বলা নাস্তিকতার চরম; ইহা অপ্রাকৃত হরিজনগণের চরণে অপরাধ। যিনি জন্মদাতা, তাঁহাকেই জনক বলিতে পারি, কিন্তু, যাহাতে জনকত্ব নাই, তাহাকে বা তাহাদিগকে জনক বলা, 'জনক' শব্দের অপব্যবহার। অতএব 'হরি' শব্দ যেমন এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের জন্য একচেটিয়া, তদ্রূপ 'হরিজন' শব্দও শ্রীহরির সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত ভক্তগণের জন্যই একচেটিয়া। কভু ঠাকুর, ঠাকুর হরিদাস বা শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট—ইহারা সকলেই অপ্রাকৃত হরিজন বটে। কিন্তু, হরি-বিমুখ কৃষ্ণমায়ী, ব্রেজ্ঞ বা হরিবিমুখ ব্রাহ্মণ নামধারী কেহই 'হরিজন' নহে—তাহারা মায়াজন।

মাঃ ১০০। ইনি চণ্ডাল বৈষ্ণব; ইনি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব।

প্রঃ ১০০। বৈষ্ণব চণ্ডাল বা তথাকথিত ব্রাহ্মণ নহেন। তবে বৈষ্ণব যে কোন কুলেই আবির্ভূত হইতে পারেন। যখন কাহারও সেবোন্মুখতা প্রকাশিত হয় তখন আর তাঁহাকে কপটতা বাধ্য সামাজিক জাতির মধ্যে 'আবদ্ধ করা যায় না; কাজেই 'চণ্ডাল বৈষ্ণব' ও 'ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব' কথাটি মাটির সোণার বাটির ন্যায় নিরর্থক শব্দ।

মাঃ ১০১। গ্রামা কবীন্দ্র-জয়ন্তী, গ্রামা সাহিত্যিকের জয়ন্তী, কংগ্রেস-জয়ন্তী, কৃষ্ণ-জয়ন্তী ও শ্রীচৈতন্য-জয়ন্তী—সকলই বীরপূজার আদর্শ।

প্রঃ ১০১। শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসের অষ্টমীতে রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হইলে তাহাকে 'জয়ন্তী' তিথি বলে। স্বয়ং-রূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে রোহিণী নক্ষত্র সংযুক্ত অষ্টমী তিথিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাকেই 'জয়ন্তী' বলে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিই 'জয়ন্তী' এই নামটি সম্বন্ধজ্ঞান সংরক্ষণ করিয়াছে। ভোগী, কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর, দেশনেতা, সমাজ-নেতা বা জাগতিক ভোগবর্দ্ধনকারী প্রতিষ্ঠানাদির জন্মদিনকে কিংবা যে-সকল শুক্ল মাংসের কল্পিত জীব বদ্ধ জীবের খাদ্য অবতার প্রভৃতি বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, তাহাদের কখনও

ভোগের জন্য ত্রিতাপে প্রবেশের প্রথম দিন বা তিথিকে 'অমন্তী' বলা একান্তভাবে অজ্ঞতা ও অত্যন্ত হরিবিমুখতা। ইহা শ্রীকৃষ্ণ-জন্মতিথির চরণে অপরাধ; ফলে ঐরূপ ব্যক্তিকে কোটি কোটি জন্ম হরিবিমুখ থাকিয়া কর্মফল ভোগ করিতে হইবে। আর অপ্রাকৃত কৃষ্ণজনের আনুগত্যে কৃষ্ণজন্মতিথির সেবা করিলে চরমমঙ্গল লাভ হইবে।

প্রঃ ১০২। মাতা-পিতার, কল্পিত সাধুগুরুর, কল্পিত অবতারের, পার্থিব বীরের, কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-ব্রতীর, দেব-দেবী বা ভূতেশ্বরীর ছবি-পূজা ও নিযুক্ত ভগবদ্ভজনগণের ও ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ আচার্য্যাবতারের অপ্রাকৃত আলেখ্য-পূজা এক, অথবা সাধক ও নিত্যসিদ্ধের আলেখ্য এক-জাতীয়।

প্রঃ ১০২। তথাকথিত মাতা পিতা বন্ধুজনের বন্ধুদশায় ভজন; তাহারা অপ্রাকৃত হরিসেবা অর্থাৎ আত্মানুশীলনের ভজন নহেন। সৌভাগ্যক্রমে কদাচিৎ যদি কোন মাতাপিতা পারমার্থিক গুরু হন, তখন আর তাঁহাদিগের প্রতি 'মাতা-পিতা' বুদ্ধি অর্থাৎ দৈহিক সম্বন্ধ লইয়া কোন প্রকার আসক্তি বা মোহ থাকে না। কিন্তু হরিবিমুখ মাতাপিতা, অথবা উদ্ভটতার ছদ্মপ্রদর্শন-পূর্ব্বক মোহবিস্তারকারী মাতাপিতা, কিংবা জাগতিক কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর প্রভৃতি সকলেই বদ্ধজীব। তাহাদের দেহ ও দেহীতে ভেদ আছে। ইহাদের ছবি পূজা—বদ্ধজীবের 'কুপণ', বা 'ভোলন'-পূজা অর্থাৎ পৌত্তলিকতা। উহার সহিত নিত্যসিদ্ধ আচার্য্য বা গুরুবর্গের আলেখ্যাবতারের পূজা এক নহে। একটিতে ভক্তিবৃদ্ধি হয় আর একটিতে অভক্তি অর্থাৎ হরাসক্তির বর্দ্ধন হয়। অধিকি কি, অনর্থযুক্ত সাধক জীব, যাহার দেহ দেহীতে ভেদ আছে, তাহার আলেখ্য ও নিত্যসিদ্ধ গুরুপাদ-পদ্মের আলেখ্য এক নহে।

প্রঃ ১০৩। ভোগীর প্রতিযোগী ত্যাগীই সাধু।

প্রঃ ১০৩। প্রকৃত সাধু ভোগী ও ত্যাগীর প্রতিযোগী নহেন। ভোগ ও ত্যাগ পিশাচীকে যে মহাপুরুষ পৃথিবীর লোকের ঘাড় হইতে চিরতরে উপদেশ মন্ত্রে বিতাড়িত করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত সাধুপদবাচ্য। লোকের ধারণা—সাধুর আচরণ ভোগীর আচরণের বিপরীত হইবে। অর্থাৎ ভোগী যখন অট্টালিকায় বাস করেন, গাড়ী-ঘোড়ায় চড়েন, কাঞ্চন পরেন, অর্থাদি স্পর্শ করেন, কথাবার্ত্তা বলেন, তখন সাধুর ঐ সকল কিছুই থাকিবে না। কিন্তু, ঐগুলি না থাকিলেই সাধুত্বের পরিচয় হয় না। ঐ গুলিকে যিনি জগন্মঙ্গল কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের বাহন করিয়া সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ অধোক্ষজ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তর্পণ করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত সাধু।

প্রঃ ১০৪। যিনি ভাবী শত সহস্র বা ততোঽধিক বৎসরের চিন্তাধারার অগ্রগতি বিধান করিতে পারেন, তিনিই জগৎপূজ্য যুগাচার্য্য হইতে পারেন।

প্রঃ ১০৪। ভাবী জগতের চিন্তাস্রোতের অগ্রগতি শাস্ত্র হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, এইরূপ সিদ্ধান্ত কলি বা তর্কযুগের জগন্নাশকর চিন্তাস্রোতঃ মাত্র। সহস্র বৎসর পরে কলিতে যে-সকল রজোগুণোত্থ আচার ও মনোধর্ম্মের স্রোতঃ প্রবর্ত্তিত ও প্রবাহিত হইবে, তাহা সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই যদি কেহ মানবজাতির মধ্যে সংক্রামিত করিয়া দেন, তাহা হইলে সেইরূপ রজোগুণোদ্দীপ্ত চিন্তাধারার উত্তেজনা, আসুরিকতার অগ্রগতি মাত্র। এইরূপ আসুরিকতার প্রবর্ত্তন-কারী যুগাচার্য্য বটে, অর্থাৎ কলিযুগেরই অধিনায়ক বা স্বয়ং কলি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাত্বত আচার্য্যগণ সকলেই শুদ্ধ সনাতন স্রোত চিন্তাধারাই সেবা-বৈশিষ্ট্যের সহিত প্রকাশিত করিয়া-ছেন। কলির ভবিষ্য আচারের অগ্রগতি সাধন করিয়া কেহ যুগবিশেষকে সহস্র বৎসর অগ্রগামী করিয়া দেন নাই।

প্রঃ ১০৫। ফল্গুত্যাগই—আচরণ, কর্ম্মবীরত্বই—বাস্ত-বতা, ভক্তিসিদ্ধান্তানুশীলন Intellectualism (বোধশক্তির ব্যায়ামবিশেষ) বা Idealism (আদর্শ-ভাববাদ)।

প্রঃ ১০৫। ভক্তিসিদ্ধান্তানুশীলন ব্যাপারটী Intellectualism বা Idealism নহে। তাহা বাস্তব আচরণেরই সহগামী বস্তু। যেখানে ভক্তিসিদ্ধান্তের চর্চ্চা (?) রূপ পাণ্ডিত্যবিলাস আছে; অথচ, আচরণ নাই, সেখানে সিদ্ধান্ত-বিরোধ উপস্থিত হইবেই হইবে। তবে কোন কোন সময় ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারপ্রচেষ্টায় ভক্তিসিদ্ধান্তানুযায়ী আচরণ যে পূর্ণভাবে দেখা যায় না, তাহাও অন্তাভিলাষ রহিত হইয়া ভক্তিসিদ্ধান্তানুশীলনের দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করে। ভক্তি-সিদ্ধান্তানুশীলন পরিত্যাগ করিয়া প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ে, এমন কি অনেক কর্ম্মী, জ্ঞানি-সম্প্রদায়ে যে আচরণের অভি-নয় দেখা যায়, তাহা কর্ম্মবীরত্ব মাত্র।

প্রঃ ১০৬। গাঙ্গাবাসীশতাই হরিকীর্ত্তন বা হরিভজন।

প্রঃ ১০৬। ভক্তিসিদ্ধান্ত-কীর্ত্তন হরিকীর্ত্তন বা হরি-ভজন হইতে পৃথক্ নহে। তাহা পরোপদেশে পাণ্ডিত্য বিলাস বা বাক্যবাগীশতা নহে। যেখানে হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবা-বিহীন বাক্যবাগীশতা, সেখানেই কনক-কামিনী প্রাতষ্ঠাশার উদয়। সেই বাক্যবাগীশতায় সিদ্ধান্ত-বিরোধ ঘটিবেই ঘটিবে।

মাঃ ১০৭। ভক্তিমঠ-মন্দির-নির্ম্মাণকারী অপেক্ষা ভক্তিগ্রন্থ-লেখক বা বক্তা শ্রেষ্ঠ; অথবা লেখক বা বক্তা হইতে মঠ নির্ম্মাণকারী শ্রেষ্ঠ।

প্রঃ ১০৭। এই সকল বিচার স্থূলবুদ্ধির পরিচায়ক। যেখানে হরিসেবায় ভোক্তৃত্বাভিমানরূপ বিবর্ত্ত, সেখানেই ভোক্তাভিমানীর বলাধ্যবোধ ও অন্নজ্ঞানের বিচিত্রতায় ভেদবুদ্ধি। ইট-পাথরের ভারবাহী অপেক্ষা কাগজের ভারবাহী শ্রেষ্ঠ, অথবা কাগজের ভারবাহী অপেক্ষা ইটপাথরের ভারবাহী শ্রেষ্ঠ, এই উভয় বিচারই ভারবাহিতার পরিচায়ক। সারগ্রাহী ঐরূপ দ্বন্দ্বের অতীত হইয়া যাহাতে সর্ব্বোপরি শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন জয়-যুক্ত হন, সেইরূপ হৃষীকেশ-তর্পণময়ী সেবাই আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে অনুশীলন করিয়া থাকেন।

মাঃ ১০৮। ভক্তিগ্রন্থ লেখক অপেক্ষা মুখে ভক্তির কথা-প্রচারকারীর অধিক মহত্ত্ব; অথবা কথক অপেক্ষা ভক্তিগ্রন্থলেখক জগতের অধিক উপকারক।

প্রঃ ১০৮। যাহাদের অন্নজ্ঞানের বিচিত্রতায় ভেদ-বুদ্ধি, তাহারা কেহ কেহ বলেন,—যাহারা দ্বারে দ্বারে হরিকথা প্রচার করেন, তাহারা সাক্ষাদ্ভাবে অনেক বিরোধি-লোকের সম্মুখীন হইয়া তাহাদের আক্রমণ সহ্য করিয়া নানাভাবে লাঞ্ছিত হইয়া, তাহাদের নানাপ্রকার প্রশ্নের সমাধান করিয়া সদ্ভাকণা প্রচার বা ভিক্ষাদি সংগ্রহ করেন বলিয়া তাহাদের অধিকতর বীরত্ব। আর যাহারা নিজের দুর্গের মধ্যে বসিয়া লোকের নিকট হরিকথা বলেন কিংবা গ্রন্থ ও পত্রিকাদি লিখেন তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় বীর নহেন। অথবা তাঁহাদের ততটা বাধা বিপত্তি সহ্য করিতে হয় না। বস্তুতঃ, এই উভয় প্রকার প্রচারক যদি নিষ্কপট, গুরুসৈবক-নিষ্ঠ, আচরণশীল, নিরপেক্ষ ও নির্ভীক বক্তা হন, তবেই তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের সেনাপতিত্ব করিতে পারেন। নিত্যানন্দ প্রভু ও ঠাকুর হরিদাস যেরূপ প্রত্যেক জীবের দ্বারে দ্বারে হরিকথা প্রচার করিয়া মহাপ্রভুর সেনাপতিত্ব করিয়াছিলেন, শ্রীরূপ-সনাতন একান্তে বসিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়া তদপেক্ষা কম জীবে দয়া করেন নাই বা তাঁহাদের সেনাপতিত্ব বা সেবাবীরত্ব কিছু কম ছিল, তাহা নহে। প্রকৃতি-কল্পিত কর্ত্তৃত্বাভিমান হইতেই গুরুদাসের বিচিত্রতায় ভেদবুদ্ধি ও মৎসরতার উদয় হয়।

মাঃ ১০৯। শিখই বর্ণ ও আশ্রম।

প্রঃ ১০৯। শিখই বর্ণ ও আশ্রমের পরিচায়ক নহে, 'বেণুভির্ন্নডবেৎ যতিঃ'। কেবল দণ্ড ধারণ করিলেই সন্ন্যাসী হয় না, সূত্র ধারণ করিলেই ব্রাহ্মণ হয় না, সাদা কাপড় পরিলেই গৃহস্থ বা পরমহংস হয় না। নিষ্কিঞ্চন ভাগবত-পরম-হংসের একান্ত সেবাময় আনুগত্যই বৈষ্ণবর্ণাশ্রমীর পরিচয়। পরমহংস গুরুপাদপদ্মের সেবাই একমাত্র বৈষ্ণবর্ণাশ্রমীর ধর্ম্ম। বৈষ্ণবর্ণাশ্রমী সকলেই বৃন্দাদেবীর গুরুপাদপদ্মের সেবা ও তুরুকলেবানিষ্ঠারূপ স্বরূপ-লক্ষণযুক্ত।

মাঃ ১১০। বিষ্ঠা ও চন্দনে যাহার সমজ্ঞান, মাটি ও টাকায় যাহার সমজ্ঞান, চাউল ও ভাষণে যাহার সমজ্ঞান, বেশ্যা ও সতীতে যাহার সমজ্ঞান, জীবে ও ব্রহ্মে যাহার সমজ্ঞান, চেতন ও অচেতনে যাহার সমজ্ঞা, তিনিই পরমহংস।

প্রঃ ১১০। যিনি চেতনাচেতন সকলভাবে অর্থাৎ অন্ন-রক্ষা বহিরঙ্গা শক্তির পরিণামে পরমাত্মা ভগবানের ভাবসমূহ দর্শন করেন, চেতনাচেতন সকলকেই ভগবৎপরমাত্মার অবস্থিতি দেখেন, সেইরূপ মহাভাগবতই পরমহংস। ব্রজদেবী-গণের "যদনন্তস্তরং আকৃতি"। ভাঃ ১০।৩৫।১৯) "নন্দসুতা-স্তনুধাম।" (ভাঃ ১০।২১।১৫) ও "কুররি বিলপসি" (১০। ৯০।১৫) ইত্যাদি শ্লোকোক্ত ভাবই পরমহংস মহাভাগবতের লক্ষণ। যিনি স্বীয় হৃদয়ে প্রণয়রসন দ্বারা ভগবৎপাদপদ্ম সর্ব্বদা আবদ্ধ করিয়াছেন, সাক্ষাৎ হরি যাঁহার হৃদয়কে কখনও পরিত্যাগ করেন না সেইরূপ মহাভাগবতই পরমহংস। সনক, সনন্দন, শুকাদি পরমহংস-শিরোমণিগণ ব্রহ্মজ্ঞানাদি বা আত্মারামতাকেও বর্জ্জন করিয়া অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনকেই সম্বল করিয়াছিলেন। অতএব পরমহংসের সকল বস্তুতেই সেবাজ্ঞান থাকায়, তিনি সকলকেই গুরুবস্তুরূপে দর্শন করেন। তাহা নির্ব্বিশেষবাদী বা কৃত্রিম পন্থীর (যোগী, জ্ঞানীর) বিষ্ঠা ও চন্দনে, বেশ্যা ও সতীতে সমজ্ঞানের আদর্শ নহে।

মাঃ ১১১। এক বেহে গৌড়ামির ন্যায় অনর্থ আর কিছু নাই।

প্রঃ ১১১। এক—এক—এক। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এক অদ্বিতীয় পরতত্ত্ববস্তু। তিনিই অসমোর্দ্ধ, তিনিই অধোক্ষজ ব্রহ্মে ব্রজেন্দ্রনন্দন। তাঁহার সহিত জীবের একমাত্র সম্বন্ধ—নিত্যদাস্য। একমাত্র অভিধেয়—শুদ্ধভক্তি, আর একমাত্র প্রয়োজন—প্রেম। এক নিত্যদাস্যস্বরূপ সম্বন্ধ-জ্ঞানই শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর সম্বন্ধ-জ্ঞান বিচিত্রতায় প্রকাশিত। এক শুদ্ধভক্তি—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদনাদি অভিধেয়-বিচিত্রতায় প্রকাশিত। এক প্রেম—স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাবাদি প্রয়োজন বিচিত্রতায় প্রকাশিত। পরমাত্মজ্ঞান বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানাদি সম্বন্ধ-জ্ঞান নহে। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যাদির চেষ্টা ভক্তির বিচিত্রতা নহে। নির্ব্বাণ, পরিনির্ব্বাণ, কৈবল্য, চিন্মাত্রানুভূতি অচিন্মাত্রানুভূতি প্রভৃতি প্রেমের বিচিত্রতা নহে। পাতিব্রত্য অনর্থ বা সঙ্কীর্ণতা নহে। স্বৈরিণীর বস্তু-রঞ্জনেচ্ছাচেষ্টা অনর্থ ও সঙ্কীর্ণতা।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের হরিকীর্ত্তন-স্মরণোৎসব

গত ১২শে শ্রাবণ বুধবার শ্রীপবিত্রারোপণী একাদশী ও শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর বিরহতিথি হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক শ্রীহরি কীর্ত্তন-স্মরণোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। গৌড়ীয়-মিশনের সভাপতি বড়ির সেবোদ্যোগে কলিকাতা নগরীতে শ্রীনাম-প্রচার, সায়ংকাল-ভবনেশ্বরে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-ব্যাখ্যা, শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি একাদ্য নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। সমগ্র ভারত ও বঙ্গদেশ হইতে বহু নিকপট ভক্ত, বৈষ্ণব ও সজ্জন এই উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে আত্মমঙ্গল-বরণে পরমোৎসাহী হইয়াছেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার বর্ত্তমান পাত্রত্রাজ বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণি শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদে ও পরি-চালনায় শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর মনোহভীষ্ট অব্যাহত প্রচারিত হইতেছে। 'বহ্বারম্ভ' বা পণ্ডশ্রমোদ্যমের পরিবর্ত্তে অপ্রাকৃত শ্রীহরিজনগণের আদর্শ অনুসরণ ও তাঁহাদের অনুগতো শ্রীগৌরভক্তের ইন্দ্রিয়তর্পণ অর্থাৎ ভগবদ্বৈমুখ্যরূপে আত্ম-সমর্পণের আরতির অনুশীলন হইতেছে। পরমপূজ্য-পাদ শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ বঙ্গদেশে ও বোম্বাই প্রদেশে হরিকথা-প্রচারার্থ শুভবিজয় করিয়াছিলেন। তথা হইতে তিনিও ফিরিয়া কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে যোগ-দান করিতেছেন। ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব ও তিরো-ভাব-তিথি-উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ অধিবেশন ও শুদ্ধবৈষ্ণব গণের শ্রীমুখনিঃসৃত অভিভাষণাদি হইতেছে।

গত ১লা ভাদ্র শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাবতিথি-উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মিশনের প্রত্যেক শুদ্ধভক্ত-সঙ্ঘাবাসে ও কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অহোরাত্র সর্ব্বৈষ্ণবসভা শ্রীবলদেব প্রভুর গাথা-কীর্ত্তন ও স্মরণমুখে উপবাসব্রত পালিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর ন্যায় 'শ্রীবলদেব-জয়ন্তী' পূজ-নীয়া; ইহা শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবন বর্ণন করিয়াছেন,—

সর্ব্বযাত্রা-মঙ্গল এই দুই পুণ্যতিথি।
সর্ব্বশুভলগ্ন অধিষ্ঠান হয় যাঁহি॥
এতেকে এই দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন॥

(চৈঃ ভাঃ আ ৩।৪৬-৪৭)

শ্রীল প্রভুপাদ এই পদের গৌড়ীয় ভাষ্যে বলিয়াছেন,—"(ব্রহ্মপুরাণে—) 'বিষ্ণুতিথৌ যেচিন্ত্য বস্ত্রাঃ কলিযুগে জনাঃ। যেঽর্চ্চয়ন্তি হরেঃ দেবেশং জাগ্রন্তঃ সমুপোষিতাঃ॥ ন তেষাং বিদ্যতে কাপি সংসারবন্ধমুদ্বণম্। বয় স্তিষ্ঠন্তি তে দেবে কলিত্রয় ন তিষ্ঠন্তি॥ অতাং সনাতনঃ সাক্ষাৎ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ। অবতীর্ণঃ দ্বিজৌ সৈবা মুক্তিদেতি কিমদ্ভুতম্॥

ইত্যেষ পরং ভেদ ইত্যেষ পরং তথা। ইত্যেব পরো ধর্ম্মো বিষ্ণুভক্তিবাধনম্॥

এই দুই পুণ্য-তিথি—অর্থাৎ ভাদ্রী শুক্লা ত্রয়োদশী ও ফাল্গুনী পূর্ণিমা, এই তিথিদ্বয়ের সেবা করিলে বহুজীবের অবিদ্যাবন্ধন ছিন্ন হয় এবং কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি উন্মেষিতা হয়। এই তিথিদ্বয়—জন্মাষ্টমীব্রত বা ভগবদাবির্ভাব-দিবস; উপোষণ প্রভৃতি দ্বারা এবং মহোৎসবাদি-দ্বারা এই তিথি-দ্বয়ের সেবা হয়।"

উপবাসের দ্বারা এই 'জয়ন্তী'-ব্রত পালন করিতে হয়। কোন কোন ব্যক্তি এইরূপ পাষণ্ডমত পোষণ করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীতে উপবাসাদি বিধি থাকিলেও শ্রীবলদেব-জয়ন্তী-তিথিতে সেইরূপ অনুষ্ঠানের কথা শাস্ত্রে নাই। আবার কোন কোন ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীতে উপবাস-ব্রতের কথা স্বীকার করিলেও মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্য-লীলা-অবতার শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-তিথিতে উপবাসাদির বিচার গ্রহণ করে না। এই-সকল মত দেহাত্মবাদী কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের বিচারের অনুকরণ ও দেহাবাসতা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীবলদেবাবির্ভাবে ও প্রত্যেক বিষ্ণু-তত্ত্বের আবির্ভাব-তিথিতে উপবাসাদির দ্বারা সাধুসঙ্গে কীর্ত্তন-মুখে ঐসকল পরমারাধ্যা তিথির পূজা করিতে হয়। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবে এইসকল মাধবতিথির সম্মান ও আরাধনা হইতেছে।

আগামী পরশ্ব শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস। যাহাতে আমাদের হৃদয় হইতে নির্ব্বিশেষবাদ বা নাস্তিকতা রূপের চরমরূপিণী বহুরূপিণী আধ্যক্ষিকতা বিতাড়িত হয়, যাহাতে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় চিত্তটি শুদ্ধসত্ত্ব বসুদেব হয়, তদ্বিষয়ে অকপট-আর্ত্তির সহিত প্রতিমুহূর্ত্তে আত্মনিবেদন করা কর্ত্তব্য। আধ্যক্ষিকতার ন্যায় সর্ব্বগ্রাসিনী রাক্ষসী আর দ্বিতীয় নাই। এই মায়াবিনী পিশাচী সাধকের বল-ভক্তিকে নানা প্রলোভনের দ্বারা বিনাশ করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। একমাত্র শ্রীবলদেবের কৃপা ব্যতীত এই পিশাচীর হস্ত হইতে দৈহিক ও মানসিক বলের দ্বারা কেহ পরিত্রাণ পাইতে পারে না।

আমার হৃদয় এই আধ্যক্ষিকতার কবলে কবলিত। তাই শ্রীগুরুবৈষ্ণবে বিশ্বাস নাই। বিশ্বাসাভাস অকপোদয়ের ন্যায় প্রকাশ হইবা-মাত্র আধ্যক্ষিকতার ছায়া ও মেঘ আসিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ আভাসটুকুকেও আবৃত করিয়া ফেলে, সুদৃঢ়-শ্রদ্ধা উদিত হইতে পারে না। ইহার মূলে দেখিতে পাই, আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিকামনাই প্রবলা। যে ব্যক্তি আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে পারে, আমার প্রচুর লাভ, পূজা-প্রতিষ্ঠা কামনা, আমার নানাপ্রকার অনর্থ-ব্যাধিতে ইন্ধন প্রদান করিতে পারে, তাহার প্রতিই আমার অনুরাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যিনি আমাকে সংশোধন, শাসন, দণ্ডদান করিয়া জন্ম-জন্মান্তরের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-কামনারূপ ব্যাধিকে নির্ম্মূল করিতে চাহেন, তৎপ্রতি আমি শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়ি। এই দুশ্চিকিৎস্য রোগের চিকিৎসার ভার নিজ-হস্তে থাকিলে ব্যাধি আরও কঠিন হইয়া পড়ে। শ্রীশ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের কৃপার অনুক্ষণ আরতি ব্যতীত ইহা হইতে উদ্ধার-লাভের আর কোন উপায় নাই। শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীব্রতোপবাসের পর দিবস শ্রীনন্দোৎসব বা শ্রীনন্দের সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের দিন। যাহাদের দেহ, গেহ, চক্ষু, হৃক্, পুঁজ, ক্লেদ, বিষ্ঠা, মূত্র প্রভৃতিতে আনন্দ, কিংবা লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিতে আনন্দের অনুভূতি; তাহারা কি করিয়া অপ্রাকৃত শ্রীনন্দের আনন্দের কথা বুঝিতে পারিবে? এজন্যই আচার্য্যোপলব্ধি সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। আগামী ২১শে ভাদ্র গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণি ওঁবিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিপ্রমাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি। শ্রীঅদ্বৈতশক্তি শ্রীসীতাদেবীর-আবির্ভাব তিথির সহিত আচার্য্য প্রাকট্যতিথি সম্মিলিতা হইয়াছেন। ঐ দিবস নিষ্কপট ও জিজ্ঞাসু গুরুবৈষ্ণবসঙ্ঘ সংকীর্ত্তনমুখে 'শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব' সম্পাদন করিবেন। আগামী ২৪শে ভাদ্র শ্রীশ্রীবামনদ্বাদশী ব্রত, ২৭শে ভাদ্র শ্রীপার্শ্বৈকাদশী এবং ২৮শে ভাদ্র শ্রীশ্রবণা দ্বাদশী ও শ্রীবামন-দ্বাদশীর ব্রতোপবাস। ২৯শে ভাদ্র শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের মূলপুরুষ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের-স্বাধিক-শততম-বর্ষপূর্ত্তি-প্রকট-মহোৎসব এবং ৩০শে ভাদ্র শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব। ৩১শে ভাদ্র পৌষ্টপদী পৌর্ণমাসী ও শ্রীভাগবত-মহোৎসব।

এই সকল সংকীর্ত্তনোৎসব-অনুষ্ঠানে আত্মানুভূতি জাগরিত হইবে; হরিসেবার আর্ত্তি বর্দ্ধিত হইবে; শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা অঙ্কুরিত ও সুদৃঢ় হইবে; নিজের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা ও বৈরাগ্য আসিবে; তবেই উৎসব-সেবার সার্থকতা

সার্থকতা। লোকের নিকট হইতে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি অর্জ্জন বা খুব জাঁকজমক প্রদর্শন, অথবা ভবিষ্যদ্বংশীয় সংরক্ষণ, বর্ত্তমান লোকের চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবত-মহোৎসব-সেবার ফল নহে। ইহা শ্রীগুরু আচার্য্যদেব আমাদিগকে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল হইতেই পুনঃ পুনঃ জানাইয়া আসিতেছেন যাহারা আত্মমঙ্গলকামী, তাঁহারা এই কথার অন্যথা কখন নাই ও আচার্য্যের কৃপার প্রতি কৃপণ ব্যবহার করেন নাই। যাহারা আত্মমঙ্গল-বরণে অনিচ্ছুক, তাহারা এই সকল কথাকে ভিক্ত ও অপ্রিয় মনে করিয়া দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। অতএব, শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের আদর্শ যে, ভক্ত ও ভগবানের সেবায় সর্ব্বেন্দ্রিয়-নিয়োগ, তাহা হইতে আমরা যেন বিচ্যুত না হই। এই উৎসবে সর্ব্বাগ্রে স্বার্থপর হইতে হইবে। সেই স্বার্থপরতাই নিখিল চিত্তবৃত্তিকে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে উন্মেষিত করা। ইহা অপেক্ষা নিঃস্বার্থপরতা আর কিছুই নাই এবং এই নিঃস্বার্থপরতার আদর্শ মুখর হইয়া পরার্থপরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবে।

অবতারী ও অবতার

শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী-উপলক্ষে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহা মহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়ের রচিত **"অবতারী ও অবতার"**-নামক শ্রৌত মৌলিক গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ বিকুণ্ঠ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রকটলীলা কালে "বিশ্বকোষ" অভিধানের সম্পাদক স্বদামধন্য নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয় তাঁহার দ্বিতীয়-সংস্করণ 'বিশ্বকোষে'র জন্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে অবতার-তত্ত্ব সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করিয়া দিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এই কার্য্যের ভার শ্রীমৎ 'গৌড়ীয়'সম্পাদকের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। 'বিশ্বকোষে'র দ্বিতীয়-সংস্করণের তৃতীয় ভাগের ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যায় ঐ সমস্ত আংশিক-ভাবে প্রকাশিত হয়। উহাই বিস্তৃত আকারে পরিবর্দ্ধিত করিয়া বহু মৌলিক ও চমৎকার তথ্যের সহিত শ্রৌতবিচার-অবলম্বনে "অবতারী ও অবতার" নামক গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ বাদশটী অধ্যায়ে বিভক্ত। ঐ অধ্যায়-সমূহে যথাক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে,—

(১) অবতার কাহাকে বলে? (২) অবতারী; (৩) অবতারাবলী; (৪) অবতার তত্ত্বের অচিন্ত্যশক্তিময়তা; (৫) অবতার-তত্ত্বের ক্রমবিকাশ; (৬) অবতার-তত্ত্বের প্রামাণিকতা; (৭) অবতারাবলীর ভুবনমঙ্গল কার্য্য; (৮) শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারিত্ব; (৯) আনুকল্পিক অবতার-বাদ; (১০) বিভিন্ন দেশের অবতার; (১১) শ্রীকৃষ্ণাবতারের অনাদিত্ব; (১২) দশাবতার ও শ্রীকৃষ্ণ।

অনেকের ধারণা —'অবতার-তত্ত্বে'র কথা "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা"র ও শ্রীজয়দেবের "শ্রীগীতগোবিন্দে"ই প্রথম বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু যেহে অবতার-তত্ত্বের কথা নাই। এই ভ্রান্ত ধারণা বেদ ও শ্রুতির বহু প্রমাণ, এমন কি, আধ্যক্ষিক প্রত্নতাত্ত্বিকের প্রবোধের জন্য শিলালিপি প্রভৃতি প্রমাণমূলেও নিরস্ত করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের 'অবতারিত্ব' যে অনাদিসিদ্ধ, তাহা বহু প্রমাণ ও আলোচনার দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য জগতে অবতার-বাদ সম্বন্ধে যে-সকল ধারণা, তাহাও তুলনা-মূলে আলোচিত হইয়াছে। বহু চিত্রের (chartএর) দ্বারা অবতারী হইতে অবতার-তত্ত্বের বৈভব ও বিস্তারসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে কোথায় কোথায় অবতার-তত্ত্বের আলোচনা আছে, তাহারও একটি তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীচৈতন্যের অবতারিত্ব ও বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন দেশের আনু-কল্পিক অবতারবাদ সম্বন্ধেও আলোচনা হইয়াছে। এই গ্রন্থ কলিকাতা, পোঃ বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে, শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে, অথবা 'মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্', পোঃ ওয়ারী, ঢাকা—এই ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।—

শ্রীরাধাগোবিন্দদাস কাব্যপুরাণতীর্থ

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়মঠ
কলিকাতা
২৭।৬।৩৯

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবৎপ্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন—

• • প্রভো, তোমার ২৬শে তারিখের কৃপালিপি পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম।

পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট সাক্ষাদ্ভাবে পরিপ্রশ্ন করিলে তিনি নিশ্চয়ই উহার সদুত্তর দিবেন এবং তাঁহার বাক্যই একমাত্র প্রামাণ্য হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। পরস্পরের মধ্যে ইষ্টগোষ্ঠী-দ্বারা সংশয় দূরীভূত না হইলে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণে নিবেদন করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। তাঁহার সিদ্ধান্তই পূর্ণ ও অভ্রান্ত।

মধ্যম অধিকারী নামাপরাধ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহেন; সুতরাং তিনি কি প্রকারে অপরকে "নাম" দিতে পারিবেন? মন্ত্র ও নামে বস্তুতঃ পার্থক্য নাই। মন্ত্র-প্রদান দ্বারা শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে বিশেষ কৃপা করেন। এই মাত্র প্রভেদ।

মহাভাগবতই শ্রীহরিনাম ও দীক্ষা-প্রদানের অধিকারী। সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-অধিকারীর নিকট হইতে শ্রীনাম ও মন্ত্র-গ্রহণ করাই বিধি।

• বিপক্ষ দলে যোগদান করেন নাই, তবে তিনি অত্যন্ত সান্ত্বিচিত্ত।

আমার দণ্ডবৎ প্রণাম গ্রহণ করিবে।

দাসাধম—
শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

প্রচার-প্রসঙ্গ

মাদ্রাজে—ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ গত ২৩শে জুলাই হইতে ১৩ই আগষ্ট পর্য্যন্ত-মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া মঠবাসী ভক্তবৃন্দের নিকট ও সহরের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত বহু প্রজ্ঞাবান্ শিক্ষিত সজ্জনব্যক্তির নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের অবদান-বৈশিষ্ট্য, মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীধামতত্ত্ব, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীমন্দির প্রভৃতির তত্ত্ব, শুদ্ধনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ, জীবের, জগতের ও ভগবানের স্বরূপ, যুক্ত বৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্যের পার্থক্য, গুরু ও বৈষ্ণবতত্ত্ব, গুরু ও গুরুদ্রুবের পার্থক্য, হৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও আসুর-বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পার্থক্য, কলিযুগে শ্রীসদ্গুরুপাদপদ্ম-আশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীনাম-ভজনের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বহু বিষয় শ্রৌতসিদ্ধান্তমূলে কীর্ত্তনপূর্ব্বক সকলের নিত্য মঙ্গল বিধান করেন। গোস্বামী মহারাজ গত ১৪ই আগষ্ট বুধবার বোম্বে অভিমুখে যাত্রা করেন।

যাঁহারা শ্রীল মহারাজের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের জন্য শ্রীমঠে সমাগত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

আর্, পি, আপ্পাভারা এম্ এস্ সি এম্-আই-ই (লণ্ডন), এম্-এ-এল্-এম্-ই (ইউ-এস্-এ (চাটার্ড ইলেক্ট্রিকেল্ ইঞ্জিনীয়ার, কন্সাল্টিং ইঞ্জিনীয়ার এণ্ড কিজিসিষ্ট এবং অনরারী এক্জিকিউটিভ্ ইঞ্জিনীয়ার গোয়ালিয়র ষ্টেট্); কে, আর, সুব্রহ্মণ্যম্ পিল্লাই এ-এল্, এ-এ (লণ্ডন) সার্টিফাইড্ এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট্ এণ্ড অডিটার্; এম্, আর, অনন্ত পাই বি-এ; এস্, এন্, বিশ্বাস (পেরেম্বুর); সীতারাম রাও; ডানকান্ গ্রীনলেস্ এম্-এ (অক্সন) হেড্ মাষ্টার, বাল-গুরুকুল; সি, এইচ্ রাঘব রাও (এ্যাডভোকেট); এম্, সুব্রহ্মণ্যম্ আইয়ার বি-এ (অনার্স); মিঃ বাসাভাই (প্রোপ্রাইটর্, জেনারেল ফিল্ম্ ডিষ্ট্রিবিউটিং কোং); এস্, এম্ নানজুন্দিয়া; শেঠ কেশবনাথ গোয়েঙ্কা (ক্যাপিটেল্ মিউজিক্ হাউস্, চাঁদনী চক্, দিল্লী); অঘোরা প্রসাদ (প্রোপ্রাইটর্, দুর্গা অয়েল্ মিল্স্ হায়দ্রাবাদ, ইউ-পি)

শালিপুরে—পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্যদেবের পূর্বাশ্রম-পত্নী ও গৌড়ীয়মিশনের সম্পাদিকা বন্দিত নিত্যস্বরূপে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী গত ৯ই আগষ্ট শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সোম মহাশয়ের শালিপুর বাসভবনে হরিকথা কীর্তন করেন। তৎপর দিবস অপরাহ্নে স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণের আগ্রহে ও সহায়তায় উক্ত গ্রামে একটি বিরাট নগর-সংকীর্তন শোভাযাত্রা বহির্গত হয় এবং রাত্রিতে ঐ বাজারে সমবেত সজ্জনমণ্ডলীর সমক্ষে শ্রীপাদ ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারীজী প্রাঞ্জলভাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

১২ই তারিখে উক্ত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে একটি বিরাট সভার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ভগবান্ পাত্র এম্‌পি, বি, টি, মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীপাদ ব্রহ্মানন্দ প্রভু সর্বপ্রথমতঃ পরা ও অপরা বিদ্যা, শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভক্তিযুক্ত বিদ্যার প্রকৃষ্ট ফল, ছাত্রজীবনের কর্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে কিছুক্ষণ বক্তৃতা-প্রসঙ্গ করিলে শ্রীপাদ ব্রহ্মানন্দ প্রভু "শ্রীচৈতন্যদেবের ভজন-প্রণালী" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ প্রভু শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ সর্বেশ্বরেশ্বরত্ব ও ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া কীটের স্বরূপ প্রভৃতি বিষয় শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা বুঝাইয়া দেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকার্যে শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সোম মহাশয়ের সহানুভূতি প্রশংসার্হ।

পাটনায়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু গত ১১ই আগষ্ট রবিবার পাটনা শ্রীগৌড়ীয়-মঠে গমন পূর্বক মঠবাসী সেবকগণের নিকট 'সংপ্রাপ্তি'র কথা কীর্তনমুখে বলেন,—"ভোগ ও ভক্তি এক নহে।" শ্রীহরিনাম ও অন্যান্য সেবাকার্য একত্রসংপ্রাপ্য; সেবা-কালে রুচি উপস্থিত হইলে হরিনামের স্ফূর্তি হয়। যেখানে ইহার বিপর্যয় দেখা যায় অর্থাৎ শ্রীহরিনামে ও হরিকথায় রুচি আছে বলিয়া মনে হয়, অথচ সেবাকার্য করিতে ইচ্ছা হয় না; কিংবা সেবার কাজ করিতে ভাল লাগে, কিন্তু হরি-নাম ও হরিকথা-শ্রবণ কীর্তনে রুচি দেখা যায় না, তথায় 'সেবা' বলিয়া কোন কথা নাই। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়-তর্পণের নাম সেবা বা ভজন। সুতরাং গুরুবৈষ্ণবের উপদেশানুসারে সেবাকার্য করা উচিত। যেখানে নিজের খেয়ালমত সেবার উদ্যম, তথায় সেবা নাই, কেবল ভোগ, দেহ-গেহারামতা, মঠারামতা প্রভৃতি বিদ্যমান। অতএব এই সকল ভক্তি-বিরোধিনী চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগপূর্বক কৃষ্ণকে একমাত্র রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা-রূপে বরণ করিতে হইবে।" এতদ্ব্যতীত তিনি 'মাধুকরী ভিক্ষা'র বৈশিষ্ট্য কীর্তন করেন।

গৌহাটীতে—শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ প্রণতকল্প দাসাধিকারী প্রভু গত ১৯শ ও ২০শ আগষ্ট সন্ধ্যায় গৌহাটী সহরে 'হরিসভা'র দুইটী সভার অধিবেশনে যথাক্রমে "শ্রীচৈতন্যদেবের দান" ও "মনুষ্য-জীবনের কর্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। উভয় দিবসই সভায় বহু উচ্চ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ৩রা তারিখেও শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ দাসাধিকারী মহোদয় ফাঁসী বাজারের মাড়োয়ারিগণের আগ্রহে বঙ্গ-সভাগৃহে হিন্দী ভাষায় হরিকথা কীর্তন করেন।

কাশীতে—শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠের সেবক উপদেশক শ্রীপাদ নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুন্দর প্রভু গত ৩রা আগষ্ট বেনারস্ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক ডিঃ জি, বি, পন্থ এম্-এ মহোদয়ের নিকট সদ্গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয়পূর্বক হরি-ভজন করা ব্যতীত নিত্য মঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই, তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মচারীজী সি, এস্, মেনন্ এম্-এ, পি-এইচ্ ডি; এস্, এন্, ভট্টাচার্য্য এম্-এ, ; জি, সি, ঘোষ এল্-এল্-এম্; আই, এস, বাজিক এম্-এ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গণের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের অসমোর্দ্ধত্ব ও মৌলিকত্বের কথা কীর্তন করেন।

ভ্রম-সংশোধন

গত ১৯শ খণ্ড, ২য়-৩য় সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে'র ৩০ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভের ১৪ পংক্তির ঃ: প্রবন্ধাভিসংবিশন্তি'র পর—"এই শ্রুতি-বাণীতেই ব্রহ্মজ্ঞানের বিচার প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু বিষয়-বিহারভোগী কীটের বিচার অন্যরূপ।" এই কথাগুলি ছাড় পড়িয়াছে। ৩৪ পৃঃ ২য় স্তঃ ১৫ পং 'দৃষ্টান্ত।' পদের পরে "কর্তৃত্বত্ব কোনদিনই হরিণত্ব প্রাপ্ত হন নাই। তিনি নিত্যমুক্ত; হরে বদ্ধ-জীব বিষয়াসক্তিবশতঃ এইরূপ অবস্থা লাভ করে, ইহা দেখাইবার জন্য তাঁহার হরিণ-দেহ-ধারণ।" এই অংশটী বসিবে; ৩৫ পৃঃ ১ম স্তঃ ২৯ পং "নিত্যাক" স্থলে "সত্যাক" হইবে; ৩৭ পৃঃ ২য় স্তঃ ৫ পং "নাম, রূপ-বিহীন স্থলে "নাম-রূপ-বিহীন" হইবে।

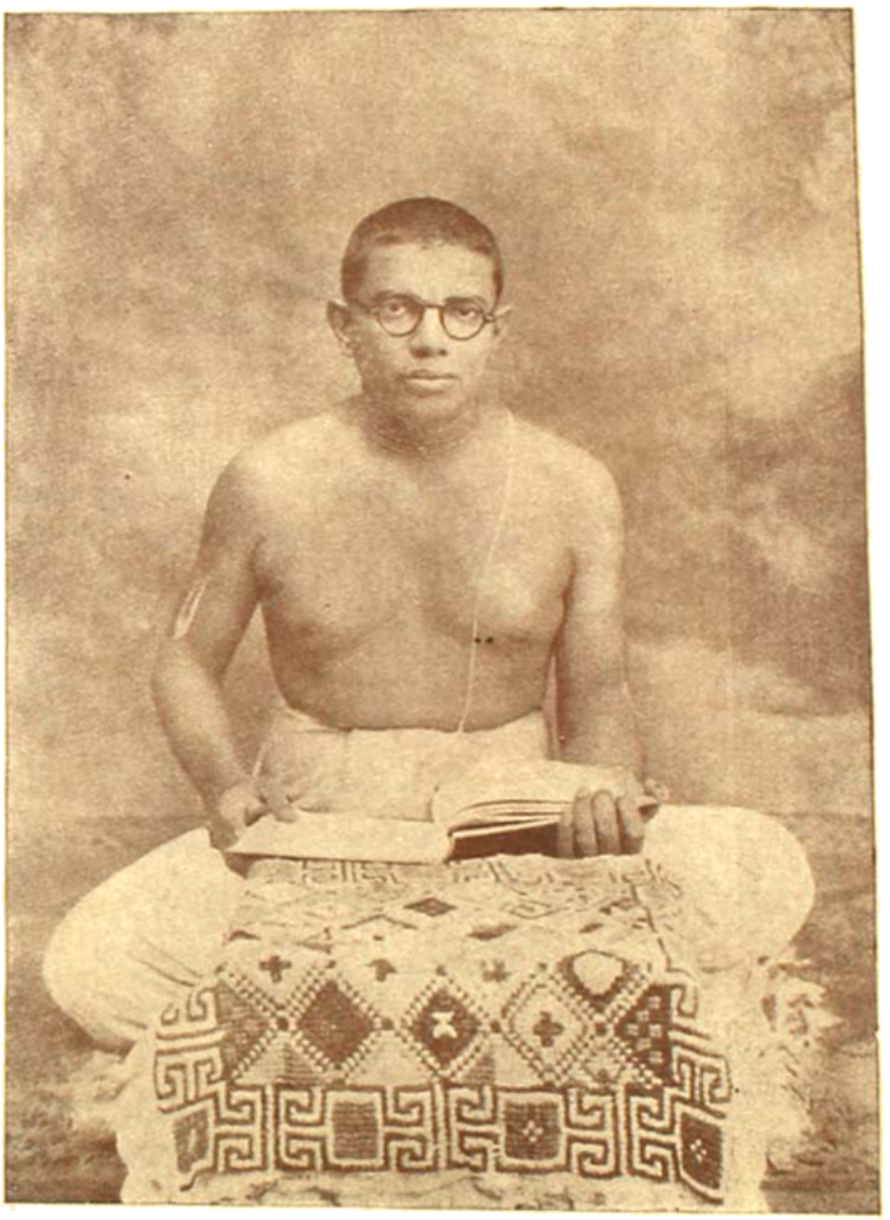

গৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্য ও বিশ্বগুরু অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞানকেশবী গোস্বামী ঠাকুর

ওঁ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমার্থিক-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২২শে ভাদ্র, ১৩৪৭ ; ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ | ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

গতকল্য সৌরপঞ্চমী তিথিতে শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব-জননী শ্রীজয়েশ্বরশক্তি শ্রীলীলাদেবীর আবির্ভাব-বাসরে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগানুগবর শ্রীল ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাবোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীগুরুপূজা, শ্রীব্যাসপূজা, শ্রীআরাধ্যপূজা ও শ্রীআচার্য্য-পূজা একই তাৎপর্য্যপর। যাঁহারা চিদ্বিলাসে স্বীকার করেন, তাঁহারাই শ্রীগুরুপূজার অধিকারী।

নির্ব্বিশেষবাদিগণ শ্রীগুরু-পূজা করিতে পারেন না; কারণ, অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের পরিকররূপ চিদ্বিলাস বা চিদ্বৈভব স্বীকার না করিলে গুরুতত্ত্বেরও স্বীকার হয় না। নির্ব্বিশেষ-বাদিগণ যে গুরুপূজার কথা মৌখিক ভাবে স্বীকার করে তাহা কপটতা, কারণ তাহাদের গুরুত্ব নিত্য নাই, তাহাদের 'গুরুগীতা' পরিণামে গুরুকে (?) ধ্বংস করিয়া থাকে, গুরুর নিত্য ভগবৎ-পরিকররূপে, ভগবৎপ্রকাশ-বিগ্রহরূপে, চরি-ত্রিত্রমন্ত্ররূপে বৈকুণ্ঠরাজ্যে নিত্যসত্তা সংরক্ষণ করিতে পারে না। মুক্ত-কর্ত্তৃক ভগদ্ভক্ত শিবের পূজা ও প্রচ্ছন্নবৌদ্ধগণের শিবপূজার মধ্যে যে পার্থক্য তাহাই নির্ব্বিশেষবাদীর গুরু-পূজার অভিনয় ও গুরুভক্তের প্রকৃত গুরুপূজার পার্থক্য

নিরূপণ করিতেছে। রুক্ষ রুদ্রকে—গুরুকে ধ্বংস করিবার জন্য রুদ্রের যা গুরুর তামসী পূজা করিয়া থাকে, আর প্রেষ্ঠোত্তমগণ শ্রেয়তম ভগবৎ-পরিকর-জ্ঞানে ভগবৎ-প্রীতি-লাভের জন্য ভগবদ্গুরু রুদ্রের পূজা করেন।

রুদ্র ও চিত্রকেতু উভয়েই সঙ্কর্ষণ দেবের উপাসক, উভয়েই সতীর্থ, বিষ্ণুর উপাসক বলিয়া উভয়েই বৈষ্ণব। শিব সঙ্কর্ষণের উপাসনা করিয়া পরমহংসত্ব ও জগদ্গুরুত্ব লাভ করিয়াছেন। চিত্রকেতুও পরম বৈষ্ণব। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু তাঁহার এই দুই নিজ-জনের মধ্যে একটী লীলা প্রকট করিয়া নির্ব্বিশেষ মতবাদ-ধ্বংসের জন্য একটী মহতী শিক্ষা প্রকট করিলেন। পরমবৈষ্ণব চিত্রকেতু সতীর্থ শ্রীশিবের জগদ্গুরুত্ব ও পরমহংসত্বের কথা জানিতেন। যে জন্য বৈরাগী নির্ব্বিশেষবাদিগণ সেই জগদ্গুরু শিবকে কেবল শ্মশান-বাসী অতি বৈরাগ্যবান বিভূতিরূপে দর্শন করিতে চাহেন, সেই সকল নির্ব্বিশেষবাদীকে বর্জ্জন করিবার জন্য পরমহংসশ্রেষ্ঠ শিব পার্ব্বতীর সহিত একাসনে উপবিষ্ট থাকিবার এক লীলা প্রকট করিলেন যাহাতে নির্ব্বিশেষবাদিগণ শিবকে তাঁহাদের মনঃকল্পিত আদর্শের অনুরূপ ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট-রূপে দর্শন করিতে না পারিয়া একমুহূর্ত্তেই হৈতুকী গুরুভক্তিকে পরিত্যাগ করিলেন। চিত্রকেতু সেই আদর্শের মধ্যে যে আসুরী ও তামসী নির্ব্বিশেষ-চিত্তবৃত্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহাই লোককে শিক্ষা দিবার জন্য জগদ্গুরু শিবের সমালোচনা-প্রতিম বাক্য উচ্চারণ করিয়া গুরুশক্তি পার্ব্বতীর প্রাণে আসুরী যোনি-লাভের এক লীলা প্রকাশ করিলেন। যদিও পরমবৈষ্ণব চিত্রকেতুতে বৈষ্ণবাপরাধের আভাসপ্রসঙ্গও থাকিতে পারে না, তথাপি লোক-শিক্ষার জন্য স্বয়ং সঙ্কর্ষণদেবের ইচ্ছায়ই তিনি ঐরূপ এক লীলা প্রকাশ করিলেন। ইহা-দ্বারা নির্ব্বিশেষ-বাদের আসুরী ও তামসী গতি নির্দ্ধারিত হইল।

গুরুপূজায় নির্ব্বিশেষবাদের অবকাশ নাই, গুরুদর্শনে তটস্থ দর্শন নাই, গুরুদর্শনে চিচ্ছড়সমন্বয়-দর্শনও নাই; যে-স্থানে তটস্থ-দর্শন তথায়ই জীব-দর্শন, শ্রীগুরুদেব জীব নহেন, বা তিনি মায়াকলিত ব্রহ্মও নহেন। তিনি ভগবৎ-পরিকর। যাহারা প্রত্যক্ষবাদের মায়ায় বিমূঢ়, তাহারা গুরু দর্শন করিতে পারে না। তাহারা গুরুতে মর্ত্যবুদ্ধি করিয়া তৎপ্রতি অসূয়া করিয়া থাকে। গুরুকে মাংসপিণ্ড, জন্ম-মৃত্যু, রোগ-শোকের অধীনরূপে প্রত্যক্ষ দর্শন ও বিচার-যুক্তির কৌলদণ্ডে পরিমাপ করিবার চেষ্টা করে। এরূপ চিত্তবৃত্তি লইয়া কখনও গুরুপূজা হয় না।

দাম্ভিকতা ও কপটতার পরিবর্ত্তে দীনতা ও সরলতা, স্বতন্ত্রতার পরিবর্ত্তে শরণাগতি, প্রত্যক্ষবাদের পরিবর্ত্তে কৃপা-বতারবাদের সমিধ্ আহরণ করিয়া শ্রীগুরুপূজায় ঋত্বিগ্-গণের নিকট উপনীত হইতে হয়। মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীগুরুপূজায় সর্ব্বস্ব দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব যেরূপ শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের আবির্ভাব-তিথিতে (ভাদ্রী কৃষ্ণকমীতে) শ্রীব্যাসপূজার প্রবর্ত্তন করেন, শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুও সেইরূপ শ্রীআচার্য্য-প্রকট-তিথিতে (ভাদ্রী গৌরপক্ষমীতে) শ্রীশ্রীগুরুপূজা-কীর্ত্তন-মহোৎসব প্রবর্ত্তন করেন। গতবৎসর আমরা এই দিনে শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রদীপতীর্থ গোস্বামী মহারাজ, শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সম্বল ভাগবত মহারাজ, শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ও মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর আনুগত্যে "শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব" অনুষ্ঠানের সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। এ বৎসর শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু ও শ্রীল ভাগবত মহারাজ অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করিয়া "শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসবে"র মধ্যে অধিকতর বিরহ ও দৈন্যের অনুভূতি করাইতেছেন। ইঁহারা যে দীনতা ও আত্ম-সমর্পণের আদর্শ প্রকট করিয়াছেন, তাঁহাদের কৃপায় উহার এক কণিকা প্রাপ্ত হইলে আমরা এ-বৎসরও শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ ও শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের আনুগত্যে "শ্রীশ্রীআচার্য্য-পূজায়" অধিকার পাইব।

শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ তাঁহার পতিত কিঙ্করাভাসকে যোধে শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে ২৩-৮-৪০ তারিখে একখানি কৃপাশীর্ব্বাদ-লিপির মধ্যে এইরূপ জানাইয়াছেন,—

"পরমপূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে গত ১৩-৮-৪০ তারিখে যে কৃপাশীর্ব্বাদ-লিপি দাসাভাসকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার অধিকল কএক পংক্তি আমার একান্ত প্রিয়জন-জ্ঞানে আপনাকে লিখিয়া জানাইতেছি,—তাহাতে বুঝিতে পারিবেন তিনি আমাদের জন্য কত না কত প্রকারে নিত্য মঙ্গলের কামনা করিয়া ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছেন—স্বয়ং আচরণ করিয়া আমাদিগকে সতত অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন শিক্ষা দিতেছেন। • • • তিনি লিখিয়াছেন,—'আমি শ্রীকৃষ্ণ-ভজন

করিতে পারিলাম না—এই চিন্তা-স্রোতঃ আমাকে নিরন্তর উৎপীড়ন করিয়া দুর্ব্বিসহ জীবনভার নিশ্চিন্তভাবে বহাইতেছে,—এই দুঃখ ও লজ্জা রাখিবার আর স্থান নাই।"

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের এই বাণীর মধ্যে অকপট 'গুরুপূজকে'র আদর্শ চিত্তবৃত্তির সাক্ষ্য পাওয়া যায়। আমরা গুরুপূজকের নামে কিরূপ সম্ভোগবাদী হইয়া নিশ্চিন্তভাবে এই জীবন কাটাইয়া দিতেছি! হৃদয়ে লেশমাত্রও অকপট অনুশোচনা ও বর্ত্তমান বহির্ম্মুখ অবস্থার প্রতি ধিক্কার আসিতেছে না! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর একঘেয়ে বহির্ম্মুখতার একটানা জীবন-স্রোতে আত্ম সমর্পণ করিয়াছি। কেবল 'খাড়া বড়ি খোড়, খোড় বড়ি খাড়া'—একই সম্ভোগবাদের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিতেছি, সেবার নামে অন্যাভিলাষ ও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার মতলব লইয়া চলিয়াছি; অকপট-আর্ত্তি হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও আসিতেছে না; হৃদয় মরুভূমিতুল্য শুষ্ক পাষাণ; উহাতে যতই আঘাত করা যাউক না কেন, একটুকুও আর্ত্তির কোমলতা দেখা যাইতেছে না, বরং তৎপরিবর্ত্তে ভোগাগ্নির স্ফুলিঙ্গসমূহ নির্গত হইতেছে; ত্রিতাপের জ্বালা অনাদিকাল ধরিয়া সহ্য করিতে করিতে তাহাও আত্মমঙ্গলের চিন্তার উদ্বোধক বা সহায়ক হইতেছে না; হিমালয়ের ন্যায় নিশ্চল, অচল, অটল হইয়া, সম্ভোগ-মদমত্ততায় বিভোর হইয়া, গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিয়া, নিজেকে অধিক 'সমঝদার' মনে করিয়া, লঘু-পূজার মহোৎসবে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি, গুরুপূজা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছি! এই বিপদের মধ্যেও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বাণী ও কৃপা অযাচিত-ভাবে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে ক্ষণিকের জন্যও উদ্বুদ্ধ হইবার সুযোগ দিতেছে; কিন্তু শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের ভাষায় অকপট গুরুপূজকের প্রার্থনা এই,—

এই-মাত্র বল প্রভু দিবে হে আমারে।
অহংতা মমতা দূরে পারি রাখিবারে॥
আত্মনিবেদন ভাব হৃদে দৃঢ় রয়।
প্রতিষ্ঠাশা লেশ যে ক্ষণিক না হয়॥
• •
তুমি ত' খণ্ডিত-পদ হৃদয়ের আশ্রয়।
তুমি বিনা আর কিবা আছে দয়াময়॥

(শরণাগতি)

যদি আচার্য্য-ভাস্কর উদিত না হইতেন?

কেহ কেহ প্রশ্ন করেন, কেহ কেহ বা মনে মনে পোষণ করেন,—"ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলাবিস্তারের পরে যে অন্ধকার-যুগের আভাস-পরিলক্ষিত হইয়াছিল, সেই সময় অন্য কোন আচার্য্য-পাদ নিয়ামকত্ব গ্রহণ না করিলেও গৌড়ীয় প্রতিষ্ঠান, তথা সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের এমন কি ক্ষতি হইত? শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ যে বিপুল শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত-ভাণ্ডার, ভক্তিসাহিত্য-ভাণ্ডার, অনবদ্য আচার-প্রচারের আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এবং যে ভাবে গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের চক্রকে আবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কোন অপ্রতিদ্বন্দ্বী আচার্য্য বা নিয়ামক না হইলেও কেবল শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর সংসিদ্ধান্ত ও আচারের অনুবর্ত্তন করিয়াই লোকে মঙ্গল লাভ করিতে পারিত। প্রত্যেক আচার্য্যের অপ্রকটের অব্যবহিত পরেই একটা সাময়িক বিশৃঙ্খলা ও অন্ধকারের সূচনা হয়, উহা পূর্ব্বাচার্য্যগণের আদর্শের অনুবর্ত্তনের দ্বারাই অবসান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ আদর্শের পথে চলিবার জন্য কোন এক ব্যক্তির নিয়ামকত্ব স্বীকার না করিয়া সমষ্টিগত পরিচালক-মণ্ডলীর দ্বারাই সেই কার্য্য সাধিত হইতে পারিত। এক-ব্যক্তিত্বের নিয়ামকত্ব স্বীকার করিতে ও করাইতে গিয়াই নানাপ্রকার বিপ্লব, প্রতিবাদ, মৎসরতা, বাদ-বিতণ্ডা, পর-স্পরের ছিদ্রানুসন্ধান ও লোক-সমাজে নানাপ্রকার কলিত

স্বামি-প্রচারের প্রচেষ্টা হইয়াছে। এক-ব্যক্তির স্বীকার না করিলে ঐ সকল হাঙ্গামার হস্ত হইতে অতি সহজেই নিষ্কৃতি পাওয়া যাইত।"

ঠিকপাঠ শ্রীশ্রীঠাকুর-ভক্তিবিনোদের অপ্রকটের পরেও এই জাতীয় একটি মতবাদ বীজাকারে লক্ষিত হইয়াছিল। তখন সদ্য শ্রীল প্রভুপাদের সময়ের ন্যায় এতটা ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয় নাই বলিয়া এই মতবাদও এতটা বিপুল ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে পরিস্ফুট হয় নাই; তবে বীজ বা অঙ্কুরের মধ্যে ভাবী পল্লবিত-বৃক্ষের সমস্ত উপাদান নিহিত থাকে। তখন শ্রীভক্তিবিনোদানুগ-ক্রুব অনেকেই বলিয়াছিলেন,—'শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে অগাধ ভক্তি-সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রচার ও পালন করিলেই নিজের ও পরের যথেষ্ট কল্যাণ হইতে পারে।' এরূপ স্থলে সেই ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের কথা প্রচার না করিয়া অন্য আচার্য্যের জয়গান বা ব্যক্তিগত মত-প্রচার কেবল ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা ও স্তাবকদলের আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ করিবার প্রচেষ্টামাত্র।

কিছুদিন পূর্ব্বে, এমন কি, এখনও প্রত্যেক প্রাকৃত-সহজিয়া বা বৈষ্ণব-নামধারী ব্যক্তিকে বলিতে শুনিতে পাওয়া যাইত ও যাইতেছে যে—"ষড়্‌গোস্বামী যে-সকল শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থ-ভাণ্ডার, সদাচার ও শিক্ষা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় জগতে সংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন, তৎপরে অন্যান্য আধুনিক আচার্য্যের কোনও সিদ্ধান্ত বা উপদেশের কোন অবকাশ বা আবশ্যকতা নাই।"

কেহ কেহ ষড়্‌গোস্বামীর অতিবাড়ী ভক্ত (?) হইয়া বলিয়া থাকে,—"শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত বা ষট্‌সন্দর্ভাদি মৌলিক প্রামাণিক গ্রন্থ পাঠ না করিয়া জৈবধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি প্রভৃতি আধুনিক গ্রন্থ পাঠ করা উচিত নহে।" তাঁহারা কেহ কেহ এখনও বলেন,—"শ্রীভক্তিবিনোদ ঐ সকল গ্রন্থ রচনা না করিয়া যদি ষট্‌সন্দর্ভ, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থের-বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাদি করিয়া যাইতেন, তবে গোস্বামিগণের পদাঙ্কানুসরণ করা হইত। গোস্বামিগণের অধিক জয় প্রদান না করিয়া আধুনিকগণের জয়প্রদান পূর্ব্বাচার্য্যগণের চরণে অপরাধ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা-লোলুপতা!"

ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত এক-জগদ্‌গুরুবাদ পোষণ করিবার নির্ব্বিশেষ-চিত্তবৃত্তি বা আড্ডা বহির্ম্মুখতার একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ধর্ম্মাচার্য্য-শিরোমণি শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর মনোহভীষ্ট যেরূপ গোস্বামিগণ আচার্য্যরূপে জগতে উদিত না হইলে প্রচারিত হইত না, সেইরূপ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভু, শ্রীল শ্যামানন্দ-প্রভু-প্রমুখ আচার্য্যবৃন্দ আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ না করিলে ষড়্‌গোস্বামীর কথাও অকৃত্রিমভাবে লোকে জানিতে পারিত না। ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতি আচার্য্যবৃন্দের কথা শ্রীবিশ্বনাথ ও শ্রীবলদেব-প্রমুখ আচার্য্যবৃন্দ উদিত না হইলে লুপ্ত হইয়া পড়িত। শ্রীল বিশ্বনাথ ও শ্রীল বলদেবের কথা শ্রীল ভক্তিবিনোদ আচার্য্যরূপে প্রকটিত না হইলে বিকৃত হইয়া পড়িত। ইহার সূচনা ও সাক্ষ্যও যথেষ্ট পাওয়া যায়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের কথিত 'গোপী-গৃহে জন্ম', 'শ্রীমদ্ভাগবতের অজামিল-উপাখ্যানের সিদ্ধান্ত', শ্রীগীতার "অপি চেৎ সুদুরাচারো" শ্লোকের ব্যাখ্যা, নামাপরাধ-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত, প্রচ্ছন্ন-অন্যাভিলাষি-সম্প্রদায় নানাভাবে বিকৃত করিয়াছিল।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অসীম অমন্দোদয়-দয়ার ভাণ্ডার, সিদ্ধান্ত-ভাণ্ডার, অপ্রাকৃত-সাহিত্য-ভাণ্ডার, শুদ্ধ-ভক্তিপ্রচার—সমস্তই বিকৃত হইয়া যাইত,—যদি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভু আচার্য্যরূপে আত্ম-প্রকাশ না করিতেন। বলিতে কি, শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের আদর্শ আচার-সমূহকে অন্যাভিলাষীর চক্ষে দর্শন ও উহার অবৈধ অনুকরণ করিতে গিয়া বহুব্যক্তি বিপথগামী হইয়া যাইতেছিল এবং এরূপ অভূতপূর্ব্ব জীবদুঃখকাতর মহাপুরুষের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করিতেছিল!

যাহারা দুষ্কৃতিসম্পন্ন, তাহারা শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরেও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যরূপে আত্ম-প্রকাশের কথা স্বীকার করিতে চাহে না। তাহারা বলিয়া থাকে বা মনে মনে পোষণ করে যে,—"শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সিদ্ধান্তকে অধিক বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন এবং শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জয়গান অপেক্ষা নিজের জয়গানই অধিক করাইয়াছেন।" বহু অর্ব্বাচীন ও অবয়জ্ঞানতত্ত্বে ভেদবাদী ভক্তিবিনোদানুগ-ক্রুবের মুখ হইতে এইরূপ অপরাধময়ী উক্তি অনেকবার স্বকর্ণে শুনিবার দুর্ভাগ্য হইয়াছে। ইহারা যাহাই বলুক না, প্রকৃত সত্য তাহা হইতে পৃথক্।

বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণি ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী মহারাজ এই কথাই পুনঃ পুনঃ জানাইতেছেন যে,—"শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু—এই গুরুদ্বয়ের অতিমর্ত্য আচার, ব্যবহার ও আদর্শের অবৈধ অনুকরণ করিয়া ও তাঁহাদের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত মনোধর্ম্মের দ্বারা বুঝিতে না পারিয়া যাহারা তাঁহাদের শ্রীচরণে অপরাধ করিতেছিল কিংবা যে-সকল কোমলশ্রদ্ধের পতনের সেই পিচ্ছিল-পথে প্রধাবিত হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাদিগকে রক্ষা ও উক্ত গুরুদ্বয়ের প্রকৃত আচার-প্রচার ও সিদ্ধান্তে দীক্ষা প্রদানের জন্যই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ।"

শ্রীল আচার্য্যদেবের আত্মপ্রকাশের মধ্যেও সেই রহস্যই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা অনেকেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্য-শক্তি ও ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া প্রাকৃত স্বতন্ত্রবুদ্ধি-পরিচালিত অজ্ঞাভিলাষের পিচ্ছিল-পথে প্রধাবিত হইবার জন্য জ্ঞাত ও অজ্ঞাতভাবে যে অভিযান আরম্ভ করিয়াছিলাম, শ্রীল প্রভুপাদকে অপ্রাকৃত-চিদ্‌বিলাসিরূপে অন্তরে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ন্যূনাধিক তাঁহার যে অবৈধ অনুকরণ করিতেছিলাম, তাহাতে তিনি আমাদের যে কঠিন রোগ নিরাময়ের জন্য সদ্বৈদ্যরূপে শিক্ষালিখণ্ড আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই শিক্ষালিখণ্ডের অসদ্ব্যবহারের ফলে সেই রোগ অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল। এমন সময় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃপা-পূর্ব্বক আমাদের বিকৃত-সিদ্ধান্ত ও অবৈধ অনুকরণ-প্রবৃত্তিরূপ তমোবিনাশের জন্য আচার্য্য-ভাস্করূপে উদিত হইলেন।

যদি শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর এক অদ্বিতীয় আচার্য্য-ভাস্কর উদিত না হইতেন, তবে "যা' আছি, বেশ আছি"—এইরূপ জাড্য রক্ষিত অথবা কসরতী ভক্তি (?) পালিত হইত বটে, কিন্তু অনভিবিলম্বে শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তে অভক্ত অভক্ত-সম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিত। শাসন বা নিয়মন করিবার কোন উপরওয়ালা না থাকিলে বহির্ম্মুখতার চিরন্তন-স্বভাব উচ্ছৃঙ্খলতাকেই আলিঙ্গন করিয়া থাকে, গতানুগতিক বিমুখতার স্রোতেই আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে, অথবা "চুপ্‌তি চুপ্, রাম্‌তি চুপ্" নীতির চুক্তি করিয়া নির্ব্বিশেষ-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়ে। নিয়ামক কেহ নাই, দেখিবার কেহ নাই, শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, নিযুক্ত কেহ নাই, সকলই সমান, সকলেরই ন্যূনাধিক ছিদ্র আছে; অতএব আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকেই সারাৎসার ও পরাৎপর জানিয়া একটি পারস্পরিক চুক্তি করিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহে সকলে কর্ম্মবীরত্ব ও প্রবল উৎসাহ প্রকাশ করে!

আচার্য্য-ভাস্কর উদিত না হইলে আমরা আজ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ-শ্রীপাদপদ্মের শ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় দর্শন করিয়াও দর্শন করিতে পারিতাম না। কারণ, আধ্যক্ষিক পাষণ্ডপ্রকৃতির ব্যক্তিগণ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্য ভক্তিকে অন্তশ্চক্ষে দর্শন করিয়াছে। এমন কি, শ্রীল প্রভুপাদ-প্রেষ্ঠকুল ব্যক্তিগণও ঐ সকল আধ্যক্ষিক চিত্তবৃত্তির সহিত যোগদান করিয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব উদিত হইয়া শ্রীভক্তিবিনোদ-পাদপদ্মের সৌরভ সর্ব্বত্র বিতরণ করিতেছেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশ ও মনোহভীষ্টানুসারে শ্রীল আচার্য্যদেব অনেক অনুবাদিত-পূর্ব্ব শ্রীভক্তিবিনোদ-সাহিত্য-ভাণ্ডার ভগবান্ অকপট সত্যানুসন্ধিৎসুগণের নিকট বিতরণ করিতেছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ-রচিত 'শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি,' 'দশমূল-চতুষ্টয়', 'অনিয়ম-ব্রাহ্মণকম্', 'গোদ্রুমমহাত্মচরনো-পদেশঃ', 'কল্যাণকল্পতরু' ও 'শ্রীগুরুগোবিন্দের ভূমিকা' ইত্যাদি প্রকটীকরণ, 'শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী-বৈভব', 'গীতি-সাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ', 'শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ, 'শ্রীল ভক্তিবিনোদের শরণাগতি'র টীকা, হিন্দী ভাষায় 'শ্রীশরণা-গতির গীতি-সমূহ' সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার; এতদ্ব্যতীত দুইমাসব্যাপী শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-কীর্ত্তন-উৎসবের অনুষ্ঠান শ্রীভক্তিবিনোদধারাকে শুদ্ধভাবে প্রবাহিত রাখিয়াছে ও তথা-কথিত অন্ধকার যুগের অন্ধকার বিনাশ করিয়া অধিকতর উজ্জ্বলতা প্রকাশ করিয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব উদিত না হইলে শ্রীল প্রভুপাদকে আমরা একজন অদ্ভুত বিভূতিমান্ নায়ক বা মহাপুরুষ মনে করিতাম। অর্থাৎ তিনি অনেক মঠ-মন্দির, দালান-কোঠা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, অনেক আড়ম্বরযুক্ত মহোৎসব ও বহু-লোকজন সঙ্গে পরিক্রমার অনুষ্ঠান ও বৈদ্যুতিকমালা-বিভূষিত বড় বড় প্রদর্শনী-উদ্ঘোচন, ভারত ও পৃথিবীব্যাপী প্রচার, পৃথিবীর অভিজাত-সম্প্রদায়ের সহিত আলাপ-আলোচনা, রাজা, মহারাজা, লাট প্রভৃতির সম্বর্দ্ধনা করিয়া বহু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের

অনুগতজনের এই সকল দেখিয়া তাঁহাকে তাঁহার বিবিক্ত-বন্ধী শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীগৌরকিশোরের আদর্শের বিরুদ্ধ-মত-প্রচারক, এমন কি, শ্রীগুরু-সনাতনের আদর্শ উন্নয়নকারী প্রভৃতি উক্তিও বিচারালয়ের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছে! অনেক ব্যক্তি তাঁহার ঐশ্বর্য্যে নানাভাবে মুগ্ধ ও বঞ্চিত হইয়াছে। কেহ বা তাঁহার ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ঐশ্বর্য্যোপাসনাকেই শ্রীগৌড়ীয়মিশনের প্রচারের অঙ্গ ও আদর্শ, কেহ বা ঐশ্বর্য্যে বঞ্চিত হইয়া তাঁহার সমালোচনা ও দোষানুসন্ধানে অর্থাৎ আত্মার চির অধঃপাতকর অপরাধে রত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল হইতে তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্ম-বৈশিষ্ট্য এবং অপ্রকটের পর বিরহোদ্গারে অদ্বৈতোদ্ভূত বৈশিষ্ট্যের কথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের অকপট কথা, তাঁহার ব্রজ-ভজনের গূঢ় উদ্দেশ্য, শ্রীনিত্যানন্দের ন্যায় ঐশ্বর্য্য প্রকাশ-পূর্ব্বক একান্তে পাষণ্ড-দলন ও প্রেমপ্রচারে এবং শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর ন্যায় সর্ব্বসমক্ষে লীলার গূঢ় উদ্দেশ্যের কথা অকপট ব্যক্তিগণকে জানাইয়াছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল গৌরকিশোরের মনোহভীষ্ট পরিপূরণের জন্য—শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনসুখ উৎপাদনের জন্য কুমারীপূজার দ্বারা তথা-কথিত পতি-লাভের কিম্বা কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগে গমনের ছলে চক্ষুস্মদাদি প্রকাশের মধ্যে যে গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, তাহা অকপট-ভজনোন্মুখ ব্যক্তিগণই উপলব্ধি করিতে পারেন।

আমরা অনেকে মনে করিতেছিলাম,—"কাব্য-বক্তৃতা ও কর্ম্মবীরত্ব প্রদর্শন করিতে পারিলেই চলিল, ব্যক্তিগত জীবন যাহাই থাকুক না কেন। যে ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ টাকা ভিক্ষা করিয়া দিতে পারে, লোক জমাইয়া যেকোন্নরের বড় বড় মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিতে পারে, যে খুব উচ্চ কণ্ঠে বক্তৃতা দিতে পারে, যে বহু গ্রন্থ বা সাহিত্য রচনা করিতে পারে, বহু জাগতিক-প্রদর্শনীর উন্মোচনের দ্বারে লোকের চক্ষুরঞ্জন করিতে পারে, কিম্বা লোকের প্রতি 'সিমেন্টিং পলিসি' (cementing policy) প্রদর্শন করিতে পারে, সে-ই বড় বৈষ্ণব! কিন্তু, আচার্য্যদেব বলিলেন,—"ব্যক্তিগত আচরণ প্রদর্শন কর, ব্যক্তিগত আদর্শ জীবন গঠন কর; বহু লোক চাই না, কাজ পরিমাণে খুব কম হউক, আপত্তি নাই; কিন্তু যাহা কর, সেই-টুকুতেই যেন কৃষ্ণের সুখ হয় ও তাহা যেন নিখুঁত হয়। সজ্জাচার্য্য-শিরোমণি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, নামাচার্য্য ঠাকুর শ্রীল হরিদাস, সমগ্র গৌড়ীয়গণের মালিক শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভৃতি বহু গ্রন্থ বা কেহ কেহ একটি গ্রন্থও রচনা করেন নাই; কিন্তু, তাঁহাদের আদর্শ-চরিত্রই ভাগবতগণের ন্যায় লোক-শিক্ষক হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা নির্জ্জন-ভজনানন্দী ছিলেন না, তাঁহারা প্রচারক ছিলেন; **তাঁহাদের আচারই মুখর হইয়া প্রচার করিয়াছেন,**—যাহা শত শত গ্রন্থ প্রচার করিতে পারে নাই। তাঁহারা বড় বড় মন্দির নির্ম্মাণ করেন নাই; কিন্তু তাঁহাদের আদর্শ আচরণ মূর্ত্ত হইয়া চিরপূজনীয় হইয়া রহিয়াছে।"

ইহা শুনিয়া কেহ কেহ বলিতে পারেন,—"ইহা ত' শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারের বিরুদ্ধ কথা। শ্রীল প্রভুপাদ শত শত মঠ-স্থাপন, শ্রীবিগ্রহ-স্থাপন, পাদপীঠ-স্থাপন, প্রদর্শনী-উন্মোচন, বহু গ্রন্থ-প্রচার, যুগপৎ বহু সাময়িক পত্র-প্রচার, 'বৈষ্ণব-মঞ্জুষাদি' বৈষ্ণব-বিশ্বকোষ সঙ্কলন ও সম্পাদন করিয়াছেন এবং বহু সেবককে সেই সকল সেবায় উৎসাহিত করিয়াছেন।"

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের এই সকল কার্য্যকে সঙ্কুচিত করিতে চাহেন না; তবে তিনি বলেন,—"ঐরূপ ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিতে গিয়া বা অপরের মঙ্গল করিবার অভিনয় করিয়া নিজের ব্যক্তিগত আচরণে উদাসীন হইও না। সেবার ফল যেন তোমার আচরণে প্রকাশিত হয়, নতুবা কেবল পরোপদেশে পণ্ডিত, অন্যাভিলাষী, প্রতিষ্ঠাকামী প্রাকৃত-সহজিয়া, মিছাভক্ত হইয়া যাইতে হইবে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব যাঁহার সেবা গ্রহণ করেন, তাঁহার আচরণও গুরু-বৈষ্ণবের অভীষ্টানুসারীই হইয়া থাকে। পরোপদেশে পণ্ডিত হইয়া নিজে আমার কবলে কবলিত থাকিলে সেইরূপ প্রচারকের প্রচারের দ্বারা কাহারও মঙ্গল হইতে পারে না। শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় উহাই আত্মোক্ষনের কীর্ত্তন বা 'সজ্জাতং বৈষ্ণবো মতঃ'।" অতএব শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা ও শ্রীল আচার্য্যদেবের শিক্ষা ভিন্ন নহে, একই তাৎপর্য্যপর, কেবল বিভিন্ন স্থান, কাল ও পাত্রানুযায়ী বৈশিষ্ট্য ও বিচিত্রতাপূর্ণ।

শ্রীল আচার্য্যদেব উদিত না হইলে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর শ্রীধাম-মায়াপুরের সেবার বিশুদ্ধতা সংরক্ষিত হইত না। শ্রীধাম মায়াপুরের সেবা অর্থে—সাবলা শ্রীগৌর-সুন্দরের পদ্যাত্নুসরণ বুঝায়। প্রথমে আচার্য্যগণ ঐশ্বর্য্য

প্রদর্শনের দ্বারা লোক আকর্ষণ করেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রকটকালে শ্রীমায়াপুরে ভাড়াটিয়া কীর্ত্তনীয়াগণের গান, এমন কি অতিবাড়ী দলকেও পরিক্রমায় ও মহোৎসবে কীর্ত্তনাদি করিবার জন্য আহ্বান, জাতিগোস্বামী ও কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণকে নিমন্ত্রণ ও দক্ষিণাদি-দ্বারা সম্বর্দ্ধন, জাতিগোস্বামিগণের দ্বারা শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও তাঁহাদের দ্বারা অর্চ্চনাদি-কার্য্যের আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ সকল ভাড়াটিয়া পাঠক, কীর্ত্তনীয়া, কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত, পাকোপানক প্রভৃতির অসদাচার সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা ও তাহাদের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিবার উপদেশ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ কিছুতেই ঐরূপ আচারের প্রশ্রয় দিতে পারেন না। তাই শ্রীল প্রভুপাদ ঐসকল ঐশ্বর্য্য-প্রকাশক উপায়গুলিকে রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। সেইরূপ শ্রীল প্রভুপাদ আবার লোক-সংগ্রহের জন্য যে-সকল ঐশ্বর্য্য-প্রকাশক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, শ্রীল আচার্য্যদেব ঐকান্তিক শুদ্ধভক্তগণের মঙ্গলের জন্য অর্থাৎ ঐসকল যেন শুদ্ধভক্তির নামে গৃহীত না হইয়া পড়ে, তজ্জন্য ঐসকল কার্য্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেন। যেমন শ্রীধামে দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন এবং কর্ম্মীর চেষ্টার ন্যায় অভক্ত ও বহির্ম্মুখ জনসাধারণকেও ঔষধাদি-বিতরণ, কোন কোন অপরাধী লোককে যোগপীঠে বাসস্থান-দান ইত্যাদি পূর্ব্বে প্রকাশিত হইলেও উহা শুদ্ধভক্তির অন্তরায় বলিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব বারণ করিয়াছেন। শুদ্ধভক্তগণের সেবার জন্যই শ্রীধামের চিকিৎসা-সদন ও চিকিৎসকমণ্ডলী; ইহা জড়ভোগী কর্ম্মী বা অজ্ঞাভিলাষীর মিশনের ন্যায় ভগবদ্‌বিমুখ ব্যক্তিগণের দৈহিক সৌখ্য-বিধানের জন্য নহে। শুদ্ধ-নিষ্কপট, শুদ্ধ-বৈষ্ণবের চরণে শ্রদ্ধাবান্ নিরপরাধ ব্যক্তিই শ্রীধাম-বাসের যোগ্য, শুদ্ধবৈষ্ণবের চরণে অপরাধী ব্যক্তি নহে।

শ্রীল আচার্য্যদেব সুদীর্ঘকাল শ্রীধামে বাস করিয়া প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনের মঙ্গল-অনুসন্ধানের জন্য প্রেরণা দান করিয়াছেন এবং যাহাতে শ্রীধামের অকৈতব-সেবা-লাভ, শ্রীধামের কৃপা-লাভ হয় তজ্জন্য নিজের আদর্শ-চরিত্র প্রকট করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ সহজিয়া, কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত ও মায়াবাদী প্রভৃতির বিভিন্ন অসৎ মতবাদ অর্থাৎ বাহিরের লোকের মত-বাদই অধিক নিরাস করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের অনুগতাভিমানী, বিপথে চালিত ব্যক্তিগণের এবং অবিবেকী, দুর্ব্বল, অথচ নিষ্কপট নিজ-ঘরের ব্যক্তিগণের অধিক মঙ্গলের জন্য চেষ্টা প্রকাশ করিয়াছেন। "Charity begins at home." অর্থাৎ "দয়ালুতা নিজের ঘর হইতেই সুরু হয়।"—এই প্রবাদটী শ্রীল আচার্য্যদেবের চরিত্রে বিশেষ-ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। 'প্রচার কেবল বাহিরের লোকের জন্য, সদাচার ও শিক্ষা প্রভৃতি কেবল অপরের জন্য',—এইরূপ চিত্তবৃত্তির মূলে শ্রীল আচার্য্যদেব কুঠারাঘাত করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"নিজের দিকে তাকাও, যদি তোমার নিজের নিকটই প্রচার করিতে না পার, তাহা হইলে সেই প্রচারের দ্বারা কোন সুফল হইবে না, কেবল অপর ব্যক্তির সমালোচনা ও পরের চর্চ্চা করিতে করিতে তাহাদেরই সঙ্গ হইয়া যাইবে। পূর্ব্বে বাহিরের দিকে প্রচার করিতে করিতে সঙ্গীগত উপকারের দিকেই অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। অনেকেরই ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু, বিশ্বায়তনের যে-সকল ছাত্রের মানসিক deficiency আছে, তাহারা সাধারণ ক্লাশের সঙ্গে চলিতে পারে না; তাহাদের জন্য বিশেষ coaching ক্লাশ বা private tutor এর আবশ্যক হয়।" শত শত ছাত্রের সঙ্গে থাকিয়া তাহারা মাষ্টার বা প্রফেসারের লেক্‌চার অনুসরণ করিতে পারে না। আচার্য্যদেব এইজন্য কোচিং ক্লাশে বা টিউটরিয়েল্ ক্লাশের প্রবর্ত্তনের ন্যায় ব্যক্তিগত অনর্থমুহ-অপনোদনের চেষ্টা করিতেছেন। আচার্য্যদেব সঙ্ঘবদ্ধের চাষ আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সিদ্ধান্ত-বাণীতে যাহা অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, শ্রীল আচার্য্যদেব তাহা বাস্তবতায়—আচরণে প্রতিফলিত করিবার জন্য শ্রীবলদেববাড়ির শ্রীল প্রভুপাদের বাণীকীর্ত্তন-লাঙ্গলের দ্বারা কর্ষণ আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাই প্রকৃত শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-পূজা বা শ্রীগুরুপূজা।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিও না।" "বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্য বা নরকী সঃ।" আমি মনে করিয়াছিলাম,—'উহা কেবল প্রাকৃত সহজিয়া, জাতি-গোস্বামী বা কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের প্রতি উপদেশ মাত্র। কিন্তু, আমি যদি অজ্ঞাভিলাষী হই, গুরু-বৈষ্ণবসেবার নামে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার ব্যবসায় করি, তবে আমিও যে প্রাকৃত-সহজিয়া, জাতিগোস্বামী বা কর্ম্মজড়, তাহা আমি ভাবিতে পারি না। ব্যক্তিগত মঙ্গল-লাভ বা ভজনের কথা একেবারে

তুলিয়া দিয়াছিলাম। 'গৌড়ীয়ে' যে-সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ ব্যক্তিরেক প্রাকৃত সহজিয়া, জাতি-গোস্বামী বা কর্ত্তাভজ-আউলগণের মতবাদের প্রতি চাবুক; কিন্তু, শ্রীল আচার্যদেবই শ্রীল প্রভুপাদের প্রকট-কাল হইতে ব্যক্তিগত ভজন বা নিজের মতের লোকের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। "আমার ভজন হয় না কেন?" প্রভৃতি শ্রীল আচার্যদেবের লিখিত প্রবন্ধই তাহার নিদর্শন-স্থল।

যদি এ সময় শ্রীআচার্য-ভাস্কর উদিত না হইতেন, তাহা হইলে নব-নব মূর্ত্তিতে প্রাকৃত-সহজিয়াধর্ম ও নির্ব্বিশেষবাদেরই পুনরাবির্ভাব হইত। গুরুভক্তি-প্রতিষ্ঠানে চিৎসমন্বয়ের স্থানে ছিদ্রান্বেষণ-সমন্বয়বাদ, ঐকান্তিকী ভক্তির স্থানে পাঁচমিশালি মনোধর্ম, গৌরভজনের স্থানে বহির্মুখ-লোক-ভজন, সরলতার স্থানে বহুবিধ কপটতা ও ছলনা, আনুগত্যের স্থানে স্বতন্ত্রতা ও যথেচ্ছাচারিতা, সেবা-নিপুণতার স্থানে কর্ম্মদক্ষতার আস্ফালন, গুরুসেবার স্থানে গুরুভোগ-চেষ্টা, আত্মকল্যাণের স্থানে আত্মপ্রবঞ্চনা, কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের কল্যাণলাভের পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগের বঞ্চনা-বৃত্তির তাণ্ডব পূর্ণ-উদ্যমে জগতে প্রকাশিত হইত।

আচার্য-ভাস্করের অভিমত্ত প্রভা যদি এই সময় বিকীর্ণ না হইত, তাহা হইলে প্রচ্ছন্ন মাৎসর্য্যরূপী উলূকসমূহের স্বরূপ প্রকাশিত হইত না। শুষ্ক ভক্তির নামে কতটা কপটতা, গুরুভক্তির নামে কতটা অপ্রাকৃতিলাষ, সতীর্থ-প্রীতির নামে কতটা আত্মপাত-পূজা-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহা ধরা পড়িত না।

আচার্য-ভাস্কর উদিত না হইলে বহুরূপী নির্ব্বিশেষ-বাদের স্বরূপ অনুদ্ঘাটিত থাকিত। নির্ব্বিশেষবাদ যে কেবল নির্ভেদ-জ্ঞানমার্গের গিরি-গহ্বরে ও বনারণ্যেই লুক্কায়িত থাকে তাহা নহে, শুদ্ধভক্তিপথের পথিকব্রুব ব্যক্তিগণেও যে, সেই মায়াবী কোন ছিদ্র পাইয়া প্রবেশ করিতে পারে, ইহা শ্রীল আচার্যদেবের লীলায় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। আচার্য-ভাস্করের উদয়ে দম্ভদৈত্য ও দীনতাদেবীর প্রকৃত স্বরূপ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

আচার্য-ভাস্কর উদিত না হইলে আমাদের দেহারামতার মহোৎসব আরও অধিক ইন্ধনপ্রাপ্ত হইত। শ্রীমাধব-তিথি একাদশীর দিনও অনুকল্পের নামে একাধিকবার ভূরি ভোজন, অবস্তাবৃত নিয়ম পালনে অসামর্থ্যচ্ছলে রাত্রেই প্রসাদ গ্রহণ, সেকরার পরিবর্ত্তে সোনাপটী হং, নানাবিধ সৌখীন সামগ্রী, পোষাক-পরিচ্ছদ ও ঔষধাদি-ব্যয় নিশ্চিন্তভাবে 'গৃহব্রতধর্ম-সংরক্ষণই শ্রীল প্রভুপাদের দান' বলিয়া গৃহীত হইতেছিল। শ্রীল আচার্যদেবই সর্ব্বপ্রথমে মায়াবী দেহারামতার কবল হইতে আমাদিগকে উদ্ধারের মন্ত্র প্রবণ করাইয়াছেন।

আচার্য-ভাস্কর উদিত না হইলে "We are king-makers and so we can be king-breakers as-well." policyর মস্তকে লগুড়াঘাত হইত না। 'কিং-মেকার ও কিং-ব্রেকারের পলিসি' নির্ব্বিশেষবাদ। পঞ্চোপাসকের ইষ্টদেবতা ও ইষ্ট-ভাষা, বৃক্ষের কল্পপূজা ও ছত্রের মস্তকে হস্ত দিয়া পূজা ব্যক্তিকে ধ্বংস করিবার চেষ্টাকে আচার্য-ভাস্কর ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। যদি আচার্য-ভাস্কর উদিত না হইতেন, তাহা হইলে কেবল যে এই জগৎ পাষণ্ডতাময় হইয়া যাইত, তাহা নহে; পাষণ্ড-ধ্বংসকারী শ্রীনিত্যানন্দরায়ের পতাকা-তলে আগমনের অভিমানী ব্যক্তিগণের পাষণ্ডতার মস্তকেও লগুড়াঘাত হইত না। এই পৃথিবী মাৎসর্য্য-ধর্ম্মের আধার। হরি-গুরু-বৈষ্ণব বিদ্বেষ এই পৃথিবীর নৈসর্গিক ধর্ম। বহির্মুখ-জগতের আরাধনা বৈষ্ণবারাধনা অপেক্ষা এই পৃথিবীতে উচ্চতরস্থান অধিকার করিয়াছে। জগদ্গুরু শিবের বাক্য উল্লঙ্ঘন করায় প্রণব-স্বরূপমূর্ত্তি রুদ্রের রৌদ্রলীলায় ও নির্ব্বিশেষবাদে সকলে প্রবেশ করিতেছে। শ্রীল আচার্য-দেবের লীলা সেই স্রোতঃ হইতে নিষ্কপট ব্যক্তিগণকে কেশা-কর্ষণ-পূর্ব্বক উদ্ধার করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

যদি আচার্য-ভাস্কর এসময়ে উদিত না হইতেন, তাহা হইলে এই ধরা এই সময় আরও অসংখ্য কৈতব অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত। মৎসর উলূকগণের চিরাভীপ্সিত অন্ধ-কার যুগ উহার একচ্ছত্র-সাম্রাজ্য বিস্তার করিত। উলূকগণের চীৎকারে কর্ণ বিদীর্ণ হইত। জগৎ হইতে কৃষ্ণকথা-প্রবণ কীর্ত্তন, ভক্তিসিদ্ধান্তসুধা-সলিল-প্রবাহ, শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ ভক্তি-বিনোদ-ধারা—সকলই বিলুপ্ত হইত। আচার্য-ভাস্কর এসময়ে উদিত না হইলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-নখশোভা, তাঁহার সুসিদ্ধান্তবাণীসমূহ, শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদের অনর্পিতচর কল্যাণকল্পতরুফল কিছুতেই দুর্গত জীবের জ্ঞানগোচর হইত না। আচার্য-ভাস্কর এ সময়ে উদিত না হইলে কে-ই বা গুরু-পূজা-প্রণালী শিক্ষা দিতেন? কে-ই বা সম্ভোগবাদ-অজগরের করাল বদনের অভ্যন্তর হইতে কেশাকর্ষণ করিয়া

আমাদিগকে উদ্ধার করিতেন? কে-ই বা পরমাগতির শিক্ষায় আমাদিগকে দীক্ষিত করিতেন? কে-ই বা জগতের পশুমতের উপর থুৎকার নিক্ষেপ করিয়া অপ্রাকৃত হরিজন-গণের শ্রীপাদপদ্মে সমস্ত জীবনীশক্তি আহুতি দিবার কথা কীর্ত্তন করিতেন? কে-ই বা নিশ্চিত-জীবনের এষণা-স্রোতে শবের ন্যায় ভাসমান আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া ব্রজের মন্ত্র—অপ্রাকৃত প্রগতির মন্ত্র শ্রবণ করাইতেন? কে-ই বা "হরিজন হইল না"—এই বলিয়া কৃষ্ণবিমুখে উৎক্ষিপ্ত হইবার আদর্শ প্রদর্শন করিতেন? কে-ই বা এই উন্মাদ ভরদায়িত জীবন কটিকাপূর্ণ ও কামাদি নক্র-মকর-সঙ্কুল সংসার-সমুদ্রে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অযাচিতকরুণার ভেলায় আশ্রয় দান করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতেন? কে-ই বা শ্রীজগন্নাথ-শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর মহা-তীর্থের পরমাস্থি-বারিবিন্দু আমাদিগের মস্তকে বর্ষণ করিতেন? কে-ই বা আমাদিগকে অকপট, আর্ত্ত, অকিঞ্চন, অনলস, অনবদ্য অর্থাৎরূপে প্রকাশিত হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রয়োচনা দান করিতেন? কে-ই বা আমাদিগকে অভক্তি-মায়াবিনীর বিবিধ কুহক হইতে রক্ষা করিতেন?

যুদ্ধ ও শান্তি ; রুদ্র ও মহাকালী

[শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম ; স্থান—শ্রীধাম মায়াপুর, ৩০শে মার্চ্চ ১৯৪০ ইং]

বৈষ্ণবসেবা-দ্বারা জড়াভিনিবেশ দূরীভূত হয়। নিজেকে 'অবৈষ্ণব' বলিয়া জানিতে হইবে। তাহা হইলে বৈষ্ণব-সেবা হইবে। সেবা না করিলে কি করিয়া জড়ের হাত হইতে নিস্তার লাভ হইবে? নৌকায় না উঠিয়াই কি করিয়া পার হইতে পারা যায়, অথবা ওপারে পৌঁছানো যায়? কেবল মুখেই নিজেকে অবৈষ্ণব বলিলে হইবে না। অন্তরে বেশ ভাল করিয়াই জানা আছে যে, আমি খুব বৈষ্ণব—সেবা, আর মুখে বলিলাম,—আমি অবৈষ্ণব; তাহাতে হইবে না। ভিতরে ঐরূপ দম্ভ ও জড়াহঙ্কার রাখিয়া বাহিরে দৈন্য দেখাইতে গেলে সে প্রাকৃত-সহজিয়া হইবে। ফাঁকি দিয়া কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। জীবের মায়াদ্বারা ভগবান্ মোহিত বা বঞ্চিত হন না। হাত দিয়ে সূর্য্যকে ঢাকা যায় না, যতটুকু ঢাকিতে যাইবে, ততটুকুই ছায়া—অন্ধকার বা সূর্য্যের অকৃপা অর্থাৎ আলোকহীনতা তোমারই লাভ হইবে। মূল কথা, কপটতা ছাড়িতে হইবে, সরল হইতে হইবে।

জড় আর চিৎ একটা শক্তিরই দু'টো প্রভাব। এর মধ্যে পৃথক্ বস্তুসত্তা নেই। মূল entity এক। একটা যত হ্রাস-প্রাপ্ত, অপরটা তত বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। যেমন—রোগ ও স্বাস্থ্য। রোগ যতটা কমে, স্বাস্থ্য ততটা বাড়ে।

কাম দু'টো,—একটা জড়-কাম, আর একটা চেতন-কাম। জড়কামের কামবীজ রুদ্র ও পার্ব্বতী, অথবা অন্যান্য দেব-দেবীগণ। চেতন-কামের কামবীজ মদনমোহন। মদন-মোহনের সেবা করিলে জড়কাম দূর হয়। মদনমোহনের সেবা হয় কামবীজ-দ্বারা—"কামগায়ত্রী, কামবীজে, বাঁ'র উপাসন।"

সুন্দর নদী, বড় বড় পর্ব্বত, ঐশ্বর্য্য, শাস্ত্রিতা, বড় বড় বৈজ্ঞানিকের উদ্ভাবন, দেবতাগণের ঐশ্বর্য্য—এই সমস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম বিভূতি দেখিয়া উহা লাভ করিবার আশায় দেবতা-দিগের সহিত কর্ম্মজীব একটা contract করিয়া তাঁহাদের উপাসনা করে। আমি পূজা করিতেছি, ইহার বিনিময়ে পূজনীয় বস্তু আমাকে ঐ সকল বিভূতি দান করিবেন,—ইহাই উদ্দেশ্য। ভগবানের সহিত ঐ প্রকার কোন con-tract চলে না।

জীবের উপর দুইটি প্রভাব আছে; একটা জড়ের; আর, একটি চিৎএর প্রভাব। এইজন্য জীবকে তটস্থ বলে। তটস্থ অর্থাৎ border-land—জলেও যাইতে পারে, অথবা তটেও থাকিতে পারে। সেবাবিমুখ বা পরাঙ্মুখ হইলে জীব জড়কামের অধীন হয়, জড়ের গোলামি করে। চিৎ বা ব্রহ্মবস্তুর অধীন হইলে জড়কাম থাকে না। ব্রহ্মবস্তুকে সীমার মধ্যে আনা

যায় না। ব্রহ্মবস্তুর দু'টি দিক্ বা aspect আছে ; একটা অপরোক্ষ, আর একটা অধোক্ষজ। অপরোক্ষ—যেখানে specification বা differenciation অর্থাৎ বিশেষ নাই। ইহাকে অর্থাৎ এই চিন্ময়কে transcend করিয়া বৈকুণ্ঠ ভূমিতে উঠিতে হইবে। সেই-টিই হইল ব্রহ্ম বা চিৎ-সবিশেষ। এখানে অচেতনতা বা জড় বিদ্যমানও থাকে না। আবার, জড়কাম হইলে চেতনতা বিদ্যমানও থাকে না। কারণ, সেখানে কৃষ্ণের সহিত যোগাযোগ নাই।

বিশ্বের সহিত দেহ-মনের যোগাযোগ—ইহাই জড়কাম। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ—এই পাঁচটি বিষয়ের সহিত চক্ষু, রসনা, নাসিকা, কর্ণ, ও ত্বক্ এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের যোগাযোগ হইয়েছে। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পাঁচটী উপাদানে এই বিশ্ব গঠিত। ব্যোমে জড় শব্দ উৎপন্ন হয়, উহা দেহীদের ভোগের সুবিধা—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য। কিন্তু, কৃষ্ণনাম এই ইতরযোনি-জাত নয়। It is not acceptable by the ear unless it becomes a listening, serving or submissive ear. এইটাই শব্দব্রহ্মের শব্দব্রহ্মত্ব বা পরমেশ্বরত্ব। ইতরযোনির শব্দ জাত হইয়া তখনই মিলাইয়া যায় ; কিন্তু হরিনাম নিত্য, শাশ্বত, সনাতন ও অবিনাশী অপ্রাকৃত বস্তু। এইখানেই সমস্ত লোকের বোকামি. • • এবং এইখানেই মূর্খতা প্রকাশিত হইয়াছে। জলকে আপ্, aqua, জল—যাহা কিছু বলা যায়, তাহাতে জলই উদ্দিষ্ট হয়, কিন্তু এখানে এইটুকু বিচার করে না যে, এই নামগুলি তাহাদের অর্থাৎ মানব-জাতির মনঃকল্পিত শব্দমাত্র। জল কিছু শব্দ নহে, উহা বাস্তব বস্তু। জলের স্পর্শ ও আস্বাদন আছে, কিন্তু শব্দের স্পর্শ বা আস্বাদ প্রভৃতি নাই। ভগবানের নাম সেইরূপ নহে. তাহা কাহারও কল্পিত শব্দমাত্র নয়। ভগবানের নামই ভগবান্, নামই এখানে বস্তুসত্তা। ভগবান্—বিগ্রহবান্, সুতরাং নামও বিগ্রহবান্। সমগ্র বিশ্বে উচ্চকণ্ঠে এই কথা প্রচার করিতে হইবে। এই সমস্ত পাষণ্ডতা, মূর্খতা গৌড়ীয়-মঠের একটা ছোট ছেলেও ধরিয়া দিতে পারে। যাহারা ঐ প্রকার মূর্খতা বা পাষণ্ডতা করিতেছে, তাহাদিগকে বলিতে হইবে,—

"তত্ত্বে নিধায় তৃণবৎ পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরা-
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

"তত্ত্বে নিধায় তৃণকং" অর্থাৎ তৃণাদপি সুনীচ হইয়া অর্থাৎ "গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ"—এই অভিমানযুক্ত হইয়া। "পদয়োর্নিপত্য"—অত্যন্ত বিনীত ভাবে। "কৃত্বা চ কাকুশতং"—কাকুতি অর্থাৎ তোষামোদ বাক্যের দ্বারা। তাহা ও একবার নহে, শত শত বার বলিতে হইবে,—'আপনারা বড় বড় বৈজ্ঞানিক, খুব বড় ব্যক্তি, খুব ভাল লোক, আপনাদের পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য, শ্রী যথেষ্ট আছে ; আপনারা বুদ্ধিমান্, আমাদের কথাটা একটু শুনুন।' শব্দব্রহ্মের কথা—চৈতন্যচন্দ্রের কথা তাহাদিগকে এইভাবে বলিতে হইবে। গৌড়ীয়মঠ ব্রজধাম। জগতের কোন বিচার গৌড়ীয়মঠ মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহে। কেন নহে ? একটা উদাহরণ দিয়া বলি—

'শাখা-চন্দ্র-ন্যায়' বলিয়া একটা লৌকিক ন্যায় আছে। গাছের ডালের ফাঁক দিয়া চাঁদ দেখা যাইতেছে। প্রত্যক্ষ দর্শনে মনে হয়, চাঁদ গাছের ডাল হইতে এক হাত দূরে আছে। সমস্ত জগতের লোকও যদি বলে যে, চাঁদ গাছের ডাল হইতে বড় জোর এক দুই গজ দূরে আছে, তথাপি গৌড়ীয়মঠের লোক বলিবে,—'চাঁদ গাছের ডাল হইতে ৯০ লক্ষ মাইল দূরে আছে।' প্রত্যক্ষ দর্শনের বিচারের দিকে ভোট অধিক হইতে পারে ; কিন্তু একজন অভিজ্ঞ জ্যোতি-র্বীর নিকট গেলেই কাহার কথা সত্য, তাহার প্রকৃত মীমাংসা পাওয়া যাইবে। বৈষ্ণবের নিকট ভাগবত পড়্‌লে তবে মূর্খতা ও পাষণ্ডতা যাইবে। তখন তত্ত্ব—as He is জানা যাইবে। As he is অর্থাৎ not as conceived or perceived by human brain. 'তত্ত্ব' বলিতে বস্তুর বস্তুত্ব, তৎ—বস্তু, 'তত্ত্ব' শব্দে বস্তুর বস্তুত্ব বুঝায়।

তত্ত্ব-বস্তুর তিনটি প্রকাশ—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্। তত্ত্ব-বস্তুর অসম্যগাবির্ভাবই ব্রহ্ম, আর অংশই পরমাত্মা। ভগবান্—পূর্ণ, তাঁহাতে সমস্ত অংশ আছে। সেই পূর্ণ ভগব-ত্তত্ত্বই কৃষ্ণ। সুতরাং তত্ত্ব-বস্তু বলিতে কৃষ্ণকেই উদ্দেশ করে।

চিৎ তাঁহাকেই বলে who can take initiative. জড়ের activity চিৎ-শক্তির দ্বারা পরিচালিত নয়। জড়-বিজ্ঞানের দ্বারা বহু জিনিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। জীবের ভোগসুখের জন্যই ঐগুলির সৃষ্টি, কিন্তু ঐগুলি আবার জীবের ধ্বংসের কাজেও লাগে। জগতে দুই প্রকার লোক

আছে—বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক। দার্শনিকগণ বলে,—ফিউলার বিজ্ঞানের সাহায্যে আবিষ্কৃত যন্ত্রাদির সাহায্যে এত বড় বিশ্বের সৃষ্টি করিলেও বৈজ্ঞানিকগণ তাহার মনের খবর ত' কিছুই বলিতে পারে না। তাহাদের মতে দর্শন অর্থাৎ দেখাটাই বড় জিনিষ। শব্দব্রহ্মের দর্শন হইলে এই সমস্ত দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকের মিথ্যা থামিয়া যায়।

প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকেরই চেষ্টা—নিজেকে অথবা নিজের দেশকে preserve করা ও শত্রুকে destroy করা। ইহারই জন্য এত সমস্ত invention ও discovery হইয়াছে। শান্ত হইয়া কেহই থাকিতে পারে না। Stability মানুষের মধ্যে নাই। Preserve করিতে চাহে কাহাকে? —নিজের দেশ বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছে যে একখণ্ড মাটীকে। সেই মাটীটা রক্ষা করিবার জন্যই যত বুদ্ধি। তবে এখনও শান্তি, স্থিতি বা সত্ত্বের আদর আছে; সেই জন্য সকলেই শান্তি ও স্থিতির দোহাই দেয়। কিন্তু, এই শান্তি ও অশান্তি,—দুই-ই অমঙ্গলজনক।

শান্তি—অশান্তি হইতে মোক্ষ-কামনা।—কিন্তু,—

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কামবাঞ্ছা আদি এই সব॥
তা'র মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা—কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
(চৈঃ চঃ আ ১৯০, ৯২)

ইহা হইতে রক্ষা করেন কে? শ্রীগৌর-নিত্যানন্দই অজ্ঞানান্ধ জীবের উদ্ধার-কর্ত্তা।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥

তাঁহারা তমের—অন্ধকারের জগতে আসিয়াছিলেন, আলো দান করিয়া অন্ধকারের জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য।

Scientists are discovering apparatus and instruments for preserving their own land and destroying the other lands. ইহারা আছে রজঃ ও তমঃ লইয়া। ইহারা চেতন বলিয়া কিছু মানে না। ইহারা মনে করে, জড় হইতেই সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে। chemistদেরই আদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মনে হয়, সমস্ত জগৎ ইহাদেরই হাতে। ইহারা বলে,—acid ও alkali মিলাইলে যেরূপ effervesce করে, একটা শক্তি দেখা যায়, সেই প্রকার জড়ের সম্মিলনে এই জগৎ হইয়াছে, ইহার মূলে চেতন নাই। জড়-দার্শনিকগণ মিত্রদয় লইয়া কার্য্যকারণ-বিচারে ব্যস্ত। তাহারাও মূলে পরমচেতনকে বাদ দিয়া প্রকৃতিকেই মূল কারণ বলে। বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য—বলিতে গেলে সমস্ত দর্শনশাস্ত্রেরই এই মত। কেহ কেহ জড়বিচারে চেতনের উদ্দেশ না পাইয়া বলিতেছে, —'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ'। জগৎ মুখে শান্তির কথা বলিলেও কেহ স্থির হইতে পারিতেছে কি? ইহাদের যাহা কিছু বল-বীর্য্য সঞ্চিত হইয়াছে, সেগুলি ক্ষয় করা চাই ত'। সমস্ত জগতে ক্ষাত্রনীতিটাই প্রবল হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-নীতির অধীন না হইলে ক্ষাত্রনীতি ধ্বংস পায়, শান্তি বা রক্ষা পাইতে পারে না, নিজেকে preserve করিতে পারে না। ক্ষাত্রনীতি প্রবল হইলে ব্রাহ্মণনীতির নিকট তাহা ধ্বংস পায়। পরশুরাম একুশবার ক্ষত্রিয় ধ্বংস করিয়াছিলেন। তখন একটিও ক্ষত্রিয় ছিল না, দুই এক জন মাত্র গর্ভে রক্ষা পাইয়াছিল।

ব্রাহ্মণ হইতেছে,—"মামকী তনুঃ"। তাঁহারা চেতন—পোষণ-ধর্ম্ম লইয়া থাকে; কারণ, তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও সমস্ত জগৎকে পোষণ করেন যিনি, সেই ব্রহ্মবস্তুর উপাসক। 'কৃষ্ণ' শব্দের অর্থ পালন, পোষণ। তাহারা as He is বিশ্বাস করে। ক্ষাত্রনীতি বলিতেছে,—'অচিৎ হইতেই সমস্ত হইয়াছে, অচিৎই পূজনীয়, ব্রাহ্মণ পূজনীয় নয়।' ব্রহ্মণ্য-নীতি প্রবল হইলে বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ করে। দুর্ব্বাসা রুদ্রের অংশ, ধ্বংস বা তমের মূর্ত্তি। তাঁহার ভীষণ ক্রোধ। অর্থাৎ তিনি ক্রোধ বা রুদ্রের প্রতিমূর্ত্তি। অম্বরীষ একাদশী অর্থাৎ মাধবতিথি হরিবাসর ব্রত করিয়াছিলেন। পারণও সেই হরিব্রত। তিনি অক্রান্ত ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়াই পারণ করিয়াছিলেন; তথাপি দুর্ব্বাসা অভিশাপ দিতে গেলেন। ফলে দেখিলেন,—সুদর্শন আসিতেছে। তখন নিজের পিতা ব্রহ্মার নিকট গেলেন, তিনি বলিলেন,—'তোমাকে রক্ষা করা তোমার পিতার কর্ম্ম নহে।' তারপর গেলেন—নিজের অংশী রুদ্রের নিকট; তিনি বলিলেন,—'যদি বাঁচিতে চাও, তাহা হইলে ক্ষীরোদশায়ীর নিকট যাও।' ক্ষীরোদশায়ীর নিকট গেলে তিনি বলিলেন,—'আমার নিকট আসিলে কি হইবে? ভক্ত যে আমার হৃদয়। ভক্তকে বাদ দিয়া আমার আলাদা কোন সত্তাই নাই। যেখান দিয়া

কাটা যুতে, সেই যান দিয়াই বাহির হয়। তুমি অম্বরীষের নিকট যাও।'

ভক্তকে বাদ দিয়া 'ভগবান্' কথাটিই হয় না। 'ভগ' শব্দের অর্থ—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

ভক্তকে বাদ দিলে কিসের সৌন্দর্য্য? কাহার জন্য সৌন্দর্য্য? কে আস্বাদন করিবে? কাহার জন্য বীর্য্য? ঐশ্বর্য্যই বা কে গান করিবে? বাস্তব পক্ষে, সেবক না থাকিলে কথাই বলা যায় না।

সুদর্শনের কাজ—চিদ্বিলাসী করিয়া দেওয়া। অপরোক্ষ-প্রীতি চিদ্বিলাস মানিতে রাজী নহে। সে বলে,—'ভগবানের লীলা মানিবই না'; আর সুদর্শন বলেন,—'তোমাকে মানিতেই হইবে। সুদর্শনের কাজ—ভক্তের পায়ের ধূলি করিয়া দেওয়া। সুদর্শন দুর্ব্বাসাকে ধ্বংস করিতে যান নাই; আমরা, ধ্বংস করা তমোগুণের ক্রিয়া, উহা তাঁহার কাজ নহে। দুর্ব্বা যা ত্রিভুবন ধ্বংস করে, কিন্তু, রক্ষা করিতে পারে না।

কূটবিগ্রহ ও পাষ্ণির যত কিছু প্রচেষ্টা, সমস্ত মিলা গয়া পাইবে মহাকালীর উদরের অভ্যন্তরে। কল্পশক্তি মহাকালীর এই নৃত্য থামিবে কখন? যখন এই রজঃ ও তমোগুণ নির্গুণ হইবে, তখন। নির্গুণ বলিতে ব্রহ্মজ্ঞান বুঝায়। ব্রহ্মজ্ঞান দুই প্রকার; এক প্রকার—শৈবজ্ঞান। শৈবজ্ঞানে—সমস্তই বিপর্য্যয়বুদ্ধি অর্থাৎ প্রকৃতিকে একবার বলে—'মা', একবার বলে—'বামা'; একবার বলে প্রকৃতি হইতে জাত, আবার বলে,—সেই-ই জন্মদাতা। অর্থাৎ একবার যাহাকে বলে,—'প্রকৃতির পুত্র', আবার তাহাকেই বলে পতি। এই সমস্ত বুদ্ধি দে'খে প্রকৃতি লজ্জায় ছিন্ন কামড়ায়। ভেদনের অচ্ছেদনাবস্থা দেখিয়া প্রকৃতি তাহার বুকের উপর উঠিয়া দাঁড়াইতেছে।

আর এক প্রকার জ্ঞান—বৈকুণ্ঠজ্ঞান। সেইটিই পরব্যোম। সেইখানেই শব্দব্রহ্মের স্থান, তাহা চিদ্ভূমি। শুকবর্ণের কৌপীনের একটা ছিন্নসূতা অনেক মীমাংসা করিতে পারে। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য্য, বল, বীর্য্য, বুদ্ধিমত্তা বা পাণ্ডিত্য শুকবর্ণের ছিন্নকৌপীনের একগাছি সূতার মূল্য দিতে পারে না। সৌড়ীয়মঠের কুকুরের উচ্ছিষ্ট যে ভোজন করে, সে এই কথা সমস্ত বিশ্ববাসীর নিকট উচ্চকণ্ঠে বলিবে, ইহাই তাহার শুদ্ধ অহঙ্কার। জগতের লোক তাহাকে অহঙ্কারী, দাম্ভিক বলিবে। কিন্তু, জগতের লোক কতটুকু দাম্ভিকতার ও দীনতার সংবাদ জানে? জগতের অহঙ্কারের যেখানে শেষ, সেইখানেই বৈষ্ণব-সেবকের দীনতা আরম্ভ। জগতে সর্ব্বাপেক্ষা বড়—ব্রহ্ম। সেই "অহং ব্রহ্মাস্মি"ই তৃণাদপি সুনীচতা। সেই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' কি?—'গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ।'

পরিপ্রশ্নোত্তর-মালা

[স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর, শ্রীল আচার্য্যদেবের ভজনকুটির;
সময়—১২ই মে, ১৯৪০, অপরাহ্ণ]

[শ্রীল আচার্য্যদেবের জনৈক সত্যানুসন্ধিৎসুর পরিপ্রশ্নের উত্তরে ইংরাজী ভাষায় যে-সকল কথা কীর্ত্তন করেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—]

প্রশ্ন—গাছের চেতনতা আছে কিনা, যদি থাকিয়া থাকে, তবে গাছপালা-গ্রহণে হিংসা হয় কি না?

শ্রীল আচার্য্যদেব—গাছের চেতনতা আছে। ইহা যে কেবল বৈজ্ঞানিক বসু মহাশয়ই বলিয়াছেন, তাহা নয়, আমাদের বেদশাস্ত্রও গাছকে চেতনশ্রেণীর মধ্যেই গণনা করেন। তবে গাছের চেতন সুপ্ত বা আবৃত বা আচ্ছাদিত। 'গাছ কাঁদে'—একথা আমাদের শাস্ত্রই বলিয়াছেন। গাছের চেতন দেখে কে? যিনি নিজে চেতনধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ তিনিই গাছকে চেতন দেখেন। চেতন চেতনকে স্বরূপেই দর্শন করেন। চেতন-দর্শন মানেই শুদ্ধদর্শন। যিনি চেতন দর্শন করেন, গাছ তাঁহার নিকট গুরু অর্থাৎ তাঁহার প্রভুর নিকট

পৌঁছাইয়া দিবার পথপ্রদর্শক। যে বাহিরের আবরণ দেখিতেছে, সে ত' জড়ই দর্শন করিবে। জড় পূর্বচেতনের দিকে চেতনের গতিকে বাধা দেয়।

গাছের ফলমূল বা পাতা ইত্যাদি ছিঁড়িলে একটু হিংসার মত দেখা যায়, কিন্তু শাকসব্জি গ্রহণ করা বেদের বিধান ও অনুমোদিত; মৎস্যাদি-গ্রহণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ। শাক-সব্জি মাত্র গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই বেদের মত নয়। যাহা বিষ্ণুর ভোগে লাগে—শাস্ত্রে ভগবান্ যাহা তাঁহার ভোগে ব্যবহৃত হইবে, জানাইয়াছেন, তাহাই তাঁহার প্রসাদরূপে গ্রহণ করিলে হিংসা হইতে পারে না। নিজের ভোগের জন্য শাকসব্জি গ্রহণ করিলে অবশ্যই হিংসা হইবে। জৈনগণ নিরামিষাশী হইলেও হিংসার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে না,—কারণ, তাহারা ভগবানের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য শাকসব্জি আহরণ করে না। বৌদ্ধগণ "অহিংসা পরম ধর্ম" বলিলেও অহিংসক হইতে পারেন না। বৌদ্ধগণ অবশ্য নৈষ্ঠিক নিরামিষাশী নন, তাঁহাদেরও যে নিরামিষ-গ্রহণ বা অহিংসার আচরণ দেখা যায়, তাহা দ্বারা প্রকৃত অহিংসা হয় না। কারণ, সমস্ত বস্তুই ভগবানের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে অবস্থিত রহিয়াছে, নিজের জন্য ঐ সমস্ত বস্তু ব্যবহার করিলেই তাহার উপর হিংসা করা হইল। ভক্ত-গণ ভগবানের প্রসাদই গ্রহণ করেন। শাস্ত্র-কথিত যে-সকল বস্তু ভগবানের ভোগে লাগে, তাহার দ্বারাই ভগবানের তৃপ্তি বিধান করেন। এজন্য পিঁয়াজ, রসুন, মসুর-ডাল প্রভৃতি ভক্ত-গণ বর্জন করেন। কারণ, ঐ সকল বস্তুতে আমিষ উপাদান প্রচুর আছে। বিভিন্ন প্রকার আহার্য সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে বহন করিয়া থাকে। ভগবানের প্রসাদ নির্গুণ। মৎস্য-মাংসের ন্যায় পিঁয়াজ, রসুনও প্রচুর-ভাবে রজোগুণের বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এই জন্যই, শাস্ত্র ঐ সকল গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

প্রঃ—সমস্ত জীবের প্রতি প্রীতি থাকা উচিত কি না?

আচার্যদেব—'প্রীতি' (love) কথাটির অপব্যবহারই জগতে দেখা যায়। কাম (lust) অর্থে প্রেম (love) শব্দটি সাধারণতঃ, বিশেষ করিয়া ইংরাজী ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রেম ভগবানেই প্রযুক্ত হয়। প্রীতির বিষয় একমাত্র ভগবান্। জীবের প্রতি প্রেম হয় না। কারণ, প্রেমের দাবীই হইতেছে—ভগবানের প্রতি চিত্তের আকর্ষণ ও আত্মতা; যদি মূল ভগবান্ই বাদ পড়েন, তবে আর তাহা প্রেম হয় কি করিয়া? জীবের প্রতি অবশ্য জীবের শুভেচ্ছা (good will) বা অন্তরের প্রসন্নভাব থাকিতে পারে। জীবের তিন প্রকার ভগবদনুকূল অবস্থা-অনুসারে তাঁহাদের প্রতি এই শুভেচ্ছাও তিন প্রকারে প্রকাশিত হয়। নিত্যমুক্ত জীব—যাঁহারা কেবল আমাদিগকে মায়া হইতে উদ্ধার করিয়া পুনরায় স্বরূপে অবস্থিত করাইবার জন্য এ-জগতে আসেন, তাঁহারা আমাদের সম্মান, পূজা ও গৌরবের পাত্র। শুভেচ্ছা তাঁহাদের প্রতি গৌরবের আকারে প্রযুক্ত হয়। গৌরবের সহিত শুশ্রূষা বা সেবা তাঁহাদের প্রতি বিহিত। যাঁহারা ভগবানের দিকে গতি-বিশিষ্ট এবং আমাদের সমস্তরে অবস্থিত, তাঁহাদের প্রতি শুভেচ্ছা গৌরববুদ্ধির সহিত মৈত্রীর আকারে প্রকাশিত হয়। আর, যাহারা ভগবদ্ভজনের পথে আমাপেক্ষা নিম্ন-ভূমিতে অবস্থিত; কিন্তু সরল ও নিষ্কপট, তাহাদের প্রতি শুভেচ্ছা দয়া বা অনুকম্পার আকারে প্রযুক্ত হইবে। যাহারা ভগবানে অবিশ্বাসী বা বিদ্বেষী নয় এবং সরল ও নিষ্কপট তাঁহাদের প্রতিই দয়া বিহিতা। ভগবৎ-প্রতিকূল বা বিদ্বেষী জীবের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখিতে হইবে না। তাহাদের প্রতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইতে হইবে।

প্রঃ—যাহাদের রাজপুরুষ অথবা বাহিরের লোকের সহিত কার্যগতিকে মিশিতে হয়, তাহারা কিরূপ নীতি পালন করিলে সদাচার রক্ষা করিতে পারেন?

আচার্যদেব—ভক্ত-সাধকগণ সাধারণ সামাজিক নীতি-অনুসারেই সমাজে মিশিবেন; রাজনীতিক্ষেত্রে প্রচলিত রাজনীতি-অনুসারে চলিবেন। তবে যাহাতে ভগবদ্ভজনের বাধা হয়, সেই নীতি এড়াইয়া চলিবেন। তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য থাকিবে নিজেদের ভজনের প্রতি, অন্যান্য সমস্ত বিষয় ভজনের দিক্ দিয়া বিচার করিবেন; অনুকূল অর্থাৎ যাহা তাঁহাদের ভজনোন্নতির সহায় হয়, তাহাই করিবেন, আর যাহাতে বাধা হয়, তাহা ত্যাগ করিবেন। কার্যগতিকে রাজপুরুষদিগের পার্টিতে যোগদান করিতে হইলে, তাহাদের সহিত পান-ভোজনাদি করিবেন না। নৃত্য-বিনয় ব্যবহারে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিবেন। সাধারণ সামাজিক ব্যবহারেও এইরূপই করিতে হইবে। কোথাও অন্যভাবে, কোথাও অনুকম্পায়, কোথাও ঔদাসীন্য বা নিরপেক্ষতার সহিত

প্রত্যাখ্যান করা দরকার। কেবল শাস্ত্রীয় বিধান-সম্বন্ধে কেন, সামাজিকতার দিক্ দিয়াও যে যাহা গ্রহণ করিবে না, তাহাকে তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য করান ভদ্রতা-বিরুদ্ধ। অমুক লাটের পার্টিতে গেলে চা খাইবেন কি? অনেক দেশের রাজা নৈষ্ঠিক নিরামিষাশী, তাঁহারা লাট-দরবারে উপস্থিত হইয়াও কিছু গ্রহণ করেন না। পান, সুপারী ইত্যাদি বস্তু শাস্ত্রনিষিদ্ধ না হইলেও সাধকের ভজনানুকূল নহে বলিয়া কোন প্রকার সামাজিকতার খাতিরে কোন ভক্ত সাধক ঐসকল দ্রব্য গ্রহণ করিবেন না।

প্রঃ— ...'হরিজন'-সেবার কথা বলিয়াছেন। ইহা কর্ত্তব্য কিনা?...যে অর্থে 'হরিজন' শব্দ ব্যবহার করিতেছেন—এরূপ ব্যবহারে কিছু দোষ হয় কি না?

আচার্য্যদেব—প্রত্যেক জীবই বস্তুতঃ হরিজন। একজন উচ্চ ব্রাহ্মণও হরিজন, একজন অতি নীচকুলোৎপন্ন-এমন কি ক্ষুদ্র কীট বা তৃণগুল্মও হরিজন। কারণ, প্রত্যেক চেতন বস্তুর চেতন—ভগবানের দাস। তবে সাধারণতঃ যে জীবে ভগবদ্ভাব প্রকাশিত, তিনিই হরিজন নামে অভিহিত হইতে পারেন। 'হরিজন' 'বৈষ্ণবে'র প্রতিশব্দ। হরি-অর্থ বিষ্ণু, তাঁহার জন অর্থাৎ সেবকই বৈষ্ণব। হয়, প্রত্যেক জীবকে হরিজন বলা যাইতে পারে অথবা উদ্ধৃতস্বরূপ বা বিষ্ণু-পূজাতে জীব হরিজন-শব্দে উক্তিষ্ট হইতে পারেন। যে ভাবে 'হরিজন' শব্দের ব্যবহার হইতেছে, তাহা শাস্ত্র, ভাষা-বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, লোকরীতি, প্রচলিত শব্দবৃত্তি—কোন নিয়মের দ্বারাই উহা সমর্থিত হয় না। হরিজন-পদে যদি উদ্ধৃতস্বরূপ বৈষ্ণব উক্তিষ্ট হন, তবে তাঁহার সেবা করিতে হইবে। সাধারণ জীবের প্রতি 'সেবা' শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। তাহাদের প্রতি 'দয়া' করিতে হইবে। চেতনের তৃপ্তি-বিধানের নাম সেবা। জড়ের তৃপ্তি-বিধানের নাম ভোগ। তথাকথিত হরিজন-নামধারী জীবগণ যদি বদ্ধ হয়, তবে কিরূপে তাহাদের সেবা হইতে পারে? বদ্ধজীবের প্রতি যে শুভকামনা পরিস্ফুট হয়, তাহাই দয়া। জীবকে 'নারায়ণ' কল্পনা করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ করা পাষণ্ডতা মাত্র।

সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণের মঙ্গলের উপায়

[শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম ; ২১শে মার্চ্চ, ১৯৪০ ইং]

নিজেকে বলি দিতে হইবে। যে যত নিজেকে বলি দিতে পারিবে, সে তত শীঘ্র শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা পাইবে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অনুগত হইতে হইবে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী চাউল দিয়া সংখ্যা রাখিয়া হরিনাম করিতেন, সংখ্যা পূর্ণ করিতে করিতে যে এক ছটাক বা দেড় ছটাক চাউল বাড়া হইত, তাহাই রন্ধন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগ দিতেন এবং একবেলা সেই প্রসাদ পাইতেন। তিনি প্রেমভক্তিস্বরূপিণী গৌরনারায়ণের লক্ষ্মী। তাঁহার আশ্রয়-লাভ হইলেই মহাপ্রভুকে পাওয়া যায়। ভাল খাওয়া ছাড়তে হ'বে। ভাল খাওয়া, ভাল পরার প্রতি টান থাকিলে গৌরসুন্দরের কৃপা হইবে না। প্রত্যাহারটা সাধকের পক্ষে খুব বেশী দরকার। যে প্রত্যাহারে যতটা দৃঢ় হইতে পারিবে, সে ততটা মহাপ্রভুর কৃপা পাইবে। কাঙ্গাল—দীন হইতে হইবে। মহাপ্রভু দীনের ঠাকুর। বেশী নিদ্রা ত্যাগ করিতে হইবে। গল্পও একেবারেই ছাড়িতে হইবে। প্রজল্প-হরিভজনের বিশেষ বাধা। অসচ্চিন্তা দূর করিতে হইবে। সর্ব্বক্ষণ গুরুগৌরাঙ্গের চিন্তা করিতে হইবে। গুরুবর্গের ও সকল বৈষ্ণবের পাদপদ্মে নিরন্তর প্রার্থনা জানাইতে হইবে। নিজের দীনতার কথা স্মরণ করিয়া শত শত ধিক্কার দিতে হইবে। গুরুবর্গের চিন্তা জোর করিয়াও করিতে হইবে। জোর করিয়া অসচ্চিন্তাকে দূর করিয়া গুরুবর্গের কৃপা-প্রার্থনা ও স্তবাদি স্মরণ করিবে। যিনি যতটা এ বিষয়ে যত্নবান্ হইবেন, তিনি তত শীঘ্র অগ্রসর হইতে পারিবেন।

শাস্ত্রের বাক্যে যাহার বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা আছে, তাহাকেই হরিকথা বলিতে হইবে। তর্কস্পৃহা—সে অপরেরই হউক আর নিজেরই হউক, চরিতার্থ করিতে হইবে না। কৃতর্ক-

গুলি বহির্মুখ লোকের 'বাহবা' কুড়াইয়া বা তাহাদের দ্বারা চাঙ্গে চড়িয়া কোন মঙ্গল হইবে না—নিত্যানন্দের কৃপা পাইবে না। **যতটা নিজেকে বলি দেওয়া যাইবে—মহাপ্রভুকে পাইবার আশায় নিজের ভোগ, সুখ, বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য যিনি যতটা বিসর্জ্জন করিতে পারিবেন, তিনি ততটা শীঘ্র অগ্রসর হইতে পারিবেন—নিত্যানন্দপ্রভু আত্মসাৎ করিবেন।** নিত্যানন্দপ্রভু আত্মসাৎ করিলেই মহাপ্রভু কৃপা করিতে বাধ্য হইবেন।

একাদশীতে নিরম্বু উপবাস করা দরকার। শ্রীরুক্মিণী-দেবী, শ্রীসত্যভামা, শ্রীনন্দ-যশোদা সকলেই একাদশী ব্রত করিয়া কৃষ্ণকে লাভ করিয়াছেন।

[২২শে মার্চ্চ, ১৯৩০ ইং]

আগে নিজেকে জানিতে হইবে। 'কে আমি,' প্রথমে জানা দরকার। নিত্যানন্দপ্রভুর সহিত মহাপ্রভুর সম্বন্ধ এবং আমি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর—শ্রীবাসের—শ্রীঅদ্বৈতের—শ্রীগদাধরের পদধূলি, এইসকল পরিচয় জানা দরকার। নিজের এই পরিচয় জানাই শ্রীনিত্যানন্দের কৃপার প্রথম পরিচয়। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বাণী হইতেই ইহা জানা যায়। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বাণীতে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধাও নিত্যানন্দের কৃপার প্রথম পরিচয়। শ্রদ্ধা হইলেই সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণ হয়। **সাধু-সঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনই ভজন** ভজনক্রমে সমস্ত অনর্থ দূরীভূত হইলে নিষ্ঠা বা নৈরন্তর্য্য উপস্থিত হয়, তারপরে রুচি, তারপরে আসক্তি। এই পর্য্যন্ত সাধন ভক্তি, ইহার পর সাধ্য-ভক্তি ভাবের উদয় হয়। ভাব ক্রমে স্থায়িভাব রতিরূপে প্রকাশিত হয়। রতি হইতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটি রসের মধ্যে যেটি যে আত্মার নিত্যস্বভাব তাহা প্রকাশিত হয়। এইটি ক্রমপন্থা—ইহাও নিত্যানন্দেরই কৃপার পথ।

শ্রীনিত্যানন্দের কৃপার দ্বিতীয় পরিচয় প্রকাশিত হয়—যখন আমাদের নিত্যনাম, নিত্যরূপ, বা স্বরূপ ও কৃষ্ণের নিত্য-রূপের পরিচয় পাই। সেই নাম, রূপ, গুণ, লীলার ইতি বা অন্ত নাই। তাহা অধিক হইয়া যায় না। নিত্যানন্দের কৃপার প্রথম পরিচয়ে শ্রদ্ধা উদিত হইলে ক্রমে ক্রমে তাঁহার পূর্ণ-কৃপাক্রমে স্বরূপের নাম-রূপ-গুণাদি জানা যায়।

শ্রদ্ধা বলিতে শাস্ত্রে বিশ্বাস। **সাধু** হইতেছেন, **শাস্ত্রের মূর্ত্তবিগ্রহ, তাঁহার লক্ষণ—তিনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই সেবা করেন।** সেই সাধুতে চব্বিশ ঘণ্টা আঠা হওয়া দরকার—**তাঁহার ইচ্ছার নিকট নিজেকে বলি দেওয়া—সম্পূর্ণ শরণাগত হওয়া দরকার। তাঁহার হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে হইবে।** আমার যা' কিছু ভজনের বাধা-বিঘ্ন আছে, সে সকল তিনিই দূর করিয়া দিবেন। আবার নিজেরও প্রবল যত্ন ও চেষ্টা থাকিবে যে, কোথায় আমার কোন্ গলদ্ আছে। সাধুর কৃপায় সেই সকল গলদ্ দূর করিবার জন্য আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব, তাহাতে আমার দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, পারি-বারিক যাহা কিছু ক্লেশ বরণ করিতে হয়, হউক। এইরূপে নিত্যানন্দের কৃপা ও নিজের যত্নাগ্রহ-ক্রমে অনর্থ দূরীভূত হইলে নিষ্ঠা হইবে। 'নিষ্ঠা' মানে নিরন্তর ভজন হইবে অনর্থ দূরীভূত হইবার পূর্ব্বে ভজনক্রিয়া সাময় বা বাধাযুক্ত থাকে। অনর্থ দূর হইলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নিরন্তর হয়। নিরন্তর ভজনফলে শ্রীনামে ও ভজনে একটা রুচি হয়। রুচি অর্থাৎ ভাল লাগে। পরে আসক্তি বা আঠা উপস্থিত হয়। এই আঠাটাই বিশেষ দরকার। **এই আঠা না হইলে জড়ের আঠা ছাড়ানো যায় না।** জড়ে রুচি দূর না হইলে জড়ের আঠাও যায় না। হরিভজনে রুচি হইলে—জড়ের রুচি আর থাকে না। রুচি বা 'আঠা' এখন যে বিষয়ে আছে, তাহা অপেক্ষা বড় বস্তুতে হইলে তবে এই রুচি বা আসক্তি যাইতে পারে। আসক্তি দৃঢ় হইলে সাধ্যভক্তি ভাব উদিত হয়। পরে রতি ও রসের উদয় হয়।

রসোদয়-ক্রমে নিজের স্বরূপ—অর্থাৎ মধুররসে বার্ষভানবীর আনুগত্যে নিজের সেবার পরিচয় ও সেবক-স্বরূপের পরিচয় —অথবা নন্দ-যশোদার আনুগত্যে, অথবা সুবল-শ্রীদামাদির আনুগত্যে, অথবা রক্তক-পত্রকাদির আনুগত্যে, অথবা বেত্র-বেণু-বিষাণাদির আনুগত্যে সেবার পরিচয় ও নিজ সেবা-স্বরূপের পরিচয় জানা দরকার। নিত্য রূপের প্রকাশ হওয়া —নিত্যরূপ জাগা দরকার। নিত্যরূপের সঙ্গেই কৃষ্ণের বিলাস হয়—শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন-বিলাস হয়। নিত্যরূপের জিহ্বায়, কর্ণে বা সমস্ত ইন্দ্রিয়ে শ্রীনাম বিলাস করেন। সেই বিলাসই চিদ্বিলাস বা ভক্তিবিলাস।

দেহ-দ্বারা—ইন্দ্রিয়-দ্বারা যে সকল ভক্তির নিরন্তর অনুষ্ঠান হয়, তাহাই সাধন। **স্বরূপের ইন্দ্রিয়-দ্বারা অনুষ্ঠিত ভজনক্রিয়াই সাধ্যভক্তি।** দেহ ও ইন্দ্রিয়-দ্বারা ভজনে

অগ্রসর হওয়াই সাধন। ভজনপথে অগ্রগতি থাকিলে ভজনানুষ্ঠান সাধনভক্তি নামে পরিচিত হইয়া থাকে। সর্ব্বক্ষণ শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা প্রার্থনা করিলেই মহাপ্রভু আমাদিগকে কৃপা করিয়া আত্মসাৎ করিবেন কি না, তাহার ব্যবস্থা হইতে পারে। সর্ব্বক্ষণ হরিনাম জপ ও কীর্ত্তন করা দরকার। ওষ্ঠস্পন্দন-মাত্রেই কীর্ত্তন হয়। ওষ্ঠস্পন্দন-বিহীন-ভাবে নামগ্রহণের দ্বারা জপ হয়। উচ্চৈঃস্বরে স্পষ্ট-ভাবে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা দরকার। স্ত্রীমূর্ত্তিধারিণীগণ উচ্চৈঃস্বরে করিতে না পারিলে লঘুস্বরে পরিষ্কারভাবে করিবেন।

নামের মধ্যেই রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর সব আছে। তা'তে ইতি নাই। নিত্য নবনবায়মান ভাবে—মধুর হইতে মধুরতররূপে তাহা বাড়িতে থাকে। তখন জড়ের প্রতি আসক্তি, আস্থা ক্রমেই কমিয়া আসে—তাহা আর ভাল লাগে না। আত্মীয়-নামধারিগণের—জড় পরিকরের সেবা ভাল লাগে না। গৌরপরিকরের সেবা করিবার জন্য একটা প্রবল স্পৃহা উপস্থিত হয়।

হরিনামের পথ অত্যন্ত সহজ। কলি-জীবের নামকীর্ত্তন ব্যতীত আর পথ নাই। এতে কর্ম্মের ক্লেশ, জ্ঞানের আয়াস বা যোগের কষ্টসাধন নাই। এই সংকীর্ত্তনের পথই শ্রীগৌর-সুন্দর আদেশ করিয়াছেন।

ধ্যান এখন হয় না। কলির জীবের মন অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত, এই মনে ধ্যান হওয়া সম্ভব নয়। যজ্ঞাদি অত্যন্ত কষ্টসাধ্য—অর্থ-ব্যয় ও সময়-সাপেক্ষ। অর্চ্চনেও বহু উপকরণ, প্রচুর অর্থাদির, সর্ব্বোপরি চিত্তের স্থৈর্য্যের প্রয়োজন হয়। তাহাও কলি-জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। অপরাধশূন্যরূপে হরিনাম গ্রহণে সর্ব্বসিদ্ধি হইয়া থাকে।

সাধুসঙ্গ ব্যতীত হরিনাম হয় না। হরিনাম সাধু ব্যতীত থাকেন না। সাধুও ২৪ ঘণ্টাই সেবা করেন ও সেবা দান করেন। নিজেও গৌরসুন্দর ও হরিনাম ছাড়া জানেন না বা কাহাকেও আর কিছু জানান না।

দায়িত্ব সব কিছু গৌরসুন্দরের। নিজের উপরে নিজের কিছু দায়িত্ব রাখিতে হইবে না। আমার ভালমন্দ যা' কিছু বিচার ব্যবস্থা সবই গৌরসুন্দর করিবেন। সকলে নিত্যানন্দের হইয়া যান। তখন তাঁহার জিনিষের ভাবনা তিনি ভাবিবেন। **কৃপা করা—রক্ষা করা—উদ্ধার করা তাঁহার কাজ; আমাদের কাজ নিজেকে দিয়ে দেওয়া, বলি দেওয়া—শরণাগত হওয়া।** যি, চাকরের কি কাজ? তাহাদের কাজ সেবা-প্রার্থী হওয়া, নিজেকে দেওয়া; মনিবের কাজ তা'র সকল ব্যবস্থা করা। বিষ্ণুপ্রিয়ার যি, চাকর হইয়া যান, তখন তাঁহার কাজ তিনি করিবেন, আমাদের বিক্রীত হইতে হইবে। বিক্রীত হইলে—বিষ্ণুপ্রিয়ার দাস-দাসী হইতে পারিলে, তিনি কি ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না? ভগবৎকথা-প্রসঙ্গে আমি এই জগতের ভোক্তা অথবা আমী ভোগ্যা বা ভোগ্য—এই জ্ঞান থাকে না। পিতা-মাতা, স্বামী অথবা স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়স্বজন বা জড়জগতের সকলবস্তু অপরকে ভোগের বস্তু মনে করে—ভোক্তা সাজে অথবা নিজেকে অপরের ভোগ্য মনে করে। ভগবৎকথা-প্রসঙ্গে এই বুদ্ধি দূর হয়।

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী যদি আত্মসাৎ করেন, তবে আমাদিগকে শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে সমর্পণ করিতে পারেন। শচীদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে শচীনন্দনের কৃপা লাভ হয়। শ্রীবাসের শরণাগত হইলে শ্রীবাস-অঙ্গনে গৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন-রাসে প্রবেশাধিকার লাভ হয়। অদ্বৈতপ্রভুর অনুগত হইলে হৃদয়ে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডনাথ বিশ্বম্ভরের উদয় হয়। গদাধরের পাদপদ্মধূলি হইতে পারিলে গদাধর-প্রাণনাথ আমাদেরও প্রাণনাথ হইয়া যান। নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুরের কৃপায় নামাশ্রয় লাভ হয়। কত পতিত পামর তাঁহার কৃপায় হরিনামাশ্রয়ে উদ্ধার লাভ করিয়াছে! ইঁহারাই কৃষ্ণ দিবার মালিক। কৃষ্ণ ইঁহাদের হাতের পুতুল। ইঁহারা ইচ্ছা করিলে কৃষ্ণকে কিনতে, কেনা'তে ও বেচ্‌তে পারেন। পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করিতে পারিলে—ষোল আনা বলি দিতে পারিলে পূর্ণ ষোল আনা পাইবেন। **যে-টুকু কম দিবেন—সেই-টুকুই ছলনা বা আত্ম-বঞ্চনা।** পূর্ণভাবে দরজা খুলিলে পূর্ণ আলো পাইবেন। যতটা কম খুলিবেন ততটা অন্ধকার পাইবেন। **পূর্ণভাবে দরজা খোলাই সাধন।**

ষোল আনা বলি দেওয়া অর্থাৎ "আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার" এই জ্ঞান হৃদয়ে ধারণ করা। 'আমি ত' তোমার', এটা না হইতে পারিলে অন্ততঃ যেন হইতে পারি—সর্ব্বক্ষণ এইরূপ অকপট প্রার্থনা। নিজের চিন্তাধারা যাহা কিছু করা সবই মনের খেয়াল—মনোধর্ম্ম।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মাবির্ভাব

বৎসরান্তে পরমারাধ্যতম গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের নিত্য-কল্যাণদায়িনী শুভাবির্ভাবতিথি জগতের সৌভাগ্যাকাশে পুনরায় উদিতা হইলেন। গৌর-পঞ্চমীতিথিতে শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মাশ্রিত নিষ্কপট সেবকগণ আত্মাঞ্জলি-প্রদানমুখে শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মপূজা-মহোৎসব সম্পন্ন করিবেন।

শ্রীগুরুপূজাবাসর আমাদের বাৎসরিক হিসাব-নিকাশের দিন। এই এক বৎসরে ভজনপথের কণ্টকস্বরূপ অনর্থসকল কতটা নিবৃত্ত হইল, স্বরূপের অভিমান কতটুকু জাগিল, কৃষ্ণ-কার্য্যের অনুকূল-অনুশীলনের প্রতিবন্ধকস্বরূপ অন্ত-যাত্রা, অন্ত-পূজা, জ্ঞান-কর্ম্মের মোহ হইতে কতটা পরিমাণে মুক্ত হইতে পারিলাম, হৃদয়-দৌর্ব্বল্য,—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-চেষ্টার সমস্ত জীবনীশক্তি-অর্পণে কার্পণ্য কি পরিমাণে দূর হইল, জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীভূত অপরাধরাশি কতটা দূর হইল, কুটিলতা, অশ্রদ্ধা, ইতর-বিষয়াভিনিবেশ, ভজনশৈথিল্য ও দম্ভ কতটুকু নষ্ট হইল, তাহাই পরীক্ষা করিবার দিন আজ। আবার, অন্যভাবে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবাপ্রাপ্তির জন্য অকপট দৈন্য, আর্ত্তি ও পিপাসা কতটুকু জাগিল, তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিরূপে নিজকে কতটুকু উপলব্ধি করিতে পারিলাম—আজ তাহারও হিসাব করিবার দিন।

সেই হিসাব করিবার জন্য যখন সত্যসত্যই অকপট-ভাবে নিজের চিত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তখন কি দেখিতে পাই? বিবর্দ্ধমান শত শত অনর্থ-রাশির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যেটি প্রবল, যেটি আমাদের সমগ্রজীবনী-শক্তিকে কেবলমাত্র রক্তমাংসের সেবায় নিযুক্ত করাইয়া চেতনের বৃত্তিকে নিত্যকালের জন্য পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছে, সেটি হইতেছে—অপ্রীতিপ্রিয়তা বা সেবাচেষ্টাহীন নিশ্চিন্ত ভোগবিলাসে জীবন কাটাইবার দুরভিসন্ধি। আবার, এই যে আরামপ্রিয়তা, ইহার মূলে আছে শোচনীয় অপরাধ। অপরাধফলে আমাদের হৃদয় এতটা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে যে, সেই বজ্রসারচিত্ত অমিত বলশালী, নিখিলচিদ্‌বলাধার শ্রীশ্রীগুরু-নিত্যানন্দ-রামের হলাঘাতেও যেন বিদীর্ণ হইতেছে না। অপরাধ কঠিন হৃদয়, পাষাণ অপেক্ষা কঠিন হৃদয়—এতটা শুষ্ক, কঠোর হইয়া উঠিয়াছে, এতটা জড়াভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে চেতনের ক্ষীণতম স্পন্দনও তথায় যেন অনুভূত হয় না।

অপরাধফলে আমরা আজ অত্যন্ত শোচনীয় দুর্দ্দশার চরমপ্রান্তে উপনীত হইয়াছি; তদুপরি আরও অধিক অনু-শোচনার বিষয় এই যে, সেদিকে আমাদের আদৌ দৃক্-পাত নাই। যখন শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তদাশ্রিত শ্রীবৈষ্ণববৃন্দ অপূর্ব্ব বিপ্রলম্ভময়ী কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলার অনবদ্য, অসমোর্দ্ধ আদর্শ প্রকট করিতেছেন, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশ্যে সমগ্র জীবনীশক্তি অর্পণ করিবার ও করাইবার অনুপম আদর্শ স্থাপন করিতেছেন, ঠিক্ সেই সময়ই আমরা তাঁহাদের আনুগত্যের ছলনা প্রদর্শন করিয়া, তাঁহাদের আশ্রিতরূপে নিজের পরিচয় দিয়া সেবা-বিরহের সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্তবৃত্তি আরামপ্রিয়তাকে সগৌরবে অভিনন্দন করিতেছি! নিশ্চিন্তে, অলসভাবে জীবনযাপনের মোহ আমাদিগকে একেবারে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে—ইহা যে কত বড় দুর্ভাগ্য, তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত উৎসাহও আমাদের অনসচিত্তে ক্ষণ-কালের জন্য জাগে না।

সমস্ত প্রকার অপরাধের মূলে আছে—গুরুবৈষ্ণবাপরাধ। নামাপরাধ, ধামাপরাধ, সেবাপরাধ প্রভৃতি যাবতীয় অপরাধ এই গুরু-বৈষ্ণবাপরাধ—গুরু-বৈষ্ণববাক্য হইতে উদ্ভূত হয়। গুরুবৈষ্ণব হইতে অভিন্ন তাঁহাদের বাণীকে অবহেলা, অশ্রদ্ধা করিলে, সেই বৈকুণ্ঠবাণীর স্বতঃকর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করিয়া তাঁহার শাসন ও নিয়মন সর্ব্বতোভাবে বরণ করিয়া লইতে পরাঙ্মুখ হইলে গুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধের আবাহন করা হয়। আবার গুরুবৈষ্ণবের বাক্তিত্বকে অস্বীকার করিয়া, 'বিশেষ'কে না মানিয়া, গুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে অকপট, আন্তরিক প্রীতিযুক্ত না হইয়া কেবলমাত্র তাঁহাদের বাণী পালন করিবার অভিনয়ও অপরাধেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। অপ্রাকৃত বপুঃ ও অপ্রাকৃত বাণীতে যেখানে অভেদ-বুদ্ধি নাই, সেখানে নির্ব্বিশেষ-বিচারের আবাহনরূপ অপরাধ অপরিহার্য্য। অপ্রাকৃতকে প্রাকৃতবুদ্ধি করাই অপ্রাকৃতের শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অথবা একমাত্র অপরাধ।

স্বয়ং ভগবৎস্বরূপ, সাক্ষাদ্ভেদের গুরুদেবে মর্ত্যবুদ্ধি করাই তৎপাদপদ্মে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধ।

এই অপরাধ—এই মহা অনর্থ হইতে নিষ্কৃতি না পাইলে গুরুপূজা কখনই সম্ভব হইবে না। অপরাধ-মোচনের উপায়ও শ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়াছেন,—অকপটে নিজ সমস্ত প্রকার অযোগ্যতা জ্ঞাপনপূর্ব্বক কৃপাপ্রাপ্তির জন্য আর্ত্তিভরে ক্রন্দন—ইহাই একমাত্র উপায়। যাঁহার পাদপদ্মে অপরাধ সঞ্চিত হইয়াছে, তাঁহাকে স্তবস্তুতি দ্বারা প্রসন্ন করা ব্যতীত অপরাধ দূর হইবার অন্য কোন উপায় নাই। কিন্তু, আমাদের অপরাধ-কঠিন হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই,—এই ক্রন্দনও আমাদের আসে না। গুরু আমাদের হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে; সুতরাং, আত্মমান-মদে মত্ত সম্পূর্ণ অন্ধ ও বধির আমাদের হৃদয়ে দীনতা-দেবী কিপ্রকারে আসন গ্রহণ করিবেন? যদি সত্য সত্যই বুকে হাত দিয়া নিষ্কপট ভাবে নিজকে পরীক্ষা করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাই, আমরা প্রকৃত পক্ষে কৃপা চাই না। কৃপা পাইবার জন্য অকপট পিপাসা আমাদের নাই; সুতরাং, কৃপাপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক-স্বরূপ অপরাধ-মোচনের জন্য আর্ত্তি, ধৈর্য্য, ক্রন্দন কি প্রকারে আসিবে?

গুরুবৈষ্ণবের কৃপা যে কত বড় বস্তু, তাহার একটু আভাসও যদি আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয়, তাহা হইলে তজ্জন্য ব্যাকুলতা না আসিয়াই পারে না। আবার, গুরু-বৈষ্ণবের স্বরূপ না জানিলে তাঁহাদের কৃপার স্বরূপই বা কি প্রকারে অনুভূত হইবে? শ্রীগুরুবর্গের বাণীতে আমরা এই মহামূল্য উপদেশ পাইয়াছি,—

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥
চৈতন্য-নিত্যানন্দ নাহি এসব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হইয়া লাগে মহিমজ্ঞান হৈতে॥

'সিদ্ধান্ত' অর্থাৎ গুরুবৈষ্ণবের বাণীকে কায়মনোবাক্যে আশ্রয় করা ব্যতীত উপায় নাই। গুরুবৈষ্ণবের বাণীদ্বারেই দুর্লভ জীবের প্রতি তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধা অহৈতুকী দয়া প্রকাশিত হয়। সেই বাণীর নিকট যত পরাভূত হওয়া যাইবে অর্থাৎ সেই বাণীকে বিজ্ঞ, শাসক, পালক ও নিয়ামক জানিয়া অকপট-ভাবে তাঁহার নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রবৃত্তি যে পরিমাণে উন্মেষিত হইবে, সেই পরিমাণে আমাদের স্বাধীনতার অসুবিধা কাটিয়া যাইবে। সকল অপরাধ অপেক্ষা গুরুপাদপদ্মে অপরাধই ভীষণতম; তন্মধ্যেও আবার, ভক্তিসিদ্ধান্তের চরণে অপরাধ আরও অধিক ভীষণতর অর্থাৎ—গুরুদেব যখন প্রচারক-লীলা করেন না, তখন তাঁহার দেবদুর্জ্ঞেয় ক্রিয়ামুদ্রাদি-দর্শনে ভ্রান্ত, মূঢ়, বদ্ধজীবের পক্ষে অপরাধ সঞ্চয় করা স্বাভাবিক। শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক স্বীয় আচরণের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিলে শিষ্য যদি অনুতপ্তচিত্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রপন্ন হন, তাহা হইলে তাঁহার ঐ অপরাধের ক্ষালন হইয়া থাকে। কিন্তু, যখন শ্রীগুরুদেব শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিয়া অমায়ায় কৃপা বিতরণ করিতেছেন, তখন যদি কেহ সেই কৃপার বিরুদ্ধে স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করে, তাহা হইলে সে জানিয়া শুনিয়াই আত্মঘাতী হইল, তাহার অপরাধ হইতে আর কোনক্রমেই নিস্তার নাই। এই সিদ্ধান্ত আমাদিগকে গুরুবৈষ্ণবের স্বরূপ জানাইয়া দেয় এবং সেই স্বরূপজ্ঞান বা মহিমজ্ঞানই আমাদের চিত্তকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত দৃঢ়-রূপে সংলগ্ন করিয়া দেয়। সেই মহিমজ্ঞান যাহাতে আমরা লাভ করিতে পারি, তজ্জন্য অহৈতব-চেষ্টা ও প্রযত্ন আমাদের উচিত। শ্রীগুরুদেব কত বড় বস্তু, ইহার যতই উপলব্ধি হইবে, ততই আমাদের চিত্ত তৎপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইবে, তাঁহার কৃপাকণা-লাভের জন্য অনুক্ষণ আর্ত্তি-ক্রন্দন আপনা হইতেই আসিবে। যতীন্দ্র শ্রীরামানুজাচার্য্য এক ঘণ্টাকাল গুরুবৈষ্ণব-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনকে সাধকজীবনের দৈনন্দিন কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি খুব ভাল, খুব বড়, আমি নির্দ্দোষ, আর সকলেরই খুঁত আছে—এই চিত্তবৃত্তিই আমাদিগকে বৃথা অহঙ্কারে উন্মত্ত করিয়া রাখে, গুরুর গুরুত্ব দেখিতে দেয় না, মহিমজ্ঞানোদয়ের পরিবর্ত্তে তুচ্ছজ্ঞান জন্মাইয়া অশেষ নিরয়ে পাতিত করে। মহিমজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বোধ যখন আমাদের থাকে না, তখন আমরা মোহ-গ্রস্ত হইয়া মনে করি,—সঙ্গে কেহই নির্খুঁত নহেন, কেবল-মাত্র গুরুদেব ও বিশিষ্ট কয়েকজন, যাঁহাদিগকে সকলেই একবাক্যে বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করেন, ইঁহারাই নির্খুঁত এবং আমি নির্খুঁত, আর সকলেই দোষযুক্ত। ক্রমে, আমাদের ছিদ্রানুসন্ধিৎসু চক্ষু সেই বিশিষ্ট বৈষ্ণবগণের চরিত্রেও দোষ

দেখিতে আরম্ভ করে। তখন একমাত্র গুরুদেব ও স্বয়ং 'আমি' ব্যতীত আর কাহারও সবটুকু ভাল দেখিতে পাই না; ক্রমশঃ অপরাধের মাত্রা পূর্ণ হইলে গুরুদেবেও আর ষোল আনা ভাল দেখি না. তাঁহার মধ্যেও দ্বিদ্রাণ্বেষণে উদ্যত হই। কিন্তু, শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—সকলের নিকট, আব্রহ্মস্তম্ব যত প্রাণী জগতে বিদ্যমান রহিয়াছে, সকলের নিকট নত হইয়া সকলকে যথা-যোগ্য সম্মান দিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে হইবে,—'আমি যেন কৃষ্ণের কৃপা পাই, সকলে আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন।' মত্ত্বই যদি হৃদয়ে একাধিপত্য করিতে থাকে, তাহা হইলে এই প্রকার চিত্তবৃত্তি কি প্রকারে আসিবে?

এই মত্ত্ব দূর হয়, কেবলমাত্র মহিমজ্ঞান-দ্বারা। মত্ত্বের প্রাচীরই আমাদের চিত্তকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে। মহিমজ্ঞান সেই প্রাচীরকে ধূলিসাৎ করিয়া দিবে। শ্রীগুরুদেবের করুণার অসমোর্দ্ধত্ব, তাঁহার ঔদার্য্যের অসমোর্দ্ধত্ব, তাঁহার কৃষ্ণপ্রীতির গভীরতার অসমোর্দ্ধত্ব, তাঁহার কৃষ্ণনাম মাধুর্য্যের অসমোর্দ্ধত্ব যতই আমাদের অনুশীলনের বিষয় হইবে, ততই এই মহিমজ্ঞানের উদয় হইতে থাকিবে। শ্রীগুরুদেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জড়-জগতের ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবের প্রতি যে করুণাধারা নিত্য বর্ষণ করিতেছেন, অন্যান্য সমস্ত প্রকার করুণার সহিত তাহার তুলনামূলক বিচার হউক, শ্রীগুরুদেব যে মহামহাবদান্য-লীলা প্রকাশ করিতেছেন, তাহার মূলে কি প্রকার ঔদার্য্যময়ী চিত্তবৃত্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহার বিচার হউক, তাঁহার সর্ব্বাত্ম-সমর্পণদ্বারা কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তির মাধুর্য্য, তাঁহার কৃষ্ণানুরাগের প্রগাঢ়তা আমাদের শরণাগত, সেবোন্মুখ কায়মনো-বাক্যে নিরন্তর অনুষ্ঠিত হউক, তাহা হইলেই তাঁহার অসমোর্দ্ধ মহিমা আমাদিগকে চমৎকৃত করিবে, আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার অশোক-অভয়-অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্মে দৃঢ়সংলগ্ন করাইবে।

আচার্য্যপূজায় 'অর্দ্ধজরতী' ন্যায়

[পণ্ডিতপ্রবর মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার]

শ্রীরঘুনাথদাস শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই ন্যায়টী তাঁহাদের গ্রন্থে ও বাণীতে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যাহারা ভক্তের প্রতিষ্ঠা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অর্জ্জন করিতে চাহে, অথচ গুরুর নির্ব্বিশেষবাদী, তাহারা 'অর্দ্ধজরতী'-ন্যায়কে বহুমানন করিয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি নির্ব্বিশেষবাদকে অন্তরেও ঘৃণা করে, কিন্তু কার্য্যতঃ ভক্তের পোষাকে অবশে দৈবী মায়ার বলে নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়ে। ইচ্ছা না করিলেও চিন্ত্যবিলাস বৈষ্ণবের চরণে অজ্ঞাত অপরাধ তাহাদিগকে নির্ব্বি-শেষবাদী করিয়া ফেলে। তাহারা সকল সময় জ্ঞাতসারেই যে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করে, তাহা নহে। যাহা দৃষ্টিতে ইহাদের বিচার, মধ্যমাধিকারীর ন্যায় মনে হয়; অর্থাৎ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কথিত "যে যেন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইয়া, আদর করিব তবে। বৈষ্ণবের কৃপা, যাহে সর্ব্বসিদ্ধি, অবশ্য পাইব তবে॥"—এই বিচারেরই অনুসরণের মত লক্ষিত হয়। কিন্তু, তাহারা মনোধর্ম্মের বলে অতাত্ত্বিক বৈষ্ণবাবৈষ্ণব বিচার করিতে গিয়া প্রথমতঃ একমাত্র শ্রীগুরুদেবকে ও আর দুই চারিজন ব্যক্তিকে বৈষ্ণবরূপে দর্শন করে; কিন্তু, যখন দেখিতে পায়, আচার্য্য বা শ্রীগুরুদেব ঐ বিশিষ্ট কতক জনকেও আচার্য্যরূপে কোন কোন বিষয়ে শাসনাদি করেন, তখন তাহা দেখিয়া ঐ সকল অতিবিচারক তাহাদেরই মতানুযায়ী ঐ কতকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতিও হৈতুকী শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলে; তখন তাহারা বিচার করে,—"এ জগতে বৈষ্ণব আর কেহ নাই, সকলেরই একটা না একটা ছিদ্র আছে; তখন তাহাদের বিচার হয়, একমাত্র আচার্য্য বা শ্রীগুরুদেবই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ; আর অতিবিচারক-দলের নেতৃরূপে 'আমি বা আমরা অন্ততঃ মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণব!" ক্রমে ক্রমে নিজেকে বিচারক মনে করিতে করিতে আচার্য্য বা গুরুদেবের আচার-প্রচারের মধ্যেও সকল সময় সামঞ্জস্য দেখিতে না পাইয়া মুখে না হউক, অন্ততঃ অন্তরে আচার্য্য বা গুরুদেবের মধ্যেও

লোষাভাস দর্শন করিবার প্রবল দুর্বুদ্ধি অংশে উপস্থিত হয়। এই দুর্বুদ্ধির বীজ তৎক্ষণাৎ আচার্য্য-বিদ্বেষে পরিণত না হইলেও সময়ে নির্ব্বিশেষবাদ-মহীরুহে পরিণত হইয়া পড়ে। তখনই 'অর্দ্ধকুক্কুটী' ন্যায় বলে উহার পূর্ণাহুতি হয়।

গাভীর শরীর রাখিয়া মস্তক ছেদন করিলে, বা হস্তকটি রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত অঙ্গ কাটিয়া ফেলিলে তদ্দ্বারা 'গো-হত্যা'র মহা-পাপেই লিপ্ত হইতে হয়। কুক্কুটীর যে অংশ ডিম প্রসব করে, সেই অংশটী রাখিয়া উহার মস্তক ছেদন করিলে আর ডিম পাওয়া যায় না।

যাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরকে মানেন, কিন্তু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে মানেন না; শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে মানেন, শ্রীগৌর-সুন্দরকে মানেন না; যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে মানেন, কিন্তু শ্রীগৌর-সুন্দরকে মানেন না; যাঁহারা শ্রীগৌরকে মানেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে মানেন না; যাঁহারা শ্রীগুরুদেবকে মানেন, কিন্তু শ্রীগৌরকে মানেন না; যাঁহারা শ্রীগৌরকে মানেন, কিন্তু শ্রীগুরুদেবকে মানেন না; যাঁহারা শ্রীগুরুদেবকে মানেন, (?) কিন্তু তাঁহার অকপট সেবকগণকে মানেন না; যাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে মানেন, কিন্তু তাঁহার ভক্তকে মানেন না; বা যাঁহারা ভক্তকে মানেন, কিন্তু শ্রীভগবান্‌কে মানেন না, তাঁহাদিগের বিচার 'অর্দ্ধকুক্কুটী'-ন্যায় বা 'অর্দ্ধজরতী'-ন্যায়ের বিচার। কুক্কুটী বা গরুর এক অর্দ্ধাংশ যেরূপ প্রাচীন ও অন্য অর্দ্ধাংশ নবীন হইতে পারে না এবং তাহা মনে করিলে যেমন সমস্ত-বস্তুকেই অবজ্ঞা করা হয়, তদ্রূপ যাঁহারা পরব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ মনে করেন, অথবা যাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে মানিয়া ভক্তকে মানেন না, অথবা শ্রীঅধোক্ষজেন্দ্রের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের শ্রীঅঙ্গের কিয়দংশ নবীন ও কিয়দংশ অপদার্থ মনে করিয়া তদীয় অঙ্গস্বরূপ গুরু-সেবককে মানেন না তাঁহারাও সম্পূর্ণ বস্তুকেই অস্বীকার করেন অর্থাৎ তাঁহারা প্রচ্ছন্ন নাস্তিক। এই জন্যই, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"একেতে বিশ্বাস, অন্যে না করে সম্মান।
'অর্দ্ধকুক্কুটী'-ন্যায় তোমার প্রমাণ॥
কিম্বা, দোঁহা না মানিঞা হও ত' পাষণ্ড।
একে মানি, আরে না মানি,—এই মত ভণ্ড॥"

(চৈঃ চঃ আ ৪।১৭৬-১৭৭)

এই সকল কথা জানিয়া শুনিয়াও যাঁহারা 'অর্দ্ধজরতী'-ন্যায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা বলেন,—"শ্রীগুরুদেবের প্রকৃত ভক্তকে না মানিলে 'অর্দ্ধকুক্কুটী'-ন্যায়ের আবাহন হইতে পারে; কিন্তু, যে আদৌ ভক্তই নহে, ভক্তব্রুব, ভক্তের নামে অনর্থযুক্ত জীব বা ভ্রম-প্রমাদাদিদুষ্ট তাহাকে না মানিলে ভক্তমর্য্যাদা লঙ্ঘন হইতে পারে না। পক্ষে এই অর্দ্ধ-কুক্কুটী-ন্যায়ের "কুক্কুর ভয়" দেখাইয়া কু-কে শ্রীগুরুদেবের 'শ্রেষ্ঠ অঙ্গ' বলিয়া মানিয়া লওয়ায় কিরূপ বিরাট্ ভ্রমই না হইয়াছে! শ্রীগুরুদেব বা শ্রীআচার্য্যদেব যাহাকে বা যাহাদিগকে বঞ্চনা করেন, তাহাকে বা তাহাদিগকে না মানিলে মর্য্যাদাহানি বা 'অর্দ্ধজরতী'-ন্যায়ের আবাহন হইতে পারে না। শ্রীগুরুদেব বা শ্রীআচার্য্যদেব যাহাদিগের অনর্থ বা অসম্পূর্ণতা আমাদিগকে প্রদর্শন করিয়া দেন, তাহাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করিলে যত অবৈষ্ণবকেই 'বৈষ্ণব' মনে করিয়া প্রতারিত হইয়া যাইতে হইবে।"

এই সকল অতিবিচারকগণের যুক্তির প্রধান দোষ এই যে, তাঁহারা অকপট ও কপটকে সমশ্রেণীস্থ জ্ঞান করিয়া একজনের অঙ্গ আর একজনের উপর নিক্ষেপ করিতে চাহেন। ইহাতে তাঁহারা মধ্যমাধিকারের নামে কনিষ্ঠাধি-কারী হইতেও হীন হইয়া কেবল পর-চর্চ্চক, পর-দোষদর্শী ও মনে মনে সর্ব্বদা অসৎসঙ্গের কবলে কবলিত হইয়া পড়েন এবং অচিরে প্রচ্ছন্ন নির্ব্বিশেষবাদিরূপে পরিণত হন। কপটতা ও মৎসরতাই বৈষ্ণবতা ও অবৈষ্ণবতার মধ্যগত ভটরেখা। সরল ও নির্ম্মৎসর ব্যক্তির কিঞ্চিৎ অনর্থ থাকিলেও তাহা কৃষ্ণকৃপায় শীঘ্র বিদূরিত হয়। তাঁহার অনর্থ-প্রতিযোগীর বা তৎপ্রতি গুরুবর্গের দ্বারা শাসন বজ্রাদি কৃপা দেখিয়া তাঁহাকে 'অবৈষ্ণব' মনে করিলে ঐরূপ দোষদর্শীরই পতন হইয়া থাকে। গুরুদেব বা আচার্য্যদেব যাঁহাদিগকে অযাচার শাসন করেন, তাঁহারা তাঁহার কৃপায়-ই উদ্ভাসিত, তাঁহারা বঞ্চিত নহেন। কু—কে শ্রীগুরুদেব শাসন করেন নাই, তাই সে ব্যক্তি বঞ্চিত হইয়াছে। কু-পন্থিগণ তাহা বুঝিতে পারে না, বা পারে নাই বলিয়াই নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা পরবর্ত্তিকালে কু-পন্থিগণের সহিত সাযুজ্য লাভ করিয়াছে, তাহারা প্রথমে শিশুদের দুই চারি-জন নিষ্ঠ (?) বৈষ্ণবের প্রতি খুবই ভক্তি (?) দেখাইয়া-ছিলেন, শ্রীল আচার্য্যদেবের বহু স্তব-স্তুতি রচনাও করিয়া-

ছিলেন। তাহারা শ্রীল আচার্য্যদেবকে 'ও বিষ্ণুপাদ' বলিয়া বন্দনা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই; কিন্তু, সর্ব্বত্র দোষদর্শী ও অবৈষ্ণবদর্শী অতিবিচারপর চক্ষুঃ ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে নির্ব্বিশেষবাদী করিয়া ফেলিল। গুরুপূজা-বাসরে তাহাদের উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা, সুদীর্ঘ 'অভিনন্দনপত্র' ও শত 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' (?) লণ্ডন হইতেও শত-শত বন্দনা-ব্যঞ্জক পত্র—সব তামসনদীতে ও নির্ব্বিশেষ-সাগরের কালা-পানিতে ডুবিয়া গেল! অতি-বিচারক, অতি শুষ্ক-ভক্তি ও অতি আচার্য্য-ভক্তি-প্রদর্শনকারী ব্যক্তিগণের ইহাই পরিণাম।

গত ১৩ই আগষ্ট (১৯৪০ ইং) এই প্রবন্ধের অযোগ্য লেখক পরমভাগবত শ্রীপাদ শিবদাস্তাব্রত-বিগ্রহ বিদ্যারত্ন প্রভুর সহিত পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনার্থী হইয়া শ্রীমথুরায় উপস্থিত হইলে শ্রীল আচার্য্যদেব সর্ব্বপ্রথমে আমাকে বলিলেন,—

"প • • আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নীচে অপেক্ষা করিতেছে। আমি উহার মুখ দর্শন করিব না। সে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর শ্রীচরণে অপরাধ করিয়াছে। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুকে আমার বিচার-বিরোধী ও অনভিজ্ঞ মনে করিয়া তাঁহার নিন্দা করিয়াছে এবং অন্তরে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর ব্যবহারের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করিয়াছে। আপনি দয়াগ্রে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া এই সেবাটি করুন,—উহাকে বলিয়া দিন, সে পরম-পূজনীয় শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর শ্রীচরণে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া আমাদের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। যদি সে এখনও আত্মমঙ্গল চায়, তবে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিষ্কপটভাবে সর্ব্বক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া অপরাধ-মার্জ্জনার জন্য শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর শ্রীচরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করুক; তাহাতে তিনি যদি তাহার অপরাধ ক্ষমা করেন, তবে সে কোনদিন শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাভাজন হইতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত তাহার নিস্তারের আর অন্য উপায় নাই।"

আমরা তিন দিন ষ্টীমারে ও রেলে থাকিবার পর চতুর্থ দিনে চাকা হইতে মথুরার মাঠে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, ঠিক এই সময় শ্রীল আচার্য্যদেব আমাকে এই আদেশ করিলেন। তাঁহার কৃপাদেশ-অনুযায়ী প—কে এই কথা জানাইলে সে অজ্ঞান-বদনে তখনই সেই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বতন্ত্রভাবে অন্যত্র চলিয়া গেল এবং কিছু দিনের মধ্যেই জানিতে পারা গেল যে, সে পরবর্ত্তী কালের নির্ব্বিশেষবাদীর দলে যোগদান করিয়া বিষোদ্গার করিতেছে। এতৎপ্রসঙ্গে আমি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে একটি কথা নিবেদন করিয়াছিলাম, —"আমি পরম্পর শুনিতে পাইলাম, কাহারও কাহারও নাকি অভিমত এই যে, 'মিশনে একমাত্র শ্রীল আচার্য্যদেবই মহা-ভাগবত, পরমহংস জগদ্গুরু; আর কোন বৈষ্ণব নাই। সুতরাং যাহারা পরম-মঙ্গল-লাভেচ্ছু, তাহারা কেবল শ্রীল আচার্য্যদেবেরই অনুগত থাকিয়া তাঁহার direct আদেশ পালন-সেবা করিবেন। অপর কাহারও আনুগত্য করিলে মঙ্গল হইবে না। মিশনে আর বর্ত্তমানে কোন বৈষ্ণব নাই। শ্রী ত-, শ্রী স-, শ্রীসা-,—ইহাদের আদর্শেও বৈষ্ণবতার অভাব দেখা যায়।' ইহাদের এই প্রকার বিচার ধারা কি ঠিক্?"

শ্রীল আচার্য্যদেব আমার এই কথা সম্পূর্ণ শেষ হইতে না হইতেই অত্যন্ত ক্রোধের সহিত বলিলেন,—"আমি এযাবৎ এই কথা শুনি নাই, কেহ যদি এরূপ কথা বলিয়া থাকে, তবে সে আমার বক্ষে শেল বিদ্ধ করে, জানিবেন। তাহার সহিত আমার কোন দিনই কোন সম্পর্ক নাই, তাহার মুখ দেখিলে আমি সচেল গঙ্গা-স্নান করিব। আপনি আমার এই কথাগুলি 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশ করিয়া দিবেন এবং শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুকে বলিবেন, এ বিষয়ে তিনি যেন 'গৌড়ীয়ে' একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়া মিশনের সকলকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দেন। আর এখন হইতে আপনি মিশনের কাহারও মুখ হইতে ঘুণাক্ষরেও এরূপ কথা শুনিলে তৎক্ষণাৎ উহার তীব্র প্রতিবাদ করিবেন এবং তাহার মুখ যাহাতে আমার দেখিতে না হয়—এরূপ ব্যবস্থা করিবেন।" (শ্রীল আচার্য্যদেব এত ক্রোধব্যঞ্জক আবেগের সহিত এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন যে, তখন তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তিমাভ হইয়াছিল।)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল আচার্য্যদেব আরও বলিলেন,—"কিছু-দিন পূর্ব্বে ম—এই প্রকার গুরুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বীকার না করিয়া অত্যধিক গুরুভক্তি দেখাইয়াছিল। সে শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীত-, শ্রীস-, শ্রীসা- প্রভৃতি বৈষ্ণবগণকে অবমাননা করিয়া—তাঁহাদিগকে অবৈষ্ণব বুদ্ধি করিয়া আমার প্রতি অধিক ভক্তি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, সেই বৈষ্ণবাপরাধের ফলে তাহার পতন হইয়াছে। সেই অপরাধের

অন্ত তাহার তীব্র অনুতাপ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার মুখ-দর্শনের আমার ইচ্ছা নাই। কয়েকদিন পূর্ব্বে যে শ্রীধাম-মায়াপুরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল, আমি সকলকে বলিয়া দিয়াছিলাম—এই ব্যক্তি বৈষ্ণবাপরাধী, ইহার মুখ আমি দেখিব না; ইহাকে যেন এখানে স্থান না দেওয়া হয় ও প্রসাদ না দেওয়া হয়। সে দিন তাহার মুখ আমি দেখি নাই। সে শ্রীধামমায়াপুরে স্থান ও প্রসাদ পায় নাই। বৈষ্ণবগণকে লঙ্ঘন করিয়া যে আমার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে আসিবে, সে আমার বক্ষে শেল বিদ্ধ করিবে ও পরিণামে তাহার এই প্রকার দশা লাভ হইবে, জানিবেন।"

যাঁহারা 'অর্দ্ধকুক্কুটী' ন্যায়ে বঞ্চনার হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা গুরুবর্গের এই সকল সাক্ষাৎ উপদেশ শ্রবণ করিয়াও বলিবেন যে,—"গুরুদেব বা আচার্য্যদেবের সম্মুখে কেহ তাঁহাকে 'একমাত্র বৈষ্ণব' বলিলে তিনি ভ' ক্রোধলীলা প্রকাশ করিবেনই, ইহাই তাঁহার বৈষ্ণবোত্তমতা। কাজেই গুরুবর্গের ঐ-সকল ক্রোধলীলা আমাদেরই মত-পোষক। তোমরা চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী;—মহাভাগবতকে ও অনর্থগ্রস্ত জীবকে, সিদ্ধকে ও পতনোন্মুখ সাধককে, গুরুকে ও লঘুকে এক পর্য্যায়ে স্থাপন করিতে চাহ। আমরা সেই চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী হইব না। যাহারা চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী, তাহারাই নির্ব্বিশেষবাদী। অতএব, আমরা নির্ব্বিশেষবাদী নহি, তোমরাই নির্ব্বিশেষবাদী।"

আধ্যক্ষিকতা পিশাচী শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃত শ্রবণ করিতে দেয় না, "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্ত-জনস্য পশ্যেৎ" এই বাণীর কদর্থ করিয়া কখনও জীবকে প্রাকৃত সহজিয়া, কখনও বা নির্ব্বিশেষবাদী করিয়া ফেলে। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-পুরীর আচার্য্য-লীলায় তাঁহাদেরই কৃপায় ইহা দর্শনের বহু সুযোগ হইয়াছে। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অতিমর্ত্ত্য আচার-প্রচারে প্রাকৃতবুদ্ধি করিয়া তাঁহার স্বজনবর্গ, সিদ্ধবর্গ ও সাধারণ আধ্যক্ষিক ব্যক্তিগণ কেহ গৃহব্রত প্রাকৃত-সহজিয়া, কেহ বা নির্ব্বিশেষ-বাদী ও অপরাধী হইয়া পড়িয়াছে। আবার, পরীক্ষা করিবার ছলে শ্রীলগৌরকিশোরপ্রভু হী—কে যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ঐশ্রেণীর ব্যক্তি গুরুর উপর গুরুগিরি করিবার গুতেচ্ছা-প্রতিম পাষণ্ডতা-মূলে নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর অনুকরণ করিতে গিয়া কতিপয় ব্যক্তি প্রাকৃতসহজিয়া ও কেহ কেহ নির্ব্বিশেষবাদী 'কাপট্যিক' হইয়া পড়িয়াছে! শ্রীল পরমহংসের শ্রীচরণে অপরাধ করিয়া অর্থাৎ শ্রীল গৌর-কিশোর পরম আদর্শ বৈরাগ্যলীলা হইতে শ্রীল প্রভুপাদের বৈরাগ্য কম, এরূপ বিচার করিতে গিয়া বহু পূর্ব্বে শিষ্যবর্গের কোন ব্যক্তি নির্ব্বিশেষবাদী ও পরবর্ত্তিকালের শিষ্যবর্গের আরও বহু ব্যক্তি অন্যপ্রকার নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনুকরণ করিতে গিয়া কতিপয় ব্যক্তি যুক্তবৈরাগীর নামে প্রাকৃত-সহজিয়া ও তাঁহার প্রতি অতি গুরুভক্তি দেখাইতে গিয়া এবং তাঁহার অবিচ্ছিন্ন শ্রীঅঙ্গস্বরূপ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া বহু ব্যক্তি নির্ব্বিশেষ-বাদী হইয়া পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তি প্রাকৃত সহজিয়ার ন্যায় যথেচ্ছাচারী, আর কতকগুলি লোক গুরুবৈরাগ্যে ধীরবযুক্ত হইয়া কপটত্যাগী নির্ব্বিশেষবাদী অপরাধী হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের দণ্ড, মালা, তিলক, শিখা প্রভৃতি আছে, চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-পালন, শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ প্রভৃতির অভিনয়ও আছে; কিন্তু, ইহারা শ্রীল প্রভুপাদের অবিচ্ছিন্ন শ্রীঅঙ্গের এক অংশকে নবীন, আর এক অংশকে জরাগ্রস্ত মনে করিয়া নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা মুখে বা তাহাদের বিচারে অন্যের অন্তরঙ্গম স্থলে শ্রীল প্রভুপাদকেই একমাত্র বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ মনে (?) করেন। "প্রভুপাদ" শব্দ বলিতে ইহাদের চক্ষুতে জল আসে, ইহারা প্রভুপাদের বিরহে (?) দুই চারি ঘটি কাঁদিতে পারে, একমাত্র প্রভুপাদের 'জয়-গান' ব্যতীত অন্য (?) জয়-ঘোষণাকে ইহারা পরিবর্জ্জন করে, তথাপি ইহারা বৈষ্ণবাপরাধী নির্ব্বিশেষবাদী! অহো বলীয়সী মায়া!! অতএব, সাধু সাবধান!!! গুরুপূজার অভিনয়ে যেন 'অর্দ্ধকুক্কুটী' ন্যায় আমাদের মধ্যে অতর্কিত ভাবে প্রবেশ না করে; এজন্য, অনুক্ষণ অকপটে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনা করা আবশ্যক। নিজের বুদ্ধি, বিচার ও বলকে বহু-মানন করিতে হইবে না, গুরুবৈষ্ণবের অকপট কৃপার বলই আমাদিগকে বহুরূপিণী মায়ার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে—অভক্তি-বিবেকের বল বা মানসিক বিচার-বুদ্ধি ভোগ ও ত্যাগের শক্তি তাহা পারে না। বৈষ্ণবের কৃপাতেই সর্ব্বসিদ্ধি-লাভ হয়। সদ্‌বুদ্ধি-যোগ অকপট সেবোন্মুখহৃদয়ে অবতরণ করে।

সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও সংকীর্ত্তন-মহোৎসব

গত ২রা ভাদ্র, ২৬শে আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় গৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিংবডির উদ্যোগে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ-মহোৎসব-উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ এবং সহরের বহু সজ্জন সমভিব্যাহারে বিচিত্রবর্ণের পতাকা ও বিবিধ-বাদ্যযন্ত্র-সহযোগে শ্রীমঠ হইতে একটী বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা উচ্চ হরিকীর্ত্তনের রোলে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট্, বাগবাজার ষ্ট্রীট্, আপার চিৎপুর রোড্, শোভাবাজার ষ্ট্রীট্, ষ্ট্র্যাণ্ড্ রোড্, নিমতলা ষ্ট্রীট্, বহুবাজার ষ্ট্রীট্ ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট্, হ্যারিসন্ রোড্, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট্, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, বাগবাজার ষ্ট্রীট্ ও কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট্ হইয়া পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

গত ১৬ই ভাদ্র, ১লা সেপ্টেম্বর রবিবার দিবসও কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে একটি নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়াছিল। কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্, সেণ্ট্রাল্ এভিনিউ, মুক্তারাম-বাবুর ষ্ট্রীট্ ও বাগবাজার ষ্ট্রীটে বিরাট্ সংকীর্ত্তন-বাহিনী শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিষয়ক ভুবন-মঙ্গল কীর্ত্তনধ্বনায় চতুর্দ্দিক প্লাবিত করিয়াছিল।

আগামী কল্য শ্রীললিতা সপ্তমী ও তৎপর দিবস সোমবার শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-ব্রত। আগামী ২৭শে ভাদ্র শ্রীপার্শ্বৈকাদশী ও শ্রীপদ্মা একাদশীর উপবাস-ব্রত, তৎপরদিবস ২৮শে ভাদ্র, গুরুবার শ্রীশ্রীশ্রবণা-দ্বাদশী ও শ্রীশ্রীবামন-দ্বাদশীর ব্রতোপবাস, তৎপরদিবস ২৯শে ভাদ্র, শনিবার গৌড়ীয়মিশনের মূলপুরুষ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-সপ্ততম বর্ষ-পূর্ত্তি-আবির্ভাব-সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-পুরী-ঠাকুরের অকপট-কৃপা-প্রার্থী হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণবগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠে ভক্ত ও শ্রীভগবানের এই-সকল আবির্ভাব-তিথি ও মাধব-তিথির সেবা করিবেন।

শ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রত ও শ্রীনন্দোৎসব

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-বর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় গৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিংবডির নিয়ামকত্বে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার যাবতীয় শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠান-সমূহে গত ২৬শে ও ২৭শে আগষ্ট সোমবার ও মঙ্গলবার দিবস যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মযাত্রা ও শ্রীনন্দোৎসব নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে—জন্মাষ্টমী দিবস "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"-গ্রন্থ পারায়ণ অহোরাত্র অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমঠের শ্রীসারস্বত-শ্রবণ-সদনটী লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ সন্ধ্যার পর হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর তিনি বহু সজ্জন-পরিবেষ্টিত হইয়া উচ্চ নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে থাকেন। তৎপর নন্দোৎসবের দিন গৌড়ীয়মিশনের সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ শ্রীমঠের সারস্বত-শ্রবণ সদনে বহু উচ্চ শিক্ষিত সজ্জন-পরিবৃত বিরাট্ সভার নন্দমহারাজের অসমোর্দ্ধ মহিম-বর্ণনমুখে একটি হৃদয়গ্রাহী অভিভাষণ প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীচৈতন্যমঠে—মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহকারে আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীঅম্বরীষ পারক্রমা করেন। অতঃপর অহোরাত্র শ্রীচৈতন্যভাগবত-পারায়ণ হইতে থাকে। শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ব্যাখ্যা ও শ্রীপাদ অধরদল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীশ্রীগুরুনিত্যানন্দের অপার করুণার কথা কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যায় শ্রীযোগপীঠের রক্ষক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিমধুর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কৃষ্ণের আবির্ভাব ও অপরিসীম বৈশিষ্ট্যের কথা কীর্ত্তন করিলে শ্রীমদ্ভাগবত

হইতে শ্রীকৃষ্ণবিভাব-প্রসঙ্গ পাঠ হয়। মহোৎসবের দিন শ্রীমঠে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-কীর্ত্তন এবং সমাগত সজ্জনমণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে—শ্রীজন্মাষ্টমী ও মহোৎসব গৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিংবডির নির্দ্দেশক্রমে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মহোৎসবের দিবস মাদ্রাজের স্থানীয়বহু বক্তা অবসরপ্রাপ্ত মহঃকঃ দেওয়ান-বাহাদুর কে. এস্. রামস্বামী শাস্ত্রী শ্রীল তীর্থ-মহারাজের শ্রীমুখ-ভ্রুত সিদ্ধান্তের অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বকারণ কারণত্ব সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

বোম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে—শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ-গোস্বামী মহারাজের শুভবিজয়ে কর্ণাটকোলাহলময় মুম্বাই নগরীতে শুদ্ধ-ভক্তির উচ্চরোল উত্থিত হইয়াছে। ফ্রেজেরি-রোড ও ভাচাগীয়-হল প্রভৃতি বিভিন্ন সাধারণ স্থানে এবং শ্রীমঠে শ্রীল তীর্থ-গোস্বামী মহারাজের অভিভাষণ-সমূহ বোম্বে নগরীতে চেতনতার বিজলি সঞ্চার করিয়াছে। শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী ও মহোৎসব গভর্ণিংবডির উদ্যোগে ও গোস্বামী মহারাজের নেতৃত্বে বিশেষ সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবোপলক্ষে বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্য-সংলাপ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব-তিথিতে **শ্রীশ্রীগুরুপূজা**-উপলক্ষে এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ গৌড়ীয়-বিশ্বে প্রকাশিত হইল। এতৎপূর্ব্বে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এক বর্ষপূর্ত্তি-বিরহ-তিথিতে "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব লিখিয়াছিলেন,—"বঙ্গদেশে ও বঙ্গেতর প্রদেশসমূহে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ পণ্ডিতগণ শুশ্রূষু হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট পারমার্থিক ও আধিক বহু বিষয়ে যে-সকল পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শাস্ত্র-যুক্তি-সমন্বিত সদুত্তর প্রদান করিয়া, শ্রীল প্রভুপাদ নরনারী নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেরই অসংখ্য সন্দেহ-ভঞ্জনের দ্বারা তাঁহার **সর্ব্বজগদ্ বরেণ্য জগদ্ গুরুস্বরূপ** প্রকট করিয়াছেন।"

শ্রীল আচার্য্যদেবের এই উক্তি-অবলম্বনে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-বাসরে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যা-বিনোদ প্রভু গুরুপূজার্ঘ্য-রূপে বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-আচার্য্য-শিরোমণি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিকে বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মঠবাসী সত্যানুসন্ধিৎসু-গণের বিভিন্ন পরিপ্রশ্নের **শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ** সিদ্ধান্ত-সম্মত, শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিহিত সদুত্তরসমূহ **"শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্য-সংলাপ"** গ্রন্থের প্রথম খণ্ডরূপে প্রকাশিত করিয়া নিঃসংশয় সত্যানুরাগিগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল হইতেই শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেব সমগ্র গৌড়ীয়মিশনের আত্মমঙ্গলকামী ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের পরিপ্রশ্নের সদুত্তর ও নানাবিধ পারমার্থিক সমস্যার শুদ্ধ-সিদ্ধান্তপূর্ণ সমাধানের দ্বারা বহু লোকের পরম-মঙ্গল করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার সংসিদ্ধান্তরাজি-শ্রবণে বহু-লোকের সংশয় ছিন্ন হইয়াছে। মিশনের মধ্যে এমন কোন আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তি নাই, যিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকট-কালেও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শুদ্ধসিদ্ধান্তের দ্বারা উপকৃত ও চমৎকৃত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে প্রণত না হইয়াছেন। এই সংলাপের প্রথম সংলাপটীর মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়,—যখন মাদ্রাজে শ্রীল প্রভুপাদ সগোষ্ঠী প্রচার করিতেছিলেন, তখন কোন প্রথিতনামা অধ্যাপক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সহিত যে-সকল বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন, তন্মধ্যেও শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারেই যোগদান করিয়া অধ্যাপকের মনোধর্ম্মসমূহকে নিরাশ করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ পূর্ব্বাপর সমস্ত ক্ষেত্রেই শ্রীল আচার্য্যদেবকে শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ শুদ্ধসিদ্ধান্ত-রক্ষণে তাঁহার যোগ্যতম অধস্তনরূপে প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। "যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা, সেই গুরু হয়।"—এই বাণী-অনুসারে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সর্ব্বজগদ্বরেণ্য জগদ্গুরুত্ব নিত্যসিদ্ধ। সেই শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-দলনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্ত-স্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণ-শক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সুসিদ্ধান্ত-সম্পুটিত এই গ্রন্থ 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহাশয় প্রকাশ করিয়া প্রত্যেক সত্যানুরাগীরই শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদার্হ হইলেন। এই গ্রন্থ প্রত্যেক আত্মমঙ্গল-কামীরই নিত্য সেবনীয়।

শ্রীরাধাগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী
(কাব্যপুরাণতীর্থ)

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্বটৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৯শে ভাদ্র, ১৩৪৭ : ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ |

নমো ভক্তিবিনোদায়
সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তি-স্বরূপায়
রূপানুগবরায় তে ॥

সাধুবৈদ্য-শিরোমণি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীসনাতন-শিক্ষা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

'নিত্যবদ্ধ'—কৃষ্ণ হইতে নিত্য-বহির্মুখ।
নিত্যসংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি' মারে॥
কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি **সাধু-বৈদ্য** পায়॥
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়॥

(চৈঃ চঃ ম ২২।১২-১৫)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ধারায় বহুত্রপিণী নাস্তিকতার পরিপূর্ণ তর্কহত যুগে ঐরূপ সাধু-বৈদ্যের শিরোমণি-স্বরূপ। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সদ্বৈদ্যরূপে এই যুগে অনর্পিতচর প্রেম-প্রদাতা সপরিকর গৌরসুন্দরের আনীত যে-সকল গোলোকের বস্তু দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহার এই তিনটি দান অতুলনীয়—

(১) শুদ্ধ শ্রীনাম-চিন্তামণি-দান
(২) শ্রীগৌরধামের-সেবা-দান
(৩) দশমূল-নির্য্যাস-দান

এই তিনটিই ভব-রোগের মহৌষধ ও গোলোকের অপ্রাকৃত বস্তু। পৃথিবীর কোন বৈদ্য বা সাধারণ সাধু-বৈদ্যের এই তিনটি বস্তু-দানের ক্ষমতা নাই। যিনি একাধারে শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণের নিজজন, শ্রীশ্রীরাধামাধবের অন্তরঙ্গ, সেইরূপ মহাজন ব্যতীত অন্য শত-শত ব্যক্তি 'সাধু'-নাম ধারণ করিলেও এ তিন বস্তু দান করিতে পারেন না।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সদ্বৈদ্য-শিরোমণিরূপে সর্ব্বাগ্রেই জগৎকে দশমূল-পাচন পান করাইতে উদ্যত হইয়াছেন। এই পাচন পান করিলে কোটি কোটি জন্মের সঞ্চিত কুপিত মদ অর্থাৎ দুঃসঙ্গ-জনিত অনর্থরোগ সর্ব্বতোভাবে বিদূরিত ও পূর্ণ স্বাস্থ্য-লাভ হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার দশমূল-নির্য্যাস-পানের বিধি এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীরূপ-সনাতন প্রভৃতিকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাই 'দশমূল'। যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা গ্রহণ করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণব হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি প্রথমে এই দশমূল-নির্য্যাস সেবন করিবেন। শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে এই নির্য্যাসের মধ্যে সকল তত্ত্বই সংক্ষেপে দেখাইয়া দিবেন। প্রথমক্রমে গুরু-পাদাশ্রয়। গুরুচরণ হইতে ভজনশিক্ষা। ভজনদ্বারা সকল অনর্থ-নিবৃত্তি। তবে নিষ্ঠাদিক্রমে ভাবের উদয় হয়। **ভজনের প্রথমাঙ্গই দশমূল-সেবন।** দশমূল-নির্য্যাস পান করাইয়া গুরুদেব শিষ্যের পঞ্চ সংস্কার করিবেন।"
—('দশমূল-নির্য্যাস', সজ্জন-তোষণী ৯।৯)

এই দশমূল-নির্য্যাস বা পাচন পান করাইয়া সদ্বৈদ্য-শিরোমণি শ্রীল ভক্তিবিনোদ সেবোন্মুখ জীবের নিকট ঔদার্য্য-পরাকাষ্ঠাতত্ত্ব শ্রীগৌরধাম এবং শ্রীহরিনাম-চিন্তামণিরূপ গোলোকের প্রেম-ধন বিতরণ করিয়াছেন। যাঁহারা এই সদ্বৈদ্যের বিশুদ্ধ ধারায় দশমূল-নির্য্যাস পান করেন নাই, বা করিতে প্রস্তুত নহেন, অথবা পানের অভিনয় করিয়াও তাহা উদ্গার করিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে শ্রীগৌর-ধামচিন্তামণি ও শ্রীনাম-মহৌষধি ফল-দায়ক হয় না। এ-জন্যই শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারায় আসিবার অভিনয় করিয়াও দশমূল-পাচন পান করিতে বিমুখ হওয়ায় অনেকে শ্রীল ঠাকুরের অহৈতুকী আনন্দোদয়-ধারার অবদানস্বরূপ শ্রীগৌরধাম ও শ্রীনামচিন্তামণির কৃপায় বঞ্চিত হইয়াছে। দশমূল-রস পান না করিলে ভজনের যোগ্যতাই আসিতে পারে না,—ইহাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পুনঃ পুনঃ জানাইয়াছেন,—

"দশমূল-পানানন্তর ভজন না করিলে অনর্থ-নিবৃত্তি হইবে

না। অনর্থ চারি প্রকার অর্থাৎ (১) স্বরূপ-ভ্রম, (২) কুসংস্কার, (৩) অপরাধ ও (৪) হৃদয়-দৌর্ব্বল্য। জীব নিজের স্বরূপকে ভুলিয়া অন্য ভোগের অভিমানে মাতিয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং, স্বরূপ ভ্রম প্রথমেই দূর হওয়া আবশ্যক। স্বরূপ-ভ্রম একদিনে যায় না, অতএব কৃষ্ণানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে দূর হয়। 'আমি কৃষ্ণদাস'—এই অভিমানই জীবের স্বরূপ-জ্ঞান। এই অভিমানের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই প্রকৃত কৃষ্ণানুশীলন। গুরুকৃপায় স্বরূপ-জ্ঞান উদিত হয়। শিষ্য বিশেষ যত্নে আত্ম-স্বরূপ অবগত হইবেন, নতুবা প্রথম অনর্থ দূর হইবে না। প্রথম অনর্থ যত পরিমাণে দূর হইতে থাকিবে, অসৎকৃষ্ণারূপ দ্বিতীয় অনর্থও তাহার সঙ্গে তত পরিমাণে দূর হইবে। জড়দেহের বিষয়-পিপাসাই অসৎকৃষ্ণা। স্বর্গসুখ, ইন্দ্রিয়-সুখ, ধনজন-সুখ, সকলই অসৎকৃষ্ণা। স্বীয় স্বরূপ যত স্পষ্ট হইবে, ইতর বস্তুতে বৈরাগ্যও সেই পরিমাণে অবশ্য হইবে। সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধ পরিহারের বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। নামাপরাধ পরিত্যাগপূর্ব্বক নাম করিতে করিতে প্রেমধন অতি শীঘ্র লাভ হয়। আলস্য, ইতর বিষয়ের বশীকৃতত্ব, শোকাদি-দ্বারা চিত্ত-বিভ্রম, কুতর্কের দ্বারা শুদ্ধ-ভক্তি হইতে চালিত হওয়া, সমস্ত জীবনী-শক্তি কৃষ্ণানুশীলনে অর্পণ করিতে কার্পণ্য, আত্তি-ধন-বিদ্যা-জন-রূপ ও বলের অভিমানে দৈন্য-স্বভাব-অস্বীকার, অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বা উপদেশ দ্বারা প্রচালিত হওয়া, কুসংস্কার শোধনে অযত্ন, ক্রোধ, মোহ, মাৎসর্য্য, অসহিষ্ণুতাজনিত দয়া-পরিত্যাগ, প্রতিষ্ঠাশা ও শাঠ্য-দ্বারা বৃথা বৈষ্ণবাভিমান, কনক, কামিনী ও ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষে অন্য জীবের প্রতি অত্যাচার এই প্রকার কার্য্য-সকলই হৃদয়-দৌর্ব্বল্য হইতে উদিত হয়। দশমূলকে সিদ্ধান্ত বলিয়া যিনি হেলা করিবেন, তাঁহার কৃষ্ণভক্তি কখনই মূর্ত্ত হইবে না। শ্রীগুরুর নিকট অধিকারী শিষ্য উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ে পক্ষ সংস্কার দিবার পূর্ব্বে এই গ্রন্থ শিষ্যকে পাঠ করান আবশ্যক।"

এই 'দশমূল' বস্তুটী কি? শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন প্রভৃতিকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাকেই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'দশমূল' বলিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। "শ্রীমন্মহাপ্রভু যেখানে যতপ্রকার শিক্ষা দিয়াছেন, সমস্তই শাস্ত্রের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিনটি বিভাগক্রমে সমস্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব বিশদরূপে বিচার করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট দশটি সিদ্ধান্ত এই শ্লোকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে,—

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমদ্ গৌরচন্দ্র এই দশটি তত্ত্ব জীবগণকে উপদেশ করিতেছেন,—

১। আম্নায়বাক্যই প্রধান প্রমাণ। তদ্দ্বারা নিম্নলিখিত নয়টি সিদ্ধান্ত উপদিষ্ট হইয়াছে।

২। কৃষ্ণস্বরূপ হরি অসমোর্দ্ধ পরমতত্ত্ব।

৩। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্।

৪। তিনি অখিলরসামৃত-সমুদ্র।

৫। জীবসকল হরির বিভিন্নাংশ তত্ত্ব।

৬। তটস্থ ধর্ম্মবশতঃ জীবসকল বদ্ধদশায় প্রকৃতি-কর্ত্তৃক কবলিত।

তটস্থ ধর্ম্মবশতঃ জীবসকল মুক্তদশায় প্রকৃতি-হইতে মুক্ত।

৮। জীব-জড়াত্মক সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ।

৯। শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন।

১০। শুদ্ধকৃষ্ণপ্রীতিই জীবের সাধ্য।

প্রথম সিদ্ধান্তে প্রমাণতত্ত্বের বিচার। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম পর্য্যন্ত বেদশাস্ত্র-বিহিত সম্বন্ধতত্ত্ব বিচার। নবম সিদ্ধান্তে অভিধেয়-তত্ত্বের বিচার। দশম সিদ্ধান্তে প্রয়োজনতত্ত্বের বিচার। বিষয়গুলিকে প্রমাণ, প্রমেয়—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিলে প্রথম সিদ্ধান্তে প্রমাণ-বিচার এবং দ্বিতীয় হইতে দশম সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত প্রমেয়-বিচার।"

এই 'দশমূলে'র মধ্যে যে প্রমাণ-তত্ত্বের বিচার আছে, সেই আম্নায় অর্থাৎ বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরা-প্রাপ্ত 'ব্রহ্মবিদ্যা'-নাম্নী শ্রুতি বা শাস্ত্রাবতার হইতে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রদ্ধাবান্ জন কে দশমূল-নিবাস দান করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন। সদ্বৈষ্ণবশিরোমণি শ্রীল ভক্তিবিনোদ 'আম্নায়-দশমূল', 'শ্রীভগবদ্গীতা-দশমূল,' 'শ্রীমদ্ভাগবত-দশমূল'

ও 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-দশমূল' আখ্যায় করিয়াছেন। ইহার দ্বারা ঠাকুর বেদ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যে অচ্ছেদ্য যোগসূত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। এই শাস্ত্রাবতার-চতুষ্টয়ের শ্রীপাদপদ্ম-সীধুরূপ দশমূল-রস পান করিলে আত্মমঙ্গল-লাভ-সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। এই অনুসন্ধানচিত্তপূর্ব দশমূল-চতুষ্টয়ের ভাণ্ডার শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী পুরীর কৃপায় একান্ত শ্রদ্ধাবন্ত আত্ম-মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীল ভক্তিবিনোদের দ্বাষষ্টিক-শততম-বর্ষপূর্তি-আবির্ভাব-তিথিতে সর্বপ্রথম উদ্ঘাটিত হইল। অশ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি ইহার অপব্যবহার না করেন, এজন্য ইহাতে গুরুবর্গের শপথ অর্পিত হইয়াছে। যাঁহারা শ্রীল ভক্তি-বিনোদ গৌর-সরস্বতী পুরীর শ্রীপাদপদ্ম অন্বয়জ্ঞান-বিচারে একান্তভাবে আশ্রয় না করিয়াছেন, তাঁহারা এই দশমূল-রস নিজের বুদ্ধিবলে পান করিবার ধৃষ্টতা করিতে গেলে অনর্থরোগ-উপশান্তির পরিবর্তে অপরাধ-রোগগ্রস্তই হইয়া পড়িবেন। সদ্বৈদ্যের পূর্ণানুগত্যে তাঁহার বিধি-ব্যবস্থামত ঔষধ সেবন করিতে হয়। দশমূল-শাচন পান করিতে হইলেও সেই বিধি অতিক্রম করিলে হিতে বিপরীত ফল হইবে। অতএব সাধু সাবধান! কেবল সাময়িক কৌতূহল-নিবৃত্তি, অথবা অন্যাভিলাষের বশবর্তী হইয়া এই দশমূল-চতুষ্টয়ের অপব্যবহার করিলে সমগ্র জীবনী-শক্তি চিরতরে ক্ষুণ্ণ হইবে। আমরা শ্রীশ্রীগুরুবর্গের এই আদেশ ও উপদেশ শিরোধার্য করিয়াই শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-পুরীর অহৈতুকী কৃপা-কণিকা-লাভের আশায় এই দশমূল-চতুষ্টয়ের সেবা করিব। অধীম জীব-দুঃখবারণ সদ্বৈদ্য-সম্রাট্ শ্রীচৈতন্য-নিজজন মহাবদান্য-শিরোমণি জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নিজ শ্রীহস্তে এই দশমূল-চতুষ্টয়ের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহার আবির্ভাব-বাসরে যাহাতে তাঁহার অমন্দোদয়-দয়ার তরঙ্গীস্বরূপ শ্রীপাদপদ্মে কোনরূপে অপরাধী না হইয়া এই দশমূল-চতুষ্টয় শ্রীগৌর-সরস্বতী-পুরীর আনুগত্যে পান করিয়া আত্মমঙ্গল বরণ করিতে পারি সমগ্র শুদ্ধ বৈষ্ণব-গণের নিকট সেই কৃপা প্রার্থনা করিতেছি।

অহো! শ্রীভক্তিবিনোদের কি অহৈতুকী কৃপা! শ্রীসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আমাদিগকে কি অভিনব্য বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছেন! অহো! আমি কি দুর্গত কুলাঙ্গার! সেই দিকে একবারও দৃক্‌পাত করিলাম না। শ্রীভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ সেই অভিনব্য শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর দানের পসরা লইয়া আমাদিগের নিকট কতই না যাচ্ঞা করিতেছেন,—"তোমরা এই সম্পত্তি গ্রহণ কর; এই দশমূল-চতুষ্টয় পান করিয়া নিজ স্বাস্থ্য লাভ কর; আর কতকাল অনর্থ-রোগে ক্লেশ পাইবে? আর কতকাল জড়ে আসক্ত থাকিয়া এই অমূল্য সম্পদ্ হইতে বঞ্চিত থাকিবে? লহ লহ এই দান লহ; 'দশমূল' পান করিতে করিতে অনর্থ-নিবৃত্ত হইয়া অর্থ-প্রবৃত্তির পথে চল; এস এস গৌরধামে এস; চল চল ব্রজের পথে চল; আর কতকাল নিশ্চিন্তভাবে বিমুখ জীবন-ভার বহন করিবে? দেখ, শ্রীভক্তি-বিনোদ-গৌর-সরস্বতী তোমাদের জন্য গোলোক হইতে কি বিপুল প্রেম-ভাণ্ডার আনয়ন করিয়াছেন! তোমরা যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-প্রবাহে—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে সর্বাত্ম-স্নপন করিয়া শ্রীনাম-চিন্তামণি, শ্রীউজ্জ্বলনীল-মণিরূপ স্পর্শ-মণির নিত্য উত্তরাধিকার-লাভে যোগ্য, শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী সেই সকল সম্পদ্ অযাচিত ভাবে মুক্ত হস্তে দান করিবার জন্য তাঁহাদের বাহু প্রসারিত করিয়া রহিয়াছেন। এস, এস, তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম-রজে লুণ্ঠিত হও; হৃদয়ে গ্লানি ও বিকার উপস্থিত হউক; অকপট দৈন্যে বিরূপের অভিমান চূর্ণ, বিচূর্ণ হউক; তাঁহাদের বীর্যবতী বাণী বিরূপের অভিমান-প্রাচীরকে ধূলিসাৎ করুক; তুমি যে ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর শ্রীপাদপদ্মের ধূলি, ইহা তোমার উপলব্ধির বিষয় হউক; শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-সরস্বতীর শ্রীচরণ-সীধু-পানে অসত্ত্বকার নিবৃত্তি হউক; দশমূল-চতুষ্টয় সেবন করিতে করিতে নামাপরাধ বিদূরিত হইয়া শুদ্ধ-নামের স্ফূর্তি হউক; অভিনব্য গুরুবৈষ্ণবের প্রতি মর্ত্যবুদ্ধি বিদূরিত হউক; আধ্যক্ষিকতা ও মৎসরতা পিশাচীর কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া নির্মৎসর ভাগবতগণের অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত-জ্ঞানে চিত্ত উদ্ভাসিত হউক; আর কতদিন ছদয়-দৌর্বল্য-অনর্থের বশীভূত হইয়া, ইতর বিষয়ে বশীভূত থাকিয়া, অলসতা ও দেহারামতার নিকট আত্ম-বিক্রয় করিবে? শরণাগতির অভাবে দেহ-দ্রবিণ-সুহৃদ্বিষয়িত শোকাদির বশীভূত হইয়া চিত্ত-বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত থাকিবে? আর কতদিন কুতর্কের বশীভূত হইয়া শ্রীবৈষ্ণবের বাণীতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে অসমর্থতা প্রদর্শন করিবে? আর কতদিন তোমার সমস্ত জীবনী-শক্তিকে

অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনে অর্পণ করিতে কৃপণতা করিবে? আর কতদিন মোহ, মৎসরতা, অসহিষ্ণুতা প্রভৃতির দ্বারা চালিত হইয়া নিজের ও পরের প্রতি দয়াবৃত্তিকে পরিত্যাগ করিবে? আর কতদিন প্রতিষ্ঠাশা ও পঠতার দ্বারা চালিত হইয়া গ্রন্থের বৈকুণ্ঠাভিধানে প্রমত্ত থাকিবে? আর কতদিন কনক, কামিনী ও ইন্দ্রিয়-সুখের স্বপ্নে থাকিয়া বাস্তব সত্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পশ্চাৎপদ হইবে? দেখিতে দেখিতে দিন যে চলিয়া গেল; কেবল কল্পনার সৌধ-নির্মাণ করিতে করিতেই সূর্য্যদেব আয়ুঃ হরণ করিয়া নিল! শ্রীশ্রীল-ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে দশমূল-রসের ভাণ্ডার সংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন, তদুপরি শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর আবার যে সেই নির্য্যাস-পানের প্রণালী ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ সুব্যবস্থা থাকিতেও অলস ও উদাসীন থাকিয়া কেন সময় কাটাইয়া দিতেছ? এস, এস, দশমূল-রস পান কর; পান করিতে করিতে অমৃতত্ব লাভ কর; গৌরপ্রেম-মহার্ণবের করুণা-বিন্দু মস্তকে ধারণ করিয়া কৃষ্ণ-প্রেমামৃত-সিন্ধুর তটে আগমন কর। এই দেখ, তোমাদের জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কি অমূল্য ভাণ্ডার সংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন!"

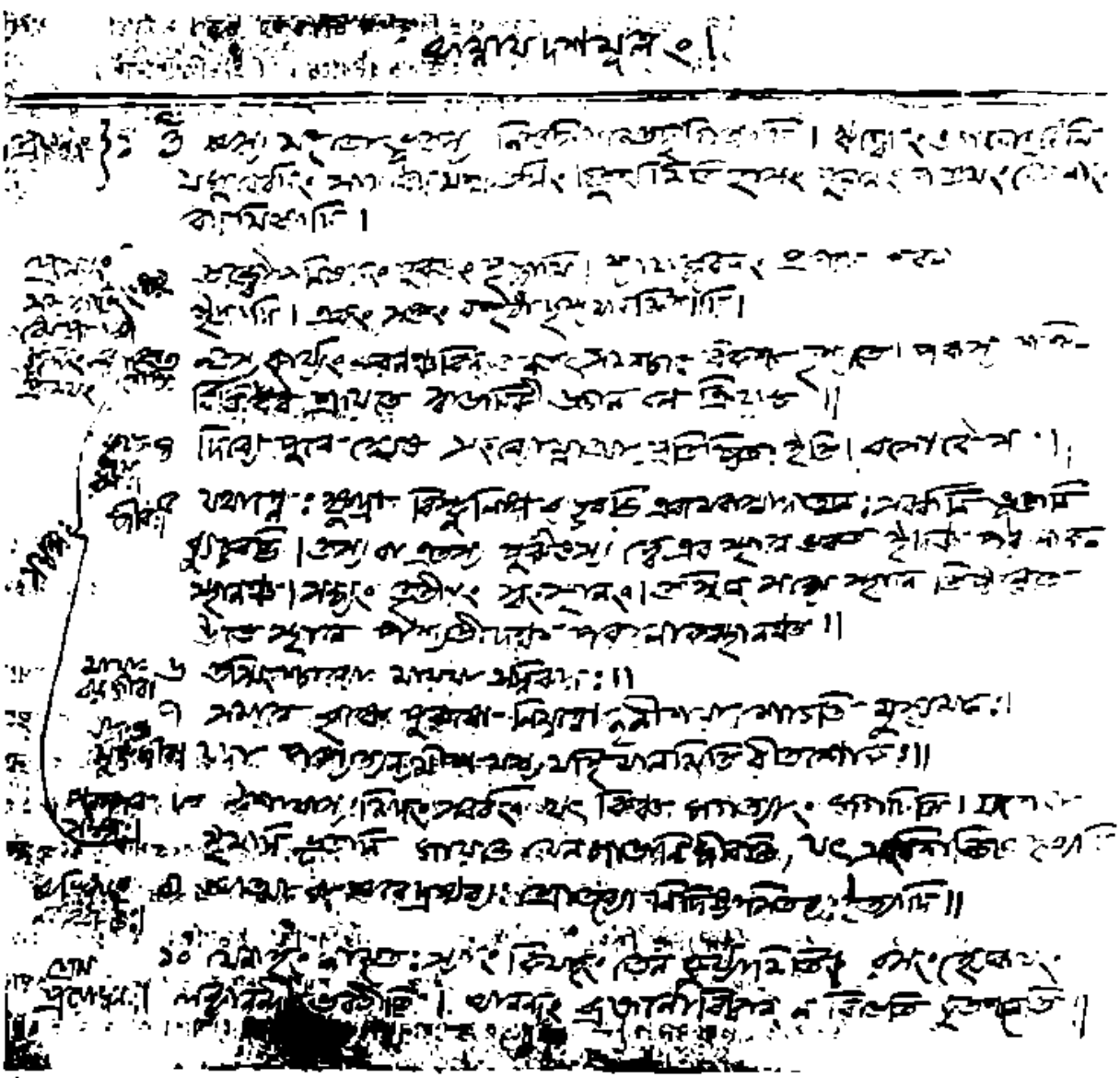

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বহস্ত-লিখিত 'আমার-দশমূলে'র পাণ্ডুলিপি

আত্মার-দর্শনসূত্রের বঙ্গানুবাদ-তাৎপর্য্য

১। 'ওঁ অস্য……বেদোঽখিলঃ।' (বৃঃ আঃ ২।৪।১০) —মহাপুরুষ ঈশ্বরের নিঃশ্বাস হইতে চতুর্ব্বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যা—সমস্তই নিঃসৃত হইয়াছে। ইতিহাস-শব্দে রামায়ণ, মহাভারতাদি। পুরাণ-শব্দে শ্রীমদ্ভাগবত-বিষয় অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ। উপনিষৎ-শব্দে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন প্রভৃতি একাদশ উপনিষৎ। শ্লোক-শব্দে অধিগণ কৃত অনুষ্টুপাদি ছন্দোগ্রন্থ। সূত্রশব্দে প্রধান প্রধান তত্ত্বাচার্য্যকৃত বেদার্থ-সূত্র-সকল। অনুব্যাখ্যা-শব্দে সেই সূত্র-সম্বন্ধে আচার্য্যগণকৃত ভাষ্যাদি-ব্যাখ্যা। এই সমস্তই আত্মা-শব্দে কথিত। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

২। 'তমৌপনিষদং……পৃচ্ছামি।'—আমি উপনিষদ্-লক্ষ পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'শ্রামাজ্জলঃ… …প্রপদ্যে।' (ছাঃ ৮।১৩।১)—শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্রা স্বরূপশক্তির নাম শবল। কৃষ্ণ-প্রপত্তিক্রমে সেই শক্তির হ্লাদিনীসার-ভাবকে আশ্রয় করি। হ্লাদিনী-সার-ভাবের আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণে প্রপন্ন হই। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্'—এক অদ্বয়বস্তু শক্তি-পরিণতি-ক্রমে বহুপ্রকারে দৃষ্ট হন।

৩। 'ন তস্য… ক্রিয়া চ' (শ্বেঃ ৬।৮)—সেই কৃষ্ণের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন কার্য্য নাই, যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ পরিপূর্ণ চিৎস্বরূপ। অতএব, জড়দেহ যেরূপ সৌন্দর্য্য-পরিমিতি-সহকারে এক সময়ে সর্ব্বত্র থাকিতে পারে না, সেরূপ নয়। কৃষ্ণবিগ্রহ সৌন্দর্য্য-পরিমিতির সহিত অপরিমেয়-রূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র থাকিয়াও স্বীয় চিন্ময়-বৃন্দাবনে নিত্য-লীলা-বিশিষ্ট। এইরূপ হইয়াও তিনি পরাৎপর বস্তু। অন্য কোন স্বরূপই তাঁহার সমান বা অধিক হইতে পারে না; যেহেতু, তাহা অচিন্ত্য-শক্তির আধার। তাঁহার অচিন্ত্যতা এই যে, পরিমিত জীববুদ্ধিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না। সেই অচিন্ত্য-শক্তির নাম পরা শক্তি। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান (সন্বিৎ), বল (সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (হ্লাদিনী) ভেদে বিবিধা। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৪। 'দিব্যো পুরে……প্রতিষ্ঠিত ইতি।' (মুঃ ২।২।৭)—অপ্রাকৃত ব্রহ্মপুর পরব্যোম-ধামে এই পরমাত্মা নিত্য বিরাজ করিতেছেন।

'রসো বৈ সঃ।' (তৈত্তিঃ ২।৭)—পরমতত্ত্বই রস। রসতত্ত্বের স্বরূপ এই—শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা-রুচি-আসক্তি-ক্রমে ভগবৎ-সম্বন্ধিনী প্রবৃত্তি যখন রতিরূপা হয়, তখন তাহাকে স্থায়ী ভাব বলে। সেই স্থায়ী ভাবে যখন যখন বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারিটী সামগ্রীরূপ ভাব সংযুক্ত হইয়া স্থায়ী ভাবরূপ রতিকে স্বাদুস্বরূপ কোন চমৎকার অবস্থায় নীত করে, তখন তাহা ভক্তিরস হয়। (শ্রীভক্তি-বিনোদ)

৫। 'যথাগ্নেঃ……ব্যুচ্চরন্তি।' (বৃঃ আঃ ২।১।২০)—অগ্নির যেরূপ ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ উদিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণ হইতে সকল জীব উদিত হইয়াছে। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'তস্য বা এতস্য……লোকস্থানম্।' (বৃঃ আঃ ৪।৩।৯)—সেই জীবপুরুষের দুইটী স্থান অর্থাৎ এই জড়-জগৎ ও অনুসঙ্গের চিজ্জগৎ; জীব তদুভয়-মধ্যে স্বীয় সন্ধ্য তৃতীয় স্বস্বরূপ-স্থিত। তিনি সন্ধিস্থানে থাকিয়া জড়বিশ্ব ও চিদ্বিশ্ব উভয়স্থানই দেখিতে পান। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৬। 'তস্মিংশ্চায়ো… …সন্নিরুদ্ধঃ।' (শ্বেঃ ৪।৯)—সেই জড়বিশ্বে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন একতত্ত্ব জীব মায়াকর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়াছেন। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৭। 'সমানে বৃক্ষে…বীতশোকঃ।' (মুঃ ৩।১।২ ; শ্বেঃ ৪।৭)—সেই একই বৃক্ষে অবস্থিত জীব মায়ামোহিত হইয়া শোক করিতে করিতে পতিত হন। যখন সেবনীয় ঈশ্বরকে দেখিতে পা'ন, তখন বীতশোক হইয়া জীব তাঁহার মহিমা লাভ করেন। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৮। 'ঈশাবাস্যমিদং…জগৎ।' ইত্যাদি (ঈশঃ ১)—জগতে যাহা কিছু আছে, সকলই ভগবদ্ভক্তি-সম্বন্ধযুক্ত। সকল বস্তুতে চিদ্ভক্তি-সম্বন্ধ দৃষ্টি থাকিলে আর বহির্ম্মুখ ভোগ হয় না। অন্তর্ম্মুখ জীবের সম্বন্ধে জগতে যাহা শরীর-যাত্রার জন্য গ্রহণ করা আবশ্যক হয়, সে সকলই ভগবৎপ্রসাদ-বুদ্ধিতে গ্রহণ করিলে আর অধঃপতন হয় না। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'যতো বা……সংবিশন্তি' ইত্যাদি। (তৈত্তিঃ ৩।১) —'যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত জাত হইয়াছে', এতদ্দ্বারা ঈশ্বরের অপাদানকারকত্ব সিদ্ধ হয়। 'যাঁহা কর্ত্তৃক জাত হইয়া সমস্ত জীবিত আছে',—এই বাক্যদ্বারা করণকারকত্ব লক্ষিত হয়। 'যাঁহাতে গমন ও প্রবেশ করে'—এই বাক্যদ্বারা ঈশ্বরের

অধিকরণ-কারকত্ব বিচারিত হইয়া থাকে। এই তিন লক্ষণদ্বারা 'পরতত্ত্ব' বিশিষ্ট হইয়াছেন। ইহাই তাঁহার বিশেষ, অতএব ভগবান্ সর্ব্বদা সবিশেষ। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৯। 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ···নিদিধ্যাসিতব্যঃ।' (বৃঃ আঃ ৪।৫।৬)—অর্থাৎ এই আত্মাকেই দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, মনন করিতে হইবে এবং নিরন্তর একান্ত ভাবে ধ্যান করিতে হইবে।

১০। 'যেনাহং নামৃতা···কুর্য্যাম্' ইতি (বৃঃ আঃ ২।৪।৩) —মৈত্রেয়ী বলিলেন,—'যাতে যারা আমি অমৃত হইতে না পারিব, তাহার দ্বারা কি করিব?

'রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।' (তৈত্তিঃ ২।৭)—সেই রসকে লাভ করিয়া জীব আনন্দ লাভ করেন। (শ্রীভক্তি-বিনোদ)

'আনন্দং ব্রহ্মণো·····কুতশ্চন' (তৈত্তিঃ ২।৪)—সেই পরব্রহ্মের আনন্দ বিদিত হইয়া কেহ কখনও গর্ভবাসাদি দুঃখ হইতে ভীত হয় না।

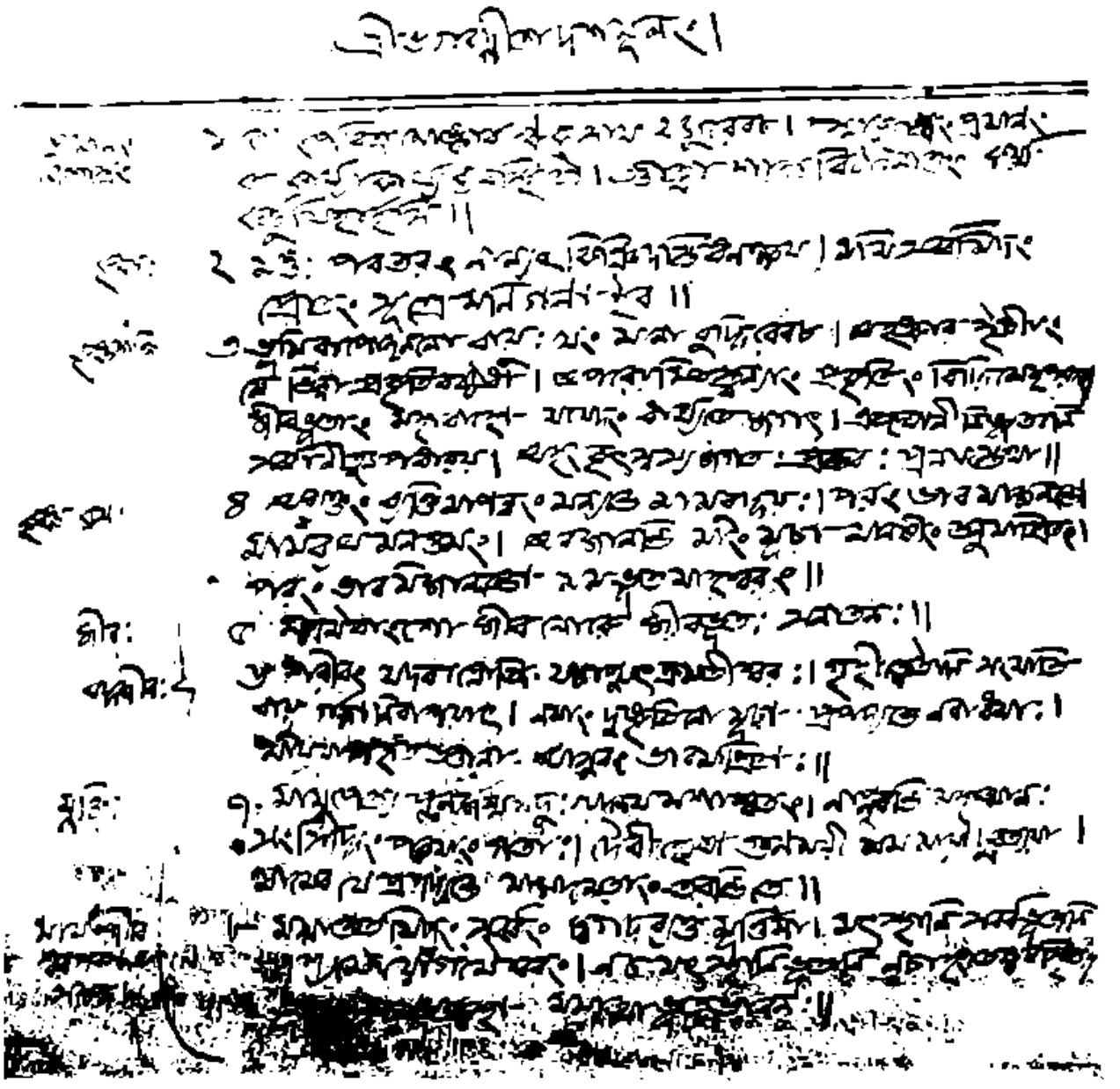

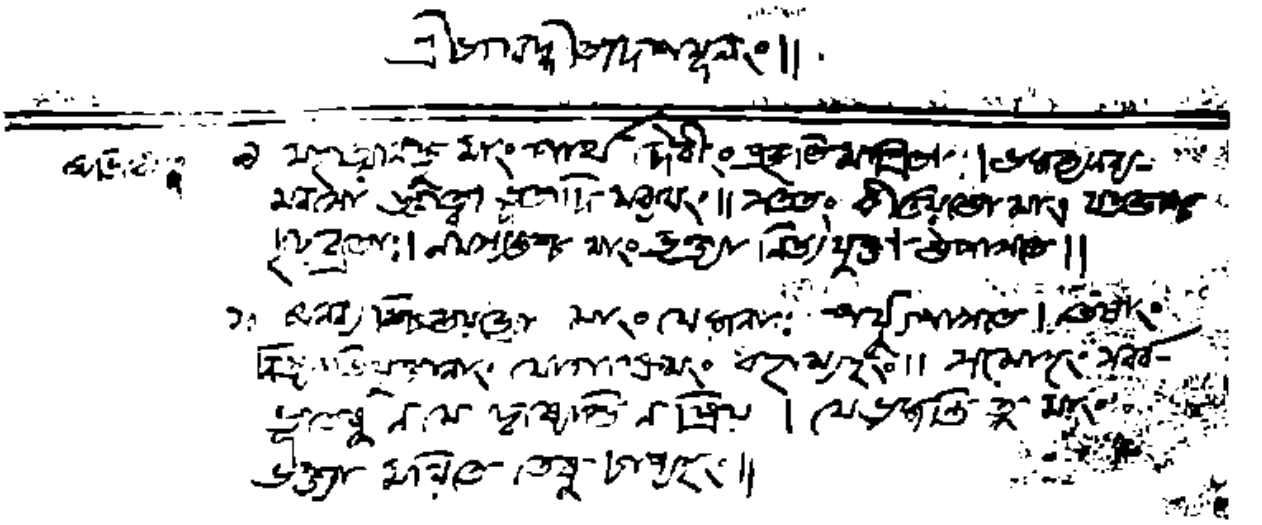

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্বহস্ত-লিখিত 'শ্রীভগবদ্গীতা-দশমূলে'র পাণ্ডুলিপি

শ্রীভগবদ্গীতা-দশমূলের তাৎপর্য্য

……বন্ধুরেব চ।' (গী: ৯।১৭)—আমিই পবিত্র ওঙ্কার, আমিই ঋক্, সাম ও যজুঃ। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'তস্মাচ্ছাস্ত্রং……ইহার্হসি।' (গী: ১৬।২৪)—অতএব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে ভক্তি, তাহা অবগত হইয়া তুমি কর্ম্ম করিতে যোগ্য হও। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

২। 'মত্তঃ · · · · · গণা ইব।' (গী: ৭।৭)—হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই। সূত্রে যেমত মণিসব গাঁথা থাকে, তদ্রূপ সমস্ত বিশ্বই আমাতে ওতপ্রোতরূপে অবস্থান করে। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৩। 'ভূমিরাপোঽনলো……প্রকৃতিরষ্টধা।' (গী: ৭।৪-৬)—ভগবৎস্বরূপ ও ভগবদৈশ্বর্য্যজ্ঞানের নামই ভগবজ্জ্ঞান। তাহার বিবৃতি এই যে, 'আমি—সদা স্বরূপসংপ্রাপ্ত শক্তি-সম্পন্ন তত্ত্ববিশেষ; ব্রহ্ম—আমার শক্তিগত একটি নির্ব্বিশেষ ভাবমাত্র; তাহার স্বরূপ নাই.—সৃষ্ট জগতের ব্যতিরেক চিন্তাতেই তাহার সাম্বন্ধিক অবস্থিতি। পরমাত্মাও জগদ্ধর্ম্মে আমার শক্তিগত আবির্ভাব-বিশেষ; ফলতঃ তাহাও অনিত্য জগৎসম্বন্ধি-তত্ত্ববিশেষ, তাহারও 'নিত্য'স্বরূপ নাই। আমার ভগবৎস্বরূপই 'নিত্য', তাহাতে আমার শক্তির দুই প্রকার পরিচয় আছে; শক্তির একটী পরিচয়ের নাম—'বহিরঙ্গা' বা 'মায়াশক্তি'। জড়-জননী বলিয়া তাহাকে 'অপরা শক্তি'ও বলা যায়; আমার এই অপরা বা জড়সম্বন্ধিনী শক্তির মধ্যে আটটি তত্ত্ব-সংখ্যা লক্ষ্য করিবে; ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ, এই পাঁচটি 'মহাভূত' এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পাঁচটি তন্মাত্র;—এই প্রকার দশটি তত্ত্ব গৃহীত হয়। অহঙ্কার-তত্ত্বে তাহার কার্য্যভূত ইন্দ্রিয়সকল ও কারণভূত মহত্তত্ত্ব গৃহীত হইবে। বুদ্ধি ও মনের পৃথগুক্তি—কেবল তত্ত্বসমূহের মধ্যে ছান্দোগ্যের প্রাধান্যমতে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য থাকা প্রযুক্ত, ফলতঃ তাহারা—'এক' তত্ত্ব। এই সমুদয়ই আমার বহিরঙ্গা শক্তিগত।

এতদ্ব্যতীত আমার একটি 'তটস্থা-প্রকৃতি' আছে, যাহাকে 'পরা-প্রকৃতি' বলা যায়। সেই প্রকৃতি—চৈতন্য স্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি হইতে সমস্ত জীব নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে চৈতন্যবিশিষ্ট করিয়াছে। আমার অন্তরঙ্গা শক্তিনিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গা-শক্তি-নিঃসৃত জড়জগৎ,—এই উভয় জগতের 'ভোগ্যা' বলিয়া জীব-শক্তিকে তটস্থা শক্তি বলা যায়।

চিচ্চিৎ সমস্ত জড় ও তটস্থ জগৎ—এই দুই প্রকৃতি

হইতেই নিঃসৃত। অতএব ভগবৎস্বরূপে আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল হেতু। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৪। 'অব্যক্তং……অনুত্তমম্ ॥' (গীঃ ৭।২৪)—যাহারা নির্ব্বিশেষবুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করে যে, আমি অব্যক্ত নির্ব্বিশেষরূপ, কার্য্যবশতঃ ব্যক্তি লাভ করি, অর্থাৎ ব্যক্ত হই, তাহারা যতই বেদান্তাদি শাস্ত্র আলোচনা করুক, তথাপি নির্ব্বোধ, যেহেতু তাহারা আমার সর্ব্বোত্তম অব্যয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিত্যবিশেষসম্পন্ন স্বরূপকে অবগত হয় নাই। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'অবজানন্তি……মহেশ্বরম্' (গীঃ ৯।১১)—আমি যাহা যাহা বলিলাম, তাহা হইতে তুমি ইহাই স্থির করিবে যে, আমার স্বরূপ—সচ্চিদানন্দময়, আমারই অনুগ্রহে আমার শক্তি সমস্ত কার্য্য করে, কিন্তু আমি—সমস্ত কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র। এই জড় জগতে আমি যে লক্ষিত হইতেছি, তাহাও কেবল আমার অনুগ্রহ ও শক্তিপ্রভাবমাত্র। আমি —জড়-বিষয়সকলের অতীত তত্ত্ব, তজ্জন্যই আমি চৈতন্য-স্বরূপ হইয়াও স্ব-স্বরূপে প্রপঞ্চমধ্যে প্রকাশিত হই। মানবগণ যে অণুত্ব, বৃহত্ত্ব ও অব্যক্তত্ব প্রভৃতি অলীকভাবের বিশেষ আদর করেন, উহা—তাহাদের মায়াবদ্ধা বুদ্ধির কার্য্য-মাত্র; আমার পরমভাব তাহা নয়। আমার পরমভাব এই যে, আমি নিতান্ত অলৌকিক মধ্যাকারস্বরূপ হইয়াও আমার শক্তিদ্বারা আমি—মুগপৎ সর্ব্বব্যাপি ও পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র। আমার এই স্বরূপ-প্রকাশ কেবল আমার অচিন্ত্য-শক্তি-ক্রমেই ঘটে। মূঢ়লোকসমূহ আমার এই সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তিকে মানবতনু মনে করিয়া এইস্থির করে যে, আমি প্রপঞ্চবিধির বাধ্য হইয়া ঔপাধিক শরীর গ্রহণ করিয়াছি। আমি যে এই স্বরূপেই সমস্তজগতের মহেশ্বর, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না; অতএব, অবিদ্বৎপ্রতীতি-দ্বারা আমাকে একটি ক্ষুদ্রভাব অর্পণ করে। যাঁহাদের বিদ্বৎপ্রতীতি উদিত হইয়াছে, তাঁহারা আমার এই স্বরূপকে 'নিত্য সচ্চিদা-নন্দতনু' বলিয়া বুঝিতে পারেন। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৫। 'মমৈবাংশো……সনাতনঃ।' (গীঃ ১৫।৭)—আমি পূর্ণ সচ্চিদানন্দ ভগবান্। আমার অংশ—দ্বিবিধ, অর্থাৎ স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ; স্বাংশক্রমে আমি রাম-নৃসিংহাদিরূপে লীলা প্রকাশ করি; বিভিন্নাংশক্রমে আমার নিত্যকিঙ্করস্বরূপ জীবের প্রকাশ। স্বাংশ-প্রকাশে আমার অহঙ্কার সম্পূর্ণরূপে থাকে; বিভিন্নাংশ-প্রকাশে আমার পরমেশ্বর অহং তত্ত্ব থাকে না, তাহাতে জীবের একটি অসিদ্ধ অহঙ্কারের উদয় হয়। সেই বিভিন্নাংশগত তত্ত্বস্বরূপ জীবের দুইটি দশা—মুক্তদশা ও বদ্ধদশা; উভয় দশায়ই জীব—সনাতন অর্থাৎ নিত্য; মুক্তদশায় জীব—সম্পূর্ণরূপে মদাশ্রিত ও প্রকৃতি-সম্বন্ধশূন্য। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৬। 'শরীরং……ইশ্বরঃ।' (গীঃ ১৫।৮)—মরণান্তেই যে বদ্ধদশা শেষ হয়, তাহা নহে। জীব এই স্থূল শরীর কর্ম্মানুসারেই লাভ করে এবং সময় উপস্থিত হইলে পরিত্যাগ করে। এক শরীর হইতে অন্য শরীরে গমনকালে সে সেই শরীর-সম্বন্ধিনী কর্ম্মবাসনা লইয়া যায়। বায়ু যেরূপ গন্ধের আশ্রয় পুষ্পকোষ হইতে গন্ধ লইয়া অন্যত্র গমন করে, তদ্রূপ জীব সূক্ষ্মকৃত-সহকারে একটী স্থূল শরীর হইতে অন্য স্থূল শরীরে ইন্দ্রিয়সকলকে লইয়া প্রয়াণ করে। (শ্রীভক্তি-বিনোদ)

'ন মাং দুষ্কৃতিনো… …ভাবমাশ্রিতাঃ ॥' (গীঃ ৭।১৫)—দুষ্কৃতি ব্যক্তিগণ আমার ভগবৎস্বরূপের প্রতি প্রপত্তি স্বীকার করে না। তাহারা—'মূঢ়', 'নরাধম', 'মায়াদ্বারা অপহৃতজ্ঞান' ও 'আসুর-ভাবাশ্রিত' ভেদে চারি প্রকার। নিতান্ত বিষয়াবিষ্ট, কর্ম্মজড়মতি ব্যক্তিগণই মূঢ়; ইহারা চৈতন্যবস্তু বুঝিতে না পারিয়া জড়বিজ্ঞানাদির সমৃদ্ধিতে কৃতসঙ্কল্প। 'নরাধম' শব্দে মানবগণের হৃদ্‌গত উচ্চভাবরহিত নিরীশ্বরনৈতিক ও কল্পিত-ঈশ্বরবাদী পণ্ডিতাভিমানী ও জড়কার্য্যবিৎ পুরুষ-গণকে বুঝিতে হইবে। তাহারাই 'মায়াদ্বারা অপহৃত-জ্ঞান' পুরুষ,—যাহারা চিদ্‌বস্তু স্বীকার করিয়াও কেবলাদ্বৈতবাদ, শূন্যবাদ, প্রকৃতিবাদ প্রভৃতি মায়াভ্রম দ্বারা দুষ্টমত আশ্রয় করিয়া শুদ্ধভক্তিতত্ত্বের নিত্যত্ব স্বীকার করে না। তাহারাই আসুরভাবাশ্রিত যাহারা দম্ভাহঙ্কার, স্বার্থ, ও ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র হইয়া জগতের সুখে মত্ত থাকে এবং ভক্ত সাধুদিগকে হীন বলিয়া জানে। সংক্ষেপবাক্যে এই যে, যাহারা সর্ব্বসময়েই সাধুদ্রুহরূপ দুষ্কৃতিযুক্ত তাহারাই 'দুষ্কৃত'। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৭। 'মামুপেত্য……পরমাং গতাঃ ॥' (গীঃ ৮।১৫)—মহাত্মা ভক্ত যোগিসকল আমাকে লাভ করত অনিত্য ও দুঃখালয়রূপ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না; যেহেতু তাঁহারা পরম-সংসিদ্ধি লাভ করেন। অনন্যচিত্ততাই কেবলা ভক্তির লক্ষণ। যোগ-জ্ঞানাদির তুলনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমাকে যিনি

অনন্যরূপে আশ্রয় করেন, তিনি কেবলা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী .....তরন্তি তে ৷' (গীঃ ৭।১৪) —এই মায়া আমারই শক্তি, অতএব দুর্বল জীবের পক্ষে স্বভাবতঃ দুরত্যয়া অর্থাৎ দুরতিক্রমা। যাঁহারা আমার ভগবৎস্বরূপের প্রপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারাই এই মায়া-সমুদ্র পার হইতে পারেন, অর্থাৎ কর্ম-জ্ঞান-দ্বারা বা অন্য দেবতা-প্রপত্তি-দ্বারা মায়া-সমুদ্র পার হইতে পারেন না। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৮। 'ময়া ততমিদং.....তিষ্ঠতাত্মনঃ ৷' (গীঃ ৯।৪-৫) —অব্যক্তমূর্তি অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় মূর্তি-স্বরূপ আমি এই সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি ; চৈতন্যস্বরূপ আমাতে সমস্ত ভূত অবস্থিত। ঘটাদিতে মৃত্তিকা যেরূপ অবস্থিত থাকে, আমি সেরূপ অবস্থিত নই অর্থাৎ জগৎ যে আমার পরিণাম বা বিবর্ত তাহা নয় ; আমি—পূর্ণ বিভুচৈতন্যস্বরূপ, আমার শক্তি-প্রভাবে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ; আমার শক্তিই তাহাতে কার্য করেন। কিন্তু, আমি পূর্ণচৈতন্যস্বরূপ একটি পৃথক্ তত্ত্ব।

যেহেতু আমি বলিলাম যে,—আমাতে সর্বভূত অবস্থিত, তাহাতে এরূপ বুঝিবে না যে, আমার শুদ্ধ স্বরূপে ভূতসকল অবস্থিত ; যেহেতু, আমার যে মায়াশক্তি-প্রভাব, তাহাতে সমস্তই অবস্থিত আছে। তোমরা জীববুদ্ধি-দ্বারা ইহার সামঞ্জস্য করিতে পারিবে না। অতএব ইহাকে আমার ঐশ্বর্য জ্ঞান করিয়া আমার শক্তিকার্যকে আমার কার্য-যোগে আমাকে ভূতভৃৎ, ভূতস্থ ও ভূতভাবন জানিয়া এই স্থির করিবে যে আমাতে দেহদেহীর ভেদ না থাকায় আমি সর্বগ হইয়াও নিতান্ত অসঙ্গ। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৯। 'মহাত্মানস্তু.....উপাসতে ৷' (গীঃ ৯।১৩-১৪)—হে পার্থ! যাঁহারা বিদ্যৎ-প্রতীতি লাভ করেন, তাঁহারাই মহাত্মা ; তাঁহারা দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করত অনন্যমনাঃ হইয়া অর্থাৎ তুচ্ছ-ফলদ কর্ম ও আত্মবিনাশী অভেদবাদ-প্রসূত শুষ্কজ্ঞানের প্রতি আস্থা না করিয়া সকল ভূতের আদি ও অব্যয় আমার এই কৃষ্ণস্বরূপকে চরম তত্ত্ব বলিয়া ভজন করেন।

সেই বিদ্যৎ-প্রতীতিযুক্ত মহাত্মা ভক্তসকল সর্বদা আমার নাম-রূপ-গুণ-লীলার কীর্তন করেন অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্তনাদি নববিধা ভক্তি আচরণ করেন। আমার এই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের নিত্য দাস্য-লাভের জন্য তাঁহারা সমস্ত শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়াতে দৃঢ়-ব্রত হইয়া অর্থাৎ 'একাদশী', 'জন্মাষ্টমী' ইত্যাদি ব্রতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়া আমার অনুশীলন করেন। সাংসারিক কর্মে চিত্ত যাহাতে বিক্ষিপ্ত না হয়, এই জন্য সংসার নির্বাহকালে ভক্তিযোগ-দ্বারা আমার শরণাপত্তি স্বীকার করেন। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

১০। 'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো.....বহাম্যহম্ ৷' (গীঃ ৯।২২) —তুমি এরূপ মনে করিবে না যে, সকাম ত্রৈবিদ্যের (ত্রয়ীর) উপাসক-সকল সুখ লাভ করে এবং আমার ভক্তসকল ক্লেশ পা'ন। আমার ভক্তসকল অনন্যরূপে আমাকেই চিন্তা করেন ; তাঁহারা দেহ-যাত্রার জন্য ভক্তিযোগের অবিরুদ্ধ সমস্ত বিষয়ই স্বীকার করেন ; অতএব তাঁহারা নিত্য অভিযুক্ত ; তাঁহারা নিষ্কাম হইয়া সমস্তই আমাকে অর্পণ করেন। আমিই তাঁহাদের সমস্ত অর্থ প্রদান এবং পালন-কার্য করিয়া থাকি। ইহার তাৎপর্য এই যে ভক্তিযোগবিহিত বিষয়সমূহ স্বীকার করিলেও ভক্তগণের সমস্ত বিষয়-ভোগ অনায়াসে হয় ; তাহাতে বহির্দৃষ্টিতে সকাম প্রতীকোপাসক-গণ হইতে আমার ভক্তদিগের কিছুমাত্র ভেদ নাই, মনে হয়। অতএব, ভক্তদিগের কামনা না থাকিলেও আমি তাঁহাদিগের যোগ ও ক্ষেম বহন করি, আমার ভক্তদিগের বিশেষ লাভ এই যে, তাঁহারা আমার প্রসাদে সমস্ত বিষয় যথাযোগ্য ভোগ করিয়া অবশেষে নিত্যানন্দ লাভ করেন। কিন্তু, প্রতীকো-পাসকেরা ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ করত পুনরায় কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হয় ; তাহাতে নিত্য সুখ নাই। আমি সমস্ত বিষয়ে উদাসীন হইয়াও ভক্তবাৎসল্যবশতঃ ভক্তগণের কিছু মাত্র অপরাধ লই না। যেহেতু, তাঁহারা আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না ; আমি স্বয়ং তাঁহাদের অভাব-মোচন সম্পাদন করি। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'সমোঽহং সর্বভূতেষু.....চাপ্যহম্ ৷' (গীঃ ৯।২৯)—আমার রহস্য এই যে, আমি সর্বভূতের প্রতি সমতা আচরণ করি ;—আমার কেহ দ্বেষ্য নাই, কেহ প্রিয় নাই ; ইহাই আমার সাধারণ বিধি। কিন্তু, আমার বিশেষ বিধি এই যে, যিনি আমাকে ভক্তিপূর্বক ভজন করেন, তিনি আমাতে এবং আমি তাঁহাতে আসক্ত থাকি। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

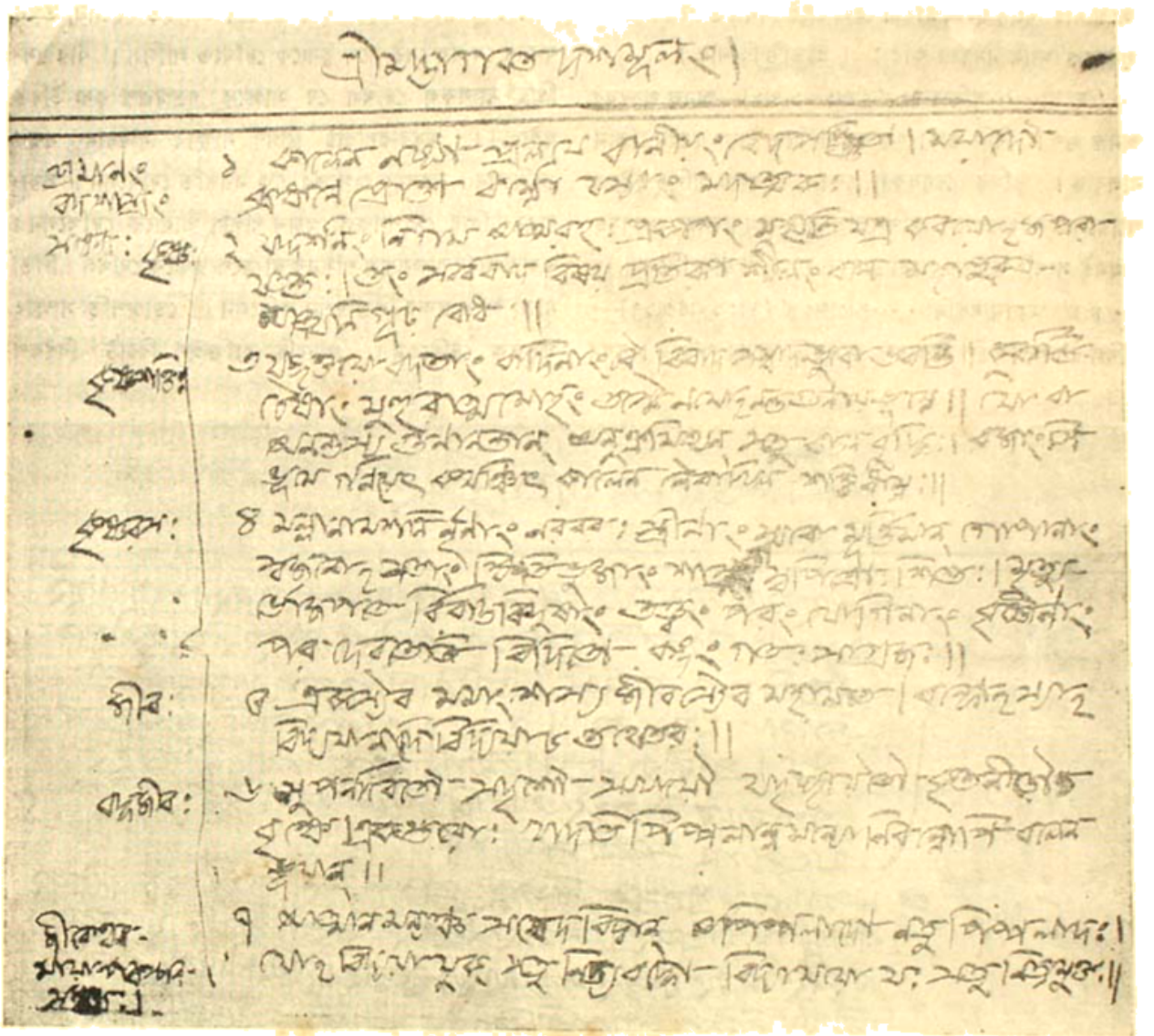

শ্রীমদ্ভাগবত-দশমূলের তাৎপর্য্য

১। 'কালেন নষ্টা……মদাত্মকঃ॥' (ভাঃ ১১।১৪।৩)—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন,—বেদসংজ্ঞিতা বাণী আমি আদৌ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম। তাহাতেই আমার স্বরূপনিষ্ঠ বিশুদ্ধ-ভক্তিরূপ নৈষ্কর্ম্ম কথিত আছে। সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণী নিত্যা। প্রলয়কালে তাহা বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ায় সৃষ্টিসময়ে আমি তাহা বিশদরূপে ব্রহ্মাকে বলি। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

২। 'যদ্দর্শনং……আত্মনিগূঢ়বোধঃ॥' (ভাঃ ১২।৮।৫৯)—হে ভগবন্! একমাত্র বেদেই তবদীয় রহস্য-প্রকাশক জ্ঞান-লাভ লইয়া থাকে, অন্যথা ব্রহ্মপ্রমুখ জ্ঞানিগণও সাংখ্যযোগাদি মার্গে চেষ্টাযুক্ত হইয়াও তবদীয় স্বরূপ-বিষয়ে মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আপনি সাংখ্যাদি-বাদিগণের বিভিন্ন বাদানুযায়ী বিভূতি প্রতিরূপ (অনুরূপ নহে) বা প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। জীবের নিকট দেহাদি উপাধিসমূহে তবদীয় স্বরূপ-জ্ঞান নিগূঢ় রহিয়াছে। আমি মহাপুরুষরূপী আপনার বন্দনা করিতেছি।

৩। 'যজ্ঞকতো……অনন্তগুণায় তুভ্যম্॥' (ভাঃ ৬।৪।৩১)—প্রজাপতি দক্ষ কহিলেন,—বাদীদিগের সম্বন্ধে যাঁহার শক্তিসকল বিবাদ ও সংবাদ উৎপন্ন করে এবং উহাদের

আত্মমোহ মুহুর্মুহুঃ জন্মাইয়া দেয়, সেই অনন্তগুণস্বরূপ পুমান্-পুরুষকে আমি নমস্কার করি। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'যেঽপি বি·····শক্তিধামঃ' (ভাঃ ১১।৪।২)—অনন্ত পুরুষের অনন্ত গুণ। যিনি তাঁহা অনুক্রম করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বালবুদ্ধি। তুমির রেণুসকল কোন প্রকারে গণিত হইতে পারিলেও অখিলকালে অখিলশক্তি-ধাম ভগবানের গুণসমূহ কখনই সংখ্যা করিতে পারা যায় না। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৪। 'মন্নানাযোনিঃ· ···সাগ্রহঃ' (ভাঃ ১০।৪৩।১৭)—অখিল-রসকদম্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটি রসের পরিচয়। যখন বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কাননের রঙ্গে উপস্থিত হইলেন, তখন যাহার যে রস সেই রসে কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিল। বীর রস-প্রিয় গোপসকল দেখিল যে সাক্ষাৎ বজ্রস্বরূপ কৃষ্ণ উদিত হইলেন। মধুর-রসপ্রিয় স্ত্রীগণ সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ মন্মথ দেখিলেন। নরসমূহ জগতের এক নরপতি দেখিলেন। সখ্য-বাৎসল্যপ্রিয় গোপসকল স্বজন বলিয়া তাঁহাকে দেখিলেন। ভয়ার্ত্ত অসদ্রাজসকল শাসনকর্ত্তা-রূপে কৃষ্ণকে দেখিল। পিতা মাতা অতি সুন্দর শিশু দর্শন করিলেন। ভোজপতি সাক্ষাৎ মৃত্যুকে দেখিলেন। তত্ত্ববুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিরাট্ বিশ্বরূপ

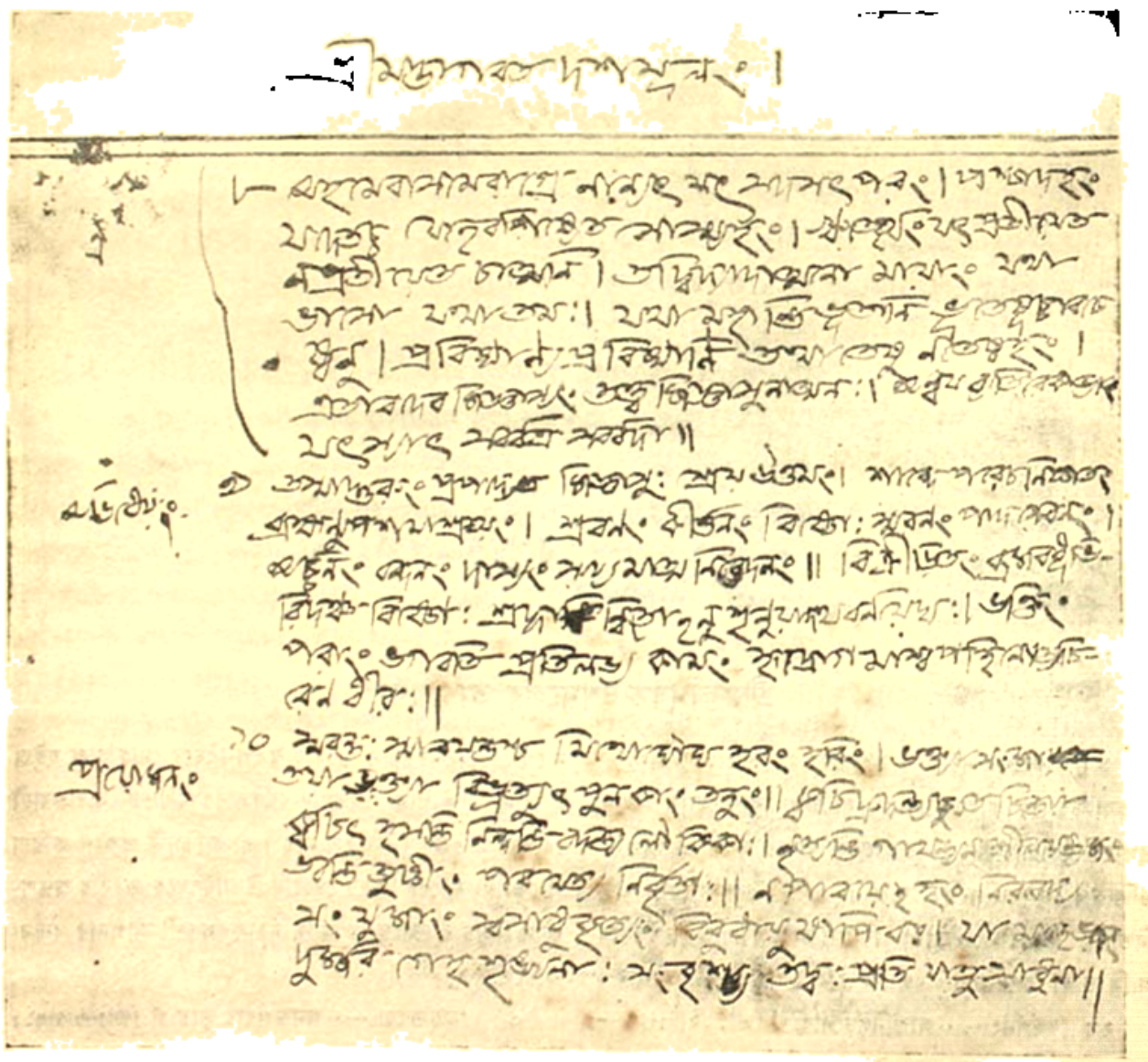

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্বহস্ত-লিখিত 'শ্রীমদ্ভাগবত-দশমূলে'র পাণ্ডুলিপি

দেখিল। সাম্বরসের পরম যোগিসকল পরতত্ত্ব দেখিতে পাইল। বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণ পরদেবতারূপে তাঁহাকে লক্ষ্য করিল। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'একস্যৈব……তথেতরঃ ॥' (ভাঃ ১১।১১।৪)—ভগবান্ কহিলেন,—হে উদ্ধব! হে মহামতে! জীব বলিয়া আমার একটি অংশ। তিনি অনাদি অবিদ্যাদ্বারা বদ্ধ এবং অনাদি বিদ্যাকর্ত্তৃক মুক্ত হন। এস্থলে অংশ-শব্দের তাৎপর্য্য জানা আবশ্যক। ঈশ্বর অবিভাজ্য চিদ্‌বস্তু, অতএব কাষ্ঠ-পাষাণের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহাকে অংশ করা যায় না; সেরূপ অংশ হইলে মূলবস্তু খর্ব্ব হয়। অতএব এক দীপ হইতে বহু দীপ জ্বালিত হয় যেরূপ, সেরূপ অংশ কথঞ্চিৎ স্বীকার করা যায়। তথাপি দৃষ্টান্ত সম্যক্ হয় না। চিন্তামণি নিজে অবিকৃত থাকিয়া যেরূপ স্বর্ণপ্রসব করে, সেরূপ দৃষ্টান্তও আংশিক মাত্র। ঈশ্বরের অংশ দুইপ্রকার;—একপ্রকার অংশের নাম স্বাংশ এবং অন্যপ্রকার অংশের নাম বিভিন্নাংশ। স্বাংশ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, মহাদীপ হইতে অন্য মহাদীপ উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্ব মহাদীপের সর্ব্বপ্রকার শক্তি প্রাপ্ত হয়, তথাপি পূর্ব্বদীপ পূর্ণরূপে থাকে। এই স্বাংশলক্ষণ পুরুষাবতার ও লীলাবতারে আছে। বিভিন্নাংশ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, চিন্তামণি হইতে যে ক্ষুদ্র মণি ও স্বর্ণ হয়, তাহা চিন্তামণির মহাশক্তি প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু কিছু তদ্ধর্ম্ম অণু-অংশে প্রকাশ পায়। ব্রহ্মাদি সকল জীব ইহার কার্য্যে উৎপন্ন হইয়া চিন্তামণির অনুগত না থাকিলে বিকৃত হয়। স্ব-স্ব-কার্য্যের দাম্ভিকতা ও অস্বাতন্ত্র্য লাভ করে। তবে কোন বিভিন্নাংশে অধিকতর শক্তি হয় এবং কোন কোন বিভিন্নাংশে অল্পতর হয়। বিভিন্নাংশ কখনই চিন্তামণির প্রকৃত ধর্ম্ম পায় না। জীব বিভিন্নাংশ। (শ্রীভক্তি-বিনোদ)

৬। 'দ্বা সুপর্ণা……ভূমান্ ॥' (ভাঃ ১১।১১।৬)—এই দেহরূপ বৃক্ষে যদৃচ্ছাক্রমে পরস্পর সদৃশ ও সখ্যরূপ দুইটী পক্ষী আসিয়া বাসা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটী পিপ্পলরূপ অন্ন খাইতেছেন। অপর পক্ষীটী অন্ন ভক্ষণ না করিয়াও স্বীয়বলে বলীয়ান্। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৭। 'আত্মানমন্যঞ্চ……নিত্যমুক্তঃ ॥' (ভাঃ ১১।১১।৭)—অপিপ্পলাদ পক্ষীটী আপনাকে ও অন্য পক্ষীটীকে জানেন। পিপ্পলাদ পক্ষীটী আপনাকে বা অন্য পক্ষীটীকে জানেন না। পিপ্পলাদ পক্ষী অবিদ্যাযুক্ত আছেন বলিয়া নিত্যবদ্ধ। অপিপ্পলাদ বিদ্যাময়; অতএব নিত্যমুক্ত। অপিপ্পলাদ পক্ষীকে জানিতে পারিয়া এবং আপনাকে জানিতে পারিয়া পিপ্পলাদ পক্ষীও বিদ্যাযুক্ত হইলে মুক্ত হন। আর তাঁহার পিপ্পল ফল খাইতে হয় না। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৮। 'অহমেবাসমেবাগ্রে……সোঽস্ম্যহম্ ॥' (ভাঃ ২।৯।৩২) —এই জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমিই ছিলাম। সৎ, অসৎ এবং অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত অন্য কিছুই আমা হইতে পৃথগ্‌রূপে ছিল না। সৃষ্টি হইলে পর এ সমুদয় স্বরূপে আমিই আছি এবং সৃষ্টিলয় হইলে একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'ঋতেঽর্থং……যথা তমঃ ॥' (ভাঃ ২।৯।৩৩)—পূর্ব্বশ্লোকে পরম তত্ত্বের স্বরূপজ্ঞান নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু, স্বরূপ হইতে ইতর তত্ত্বের জ্ঞানদ্বারা স্বরূপ-তত্ত্বের জ্ঞানকে যতক্ষণ দৃঢ় না করে, ততক্ষণ বিজ্ঞান হয় না। স্বরূপতত্ত্ব হইতে ইতর তত্ত্বের নাম 'মায়া'। সেই মায়াতত্ত্বের জ্ঞান এই শ্লোকে বিবৃত হইতেছে। স্বরূপতত্ত্বই অর্থ, অর্থাৎ যথার্থ তত্ত্ব। সেই তত্ত্বের বাহিরে যাহা প্রতীত হয় এবং সেই স্বরূপতত্ত্বে যাহার প্রতীতি নাই তাহাকেই আত্মতত্ত্বের মায়াবৈভব বলিয়া জানিবে। সহজে বুঝা যায় না বলিয়া ইহার দুইটী প্রাদেশিক উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। স্বরূপতত্ত্বকে সূর্য্যের ন্যায় জ্ঞান কর। সূর্য্যের ইতর বস্তু দুইরূপে প্রতীত হয়,—একরূপ আভাস, অন্যরূপ তমঃ। সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি জল হইতে অন্যস্থানে পতিত হয়, তাহাকে 'আভাস' বলে। সূর্য্যের প্রভাব যেদিকে দৃষ্ট না হয়, তাহাকে 'তমঃ' অর্থাৎ 'অন্ধকার' বলে। চিজ্জগৎ ভগবৎ-স্বরূপের কিরণস্বরূপ। তাহার সাদৃশ্যাবলম্বী আভাসরূপ মায়াবৈভব, ইহাই 'আভাসের উদাহরণ। চিত্তত্ত্ব হইতে সুদূরবর্ত্তী অন্ধকার ঐ মায়াবৈভব; এইটী দ্বিতীয় উদাহরণ। তাৎপর্য্য এই,—আত্ম-তত্ত্ব ও মায়াতত্ত্বের পরস্পর দুইপ্রকার সম্বন্ধ; প্রথম সম্বন্ধ এই যে, আত্মস্বরূপ ব্যতীত ইতরস্বরূপ যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা 'মায়া' এবং আত্মস্বরূপ হইতে সুদূরবর্ত্তী অনাত্ম, অজ্ঞান ও মায়া। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'যথা মহান্তি ভূতানি…ন তেষ্বহম্ ॥' (ভাঃ ২।৯।৩৪)—যেরূপ মহাভূতসকল বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভূতমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে স্বতন্ত্র বর্ত্তমান, সেইরূপে আমি ভূতময় জগতে সর্ব্বভূতে সত্তাস্বরূপ পরমাত্মভাবে প্রবিষ্ট থাকিয়াও পৃথগ্

ভগবদ্রূপে নিত্য বিরাজমান ও ভক্তজনের একমাত্র প্রেমাস্পদ। তাৎপর্য—ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশরূপ মহাভূতসকল পঞ্চীকৃত হইয়া যেমন স্থূল জগৎকে প্রকাশ করত তাহার উপকরণরূপে তন্মধ্যস্থিত হইয়াও মহাকৃতাবস্থায় স্বতন্ত্র আছে, তদ্রূপ চিন্ময় পরমেশ্বর স্বীয় জড়শক্তি ও জীবশক্তিদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়া একাংশে জগতে সর্বব্যাপী থাকিয়াও যুগপৎ তদীয় চিদ্ধামে পূর্ণচিদ্‌বিগ্রহরূপে নিত্য বিরাজমান। আবার, চিদ্‌বিগ্রহের কিরণ-পরমাণু-স্বরূপ জীবগণ শুদ্ধপ্রেমমার্গে তাঁহার বিমল প্রেম আস্বাদন করেন—ইহাই রহস্য। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং ·····সমাধয়ঃ ॥' (ভাঃ ২।৯।৩৪)—যিনি আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, তিনি অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা এই বিষয়ের বিচারপূর্বক যে বস্তু সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা নিত্য, তাহারই অনুসন্ধান করিবেন। তাৎপর্য, প্রেমরহস্য যে উপায়ে সাধিত হয় তাহার নাম সাধনভক্তি। তত্ত্বজিজ্ঞাসু পুরুষ সদ্‌গুরুচরণে হইতে অন্বয়-ব্যতিরেকে অর্থাৎ বিধি-নিষেধ শিক্ষাপূর্বক তত্ত্বানুশীলন করিতে করিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেন। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

২। 'তস্মাদ্ গুরুং·····উপশমাশ্রয়ম্ ॥' (ভাঃ ১১।৩।২১) কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তমরূপে অবগত হইবার জন্য সদ্‌গুরুকে আশ্রয় করিবেন। যিনি শব্দে অর্থাৎ শাস্ত্রে পারঙ্গত এবং পরে অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্বে উপশমাশ্রিত হইয়াছেন, তিনিই সদ্‌গুরু। শাস্ত্রজ্ঞ এবং শুদ্ধভক্তই সদ্‌গুরু। বিশেষরূপে জানিয়া সদ্‌গুরুকে আশ্রয় করিবেন। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'শ্রবণং কীর্ত্তনং·····আত্মনিবেদনম্ ॥' (ভাঃ ৭।৫।২৩) শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই (নয়টীই) নবলক্ষণা ভক্তি। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'বিক্রীড়িতং ..অভিধেন যৌঃ ॥' (ভাঃ ১০।৩৩।৩৯)—যিনি অপ্রাকৃত ব্রহ্মাত্মিত হইয়া এই রাসপঞ্চাধ্যায়ে ব্রজবধূদিগের সহিত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত ক্রীড়া-বর্ণন শুনেন বা বর্ণন করেন, সেই ধীর পুরুষ ভগবানে যথেষ্ট পরা ভক্তি লাভ করত হৃদ্‌রোগরূপ জড়কামকে শীঘ্রই দূর করেন। তাৎপর্য এই যে, কৃষ্ণলীলা—সমস্তই 'চিন্ময়'। চিন্ময়ী গোপীদিগের সহিত পূর্ণ চিন্ময় (অধোক্ষজ) কৃষ্ণের লীলা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্থাৎ চিন্ময়তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার যত্নের সহিত আলোচনা করিতে করিতে চিৎপ্রেমের উত্তরোত্তর পরিমাণানুসারে জড়াসক্তি এবং জড়কামাদি দূর হইতে থাকে; সম্পূর্ণ চিন্ময়-লীলা উদিত হইলে আর কিছুমাত্র জড়কামের গন্ধ থাকে না। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

১০। 'স্মরন্তঃ...তদুভয়ম্ ॥' (ভাঃ ১১।৩।৩১)—অঘসমূহহরণকারী হরিকে পরস্পর স্মরণ করিতে করিতে ও স্মরণ করাইতে করাইতে তাঁহারা সাধনভক্তি-সঞ্জাত প্রেমভক্তিদ্বারা উৎপুলকিত তনু ধারণ করেন। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুত...নির্বৃতাঃ ॥' (ভাঃ ১১।৩।৩২)—শ্রদ্ধা হইতে আরম্ভ হইয়া আসক্তি পর্য্যন্ত ভক্তি অভিধেয়-তত্ত্বের অন্তর্গত। ভাবভক্তি প্রেমভক্তির প্রথমোদয়। এস্থলে প্রেম ও ভাবের কথা কেবল অভিধেয়-পরিস্ফূর্তির জন্য প্রদর্শিত হইল। এখন স্পষ্ট ভাবলক্ষণ বলিতেছেন। কৃষ্ণের অদ্ভুতলীলা-কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার জন্ম, কর্ম ও লৌকিক-চেষ্টা তথা সেই সেই লীলাময় স্ফূর্তিত মধুসূদন, মুরারি প্রভৃতি নাম বিলজ্জভাবে গান করিতে করিতে সঙ্গহীন হইয়া বিচরণ করেন। এস্থলে স্বল্প হৃদয়-বিকার ও পুলকাশ্রু হইয়া থাকে, কেননা ভাবই প্রেমের প্রথম ছবি। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'ন পারয়েঽহং···প্রতি যাতু সাধুনা ॥' (ভাঃ ১০।৩২।২২) —হে গোপীগণ! আমার সহিত তোমাদের সংযোগ নির্ম্মল, বহু জীবনেও আমি নিজ সংস্কারদ্বারা তোমাদের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতে পারিব না; যেহেতু তোমরা অতি কঠিন সংসারশৃঙ্খল সম্পূর্ণরূপে ছেদন করিয়া আমাকে অন্বেষণ করিয়াছ। আমি তোমাদের ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম। অতএব, তোমরা নিজকার্য্যদ্বারা পরিতুষ্ট হও। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

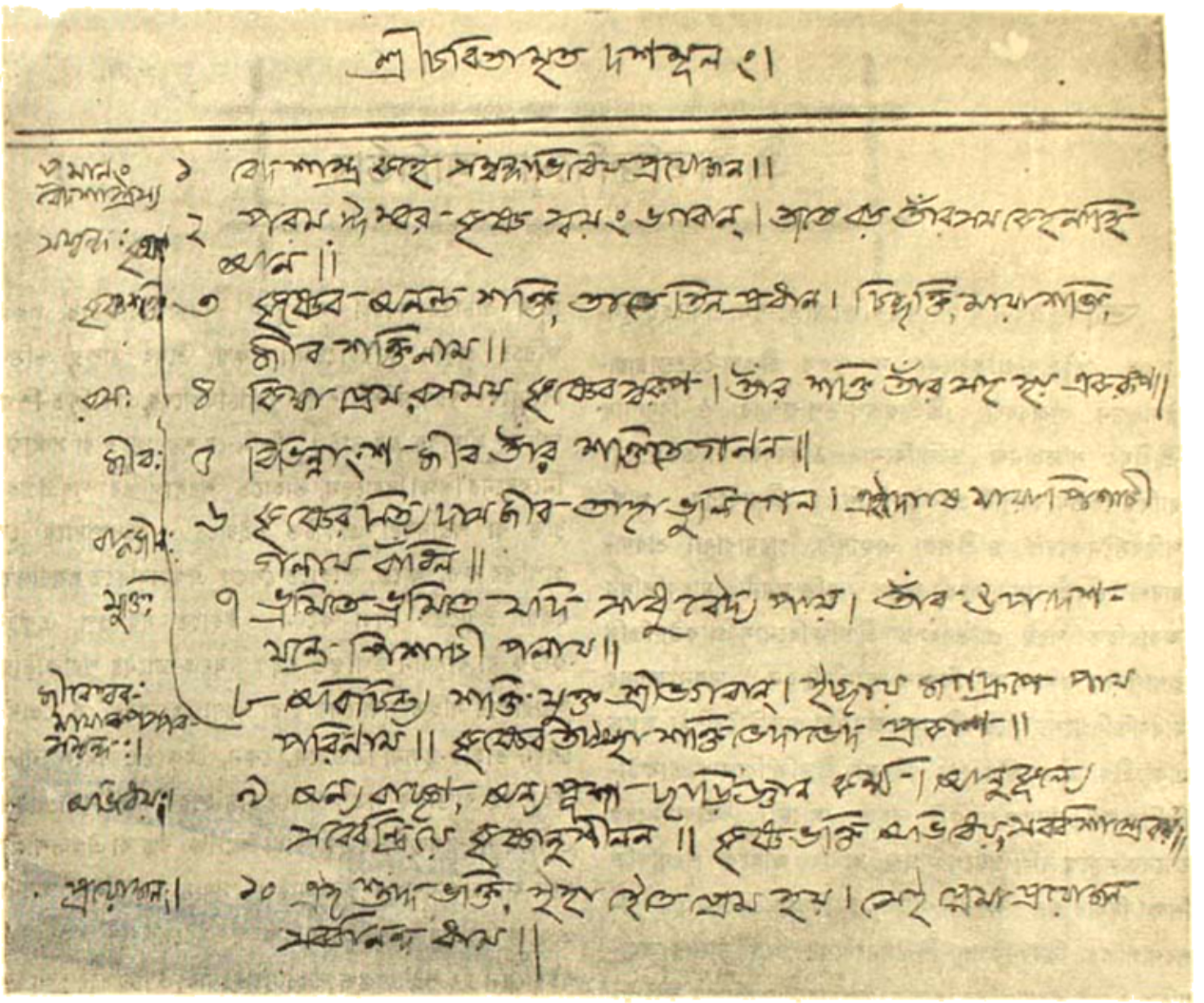

শ্রীচৈতন্যমত দশশ্লোক।

১ বেদশাস্ত্র সহ সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন ॥
২ পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। তাহা বই তাঁর সম কেহ নাহি আন ॥
৩ কৃষ্ণের আনন্দ শক্তি, তাহে তিন প্রকার। চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম ॥
৪ কিম্বা প্রেম কৃষ্ণময় কৃষ্ণের স্বরূপ। তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ ॥
৫ বিভিন্নাংশ-জীব তাঁর শক্তিতে গণন ॥
৬ কৃষ্ণের নিত্য দাস জীব-তাহা ভুলিলোন। কৃষ্ণদাস মায়া তাঁরে পিশাচী বিনাশে কাঁদিল ॥
৭ ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়। তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায় ॥
৮ এবে জীব মুক্ত হয় শ্রীভগবান্। ইচ্ছায় প্রাপ্তিরূপ পায় পরিনাম ॥ কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥
৯ অন্য কামনা, অন্য পূজা-চাড়িজ্ঞান কর্ম্ম। আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥ কৃষ্ণভক্তি অভিধেয় সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
১০ এই শুদ্ধ ভক্তি, হইতে হৈতে প্রেম হয়। পঞ্চরাত্র প্রমাণ সর্ব্বজনে কয় ॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্বহস্ত-লিখিত 'শ্রীচৈতন্যমত-দশশ্লোকী'র প্রতিলিপি

চৈঃ চঃ ম ২০।১২৪
চৈঃ চঃ ম ২১।৩৪
চৈঃ চঃ ম ৮।১৫০
চৈঃ চঃ আ ৪।৮৬
চৈঃ চঃ ম ২২।৯
চৈঃ চঃ ম ২২।২৪
চৈঃ চঃ ম ২২.১৪-১৫
চৈঃ চঃ আ ৭।১২৪ ; ম ২০।১০৮
চৈঃ চঃ ম ১৯।১৬৮ ; ম ২২।৫
চৈঃ চঃ ম ১৯।১৬৯ ; ম ২৫।১৩

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব

আজ বর্তমান যুগের শুদ্ধভক্তিস্রোতঃ-পুনঃপ্রবাহের মূল-পুরুষ, গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের মূল-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যাম্নায়-ঐশ্বরস্তন পুরুষবর্য্য শ্রীশ্রীবরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পতিতপাবনী দ্বাদিকশততম-বর্ষপূর্ত্তি-প্রাকট্য-তিথি। শ্রীমাধবের পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনৈকাদশী ও শ্রীপদ্মা একাদশী, পরমারাধ্যা শ্রবণা-দ্বাদশী ও শ্রীবামন-জয়ন্তী-প্রমুখ ভক্তিজননী মাধবতিথির অব্যবহিত পরেই প্রতিবৎসর শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রাকট্য-তিথি কৃপাপূর্ব্বক জগতে অতিবিরূপে অবতীর্ণা হন। ভুবনমঙ্গলময় মাধবতিথিগণের মধ্যে শ্রীবামন-জয়ন্তীর একটি বৈশিষ্ট্য আছে এবং শ্রীবামন-জয়ন্তীর পর দিবসই শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রাকট্য-তিথির অবতারেরও একটি রহস্য আছে। শ্রীবামনদেব জীবের সর্ব্বস্ব-বলি-গ্রহণের জন্য অর্থাৎ জীবকে শরণাগতি শিক্ষা দিবার জন্য অবতার-লীলা আবিষ্কার করেন। পূর্ণ-শরণাগতির বিগ্রহ-বিগ্রহ শ্রীবামনদেবের আবির্ভাবের অব্য-বহিত পরেই শরণাগতির শিক্ষক, মূলগায়ক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার-পরায়ণ প্রচারকবর শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব।

শুদ্ধভক্তি-পথের আচার্য্যগণ সকলেই শরণাগতির শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। আলবন্দারগণ, আলবন্দারু ওরি শ্রীযামুন মুনি, শ্রীরামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ সকলেই শরণাগতি বা প্রপত্তির সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহাদের পূর্ব্বেও শ্রীমদ্ভাগবতে বলি মহারাজের পিতামহ শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ নববিধা ভক্তি মহাদেবীর মন্দিরের মূল ভিত্তিরূপে সর্ব্বাগ্রে আত্মনিবেদন বা শরণাগতির শিক্ষাকে 'সর্ব্বোত্তমা শিক্ষা' বলিয়া অসুররাজ হিরণ্য-কশিপুর নিকট কীর্ত্তন করিয়া-ছিলেন। বলির আদর্শে সেই শরণাগতি বা আত্মনিবেদন মূর্ত্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদা-নন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সেই সকল পূর্ব্ব মহাজন ও দিব্য-সূরিগণের অনুসরণে জগতে শরণাগতির শিক্ষা সুমধুর গীত-ছন্দে প্রচার করিয়া অহৈতুকী পরতঃখদুঃখিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু, শ্রীমৎ ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের শরণাগতির শিক্ষা পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রকাশিত শিক্ষা-পর্য্যন্তই সীমাবদ্ধ হয় নাই। তিনি যে শরণাগতি বা সর্ব্বাত্ম-নিবেদনের শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে শরণাগতির পূর্ণপ্রগ্রহ-বৃত্তি বা পরাকাষ্ঠা প্রকটিত হইয়াছে। শ্রীসম্প্রদায়ে যে প্রপত্তির কথা আছে, তাহাতে সেবক ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিতে শরণাগত হইয়া উপাস্যের সেবা করেন; ইহাতে সম্ভ্রমরূপ একটি কণ্টক বা ব্যবধান উপস্থিত হয়। মমত্ব-জ্ঞানের পরাকাষ্ঠায় অনুরাগের সহিত সর্ব্বাত্মের দ্বারা শরণাগত হইয়া যে প্রেম-সেবা, তাহার তুলনা ত্রিভুবনে, কেন, বৈকুণ্ঠেও মিলে না। ইহাকেই বাস্তবিক শতকরা শতভাগ 'শরণাগতি' বলা যায়। এখানে শরণাগত শরণ্যকে তাঁহা অপেক্ষা বড় বা ঐশ্বর্য্যশালী মনে করিয়া শরণাগত হন নাই। সমান বা পাল্য, অথবা একান্ত নিজজন-জ্ঞানে স্বাভাবিক প্রেমবশে পূর্ণ শরণাগত হইয়াছেন; শরণ্যবস্তুও শরণাগতের নিকট চিরতরে আত্ম-বিক্রয় করিয়া চিরঋণী হইয়া রহিয়াছেন। বলি প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-ভয়ে বামনদেবকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং বামনদেবও ছলনা করিয়া বলির সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে বলির মহত্ত্ব এই-স্থানে যে, ভগবান্ কপটতাপূর্ব্বক ধর্ম্ম বলিলেও সত্য-প্রতিজ্ঞ বলি তাহা লঙ্ঘন করেন নাই। ধনশূন্য, জনশূন্য, স্বপদচ্যুত, শত্রুগণের দ্বারা তিরস্কৃত ও বদ্ধ, জ্ঞাতিগণের দ্বারা পরিত্যক্ত, বন্ধনাদি পীড়াগ্রস্ত, গুরুর দ্বারা নিন্দিত ও অভিশপ্ত হইয়াও সুব্রত বলি সত্য পরিত্যাগ করেন নাই। এখানে উপাস্যের ব্যক্তিত্বের প্রতি প্রেম অপেক্ষা সত্যের প্রতি দৃঢ়তার ভাবই অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। এজন্য, ইহা ঐশ্বর্য্য-ভাব-ব্যঞ্জক। গজেন্দ্র প্রভৃতি আর্ত্তভক্তগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া অগতির গতি মধুসূদনের শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ শরণাগতি হৈতুকী ও

ঐশ্বর্য্য-ভাব-প্রণোদিতা। অনন্তকোটি হইয়া যে ভগবানের পাদপদ্মে প্রপত্তি-স্বীকার, তাহা অনুরাগোত্থ নহে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ চরমে যে শরণাগতির শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে স্বয়ং শরণ্যও শরণাগতের অহৈতুক প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তদ্ভরণাগত হন,—ইহাই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের শিক্ষায় শরণাগতির আদর্শ। সেই শরণাগতি শিক্ষা দিবার জন্যই ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব।

উপাসকের শরণাগতির তারতম্যানুসারে শরণ্য ভগবানের অবতার-বিগ্রহের তারতম্য প্রকাশিত হয়। শরণাগতির পরাকাষ্ঠার সহিত তারতম্য-বিচার প্রকাশ করিবার জন্য ক্ষুদ্র-নরাবস্থায় বা বামনরূপে ভগবদাবির্ভাবের কথা সূচিত হইয়াছে। প্রহ্লাদ মহারাজের উপাস্যবিগ্রহ হইতে ঈষৎ নর-ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। তথায় নরপশু অবস্থা, তৎপরে বামনদেবের ক্ষুদ্র নরাবস্থা প্রকটিত হইয়াছে। অবতারী শ্রীকৃষ্ণে বিভুরূপের বা নরাবস্থার সর্ব্বপ্রকার বিচার পরিপূর্ণ-ভাবে প্রকাশিত। শ্রীরামচন্দ্রে যে নৈতিকবিচার বা ধারকেশ প্রভৃতিতে কেবল বৈধ-বিচার শরণাগতির পূর্ণগ্রহণ-বৃত্তিকে অপ্রকাশিত রাখিয়াছিল, শ্রীরাধানাথ শ্রীকৃষ্ণে তাহা অপ্রকাশিত ও সঙ্কোচিত নাই, তথায় শরণাগতির পূর্ণগ্রহণ-বৃত্তি প্রকটিত হইয়াছে। এজন্য, বামন-জয়ন্তীর পরেই শ্রীরাধাধবের মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ-বিগ্রহ অদ্বিয়-শ্রীস্বরূপ-রামোদরবিগ্রহ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব। এজন্যই শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

"শরণাগত না হইলে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ প্রভুর অপ্রাকৃত ভজনের সরলভাবে অনুসরণ করা সাধারণের পক্ষে সহজ নহে। যাঁহারা অবৈধভাবে নিজের প্রাকৃত বলের উপর নির্ভর করিয়া দুঃসঙ্গের বোঝা মাথায় লইয়া বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত পাদপদ্ম-দর্শনে দৌড়িবেন, তাঁহারা রাবণের মায়া-সীতা-হরণের ন্যায় প্রাকৃত বস্তুই লাভ করিবেন। কর্ম্ম, জ্ঞান বা মিশ্রা ভক্তিতে নিপুণতা থাকিলে কখনই শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মাশ্রয়ের অধিকার হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকৃত-কৃপা পাইলেই জীব শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচরণের অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন।"

একশত দুই বৎসর যাবৎ প্রতিবৎসরে এই 'শরণাগতি'র শিক্ষক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রাকট্য-তিথি এই সময় অধিষ্ঠিতরূপে আমাদের সম্মুখে আসিতেছেন। অন্ততঃ বিশ বৎসর যাবৎ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী পুরী-প্রভুবর্গের কৃপায় শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রাকট্য-তিথির কৃপাবতারের সেবার সুদুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করিয়াও শরণাগতি-সিন্ধুর 'কণিকা' মাত্র স্পর্শ করিতে পারিতেছি না; ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, হৃদয় অপরাধে ভরপুর হইয়া রহিয়াছে। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমন্দোদয়-দয়া-দৃষ্টির বিরাম নাই; কারণ, অপ্রকট-লীলায়ও সেই দয়ার ঠাকুর মহাশয় গুরুবর্গকে আমার নিকট পর্য্যন্ত আবির্ভূত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি কেবলমাত্র গ্রন্থরূপে বিরাজিত থাকিয়াই তাঁহার কৃপা-বিতরণের সমাপ্তি ও বঞ্চিত হইবার অবকাশ প্রদান করেন নাই। যাঁহারা বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত গ্রন্থ ও অর্চ্চারূপে শ্রীভক্তিবিনোদের অবতার-মাত্র স্বীকার করেন, তাঁহারা মহাগুরুর অভাবে অর্থাৎ ঐসকল গ্রন্থ ব্যাখ্যাতা বা কীর্ত্তন-কারী মহাভাগবতের অভাবে বিপথগামী বা 'গ্রন্থনাথের' পূজক নির্ব্বিশেষবাদী সম্প্রদায় বা অর্চ্চনমাত্রকারী সম্প্রদায়-বিশেষ হইতে পারেন; কিন্তু, আমি সেইরূপ দুর্ভাগ্যে পতিত হই নাই। আমি শ্রীসরস্বতী-পুরীর কৃপায় বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী-কীর্ত্তনকারী বিগ্রহগণের অপ্রাকৃত মুহূর্ত্ত সঙ্গ-বরণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি; তথাপি কেন শরণাগতি-শিক্ষকের শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিতেছি না? তথাপি কেন হৃদয়-পাষাণ একটুকুও দ্রব হইতেছে না? তথাপি কেন বিরূপের নিসর্গজাত অভ্যাস ও চিন্তা-সমূহ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না? তথাপি কেন নিশ্চিন্ত ভাবে বিমুখ জীবন-ভার-বহনের পিপাসার নিবৃত্তি হইতেছে না?

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কতভাবে, কতরূপে শ্রীগৌর-সুন্দরের কৃপামৃত-ধারা বর্ষণ করিয়াছেন! বেদ-বেদান্তের নিগূঢ় রহস্য কত সহজ ও সরল করিয়া বিতরণ করিয়াছেন। তিনি একদিকে যেরূপ আত্মনিবেদনের বিগ্রহবিগ্রহের আবির্ভাবের পর দিবসে অবতীর্ণ হইয়া শরণাগতির গীতি-গান করিয়াছেন, অপরদিকে নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপের আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীযোগপীঠপুর প্রকাশ করিয়া জীবকে সর্ব্বপ্রথমেই শরণাগত হইবার শিক্ষা দান করিয়াছেন। তাঁহার আত্মনিবেদন-ক্ষেত্রাবিষ্কার-লীলা মোহমায়াগ্রস্ত জীবকে শরণাগত করিবার জন্যই বিশেষ কৃপা। আবার, নবদ্বীপের কীর্ত্তনাখ্যাপীঠ গোদ্রুমে সরস্বতী-তটস্থ 'আনন্দ-সুরধুনী-কুঞ্জে' শরণাগতির গীতি-

কীর্ত্তন-লীলায় জীবকে শরণাগতি শিক্ষা দিবার জন্যই কৃপা-বিশেষ। শ্রীল ঠাকুর ১২৪৭ বঙ্গাব্দে সর্ব্বপ্রথমে গ্রন্থরূপে "হরিকথা" বিতরণ করেন। তাঁহার রচিত প্রথম গ্রন্থের নাম—'হরিকথা'। [illegible] শহরে রচিত হইয়াছিল। সে আজ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। তিনি ১২৭৬ বঙ্গাব্দে "Speech on Bhagavatam" নামক একটি ইংরেজী গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়-সমূহ অতি কথার অতি সহজ, সরল ও সুযুক্তিপূর্ণ ভাষায় যেরূপভাবে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাতে "নিতক সারক বচো বাগ্মিতা" এই প্রমাণানুসারে তাঁহাকে সারগ্রাহী বাগ্মীর আদর্শ-রূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। ১২৭৭ বঙ্গাব্দে "গর্ভ-স্তোত্র-ব্যাখ্যা" ও "সম্বন্ধতত্ত্ব-ভূমিকা" গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া তিনি জীবকে জীবতত্ত্বকারের সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য শ্রীসনাতন গোস্বামীর ন্যায় সুবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সহিত সম্বন্ধতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। ১২৭৯ বঙ্গাব্দে ঠাকুর "বেদান্তাধিকরণ-মালা" প্রকাশ করিয়া বেদান্তের যে সুগভীর বিচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি শ্রীচৈতন্যলীলার নিত্যসিদ্ধ ব্যাসরূপে চিরদিন পূজিত হইবেন। ১২৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "দত্তকৌস্তুভ" নামক সংস্কৃত-কারিকা ও টীকাযুক্ত তত্ত্ব-গ্রন্থ পাঠ করিলে তাঁহাকে বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রের সারগ্রাহী পরমহংসরূপে প্রতীত হয়। ১২৮৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তাঁহার "শ্রীকৃষ্ণসংহিতা" গৌড়ীয়বিদ্বের যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। ১২৮৮ বঙ্গাব্দে রচিত 'কল্যাণকল্পতরু' এবং সেই বর্ষে প্রকাশিত 'শ্রীসজ্জন-তোষণী' মাসিক পত্রিকা, ১২৯৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'রসিকরঞ্জন' বঙ্গানুবাদ, 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত', 'সম্বোধন'-ভাষ্যসহ 'শিক্ষাষ্টক', 'দশোপনিষৎ-চূর্ণিকা', 'ভাষাবলী', 'প্রেমপ্রদীপ'-নামক উপন্যাস, শ্রীবলদেব-কৃত ভাষ্যসহ 'শ্রীবিষ্ণু-সহস্রনাম', ১২৯৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যোপনিষদের 'শ্রীচৈতন্যচরণামৃত' ভাষ্য, ১২৯৫ বঙ্গাব্দে রচিত 'বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমালা', ১২৯৭ বঙ্গাব্দে রচিত 'আম্নায়সূত্র' নামক অপূর্ব্ব সূত্রগ্রন্থ, 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য', ১২৯৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'বিদ্বদ্-রঞ্জনভাষ্য' প্রভৃতি ঠাকুরের নিকট আত্মমঙ্গলকামী উত্তরা-ধিকারিগণের অমূল্য সম্পদ্ হইয়া রহিয়াছে।

ঠাকুর ১২৯৯ বঙ্গাব্দ হইতে শ্রীনামহট্টের পরিধার্জ্জকের লীলা প্রকট করিয়া সর্ব্বত্র শুদ্ধনাম প্রচার করেন। এই সময় তাঁহার রচিত 'শ্রীহরিনাম', 'শ্রীনাম', 'শ্রীনামতত্ত্ব', 'শ্রীনাম-মহিমা', 'শ্রীনাম-প্রচার' প্রভৃতি বহু পুস্তিকা প্রচারিত হয়। সেই বৎসরই গৌরবিজয়ন ঠাকুর "শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা" নামক এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ জগতে বিতরণ করেন। ইহাতে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত শ্রীমন্মহা-প্রভুর শিক্ষার সহিত ভক্তির যোগসূত্র স্থাপন করিয়া সুবিশ্লেষণ-সহকারে শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। ১৩০০ বঙ্গাব্দে যে বৎসর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমায়াপুরে প্রকটিত হন, সেই বৎসর 'তত্ত্ববিবেক' নামক একটি গ্রন্থে পৃথিবীর সমস্ত দার্শনিক চিন্তাস্রোতের সহিত তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তসমূহের অপরোক্ষ সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করা হইয়াছে। ঐ বৎসরই ঠাকুরের রচিত 'শরণাগতি' নামক গীতি-গ্রন্থ সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত হয় এবং ঐ বৎসরই "জৈবধর্ম্ম" নামক গ্রন্থরাজ শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণ, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু, শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি আচার্য্যগণের লিখিত সমস্ত গ্রন্থ ও শিক্ষার সার সিদ্ধান্ত প্রচার করে "জৈবধর্ম্ম" জীবজগতের যে কি কল্যাণ করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে, তাহা সারগ্রাহী ব্যক্তিগণের বিচার্য্য বিষয়। ১৩০১ বঙ্গাব্দে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "তত্ত্বসূত্র" নামক আর একটি অপূর্ব্ব মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়া নিরপেক্ষ সুযুক্তিমূলক বিশ্লেষণের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার জীবকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়াছেন। ঐ বৎসরই তিনি উপনিষদের "বেদার্থ-পরিষৎ: ব্যাখ্যা" রচনা করেন। ১৩০২ বঙ্গাব্দে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের 'অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য', ১৩০৩ বঙ্গাব্দে সুললিত সংস্কৃত শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমগ্র চরিত্র (শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণ-মঙ্গলস্তোত্রম্) এবং বিদেশীয় ও পৃথিবীর সমস্ত ব্যক্তিগণকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আকর্ষণ করিবার জন্য তাঁহাদের উপযোগী করিয়া ইংরেজী ভাষায় "Life & Precepts of Sri Chaitanya Mahaprabhu" গ্রন্থ রচনা করেন। ১৩০৪ বঙ্গাব্দে 'ব্রহ্মসংহিতা'র 'প্রকাশিনী' নাম্নী বাঙ্গালা বৃত্তি ও বঙ্গানুবাদ এবং ১৩০৫ বঙ্গাব্দে 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে'র বাঙ্গালা ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত ও ঘন-গ্রন্থত্রয়ের প্রকৃত মর্ম্ম প্রকাশ করেন। ঐ বৎসরই শ্রীরূপের উপদেশামৃত গ্রন্থের 'পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি' ও শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর "শ্রীভগবদ্ধামামৃত" ও "শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্তামৃত" গ্রন্থের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষ্য রচনা করিয়া

সাধক-জীবের সাধনপথের দুইটী অলোক-স্তম্ভ রোপণ করেন। একদিকে 'উপদেশামৃতে'র 'পীযূষ-বর্ষিণীবৃত্তি', আর এক দিকে 'ভক্তিসিদ্ধান্তামৃতে'র ভাষাভাষ্য—এই গ্রন্থদ্বয় প্রত্যেক রূপানুগ সাধককে চিরদিন শুদ্ধভক্তি-পথের বিঘ্ন ও বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবে। ১৩০৬ বঙ্গাব্দে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর-কৃত 'ভজনামৃতম্' গ্রন্থের বাঙ্গালা ভাষ্য ও 'শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ' গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি শ্রীগৌর-পাদপদ্ম মকরন্দলোভী সাধক ও সিদ্ধগণের নিকট অমৃত-ভাণ্ডার উদ্ঘাটন করেন। ১৩০৭ বঙ্গাব্দে 'শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি', ১৩০৮ বঙ্গাব্দে 'শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা' ও ১৩০৯ বঙ্গাব্দে 'শ্রীভজনরহস্য' নামক গ্রন্থত্রয় বিতরণ করিয়া ঠাকুর সমগ্র শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে চির-বিক্রীত করিয়া রাখিয়াছেন। ঠাকুর 'শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি' ও 'শ্রীভাগবতার্ক-মরীচিমালা' বিতরণ না করিলে শ্রীহরিনাম ও শ্রীভাগবত-কীর্ত্তনের অভিনয় করিয়াও সমগ্র জগৎ কৈতব ও অপরাধান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিত। অপ্রাকৃত 'মণি' ও 'মরীচি' এই দুই বস্তু অজ্ঞানতিমিরান্ধগণকে চক্ষু-দান করিয়া ভজনের নিগূঢ় রহস্যের পথে, চলিবার জন্য গোলোকের আলোক বিতরণ করিয়াছেন। ১৩১১ বঙ্গাব্দে 'সংক্রিয়াসারদীপিকা' ও ১৩১৩ বঙ্গাব্দে "শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত" সম্পাদন করিয়া ঠাকুর সর্ব্বশ্রেণীর জীবের প্রতি কৃপা বিতরণ করিয়াছেন। তিনি ১৩১৪ বঙ্গাব্দে "স্বনিয়ম-দশকম্" গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা এখনও অপ্রকাশিত অর্থাৎ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই এবং কেহ কেহ বলেন, ইহাই তাঁহার সর্ব্বশেষ গ্রন্থ। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর রচিত 'স্বনিয়মদশকম্' গ্রন্থের অনুসরণে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ঠাকুর তাঁহার 'স্বনিয়মদশকম্' গ্রন্থের সর্ব্বশেষে এই পুষ্পিকাটি প্রদান করিয়াছেন,—"ইতি শ্রীমদ্রঘুনাথদাস-গোস্বামিপ্রভু চরণরেণু-পরায়ণ-শ্রীভক্তিবিনোদ-দাসকৃত-'স্বনিয়মদশকম্' সমাপ্তম্"।

শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথের অভিন্নবিগ্রহ, শ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদ, শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের অন্তরঙ্গ, শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস। তিনি শ্রীগৌর-সুন্দরের আবির্ভাব-স্থানের আবিষ্কারক, শ্রীচৈতন্যোপনিষদের আবিষ্কারক, ধার্ম্মিক-সভ্যতার যুগে অপ্রাকৃত মহাবদান্য-শক্তির অধিষ্ঠাতৃ প্রচারক, তিনি গৌড়ীয়প্রতিষ্ঠানের মূল-পুরুষ ও শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার আদি প্রকাশক। ঠাকুর গোলোকের নিঃশ্রেয়সবনের 'কল্যাণকল্পতরু' ভূলোকে রোপণ করিয়া 'শরণাগতি'র শিক্ষা প্রচার করিয়া, অমৃতের প্রবাহ বিতরণ করিয়া, চিন্তামণির শোভা প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে প্রকৃত ধনে ধনী হইবার সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার অপ্রাকৃত পাদপদ্মের সম্মুখে উপনীত হইবার কোন যোগ্যতা আমাদের নাই। শ্রীগৌর-সরস্বতী-পুরী-প্রভুবর্গের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত আমাদের আর কোনই সম্বল নাই। তাই, ঠাকুরের ভাষায় শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শ্রীপাদপদ্মে অকপটে যেন অনুক্ষণ এই প্রার্থনাটি নিবেদন করিতে পারি,—

দুঃখসিন্ধু-মাঝে আমি দুর্গত এজন।
কৃপা-পোতে পাদপদ্মে উঠাও এখন॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ-কৃত প্রাচীন পদ্যাবলী

পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃতা 'শ্রীগীতগোবিন্দে'র ভূমিকা)

অপ্রাকৃত তত্ত্ব যার হয় অগোচর।
ভৌতিক ভাবেতে যার আবদ্ধ অন্তর॥
অধ্যাত্ম-নয়ন যার উন্মীলিত নয়।
প্রেমতত্ত্বে অধিকার তাহার না হয়॥

সমস্ত তত্ত্বের সার মধুর সাধন।
পূর্ণানন্দ লাভ যাতে করে সাধুজন॥
সুগীত গোবিন্দ গ্রন্থে সে পন্থ প্রকাশ।
অধিকারী ভেদে তার সঙ্কোচ-বিকাশ॥

অধিকারী প্রেমী জনে মানস-নয়নে।
নিত্যানন্দ জ্ঞানযোগ দেখে বৃন্দাবনে॥
অধিকারী না হইয়া যাহার অন্তর।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমসেবা যাচে নিরন্তর॥
তাহার আকাঙ্ক্ষা কভু না হয় পূরণ।
মায়া-প্রকল্পিত চিত্র করে দরশন॥
প্রাকৃত করিয়া দেখে বৃন্দাবন-তত্ত্ব।
হীন ভাবে লয় পরব্রহ্মের মহত্ত্ব॥
নায়ক-নায়িকাভাবে বদ্ধ করি' মন।
প্রাকৃত চরিত্রে আত্মা করে সমর্পণ॥

অতএব সাধুগণ এ গ্রন্থ-পঠনে।
আধ্যাত্মিক ভাব লহ নিজ নিজ মনে॥
পদ্মাবতীনাথ যাহা কৈল আস্বাদন।
সেই সে বিশুদ্ধ প্রেম করহ সাধন॥
ব্রহ্মতত্ত্ব পরিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ-ধাম।
সারগ্রাহী বৈষ্ণবের যাহাতে বিশ্রাম॥
সে গোলোকধাম ত্যজি' তমোধর্ম্মে রত।
হইবে যাহার মন যে পাপী সতত॥

ভক্তজ্ঞানি-বৈষ্ণবদিগের আশ্রিত
শ্রীসচ্চিদানন্দ প্রেমালঙ্কার
২০ ফাল্গুন, ১২৭৪ বঙ্গাব্দ

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে প্রকাশিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-গ্রন্থমালা

ইংরেজী ভাষায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-মিশনের নিত্যস্থিতি-গোস্বামি-পাদাগ্রণী ও পাশ্চাত্য-প্রদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-প্রচারক-বরাগ্রণী পরমপূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রদীপতীর্থ গোস্বামী মহারাজ লণ্ডন গৌড়ীয়মঠে তাঁহার অবস্থানকালে শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও গৌড়ীয়বেদাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য এবং গৌড়ীয়মিশনের মূল-পুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত উক্ত উভয় ভাষ্যের 'ভাষাভাষ্য' অবলম্বনে ইংরেজী ভাষায় প্রত্যেক অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সম্পুটিত করিয়া একটি অভিনব মৌলিক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী মহারাজের কৃপানির্দ্দেশানুসারে জগতে প্রকট করিয়াছেন। ইহা সুদৃঢ়ভাবে বলা যাইতে পারে যে, ইংরেজী ভাষায় গীতার এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সার্ব্বভৌম সংস্করণ আর ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। পৃথিবীর সভ্য-সমাজের প্রায় সমস্ত ভাষায় গীতার অনুবাদ হইয়াছে, ইংরেজী ভাষায়ও গীতার অনুবাদ ও ব্যাখ্যাদির অভাব নাই; কিন্তু, সর্ব্বাচার্য্য-শিরোমণি, সকল-লোক-শিক্ষকের শিক্ষকসম্রাট্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সুসিদ্ধান্ত-সম্মত ব্যাখ্যা শুদ্ধভক্তিবিনোদ-ধারায় ইংরেজী ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। শ্রীল ত্রিদণ্ডী গোস্বামিপাদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরম-প্রিয়, নিষ্কপট, নিষ্কিঞ্চন, আদর্শ শিষ্য; অন্যদিকে তিনি শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুরও পরম কৃপাভাজন এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাপ্রাপ্ত আদি ত্রিদণ্ডী গোস্বামী। সমগ্র ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্যপ্রদেশে তিনি দম্ভ-হীনতা ও সরলতার সহিত শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর শুদ্ধনাম-হট্টের প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার পরিপক্ক লেখনী-প্রসূত উক্ত ইংরেজী সংস্করণটী অর্দ্ধশতাব্দবর্ষপূর্ত্তি—শ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-বাসরে গৌড়ীয়মিশনের পরিচালক-সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইল। মাদ্রাজে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থে সংযুক্ত বিস্তৃত ভূমিকা, তথ্য ও বিস্তৃত সূচীপত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও প্রয়োজনীয়।

সটীকা শরণাগতি

গৌর-নিজজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের রচিত 'শরণাগতি' গ্রন্থের পরিচয় 'গৌড়ীয়' পাঠকগণকে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বঙ্গদেশ, উৎকল, অন্ধ্র-প্রদেশ, পাশ্চাত্য প্রদেশ সর্ব্বত্রই তত্তদ্দেশস্থ-ভাষায় এই শরণাগতির গীতি প্রচারিত হইয়াছে। এক বঙ্গভাষায় ইহার ১৬টী সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ১২৯৯—১৩০০ বঙ্গাব্দে রচনা করেন। ইহা ১২৯৯ ও ১৩০০ বঙ্গাব্দে ৪র্থ ও ৫ম বর্ষের 'সজ্জনতোষণী'তে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতির চরম মঙ্গলের সূত্র নিহিত রহিয়াছে জানিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ও 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকার' ন্যায় শ্রীল প্রভুপাদ এই গ্রন্থ প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় প্রচারের জন্য অভিলাষ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভীষ্টানুসারে বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণি গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থের একটি সটীক-সংস্করণ এবং হিন্দী ভাষায় এই গ্রন্থের আর একটি সংস্করণ বিতরণের জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। বর্ত্তমানে হিন্দী ভাষা সমগ্র ভারতবর্ষের Lingua Franca রূপে গণ্য হইয়াছে। এজন্যই হিন্দী ভাষায় এই চরম-মঙ্গলপ্রদ গ্রন্থ-প্রচার একান্ত আবশ্যক বিচারে শ্রীল আচার্য্যদেব ঐ ভাষায় শরণাগতি প্রকাশ করিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

গৌড়ীয়মিশনের বর্ত্তমান সেক্রেটারী ও 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় বঙ্গভাষায় 'কণিকা' নাম্নী একটী সারগর্ভা সংক্ষিপ্তা টীকা রচনা করিয়াছেন। 'শরণা-গতি'তে অনেক মৈথিল ও অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ আছে। এতদ্ব্যতীত কতিপয় স্থানের উপযুক্ত ব্যাখ্যা না হইলে সাধারণের পক্ষে ঐসকল শব্দের তাৎপর্য্য গ্রহণ করা কঠিন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীহস্ত-লিখিত পাণ্ডুলিপি, তৎসম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' ও শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদের প্রচারিত বিভিন্ন সংস্করণের পাঠের সহিত মিলাইয়া সটীকা শরণাগতির নব সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে পাঠান্তরেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্রন্থের মূল এবার অপেক্ষাকৃত বড় অক্ষরে (পাইকা টাইপে) মুদ্রিত হওয়ায় বালক ও বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের পক্ষেও ইহা পাঠের সুযোগ হইয়াছে। সরল ভাষায় লিখিত টীকা, ভূমিকা, মাতৃকাক্রমে সূচী, শ্রীশ্রীল ঠাকুরের শ্রীহস্তলিখিত শরণাগতির পাণ্ডুলিপির আদর্শ ও শ্রীল ঠাকুরের ত্রিবর্ণের আলেখ্য প্রভৃতি সংযুক্ত হইয়া গ্রন্থ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। গ্রন্থের কাগজ, প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ-সৌষ্ঠব সর্ব্বচিত্তাকর্ষক। পূর্ব্বের গীতিগ্রন্থসমূহের ন্যায়ই ডবল ক্রাউন বত্রিশ পেইজ আকারে গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে শ্রদ্ধা ও সরলা আর্ত্তির সহিত নিত্য পঠিত ও গীত হইলে মানবজীবনের চরম প্রয়োজন-লাভের পথ সুগম হইবে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

শ্রীরাধাগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী
(কাব্যপুরাণ-রাগতীর্থ)

ইংরেজী ভাষায়
শ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্যাধিকশততম বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-উপলক্ষে মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়-মঠ হইতে ইংরেজী ভাষায় শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরিত্র ও শিক্ষা-সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাবের প্রাক্‌কালে বঙ্গ-দেশের সামাজিক ও পারমার্থিক অবস্থা, ঠাকুরের জগদ্‌-গুরুত্ব, বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিস্রোতঃ-পুনঃপ্রবাহের মূল-পুরুষরূপে তাঁহার ভুবনমঙ্গল কার্য্যাবলী, শ্রীগৌরজন্মস্থলী-আবিষ্কার, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দশমূল-শিক্ষাদান, তৎকর্ত্তৃক বিবদমান ধর্ম্মমতবাদসমূহের সামা-বিধান ও সুসময়য়-সাধন, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি, ফল্গুবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্য, তথাকথিত জীবসেবা ও জগতের নিত্য উপকার, অদৈব ও দৈব বর্ণাশ্রম, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব, প্রতীক-উপাসনা ও শ্রীবিগ্রহ-সেবা, বিদ্ধভক্তি ও শুদ্ধভক্তি, নামাভাস ও নামাপরাধ, কর্ম্মী ও ভক্তের চরিত্র ও ক্রিয়াকলাপের পার্থক্য, সদ্‌গুরু ও গুরুক্রব, কলিপঙ্কজ ও অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন-পঙ্কজ এবং

শ্রীমদ্ভাগবত-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সিদ্ধান্ত, শিক্ষা, আচার ও প্রচারানুপ্রাণিত পাণ্ডার শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদের আদর্শ শিষ্যবর শ্রীশ্রীল তীর্থ-গোস্বামী মহারাজের দ্বারা বিবৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঠাকুরের অভিমর্ত্য চরিত্র ও ভক্তিবিনোদ-ধারার সম্বন্ধেও এই পুস্তিকায় সুসিদ্ধান্তপূর্ণ আলোচনা দৃষ্ট হয়। গৌড়ীয়মিশনের সভাপতি বক্তির নিবন্ধকথে মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীপাদ রেবতীরমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিনিশ্চয় প্রভু প্রমুখ সেবকগণের উৎসাহে ও সেবা-চেষ্টায় ইংরেজী ভাষায় বহু শুদ্ধভক্তি-সাহিত্য প্রকাশিত হইতেছে, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। এই পুস্তিকাটী শ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-তিথিতে সর্ব্বসাধারণে বিতরিত হইবে।

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-রচিত বিরাট্ 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থ মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তি-শাস্ত্রী প্রভুর সম্পাদনায় গৌড়ীয়মিশনের পরিচালক-সমিতির দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে যে-সকল ভক্ত আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বিবরণ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-প্রণীত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর রচিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' ও শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের রচিত 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে অনেকটা পাওয়া যায়। কিন্তু, সকল ভক্তের বিস্তৃত বিবরণ উক্ত তিন গ্রন্থে নাই। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু বা শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর শ্রীগুরুদেব শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি শ্রীগৌরপার্ষদগণের কথা বিশেষভাবে উক্ত গ্রন্থত্রয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্য-দেবের অপ্রকটের পর শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু, যাঁহারা শ্রীরূপানুগ-শুদ্ধভক্তিধারা অক্ষুণ্ণভাবে প্রবাহিত রাখিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজ-সংরক্ষক আচার্য্যরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা আমরা উক্ত গ্রন্থত্রয়ে প্রাপ্ত হই না। অতএব শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরের গৌড়ীয়াচার্য্যগণের এবং প্রকট-কালীন যে-সকল ভক্তের বিবরণ অবশিষ্ট ছিল, তাহা 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডলের বিস্তৃত বিবরণ পরি-দৃষ্ট হয়। পঞ্চম তরঙ্গে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ও দ্বাদশ তরঙ্গে শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার বিস্তৃত বর্ণন গ্রথিত হইয়াছে।

পরমারাধ্যতম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে ও শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী-গোস্বামী মহারাজের কৃপাশক্তিতে এই বিরাট্ গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। বলিতে কি, এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ এপর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে প্রত্যেক তরঙ্গের কথাসার, সংস্কৃত শ্লোকাবলীর অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রতি অধ্যায়ের প্রত্যেক পদ্য ও শ্লোকের সংখ্যা নির্দ্ধারণ ও প্রতি-পাদ্য-বিষয়-নির্দ্দেশ, এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক তরঙ্গ বা অধ্যায়ের বিবরণ, স্থানসূচী ও পাত্রসূচী প্রভৃতি পরিশিষ্টে সংযুক্ত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ গত শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ উৎসবকালে প্রকাশিত হইবার কথা ছিল। গ্রন্থ-মুদ্রণ সম্পূর্ণ না হওয়ায় শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদাবির্ভাব-বাসরে তাহা সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল।

শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহামহোৎসব

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ২১শে ভাদ্র শুক্রবার শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-শক্তি পরমারাধ্যা শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-বাসরে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ত্রিদণ্ডগ্রণী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে "শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব" সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস প্রত্যূষে মঙ্গলা-রাত্রিকান্তে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ নারায়ণ-স্মরণ-সনে আগমনপূর্ব্বক মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্ত সমভিব্যাহারে

দণ্ডায়মান হইয়া গুরুবৈষ্ণব-বন্দনামুখে বহুক্ষণ যাবৎ অতি করুণ ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অতিমর্ত্ত্য চরিতগাথা-কীর্ত্তন ও কি প্রকারে গুরুপূজা সাফল্যমণ্ডিত ও বাস্তবতায় পরিপত্ত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বহু অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ও শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রীজী ১৬শ ও ১৭শ বর্ষ 'গৌড়ীয়' হইতে যথাক্রমে আচার্য্য-মহিমা-সূচক প্রবন্ধ ও সংলাপাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বিপ্রহরে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ও তদানুগত্যে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ সমবেত বহু মঠসেবক ও গৃহস্থ ভক্তের পুষ্পাঞ্জলি নিয়ে বহন করিয়া শ্রীমন্দিরে আচার্য্য-পাদপদ্মে সমর্পণ করেন। তৎপরে গোস্বামী মহারাজ ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া প্রেমভরে নৃত্য-গীত করিতে করিতে বারত্রয় শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। অপরাহ্ণে সারস্বত-ভবন-সদনে এক বিরাট্ সভার অধিবেশনে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, শ্রীপাদ সাগর মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু, শ্রীপাদ অপ্রমেয় প্রভু, শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস প্রভু, শ্রীপাদ শচীনন্দন ভক্তিপ্রমোদ প্রভু ও মঠবাসী অন্যান্য সেবক যথাক্রমে গুরুপূজা-সংখ্যা 'গৌড়ীয়' ও 'নদীয়া-প্রকাশ' হইতে বিভিন্ন প্রবন্ধ অঞ্জলি-নিবেদন-পত্র, 'Sri Guru Puja Homage', নবপ্রকাশিত 'শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্য-সংলাপ' গ্রন্থ প্রভৃতি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অবশেষে শ্রীল তীর্থ-গোস্বামী মহারাজ 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের সম্পাদিত 'আচার্য্য-সংলাপ' গ্রন্থ হইতে শ্রীনামতত্ত্বের প্রসঙ্গ পাঠ করিলে সংকীর্ত্তনমুখে সভাভঙ্গ হয় এবং উপস্থিত শত শত নরনারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। আচার্য্যপ্রকট-তিথিতে "আচার্য্য-সংলাপ" পারায়ণ হইয়াছিল।

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে

শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দ অধিষ্ঠাহরণনাট্য-মন্দিরে বেদীর উপর শ্রীল আচার্য্যদেবের আলেখ্যার্চ্চাকে বিচিত্র বস্ত্র ও পুষ্পে সুশোভিত করিয়া তৎসমক্ষে গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গবিষয়ক গীতিসমূহ কীর্ত্তন করেন। শ্রীশ্রীগুরুপূজা-সংখ্যা 'গৌড়ীয়', 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ' ও 'শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্য-সংলাপ' গ্রন্থ পঠিত হয়। শ্রীচৈতন্যমঠের মঠসেবক শ্রীপাদ অধোক্ষজ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ নব-কিশোরদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বনমালীদাস কাব্যতীর্থ প্রমুখ সেবকগণ শ্রীশ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্ম মহিমা কীর্ত্তন করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিম্বার্কসম্প্রদায়ভুক্ত শিষ্যবৃন্দ শ্রীশ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্মে কীর্ত্তনমুখে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও মাধুকরী-ভিক্ষার দ্বারা গুরুপূজা মহোৎসব সম্পন্ন করেন।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে

শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর নেতৃত্বে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে "শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব" বিপুল সংকীর্ত্তনের মধ্যে সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উৎসব-দিবস প্রাতে শ্রীমন্দির-পরিক্রমা, মহাজনপদাবলী প্রভৃতি উদ্গীত হইলে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের একটী সুবৃহৎ আলেখ্য সারস্বত-ভবন-সদনের একটি উচ্চ মঞ্চোপরি নানা বর্ণের সুগন্ধি পুষ্প, মালিকা ও মনোরম বস্ত্রাদির দ্বারা সুশোভিত করা হয়। তৎপরে মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণ শ্রীশ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদানার্থ সমবেত হইলে গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা-মুখে পঞ্চতত্ত্ব-কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। শ্রীমদ্ বিদ্যাবিনোদ প্রভু এই সংকীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আলেখ্যার্চ্চার আরতি-সম্পাদন ও অঞ্জলি প্রদান করিলে তাঁহার অনুগমনে সমুপস্থিত সকলেই যথাক্রমে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। অপরাহ্ণে আচার্য্যপূজোপলক্ষে নবপ্রকাশিত 'শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্য-সংলাপ' গ্রন্থ পাঠ হয়। সন্ধ্যার পর একটি বিরাট্ সভায় শ্রীমদ্ বিদ্যাবিনোদপ্রভু "আচার্য্যাবিভাবের বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে শ্রৌতসিদ্ধান্তমূলে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। রায় বাহাদুর শ্রীমনোমোহন নিয়োগী, বরিশালের রায়সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার গুপ্ত, অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র চৌধুরী এম্-এ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত বি-এস্-সি, এম্-বি, শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, 'সারস্বতাসন' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দে প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণতীর্থ মহোদয়ের মূল-গায়কত্বে গুরুবৈষ্ণবকৃপা-প্রার্থনামূলক সংকীর্ত্তনান্তে সমাগত শত শত শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

যাবতীয় শুদ্ধভক্তিপ্রতিষ্ঠানে

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার যাবতীয় শুদ্ধভক্তি প্রতিষ্ঠানে এই গুরুপূজা-মহোৎসব শ্রীশ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মের বৈশিষ্ট্য-কীর্ত্তন মুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা বিভিন্ন স্থান হইতে

বহু অঞ্জলি-পত্র, তড়িদ্বার্ত্তা প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়াছি ; তাহা গৌড়ীয়ের ক্ষুদ্র কলেবরে প্রকাশ করা অসম্ভব বলিয়া নিম্নে কএকটি তড়িদ্বার্ত্তা-মাত্র প্রকাশিত হইল। অভিনন্দনপত্রাদি ইংরেজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, উৎকল, তামিল, তেলেগু, প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত 'Sree Sree Gurupuja Homage' ও রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীগুরুপূজা ও প্রণাম-প্রস্থনাঞ্জলি' পুস্তিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশ্রীগুরুপূজোপলক্ষে প্রাপ্ত কতিপয় তারের সংবাদ

(ভাষান্তর)

Sreela Tirtha Maharaj,
Gaudiya Math, Baghbazar Calcutta.
Pray, accept our Gurupuja Homage on the Advent Tithi of Sreela Acharyyadev.
Mathasevaks, New Delhi.

Tirtha Maharaj Gaudiya Math, Baghbazar Calcutta.
Humble Homages and innumerable prostrations at the Lotus Feet of Srila Acharyyadev in submission your Holy Feet invoking your blessings.
Servitors, Bombay

কলিকাতায় বিরাট্ নগরকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

গত ৮ই সেপ্টেম্বর রবিবার শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজকে অগ্রণী করিয়া এক বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া কলিকাতা মহানগরীর কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট্, বাগবাজার ষ্ট্রীট্, মাণিকতলা স্ট্রীট্, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, হ্যারিসন্ রোড্, বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলেজ স্কোয়ারের চতুর্দ্দিক, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, বাগবাজার ও কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট্ হইয়া পুনরায় শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করে। শত শত প্রদ্ধালু সজ্জন চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য গীত সহকারে নগর পরিভ্রমণ করেন। মহানগরীবাসী সজ্জনগণ এই শুদ্ধসংকীর্ত্তন-শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ করেন।

ॐ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

এনামত্ত্ব বিজয়ন্তে ধরাধিপুত্রকঃ।
নির্ভরঃ কৃষ্ণপক্ষে চ কুরু বৈষ্ণবপুত্রকঃ॥
আমাদিগকে সমস্তচিত্তে
বিজয়যুক্ত করিতে থাকে।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
—শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু এরূপ
নিজ কৃতিতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন॥

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৫ই আশ্বিন, ১৩৪৭; ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ |

শ্রীশ্রীআচার্য্যকথা-প্রসঙ্গ

[শ্রীচৈতন্যমঠ, তাং ১৫-৩-৪০ বেলা ৪ ঘটিকা।]

সাধুগুরুর কৃপায় সিদ্ধান্ত-দৃষ্টি হয়। যেখানে সিদ্ধান্তের দৃষ্টি নাই, সেখানে কৃপাও নাই।

অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের নাম বৈষ্ণবতা। মায়াজাল যদি না ছুটে, তবে অনর্থ আছে। স্বরূপভ্রম, অসদ্বুদ্ধি, স্বদৌরাত্ম্য ও অপরাধ আছে কিনা দেখতে হ'বে। অনর্থ-নিবৃত্তি হ'লে পর নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব। তৎপরে স্থায়িভাব-রতি, রতিই প্রেমের অঙ্কুর। রতির পর প্রেম।

সাধনভক্তি—ক্লেশঘ্নী ও শুভদা, ভাবভক্তি—সুদুর্লভা ও মোক্ষলঘুতাকৃৎ, আর প্রেম—সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা ও কৃষ্ণাকর্ষী। প্রেম কৃষ্ণকে নাচায় এবং নিজেও নাচে। প্রেমিক তটস্থ ন'ন, তিনি গুরু। তা'কে তটস্থ দেখতে হ'বে না। হ্লাদিনীসার সম্বিৎ-বৃত্তির ক্রিয়া।

সম্বন্ধজ্ঞানরহিত নামাপরাধ-বর্জ্জিত অবস্থায় নামাভাস। কনিষ্ঠাধিকারে কখনও কখনও নামাভাস হ'তে পারে।

কনিষ্ঠ দুই রকম। অর্চ্চনের দিক্ থেকে একরকম কনিষ্ঠ, আর ভজনের দিক্ থেকে একরকম। "অর্চ্চায়ামেব হরয়ে" শ্লোকেই অর্চ্চনের দিক্ থেকে কনিষ্ঠের লক্ষণ আর, যিনি একবার হরিনাম করেন, তিনি ভজনের দিক থেকে কনিষ্ঠ। সাধুর নামকীর্ত্তনকারী—কনিষ্ঠ। নিরপরাধ নাম-কীর্ত্তনকারী হ'লে মধ্যম। আর শ্রদ্ধার সহিত যাঁ'কে দর্শন

কর্‌লে মুখে কৃষ্ণনাম আসে, তিনি উত্তম। প্রতির পূর্ব্ব-পর্য্যায় নামাপরাধ হ'তে পারে। হৃদয় শুদ্ধতর হ'লে, আর অপরাধ হয় না।

বৈষ্ণবঠাকুর কৃষ্ণকে দিতে পারেন। তিনি কৃপা ক'রে শক্তি সঞ্চার করেন। যিনি সাধুর হরিনাম করেন, তা'র মুক্তিমুক্তি কামনা থাক্‌লে অপরাধ হ'য়ে যা'বে। যা'র যেরূপ আধার তা'তে সেরূপই শক্তিসঞ্চার হয়। Bulb এর যেমন power, তেমন আলোর জোর হ'বে। মহাপ্রভু শক্তি সঞ্চার ক'রে অনেককে কৃপা করেছেন। মহাপ্রভু একজনকে শক্তিসঞ্চার কর্‌লেন, তিনি আবার অন্যকে কর্‌লেন।

অপ্রাকৃত ব্রজবাসীর গৃহে অপ্রাকৃত জন্ম গ্রহণ করার নাম দীক্ষা। 'দিব্' ধাতুর অর্থ প্রকাশ, আলো। যখন স্বপ্রকাশ জ্ঞান-লাভ হয়, যখন রসের উদয় হয়, তখনই দীক্ষার পূর্ণাপ্তি হয়।

দীক্ষা সাধনকাল পর্য্যন্ত। দীক্ষার পূর্ণাপ্তিই সিদ্ধি। অণু চেতন, অণু আনন্দ, অণু নিত্য প্রত্যেক জীবাত্মার দেহ। অপ্রাকৃত দেহই আত্মা।

বাসনাময় দেহনাশই নিরুভঙ্গ। নিরুভঙ্গ হ'লে কৃষ্ণের কামনা থাকে না। কৃষ্ণই অপ্রাকৃত কামদেব,—তিনিই প্রকৃষ্ণ কর্‌বেন। নিরুভঙ্গ হ'লে কামদেবের সেবার জন্য উৎকণ্ঠা জাগে। নিরুভঙ্গ জিনিষটা স্বরূপসিদ্ধি বা জীবন্মুক্তি। বিদেহমুক্তিই বস্তুসিদ্ধি। বস্তুসিদ্ধি অর্থে লীলা-প্রবেশ। অপ্রকটের পর বস্তুসিদ্ধি হয়। জীবন্মুক্ত নির্ব্বিশেষবাদীর পতন আছে, কিন্তু জীবন্মুক্ত ভক্তের পতন নাই। রতি বা প্রেমের উদয় না হওয়া পর্য্যন্তই পতন। মহাদেবের চরণে অপরাধ ক'রে চিত্রকেতুর পতনের আদর্শ (বা অভিনয়) প্রকটিত হ'য়েছে। চিত্রকেতু গৃহস্থ ভক্ত। He misunderstood Mahadev's behaviour. তাই কারণার্ণব-শায়ীর ইচ্ছায় দেবী তাঁ'কে শাপ দিলেন। দেবীর শাপে চিত্রকেতু বৃত্রাসুর হ'বার লীলা প্রকাশ কর্‌লেন। পরমহংস নির্দ্দোষ। তাঁ'তে দোষ আছে মনে কর্‌লে অপরাধ হয়। চিত্রকেতু সঙ্কর্ষণের উপাসক। চিত্রকেতু ও শিব উভয়েই সঙ্কর্ষণের—একই উপাস্যের সেবক।

কারণার্ণবশায়ীর বিরাট্ ব্যাপার। সে ব্যাপার নিয়ে আমাদের কি কাজ? আমার ব্যাপারী হ'য়ে জাহাজের খবরের দরকার কি? পৃথিবীর লোকের সঙ্গে আমার কি দরকার? আমার দরকার—কৃষ্ণ। যিনি আমাকে কৃষ্ণ দিতে পারেন, কৃষ্ণসেবায় আমাকে প্রযোদিত কর্‌তে পারেন, তিনিই বন্ধু। যিনি আমাকে কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ ক'রে দেন না, তা'র সঙ্গে আমার দরকার নাই। ভগবান্ কি করেন, না করেন, তা' নিয়ে আমার মাথা ঘামা'বার দরকার কি?

মধ্যমের ব্যবহারিক ও পারমার্থিক দু'টী ব্যবহার আছে। পারমার্থিক লোকের সহিত পারমার্থিক ব্যবহার, আর সাধারণ লোকের সহিত অন্য ব্যবহার।

আচারটা বিশেষ দরকার। আচার হ'লে সম্বন্ধজ্ঞান ও বৈরাগ্য হ'বে। ইহা স্বাভাবিক, ইহাতে কৃত্রিমতা নাই।

যিনি শিক্ষা দেন তিনি শিক্ষাগুরু। তিনি উত্তমাধিকারী মহাভাগবত। যিনি নিজে শিক্ষিত ন'ন, তিনি কি শিক্ষা দিতে পারেন? শিক্ষাগুরু—সেবক ভগবান্। তাঁ'কে জীব-কোটির অন্তর্গতরূপে দর্শন কর্‌তে হ'বে না। শিক্ষাগুরু বা দীক্ষাগুরুতে ভটস্থ দর্শন নাই। 'যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।' কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা হ'লে আর জীবত্ব দর্শন কর্‌তে নাই। কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ বিকুণ্ঠপাদ। হ্লাদিনীসারে-সম্বিদ্-বৃত্তির ক্রিয়া যেখানে, সেখানেই গুরুত্ব। জীব কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা নহে। যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, তিনি আশ্রয়-বিগ্রহ। যিনি ভজনশিক্ষা-দাতা, তিনি কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন—আশ্রয়-বিগ্রহ।

শ্রবণ-গুরু ও শিক্ষাগুরু অনেক। কে উত্তমাধিকারী, ইহা মধ্যমাধিকারী বিচার কর্‌বেন। কনিষ্ঠ বা অপমধ্যমা-ধিকারী তা' পারে না। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ খানিকটা শ্রবণ-গুরুর কাজ কর্‌তে পারেন। নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি হ'য়েছে কি না, দে'খে সেইভাবে সঙ্গ কর্‌তে হ'বে। নিষ্ঠা হ'লে সঙ্গ কর্‌তে হ'বে। যাঁর রুচি, আসক্তি ও ভাব হ'য়েছে, তাঁ'র সঙ্গ বেশী কর্‌তে হ'বে। স্থায়ী ভাব হ'লে তাঁ'র সঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কর্‌তে হ'বে।

যাঁ'র ভক্তি হয়েছে, তাঁর দয়া থাকা স্বাভাবিক। ভক্তি হ'লে দয়া হ'বে। কনিষ্ঠের জানা দরকার কি ক'রে মধ্যম হওয়া যায়। কনিষ্ঠের তত্ত্ববিচার নাই। সে যদি অকপট

হ'য়ে শ্রবণ করে, তবে আকৃষ্ট হয়। যে বক্তা, সে যদি কপট হয়, তবে তা'র কথায় ফল হ'বে না। শুধু পরোপদেশে পাণ্ডিত্য হ'লে কোন ফল হয় না। যা'র নিজেরই মঙ্গল হয় নাই, তা'র দ্বারা শ্রোতার মঙ্গল কি ক'রে হ'বে? আচারবহিত প্রচার ভণ্ডামি। সে সব লোক প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচারের অভিনয় কর্‌তে পারে; তা'তে কিন্তু সুবিধা হ'বে না। তা'তে শ্রীধাম-নবদ্বীপবাসীর গৃহে অপ্রাকৃত জন্ম হ'বে না। যেখানে দেহ ও মনের বিষয়ের সহিত সম্পর্ক, সেখানে উহাকে জড় বলা হয়। কৃষ্ণ-সুখবাঞ্ছা যেখানে, সেখানেই চিদানন্দ। খামের মধ্যে পত্র আছে ব'লেই খামের মূল্য। Pipeএর প্রয়োজন আছে। যে পাত্রে গঙ্গাজল আছে, সেই পাত্রটী পূজ্য। গঙ্গাজল ও পাত্র একজাতীয় না হ'লেও পাত্রে গঙ্গাজল ধারণ ক'রেছে ব'লে তাহা পূজ্যবস্তু।

আত্মনিবেদন হ'লে দেহ চিদানন্দ হয়। দেহী—অণু-সচ্চিদানন্দ। পাঞ্চভৌতিক দেহের উপকরণ আলাদা, তবে কৃষ্ণদাস্য যখন আত্মা হ'তে মনে ও দেহে ব্যাপ্ত হয়, তখন তা' চিদানন্দময় হয়।

রসোদয় পর্য্যন্ত দীক্ষা। রসোদয়ের জন্য ভজনের যে নিয়ম বা whole process তাহাই দীক্ষা। দৃঢ়নিষ্ঠ হ'য়ে সেই নিয়ম পালনপূর্ব্বক নিজ স্বরূপকে প্রকট করা'বার জন্য যত্ন কর্‌তে হ'বে। পরানুশীলন ও প্রত্যাহারই নিয়ম। পর—কৃষ্ণ। অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনই পরানুশীলন। অনুকূল-গ্রহণ ও প্রতিকূল-বর্জ্জন যুগপৎ চল্‌তে থাক্‌বে। এই রূপ কর্‌লেই দীক্ষা চল্‌তে থাকে। দীক্ষা হ'লে সেই শুদ্ধ চিত্তে কৃষ্ণের জন্ম হ'বে। তখন ২০ প্রকার বাধা আস্‌বে। কৃষ্ণ সে গুলিকে নাশ কর্‌বেন। প্রতিষ্ঠা-প্রিয়তা প্রভৃতি অনর্থগুলি বলদেবের কৃপায় বা নিজের চেষ্টায় নষ্ট কর্‌তে হ'বে।

প্রত্যেক জীবাত্মারই সাধন করা দরকার। স্বরূপসিদ্ধি না হ'লে কৃষ্ণের আবির্ভাব হয় না। জীবের মধ্যে বসুদেবত্ব আছে। বসুদেবত্ব না হ'লে কৃষ্ণের আবির্ভাব কি ক'রে হ'বে? কৃষ্ণভজন বিনা জীবের জীবন বৃথা। বসুদেবত্ব প্রকট কর্‌বার জন্যই সাধনের আবশ্যক। বসুদেবত্ব হ'লে কৃষ্ণ রক্ষা করেন। তখন ব্রজবাসী বা গোপের কিঙ্কর, নবদ্বীপবাসী বা গৌড়ীয়ের কিঙ্কর, হ'য়ে যা'বে। তখন নন্দগ্রামে বাস, তখন গৌর-লীলা বা সঙ্কীর্ত্তন-রাসে অধিকার হ'বে। এইরূপ অধিকার-লাভের প্রণালীর নামই দীক্ষা। শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ অনুক্ষণ কর্‌তে হ'বে। অনর্থ দূর করার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। কুপথ্য-বর্জ্জনের দিকে লক্ষ্য রাখ্‌তে হ'বে। **কুপথ্য ও সুপথ্য এক সঙ্গে চালা'লে অসুবিধাই হ'বে।** গ্রন্থ অভিধান ক'রে দেহ ও মন এখন স্বতন্ত্র হ'য়েছে। আত্মনিবেদন হ'লে দেহ ও মন সেবোন্মুখ হ'বে। যখন কৃষ্ণের ইচ্ছার সঙ্গে জীবের ইচ্ছা মিশ্‌বে, যখন Masterএর সঙ্গে সে dovetailed হ'বে, তখন তা'র দেহকে প্রাকৃত ব'লে প্রাকৃতবুদ্ধি কর্‌তে হ'বে না। দর্শনকারীর মন ও দেহের যোগ্যতা-ভেদে দর্শনভেদ। বস্তু ঠিক্‌ই আছে।

কনিষ্ঠাধিকারী মন্ত্রজপ মাত্র করে। অনুরাগমার্গে ব্যতীত কামগায়ত্রীর উপাসনা হয় না। প্রত্যেকেরই শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের উপাসনায় যোগ্যতা আছে। সাধন কর্‌তে কর্‌তে স্যাবের আবির্ভাব হ'লে অনুরাগ হয়। কামগায়ত্রীর উপাসনায়ও ধারকা পর্য্যন্ত যাওয়া যা'বে—যদি মর্য্যাদা-বুদ্ধি থাকে। রাগাত্মিক ব্রজবাসীর অনুগত হ'লে তাঁ'দের কৃপায় কৃষ্ণ পাওয়া যা'বে। ইহা খুব বিরল।

কৃষ্ণই নারায়ণরূপে বা রাঘবরূপে দর্শন দান করেন। কাম-গায়ত্রীর উপাসনা একমাত্র মধুর রসেই হয়। অর্জ্জন-মার্গে বা বিধিমার্গে লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনা হ'য়ে থাকে। মহাপ্রভু সকলকে কৃষ্ণ সেবার অধিকার দিয়েছেন। জীবকে 'কৃষ্ণদাস' বলেছেন, নারায়ণের নিত্যদাস বলেন নাই। তিনি আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন পর্য্যন্ত বলেছেন। জীবের যোগ্যতা আছে এ পর্য্যন্ত। নারায়ণ ও কৃষ্ণ একই বস্তু। ব্যক্তি একজন। তবে রস বৈচিত্র্য আছে।

———

পরমস্বতন্ত্রের পারতন্ত্র্য

[পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর বি-এ]

শ্রীব্রহ্মসূত্রের প্রথমলক্ষণাসূত্রে দ্বিতীয় জন্মাদ্যধিকরণে প্রমাণিত হইয়াছে যে,—"এই চতুর্দশ ভুবনাত্মক বিশ্ব, ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণের পর্য্যন্ত অনন্ত কর্ত্তা ও ভোক্তা দ্বারা ব্যাপৃত এবং তাঁহাদিগের নানাবিধ কর্ম্মফলের আধার। ইহার অতিবিচিত্র রচনাপ্রণালী সর্ব্বজ্ঞেরও ধারণার অতীত। অচেতনপ্রকৃতি স্বয়ং-কর্ত্তা অতএব উপাদান ও নিমিত্তকারণস্বরূপ অধোক্ষজ পুরুষোত্তম শ্রীহরি হইতে এই সৃষ্টি, পালন ও সংহারাদি নিঃসৃত হইতেছে।" এখানে পূর্ব্বপক্ষী এরূপ উত্থাপন করিলেন,—"যখন শ্রীহরি স্বয়ং পূর্ণ, আপ্তকাম, তখন তাঁহার প্রয়োজন না থাকায় তাঁহার সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? পৃথিবীতে স্বার্থ ও পরার্থ—এই দ্বিবিধ প্রবৃত্তির মূলে সমস্ত কার্য্য হয়। শ্রীহরি পূর্ণকাম হওয়ায় আপনার কোন প্রয়োজনসিদ্ধির অপেক্ষা নাই। আপনার প্রয়োজন সিদ্ধির অপেক্ষা তাঁহার পূর্ণকামতা গুণের বিরোধী। আবার, প্রাণিগণের জন্ম-মরণাদি ব্যাপারসমূহ কেবল তাহাদিগকে বিবিধ যাতনা-প্রদানের নিমিত্ত। সামর্থ্যবান্ পুরুষ অপরের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং, সৃষ্টাদি-সমর্থ শ্রীহরি জীবের নিগ্রহার্থই প্রবৃত্তি করিতে পারেন না। স্বার্থ ও পরার্থ উভয়বিধ প্রয়োজনের অভাবে শ্রীহরির সৃষ্টাদিতে প্রবৃত্তি স্বীকার করিলে তাঁহার উন্মত্ততা ও অজ্ঞতা প্রভৃতি দোষের আপত্তি হয় এবং তদীয় সর্ব্বজ্ঞতাদি-জ্ঞাপক শ্রুতিবাক্যের ব্যর্থতা উপস্থিত হয়। অতএব পরব্রহ্মের সৃষ্টাদিতে প্রবৃত্তি অযুক্ত।"

এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে শ্রীবাদরায়ণ শ্রৌতন্যায়াদি প্রমাণের অনুসারে প্রত্যুত্তর দিলেন—"লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্" (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৩)। পূর্ব্বপক্ষ সমাধান শ্রীহরির বিচিত্র-সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি কেবল লীলার জন্যই জানিতে হইবে। তাহাতে দৃষ্টান্ত এই যে—সুখে উন্মত্ত লোকে যেরূপ আনন্দাতিশয্যে ফলপ্রাপ্তির অপেক্ষা না করিয়াই নৃত্যাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, ঈশ্বরও সেইরূপ আনন্দানুভবের আতিশয্যে সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হয়েন। ঐ লীলাও তাঁহার স্বরূপভূত স্বাভাবিক ব্যাপার। মাণ্ডুক্য-কারিকায় বিবৃত হইয়াছে,—কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্মের সৃষ্টিব্যাপার ভোগের নিমিত্ত, এবং অপরে বলেন, উহা ক্রীড়ার্থমাত্র। শ্রীহরির স্বভাবই এইরূপ। যাঁহার সমস্ত কামনা নিত্যপূর্ণ, তাঁহার প্রবৃত্তির সম্ভাবনা কোথায়? নারায়ণ-সংহিতায়ও এইরূপ পঠিত হয়,—

সৃষ্ট্যাদিকং হরির্নৈব প্রয়োজনমপেক্ষ্য তু।
কুরুতে কেবলানন্দাৎ, যথা মত্তস্য নর্ত্তনম্॥
পূর্ণানন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজনমতিঃ কুতঃ।
মুক্তা অপ্যাপ্তকামাঃ স্যুঃ কিমু তদ্ভাবিলাসিনঃ॥

শ্রীহরি কোন প্রয়োজনবশতঃ সৃষ্ট্যাদি করেন না, কেবল আনন্দবশেই ঐগুলি নির্ব্বাহ করেন, যেমন উন্মত্ত পুরুষ মত্ততার বশেই নৃত্যাদি করে। যেহেতু তিনি স্বয়ং পূর্ণানন্দ-বিগ্রহ, অতএব তাঁহার প্রয়োজনরূপা প্রবৃত্তি কিরূপে সম্ভব? যখন মুক্ত জীবেরাই তদীয় ইচ্ছাক্রমেই পূর্ণকাম হইয়া থাকেন, তখন যিনি অখিল জীবের আত্মা তাঁহার আবার বাসনা কোথায়?

এখানে আবার দৃষ্টান্ত হইতে একটী তর্ক উঠিতে পারে। উন্মত্ত ব্যক্তির কার্য্যাদিতে তাহার জ্ঞানের অসদ্ভাব দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে শ্রীহরিও কি তাদৃশ অজ্ঞ? উন্মত্ত ব্যক্তির সহিত উদাহরণে শ্রীহরির ফলের অনুসন্ধান ব্যতিরেকে কেবল আনন্দের আতিশয্য-হেতু নৃত্যাদির ন্যায় স্বাভাবিকী লীলা, ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। কেবলাদ্বৈতিগণ ইহাতে যে সুষুপ্তিতেও উচ্ছ্বাস-প্রশ্বাসের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন, তাহাতে শ্রীহরিরও সুষুপ্তি ও তদবস্থার অজ্ঞানের আপত্তি উপস্থিত হয়। আবার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণেরও রাজপুত্রের কন্দুক-ক্রীড়ার উদাহরণে একান্ত প্রয়োজনহীনতার অভাব পরিদৃষ্ট হয়, কারণ কুমার ঐ ক্রীড়ার ফলে আনন্দ লাভ করে। সুতরাং, ঐ উদাহরণও সঙ্গত নহে।

পূর্ব্বপক্ষী আবার বলেন,—পরব্রহ্মের সৃষ্টিতে কেহ কেহ সুখময় দেবাদিযোনি প্রাপ্ত, আবার কেহ কেহ দুঃখময় নরকাদি অনুভাত করে। অতএব সৃষ্ট্যাদি কার্য্য পরব্রহ্মের হইলে তাঁহাতে বিষমতা ও নির্দ্দয়তাদি দোষ সহজেই আপতিত হইতেছে। কিন্তু, শ্রীহরির নির্দ্দোষতা সমগ্র শ্রুতিবাক্যে প্রতিপাদিত আছে। এই শ্রুতিবিরোধের সামঞ্জস্য কোথায়?

উত্তরে গ্রন্থকার বলিলেন,—প্রাণিগণের অনাদিকর্ম্মের অপেক্ষায় দেবাদি বা নরাদি সৃষ্টি ও সুখ-দুঃখাদির অধীনতা সম্পাদন প্রভৃতি করিতে থাকায় শ্রীহরির বিষমতা বা নির্ঘৃণতা হইতে পারে না। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন,—প্রাক্তন কর্ম্মের প্রেরণানুসারে পরমেশ জীবকে সাধু কর্ম্ম করাইয়া থাকেন, যাঁহাকে তিনি সদ্‌গতি দিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু, যাহাকে তিনি অধঃগতি প্রদানে ইচ্ছুক তাহাদেরও তাহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের প্রেরণানুসারে অসাধু কর্ম্ম করাইয়া থাকেন। ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

পুণ্যপাপাদিকং বিষ্ণুঃ কারয়েৎ পূর্ব্বকর্ম্মণা।
অনাদিত্বাৎ কর্ম্মণশ্চ ন বিরোধঃ কথঞ্চন॥

ভগবান্ বিষ্ণু পূর্ব্বকর্ম্মের অনুসারে জীবকে পুণ্য বা পাপ কর্ম্ম করাইয়া থাকেন, কারণ জীবের কর্ম্ম অনাদি। অতএব, ভগবানের ইহাতে কোন বিরোধ নাই। পরমেশ অনাদি-কর্ম্মাবলম্বনেই জীবের পরিচালন করায় তাঁহার স্বাতন্ত্র্যও ক্ষুণ্ণ হইতেছে না। তিনি জীবস্বভাবের অন্যথা করিতে সমর্থ হইলেও তাহা করেন না। অতএব পরব্রহ্মকে অবিষমই বলা হইল। শ্রীগীতোপনিষদে (১৮।৬১) উক্ত হইয়াছে,—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

হে অর্জ্জুন, তুমি শ্রুতি প্রতিপাদিত অন্তর্য্যামি-ব্রাহ্মণ হইতে যে ঈশ্বরকে সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামিরূপে জানিয়াছ, তিনিই স্বীয় মায়াশক্তি-দ্বারা সেই ভূতসকলকে ভ্রমণ করাইতেছেন। যেমন নট দারুময়ে স্থাপিত কৃত্রিম পুত্তলিকা ভ্রমণ করাইয়া থাকে, সেইরূপ জীবের কর্ম্মানুকূল মায়ানির্ম্মিত দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণরূপ যন্ত্রে আরোপিত জীবকে ঈশ্বর ভ্রমণ করান; অতএব, পরব্রহ্ম শ্রীহরিতে বিষমতা ও নির্ঘৃণতাদির অস্তিত্ব নাই।

অন্যত্র (গীঃ ৯।২৯) বলিতেছেন,—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

যদি বল, ভক্তদিগকে বিমুক্ত করিয়া নিকটে লইয়া যাও, অভক্তদিগকে নহে; অতএব সর্ব্বেশ্বর তোমার কি রাগ ও দ্বেষকৃত বৈষম্য আছে? তাহাতে বলিলেন,—"আমি সম, আমি সকলের প্রতি সম বা পক্ষপাতশূন্য থাকিয়া স্ব স্ব কৃতকর্ম্মানুসারে ব্যক্তি-আকৃতি-স্বভাব দ্বারা বিষম দেখ, মনুষ্য, তির্য্যক্, স্থাবরাদি, কৃতসমূহকে ভক্ষণে প্রকাশ, পালন ও সংহারাদি করিয়া থাকি। মেষ যেরূপ নানাবিধ বীজ-সমূহের প্রতি সমভাবাপন্ন আমিও সেইরূপ। তাহাদের মধ্যে কেহ আমার অপ্রিয় বা প্রিয় নাই। কিন্তু, যাহারা শ্রবণাদি ভক্তিসহকারে আমার অনুকূল আচরণ করেন, তাঁহারা ভক্তিযোগ-দ্বারা আমাতে আসক্ত থাকেন। আমি সর্ব্বেশ্বর হইয়াও তাঁহাদিগে ভক্তিযোগদ্বারা আসক্ত থাকি।" মণি ও সুবর্ণ যেরূপ পরস্পর অর্পিত থাকে, ভক্ত ও ভগবান্ সেইরূপ পরস্পর মিলিত থাকেন। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—"ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্। ইহাতে প্রেমা-দ্বারা পরস্পরের অবস্থান-বিশেষ লক্ষিত হইল; নতুবা অবৈশিষ্ট্যের আপত্তি হয়। ভগবানের প্রতিজ্ঞাও ইদৃশী জানা যায়, যথা—"যিনি আমাতে যেরূপ ভাবে শরণাগত হন, আমিও তাঁহাকে সেইরূপ ভাবে অঙ্গীকার করি। এস্থলে কল্পতরুর উদাহরণ আংশিকমাত্র। তাহাতে পারস্পরিক প্রীতি ও পক্ষপাতের বোধ হয় না। আমি সর্ব্বপ্রকারে অবিষম থাকিলেও নিজাশ্রিতের প্রতি বাৎসল্যরূপ বৈষম্য আমাতে আছে।

সুদর্শন চক্রের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষাকী দুর্ব্বাসা শ্রীভগবৎসমীপে উপস্থিত হইলে স্বয়ং ভগবান্ বলিতেছেন,—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ।
নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা॥
যে দারাগার-পুত্রাপ্ত-প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥
ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥
নাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥

শ্রীল ঠাকুর বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ইহার তাৎপর্য্য এই প্রকার উদ্ঘাটন করিয়াছেন,—ভগবান্ বলিলেন 'যেমন ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি আমার অধীনতাবশতঃ পরব্রহ্ম হওয়ায় তোমাকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হন নাই, আমিও সেইরূপ পরাধীন হওয়ায় তোমাকে ত্রাণ করিতে পারি না। যদি বল—তুমি স্বয়ংই ভক্তের পরাধীন হইতেছ, ভক্তগণ তোমাকে পরাধীন করিতে চাহে না, অতএব তুমি স্বাধীনই আছ।' তদুত্তর

এই যে, শঙ্কা, ইহা বটে ; আমি স্বাধীন হইয়াও স্বেচ্ছায় ভক্তের পরতন্ত্র হইয়াছি। যদি বল, আমার এতাদৃশ দুঃখ-দর্শনেও কি তোমার করুণার উদ্রেক হইতেছে না ? তাহাতে বলি, সত্য,—তাহার দগ্ধ করুণা, সেই মনই আমার নাই। যাঁহাদের মোক্ষ পর্য্যন্ত কোন কামনা নাই, এতাদৃশ ভক্তোত্তমগণ আমার হৃদয়কে তাঁহাদিগের বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগকে মোক্ষাদি প্রদান করিতে চাহিলে তাহা তাঁহাদের রুচিকর হয় নাই দেখিয়া অবোধ-বুদ্ধিতে আমি বিরক্তির পর্য্যন্ত বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দান করিয়াছি তাঁহারাও তাহা গ্রহণপূর্ব্বক নিজ নিজ হৃদয়ের সহিত এক করিয়া সাদরে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব, তাঁহাদের দয়াপারেই আমার কৃপা। তুমিও সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ এই বাক্য জান যে—ভগবানের কৃপা ভক্তকৃপার অনুগামিনী। হে বিপ্রবটো, ইহাও কেন চিন্তা করিতেছ না যে,—ভক্তগণের ভক্তিযোগই আমার প্রিয়, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব ? যদি জিজ্ঞাসা কর যে,—ভক্তেরা তোমার কত প্রীতির ভাজন ? তাহার উত্তর শ্রবণ কর। যাহাকে সমাগ্‌রূপে লীলাবিলাসী বলিয়া আমি আত্মারাম বলিয়া প্রসিদ্ধ সেই আত্মাকেও আমি ভক্ত ব্যতীত আকাঙ্ক্ষা করি না। আমার স্বরূপভূত আনন্দ অপেক্ষাও আমার ভক্তের স্বরূপভূত আনন্দ অতিসুদুর্লভ। যদিও উভয় আনন্দই তিষ্ঠুক, তথাপি অনুগ্রাহ্য-চিত্তবৃত্তির পরিণাম-স্বরূপ ভক্তকৃত ভক্তির দর্শনচিত্তের সারভূতহেতু আনন্দস্বরূপ আমারও আনন্দদায়ক ও আশ্চর্য্যক বলিয়া আমার শ্লাঘনীয়। আমার ষড়ৈশ্বর্য্যরূপা সম্পত্তি আত্যন্তিকী ও নিত্যা হইলেও ভক্ত ব্যতীত আমি তাহাদিগকে নিষ্ফলা মনে করি। সেই ভক্ত-গণের পক্ষে আমিই একমাত্র উপাদেয় বিষয়।

আরও যদি বল,—হে ব্রহ্মণ্যদেব, ব্রাহ্মণ আমাকে উপেক্ষা করিবেন না। তাহাতে বলি—তাহা হইলে কি ভক্তগণকে উপেক্ষা করিব ? ভক্তের অপকারক তোমার দৃষ্টিতে স্বতঃই ভক্তগণ পরিত্যক্ত হইবেন। তাহা কদাপি যুক্তিযুক্ত হয় না, সেই আমার ভক্তগণ আমার জন্য অপরের পক্ষে অপরিত্যাজ্য পরমপ্রীতির পাত্র স্ত্রী-পুত্রগৃহ-প্রাণাদিতে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন ; তুমি ব্রাহ্মণ আমার জন্য কি ত্যাগ করিয়াছ ? অম্বরীষ কিছুই ত্যাগ করেন নাই, ইহাও বলিতে পার না। যখন তুমি অম্বরীষের বধহেতু দুর্ব্বাসার নিয়োগ করিয়াছিলে, তখন তিনি নিজদেহরক্ষার জন্য এক-পদও বিচলিত হন নাই, কিন্তু, তুমি আত্মারাম ও মহাবিরক্ত হইয়াও আপনার দেহরক্ষার জন্য সমগ্র জগৎ পরিভ্রমণ করিয়াছ, ব্রহ্মা ও রুদ্রাদিকে প্রার্থনা করিয়াছ। ইহা দ্বারা তোমার নিজের ও তাঁহার মূল্য নির্ণয় করিতে পার। অধিক কি বলিব। তুমি ত' অজ্ঞ নহ যে বুঝাইতে হইবে। ব্রহ্ম-বাদী তোমাদিগের পক্ষে আমাকে বশ করা দুঃসাধ্য ; কিন্তু, তাঁহারা ত' বশ করিয়াই রাখিয়াছেন। তাঁহাদের হৃদয় আমাতেই পূর্ণরূপে আবদ্ধ থাকায় তাঁহারা নিষ্কাম ও সম-দর্শন। তাঁহারা নিজের ও পরের দুঃখ সমানভাবেই অনুভব করেন।

আরও তুমি আমাকে সন্তপ্ত করিয়াছ, তোমাকে তাহার সমুচিত ফল দিতে ইচ্ছা করিয়াও যে দিতেছি না, ইহাই আমার পরম ব্রহ্মণ্যতা জানিবে। আমার অম্বরীষকে দগ্ধ করিতে ইদ্ধত হইয়া তুমি আমাকেই জ্বালাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। তাহাতে যদি বল যে,—অতএব, তোমার চরণে পতিত হইতেছি, তুমি প্রসন্ন হও। তাহাতে বলি শুন, আমি সাধুগণের হৃদয়। অতএব, সাধুর চিত্ত প্রসন্ন হইলে আমার প্রসাদ। অতএব, অম্বরীষের সমীপে গিয়া তাঁহার সন্তোষ সাধন কর। তবে যদি বল যে, অম্বরীষ আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু ভোজন না করাইয়াই স্বয়ং যাইয়া ফেলিলেন, অতএব তাঁহার দোষ দেখিতেছ না কেন ? তাহাতে বলি,—তাঁহারা আমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না, অতএব আমার প্রিয় কার্য্যই অম্বরীষ করিয়াছেন। তাহাতে যদি বল—আমি তোমার জিজ্ঞাসা করিতেছি, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর মধ্যে কাহার আদর করা—ধর্ম্ম ? তাহার উত্তরে বলিতেছি,—তুমি অম্বরীষের নিকট যাও, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা কর ; ধর্ম্মশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ তোমাকে তিনিই ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইয়া দিবেন, ইহাতে বিন্দুমাত্রও লজ্জা করিও না। আমিও তাদৃশ বিজ্ঞ নহি। আমি তাঁহাদের অপেক্ষা একটুও অধিক জানি না। একমাত্র প্রণয়ের ভূয়স্ত্ব ও অল্পত্ব, উভয় বিষয়ে তুলাদর্শনহেতু আমার ভক্ত অম্বরীষ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর তুল্য সম্মান করিয়াছেন, তুমি অনভিজ্ঞ, তাহা জানিতে না।

অতএব, ভক্তকমল ভগবানের ভক্তসংরক্ষণ ও তাঁহার রাজনার নিবারণ ভগবানে বিষমতা বা পক্ষপাতিত্ব প্রতিপাদন করিতেছে না কি ? তাহাতে ব্রহ্মসূত্র উত্তর দিতেছেন,—

"উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ।" (ব্র।সূ।২।১।৩৬)। পরমেশের তত্তৎপক্ষপাতরূপ বৈষম্য উপপন্নই হইতেছে। কারণ, তাঁহার ভক্তরক্ষণাদি কর্ম তাঁহার স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূত ভক্তির সাপেক্ষ। তাহাতে তাঁহার নির্দোষতাসূচক বেদবাক্যেরও বিরোধ হইতেছে না। যেহেতু ভগবানের ঐরূপ বৈষম্য গুণগণের মধ্যেই পরিগণিত। শ্রুতিও উহাকে তাঁহার অপর সমস্ত গুণবৃন্দের মতন বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার ঐ গুণ না থাকিলে অপর কোন গুণই সচিদের হইত না, সুতরাং অপর গুণগুলি ভক্তির প্রবর্তক হইতে পারিত না। কঠশ্রুতিতে আছে,—এই শ্রীহরি ভক্তিদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া যাহাকে নিজের বলিয়া অঙ্গীকার করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করেন। তিনি তাঁহাকে নিজ শ্রীবিগ্রহ দর্শন করাইয়া থাকেন। শ্রীগীতায় স্বমুখেও বলিয়াছেন,—"আমার আশ্রিত ও নিজের অংশত্ব-বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞানবান্ পুরুষের পক্ষে আমি অত্যন্ত প্রেমাস্পদ। তিনি আমার প্রেমসুধার সমুদ্রে নিমগ্ন থাকিয়া অপর কিছুই চা'ন না। আমার প্রতি তাঁহার প্রেমের সীমা থাকে না। আমি সর্বজ্ঞ ও অনন্তশক্তি হইয়াও তাঁহার প্রেমের পরিমাণ বলিতে অসমর্থ। সেই জ্ঞানীও সেইরূপ অপরিমেয়ভাবে আমার প্রিয়। কারণ, আমার প্রতিজ্ঞাই আছে,—যে যে-প্রকারে আমার শরণ হয়, আমি তাহাকে সেই ভাবে ভজন করি। (গীঃ ৪।১১)। আমার শুদ্ধভক্তিতে বস্তুতারূপ স্বভাব আমার পক্ষে অপরিত্যাজ্য; যেহেতু আমি নিশ্চিত কখনও ভক্তেও আসক্ত থাকিয়া তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি করি। যিনি অনন্যভক্তি-দ্বারা, অন্য দেবতা পরিত্যাগপূর্বক আমাকে নিজের একমাত্র আরাধ্য বুঝিয়া সেবা করেন, তিনি যদি অতিবিগর্হিত কর্মও আচরণ করেন, অথচ আমার নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর-বৈশিষ্ট্যাদির কীর্তন-দ্বারা আমার আরাধনা করিতে থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে সাধু বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আমার আদেশই এই বিষয়ে প্রমাণ। যেহেতু তিনি আমাতে একান্ত নিষ্ঠা-রূপা শ্রেষ্ঠপ্রতিজ্ঞা আশ্রয় করিয়াছেন।" শ্রীনৃসিংহপুরাণেও কথিত আছে,—ভগবান্ শ্রীহরিতে অনন্যচিত্ত মানব অত্যন্ত মলিনাচার হইলেও অধিক শোভমান হইয়া থাকেন। চন্দ্র শশরূপ-কলঙ্কচিহ্নিত হইলেও কখনও অন্ধকার-কর্তৃক পরাভবের পাত্র নহেন। যদি কেহ মনে করেন যে—তোমার ভজন করেন বলিয়া তিনি এই অংশে সাধু। কিন্তু পরহিংসা, পরদারধর্ষণ পরদ্রব্যাদি গ্রহণ-প্রভৃতি অংশে অসাধু বলিয়া মনে করা উচিত। তাহাতে বলি,—নিশ্চিতই তাহা নহে। সর্বাংশেই তাঁহাকে সাধু বিচার করিতে হইবে. তাঁহার অসাধুতা কখনও দ্রষ্টব্য নহে। কারণ, তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞাটী ঠিক্ পথেই আসিয়াছে। "আমি অতি ক্লেশেও অপরিত্যাজ্য স্বপাদের ফলে নরকেই যাই বা পঙ্গু-পক্ষ্যাদি তির্যগ্‌যোনি লাভ করি, তথাপি আমি ঐকান্তিক শ্রীকৃষ্ণভজন কদাপি পরিত্যাগে উদ্যত নহি।" তিনি এইরূপ সাধু অধ্যবসায় করিয়াছেন। এখানে যদি জিজ্ঞাসা কর যে —তাদৃশ পাপী মানবের ভজন কেন তুমি গ্রহণ করিতেছ ও কাম, ক্রোধাদি-দ্বারা দূষিত চিত্তে নিবেদিত অন্নপানীয়াদি কিরূপে তুমি ভোজন করিতেছ? তাহাতে বলি, শুন; তিনি ধর্মাত্মাই হন। অবস্থানুরূপ করিবার পরেই আমার অনুস্মরণ করিয়া তাঁহার অনুতাপ উপস্থিত হয়, তখন দ্রুতই তিনি ধর্মে মনোনিবেশ করেন। 'হায়, হায়, আমার তুল্য কোন অধম নাই, যিনি ভক্তিরাজো এইরূপ কলঙ্ক উৎপাদন করেন, অতএব আমাকে ধিক্' এইরূপে পুনঃ পুনঃ তিনি নির্বেদগ্রস্ত হইতে থাকেন। কিছুকাল পরে যে তিনি ধার্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত হইবেন, তাহা তাঁহার মধ্যে সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান থাকেই। কারণ, তাঁহার অন্তঃকরণে ভক্তির প্রবেশ হইয়াছে। যেমন মহৌষধ সেবিত হইলেও কিছুকাল পর্য্যন্ত জ্বরের বা বিষাদির পীড়ন নষ্টপ্রায় অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিলেও তাহা গণনীয় নহে, সেইরূপ। তদনন্তর সেই ভক্তের দুরাচারের পরিচয়-স্বরূপ কাম-ক্রোধাদির বেগ উৎপাটিতদন্ত দর্পের ন্যায়বৎ তুচ্ছই জানিতে হইবে। অতএব, সর্বথাই তিনি অতিগর্হিতরূপে কামক্রোধাদির বশ হইতে মুক্তি পা'ন। এইজন্য দুরাচারত্ব-দশাতেও তিনি শুদ্ধ-চিত্তই কথিত হন। এখন যদি বল যে, তিনি যদি ধার্মিক হন, তাহা হইলে কোন বিবাদ নাই, কিন্তু কোন দুরাচার ভক্ত যদি আজীবন তাঁহার দুরাচারত্ব ত্যাগ করিতে না পারেন, তাঁহার বিষয়ে কি বলিতে চাও? তাহাতে ভক্ত-বৎসল ভগবান প্রণতভক্তাপহারকারে যেন ক্রুদ্ধ হইয়াই বলিতেছেন,—"আমার ভক্ত বিনষ্ট হয়েন না, প্রাণ-নাশে অধঃপতিত হন না। হে কৌন্তেয়, তুমি ঢক্কা ও কাঁসর প্রভৃতির মহানাদ করিতে করিতে কুতর্কবাদী কলহপরায়ণ-দিগের সভাতে গিয়া বাহু উত্তোলন-পূর্বক নির্ভয়ে প্রতিজ্ঞা

কর,—পরমেশ্বর আমার ভক্ত দুরাচার হইলেও অধঃপতিত হন না, বরং কৃতার্থই হন।" (ভাঃ ৯।৪৮-৩১)।

বিশেষতঃ অচিন্ত্যস্বরূপ পরমেশ্বরে বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ সকল ধর্মই উপপন্ন হয়। অতএব, ভগবানের ভক্তপক্ষপাতরূপ গুণ জ্ঞানিগণের পরম সমাদরই লাভ করে। তিনি যেরূপ জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞানবান্ ও শ্যামসুন্দর-বিগ্রহ, সেইরূপ অবিষম হইয়াও ভক্তের পক্ষপাতী। তাঁহাতে উক্ত পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের ন্যায় ক্ষমা ও সারল্যাদি অবিরুদ্ধ ধর্ম্মসকলেরও সমাবেশ অবশ্য স্বীকার্য্য। কূর্ম্মপুরাণে কথিত হইয়াছে,—"ঐশ্বর্য্য-যোগ হেতু ভগবান্ বিরুদ্ধধর্ম্মযুক্ত বলিয়া অভিহিত হয়েন। তথাপি সেই পরমেশে কদাপি দোষারোপ কর্ত্তব্য নহে তাহাতে পরস্পর-বিরুদ্ধ গুণসমূহেরও যথাযথ সমাধান করিতে হইবে।" অতএব এই প্রকারে ভগবানের বৈষম্যরাহিত্যেও ভক্তবাৎসল্য সিদ্ধ হইল। তিনি পরমস্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম হইয়াও ভক্তের পরতন্ত্র।

আবার, ভজন-পরাকাষ্ঠার চরমে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের নিকট ঋণী হইয়া স্বীয় বদনে বর্ণন করিতেছেন,—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধাযুষাপি বঃ।
যা মাঽভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥
(ভাঃ ১০।৩২।২১)

ভাবার্থ এই যে—"হে গোপীগণ, আমার সহিত তোমাদের সংযোগ নিষ্পাপি অর্থাৎ কাম, কর্ম্ম, লোকধর্ম্ম ও শাস্ত্রের অপেক্ষা-শূন্য হওয়ায় অনিন্দনীয়। তোমাদের সাধু কার্য্য তোমাদের স্বভাব হইতে জাত, তাহা অপর কোন সাধু বস্তুর সম্পর্কে উপস্থিত হয় নাই। আমি দেবগণের ন্যায় আয়ু লাভ করিয়াও তাহার প্রত্যুপকার দিতে সমর্থ নহি। তোমাদের ক্ষণিকের কৃত্যের প্রতিকারও আমার দ্বারা সম্ভব নহে। তোমরা দুস্ত্যজ পতি, পুত্র, পিতা, ভ্রাতাদির প্রতি স্নেহ ও বন্ধুস্বজন নিঃশেষভাবে ছেদন করিয়া আমার ভজন করিয়াছ। "যিনি আমাকে যে ভাবে আশ্রয় করেন, আমিও তাঁহাকে সেই ভাবেই ভজন করি"—আমার এই প্রতিজ্ঞা এইস্থানে পরাজিত হইয়াছে। কারণ, তোমরা সমস্ত ত্যাগ করিয়া আমার ভজনই সার করিয়াছ, কিন্তু আমি পিতা, ভ্রাতা, স্বীয় বন্ধুবর্গেও আসক্ত আছি এবং তোমাদিগকেও ভজন করিতেছি। অতএব তোমাদিগেরই সাধুতা-দ্বারা তোমাদের সাধুকার্য্য প্রতিবিধিহিত হউক। আমি ঋণীই থাকিলাম।"

শুদ্ধা ভক্তির উচ্চতর সোপানে রাগময়ী প্রীতি যখন মাধুর্য্য-সীমায় উন্নীতা হয়, তখনই ব্রজদেবীগণের আনুগত্যে সেবানুবৃত্তি কতদূর উচ্চতম দশায় উপনীত হইতে পারে, ইহা তাহারই নিদর্শন। ব্রজদেবীগণের মধুর রসের সেবায় বিনিময়ে শ্রীকৃষ্ণ আত্মসমর্পণ প্রদান করিয়াও আপনাকে ঋণী রাখিতেছেন। শ্রীল রামানন্দ রায়ের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবণ করিতেছেন—

এই প্রেমের অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয়, কহে ভাগবতে॥

শ্রীশ্রীগুরুপূজা *

[গত ৬ই সেপ্টেম্বর, ২১শে ভাদ্র শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আবির্ভাব-বাসর, সন্ধ্যায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ-প্রাঙ্গণসদনে পরমপূজ্য শ্রীযুৎ 'গৌড়ীয়' সম্পাদক মহোদয়ের প্রদত্ত বক্তৃতা]

[শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের বন্দনার পর পরমপূজনীয় শ্রীমদ্ বিদ্যাবিনোদ প্রভু অভিভাষণ প্রদানমুখে বলেন,—]

পরমপূজ্যপাদ বৈষ্ণবমণ্ডলি ও সমবেত ভদ্রের সজ্জনমণ্ডলি! আজ শ্রীগৌর-আনা ঠাকুর শ্রীশ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর শক্তি, শ্রীঅচ্যুতানন্দের জননী শ্রীশ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-তিথি—শ্রীগৌরপঞ্চমী। সেই পরম-পবিত্রা তিথির অনুগমন ক'রেছেন—শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পরিব্রাজ-প্রবর মদীয় শিক্ষাগুরুদেব পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের প্রাকট্য-তিথি। মহাপুরুষ, ভগবৎপার্ষদ বা দিব্যসূরিগণের যে

* শ্রীরাধাগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারিকর্ত্তৃক লিখিত।

আবির্ভাবতিথি তাহা পতিতপাবনী ও ভুবনমঙ্গল-বিধায়িনী। বৈষ্ণবগুরুর—শুদ্ধগুরুর—আচার্যগুরুর—ভগবৎপার্ষদগুরুর জগতে যে আবির্ভাব তাহা সম্পূর্ণ ভগবদিচ্ছা-প্রসূত। আমাদের ন্যায় কর্মফলবাধ্য হ'য়ে তাঁ'দের জন্ম হয় না। আমরা যে প্রকার পাপপুণ্য-ফল ভোগ ক'র্‌বার জন্য জন্মগ্রহণ করি, তাঁ'দের আবির্ভাব সে-প্রকার নয়। বদ্ধজীবের জন্ম এবং ভগবৎপার্ষদগণের আবির্ভাব বাহ্যতঃ দেখ্‌তে এক প্রকার হ'লেও উহা সম্পূর্ণ পৃথক্। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু কর্মফলবাধ্য বদ্ধ জীবের জন্মগ্রহণ ও সম্পূর্ণ ভগবদিচ্ছা-ক্রমে মহাভাগবতগণের যে জন্মলীলা, তা'র মধ্যে কিরূপ পার্থক্য তা' একটি লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছেন। যেমন, রাজদৃষ্টিতে দুইটী ব্যক্তিই শারীরিক ক্লেশ পাচ্ছেন। এঁ'দের মধ্যে একজন চৌর্য্যাপরাধী বা অন্যায়াচরণকারী, আর একজন সম্পূর্ণ সুস্থ, স্বতন্ত্র-ইচ্ছাযুক্ত সম্রাট্। অপরাধী চোর বা লম্পট ব্যক্তি রাজদ্বারে নীত হ'য়ে শাস্তিরক্ষকগণ কর্তৃক আক্রান্ত ও কিল-ঘুসি খে'য়ে উৎপীড়িত হ'চ্ছে। সেটা উহার অনিচ্ছাসত্ত্বে। আর, সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাধীন শুদ্ধ-ফেননিভ শয্যায় শায়িত নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় সম্রাট্ যে, তাঁ'র অঙ্গরক্ষী বা পরিচারকের দ্বারা পরীর-মর্দনাদি করাচ্ছেন তা' অন্যান্য ব্যক্তিগণের ন্যায় বাহ্যতঃ দেখ্‌তে এক প্রকার হ'লেও সেটা অনিচ্ছাসত্ত্বে ক্লেশ-ভোগ বা ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্লেশ-ভোগ নয়—সেটা নিজ সুখ বা বিলাসেরই রূপান্তর—নিজের সম্পূর্ণ ইচ্ছার অনুকূলে।

উক্ত দুই প্রকার ব্যক্তির পক্ষে কিল-ঘুসি খাওয়া বা পরীর মর্দনাদি করান দেখ্‌তে একরূপ হ'লেও যেমন তারতম্য বা পার্থক্য র'য়েছে তদ্রূপ বদ্ধজীব নানাবিধ হরি-বিমুখ কর্মফলে অনিচ্ছাসত্ত্বে মায়ার লাথি ঝাঁটা বা কিল-ঘুসি খাচ্ছে, আর, মুক্তজীব লীলাভীত—স্ব-পরতন্ত্র সম্রাটের ন্যায় স্বেচ্ছায় ক্লেশপ্রতিম জন্ম-গ্রহণাদি লীলা করছেন। সুতরাং, মহাপুরুষগণের যে এ প্রপঞ্চে আবির্ভাব তা' সম্পূর্ণ ভগবদিচ্ছাকৃত এবং তাঁ'দের যে অন্য জীবের ন্যায় আপাত ক্লেশস্বীকার তাও সম্পূর্ণ কৃষ্ণপ্রীতির জন্য। তাঁ'দের যে আবির্ভাব তা' জগদ্বাসীর পরম-মঙ্গল বিধানের জন্য বা ভুবন-মঙ্গল বিধানের জন্য।

'ভুবন-মঙ্গল' শব্দে আমরা জাগতিক অভ্যুদয়—দেহমনের ভোগ-সুখ ইত্যাদি বুঝে থাকি। স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ দেহ-মনের সুখ অর্থাৎ ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ পর্য্যন্ত প্রার্থনা করে। আর, অনন্ত জীবের মধ্যে কোন কোন সৌভাগ্যবান্ জীব নিত্য-মঙ্গল বা আত্মার জাগরণরূপ পরমমঙ্গল অনুসন্ধান করেন। এ জগতে মঙ্গলের নামে আমাদের অমঙ্গল-প্রদান-কারী কর্মী, জ্ঞানী ইত্যাদির অভাব নাই। কিন্তু, প্রকৃত মঙ্গলদাতা পতিতপাবন কৃষ্ণভক্ত জগতে অতীব বিরল। কোটি কোটি মুক্তের মধ্যে একজন কৃষ্ণভক্ত দুর্লভ।

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষপি মহামুনে॥

(ভাঃ ৬।১৪।৫)

আজ শ্রীগুরু-পূজা, আচার্য্যপূজা বা বৈষ্ণবগুরুর পূজার দিন। আজ বিশ্বজীবের পরমমঙ্গলের দিন। আজ বিশ্ববাসী—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসী নিখিল চেতনের মঙ্গল-বরণের দিন। আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হ'য়ে সে-মঙ্গল-বরণের জন্য প্রয়াস পাচ্ছি। আপনারা হয়ত' বল্‌তে পারেন,—জগতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পূজা সর্ব্বত্রই হ'য়ে থাকে। যে ব্যক্তি, যে সমাজ বা যে দেশ যে-শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিকট হ'তে তাঁ'দের প্রার্থনানুযায়ী মঙ্গল বা স্বার্থ লাভ করে, তাঁ'কে স্বার্থ বা কর্ত্তব্য-বিচারে সকলেই পূজা ক'রে থাকে এই জগতে বীর বা নায়ক-পুরুষগণ, তাঁ'রা যে কোন ক্ষেত্রেই থাকুন, তাঁ'রা নশ্বর। তাঁ'দের পূজকাভিমানিগণ নশ্বর-স্বার্থান্বেষী, ফল-ভোগি কর্ম্মী। কিন্তু, শ্রীগুরুদেব, বৈষ্ণব বা আচার্য্য—তাঁ'রা নশ্বর বস্তু নহেন বা তাঁ'রা কোন নশ্বর মঙ্গল প্রদান কর্‌তে আসেন না। তাঁ'রা জগতে যে সম্পত্তি দিতে আসেন, সেটা নিত্য, অব্যয় ও পরম-মঙ্গলপ্রদ। বীর-পূজা বা নায়ক-পূজা হ'তে কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ—ভক্তের পূজা বা জগদ্গুরু আচার্য্যের পূজা। সনাতন হরিভক্ত ভারত-ভূমিতে নাস্তিকতা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার ফলে শ্রুতি-স্মৃতি-কথিত সত্বর যে-প্রকার ক্রমশঃ লুপ্ত হ'চ্ছে, তা'তে গুরুপূজা বা আচার্য্যপূজার কথা বল্‌লে লোক মানুষপূজা বা নায়ক-পূজাকেই বুঝে থাকে। আবার কেউ বা শাস্ত্রের ঐ প্রকার গুরুপূজার বিধির অনুসরণকে একটা অভিনয় বা গোঁড়ামির ব্যাপার মনে করেন। কিন্তু শ্রীগুরু-পূজা সম্বন্ধে শ্রুতি-স্মৃতিতে অসংখ্য বিধান র'য়েছে।

"আচার্য্যাদ্ধ্যেব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তীতি।"

(ছাঃ ৪।৯।৩)

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥
(ভাঃ ১১।৩।২১)

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥
(মুঃ ১।২।১২)

যস্যদেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥
(শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩)

ভগবানে যে প্রকার ঐকান্তিকী ভক্তি থাকবে, সেই প্রকার অব্যভিচারিণী ভক্তি শ্রীগুরুদেবে থাকলেই সাধনে সিদ্ধি-লাভ হয়। ঈশ্বরের পূজা হ'তেও ঈশ্বরের ভক্ত, গুরু বা আচার্য্যের পূজা—বড়। ভগবান্ নিজে ব'লছেন—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥
(ভাঃ ১১।১৭।২৭)

অর্থাৎ হে উদ্ধব! গুরুদেবকে মৎস্বরূপ জান্‌বে। গুরুকে সাধারণ নরবুদ্ধিতে অসূয়া বা অনাদর ক'র্‌বে না। গুরু—সর্ব্বদেবময়।

উক্ত শ্লোকে 'নাবমন্যেত' কথার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। এস্থলে 'বিবিলিঙ্' সিভক্তির প্রয়োগের দ্বারা আচার্য্যদেব যে গুরুবস্তু সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ, ইহা জানাচ্ছেন। মনুষ্য বা মর্ত্ত্য-বুদ্ধিতে আচার্য্য বা গুরুদেবকে অবমাননা বা হিংসা ক'রার প্রবৃত্তি লোকের স্বাভাবিকী। তজ্জন্যই ভগবান্ ব'ল্‌লেন,—মেটে' বুদ্ধি নিয়ে শ্রীগুরু-বিগ্রহে ক'রো না। গুরুদেবকে দেখ্‌তে মানুষের মতই মনে হয়; কিন্তু, তিনি —'সর্ব্বদেবময়'। গুরুপূজাটি—নায়কপূজা নয়, তা' Hero-worship নয়। শ্রীগুরুদেব অপ্রাকৃত রাজ্যের সন্ধান দেন, অপ্রাকৃত ভক্তিধন দান করেন এবং স্বীয় আচার-প্রচার-দ্বারা আমাদের উদ্ধার করেন। আর, নায়ক বা জগতের প্রতিষ্ঠা-শালী ব্যক্তি আমাদিগকে জগতের বস্তুর সন্ধান দেয়—তাঁরা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের সন্ধান দেয়। চতুর্ব্বর্গ-প্রদাতা নশ্বর-জীব ও দেবগণের পূজাই 'নায়কপূজা; বা 'বীরপূজা'। মুক্তি-সুখকেও কুৎসিৎকারী যে মুকুন্দ, তাঁকে যিনি দান করেন— তিনি শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেব অপ্রাকৃতের সন্ধান প্রদান করেন; আর প্রাকৃত নায়ক প্রাকৃত বিষয় বা বস্তুর সন্ধান প্রদান কর্‌তে পারেন।

গুরুপূজা বা আচার্য্যপূজা—মানুষপূজা নয়। কএক বৎসর পূর্ব্বের কথা, তখন পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীব্যাসপূজার আয়োজন হ'য়েছে। ব্যাসপূজার দিন মঠে একটি বিরাট্ বৈষ্ণব-সজ্জনগণের সভায় শ্রীল প্রভুপাদকে অনেক অভিনন্দন প্রদান করা হয়। শ্রীল প্রভুপাদকে শিষ্য-গণের পক্ষ হ'তে অনেক স্তব-স্তুতি, বন্দনা, পূজাদি গ্রহণ ক'র্‌তে হ'ল। সেই ব্যাসপূজা-বাসরে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতপুঞ্জ কর্ণধার ৺ মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। প্রভুপাদকে একজন লৌকিক শ্রেষ্ঠ-ব্যক্তিজ্ঞানে উক্ত মহাশয় ব্যক্তি তাঁর (শ্রীল প্রভুপাদের) স্তবস্তুতি পূজাদি-গ্রহণ-কার্য্য দে'খে ব'ল্‌লেন,—"আপনি কি ক'রে ব'সে ব'সে এতগুলি লোকের স্তব-স্তুতি শু'ন্‌লেন?" পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর উত্তরে ব'লেছিলেন,—

"শ্রীগুরুদেব যখন শিষ্যদের থেকে পূজা গ্রহণ করেন, তখন তিনি মনে করেন না যে, তিনি—গুরু। তিনি নিজেকে একজন নগণ্য ভৃত্যজ্ঞানে গুরুপূজার সকল উপকরণ শ্রীগুরু-পাদপদ্মে পৌঁছিয়ে দেন। লোককে গুরুপূজা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুদেব নিজে পূজা গ্রহণ করেন, গুরু-পূজার মর্ম্ম প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন গীতায় অমায়িকভাবে ব'ল্‌লেন,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

তখন জগতের বহির্ম্মুখ লোক মনে ক'র্‌ল—কৃষ্ণ কি স্বার্থপর, কি দাম্ভিক! নিজের পূজা নিজেই চাচ্ছে! আবার শ্রীকৃষ্ণ ব'ল্‌লেন,—'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ।' এতেও নিজেরই পূজা;—অপরের মধ্য দিয়ে। স্বার্থগতি শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পূজাই যে সর্ব্বজীবের নিত্য মঙ্গলের হেতু ও জীবের পরম স্বার্থ, তা' অজ্ঞান জীব মোটেই বুঝ্‌তে পারে না।

মহাপ্রভু ব'লে গিয়েছেন,—

'আমার আজ্ঞায় 'গুরু' হঞা তার' এই দেশ।'
'ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥'

যাঁরা গৌরসুন্দরের কথা শুনে নাই, তাঁরাই ব'লছে,—'কিরূপে আত্মস্তুতি শুনছে।' গুরু যখন শিষ্যকে একাদশ-স্কন্ধ উপদেশ দিচ্ছেন, তখন কিরূপ 'পাষণ্ডতা'ই (?) না তাঁর ক'রতে হ'চ্ছে! 'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ' শ্লোকের ব্যাখ্যা কালে আচার্য্য কি ক'রবেন? 'আচার্য্যকে কখনও অসম্মাননা ক'রবে না, তোমার সঙ্গে আচার্য্য সমান—একথা কখনও মনে ক'রবে না।' —হরির এই সকল বাণী—যাঁতে জীব মঙ্গল লাভ ক'রতে, সেই সকল কথা ব্যাখ্যা ক'রবার আসন থেকে তিনি কি পালা'বেন? তাঁকে যে অধিকার তাঁর গুরুদেব দিয়েছেন—যদি তিনি তা' পালন না করেন, তা' হ'লে গুর্ব্বজ্ঞা—নামাপরাধ-ফলে তাঁর পতন অবশ্যম্ভাবী—যদিও তখন আমার দাঁতে ছোলা ব্যাথা চ'রে যায়। যখন গুরু শিষ্যকে মন্ত্র প্রদান ক'রছেন, তখন কি তিনি ব'লে দিবেন না—এই মন্ত্রদ্বারা গুরুপূজা ক'রো? না, ব'লে দিবেন,—গুরুকে মূর্ত্তাকরেক—যা-কতক দিয়ে রেখে? 'গুরুকে কখনও অসূয়া ক'রতে হ'বে না, গুরু—সর্ব্বদেবময়'—এই সকল কথা ভাগবত পড়ান'র সময়ে কি গুরুদেব শিষ্যকে ব'লে রেখেন না? 'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ'—শ্রীকৃষ্ণে যেমন পরা ভক্তি, গুরুদেবেও যাঁর তদ্রূপ নিষ্কপট পরা ভক্তি বিদ্যমান, তাঁর নিকটই গুরু বিষয়সমূহ প্রকাশিত হয়,—একথা কি গুরুদেব শিষ্যকে ব'লবেন না? 'আগে গুরুপূজা'—সর্ব্বাগ্রে গুরু-পূজা—কৃষ্ণেরই ন্যায় গুরুকে ভক্তি ক'রবে—এইরূপে গুরুর উপাসনা ক'রতে হয়,—এসকল কথা কি গুরুদেব শিষ্যকে ব'লে না দিয়ে পা'লিয়ে যাবেন?

বৈষ্ণবগুরুর আজ্ঞা পালন ক'রতে যদি আমাকে 'নাস্তিক' হ'তে হয়, 'পশু' হ'তে হয়—অনন্তকাল নরকে যে'তে হয়—আমি অনন্তকালের তরে contract ক'রে সেই-রূপ নরকে যে'তে চাই। আমি গুরুর আজ্ঞা ছে'ড়ে অন্য হিংসা-পরায়ণ লোকের কথা শু'নবো না। আমি গুরুর আজ্ঞা ছে'ড়ে জগতের বুধোষ্কি কা'রো কথা শু'নবো না—জগতের অন্যান্য সমস্ত লোকের চিন্তাস্রোতঃ গুরুপাদপদ্মের বলে মুষ্টাঘাতে বিধ্বংসিত ক'রব—আমি একমাত্র নাস্তিক।"

এই সকল বলবার সময় পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখমণ্ডল অপূর্ব্ব-অভিমর্ত্য তেজস্বিতায় রক্তিমাভ হ'য়েছিল। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবাবিরোধী কোন কথা শ্রীল প্রভুপাদের কর্ণে প্রবেশ করা মাত্র তাঁহার যেরূপ সেবানুকূল ক্রোধোদ্রেক হ'ত তা' আমরা বহু সময় লক্ষ্য ক'রেছি। শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্যদেবের কথা জগতের কোন লোকের কথার সঙ্গে মিল্‌বে না। জগতের লোক বল্‌তে পারেন যে, তাঁরা ত নিজ নিজ ইষ্ট বা গুরুদেবের সেবা ক'রে থাকেন। সহজিয়া বা স্মার্ত্তগণের মধ্যেও কি গুরুপূজার ঘট. ক'রেছে? তবে আপনাদের গুরুপূজার বৈশিষ্ট্য কি? কিন্তু, লঘুকে গুরু মনে করা এবং গুরুকে লঘুর সমপর্য্যায়ে দেখা—উভয়ই পাষণ্ডতা। গুরুপূজার নামে যেন আমরা লঘুপূজার প্রশ্রয় না দিই। মিছাভক্ত-সম্প্রদায় বা কর্ম্মিসম্প্রদায়ে এইরূপ একটি কথা প্রচলিত আছে,—'যাঁর যাঁর গুরু তাঁর তাঁর কাছে বড়।' তাঁরা বলেন,—'তুমি তোমার মত, পথ বা গুরুকে বড় বল, আমিও আমার ধর্ম্ম ও গুরুকে বড় বলি। এ'তে তফাৎ কোথায়? একজনকেই যে গুরু বা আচার্য্য ব'লে স্বীকার ক'রতে হ'বে—এর পাণ্ডিত্যকতা কি আছে?' আমরা বলি—এটা হ'তে পারে না। কারণ, গুরুদেব—মানুষের কল্পিত প্রাকৃত বস্তু নহেন। লোকের ধারণা—শিষ্যের কল্যাণে গুরু বড় হ'লেন! আমরা বলি—বহির্ম্মুখ গণমতের দাঁড়-করান বস্তু বা ব্যক্তি গুরু নহে।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ জগতের কাহারও অপেক্ষা ক'রতেন না। তিনি গণমন্ত্রণিকার নিন্দা-বন্দনার আদর বা অনাদরের কোন অপেক্ষাই রা'খতেন না। আমাদের পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব ঠিক্ তদ্রূপই। তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। তিনি সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সত্যের নির্ভীক-বক্তা। তাঁর অপ্রাকৃত চরিত্র বজ্রাদপি কঠোর এবং কুসুমাদপি কোমল। আমরা আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী বলিয়া নির্ভীকভাবে পরম সত্যের কথা ব'লতে পারি না।

অতিবাড়ী কর্ত্তাভজা ও দাদাবোদি-সম্প্রদায়ে শ্রীগুরু-দেবকে শ্রীকৃষ্ণের আসনে ব'সিয়ে পূজার ছলনা দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ—'বিষয়জাতীয় ভগবান্'; আর, শ্রীগুরুদেব—'আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্'। শ্রীগুরুদেব—'শক্তিতত্ত্ব'; শ্রীগুরুদেব—'শক্তিমতত্ত্ব' বা 'বিষয়-বিগ্রহ' নহেন। শ্রীগুরুদেবকে 'বিষয়-বিগ্রহ' করা—বাউলের মত। শ্রীগুরুদেব বা শক্তিবর্গের চরণে তুলসী প্রদান করা—ভয়ানক পাষণ্ডতা। শক্তিতত্ত্ব বা গুরুবর্গ একে অন্যকে প্রণাম ক'রতে পারেন, কিন্তু, শিষ্য

হ'য়ে আমরা জোর ক'রে একজনকে অন্যের চরণে প্রণত করা'তে পারি না। 'গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণুঃ, গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ' ইহা নির্ব্বিশেষবাদীর মত। ভক্তগণ শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বা প্রকাশ-বিগ্রহরূপেই পূজা করেন।

সাধারণ লোক ব'লতে পারেন,—আমাদের অত বিচারের মধ্যে যে'তে কাজ নেই। আমাদের কোনও একটাতে নিষ্ঠা থা'কলেই হ'ল। কিন্তু, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে সাবধান ক'রে দিয়েছেন,—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥"

সংসিদ্ধান্ত-গ্রহণে আলস্য ক'র্‌লে হ'বে না। নিজের স্বার্থ—নিজের ভাল-মন্দের বেলায় আমাদের বেশ টনটনে জ্ঞান আছে কিন্তু, ভক্তভক্তির বিচারের বেলায় আমাদের যত আলস্য, নিরুদ্যম ও দুঃ-ভাবনা।

আজকার দিনে আমরা যাঁর পূজা ক'রবার জন্য সমবেত হ'য়েছি, সেই মহাপুরুষকে বাহ্যতঃ দে'খ্‌তে গেলে আমরা অতি রুক্ষপ্রকৃতির লোক মনে ক'র্‌ব। তাঁর আচার-বিচার ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অবধূতচূড়ামণি সিদ্ধ শ্রীল বাবাজী মহারাজের যে প্রকার নিরপেক্ষতা, রুক্ষতাময় অপ্রাকৃত বৈরাগ্য ও কৃষ্ণের জন্য তীব্র বিরহ দৃষ্ট হ'ত, এই মহাভাগবতবরের কৃষ্ণভজনময় আদর্শে তাহার স্পষ্ট অনুকরণ দেদীপ্যমান র'য়েছে। কোন সময় কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী শ্রীল গৌর-কিশোরের সহিত দেখা কর্‌বার জন্য গিয়েছিলেন এবং তাঁকে বৈষ্ণব (?) সম্মিলনীতে নিয়ে যা'বার জন্য যথেষ্ট সমাদর দেখিয়েছিলেন; কিন্তু, শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলে' পাঠা'লেন যে তিনি যদি (মহারাজ মণীন্দ্র নন্দী) তাঁর সকল বিষয়-সম্পত্তির ভার কর্ম্মচারীদের উপর ছে'ড়ে দিয়ে কৌপীন সম্বল ক'রে শ্রীগৌরসুন্দরের ভজন ক'র্‌বার জন্য আসেন, তবে তিনি তাঁর সহিত দেখা ক'র্‌বেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ যখন অবধূত-বেশে নবদ্বীপধামে বাস ক'র্‌ছিলেন, তখন পুলিশ বিভাগের একজন উচ্চ কর্ম্মচারী শ্রীল বাবাজী মহারাজের দর্শনার্থী হ'য়ে আসেন। তিনি অপর এক ব্যক্তিকে বাবাজী মহারাজের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। বাবাজী মহারাজ কিছুতেই ঐ উচ্চ সম্মানিত ব্যক্তিকেও দেখা দিলেন না। ঐ দর্শনার্থী ব্যক্তি মনে ক'রেছিলেন, তিনি যখন এত উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি, শ্রীল বাবাজী মহারাজ নিশ্চয়ই তাঁ'কে দেখা দেবা'র জন্য ব্যস্ত হ'বেন। কিন্তু, বাবাজী মহারাজের ঐরূপ নিরপেক্ষতা দর্শন ক'রে তিনি নিজের বোকামি বুঝ্‌তে পেরেছিলেন।

বাইরের দিকের ব্যবহার দেখ্‌তে গেলে এরকম মহাজনকে খুব অভদ্র ও রুক্ষ ব'লে মনে হয়। কিন্তু, তাঁরা অত্যন্ত পরদুঃখদুঃখী—তাঁদের হৃদয় অতি কোমল। তাঁরা নিষ্কপট, অন্যাভিলাষরহিত দেখ্‌কে কোলে তু'লে নেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বল্‌তেন,—"বৈষ্ণবকে চোখ দিয়ে দেখ্‌তে হয় না। তাঁকে কাণ দিয়ে দেখ্‌তে হয়। বাণীর দ্বারাই বৈষ্ণবের দর্শন পাওয়া যায়। দিব্যজ্ঞান-দ্বারাই অপ্রাকৃত গুরুবৈষ্ণবের দর্শন হয়।"

আজ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাদে "শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্য-সংলাপ" গ্রন্থের আবির্ভাব দর্শন ক'র্‌ছি। শ্রীল আচার্য্যদেব ব্রজমণ্ডলে স্বজন-লীলায় থাক্‌লেও আমরা গ্রন্থ-মধ্যদিয়ে তাঁর দর্শন পা'ব। আমরা নিজের বিদ্যাবুদ্ধি বা আধ্যক্ষিকতার দ্বারা মহাপুরুষকে জে'নে বা বু'ঝে নেব—এরূপ দাম্ভিকতা পোষণ না ক'রে মহাপুরুষদের সহিত সমচিত্ত-বৃত্তি-বিশিষ্ট যাঁরা তাঁদের কাছ থে'কে মহাপুরুষের কথা বু'ঝে নেবার যত্ন কর্‌ব।

গুরুবর্গ বা মহাজনগণ কিরূপ নিরপেক্ষ ও লোকোত্তর আচরণশীল, তা' আমরা শ্রীল প্রভুপাদের একটি আচরণের দ্বারা কতকটা উপলব্ধি ক'রেছিলাম। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেকার কথা, তখন ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন্ রোডে শ্রীগৌড়ীয়মঠ অবস্থিত। শ্রীল প্রভুপাদ 'গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্'এ গিয়েছিলেন। আমরাও কএক জন তথায় ছিলাম। এমন সময় শিক্ষা-বিভাগের কোনও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী প্রভুপাদের দর্শন-লাভ ক'র্‌তে ও তাঁর সহিত কথাবার্ত্তা ব'ল্‌তে এসেছিলেন। উক্ত রাজকর্ম্মচারী শ্রীল প্রভুপাদকে বল্‌লেন যে, তিনি বহুদিন 'ভক্তিভবনে' গিয়ে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট গীতা অধ্যয়ন ক'রেছেন। তাঁর মনের ভাব এই ছিল যে, তিনি যেন কতই শ্রীল ঠাকুরের অন্তরঙ্গ, যেন তাঁর জন্মগতভাব কতই অবগত আছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর কথার তীব্রভাষায় প্রতিবাদ ক'রে ব'লেছিলেন,—"আপনি কখনও ঠাকুর ভক্তি-বিনোদকে দেখেন নাই—তাঁর নিকট গীতাপাঠ ক' দূরের

কথা।" শ্রীল প্রভুপাদের এরূপ কথা শুনে ঐ উচ্চপদস্থ ব্যক্তি অত্যন্ত গুম্ভিত ও বিমর্ষ হ'য়ে স্থান ত্যাগ ক'র্‌তে বাধ্য হ'য়েছিলেন। প্রভুপাদ ঐ ব্যক্তির প্রতি এইরূপ কঠোর-ভাব প্রদর্শন ক'রে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রতি প্রাকৃতবুদ্ধি-কারীর প্রতি কোন শিষ্টাচার প্রদর্শন করেন নাই। শ্রীল প্রভুপাদকে অন্য সময় আমরা জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম—'এমন একটি সম্মানিত ব্যক্তি ও ভক্তের চেহারাওয়ালা ব্যক্তির প্রতি হঠাৎ এরূপ বিরক্তির ভাব কেন দেখা'লেন?' শ্রীল প্রভুপাদ বল্লেন,—'ভগবানের ভজন কর্‌বার ছলনায় ঐ ব্যক্তির হৃদয় অন্যাভিলাষে ভরপুর হ'য়েছে। তিনি মায়ার সহিত ভক্তির সমন্বয়কারী।' বাহিরের ভাবভাবে তাঁর বৈষ্ণবপনার কোন অভাব ছিল না। জগতের লোক হয়ত' তাঁ'কে বৈষ্ণবরূপেই সম্মান কর্‌বে। কিন্তু, ঐ ব্যক্তির গলদ্ মহাপুরুষ ব্যতীত কে ধ'রে দেবে? আমাদের কা'র কোথায় গলদ্ র'য়েছে গুরুদেব বা আচার্য্যদেব চক্ষে অঙ্গুলি দিয়ে তা' দেখাচ্ছেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সম্বন্ধে অনেকের অনেক ভুল ধারণা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। অনেকে মনে ক'র্‌ছিলেন,—আচার্য্যদেব বুঝি শ্রীল প্রভুপাদের আসন অধিকার ক'র্‌বার জন্য লোভী হ'য়েছেন। যদি তাঁ'র ঐ প্রকার গুরুদেবের প্রতিষ্ঠা নেবারই ইচ্ছা থা'কত তা' হ'লে গত পরিক্রমায় তাঁ'র কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা প্রার্থী শত শত ব্যক্তি ফি'রে যে'তেন না। বহু দূরদেশাগত বহু সম্মানিত যোগ্য ব্যক্তি কত দয়া দিয়েও নিষ্ফলমনোরথ হ'য়েছেন। আমরা যখন নিজেদের বিচার-বুদ্ধি নিয়ে অতিমর্ত্য গুরুবর্গকে মাপ্‌তে যাই, তখন তাঁ'দের চরণে অপরাধ ক'রে বসি। আবার, যখন গুরুবর্গের উপদেশ পালনের অভিনয় ক'রে কাণ দিয়ে বৈষ্ণব দে'খ্‌তে যাই, তখন আমাদের দুর্ভাগ্য-বশতঃ অবৈষ্ণবের কথাই কাণে এসে পৌঁছে—আগে।

[অতঃপর 'গৌড়ীয়' সম্পাদক মহোদয় গুরুপূজা সংখ্যা 'গৌড়ীয়' হইতে 'আচার্য্য-ভাস্কর যদি উদিত না হইতেন'-শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করেন।]

সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মে খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বিগণের মত এক-জগদ্‌গুরুবাদ স্বীকৃত হয় নাই। খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মত এই যে, যীশুখৃষ্টই একজন গুরু এসেছিলেন, আর কেউ গুরু হ'তে পারেন না। যীশুখৃষ্টের বাণীই তাঁ' গুরুরূপে র'য়েছেন। কিন্তু, সনাতন শাস্ত্র বলেন,—নিত্যকাল ধরাস্থ গুরুর প্রাকট্য না থা'কলে জগতের অনর্থগ্রস্ত জীব উদ্ধার লাভ ক'র্‌তে পারে না—জড়তা ছা'ড়্‌তে পারে না—আসক্তি ছা'ড়্‌তে পারে না। আমরা মনে ক'র্‌তে পারি অর্চ্চা ও গ্রন্থই আমাদের গুরুরূপে আছেন, মহান্ত-গুরুর আর দরকার কি? এটা কিন্তু, অর্জ্জনের নামে ভয়ানক কপটতা। মহান্ত-গুরু ব্যতীত শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝাবে কে? কে আমাদের দুষ্টমনকে শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা শাসিত ও শোধিত ক'র্‌বে? উপনিষদের একটি বাক্য আছে,—"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।" ইন্দ্র এই নাম শুনা মাত্রই আমরা বাগ্‌দি মনে ক'র্‌লে তাঁ'র গাঁয়ের 'চাষা ইন্দ্র' বা 'ইন্দ্রা'কেই বুঝাচ্ছে। রামায়ণ-মহাভারতপাঠী ব্যক্তি ব'ল্‌বেন,—ইন্দ্র 'দেবরাজ'। তাঁ'র যজ্ঞ ক'র্‌লে স্বর্গলাভ হয়। আর যিনি বেদজ্ঞ তিনি 'ইন্দ্র' শব্দে ঐশ্বর্য্যবান্ পরমেশ্বর বিষ্ণুকে বুঝ্‌বেন। বৈষ্ণব, মহান্ত বা গুরু প্রভৃতি শব্দ 'বিবর্ত্তবাড়ি'তে অপ্রাকৃত বস্তুকে লক্ষ্য করে, 'অজরবাড়ি'তে আমরা ঐ সকল শব্দের অপব্যবহার ক'রে থাকি অর্থাৎ অবৈষ্ণব, মোহান্ত ও লঘুকে বৈষ্ণব, মহান্ত ও গুরু ব'লে ভ্রান্ত হই। বৈষ্ণবের নাম নিয়ে অনেকে পাপা-চরণ, ব্যভিচার ক'রে ব'সে, আমরা প্রকৃত বৈষ্ণবের প্রতিও অবিচার ক'র্‌তে বাধিত হই।

মহান্ত-গুরু ব্যতীত ভগবান্ ও সাধকগণের কিছুরই মঙ্গল হ'তে পারে না। মহান্ত-গুরু ব্যতীত কে আমাদের অজ্ঞতা—মূর্খতা দূর কর্‌বেন? আমাদের গলদ্ কে ধরিয়ে দিবেন? তাই বলি,—আমাদিগকে গুরুবর্গের শাসনের মধ্যে থাক্‌তে হ'বে, শিষ্য হ'তে হ'বে। শাসনে থাকাই বৈষ্ণব হওয়ার উপায়। নিত্যকাল তাঁরা বা গুরু বস্তু যে আচার্য্যদেব, তিনি আমাদিগকে শাসন ক'র্‌বেন। মহান্ত গুরুদেব না থাক্‌লে ভজনই হয় না। এক-জগদ্‌গুরুবাদে কখনও ভজন হ'তে পারে না। গুরুপরম্পরাধারাতে অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান কৃষ্ণ হ'তে বর্ত্তমান-কাল পর্য্যন্ত—আমাদের দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুদেব পর্য্যন্ত চ'লে আস্‌ছে। এই পরম্পরা যা ধারার ইতি বা সমাপ্তি ব'লে কোন কথাই নাই। বহির্ম্মুখ লোকের ধারণা,—'সে আয়ার-ধারা নাই, সেই গৌড়ীয়মঠ আর নাই, মহাপ্রভু আর আর নাই। আমাদের কি দুর্ভাগ্য যে, আমরা শিষ্য হ'বার যোগ্য না হয়েও গুরুকে শাসন ক'র্‌তে যাই।

আমরা কোন্ গ্যাপার মনে ক'রে আমরা শ্রীগৌড়ীয়-মঠের আশ্রয়ে বিবাদের মীমাংসা ক'র্‌তে যাই। কেহ কেহ বলি,—শ্রীগৌড়ীয়মঠ আবার মামলা কর্‌ছেন কেন? আহরা বলি,—কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ আর বর্ত্তমান যুগের ফিট্‌লারের যুদ্ধ কি এক? উভয়ই ত' যুদ্ধ বটে? কিন্তু, উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ। যুদ্ধে অনিচ্ছুক হ'লেও শ্রীকৃষ্ণ নিজেই অর্জ্জুনকে দিয়ে—পাণ্ডবদের দি'য়ে যুদ্ধ করা'লেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ—ধর্ম্মযুদ্ধ বা ভক্তি। গৌড়ীয়-মঠের আশ্রয়ে কলহ দে'খে অনেক গৃহস্থ ভক্তাভিমানী মনে কর্‌ছেন,—"আমরাই ভাল আছি। সাধুদের মধ্যেও যখন গণ্ডগোল, তখন আমাদের গৃহব্রতধর্ম্ম চিরজীবী হউক।"

ভক্তিপথে কোটি কণ্টক হ'য়েছে ব'লে ভক্তিপথ ছে'ড়ে দিব বা অভক্তির পথে চ'ল্‌ব,—এটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—হরিভজন কর্‌তে এসে যদি পতনও হয়, তবুও ভাল। তবু ত' তিনি কৃষ্ণের প্রীতির জন্য চেষ্টা ক'রেছেন, যারা বন্ধ ক'রেছেন। আমরা চাই,—কেবল আরামপ্রিয়তা, তথাকথিত শান্তি ও প্রতিষ্ঠা। যাঁ'রা হরি-সেবার জন্য আত্মনিয়োগ ক'রেছেন, আমার অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত বিচারে যতই তাঁ'রা যতই খারাপ হউক না কেন; তাঁ'রা আমার অপেক্ষা অনেক বড়—অনেক শ্রেষ্ঠ। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ ব'লেছেন,—'বনং সতো বহুবিঘ্নমাশ্রয়েত'। পরম-পুরুষের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্যই গৃহ-দ্বার পরিত্যাগ কর্‌তে হ'বে। নিজের সুখের জন্য ত্যাগ ক'র্‌লে উহা প্রকৃত ত্যাগই হ'বে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর অতিমর্ত্ত্য আচরণ বুঝ্‌তে না পে'রে আধ্যক্ষিকতা-কবলিত ব্যক্তিগণ ঐ দুই মহাভাগবতের চরণে যে অপরাধ কর্‌ছিল, তা' হ'তে রক্ষা ক'র্‌বার জন্যই শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব—একথা শ্রীল আচার্য্যদেব বহুবার ব'লেছেন। আমরা মহাজনের অনুসরণ ক'র্‌তে না পে'রে, তাঁ'দের আচরণের অনুকরণ ক'রে হয় ভোগী, না হয়, ত্যাগী হ'য়ে পড়ি।

মহাপুরুষদের আচার-বিচার সব ভাল। তাঁ'রা আমাদের ধন-রক্ষার জন্য আমাদের ভালমন্দ বিচারের অপেক্ষায় সকল সময় আসন পে'তে ব'সে থাকেন না। মহাজনগণের আচরণের তাৎপর্য্য তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত উপলব্ধি হ'তে পারে না। পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করে'ছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ 'যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ' একথা ব'লে নিজে কেন রাস-লীলাদি দেখা'লেন? শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উত্তরে বলে'ছিলেন,—"তেজীয়সাং ন দোষায়"। মহাদেব কালকূট কণ্ঠে ধারণ ক'রে নীলকণ্ঠ হ'য়েছিলেন। কিন্তু, অন্য কোন ব্যক্তির কালকূট কণ্ঠে ধারণ করা দূরে থাকুক, বিন্দুমাত্র গ্রাণ গ্রহণ ক'র্‌লেই মৃত্যু হ'বে। মহাজনের আচরণের উপক্রম ও উপসংহার দে'খে তাৎপর্য্য গ্রহণ করাই বুদ্ধিমত্তা।

মহাপুরুষের কাছে কি ক'রে যেতে পারি, কি ক'রে তাঁ'দের শ্রীপাদপদ্মের অনুসরণ ক'র্‌তে পারি, তজ্জন্য আমাদের আর্ত্ত হ'তে হ'বে। শ্রীল আচার্য্যদেবের সঙ্গ যদি সত্য সত্য ক'র্‌তে চাই, তবে কাণ দিয়ে ক'র্‌তে হ'বে। তাঁ'র বাণীর অনুরূপ শাসিত হ'য়ে শরণাগতি-ময় জীবন যাপন ক'র্‌তে হ'বে। ভিতরে গুরুসেবার জন্য—হরিসেবার জন্য প্রবল আর্ত্তি না আস্‌লে, বাহিরের সেবা-চেষ্টা সকলই ব্যায়ামে পর্য্যবসিত হ'বে। আমাদের চতুর্দ্দিকে দুঃসঙ্গ। যদি জগতের দুঃসঙ্গ থেকে বাঁচ্‌তে হয়, তবে আমাদিগকে অনুক্ষণ সাধুসঙ্গ ক'র্‌তে হ'বে। নিরপেক্ষ পূর্ণশরণাগত সাধু ব্যতীত, বৈষ্ণব ব্যতীত আমাদের আত্ম-মঙ্গলের কথা কে ব'ল্‌বেন—আমাদের মোহনিদ্রা হ'তে কে জাগা'বেন?

আজকের দিনে শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যপাদপদ্ম ও বৈষ্ণবদের পাদপদ্মে প্রার্থনা,—যেন অকপটে তাঁ'দের কৃপার কাঙ্গাল হ'তে পারি—তাঁরা যেন তাঁ'দের শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করেন—আত্মসাৎ করেন।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

প্রতিবাদ

'মাতৃভূমি' নামক একটি পত্রিকায় (মফঃস্বল সংস্করণ, ৩২শে আষাঢ়, সোমবার) "চিঠিপত্রস্তম্ভে" শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান বর্ষের নবদ্বীপ-পঞ্জিকার ব্যবস্থার প্রতিবাদ দেখিলাম। নদীয়াজেলার রাণাঘাট হইতে জনৈক শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঐ চিঠিখানির লেখক। লেখক মহাশয় নিজের ভ্রান্তিগুলি উক্ত পত্রিকা-লেখকের স্কন্ধে আরোপ করিয়াই সূক্ষ্ম-বিচার-পরাঙ্মুখ জনসাধারণের নিকট বাহাদুরি প্রদর্শন করিয়াছেন। গতবর্ষের গোবর্দ্ধনপূজার ভ্রান্তিশূন্যতা গত (২৮শে বৈশাখ ১৩৪৭) ১৮শ খণ্ড ৪০শ সংখ্যা গৌড়ীয়ে প্রতিপাদন করিয়া দেখান হইয়াছে। তদুত্তরে কোন কথা বলিবার সংসাহস ঐ চিঠিখানিলেখক মহাশয়ের নাই। তিনি কেবল 'গোস্বামী মতে পরাহ্নে' ধুয়া-দ্বারা বিষয়ান্তরে দোষারোপ করিতেছেন। গত বর্ষে কোন স্থানেই শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয় গোস্বামি-মহাজনবর্গের অনুসৃত মার্গ পরিত্যক্ত হয় নাই, ইহা উক্ত সংখ্যা 'গৌড়ীয়' ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ১৮শ খণ্ড ৩০শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে' স্পষ্টভাবে পরিদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের হিন্দোলোৎসব-যাত্রা ত্রয়োদশ দিন ব্যাপী। সুতরাং শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধারমণদেবরাজ শ্রীমদ্ভাগবতগৌড়ীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর ব্যবস্থামতে ২১শে শ্রাবণ ঐ উৎসবের প্রারম্ভ হইয়া পরবর্ত্তি-পূর্ণিমা-পর্য্যন্ত অনুষ্ঠানের বিধান দিয়াছেন। আবার, তদনুসারেই ৩০শে আশ্বিন শরৎপূর্ণিমা ও শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উভয় পক্ষাহের পূর্ব্বে 'ব্রজ' শব্দটী দেওয়া আছে। ঐ উভয়ই ব্রজমণ্ডলেরই প্রধান উৎসব এবং বঙ্গদেশে ঐ পক্ষাহের অনুসরণ করিতে হইলে ব্রজের আনুগত্যে না হইলে স্বেচ্ছাচারিতাই হইবে। যাহারা ব্রজমণ্ডলের সংবাদ রাখেন, তাহারা বিশেষরূপে জানেন যে, ঐ উৎসবদ্বয়ে সমগ্র ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অসংখ্য বর্ষপ্রাপ্ত বাক্তিরা ঐ সময় শ্রীব্রজমণ্ডলে সমবেত হইয়া থাকেন। সুতরাং 'ব্রজে হিন্দোলোৎসব' ও 'ব্রজে রাসযাত্রা' লেখায় পঞ্জিকামধ্যে গোস্বামি-ব্যবস্থার বিপরীতাচরণ না করিয়া আনুগত্যই দেখান হইয়াছে। বিশেষতঃ **ঐ উভয় উৎসব একমাত্র অনর্থনির্ম্মুক্ত রসিক মহাভাগগণের নিগূঢ় ভজনপ্রণালী হওয়ায় শ্রীহরিভক্তিবিলাস-মধ্যে গোস্বামিপ্রবর উল্লেখ করেন নাই।** শরৎ-পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠেয় রাসযাত্রা ব্রজে আশ্বিন-পূর্ণিমা তিথিতেই অভ্রান্ত-ভাবেই চলিয়া আসিতেছে। বঙ্গদেশে উহা আর্ত্তমতেই অনুষ্ঠিত হইতেছে।

লেখক মহাশয় ৪৫৪ চৈতন্যাব্দের নবদ্বীপ-পঞ্জিকায় ৩০শে আশ্বিন শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা কোথায় দেখিলেন? শ্রীহরিভক্তিবিলাসমতে প্রবোধনী অর্থাৎ উত্থানৈকাদশীর পরেই রথযাত্রার বিধান রহিয়াছে। উহা ২৪শে কার্ত্তিক পড়িয়াছে; তাহা উক্ত পঞ্জিকামধ্যে যথাস্থানে সন্নিবেশিত দেখিতে পা'ন নাই কি? সুতরাং, ভ্রান্তিটা কাহার হইল, উক্ত বিজ্ঞাপনকারীর না পঞ্জিকালেখকের? ব্রজমণ্ডলান্তর্গত রাধারমণদেবরাজে প্রধান বাঙ্গগৌড়ীয় পণ্ডিতগণ সমবেতভাবে প্রতিবৎসর যে ব্যবস্থাপত্র বাহির করেন, উক্ত লেখক-মহাশয়ের তদ্বিষয়ে অজ্ঞতার জন্য নবদ্বীপ-পঞ্জিকা-লেখক দায়ী হন না।

শ্রীনন্দলালদাস কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর
'শ্রীগৌড়ীয়' সম্পাদক

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ২৯শে চৈত্র শনিবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুদ্ধভক্তিস্রোতঃ-পুনঃপ্রবাহের মূলপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারাভিন্নবর্ত্তমান পুরুষবর্য্য শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পতিতপাবনী বার্ষিক-শততমবর্ষপূর্ত্তি-প্রাকট্য-তিথিপূজা শ্রীনামসংকীর্ত্তনাদিমুখে সাফল্যমণ্ডিতা হইয়া সম্পন্ন হইয়াছে।

শনিবারে মঙ্গলারাত্রিক ও উষঃকীর্ত্তনান্তে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীনাথ অধ্যয়নের ভক্তিশাস্ত্রী গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠান্তে শ্রীগৌরসুন্দরের কথা ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের কথার কথা কীর্ত্তন করেন।

উৎসবে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজকে সঙ্গে লইয়া সারস্বত প্রবন্ধসদনে উচ্চ মঞ্চোপরি সজ্জিত ঠাকুর শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ও তাঁহার দুই পার্শ্বে অবস্থিত ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ও ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকু-রের আলেখ্যের সম্মুখে নিমীলিত নয়নে ও কৃতাঞ্জলি-পুটে দণ্ডায়মান হইয়া বন্দনা-রীতি কীর্ত্তন করিলে সমবেত ভক্ত-মণ্ডলী তাঁহার অনুগমন করেন। পরম পূজ্যপাদ গোস্বামী মহারাজ আবেশভরে মনঃসম্ভিনী করুণাভাষায় ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের 'শরণাগতি'র গীতাবলী ও শ্রীনামের মহিমব্যঞ্জক কীর্ত্তনাবলী মূলগায়ক হইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমাশ্রু বরণ করিতে থাকেন। ভক্তগণ 'কবাল নিতাই চৈতন্য ব'লে নাচরে আমার মন' এই কীর্ত্তনটী করিতে করিতে প্রেমভরে নাচিয়া নাচিয়া মঞ্চের চতুর্দ্দিক পরিক্রম করেন। পূজ্যপাদ মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে সকলে দণ্ড-বদ্ভূমিসহ গুরুবর্গের নিকট হৃদয়ের নিষ্কপট-আর্ত্তি বিজ্ঞাপন করেন। অতঃপর পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অশরিমেয় করুণার কথা কীর্ত্তন করিয়া "ঠাকুরের দশমূল-নিষ্যাস বা পাচন সেবন করিয়া অনর্থ-ব্যাধি হইতে সকলেরই অনতিবিলম্বে মুক্ত হওয়া আবশ্যক, ঠাকুর বড় করুণা করিয়া আমাদের জন্য দশমূল-পাচন পাঠাইয়া দিয়াছেন। উহা অতি অপূর্ব্ব ও অতুলনীয় মঙ্গল-প্রদ বস্তু"—এই সকল কথা বিশেষ আবেগভরে কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিহিতা পদাবলী-কীর্ত্তন হয়।

বেলা ২৪০ ঘটিকা হইতে প্রবন্ধ-সদনে পূজ্যপাদ সাগর মহারাজ বক্তৃতা আরম্ভ করেন। এ বক্তৃতা সন্ধ্যারাত্রিক পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। ইতোমধ্যে বাহিরের সদর রাস্তায় কালালী-গণকে প্রসাদ বিতরণ করা হইতে থাকে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ অনুক্ষণ হরিকথা-কীর্ত্তনে ব্যস্ত ছিলেন। সন্ধ্যা-রাত্রিকান্তে পুনরায় মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হয়। কলি-কাতার বিভিন্ন স্থান এবং বাহির হইতে বিশিষ্ট সজ্জনগণ আসিয়া এই উৎসবে যোগদান করেন। রাত্রি ৮৪০ ঘটিকার পর হইতে সমাগত সজ্জনমণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ অকাতরে বিতরণ করা হইতে থাকে। এবারের উৎসবটীর বৈশিষ্ট্যই এই যে উহাতে কীর্ত্তনানন্দই প্রবল ছিল। সকল লোককেই হরিকথা শুনাইয়া মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদে উৎসবটী অতিশয় সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

দক্ষিণ কলিকাতায় শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-প্রচার

ভবানীপুর—৪নং শ্রিয়নাথ মল্লিক রোড্

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণী-বৈভব গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য জগদ্-গুরু পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আনু-গত্যে এবং ত্রিদণ্ডিপ্রবরাশ্রয়ী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারোদ্দেশ্যে দক্ষিণ কলিকাতা অঞ্চলে শ্রিয়নাথ মল্লিক রোড্‌স্থ সদ্বয় সজ্জনবর শ্রীযুক্ত উরুক্রম দাস চক্রবর্ত্তী (ব্যাড্‌ভোকেট্) মহোদয়ের ভবনে সাময়িক ভাবে একটী ক্যাম্প্ (ক্ষেত্র) স্থাপনপূর্ব্বক তৎপার্শ্ববর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী স্থানসমূহে শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ও শ্রীশ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্মের মহিমা বিপুলভাবে কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীযুক্ত উরুক্রম বাবু উক্ত প্রচার-কার্য্যের আনুকূল্যার্থে তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকা-টীতে শ্রীমঠসেবকগণকে স্থান প্রদান করিয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন। গত ২রা সেপ্টেম্বর সোমবার হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক শ্রীহরিস্মরণ মহোৎসব উপলক্ষে মাদ্রাজ, বোম্বাই, কর্ণাট, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত মঠসেবকগণ শ্রীশ্রীগুরু ও বৈষ্ণববৃন্দের আদেশে তথায় গমনপূর্ব্বক প্রচার-কার্য্যাদি আরম্ভ করিয়াছেন, প্রত্যহ প্রাতে উষঃকীর্ত্তন শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠ, দ্বিপ্রহরে ইষ্টগোষ্ঠী ও সন্ধ্যায় নিয়মিত-ভাবে উক্ত প্রচারকেন্দ্রে পাঠ কীর্ত্তনাদি করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহেও বিপুলভাবে শ্রীশ্রীআচার্য্য-মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। গত ১০।৯।৪০ তারিখে মঙ্গলবার দিবস অপরাহ্ণে পরিব্রাজকবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্

ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কতিপয় মঠসেবকসহ শ্রীগৌড়ীয়-মঠ হইতে দক্ষিণ কলিকাতার প্রচারক্ষেত্রে শুভবিজয় করিয়া তথাকার সেবকগণকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করেন। তাঁহার নির্দ্দেশমত শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের জয়ধ্বনি এবং মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর তিনি কৃপাপূর্ব্বক কিছুক্ষণ যাবৎ শ্রীশ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তন করেন। তিনি বলেন,—শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশ— সর্ব্বত্র শ্রীনামপ্রভুর মহিমা কীর্ত্তন কর।' প্রত্যেক মঠসেবক তৃণাদপি সুনীচ, তরু-অপেক্ষা সহিষ্ণু এবং অমানী মানদ হইয়া আচার্য্যদেবের আদেশে নামহট্টের প্রচার করিলেই পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট প্রচারিত হইবে। যাহারা শ্রীল প্রভু-পাদের এই মনোহভীষ্টের সুযোগ লইয়া দুরভিসন্ধিমূলে গৌড়ীয়মঠের নাম দিয়া, আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা করিয়া নিরয়গামী হইতেছে, তাহাদের স্বরূপ সকলের নিকট প্রকাশ করিয়া দেওয়াই শুদ্ধ বৈষ্ণবমাত্রের কৃত্য এবং এই উদ্দেশ্যেই সম্প্রতি এখানে প্রচারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই প্রকার বহু কথা কীর্ত্তন করিবার পর শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশে শ্রীমৎ সাগর মহারাজ শ্রীল আচার্য্য-দেবের মহিমা, নামহট্ট-বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা, জীবের চরম ও পরম উপকার, বর্ত্তমান জগতের মানব-সমাজের চিত্তবৃত্তির পরিস্থিতি ও তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায় এবং কলিযুগে শ্রীনামকীর্ত্তনই যে একমাত্র সাধন ও সাধ্যসার—তাহা বিশেষ ভাবে কীর্ত্তন করিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। তৎপরে 'নারদমুনি বাজায় বীণা' ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। শ্রীযুক্ত উপক্রম বাবু ও তাঁহার পরিবারবর্গসহ সকলের শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা ও শ্রীহরিকথা-শ্রবণের আগ্রহ বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহাদের এই প্রকার শ্রদ্ধা ও আগ্রহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক, ইহাই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিকট প্রার্থনা।

ভবানীপুরে—গৌড়ীয় মিশনের গভর্ণিং বডির উদ্যোগে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর, রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় কলিকাতার ভবানীপুর ল্যান্স্ ডাউন্ রোড্স্থিত 'আউট্ পুরাবরন্ ব্রাঞ্চ স্কুল' হলে মিশনের অন্যতম প্রচারক উপদেষ্টা পণ্ডিত শ্রীপাদ-নিতাইদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, বাগবাজার প্রভু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন মজুমদার এম্ এস্-সি, বি-এল্ মহোদয়ের সভাপতিত্বে "শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা" সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন।

বরাহনগরে—কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহাবদান্যোৎসবোপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মিশনের গভর্ণিং বডির নির্দ্দেশক্রমে সাগর মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীপাদ ব্রজেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ অমায়িকেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সঙ্কীর্ত্তন রাসাধিকারী ও শ্রীপাদ ভবেশ্বর ব্রহ্মচারী কতিপয় গৃহস্থ ভক্ত সমভিব্যাহারে বরাহনগরে গত ৪ঠা ও ৫ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ৫১৬নং ভিক্টোরিয়া রোডস্থ শ্রীযুক্ত সরোজ কুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের ভবনে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র-কীর্ত্তন হয়। সভায় বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা যোগদান করিয়াছিলেন।

৯ই সেপ্টেম্বর হইতে ১১ই সেপ্টেম্বর দিবসত্রয় প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ বরাহনগর ৫১৬নং ভিক্টোরিয়া রোডস্থ শ্রীযুক্ত সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-ব্যাখ্যা ও ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারবিষয় ও শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন-মুখে বক্তৃতা করেন এবং মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনাদি করেন।

১১ই সেপ্টেম্বর বুধবার দিবস বরাহনগর ভিক্টোরিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র পাল মহোদয়ের সাগ্রহ আহ্বানে মঠ-সেবকগণ উক্ত দিবস অপরাহ্ণ ৩ঘটিকায় উক্ত স্কুল হলে "শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা" বিষয়ে প্রায় ১॥০ ঘণ্টাকাল একটি জ্ঞানগর্ভিণী বক্তৃতা প্রদান করেন, বক্তৃতা-কালে স্কুল-হলটী স্কুলের শিক্ষক, ছাত্রবৃন্দ ও বহু উচ্চশিক্ষিত শ্রোতৃবৃন্দের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

১২ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ৭৮নং কার্ণপুর রোডে মঠসেবকগণ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ ও বর্ত্তমান প্রচলিত বিদ্ধবৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মের পার্থক্য সম্বন্ধে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন এবং বিভিন্নপ্রকার পরিপ্রশ্নের শাস্ত্র-যুক্তিপূর্ণ উত্তর প্রদান করেন।

উক্ত দিবস সন্ধ্যায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবকগণ শ্রীযুক্ত সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের ভিক্টোরিয়া রোডস্থ ভবনে একাদশীর মাহাত্ম্য, তদুপবাস প্রত্যবায় ও হরিবাসরের

নিষ্ঠতা ; বিশেষতঃ উত্থান, শয়ন ও পার্শ্বৈকাদশীর বৈশিষ্ট্য ও হরিবাসর-পালনের নিয়মাবলী সম্বন্ধে বহুক্ষণ কীর্ত্তন করেন. অতঃপর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য. ৪র্থ পঃ হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র-চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

মেটিয়া ব্রুজে—শ্রীগৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিংবডির উদ্যোগে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের দ্বাদশাধিক কাল-ব্যাপী বার্ষিক মহামহোৎসবকালে গত ২রা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় গৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ পরমপ্রেমপরমহংস ভক্তিপ্রসূনমধুকর ভক্তিসর্ব্বস্ব ব্রহ্মচারিসহ মেটিয়া ব্রুজে 'মুদিয়ালী হরিসভা'র সদস্যবৃন্দের নিকট শ্রীনামতত্ত্ব, নামরূপ, গুণনাম, নামাভাস, নামাপরাধ ইত্যাদি বিষয়ে শাস্ত্রযুক্তিবলে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। গত ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে ১২ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। এতদ্ব্যতীত মহাসেবকগণ গৃহে গৃহে ভ্রমণপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অমলোক কথা ও শিক্ষা এবং শ্রীগৌড়ীয় মিশনের বিশ্বব্যাপী প্রচার-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। মহাসেবকগণের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত হন।

গত ১২ই সেপ্টেম্বর উক্ত হরিসভা-গৃহে সন্ধ্যায় শ্রীপাদ সভানারায়ণ দাসাধিকারীজী ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা প্রদর্শন-মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে প্রায় দেড় ঘণ্টা ব্যাপী একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু শিক্ষিত সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যহ পাঠ বক্তৃতার আরম্ভে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র-কীর্ত্তন হয়।

এলাহাবাদে—এলাহাবাদের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচার-রত শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ভক্তি-বিজ্ঞান ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে তিন দিবস এলেনগঞ্জ-নিবাসী রায় সাহেব মিঃ ডি. এন্. মুখো-পাধ্যায় মহাশয়ের আলয়ে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অম্বরীষ মহারাজের চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর ৭ই, ৮ই, ৯ই সেপ্টেম্বর ব্রহ্মচারীজী এলাহাবাদ হাই কোর্টের জজ্ গঙ্গানাথ বাবু এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চেন্সেলার শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ ঝা ও উর্দ্দুর প্রবীণ অধ্যাপক মিঃ সৈয়দ হাফিজ প্রভৃতি উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সহিত যথাক্রমে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য, মনুষ্যজীবনে পরমার্থের প্রয়োজনীয়তা ও বৈষ্ণব-দর্শন-সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষার প্রোক্তবিদ্বান্-অবলম্বনে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর তিনি ১০ই তারিখে এলেনগঞ্জ-নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে, ১১ই তারিখে ইতি-হাসের অধ্যাপক পরমানন্দ বাবু কর্ত্তৃক আহূত বিদ্বজ্জন-মণ্ডিতা বিরাট সভায় এবং ১২ই তারিখে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ক্রমান্বয়ে দক্ষযজ্ঞ ও প্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান উত্তমরূপে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

ইংরেজী ভাষায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থগোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক শ্রীল বিশ্বনাথ, শ্রীল বলদেব ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ভাষ্যাবলম্বনে কথাসার, তাৎপর্য্য, শিক্ষা, কথা, বিস্তৃত-ভূমিকা ও সূচিসহ ইংরাজী ভাষায় সম্পাদিত অভিনব মৌলিক সংস্করণ।

ওঁ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্ণিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৯শে আশ্বিন, ১৩৮৭ : ৫ই অক্টোবর, ১৯৮০ | ১০ম-১১শ সংখ্যা

'সম্প্রদায়ানুরোধ' ও ভাষ্যকার

তথাকথিত উদার-পন্থী চিদ্ভঙ্গ-সমন্বয়বাদিগণ বলেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতের ও শ্রীগীতার প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীশ্রীধরস্বামী নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, **সম্প্রদায়ের অনুরোধে** অর্থাৎ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মতবাদ রক্ষা করিতে গিয়া ও সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণের উপরোধে পড়িয়া তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্যে বিষ্ণু ও বিষ্ণুভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিতে হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে, উহা তাঁহার ব্যক্তিগত মত নহে। তিনি মাধব (বিষ্ণু) ও উমা-ধব (শিব) উভয়কেই সমান মনে করেন। একই জলকে যেরূপ কেহ 'জল' কেহ 'পানি', কেহ 'অপ্', কেহ 'ওয়াটার', কেহ 'একোয়া' বলিয়া থাকে, সেইরূপ একই ভগবান্‌কে কেহ বিষ্ণু, কেহ শিব, কেহ কালী, কেহ গণেশ, কেহ সূর্য্য, কেহ যেশু, কেহ মা-কালী, কেহ স্বরচনী প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করিয়া থাকে। ইহা শ্রীধরস্বামীর ব্যক্তিগত মত ; কিন্তু, অনুরোধে পড়িয়া, বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বিষ্ণু ও বিষ্ণু-ভক্তির পক্ষে ওকালতি করিতে হইয়াছে।

যাহাদের নিকট "'ক' অক্ষর নিষিদ্ধ মাংস বিশেষ", তাহাদের মুখ হইতে যদি এই সকল উক্তি নির্গত হইত, তবে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হইত না ; কিন্তু, শব্দ-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও ঐরূপ এক মামুলি যুক্তির দ্বারা শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদকে তথাকথিত সমন্বয়বাদী ও নির্ব্বিশেষ-বাদিরূপে সজ্জিত করিতে চাহেন।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের "ভাবার্থ-দীপিকা" টীকার মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন,—

"ওঁ নমো ভগবতে পরমহংসাশ্রমিত-চরণকমল-চিন্তক-
স্বপ্নায় ভক্তজনযাননিবাসায় শ্রীকৃষ্ণায়।

বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥

বিশ্ব-সর্গ-বিসর্গাদি-লক্ষণ-লক্ষিতম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ।

মাধবোমাধবাবীশৌ সর্ব্বসিদ্ধি-বিধায়িনৌ।
বন্দে পরস্পরাত্মানৌ পরস্পরনতিপ্রিয়ৌ॥

সম্প্রদায়ানুরোধেন সৌর্ব্বাপর্য্যানুসারতঃ।
শ্রীভাগবত-ভাবার্থ-দীপিকেয়ং প্রতন্যতে॥"

এই স্থানে শ্রীধরস্বামিপাদ সম্বন্ধজ্ঞানেই ইষ্টদেবকে নমস্কার করিয়াছেন। 'শ্রীনৃসিংহদেবই' তাঁহার 'ইষ্টদেব'। শ্রীরুদ্রদেব তাঁহার 'শ্রীগুরুপাদপদ্ম'। তিনি বিষ্ণুস্বামি-প্রবর্ত্তিত শুদ্ধাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের আচার্য্য। শ্রীবিষ্ণুস্বামী কর্ত্তৃকে মূল সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক গুরুরূপে স্বীকার করিয়াছেন। অতএব শ্রীরুদ্রদেব শ্রীধরস্বামিপাদের গুরুদেব। আশ্রয়তত্ত্ব শ্রীগুরুদেব বিষয়তত্ত্ব ভগবানের প্রিয়তম বা প্রকাশবিগ্রহ। এই জন্যই শ্রীস্বামিপাদ "পরস্পরাত্মানৌ পরস্পরনতিপ্রিয়ৌ" শব্দদ্বয় ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীনৃসিংহদেবের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীরুদ্রদেব। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে এইরূপেই দর্শন করেন।

শুদ্ধাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের অনুরোধে পূর্ব্ব এবং পর সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া অর্থাৎ শ্রৌতপথের মধ্যে সঙ্গতি রাখিয়া শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ টীকা রচনা করিতেছেন। এখানে 'অনুরোধ' শব্দটী লইয়াই বুঝিতে ভুল ঘটিয়াছে। যাঁহারা 'সম্প্রদায়' শব্দ শুনিলেই আতঙ্কিত হইয়া উঠেন, তাঁহাদের মস্তিষ্কেই এই 'অনুরোধ' শব্দটী জঞ্জাল উপস্থিত করিয়াছে। শব্দের তিন প্রকার বৃত্তির কথা শাস্ত্রে শুনিতে পাওয়া যায়,—অভিধা, সাধারণ-বৃত্তি ও বিদ্বদ্-বৃত্তি। অজ্ঞ ও সাধারণ ব্যক্তিগণের মধ্যে শব্দের যে অর্থ বা তাৎপর্য্য প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত হইয়া পড়ে, তাহাই শব্দ-বিশেষের অভিধা ও সাধারণ বৃত্তি। যেমন 'ইন্দ্র', 'প্রতিমা' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা 'সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যবান্ পরাৎপরতত্ত্ব' ও 'উপমা' প্রভৃতি তাৎপর্য্য উদ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু, যেরূপ অতি অজ্ঞ লোক স্বপরিচিত বা স্ব-গ্রামবাসী 'ইন্দ্র' নামক কোন ব্যক্তিকে অথবা সাধারণ ব্যক্তিগণ দেবরাজ 'ইন্দ্র'কেই 'ইন্দ্র' শব্দের লক্ষিত ব্যক্তি মনে করে, সেইরূপ 'সম্প্রদায়' ও 'অনুরোধ' শব্দদ্বয়ও অজ্ঞ ও সাধারণ ব্যক্তিগণের মস্তিষ্কে অতি বিকৃত ও সত্যানুগতিক অর্থই উদয় করাইয়া থাকে। কূপমণ্ডুকের ন্যায় তাহারা জলাশয় বলিতে কূপকেই মনে করে; কারণ, সাগরের কোন অভিজ্ঞান তাহাদের নাই। 'সম্প্রদায়' বলিতে তাহারা কোন সঙ্কীর্ণমতবাদের প্রতিষ্ঠান বিশেষকেই মনে করে।

পরমেশ্বরের কোন 'প্রতিমা' নাই—বেদে এইরূপ উক্তি আছে; কিন্তু ইহার পূর্ব্বাপর সঙ্গতি বিচার না করিয়া কতিপয় নির্ব্বিশেষবাদী পরমেশ্বরের অর্চ্চাবতার বা শ্রীবিগ্রহ নাই বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে। ঐ স্থানে 'প্রতিমা' শব্দের অর্থ—'উপমা' বা 'সমকক্ষ'। যিনি পরব্রহ্ম বা পরাৎপরতত্ত্ব, তাঁহার সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী বা তাঁহার উপমার স্থল আর কেহই নাই,—ইহাই শ্রুতি মন্ত্রের তাৎপর্য্য। কিন্তু, ইহা বুঝিতে না পারিয়া প্রচ্ছন্ন ও স্পষ্ট শ্রীবিগ্রহ-বিরোধী দল জগতে বিস্তারিত হইয়াছে ও হইতেছে। শ্রীধরস্বামিপাদের "সম্প্রদায়ানুরোধেন" শব্দটী লইয়াও সেইরূপ সৎসম্প্রদায়-বিরোধী স্বেচ্ছাচারী মনোধর্ম্মিদলের উদ্ভব হইয়াছে। তাহাতে ভগবৎ-প্রবর্ত্তিত শুদ্ধ সম্প্রদায় বা শ্রৌতপথ স্বীকার করিবার পরিবর্ত্তে শয়তান বা মায়ার প্রবর্ত্তিত মনের খেয়ালের অনুরোধ স্বীকার করিয়া মনোধর্ম্মী বহির্ম্মুখ গণগচ্ছালিকা প্রত্যেকে এক-একটী পৃথক্ পৃথক্ বা কোন সমষ্টিগত অসৎসম্প্রদায় গড়িয়া তুলিয়াছে ও তুলিতেছে। ইহাদের যুক্তি এই যে, শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ যখন সম্প্রদায়ানুরোধে তাঁহার টীকা রচনা করিয়াছেন, তখন সেই টীকার সিদ্ধান্ত প্রকৃত সিদ্ধান্ত নহে, উহা সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্ট মতবাদ-বিশেষ; তাহা পাঠ করিয়া সময় নষ্ট করা উচিত নহে। কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক সু-প্রবীণ অধ্যাপক যখন অধ্যাপনা কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে প্রত্যুপহার-স্বরূপ শ্রীধরস্বামীর টীকাসংযুক্ত একখানি গীতা উপহার প্রদান করিতে উদ্যত হন। ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন যে, তিনি শ্রীধরস্বামীর টীকা পড়িয়া শেষ বয়সে সাম্প্রদায়িক হইতে ইচ্ছা করেন না। অমুক বাবুর গীতা তাঁহাকে উপহার প্রদান করিলে তিনি তাহা সাদরে গ্রহণ করিতে পারেন। সেই বাবুর পরিচয় এই যে, তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠায় আসক্ত হইয়া মায়ার বোঝা বলীবর্দ্দের ন্যায় বহন

করিতেছেন ; কিন্তু, কি আশ্চর্য্য, "সমশীলা ভজন্তি বৈ" এই ন্যায়ানুসারে উক্ত সুপ্রবীণ অধ্যাপক মহাশয় সেইরূপ বদ্ধ-জীবকে পরমোদার মনে করিয়া জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামীকে সাম্প্রদায়িক মতবাদী মনে করিয়াছেন। উক্ত অধ্যাপকের চিত্তবৃত্তি পৃথিবীর বহির্মুখ গণগজ্জালিকার চিত্তবৃত্তির প্রতীক-স্বরূপ।

"সম্প্রদায়ানুরোধেন" শব্দের তাৎপর্য্য কি? পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সাধারণ-রচিতে 'অনুরোধ' শব্দের অর্থ 'খাতির', 'উপরোধ' প্রভৃতি ; কিন্তু, শ্রীধরস্বামিপাদ 'অনুরোধ' শব্দে 'অনুসরণ', 'অনুবর্ত্তন', 'মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ'—এই তাৎপর্য্যই লক্ষ্য করিয়াছেন। 'অন্ধাশয়' বলিলেই যাহাদের মনে বিষ্ঠাগর্ত্ত কিংবা কৃমিকীট-বহুল কূপের কথা মনে হয়, তাহারা কৃমিকীট জাতীয়। শ্রীধরস্বামিপাদের 'সম্প্রদায়'-সম্বন্ধে সেইরূপ বিচার নাই। তিনি 'সম্প্রদায়'-শব্দের অর্থ জানেন যে, যাহা সম্যগ্রূপে ভগবদ্ জ্ঞান প্রদান করে, সেই 'শ্রৌত-পন্থাই সম্প্রদায়। তিনি পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রাখিয়া শ্রৌত-পন্থার অনুসরণ-পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচনা করিতেছেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। যাঁহারা গুরুপাদপদ্ম, মহাজন, শ্রুতি, বেদ ও শাস্ত্রের অনুসরণ বা অনুবর্ত্তন না করে, তাহারা ত' স্বেচ্ছাচারী, যাদৃচ্ছিকের ন্যায় ব্যভিচারী, তাহারা মায়ার তাড়নকে গুরু করিয়াছে, 'শ্রুতি-মাতা'কে গুরুরূপে বরণ করে নাই। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—যে 'স্বামী'কে স্বীকার না করে, তাঁহার অনুসঙ্গ ও অনুবর্ত্তন না করে, সে সহধর্ম্মিণী নয়, সে বেশ্যা—কেবল বেশের দ্বারা লোক রঞ্জন করিয়া থাকে। অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়-রচনাকারিগণ উদারতার কপট-মোহন-বেশ ধারণ করিয়া লোককে সত্য ও মহাজনানুগমনরূপ শ্রেয়ঃপথ হইতে ভ্রষ্ট করিতেছে। ইহা চিজ্জড়সমন্বয়-বাদের আর একটি ভীষণ কুফল। শ্রীল স্বামিপাদ শ্রীগীতার মঙ্গলাচরণেও লিখিয়াছেন,—

"শেষাশেষমুখব্যাখ্যাচাতুর্য্যৈকবরপ্রদঃ।
দধানমদ্ভুতং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥
শ্রীমাধবং প্রণম্যোমাধবং বিশেষমাদরাৎ।
তদ্ভক্তিবর্দ্ধিতঃ কুর্ব্বে গীতাব্যাখ্যাং 'সুবোধিনীম্'।
ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তদ্ব্যাখ্যাভূষিরন্তথা।
যথামতি সমালোক্য গীতাব্যাখ্যাং সমারভে॥"

যিনি অনন্তদেবের অশেষ মুখসম্ভূত ব্যাখ্যাচাতুর্য্যকে এক মুখে ধারণ করিয়াছেন সেই অদ্ভুত পরমানন্দ-মাধবকে প্রণাম করি। অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর লক্ষ্মীপতি ও [illegible]কে সমাদরে প্রণামপূর্ব্বক তদীয় ভক্তিবর্দ্ধিত হইয়া 'সুবোধিনী' নাম্নী গীতাব্যাখ্যা-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি ভাষ্যকারের মত ও তাঁহার ব্যাখ্যাকারীর বাক্য উত্তমরূপে অবগত হইয়া এই গীতাশাস্ত্রের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিতেছি।

[illegible]নেও শ্রীধরস্বামিপাদ বিষয়বিগ্রহ শ্রীমাধব ও আশ্রয়-বিগ্রহ উমাধবকে প্রণাম করিয়াছেন। শ্রীঅনন্তদেব শ্রীমহাভারতের ব্যাখ্যাতা ; তাঁহার সেই অনন্ত শ্রীমুখের ব্যাখ্যা-চাতুর্য্যকে পরমানন্দ মাধব অর্থাৎ শ্রীধরস্বামিপাদের গুরু-পাদপদ্ম কর্ণপুটে শ্রবণ করিয়া শ্রীমুখে কীর্ত্তন করেন। তিনি ভাষ্যকার শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্ত ও তাঁহার ব্যাখ্যাকারীর ব্যাখ্যা উত্তমরূপে অবগত হইয়া গীতার টীকা-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গীতার উপসংহারেও শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

তেনৈব ধৃতয়া যত্না তদ্গীতাদিবৃত্তিঃ কৃতা।
স এব পরমানন্দস্তুষ্যা শ্রীমাধবঃ॥
পরমানন্দ-শ্রীপাদপদ্মঃ-শ্রীধরিণাধুনা।
শ্রীধরস্বামি-যতিনা কৃতা গীতা-সুবোধিনী॥
স্বপ্রাগল্ভ্যবলাদ্বিলোড্য ভগবদ্গীতাং তদন্তর্গতম্
তত্ত্বঃ প্রেক্ষ্য কৃপৈতি কিং গুরুকৃপাপীযূষদৃষ্টিং বিনা।
অম্বু স্বাঞ্জলিনা বিনির্হ্য জলধেরাদিংস্তরন্তর্গতান্
রত্নান্যর্জ্জয়তে জনঃ সুকৃতধীঃ কিং নির্ব্বতি জনঃ সুকৃতধীঃ বিনা॥

তাঁহারই (শ্রীমাধবেরই) প্রদত্ত বুদ্ধি-দ্বারা তাঁহার কথিত গীতার ব্যাখ্যা করিলাম। অতএব এই ব্যাখ্যা দ্বারা সেই পরমানন্দ মাধব প্রীত হউন।

যিনি পরমানন্দের পাদপদ্মরেণুর শোভা মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীধরস্বামি-নামক যতি এই গীতা-'সুবোধিনী'-নামিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

নিজের প্রতিভাবলে শ্রীভগবদ্গীতা আলোড়নপূর্ব্বক তদন্তর্গত তত্ত্বজ্ঞান পাইতে ইচ্ছুক হইয়া কেহ কি গুরুকৃপারূপা অমৃতদৃষ্টি ব্যতীত তাহা লাভ করিতে পারে? আপন অঞ্জলি-দ্বারা জল নিরাস করিয়া সমুদ্রের অভ্যন্তর হইতে মণি-গ্রহণে

অভিলাষী মানব উহাকে কর্ণধার না পাইলে কি ধৃষিমণ্ডলে বিলয় হয় না ?

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ এই সকল কথা সম্প্রদায়ানুরোধে গোঁড়ামি করিয়া বলেন নাই ; ইহা শুদ্ধভক্তির কথা, [illegible] শেষবাণী বা মায়াবাদীর কথা নহে।

শ্রীবৃন্দাবনের রাধাদামোদর-মেবার শ্রীরাধারমণদাস গোস্বামী, যিনি শ্রীমদ্ভাগবতের 'ক্রমসন্দর্ভ' টীকা রচনা করিয়াছেন, তিনি 'সম্প্রদায়ানুরোধ'-শব্দের অন্তরূপ তাৎপর্য্য করেন—"শ্রীভাগবতে তু সর্ব্বত্র ভক্তিরেব বৈশিষ্ট্যং কচিন্মুক্ত্যাদি[illegible] তু শঙ্করসম্প্রদায়ানুরোধেন বস্তুতস্তু শেষনারায়ণস্য-সম্প্রদায়ানুকূল্যেন।"

অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতে সর্ব্বত্র ভক্তিরই বৈশিষ্ট্য শ্রীধরস্বামিপাদের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে যে মুক্তি প্রভৃতির বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা শঙ্কর-সম্প্রদায়ের প্রাধান্যহেতুই। (অর্থাৎ শ্রীরাধারমণদাস গোস্বামীর মতানুসারে শ্রীধরস্বামিপাদ পূর্ব্বে শঙ্কর-সম্প্রদায়ে ছিলেন।) সেই সম্প্রদায়ের মতবাদের প্রাধান্যহেতু তিনি মুক্তির বর্ণনা করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা শ্রীনারায়ণ হইতে ব্রহ্ম-নারদাদির ও শেষ-সংজ্ঞক ভগবান্ হইতে সনৎকুমার-সাংখ্যায়নাদির ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রিক ভেদে যে দুইটী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তি হইয়াছে, সেই সম্প্রদায়-দ্বয়েরই আনুকূল্য করিয়াছেন অর্থাৎ মুক্তির বর্ণনের দ্বারা তুলনামূলে মুকুন্দ-ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি মুক্তিরূপ কপটতা-লক্ষণ নির্মুক্ত শুদ্ধভক্তিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের মুক্তি-সম্বন্ধে বিচার এইরূপ,—

"শ্রুতিস্তু মুক্তেরপ্যাধিক্যং ভক্তের্বর্ণয়তি। যথায় যং সর্ব্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চেতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ সর্ব্বজ্ঞেতীভকৃদ্ভিঃ—'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভজন্তে' ইতি।"—(ভাঃ ১০।৮৭।২১)

শ্রুতিও মুক্তি অপেক্ষা ভক্তির অধিক মাহাত্ম্য প্রদর্শন করেন। শ্রুতিতে যথা—'যাঁহাকে দেবগণ, মুমুক্ষুগণ ও ব্রহ্মবাদিগণ—সকলে নমস্কার করেন।' সর্ব্বজ্ঞ-ভাষ্যকার ঈদৃশ ব্যাখ্যায় 'মুক্তগণও লীলায় বিগ্রহ করিয়া ভগবান্‌কে ভজন করেন', বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন।

অকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তঃ মহামুদঃ।
কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমম্॥

হে ভগবন্! তোমার কথামৃতরূপ সমুদ্রে মহানন্দে বিহরণশীল সুদুর্লভ কৃতিপুরুষগণ চতুর্ব্বর্গকে তৃণবৎ করিয়া থাকেন।

যাহারা 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ বিচারের অধীন হইয়া কুতর্কপ্রিয় ও শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধ বিচারসম্পন্ন, তাহাদের বিচার হইতে শ্রীধরস্বামিপাদের বিচার সম্পূর্ণ পৃথক্—

কাহং বুদ্ধ্যাদিসংকল্পঃ ক চ ত্বমনঘস্তব।
দীনবন্ধো দয়াসিন্ধো ভক্তিং মে দুহরে দিশ॥

কোথায় মনোবুদ্ধি, অহঙ্কারাদি-দ্বারা আচ্ছন্ন আমি ক্ষুদ্র জীব ; আর কোথায় তুমি বৃহৎ ও মহৎ! হে দুহরে! হে দীনবন্ধো! দয়াসিন্ধো! আমাকে ভক্তি প্রদান কর।

মিথ্যাতর্ক-কুকর্কশেরিত-মহাবাদান্ধকারান্তরে
ভ্রাম্যন্মদ্ধমতেরমন্দমহিমংস্তত্ত্বজ্ঞানবর্ত্মাদ্ভুতম্।
শ্রীমন্মাধব বামন ত্রিনয়ন শ্রীপদ্মর শ্রীপতে
গোবিন্দেতি মৃদা বদন্ মধুপতে মুক্তঃ কদা স্যামহম্॥

হে অনন্তমহিম! মিথ্যা-তর্কহেতু অতি কর্কশভাবে প্রণোদিত মহাবাদরূপ অন্ধকার-গহ্বরে ভ্রমণ-নিরত মন্দমতি আমার নিকট আপনার তত্ত্বজ্ঞানপথ অপ্রকাশিত। হে মধুপতে! শ্রীমন্মাধব! বামন! ত্রিনয়ন! শ্রীপতে! গোবিন্দ ইত্যাদি নাম আনন্দভরে বলিতে বলিতে কখন আমি মুক্ত হইব?

সকলবেদগণেরিত-সদ্গুণ-
স্ত্বয়িতি সর্ব্বমনীষিজনা রতাঃ।
ত্বয়ি সুভদ্রগুণ শ্রবণাদিভি-
স্ত্বয় পুরুষ্যণেন সতরমাঃ॥
নরবপুঃ প্রতিপদ্য যদি ত্বয়ি
শ্রবণ-কীর্ত্তন-সংস্মরণাদিভিঃ।
নরহরে ন ভজন্তি নৃণামিদং
ধৃতিবয়ঃ কলিতং বিফলং ততঃ॥

অখিলবেদ আপনার সদ্গুণ প্রচার করেন; এই হেতু সকল মনীষিজন আপনাতে আপনার পরমমঙ্গলময় গুণ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিদ্বারা অনুরক্ত হইয়া আপনার লক্ষ্মীর স্মরণপূর্ব্বক সর্ব্বদা তাপরহিত হইয়া থাকেন।

হে নৃসিংহদেব! যদি মানবগণ নরদেহ লাভ করিয়া আপনার শ্রবণ-কীর্ত্তন-সংস্মরণাদি-দ্বারা ভজন না করে, তবে সেই সকল মানবের এই শ্বাস-গ্রহণ বা জীবনধারণ ভস্ত্রার ন্যায় বিফল।

অতএব, শ্রীধরস্বামিপাদ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অনুরোধে পড়িয়া প্রকৃত বাস্তব সত্য গোপন বা তাহা জলাঞ্জলি দিয়া একজন জগদ্গুরুকের কার্য্য করিয়াছেন, তাহা নহে, তিনি লোকাচার্য্য, জগদ্গুরু, বাস্তবসত্যের প্রচারক ও রক্ষক। তিনি জগতের ত্রিতেদ জয়ই শ্রৌতপথানুসরণে শুদ্ধভক্তি ও 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' প্রচার করিয়া জীবকুলকে বিদ্ধভক্তি, চিজ্জড়সমন্বয়বাদ, কেবলাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি মতান্ধকার হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

অন্যান্য ভাষ্যকার অপেক্ষা শ্রীধরস্বামিপাদ যে, সাধারণ-লোকপ্রিয় হইয়াছেন, তাহার মূলেও সাধারণ ব্যক্তিগণের শ্রীধরস্বামিপাদের প্রকৃত সিদ্ধান্তের প্রতি অজ্ঞতা বা বিমুখ-বুদ্ধিই অনুপাত রহিয়াছে। অর্থাৎ শ্রীধরস্বামিপাদ কোন কোন স্থানে নিরপেক্ষভাব প্রদর্শন এবং কোন কোন স্থানে কেবলাদ্বৈতবাদ-প্রতিষ্ঠ শুদ্ধাদ্বৈতবাদসম্মত ব্যাখ্যা করায় লোকে শুদ্ধনিরপেক্ষতাকে বিদ্ধনিরপেক্ষবাদ বা নির্ব্বিশেষবাদ মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু, যে স্থানে শ্রীধরস্বামিপাদ ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও মুক্তির হেয়ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার কথিত 'সম্প্রদায়ানুরোধেন' শব্দের বিকৃত ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ইহা দ্বারা মনোধর্ম্মি লোকের চরিত্র প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা শ্রুতি বা আচার্য্যকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে, যতক্ষণ না শাস্ত্র বা আচার্য্য বহির্ম্মুখদের মনের মত করিয়া কথা বলিতে পারেন। শিষ্যের অসংযত মনকে শাসন করিতে গেলেই গুরুদেব 'একঘেয়ে' বা 'সাম্প্রদায়িক' হইয়া পড়েন! ইহাই প্রচ্ছন্ন নির্ব্বিশেষবাদের বিচার। শ্রীধরস্বামিপাদ কিন্তু, শুদ্ধ-বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের প্রবর্ত্তিত সংসম্প্রদায়ের অনুবর্ত্তন করিয়া নির্ব্বিশেষবাদী লিঙ্গায়ৎ-সম্প্রদায়ের চিজ্জড়সমন্বয়-বাদকে খণ্ডন করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার বাস্তব সত্যের প্রকৃত সেবার আদর্শ; ইহাই তাঁহার জগদ্গুরুত্ব বা আচার্য্যত্ব।

শ্রীব্রহ্মসূত্রাধিকরণ-মালা

শ্রীগোবিন্দভাষ্যসম্মতা

প্রথম অধ্যায় (সমন্বয়াধ্যায়)—সম্বন্ধতত্ত্ব

প্রথম অধ্যায়—প্রথম পাদ

[কার্য্য-প্রতিপাদক বাক্যগুলির শ্রীহরিতে সমন্বয়]

সংখ্যা	সূত্র	অধিকরণনাম	বিষয়
প্রথম	১	জিজ্ঞাসাধিকরণ	ব্রহ্মের জিজ্ঞাস্যতা-প্রতিপাদন।
দ্বিতীয়	২	জন্মাদ্যধিকরণ	ব্রহ্মস্বরূপ, জীবের সহিত ভেদ।
তৃতীয়	৩	শাস্ত্রযোন্যধিকরণ	ব্রহ্ম অপৌরুষেয়-শাস্ত্রগম্য, তর্ক নিরর্থক, বেদের ব্রহ্মপরতা।
চতুর্থ	৪-	সমন্বয়াধিকরণ	সর্ব্বশাস্ত্র-দ্বারা পরব্রহ্ম শ্রীহরির প্রতিপাদ্যতা।
পঞ্চম	৫-১১	ঈক্ষত্যধিকরণ	ব্রহ্মের স্বরূপ, বেদ-দ্বারাই তাঁহার জ্ঞেয়ত্ব বা স্বপ্রকাশতা, তাঁহার নির্গুণতা।
		আনন্দময়াধিকরণ	তিনি পূর্ণানন্দ-বিগ্রহ বিষ্ণু।
		অন্তস্তদ্ধর্ম্মাধিকরণ	আদিত্যমণ্ডল ও অক্ষিমণ্ডলান্তর্গত পুরুষ পরমাত্মরূপী শ্রীহরি।

সংখ্যা	সূত্র	অধিকরণনাম	বিষয়
অষ্টম	২২	ভূম্নাধিকরণ	পৃথিব্যাদির আধারভূত আকাশ-শব্দে শ্রীহরিই বোধ্য।
নবম	২৩	প্রাণাধিকরণ	সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরি।
দশম	২৪-২৭	জ্যোতিশ্চরণাধিকরণ	অপ্রাকৃত ধামস্থ শ্রীহরিই নিখিল তেজের আধার।
একাদশ	২৮-৩১		শ্রীহরি জীব ও প্রাণ হইতে পৃথক্।

প্রথম অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

[অন্তর্য্যামি-প্রতিপাদক বাক্যগুলির শ্রীহরিতে সমন্বয়]

		সর্ব্বত্রপ্রসিদ্ধোপদেশাধিকরণ	শ্রীহরি বিজ্ঞানময়, মনোময়, হৃদয়াকাশে থাকিয়া জীবের কর্ম্ম-ফল-ভোক্তা নহেন।
দ্বিতীয়	৯-১০	অন্তাচরাচরগ্রহণাধিকরণ	শ্রীহরি কালাদির ভোক্তা জগৎসংহারক।
তৃতীয়	১১-১২	গুহাং প্রবিষ্টাবিত্যাধিকরণ	হৃদয়গুহাস্থিত পুরুষদ্বয় জীব ও পরমাত্মা।
চতুর্থ	১৩-১৭	অন্তর উপপত্তেরিত্যাধিকরণ	অক্ষিমধ্যস্থ পুরুষ পরমাত্মা।
পঞ্চম	১৮-২০	অন্তর্য্যাম্যধিকরণ	পরমাত্মাই পৃথিব্যাদির অন্তর্য্যামী।
ষষ্ঠ	২১-২৪	অদৃশ্যত্বাধিকরণ	অদৃশ্যত্বাদিধর্ম্মা পরমাত্মাই পরা বিদ্যার বিষয়।
সপ্তম	২৫-৩৩	বৈশ্বানরাধিকরণ	বৈশ্বানর পরমাত্মাই, তিনিই বোধ্য। প্রাদেশ-পরিমিত অগ্নিই পরমেশ।

প্রথম অধ্যায়—তৃতীয় পাদ

[বিশিষ্ট জীবাদিলিঙ্গক কতকগুলি বাক্যের শ্রীহরিতে সমন্বয়। মোক্ষদাতৃত্বহেতু উপাস্যের রূপ-প্রতিপাদক বাক্যগুলির বিচার]

প্রথম		দ্যভ্বাদ্যধিকরণ	শ্রীহরিই স্বর্গাদির আয়তনভূত, মুক্তির হেতুস্বরূপ।
দ্বিতীয়		ভূমাধিকরণ	বিষ্ণুই ভূমাপুরুষ, তিনি বিপুল সুখ ও সর্ব্বোপরি বিরাজিত।
তৃতীয়		অক্ষরাধিকরণ	অক্ষর শ্রীহরিই অবর-পর্য্যন্ত সর্ব্ববস্তুর আশ্রয়।
চতুর্থ		ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাধিকরণ	পুরুষোত্তমই ঈক্ষণকর্ম্ম-বর্ণনের বিষয়।
পঞ্চম		দহরাধিকরণ	আকাশোপমত্ব, সর্ব্বাধারত্ব ও অপহত-পাপ্মত্বাদি গুণদ্বারা দহরাকাশ-শব্দে বিষ্ণুকেই বোধ করায়।
ষষ্ঠ	২৪-২৫	শব্দাদেব প্রমিতাধিকরণ	অঙ্গুষ্ঠপ্রমিত পুরুষ শ্রীবিষ্ণু।
সপ্তম	২৬-৩৩	তদুপর্য্যপীত্যধিকরণ	দিব্যদেহবান্ দেবগণেরও পক্ষে শ্রীহরির উপাসনা স্বীকৃত।
অষ্টম	৩৪-৩৮	তদভাবাধিকরণ	বেদবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার নাই।
নবম	৩৯-৪০	কম্পনাধিকরণ	বজ্রাদি-সহিত সমস্ত জগতের কম্পকত্বহেতু বজ্রশব্দে পরব্রহ্মই বোধিত হয়েন।
দশম		আকাশাধিকরণ	নাম-রূপের নির্ব্বাহক আকাশই পরমাত্মা।
একাদশ		সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোরিত্যধিকরণ	মুক্তজীবেরও ব্রহ্ম হইতে ভেদ আছে।

প্রথম অধ্যায়—চতুর্থপাদ

[অস্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গক ও স্পষ্ট প্রধান-লিঙ্গক শ্রুতিসমূহের শ্রীহরিতে সমন্বয়]

সংখ্যা	সূত্র	অধিকরণনাম	বিষয়
প্রথম	১-৭	আনুমানিকাধিকরণ	কাঠকের অব্যক্ত-শব্দে শরীরকে বুঝায়, প্রধান নহে।
দ্বিতীয়	৮-১০	চমসবদধিকরণ	অজা-শব্দে স্বতন্ত্রত্যক্ত প্রকৃতি নহে। উহা শ্রীহরির শক্তি।
তৃতীয়	১১-১৩	ন সাংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণ	বৃহদারণ্যকের পঞ্চ পঞ্চ শব্দে সংখ্যোক্ত পঞ্চ বিংশতিতত্ত্ব নহে, প্রাণাদি পঞ্চ পদার্থ।
		ইক্ষতি-কর্মাধিকরণ	শ্রীহরিই একমাত্র বিশ্বের হেতু, আকাশাদিরও কর্তা। অসৎ-শব্দে সূক্ষ্মশক্তিবিশিষ্ট পরব্রহ্ম শ্রীহরি।
পঞ্চম		আনন্দময়াধিকরণ	জগদ্রূপ কর্ম্ম উক্ত হওয়ায় সর্ব্ববেদান্তৈকবেদ্য সর্ব্বেশ্বরই আদিত্যাদির কর্তা।
		বাক্যান্বয়াধিকরণ	পূর্ব্বপর বাক্যগুলির সমন্বয়প্রযুক্ত পরমাত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য।
ষষ্ঠ		প্রকৃতিশ্চেত্যধিকরণ	পুরুষোত্তমই বিশ্বের একমাত্র উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ।
অষ্টম		এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতাধিকরণ	রুদ্র, হরাদি সমুদয় শব্দে একমাত্র শ্রীহরিই মুখ্যভাবে অভিহিত হয়েন।

দ্বিতীয় অধ্যায় (অবিরোধাধ্যায়)—সমন্বয়তত্ত্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রথম পাদ

[স্মৃতিতর্ক-বিরোধের পরিহার]

	স্মৃত্যনবকাশাদিকরণ	শ্রুত্যনুসারিণী মন্বাদির সহিত বিরোধহেতু সাংখ্যাদি বেদবিরুদ্ধ স্মৃতির মত অগ্রাহ্য।
দ্বিতীয়	এতেন যোগেত্যধিকরণ	যোগস্মৃতিরও বেদবিরুদ্ধতা উহার মতকে অগ্রাহ্য করিতেছে।
তৃতীয়	ন বিলক্ষণত্বাধিকরণ	বেদ সাংখ্যাদি হইতে বিলক্ষণ, ভ্রমাদিস্পৃষ্ট ও ঈশ্বরকৃত। বেদ-মূলকত্বহেতু মন্বাদির প্রামাণ্য।
	অভিমানি-ব্যপদেশাধিকরণ	তেজ, জল, প্রাণাদির অভিমানী পরব্রহ্মই বিশ্বৈককারণ হওয়ায় বেদের আপ্তত্ব স্থির।
পঞ্চম	দৃশ্যতে ত্বিত্যধিকরণ	জগদাদি ব্রহ্ম হইতে বিরূপ হইলেও তাঁহারই কারণতা নিশ্চিত। প্রাকৃত পদার্থেও উপাদান ও উপাদেয়ের বিরূপতা দৃষ্ট হয়।
ষষ্ঠ	অসদিতি চেত্যধিকরণ	পরব্রহ্ম ও জগতের বৈরূপ্য হইলেও তাঁহারই শক্তির বিশ্বরূপে পরিণতি, দ্রব্যান্তর নহে।
সপ্তম	এতেন শিষ্টেত্যধিকরণ	বেদবিরোধী কপিল ও পতঞ্জলীর নিরাস-দ্বারা তদ্রূপ ন্যায় ও বৈশেষিকও নিরাকৃত হইল।
অষ্টম	ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগাধিকরণ	উপাদেয় বিশ্ব, জীব, শক্তি ও মায়াশক্তিযুক্ত উপাদান ব্রহ্ম

সংখ্যা	সূত্র	অধিকরণনাম	বিষয়
			হইতে বিলক্ষণ নহে। উৎপত্তির পূর্ব্বে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত জগৎ অসৎ, উহা ধর্ম্মান্তর বা অলীক নহে।
		ইতরব্যপদেশাধিকরণ	জীব-কর্তৃত্ব-স্বীকারে হিতাকরণাদি দোষের প্রসক্তি, জীব হইতে ব্রহ্মের আধিক্য, জীবের স্বাতন্ত্র্য উপাধীন।
		উপসংহার-দর্শনেতাধিকরণ	জীবে দৃশ্যমান কার্য্যের কর্তৃত্ব তাহার অস্বাতন্ত্র্য-হেতু পরমেশপ্রত, কেবল প্রযোজকরূপে নহে।
		কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাধিকরণ	নিরংশত্বহেতু জীবকর্তৃত্বপক্ষ দুষ্ট, শ্রুতিপ্রমাণে ব্রহ্মকর্তৃত্বই সিদ্ধ, অচিন্ত্যশক্তির প্রভাব শ্রুতিমাত্রগম্য।
			সর্ব্বশক্তিপূর্ণত্ব ও অচিন্ত্য-পরশক্তির যোগহেতু শ্রীহরির কর্তৃত্বই যুক্ত। প্রাকৃত দেহহীন হইলেও পরশক্তিদ্বারা অপ্রাকৃত দেহাদিমান্।
ত্রয়োদশ	৩২-৩৩		পূর্ণব্রহ্মে প্রয়োজনাভাবে লৌকিকবৎলীলার্থই সৃষ্ট্যাদির প্রবৃত্তি।
চতুর্দ্দশ			অনাদিকর্ম্মের অপেক্ষায় সৃষ্ট্যাদিহেতু শ্রীহরির সৃষ্ট্যাদিতে পক্ষপাতিত্ব বা হেয়ত্ব হইতে পারে না।
পঞ্চদশ		সর্ব্বধর্ম্মোপপত্ত্যধিকরণ	অচিন্ত্য-স্বরূপ পরমেশে বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ সকল ধর্ম্মের উপপত্তি হওয়ায় ভক্তবাৎসল্যাদি তাঁহার গুণরূপেই শ্রদ্ধেয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

[পরপক্ষ-দূষণ]

প্রথম		রচনানুপপত্তেরিত্যধিকরণ	অচেতন প্রধানের উপাদান-কারণতা প্রমাণিত হয় না।
দ্বিতীয়		মহদ্দীর্ঘবদ্বাধিকরণ	নিরবয়ব পরমাণু হইতে সাবয়ব দ্ব্যণুকাদির উদ্ভব অসম্ভব। ত্রুটি দ্ব্যণুকাদি হইতে মহৎ ও দীর্ঘ ত্র্যণুকাদির উৎপত্তির ন্যায় নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক মত অশ্রদ্ধেয়।
		সমুদায় উভয়াধিকরণ	ভূতভৌতিক ও চিত্তচৈত্ত সমুদায়দ্বয়-দ্বারা জগদাত্মক সমুদায়ের অসিদ্ধি হওয়ায় বৈভাষিকাদি মত ভ্রান্ত।
		নাভাব উপলব্ধেরধিকরণ	প্রত্যক্ষের অপলাপকারী বিজ্ঞানমাত্রবাদী যোগাচারের মত অপ্রমাণিত। ক্ষণিকবাদীর বাসনার অভাবে বৈচিত্র্য অসম্ভব।
পঞ্চম			সর্ব্বপ্রকারে অপ্রমাণ হওয়ায় শূন্যবাদরূপ মাধ্যমিক মত অযুক্ত।
ষষ্ঠ	৩৩ ৩৬	নৈকস্মিন্নসম্ভবাধিকরণ	জৈনগণের সপ্তভঙ্গি-ন্যায় যুগপৎ বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশ করিতে পারে না। ঐ মত দুষ্ট।
সপ্তম		পত্যুরসামঞ্জস্যাধিকরণ	পতির মিল না থাকায় পাশুপত, গাণপত, সৌরাদি মতসমূহ নিরাকৃত। ইহাতে সম্বন্ধ ও অধিষ্ঠানের অপ্রমাণ।

সংখ্যা	সূত্র	অধিকরণনাম	বিষয়
অষ্টম	৪২-৪৫	উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণ	বেদবিরোধী অনুমান-দ্বারা কাল্পনিক শক্তিবাদ বিশ্বের উৎপত্তিতে প্রমাণ-সাধনে অসমর্থ।

দ্বিতীয় অধ্যায়—তৃতীয় পাদ

[কৃতোৎপত্তিতে শ্রুতি-বিরোধী বাক্যের পরিহার-দ্বারা শ্রীহরির সর্ব্বেশ্বর]

প্রথম		ন বিয়দিত্যধিকরণ	আকাশের উৎপত্তি
দ্বিতীয়		এতেন মাতরিশ্বেত্যধিকরণ	বায়ুর উৎপত্তি
তৃতীয়		অসম্ভবস্তু সত ইত্যধিকরণ	প্রমাণিত না হওয়ায় সৎস্বরূপ শ্রীহরির উৎপত্তি নাই।
চতুর্থ		তেজোঽত ইত্যধিকরণ	বায়ু হইতে তেজের জন্ম
পঞ্চম		আপ ইত্যধিকরণ	তেজ হইতে জলের উদ্ভব।
ষষ্ঠ		পৃথিব্যধিকারেত্যধিকরণ	অন্ন-শব্দে পৃথিবী গ্রহণীয়। জল হইতে তাহার উদ্ভব।
সপ্তম		তদভিধ্যানাদেবেত্যধিকরণ	শ্রীহরির সঙ্কল্প হইতে কৃতগ্রামের সৃষ্টি।
অষ্টম		বিপর্য্যয়েণেত্যধিকরণ	বিপর্য্যয়ে দৃষ্টক্রম তৎকারণত্বে উপপন্ন।
নবম		অন্তরা বিজ্ঞান-মনসীত্যধিকরণ	সাক্ষাৎ সম্বন্ধের হইতে সমস্ত জগতের উৎপত্তি।
দশম		চরাচরব্যপাশ্রয়েত্যধিকরণ	চরাচর-বাচক সমস্ত শব্দের মুখ্যার্থ শ্রীহরির বাচক।
একাদশ		নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাধিকরণ	জীবের স্বরূপে উৎপত্তি নাই।
দ্বাদশ		জ্ঞোঽত এবেত্যধিকরণ	আত্মা জ্ঞান ও জ্ঞাতা।
ত্রয়োদশ		উৎক্রান্তিগত্যাগতীনামিত্যধিকরণ	জীব পরমাণু, বিভু নহে ; উহার উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি আছে।
	৩১-৩৭	কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাধিকরণ	শাস্ত্রার্থবত্ত্বহেতু জীব কর্ত্তা, মুক্তেরও কর্তৃত্ব সিদ্ধ।
	৩৮	যথা চ তক্ষোভয়থেত্যধিকরণ	জীব প্রাণাদি-দ্বারা কর্ত্তা এবং প্রাণাদির গ্রহণে নিজশক্তি-দ্বারা কর্ত্তা।
		পরাত্তু তচ্ছ্রুতেরিত্যধিকরণ	জীবের কর্তৃত্ব পরমেশাধীন।
		অংশো নানাব্যপদেশাদ্যধিকরণ	জীব শ্রীহরির অংশ, জীব হইতে শ্রীহরি ভিন্ন হইয়াও তৎসম্বন্ধাপেক্ষী।
অষ্টাদশ		প্রকাশাদিবন্নৈবংপর ইত্যধিকরণ	স্বাংশ মৎস্যাদি অবতার জীববৎ নহে ; স্বাংশ হইতে অংশীর ভেদ নাই।
ঊনবিংশ		অনুষ্ঠানিয়মাদিত্যধিকরণ	স্বরূপতঃ সাম্য থাকিলেও অদৃষ্টের অনিয়ম বশতঃ নানাবিধ।

দ্বিতীয় অধ্যায়—চতুর্থ পাদ

[প্রাণবিষয়ে শ্রুতিবিরোধের পরিহার]

প্রথম		তথা প্রাণা ইত্যধিকরণ	প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি।
দ্বিতীয়		সপ্তগতের্বিশেষিত্বাধিকরণ	মুখ্যপ্রাণ সাতটী, হস্তাদি গৌণ, ১১টী প্রাণ।
তৃতীয়		অণবশ্চেত্যধিকরণ	ইন্দ্রিয়গুলি অণুরূপ।

সংখ্যা	অধিকরণনাম	বিষয়
চতুর্থ	শ্রেষ্ঠশ্চেত্যধিকরণ	মুখ্য প্রাণ আকাশাদির ন্যায় পরেশ হইতে উৎপন্ন।
পঞ্চম	ন বায়ুক্রিয়ে ইত্যধিকরণ	প্রাণ বায়ু বা স্পন্দন-ক্রিয়া নহে, জীবের উপকরণ, প্রধান সহায়ক।
ষষ্ঠ	অকরণত্বাচ্চেত্যধিকরণ	শরীরেন্দ্রিয়-ধারণই প্রাণের প্রধান কর্ম্ম, প্রাণই জীবের মুখ্য উপকরণ।
সপ্তম	পঞ্চবৃত্তির্মনোবদিত্যধিকরণ	একই প্রাণ হৃদয়াদি পঞ্চস্থানে পঞ্চপ্রকারে বর্ত্তমান থাকিয়া পৃথক্ কার্য্য সাধন করে।
অষ্টম	অণুশ্চেত্যধিকরণ	প্রাণ অণু-পরিমিত, উৎক্রান্ত্যাদি আছে।
নবম	জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানন্তিত্যধিকরণ	জ্যোতিস্তত্ত্ব ব্রহ্মই উহাদের মুখ্য প্রবর্ত্তক।
দশম	ইন্দ্রিয়াণীত্যধিকরণ	প্রাণ-শব্দে মুখ্যেতর ইন্দ্রিয়সকল বুঝিতে হইবে।
একাদশ	সংজ্ঞামূর্ত্তিকপ্তিরিত্যধিকরণ	ত্রিবৃৎকর্ত্তা পরমেশ্বরই নাম ও রূপাদির কর্ত্তা।
দ্বাদশ	মাংসাদিভৌমমিত্যধিকরণ	মাংসাদি পার্থিব, রক্ত ও অন্ন্যাদি-ক্রমে জলীয় ও তৈজস।

তৃতীয়াধ্যায় (সাধনাধ্যায়)—অভিধেয়তত্ত্ব

তৃতীয় অধ্যায়—প্রথম পাদ

[প্রাপ্যেতর-বিরাগ]

প্রথম	তদন্তরপ্রতিপত্তাবিত্যধিকরণ	জীবের সূক্ষ্মভূতের সহিত দেহান্তর-প্রাপ্তি।
দ্বিতীয়	কৃতাত্যয়েঽনুশয়বানিত্যধিকরণ	পাপীদিগের যমপুরে গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন হয়।
তৃতীয়	অনিষ্টাদিকারিণামিত্যধিকরণ	নরকভোগ।
চতুর্থ	তৎস্বাভাব্যাপত্তিরিত্যধিকরণ	জীবের আকাশাদিভাব তৎসাদৃশ্যাপত্তি।
পঞ্চম	নাতিচিরেণ বিশেষাধিকরণ	আকাশাদি ভাব-প্রাপ্তিতে ঐক্য নিরূপণ, ব্রীহ্যাদিতে সংশ্লেষ মাত্র।

তৃতীয় অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

[প্রাপ্য-কৃষ্ণ ভক্তি]

প্রথম	সন্ধ্যে সৃষ্টিরিত্যধিকরণ	স্বাপ্নিকী সৃষ্টি পরমেশকর্ত্তৃকা।
দ্বিতীয়	সূচকশ্চ হীত্যধিকরণ	শুভাশুভের সূচক স্বপ্নাদ্যে উহা সত্য।
তৃতীয়	দেহযোগাদ্বেত্যধিকরণ	দেহযোগহেতু জাগরও পরেশকর্ত্তৃক।
চতুর্থ	তদভাবো নাড়ীষিত্যধিকরণ	নাড়ী, ব্রহ্ম ও পুরীতৎ সুষুপ্তির সমুচ্চয়, ব্রহ্ম হইতে প্রবোধ, সুষুপ্তেই জাগরণ।
পঞ্চম	মুগ্ধেঽর্দ্ধসংপ্রাপ্তিরিত্যধিকরণ	মূর্চ্ছাবস্থায় জীবের ব্রহ্মাপ্তি অর্দ্ধমাত্র।
ষষ্ঠ	ন স্থানতোঽপীত্যধিকরণ	স্থানভেদেও পরমেশের রূপ ভেদ নাই। তিনি অচিন্ত্যশক্তির দ্বারা যুগপৎ একই স্বরূপ সর্ব্বত্র প্রকাশ করেন।
সপ্তম	অতএবদেবেত্যধিকরণ	শ্রীহরির দেহ ও দেহীর ভেদ নাই, তিনি স্বপ্রকাশ বিগ্রহ, তাঁহার বিগ্রহই আত্মা, আত্মাই বিগ্রহ।

সংখ্যা	সূত্র	অধিকরণনাম	বিষয়
অষ্টম	১৮	অতএব চোপমেত্যধিকরণ	সেব্য পরমাত্মা সেবক জীব হইতে ভিন্ন।
নবম	১৯-২১	অনুবন্ধগ্রহণাদিত্যধিকরণ	জীব চিদাভাস নহে ; অবিদ্যা পরমাত্মারই শক্তিবিশেষ।
দশম	২২	প্রকৃতৈতাবত্ত্বমিত্যধিকরণ	শ্রীহরিরমূর্ত্তি নিরূপণের পর রূপের সীমার নিষেধার্থ 'নেতি নেতি' শ্রুতিবাক্য।
একাদশ		তদব্যক্তমাহ হীত্যধিকরণ	শ্রীহরি ব্যাপক, অব্যক্ত, অক্ষর ও পরমগতি।
দ্বাদশ		অপি সংরাধনে ইত্যধিকরণ	সম্যগ্‌ভক্তিতে পরমেশের চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ হয়। ধ্যানের সম্যগ্ অভ্যাস হইতেই তাঁহার প্রকাশ।
			শ্রীহরি জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ হইয়াও জ্ঞানরূপ ও আনন্দরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট ; গুণগুণিভেদ নিষিদ্ধ।
চতুর্দ্দশ	৩২-৩৪	পরমতঃ সেতূন্মানেত্যধিকরণ	ঈশানন্দ জীবানন্দ হইতে জাতি ও পরিমাণে উৎকৃষ্ট।
পঞ্চদশ	৩৫-৩৬	স্থানবিশেষাদিত্যধিকরণ	শ্রীহরি একরূপ হইলেও স্থান, ধাম ও ভক্ত-বিশেষে, ভাবগত তারতম্যে তাঁহার প্রকাশ ভেদ।
ষোড়শ	৩৭	তথান্যপ্রতিষেধাদিত্যধিকরণ	উপাস্য শ্রীহরিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।
সপ্তদশ	৩৮-৪২	অনেন সর্ব্বগতত্বমিত্যধিকরণ	শ্রীহরি মধ্যমাকার হইয়াও সর্ব্বব্যাপী, তিনিই সর্ব্বফল-প্রদাতা।

তৃতীয় অধ্যায়—তৃতীয় পাদ

[ভগবদ্‌গুণোপাসনা নির্ণীতা]

প্রথম		সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়মিত্যধিকরণ	সমগ্র বেদের নির্ণয়-দ্বারা উৎপাদ্য জ্ঞান পরব্রহ্ম শ্রীহরি।
দ্বিতীয়		উপসংহার ইত্যধিকরণ	পরমেশের উপাসনায় সর্ব্বশাখায় পঠিত গুণাবলী মিলিত করিতে হইবে।
তৃতীয়		ন বা প্রকরণভেদেত্যধিকরণ	একান্তী ভক্তের পক্ষে উপাস্যেতর শ্রীবিগ্রহের গুণগুলির সংগ্রহের প্রয়োজন নাই।
		ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসমিত্যধিকরণ	বাল্যাদি-বিশিষ্ট হইলেও বিভুত্বদ্বারা পরমেশ ভক্তোপাসকে নানা-বয়স প্রকটিত করেন।
পঞ্চম		সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেত্যধিকরণ	শ্রীহরি, তৎপরিকর ও লীলার অভেদবশতঃ পূর্ব্বকালে যাহা থাকেন, উত্তর কালে তাহারই প্রকাশ।
ষষ্ঠ	১২	আনন্দাদয় ইত্যধিকরণ	ব্রহ্মের আনন্দাদিগুণ উপাসনায় একত্র সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।
সপ্তম	১৩-১৮	প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়াবিত্যধিকরণ	মুখ্যগুণ আনন্দময়ত্বাদি ব্যতীত গৌণ অপর গুণের সর্ব্বত্র সংগ্রহের প্রয়োজন নাই।
অষ্টম		কার্য্যাখ্যানাদপূর্ব্বমিত্যধিকরণ	পূর্ণানন্দাদি গুণের ন্যায় পিতা, সুহৃদ্, পুত্রাদিরূপে শ্রীহরির ধ্যান করিতে হইবে।
নবম		সমান এবাকৃত্যধিকরণ	ভগবানের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আত্মা হইতে অনতিরিক্ত বিগ্রহভুক্ত। আত্মার উপাসনায় মোক্ষ।
দশম		বেধাদ্যর্থভেদাদিত্যধিকরণ	জীবের ক্লেশদায়ক ভেদাদিযুক্ত উপাস্য নহে। মুমুক্ষুদিগের হিংসাকর্ম্মে অধিকার নাই।

সংখ্যা	সূত্র	অধিকরণ-নাম	বিষয়
একাদশ	২৭-২৮	হানৌ তূপায়নেত্যধিকরণ	জীবের পাপ-হানিতেও শ্রীহরি উপাস্য, তৎকালে ঐ উপাসনা রাগপ্রাপ্ত।
	২৯-৩০	উভয়াবিরোধাদিত্যধিকরণ	সৎপ্রসঙ্গক্রমে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য, উভয়-প্রকার ভক্তির প্রাপ্তি-সম্ভাবনা।
ত্রয়োদশ	৩১	উপপন্নস্তল্লক্ষণেত্যধিকরণ	কচিদ্ভাগে নিগুণ ভক্তই শ্রেষ্ঠ।
চতুর্দ্দশ	৩২-৩৩	অনিয়মঃ সর্ব্বেষামিত্যধিকরণ	শ্রবণাদির একাঙ্গ বা অনেকাঙ্গ-যাজনে ভগবৎ-প্রাপ্তি।
পঞ্চদশ	৩৪-৩৫	অক্ষরধিয়াস্ত্ববরোধ ইত্যধিকরণ	বিভুজ্ঞানানন্দ হইতে অভিন্নবিগ্রহের অন্তর্লক্ষ্যরূপে জ্ঞান—ব্রহ্মস্বরূপের অসাধারণ জ্ঞান, সর্ব্বত্র চিন্তনীয়।
	অন্যথা ভূতগ্রামবদিত্যধিকরণ		শুকের দৃষ্টিতে পরব্যোমপুর ভূতনিবাসবৎ শ্রীহরিলোক প্রতীত হয়। তাহা দোষ।
	দৈব হি সত্যাদয় ইত্যধিকরণ		মায়া হইতে ভিন্ন বহ্নির উষ্ণতার ন্যায় পরমেশ্বরে পরানাম্নী স্বাভাবিকী স্বরূপানুবন্ধিনী শক্তি আছে।
ষোড়শ		কামাদীতরত্রেত্যধিকরণ	পরেশের শ্রীরূপা শক্তি পরাশক্তি, তিনি পরব্যোমস্থা; তিনি ভগবানের সহিত প্রপঞ্চে অবতরণ করেন।
ঊনবিংশ		চমসবদবিশেষাদিত্যধিকরণ	শুদ্ধভক্ত কেবল শ্রীকৃষ্ণরূপেই উপাস্য, শ্রীরামাদিরূপে নহে,—এরূপ নিয়ম নাই, দেবান্তর-উপাসনা ত্যাগ করিয়া তত্তৎ ব্যক্তির উপাসনাতে দোষ নাই।
	প্রদানবদেবেত্যধিকরণ		গুরুর প্রসাদ-সহকৃত শ্রবণাদি সাধনেই শ্রীহরি-লাভ।
	লিঙ্গভূয়স্ত্বাধিকরণ		কেবল নিজ প্রযত্ন-দ্বারা হরি-লাভ সিদ্ধ নহে। গুরুপ্রসাদই বলবান্, নিজ প্রযত্নও সহকারী।
বিংশ		পূর্ব্ববিকল্প ইত্যধিকরণ	জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপগত ঐক্যভাবনা ভক্তিরই প্রকার-বিশেষ।
ত্রয়োবিংশ	৪৮-৫০	বিদ্যৈব তিত্যধিকরণ	শাস্ত্রজ্ঞানপূর্ব্বক উপাসনার নাম বিদ্যা, তাহা দ্বারাই শ্রীহরির লাভ।
চতুর্বিংশ		অনুবন্ধাদিত্য ইত্যধিকরণ	সাধুপরিচর্য্যা দ্বারা শ্রীহরির প্রীতিলাভ। প্রপন্নে সাধুর স্বাভাব্য বিদ্যমান।
পঞ্চবিংশ		প্রজান্তরপৃথক্ত্বাদিত্যধিকরণ	উপাসনার তারতম্যে শ্রীহরিপ্রাপ্তির ভেদ। প্রকটলীলায় সাযুজ্য-দর্শনে স্বর্গাদিলাভ, মুক্তি নহে।
ষড়্বিংশ		পরেণ চ শব্দস্যেত্যধিকরণ	ভক্তিই বল, তদ্দ্বারা শ্রীহরির স্মরণ। সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা; তদ্দ্বারা স্বস্বরূপ ও পরমাত্মস্বরূপের বোধ ও সম্বন্ধ-জ্ঞান, পরে ভক্তি, প্রেমরূপে স্মরণ, সাক্ষাৎকার।
সপ্তবিংশ		এক আত্মন ইত্যধিকরণ	জঠরে, হৃদয়ে ও ব্রহ্মরন্ধ্রে আত্মরূপী বিষ্ণু উপাসনা-দ্বারা প্রসাদিত হইয়া নিত্যপদ প্রদান করেন।
অষ্টাবিংশ	৫৬-৫৮	ব্যতিরেকস্তদ্ভাবেত্যধিকরণ	ধ্যানানুসারে শ্রীহরির উদয়। ভগবদিচ্ছায় উপাসনার নানাত্ব।
ঊনত্রিংশ	৫৯	ত্বম ইত্যধিকরণ	পরমেশের বহুভাব তাঁহার সকল গুণের শ্রেষ্ঠ। তিনি তত্ত্বরূপেই উপাস্য।

সংখ্যা	সূত্র	অধিকরণনাম	বিষয়
ত্রিংশ	৬০	নানাশব্দাদিভেদাদিত্যধিকরণ	শ্রীহরির পৃথক্ পৃথক্ শ্রীবিগ্রহের উপাসনা-প্রণালীও পৃথক্।
একত্রিংশ	৬১	বিকল্পোঽবশিষ্টফলত্বাদিত্যধিকরণ	সংসঙ্গের অনুযায়ী ভগবৎসম্বন্ধ হইতে লব্ধ উপাসনাই অনুষ্ঠেয়।
		কাম্যাস্তু যথাকামমিত্যধিকরণ	সকাম উপাসক কামনার অনুসারে করিতে পারেন।
	৬২-৬৬	অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাব ইত্যাধিকরণ	শ্রীহরির প্রত্যঙ্গে তত্তচিত গুণের ধ্যান করিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়—চতুর্থ পাদ

[বিদ্যার স্বাতন্ত্র্য, কর্ম্মের তদধীনতা ও বিদ্যাবান্ পুরুষগণের বৈশিষ্ট্য]

প্রথম		পুরুষার্থোঽত ইত্যধিকরণ	বিদ্যা কেবল মুক্তিদাত্রী নহেন, ভক্তের কামনাও পূরণ করেন।
দ্বিতীয়		শেষত্বাৎ পুরুষার্থেত্যধিকরণ	জৈমিনি-পূর্ব্বপক্ষ—বিদ্যা কর্ম্মের ফল, ফলশ্রুতি পুরুষার্থবাদ-মাত্র।
		অধিকোপদেশাদ্যধিকরণ	কর্ম্ম অপেক্ষা বিদ্যা শ্রেষ্ঠা, ব্রহ্মিষ্ঠ বেদাধ্যয়ন-শীল, ব্রহ্মজ্ঞ নহেন।
চতুর্থ		কামকারেণ চৈক ইত্যধিকরণ	ব্রহ্মবিদ্ বিধিবাধ্য নহেন; তাঁহার হোমাদির প্রয়োজন নাই।
পঞ্চম		সর্ব্বাপেক্ষা চেত্যধিকরণ	যজ্ঞাদি-দ্বারা বিদ্যালাভ ও সম-দমাদি বিদ্যার অঙ্গ।
ষষ্ঠ		সর্ব্বান্নানুমতিশ্চেত্যধিকরণ	আপৎকালে ব্রহ্মজ্ঞ পরিনিষ্ঠিত যথেচ্ছ আহার করিতে পারেন, অবস্থাবিশেষে অন্যান্য খাদ্য স্বীকার্য্য।
সপ্তম	৩২-৩৩	বিহিতত্বাদধ্যাত্মাদ্যধিকরণ	ব্রহ্মবিদ্ পুরুষেরও বিদ্যাবর্দ্ধনার্থ বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ম্ম বিদ্যার সহকারিভাবে সাধনীয়।
অষ্টম		সর্ব্বথাপি ত্বত্রেত্যধিকরণ	পরিনিষ্ঠিতের পক্ষে সর্ব্বদা ভগবদ্ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও গৌণভাবে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বীকার্য্য।
নবম	৩৪-৩৮	অন্তরা চাপীত্যধিকরণ	আশ্রম-ধর্ম্ম ব্যতীতও স্বভাববিরুদ্ধগণের প্রাকৃত দ্বারা বিদ্যার উদয় হয়। বলবান্ সৎসঙ্গ-দ্বারাই তদুদয়।
দশম		অতস্ত্বিতরদ্যধিকরণ	নিরাশ্রম নিরপেক্ষের পতনাশঙ্কা নাই, তিনি বিধ্যতীত।
একাদশ		স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যধিকরণ	ভগবান্ নিরপেক্ষের সমস্ত প্রয়োজন সমাধান করেন। ভগবান্ তাঁহার নিকট আত্ম বিক্রয় করেন।
		সহকার্য্যন্তরবিধিঃপক্ষেত্যধিকরণ	নিরাশ্রমের ভ্রমাদি স্বতঃসিদ্ধ। নিরন্তর ভগবদ্ধ্যানই তাঁহার কর্ত্তব্য।
ত্রয়োদশ		উৎক্রান্ত্যাদ্যধিকরণ	শমদমাদি-ভূষিত পুরুষ সাশ্রম বা নিরাশ্রম হউন, বিদ্যার অধিকারী হইবেন।
চতুর্দ্দশ		অনাবিষ্কুর্ব্বন্নিত্যধিকরণ	বিদ্যা শুদ্ধা ও যোগ্য পাত্রে প্রেয়া।
পঞ্চদশ		ঐহিকমপ্রস্তুতেত্যধিকরণ	প্রতিবন্ধক না থাকিলে ইহজন্মে বা জন্মান্তরে বিদ্যার উৎপত্তি হয়।
ষোড়শ		এবং মুক্তিফলানিয়মেত্যধিকরণ	প্রারব্ধ-ক্ষয়েই মুক্তি, দেহের পতন বা অপতনের নিয়ম নাই, প্রারব্ধ থাকিলে মুক্তি দেহান্তরাপেক্ষিণী।

চতুর্থ অধ্যায় (ফলাধ্যায়) - প্রয়োজনতত্ত্ব

চতুর্থ অধ্যায়—প্রথম পাদ

[প্রারব্ধাতিরিক্ত কর্ম্মনিবৃত্তি]

সংখ্যা	সূত্র	অধিকরণনাম	বিষয়
প্রথম	১-২	আবৃত্তিরসকৃদিত্যধিকরণ	আত্ম সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গের পুনঃ অভ্যাস কর্ত্তব্য।
		আত্মেতীত্যধিকরণ	নিত্যৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্যসম্পন্ন পুরুষাকার বিজ্ঞানানন্দ-স্বরূপ বিভু-বস্তু আত্মরূপে উপাস্য।
		ন প্রতীকে হীত্যধিকরণ	ইন্দ্রিয়ে আত্মবুদ্ধি অসঙ্গত, উহা আত্মজ্ঞানের অধিষ্ঠান।
		ব্রহ্মদৃষ্টিরিত্যধিকরণ	ঈশ্বরে আত্মদৃষ্টির ন্যায় ব্রহ্মদৃষ্টির নিত্য কর্ত্তব্যতা।
		আদিত্যাদিমতয় ইত্যধিকরণ	ঈশ্বরের অপ্রাকৃত চক্ষুরাদিতে সূর্য্যাদিজনকত্বও থাকে।
		আসীনঃ সম্ভবাদিত্যধিকরণ	স্মরণে আসনাদির উপযোগিতা আছে। চিত্তৈকাগ্র্য মুখ্য উদ্দেশ্য।
		যত্রৈকাগ্রতেত্যধিকরণ	চিত্তের একাগ্রতা যে-সকল স্থান, কালাদিতে আশ্রয় করিবে, তাহাই অবলম্বনীয়। দেশাদির নিয়মাভাব।
		আপ্রয়াণাদধিকরণ	মোক্ষ পর্য্যন্ত ও মোক্ষলাভের পরেও উপাসনা কর্ত্তব্য।
		তদধিগমাদিকরণ	ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে ক্রিয়মাণ পাপের অশ্লেষ ও সঞ্চিত পাপের ক্ষয় অবশ্যই হয়।
		ইতরস্যাপ্যেবমিত্যধিকরণ	পাপের ন্যায় পুণ্যেরও বিদ্যা-দ্বারা অশ্লেষ ও বিনাশ ঘটে।
		অনারব্ধকার্য্য ইত্যধিকরণ	বিদ্যা-দ্বারা অনারব্ধ কার্য্য পাপ-পুণ্যের বিনাশ হয়। আরব্ধ কার্য্যের নাশ হয় না। ঈশ্বরেচ্ছায় ভক্তের দেহস্থিতি।
		অগ্নিহোত্রাদীত্যধিকরণ	বিদ্যার উদয়ে নিত্যকর্ম্ম ব্যতীত অপর পুরাতন কর্ম্মের বিনাশ। নিত্যকর্ম্মের ও স্বর্গাদি-ফলের বিনাশ হয়।
ত্রয়োদশ		অতোঽন্যাপীত্যধিকরণ	ব্রহ্মরত কোন কোন নিরপেক্ষের ভোগ-ব্যতিরেকে প্রারব্ধ পুণ্য ও পাপের ক্ষয় হয়। বিদ্যা স্বতন্ত্রা।

চতুর্থ অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

[নিয়মাণের উৎক্রান্তি]

প্রথম	বাঙ্মনসীত্যধিকরণ	বাগাদি স্বরূপতঃ মনে সংযুক্ত হয়।
দ্বিতীয়	তন্মনঃপ্রাণেত্যধিকরণ	সর্ব্বেন্দ্রিয়-সহ ঐ মন প্রাণে সম্পন্ন হয়।
তৃতীয়	সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিত্যধিকরণ	প্রাণ দেহেন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা জীবে প্রবেশ করে।
চতুর্থ	ভূতেষ্বিত্যধিকরণ	জীব পঞ্চ ভূতেই মিলিত হয়।
পঞ্চম	সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদিত্যধিকরণ	নাড়ীপ্রবেশের পূর্ব্বে অন্ন ও বিদ্যের উৎক্রান্তি সমান। নাড়ীপ্রবেশ-কালে ভেদ। বিদ্যের সুষুম্না-নাড়ী।
ষষ্ঠ	তানি পর ইত্যধিকরণ	বিদ্যের বাগাদি ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও ভূতসকল সর্ব্বাত্মভূত পর-ব্রহ্মেই সম্পন্ন হয়।

সংখ্যা	সূত্র	অধিকরণনাম	বিষয়
সপ্তম	১৬	অবিভাগেত্যধিকরণ	অচিচ্ছক্তি-বিশিষ্ট পরমাত্মার সহিত প্রাপাদির তাদাত্ম্যাপত্তি হয়।
অষ্টম		তদোকোঽগ্রজ্বলনাধিকরণ	বিদ্বান্ পুরুষ বিদ্যাসামর্থ্যে ভগবদনুগ্রহে রবিরশ্মির সহিত একীভূত সুষুম্না নাড়ী-দ্বারা গমন করেন।
		রশ্ম্যনুসার্যধিকরণ	বিদ্বান্ ব্যক্তির মৃত্যু দিবা বা রাত্রিতে হউক, তাঁহার গমন রশ্ম্যনুসারী ; দিবা ও রাত্রিতে বৈশিষ্ট্য নাই।
		নিশি নেতীত্যধিকরণ	বিদ্যা-দ্বারা প্রতিবন্ধ-ক্ষয়ে দক্ষিণায়নে মৃত্যু ঘটিলেও বিদ্বান্ বিদ্যাফল লাভ করেন। উত্তরায়ণ-শব্দে আতিবাহিক দেবতা বলা হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়—তৃতীয় পাদ

[অর্চিরাদি মার্গ ও বিষ্ণুলোক]

	অর্চিরাদীত্যধিকরণ	সকল বিদ্বান্ই অর্চিরাদি মার্গের অবলম্বনে ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ করেন।
দ্বিতীয়	বায্বব্দাদিত্যধিকরণ	ত্রয়োদশ মার্গে মহাপ্রয়াণ। সাংবৎসরের পর বায়ুলোকের সন্নিবেশ।
তৃতীয়	তড়িতোঽধীত্যধিকরণ	বিদ্যুল্লোকের পর বরুণলোকের সন্নিবেশ।
চতুর্থ	আতিবাহিকাধিকরণ	অতিবাহকার্থে পুরুষোত্তম নিজ উপাসকগণের আনয়নার্থ অর্চিরাদি দেবগণের নিয়োগ করিয়াছেন।
	বৈদ্যুতেনৈবাধিকরণ	ভগবৎপার্ষদগণ বিদ্যুৎস্থান পর্য্যন্ত আসিয়াই উপাসককে শ্রীহরিলোক পাওয়ান।
	কার্য্যং বাদরিরিত্যধিকরণ	বাদরিমতে অর্চিরাদি দেবতা উপাসককে চতুর্মুখ ব্রহ্মার লোকে লইয়া যান।
সপ্তম	পরং জৈমিনিরিত্যধিকরণ	জৈমিনি-মতে অমানব পুরুষ উপাসককে পরব্রহ্মধাম বিষ্ণু-লোকে লইয়া যান।
অষ্টম	অপ্রতীকালম্বনাধিকরণ	নামাদির উপাসক প্রতীকাশ্রয় পুরুষ এবং সলিলাদি অপ্রতীকা-শ্রিত ভগবদ্রূপাপক, উভয়েই ভগবৎপদে নীত হয়েন।
	বিশেষঞ্চেত্যধিকরণ	ভগবদ্বিরহে অতীব্রাত্ত ভক্তের স্বপদপ্রাপ্তির বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া স্বয়ং হরি স্বধামে গ্রহণ করেন।

চতুর্থ অধ্যায়—চতুর্থ পাদ

[মুক্তগণের ভোগৈশ্বর্য্য]

প্রথম	সম্পদ্যাবির্ভাবাধিকরণ	জ্ঞান-বৈরাগ্য-নিষেবিতা ভক্তি-দ্বারা পর জ্যোতিঃস্বরূপত্ব-প্রাপ্ত জীবের গুণাষ্টক-বিশিষ্ট স্বরূপের উদয় হয়।

সংখ্যা	সূত্র	অধিকরণনাম	বিষয়
দ্বিতীয়	৪	অবিভাগেন দৃষ্টাধিকরণ	মুক্তজীব অবিভাগে নামরূপ বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর পরম পুরুষে সহযোগ পা'ন।
তৃতীয়		ব্রাহ্মেণেত্যধিকরণ	ঈশ্বরের অপহত-পাপ্মত্বাদি গুণাষ্টক মুক্তজীবে উপগত হয়। জৈমিনি-মত, ঔডুলোমি-মতে অবিদ্যামুক্ত জীব চিন্মাত্র-স্বরূপে আবির্ভূত হন।
		এবমপ্যুপন্যাসাধিকরণ	নিজমতে চিন্মাত্রত্বেও গুণাষ্টকমুক্ততার বিরোধ নাই।
		সঙ্কল্পাদেবেত্যধিকরণ	মুক্তজীব সঙ্কল্পমাত্রই ভোগ পা'ন।
		অতএব চানন্যাধিকরণ	সত্যসঙ্কল্পতাপ্রযুক্ত মুক্তজীব অনন্যাধীন ও বিধি-নিষেধাতীত। কেবল পুরুষোত্তমের সেবায় আনন্দ পা'ন।
সপ্তম		বাদরিরিত্যধিকরণ	সত্যসঙ্কল্পতাহেতু মুক্তজীবের অবিগ্রহত্ব ও সবিগ্রহত্ব—উভয় স্বরূপই সিদ্ধ।
			অবিগ্রহেও মুক্তপুরুষের মানসসুখ অপরিহার্য্য। সবিগ্রহের ভোগ জাগ্রদ্বৎ হয়।
			মুক্তজীবের ঈশ্বর-কর্তৃক প্রজা প্রসৃত হওয়ায় তিনি সর্ব্বজ্ঞ হন।
			বিশ্বসৃষ্টি ও নিয়মন কেবল ব্রহ্মের কার্য্য। অন্য সকল কার্য্যে মুক্তজীবের সামর্থ্য আছে।
		অনাবৃত্তিরিত্যধিকরণ	ভগবদুপাসনা ও ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান-দ্বারা হরিলোকগত জীবের পুনরাবৃত্তি নাই।

অধ্যায় । পাদ	অধিকরণ	সূত্র	অধ্যায় । পাদ	অধিকরণ	সূত্র
১ । ১	১১	৩১	৩ । ১	৫	২৮
১ । ২	৭	৩৩	৩ । ২	১৭	৪২
১ । ৩	১১	৪০	৩ । ৩	৩৩	৬৮
১ । ৪	৮	২৮	৩ । ৪	১৬	৪২
	৩৭	১৩৫		৭১	১৯০
২ । ১	১৪	৩৭	৪ । ১	১৩	১৯
২ । ২	৮	৪৪	৪ । ২	১০	২১
২ । ৩	১৯	৪১	৪ । ৩	৯	১৬
২ । ৪	১২	২২	৪ । ৪	১১	২২
	৫৪	১৫৫		৪৩	৭৮

প্রথম অধ্যায়	৩৭	১৩৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	৫৪	১৫৫
তৃতীয় অধ্যায়	৭১	১৯০
চতুর্থ অধ্যায়	৪৩	৭৮
	২০৫	৫৫৮

শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্যে উদ্ধৃত প্রধান প্রধান প্রমাণ-গ্রন্থসূচী

(১) অগ্নিপুরাণ—৩।৩।৪ ; (২) ঈশোপনিষৎ—১।১।৯ ; ৩।১।১৩ ; ৩।৩।২৮, ৪০ ; ৩।৪।৭ ; (৩) ঋক্‌সংহিতা—১।১।১ ; ২।২।৩৭ ; ৩।৩।৬ ; ৯।১০ ; (৪) ঐতরেয়োপনিষৎ—১।১।৬ ; ২।১।৫ ; (৫) কঠোপনিষৎ—১।১।১. ৪, ১০, ১১ ১।২।১০, ১১, ২০; ১।৩।২৪, ৩৯, ৪০; ১।৪।১, ৬; ২।১।৩, ১১, ২৩, ২৭, ৩০, ৩৬; ২।৩।১৬, ৩১, ৪৯; ২।৪।৫; ৩।১।১৪; ৩।২।৪, ৪, ২৩, ২৪, ৩১, ৩২ ; ৩।৩।৫, ১৫, ৩৪, ৫৪ ; ৩।৪।১, ৫১; ৪।৩।১৩; ৪।৪।৪২ ; (৬) কূর্মপুরাণ—১।১।৩; ৩।২।৫ ; (৭) কেনোপনিষৎ—১।১।৪ ; (৮) কৈবল্যোপনিষৎ—১।২।৪৩ ; ৩।২।২৪; (৯) কৌণ্ডিন্যস্মৃতি—২।৪।১১ ; (১০) কৌষীতকী উপনিষৎ—১।১।২৮ ; ১।৪।১৬ ; ২।৩।২৫ ; ৪।১।১৭ ; ৪।৩।১, ২ ; (১১) কৌষারবী উপনিষৎ—৩।৪।৩২ (১২) গর্ভোপনিষৎ—২।৪।২১ ; (১৩) গরুড়-পুরাণ—১।১।১; ৩।২।২৫ ; (১৪) গীতা—১।১।৪, ৯, ১০, ১৭, ৩০ ; ১।২।৬, ৮, ২৬ ; ১।৩।২৩ ; ১।৪।৩, ৯; ২।১।২২, ২৩, ২৬, ৩৬; ২।৩।১৪, ১৯, ২৪, ৩১, ৩৮, ৪১, ৪৩; ২।৪।১৭; ৩।২।২৩, ২৪, ২৭, ৩৭, ৩৮, ৪২; ৩।৩।১, ২৮, ৪৪, ৪৮, ৫৪ ; ৩।৪।১৭, ৩৪, ৩৮, ৪১, ৪৪, ৫০, ৫১ ; ৪।১।১০ ; ৪।২।২০, ২১ ; ৪।৩।১৬ ; ৪।৪।২০, ২২ ; (১৫) গোপালতাপনীয়োপনিষৎ—১।১।১, ২, ৪; ১।২।৩২; ২।১।২৭; ২।৩।১৭, ৪৪; ৩।২।১৪, ১৬, ১৭, ২৩, ২৭, ৩৮; ৩।৩।৬, ৮, ১০, ২০, ২৫, ২৬, ২৯, ৩২, ৫৮, ৪০, ৪২, ৪৩, ৪৬, ৪৭, ৬৩, ৬৪; ৩।৪।১২, ১৪, ১৫, ৪২; ৪।৩।১৬ ; (১৬) চতুর্বেদ-শিখোপনিষৎ—৩।৩।১৫ ; (১৭) চূলিকোপনিষৎ—১।৪।২৩ ; (১৮) ছান্দোগ্যোপনিষৎ—১।১।১, ৩, ১৫, ১৬, ২০, ২২, ২৩, ৩০; ১।২।১, ৮, ১২, ১৩, ২৫; ১।৩।৩, ৭, ১৩, ১৫, ১৮, ২৬, ৩১, ৩৪, ৩৭, ৪১; ১।৪।১৪, ২৩; ২।১।৫, ১৪, ২৬; ২।৩।১, ৩, ৪, ৭, ৯, ১০, ১৬; ২।৪।১১, ১৪, ২০; ৩।১।১, ৪, ৫, ৬, ৮, ১৮, ১৯, ২৩, ২৫, ২৭, ২৮; ৩।২।৭, ৮ ৯, ৩১, ৪১; ৩।৩।১৫, ৩৯, ৪৫, ৪৯; ৩।৪।৪, ২২, ২৮, ৩১, ৩৪, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫২; ৪।১।১, ৩, ৪, ৯, ১১, ১৩, ১৪; ৪।২।১, ২, ৩, ৭, ১৭, ১৯, ২০; ৪।৩।১, ৩, ৬, ৮, ৯, ১০, ১৩, ১৫; ৪।৪।১, ২, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ২১, ২২ ; (১৯) জাবালোপনিষৎ—৩।৪।৩৯, ৪৯ ; (২০) জৈনদর্শন—২।২।৩৩-৩৬ ; (২১) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ—১।১।১, ২, ৪, ৭, ১১, ১২, ১৪, ১৭, ১৮; ১।৩।৪৩; ১।৪।১৪, ২৪; ২।১।১; ২।৩।১, ২, ৭, ৯ ১৬, ৩১; ২।৪।২০; ৩।২।৩৮; ৩।৩।৪৬ ৫১, ৫২; ৩।৪।৬, ৭, ১২, ১৩; ৩।৪।৫৪; ৪।৪।১, ১৮, ২৫ ; (২২) নারদপঞ্চরাত্র—৩।২।৩১ ; (২৩) নারায়ণোপনিষৎ—২।১।৩৩, ৩৭ ; (২৪) নারায়ণাধ্যাত্ম—৩।২।২৭; ৩ ৪।৫২ ; (২৫) নৃসিংহতাপনীয়োপনিষৎ—৩।৩।৬; ৪।১।১২ ; (২৬) ন্যায়দর্শন—২.২।১১-১৭ ; (২৭) পদ্মপুরাণ—১।১।৯; ২।১।১; ২।৩।৪৩; ৩।২।১৬; ৩.৩।৫১, ৩।৪।৪৪; (২৮) পাতঞ্জল দর্শন—২।১।৩ ; (২৯) পাশুপতদর্শন—২।২।৩৭ ; (৩০) পুরুষসূক্ত—২।১।৪; ৩.৩.২৫; ৩ ৩।৪৮; ৪।১।৬ ; (৩১) পুরুষবোধিনী শ্রুতি—২।৩।৪৫ ; (৩২) পূর্ব মীমাংসা—১।১।৩; ১।১।২৯; ৩।২ ৪১; ৪।৩।১৪; ৪।৪।৫ ; (৩৩) প্রশ্নোপনিষৎ—১।৩।১৩; ২।৩।১৭, ২৩; ৩।১।১২; ৪।২।২, ১৮ ; (৩৪) বরাহপুরাণ—১।৩।৩০; ৩.২ ১০ ; ৪।১।১১ ; (৩৫) বামনপুরাণ—২।৩.১৪ ; (৩৬) বিষ্ণুপুরাণ—১।১।১. ৬, ১৩, ৩০; ১।২।২৪; ১।৩।২৬, ২৮, ৩০; ১ ৪।১০, ২৩, ২৬; ২।১।১, ১৬, ১৭ ২০, ২২, ৩০; ২।৩।১২, ১৫, ৪১; ২।৪।১০; ৩।২।৩১, ৩৩; ৩।৩।৩৯, ৪০; ৩।৪.২, ৩৪, ৪৮ ; (৩৭) বিষ্ণুধর্মোত্তর—৩।৪।৪৫ ; (৩৮) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—১.১.১, ২, ৪, ৪, ২১, ৩০; ১।২।১৩, ১৪, ১৫, ১৮, ২০; ১।৩।১০, ১১, ১২, ২৫, ৪২, ৪৩; ১।৪।৮, ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৯, ২২, ২৩; ২।১।৫, ৫৪; ২।৩.৩, ১৬, ২৬, ২৯, ৩৯, ৪১, ৪৬; ২।৪।১, ২, ৪, ৬, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৮; ৩।১।৩, ৭ ৮, ১৭; ৩।২।৭, ৯, ১৯, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৮, ৩৪, ৩৯, ৪০; ৩।৩।১, ১০ ১১, ১৭, ১৮, ২১, ৩৪, ৫৭, ৬২; ৩।৪।৩, ৮, ৯, ১৭, ২৩, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ৩২, ৩৪, ৩৬, ৪১, ৪৬, ৪৭, ৫১; ৪।১।১৪, ১৫, ১৬; ৪।২।৩, ৭, ১২; ৪।৩।১, ২; ৪.৪।৬, ১২, ১৩ ; (৩৯) বৃহদ্রথ—৪.৪।১২ ; (৪০) বৃহৎসংহিতা—৩।৩।৫৫ ; (৪১) বৈশেষিক দর্শন—২।১।১২, ১৪ ; (৪২) বৌদ্ধদর্শন—২।২।১৮-৩২ ; (৪৩) ব্রহ্মোপনিষৎ—৩।২।২৬ ; (৪৪) ব্রহ্মতর্ক—৪।৩।১.; (৪৫) ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ—১।৩ ৩২; ৩।২ ২৬ ; (৪৬) ব্রহ্মসংহিতা—২।১।৩১; ৩।২।১৭; ৩।৩।৬৬ ; (৪৭) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ—২।৩।২১ ; (৪৮) ভবিষ্যপুরাণ—২।১।৫, ৩৫ (৪৯) ভাগবত—১।১।১, ৪, ৬, ৭, ১১, ১৪ ; ১।২।৩৩ ; ১।৩।৩০ ; ১।৪.৩, ২১ ; ২।১।১১, ১৪, ২২, ৩১ ; ২।৩।১৮, ২৬, ৩৮, ৪৪ ৪৫ ; ২।৪।২, ২০ ; ৩।১।২, ৮ ; ৩।২।১৩ ৩৮ ; ৩.৩।৬, ৯, ১০, ১১, ১৯, ২০, ২৩, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯, ৩১, ৩৪, ৪১,

৪১, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৬০, ৬২; ৩।৪।১২, ২০, ৩৭, ৩৯, ৪০, ৪২, ৪৩, ৫১; ৪।১।৪, ১৩, ১৪, ১৫; ৪।২ ১৪, ১৬; ৪।৩।১১; ৪।৪।৫, ১২, ১৯, ২২ ; (৫০) ঋগ্বেদ শ্রুতি—১।৪।২৮ ; (৫১) বৃহন্নারদীয়পুরাণ—৩।২ ১৩ . (৫২) মনুসংহিতা—১।১।১; ২।১।১, ১১; ৩।১।২৬ ; (৫৩) মহাবরাহ-পুরাণ—২।৩।৪৫ ; (৫৪) মহাভারত—১।১।৩; ১।৩।১৮; ৩।৩।১; ৪।২।২০ ; (৫৫) মহোপনিষৎ—২।২।৩৭ ; (৫৬) মুণ্ডকোপনিষৎ—১।১।১; ১।২।১১. ২৩, ২৪ ১।৩।১, ২; ২।১।২২, ২৭, ৩৩; ২।৩।১১, ১৩, ১৮, ৪১; ২।৪।৫; ৩।২।২৪; ৩।৩।১৪, ৩৪, ৩৬, ৪৪, ৪৫, ৪৯, ৫৪, ৫৫; ৩।৪।১৬, ২২, ২৫; ৪।৪।৪ ; (৫৭) যজুঃসংহিতা—২।২।৩৭ ; (৫৮) রামতাপনীয়োপনিষৎ—৩।৩.৬. ১০, ৪৭ ; (৫৯) রামায়ণ—৩.৩।১০ ; (৬০) শাট্যায়নীয়োপনিষৎ—৪।১।১৭ ; (৬১) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—১।১।১, ২; ১।৪।১. ৪, ৭, ২৮; ২।১।১, ২১, ২৭, ৩০, ৩১, ৩২; ২।৩।৮, ১১, ২১, ৪১; ৩।২।১৭, ৩৭; ৩।৩।৩৭, ৩৯, ৪০; ৩।৪। ৪২, ৫০; ৪।১।৩, ৭, ১১; ৪।৪।১৫ ; (৬২) সামসংহিতা—৪।১।১২ ; (৬৩) সাংখ্যদর্শন—২।১।১; ২।২।১. ৬, ৮, ১০; ২।৪।৯ ; (৬৪) সুবালোপনিষৎ—১।২।২০; ২ ৩।৬, ১২, ১৩, ৪১ ; (৬৫) সৌপর্ণ শ্রুতি—৪।১।১২ ; (৬৬) স্কন্দপুরাণ—১।১।১; ১।২।১৩; ৩।২।১৭; ৩।৩.৩২ ।

নিয়মসেবা

আগামী ২৪শে আশ্বিন শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব ও শ্রীশ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি। তৎপরদিবস শ্রীমাধ্ব-তিথি বাহুলী মহাদ্বাদশী হইতে ঊর্জ্জাব্রত বা নিয়ম-সেবা আরম্ভ হইবে।

'নিয়ম' শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ—নিশ্চয়, ব্রত, অধ্যবসায়, প্রতিজ্ঞা, অঙ্গীকার ইত্যাদি। ভক্তিশাস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য দার্শনিক পরিভাষায়ও 'নিয়ম' শব্দ পাওয়া যায়। যথা—পাতঞ্জলদর্শনে,—

"শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।"

(পাতঃ যঃ ২।৩২)

শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান এই পাঁচ প্রকার অনুষ্ঠেয় ক্রিয়ার নাম নিয়ম।

অষ্টাঙ্গ যোগশাস্ত্রে 'যম' নামক যোগাঙ্গ সিদ্ধ হইলে 'নিয়ম' যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

কোন কোন মতে, শৌচ, তুষ্টি, সন্তোষ, তপস্যা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, স্নান, মৌন, উপবাস, ইজ্যা, স্বাধ্যায়, উপস্থবেগধারণ, অক্রোধ ও গুরুভক্তি এইগুলি নিয়ম।

"নিয়মাঃ পঞ্চ সত্যাদ্যা বাহ্যমাভ্যন্তরঃ দ্বিধা।
শৌচং তুষ্টিশ্চ সন্তোষস্তপশ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ॥
স্নানমৌনোপবাসেজ্যা-স্বাধ্যায়োপস্থনিগ্রহঃ।
অক্রোধো গুরৌ ভক্তিঃ শৌচকে নিয়মাঃ স্মৃতাঃ॥
যমাঃ পঞ্চাথ নিয়মাঃ শৌচং দ্বিবিধমীরিতম্।
সন্তোষস্তপসাং জপ্যং বাসুদেবার্চ্চনং যমঃ॥

(গরুড় পুরাণ)

অনেকের ধারণা,—নিয়মাদি কেবল বৈষ্ণবভক্তগণের জন্য, রাগানুগ ভক্ত বা উত্তমাধিকারী মহাজনগণ নিয়মকে বহুমানন করেন না। ইহা প্রচ্ছন্ন জড়বিলাসিগণেরই মতবাদ-বিশেষ। জড়বিলাসিগণ কখনও কোন নিয়ম পালন করিতে পারে না। নিয়ম পালন করিতে হইলে দৃঢ়তা ও স্বাভাবিক উৎকণ্ঠা একান্ত আবশ্যক। ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তগণের নিয়ম স্বাভাবিক উৎকণ্ঠাজাত; উহা নির্ব্বিশেষবাদী বা অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ব্রতী, তপস্বী প্রভৃতির ন্যায় কৃত্রিম বা জড়প্রতিষ্ঠা-অর্জ্জনের সম্ভার নহে। কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ লোকের নিকট ধার্ম্মিক ও শুদ্ধাচারী বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য নিয়মাদি-পালনের অভিনয় প্রদর্শন করে। কিন্তু কেহ কেহ ভক্তিপথে প্রবেশ করিয়াও কেবলমাত্র অনুকরণপ্রিয় হইয়া নিয়মাদি পালনের অভিনয় করিয়া থাকে। কিন্তু, নিয়মানুবর্ত্তিতার চেষ্টা কৃত্রিম ও আনুকরণিক হইলে অধিক

দিন স্থায়ী হয় না। যদিও বিধি বা শাসনের দ্বারা প্রথমমুখে নিয়মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তথাপি চিত্তে স্বাভাবিক অনুরাগ উপস্থিত না হইলে নিয়ম প্রকৃত প্রস্তাবে চিরস্থায়ী হয় না। 'নিয়ম' বিষয়টী 'ভক্তি' বা ভজন, তাহা কৃত্রিম বৈরাগ্য বা তপস্যা-জাতীয় ব্যাপার নহে। এজন্যই, ভক্তি-শাস্ত্রের পরিভাষায় 'নিয়মসেবা' শব্দের উল্লেখ আছে। রাগাত্মিকজন, শ্রীরূপের অন্তরঙ্গ ভৃত্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু কিরূপ নিয়মসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় পরিস্ফুট হইয়াছে,—

"রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা।
সাড়ে সাত প্রহর যায় কীর্ত্তন-স্মরণে।
দণ্ডে চারিদণ্ড আহার নিদ্রা কোনদিনে।
বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত কথন।
আজন্ম নাহিলা জিহ্বায় রসের স্পর্শন।
ছিণ্ডা কানি, কাঁথা বিনা না পরেন বসন।
সাবধানে প্রভুর কৈলা আজ্ঞার পালন।
প্রাণরক্ষা লাগি' যেবা করেন ভক্ষণ।
তাহা খাঞা আপনারে করে নির্ব্বেদন॥

(চৈঃ চঃ অ ৬।২০৯-২১৩)

আত্মানং চেদ্বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞানধুতাশয়ঃ।
কিমর্থং কস্য বা হেতোর্দেহং পুষ্ণাতি লম্পটঃ॥

(ভাঃ ৭।১৫।৩২)

জ্ঞানদ্বারা বিশোধিতচিত্ত ব্যক্তি আত্মতত্ত্বকে জানিতে পারিলে যখন সমস্তই লাভ করেন, তবে তাহা না করিয়া লম্পটগণ কি অভিপ্রায়ে, কি কারণেই বা কেবল দেহপুষ্টির জন্য যত্ন করিয়া থাকে?

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু "স্বনিয়ম-দশকম্" নামক দশটী শ্লোকে এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "স্বনিয়ম-দ্বাদশকম্" নামক বারটী শ্লোকে তাঁহাদের নিজ-নিজ নিয়ম বা ভজন-নিষ্ঠার কথা বর্ণন করিয়াছেন। উহাতে শ্রীশ্রীরূপানুগবর মহাজনগণের স্বাভাবিকী বিপ্রলম্ভময়ী চিত্তবৃত্তির সাক্ষ্য পাওয়া যায়। শ্রীল রঘুনাথ তাঁহার "স্বনিয়মদশকম্"-এ প্রথম শ্লোকে বলিতেছেন,—

"অহো মনো মে প্রভুবর-শচীগর্ভসুরপদে
স্মরণে শ্রীরূপে গণযুজি তদীয়-প্রণয়জে।
গিরীন্দ্রে রাধায়াঃ সরসি মধুপুর্য্যাং ব্রজবনে
ব্রজে ভক্তে গোষ্ঠালয়িষু পরমাস্তাং মম রতিঃ॥"

শ্রীগুরুদেবে, তৎপ্রদত্ত শ্রীমন্ত্রে, শ্রীহরিনামে, শ্রীশচী-নন্দনের পাদপদ্মে, শ্রীস্বরূপদামোদরে, শ্রীরূপপ্রভৃতে, গণাগ্রগণ্য শ্রীরূপাগ্রজ শ্রীসনাতনগোস্বামী প্রভৃতে, গিরিরাজ গোবর্দ্ধনে, শ্রীরাধাকুণ্ডে, শ্রীমথুরাপুরীতে, বৃন্দাবনে, গোষ্ঠে ও ব্রজবাসিগণের প্রতি আমার ঐকান্তিকী রতি থাকুক্।

শ্রীল রঘুনাথদাস-গোস্বামী প্রভুর ন্যায় শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও তাঁহার 'স্বনিয়ম-দ্বাদশকম্' নামক নিজ ভজননিয়মের প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন,—

'গুরৌ, শ্রীগৌরাঙ্গে, স্বহৃদিত-সুভক্তিপ্রকরণে
শচীসূনোর্লীলা-বিকসিত-সুতীর্থে, নিজমনৌ।
হরের্নাম্নি প্রেষ্ঠে, হরিভিধিষু, রূপানুগজনে
ভবপ্রোক্তে শাস্ত্রে, প্রতিজনি মমাস্তাং খলু রতিঃ॥

শ্রীগুরুদেবে, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুতে, তাঁহার কথিত শোভন-ভক্তির পথে, শচীনন্দনের লীলাদ্বারা শোভিত মনোরম নবদ্বীপাদি তীর্থে, নিজমনে, শ্রীহরির প্রিয়তম নামে, শ্রীহরির প্রিয়তিথিগুলিতে, শ্রীরূপ গোস্বামীর অনুগত ভক্তবর্গে এবং শ্রীশুকদেব-কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতে জন্মে জন্মে আমার রতি থাকুক্।

শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামী প্রভু তাঁহার 'স্বনিয়মদশকম্'এর দ্বিতীয় শ্লোকে বলিতেছেন,—

"ন চাত্রত্র ক্ষেত্রে হরিজনসনাথেঽপি সুজনা-
ন্নমস্যাদ্যং প্রেয়া দধদপি বসামি ক্ষণমপি।
সমং ভেত্তব্যগ্রাম্যাবলিভিরভিতস্তদপি কথাং
বিধাস্যে সংবাসং ব্রজভুবন এব প্রতিভবম্॥'

অর্থাৎ সুজনমুখবিগলিত কথামৃত আস্বাদনপূর্ব্বক, শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহাধিষ্ঠিত হইলেও অন্যস্থানে ক্ষণকালও বাস করিব না। কিন্তু, এই ব্রজভূমিতে গ্রাম্য সাধারণ জনের সহিত গ্রাম্যালাপ করিতে করিতে জন্মে জন্মে বাস করিব।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার "স্বনিয়ম-দ্বাদশকম্"এর চতুর্থ শ্লোকে বলিতেছেন,—

'কুটীরেঽপি ক্ষুদ্রে ব্রজভুবন-যোগ্যে ভবতলে
শচীসূনোস্তীর্থে ভবতি নিতরাং যে নিবসতিঃ।

ন চাহত্র ক্ষেত্রে বিবুধগণলেখো পুলকিতো
বসামি প্রাসাদে বিপুলনবরাজ্যাধিক ইহ ॥'

শচীনন্দন নব পাদপূত তীর্থস্থলে বৃক্ষনিম্নে ব্রজবাসীর আনুগত্যে ভজনের যোগ্য ক্ষুদ্র কুটীর-মধ্যে আমার প্রচুররূপে নিবাস হউক, তথাপি অপর স্থানে, পৃথিবী-মধ্যে বহু পণ্ডিত-পূর্ণ, প্রচুর ধন ও রাজাদি ভোগের প্রাসাদে আমার অবস্থিতি না হউক।

শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধিনীর নিজ-জন শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু তাঁহার "মনিয়মদশকম্"এর ষষ্ঠ শ্লোকে বলিয়াছেন,—

'অনাদৃত্যোদ্গীতামপি মুনিগণৈ র্বৈদিকমুখৈঃ
প্রবীণাং রাধাদ্যামপি চ নিগমৈস্তৎপ্রিয়তমাম্।
য এবং গোবিন্দং ভজতি কপটী দাম্ভিকতয়া
তদভ্যর্ণে ধূর্তে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্ ॥'

নারদাদি মুনিগণ-কীর্ত্তিতা ও শ্রুতিগণকর্ত্তৃক কৃষ্ণ প্রিয়-তমারূপে উদ্গীতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা প্রবীণা রাধিকাকে (শ্রীরাধিকাকে) অনাদরপূর্ব্বক যে কপটী ব্যক্তি দাম্ভিকতা-বশতঃ একল গোবিন্দের ভজন করে, তাহার নিকট স্থানে ক্ষণকালও যাইব না—ইহাই আমার ব্রত।

শ্রীরাধা-নিত্যজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার "স্ব-নিয়মদশকম্"এর নবম শ্লোকে বলিয়াছেন,—

অসদ্ভর্কৈরন্ধান্ জড়সুখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্
কুনির্ব্বাণাসক্তান্ সততমতিদূরে পরিহরন্ ।
অরাধাং গোবিন্দং ভজতি নিতরাং দাম্ভিকতয়া
তদভ্যাশে কিন্তু ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্ ॥

অসাধু তর্কদ্বারা দৃষ্টিরহিত, জড়সুখে রত, কৃষ্ণবিমুখ, ব্রহ্মকৈবল্যাদিতে আসক্ত ব্যক্তিগণকে সর্ব্বদা অতি দূরে পরি-হার করিয়া আমি অবস্থান করিব। যে ব্যক্তি অত্যন্ত দম্ভ-বশতঃ শ্রীরাধাশূন্য গোবিন্দের ভজন করেন, আমি কিন্তু, তাহার নিকটে ক্ষণ সময়ও যাইব না, ইহা আমার নিয়ম।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু তাঁহার "মনিয়ম-দশকম্"এর নবম শ্লোকে তাঁহার এইরূপ নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

ব্রজোৎপন্ন-ক্ষীরাশন-বসন-পাত্রাদিভিরহং
পদার্থৈর্নির্ব্বাহ ব্যবহৃতিমসঙ্গঃ কুবিষয়ে।
বসামীশাকুণ্ডে যুগল-ভজনানন্দিত-মনা-
স্তনুং ত্যক্ষ্যে কালে পরমদয়িতাগাং পদতলে ॥

আমি অলঙ্কারশূন্য হইয়া ব্রজোৎপন্ন ক্ষীরাদি ভোজনীয় দ্রব্য, পরিধেয় বস্ত্রাদি দ্বারা আহার-ব্যবহারাদি নির্ব্বাহ করত, নিয়মপূর্ব্বক গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের সন্নিহিত রাধাকুণ্ড-তীরেই বাস করিব এবং মরণ-সময়ে শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু প্রভৃতির সম্মুখে নিজতম রাধাকুণ্ডের তীরেই প্রাণত্যাগ করিব।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও তাঁহার "মনিয়মদ্বাদশকম্"এর দশম শ্লোকে বলিয়াছেন,—

প্রসাদান্ন-ক্ষীরাশন-বসন-পাত্রাদিভিরহং
পদার্থৈর্নির্ব্বাহ ব্যবহৃতিমসঙ্গঃ কুবিষয়ে।
বসামীশাক্ষেত্রে যুগল-ভজনানন্দিত-মনা-
স্তনুং ত্যক্ষ্যে কালে পরমদয়িতাগাং পদতলে ॥

আমি মহাপ্রসাদান্ন ও দুগ্ধাদি ভোজন, বস্ত্র ও পাত্রাদি পদার্থ-দ্বারা ব্যবহার সম্পাদন করিয়া, প্রাকৃতবিষয়ে অনাসক্ত থাকিয়া, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলভজনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া শ্রীরাধার তীর্থে (রাধাকুণ্ডে) বাস করিব। কালপ্রাপ্তি হইলে কৃষ্ণ-ভক্তগণের পদতলে শরীর ত্যাগ করিব।

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর গুরুবর্গের এই সকল নিয়ম বিপ্রলম্ভ-ভাবাত্মক অর্থাৎ শ্রীরাধানাথ শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ-মহোৎসবের প্রকৃষ্ট ইন্ধন। যাহাতে যাহাতে শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের প্রকৃষ্টা প্রীতি হয়, তাহাই তাঁহাদের নিয়ম বা ব্রত। যে মুক্তিতে মুকুন্দের প্রীতি নাই, তাহাও তাঁহাদের গ্রাহ্য নহে। তাই, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক শ্রীগোবিন্দ বলিয়াছেন,—

গোবিন্দ,—"আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক, কিবা নরকে গমন ॥
সেবা লাগি' কোটি 'অপরাধ' নাহি গণি।
স্ব-নিয়ম 'অপরাধাভাসে' ভয় মানি" ॥

(চৈঃ চঃ অ ১০।৯৪-৯৬)

শ্রীগোবিন্দের এই বাক্য হইতে জানিতে পারা যায় যে, শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টাই শুদ্ধভক্তের নিয়ম বা সুদৃঢ় ব্রত।

এইরূপ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর নিয়মের প্রতি নিষ্ঠা না থাকিলে ভজনে অগ্রসর হওয়া যায় না। যাহারা নিয়মের প্রতি উদা-সীন, যত্নহীন, অলস বা আস্থাহীন, তাহারা কোনদিন ভজনে পরিপক্কতা ও নিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু তাঁহার "উপদেশামৃতে" নিয়মাগ্রহকে ভজন-

পথের বিশেষ বিঘ্নকারক বলিয়া জানাইয়াছেন। শুদ্ধভক্তির অনুকূল নিয়ম-পালনের প্রতি যত্নের অভাব ও শৈথিল্য হইতে যেরূপ অনর্থ-বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-প্রীতিকেই মূল বিষয়রূপে না জানিয়া কেবল বাহ্য নিয়মানুষ্ঠানের প্রতি অত্যাগ্রহ দেখাইলে তাহা চেতনতাহীন জড়তপস্যা বা কর্ম্মাঙ্গে পর্য্যবসিত হয়। শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শুদ্ধভক্তির অনুকূল যে-সকল নিয়ম পালনের কথা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ যত্নের সহিত তাঁহার অকপট দাসানুদাসগণের আনুগত্যে ও আশ্রয়ে অনুশীলন করা প্রত্যেক ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ঐকান্তিকী নিষ্ঠার সহিত শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের পদাঙ্কিত পথের অনুসরণই প্রকৃত নিয়ম-সেবা। অতিমর্ত্ত্য পরমকারুণিক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই পদাঙ্ক ও আদর্শ আমাদের জন্য সংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন।

সুখৈকং সাধ্যাং সকলসহনং মানদতনো
রয়াকাঙ্ক্ষীকুর্ব্বন্ হরিচরণসেবা মম ব্রতম্।
সদাচারোঽহং মে প্রভুপদজনৈঃ সম্মতিঃ
প্রভোস্তৈরস্তাক্ষচরিতপীযূষকৃতিম্॥

সরলতা, সহিষ্ণুতা, মানদান এবং দয়াকে স্বীকার করিয়া হরিপাদপদ্মের সেবাই আমার নিয়ম। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অক্ষয় চরিতামৃতে কৃতি-সকলের মধ্যে প্রভু-চরণনিষ্ঠগণ যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহাই আমার সদাচার।

হরের্দাস্যং ধর্ম্মো মম তু চিরকালং প্রকৃতিতো
মহামায়াযোগাদভিনিপতিতো দুঃখজলধৌ।
ইতো বাস্তাম্যুর্দ্ধং স্বনিয়মসুরত্যা প্রতিদিনং
সহায়ো মে মাত্রং বিতথদলনী বৈষ্ণবকৃপা॥

শ্রীহরির দাসত্বই আমার স্বভাবজাত চিরন্তন ধর্ম্ম। এক্ষণে মহামায়ার অধীন হইয়া আমি দুঃখসাগরে পড়িয়াছি। প্রতিদিন নিজ নিয়মের প্রতি সুদৃঢ় নিষ্ঠা-দ্বারা আমি ব্রহ্মাণ্ড হইতে উন্নততর বৈকুণ্ঠে গমন করিব। অনর্থ-বিনাশিকা বৈষ্ণবকৃপাই আমার একমাত্র সহায়।

"সেবা সে নিয়ম", বৈষ্ণবসেবাদ্বারা বৈষ্ণবের অনর্থ-বিনাশিকা কৃপা লাভ হয়। সযত্নে ও অকপটে এই কৃপার কাঙ্গাল হইবার জন্য সুদৃঢ় ব্রত-ধারণই শুদ্ধবৈষ্ণবের নিয়মসেবা।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

(প্রশ্ন)

মাননীয় প্রভেষু

শ্রীযুক্ত "গৌড়ীয়" পত্রিকার সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর আপনার শ্রীপত্রিকায় দিয়া বাধিত করিবেন। ইতি—২৪শে ভাদ্র ১৩৪৭ বাং।

পোঃ উখী
গ্রাম তথা
২৪ পরগণা

গৌর-পদরেণু প্রার্থী—
শ্রীদেবব্রতদাস গোস্বামী ভক্তিরত্ন

আগামী পার্থৈকাদশ্যুপবাস কবে পালন করিতে হইবে? ঐদিন শ্রবণাদ্বাদশী ও অষ্টমহাদ্বাদশীরও উপবাসও বামনদ্বাদশীর ব্রত ও পালনীয়। কোন্ দিন কোন্‌টার উপবাস কর্ত্তব্য?

গুপ্তপ্রেস-পঞ্জিকায় দেখা যায় ২৭শে তারিখ (ভাদ্র) বিষ্ণুশৃঙ্খল-যোগ-হেতু ঐ দিনই শ্রবণাদ্বাদশীর উপবাস করিতে হইবে। যদি তাহাই হয়, তবে **অষ্টমহাদ্বাদশীর** একটী **বিজয়া মহাদ্বাদশীর** উপবাসের স্থান কোথায়? যদি অষ্টমহাদ্বাদশীর উপবাস পরিত্যাগ করিয়া শ্রবণা দ্বাদশীর উপবাস কর্ত্তব্য হয় (একাদশীতে) তাহা হইলে অষ্টমহাদ্বাদশীর অহিত্বের হানি হয় না কি? অষ্টমহাদ্বাদশীর উপবাসের মূল্য কি?

আবার কেহ কেহ বলেন,—একাদশীতে শ্রবণা নক্ষত্র না পাওয়ায় ঐদিন অর্থাৎ ২৭শে তারিখ শ্রবণা-দ্বাদশীর উপবাস হইতে পারে না। যদি একাদশীতে শ্রবণা নক্ষত্র পাইয়া তৎপর সূর্য্যোদয়ের ১ প্রহর পর্য্যন্ত ছাড়াইয়া না যায় তবে প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল-যোগে অর্থাৎ একাদশীতে উপবাস হয়। আর

যদি ১ প্রহর অতীত হইয়া শ্রবণা নক্ষত্র আরও কিছু স্থিতি-কাল পায়, তখন পরদিন দ্বাদশীতে দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খল-যোগে উপবাস কর্ত্তব্য। ইহার সমাধান কি? শাস্ত্রীয় প্রমাণ-দ্বারা প্রচার করিয়া বাধিত করিবেন।

কেহ কেহ দুই দিনেই উপবাস করিতে উপদেশ দেন। একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে অনুকল্প করতঃ দ্বাদশীতে উপবাস করিবেন, তাহাতে একাদশীর পারণাভাব প্রযুক্ত দোষ হয় না, কিন্তু নিম্নোক্ত শাস্ত্রীয় বাক্যের মূল্য কি? যথা—

"পারণান্তং ব্রতং জ্ঞেয়ং ব্রতান্তে দ্বিজ-ভোজনম্।
অসমাপ্তে ব্রতে পুণ্যে নৈব কুর্য্যাৎ ব্রতান্তরম্॥
(ব্রহ্মপুরাণ)

একাদশী, দ্বাদশী দুই তিথিরই অধিষ্ঠাতৃদেবতা হরি এবং দুইই হরির প্রিয়। একটীর নিত্যত্ব, অপরটির অনিত্যত্ব বা ক্ষীণ কল্পনা করিয়া বিষয়ার জন্য একাদশীতেই উপবাস-বিধি অষ্টমহাদ্বাদশীর লক্ষণ হয় না কি? শ্রবণাদ্বাদশীর কথা বাদই দিলাম। শ্রবণাদ্বাদশীর নিত্যতা না থাকিলেও অষ্টমহাদ্বাদশীর ত' নিত্যতা আছে। অষ্টমহাদ্বাদশীর নিত্যতা না থাকিলে অষ্টমহাদ্বাদশীর উপবাসের বিধিরও কোনও মূল্য থাকে না। সুতরাং শ্রবণাদ্বাদশীর শ্রেষ্ঠত্ব মানিলে "অষ্ট মহাদ্বাদশীর"ই বা শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা যায় কিরূপে?

"উপরোক্ত সন্দিগ্ধ বিষয়গুলির শাস্ত্রীয় যুক্তিসহ মুসিদ্ধান্ত প্রার্থনীয়।

উত্তর

উক্ত হইতে শ্রীযুক্ত মেঘশ্যামল গোস্বামী মহাশয়ের প্রেরিত প্রশ্নগুলির শাস্ত্রসম্মত উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইল—

এই বৎসরে ২ শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার একাদশী অপরাহ্ণ ৩টা ২৮ মিনিটে সমাপ্ত হইবার পর দ্বাদশীর প্রাপ্তি ঘটিতেছে, আবার, উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র রাত্রি ৭টা ১৬ মিনিট পর্য্যন্ত ভোগের পর শ্রবণার আগমন হইতেছে। মৎস্যপুরাণে কথিত হইয়াছে,—

দ্বাদশী শ্রবণাস্পৃষ্টা শুদ্ধেকাদশীং যদা।
স এষ বৈষ্ণবো যোগো বিষ্ণুশৃঙ্খলসংজ্ঞিতঃ॥

ঐ একাদশীতে শ্রবণার যোগ নাই, ঐ দিনের দ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ হইয়াছে। সুতরাং একাদশী ও শ্রবণাযুক্তা দ্বাদশীর মিলনকেই বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগে ঐ দিন উপবাসযোগ্য কহিল। পুনরায়, পরদিন শুক্রবারে দ্বাদশীর সহিত শ্রবণানক্ষত্র অপরাহ্ণ ৩টা ৪৯ মিঃ পর্য্যন্ত থাকায় ঐ শ্রবণাদ্বাদশীও উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিতেছেন,—

শ্রবণর্ক্ষসমাযুক্তা দ্বাদশী যদি লভ্যতে।
উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র ত্রয়োদশ্যাস্তু পারণম্॥

টীকা—'শ্রবণনক্ষত্রযুক্তা যদি দ্বাদশী স্যাৎ, তদা শুক্লৈক-শুক্লেশ্চ সর্ব্বৈরেব দ্বাদশী এব উপোষ্যা।' অর্থাৎ শ্রবণা-নক্ষত্রের সহিত যুক্ত দ্বাদশী যদি পাওয়া যায়, সেই দ্বাদশীতে উপবাস করা কর্ত্তব্য। তাহাতে ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে।

বিষ্ণুশৃঙ্খলকেঽপি স্যাৎ বৃত্তিনিশি পরত্র চেৎ।
ক্ষণাধিক্যং তিথি-ভয়োঃ পক্ষঃ কুর্য্যাদুভয়ম্॥

পরন্তু বিষ্ণুশৃঙ্খলেও পরদিনে রাত্রিতে তিথি-নক্ষত্রের আধিক্য ঘটিলে দুইটী উপবাস সমর্থ ব্যক্তির পক্ষে কর্ত্তব্য।

পারণাহে তু দ্বাদশ্যাঃ শ্রবণায়াশ্চ বৃদ্ধিতঃ।
রাত্রৌ তু পারণাভাবাদ্ যুক্তং কর্ত্তুং ব্রতদ্বয়ম্॥

যদি পারণাহে দ্বাদশী বা শ্রবণার বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে সে স্থলে নিশাভাগে পারণের নিষেধহেতু দুইটী ব্রত করিবে।

একাদশ্যা বিযুক্তত্বে দ্বাদশ্যাস্তু পরেঽহনি।
শ্রবণে সতি পক্ষস্তু ব্রতদ্বন্দ্বং বিধীয়তে॥

পূর্ব্বদিনে একাদশী শুদ্ধা হইয়া পরদিন দ্বাদশীতে শ্রবণা হইলে দুইটী ব্রত করাই সমর্থ ব্যক্তির পক্ষে কর্ত্তব্য।

একাদশীমুপোষ্যৈব দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।
ন চাত্র বিধিলোপঃ স্যাদুভয়ত্রাপ্যধিষ্ঠাতা হরিঃ॥

একাদশীতে উপবাস করিয়াও দ্বাদশীতে উপবাস করিতে হয়, তাহাতে বিধির হানি হয় না, কারণ এই উভয় তিথির অধিপতি শ্রীহরি।

উপবাসযোগ্য একাদশী ও দ্বাদশী, উভয়ই কোথাও একাদশী, কোথাও দ্বাদশী—এই দুই নামে শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। বৈষ্ণবমাত্রেরই শুদ্ধা একাদশী বা দ্বাদশী ও মহা-দ্বাদশীতে উপবাসের নিত্যতা আছে। বৈষ্ণবের পরিচয় শ্রীহরির দাসানুদাসত্ব। তাহাতে স্ত্রীপুরুষ-ভেদ বা বিধবা ও সধবা-ভেদে ব্যবস্থাভেদ কেবল মায়েমুগ্ধ স্মার্তবিচারের কুহকা-ন্ধকারকে পালা যায়,—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণামপি যোষিতাম্।
মোক্ষদং কুর্ব্বতাং কন্যা বিধেয়ং শ্রবণব্রতং বিদুঃ॥

হে দ্বিজগণ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা স্ত্রী-মাত্রেই ভক্তি-সহকারে বিষ্ণুর প্রীতিসাধক একাদশী-ব্রত পালন করিলে মোক্ষ লাভ করিতে পারে।

১২শ বিলাসের প্রথমেই শ্রীসনাতনগোস্বামী লিখিতেছেন,—

নমো ভগবতে তস্মৈ যস্য প্রিয়তমা তিথিঃ।
একাদশী দ্বাদশী চ সর্ব্বাভীষ্টফলা নৃণাম্॥

এখানে নৃণাম্ অর্থাৎ নরমাত্রের পক্ষে শুক্লা একাদশী বা দ্বাদশী ও মহাদ্বাদশীর ব্রত-পালনে ভগবৎপ্রীতিরূপ অভীষ্ট-প্রাপ্তির বিষয় উল্লিখিত হইল।

এই ব্রতের নিত্যত্ব-বিষয়ে চারিটি হেতু উপন্যস্ত হইয়াছে, যথা—

তচ্চ কৃষ্ণপ্রীতিনরজন্মবিধিপ্রাপ্যত্বতদ্ভক্ত-
ভোজনস্য নিষেধস্যাচ্ছাকরণে প্রত্যবায়তঃ।

শ্রীভগবান্ হরির সন্তোষবিধান, শাস্ত্রীয় বিধানের প্রাপ্তি, আহারের নিষেধ ও ব্রতের অকরণে অনিষ্টোৎপত্তি, এই চারিটি কারণে শুক্লা একাদশী বা দ্বাদশী ও মহাদ্বাদশীর উপবাসাদির নিত্যতা। অবৈষ্ণব-বিষয়ে কাম্যাদির বিচার। বৈষ্ণবগণের ভক্তির সংজ্ঞাই—"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।" কেবল কৃষ্ণপ্রীতির নিমিত্তই তদাদেশরূপ শাস্ত্রীয়বিধি-পালন। সমস্ত পুরাণের ঐকমত্যে যাবজ্জীবনই স্ত্রীপুরুষ-বালকাদি নির্ব্বিশেষে একাদশী বা দ্বাদশীর ব্রত-পালনের বিধির নিত্যত্ব আছে। প্রাণ-নাশের আশঙ্কায় অর্থাৎ শ্রীহরিসেবার ব্যাঘাত-স্থলে ভগবৎপ্রসাদান্তর্গত জল, ফল, মূল বা দুগ্ধ জীবনরক্ষণমাত্রের অনুকল্পরূপে গ্রহণ করিলে ব্রতের বিঘ্ন হয় না।

এই একাদশী ও দ্বাদশীর ব্রত নরদেহধারী জীবের পক্ষে নিত্য হইলেও কর্ম্মিগণের নিত্য অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাসাদির অনুষ্ঠানের ন্যায় ইহাতে মহাফল প্রাপ্তি ঘটে। একান্তী বিষ্ণুপরায়ণগণ তাহা ভজনান্তরায়-জ্ঞানে পরিহার করেন। কর্ম্মিগণকে ঐকান্তীয় অনন্যভক্তির আরোহণ করাইবেই ঐ প্রকার ফলাদেশ। পঞ্চোপাসক বৈষ্ণব (?)-নামধেয় মানবগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট বৈষ্ণবলক্ষণে লক্ষিত না হওয়ায় কর্ম্মিগণের মধ্যেই গণিত হন। তাঁহাদের মত রক্ষার জন্য নিরপেক্ষ বৈষ্ণবস্মৃতির আবির্ভাব নহে। বরং সেই মতের অবিশুদ্ধতা দেখাইয়া দেওয়া ও বিশুদ্ধ পথে আনয়ন করাই ইহার একতম উদ্দেশ্য।

২৮শে ভাদ্র অষ্টমহাদ্বাদশীর অন্তর্গত বিজয়া মহাদ্বাদশীর যোগ হয় নাই। কারণ শ্রীবিলাসের ১৯শ বিলাসের ১১৫ সংখ্যায় উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

জয়াদীনাং চতসৃণাং তথা ব্যক্তং বিনির্ণয়ে।
ভানুর্কোদয়মারভ্য প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ।
সমান্যূনানি বা সন্তু ততোঽমীষাং ব্রতোচিতী॥
কিংবা সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং প্রবৃত্তান্যধিকানি
সমানি বা তদাঽপ্যেষাং ব্রতাচরণযোগ্যতা

শ্রীনৃসিংহপরিচর্য্যাতেও উল্লিখিত আছে,—"এতাসু নক্ষত্র-প্রযুক্তাসু চতসৃষু দ্বাদশীদিনে সূর্য্যোদয়াদারভ্য নক্ষত্রেণ ভবিতব্যং ন প্রাক্। যদা নক্ষত্রযুক্তৌ সূর্য্যোদয়াৎ প্রাক্ প্রবৃত্তানি নক্ষত্রাণি সাম্যমাধিক্যং বা ভজন্তে তদা সূর্য্যোদয়াৎ উপর্য্যেব নক্ষত্রেণ ভবিতব্যম্ ইতি ন নিয়মঃ।"

শুক্লা দ্বাদশীর সহিত ক্রমে পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, রোহিণী ও পুষ্যা নক্ষত্রের যোগে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী নামে চারিটী মহাদ্বাদশী হইয়া থাকে। ঐ নক্ষত্রগুলি দ্বাদশী-দিনে সূর্য্যোদয় কালে প্রবৃত্ত হইয়া রাত্রি সমগ্র দিবা রাত্রি থাকিয়া পর দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, অথবা সমান থাকে বা অহোরাত্রের অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে ব্রতযোগ্যতা হইবে। অথবা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত হইয়া পরদিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বা অহোরাত্রের সমান হইলে তাহাতেও ব্রত-যোগ্যতা হইবে। বর্ত্তমান স্থলে ঐ উভয় লক্ষণের অপ্রাপ্তি ঘটায় উহা শ্রোক্ত অষ্টমহাদ্বাদশীর অন্তর্গত বিজয়া মহাদ্বাদশী নহে। তবে ভবিষ্যোত্তরে শ্রবণযুক্তা শুক্লদ্বাদশী সামান্যতঃ ভক্তগণের বিজয়প্রদা বলিয়া বিজয়া তিথি নামে অভিহিতা হইয়াছেন। যমরাজও বলিয়াছেন,—"যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ। তদাসৌ তু মহাপুণ্যা দ্বাদশী বিজয়া স্মৃতা।" বিজয়প্রদা শ্রবণা-দ্বাদশীর অপর নাম 'বিজয়া'; ইহা একটী মহাদ্বাদশীও বটে।

যদি বলা যায়, একাদশী ব্রতের পারণ না করিয়া পরদিনেও উপবাস করিলে একাদশী ব্রতের ফল হয় না। যথা, বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরবচন—"পারণান্তং ব্রতং জ্ঞেয়ং ব্রতান্তে দ্বিজ-ভোজনম্। অসমাপ্তে ব্রতে পুংসো নৈব দুর্গাদ্যু তাস্বয়ম্।" তাহাতে শ্রীভক্তিবিলাস বলিতেছেন,—"ন চায়ং বিধিলোপঃ ভাদ্রভরোর্দ্দেবতা হরিঃ।" এই উভয় একাদশী ও দ্বাদশীর

অধিষ্ঠাতৃদেবতা শ্রীহরি হওয়ায় উহার উভয়ই একসঙ্গে পালনীয়। পুরুব্রতের অপালনে দোষ নাই।

উপবাসপক্ষে সামর্থ্য বা অসামর্থ্যের বিচারক মনোধর্ম্মী ব্যক্তি হইতে পারে না। কারণ, ভোগপিপাসা সর্ব্বদা যাহাকে পীড়ন করিতে থাকে, তাহার ভোগমাত্রের অভাবেই অসন্তুষ্টি হয়। সুতরাং, এতাদৃশ মানব উপবাস-বিষয়ে আপনাকে অসমর্থই বিচার করিবে। অতএব এই বিচারের ভার শ্রীগুরুদেবের উপর ন্যস্ত। যাঁহারা তাঁহার সাক্ষাৎ আদেশ পাইতেছেন না, তাঁহারা যেন আপনাদিগকে সমর্থই বিচার করেন। তবে এই বিধান প্রাপ্তপ্রেম ভক্তগণের নিয়মন করিতে পারে না। তাঁহাদের বৈরাচারীই তাদৃশ অধিকারের বিধান

শারদীয়-পূজার সাধারণ সাহিত্য

পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার-বিভাগ হইতে "বাংলায় ভ্রমণ" নামক (১ম ও ২য় খণ্ড) পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তক দুই খণ্ড বহুল আট পৃষ্ঠার আকারে বহু চিত্রাদির সহিত প্রকাশিত। ইহাতে বঙ্গদেশের অনেক তীর্থ মঠ-মন্দিরাদির পরিচয় আছে। ১ম খণ্ড পুস্তকের ৩৯ পৃষ্ঠায় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অতি সুন্দর, পূর্ণ এক পৃষ্ঠাব্যাপী একটি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পানিহাটীতে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের পাটের বিবরণ ও চিত্র, কাঞ্চনপল্লীতে শ্রীশিবানন্দ সেনের পাট ও শ্রীকৃষ্ণরায় শ্রীবিগ্রহের মন্দির, চাকদহ শ্রীমহেশ পণ্ডিতের পাট ও চাকদহ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের মন্দিরাদি (৮৪ পৃষ্ঠা), দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বর্ণনা (১৬১ পৃঃ), শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব-স্থানের চিত্র (২৪৭ পৃঃ) এবং শ্রীনবদ্বীপের প্রসঙ্গে প্রায় ছয় পৃষ্ঠা ব্যাপী বিস্তৃত বিবরণ দৃষ্ট হয়। এই সকল বিবরণের সঙ্গে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দির, শ্রীবাস-অঙ্গনের শ্রীমন্দির ও শ্রীচাঁদ কাজীর সমাধির অতীব সুন্দর আলেখ্য-সমূহ মুদ্রিত হইয়াছে।

"নবদ্বীপ ঘাট—কৃষ্ণনগর সিটি হইতে ৮ মাইল দূর। গঙ্গা ও জলঙ্গী নদীর সঙ্গম স্থলের উপর এই স্থান অবস্থিত। এখানে নামিয়া গঙ্গার পশ্চিম-পারস্থ সহর নবদ্বীপ ও পূর্ব্ব-পারস্থ (জলঙ্গী নদীর উত্তর পারে একটি দ্বীপের উপর অবস্থিত) মায়াপুরে যাইতে হয়। (পূর্ব্বভারত রেলপথের ব্যাণ্ডেল বারহারোয়া শাখায় "নবদ্বীপধাম" ষ্টেশন দ্রষ্টব্য)। এই স্থানটির প্রকৃত নাম স্বরূপগঞ্জ। ইহা প্রাচীন নবদ্বীপ-মণ্ডলের গোদ্রুমদ্বীপের অন্তর্গত। ইহার নিকটবর্ত্তী "সুরভি-কুঞ্জ" ও "আনন্দসুখদকুঞ্জ" বৈষ্ণবগণের দ্রষ্টব্য স্থান। আনন্দসুখদকুঞ্জে গৌড়ীয়-মঠের প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের ভজনস্থলী ও সমাধি-মন্দির বিরাজমান। ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের শিষ্য শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজীর ভজন কুটীরও এই কুঞ্জ-মধ্যে অবস্থিত।

নবদ্বীপ ঘাট হইতে নৌকাযোগে জলঙ্গী বা খড়িয়া নদী পার হইয়া পদব্রজে বা গরুর গাড়ীতে করিয়া মায়াপুরে যাইতে হয়। ষ্টেশন হইতে মায়াপুরের দূরত্ব প্রায় চৌদ্দ মাইল। নবদ্বীপ ঘাটের ঠিক্ পূর্ব্ববর্ত্তী ষ্টেশন মহেশগঞ্জে নামিয়াও পদব্রজে মায়াপুরে যাওয়া যায়। এই পথের দূরত্ব এক মাইলের কিছু বেশী।

বহু পণ্ডিত, ভক্ত ও পুরাতত্ত্ববিদের মতে মায়াপুরই প্রাচীন নবদ্বীপ এবং এই স্থানই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত জন্ম স্থান। প্রাচীন ইতিহাস ও বৈষ্ণব-গ্রন্থ প্রভৃতিতে উল্লিখিত আছে যে, নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্ব তটে অবস্থিত। গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত সহর নবদ্বীপকে তাঁহারা প্রাচীন নবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত কোন দ্বীপ বা কুলিয়া-পাহাড়পুর হইতে অভিন্ন মনে করেন। তাঁহাদের মতে প্রাচীন নবদ্বীপ নগর গঙ্গার ভাঙ্গনে নদীসাৎ হইবার উপক্রম হইলে এই স্থানের অধিবাসিগণ পশ্চিম পারস্থিত কুলিয়ার চরে গিয়া বসবাস করেন এবং সেই স্থানেই কালক্রমে বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহর গড়িয়া উঠে। তাঁহারা আরও বলেন যে, সেনবংশীয় নৃপতি বল্লাল নবদ্বীপ বা নদীয়ায় গঙ্গাবাসের জন্য যে একটি প্রাসাদ

নির্ণয় করেন, ইহা অবিসম্বাদী ঐতিহাসিক সত্য। বল্লালের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আজিও গঙ্গার পূর্ব্বতীরে মায়াপুর হইতে অর্দ্ধ মাইল উত্তরে বামনপুকুর গ্রামে বিদ্যমান আছে। প্রাচীন নবদ্বীপের অন্ততঃ একাংশ যে এই স্থানে অবস্থিত ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থে নবদ্বীপই শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান বলিয়া উল্লিখিত আছে, উহাতে মায়াপুরের কোন উল্লেখ নাই। তবে প্রাচীন নবদ্বীপ যে বিভিন্ন নামে পরিচিত বহু পল্লীতে বিভক্ত ছিল, তাহার উল্লেখ আছে। নরহরি চক্রবর্ত্তী (বৈষ্ণব নাম ঘনশ্যাম দাস) প্রণীত "ভক্তিরত্নাকর" নামক গ্রন্থে নবদ্বীপ-মধ্যবর্ত্তী মায়াপুরই চৈতন্যদেবের জন্মস্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

'নবদ্বীপ-মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥'

শাস্ত্র-মতে ভগবানের আবির্ভাব-স্থানকে যোগপীঠ বলা হয়। সুতরাং নরহরি চক্রবর্ত্তীর মতে মায়াপুরই শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান। "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাবলীর ঐতিহাসিকতা বৈষ্ণব ও পণ্ডিত-সমাজের বিশেষ অনুমোদিত।

প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত "নবদ্বীপ-শতক" ও জগদানন্দের "প্রেম-বিবর্ত্ত" নামক গ্রন্থে মায়াপুরের সবিশেষ উল্লেখ আছে। ১২৪২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত "কায়স্থ-কৌস্তুভ" নামক পুস্তকে "উদ্ধারায় তন্ত্র" হইতে ধৃত একটি বচনে মায়াপুরই চৈতন্যদেবের জন্মস্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—"মায়াপুরে মহেশানি বারমেকং শচীসুতঃ।" "নদীয়া কাহিনী" নামক ঐতিহাসিক পুস্তকে ও "বিশ্বকোষ" অভিধানে মায়াপুরকেই শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থানরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রাচীন নবদ্বীপের অন্তর্গত মায়াপুর পল্লীই যে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান সে সম্বন্ধে আরও বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহাত্মা জগন্নাথ দাস বাবাজী সর্ব্বপ্রথম বর্ত্তমান মায়াপুরের প্রকাশ করেন। তাঁহার প্রশিষ্য [?] ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সময়ই মায়াপুরের সমধিক প্রচার হয় এবং এখানে মঠ-মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা হইতে থাকে। বর্ত্তমান মায়াপুর ক্রমশঃ একটি সুন্দর শহরে পরিণত হইতেছে এবং এখানে বহু দেবায়তন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজকাল নবদ্বীপধামের যাত্রিগণের মধ্যে অনেকেই শহর নবদ্বীপ ও মায়াপুর এই উভয় স্থানই দর্শন করিয়া থাকেন। নিম্নে মায়াপুরের প্রধান দ্রষ্টব্য-গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল :—

(ক) **শ্রীশ্রীযোগপীঠ মন্দির** বা শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান :—এই মন্দির খুব উচ্চ ও দেখিতে অতি সুন্দর। রাত্রিকালে ইহার চূড়াসকল বিচিত্রবর্ণ বিদ্যুৎ আলোকের দ্বারা উদ্ভাসিত করা হয় এবং বহু দূর হইতে ইহা দৃষ্টিপথে পড়ে। এই মন্দিরের মধ্যে শ্রীশ্রীগৌর-রাধামাধব, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ও লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী এবং পঞ্চ তত্ত্ব অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্য, গদাধর পণ্ডিত ও শ্রীবাস আচার্য্যের বিগ্রহ বিরাজমান। মন্দিরপ্রাঙ্গণের উত্তর পার্শ্বে ক্ষেত্রপাল নামক শিবের মন্দির অবস্থিত ও তৎপার্শ্বে নিম্ব-বৃক্ষতলে শচীমাতার সূতিকা-গৃহে শয়ান শিশু নিমাই, নিকটে শচীমাতা ও জগন্নাথ মিশ্র উপবিষ্ট; ইহাই চৈতন্যদেবের জন্মস্থান বলিয়া এখানে পূজিত হয়। যোগপীঠ মন্দিরের পূর্ব্বদিকে নৃসিংহ-দেবের মন্দির ও দক্ষিণদিকে ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌স্টিট্যুট নামক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন ছিতল ছাত্রাবাস অবস্থিত।

(খ) যোগপীঠ মন্দিরের কিঞ্চিৎ উত্তরে "খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা" বা **শ্রীবাস-অঙ্গন** অবস্থিত। এখানে ভক্তগণ-সহ সংকীর্ত্তনরত গৌর-নিতাই ও অন্যান্য বিগ্রহ স্থাপিত আছেন। প্রবাদ, এই স্থানে কাজী সংকীর্ত্তন-দলের মৃদঙ্গ বা খোল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম "খোল ভাঙ্গার ডাঙ্গা" হয়।

(গ) শ্রীবাস-অঙ্গন হইতে পাকা রাস্তা ধরিয়া কিঞ্চিৎ উত্তর মুখে গেলে পথিপার্শ্বে "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রিসার্চ্চ ইন্‌স্টিট্যুট" নামক বৈষ্ণব-গবেষণাগার ও **অদ্বৈতভবন** দেখিতে পাওয়া যায়।

(ঘ) পূর্ব্বোক্ত পথে উত্তর দিকে আর একটু অগ্রসর হইলে সৌড়ীয়-মঠের পূর্ব্বাচার্য্য সরস্বতী মহারাজের ভজন-স্থলী "ভক্তিবিজয় ভবন" ও তাঁহার সমাধি দৃষ্ট হয়। ইহার নিকটেই এক উচ্চ ভূখণ্ডের উপর **শ্রীচৈতন্যমঠ** অবস্থিত।

এই মঠটির শিল্প-নৈপুণ্য বিশেষ প্রশংসনীয়। ইহার মোট উনত্রিশটি চূড়া আছে। মধ্যস্থলের গোলাকৃতি চূড়াটি ও তদুপরি স্থাপিত বিজয়ধ্বজ বহু দূর হইতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই মঠের মধ্যে গৌরাঙ্গদেব ও রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি নিত্য পূজিত হন। ইহার সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে প্রত্যহ অপরাহ্ণে শাস্ত্র-গ্রন্থাদি পাঠ হয়। এই মঠের চারিদিক্‌কার চারিটি কক্ষে চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্য-চতুষ্টয় যথা—মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক ও রামানুজের প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি সংস্থাপিত আছে। ইহার পার্শ্বেই দক্ষিণদিকে বল্লালদীঘির লুপ্তপ্রায় খাত দৃষ্ট হয়। এই দীঘির দক্ষিণ-পূর্ব্বতীরে জুয়ারি-গুপ্তের ভবন অবস্থিত। এখানকার মন্দির-মধ্যে রাম-সীতার বিগ্রহ স্থাপিত আছেন। চৈতন্য-মঠের নিকটে গৌরকিশোর-দাস বাবাজীর সমাধি-মন্দির ও ললিতাপ্রিয়-দাস বাবাজীর সমাধিমন্দির অবস্থিত। শেষোক্ত মন্দির-মধ্যে চন্দ্রশেখর আচার্য্য ও তাঁহার পত্নীর মূর্ত্তি আছে।

(৫) **চাঁদ কাজীর সমাধি ও বল্লাল ঢিবি :—** মায়াপুর হইতে প্রায় অর্দ্ধমাইল উত্তরে বামনপুকুর নামক গ্রামে চাঁদ কাজীর সমাধি ও মহারাজ বল্লালসেনের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বল্লাল-ঢিবি দৃষ্ট হয়। চাঁদ কাজীর প্রকৃত নাম মৌলানা সিরাজুদ্দিন। কথিত আছে, তিনি গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের শিক্ষক ছিলেন। এই কাজী প্রথমে শ্রীচৈতন্যদেবের সংকীর্ত্তনে বাধা দেন ও একবার সংকীর্ত্তনকারিগণের খোল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে নগরমধ্যে সংকীর্ত্তন রহিত হইলে, শ্রীচৈতন্যদেব ঐ আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া এক বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সহিত কাজীর ভবনে গিয়া উপস্থিত হন এবং যুক্তিতর্কের দ্বারা তাঁহাকে স্বমতে আনয়ন করেন। কাজীর সমাধির উপর প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন একটি শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট গোলকচাঁপা বৃক্ষের গাছ আছে। এত বড় ও এত প্রাচীন গোলক-চাঁপা গাছ বড় একটা দেখা যায় না। একটি প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের মধ্যে এই সমাধিটি অবস্থিত। ভক্ত বৈষ্ণবগণ এই সমাধিকে প্রণাম, অর্চ্চনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। নিকটেই কাজীর প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কতক-গুলি কারুকার্য্যখচিত প্রস্তর স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

বল্লাল-ঢিবিটি প্রায় চারিশত ফুট লম্বা ও ২৫।৩০ ফুট উচ্চ। বর্ত্তমানে ইহা সরকারী রক্ষিত-কীর্ত্তিবিভাগের অন্তর্গত। দূর হইতে ঢিবিটিকে একটি পাহাড়ের ন্যায় দেখায়। এই ঢিবি খনন করিলে সেনরাজগণের সময়ের অনেক রহস্য প্রকাশিত হইতে পারে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। এই ঢিবি উত্তর-পূর্ব্বদিকে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া গিয়াছে। ইহার পশ্চিমদিকের বহু অংশ গঙ্গাগর্ভ-সাৎ হইয়াছে। এই দিকে গঙ্গার একটি জলপূর্ণ খাত এখনও বিদ্যমান আছে। এই ঢিবি হইতে বহু প্রস্তর ও ইষ্টক আনীত হইয়া কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এখনও এই ঢিবির মধ্যে নানা-মাপের ইষ্টক ও প্রস্তর দৃষ্ট হয়। কিছুকাল পূর্ব্বে জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক এই স্থান খনন করিয়া কতকগুলি কাঠের বারকোষ, একটী বাক্সে রক্ষিত চীন শাল ও রেশমী কাপড় এবং কতকগুলি রৌপ্যমুদ্রা পাইয়াছিলেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিকগণের পক্ষে এই ঢিবিটি একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু। পূর্ব্ববর্ণিত দ্রষ্টব্যগুলি ছাড়া মায়াপুরে গৌরকুণ্ড, নিতাইকুণ্ড, শ্রীধর-অঙ্গন, মহা-প্রভুর ঘাট, ধাবাইয়ের ঘাট, বারকোণা ঘাট, নগরিয়া ঘাট, জয়দেবের পাট, শিবের ডোবা প্রভৃতি আরও বহু দ্রষ্টব্য স্থান আছে। বর্ত্তমানে মায়াপুর হইতে গঙ্গা প্রায় দুই মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। তবে এককালে যে গঙ্গা এই স্থানের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইত, তাহা গঙ্গার পরি-ত্যক্ত খাতসমূহ দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

মায়াপুরের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তর ও যথাক্রমে গঙ্গা ও জলঙ্গী নদী। স্থানটি বিশেষ স্বাস্থ্যকর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও অত্যধিক লোক-কোলাহল-বিবর্জ্জিত। এখানে গৌড়ীয়-মঠের উদ্যোগে ভারতধর্ম ও ভাকধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-মঠ কর্ত্তৃক পরিচালিত "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" নামক একখানি সংবাদপত্র এই স্থান হইতে বাহির হয়। এখানে দাতব্য চিকিৎসালয় ও বহুগুলি ধর্ম্মশালা আছে। চৈতন্যমঠে সমাগত অতিথিবর্গকে অন্ন প্রসাদ-দানের ব্যবস্থাও আছে।

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মতিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমা (দোলপূর্ণিমা) উপলক্ষে গৌড়ীয়মঠের তত্ত্বাবধানে শ্রীধামনবদ্বীপ বা প্রাচীন নবদ্বীপ-মণ্ডলের নয়টি দ্বীপ পরিক্রমার ব্যবস্থা করা হয় এবং ঐ পরিক্রমায় বহু ভক্ত যোগদান করেন। সমস্ত

বৈষ্ণবপর্ব্বই এখানে মহাসমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।"

—'বাংলার ভ্রমণ' ১ম খণ্ড,২৫৪ পৃঃ হইতে ২৫৯ পৃঃ

"বাংলার ভ্রমণ" পুস্তকে কতকটা ঐতিহাসিক ও সাধারণ ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে, তাহা নিরপেক্ষ ভাবে সমালোচিত হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান যুগের একটী সার্ব্বজনীন সংক্রামক ব্যাধি এই যে,—প্রত্যেক 'শ্রী'-যুক্ত বস্তুকেই "বিশ্রী" বা 'শ্রী'-হীন-রূপে দর্শন করিবার চেষ্টা। বর্ত্তমান যুগে ইহাই শিষ্টাচাররূপে পরিণত। গুরু, ভগবান্, তাঁহাদের নাম, ধাম প্রভৃতির পূর্ব্বে 'শ্রী' ব্যবহার করিলেই লোকে উহাকে সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণতা অসভ্যতাও মনে করেন। শ্রীনবদ্বীপ, শ্রীমায়াপুর, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীবংশীবদনানন্দ সরস্বতী, শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী, শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভৃতি নামের পূর্ব্বে কোথাও 'শ্রী' ব্যবহৃত নাই; তবে স্থানে স্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বে 'শ্রী' ব্যবহৃত হইয়াছে এবং শ্রীশ্রীযোগপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ প্রভৃতি নামের পূর্ব্বেও 'শ্রী' ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা সুখের বিষয়।

গ্রন্থের একস্থানে লিখিত হইয়াছে,—মায়াপুরকে স্থানীয় কেহ কেহ 'এ' সংযুক্ত করিয়া উচ্চারণ করে। গ্রন্থের সম্পাদক বোধ হয়, এই ভ্রমপূর্ণ সংবাদটি কোন কোন মাৎসর্য্যপরায়ণ অভিসন্ধিযুক্ত স্বার্থবিদ্বেষী ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্থানীয় কোন লোকই 'এ' সংযুক্ত করিয়া শ্রীমায়াপুরের নাম উচ্চারণ করেন না। এ সম্বন্ধে শান্তিপুরনিবাসী সাহিত্যিক মোজাম্মেল হক্ সাহেবের উক্তিই প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রদান করিবে। হক্ সাহেবের এই উক্তিটী ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় উদ্ধার করিয়াছেন,—

"প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থকার যখন বলিয়াছেন, 'নদীয়ার নীচে গঙ্গা', 'ভাগিনে বাগেদ্বী', তখন যে এই বাগেদ্বী নদী প্রাচীন নদীয়ার নিকট দিয়াই প্রবাহিত ছিল, তাহাও বেশ বুঝা যাইতেছে। তখন নদীয়া গঙ্গানদীর পূর্ব্ব-উত্তর তীরে এবং গঙ্গার শাখানদী জলঙ্গী বা খড়িয়ার পশ্চিমদিকে অবস্থিত ছিল। • • অধুনা মেয়াপুর গ্রামের মধ্যে একটি প্রাচীন জল-প্রবাহের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। ইহা খড়িয়া-নদীর ব্যবধানে তফাৎ হইয়া পড়িলেও মহেশগঞ্জের নীচে জলস্রোতের সহিত যে, এককালে সংযুক্ত ছিল, তাহা প্রতীত হইয়া থাকে। তাহা হইলে বাগেদ্বী-নদী যে, প্রাচীন নবদ্বীপের নিকট দিয়াই প্রবাহিত ছিল, তাহা কে না বলিবে? • • প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থানভূমি অতি বিশাল ছিল। ভারইডাঙ্গা, শরডাঙ্গা, পাদিগাছা, সুবর্ণ-বিহার, মাজিদা, ভালুকা, কুলিয়া, সমুদ্রগড়, রাহুতপুর, বিল্ব-নগর, মামগাছি মহৎপুর, জারনগর, রুদ্রডাঙ্গা, পরপুর, পূর্ব্বস্থলী প্রভৃতি গ্রাম ইহার অন্তর্গত ছিল। এখনও ঐ সকল গ্রাম বিদ্যমান আছে; কিন্তু নবদ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যেস্থলে বর্ত্তমান নবদ্বীপ অবস্থিত, তাহা প্রাচীন নবদ্বীপের উপকণ্ঠ-পল্লী, খাস নবদ্বীপ হইতে অনেক দূর। উহা তখন কুলিয়া নামে পরিচিত ছিল। মেয়াপুর (মায়াপুর) এবং তৎসংলগ্ন পল্লীই প্রাচীন নবদ্বীপের শেষ ছিল। এই ভূমিতেই রাজা বল্লালসেনের রাজপ্রাসাদ ছিল এবং এই ভূমিতেই চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের এই উক্তি যে সর্ব্বাংশে সত্য, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কেন না, এখনও এই ভূমিতে রাজা বল্লালসেনের স্মৃতির পরিচায়ক বল্লাল-দীঘি রাজপ্রাসাদ গঙ্গা-গর্ভসাৎ হইলেও 'বল্লালঢিবি' নামে একটি উচ্চভূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। • • • মেয়াপুরই চৈতন্যদেবের জন্মভিটা ও বাসভূমি। যে কাজীর সহিত তাঁহার মতান্তর ঘটে, তাঁহারও কবর আজ পর্য্যন্ত মেয়াপুরের উত্তর পূর্ব্বদিকে মোল্লা সাহেবের বাড়ীর নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে। কবরের পাশে একটি বৃহৎ কাঠমল্লিকা-ফুলের গাছ আছে। ইহা অপেক্ষা প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান-ভূমির নিদর্শন আর কি হইতে পারে?"

শ্রীমায়াপুরের নামোল্লেখে সকলস্থানেই অহিন্দুসম্প্রদায়ের নিরপেক্ষ লেখক হক্ সাহেব 'মেয়াপুর', কোথায় বা 'মায়াপুর' (বন্ধনীর মধ্যে) উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কোথায়ও 'এ' সংযুক্ত করিয়া কোন শব্দ ব্যবহার করেন নাই।

কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী ১২৯১ বঙ্গাব্দে "নবদ্বীপ-মহিমা" নামক গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে নবদ্বীপনিবাসী মহামহোপাধ্যায় অম্বিকানাথ ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, রঘুনাথ সার্ব্বভৌম, পূর্ব্বস্থলীনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, কবি ঈশান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনারায়ণ শিরোমণি প্রভৃতি বহু বহু স্থানীয় ব্যক্তিগণের বিচারানুসারে লিখিয়াছেন যে,—"গঙ্গার পূর্ব্ব পারে অন্তর্দ্বীপ মায়াপুর বা মেয়াপুর। ভারইডাঙ্গা ইহার অন্তর্বর্ত্তী। এখানে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়।" (নবদ্বীপ-মহিমা, ১ম সংস্করণ ৬ পৃষ্ঠা)

ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে কুলিয়া নবদ্বীপের কোন কোন ধান্য-ব্যবসায়ী ও বিগ্রহ-ব্যবসায়ী অপস্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণের পরামর্শে তিনি 'ক্র' সংযুক্ত করিয়া 'শ্রীমায়াপুর' নামকে বিকৃত করেন। কিন্তু, শ্রীহট্টের প্রবীণ সাহিত্যিক অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষ ১১শ সংখ্যায় ইহার প্রতিবাদ করিয়া লেখেন যে,—"কালক্রমে পরিত্যক্ত মায়াপুরাদি গ্রামে মুসলমানগণ বসতি করে, তাহাতে অজ্ঞ লোক কেহ কেহ মায়াপুরের নাম 'মেয়াপুর' ও বলিয়া থাকে। অজ্ঞ লোকের কথায় আসে যায় না। সরকারী কাগজ, কাজী-বংশের হাতে অতি প্রাচীন যে দলিলাদি আছে, তাহাতে ঐ স্থানকে 'মায়াপুর' বলিয়া স্পষ্ট লেখা রহিয়াছে। আমরা কাজীবংশীয় কোন মহাত্মাকে জিজ্ঞাসাক্রমে তাহা অবগত হইয়াছি।"

শ্রীধাম-মায়াপুরের প্রতি হিন্দু জনসাধারণের বিতৃষ্ণা জন্মাইবার জন্য এবং ইহাকে অহিন্দু পল্লীরূপে প্রমাণ করিবার অসৎ উদ্দেশ্যে কতিপয় আধুনিক অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তি 'ক্র' সংযুক্ত করিয়া শ্রীমায়াপুরের নাম লিখিতে আরম্ভ করে। কিন্তু, স্থানীয় অহিন্দু ব্যক্তিগণও কোনদিন ইহাকে 'ক্র' সংযুক্ত করিয়া উচ্চারণ করেন না। নদীয়া জেলার সাধারণ ব্যক্তিগণ 'আ'কারকে 'এ'কার করিয়া উচ্চারণ করে; তাহার অনেক সময় 'র'-কে 'অ'বলিয়া থাকে। নদীয়া জেলার বিশেষতঃ শ্রীমায়াপুর-অঞ্চলে, কাঁদাকে 'কেঁদা', ডাঙ্গাকে 'ডেঙ্গা', টাকাকে 'টেকা', পাঁচুকে 'পেঁচু', মায়াকে 'মেয়া' প্রভৃতিরূপে উচ্চারণ করিয়া থাকে। ঐ প্রদেশের অশিক্ষিত লোক রামবাবুকে 'আমবাবু' বলে। এইরূপে কেহ কেহ মায়াপুরকে 'মেয়াপুর' বলিয়া থাকে।

কালক্রমে নবদ্বীপের কোন কোন গ্রাম গুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল; লোকে কোন কোন গ্রামের নামকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহা 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থ-পাঠেও অবগত হওয়া যায়,—

> যৈছে কলি বৃদ্ধ, তৈছে নামের ব্যত্যয়।
> তথাপি সে-সব নাম অনুভব হয়।
> কতোকাল পরে কথো গ্রাম লুপ্ত হৈল।
> কথো গ্রাম-নাম লোকে অন্য-রূপ কৈল।
>
> (ভক্তিরত্নাকর, ১২শ তরঙ্গ)

কলির বৃদ্ধি অর্থাৎ নানাপ্রকার অনাচার ও কুতর্ক-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপের বিভিন্ন পুণ্যস্থান-সমূহের নামের ব্যতিক্রম হইয়া পড়িয়াছে। নাম-সমূহের ব্যতিক্রম হইলেও প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু ও ভগবদ্ভক্তগণের পক্ষে প্রকৃত নাম উপলব্ধি করিতে কষ্ট হয় না। কালের বিক্রমে নবদ্বীপের কোন কোন গ্রাম গুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। লোকে কোন কোন গ্রামের নামকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা কেবল শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান সম্বন্ধে নহে, অন্যান্য তীর্থস্থান সম্বন্ধেও ঘটিয়াছে। যেমন—প্রয়াগরাজ 'ইল্লাহাবাজ' বা এলাহাবাদ অথবা প্রয়াগের অপভ্রংশ 'পেরাগ', মথুরা 'মাট্রা', অযোধ্যা 'আউধ', বৃন্দাবন 'বিন্দ্রাবন' প্রভৃতি শব্দে রূপান্তরিত হইয়াছে। মথুরার যে পল্লীতে মহাযোগপীঠ শ্রীকৃষ্ণজন্মস্থান অবস্থিত, তাহা 'ইমলী' নামে পরিচিত। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান অযোধ্যার শত শত বৎসরের দ্বারা পরিবেষ্টিত।

আর একটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, কেহ কেহ অনেক সরলপ্রকৃতি অনুসন্ধিৎসুর হৃদয়ে ধারণা জন্মাইয়া থাকে যে, বর্ত্তমান মায়াপুর যে প্রাচীন মায়াপুর এবিষয়ে, তথা প্রাচীন নবদ্বীপের প্রকৃত অবস্থান লইয়া মতবিরোধের অবসান এখনও হয় নাই। কিন্তু, ডাওেন্ ব্রুক্-কৃত (Matheus vanden Broucke) বঙ্গদেশের প্রাচীনতম মানচিত্রে নদীয়ার যে সংস্থান প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা সুস্পষ্টভাবে বর্ত্তমান শ্রীধাম-মায়াপুরকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে ও তদ্দ্বারা সকল মত-বিরোধের অবসান ঘটিয়াছে। ঐ মানচিত্রের আলোক-চিত্রটী লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

"বাংলার ভ্রমণ" পুস্তকে আর একটি ঐতিহাসিক ভ্রম সংঘটিত হইয়াছে। তাহা এই,—"শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক কাশীর ভক্তি-সমাজের নেতা প্রকাশানন্দ সরস্বতী (শ্রীচৈতন্য-কর্ত্তৃক প্রদত্ত নব-নাম প্রবোধানন্দ সরস্বতী)।" বস্তুতঃ, শ্রীপ্রকাশানন্দ শঙ্কর-সম্প্রদায়ের একদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণের তাৎকালিক নেতা। আর, শ্রীপ্রবোধানন্দ মহীসূর-দেশাগত রঙ্গক্ষেত্র-প্রবাসী রামানুজীয় ত্রিদণ্ডি-শ্রীবৈষ্ণব-স্বামী। প্রকাশানন্দ—কাশীবাসী মায়াবাদী, আর প্রবোধানন্দ কামবনপ্রবাসী বৈষ্ণব। একজন—আর্য্যাবর্ত্তবাসী, অপরজন—দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব। একজন—নির্ব্বিশেষবাদী, আর অপরজন—বিশিষ্টা-

দ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, পরে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তাশ্রিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে মধ্যলীলায় পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে ও আদি লীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদে মায়াবাদী প্রকাশানন্দের কথাই উল্লিখিত আছে। ১৪২৫ হইতে ১৪৩০ শকাব্দা পর্য্যন্ত যে-ব্যক্তি মায়াবাদী, ১৪৩৩ শকাব্দায় তিনিই কি প্রকারে দাক্ষিণাত্যে গিয়া শ্রীরামানুজীয় 'শ্রী'-বৈষ্ণব হইতে পারেন, আবার, ১৪৩৫ শকাব্দায় পুনরায় মায়াবাদী হইতে পারেন? অতএব, প্রকাশানন্দের সহিত শ্রীপ্রবোধানন্দের একত্ব-স্থাপন-প্রয়াস-নিতান্ত অনভিজ্ঞতার পরিচয়।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের প্রশিষ্য নহেন। তিনি শ্রীল জগন্নাথদাস প্রভুর সাক্ষাৎ ভাগবত-মার্গীয় শিষ্য। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুও শ্রীভাগবত-মার্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুগত ছিলেন, পাঞ্চরাত্রিক শিষ্য নহেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে গঙ্গানদীর দূরত্ব প্রায় দুই মাইল নহে। উহার দূরত্ব প্রায় ১ মাইল হইবে।

যাহা হউক, "বাংলায় ভ্রমণ" পুস্তকে ঐ সকল কএকটি ভ্রম ব্যতীত শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরের যে-সকল বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা অনেকের সুখপাঠ্য হইবে ও তদ্দ্বারা শ্রীধাম-দর্শনে অনেকের চিত্ত আকৃষ্ট হইলে তাঁহাদের সৌভাগ্য ও সুকৃতি-লাভের পথ সুগম হইতে পারে। শ্রীধাম দৃশ্য বা ভোগ্যবস্তু নহে, উহা সেব্য। সাধুসঙ্গেই প্রকৃত ধামদর্শন হয়।

স্বধাম-প্রাপ্তি

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, পণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণ দাস মহারাজজী ভৌমবৃন্দাবনের মধ্যে দাউজীর বাগানের পার্শ্ববর্ত্তী কুটীরে কতিপয় বৎসর অবস্থান করিয়া বিগত মাসচতুষ্টয় যাবৎ উদর-মধ্যে জাত আনুমানিক কোন প্রকার বিস্ফোটক (Tumour or abscess) রোগে [মথুরার অভিজ্ঞ উচ্চ উপাধিধারী প্রত্যক্ষদর্শী জনৈক চিকিৎসকের মত—গৌঃ সং] গত ৪ঠা আশ্বিন (১৩৩৭), ২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৩০) শুক্রবার বেলা প্রায় পাঁচ ঘটিকায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ন্যূনাধিক শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইনি কাহাকেও শিষ্য করেন নাই বা নিজের আলোকচিত্র গ্রহণ করিতে দেন নাই। ইনি নিজের সমাধি দিতে নিষেধ করায় সেইদিন রাত্রি প্রায় ১২টার পানিঘাটে ইঁহার দেহ অগ্নিতে সৎকার করা হইয়াছে। কৃপাসিন্ধু দাস নামক জনৈক ব্রহ্মচারী ব্যক্তি শেষকালে মহারাজজীর যথেষ্ট সেবা করিয়াছেন। পারলৌকিক অনুষ্ঠানাদির পর ইনি মনোদুঃখে বঙ্গত্র চলিয়া গিয়াছেন।

বহির্দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-দাসজীর অসাধারণ বৈরাগ্য সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে, বিশেষভাবে মণ্ডলভূমে কাহারও অজ্ঞাত ছিল না। তজ্জন্য জনসাধারণ সকলেই তাঁহার স্তুতি ও প্রশংসা গান করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন।

শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আমাদের স্বকর্ণে শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছে,—পশ্চিমে (বোধ করি, যুক্ত প্রদেশের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে বা জয়পুর অঞ্চলে) কোন বিপ্রগৃহে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি সংস্কৃত সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন, অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় কথা বলিতে পারিতেন ইনি বৈষ্ণব-শাস্ত্রের মধ্যে বিশেষতঃ শ্রীবল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের বিচার, ভজন-গ্রন্থাদি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মতে প্রবেশ করিয়াও—"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থরাজ—যাহাতে সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও লীলার সার-নির্য্যাস বিশুদ্ধভাবে বর্ত্তমান, সেই অপ্রাকৃত অমৃত পান করিবার জন্য ইনি কখনও বিশেষ চেষ্টা ও অধ্যবসায় অথবা শ্রীচরিতামৃতের অপূর্ব্ব গৌড়ীয়-ভাষা ও সিদ্ধান্তে প্রবেশ লাভ করিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার বা তজ্জন্য তত বেশী যত্নাগ্রহ প্রদর্শন করেন নাই। শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ গৌড়ীয়গণের ভজন-রহস্যের যে অসমোর্দ্ধত্ব অর্থাৎ অভিধেয়-বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজন-বৈশিষ্ট্য, তাহা ইনি কখনও অন্তরের সহিত স্বীকার করেন নাই।

বাঙ্গালা ১৩২৯ সালের ১৭ই আশ্বিন, ইং ১৯২২ সালের ৪ঠা অক্টোবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কলীয় দহে প্রাচীর-বেষ্টিত একটি উদ্যানে

বাবাবল্লভী সম্প্রদায়ের মন্দিরের পার্শ্বে শ্রীমদনমোহনের ঠোরে পণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণদাস বাবাজীর সহিত বৈষ্ণবোচিত শিষ্টাচার-পূর্বক সাক্ষাৎকার করিয়া অবশেষে ইঁহার কোনও কোনও বিচার শ্রীশ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীব গোস্বামী প্রমুখ শ্রীগৌড়ীয়-গুরুবর্গের সিদ্ধান্ত-বিরোধী জানিয়া ইঁহার মতবাদের আদর করিতে পারেন নাই। শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বোপরি আমাদের পরমগুরুদেব সমগ্র গৌড়-ক্ষেত্র-ব্রজমণ্ডলে সচ্চসজ্জন-সভাজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের প্রতি ইঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা, আদর ও প্রীতির অভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইনি তখন অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, শ্রীনামকীর্ত্তন অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ-যাজনের সহিত সমান এবং আধুনিক কল্পিত ও রসাভাসদুষ্ট যে-সকল ছড়াগান শ্রুত হয়, তাহাও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের সহিত সমান। ইহাতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবর্গের এবং শ্রীল বিশ্বনাথ-বলদেব জগন্নাথ-গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ প্রমুখ মহাজনগণের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—"শ্রীনামকীর্ত্তনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশে মুখ্য সাধন ও সাধ্য এবং কীর্ত্তন-মুখে স্বাভাবিক অপ্রাকৃত স্মরণই গোস্বামিপাদগণের সিদ্ধান্ত। অপ্রাকৃত বিচারই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গৌড়ীয়গণের বৈশিষ্ট্য। শ্রীরূপানুগবর শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের শিক্ষায় 'রসাভাসযুক্ত ছড়াগান' বা কোন প্রকার 'নামাপরাধ' 'শুদ্ধ-নাম' বা 'শ্রীনামকীর্ত্তন' পদবাচ্য হয় নাই। হেলায়, শ্রদ্ধায় হরিনাম-গ্রহণ এক কথা, আর 'নামাপরাধ' পরিত্যাগ না করা বা 'নামাপরাধ'কেই 'নাম' বলিবার ভাণ বা অজ্ঞাত-বিচার লইয়া দশবিধ অপরাধের যে-কোন একটি সংরক্ষণ বা পোষণ করিয়াও শ্রীহরি-নামকীর্ত্তনই সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইতেছে, এরূপ আত্মবঞ্চকের প্রশ্রয় দেওয়া সম্পূর্ণ পৃথক্ কথা।

সংবাদপত্রের প্রতিধ্বনি

[*"The Hindusthan Standard"—Sunday, Sept. 8, 1940*]

Sri Chaitanya Mahaprabhu :—By His Holiness Tridandi Goswami Srimad Bhakti Pradip Tirtha Maharaj, the senior-most Sannyasi preacher of the Gaudiya Mission. This work places before the public an authentic account of the Career and Teachings of Lord Chaitanya from the pen of a really competent person, in the English language and in a form that will meet the requirements of those who want more detailed information than is available in the 'Life and precepts of Sri Chaitanya Mahaprabhu' by Srila Thakur Bhakti Vinode. His Holiness Srila Tirtha Maharaj is a sincere follower of the lessons of Sri Chaitanya Mahaprabhu and is, therefore, rightly entitled to speak with authority on Him. The author has in the introductory chapter impressed upon the readers as to what Sriman Mahaprabhu is and how all narratives on Him are to be accepted, the object in view being to warn the readers at the very outset so that they may not be deprived of the real good, one wants to attain by an attempt to have a glimpse into any sacred book. One outstanding feature of the book is that, it gives in a nutshell both the Narrative of the Eternal Leela of Sri Chaitanyadev as also His philosophy and it contains a very valuable glossory for convenience of the readers.

The author has had a varied and practical experience of the present day world towards religion, as a Missionery of over twenty years standing both in India and abroad and his book will surely be appreciated as much for its unquestioned spiritual value as for the simplicity of its style and method of narration. We have no doubt it will be recognised as the best popular manual as well as a standard work on the Universal Religion of all enlightened souls.

[*"Bombay Chronicle"—Sunday Edition, September 8, 1940.*]

GIFT OF LORD GAURANGA

"The Gift of Lord Gauranga" was the subject of a lecture delivered by His Holiness Tridandi Swami Bhakti Pradip Tirtha Maharaj, the seniormost preacher of the Gaudiya Mission, at Sir Cowasji Jehangir Hall, Mr. Jamnadas M. Mehta presiding.

The Chief Gift of Lord Gauranga was the establishment of the Universal Church of the Chanting of the Holy Name, who is one and the same with the Supreme Lord Sri Krishna Himself.

Continuing, His Holiness said,—"In the mundane plane, an object or person is not one and the same with the nomenclature but in the Spiritual Realm, it is quite the reverse, and the Sound or Words are identical with the Spiritual Being, Object or Thing denoted by the Spiritual Sound. Further-more, as in the mundane ether, we can transmit a message from one place to another by means of sound, so in the Spiritual Ether, Spiritual Sound emitted can be received by one who, in his unalloyed existence, is in touch with the Supreme Lord. This Universal Church of the Chanting of the Holy Name without distinction of race, caste, creed, sex or colour, is the only means for the redemption of the people of this world in this Kali Age and Lord Gauranga has prophesied that this Universal Chant of the Holy Name will spread in every nook and corner of the world. The Gaudiya Math with centres all over India and outside India is preaching this Message."

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-মিশন

(১৮৮০ সালের ২১ আইন-মতে রেজিষ্টরী-কৃত)

বিপুল-সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ২৮শে আশ্বিন ১০ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার হইতে ২৯শে কার্ত্তিক, ১৫ই নভেম্বর শুক্রবার পর্য্যন্ত গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য পরমহংস ১০৮শ্রী ৺বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পারমার্থিক আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের 'গভর্ণিং বডি'র সেবোদ্যোগে ঢাকা নগরীতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে অখিল লোকমঙ্গলের জন্য ঊর্দ্ধাম্নাত্ত (নিয়ম-সেবা) সময়ে বার্ষিক শ্রীহরিস্মরণ-মহোৎসব কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ উষঃকীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ-ব্যাখ্যা, শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম-বিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্ট-গোষ্ঠী এবং নগরে শ্রীনাম-প্রচার হইবে।

মহাশয়, কৃপা করিয়া সবান্ধবে মহোৎসবে যোগদান করিলে 'গভর্ণিং বডি'র সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় মহোৎসব-সূচী সংযুক্ত হইল। নিবেদন ইতি—

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা ; শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ,
পোঃ ওয়ারী, ঢাকা। ৪ঠা আশ্বিন, ১৩৪৭ বাং ;
২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ ইং।

শ্রীশ্রীহরিজনকিঙ্কর—
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
সেক্রেটারী, 'গভর্ণিং বডি'

উৎসব-পঞ্জী

২৪শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব ; ২৬শে আশ্বিন শনিবার শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব একাদশী ও ব্যঞ্জনী মহাদ্বাদশীর উপবাস ; ৩০শে আশ্বিন বুধবার শ্রীমুরারিগুপ্ত প্রভুর তিরোভাব ; ৪ঠা কার্ত্তিক সোমবার শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব : ১০ই কার্ত্তিক রবিবার রমা একাদশীর উপবাস ; ১১ই কার্ত্তিক সোমবার শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব ; ১৪ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব ; ১৫ই কার্ত্তিক শুক্রবার শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব ; ২১শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার গোষ্ঠাষ্টমী, গোপাষ্টমী, শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীগদাধরদাস ঠাকুর ও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোভাব ; ২৪শে কার্ত্তিক রবিবার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব, উত্থানৈকাদশীর উপবাস ; ২৫শে কার্ত্তিক সোমবার পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশীর উপবাস ; ২৬শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার সাধারণ মহামহোৎসব ; ২৭শে কার্ত্তিক বুধবার শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব ; ২৯শে কার্ত্তিক শুক্রবার শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাব ও শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব ; মহোৎসব-পূর্ণাপ্তি।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসবোপলক্ষে নগরসংকীর্ত্তন

গত ৮ই সেপ্টেম্বর (১৯৫০) রবিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসবোপলক্ষে বহির্গত বিরাট্ নামসংকীর্ত্তনবাহিনীর অগ্রণীরূপে শ্যামবাজারস্থিতে শ্রীল ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ

ভ্রম-সংশোধন—'গৌড়ীয়' ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যা, পংক্তিতে '৯০ লক্ষ মাইল' স্থলে 'প্রায় ২৫ লক্ষ মাইল' হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্বটৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৯ই কার্ত্তিক, ১৩৪৭ ; ২৬শে অক্টোবর, ১৯৪০ | ১২শ-১৩শ সংখ্যা

মাধুকরী ভিক্ষা

[ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-লিখিত]

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-মিশনের ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী,—প্রত্যেক সেবকই অবগত আছেন যে, শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোহভীষ্টের প্রচার অর্থাৎ শ্রীনাম-হট্টের প্রচার, জীবকল্যাণ-সাধন ও বৈষ্ণব-সেবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়-মিশনে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিহিত নিত্য মাধুকরী ভিক্ষা-প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাজনগণের সিদ্ধান্ত কয়েকবারই 'গৌড়ীয়' পত্রে আলোচিত হইয়াছে। তথাপি,কোথাও কোথাও মাধুকরী-ভিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য্য-উপলব্ধিতে অসম্পূর্ণতা ও বিকৃত বিচার পরিলক্ষিত হইতেছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান আচার্য্যদেব পর্য্যন্ত সকলেই শ্রীনামপ্রভুর সেবার্থ নিজের ও পরের সমগ্র-জীবনীশক্তিকে নিয়োগ ও সর্ব্বস্ব-গ্রহণকেই মাধুকরী ভিক্ষা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই মাধু-করী ভিক্ষা-দানে ও গ্রহণে যাহার যতটা কার্পণ্য আছে, তিনি ততটা অনর্থযুক্ত। এই অনর্থের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে হইলে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবাময়ী মাধুকরী ভিক্ষারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুবর্গের সিদ্ধান্ত এই যে, কেবল নিজের পোষণোপ-যোগী সামান্য তণ্ডুল বা কিছু অর্থভিক্ষা অথবা কোন বৈষ্ণব গৃহস্থের গৃহে নিজের উপযোগী আহার্য্য বা দ্রব্যাদি-গ্রহণ শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাময়ী মাধুকরী ভিক্ষা নহে। যাহারা কেবল ব্যক্তিগত ভজনপর বা কেবল স্বার্থপর তাহারা ঐরূপ

ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ সেবকের কর্ত্তব্য হইতে বিরত থাকিতে পারেন। যাহারা সঙ্কীর্ত্তন-প্রভুর সেবক, যাহারা শ্রীনামহট্টের প্রচারক, যাহারা বৈষ্ণবসেবার আচার ও প্রচারকারী, যাহারা আত্মকল্যাণের সহিত জীব-কল্যাণের পক্ষপাতী, যাহারা মিশনরূপী শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবক তাহারা নিজের ও জীবের সর্ব্বস্ব সমর্পণ ও প্রয়োজন জন্য সর্ব্বদা সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন। যাহারা কেবল নিজের পোষণে ব্যস্ত থাকিয়া বৈষ্ণবসেবা ও শ্রীনাম-প্রচারের প্রতি উদাসীন বা বিরোধী তাহারা মিশনেরও বিরোধী। আত্মধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিয়া ধনী ও মধ্যবিত্ত—সকল প্রকার গৃহস্থের নিকট হইতেই তাঁহাদের সদ্ব্যবহার, সর্ব্বস্ব বা অন্ততঃপক্ষে লক্ষমুদ্রাবধি ভিক্ষা (শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তানুসারে) গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে ইহা বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, তাঁহারা কোন ব্যক্তিবিশেষকে দান করিয়া সেই ব্যক্তিকে কৃতার্থ করিতেছেন না, পরন্তু যিনি জীবের সর্ব্বস্বের একমাত্র স্বত্বাধিকারী ও একমাত্র ভোক্তা সেই স্বরাট্ পুরুষোত্তম শ্রীনামপ্রভুর সেবায় সর্ব্বস্ব-অর্পণের সুযোগ ও প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়া প্রেরণা-প্রদানকারী সাধুর নিকট চিরঋণী থাকিয়া এবং নিজ নিত্যমঙ্গল বরণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছেন। প্রাণ পণ করিয়া, সমগ্র জীবনী শক্তি নিয়োগ করিয়া, অকপট সেবার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিহিত মাধুকরী ভিক্ষা-ব্রত বরণ করিলে তদ্দ্বারাই সকল অনর্থ, অন্যাভিলাষ ও ভজনের কণ্টক হইতে উত্তীর্ণ হইবার সুযোগ এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মের সঙ্গ ও কৃপা-লাভ হইবে। মাধুকরী ভিক্ষা শরণাগতি-শিক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। যিনি যত অধিক পরিমাণে নিজের সর্ব্বস্ব সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিতে পারিবেন, তিনি তত অধিক পরিমাণে মাধুকরী ভিক্ষা করিতে সাহসী ও উৎসাহী হইতে পারিবেন, তিনি তত অধিক শ্রীনামপ্রভুর শুদ্ধপ্রেম, শ্রীনামহট্টের প্রচার, কীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী-প্রচারে উৎসাহভরে নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন। এই আদর্শের অনুসরণ করিয়া মিশনের প্রত্যেক সেবক মাধুকরী ভিক্ষাব্রত উদ্‌যাপন করিলে সর্ব্বসিদ্ধি করতলগত করিতে পারিবেন এবং ইহার দ্বারা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সন্তোষ ও মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ হইবে। অতএব প্রত্যেক মঠসেবক মাধুকরী ভিক্ষার এই আদর্শ গ্রহণ করুন—বৈষ্ণব-সেবায়; শ্রীনামগুরুর-সেবায়, শ্রীনাম-ধাম-কাম-বিস্তার-সেবায়, শ্রীভক্তিবিনোদবাণী-বৈভবের সেবায়,জীবে দয়া-কার্য্যের আনুকূল্য-কল্পে মাধুকরী ভিক্ষার এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হউন। নিজের পোষণোপযোগী ভিক্ষা অধিক হইলেই তাহা স্থূল ভিক্ষায় পরিণমিত হইবে বা তাহা ভজনের বিঘ্নজনক হইবে, এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা পরিহার করিয়া অথবা স্ব-স্ব নাম-পূজা-প্রতিষ্ঠা, কর্ত্তৃত্বাভিমান, ভোক্তৃত্বাভিমান, দক্ষতা, চতুরতা প্রভৃতির প্রদর্শনী উন্মোচনের জন্য লোকবঞ্চক ও লোকহিংসক হইয়া ভিক্ষার নামে শরণাগতির বিরোধী, জীবে দয়া ও বৈষ্ণব-সেবার বিরোধী বৃত্তিকে পরিহার করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিষ্কপট-সেবাময়ী, আত্মপর-মঙ্গলময়ী শরণাগতি-শিক্ষাময়ী মাধুকরী ভিক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করুন। সর্ব্বপ্রকার আলস্য, জাড্য, দেহারামতা, অন্যাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া এখন হইতেই শুদ্ধ-মাধুকরী ভিক্ষাব্রত অবলম্বন করুন। এই মাধুকরী ভিক্ষার অধিকার ব্রহ্মাদি দেবতাও অভিলাষ করিয়া থাকেন। পরমকারুণিক আচার্য্যবৃন্দ আমাদিগকে সেই অধিকার প্রদান করিয়াছেন। সাধু সাবধান! যাহাতে এই অধিকারের কোন প্রকার অসদ্ব্যবহার না হয়, সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে,—এই মাধুকরী-ভিক্ষা নিজ পোষণের জন্য বা দেহ-সম্পর্কিত মানব বা সামাজিকগণের পোষণের জন্য নহে। ইহা শুদ্ধ চেতন বা নির্ম্মল সেবোন্মুখ আত্মার সেবা অর্থাৎ বৈষ্ণব-সেবার জন্য, ইহা আবৃত চেতনকে অনাবৃত করিয়া শ্রীনামপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে আহুতি প্রদান করিবার আনুকূল্যে নিজের চেতনকে সেই যজ্ঞের অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, ঋত্বিক্ ও হোতার হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য এবং শ্রীনাম-প্রভুর বহ্ন্যগ্নির ইন্ধন-সংগ্রহের জন্য। অতএব, সাধারণ তথাকথিত নিষ্কাম কর্ম্মীর ভিক্ষা, কর্ম্মজড় উদরসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণাভিমানীর ভিক্ষা, অথবা পেট-বৈরাগীর ভিক্ষা ও গৌড়ীয়-মিশনরূপী গৌড়ীয়-গুরুবর্গের শ্রীপাদপদ্মের সেবাময়ী এই মাধুকরী ভিক্ষা এক নহে। এই বিচার সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে দেদীপ্যমান রাখিয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের আনুগত্যে মাধুকরী ভিক্ষাব্রতে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। আর একটি প্রধান বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আগন্তুক যোগ্যতা ও দক্ষতার দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণময়ী মাধুকরী ভিক্ষা সংগৃহীত হয় না। শরণাগতিই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ইন্দ্রিয়-তর্পণ বিধান করে। অকপট শরণাগত কিম্বা, অকপটভাবে শরণাগতির

প্রতি আর্ত্ত ব্যক্তি বাহ্যদৃষ্টিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অযোগ্য বলিয়া দৃষ্ট হইলেও, তিনিই প্রকৃত মাধুকরী ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে পারেন। অতএব, প্রাকৃত যোগ্যতা বা দক্ষতার অভাবের জন্য দুঃখিত বা অনুতপ্ত না হইয়া কিম্বা ঐরূপ যোগ্যতা-লাভের জন্য মনোযোগী বা অধ্যবসায়ী না হইয়া শরণাগতি ও কৃপার জন্য অধিকতর আর্ত্ত ও ব্যাকুল হইলেই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবাময়ী মাধুকরী ভিক্ষার প্রতি সহজ নিষ্ঠা বর্দ্ধিত হইবে। প্রত্যেক মাধুকরী ভিক্ষাকারী তাঁহার সংগৃহীত ভিক্ষা শ্রীশ্রীগুরুদেবের সন্নিধানে সমুপস্থিত করিবেন, ইহাতে কাহারও ব্যক্তিগত বিন্দুমাত্র অধিকার বা ভোগবুদ্ধি থাকিবে না। এই সকল কৃষ্ণসেবার উপকরণ কৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মই যথাযোগ্য ব্যবহার করিবেন। অতএব, মিশনের মাধুকরী ভিক্ষা সংগ্রহকারী সেবকগণ প্রত্যেক তণ্ডুলের প্রত্যেকটি কণা ও পাই পর্য্যন্ত গৌড়ীয়-মিশনের নিয়মন-কেন্দ্র কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রেরণ অথবা কিভাবে উহা কোন্ কেন্দ্রে কোন্ কোন্ সেবায় নিযুক্ত হইবে, তাহা জানিয়া লইয়া ঐ-সকল সেবোপকরণ গুরুবর্গের আনুগত্যে শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিয়োজিত করিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

অতিথিসেবা

স্মৃতিশাস্ত্রে অতিথি-সেবার অপরিহার্য্য কর্ত্তব্যতা ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। আবহমান কাল হইতে ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে অতিথি-সেবার প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ সর্ব্বত্রই অতিথি-সেবার প্রশস্তি গীত হইয়াছে। কঠোপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়, যখন নচিকেতাঃ যমরাজের গৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন যমরাজ গৃহে ছিলেন না। নচিকেতাঃ তথায় তিন রাত্রি অবস্থান করিলেন। পরে যম গৃহে ফিরিয়া আসিলে যমপত্নী স্বামীকে বলিলেন,—"আমাদের গৃহে অতিথি অভুক্তাবস্থায় রহিয়াছেন, তাঁহার সৎকার করা কর্ত্তব্য।" যম নচিকেতার যথোচিত সৎকার ও পূজা করিয়া বলিলেন,—"তুমি আমার গৃহে অতিথি হইয়া তিন রাত্রি উপবাসী আছ, ইহাতে আমার অপরাধ হইয়াছে। আমার এই অপরাধ-ক্ষালনার্থ তোমাকে তিন রাত্রির জন্য তিনটী বর প্রদান করিতেছি। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে জানিতে পারা যায়, প্রাচীনতম কালেও এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতে সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে অতিথি-সেবার প্রতি কিরূপ মর্য্যাদা ছিল। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ যমরাজও অতিথিসেবা-তৎপর ছিলেন। মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে জানা যায়, কেহ কেহ নিজপ্রাণ, প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্র ও সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়াও অতিথির সেবা করিয়াছেন। পুত্রকে স্বহস্তে ছেদন করিয়াও তদ্দ্বারা অতিথির তর্পণ করিয়াছেন। সতী আত্মমর্য্যাদা বলিদানে প্রস্তুত হইয়াও অতিথির সেবা-সম্ভার সংগ্রহ করিয়াছেন। বলি মহারাজের যাচনকে ত্রিপাদ ভূমি-দান, কিম্বা অম্বরীষের দুর্ব্বাসার সেবার দৃষ্টান্ত অতিথি-সেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দুর্ব্বাসার ক্রোধ, মৎসরতা, দুরভিসন্ধি—কোনটিই অম্বরীষের চিত্তকে অতিথি-সেবা-ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। যশোমতী, দেবকীদেবী, দ্রৌপদী, রুক্মিণী, সতী, সীতা প্রভৃতি সকলেই অতিথি-সেবা-তৎপরা ছিলেন। অতিথি-সেবা কেবল কর্ম্মিগণেরই পালনীয়—এইরূপ বিচার বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অম্বরীষের বিচারে স্থান পায় নাই।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"আতিথ্য দুইপ্রকার—১। জনপ্রতি, ২। সমাজপ্রতি। গৃহস্থ ব্যক্তি অতিথি উপস্থিত থাকিলে তাঁহার যথাযোগ্য সেবা না করিয়া স্বয়ং নিশ্চিন্ত হইবেন না। শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, অন্নাদি প্রস্তুত হইলে গৃহস্থ নিজের দ্বারের বহির্ভাগে গিয়া অভুক্ত ব্যক্তিকে তিনবার ডাকিবেন। যদি কেহ আইসেন, তাঁহাকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং সপরিবারে ভোজন করিবেন। আড়াই প্রহরের সময় অতিথি ডাকিবার বিধি আছে। বর্ত্তমানকালে তত বেলা পর্য্যন্ত অনাহারে থাকা সকলের পক্ষে কঠিন, অতএব যে সময়ে যিনি আহার করেন, তাহার পূর্ব্বে অভুক্ত লোককে ডাকিলে কর্ত্তব্য সাধন হয়। অভুক্ত লোক বলিলে ব্যবসায়ী ভিক্ষুক বুঝায় না। সামাজিক ক্রিয়াযোগে সামাজিক আতিথ্য কর্ত্তব্য।" (চৈঃ শিঃ)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আরও লিখিয়াছেন,—"ভক্তগণের কার্পণ্য অত্যন্ত দূষণীয়। সৎকর্ত্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্রকে অন্নাদি-দান, পীড়িতকে ঔষধদান, শীতার্ত্তকে বস্ত্র-

দান ইত্যাদি দ্বারা ব্যবহার করিবে। জগতের সকলেই যখন ব্যবহারযোগ্য পাত্র, তখন যথাযথা ব্যবহার করিলেই কার্পণ্য দোষ হয় না। কিছু না থাকে, মিষ্টবাক্য দ্বারা সকলের সহিত ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট হয়। কাহার সহিত মিষ্টবাক্য-দ্বারা, কাহার সহিত অর্থ-দ্বারা, কাহার সহিত শ্রম-দ্বারা সদ্ব্যবহার করিবে। ব্যবহার-কার্পণ্য ভক্তগণের পক্ষে নিষিদ্ধ।"(চৈঃ শিঃ)

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পিতৃদেব রাজ-পণ্ডিত শ্রীসনাতন মিশ্রের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

"সেই নবদ্বীপে বৈসে মহাভাগ্যবান্।
বদান্যপ্রধান-স্বভাব—শ্রীসনাতন নাম॥
অদ্বৈতের, উদার, পরমবিষ্ণুভক্ত।
অতিথিসেবনে, পর-উপকারে রত॥"

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৫।৪০-৪১

অতএব অতিথি-সেবন-প্রবৃত্তি, পরোপকার, উদারতা, অকপটতা বৈষ্ণবতারই লক্ষণ। তাহা বৈষ্ণবতা হইতে পৃথক্ বৃত্তি নহে।

বৈষ্ণবীশ্রেষ্ঠা স্বয়ং পার্ব্বতীদেবীও শ্রীমহাদেবের সহিত অতিথিসেবা করিয়া থাকেন,—

"পরমসন্তোষে দোঁহে অতিথি দেখিয়া।
পাক করিলেন দেবী হরষিত হৈয়া॥
পরম-আদরে ভিক্ষা দিলেন প্রভুরে।"

—চৈঃ ভাঃ আঃ ৯।৩৩-৩৪

শ্রীগোপরাজ নন্দ ও শ্রীযশোমতী অতিথিরূপে আগত কশ্যপমুনির সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীবরাঙ্গনা নিজের প্রাণ দিয়াও অতিথি সেবা করিতে উদ্যতা হইয়াছিলেন।

ইহা পৌনরুক্ত্য যে, লৌকিক বা সামাজিক অতিথিসেবা সভ্যসমাজনিষ্ঠ সৎকর্ম্মমাত্র। ভক্তিসম্বন্ধ-গন্ধহীন জাতি ও সমাজে অতিথিসেবা একটী অপরিহার্য্য সামাজিক বা নৈতিক কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। আরবজাতির অতিথিসেবার কথা বিদ্যালয়ের ছাত্রগণও পাঠ করিয়া থাকে। আরবজাতি পুত্রহন্তা অতিথিকেও খাদ্য ও বাসস্থান প্রদান করিয়া পরিতুষ্ট করিয়াছেন; এমনকি পুত্রহন্তার পলায়নের জন্য স্বয়ং পিতা অতিথিকে বেগবান্ অশ্ব প্রদান করিয়াছেন, ইহাও ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষিগণ সামাজিক ও নৈতিক কর্ত্তব্যরূপে অতিথিসেবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া শুদ্ধভক্তিপথের পথিকগণ মনে করিতে পারেন, যে-সকল কর্ম্মে কর্ম্মীদিগের আদর ও আগ্রহ, শুদ্ধভক্তগণের পক্ষে কখনও উহার অনুকরণ করা কর্ত্তব্য নহে। কর্ম্মিগণ, অজ্ঞাভিলাষিগণ যাহা করিবেন, তাহার বিরুদ্ধ আচরণ করাই শুদ্ধভক্তি,—এইরূপ বিচার হইতে কেহ কেহ ভক্তিপথের পথিকের অভিনয় করিয়া অতিথি-সেবা বা দীনদুঃখী-দরিদ্রকে অর্থাদি-দানের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া থাকেন অর্থাৎ ঐ সকলকে কর্ম্মীয় বিচার করিয়া উহা হইতে বিরতিকেই শুদ্ধভক্তির অনুবর্ত্তন বলিয়া মনে করেন।

আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ-কালে দেখিতে পাই, শ্রীহাড়াই পণ্ডিত ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীপদ্মাবতী* তাঁহাদের প্রাণস্বরূপ সর্ব্বজগতের হৃদয়ধন বালক শ্রীনিত্যানন্দকে,

* বিদ্যাধন-পিতা তবে ভিক্ষা করাইয়া।
রাখিলেন পরম-আনন্দযুক্ত হঞা॥
সর্ব্বরাত্রি বিদ্যাধন-পিতা তাঁর সঙ্গে।
আছিলেন কৃষ্ণকথা-কথন প্রসঙ্গে॥
শুভকাল সন্ন্যাসী হইলা উষাকালে।
বিদ্যাধনপিতা প্রতি ডাকিবার ছলে॥
সন্ন্যাসী বলে,—"এক ভিক্ষা আছয়ে আমার।"
বিদ্যাধন-পিতা বলে,—"যে ইচ্ছা তোমার"॥
সন্ন্যাসী বলে, "করিবাও তীর্থ পর্য্যটন।
সংহতি আমার ভাল নাহিক ব্রাহ্মণ॥
এই যে সকল-জ্যেষ্ঠ পুত্রত তোমার।
কত দিন লাগি' দেহ সংহতি আমার॥
শুনিয়া সন্ন্যাসীর বাক্য শুদ্ধ-বিপ্রবর।
মনে মনে চিন্তে বড় হইলা কাতর॥
"প্রাণভিক্ষা করিলেন আমার সন্ন্যাসী।
না দিলে 'সর্ব্বনাশ হয়' হেন বাসি॥
বিশ্বরূপের পূর্ব্ব মহাপুরুষ-লক্ষণ।
প্রাণরক্ষা নিমিত্তেও করিলা গমন॥
রামচন্দ্র পুত্র—দশরথের জীবন।
সুখে বিশ্বামিত্র তবে করিলা গমন॥
লক্ষ্মণহ রাম বিনে রাজা নাহি জীয়ে।
তথাপি দিলেন—এই পুরাণেতে কহে॥"
ভাবিয়া চলিলা বিপ্র ব্রাহ্মণীর স্থানে।
আনুপূর্ব্বী কহিলেন সব বিবরণে॥
শুনিলা বলিলা পতিব্রতা জগন্মাতা।
"যে তোমার ইচ্ছা প্রভু! সেই মোর কথা॥"

দান করিয়া এক সন্ন্যাসী অতিথির সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও তাঁহার সতীসাধ্বী শ্রীশচীদেবী + কত যত্ন ও আর্ত্তির সহিত তৈথিক অতিথির সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহে নিত্য অতিথি-সেবা হইত। বিষ্ণু-সেবার ন্যায় অতিথি-সেবাকেও তাঁহারা নিত্য ধর্ম্ম বলিয়া গণনা করিতেন। তদানীন্তন নবদ্বীপে নানাস্থান হইতে যেরূপ বিদ্যার্থিগণ উপস্থিত হইতেন, তদ্রূপ সন্ন্যাসী ও অভ্যাগতগণও নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আতিথ্য স্বীকার করিতেন। তাই শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—　　(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১১-২৭)

"প্রভু সে পরম-ব্যয়ী ঈশ্বর-ভাণ্ডার।
চারিভিতরে নিরবধি যেন পুরস্কার॥
দুঃখীরে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি'।
অন্ন, বস্ত্র, কড়ি-পাতি যেন গৌরহরি॥
নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে।
যার যেন যোগ্য, প্রভু দেন সমাদরে॥
কোনদিন সন্ন্যাসী আইসে দশ বিশ।
সব নিবর্ত্তেন প্রভু হইয়া হরিষ॥
সেই ক্ষণে কহি' পাঠায়েন জননীরে।
কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা আজি করিবারে॥
ঘরে কিছু নাই, আই চিন্তে মনে মনে।
'কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা হইবে কেমনে?'
চিন্তিতেই হেন, নাহি, জানে কোন জনে।
সকল সম্ভার আনি দেন সেইক্ষণে॥
তবে লক্ষ্মীদেবী গিয়া পরম সন্তোষে।
রান্ধেন বিশেষ, তবে প্রভু আসি' বৈসে॥

সন্ন্যাসিগণেরে প্রভু আপনে বসিয়া।
তুষ্ট করি' পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া॥
এই মতে অনেক অতিথি আসি' হয়।
সবারেই জিজ্ঞাসা করেন কৃপাময়॥
গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
"অতিথির সেবা—গৃহস্থের মূল কর্ম্ম॥
গৃহস্থ হইয়া অতিথি-সেবা না করে।
পশু, পক্ষী হইতে 'অধম' বলি তারে॥
যা'র যা না থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্ট-দোষে।
সেই তৃণ, জল, ভূমি দিবেক সন্তোষে॥
তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥
সত্যবাক্য কহিবেক করি' পরিহার।
তথাপি আতিথ্য-শূন্য না হয় তাহার॥
অকৈতবে চিত্ত সুখে যার যেন শক্তি।
তাহা করিলেই বলি' 'অতিথির ভক্তি॥"
অতএব অতিথিরে আপনে ঈশ্বরে।
জিজ্ঞাসা করেন অতি পরম আদরে॥

এতৎপ্রসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"প্রভু একদিকে যেমন দীন-দুঃখী ও অতিথিগণের অভাব মোচন করিতেন, অপরদিকে তেমনি চতুর্থাশ্রমী ত্যক্তগৃহ সন্ন্যাসিগণের পরিচর্য্যার আদর্শও পুণ্যাত্মা বার্ষিক গৃহস্থ-গণের পূর্ব্বাদর্শভূত স্বীয় গার্হস্থ্যলীলায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বার্ষিক সৎ গৃহস্থই যে আশ্রমধর্ম্মের আদর করিতে বাধ্য, তাহা জানাইবার জন্যই প্রভু পুণ্যময় গৃহস্থোচিত ধর্ম্মের

আইলা সন্ন্যাসি-স্থানে নিত্যানন্দ-গিয়া।
স্থানীরে দিলেন পুত্র, ঘোচাইয়া মাথা॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ৩।১৮ ৮১, ৮৪-৮৯, ৯২-৯৪

। অতিথি-স্বাগত-শ্লোক যেন-মতে হয়।
সব করিলেন জগন্নাথ মহাশয়॥
আপনে করিয়া তান পাদ প্রক্ষালন।
বসিতে দিলেন আনি' উত্তম আসন॥
সত্য যাই বলিলেন যদি বিপ্রবর।
তবে তানে বিশ্ব জিজ্ঞাসেন,—'কোথা ঘর?'

বিপ্র বোলে,—'আমি উদাসীন বেদাক্ষরী।
চিত্তের বিক্ষেপে মাত্র পর্য্যটন করি'॥
প্রণতি করিয়া মিশ্র বোলেন বচন।
'অদ্যকের রাত্রি তোমার পর্য্যটন॥
বিশেষতঃ আজি আমার পরম সৌভাগ্য।
আজ্ঞা দেহ—'অদ্যকের করি ভিক্ষা কার্য্য।'
বিপ্র বোলে,—'কর মিশ্র, যে ইচ্ছা তোমার।'
হরিষে করিলা মিশ্র দিব্য উপহার॥
অন্নের উপরি' তুলসীরে ভালমতে।
দিলেন সকল সজ্জ রন্ধন করিতে॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ৪।২৩-৩০

পূর্ণ ও সর্ব্বোত্তম আদর্শ দেখাইয়া সন্ন্যাসিগণের ভোজন, আশ্রয় প্রভৃতি প্রদান করিতেন। যাঁহারা তাক-গৃহ চতুর্থাশ্রমী যতি, গৃহস্থের মঙ্গলোদ্দেশে তাঁহাদের দেশ-পর্য্যটনকালে তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য ভোজ্য ও আশ্রয়-প্রদান—প্রত্যেক বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-পালক গৃহস্থেরই একান্ত কর্ত্তব্য। কালক্রমে হিংসাবশে গৃহব্রতগণ চতুর্থাশ্রমিগণকে তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করায়, প্রকৃত আশ্রম-ধর্ম্ম ক্রমশঃ লুপ্ত ও বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে; এমন কি কোন কোন গৃহস্থ এরূপ মনে করেন যে, গৃহস্থহিতৈষী সন্ন্যাসীকে গৃহস্থাশ্রম হইতে তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য ভিক্ষা হইতে বঞ্চনই তাঁহাদের পরম ধর্ম্ম। সম্পত্তিসম্পন্ন ও ধনাঢ্য গৃহস্থের লীলা না দেখাইলেও প্রভু গৃহস্থগণকে সন্ন্যাসিগণের সৎকার-শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য নিজগৃহে দশ বিশ জন সন্ন্যাসীকে-মাধো ঘরে নিমন্ত্রণ করাইয়া ভোজন করাইতেন। যতিগণের সাধারণতঃ অগ্নিব্যবহার না থাকায় তাঁহাদের পাকাদি কার্য্য সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণগণের দ্বারাই নির্ব্বাহিত বা সম্পাদিত হইত। নিরপেক্ষ যতিসম্প্রদায় সাত্ত্বিক বিপ্রের গৃহে পাচিত অন্নাদি গ্রহণ করিতে পারেন। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-গৃহে একটি বিষ্ণুমন্দির থাকিত এবং সন্ন্যাসিগণও বিষ্ণুর উদ্দেশে পাচিত অন্নসমূহই সেবন করিতেন। বিপ্রেতর অপরের গৃহে বিষ্ণু-নৈবেদ্য ব্যতীত উত্তরদেব-নৈবেদ্যে অবৈষ্ণবাদি থাকিবার সম্ভাবনা-হেতু পরিব্রাজক যতিগণের বিপ্রেতর কাহারও গৃহে ভিক্ষা অর্থাৎ ভোজন করিবার রীতি ছিল না। তিনি পুণ্যময় গার্হস্থ্যাশ্রমোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের আদর্শ প্রদর্শনোদ্দেশে স্বয়ং সন্ন্যাসিগণের নিকট বসিয়া থাকিয়া তাঁহাদিগকে প্রসাদ সেবন করাইতেন। বিষ্ণুতোষণকামী অভ্যাগত পরিব্রাজক এক-তিথিকাল অবস্থানকারী অতিথির সেবা পরিত্যাগ করিয়া যে-সকল গৃহমেধী কেবলমাত্র নিজের জন্য পাকাদি গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন, তাহারা পশু-পক্ষী অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। পশু, পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যক্ জীব স্বীয় অভাব-নিবৃত্তি ও আহার্য্য-সংগ্রহের জন্য পৃথিবীতে ও আকাশে বিচরণ করে; উহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিবার সুযোগ অল্পই আছে, কিন্তু মানবগণ সামাজিক শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে বাধ্য। যদি ঐ বিষয়েই তাঁহারা বিমুখ হন, তাহা হইলে তাঁহারাও আশ্রয়বিহীন মশা পশু-পক্ষীর ন্যায় কেবল মাত্র স্ব স্ব উদর-ভরণকারী জীব বলিয়াই পরিচিত হইবেন। মনুষ্যের স্ব স্ব উদর-ভরণ ব্যতীত বিষ্ণুসেবার জন্যই দ্রব্যাদি সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করিবার উচ্চ অধিকার বর্ত্তমান, তজ্জন্য নারায়ণ-তোষণকাম জীবহিতাকাঙ্ক্ষী পরিব্রাজক ও অতিথিগণের আশ্রয় ও ভোজন প্রদানও তাঁহাদের সামাজিক বিধির অন্তর্গত। এই বিধি উল্লঙ্ঘন করিলে তাঁহাদিগকে পশু-পক্ষী অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বলা যাইবে।

নিষ্ঠুর-প্রকৃতি স্ব-স্ব জিহ্বা-উদর-লম্পট লোভী প্রাকৃত সহজিয়াগণ অধুনা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ধর্ম্ম-প্রচারক বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া বৈষ্ণবসন্ন্যাসীকে ভূপাদি হইতেও বঞ্চিত করেন। তাঁহাদিগের শ্রীচৈতন্য-বিরোধ প্রদর্শন-কল্পেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের এই আদর্শ গৃহস্থ-লীলা-প্রদর্শন। অতিথি ও যতিগণের প্রতি গৃহস্থ-জনোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া প্রভু লোকশিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু, শ্রীহার অনুগত বলিয়া পরিচয় দিয়াও কেহ কেহ উহার ব্যতিক্রম করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা নগরীতে অতিথিরূপে অভ্যাগত কতিপয় ত্রিদণ্ডী ও ব্রহ্মচারীকে দিবা দ্বিপ্রহরকালে বিষ্ণুনৈবেদ্য হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য জনৈক প্রবিণ-লোভী, নাম-মন্ত্র-ভাগবত-জীবী শিক্ষানুবর্ত্তী জাতি-গোস্বামিক্রব অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন। এতাদৃশ ব্যবহার হইতে রক্ষা করিবার জন্যই প্রভু স্বয়ং অতিথি ও যতিগণকে আশ্রয় ও ভোজ্য-প্রদানের লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হায়! কোথায় পরম আদর ও যত্নের সহিত অতিথি সন্ন্যাসীর প্রতি প্রভুর অযাচে কৃপা-বিতরণলীলা! আর কোথায় শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মপ্রচারের দোহাই দিয়া শ্রীচৈতন্যবিমুখ জনগণের শ্রীচৈতন্যাশ্রিত যতি ও অতিথিগণের প্রতি বিরোধ ও নির্য্যাতন চেষ্টা! কেবল ঢাকা নগরীতে নহে, কিছুদিন পূর্ব্বে কুলিয়ানগরীতেও শ্রীধামসেবা উপলক্ষে সমাগত শ্রীধামপরিক্রমার নিরীহ যাত্রিগণের প্রতি ঐ শ্রেণীর কোন কোন ব্যক্তি কতিপয় দুর্দ্দান্ত দুর্বৃত্ত ব্যক্তির সাহায্যে বৈষ্ণবব্রাহ্মণ যতিগণকে ও ভক্ত-নারী-বর্গকে সমাদর করিবার পরিবর্ত্তে অবৈষ্ণবভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই সমস্তই শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিকূল-চেষ্টা।" (চৈঃ ভাঃ গৌঃ ভাষ্য আঃ ১৪।১১-২৭)

● অতিথিসেবা সদ্‌গৃহস্থ-মাত্রেরই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম—এ বিষয়ে ত' কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু, যাহারা মঠবাসী তাহাদিগেরও এই অতিথি-সেবা একান্ত কর্ত্তব্য। যদি তাহারা অতিথি সেবা না করেন, তবে তাহাদিগকে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিরোধী, বেদ, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-বিরোধী,

শ্রীচৈতন্যভাগবত-বিরোধী ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচার-প্রচার-বিরোধী জানিয়া তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমরা জানি, ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গোদ্রুমের স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে কোন এক অতিথি গমন করিতেছেন জানিয়া, তথাকার তদানীন্তন কুঞ্জের রক্ষককে এক পত্রে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন,—"আমার জন্য যে দৈনিক ০০ দুগ্ধের ব্যবস্থা আছে সেই দুগ্ধের দ্বারা উক্ত অতিথির সেবা করিবে এবং তাঁহার যথোচিত পরিচর্য্যা করিতে ত্রুটি করিবে না।"

যদিও ঐ অতিথিটী শুদ্ধভক্তিপথের পথিক ছিলেন না এবং স্ত্রী, পুত্রাদি লইয়া তিনি ভ্রমণ-উদ্দেশ্যেই তথায় গিয়াছিলেন, তথাপি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নিজের প্রয়োজনীয় দুগ্ধ অতিথিকে প্রদান করিয়া তাঁহার সেবা করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

অবধূতকুল-শিরোমণি শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজকে লোকে যে-সকল অর্থাদি প্রদান করিতেন, তিনি তাহা অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দ্বারা শ্রীধাম বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিতেন এবং ঐ অর্থ শ্রীধামের অভ্যাগতগণের সেবায় নিয়োগ করাইতেন। ঐ উভয় মহাজনের এই আদর্শ আচরণের সাক্ষ্য-স্বরূপ দুইটী পত্র-এই প্রবন্ধ-লেখকের নিকট সংরক্ষিত আছে। তদ্দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, অতিথি-সেবা যে কেবল গৃহস্থগণই করিবেন তাহা নহে। বিবিক্তানন্দী মহাজনগণও যখন অতিথি-সেবা ও বৈষ্ণব-সেবার আদর্শ রক্ষা করেন, তখন মঠবাসিগণেরও তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে অনেকবার শ্রবণ করিয়াছি যে, পুরীর শ্রীমন্দিরের বর্ত্তমান সিংহদ্বার যিনি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, সেই উদাসীন বৈষ্ণবমহাজ্ঞা যাত্রিগণের গাড়ী আটক করিয়া দিতেন এবং বৈষ্ণব অভ্যাগতের সেবার জন্য তাঁহারা আনুকূল্য প্রদান না করা পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে ছাড়িতেন না। তিনি এই ভাবে বৈষ্ণব ও অতিথির সেবা করিতেন।

কিছুদিন পূর্ব্বেও শ্রীরামানুজীয় সম্প্রদায়ের উদাসীন বৈষ্ণব শ্রীবাসুদেব রামানুজদাসজীকে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ দরজায় নিত্য নিয়মিত ভাবে মহাপ্রসাদের দ্বারা অতিথিসেবা করিতে দেখা গিয়াছে।

এক সময় জনৈক বাউলবেষী এক উদাসীন ব্যক্তি পুরীতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে কিছু মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তখন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তম মঠেই অবস্থান করিতেছিলেন। জনৈক নবীন ভক্ত ইতঃপূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে আউল, বাউলাদি অপসম্প্রদায়ের আলোচনা শ্রবণ করিয়া ঐরূপ ব্যক্তিগণের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য ইহা বিচার করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিশেষতঃ উপদেশামৃতের "দুঃক্তে ভোজয়তে চৈব" শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া, ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, বিদ্ধ-সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি অতিথি অভ্যাগতরূপে উপস্থিত হইলেও তাহাদিগকে প্রসাদ দান করিলে তদ্দ্বারা তাহাদের সঙ্গই হইয়া যাইবে। এই বিচারে তিনি ঐরূপ একব্যক্তিকে অভ্যাগতগণের শুদ্ধভক্তিমঠে মহাপ্রসাদ ভিক্ষার্থ প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহাকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদানপূর্ব্বক বহিষ্কৃত করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ইহা দূর হইতে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন ও ঐ নবীন ভক্তটিকে এরূপ ভক্তিবিরোধী কার্য্য হইতে তৎক্ষণাৎ বিরত করাইলেন এবং স্বয়ং সেই ব্যক্তিটিকে সাদরে আহ্বান করিয়া নিজে সম্মুখে থাকিয়া বিচিত্র মহাপ্রসাদ ভোজন করাইলেন এবং সেদিন হইতে সকলকে বলিয়া দিলেন,—"যে কোন উদাসীন ব্যক্তি যে-কোন সম্প্রদায়েরই হউক, যদি অতিথিরূপে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করেন, তবে তাঁহাকে তাহা প্রদান করা প্রত্যেক মঠবাসীরই কর্ত্তব্য। যেরূপ সদ্ গৃহস্থের গৃহে অতিথি-সেবা কর্ত্তব্য তদ্রূপ কৃষ্ণের সংসার মঠেও অতিথি-অভ্যাগতের সেবা কর্ত্তব্য। নিজেরা ভোজন না করিয়াও অতিথির সেবা করিতে হইবে। প্রচুর প্রসাদাদি না থাকিলে মাধুকরী প্রদান করিতে হইবে। তাহা সম্ভব না হইলেও জল, আসন, অন্ততঃ মিষ্টবাক্যের দ্বারা অতিথির সেবা করিবে।"

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শিক্ষা ও উপদেশের মধ্যেও আমরা এই আদর্শই প্রাপ্ত হই। কিছুদিন পূর্ব্বে যখন কোন এক ভিক্ষুক প্রসাদ-প্রার্থী হইয়া মথুরা মঠালয়ে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন কোন এক ভক্তকে সেই ভিক্ষুকের প্রতি দুর্ব্যবহার করিতে দেখিয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং এ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশ করিতে বলেন। এই শিক্ষা যাহাতে আমরা সর্ব্বদা স্মরণে রাখিতে পারি, সেই জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব বিজ্ঞাপনের ন্যায় ইহা সর্ব্বত্র প্রচার করিবার আদেশ প্রদান করেন।

শ্রীল আচার্যদেব বলেন,—"অতিথি-সেবা যেরূপ গৃহস্থের সেবানুকূল সংসারে অবশ্য কর্তব্য, তদ্রূপ মঠে—ভক্তের সংসারেও প্রত্যেক মঠবাসীর পক্ষে উহা অপরিহার্য কর্তব্য। ব্যক্তিত্বের বিচারশূন্য হইয়া যে কোন ব্যক্তি অতিথিরূপে গৃহে বা মঠে আসিবেন তাঁহাকেই সেবা করিতে হইবে। বৈষ্ণব হইলে তাঁহার সঙ্গ করিবেন, আর কর্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী বা ত্রয়োদশ প্রকার অপসম্প্রদায়ের লোক হইলে তাঁহাদের সঙ্গ করিবেন না, কেবল ভোজনাদি-দানের দ্বারা যথাযোগ্য সেবা করিবেন।"

আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সময় সময় দীন ও দুঃখীকে নিজের পকেট হইতে অর্থাদি দান করিতেন, কিন্তু তাঁহারই সহিত একত্র ভ্রমণকারী ব—নামক এক 'ধনাঢ্য ব্যক্তি এক পাইও ব্যয় করিতেন না। তিনি লোককে এই বলিয়া ভোগা দিতেন যে দীন, দুঃখীকে দান করিলে তাহা কপাল হইয়া যাইবে, অতএব তিনি কর্ম না করিয়া শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান করিতেছেন! এইরূপ আত্ম-বঞ্চনামূলক বিচারের মূলে ভক্তির প্রতি আদৌ প্রীতি নাই। স্বভোগের প্রতিই প্রচ্ছন্ন প্রীতির সূতিগন্ধ পাওয়া যায়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এইরূপ ব্যবহার-কার্পণ্যকে ভক্তির প্রতিবন্ধক বলিয়াছেন। যাঁহারা শুদ্ধভক্ত তাঁহাদের চরিত্রে অতি সাধারণ গুণ বা তটস্থ লক্ষণগুলিও থাকিবে না, তাহা নহে। বরং কৈতবশূন্যতারূপ স্বরূপলক্ষণও থাকিবেই, তটস্থ লক্ষণগুলিও আনুষঙ্গিক ভাবে স্বরূপলক্ষণের সেবা করিবে। কর্মী ও শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে পার্থক্য এই যে, কর্মী তটস্থ লক্ষণ-গুলিকেই মুখ্য লক্ষণ মনে করে এবং ঐগুলিকেই প্রধান মনে করিয়া হরিভক্তিকেই গৌণ, কখনও বা হরিভক্তিহীন নীতিকেই বহুমানন করে। কিন্তু, শুদ্ধভক্তির বিচার এই,—

ধন্যাস্ত ভক্তিভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

—ভাঃ ৫।১৮।১২

ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে যাঁহার নিষ্কাম সেবা-প্রবৃত্তি বর্তমান, ধর্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সমস্ত গুণের সহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতেই সম্যগ্‌রূপে অবস্থান করেন।

কর্মীর লৌকিক ও বৈদিক সমস্ত ক্রিয়াই আত্মসুখময় অর্থাৎ ধর্মার্থ-কাম বা মোক্ষ-বাসনার অনুকূলে কৃত হয়। আর, ভক্তের লৌকিকী ও বৈদিকী যাবতীয় ক্রিয়াই হরি-সেবার অনুকূলে কৃত হইয়া থাকে।

কর্মী পুণ্যকামী হইয়া অতিথিসেবা করেন, আর শুদ্ধভক্ত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বা পূর্বগুরুবর্গের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া তাঁহার প্রীতিকল্পে শুদ্ধভক্তের সঙ্গলাভের জন্য অতিথিসেবা করিয়া থাকেন। যদি অতিথি-সেবা একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তবে যে কেবল সামাজিক কর্তব্যের ত্রুটী হয়, তাহাই নহে, কোন্ সময়, কোন্ মহাভাগবত যদৃচ্ছাক্রমে অতিথিরূপে উপস্থিত হইবেন, তাহা জানা না থাকায় বৈষ্ণব-সেবা ও বৈষ্ণব-সঙ্গলাভের পক্ষেও অন্তরায় ঘটিয়া থাকে। অনেকে অতিথি সেবা করিতে করিতে মুহূর্মুহু মহাভাগবতের সেবা ও সঙ্গ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। মহাভাগবতগণ অনেক সময় সাধারণ অতিথিরূপে পর্যটন করিয়া থাকেন।

বঙ্গদেশে অতিথি-সেবার প্রতি যত্ন ও আদর না থাকিলেও ব্রজমণ্ডলে ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশে অতিথি-সেবার যথেষ্ট আদর এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রজমণ্ডলে ভিন্ন ভিন্ন বয়সের বালক, বালিকাও অতিথি বা সাধু সন্ন্যাসী দেখিলে তাঁহাকে নিজ-গৃহে ডাকিয়া যত্নের সহিত নানাপ্রকার দ্রব্য ভিক্ষা দিয়া থাকে। ব্রজের গ্রাম্য মহিলাগণ যখন রুটী প্রস্তুত করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদের চুল্লীর সম্মুখে গমন করিয়াও অনেক উদাসীন ব্যক্তি মাধুকরী ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। অনেক সময় তাঁহাদিগকে চুল্লী হইতে রোটিকা, ব্যঞ্জন প্রভৃতি মাধুকরী প্রদান করিতে আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। নিজেদের খাদ্যভাগ কম হইয়া যাইবে বলিয়া শিশুগণকেও অতিথি-সেবায় নিরুৎসাহী হইতে দেখা যায় না, কারণ তাহাদের বিশ্বাস—নারায়ণ ও নারায়ণের পার্ষদগণ অতিথি-রূপে গৃহস্থের গৃহে আগমন করেন। ব্যাজিক বিপ্রপত্নীগণের আদর্শ এখনও ব্রজমণ্ডলের গ্রামে গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়। শুদ্ধভক্তগণ শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃপালাভের আশায়ই অতিথি-সেবায় বদ্ধপরিকর থাকিবেন। কারণ,—

অথনা অপি তে ধন্যাঃ নাবয়ো গৃহমেধিনঃ।
যদ্‌গৃহা হ্যর্হবর্য্যাম্বু-তৃণভূমীশ্বরাবরাঃ॥
ব্যালালয়দ্রুমা বৈ তেঽপ্যবিদ্বাংসঃ সমপ্রজঃ।
যদ্‌গৃহাস্তীর্থপাদীয়-পাদতীর্থ-বিবর্জিতাঃ॥

—ভাঃ ৩।২২।১০-১১

ব্রহ্মসূত্র-লঘুসারঃ

[পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর বি-এ]

প্রথম অধ্যায়—প্রথম পাদ

অধ্যায়াধিকরণসূত্রঃ	বিষয়	সংশয়	পূর্ব্বপক্ষ	সিদ্ধান্ত
১।১।১।১	ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।	জিজ্ঞাসার প্রয়োজন আছে কি ?	ধর্ম্মই সর্ব্বপুরুষার্থ। অতএব, ব্রহ্মজিজ্ঞাস্য নহে।	ব্রহ্মই জিজ্ঞাস্য

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৭।২৫।১, ৮।১।৬; বৃঃ ২।৪।৫, ৪।৪।২২; কঃ ১।৪।৮।৩; মুঃ ৩।১।৫, ১।২।১।২; মনুঃ ২।৮৭; গীঃ ৪।৩৪; শ্বেঃ ৬।৮,৩।১৭, ৪।১৪; গোঃ তাঃ পূঃ ৫

অন্বেষণীয় ব্রহ্ম।	অন্বেষণীয়—জীব কি ব্রহ্ম ?	জীবই অন্বেষণীয়।	জন্মাদির কারণ ব্রহ্মই অন্বেষণীয়।

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৮।২৩।১; তৈঃ ২।৫

শাস্ত্রমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানের প্রমাণ।	অনুমান বা শাস্ত্রপ্রমাণ ?	শাস্ত্র কর্ম্মে বিধি ও নিষেধের জ্ঞাপক ; বেদান্ত তাহা নহে ; অতএব, বেদান্ত-দ্বারা ঈশ্বর জ্ঞেয় নহে, উহা অনুমানগম্য।	বেদান্তই পরব্রহ্মের জ্ঞানদাতা ; তিনি অনুমেয় নহেন।

প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ, সঃ, শ্বেঃ ৪।৬, ১।৬ ; মুঃ ৩।৩ ; গোঃ তাঃ; বৃঃ ৩।৯।২৬ ; ৪।৫; মহাভাঃ, কূঃ; পুঃ মীঃ ১।২।১, ১।১।২৫ ; তৈঃ ২।১

সকল বেদেই ব্রহ্ম গীত হন। সকল বেদেই পরব্রহ্ম অর্থাৎ বিষ্ণু কীর্ত্তিত নহে।		সকল বেদে বিষ্ণু কীর্ত্তিত নাই।	সকল বেদের একমাত্র সমন্বয় বিষ্ণু।

প্রমাণ শ্রুতি :—গোঃ তাঃ ; কঃ ১।২।১৫; কৈঃ ১৫।১৫; ভাঃ ১।২১।৪২-৪৩; বৃঃ ২।১।১, ৪।৪।২২

ব্রহ্ম শব্দের অবাচ্য নহে।	শব্দের বাচ্য অথবা অবাচ্য ?	ব্রহ্ম অবাচ্য।	বেদে পরব্রহ্ম স্পষ্ট-রূপে কীর্ত্তিত হওয়ায় অবাচ্য নহেন।

প্রমাণগ্রন্থ :—তৈঃ ২।৪, ২।৭ ; কেঃ ১।৪ , বৃঃ ৩।৯।২৬; কঃ ২।১।৫; ঐতঃ ১।১; বিঃ পুঃ ; ভাঃ ৩।৬।৩০, ১।২।১১, ১০।৮৮।৫; বৃঃ ৪।১।১; গীঃ ৭।৭; শ্বেঃ ৬।১১

পরব্রহ্ম আনন্দময়।	আনন্দময় জীব অথবা পরব্রহ্ম ?	জীব আনন্দময়।	বেদে পুনঃ পুনঃ উক্তি-হেতু পরব্রহ্ম বিষ্ণুই আনন্দময়।

প্রমাণগ্রন্থ :—তৈঃ ১।৯; বৃঃ ৩।৭; শাঃ ৫।৪।২১; মুঃ ৭; বিঃ পুঃ ; তৈঃ ২।৭, ২।১; ভাঃ ; বৃঃ ৪।৪,৬; মুঃ ৩।১।৩১; গীঃ ১৪।২; তৈঃ ২।৬, ২।৭

ছান্দোগ্য কথিত হিরণ্ময় পুরুষ পরমাত্মা।	হিরণ্ময় পুরুষ জীব কি পরমাত্মা ?	জীবই হিরণ্ময় পুরুষ।	উহাতে পরব্রহ্মের গুণ কীর্ত্তিত হওয়ায় উনি পরব্রহ্ম।

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ১।৭।৪; বৃঃ ৩।৭।৯

অঃ।পাঃ।অধিঃ।সূঃ	বিষয়	সংশয়	পূর্ব্বপক্ষ	সিদ্ধান্ত
১।১।৮।২২	ছান্দোগ্যের আকাশ ব্রহ্ম।	আকাশ ভূত-বিশেষ অথবা ব্রহ্ম ?	বিয়ৎ-শব্দ আকাশ-বোধক।	সর্ব্বভূতোৎপাদনাদি লক্ষণ হইতে আকাশ বিষ্ণু।

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ১।৯

প্রাণ শব্দে সর্ব্বেশ্বর।	প্রাণ-শব্দে মুখ্যবায়ু অথবা সর্ব্বেশ্বর।		সকল ভূতের উৎপত্তি ও নাশের হেতু পরমেশ্বরই প্রাণ।

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ১।২।৫

হৃদয়ান্তর্গত জ্যোতিঃ বিষ্ণু।	জ্যোতিঃ সূর্য্যতেজঃ অথবা পরব্রহ্ম ?		সর্ব্বতেজের আধার ব্রহ্মই এই জ্যোতিঃ।

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৩।১৩।৭, ৩।১৪।৬; কঠ

ইন্দ্রনির্দ্দিষ্ট প্রাণ-শব্দে নির্দ্দিষ্ট পরমাত্মা।	ইন্দ্র-নির্দ্দিষ্ট প্রাণ জীব অথবা পরমাত্মা ?	উহা জীব।	ইন্দ্র-নির্দ্দিষ্ট প্রাণ পরমাত্মা, জীব নহে।

প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ ৪।৮।১, ৪।১৪।৪; ছাঃ ; প্রঃ ; কৌঃ ৩।১; বৃঃ ২।৩, ১।৫।৪; বিঃ পুঃ ১।২।৬৯; গীঃ ১১।৪০

প্রথম অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

মনোময় পুরুষ বিষ্ণু।	উপাস্য মনোময় পুরুষ জীব কি পরমাত্মা ?	উহা জীব।	শ্রীহরিই মনোময়, বিজ্ঞানময়, হৃদয়ান্তরস্থ

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৩।১৪; মুঃ ২।২।৭; বৃঃ ৪।৪।১৮; গীঃ ১৮।৬১, ৪।১৪; মুঃ ৩।১।১; কঃ ১।২।২৫

১।২।২।৯-১০	ভক্ষক ব্রহ্ম।	ভক্ষক অগ্নি, জীব অথবা পরব্রহ্ম ?	অগ্নি অথবা জীব।	পরব্রহ্মই ভক্ষক

প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ ১।৪।৬; মুঃ ৩।১।১, কঃ ৩।১; ভাঃ

১।২।৩।১১-১২	জীবের সহচর পরমাত্মা	গুহা-প্রবিষ্ট বুদ্ধ, প্রাণ অথবা পরব্রহ্ম ?	হৃদয়-গুহাস্থিত জীবের সহচর ব্রহ্ম।

প্রমাণগ্রন্থ :—কঃ ৩।১, ১।২।২, ১।৩।৭, ৩।৯

১।২।৪।১৩-১৭	অক্ষিমধ্যস্থ পুরুষ ব্রহ্ম।	আত্মার প্রতিবিম্ব, দেবতাত্মা, জীব বা পরমাত্মা ?	প্রতিবিম্ব আধিকারিক দেব বা জীব।	অক্ষিমধ্যস্থ পুরুষ পরব্রহ্ম।

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৪।১৫।১-৪ ; বৃঃ ৪।৪।২, ৩।৭।১৮ ; ছাঃ ৪।১৩।৪

পৃথিব্যাদির অন্তর্য্যামী শ্রীহরি	প্রধান, জীব বা পরব্রহ্ম ?	প্রধান বা জীব।	পরব্রহ্ম শ্রীহরিই অন্তর্য্যামী।

প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ ৩।৭।১৮, ৩।৭।২৩ ; কাণ্ব, মাধ্যন্দিন শ্রুতি, সুবাল, কঠ।

অক্ষর শ্রীহরি।	সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি অক্ষর, অমূর্ত্তপুরুষ অথবা পরব্রহ্ম ?	প্রকৃতি ও পুরুষ।	অদৃশ্যত্বাদিধর্ম্মা ব্রহ্মই পরবিদ্যার বিষয়।

প্রমাণগ্রন্থ :—মুঃ ১।১।৫, ২।১।২, ১।১।৯ ; মুঃ ৩।১।৩ ; বিঃ পুঃ ৬।৫।৬৫

অঃ।পাঃ।অধিঃ।সূঃ	বিষয়	সংশয়	পূর্ব্বপক্ষ	সিদ্ধান্ত
১।২।৭।২৫-৩৩	বৈশ্বানর শ্রীহরি।	বৈশ্বানর অগ্নিদেব অথবা বিষ্ণু?	অগ্নিদেব বা ভূতবিশেষ।	পরমাত্মাই বৈশ্বানর; প্রাদেশমিত অগ্নি পরমেশ।

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৫।১১-২৪ ; গীঃ ১৫।১৪ ; শতপথব্রাহ্মণ ১০।৬।১।১ ; ঋক্ ১০।৮৮।৩ ; গোঃ তাঃ ; মুঃ ১।১।৯, ৩।১।৭ ; কৈঃ ২১; ভাঃ; স্কন্দ পুঃ

প্রথম অধ্যায়—তৃতীয় পাদ

	স্বর্গাদির আয়তন শ্রীহরি	প্রধান, জীব অথবা শ্রীহরি?	প্রধান বা জীব।	শ্রীহরিই স্বর্গাদির আয়তন, মুক্তির হেতু।

প্রমাণগ্রন্থ :—মুঃ ২।২।৫; শ্বেঃ ৬।১৫; বৃঃ ৩।১।৩, ১।১।৩, ৩।১।১

	শ্রীহরি ভূমা।	প্রাণ বা বিষ্ণু?	প্রাণ বা নিঃশ্বাস।	শ্রীহরিই ভূমা, তিনিই বিপুল সুখ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৭।২৩, ৭।৩; ভাঃ ১।১।১; ছাঃ ৭।১২।৩; ছাঃ ৭।২৪।১

১।৩।৩।১০-১২	অবিনশ্বর পুরুষ শ্রীহরি।	অক্ষর, প্রধান, জীব বা পরব্রহ্ম?	তিনটীতে প্রযোজ্য বলিয়া অনিশ্চিত।	অক্ষর শ্রীহরি অন্বয় পর্য্যন্ত সর্ব্ববস্তুর আশ্রয়।

প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ ৩।৮।১১, ৩।৮।৯

	সত্যলোকে দৃষ্ট পুরুষ ব্রহ্ম।	চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা কি পরব্রহ্ম?	চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা।	পুরুষোত্তমই ঈক্ষণ-কর্ম্মের বিষয়।

প্রমাণগ্রন্থ :—প্রঃ ৫।২

১।৩।৪।১৪-২৩	হৃদয়-পদ্মস্থ দহর শ্রীহরি।	ভূতাকাশ বা জীব?	ভূতাকাশ	শ্রীবিষ্ণুই দহর।

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৮।১-৬, ৮।৮; বৃঃ ৪।৪।২২; তৈঃ ২।৭; ছাঃ ৮।৩।৪, ৮।৭।৩, ৭।৭।১, ৮।৭।১; মুঃ ৩।১।৩; গীঃ ১৫।২

১।৩।৬।২৪-২৫	অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ শ্রীহরি।	জীব বা শ্রীহরি?	জীবাত্মা।	মানব-হৃদয়ের পরিমাণে কথিত হওয়ায় উনি শ্রীহরি।

প্রমাণগ্রন্থ :—কঃ ২।৪।১২; শ্বেঃ ৫।৮, ৫।৯

১।৩।৭।২৬-৩৩	দেবগণের ধ্যেয় শ্রীহরি।	দেবগণের ধ্যেয় কি নহে?	ধ্যেয় নহে।	দেবগণেরও শ্রীহরির ধ্যান শ্রুতি-স্বীকৃত।

প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ ১।৪।১০ ; বিঃ পুঃ ; বৃঃ ৫।২১; ছাঃ ৮।১১।৩ ; পুঃ মীঃ ; ঋক্ ৯।৬২ ; পঞ্চবিংশতি ব্রাহ্মণ ৬।৯।১৩।২২, ১২।১।৩; বিঃ পুঃ ; শ্বেঃ ৬।১৮; বিঃ পুঃ; বরাহ পুঃ ; ভাঃ; ছাঃ ৩।১।১, বৃঃ ৪।৪।১৬

১।৩।৮।৩৪-৩৮	শূদ্রগণ বেদে অনধিকারী।	শূদ্র বেদবিদ্যা-অধ্যয়নে বা বৈদিক কর্ম্মে অধিকার পায়?	সকল মানুষের অধিকার ও দৃষ্টান্ত পাওয়ায় শূদ্রের অধিকার	সংস্কার না থাকায় শূদ্রের অনধিকার।

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৪।১-৫; ঋক্ ; মহাভাঃ

১।৩।৯।৩৯-৪০	বজ্র পরব্রহ্ম।	বজ্র-শব্দার্থ অশনি বা ব্রহ্ম?	অশনি।	কথিত বজ্র পরব্রহ্ম।

প্রমাণগ্রন্থ :—কঃ ৪।১৭, ৬।২; ব্রহ্মবৈঃ, কঃ ৪।১৫, ২।৬।৩

	বিষয়	পূর্ব্বপক্ষ	সিদ্ধান্ত
	আকাশ শ্রীহরি।	মুক্ত জীব।	আকাশ পরব্রহ্মই।
	প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৮।১৪		
১।৩।১১।৪২-৪৩	মুক্তজীবে ও শ্রীহরিতে ভেদ।	মুক্তজীব পরব্রহ্ম হইয়া যায় কি?	মুক্তজীব ও ব্রহ্মে ভেদ নাই।	সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তিতে ভেদ-দর্শনতঃ জীব ও ব্রহ্মে ভেদ।
	প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৬।৩, ৪।৪-৫; বৃঃ ৪।৩।২১, বৃঃ ৪।৪।১৭			
	প্রথম অধ্যায়—চতুর্থ পাদ			
	অব্যক্ত-শব্দে শরীর।	প্রধান বা শরীর?	প্রধান।	রূপক-দ্বারা শরীরকে বোধ করায়।
	প্রমাণগ্রন্থ :—কঃ ১।৩; বৃঃ ১।৪।৭; শ্বেঃ ৪।৯-১০; ভাঃ; বিঃ পুঃ; গীঃ ৯।১০; কঃ ২।৩।১৫			
	শ্বেতাশ্বতরের অজা প্রধান নহে।	উহা প্রকৃতি অথবা ব্রহ্ম, শক্তি?	সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি।	প্রকৃতি নহে।
	প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ ২।২।৩, শ্বেঃ ১।৩, ১।৯; গীঃ ১৪।৩; অন্যান্য; বিঃ পুঃ			
১।৪।৩.১১-১৩	বৃহদারণ্যকের পঞ্চ পঞ্চ জন ২৫ তত্ত্ব নহে।	কপিল কথিত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব অথবা কেবল পঞ্চ?	কাপিল ২৫ তত্ত্ব।	উহা প্রাণাদি পঞ্চ।
	প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ ৪।৪।১৬-১৮			
১।৪।৪।১৪-১৫	শ্রীহরিই একমাত্র বিশ্বকর্ত্তা	প্রধান বিশ্বকর্ত্তা কি?	প্রধান বিশ্বকর্ত্তা।	পরব্রহ্ম শ্রীহরিই একমাত্র আকাশাদি বিশ্বের কর্ত্তা।
	প্রমাণগ্রন্থ :—তৈঃ ২।১।১, ২।৭।১; ছাঃ ১।৯।১, ১।১১।৭, ৬।২।১, ৬।১।১; তৈঃ ২।৭; বৃঃ ১।৪।৫			
১।৪।৪।১৬-১৮	কৌষিতকী-কথিত পুরুষ পরব্রহ্ম।	সাংখ্যোক্ত পুরুষ অথবা বিষ্ণু?	সাংখ্যপুরুষ।	জগৎকর্ত্তা বিষ্ণুই উক্ত পুরুষ।
	প্রমাণগ্রন্থ :—কৌঃ ব্রাঃ ৪।১৮; ছাঃ ৮।১।১			
	বৃহদারণ্যকোক্ত আত্মা ব্রহ্ম।	জীবাত্মা অথবা পরব্রহ্ম?	জীবাত্মা।	সমগ্র প্রকরণই পরব্রহ্ম-পর; অতএব, আত্মা পরব্রহ্ম।
	প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ ৪।৫।১-১৫; পদ্ম পুঃ; ভাঃ .			
	বিষ্ণুই উপাদান ও নিমিত্ত কারণ।	কেবল নিমিত্ত-কারণ কি উভয়ই?	কেবল নিমিত্ত-কারণ।	বিষ্ণুই উপাদান ও নিমিত্ত কারণ।
	প্রমাণগ্রন্থ :—তৈঃ ২।১।১; ছাঃ ৬।২।১; ঐঃ ১।২।২; চুঃ; বিঃ পুঃ; ছাঃ ৬।১।৩; তৈঃ ২।৬।১, ২।৮।১; শ্বেঃ ৬।১৬, ৬।৮; বিঃ পুঃ; শ্বেঃ; ৪।১; মুঃ ১।১।৬, ৩।১।৩			
	সমস্ত নামই শ্রীহরির নাম।	রুদ্র, রুদ্রাদি অপর দেবতা কি?	শিবের নাম।	রুদ্রাদি শ্রুতি-কথিত নামগুলি শ্রীহরিরই।
	প্রমাণগ্রন্থ :—শ্বেঃ ১।১০, ৩।২, ৩।৪, ৪।১৮; ভাষ্যের			
	দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রথমপাদ			
	সাংখ্যমত-নিরাস।	কপিল ঋষি হওয়ায় তাহার মত গ্রাহ্য কি?	সাংখ্য-কথিত প্রধান উপাদান-কারণ।	বেদ-বিরোধী সাংখ্য-মত গ্রহণীয় নহে।
	প্রমাণগ্রন্থ :—মনুঃ ১।৫; বিঃ পুঃ; বৃঃ ৪।৪।৩২; কঃ ১।৩।১০; শ্বেঃ ৬।২; তৈঃ; পদ্ম পুঃ; বিঃ পুঃ			

অঃপাঃঅধিঃসূঃ	বিষয়	সংশয়	পূর্ব্বপক্ষ	সিদ্ধান্ত
২।১।২।৩	যোগমত-নিরাস	শ্রুতিতে যোগের উল্লেখ থাকায় যোগস্মৃতি কি গ্রাহ্য ?	যোগস্মৃতি দ্বারা বেদার্থ-ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য।	যোগমতের বিরোধী হওয়ায় উক্ত মতও অগ্রাহ্য।

প্রমাণগ্রন্থ :—ক: ৩।১১, ৬।১৮ ; শ্বে: ৬।১৩, ২৮, ৩৮ : পাত: ; মু: ৩।৭।২১

	বেদ শাশ্বত ও আপ্ত।	সাংখ্যাদির ন্যায় বেদ অনাপ্ত ?	অনাপ্ত।	সাংখ্যাদি হইতে বিলক্ষণ বেদ আপ্ত।

প্রমাণগ্রন্থ :—ঋক্ ৭।৯৯.৬, ১০।৯০।৯ ; মু:

	তেজ ও জলাদি-শব্দে অভিমানী দেবতা।	ঐগুলি অচেতন মহাভূত, কি দেবতা ?		তেজ-জলাদি অভিমানি-দেবতা, তদভিমানী ব্রহ্ম (বিশ্বের কারণ)।

প্রমাণগ্রন্থ :—ছা: ৬।৪ ; বৃ: ; ভবিষ্য পু:

	উপাদেয় জগদাদির বিরুদ্ধতাসত্ত্বেও ব্রহ্ম-কারণতা নিশ্চিত।	ব্রহ্ম উপাদান-কারণ কি না ?	জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথগ্ বস্তু, অতএব ব্রহ্ম উপাদান নহে।	

প্রমাণগ্রন্থ :—মু: ১।১।৭

	অসৎ প্রথম কারণ নহে।	পূর্ব্বে জগৎ অসৎ ছিল ?	অসৎ ছিল।	পরব্রহ্মের শক্তিই বিশ্বরূপে পরিণত।

প্রমাণগ্রন্থ :—কা: ১.২।৯. ; ছা:

	বৈশেষিক ও ন্যায়-মত নিরাস।	দ্ব্যণুকাদি হইতে জগদুৎপত্তি, অথবা ব্রহ্ম হইতে ?	দ্ব্যণুকাদি হইতেই সৃষ্ট।	শ্রুতিবিরোধহেতু উভয়ও নিরস্ত।

প্রমাণগ্রন্থ :—মু: ৩।১।১-২

	উপাদেয় জগৎ জীব ও জড়শক্তি যুক্ত-ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে।	জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কি না ?	পৃথক্।	জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে।

প্রমাণগ্রন্থ :—ছা: ৬।২।৩ ; তা: ; বি: পু: ; তৈ: ২।৬।১ ; ছা:

২।১।৯।২১-২৩	ব্রহ্মই নিমিত্ত কারণ।	মুক্তজীব জগতের স্রষ্টা কি না ?	মুক্তজীবই জগৎস্রষ্টা।	চিত্তাকরণ, অসাতন্ত্র্যাদি-হেতু মুক্তজীব জগৎস্রষ্টা নহে ; শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মই স্রষ্টা।

প্রমাণগ্রন্থ :—শ্বে: ; মু: ৩।১।২ ; শ্রীভা ১৫।১৬-১৭ ; বি: পু: ১।২।১৬

১।১।০।২৪-২৫	জীবের কর্তৃত্ব পরমেশাধীন।	জীবের কর্তৃত্ব আছে কি না ?	আছে।	
২।১।১১।২৮-২৯	নিরংশত্ব-হেতু জীব-কর্তৃত্ব পক্ষ দুষ্ট।	জীবের কর্তৃত্ব সমগ্রভাবে, কি আংশিক ?	সমগ্রভাবে	

প্রমাণগ্রন্থ :—মু: ৩।১।৭ ; ক: ২।২০ ; শ্বে: ৩।৩, ৪।১৭, ৬।১৯

অঃপাঃঅধিঃসূঃ	বিষয়	সংশয়	পূর্বপক্ষ	সিদ্ধান্ত
২।১।১২।৩০-৩১	ঐশ্বরিক নিয়ন্তৃত্ব কিরূপ	ঈশ্বরের কোন্ কোন্ ভাবে পক্ষপাতিত্ব সম্ভব কি না ?	সত্যসঙ্কল্পত্ব ব্রহ্মের ইচ্ছা না থাকায় শক্তির অভাবে সৃষ্টি হইতে পারে না।	বিপরীত

প্রমাণগ্রন্থ :—শ্বেঃ ১।৩, ৪।১, ৬।৮, ৩।১১, ৬।৭-৯, ৩।১৬

২।১।১৩।৩২-৩৩	লৌকিকবৎ লীলার্থ ই পরব্রহ্মের সৃষ্ট্যাদি।	প্রয়োজন বা ইচ্ছা না থাকায় সৃষ্টি সম্ভব কি না ?		

প্রমাণগ্রন্থ :—মাঃ ১।৯ ; নারায়ণসংহিতা

২।১।১৪।৩৪-৩৬	সৃষ্ট্যাদিতে অনাদি কর্মাপেক্ষায় বৈষম্যাভাব।	বিষম সৃষ্টিতে ঈশ্বরের বৈষম্যাদি দোষাপত্তি ?		ব্রহ্মের সৃষ্টি নহে।

প্রমাণগ্রন্থ :—কৌঃ ৩।৮ ; ভবিষ্য পুঃ ; ছাঃ ৬।১ ; মুঃ ৩।২।৩ ; গীঃ ৭।১৭, ৯।২৯-৩০

	অচিন্ত্যশক্তি পরমেশে বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ গুণসমূহের সমন্বয়।	ভক্তের প্রতি বাৎসল্যে পক্ষপাতিত্ব আসে কি না ?		আসে।

প্রমাণগ্রন্থ :—কূর্ম পুরাণ

দ্বিতীয় অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

	অচেতন প্রধানে উপাদান-কারণ নহে।	প্রধান নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ কি না ?	প্রধানই উভয় প্রকার কারণ।	

প্রমাণগ্রন্থ :—সাং কারিকা ১।৬৭, ৬।৩৮, ১।৬৬, ১।৮৮, ১।১৩০-৩২, ৩।৪৮, ১।৯২-৯৩, ২।১২, ৩।৭১-৭২

	নিরবয়ব পরমাণু হইতে দ্ব্যণুকাদির উৎপত্তি অসম্ভব। বৈভাষিকমত ভ্রান্ত।	পরমাণু হইতে স্বতঃ জগতের উদ্ভব কি না ? উভয় সম্প্রদায় হইতে জগদুদ্ভূত কি না ?	পরমাণুই স্বতন্ত্র স্রষ্টা সম্প্রদায় হইতে জগৎ।	
২।২।৪।২৮-৩১	যোগাচার-মত অপ্রমাণিত।	সকল বস্তু জ্ঞানাত্মক কি না ?	জ্ঞানাত্মক	
২।২।৪।৩২	মাধ্যমিক মত অগ্রাহ্য।	শূন্যই একমাত্র বাস্তব কি না ?	বাস্তব	
২।২।৬।৩৩-৩৬	জৈনগণের সপ্তভঙ্গিন্যায় অযুক্ত।	আর্হতগণের উক্ত জীবাদি পদার্থ যুক্ত কি অযুক্ত ?	যুক্ত	
	পাশুপতাদি-মতে সম্বন্ধ ও অভিজ্ঞানের অপ্রমাণ।	শৈব, সৌর, গাণপত্যাদি মত যুক্ত কি না ?	যুক্ত	

প্রমাণগ্রন্থ :—মহোপঃ ১।২ ; নাঃ ১ ; ঋক্ ১০।১২৪।১-৮ ; যজুঃ ; বৃঃ ৮।৪।২১-২২, ৪।৫।৬

	কাল্পনিক শক্তিবাদ অপ্রামাণ্য।	শক্তি বিশ্বহেতু কি না ?	শক্তি হইতে বিশ্বোৎপত্তি	

:—পদ্ম পুঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়—তৃতীয় পাদ

	আকাশের উৎপত্তি আছে।	আকাশের উৎপত্তি আছে কিনা ?	নাই।	

প্রমাণগ্রন্থ :—মুঃ, তৈঃ ; ছাঃ ৪।২।১-৪১ ; তৈঃ ৩।২ ; ছাঃ ৬।২।১, ৬।৮।৭ ; বৃঃ

অঃপাঃঅধিঃসূঃ	বিষয়	সংশয়	পূর্ব্বপক্ষ	সিদ্ধান্ত
২।৩।২।৭	বায়ুর উদ্ভব হয়।	বায়ুর উৎপত্তি নাই কি আছে?	নাই।	বিষয়বৎ
	প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ; তৈঃ			
	সংস্বরূপ শ্রীহরির উৎপত্তি নাই।	সতের উৎপত্তি সম্ভব কি না?		
	প্রমাণগ্রন্থ :—শ্বেঃ ৬।৯			
	বায়ু হইতে তেজের জন্ম।	তেজ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতে অথবা বায়ু হইতে?	ব্রহ্ম হইতে।	
	প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৪।২।২ ; তৈঃ			
	তেজ হইতে জলের উৎপত্তি।	ব্রহ্ম হইতে জল, অথবা অপর হইতে?		
	প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৬।২।৩ , তৈঃ ২।১			
	জল হইতে পৃথিবী।	জল অন্ন সৃজন করিল। অন্ন-শব্দে শস্য অথবা পৃথিবী?		
	প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ			
	শ্রীহরির সঙ্কল্প হইতে ত্রুত-গ্রামের সৃষ্টি।	প্রধানাদি ব্রহ্ম হইতে, অথবা পূর্ব্ব পূর্ব্ব তত্ত্ব হইতে?	তত্ত্ব হইতে	
	প্রমাণগ্রন্থ :—মুঃ , গৌঃ ভাঃ			
	প্রলয়ে বিপর্য্যয় ক্রমদ্বারাও উৎপন্ন।	প্রলয় দ্বারা তত্ত্বই মূল-কারণ, বা ঈশ্বর?	তত্ত্বই মূলকারণ	
	প্রমাণগ্রন্থ :—মুঃ ২।১।৩			
	সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর হইতে বুদ্ধি ও মনের উৎপত্তি।	বুদ্ধি ও মন সাক্ষাৎ পরমেশ হইতে উৎপন্ন কি না?	সাক্ষাৎ পরমেশ হইতে নহে।	
	প্রমাণগ্রন্থ :—গীঃ ; ১০।৮ ; বামন পুঃ			
	চরাচরবাচক শব্দগুলি মুখ্যার্থে শ্রীহরির বাচক।	শব্দগুলির মুখ্যার্থে বস্তুবাচক, গৌণার্থে শ্রীহরিবাচক কি?		
	প্রমাণগ্রন্থ :—গৌঃ ভাঃ ; বিঃ পুঃ ; শ্বেঃ ১।৯			
	জীবের স্বরূপের উৎপত্তি নাই।	জীবের উৎপত্তি আছে কি না?	আছে।	
	প্রমাণগ্রন্থ :—মহা নাঃ ; তৈঃ ; অঃ ; ছাঃ ; কঃ ১।২।১৮ ; শ্বেঃ ১।৯ ; কঃ ২।৫।১৩ ; বৃঃ ৪।৩।৯ ছাঃ ৬।২।৩			
	আত্মা জ্ঞান ও জ্ঞাতা।	আত্মা কেবল জ্ঞান অথবা উভয়ই—জ্ঞান ও জ্ঞাতা?	কেবল জ্ঞান।	
	প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ ৩।৭।২২ ; প্রঃ ৪।৯ ; গীঃ			
২।৩।১৩।১৮-৩০	জীব পরমাণু, উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি আছে।	ইহা আণবিক অথবা সর্ব্ব-ব্যাপক।		
	প্রমাণগ্রন্থ :—মুঃ ৩।১।৯ ; বৃঃ ৪।৪।১৪-২২, ৪।৪।২, ৪।৪।১১, ৪।৪।৬ ; ভাঃ ; গীঃ ১০।৮ ; কৌঃ ব্রাঃ ৩।৩ ; বৃঃ ৪।৪।২২, ৪।৩।৭, ৪।৪।১৩ ; শ্বেঃ ৫।৯ ; ব্রহ্মাণ্ড পুঃ ; প্রঃ ৩।৬ ; গীঃ ১৩।৩৩ ; কৌঃ ৩।৬ ; গীঃ ; প্রঃ ৪।৯ ; বৃঃ ৪।৪।১৪, ৩।৭।২২ ; ভাঃ ; বৃঃ ৪।৩।১০			

অঃপাঃঅধিঃসূঃ	বিষয়	সংশয়	পূর্বপক্ষ	সিদ্ধান্ত
২।৩।১৪।৩১-৩৭	জীব কর্তা, মুক্তেরও কর্তৃত্ব।	জীবাত্মা কর্তা কি না?	জীবাত্মা কর্তা নহে।	বিষয়বৎ

প্রমাণগ্রন্থ :—তৈঃ ২।৫।১; কঃ ২।১৮, ৩।২৭; গীঃ ১৩।২০; ছাঃ ৮।১২।৩; বৃঃ ২।১।১৮; গীঃ ১৫।৮

২।৩।১৫।৩৮	জীব প্রাণাদি-দ্বারা, প্রাণাদির প্রহণে শক্তি-দ্বারা কর্তা।	জীবের কর্তৃত্ব শক্তি-দ্বারা বা করণ দ্বারা?	একতর দ্বারা।	

প্রমাণগ্রন্থ :—গীঃ ১৩।২১, ৩।২৭, ১৮।১৬, ১৮।১৪, ১৮।৮৫, ৯।৪৪, ১৮।৫৫; ভাঃ ৫ঃ ৪।৯

২।৩।১৬।৩৯-৪০	জীবকর্তৃত্ব ঈশাধীন।	জীবের স্বতঃকর্তৃত্ব অথবা পরাধীন-কর্তৃত্ব?	স্বতঃকর্তৃত্ব।	

প্রমাণগ্রন্থ :—কৌঃ ৩।৮; বৃঃ

২।৩।১৭।৪১-৪৩	জীব শ্রীহরির অংশ; যদি জীব হইতে ভিন্ন হইয়াও সম্বন্ধাপেক্ষী।	স্বয়ং ব্রহ্ম মায়াদ্বারা পরিচ্ছিন্ন জীব হইয়াছেন অথবা ঈশ্বরাংশ?	মায়া পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম	

প্রমাণগ্রন্থ :—মুঃ ৩।১।১; ব্রঃ বিষ্ণুঃ ১৩; শ্রুঃ ; গীঃ ৯।১৮ ; আথর্ব; বিঃ পুঃ ৬।৭।৬১-৬৪ ; ঋক্ ১০।৯০।৩ ; গীঃ ১৪।৭ ; পদ্ম পুঃ

২।৩।১৮।৪৪-৪৮	স্বাংশ হইতে অংশের ভেদ নাই।	স্বাংশ অবতারগণ জীবের তুল্য অথবা বিশিষ্ট?	জীবতুল্য।	

প্রমাণগ্রন্থ :—গোঃ তাঃ ; বিষ্ণুপুঃ ১।২।৩০ ; মঃ বরাহ; ভাঃ; পুরুষবোধিনী ; ঋক্‌পরিশিষ্ট ; শ্বেঃ ৪।১০ ; ঐ ১।১

	অদৃষ্টের অনিয়মে জীবের বৈচিত্র্য।	জীব সকলেই সমান, না অসমান?		

প্রমাণগ্রন্থ :—কঃ ১।৫।১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়—চতুর্থ পাদ

	প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদির উদ্ভব।	আত্মার উৎপত্তির ন্যায় প্রাণা- দির উৎপত্তি, অথবা আকাশবৎ?	জীববৎ।	

প্রমাণগ্রন্থ :—মুঃ ২।১।৩ ; শ্রুতি ; বৃঃ ১।৪।১ ; ভাঃ

	মুখ্য প্রাণ সাত, গৌণ একাদশ।	ইন্দ্রিয় সপ্ত অথবা একাদশ?		

প্রমাণগ্রন্থ :—মুঃ ২।১।৮ ; বৃঃ ৩।৯।৪ ; কঃ ; বৃঃ ৩২।৮, ১।৫।৩

	ইন্দ্রিয়গুলি অণু।	ইন্দ্রিয়গুলি অণু বা ব্যাপক?	ব্যাপক।	

প্রমাণগ্রন্থ :—মুঃ ২।১।৩

	মুখ্যপ্রাণ পরেশ হইতে উৎপন্ন।	মুখ্যপ্রাণ জীববৎ বা আকাশবৎ উৎপন্ন?	জীববৎ।	

প্রমাণগ্রন্থ :—মুঃ

অঃপাঃঅধিঃসূঃ	বিষয়	সংশয়	পূর্ব্বপক্ষ	সিদ্ধান্ত
২।৪।৯-১০	প্রাণবায়ু জীবের উপকরণ, সহায়।	প্রাণ কি কেবল বায়ু, পবন বা বাহ্যবায়ু?	বায়ু বা ক্রিয়া।	বিষয়বৎ
	প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ ৩।১।৩			
	শরীরেন্দ্রিয়-ধারণ প্রাণকর্ম্ম।	প্রাণের পৃথক্ কার্য্য আছে কি না?	নাই।	
	প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৫।১।১-৫			
	এক প্রাণ হইতেই পঞ্চপ্রকার কার্য্যশালী।	মুখ্যপ্রাণ হইতে পঞ্চপ্রাণ তফাৎ কি?		
	প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ ১।৫।৩			
	প্রাণ অণু; উহার উৎক্রান্ত্যাদি আছে।	প্রাণ সর্ব্বব্যাপী, অথবা অণু?	সর্ব্বব্যাপী।	
	প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ ৪।৪।৩			
২।৪।১।১৪-১৬	জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম প্রাণের মুখ্য প্রবর্ত্তক।	প্রাণের প্রবর্ত্তক দেবগণ, জীব অথবা ব্রহ্ম?	প্রাণ স্বয়ং কার্য্য করে, দেবগণ তাহাদের প্রবর্ত্তক হইতে পারেন।	
	প্রমাণগ্রন্থ :—ঐঃ; বৃঃ ৩।৭।১৬, ২।১।১৮			
২।৪।১০।১৭-১৯	প্রাণশব্দে মুখ্যেতর ইন্দ্রিয় বোধ্য।	প্রাণ ইন্দ্রিয়-মুখ্য কি না?	ইন্দ্রিয়।	
	প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ ৩।৭; মুঃ ২।৩; বৃঃ ১।৫।২১; মুঃ ২।১।৩; গীঃ ১৫।৭			
	ত্রিবৃৎকর্ত্তা পরমেশ নাম ও রূপাদির কর্ত্তা।	নাম ও রূপাদি জীবকৃত অথবা ঈশকৃত?	জীবকৃত।	
	প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৬।৩।২-৪; স্মৃঃ; মনু ১।২১, ১।৯; ভাঃ ২।৫।৩২-৩৩; ছাঃ-৩।৫।১-৪; তৈঃ আঃ ৩।১০।৬; ভবিষ্য পুঃ।			
২।৪।১২।২১-২২	মাংসাদি পার্থিব রক্ত এবং অন্ন্যাদি জলীয় ও তৈজস।	তেজ, জল বা বায়ু হইতে অথবা পদার্থত্রয় হইতে শরীর নির্ম্মিত।	ত্রিবীকৃত নহে।	
	প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ ৩।২।১৩; কৌণ্ডিন্যশ্রুতি; গর্ভোপঃ নিঃ।			

তৃতীয় অধ্যায়—প্রথম পাদ

সূক্ষ্মভূতের সহিত জীবের দেহান্তরাপ্তি।	সূক্ষ্মভূতের ত্যাগে অথবা সঙ্গে জীবাত্মা পরলোকে যায়?	বিযুক্ত।	
প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৪।৩-১০; বৃঃ ৪।৪।২, ৪।১০।৩-৪, ১।৪।১০			

অঃপাঃঅধিঃসূঃ	বিষয়	সংশয়	পূর্বপক্ষ	সিদ্ধান্ত
৩।১।২৮।১২	ভুক্তাবশিষ্ট কর্মের সহিত জীবের পুনরাগমন।	কর্মসমাপ্তিতে পুনরাগতি অথবা কর্ম অবশেষ থাকে ?	কর্মফল পূর্ণ ভোগান্তে।	বিষয়বৎ

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৫।১০।৭, ৫।১০।৭ ; ভাঃ, বৃঃ

৩।১।৩১।২২	পাপিগণের যমপুরে গমন ও প্রত্যাগমন।	পাপিগণের চন্দ্রলোক অথবা যমলোকে গমন ?	চন্দ্রলোক।	

প্রমাণগ্রন্থ :—ঈঃ ৩ ; কৌঃ ১।২ ; কঃ ১।২।৬ ; ভাঃ, মহাভাঃ ; ছাঃ ৫।১০।১, ৮।৩।১

জীবের আকাশাদি ভাব তৎসাদৃশ্যাপত্তি।	আকাশাদির প্রাপ্তি-অর্থে তাদাত্ম্য বা সাদৃশ্য ?	তাদাত্ম্য।	

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৫।১০।৪

৩।১।৫।২৪-২৮	আকাশাদিভাবে শীঘ্র নিষ্ক্রমণ ব্রীহ্যাদিতে সংশ্লেষ মাত্র।	পতনের কার্য ঘটিত বা বিলম্বিত ? ব্রীহ্যাদিতে মুখ। জন্ম বা সংশ্লেষমাত্র ?	বিলম্বিত মুখ্যজন্ম।

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৫।১০।৭ ; মনু ১০।৯

তৃতীয় অধ্যায়—২য় পাদ

	স্বাপ্নিকী-সৃষ্টি পরমেশকর্তৃক।	স্বপ্নসৃষ্টি জীবকর্তৃক বা পরমেশকর্তৃক ?	জীবকৃত।	বিষয়বৎ

প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ ৪।৩।৯-১২; কঃ ৪।৪, ৫।৮, ১।২।৩-২৫; গৌপবনশ্রুতি

	শুভাশুভের সূচক স্বপ্ন সত্য।	স্বপ্ন সমস্তই মিথ্যা বা সত্য ?	মিথ্যা।

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৪।২।৮-৯ ; কৌঃ ; শ্বেঃ ৬।১৬, কূর্ম পুঃ

৩।২।৩।৬	জাগরণও পরমেশকৃত।	পরমেশ-কর্তৃক জাগরণও বিহিত অথবা নহে ?	নহে।	

প্রমাণগ্রন্থ :—কঃ ৪।৪,

৩।২।৪।৭-৯	সুষুপ্তিও ঈশনির্মিত।	নাড়ী, পুরী-তৎ ও ব্রহ্ম পৃথক্ বা একত্র গ্রহণীয় ?	পৃথক্।	

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৮।৬।৩ ; বৃঃ ২।১।১৯ ; কৌঃ ৪।১৯ ; ছাঃ ৬।৯।২-৩

	মূর্চ্ছায় অল্পপ্রাপ্তি।	মূর্চ্ছায় পূর্ণব্রহ্মপ্রাপ্তি অথবা আংশিক ?	পূর্ণপ্রাপ্তি।	

প্রমাণগ্রন্থ :—বরাহ পুঃ

৩।২।৬।১১-১৩	শ্রীহরি অচিন্ত্যশক্তি-দ্বারা যুগপৎ নানাভাবে প্রকাশিত।	নানাস্থানে স্থিত ভগবানের পৃথগ্রূপ পরস্পর ভিন্ন অথবা নহে ?	ভিন্ন।	

প্রমাণগ্রন্থ:—গোঃ তাঃ ; বৃঃ ২।৫।১৯ ; মাঃ ৪।৭, মৎস্য পুঃ ; বিষ্ণুতন্ত্রঃ ; ভাঃ

অঃপাঃঅধিঃসূঃ	বিষয়	সংশয়	পূর্ব্বপক্ষ
৩২।৭।১৩-১৭	দেহদেহীর ভেদ নাই।	ব্রহ্ম বিগ্রহবান্ অথবা নহে ?	বিগ্রহবান্।

প্রমাণগ্রন্থ :—গোঃ তাঃ ; অথর্ব্বশিরা ; পদ্ম পুঃ ; ব্রহ্ম সং ; মোক্ষধর্ম্ম

সেব্য শ্রীহরি, সেবক জীব হইতে ভিন্ন।	জ্ঞানানন্দ-মূর্ত্তি শ্রীহরি স্বয়ং জীব হন অথবা জীব পৃথক্ ?		পরমাত্মাই জীব হন।

প্রমাণগ্রন্থ :—ঋঃ ; ব্রহ্মবিন্দু উঃ

৩২।৯।১৯-২১	জীব চিদাভাস নহে।	জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব সূর্য্যক, তেমনি অবিদ্যাতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব জীব কি ?	ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব।

প্রমাণগ্রন্থ :—পৈঙ্গীশ্রুঃ ; শ্বেঃ

'নেতি নেতি' শ্রুতি ব্যাখ্যাত।	ব্রহ্মেতর বস্তুর অনস্তিত্ব-হেতু জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই ? জীব ব্রহ্মের আভাস বা তৎ চেতন ?		'নেতি নেতি' শ্রুতি শ্রীহরির মূর্ত্তির সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ ২।৩।১-৬

তিনি ব্যাপক, অব্যক্ত, অক্ষর ও পরমগতি।	পরব্রহ্ম বিগ্রহাত্মক গ্রাহ্য অথবা প্রত্যক্ ?		অব্যক্ত, অক্ষর।

প্রমাণগ্রন্থ :—কঃ ৬।৯ ; বৃঃ ৩।৯।২৬ ; গীঃ ৮।২১

৩২।১২।২৪-২৭	সম্যগ্ ভক্তিদ্বারা চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ।	শ্রীহরি কেবল মনে চিন্তনীয় বা ইন্দ্রিয় গোচরযোগ্য ?	চিন্তনীয়।

প্রমাণগ্রন্থ :—কৈঃ ২ ; বৃঃ ৪।৪।১৯ ; কঃ ২।৪।১ ; মুঃ ৩।১।৮ ; গীঃ ১১।৫৩-৫৪

৩২।১৩।২৮-৩১	শ্রীহরিতে গুণ ও গুণি-ভেদ নিষিদ্ধ।	তিনি কেবল বিজ্ঞান ও আনন্দ অথবা তাঁহার গুণ ?	অজ্ঞেয়।

প্রমাণগ্রন্থ :—ব্রহ্ম পুঃ ; কঃ ২।৪।১১, ১৪ ; নারদপঞ্চরাত্র ; বিষ্ণু পুঃ

৩২।১৪।৩২-৩৪	ঈশানন্দ জীবানন্দ হইতে জাতি ও মানে পৃথক্।	ঈশানন্দ ও জীবানন্দ সমজাতীয় বা পৃথক্ ?	সমজাতীয়	ঈশানন্দ অপরিমেয়।

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৮।৪।১ ; তৈঃ ২।৪।১ ; বৃঃ ৪।৩।৩২ ; ছাঃ ৩।১৪।১।

৩২।১৫।৩৫-৩৬	ভাবগত তারতম্যে শ্রীহরির প্রকাশভেদ। শ্রীহরিই শ্রেষ্ঠ।	ভক্তের ভাবভেদে শ্রীহরির প্রকাশ সমান অথবা ভিন্ন ? শ্রীহরি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অপর আছে কি ?	সমান। আছে।	বিভিন্ন। নাই

প্রমাণগ্রন্থ :—শ্বেঃ ৩।৮, ৩।৯, ৩।১০ ; গীঃ ৭।৭

৩২।১৭।৩৮-৪২	তিনিই সর্ব্বফলদাতা।	পরব্রহ্ম একাকী অথবা দেবগণ স্বর্গাদি-দাতা ?	দেবগণ।	কেবল শ্রীহরিই সর্ব্বফল-দাতা।

প্রমাণগ্রন্থ :—গোঃ তাঃ ; তৈঃ ; তৈঃ আঃ ; গীঃ ৯।৪-৫ ; ভাঃ ; প্রঃ ৩।৭ ; বৃঃ ৩।৯।২৮, ৪।৪।২৪ ; শ্বেঃ ৩।৮ ; গীঃ ৭।২১-২২

তৃতীয় অধ্যায়—তৃতীয় পাদ

অঃ।পাঃ।অধিঃ।সূঃ	বিষয়	সংশয়	পূর্ব্বপক্ষ	সিদ্ধান্ত
৩।৩।১।১-৫	সকল বেদের একমাত্র জিজ্ঞাস্য শ্রীহরি।	স্ব স্ব বৈদিক শাখায় বিধানে ব্রহ্ম জ্ঞাতব্য অথবা অপর শাখায়ও ?	স্বীয় শাখার অনুসারে।	বিষয়বৎ
	প্রমাণগ্রন্থ :—মহাভাঃ ; গীঃ ২।১৬ ; বৃঃ ১।৪।৭, ৩।৯।২৮ ; তৈঃ আঃ ২।১৫ ; মনুঃ ; অগ্নি পুঃ ; কঃ ১।২-১৫			
	বেদের সমস্ত শাখার উপাসনা একত্র সংগ্রাহ্য।	এক উপাসনাস্থলে উল্লিখিত গুণগুলি অপর উপাসনায় গ্রাহ্য কি না ?	এক উপাসনার মধ্যে।	বিষয়বৎ
	প্রমাণগ্রন্থ :—গোঃ তাঃ ; রাম তাঃ ; নৃসিংহ তাঃ ; ঋক্ ১।১৫৪।১ ; তাঃ			
৩।৩।৫-৯	একান্তীর পক্ষে উপাস্যেতর বিগ্রহের গুণ-সংগ্রহের প্রয়োজন নাই।	একান্তীদিগের পক্ষে সমস্ত গুণের সংগ্রহ কর্ত্তব্য কি না ?	কর্ত্তব্য।	
	প্রমাণগ্রন্থ :—গোঃ তাঃ ; ছাঃ ১।৯।১ ; ঋক্ ১।১৫৪।৩ ; তাঃ			
	উপাসক-বিশেষে নানা বয়সের প্রকাশত্ব।	শ্রীহরির বাল্যলীলা উপাস্য নহে কি ?	উপাস্য নহে।	
	প্রমাণগ্রন্থ :—গোঃ তাঃ ; রাম তাঃ ; ঋক্ ; বৃঃ ৪।২।১			
	শ্রীহরির লীলা নিত্য।	বাল্যাদি লীলার সমাপ্তি থাকায় নিত্য কি অনিত্য ?		
	প্রমাণগ্রন্থ :—পুরুষসূক্ত ; গোঃ তাঃ ; ছাঃ ৭।২৬।২ ; বৃঃ ৩।৮।৩ ; গোঃ তাঃ ; গীঃ ৪।৯ ; তাঃ			
৩।৩।৬।১২	উপাসনায় শ্রীহরির সর্ব্বগুণের সংগ্রহ কার্য্য।	প্রত্যেক উপাসনায় সর্ব্বগুণই গ্রাহ্য নহে কি ?	নহে।	
৩।৩।৭।১৩-১৮	আনন্দময়ত্বাদি মুখ্য গুণের উপসংহার।	আনন্দাদি মুখ্য গুণ প্রত্যেক উপাসনায় গ্রাহ্য কি না ?	সর্ব্বগুণই গ্রাহ্য।	মুখ্যতত্ত্বেই সর্ব্বত্র গ্রহণ-যোগ্যতা নাই।
	প্রমাণগ্রন্থ :—তৈঃ ২।৫, ২।১, ২।৬, ২।৮ ; গোঃ তাঃ ; ব্রঃ ; চতুঃ শিখা ; বৃঃ ; সং ; তৈঃ ২।৫			
৩।৩।৮।১৯	শ্রীহরি পিত্রাদিরূপে উপাস্য।	শ্রীহরির পিতৃত্ব, পুত্রত্ব, বন্ধুত্বাদি উপাস্য কি না ?	আত্মরূপেই উপাস্য।	বিষয়বৎ
	প্রমাণগ্রন্থ :—ভ্রঃ ; গীঃ ৯।১৭-১৮ ; জিতন্তোত্র			
৩।৩।৯।২০-২৫	শ্রীবিগ্রহের উপাসনা প্রয়োজনীয়।	কেবল আত্মরূপে অথবা বিগ্রহরূপে উপাসনায় মুক্তি ?	কেবল আত্মরূপে।	
	প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ ১।৪।৭, ১।৪।১৫ ; ছাঃ ৭।১।১ ; তৈঃ ব্রাঃ ; ২।৪।৭।১০ ; অথর্ব্ব ১৯।২২।২১ ; তাঃ			
৩।৩।১০।২৬	শ্রীহরির সংহারাদি লীলা উপাস্য নহে।	শ্রীহরিকে লোকক্ষয়কারিরূপে উপাসনা কর্ত্তব্য কি না ?	ব্যাধরূপেও উপাস্য।	বিষয়বৎ
	প্রমাণগ্রন্থ :—অথর্ব্ব ৭।০।৪, ৭।০।১৭ ; গীঃ ৮।৮ ; তাঃ			

অধ্যায়পাদাধিকরণ-সূত্র	বিষয়	সংশয়	পূর্বপক্ষ	সিদ্ধান্ত
৩।৩।১১।২৭-২৮	মুক্তাত্মার পক্ষে উপাসনার বৈষম্য নাই।	মুক্তাত্মার উপাসনা বৈষম্য কি না?	বৈষম্য।	বিষয়বৎ

প্রমাণগ্রন্থ :—শ্বেঃ ১।১১ ; বৃঃ ৪।৪।২১ ; ভাঃ

৩।৩।১২।২৯-৩০	ভয় ও প্রেম, উভয়ই মুক্তির উপায়।	ভীতি ও প্রেমের কোন্ পক্ষ অবলম্বনীয়?	অনিশ্চিত হওয়ায় কোনটীই নহে।	"

প্রমাণগ্রন্থ :—ভাঃ

৩।৩।১৩।৩১	প্রেমই ভীত্যাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।	বিধিভক্তি অথবা রুচিমার্গ শ্রেষ্ঠ?	বিধিভক্তি শ্রেষ্ঠ।	

প্রমাণগ্রন্থ :—ভাঃ

৩।৩।১৪।৩২-৩৩	শ্রবণাদির একাঙ্গ যাজনেই মোক্ষ।	ধ্যান, জপ ও সেবা যুগপৎ সেব্য অথবা যে কোন একটী?	তিনটীই যুগপৎ গ্রহণীয়।	

প্রমাণগ্রন্থ :—গোঃ ভাঃ ; বৃঃ ; ভাঃ

তৃতীয় অধ্যায়—তৃতীয় পাদ

৩।৩।১৪।৩৪-৩৫	অক্ষর ব্রহ্ম অনুপাস্য নহে	অক্ষর ব্রহ্মের অনুসন্ধানাদি সকল উপাসনার গ্রাহ্য কি না?		বিষয়বৎ

প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ ৪।৪।৮ ; শ্বেঃ ১।১১ ; ভাঃ ; সামবেদ

৩।৩।১৬।৩৬-৩৮	তদীয় স্থানস্থান পরব্যোমও উপাসনার যোগ্য।	সংব্যোম-নামক ব্রহ্মপুর ব্রহ্মের মহিষী অথবা প্রাসাদোদির রূপ?		

প্রমাণগ্রন্থ :—মুঃ ২।২।৭, ৩।২।৩, ৩।২।১১ ; বৃঃ ৩।৮।১৪-১৫

৩।৩।১৭।৩৯	ব্রহ্ম পরগুণহীন নহে।	গুণগুলি মায়িক অথবা অত্যাবশ্যক অপরিহার্য্য?	মায়িক।	

প্রমাণগ্রন্থ :—শ্বেঃ ৬।৮ ; ভাঃ ১।১৬।২৭ ; বিঃ পুঃ ৬।৫।৭২, ৬।৬।৭৩-৭৫

	শ্রীহরির পরা শক্তিও ধ্যেয়।	শ্রী মায়াশক্তি অথবা পরা শক্তি?	নশ্বর মায়াশক্তি।	

প্রমাণগ্রন্থ :—যজুঃ ৩১।২২ ; গোঃ ভাঃ ; রাম ভাঃ ; ভাঃ

	শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় রামাদি রূপও উপাস্য।	কেবল শ্রীকৃষ্ণরূপে শ্রীহরি উপাস্য কি অন্যরূপেও?	অনির্দ্ধারণবশতঃ অন্যরূপেও উপাস্য।	

প্রমাণগ্রন্থ :—গোঃ ভাঃ

৩।৩।২০।৪৪	গুরুপ্রসাদ-লব্ধকৃত শ্রবণাদি সাধনে শ্রীহরিলাভ।	গুরুমুখ হইতে কেবল শাস্ত্রশ্রবণে মুক্তি অথবা গুরুপ্রসাদ অপেক্ষণীয়?	শাস্ত্রশ্রবণজনিত জ্ঞান-দ্বারা।	

প্রমাণগ্রন্থ :—শ্বেঃ ৬।২৩ ; ছাঃ ৬।১৪।২ ; মুঃ ১।২।১২ ; গীঃ ৮।৭

অধ্যায়:অধিকরণ	বিষয়	সংশয়	পূর্ব্বপক্ষ	সিদ্ধান্ত
৩।৩।২১।৪৫	গুরুপ্রসাদ বলবান্, নিজ প্রযত্ন সহকারী।	স্বপ্রযত্ন বলবান্ অথবা গুরু-প্রসাদ ?	স্বপ্রযত্ন।	বিষয়বৎ
	প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৪।৯।১৩, ৪।১০।১ ; মুঃ			
	জীব ও শ্রীহরির স্বরূপগত ঐক্যভাবনা ভক্তিরই প্রকার।	উপাসনায় 'সোঽহং' ভাবনা পর-ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার ঐক্য বা ভক্তির প্রকার ?	ঐক্য-চিন্তা।	
	প্রমাণগ্রন্থ :—গোঃ তাঃ			
৩।৩।২৩।৪৮-৫০	শাস্ত্রজ্ঞানপূর্ব্বক উপাসনা দ্বারা শ্রীহরির প্রসাদ।	কর্ম্ম মোক্ষহেতু, বিদ্যাও কর্ম্ম অথবা কেবল বিদ্যা ?	কর্ম্মই মুখ্য ; বিদ্যা গৌণ।	"
	প্রমাণগ্রন্থ :—শ্বেঃ ৩।৮ ; মুঃ ২।২।৮			
	সাধুর প্রসাদে শ্রীহরির প্রীতি।	সাধুর সেবা মুক্তিলাভের হেতু কি না ?	গুরুপ্রসাদযুক্ত উপাসনায় মুক্তি, সাধুসেবা অনাবশ্যক।	"
	প্রমাণগ্রন্থ :—তৈঃ ১।১১।৪ ; ভাঃ ৪।১২।১২, ১১।১২।১-২ ; পদ্ম পুঃ			
	উপাসনার বৈশিষ্ট্যানুসারে শ্রীহরিপ্রসাদের ভেদ।	পৃথক্ প্রণালীতে ফলের পার্থক্য হয়, কিংবা একই হয় ?	পার্থক্য নাই।	
	প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৩।১৪।১ ; বৃঃ ৪।৪।২১			
	ভক্তিদ্বারা ভগবদ্দর্শনেই মুক্তি।	ভগবৎকৃত বরণ-দ্বারাই তৎসাক্ষাৎ-কার অথবা জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তি দ্বারা ?	বরণ দ্বারা।	
	প্রমাণগ্রন্থ :—মুঃ ৩।২।৩ ; কঃ ২।২৩-২৪ ; গীঃ ৮।২২, ৭।১৭			
	জঠরাদিতে আত্মরূপী হরির উপাসনা দ্বারা নিত্যফললাভ।	জঠরাদিতে হরি উপাস্য অথবা নহে ?		
	প্রমাণগ্রন্থ :—ভাঃ ১০।৮৭।১৮, ২।৪।১			
৩।৩।২৮।৫৬-৫৮	উপাসনানুসারে শ্রীহরির আবির্ভাব, তদ্বিজ্ঞায় উপা-সনার নানাত্ব।	ধ্যাত গুণে যুক্ত স্বরূপ-প্রাপ্তি হয়, অথবা অতিরিক্ত স্বরূপ ?	ধ্যাতাতিরিক্ত গুণবিশিষ্ট ও প্রত্যক্ষীকৃত হন।	"
	শ্রীহরির বহুত্ব উপাস্য।	শ্রীহরির বহুত্ব উপাস্য কিনা ?	উপাস্য নহে।	
	প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৭।২৫।১			
৩।৩।৩৩।৬০	শ্রীবিগ্রহের নানাত্বানুসারে উপাসনা-প্রণালীর নানাত্ব।	ঐ উপাসনাগুলি বহু প্রকার কি এক প্রকার ?	একই প্রকার।	
	প্রমাণগ্রন্থ :—ভাঃ			
৩।৩।৩৯।৬১	সৎপ্রসঙ্গের অনুরোধে ভগবদিচ্ছা হইতে লব্ধ উপাসনা অনুষ্ঠেয়।	নৃসিংহাদির উপাসনায় বিভিন্ন প্রণালী থাকায় ঐ উপাসক উহার সকলগুলি বা একটী মাত্র গ্রহণ করিবে ?	সকলগুলি।	"
	প্রমাণগ্রন্থ :—ভাঃ			

অঃপাঃঅধিঃসূঃ	বিষয়	সংশয়	পূর্ব্বপক্ষ
৩।৩।৩২।৬২	সকাম উপাসক কাম্যফলের অনুসারে উপাসনা করিবেন।	কামনানুসারে ব্রহ্মোপাসনা পৃথক্ হইবে কি ইষ্টদেবের দ্বারা সিদ্ধ হইবে?	সমস্তই।
	প্রমাণগ্রন্থ :—ভাঃ		
৩।৩।৩৩।৬৩-৬৬	শ্রীহরির প্রত্যঙ্গে তত্তচিত গুণের ধ্যান কর্ত্তব্য।	মনঃপ্রভৃতি পৃথক্, মুখাদির গুণগুলি পৃথক্ চিন্তনীয় কি না?	প্রয়োজনাভাব।
	প্রমাণগ্রন্থ :—গোঃ তাঃ ; গীঃ ৮।১৪ ; ব্রঃ সং		

তৃতীয় অধ্যায়—চতুর্থপাদ

	বিদ্যা মুক্তিদাত্রী ও ভক্তের কামনা-পূরয়িত্রী।	বিদ্যা কেবল মোক্ষহেতু অথবা স্বর্গাদিপ্রাপক?	কেবল মোক্ষহেতু।
	প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৭।১।৩ ; তৈঃ ২।১।১ ; কঃ ২।১৬		
	জৈমিনির পূর্ব্বপক্ষ—বিদ্যা কর্ম্মফল, ফলশ্রুতি অর্থবাদ।	বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ কি নিরপেক্ষ?	
	প্রমাণগ্রন্থ :—তৈঃ ৩।৫।৬, ৬।১।১-৪, ৬।১।১-২, ২।৬।১।৫ ; ছাঃ ৮।১৫।১ ; বিষ্ণু পুঃ ; বৃঃ ৩।১।১ ; ছাঃ ৫।১।১৫, ১।২।৮ ; বৃঃ ৪।৪।২ ; তৈঃ ; সং ; ঈঃ ২ ; তৈঃ ব্রঃ		
৩৪।৩৮-১৪	কর্ম্মাপেক্ষা বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা।	বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ হইলে তাহার ফল-সাধনে স্বাতন্ত্র্য আছে কি না?	নাই।
	প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ ৪।৪।২২, ৩৫ ; ছাঃ ১।১।৮ ; বৃঃ ৪।৪।২ ; মহানাঃ ১০।৬ ; মুঃ ৩।২।৬ ; ভাঃ ; গোঃ তাঃ ; তৈঃ আঃ ১০।৫		
	ব্রহ্মজ্ঞ বিধিবাধ্য নহেন।	বিদ্যাবিশিষ্টগণের যথেচ্ছাচার হইবে অথবা নহে?	বিধিবাধ্য। বিধিবৎ
	প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ ৪।৪।২৩ ; মুঃ ২।২।৮ ; গীঃ ৪।৩৭ ; বৃঃ ৩।৫।১ ; গীঃ ৩।২৫ ; ভাঃ ; মনুঃ ৪।১৭-১৮, মুঃ ৩।১।৪ ; শত ব্রাঃ ৪।৩।৩ ; বৃঃ ৪।৪।২২		
	যজ্ঞাদি দ্বারা বিদ্যালাভ, শমাদি বিদ্যার অঙ্গ।	যজ্ঞাদি ও শমাদি উভয় প্রকার, বিদ্যার উদয়ে প্রয়োজন কি না?	একতর দ্বারাই বিদ্যা সিদ্ধ হয়।
	প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ ৪।৪।২২-২৩		
	আপৎকালে পরিনিষ্ঠিত যথেচ্ছ-ব্যবহারে অনুমোদিত।	বিদ্বানের সর্ব্বান্নভোজনে বিধি অথবা উহা অজ্ঞানুজ্ঞা?	স্তুত্যর্থমাত্র।
	প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ ৪।১।১৪ ; ছাঃ ১।১০।১-৩; মনুঃ ১০।১০৪; ছাঃ ৭।২৬।২		
৩।৪।৭।৩২-৩৭	লব্ধবিদ্যের বিদ্যা-বর্দ্ধনার্থ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সহকারিভাবে সাধনীয়।	লব্ধবিদ্যা স্বনিষ্ঠকর্ম্ম করিবেন কি না?	করিবেন না।
	প্রমাণগ্রন্থ :—কৌষারবী শ্রুতি ; বৃঃ ১।৪।১৫		

অধ্যায়াধিকরণ সূত্র	বিষয়	সংশয়	পূর্বপক্ষ	সিদ্ধান্ত
৩।৪৯।১৪-৩৫	পরিনিষ্ঠিতের সকল ভগবদ্ভক্তা- নুষ্ঠান ও গৌণভাবে বর্ণাশ্রম- ধর্ম।	পরিনিষ্ঠিত মুমুক্ষু অথবা ক্রমান্বয়ে উভয় অনুষ্ঠানে করিবেন কিংবা প্রথম- ত্যাগে সেবে নিবিষ্ট থাকিবেন?	অনিশ্চিত।	বিধিবৎ

প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ ৩।১।৪, ২।২।৭ ; গীঃ ৯।১৩-১৪ ; বৃঃ ৪।৪।২৩ ; বিষ্ণু পুঃ

৩।৪।১।১৬-১৮	স্বভাব-বিরক্তগণের বলবান্ সংসঙ্গ দ্বারা প্রাক্তন বিদ্যার উদয়।	আশ্রম ব্যতীত বিদ্যালাভ সম্ভব কি না?	সম্ভব নহে।

প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ ৩।৮।১ ; ছাঃ ২।২৩।১, ৪।১২।১-২; গীঃ ১০।৯-১০

৩।৪।১০।১৯-৪১	আশ্রমাতীত পরমহংসের পতনাশঙ্কা নাই	আশ্রমী অথবা নিরাশ্রম শ্রেষ্ঠ?	আশ্রমী।

প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ ৪।৪।২ ; জবালা ; ছাঃ ২।১৫।১৫ ; গীঃ ৮।১৬ ; ভাঃ ১১।১৪।১৪-১৬

৩।৪।১১।৪৪-৪৬	শ্রীহরি নিরপেক্ষ ভক্তের সমস্ত প্রয়োজন সমাধান করেন।	নিরপেক্ষ ভক্তকে নিজযত্নে জগদ্ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে হয় কি না?	নিজযত্নে।

প্রমাণগ্রন্থ :—তৈঃ নাঃ ৩।১৪।১ ; গীঃ ৯।২২ ; পদ্ম পুঃ ; বিষ্ণু ধর্ম্মঃ ; ছাঃ ১।৭।৯

নিরপেক্ষের সমাধি স্বতঃসিদ্ধ, নিরন্তর ভগবদ্ধ্যানই কার্য্য।	নিরপেক্ষের সমাধি অর্জ্জনীয় অথবা কেবল ভগবদ্ধ্যান বিহিত?	সমাধি অর্জ্জনীয়।

প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ ৪।৪।২৩ , ছাঃ ৮।১৪।১

৩।৪।১৩।৪৮-৪৯	সমাধিভূষিত পুরুষ বিদ্যার অধিকারী।	সাইন্ধ্যাশ্রমী ব্যতীত অপরে বিদ্যার অধিকার পান কি না?	গৃহাশ্রমেই বিদ্যাধিকার।

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৮।৪।১-২, ২।২৩।১ ; বৃঃ ৪।৪।২২ ; জবালা

বিদ্যাগুহ্য, যোগ্যপাত্রে দেয়।	বিদ্যা সকল পাত্রে প্রদেয় অথবা যোগ্য দেখিয়া প্রদেয়?	বিনা বিচারে সকলকেই।

প্রমাণগ্রন্থ :—শ্বেঃ ; গীঃ ; ১৮।৬৭ ; শ্বেঃ ৬।২৩ ; ছাঃ ৮।৭।১

প্রতিবন্ধক না থাকিলে যে কোন জন্মে বিদ্যার উদ্ভব।	ইহ জন্মে অথবা পরজন্মে বিদ্যার উদয়?	ইহ জন্মে।

প্রমাণগ্রন্থ :—কঃ ৬।১৮, গীঃ ৬।৩৭-৪৫

প্রারব্ধ-ক্ষয়েই মুক্তি।	যে জন্মে বিদ্যার অভ্যাস সেই দেহ-পতনে। দেহের পতনে অথবা পরজন্মে মুক্তি?	দেহ-পতনে।

প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ ৪।৪।১৭; শ্বেঃ ৩।৮; ছাঃ ৬।১৪।২

চতুর্থ অধ্যায়—প্রথমপাদ

পুনঃ পুনঃ সাধন।	শ্রবণ, মননাদি একবার মাত্র অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য কি পুনঃ পুনঃ?	অগ্নিহোত্রাদির ন্যায় একবার।

প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ ৪।৪।৬ ; ছাঃ ৬।৮।৭ ; তৈঃ ৩।২

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজায় মঠসেবকের কৃত্য

[[redacted] পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের নিকট শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা-সম্পর্কে যে সকল কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থগোস্বামী মহারাজের নিকট পত্রদ্বারা জানাইলে, তিনি মঠবাসিগণের অবগতির জন্য জ্ঞাপন করিতেছেন,—]

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব জানাইয়াছেন,—"শ্রীগুরুবর্গ বাহিরের দিকে লোক দেখাইবার জন্য অন্নের কৃত্রিম পাহাড় করিয়া ও শ্রীঅন্নকূট বা শ্রীগোবর্দ্ধনকে বহির্ম্মুখ-লোকের দৃশ্য পদার্থ করিয়া লোকতোষণের পক্ষপাতী নহেন। যদি শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর চিত্তবৃত্তির অনুসরণ করা সম্ভব না হয়, অন্ততঃ তাহা অনুসরণ করিবার স্পৃহিতে উদ্ভাসিত হইবার জন্য আমাদের প্রায়শ্চিত্ত কার্য্য করিতে হইবে।

বিরূপগ্রস্ত ঢাকাবাসিগণ (ব্রহ্মাণ্ডবাসিগণ) বস্তুতঃ স্বরূপে গোবর্দ্ধন-গ্রামবাসী। সেই গ্রামের ঈশ্বর গোবর্দ্ধনধারী। কিন্তু, বর্ত্তমানে সেই গ্রাম ও গ্রামেশ্বর তাহাদের নিকট আবৃত অর্থাৎ ঢাকা। তথায় অনেক ঝোপ, উপশাখা প্রভৃতি জন্মিয়াছে। উহাকে কুঠারি, কোদালি প্রভৃতি দিয়া কাটিয়া বার করিতে হইবে। অত্যন্ত নিবিড় ঝোপ, কিছুতেই প্রবেশ করা যায় না।

• • •

"কৃষ্ণ কাটি' বার করি' করিলা প্রবেশে।"
"আবরণ দূর করি' করিল চিহ্নিতে।"

(চৈঃ চঃ মঃ ৪র্থ ৫০, ৫২)

এখন কৃষ্ণ কাটিয়া বার করিতে হইবে, আবরণ বা ঢাকা দূর করিতে হইবে। তৎপরে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর অচিন্ত-বিগ্রহ শ্রীগুরুবর্গ তথায় শ্রীগোবর্দ্ধনধারীকে প্রকাশ করিবেন, তখনই প্রকৃত অন্নকূট-উৎসব হইবে—শ্রীভক্তিপ্রদীপে সেই অন্নকূটের আরতি হইবে। শ্রীভক্তি-অঙ্গের বিচিত্রতা, হৃদয়ের সুভক্তি-প্রকরণের স্তূপ গোবর্দ্ধনের সেবায় নিয়োগ করিতে হইবে। হৃদয়ে যে অনর্থের স্তূপ রহিয়াছে, তাহা অষ্টপ্রহর কোটি কোটি বৈষ্ণব-পাঠক: প্রহারের দ্বারা বিদূরিত করিতে হইবে। উহা বিদূরিত না হইলে অপ্রাকৃত গোবর্দ্ধনের পূজা হইবে না, প্রাকৃত 'গো' বা ইন্দ্রিয়-বর্দ্ধন হইবে। অতএব কূপ (ঝোপ) কাটা-কাটি ও আবরণ দূর করা কার্য্য আগে প্রয়োজন। 'কূপ' অর্থে—দেহ, দ্রবিণ, লোভ, পাষণ্ড, দাম্ভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদির ঝোপ। মনকে প্রত্যহ কোটি কোটি ঝাটার দ্বারা শাসিত ও মার্জ্জিত করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা অকপটে ক্রন্দন করিতে করিতে প্রার্থনা করিতে হইবে। তবে যদি ঢাকাবাসীর ঢাকুনি দূর হয়, আবরণ দূর হয়—শ্রীগুরুদেবের অন্নকূট-উৎসবের জন্য চিত্তবৃত্তি অগ্রসর হয়।

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী নিজে কিছু আড়ম্বর করেন নাই। তাঁহার কৃত্য গোপালের প্রকট, তাঁহার পূজা ও গ্রামবাসীকে প্রসাদ বিতরণ করিয়া সর্ব্বশেষে সামান্য দুগ্ধ-পান। সমস্ত দ্রব্যবস্তু গৃহস্থ স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, অন্ন, কটিকা, বাজনাদির আয়োজন করিয়াছিলেন। যদি ভক্ত গৃহস্থগণ শ্রদ্ধার সহিত স্বেচ্ছায় ঐরূপ করেন, তবে অন্নকূট হইতে পারে; নতুবা, মঠবাসীর 'হৈ চৈ' করিবার জন্য বা লোকতোষণের জন্য বহ্বারম্ভ করা অভক্তিপর কার্য্য। **অন্নকূট স্বয়ং দ্রষ্টব্য বস্তু, তাঁহাকে দৃশ্যরূপে বিচার করা বা তাহাতে প্রপ্রয়দান অভক্তির কার্য্য।"**

'শ্রীগৌড়ীয়মিশনে'র অন্তর্গত মঠসমূহে আগামী ১৪ই কার্ত্তিক, ৩১শে অক্টোবর, বৃহস্পতিবার ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বিরহ-কীর্ত্তনোৎসব, শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট মহোৎসব শ্রীশ্রীগুরুবর্গের অতীষ্টানুসরণে অনুষ্ঠিত হইবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপায় এবৎসর আমরা শ্রীমধুরামণ্ডলে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবোৎসব ও শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব শ্রীশ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্মের আনুগত্যে অনুষ্ঠান করিবার সুদুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। বিজয়া দশমী—লঙ্কা-বিজয়ের দিনে স্বয়ংরূপ শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তভাব-অঙ্গীকার লীলা প্রদর্শন করিয়া ভক্তগণকে বানর-সৈন্যের বেশে সাজাইয়া স্বয়ং হনুমানের বেশে রাবণবধের জন্য ধাবিত হইতেন। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৫শ পঃ, ৩২-৪৪)

মধুরামণ্ডলে এই সময় রাবণবধাদি লীলাভিনয় প্রদর্শিত হয়। কিন্তু, বড়ই দুঃখের বিষয় এই সকল অভিনয়াদি লৌকিক জাতীয় উৎসব ও প্রাকৃত রঙ্গরসের মধ্যে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। লৌকিক দেশনেতৃগণের মর্ত্য কর্ম্ম-বিক্রমকে রামলীলার অভিনয়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার চিত্তবৃত্তি এপ্রদেশেও প্রচলিত হইয়া পড়িতেছে। আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবভূমিতেও প্রচ্ছন্ননির্ব্বিশেষবাদী কতিপয়-সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণলীলা অপেক্ষা শ্রীরামলীলাকে অধিক নৈতিক ও করুণ-রসপূর্ণ বলিয়া প্রচার করিয়া চরমে নির্ব্বিশেষবাদেরই আদর শিক্ষা দিতেছে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিদনুশীলনের স্থানে সর্ব্বনিকৃষ্ট দেহানুশীলন, শরীরচর্চ্চা, দেহ-প্রবিশ-লোভ-জনতা ও কলিসহচর দ্রব্যে আসক্তির চরম দৃশ্যসমূহ দুর্ভাগ্যবশতঃ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। শ্রীমাথুরমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের চরিতকথা, শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপার কথা, নিত্য ব্রজজন শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথাদি গোস্বামিবৃন্দের কথা লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। এই জন্যই বোধ হয়, দুঃখের স্থায়—ব্রজবাসিগণের নিত্য আশ্রয়-বিগ্রহস্বরূপ অদ্যাপি শ্রীগিরিরাজ প্রভু ক্রমশঃ গুপ্ত হইয়া পড়িতেছেন!

শুদ্ধভক্তগণের পরম বরণীয় শ্রীশ্রীদামোদর-মাস কৃপাপূর্ব্বক জগতে পুনরুদিত হইয়াছেন। আত্মমঙ্গলানুসন্ধিৎসু সুমেধোগণ সর্ব্বদাই ভগবদনুশীলনানুকূল দেশ, কাল ও পাত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া জীবন ধারণ করেন। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগৌরপ্রণয়ি-ভক্তগণ যে সকল স্থান পদাঙ্কাপূত করিয়াছেন, সেই সকল দেশে বাস, নিরপেক্ষা প্রেষ্ঠ সজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ সাধু-পাত্রের সঙ্গ এবং শ্রীএকাদশী, শ্রীদামোদর মাস, শ্রীপুরুষোত্তম মাস, ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব, তিরোভাব-তিথি প্রভৃতি কালের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া নিখিলকাল যাপন করেন। ইহাই শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর উপদেশ—

> স্বপ্রেষ্ঠনাম-রূপ-চরিতাদি-সুকীর্ত্তনাদ্
> শশ্বদ্যঃ ক্রমেণ রসনা-মনসী নিযোজ্য।
> তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগি-জনানুগামী
> কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্ ॥
>
> —উপদেশামৃত ৮ম শ্লোক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'শ্রীউপদেশামৃতের ভাষ্যে' বলিয়াছেন,—

> নামাদির স্মৃতি আর কীর্ত্তন-নিয়মে।
> নিয়োজিত কর জিহ্বা চিত্ত ক্রমে ক্রমে॥
> ব্রজে বসি' অনুরাগীর সেবা অনুসার।
> সর্ব্বকাল কর এই উপদেশ-সার॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার "স্বনিয়ম-দাদশকম্" গ্রন্থের প্রথম শ্লোকেই ভজনানুকূল দেশ, কাল ও পাত্রের সঙ্গে নিয়ম করিয়া বাসের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

> গুরৌ শ্রীগৌরাঙ্গে তদুদিত-সুভক্তি-প্রকরণে
> শচীসূনোর্লীলা-বিকসিত-সুতীর্থে নিবসনৌ।
> হরের্নাম্নি প্রেষ্ঠে হরিতিথিষু রূপানুগজনে
> শুকপ্রোক্তে শাস্ত্রে প্রতিজনি মমাস্তাং খলু রতিঃ॥

শ্রীগুরুদেব, শ্রীগৌরসুন্দর, কামগায়ত্রী প্রভৃতি মন্ত্র, মহামন্ত্র, শ্রীরূপানুগজন, শ্রীমদ্ভাগবত—এই সকল হরিভজনানুকূল পাত্র, আর শ্রীনবদ্বীপাদি শ্রীগৌরলীলা-তীর্থ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণানুশীলনানুকূল দেশ ও শ্রীমাধবতিথি প্রভৃতি অনুকূল কালে নিয়ম করিয়া অবস্থান করিতে হইবে।

ভজনবিষয়ে নিয়ম না থাকিলে অনর্থ-রোগ বিদূরিত হয় না। নিয়ম করিয়া 'দশমূল' পাচন পান করিতে হয়, তবে সহজেই অনর্থনিবৃত্তি ও অর্থপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

নাত্রতঃ পথ্যমেরাহুর্ব্যাধেরৌষধমিচ্ছতঃ হি।
এবং নিয়মকৃন্নাজন্ শনৈঃ ক্ষেমায় কল্পতে॥

—ভাঃ ৬।১।১১

নিয়ম করিয়া অন্নাদি পথ্য গ্রহণ না করিলে ব্যাধি ক্রমশঃ বলবান্ হয়। সেইরূপ সংখ্যাদি নিয়ম করিয়া হরিনাম শ্রবণ,কীর্ত্তন, স্মরণ না করিলে কিরূপে ক্ষেম হইবে? হরিনাম-গ্রহণে নিয়ম এই যে, নিষ্কপটে নিরপরাধে উত্তরোত্তর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া নিরন্তর নাম করিবে। নাম-রূপ-গুণ-লীলা-স্মরণাদির ক্রম-নিয়মই ক্ষেমজনক।

মহাভাগবত বিদুরের সম্বন্ধে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন,—

গাং পর্য্যটন্ মেধ্যবিবিক্তবৃত্তিঃ
সদাপ্লুতোঽধঃশয়নোঽবধূতঃ।
অলক্ষিতঃ স্বৈরবধূতবেশো
ব্রতানি চেরে হরিতোষণানি॥

—ভাঃ ৩।১।১২

অয়স্তোত্রত, একাদশী ও ঊর্জ্জাপালনাদি অনুষ্ঠানে ভক্তি-বৃদ্ধি হয়। বিদুর মহাশয় পবিত্র সদ্বৃত্তির দ্বারা জীবন রক্ষা করত পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। উপযুক্ত কালে স্নান, ভূমিতে শয়ন, অবধূত ও অলক্ষিত ভাবে স্বাধীন চেষ্টা, অবধূত বেশ ধারণপূর্ব্বক হরিতোষণ-ব্রতসকল অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

—(শ্রীল ভক্তিবিনোদ, 'শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা')

শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ যেস্থানেই বাস করুন, সেই স্থানই তাঁহাদের প্রভাবে তীর্থীভূত হয়। তথাপি দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুর, শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুর, শ্রীল জগন্নাথ মিশ্র প্রমুখ গৌরপ্রণধি-ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গার সমীপে বাস করিবার জন্য পাণ্ডব-বর্জ্জিত নিজ দেশসমূহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনবদ্বীপাদি তীর্থের আশ্রয় করিয়াছিলেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার শরণাগতির –

"শুদ্ধ ভকত-　　চরণ-রেণু,
ভজন-অনুকূল।

এবং—

"রাধাকুণ্ডতট কুঞ্জ-কুটীর।
গোবর্দ্ধন পর্ব্বত যমুনা-তীর॥"

সঙ্গীতে গৌর-কৃষ্ণানুশীলনের দেশ-কাল-পাত্রের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

আত্মমঙ্গলানুসন্ধিৎসু বিশেষ যত্ন-সহকারে ভজনানুকূল শুদ্ধ ভক্তের চরণ-রেণুরূপ পাত্র, ভক্তিজননী সাধুবসতিরূপ কাল ও কৃষ্ণবসতি-স্থানরূপ দেশের অনুসন্ধান করিয়া তথায় বাস করিবেন। এ বিষয়ে উদাসীন থাকিলে বা অবহেলা করিলে মঙ্গল লাভ হইবে না। 'সময় নাই, সংসারের অনেক কার্য্য, অনেক দায়িত্ব, অনেক অসুবিধা, ঝঞ্ঝাট রহিয়াছে' এরূপ বলিয়া ভজনানুকূল দেশকাল-পাত্রের প্রতি অবহেলা করিলে আত্মঘাতীই হইতে হইবে।

গৌরপ্রণধি-ভক্তগণের সঙ্গে গৌরসুন্দরের ইন্দ্রিয়তর্পণো-দ্দেশে (আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ বা দেশভ্রমণ কাম চরিতার্থ করিবার জন্য নহে) গৌরপদাঙ্কিত তীর্থসমূহ পরিভ্রমণ ও পরিক্রমা করিতে হইবে। গঙ্গা-দর্শনে শরীর পুলকিত, তুলসী-দর্শনে হৃদয় প্রফুল্লিত, গৌরপ্রিয় বস্তু সেবনে জীবন চরিতার্থ হইবে।

গঙ্গা-দর্শনে আমাদের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয় কোথায়? তুলসী দেখিলে হৃদয় জুড়াইয়া যায় কি? স্বজনাখ্য দস্যু—যাহারা আমার সমস্ত কল্যাণ-সম্পৎ হরণ করিয়া পরিশেষে আমাকে আত্মঘাতী করিবে, সেইরূপ স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদির মুখ-দর্শনেই ত' হৃদয় জুড়াইয়া যায়। কতদূর দেহসর্ব্বস্ব আমি!

"যে দিন গৃহে,　　ভজন দেখি,
গৃহেতে গোলোক ভায়।"

ঠাকুর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদের এই বাণীর তাৎপর্য্য দেহাত্মবোধ-বিমূঢ় আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে না। ঠাকুর সর্ব্বত্রই গোলোক দর্শন করেন। তিনি গোলোকের বস্তু, সর্ব্বত্রই গোলোকের প্রেমধন হরিনাম-সংকীর্ত্তনের অবতার করাইয়া গোলোকের দেশ-কাল-পাত্রের উপলব্ধি করিয়া থাকেন। কিন্তু, আমি গৃহান্ধকূপে, বিষ্ঠাগর্ত্তে বাস করিয়া কল্পনায় গোলোকের আরোপ করিলে তাহা কি গোলোক-দর্শন হইবে —না, আত্মবঞ্চনাই হইবে?

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

ন মে পত্নী-কন্যা-তনয়-জননী-বন্ধু-নিচয়া
হরৌ ভক্তে ভক্তৌ ন খলু যদি তেষাং মমতা।
অভক্তানামগ্রগ্রহণমপি দোষো বিষয়িণাং
কথং তেষাং সঙ্গাদ্ধরিজনসিদ্ধির্ভবতি মে॥

যাহাদের শ্রীহরিতে, ভক্তে ও ভক্তিতে অত্যন্ত মমতা অর্থাৎ আমার বোধ বা আসক্তি নাই, তাহারা আমার পত্নী নহে, কন্যা, পুত্র, মাতা বা বন্ধু নহে। সেই সকল অভক্ত বিষয়িগণের অগ্রগ্রহণও দোষের বিষয়। অতএব, কিরূপে তাহাদের সঙ্গে আমার হরিজনের সিদ্ধি হইবে?

কি আশ্চর্য্য! দেহাত্মবোধেই আমাদের সিদ্ধি লাভ হইয়াছে! শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলা-চরিত, অনন্তলীল শ্রীভগবানের কথা সমস্তই পুরাতন, একেবারে হইয়া গিয়াছে। আর যত নূতনত্ব আছে কৃমি-কীট-বিট্ ভস্ম যাহার পরিণাম, সেই দেহের সৌখ্যের মধ্যে—তাহার চোষণ ও লেহনে আর তৃপ্তি হইতেছে না। এজন্যই শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

যেষাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশ্যন্যস্তাধরকিশলয়োল্লাসিনীং প্রেমহেন।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধু-সঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ॥

—ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ সাঃ লঃ ৮৭ শ্লোক

হে সখে! যদি প্রাকৃত বান্ধবের সঙ্গ করিতে তোমার লোভ থাকে, তবে শ্রীকেশীঘাটের নিকটবর্ত্তী ঈষদ্বাঙ্কযুক্ত ত্রিবঙ্কতাশালী, বাম অঞ্চলে নেত্রকটাক্ষ-বিশিষ্ট, অধর-পল্লব-কিশলয়ে বিরাজিত বংশী ও ময়ূরপুচ্ছ-দ্বারা উৎকৃষ্ট শোভান্বিত শ্রীগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিও না। তাৎপর্য্য এই যে, অপ্রাকৃত শ্রীগোবিন্দপাদপদ্মনখ-সৌন্দর্য্য একবার দর্শন করিলে পুঁজরক্ত কৃমিকীটবহুল দেহের প্রতি, চর্ব্বাকের মতবাদের প্রতি—অথবা কন্থত্যাগীর প্রচ্ছন্ন দেহ-ধ্যানের প্রতি আসক্তি ও আত্মবুদ্ধি আর থাকে না।

পরমকারুণিক পতিতপাবন-শিরোমণি শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেব এই দেহাত্মবুদ্ধির অভিশাপ হইতে মুক্ত করিবার জন্য নির্ম্মমভাবে কঠোর ও সুতীব্র ভাষায় কৃপাপূর্ব্বক নিরন্তই নানাবিধ উপদেশ ও স্বীয় অত্যুজ্জ্বল আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব জানাইয়াছেন যে, আমরা যেন দেহেন্দ্রিয়ের সৌখ্যবিধান, বাহ্যদর্শন, দেশভ্রমণ, কৌতূহল-পরিতৃপ্তি, কর্ম্মক্লান্ত জীবনের বিশ্রামভোগ বা স্ত্রীপুত্রাদির সহিত পুণ্যসঞ্চয়-মূলে, কিংবা অন্য কোনও অভি-লাষের বশবর্ত্তী হইয়া বিষ্ণুতীর্থাদি দর্শন বা তথায় গমনের অভিনয় না করি। নিত্যসিদ্ধ শ্রীগুরুবর্গের অনুকরণ করিয়া ব্রজে বাসের অভিনয় শ্রীব্রজধাম-বাস নহে। দেহাসক্তির বোঝা পুষ্টিয়া রাখিয়া শ্রীব্রজে বাস হয় না। শ্রীগৌড়মণ্ডল ও শ্রীব্রজ-মণ্ডলে ভেদজ্ঞান থাকিলে শ্রীব্রজধাম-বাস হয় না। শ্রীগৌড়-মণ্ডল পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে অথবা শ্রীগৌড়মণ্ডল অপেক্ষা শ্রীব্রজমণ্ডলে থাকিতে আমার অধিক ভাল লাগে, সে দেশের জলবায়ু আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে অধিক অনুকূল—এই সকল বিচার থাকিলে ব্রজবাস হয় না। শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বীকার না করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি করিবার অভিনয়কারীকে যেরূপ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু "দৈত্য" বলিয়াছেন, সেইরূপ শ্রীগৌড়ধামের অপ্রাকৃতত্ব স্বীকার না করিয়া শ্রীব্রজমণ্ডলের প্রতি আদরের অভিনয়কারীও পাষণ্ড। শ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ মহাবদান্য, শ্রীগৌড়ধামও সেইরূপ মহাবদান্য। মুক্তকুল অথবা যে সকল সাধকের শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি খুব প্রবল তাঁহাদিগ-কেই শ্রীব্রজমণ্ডল কৃপা করেন। কিন্তু অনর্থযুক্ত জীবকে ঔদার্য্যময় শ্রীগৌরধাম সহজেই কৃপা করিয়া থাকেন—নিষ্কপট আর্ত্তির সহিত শ্রীগৌরধামের শরণাগত হইলেই শ্রীগৌরধামের কৃপা লাভ করা যায়, তখন শ্রীগৌরধামে শ্রীব্রজপুর-শোভা-দর্শন হয়। এজন্যই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার "যমনিয়ম-দ্বাদশকম্" গ্রন্থে "শচীসূনোর্নীলাবিকসিত-সুতীর্থে" বাসের প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছেন এবং স্বয়ং আচরণ করিয়া তাহার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যধর্ম্মে বলিয়াছেন,—

"মথুরায় বিষয় শ্রবণ, স্মরণ, কীর্ত্তন, তথায় গমন-বাসনা ও তীর্থদর্শন, স্পর্শন, তথায় বাস ও তাঁহার সেবা—এই সকল ক্রিয়াদ্বারা অভীষ্ট-লাভ হয়; শ্রীমায়াপুরকেও তদ্রূপ জানিবে।"

—চৈঃ ধঃ ২৩শ অধ্যায়

"বস মায়াপুর! ব্রজের শোক কেবল মায়াপুরেই দূর হয়।"

—চৈঃ ধঃ ২২শ অধ্যায়

শ্রীউর্জাব্রতকালে শ্রীল আচার্যদেব প্রত্যেক শুদ্ধভক্তি-সভ্যাশ্রমে প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও রাত্রিতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের শ্রীনামভজনশিক্ষা-পাঠের আদেশ জ্ঞাপন করিয়াছেন। কোনও কোনও স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণের কথাও বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। শ্রীমথুরামণ্ডলে শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ ব্যাখ্যাত হইতেছে।

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের ও অপ্রাকৃত শ্রীব্রজবাসিগণের সহজ প্রীতির কণিকার স্বাভাবিক লোভ উদিত হইলেই শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব সম্ভব। যাহাতে তাঁহাদের কৃপার জন্য অন্তর্দাহ অর্থাৎ অন্তরে আর্ত্তি ও অভাব-বোধ হয়, তজ্জন্যই অনুক্ষণ আবেদন করা কর্ত্তব্য। স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীঅন্নকূটকে বহির্মুখ-লোকের দৃশ্য বা ভোগ্য করিবার জন্য কৃত্রিমভাবে অন্নের পর্ব্বত না সাজাইয়া ক্রম-শুদ্ধশ্রবণ-কীর্ত্তনের অন্নকূট বিশুদ্ধসত্ত্বে প্রকট করিবার প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের ন্যায় অথবা শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের অপ্রাকৃত স্বাভাবিকী প্রীতির কৃত্রিম অনুকরণ করিয়া কৃষ্ণপ্রীতির পরিবর্ত্তে বহির্মুখ লোকপ্রীতি ও তৎ-পরিণামস্বরূপ নানাপ্রকার শুণ্ডামি, ভণ্ডামি ও পাষণ্ডতার প্রশ্রয় দান করা, সেবা অন্নকূট বা ব্রহ্মবস্তুকে অবমানিত করা শুদ্ধভক্তগণের কর্ত্তব্য নহে। এজন্য শুদ্ধভক্তিসম্ভারাগারে ঐসকল বস্তুসমূহ না করিয়া শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-তোষণপর সেবা করাই কর্ত্তব্য।

শ্রীমদ্ভাচার্য্যের আবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়-মিশন হইতে "শাস্ত্রপ্রামাণিকতা ও সমন্বয়" গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থ দর্শন করিবার জন্য বহু সত্যানুসন্ধিৎসু ও সজ্জনব্যক্তি অনেকদিন হইতে লালায়িত ছিলেন। এই গ্রন্থ ডবলক্রাউন ষোল পৃষ্ঠার আকারে ২৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীবিজয়া দশমী তিথিতে শ্রীমদ্ভাচার্য্যের আবির্ভাব উৎসব হইতে ঢাকা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরিস্মর-োৎসব আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়মিশনের ত্রিদণ্ডি-পাদাগ্রণী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রদেশে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-প্রচারের অগ্রদূত পতিতপাবনবর শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক এবৎসর ঢাকা নগরীতে পদার্পণ করিয়া হরিকীর্ত্তনের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছেন। শ্রীল গোস্বামী মহারাজই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে সর্ব্ব-প্রথম শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ-সরস্বতীর পদাঙ্কিত ঢাকা নগরীতে শুদ্ধ ভক্তিপ্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করিয়াছিলেন।

লণ্ডন হইতে ডাকযোগে প্রাপ্ত একটি পত্র

(শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে ২৩।৭।৪০ ইং তারিখে প্রেরিত)

My Beloved Prabhuji,

We, Your Divine Grace's unworthy servitors of Sree Vasudev Gaudiya Math, London, have great honour and happiness in offering You the enclosed humble Homage on the Most Auspicious Occasion of Your Advent Anniversary. Before compiling it we sought inspiration at the Holy Feet of the True Devotees, in particular at those of Srila Narayandas Bhaktisudhakar Prabhu, Your favourite associate and beloved by us. The things he inspired us to say are the true expression and homage of our souls. (Please forgive us that it is not properly printed as it should be). We make humble obeisances to the Holy Feet of this great and noble soul so sweet, so selfless and so rare. His loss is irreparable. He was like some rare and beautiful flowers that shed its fragrance for a brief spell and then vanished. **Happily the fragrance remains** though the flower be gone beyond the view of mortals.

Kumari Vishnupriya Dasi is greatly helpful to the London Math in various ways. I suggested to her that she entered into meditation in regard to Your request—the chanting of the Holy Name of Sri Sri Radha Krishna with the full knowledge of the relationship that exists between our real selves and the Divine Couple of Vraja, Who have manifested Themselves as the Holy Name on the mundane plane for the eternal well-being of the whole world by consecrating unconditionally our **all-in-all** to the Lotus

Feet of the Supreme Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. We had a discourse on it and I said that she must reply in accordance to the realisation that has been vouchsafed to her. I feel that she left the Math with deeper realisation of all that is implied in the above. She is writing to Swamiji Tirtha.

I trust my letter of the 19th inst. ched Your hands safely.

With humble prostrated obeisances to Your Holy Feet and to those of dearest and most revered Swamiji and ever loving greeting,

I am,
Ever your very devoted
&
humble servant
Sd/- VINODE VANI DASI.

Sree Vasudev Gaudiya Math,
51, Downs Road, London E 5

লণ্ডনস্থ শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয়মঠের শ্রীগুরুপূজার অর্ঘ্য

SREE SREE VYASA PUJA HOMAGE

To

THE HOLY LOTUS FEET OF

His Divine Grace Om Visnupada
Paramhansa Paribrajaka Acharyya Astottarasata (108) Sri

SRIMAD BHAKTI PRASAD PURI GOSWAMI PRABHU

On the Occasion of

The Forty-fifth Anniversary of His most Auspicious Advent.

Our Most Revered Divine Master,

We, Thy Divine Grace's Most unworthy servitors of Sree Vasudev Gaudiya Math, 51 Downs Road, London, beg to submit our humble selves to Thy Holy Lotus Feet on the Day of Thy Most Auspicious Advent. We convey our best sincere entreaty to Thy Beautiful Lotus Feet for the boon of Thy Benign Guidance so as to make us fit for Thy Holy Service, O ! Thou Teacher of the Truth and Guide to the life Eternal and of Freedom. We can only be made deserving of Your Grace in and by the process of being delivered by Thy Causeless Mercy.

We pray at Thy Lotus Feet for the disposition of absolute repugnance for untruth and all followers of untruth and equally, absolute sympathy for all followers of Truth of all grades. Those who choose to be guided by You and Your Eternal Associates have their eyes turned towards the Source of Light.

We pray at Thy Holy Feet, in all sincerity that our present natures are capable of, that we may be enabled by Your Grace to progress towards the purpose you have in view in regard to us, and to be endowed with the saving judgment that we may cherish for Your Associates for all eternity, only the relationship of our unconditional submission and service to them. May we never forget that it is only by admitting unreservedly their eternal superiority to ourselves that we can be made worthy of practising unconditional submission to Thy Holy Feet.

Under Super-natural loving ties of All-Love, Your Divine Grace as Expert of All-Things Transcendental and Healer of all ills, will eleminate the pangs of world-diseases of the conditioned souls of Kali Yuga. Thou wilt exercise Thy power of tearing off the manifold fetter of material attachments for the upliftment of their souls.

We pray at Thy Lotus Feet for the spiritual regeneration of all mankind.

In offering this homage of our souls to Thy Holy Feet we have sought inspiration of the pure Devotees who always teach us how to serve you.

Thy Divine Grace's Most humble and
unworthy servants of Thy Servants,
Servitors,
SREE VASUDEV GAUDIYA MATH,
LONDON.
6. 9. 40.

বিবিধ-প্রসঙ্গ

বিভিন্ন স্থানে প্রচার

বালিগঞ্জে—দক্ষিণ কলিকাতা বালিগঞ্জ অঞ্চলে "সাউথ্ ইণ্ডিয়া ক্লাবে"র সভ্যবৃন্দের বিশেষ আগ্রহ ও সাদর আহ্বানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ২৮শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় উক্ত ক্লাব্-হলে উপস্থিত হইয়া "The teachings of Gita" সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। বক্তৃতার বিষয় বিভিন্ন পত্রিকায় প্রচারিত থাকায় সভায় বহু বিশিষ্ট শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। 'সাউথ্ ইণ্ডিয়া ক্লাবে'র সেক্রেটারী মহাশয় এই সভার সুবন্দোবস্ত করিয়া বৈষ্ণবগণের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

ভবানীপুরে—গত ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে 'অল্ এসোসিয়েশনে'র সভ্যগণের সাদর আহ্বানে ত্রিদণ্ডি-অগ্রণী শ্রীমত্তীর্থ গোস্বামী মহারাজ বহু বিশিষ্ট, শিক্ষিত ভদ্রলোকের নিকট "The Teachings and Philosophy of Lord Chaitanya" সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটি সুবিচারপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ গোস্বামী মহারাজের যৌক্তিযুক্ত বাণী শ্রবণ করিয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছেন।

ভবানীপুর ৪ এ, প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কেন্দ্রে অবস্থিত সেবকগণ প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ভবানীপুরের সর্ব্বত্র দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী কীর্ত্তন ও সকলের প্রশ্নের উত্তর প্রদান ও নানা প্রকার সন্দেহ নিরসন করিয়া নাস্তিকতা ও তর্কের যুগে হরিভজনের প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁহাদের স্মৃতিপথে আনয়নের চেষ্টা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত প্রচারকেন্দ্রে প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যাকালে শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত, ইষ্টগোষ্ঠী ও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, ব্যাখ্যা ও হরিকথানুশীলন হইতেছে।

২৯শে সেপ্টেম্বর রবিবার কলিকাতা 'সাউথ্ সুবার্বন্ স্কেইন্ স্কুল' হলে একটী বিরাট্ সভার ব্যবস্থা হয়।

অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের সভাপতিত্বে সভা আরম্ভ হইলে হরি-গুরু-বৈষ্ণব বন্দনার পর 'গৌড়ীয়-মিশন' ও "গৌড়ীয়" পত্রিকার সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "মুক্তি ও ভক্তি" সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। সভায় বহু বিশিষ্ট শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

নারায়ণগঞ্জে—নারায়ণগঞ্জ বার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী মহাশয় ও স্থানীয় সজ্জনগণের আগ্রহে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ নারায়ণগঞ্জ উকীল (বার) লাইব্রেরীতে গত ২০শে অক্টোবর (১৯৪০), ৩রা কার্ত্তিক রবিবার, অপরাহ্ণ ৪ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৬ঘটিকা পর্য্যন্ত 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর দান' সম্বন্ধে দীর্ঘকাল ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাবৈশিষ্ট্য, তাঁহার শিক্ষা, তাঁহার অতুলনীয় দান এবং তাঁহার প্রচারিত শুদ্ধ-ভাগবতধর্ম্মের বা নামসঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য-বর্ণন এবং ভাগবতধর্ম্ম-বিরোধী কলিপঙ্কজের গ্রহণমুখে একটি প্রাণস্পর্শিনী বক্তৃতা প্রদান করেন। বহু শিক্ষিত শ্রদ্ধালু শ্রোতৃ-মহোদয় সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাগৃহে শ্রোতৃসংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে আর তিল-ধারণের স্থান ছিল না। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ মনোযোগ-সহকারে বক্তৃতা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছেন। সভার আদি ও অন্তে পঞ্চতত্ত্ব নাম, মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবোৎসব

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে—পরমারাধ্যতম পতিতপাবন ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে এবং গৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিং বডির সেবোদ্যোগে গত ১০ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার বিজয়াদশমীতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবতিথি কীর্ত্তনোৎসব, নগর-সংকীর্ত্তন, 'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব' গ্রন্থ-পাঠ, তাঁহার জীবন-চরিত ও দর্শন

সম্বন্ধে বক্তৃতা ও মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে সুষ্ঠুভাবে পালিত হইয়াছে। ঐ দিবস হইতে শ্রীমায়াপুর-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরিকীর্ত্তন-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে এবং 'সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়' গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া সজ্জন-মাত্রেরই আনন্দ বিধান করিতেছে।

সুবর্ণবিহার শ্রীগৌড়ীয়মঠে—শ্রীনবদ্বীপ-ধামের অন্তর্গত গোদ্রুমদ্বীপস্থ মধ্যবর্ত্তী শ্রীসুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠে গত ১০ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীমদ্ভাচার্য্যোৎ প্রকট-মহোৎসব শ্রীহরিকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের বহু সেবক উক্ত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। উৎসব উপলক্ষে সমস্ত দিবসব্যাপী বন্দনা, কীর্ত্তন, হরিকথা আলোচনা ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল। শ্রীশ্রীসুবর্ণবিহারী শ্রীগৌরহরি ও শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সন্ধ্যারার্ত্তিকের পর সমাগত ভক্তগণ ও নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসিগণের নিকট মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল্ মহাশয় একটি উত্তম বক্তৃতা প্রদান করেন। উৎসব উপলক্ষে শতাধিক ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এতদুপলক্ষে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কে, সি, সেন ইঞ্জিনিয়ার, শ্রীপাদ ভবভঞ্জিদ্ ধানাধিকারী বি-এল্, শ্রীপাদ অপ্রমেয় ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি, শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীপাদ অমৃতানন্দ সেবা-বিলাস, মহোপদেশক শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিমধুর প্রভৃ, শ্রীপাদ অবধমন ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি বহু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

পতিতপাবন শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদে ও তাঁহার একান্ত আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয়মিশনের অন্তর্গত সমুদয় মঠে শ্রীমদ্ভাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি কীর্ত্তনোৎসবমুখে পালিত হইয়াছে।

বিভিন্ন মঠে ঊর্জ্জাব্রত

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুসবর অশিলজীব-দুঃখদুঃখী পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সাক্ষাৎ উপস্থিতি ও তদীয় আনুগত্যে শ্রীমথুরা শ্রীগৌড়ীয়মঠালয়ে ঊর্জ্জাব্রত বা দামোদরব্রত শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠ, কীর্ত্তন ও তদীয় শ্রীমুখ হইতে হরিকথা শ্রবণমুখে সমুদ্‌যাপিত হইতেছেন।

মথুরাস্থিত শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ গত ১৬ই অক্টোবর পূর্ণিমা তিথি হইতে হরিসঙ্কীর্ত্তনমুখে ঊর্জ্জাব্রত আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীধামের বিভিন্ন মঠে প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং রাত্রিতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'সনাতন-শিক্ষা' পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ হইতেছে। শ্রীমঠে অপরাহ্ণে ভক্তবর্গের উপদেশামৃত ও আলোচিত হইতেছে।

১৬ই অক্টোবর, বুধবার, ঊর্জ্জাব্রত আরম্ভ-দিনে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীযুক্ত লালামদন মোহন রায় ও দুই জন ব্রহ্মচারীর সহিত ঢাকা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভ-বিজয় করিয়া পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে মঠাশ্রিত সমুদয় ভক্তকে দামোদর-ব্রত পালনে অনুক্ষণ নিযুক্ত রাখিয়াছেন। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর মঠের প্রবণসদনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'সনাতন-শিক্ষা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাহাতে বহু আত্মমঙ্গলেচ্ছু শ্রোতা উপস্থিত থাকিতেছেন। তিনি প্রাতে এবং অপরাহ্ণে ইষ্টগোষ্ঠী সভায় মঠবাসী ভক্তগণের ঐকান্তিক মঙ্গলের জন্য সুতীব্র ভাষায় চেতনোদ্বোধিনী বীর্য্যবতী হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। মঠসেবকগণের যাহাতে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রতি সেবাবৃত্তি অনুক্ষণ জাগরিত থাকে, তাঁহারা যেন কোন মতেই পথভ্রষ্ট না হন এবং শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত না হন, সেই জন্য তিনি নিজে বিশ্রামাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক কখনও শাসন, কখনও উপদেশদান, কখনও বা প্রৌঢ়বাণী ও সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করাইতেছেন। ঢাকাবাসী ভক্তগণ তাঁহার এই অহৈতুকী করুণা-বিস্তারের জন্য তাঁহার শ্রীচরণে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হইতেছেন। তাঁহার সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে শ্রীমায়াপুর-গৌড়ীয়মঠ শুদ্ধ হরিকথায় নিরন্তর মুখরিত আছে।

ভ্রম-সংশোধন—'গৌড়ীয়' ৯ম সং ১৩২ পৃঃ ১ম স্তঃ ১৯শ পং 'whole process' এর স্থানে 'whole course of regulation and regularity' এবং ১০ম-১১শ সং, ১৬০ পৃঃ ২য় স্তঃ ২৪শ পং 'নিরাশ্রয় নিরপেক্ষের' স্থলে 'আশ্রয়াতীত পরমহংসের' হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্বটৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়টৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৪৭ ; ২রা নভেম্বর, ১৯৪০ | ১৪শ সংখ্যা

সাধুমুখ-বিগলিতা শ্রীহরিকথার সেবাই শ্রীহরির সাক্ষাৎকার

পতিতপাবনী মাধবতিথির সহিত পতিতপাবন বৈষ্ণববরের বিরহতিথি সম্মিলিতা হইয়াছেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়সেবক ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি এবং শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট মহোৎসব-তিথি সমাগত হইয়া আমাদিগকে শুদ্ধভক্তের বিরহ-স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত এবং শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়বর্দ্ধনমন্ত্রে প্রবৃত্তিলাভের সুযোগ দিয়াছেন। শুদ্ধভক্তের বিরহ না জাগিলে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-বন্ধন অবশ্যম্ভাবী।

যে কোন একটী মাধবতিথি বা মাধবজনতিথি জন্তুকে উদ্ধার করিতে পারেন। জগজ্জীবের প্রতি অহৈতুকী কৃপা-বর্ষণের উদ্দেশেই এই সকল তিথির নিত্য আবির্ভাব। শ্রীমাধব ও শ্রীমাধবজন-তিথিগণ জীবকে সম্ভোগবাদ বা পুরুষাভিমান হইতে উদ্ধার করিবার জন্য জগতে আবির্ভূত হন। অপ্রাকৃত বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী চিদ্বৃত্তিতে পুরুষাভিমানের কোন গন্ধ নাই। পুরুষার্থশিরোমণি প্রেমামৃতসিন্ধুবিন্দু বিতরণ করিবার জন্য গুরুবর্গের আবির্ভাব ও তিরোভাব-তিথির উদয় হইয়া থাকে। অষ্টকাল হরিকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে সেই কৃপা-বরণই ঐ সকল মাধবজন-তিথির প্রকৃত-সেবা।

মহাজনগণ হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তনমুখে উপবাসাদি-নিয়ম, রাত্রিজাগরণ প্রভৃতির দ্বারা মাধবতিথির সেবার আদর্শ প্রকট করিয়াছেন। শ্রীমাধবজন-তিথির সেবার দ্বারা শ্রীমাধবজনের সঙ্গ হয়। অপ্রকট ও প্রকট-লীলার গুরুবর্গের প্রকৃষ্ট সঙ্গ ও কৃপা-লাভের ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। শ্রীমদ্ভাগবতে পৃথু মহারাজকে শ্রীসনৎকুমার বলিতেছেন,—

সঙ্গঃ খলু সাধবাত্মযুক্তিদো
যৎসঙ্গতঃ পরমহংসগতির্দ্রুবেষাং বিভর্ত্যনুমতিঃ ক্ষম্।
অন্যেষু রাজন্ ভবতো মধুদ্বিষঃ
পাদারবিন্দস্ত গুণানুবাদনে।
রতির্দুরাপা বিধুনোতি নৈষ্ঠিকী
কামং কষায়ং মলমন্তরাত্মনঃ॥
শাস্ত্রেষ্বিয়ানেব সুনিশ্চিতো নৃণাং
ক্ষেমস্য সধ্র্যমুপেষু হেতুঃ।
আসঙ্গ আত্মব্যতিরিক্ত আত্মনি
দৃঢ়া রতির্ব্রহ্মণি নির্গুণে চ যঃ॥
স শ্রদ্দধা ভগবদ্ধর্মচর্য্যয়া
জিজ্ঞাসয়াধ্যাত্মিকযোগনিষ্ঠয়া।
যোগেশ্বরোপাসনয়া চ নিত্যং
পুণ্যশ্রবঃকথয়া পুণ্যয়া চ॥
অর্থেন্দ্রিয়ারাম-মনোঽক্ষতৃষ্ণয়া
তৎসঙ্গতানাময়পারমহ্যয়া চ।
বিবিক্তচর্য্যা পরিতোষ আত্মনি
বিনা হরের্গুণপীযূষপানাৎ॥

(ভাঃ ৪।২২।১৯-২৩)

সাধুদিগের সঙ্গ—শ্রোতা এবং বক্তা, উভয়েরই অভিলষিত; তাঁহাদের সহিত সদালাপ ও পরিচয় সকলেরই মঙ্গল বিস্তার করিয়া থাকে।

হে রাজন্, মধুরিপু শ্রীহরির পাদপদ্মগুণানুকীর্ত্তনে আপনার দুর্ম্মরতা ও নিশ্চলা মতি আছে। এইরূপ মতি হইতেই অন্তরাত্মার বিষয়-বাসনারূপ মল বিধৌত হয়।

আত্মা হইতে পৃথক্ দেহাদি অনাত্ম-বস্তুতে যে আসক্তি-রাহিত্য এবং আত্মার ও নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপে যে দৃঢ়রতি,—ইহাই শাস্ত্রসমূহের সুষ্ঠু বিচারে জীবের কল্যাণ-লাভের উপায় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

শ্রদ্ধার সহিত ভগবদ্ধর্ম্মের অনুশীলন, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা, ভগবৎসেবানিষ্ঠার সহিত ভক্তশ্রেষ্ঠগণের পূজা এবং পুণ্য-কীর্ত্তি ভগবানের কথা-শ্রবণাদি-দ্বারা সেই রতি হইয়া থাকে।

ধন ও রূপাদিতে আসক্ত এবং ইন্দ্রিয়তর্পণরত অসৎ ব্যক্তিগণের সঙ্গের প্রতি বিতৃষ্ণা, তাহাদিগের অভিমত অর্থ-কামাদি-পরিত্যাগ ও নির্জ্জনবাসের অভিরুচি,—এই সকল দ্বারা আত্মার সন্তোষ লাভ হয়. কিন্তু যে স্থানে সম্মুখরিত হরিকথামৃত পান করিবার সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ নির্জ্জনবাস কখনও স্পৃহা করিবে না; কারণ, উহা-দ্বারা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ হইলেও অপ্রাকৃত কৃষ্ণভোগ হয় না।

এই জন্যই হরিকথা-শ্রবণ ও কীর্ত্তনকে অন্যান্য সাধনাঙ্গ হইতে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। হরিকথা-শ্রবণ ও কীর্ত্তনের দ্বারা সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীহরির সেবা ও সঙ্গ-লাভ হয়। কারণ, শ্রীহরিই হরিকথারূপে অবতীর্ণ হন। যখন সেই হরিকথার কীর্ত্তন ও শ্রবণ হয়, তখন সেই শ্রীহরির সাক্ষাৎ দর্শন ও সর্ব্বতোমুখী সেবা হইয়া থাকে। অতএব, যাঁহারা মনে করেন, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন একটী উপায় মাত্র, তাহা হইতে উপেয় পৃথক্, প্রয়োজন আর একটি পৃথক্ বস্তু, তাহাদের হরিকথাতে সাক্ষাৎ হরিবুদ্ধি নাই—"নামরূপে কলিকালে কৃষ্ণ-অবতার।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাণীতে বা শ্রুতির বাণীতে তাহাদের বিশ্বাস নাই।

হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে যে প্রেমার উপলব্ধি হয়, তাহা পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কপাটিক ভক্তগণ ব্রহ্মানন্দও প্রার্থনা করেন না,—

যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জন-কথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মা ভূৎ
কিম্বন্তকাসিলুনিতাং পততাং বিমানাৎ॥
ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাম্।
যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্গুণকথামৃতপানমত্তঃ॥

(ভাঃ ৬।১১।২৫-২৬)

হে নাথ, ভবদীয় শ্রীচরণকমলধ্যান এবং আপনার নিজজনের সহিত আপনার চরিত্রকথা শ্রবণ করিয়া যে আনন্দ-লাভ হয়, ব্রহ্মানন্দেও সেইরূপ সুখ অনুভূত হয় না। অতএব, দেবতা-পদ ত' অতি তুচ্ছ! কারণ, কালরূপ খড়্গ-দ্বারা স্বর্গারোহণ-যান খণ্ডিত হইলে দেবতাগণও মর্ত্ত্যলোকে পতিত হইয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের কথা আর কি বলিব?

হে অনঘ, যে সকল শুদ্ধাত্মপুরুষ নিরন্তর আপনাতেই ভক্তি করিয়া থাকেন, সেই সকল সাধু-মহাত্মার সহিত আমার পরমেষ্ট সঙ্গলাভ হউক। এবম্ভূত মহৎসঙ্গবলে আমি ভবদীয় গুণকথামৃত-পানোন্মত্ত হইয়া অতিশয় দুঃখপরিপূর্ণ এই ভীষণ ভবসমুদ্র অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইতে পারিব।

হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-বিরত ধ্যানী, জ্ঞানী, মৌনী, যোগী, ঋষি কাহারও মঙ্গল-লাভ হইতে পারে না, হরিকথা-বিমুখ হইলে তাঁহারাও সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন না।

অহ্যাপৃতার্থ-করণা নিশি নিঃসহায়া
নানামনোরথধিয়া ক্ষণ-ভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব
যুষ্মৎ-প্রসঙ্গ-বিমুখা ইহ সংসরন্তি॥

(ভাঃ ৩.৯।১০)

হে দেব, ঋষিগণও ভবদীয় শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হইলে এই সংসারে গমনাগমন করিয়া থাকেন। দিবসে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম ভগবদ্বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট থাকে, রাত্রিকালেও তাঁহাদের বিষয়-সুখের লেশমাত্রও থাকে না, যেহেতু তাঁহারা বাহেন্দ্রিয় ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিদ্রাগত হন বটে, কিন্তু, নানা অসদ্ বিষয়ে ধাবিত মনোধর্ম্মরূপ স্বপ্নদর্শন-দ্বারা তাঁহাদের ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রা-ভঙ্গ হয়। তাঁহারা অর্থের জন্যও উদ্যম করিতে পারে না। উহাও তাঁহাদের জন্য দৈবকর্ত্তৃক সকল স্থান হইতে প্রতিহত হইয়াছে।

হরিকথারূপেই শ্রীহরি জীবের হৃদয়ে স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠা করেন। কৃত্রিম ধ্যানাদি-দ্বারা বা অন্য কোন উপায়েই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হইতে পারে না,—

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥

(ভাঃ ২।২।৩৭)

যাঁহারা স্বীয় উপাস্য-স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরির ও তদীয় ভক্তবৃন্দের কথামৃত শ্রবণপুটে সংস্থাপিত করিয়া পান করেন, তাঁহারা বিষয়দূষিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করেন এবং শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-সমীপে উপনীত হন।

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥

(ভাঃ ২।৮।৪)

যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গল-কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্ অতিশীঘ্রই স্বয়ং তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন। তদ্বিষয়ে শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী ভক্তের বিশেষ চেষ্টাদ্বারা অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে লীলাস্মরণ প্রভৃতির প্রয়োজন হয় না।

হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনই যে উপেয় অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা, শ্রম, তপস্যা, সাধন ভজন, যজ্ঞ, মন্ত্র-পাঠাদির ফল তাহা শ্রীমদ্ভাগবত পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন। কোটী কোটী অর্থব্যয় করিয়া, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া যদি হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনের সুযোগ হয়, তবেই অর্থাদিব্যয় বা ত্যাগ-বৈরাগ্যাদির সার্থকতা, নতুবা অর্থব্যয়, ত্যাগ, বৈরাগ্য, সাধন, ভজন সমস্তই নিষ্ফল। এই জন্য আমরা অনেক সময় অন্তর্দ্ধান ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে বলিতে শুনিয়াছি,—"আমি লক্ষ লক্ষ লোককে বলিদান করিয়া, সহস্র সহস্র লোকের সুখভোগ ছাড়াইয়া, এমন কি, তাহাদের নৈতিক কর্ত্তব্য পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করাইয়া কোটী কোটী মুদ্রা ও কোটী কোটী গ্যালন্ রক্ত ব্যয় করিয়াও আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের বাণীর কীর্ত্তন-স্রোতঃ জগতে প্রবাহিত করিতে প্রস্তুত হইয়াছি, কারণ, হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনই সকল পুরুষার্থ-শিরোমণি।"

আমরা আমাদের পূজ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীনারদের মুখেও এই কথা শ্রবণ করিয়াছি। শ্রীনারদ তাঁহার শিষ্য শ্রীব্যাস-দেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
সিদ্ধস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধয়ে বয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো
যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্॥

(ভাঃ ১।৫।২২)

নারদ কহিলেন—"হে ব্যাস! উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের যে, গুণানুবর্ণন, তাহাকেই পণ্ডিতগণ তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, মন্ত্রপাঠ, জ্ঞান ও দান—এই সমস্তেরই নিত্য ফল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।"

কেহ কেহ মনে করেন,—বাদশবর্ষ, বিংশবর্ষ বা বহুকাল-ব্যাপী হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তন করিয়াও তাঁহাদের কিছুই সুবিধা হইতেছে না। সুতরাং, হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনের পথ পরিত্যাগ করিয়া যাগ, তপস্যা বা নির্জ্জন-ভজনাদি সাধনের পথ গ্রহণ করিলে তাঁহাদের সুবিধা হইতে পারে। বস্তুতঃ এইরূপ বিচার বাস্তব-মঙ্গলের পথ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্তাবিত আপেক্ষিক সুবিধাবাদের পথে ধাবিত হইবার ন্যায় মাত্র। সকল শাস্ত্র, সকল মহাজন একবাক্যে তারস্বরে উচ্চবাহু হইয়া হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনের পথকেই একমাত্র অব্যর্থ ও নিরাপদ পথ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ভগবানের বাণী এই,—

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

সাধুদিগের প্রকৃষ্টসঙ্গ হইতে আমার যাথাত্ম্যপ্রকাশক যে-সকল শুদ্ধ হৃদয়-কর্ণের প্রীতি-উৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যা-নিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ আমাতে যথাক্রমে শ্রদ্ধা, রতি ও প্রেমভক্তি উদিত হইবে।

সাধুগণের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনের ফল যে কেবলমাত্র অনর্থ-নিবৃত্তি তাহা নহে, ইহাতে অর্থপ্রবৃত্তিরও পরাকাষ্ঠা-লাভ হয়। সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির সর্ব্বোত্তমাবস্থায় সাধুমুখবিগলিত হরিকথাই তাহা প্রদান করিয়া থাকে। কারণ, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন দান, ধ্যান, যজ্ঞাদির ন্যায় গৌণ-উপায় নহে, তাহা সাক্ষাৎ উপায় ও উপেয়, এজন্য যে-সকল মহাজন এই জগতে শুদ্ধ-হরিকথা বিস্তার করেন, তাঁহাদের ন্যায় মহামহাবদান্য, তাঁহাদের ন্যায় পরদুঃখ-দুঃখী ও পরোপকারী আর কেহই নাই,—

ভবকথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥

(ভাঃ ১০।৩১।৯)

হে কৃষ্ণ, সংসারে যাঁহারা তোমার তাপক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের জীবনপ্রদ ব্রহ্মজ্ঞদিগের আরাধিত, সর্ব্বপাপনাশক, শ্রবণ-মাত্রেই মঙ্গলপ্রদ, সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত ও সর্ব্বব্যাপক কথামৃত বর্ণন করেন অর্থাৎ গান করেন, তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা।

এই সকল মহাবদান্য মহাজন ও পরদুঃখদুঃখী সাধুর শ্রীচরণে কোন প্রকার অপরাধ থাকিলে আমাদিগের হরিকথায় রুচি, আসক্তি ও রতি হয় না। হরিকথায় আসক্তি না হইলে সংসারাসক্তির ছেদন হয় না। হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের আভাসেই দেহগেহাসক্তি বা অনর্থের নিবৃত্তি হয়।

কতরুদ্ধাৎ তীর্থপদোঽভিধানাৎ
সত্রেষু বঃ সূরিভিরীড্যমানাৎ।
যঃ কর্ণনাড়ীং পুরুষস্য যাতো
ভবপ্রদাং গেহরতিং ছিনত্তি॥

(ভাঃ ৩।৩।১১)

ভবদীয় সমাজে নারদাদি-বিদ্বজ্জন কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত তীর্থপদ শ্রীকৃষ্ণের লীলা-গুণাদি কথা-শ্রবণে কোন্ পুরুষই বা তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন? **সেই ভগবৎ-কীর্ত্তন পুরুষের কর্ণ-রন্ধ্র দ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া সংসারবন্ধনকারিণী গৃহাসক্তিকে ছেদন করিয়া দেয়।**

শ্রীমদ্ভাগবতে ধ্রুবের উক্তিতেও দেখিতে পাওয়া যায়,—

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্যং
যে চাদয়ঃ সুতসুহৃদ্গৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ-
সৌগন্ধ্য-লুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ॥

(ভাঃ ৪।৯।১২)

হে ঈশ, হে পদ্মনাভ, যাঁহারা ভবদীয়পদারবিন্দ-সৌগন্ধ্যে লুব্ধ-হৃদয় মহাত্মগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ লাভ করেন, তাঁহারা নিরতিশয় প্রিয় এই দেহকে এবং তৎসম্বন্ধে পুত্র, সুহৃৎ, গৃহ, বিত্ত এবং কলত্র ইহাদের কিছুই চিন্তা করেন না।

যখন শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটির সহিত নিজের জীবন মিলাইয়া দেখি, তখন বুঝিতে পারি যে, আমার সাধুসঙ্গ বা হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তন আদৌ হয় নাই। যদি হইত, তাহা হইলে দেহাত্মবোধরূপ অনর্থটি সঙ্কুচিত ও বিদূরিত হইত। কোন কোন সময় তপস্যা, বৈরাগ্যাদির অভ্যাস কিংবা গৃহ, পুত্র, কলত্র, বিত্ত প্রভৃতি হইতে পৃথক্ থাকিবার অভিনয় কিংবা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবার বাহ্য প্রবর্ণনী উন্মোচন

করিয়াও দেখিতে পাই উহা কেবল প্রতিষ্ঠা-লক্ষ্য বা কোন অন্যাভিলাষের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইতেছে; অন্তরে দেহ ও দেহজাত বস্তুর প্রতি অচ্ছেদ্য আসক্তি রহিয়াছে। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী সম্প্রদায় নানা প্রকার বস্ত্রত্যাগ তপস্যাদি ও স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গ পরিত্যাগের অভিনয় প্রদর্শন করে অথবা মুহূর্ত্তে নিজের দেহের বিসর্জ্জন, স্ত্রীপুত্র গৃহাদির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া যে কপট-বীরত্ব প্রদর্শন করে, তদ্দ্বারাও তাহাদের দেহ বা দেহজাত বস্তুর প্রতি আসক্তি ছিন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হয় না, তাহারা কোন প্রতিষ্ঠা বা মায়ার মোহে মুগ্ধ হইয়া ঐরূপ সাধারণ লোক-বিলক্ষণ কার্য্য করিয়া থাকে। যদি হরিকথায় আসক্তি না হয়, তবে দেহগেহাসক্তিও ছিন্ন হয় নাই। অর্থপ্রবৃত্তি না হইলে অনর্থ-নিবৃত্তি হয় না। সার্ব্বকালিক সৎসঙ্গ না হইলে অসৎসঙ্গের আসক্তি বিদূরিত হয় না। এজন্য অপরাধ অর্থাৎ আবাঞ্ছিকতাকে বিসর্জ্জন করিয়া অমুক্ষণ আর্ত্ত হৃদয়ে সাধুগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে কর্ণাঞ্জলিতে কেবল তাঁহাদের হরিকথামৃতই পান করিতে হইবে। যে স্থানে, যে কালে, যে পাত্রে শুদ্ধ হরিকথার সার্ব্বকালিকত্ব সুরক্ষিত হয়, সেই স্থান, সেই কাল ও সেই পাত্রেরই সেবা করিতে হইবে। তীর্থস্থানে যদি প্রকৃত সাধুর শ্রীমুখবিগলিত হরিকথামৃত প্রবাহিত না থাকে, তবে তাহা তীর্থ নহে। অষ্টপ্রহর হরিনাম-সংকীর্ত্তনের অভিনয়ের মধ্যে যদি শুদ্ধ-শব্দ-ব্রহ্মের অবতার না হয়। তবে সেই কাল সেবনীয় নহে। জটাজুটধারী আত্মারাম মৌনী পাত্রগণের মধ্যেও যদি শুদ্ধ হরিকথামৃত আলোচিত না হয়, তবে সেই সকল পাত্রের সঙ্গও সেব্য নহে। ব্রহ্মলোকেও যদি হরিকথা না হয়, আর যদি আপাত নরকপ্রতিম স্থানেও হরিকথা হয়, তবে তাহাও সেব্য।

নানা আকারে হরিকথামৃতধারা প্রবাহিত থাকে। হরিকথা চিদ্বিলাসময়ী—বিচিত্রভাষয়ী, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণার্থ নব-নবরসময়ী, উন্মাদময়ী ও বীর্য্যবতী। কথায়, সঙ্গীতে, গ্রন্থপাঠে, অভিভাষণে, ইষ্টগোষ্ঠীতে, গ্রন্থ-লিখনে, ব্যাখ্যা-শ্রবণে, শ্রুতবিষয়-স্মরণে নানাপ্রকারে হরিকথার শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে পারে এবং তাহা যতই নিরপরাধে হইবে, ততই তাহাতে রুচি, আসক্তি হইতে থাকিবে এবং তৎসঙ্গে-সঙ্গে অর্থনিবৃত্তি ও অর্থপ্রবৃত্তি হইবে। তখন হৃদয় দৈন্য ও আর্ত্তিতে, বিপ্রলম্ভরসে বিভাবিত হইতে থাকিবে—পুরুষাভিমান, ভোক্তৃত্বাভিমান, প্রভুত্বাভিমান, কপটতা, আত্মবঞ্চনার চেষ্টাসমূহ বিদূরিত হইবে। হরিকথারূপী হরি প্রতিমুহূর্ত্তে কেশাকর্ষণ করিয়া পতনের নানাপ্রকার পিচ্ছিল পথ হইতে রক্ষা করিবেন এবং বাস্তব সত্যের আলোকবর্ত্তিকা সম্মুখে স্থাপন করিয়া শুদ্ধসত্ত্বের প্রেরণা দান করিবেন। তখন কথারূপী হরির কৃপাপ্রতিমুহূর্ত্তেই উপলব্ধি হইবে—কথাকে পূর্ণ চেতন বলিয়া উপলব্ধি হইবে। তাঁহাকে অচেতন, একঘেয়ে, নিঃশক্তিক বস্তুরূপে যে ধারণা, তাহা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইবে। কথারূপী হরি তখন সাক্ষাদ্ভাবে আমার চেতনের সহিত কথা বলিবেন, আমার সমস্ত জীবনকে, সমস্ত চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন। হৃদয়ে নবনবায়মান ভক্তিসিদ্ধান্তরাজি বিবসিত করিয়া দিবেন এবং স্বরূপসিদ্ধি ও বস্তুসিদ্ধি দান করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মসেবায় নিত্য অধিকার দান করিবেন। হরিকথার দ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি হইবে।

উপেক্ষা

শ্রীমদ্ভাগবত মানস-চিহ্ন বা চিত্তবৃত্তি-অনুসারে ভক্তের অধিকার নির্ণয় করিয়াছেন। চিত্তবৃত্তির তারতম্যানুসারেই বৈষ্ণবতার তারতম্য হয়। বাহ্য পোষাক বা আকৃতি কখনই বৈষ্ণবতার পরিমাপক নহে। যিনি সন্ন্যাসাশ্রমে অবস্থিত বা প্রবীণতম গৃহস্থ, কিংবা যিনি বিপ্রকুলে উদ্ভূত, কিংবা যিনি শ্রেষ্ঠ-শক্তিত, যিনি সুরূপ, সুবৈভবিক বা সুপ্রাচীন, তিনিই যে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব হইবেন তাহা নহে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"তত্তদনুভবধারাবেগময়েন মানসলিঙ্গেন মহাভাগবতং লক্ষয়তি। • • • মানসলিঙ্গবিশেষেণৈব মধ্যমভাগবতং লক্ষয়তি। • • • তদবস্থশ্চাচরণরূপেণ

কায়িকের কিঞ্চিন্মানসের চ নিত্যের কর্মিং লক্ষয়তি।" অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত "সর্ব্বভূতেষু" (ভাঃ ১১।২।৪৫) শ্লোকোক্ত ত্রিবিধ অনুভাবসমূহ মানস-লক্ষণ-সমূহদ্বারা মহাভাগবতের লক্ষণ; "ঈশ্বরে তদধীনেষু" (ভাঃ ১১।২।৪৬)—এই শ্লোকোক্ত ভগবদ্-ধর্ম্মাচরণরূপ কায়িক-চিহ্ন এবং কিঞ্চিৎ মানসচিহ্নদ্বারা কনিষ্ঠ ভাগবতের লক্ষণ প্রদর্শন করিতেছেন।

মধ্যম ভাগবতে পরমেশ্বরে প্রেম অর্থাৎ অহৈতুক-শুদ্ধ-ভক্তিময়-চিত্তবৃত্তি ভক্তের প্রতি বন্ধুভাব, ভক্তিবিহীন অজ্ঞ ও ঈশ্বাসীনের প্রতি কৃপা এবং ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানে বিদ্বেষিগণের প্রতি উপেক্ষাময়ী চিত্তবৃত্তি দৃষ্ট হয়। এই সকল চিত্তবৃত্তি অনুসারেই মধ্যমত্ব নিরূপিত হয়।

শেষোক্ত 'উপেক্ষা' বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। 'উপেক্ষা'-সম্বন্ধে নানা প্রকার ধারণা দৃষ্ট হয়। বিদ্বেষীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিহিংসা করা কিংবা তাহাদের অসৎকার্য্য ও অপরাধের কায়িক বা মানসিক প্রতিশোধ লইবার চেষ্টাকে কেহ কেহ উপেক্ষা মনে করে। "হরি-গুরু-বৈষ্ণবনিন্দকের জিহ্বা ছেদন করা কর্ত্তব্য"। এই বাক্য অবলম্বন করিয়া কেহ কেহ কায়িক প্রতিশোধ-গ্রহণের চেষ্টার বশবর্ত্তী হইয়া পড়েন। কেহ বা সর্ব্বক্ষণ মনে মনে বিদ্বেষীর অশুভ ধ্যান বা তাহাদিগকে ঘৃণা ও নিন্দা করিতে করিতে তাহাতে তন্ময় হইয়া পড়ে। কংস, রাবণ, জরাসন্ধ, ও শিশুপাল যেরূপ শ্রীবিষ্ণুকে বিদ্বেষী মনে করিয়া তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহারাও সেইরূপ বিদ্বেষীর প্রতিহিংসার চিন্তা করিতে করিতে তাহাতেই সাযুজ্য লাভ করে। রাবণ রামচন্দ্রের বিরোধে, কংস, শিশুপালাদি কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষে তন্ময় হইলেও শ্রীরামভক্ত শ্রীহনুমান্ বা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিকী প্রীতি-বিশিষ্ট শ্রীব্রজবাসিগণ রাবণ বা কংসের চিত্তবৃত্তিতে সাযুজ্য লাভ করেন নাই। তাঁহাদের ভগবৎপ্রীতিই নবনবায়মান ভাবে পরিবর্দ্ধিতাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে,মধ্যমাধিকারীর চিত্তবৃত্তিতে যে বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা দৃষ্ট হয়, তাহাতে বিদ্বেষীর প্রতি অভিনিবেশ নাই।

"আত্মনো 'দ্বিষৎস্থ উপেক্ষা' তদীয়দ্বেষে চিত্তক্ষোভে-দৌদাসীন্যমিত্যর্থঃ"—অর্থাৎ বিদ্বেষযুক্ত পুরুষগণের প্রতি উপেক্ষা—অর্থ এই যে নিজের প্রতি উক্ত বিদ্বেষিগণের দ্বেষসত্ত্বেও চিত্তের ক্ষোভরাহিত্যহেতু তদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য। এইরূপ ঔদাসীন্যের কারণ নির্ণয় করিয়া শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"তেষ্বপি বালিশেষু কৃপাপ-সন্ধাবাৎ—দ্বেষ্টৃষু শ্রীপ্রহ্লাদো দিব্যকৃপিলো"—অজ্ঞ বলিয়া তাহাদের প্রতিও কৃপাংশের সম্ভাব আছে—যেরূপ হিরণ্য-কশিপুর প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের কৃপাংশের সম্ভাব ছিল।

'ভগবদ্ভক্তগণ বিচার করেন,—এই বিদ্বেষকারিগণ —নিতান্ত অজ্ঞ, তাই শুদ্ধ-ভক্তি, শুদ্ধ ভক্ত ও শ্রীভগ-বানের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। তাঁহাদের প্রতি—আধ্যক্ষিকী দৃষ্টিতে তাঁহাদের নিন্দা করিতেছে। অতএব, ইহাদিগকে কৃপা করুন।' শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ সাধারণ বদ্ধজীবের ন্যায় 'রক্তের টানে' শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট বিষ্ণু, বৈষ্ণব ও ভক্তি-বিদ্বেষী পিতার জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন নাই। তাঁহার দেহাত্ম-বোধ ছিল না। তিনি যে বালিশে স্বাভাবিক কৃপাময় তাহা তাঁহার বাক্যেই প্রমাণিত হয়। তিনি বলিতেছেন, (ভাঃ ৭।৯।৪৩)—যে সকল মূঢ়ব্যক্তি আপনার বীর্য্য-কীর্ত্তনরূপ মহামৃত হইতে বিমুখ হইয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয়-নিমিত্ত যে মায়াসুখ তুচ্ছ কুটুম্বাদি তার বহন করে। তাহাদিগকে দেখিয়া আমার অতিশয় শোক হয়।

কেবল যে নিজের প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে বিদ্বেষকারী ব্যক্তিতেই মধ্যমভাগবতের এরূপ কৃপাংশের সম্ভাব আছে, তাহা নহে, ভগবান্ ও অন্য ভাগবতগণের প্রতিও যাহারা বিদ্বেষী, তাহাদের প্রতি চিত্তক্ষোভ থাকিলেও মধ্যম ভাগবত তাহাতে অভিনিবিষ্ট হন না। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"ভগবতো ভাগবতস্য বা দ্বিষৎসু তু সত্যপি চিত্তক্ষোভে তত্রানভিনিবেশমিত্যর্থঃ অস্য বালিশেষু কৃপায়া এব স্ফূরণং—দ্বিষদুপেক্ষায়া এব; নতু প্রাগ্বৎ সর্ব্বত্র তস্য তৎপ্রেম্ণো বা স্ফূরণং তত্তো মধ্যমত্বম্"—ভক্তিসন্দর্ভ ১৯০ সংখ্যা

ভগবান্ বা ভাগবতগণের প্রতি যাহারা বিদ্বেষী, তাহাদের প্রতি চিত্তক্ষোভ থাকিলেও উক্ত স্থলে তাহাতে অনভিনিবেশই 'উপেক্ষা' শব্দের তাৎপর্য্য। এই ভক্তের (মধ্যমাধিকারীর) অজ্ঞের প্রতি কৃপা ও বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষারই স্ফূর্ত্তি হয়, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ উত্তম ভাগবতের ন্যায় সর্ব্বত্র তাঁহার প্রেমের স্ফূর্ত্তি হয় না, অতএব এই ভক্ত মধ্যম।

মধ্যমাধিকারীর চিত্তক্ষোভ থাকিলেও অনভিনিবেশ লক্ষণ মুখ্য ভাবে তাহাতে থাকিবে। অভিনিবেশ হইলে বিদ্বেষীর চিত্তবৃত্তিতেই সাযুজ্য-লাভ হয়।

বেদবিরোধী বৌদ্ধগণের নিন্দা করিতে করিতে অসুর-মোহনাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্যের বৈদিকক্রব নিন্দ-সম্প্রদায় প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ, অহিন্দুগণের নিন্দা করিতে করিতে আর্য্য-সমাজিগণ ভস্মাব-ভাবিত হইয়া গিয়াছে। দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, বহু ব্যক্তি প্রাকৃত সহজিয়াগণের নিন্দা করিতে গিয়া তাহাতেই এত অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল যে, বর্ত্তমানে তাহারা ঐ সকল প্রাকৃত সহজিয়া অপেক্ষাও অধস্তন চিত্তবৃত্তি লাভ করিয়াছে। স্ত্রী-সঙ্গিগণের নিন্দা করিতে গিয়া তাহাতে অভিনিবিষ্ট হইয়া অনেকে তথাকথিত ত্যাগী ও নির্ব্বিশেষবাদী অধস্তন স্ত্রী-সঙ্গী হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা বক্তৃতামঞ্চে উচ্চকণ্ঠে যাহাদের নিন্দা করিয়াছে, এখন সেই সকল প্রাকৃত সহজিয়াগণের দ্বারাই তথোহধিক উচ্চকণ্ঠে তাহারা নিন্দিত হইবার যোগ্য হইয়াছে। ইহারা প্রাকৃত সহজিয়াগণ অপেক্ষাও অপরাধী, শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষী, আনুগত্যহীন, বাগ্মিক, সুবিধাবাদী,—আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-পর, কনককামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ অসদাচারী, সকপট, সমৎসর, পাষণ্ডী, দেহারামী, গৃহব্রত বা মর্কট বৈরাগী হইয়া পড়িয়াছে। ইহার মূল কারণ এই যে, উহারা স্বয়ং আচরণ করিয়া জীবে দয়া প্রবৃত্তি-মূলে প্রচার করে নাই বা অপরের মঙ্গলের সহিত সহানুভূতি করিবার উদ্দেশ্যে অপরকে নিন্দা করিয়া নিজের বাহাদুরী বা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন ও পর-নিন্দায় আমোদ-বোধ বা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ মূলেই প্রচারের অভিনয়ে পর-চর্চ্চা করিয়াছে এবং প্রাকৃত সহজিয়াগণকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া তাহাদের প্রতি বিদ্বেষভাবে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ায় তাহাদের চিত্তবৃত্তির দূষিত বীজাণু-দ্বারা সংক্রামিত হইয়াছে ও ঐ সংক্রামক রোগে প্রাকৃত সহজিয়াগণ অপেক্ষাও অধিকতর অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে!

পরের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়া তাহাদের মঙ্গল ও নিজেদের মঙ্গল করিবার ইচ্ছামূলে প্রচার হয় নাই বলিয়াই অসতের সঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণে অপরাধ ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অকৃত-পূর্ব্বা কৃপার অসদ্ ব্যবহার করিয়া পতিত হইয়া পড়িয়াছে।

অভিনিবেশ উপস্থিত হইলে তাহাকে 'উপেক্ষা' বলা যায় না। যখনই অভিনিবেশ উপস্থিত হইল, তখনই তাহা পরচর্চ্চা, প্রকল্প, পরনিন্দা, বিদ্বেষ, প্রতিযোগিতা বা প্রতি-হিংসা রূপে পরিণমিত হইয়া—অভিনিবিষ্ট ব্যক্তিকে ভক্তি হইতে পতিত করিয়া রিপুর দাস করিয়া ফেলিবে। শুদ্ধভক্ত রিপুর দাস নহেন। মধ্যমভক্তের উপেক্ষা ব্যাপারটী নিরপেক্ষতা নহে, উহাতে কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত ও ভক্তির প্রতি যেরূপ প্রীতি ও অভিনিবেশ আছে, তদ্রূপ জীবের প্রতি কৃপাংশের সদ্ভাব অর্থাৎ অকৃত্রিম সহানুভূতি আছে।

কেহ মনে করিতে পারেন, যদি অসৎসঙ্গ-ত্যাগে অভিনিবেশই না থাকিল, তবে কিরূপে কুসঙ্গ-ত্যাগ সম্ভব হইতে পারে? এখানে বক্তব্য এই যে, বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষায় বিদ্বেষকারীর অসদ্ভাবের প্রতি অভিনিবেশ থাকিবে না। অসৎসঙ্গত্যাগে সুদৃঢ়তা ও বিদ্বেষীর ধ্যান বা অভিনিবেশ এক নহে। "ক্রোধ ভক্তদ্বেষি-জনে", "গৌরাঙ্গবিরোধী জনের মুখ না হেরিব"—বাক্যে বিদ্বেষীর প্রতি অভিনিবেশ নাই,—কংসের ন্যায় বিদ্বেষী বা বিরোধীর ধ্যান নাই। তাহাতেও বিরোধীর প্রতি কৃপাংশের সদ্ভাব অর্থাৎ মঙ্গল-কামনা ও কৃষ্ণপ্রীতির প্রতি প্রগাঢ় অভিনিবেশ আছে। যাঁহারা সর্ব্বত্র ভগবদ্ভাব দর্শন করেন, যাঁহাদের কোনও রূপ অবৈষ্ণব-দর্শন বা বিদ্বেষি-দর্শন নাই, সেইরূপ মহাভাগবতও ভগবৎপ্রীতির আতিশয্যবশতঃ কখনও কখনও কৃষ্ণ-বিদ্বেষী বা কৃষ্ণভক্ত-বিদ্বেষীকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধাদি প্রদর্শন করেন।

মহাভাগবতবর শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু কংসের প্রতি "ভোজানাং কুলপাংসনঃ" অর্থাৎ ভোজবংশের কলঙ্ক-স্বরূপ বলিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন; ভক্তভাব লীলা-স্বীকারকারী মহাপ্রভু হনুমানের ভাবে লঙ্কা-বিজয়ের দিনে "কাহারে রাবণ" বলিয়া রাবণ-বধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন, ইত্যাদি সাক্ষ্য পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলেন,—"এবং ভোজানাং কুলপাংসনঃ" (ভাঃ ১০।১।৩৪) ইত্যাদৌ তত্র বাদরায়ণি-প্রভৃতীনাং দ্বেষোক্তিঃ দৃশ্যতে। কিন্তু, মধ্যমানাং তত্রাবভিনিবেশ এব স্ফুরতি। তেষান্তু (উত্তমানান্তু) তত্রাপি ভবিষ্যদ্ভূয়েন নিজাভীষ্টদেব-পরিপূর্ত্তি র্ম ব্যঞ্জত এব ইতি বিশেষঃ। তদুক্তৈশ্চ শ্রীমদ্ভক্তবাদীনামপি সুখ্যোধনাদৌ নমস্কারঃ।

উক্তক শব্দপ্রয়োগে (ভাঃ ১০।৬৮।১১) "মোহয়িতুমজ্যাদি-কাপ্যত্রম্" ইত্যাদৌ দুর্যোধনঃ চেতি।

তাৎপর্য্য এই—এইরূপ "ভোজবংশের কলঙ্কস্বরূপ" ইত্যাদি বাক্যে ধারকাধিপ প্রভৃতির কংসের প্রতি দ্বেষও দৃষ্ট হয়। কিন্তু মধ্যম ভাগবতের তত্ত্ববিষয়ে অভিনিবেশই দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর বিশেষ এই যে, উত্তম ভাগবতগণের কংসাদিতেও তাদৃশ শাসন-কর্তৃরূপে অব্যাহত ভাবে স্বীয় ইষ্টদেবের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ দৃষ্টি-হেতুই মহাভাগবত শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের নিজজন পাণ্ডবগণের বিদ্বেষী দুর্যোধনাদিকে নমস্কার করিয়াছিলেন। নমস্কার (দুর্য্যোধন-কন্যার) অপহরণ বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে মহাভাগবত শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষ "ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনকে প্রণাম করিয়া" ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে।

মধ্যমাধিকারীর বিদ্বেষিগণের প্রতি অভিনিবেশ নাই বলিয়া যে, তাহারা গুরুবৈষ্ণববিদ্বেষীর সহিত কোলাকুলি করেন, তাহাদিগকে সম্ভাষণ বা বন্দনাদি করেন, তাহাদের সহিত যড়্‌বিধ সঙ্গ করিয়া থাকেন, তাহা নহে। যাহারা অন্তরেও গুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষীর সম্ভাষণ করেন,—তাহারাও বৈষ্ণবাপরাধী, পাষণ্ডী ও ভক্তিপথ হইতে চিরতরে বিচ্যুত। দুর্ব্বলতাবশতঃ শিষ্টাচার প্রদর্শনের ছলে গুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষীর প্রতি আন্তর সহানুভূতি বা নিরপেক্ষতার নামে তাহাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন আসক্তি 'মধ্যমাধিকারীর বিদ্বেষীর প্রতি অনভিনিবেশ' পদবাচ্য নহে। তাহা দ্বিতীয় বস্তু মায়াতে বা দুঃসঙ্গে অভিনিবেশ। মধ্যমাধিকারীর যে বিদ্বেষীর প্রতি কৃপাংশের সম্ভাব বা তাহার মঙ্গলসাধনেচ্ছা তদ্দ্বারা দুঃসঙ্গের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইতে হয় না। তাহাতে কৃষ্ণপ্রীতিরই পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্বেষীকে উপেক্ষা করিয়া মধ্যমাধিকারী ভক্তিই যাজন করেন—জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণবসেবার পরিচয় প্রদান করেন। শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষীকে উপেক্ষা করিবার সময় শুদ্ধভক্তের হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হয়, তৎসম্বন্ধে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন,—

"অহো ঈদৃশস্যেতরো বা কঃ স্যাদ্বঃ পুনরস্মিন্ সর্ব্বানন্দ-কন্দকদম্বে নিরুপাধিপরমপ্রেমাস্পদে সকললোক-প্রণামক-সদ্‌গুণমণিবিভূষিতে সর্ব্বহিতপর্য্যবসায়ি-চর্য্যামৃতে শ্রীপুরুষোত্তমে তৎপ্রিয়জনে বা প্রীতিং ন কুর্য্যাৎ ; তদ্দ্বেষকারণন্তু সুতরামেবানাদ্যবুদ্ধিপদ্ধতিমতীতম্" —শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৯০ সংখ্যা।

তাৎপর্য্য—যাঁহারা স্বকীয় কোটি কোটি প্রাণদ্বারা ভগবানের একটি মাত্র পাদপদ্মরেণুর নির্ম্মহন ব্যাপারে সতত ইচ্ছুক, তাঁহারা শ্রীভগবানের প্রতি অন্যের দুর্ব্ব্যবহার-দর্শনে ক্ষুব্ধ হন এবং নিজ হৃদয়ানুসারে এরূপ বিচার করেন যে, ঈদৃশ চেতন কে আছে যে এই সর্ব্বানন্দকন্দ-কদম্বস্বরূপ নিরুপাধিক প্রেমরসাস্পদ সর্ব্বানুগ্রহকারি-সদ্‌গুণমণিবিভূষিত এবং সর্ব্বলোকের পরিণাম-হিতকারী সেই শ্রীপুরুষোত্তমের প্রতি অথবা তাঁহার প্রিয়জনের প্রতি প্রীতি না করে ? পরন্তু, তাঁহাদের প্রতি দুর্জ্জনগণের দ্বেষের কারণ কি, তাহাই আমাদের জ্ঞানমার্গের অগোচর।

এইরূপ বিচারে যে বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা তাহাতে কিরূপ কৃপাংশের সম্ভাব এবং পরমেশ্বরে প্রেম দৃষ্ট হয়। এইরূপ চিত্তবৃত্তিতে অসতের ধ্যান, অভিনিবেশ বা সঙ্গ হয় না। অপরপক্ষে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের মহিমারই ধ্যান ও সঙ্গ হইয়া থাকে।

"বৈষ্ণব চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভক্তিবিনোদ, না সম্ভাষে তা'রে,
থাকে সদা মৌন ধরি'॥"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায় বৈষ্ণববিদ্বেষীর প্রতি যে মৌনাবলম্বনরূপ উপেক্ষা দৃষ্ট হয়, তাহাতেও অনভি-নিবেশই পরিলক্ষিত হয়। অনুক্ষণ কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবঠাকুর বিদ্বেষীকে উপদেশ প্রদান হইতে ক্ষান্ত হইয়া কেবল ইহাই স্মরণ করেন যে, "আহা! এরূপ পরদুঃখদুঃখী বিমল বৈষ্ণবের নিন্দা করিয়া এই ব্যক্তি আত্মঘাতী হইতেছে! এ দুঃখ রাখিবার আর স্থান নাই।" বিদ্বেষীর চরিত্র দেখিয়া তিনি অবাক্ হইয়া যান, তাঁহার হৃদয়ে বৈষ্ণবের মহিমা আরও উজ্জ্বলরূপে প্রদীপ্ত হইতে থাকে।

কেহ কেহ বৈষ্ণবাপরাধীর দৈবদত্ত কুষ্ঠাদি ব্যাধি, স্ত্রী-পুত্রাদি-বিয়োগ বাঞ্ছা করেন। কিন্তু, কারণার্ণবশায়ী যিনি সমস্তবিধানকারী তিনিই একমাত্র দণ্ডবিধানকর্ত্তা। কাহারও উপর দৈবদণ্ড সংঘটিত হইতেছে না দেখিয়া তাহাতে অধৈর্য্য হওয়া বা তদ্দ্বারা বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতার অভাব দর্শন করা ঐশ্বর্য্যপ্রিয় অভক্তগণেরই বিকৃতবুদ্ধিবিশেষ। এস্থানে শ্রীল প্রভুপাদ এই সিদ্ধান্ত করেন যে,—"ভগবদ্‌বিমুখতাই

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দণ্ড। মোক্ষবুদ্ধি ও নির্ব্বিশেষবাদে পতিত হওয়ার ন্যায় আর অধিক দণ্ড কিছুই নাই। কায়িক দৈবদণ্ড সাময়িক, তদ্দ্বারা অনেক সময় লোকের নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়, এজন্য ঐ দণ্ড অনেক লঘু। কিন্তু, যে অপরাধীর কোন প্রকার কায়িক দণ্ড হয় না—অধিকন্তু প্রেম বা নির্ব্বিশেষবাদেই অভিনিবেশ হয়, তাহার দণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতম (Capital punishment)।

বৈষ্ণবের ঐশ্বর্য্য-দর্শনের জন্য লালায়িত না হইয়া বৈষ্ণবের চিত্তবৃত্তির অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবতায় সন্দেহ বা আধ্যক্ষিকতা হইতে ঐশ্বর্য্য-দর্শনের বুদ্ধি হয়। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অনেক সময় বলেন,—"যেরূপ Too much familiarity breeds contempt. সেরূপ Too much contempt breeds familiarity." অর্থাৎ যেরূপ অত্যধিক প্রাকৃতপ্রীতি চরমে ঘৃণা বা বিদ্বেষ প্রসব করে, তদ্রূপ অত্যধিক ঘৃণা বা বিদ্বেষও পরিণামে তদ্বিষয়ে প্রীতিই উৎপন্ন করে। যে-সকল লোক অভিনিবেশ-সহকারে ও প্রতিদ্বন্দ্বী যে-সকল বিচারে কু-কে সর্ব্বক্ষণ নিন্দা করিয়াছে, তাহার বিদ্বেষ করিয়াছে, কু-র দলকে পাচকা প্রহারাদি পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহারা বর্ত্তমানে তাহাতেই সাযুজ্য লাভ করিয়াছে। অত্যধিক বিদ্বেষ বা ঘৃণা প্রচ্ছন্ন আসক্তিরই পরিচায়ক। মায়াবাদী প্রাকৃত বিলাসের অত্যধিক নিন্দা করিতে করিতে চিদ্বিলাসবিদ্বেষী প্রচ্ছন্ন অচিদ্বিলাসী হইয়া পড়ে। এজন্য শুদ্ধভক্তিতে পরনিন্দা বা পরচর্চ্চার অভিনিবেশ, দ্বেষ ও মৎসরতা নাই। শুদ্ধ ভক্তগণ নির্ব্বিশেষ, সর্ব্বজীবে কৃপাময়; তাঁহারা ভক্তি, ভক্ত ও ভগবদ্বিদ্বেষীদিগকে উপেক্ষা করিয়াও তাঁহাদের প্রতি পরম কৃপাময়। কোনও জীবই তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপার বহির্ভূত নহে। জীবদ্রোহীকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কখনই কৃপা করেন না; একমাত্র আত্মমঙ্গল ও পরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, সর্ব্বজীবে সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপালাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হন। যাহারা অপরের মঙ্গল বাঞ্ছা করে না, প্রতিস্রোতই ইচ্ছা করে, তাহারা কি করিয়া শত শত অপরাধ, অনর্থ ও পাতক হইতে পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নিকট কৃপা ও উদ্ধার আশা করিতে পারে? যাহাদের চিত্তবৃত্তিতে অপরের মঙ্গলবাঞ্ছা নাই, তাহারা নিজেদের মঙ্গলও চাহে না, মৌখিক নিজমঙ্গল চাহিলেও তাহা প্রকৃত আত্মমঙ্গলেচ্ছা নহে। কিন্তু, অপরের মঙ্গলেচ্ছা ও অপরের অসদ্বৃত্তির দমন বা তাহা সমর্থনেচ্ছা, কিংবা তৎসহ সময়ের অতিপাত, এক বস্তু নহে। মধ্যাধিকারী চিদ্ভঙ্গসময় করিবেন না; অপরকে 'সৎ' মনে করিবেন না। তিনি সদসৎ বিচার-পরায়ণ; তিনি মৎসর বা বিদ্বেষীতে অভিনিবিষ্ট নহেন, প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষী নহেন—তিনি নামে রুচি, জীবে দয়া ও বৈষ্ণব-সেবাপর।

"সহায়ো মে মাত্রং বিতথদলনী বৈষ্ণবকৃপা"

অযন্দোদয়দয়ানিধি শ্রীগৌরসুন্দরের অনর্পিতচরী—পতিতপাবনী কৃপাশক্তি ও বিকুণ্ঠার শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার "দশমূল-নিগমকম্" গ্রন্থের উপসংহারে ঐ পদটি কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে,—"অসত্য বা অনর্থ-দলনকারিণী বৈষ্ণবকৃপাই—আমার একমাত্র সম্বল।"

অনেকের সাধন-বল আছে, যোগ্যতা, দক্ষতা, পটুতা আছে, হৃদয়ের দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও সরলতা আছে; তাঁহারা নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন, সুদৃঢ়তার সহিত অনুকূল নিয়ম-সমূহ পালন করিতে পারেন এবং প্রতিকূল বিষয়ের দ্বারা কখনও অভিভূত হইবেন না, মায়া বা সয়তান কখনও তাঁহাদিগকে পরাভূত বা প্রলুব্ধ করিতে পারিবে না, ইহা অহঙ্কার ও তীব্রপ্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারেন। তাঁহাদের আত্মনির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস, স্বাবলম্বন, তিতিক্ষা, বৈরাগ্য দেখিয়া নিজের অত্যন্ত অযোগ্যতা, অসহায়তার গাঢ়তাই উপলব্ধি হয়। সাধনসময়ে মায়াকে পরাকৃত করিবার শক্তি আমার ন্যায় দুর্ব্বলতম জীবের নাই, ভজনানুকূল নিয়ম-পালনে দৃঢ়তাও রক্ষা করিতে পারি না। লক্ষ লক্ষ বার নিজের পতন, স্খলন চ্যুতি, ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা ও অযোগ্যতা দর্শন করিয়া কিছুতেই নিজকে বিশ্বাস করিতে পারি না,

মুহূর্ত্তের জন্যও আত্মপ্রতীতি আনিতে পারি না, নিজশক্তি, নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি-বল-বীর্য্যের দ্বারা মায়াকে পরাভূত করিবার চেষ্টা কিংবা ছঃসঙ্গ-ত্যাগের সুদৃঢ়তা আকাশ-কুসুমের ন্যায় অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। এইরূপ আশ্রয়হীন, সহায়-হীন ভজন বাঞ্ছিত নিকটই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের একটি বাণী সদাচরণে—অবলম্বনরূপে, আমার ভগবৎপ্রদত্ত অভাবনীয় ভেলা-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন,—

"সহায়ো মে মাস্ত্রং বিতথদলনী
বৈষ্ণবকৃপা"

"'শরণাগতি' আমার নাই, শরণাগতির স্বরূপ-জ্ঞান সম্বন্ধেও আমি অজ্ঞ। 'শরণাগতি' অর্থে আমি মনে করি, নিজের চেষ্টাদ্বারা যখন বিফলমনোরথ হইয়া পড়ি, তখন সেই চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া 'ভাগ্যের উপর নির্ভর করা।' এইরূপ এক অদৃষ্টবাদ বা নির্ব্বিশেষবাদকে আমি শরণাগতি বলিয়া কল্পনা করি।

যখন পূর্ণ স্বরাট্ পুরুষের শ্রীপাদপদ্মে পূর্ণ নির্ভরতা, সর্ব্বস্ব-সমর্পণ, আত্মনিক্ষেপ, আত্মবলি, আত্মডালি শরণাগতির স্বরূপ বলিয়া আমার নিকট কীর্ত্তিত হয়, তখন আমি আরও হতাশ হইয়া পড়ি। সমস্ত ডালি দিতে হইবে—বলি দিতে হইবে, নিজের অহংতা, মমতা—যাহা বহির্ম্মুখ জীবনের একমাত্র সম্বল ও সত্তা, তাহা কিছুই থাকিবে না, ইহা ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়ি। তখন মায়ার অর্গল আরও দৃঢ় ভাবে আকড়াইয়া ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করি, পাছে মায়াধীশের কোন দূত অবশেষে আমাকে শরণাগত করিয়া ফেলেন। এতটা আত্মমঙ্গল-বরণে বিমুখ আমি! এতটা বিষয়বিষ্ঠাগর্ব্বে নিমজ্জিত অন্ধ, জড়, পঙ্গু, কৃপণ, ক্ষুদ্র ও পশুভাবাপন্ন আমি!

যখন শ্রীগুরুবর্গের আদর্শ, তাঁহাদের কীর্ত্তিত-বাণীর আদর্শ দর্শন, শ্রবণ, বা স্মরণ করি, তখন কেবল ইহাই মনে হয়,—'আমার পক্ষে ত' এই আদর্শ অনুসরণ করা একান্ত অসম্ভব। যে দৈবী মায়াকে ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতা অতিক্রম করিতে পারেন না, যে দুস্তরা মায়াকে চারিযুগের কোটি কোটি তপস্বী, মুনি, ঋষিগণও নিজের চেষ্টায় জয় করিতে পারেন নাই, সেই অঘটন-ঘটনপটীয়সী বহুরূপিণী মায়াকে আমার ন্যায় দুর্ব্বলতম নিত্যবদ্ধ জীবকীট কি করিয়া অতিক্রম করিবে?'

যখন শ্রীগুরুবর্গের বাণী শ্রবণ করি, তখন হৃদয়ে কেবল এই বিচারই আসে—'আমার ন্যায় অযোগ্যতম, দুর্ব্বলতম জীব কি করিয়া নিজের চেষ্টায় সাধনবলে মঙ্গল লাভ করিবে? সাধন করিয়াও ত' সাধন হয় না, অভিনয় মাত্র হয়—কোটি জন্ম শ্রবণ-কীর্ত্তন, মথুরাবাস, শ্রীভাগবত-শ্রবণ সাধুর সেবা, শ্রীমূর্ত্তির পূজা, শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন প্রভৃতির অভিনয় করিয়াও ত' তদ্রূপ সাধন হয় না!' ভোগ করিয়াও মঙ্গল হয় না, ত্যাগ করিয়াও মঙ্গল হয় না! সেবার অভিনয় করিয়াও সেবা হয় না! ভীক্ষার অভিনয়েও দিব্যজ্ঞান হয় না! সাধুর সম্মুখে উপবেশন করিয়াও তাঁহার সঙ্গ হয় না, তাঁহার দর্শন হয় না; সাধুর বাণী চব্বিশ ঘণ্টা শ্রবণের অভিনয় করিলেও তাঁহার একটি কথাও কর্ণে প্রবেশ করে না! বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তি বিনোদ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ন্যায় নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবত-বরগণের সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ থাকিয়া, তাঁহাদের সেবার অভিনয়, শ্রবণ-কীর্ত্তনের অভিনয় করিয়াও সংসার-বন্ধন বিদূরীত হয় নাই—বরং কেহ কেহ আরও অধিক অপরাধী পাষণ্ড হইয়া পড়িয়াছে। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে শ্রীল প্রভুপাদকে শয়ন করাইয়া পরে যে ব্যক্তি শয়ন করিতে গিয়াছে, শ্রীল প্রভুপাদের যাবতীয় মূল-সেবার অভিনয় করিয়াছে, সে ব্যক্তিও অপরাধী, সেও দেহব্রতধর পাষণ্ড ও সংশয়াত্মা হইয়া সংসার-বাসনায় অধঃপতিত হইয়াছে; সহস্র সহস্র বক্তৃতামঞ্চে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব সম্বন্ধে (?) বক্তৃতা-প্রদান ও লক্ষ লক্ষবার ব্যাসাসনে বসিয়া শ্রীমদ্ ভাগবত-পাঠের অভিনয় করিয়াও শ্রীভাগবত-বিরোধী নির্ব্বিশেষবাদী পাষণ্ড হইয়া পড়িয়াছে! সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও গার্হস্থ্য-ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াও ত' অনেকে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের চরণে অপরাধী ও পাষণ্ড হইয়াছে। তখন আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীব কি করিয়া ক্ষুরের ধারের ন্যায় দুর্গম পথের মধ্য দিয়া চলিতে পারিবে? কি করিয়া নিজের কল্যাণ, নিজের মঙ্গল নিজের চেষ্টায় বরণ করিতে পারিবে? আমি যাহাকে সাধন-ভজন মনে করিতেছি, তাহা হয় ত' বিমুখতার দিকেই অভিযান হইতে পারে; অসুরেরাও সাধন করে, তপস্যা করে, বৈরাগ্য বা ভোগ করে! তাহাদের সাধনে দেবতাগণ পর্য্যন্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠেন। সাধু-শাস্ত্র-গুরু-

বাক্যের মধ্যে শ্রবণ করিতে পাই—'আমি অর্পণ।' অর্পণ করিয়া অর্থাৎ নিজের ফল ভোক্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া অহৈতুকভাবে শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি যাজন করিতে হইবে। কিন্তু, ফলভোগস্পৃহা, অন্যাভিলাষ দূর হয় কোথায়? তাহা ত' রেণুতে পরমাণুতে মিশিয়া রহিয়াছে! আবার শুনিতে পাই,—সমস্ত অনুবিধার মূল—দেহাত্মবোধ, বিবর্ত্তবাদ ও দেহারামতা। কিন্তু, 'দেহাত্ম-বুদ্ধিত' রাক্ষসীর ন্যায় ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে। সমস্ত ইন্দ্রিয় দেহাত্মবুদ্ধির যাজন-রূপে সর্ব্বক্ষণ কৃতাঞ্জলি হইয়া উহার কৈঙ্কর্য্যের অপেক্ষা করিতেছে। হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তন করিবার অভিনয় করিতে করিতে আলস্য, জাড্য, নিদ্রা আসিয়া উপস্থিত হয়, হরিনাম করিবার সময় 'আমি শ্রীনাথপ্রভুর দাসানুদাস শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ চিদ্বস্তু' এই বিচারের পরিবর্ত্তে—'আমি দেহ' এই বিচার আসিয়া আমাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়, শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের নিকট সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ-প্রণামের অভিনয় করিবার সময় চিত্ত-বৃত্তি অন্তর্দিকে ধাবিত হয়; আর দেহটী কেবল কসরত্ অভ্যাস করে! যে কোনও ভক্ত্যঙ্গ-যাজনের অভিনয় করি, আবার দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলিই প্রবল হইয়া উঠে। শ্রীমাধব-তিথিতে উপবাসাদি ব্রতপালনের সময় পল্লীতে চিন্তার হরিকীর্ত্তনের সমীপে বাস করিবার পরিবর্ত্তে বুভুক্ষার তাড়নায় অস্থির হইয়া পড়ি। তখন বুঝি 'পেটই বাস্তব সত্য! পেট বড়, আর সব ছোট!' এই ত' অবস্থা! এইরূপ দেহাত্মবোধের অষ্ট-পাশ হইতে কি করিয়া নিজের উদ্ধার লাভ করিব? শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের চাবুকে, সুতীব্র বাক্য-বাণে নিজের প্রতি ধিক্কার আসা দূরে থাকুক, তাঁহাদের ছিদ্র অনুসন্ধানে তৎপর হই, তাঁহাদিগের প্রতি মৎসর ও তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়ি, গোপনে গোয়েন্দা-গিরি, আরম্ভ করিয়া তাঁহাদের অকপট বন্ধুতাকে শত্রুতা, অযাচিত কৃপাকে হিংসা মনে করিয়া থাকি। কাজেই তাঁহাদের বাক্যের দ্বারা, শ্রবণকীর্ত্তনের—সাধন-ভজনাদির অভিনয়ের দ্বারা, শরীর-কর্ষণাদির দ্বারা কোনও রূপেই দেহাত্মবোধকে দূর করিতে পারি না। এরূপ অবস্থায় নাস্তিক হইয়া যাইবার পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অভয়বাণী আসিয়া আমাকে রক্ষা করেন,—

"সহায়ো মে মাস্তং বিতথললনী
বৈষ্ণবকৃপা"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও মহাজনগণ সকলেই এক-বাক্যে—এই "বৈষ্ণবকৃপার" প্রশস্তি গান করিয়াছেন। 'কল্যাণকল্পতরু'র প্রারম্ভেই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

নিখিল বৈষ্ণবজন দয়া প্রকাশিয়া।
শ্রীজাহ্নবাপদে মোরে রাখহ টানিয়া॥

আমার ন্যায় ক্ষুদ্রজীবের সাধ্য কি নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্যাদি-দ্বারা বৈষ্ণব চিনিয়া লইবে? দেবতাগণও বৈষ্ণবকে চিনিতে পারেন না—সেই বৈষ্ণবকে চিনিবার উপায়ও বৈষ্ণবের কৃপা,—

"আমি ত' দুর্ভাগা অতি, বৈষ্ণব না চিনি।
মোরে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব আপনি॥"

(কল্যাণকল্পতরু)

আমার ত' সদাচার নাই, আচরণ নাই, ভক্তি নাই, কিছুই নাই আমার উপায় কি? শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন যে, এরূপ ব্যক্তিও যদি নিষ্কপটে সর্ব্বক্ষণ আর্ত্তির সহিত নিজের অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া নিজের প্রতি ধিক্কার প্রদান করিতে করিতে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপার নিকট শরণাগত হয়, তবে তাহারও মঙ্গল হইতে পারে। এত বড় আশার বাণী তিনি শুনাইয়াছেন,—

আমি ত' দুর্জ্জন অতি সদা দুরাচার।
কোটি কোটি জন্মে মোর নাহিক উদ্ধার॥
শুনিয়াছি শ্রীচৈতন্য পতিতপাবন।
অনন্ত পাতকী জনে করিলা মোচন॥
এমত দয়ার সিন্ধু কৃপা বিতরিয়া।
কবে উদ্ধারিবে মোরে শ্রীচরণ দিয়া॥
এইবার বুঝা যা'বে করুণা তোমার।
যদি এ পামর জনে করিবে উদ্ধার॥
কর্ম্ম নাই, জ্ঞান নাই, কৃষ্ণ ভক্তি নাই।
তবে বল কিরূপে ও শ্রীচরণ পাই॥
তথাপি আমার মাত্র করুণা তোমার।
অহৈতুকী সে করুণা বেদের বিচার॥

(কল্যাণকল্পতরু)

ভবন-দৌর্ব্বল্যগ্রস্ত, বিষমবিষয়পঙ্কে নিমজ্জমান ব্যক্তির উপায় কি? একমাত্র শ্রীগুরুকৃপা—

নিতান্ত দুর্ব্বল আমি না জানি সাঁতার।
এ বিপদে কে আমারে করিবে উদ্ধার॥
বিষয়-কুম্ভীর তাহে ভীষণ-দর্শন।
কামের তরঙ্গ সদা করে উত্তেজন॥
প্রাকৃত-বায়ুর বেগ সহিতে না পারি।
কাঁদিয়া অস্থির মন, না দেখি' কাণ্ডারী॥
ওগো শ্রীজাহ্নবা দেবী এ দাসে করুণা।
কর আজি নিজ-গুণে ঘুচাও যন্ত্রণা॥

(কল্যাণকল্পতরু)

বৈরাগ্য বা ত্যাগের আস্ফালন দেখাইয়া বা ভোগের মধ্য দিয়া কেহ প্রকৃত বিরক্তি লাভ করিতে পারে না। একমাত্র শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের কৃপায় কৃষ্ণবিষয়ে বিরক্তিও শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে আসক্তিরূপ যুক্তবৈরাগ্য লাভ হয়,—

শ্রীরূপ গোস্বামী মোরে কৃপা বিতরিয়া।
উদ্ধারিবে কবে যুক্ত-বৈরাগ্য অর্পিয়া॥
কবে সনাতন মোরে ছাড়ায়ে বিষয়।
নিত্যানন্দে সমর্পিবে হইয়া সদয়॥

(ঐ)

ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী মহামায়ার আবরণ হইতে জীব নিজের চেষ্টায় কখনই উদ্ধার লাভ করিতে পারে না। যোগমায়ার অকপট-কৃপা হইলে বৈষ্ণবে বিশ্বাস হয়,—

কৃষ্ণদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি'।
আবরণ সম্বরিবে করে বিশোদরী॥
নিষ্কপট হ'য়ে মাতা চাও মোর পানে।
বৈষ্ণবে বিশ্বাস-বুদ্ধি হ'ক প্রতিক্ষণে॥

(ঐ)

নিষ্কপাবিতা শুদ্ধা ভক্তি গায়ের জোরে, মানসিক বলের দ্বারা, বৈরাগ্য-তপস্যা-দ্বারা লভ্য নহে, তাহা একমাত্র শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপার ফল—

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপা কত দিনে হ'বে।
উপাধিরহিত বৃত্তি চিত্তে উপজিবে॥

(ঐ)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অনুক্ষণ গোপীনাথের চরণে আর্ত্তিক্রন্দন করিতে করিতে কৃপাযাচ্ঞা শিক্ষা দিয়াছেন,—

গোপীনাথ, নিজ চরণে টান।
মাগে এ পামর, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
করহে করুণা দান॥
গোপীনাথ, আমার উপায় নাই।
তুমি কৃপা করি', আমারে লইলে,
সংসারে উদ্ধার পাই॥

(কল্যাণকল্পতরু)

গলায় যে আসক্তির ফাঁসী লাগিয়াছে, যাহাতে মৃত্যু ও আত্মহত্যা অনিবার্য্য, তাহা আমার ন্যায় বিষয়-বিকারগ্রস্ত জীব কিছুতেই মোচন করিতে সমর্থ নহে। একমাত্র গোপীনাথের কৃপার নিকট আত্মসমর্পণই আমার ভরসা—

গোপীনাথ, গলায় লেগেছে ফাঁস।
কৃপা-অসি ধরি,' বন্ধন ছেদিয়া,
অধমে করহ দাস॥

(ঐ)

পরিপূর্ণ করুণাসিন্ধু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর করুণা ব্যতীত আমার সংসার-বাসনা কিছুতেই আমি নিজে ছেদন করিতে পারিব না—জ্ঞান, বৈরাগ্য, তপস্যা, গৃহ-দেহ, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন-ত্যাগের অভিনয় দেখাইবার সরলতা ত' আমার নাই। আমি দুর্ব্বলতম জীব, কেবল যেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে অকপটে ক্রন্দন করিতে করিতে নিবেদন করিতে পারি,—

আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥

(প্রার্থনা)

অমমোদক-দয়াবারিধি শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ, শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব, শ্রীশ্রীগুরুদেব ও শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীনাম প্রভুর নিকট আর্ত্তি, ক্রন্দন, কৃপার প্রার্থনা ব্যতীত দুর্ব্বলতম জীবের আর উপায় কি? অসহায় ও দুর্ব্বল ব্যক্তি ক্রন্দন ব্যতীত আর কিছুই করিতে পারে না। সেই ক্রন্দন যেন অনুক্ষণ অকপটে করিতে করিতে হৃদয়ের বেদনা জানাইতে পারি, হৃদয়ের পর্ব্বতকে, কপটতা ও অপরাধের মরুভূমিকে অশ্রুগঙ্গার প্লাবিত করিয়া কেবল কৃপার ভিখারী হইয়া বলিতে পারি,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ-সংসারে॥
পতিত-পাবন-হেতু তব অবতার।
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর॥
হা হা প্রভু নিত্যানন্দ, প্রেমানন্দ-সুখী।
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী॥
দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাঞি।
তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য নিতাই॥
হা হা স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ।
ভট্টযুগ, শ্রীজীব, হা প্রভু লোকনাথ॥
দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র-সঙ্গ মাগে এ অধম দাস॥

(প্রার্থনা)

অসীম-করুণাসিন্ধু লোকশিক্ষক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শরণাগতির এই গীতিসমূহ আমার জীবনের সঙ্গে পাপে পাপে মিলিয়া যায়,—

সংসারের ভার, বাড়ে দিনে দিনে,
অচল হইল গতি।
বার্দ্ধক্য আসিয়া, ঘেরিল আমারে,
অস্থির হইল মতি॥
পীড়ায় অস্থির, চিন্তায় অধীর,
অভাবে অলির চিত্ত।
উপায় না দেখি, অন্ধকারময়,
এখন হ'য়েছি ভীত॥
সংসার-তটিনী- স্রোতঃ নহে শেষ,
মরণ নিকটে মোর।
সব সমাপিয়া, ভজিব তোমায়,
এ আশা বিফল মোর॥
এবে শুন প্রভু, আমি গতিহীন,
বিনোদসেবক কর।
তব কৃপা বিনা, সকলি নিরাশা,
দেহ মোরে পদাশ্রয়॥

আমার জীবনের একটি নিখুঁত ও জীবন্ত চিত্র লোকশিক্ষক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রদান করিয়াছেন,—

আমার জীবন, সদা পাপে রত,
নাহিক পুণ্যের লেশ।
পরের উদ্বেগ, দিয়াছি যে কত,
দিয়াছি জীবের ক্লেশ॥
নিজ সুখ লাগি', পাপে নাহি ডরি,
দয়াহীন স্বার্থ-পর।
পরসুখে দুঃখী, সদা মিথ্যাভাষী,
পরদুঃখ সুখকর॥
অশেষ কামনা, হৃদি মাঝে মোর,
কোথা হরিপরায়ণ।
মদমত্ত সদা, বিষয়ে মোহিত,
হিংসা-গর্ব্ব-বিভূষণ॥
নিদ্রালস-হত, সুকার্য্যে বিরত,
অকার্য্যে উদ্যোগী আমি।
প্রতিষ্ঠা লাগিয়া, শাঠ্য আচরণ,
লোভহত সদা কামী॥
এ হেন দুর্জ্জন, সজ্জন-বর্জ্জিত,
অপরাধী নিরন্তর।
শুভকার্য্যশূন্য, পদানর্থমনা,
নানা দুঃখে জর জর॥

এইরূপ ঘৃণ্য শোচ্যতম জীবনভার বহন করিয়াও আমি দম্ভ ও অহঙ্কারের খনি! শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব একটু তীব্র-ভাষায় আমার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিলেই তখনি আগ্নেয়গিরির ন্যায় নানাপ্রকার আধ্যাত্মিকতা ও অপরাধের অগ্নুৎপাত করিতে বিরত হই না।

গুরুদেব!

কৃপাবিন্দু দিয়া, কর এই দাসে,
তৃণাপেক্ষা অতি হীন।
সকল সহনে, বল দিয়া কর,
নিজ মানে স্পৃহাহীন॥
সকলে সম্মান, করিতে শকতি,
দেহ নাথ যথাযথ।
তবে ত' গাহিব, হরিনাম সুখে,
অপরাধ হ'বে হত॥
কবে হেন কৃপা, লভিয়া এজন,
কৃতার্থ হইবে নাথ।
শক্তি-বুদ্ধিহীন, আমি অতি দীন,
কর মোরে আত্মসাথ॥

যোগ্যতা বিচারে, 'কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা-সার।
করুণা না হৈলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
প্রাণ না রাখিব আর॥

অন্য দিকে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ করিত্রী হইতেও সহিষ্ণু ও কৃপালু। আমি যতই বিদ্রোহী হই না কেন, তাঁহারা কৃপা-বর্ষণে কৃপণতা করেন না। আমার বালিশতা-দর্শনে তাঁহারা কৃপা করেন বা বিদ্বেষতার-দর্শনেও উপেক্ষা দ্বারা কৃপা করেন। তাঁহাদের কৃপার বিরাম নাই। কৃপা-বিতরণেই তাঁহাদের সার্ব্বকালিক স্বভাব ও সত্তা।

বৈষ্ণবকৃপা পতিতপাবনী সুরধুনীর ন্যায় নিরন্তর—যে যত অযোগ্য তাহার প্রতি শ্রীবিগ্রহানন্দের কৃপা তত বেশী। কিন্তু, অযোগ্যতা-বোধও যে আমার নাই, কৃপার জন্য আর্ত্তি, লৌল্য, আকাঙ্ক্ষা, অকপট রুদন কিছুই ত' নাই। হৃদয় ত' পাষাণ—শুষ্ক মরুভূমি। সেই মরুভূমির উপর দম্ভ ও গর্ব্বের পর্ব্বত ও নানা-কণ্টকবহুল উপবৃক্ষ। ঐ উপবৃক্ষগুলি নানা অভ্যাভিলাষের বাসভূমি। আমার যে বৈষ্ণবপ্রতিম ভাব তাহা শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপার প্রতি সংশয়েরই প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি। কৃপাকে কি করিয়া একমাত্র অবলম্বনীয় বস্তুরূপে বরণ করিব? কৃপাকেই যে বাস্তব বলিয়া বিশ্বাস নাই। কৃপার বাস্তবতার প্রতিই সংশয় আছে। দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ হলাহল প্রত্যেক প্রাণুতে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। দেহে আত্মবুদ্ধি বা বিবর্ত্তবাদই সত্য, কৃপা অবাস্তব; অন্তরের এই বিশ্বাস-ভূমির উপর মৌখিক বৈষ্ণবের তাসের ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

চন্দন

[An extract from the article on the 'Madhva Gaudiya Math', published in the *'East Bengal Times', Saturday, October 26, 1940.*]

"The celebration of the annual festival of the Madhva Gaudiya Math, Dacca, commenced this year with usual eclat on the 10 th October, the Bijoya Dashami day and the advent anniversary of Srimad Madhvacharyya. A large number of devotees from different parts of the country has already arrived here.

• • •

The ceremony will be performed daily for about a month up to 15th November in and through chanting and preaching of the Divine name. The daily programme consists mainly of Kirtan in the early morning, reading of scriptures, Bhog-Raga, Arati, religious discourses and lectures.

In this connection His Holiness Tridandi Swami Srimad Bhakti Pradip Tirtha Maharaj, the Chairman of the Governing Body of the Mission and a veteran preacher both in East and West of the message of Sree Krishna Chaitanya, has graced the occassion by his presence and he will stay here during the days of the festival. His Holiness is constantly engaged day and night in religious discourses and answering the questions of the truth-seeking and sincere ladies and gentlemen who are much satisfied with His Holiness' clear expositions of the highest principles of 'Suddha Bhakti' and 'Suddha Harinam' as against 'Biddha Bhakti' and 'Namaparadhu' much prevalent in the country.

The public are requested not to lose this oppertunity of attending to His Holiness' religious discourses during his short stay in the town."

বিবিধ-প্রসঙ্গ

হিলিতে (দিনাজপুর)—গৌড়ীয়মিশনের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রীজী কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত 'হিলি' নামক স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারার্থে গমন করেন। গত ৭ই অক্টোবর শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস প্রভু শ্রীযুক্ত চুনিলাল সাহার (মার্চেন্ট) গদিতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নিমিযোগেন্দ্রের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। গত ৮ই অক্টোবর শ্রীযুক্ত নন্দকুমার রাম মাড়োয়ারীর গদিতে, পরদিবস মাড়োয়ারী সুরজমল আসরওয়ালার গদিতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। গত ২৩শে ও ২৪শে আশ্বিন বুড়াহিলি-নিবাসী শ্রীযুক্ত পতিতপাবন বিশ্বাস মহাশয়ের বাটীতে ও তৎপরদিবস শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন সাহার বাটীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা-কালে শুদ্ধভক্তির কথা বর্ণিত হয়। গত ১৩ই অক্টোবর রায়সাহেব শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ দাস মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। সভায় বহু শিক্ষিত ব্যক্তি পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণে উপকৃত হন।

কলুয়ে—গত ৩রা অক্টোবর বৃহস্পতিবার শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ স্থানীয় শ্রীযুক্ত ভেলুজী পান্ডু গাঙ্গ মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীপাদ ব্রজগোপালদাস ব্রহ্মচারী 'শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় ও মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় বিশেষভাবে আলোচনা করেন। পান্ডু গাঙ্গ মহোদয় বিভিন্ন প্রকারে কলুয় শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠের সেবা করিয়া থাকেন।

সোনারগাঁ পানামে (ঢাকা)—গত ২৭শে সেপ্টেম্বর গৌড়ীয়মিশনের প্রচারক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী কতিপয় মঠ-সেবকসহ ঢাকা জেলার অন্তর্গত সোনারগাঁ পানামনিবাসী ডাঃ শ্রীযুক্ত শ্যামলাল দাস মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হন। ভক্তিশাস্ত্রীজী গ্রামবাসিগণের আগ্রহে ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে সেপ্টেম্বর সাধারণের ঠাকুর-মন্দিরে যথাক্রমে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, 'সনাতনধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা ও ছায়াচিত্রযোগে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচার করেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর প্রাতে মঠসেবকগণকে অগ্রণী করিয়া একটি বিরাট নগরসঙ্কীর্ত্তনযাত্রিনী বহির্গত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহ ভ্রমণ করেন। সন্ধ্যায় অনন্তপুর গ্রামে সাধারণের ঠাকুর মন্দিরে 'সনাতনধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। সভায় বহু শিক্ষিত লোক উপস্থিত ছিলেন। ১লা অক্টোবর, বুধবার সোনারগাঁ থানার হাইস্কুলে অপরাহ্ণে 'মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে শ্রৌতবিচারমূলে একটি জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের নিরপেক্ষ-সত্য বাণী-শ্রবণে আনন্দিত হন। সভায় বহু শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

পাবনা জেলায়—শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ প্রণতকল্প ভক্তিশাস্ত্রীজী কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ গত ৯ই আশ্বিন বুধবার হইতে ১৪ই আশ্বিন সোমবার পর্য্যন্ত "বেড়া-বন্দর" নামক স্থানের ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত রামচরণ, শশিভূষণ পোদ্দার, শেঠ রাধাকিষণ বালকিষণ মাড়ওয়ারী প্রভৃতির গদিতে এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাসাবাটীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্থানীয় ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে বহু শিক্ষিত ও শ্রদ্ধালু শ্রোতার সমাগম হয়। অতঃপর ভক্তিশাস্ত্রীজী জগন্নাথপুর ও সাহাজাদপুরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা প্রচার করেন। সাহাজাদপুরের দেওয়ান শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র সাহা, ডাঃ বিধুভূষণ ঘোষ ও শ্রীকালীচরণ বসাক মহাশয়ের সাদর আহ্বানে যথাক্রমে তাঁহাদের গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবতারের দৈন্য ও গৌণ কাল, জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণব-সেবা ও নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

রঙ্গপুরে—উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রীজী কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ গত ৩০শে আশ্বিন, বুধবার রঙ্গপুর জেলার নীলফামারি সাব্ ডিভিশনের নিকট ইটাখোলা গ্রামে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন রায় মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া গত ১৭ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। গত ১৮ই অক্টোবর শ্রীযুক্ত রমণীমোহন গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাটীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

গত ২২শে, ২৩শে ও ২৪শে অক্টোবর 'কানিয়াল খাতা' গ্রাম নিবাসিগণের আগ্রহাতিশয্যে তিন দিনের জন্য জমিদার শ্রীযুক্ত গিরিজাকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয়ের কাছারি-প্রাঙ্গণে একটি ধর্ম্ম-সভার আয়োজন হইলে ভক্তিশাস্ত্রীজী তিন দিন যথাক্রমে "মানবজীবনের কর্ত্তব্য", "ভগবন্নামাবাধি ও কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন" ও "গৌড়ীয়ের ভজন-বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

ময়মনসিংহ জেলায়—শ্রীপাদ ভক্তিকমল ধাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রীজী কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত 'গুজাদিয়া' গ্রামনিবাসী, কলিকাতা হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট্‌ জমিদার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের সাদর আহ্বানে গত ১২।১০।৪০ তারিখে তাঁহার বাড়ীতে ও শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সরকার মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে যথাক্রমে 'বহুলাশ্বোপ-ভজন' প্রসঙ্গ ও শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে 'জগাই-মাধাই উদ্ধারলীলা' পাঠ করেন। প্রত্যহই পাঠে বহু শ্রদ্ধালু শ্রোতৃবৃন্দের সমাগম হয়।

বিরহ-মহোৎসব

গত ১৯শে আশ্বিন, শনিবার আমলাঝোড়া শ্রীপ্রণবাশ্রম ষষ্ঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিজজন নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজের বিরহ মহোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উৎসব-উপলক্ষে প্রাতে মঙ্গলারাত্রিক-বন্দনাদির পর শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়, মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকের পর পঞ্চতত্ত্ব-নাম, মহাজন পদাবলী-কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ পাঠ হয় এবং শ্রোতৃবৃন্দের নিকট শ্রীল পুরীমহারাজের ঐকান্তিক শরণাগতি, সহজ দৈন্য, আদর্শ গুরুসেবাপ্রবৃত্তি ও অপ্রাকৃত গুণমহিমা কীর্ত্তিত হয়। সমাগত বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ১১ই কার্ত্তিক সোমবার ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে গৌরপার্ষদ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসবে শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। উৎসবটি কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব

গত ১৩ই কার্ত্তিক ৩১শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপায় ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীশ্রীঅন্নকূট মহোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবোপলক্ষে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজকে অগ্রণী করিয়া একটী বিরাট্‌ সংকীর্ত্তনবাহিনী পতাকা, শঙ্খ-ঘণ্টা-মৃদঙ্গ সহ পঞ্চতত্ত্ব নাম ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ-গীতি-সমূহ কীর্ত্তন করিতে করিতে নবাবপুর রোড্‌, জনসন্‌ রোড্‌, বুড়িগঙ্গার তীর, ফরাসগঞ্জ, সূত্রাপুর, এক্কাবপুর, নারাণ্ডিয়া প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। নামকীর্ত্তনের উচ্চরোল ও সুমধুর বাদ্যধ্বনিতে সকলের প্রাণে চেতনার সঞ্চার হয়।

মধ্যাহ্নে নাটমন্দিরে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ অতিশয় আর্ত্তি, দৈন্য ও আবেশের সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধনে শ্রীগোপালদেবের প্রকটীকরণ ও অন্নকূট মহোৎসব প্রসঙ্গ পাঠ করেন। ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনের পর শ্রীশ্রীগৌরবিনোদকান্তগীতির আরাত্রিক হয়। সমাগত শত শত ব্যক্তিকে মাধুকরী-প্রসাদ প্রদান করা হয়। নৈবেদ্যকরণের প্রায় ৭৮ শত প্রকার বিচিত্রতা হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'শ্রীসনাতন-শিক্ষা' অতীব প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাবে ব্যাখ্যা করেন। বহু শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তি পাঠে উপস্থিত ছিলেন। এবার অন্নকূট-মহোৎসব জনাড়ম্বর ভাবে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনমুখে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মাধুকরী ভিক্ষা ও গৃহস্থ ভক্তগণের সপ্রদ্ধ উপায়নের দ্বারা শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ হরিকথা কীর্ত্তন করিতে করিতে এত বিভোর ছিলেন যে তিনি উৎসবে সমাগত সকল সজ্জনের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন ও সকলের প্রণামপ্রাপ্তি হইলে সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া রাত্রি প্রায় ১১টার সময় মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম্‌-এ, শ্রীযুক্ত এস্‌, বি, দাশগুপ্ত (কমিশনার সাহেবের Personal Assistant), শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন নিয়োগী প্রভৃতি শ্রদ্ধালু ভদ্রমহোদয়গণ শ্রীল তীর্থ-মহারাজের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণে পরমানন্দিত ও উপকৃত হন, উৎসবে প্রায় ৩।৪ হাজার লোক প্রসাদ সম্মান করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৫শে কার্ত্তিক, ১৩৪৭ ; ৯ই নভেম্বর, ১৯৪০ | ১৫শ সংখ্যা

"সর্ব্বনাশ হউক"

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের হরিকথার মর্ম্মানুসারে লিখিত]

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস

আগামী কল্য শ্রীমাধবতিথি শ্রীউত্থানৈকাদশী। ঐ তিথিতে আমাদের পরমগুরুদেব অযুতকুল-চূড়ামণি শ্রীশ্রীগৌর-নিজ-জন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামিপ্রভুবর অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীহরির উত্থানলীলা-বাসরে শ্রীহরি-নিজজনের অপ্রকটলীলা চিজ্জগতের একটি মহান্ রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়াছে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু কিরূপ পরদুঃখ-দুঃখী, অহৈতুক-কৃপাবুধি, জীবমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মহাপুরুষ তাহা তাঁহার একটী আবির্ভাবী হইতেই সুমেধোগণের উপলব্ধির বিষয় হইবে। এক সময় কৃ—নগর নামক কোনও এক ব্যক্তি শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর শ্রীপাদপদ্মধূলি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা

করিয়াছিলেন। ইহা শুনিতে পাইয়া শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু উক্ত ব্যক্তিকে উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—

"তোমার সর্ব্বনাশ হউক্।"

উক্ত ব্যক্তি শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর ঐ বাক্যকে "অভিশাপ" বা গৃহব্রতধর্ম্মের সর্ব্বনাশকারক মনে করিয়া অতীব দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্থান ত্যাগ করিলেন। বস্তুতঃ, ইহাতে মহাপুরুষের সমগ্র মানবজাতির প্রতি কত বড় অবঞ্চনাময়ী হিতৈষিতা ও পরদুঃখদুঃখিতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সাধারণ জীবের ধারণাতীত। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তবে কৃষ্ণে রতি উপজয়॥
মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥"

(চৈঃ চঃ ম ২২।৪৫,৫১)

শ্রীশ্রীগৌরকিশোর মহাপ্রভুর নিজজন শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর উক্ত বাণীতে সেই অবঞ্চনাময়ী মহৎ-কৃপার পরিচয় পাওয়া যায়। মহতের কৃপা সংসারবাসনা-ক্ষয়-কারিণী। 'সর্ব্ব'-শব্দে যাবতীয় ক্লেশ, অনর্থ, বাসনা,—উহাদের নাশই "সর্ব্বনাশ"। সমস্ত ক্লেশনাশ ও অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবা-লাভই মহৎকৃপার ফল। অনর্থ-নিবৃত্তি ও অর্থ-প্রবৃত্তি সাধুকৃপা হইতে লাভ হয়। মহৎকৃপা স্পর্শমণির ন্যায় গৌহজড়ত্বের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। কিন্তু, বহির্ম্মুখ মানবজাতি, আত্মকল্যাণ-লাভে অনভীপ্সু। বিষয়-বিষার্ণবে পতিত বদ্ধজীব সেই সর্ব্বনাশ ইচ্ছা করে না। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু কিরূপ কৃপার সাগর! যাহাতে গৃহব্রতগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, যাহা গৃহব্রতসমাজ হিংসা ও মৎসরতা-মূলে অপরের প্রতি অভিশাপ-অস্ত্ররূপে নিক্ষেপ করে বা যাহা উচ্চারণ করিতে সাহসী না হইয়া মৌন হিংসাব্রতের আচরণ করিয়া থাকে, তাহা অশেষ-পরদুঃখদুঃখী শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু অযাচায় কৃপা করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া থাকেন।

একদিন এক দুর্ব্বুদ্ধি বিপ্র শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তনে প্রবেশাধিকার না পাইয়া গঙ্গার ঘাটে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ঐরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন,—

"সংসারসুখ তোমার হউক্ বিনাশ।"

কিন্তু—

"শাপ শুনি' মহাপ্রভুর হইল উল্লাস।"

(চৈঃ চঃ আ ১৭।৬৩)

"তোমার সর্ব্বনাশ হউক্"—ইহা শুনিয়া যাঁহার সত্য সত্য উল্লাস হয়, তিনি শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্য-নিজজনগণের কৃপাভিষিক্ত হইয়াছেন। তাঁহার গৌহজড়ত্ব বিদূরিত হইয়াছে—চেতনধর্ম্ম তাঁহাতে প্রকাশিত হইতেছে।

মানবজাতি পরস্পর কেবল হিংসা করিতেছে, তাহাদের মধ্যে মৈত্রী নাই। কোথায়ও 'তুমুড়ি চুপ্, হামুড়ি চুপ্'—এই প্রচ্ছন্ন প্রতিহিংসা নীতি, আর কোথায়ও বা স্পষ্ট প্রতিহিংসা নীতি দৃষ্ট হইতেছে। 'তুমুড়ি চুপ্, হামুড়ি চুপ্', "চাক চাক, গুড়্ গুড়্' নীতি পরোপকার বা বন্ধুত্বের পরিচায়ক নহে। নিজে আচরণশীল হইয়া অপরকে সাহায্য করিলে দাউজী শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা পাওয়া যায়—দুর্ব্বল হৃদয়েও বল পাওয়া যায়।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু পাপী, তাপী, দুরাচার কিছুই দেখেন না, সকল দোষে দোষী, সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য ব্যক্তিও তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পারেন। তবে যে ব্যক্তি নিজেকে ভাল ও অপরকে ভাল করিতে চাহেন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহারই কোন দোষ ও অযোগ্যতা দর্শন করেন না। তাঁহাকেই বল দান করিয়া অমায়ায় কৃপা করিয়া থাকেন।

গৃহব্রতধর্ম্মে অত্যন্ত অভিনিবেশ থাকিলে শ্রীগৌরকিশোর প্রভুর ঐ আশীর্ব্বাণীকে "অভিশাপ" বলিয়া মনে হয় এবং তৎপ্রতি ভীতি উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই ভয় হয়।

মানবজাতি যে সাধু-গুরু, শাস্ত্র-তীর্থ প্রভৃতির আরাধনা করে, তন্মূলে বাণিজ্য-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান। সংসারসুখ-বৃদ্ধির জন্যই শতকরা ৯০ জন লোক ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়া থাকেন। আর, শতকরা দশজন মুক্তি-লাভের জন্য ধর্ম্ম-কর্ম্মের আচরণ করেন। এই মুক্তিকামনাও সংসারে সুখলাভেরই প্রচ্ছন্ন রূপবিশেষ। বস্তুতঃ স্পষ্টভাবেই হউক্, আর প্রচ্ছন্ন ভাবেই হউক্, সংসারসুখ-লাভের জন্যই মানবজাতির যত কিছু ধর্ম্মাড়ম্বর, সাধন-ভজন, ত্যাগ-তপস্যা, দান-ধ্যান। যদিও ভোগ ও ত্যাগে আপাত-বিরোধ দৃষ্ট হয়, তথাপি কোনও

না কোনও দিন উহাদের মধ্যে আপোষ হয়। কিন্তু, শুদ্ধ-ভক্তির সহিত ভোগ বা ত্যাগের কোনও দিনই আপোষ হইতে পারে না। কারণ, ভক্তির উপাদান সম্পূর্ণ পৃথক্; তাহা দেহ বা মনের বৃত্তি নহে; ভক্তি সাক্ষাৎ কৃষ্ণাহ্লাদ-দায়িনী বৃত্তি। তাহা ক্লেশঘ্নী, শুভদা, মোক্ষলঘুতাকৃৎ, সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী।

গৃহব্রত সম্প্রদায় দেহাভিনিবিষ্ট বলিয়া শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর সর্ব্বক্লেশঘ্নী আশীর্ব্বাণীকে ভয় করে। কিন্তু, যাঁহারা ভেতনানুভূতিতে অভিনিবিষ্ট তাঁহারা এ 'শাপের মধ্যেই বর', আপাতগতীয়মান অভিশাপের মধ্যেই বাস্তব আশীর্ব্বাদ উপলব্ধি করেন। যাহা আপাত প্রতিকূল, অকপট সেবো-ন্মুখের নিকট তাহাই ভজনানুকূল হয়।

দেহাভিনিবিষ্ট গৃহব্রত সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বলেন,—"আমাদের স্নোটকে ধীরে ধীরে অস্ত্রোপচার করুন, অত তীব্র বা সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র আমরা সহ্য করিতে পারিব না। কিন্তু, কলি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান স্থান, কাল, পাত্রের এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে, জড়ত্ব এতটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, এখন সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রও কার্য্যকরী হইতেছে না। বাহ্যিক জড় সভ্যতার যুগে—বৈরিণী যুক্তিবাদের যুগে দেহসর্ব্বস্ববাদের যুগে প্রবল আলোড়ন না হইলে রোগীর পরামর্শ লইয়া কাল বিলম্ব করিলে ব্যাধি ও তমোনিদ্রা কিছুতেই দূর হইবে না।

আমাদিগকে আচরণশীল হইতে হইবে, আচরণপর হইয়া সত্যবাণী প্রচার করিতে হইবে। সূকরবপুধারী ইন্দ্র ও ব্রহ্মার সম্মুখে বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া লোকের নিকট বলিতে ও' বেশ ভাল লাগে এবং তদ্দ্বারা লোককে কাব্যরসাস্বাদন করাইয়া নিজের প্রতিষ্ঠাও সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু, সেই সত্যের তাৎপর্য্যটী যদি স্বয়ং বক্তার প্রতি নিযুক্ত করা যায়, যদি উহার দ্বারা বক্তার দেহাসক্তি, গেহাসক্তি পরীক্ষা করা যায়, তখন বুঝা যায়, কে খাঁটী, কে-ই বা মেকী।

শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর "তোমার সর্ব্বনাশ হউক"—আশীর্ব্বাণী অপরের প্রতি প্রয়োগ করা সহজ। কিন্তু, নিজে তাহা মস্তকে বরণ করিয়া, আচরণে প্রকাশ করিয়া, মহৎ-কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়া তাহা পরদুঃখ-দুঃখি-হৃদয়ে সহানু-ভূতিযুক্ত চিত্তে প্রচার করা পৃথক্ কথা। যিনি সহানুভূতির সহিত, জীবে দয়া বৃত্তির সহিত, প্রকৃত মৈত্রী যাজন করিবার চিত্তবৃত্তির সহিত তাহা প্রচার করেন, তিনিই করুণানিধান বৈষ্ণব-পাদপদ্ম। তাঁহার ঐ নির্ম্মমবাক্য-শ্রবণে প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু হৃদয় উল্লসিত হয়, ঐরূপ অভিশাপ-প্রক্রিয়া সুতীব্র বাক্য শ্রবণ করিয়াও হৃদয়ে অপূর্ব্ব-শক্তি ও বল লাভ করা যায়।

শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর "সর্ব্বনাশ হউক" বাণীর দ্বারা কেবল যে গৃহব্রতের গৃহব্রতধর্ম্মের বিনাশ বুঝাইয়াছে, তাহা নহে; ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থের বনবাস, সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসধর্ম্ম, গৃহব্রতের বহির্ম্মুখ পার্থিবতা—সমস্ত পরিত্যাগ করাইয়া তাঁহাকে শ্রীনবদ্বীপধামবাসী, শ্রীব্রজ-ধামবাসী, পূর্ণ-শরণাগত, বর্ণাশ্রমাতীত নিষ্কিঞ্চন, অকিঞ্চন করাইবার কল্যাণ-কামনা উক্ত আশীর্ব্বাণীর গর্ভকোষে অবস্থিত। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ও সন্ন্যাসীর আকারেও বহির্ম্মুখ গৃহব্রত—দেহব্রত থাকিবার দৃষ্টান্ত এই জগতে বিরল নহে। আবার, এ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গৃহব্রতগণের স্ব স্ব বহির্ম্মুখতা সমর্থন করিবার আত্মঘাতময়ী চেষ্টাও মঙ্গলকরী নহে। বস্তুতঃ, **কৃষ্ণগৃহব্রতধর্ম্মই নিত্য মঙ্গলকরী। কৃষ্ণভজনে সন্ন্যাস বলিয়া কোনও কথা নাই।** কৃষ্ণভজনকারিগণ সকলেই গৃহব্রত—সংসারাসক্ত। তাহা কোন্ গৃহ? কোন্ সংসার? তাহা—কৃষ্ণের গৃহ, কৃষ্ণের সংসার। এজন্যই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম, সর্ব্বধর্ম্ম-সার॥

নবধা ভক্তির যাজনকারী আশ্রয়বিগ্রহগণের নয় জনের মধ্যে সাতজনই গৃহস্থ। মহারাজ শ্রীপরীক্ষিৎ, শ্রীপৃথু, শ্রীঅক্রূর, শ্রীঅর্জ্জুন, শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীবলি ও শ্রীলক্ষ্মীঠাকুরাণী সকলেই শ্রীকৃষ্ণের গৃহের গৃহস্থ। শ্রীগোপীগণ সকলেই গৃহস্থ। শ্রীব্রজবাসিগণ সকলেই কৃষ্ণগৃহব্রত। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বলেন,—

আহশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপ-পতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥
(ভাঃ ১০।৮২।৪৮)

গোপীগণ বলিলেন,—হে কমলনাভ! সংসারকূপে পতিত জনের উত্তরণের একমাত্র অবলম্বন-স্বরূপ তোমার পাদপদ্ম

যাহা অগাধবোধ যোগেশ্বরদিগের হৃদয়েই সর্ব্বদা চিন্তনীয়, তাহা গৃহমেধী আমাদিগের মনে উদিত হউক্।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু গাহিয়াছেন,—

দেহ-স্মৃতি নাহি যা'র, সংসারকূপ কাহাঁ তা'র,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহ-সমুদ্রজলে, কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে,
গোপীগণে নেহ তা'র পার॥

(চৈঃ চঃ ম ১৩।১৪২)

যাঁহাদের দেহস্মৃতিই নাই, তাঁহাদের সংসারকূপ বা বহির্মুখ গৃহমেধিতা কোথায়? শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীবার্ষভানবী দেবীকে "সংসারবাসনাবদ্ধ-শৃঙ্খলা" বলিয়াছেন। (শ্রীগোবিন্দ ৩.১)

শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু সেই সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলা শ্রীরাধার নিজ-জন। সকলের প্রাকৃত সংসারসুখের সর্ব্বনাশ করাইয়া—দেহগেহ-স্মৃতির সর্ব্বনাশ করাইয়া—সকল ক্লেশের সর্ব্বনাশ করাইয়া—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসধর্ম্মের, প্রত্যুক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের সর্ব্বনাশ করাইয়া—শ্রীরাধাভাব-বিভাবিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তনরাসে আহ্বান করিয়াছেন। ইহাই "তোমার সর্ব্বনাশ হউক্" আশীর্ব্বাদের মর্ম্ম, ইহাই তাঁহার আনন্দোদয়-কথা। এই সর্ব্বনাশই—সর্ব্বস্ববলিদান—সর্ব্বাত্মনিবেদন—পূর্ণশরণাগতি—আত্মনিক্ষেপ।

শ্রীশ্রীগৌরকিশোর মহাপ্রভু সকল জীবকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন,—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥

(চৈঃ চঃ আ ৯।৪১)

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥

(ভাঃ ১০।২২।৩৫)

প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা পরের প্রতি নিরন্তর শ্রেয় আচরণ করাই দেহধারী জীবের জন্ম-সাফল্য।

প্রাণ বলিদান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আর বাক্যদান সর্ব্বকনিষ্ঠ। পরোপকারে—জীবে দয়া-কার্য্যে প্রাণ বলি সকলে দিতে পারে না। যিনি প্রাণ বলিদান করেন, তিনিই জগদ্গুরু আচার্য্য। প্রাণাপেক্ষা অল্পদান—অর্থদান। অর্থ-শব্দে প্রয়োজন। বহির্মুখ অবস্থায় ইন্দ্রিয়তর্পণই প্রয়োজন। অধিক মূল্যরূপে টাকা, পয়সা, পাউণ্ড, শিলিং, পেন্স সমস্তজগৎ যাহাতে লুব্ধ, তাহা মাধবের সেবায় দান, ইন্দ্রিয়ের অর্থসমূহকে হৃষীকেশের সেবায় দান। তদপেক্ষা নিম্নদান বুদ্ধিদান—বুদ্ধির দ্বারা সেবা; সর্ব্বকনিষ্ঠ দান—বাক্য-দান। বাক্যদানে বেশী কিছু খরচ নাই। আচরণময় বাক্যদানে প্রাণবলি না দিলে হয় না। আচার্য্যগণ প্রাণবলি প্রদান করিয়া বাক্যদান বা কীর্ত্তন করেন বলিয়া সেই কীর্ত্তনে জগজ্জীবের উপকার হয়। সেই প্রাণদানই—সর্ব্বস্বদান, পূর্ণ শরণাগতি, নিষ্কিঞ্চন হইয়া যাওয়া—ইহাই শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর আশীর্ব্বাদে—"সর্ব্বনাশ হউক্।" অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তনযজ্ঞে প্রাণ-আহুতি প্রদান কর। তবেই তোমার ও পরের উপকার করিতে পারিবে—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পূর্ণকৃপা লাভ করিবে, শ্রীব্রজধাম-বাস হইবে—ব্রজবাসীর অনুগত হইতে পারিবে। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর আশীর্ব্বাদ মানবজাতিকে শ্রীব্রজধামের যাত্রী ও শ্রীব্রজবাসী করিবার জন্য। সেই শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু শ্রীবার্ষভানবীর প্রেষ্ঠজন শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর অভিন্ন বিগ্রহরূপে 'সকলের সর্ব্বনাশ হউক্' —"মানবজাতির সর্ব্বনাশ হউক্" এই আশীর্ব্বাদ করিয়া অনভীপ্সু, অন্ধ, জড়, পশু ব্যক্তিগণকেও ভক্তিবিরোধিগ্রাসমুক্ত ভক্তিরস পান করাইবার জন্য জগতে প্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার আশীর্ব্বাদ আমাদের সম্ভোগবাদের সর্ব্বনাশ করুন্। বিপ্রলম্ভ-রসার্ণবের এক বিন্দু শিরে ধারণ করিবার যোগ্যতা প্রদান করুন, তাঁহার কৃপায় মানবজাতির ভোগ ও ত্যাগবাদের সর্ব্বনাশ হউক্, সর্ব্বপুরুষার্থ-শিরোমণি কৃষ্ণপ্রেমা সকলের আরতির বস্তু হউক্।

আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহ

আশ্রয়-বিগ্রহ ও বিষয়-বিগ্রহ অদ্বয়-জ্ঞান তত্ত্ববস্তুরূপে স্ব স্ব লীলাবৈচিত্র্য ও লীলাবৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। আশ্রয়-বিগ্রহের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া জীব বিষয়-বিগ্রহের সেবা লাভ করিতে পারে। আশ্রয়-বিগ্রহের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া কেহই বিষয়-বিগ্রহের কৃপা-লাভে সমর্থ হয় না। বেদ-পুরাণ-স্মৃতি ও নিখিল শ্রৌতবাণী ইহাই তারস্বরে কীর্তন করিয়াছেন,—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

(শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩, সুবাল ১৬)

অর্থাৎ বিষয়-বিগ্রহ ভগবানে যেরূপ ভক্তি, সেইরূপ আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মে যাঁহার পরা ভক্তি বর্ত্তমানে তাঁহার নিকটই শ্রুতির প্রকৃত রহস্যসমূহ প্রকাশিত হয়।

"তদুপাধ্যায়মুপসৃত্যেত্যাদিঃ শ্রুতিরপি তে ত্বামেবম্"

(৩।৩।৪৭ সংখ্যক ব্রহ্মসূত্রের শ্রীমাধ্বভাষ্যধৃত পৌষ্যায়ণ শ্রুতি)

অর্থাৎ আশ্রয়-বিগ্রহগণের (ভগবদ্ভক্তগণের) উপাসনা কর, তাঁহাদিগের সেবা কর, তাঁহাদিগের নিকট হইতে শ্রবণ কর, তাঁহারা তোমাকে রক্ষা করিবেন।

তস্মাদ্বিষ্ণু-প্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ।
প্রসাদ-সুমুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্যান্ন সংশয়ঃ॥

(ইতিহাস-সমুচ্চয়)

অতএব, বিষ্ণুর প্রসাদ-লাভের জন্য বৈষ্ণবগণকে বিশেষ ভাবে সন্তুষ্ট করিবে। বৈষ্ণবের পরিতোষের দ্বারাই বিষ্ণু কৃপোন্মুখ হইয়া থাকেন, এতদ্বিষয়ে কোনই সংশয় নাই।

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
ন সংশয়োঽস্ত্যভক্তানাং পরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥
কেবলং ভগবৎপাদ-সেবয়া বিমলং মনঃ।
ন যাচতে যথা নিত্যং ভক্তঃ চরণপার্শ্বতঃ॥

(৩।৩।৫১ সংখ্যক ব্রঃ সূত্রে গোবিন্দভাষ্যধৃত শাণ্ডিল্য-স্মৃতি-বাক্য)

কেবল কৃষ্ণ-সেবকগণের সিদ্ধি-বিষয়ে সংশয় আছে। কিন্তু, তাঁহার ভক্তের সেবারত ব্যক্তিগণের সিদ্ধি-বিষয়ে আর কোনই সংশয় নাই। কেবল শ্রীভগবানের সেবার দ্বারা চিত্ত যেরূপ নির্ম্মল হয় না, [illegible] দ্বারা হইয়া থাকে।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে সন্দর্ভে বলিয়াছেন,—"তথৈবোক্তং (ভাঃ ১০।২।৩১)

স্বয়ং সমুত্তীর্য্য সুদুস্তরং দ্যুমন্ ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ।
ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র তে নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্॥

হে দ্যুমন্ স্বপ্রকাশ, ভবৎপদাম্ভোরুহলক্ষণা যা নৌঃ ভবার্ণবতরণোপায়ঃ, তামত্র ভবার্ণবপারে নিধায় উত্তরোত্তর-জনেষু প্রকাশ্যেত্যর্থঃ। নন্বু কথং তাং ন স্বয়ং প্রকাশয়সি, কথঞ্চিৎ তেষামপেক্ষা, তত্রাহ, সদ্ভিরেব যা রূঢ়ৈতরজ্ঞান-সুদৃঢ়াদি ঃ সা সদনুগ্রহো ভবানিতি; যদ্বা, সন্ত এবানুগ্রহো যস্য সঃ। ভবানুগ্রহো যঃ প্রাপঞ্চিকে চরতি, স তথাকারে-ণৈব চরতি, নাস্তরূপত্বেনেত্যর্থঃ।"

(ভক্তিসন্দর্ভ ১৮০ সংখ্যা)

অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—হে দ্যুমন্! সর্ব্বকুলে প্রীতিসম্পন্ন সাধুগণ আপনার শ্রীপাদপদ্ম-তরণী আশ্রয়পূর্ব্বক অন্যের দুস্তর, ভয়ানক ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া ঐ তরণী ভবার্ণবপারে সংস্থাপনপূর্ব্বক নিজ নিজ স্থানে গমন করিয়াছেন। হে ভগবন্! আপনি সদনুগ্রহশীল হইয়া থাকেন। হে দ্যুমন্! অর্থাৎ হে স্বপ্রকাশ! আপনার শ্রীপাদপদ্মরূপ যে নৌকা ভবসাগর-উত্তরণের পক্ষে যোগ্য, তাহা ভবসমুদ্রপারে "সংস্থাপনপূর্ব্বক" অর্থাৎ পরবর্ত্তী জনগণের মধ্যে প্রকাশ করিয়া (গমন করিয়াছেন)। এস্থলে শ্রীভগবানের প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভক্ত-চরণতরণী আমি নিজেই প্রকাশ করি না কেন? তদ্বিষয়ে ভক্তগণের অপেক্ষা করি কেন? তাহাই বলিতেছেন,—"আপনি সদনুগ্রহশীল" অর্থাৎ সজ্জনগণ-দ্বারাই অন্য পুরুষগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। অথবা সজ্জনগণই আপনার মূর্ত্তিমান্ অনুগ্রহ অর্থাৎ আপনার যে অনুগ্রহ প্রাপঞ্চিক জগতে বিচরণ করে, তাহা সাধুর আকার ধারণ করিয়াই বিচরণ করিয়া থাকে, অন্যরূপে নহে।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

আশ্রয় লঞা ভজে, তাঁ'রে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।"

আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাতেই বিষয়-বিগ্রহ শ্রীভগবানের কৃপা-লাভ হয়, শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহ ব্যতীত কোথাও গতি নাই।

এই সকল শ্রৌতসিদ্ধান্ত একবাক্যে ইহাই প্রমাণ করিতেছে যে, বিষয়বিগ্রহের কৃপা, অনুগ্রহ বা সেবা-লাভ আশ্রয়বিগ্রহ বা ভগদ্ভক্তের দ্বার ব্যতীত অন্যরূপ সম্ভব নহে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা, শ্রীবৈষ্ণবের কৃপা শ্রীভগবৎকৃপা-লাভের সোপান; সেই সোপান অতিক্রম করিয়া কেহই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না।

যাহারা আশ্রয়বিগ্রহের কৃপা বা সেবা উপেক্ষা করিয়া বা তাঁহাদের দ্বার পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে পরমেশ্বরের সেবা অভিনয় করিতে ধাবিত হয়, তাহাদিগকে শাস্ত্র 'দাম্ভিক' ও 'ভণ্ড' বলিয়াছেন,—

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥

(পাদ্মোত্তর খণ্ড)

যে ব্যক্তি গোবিন্দের উপাসনা করে; কিন্তু, তদীয়গণের সেবা করে না, সে বৈষ্ণব নহে, কেবল দাম্ভিক।

যে যে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

(আদিপুরাণ-বাক্য)

হে পার্থ! যাহারা আমার ভক্ত (?) তাহারা আমার প্রকৃত ভক্ত নহে। আমার ভক্তের ভক্তই আমার পরম প্রিয় ভক্ত।

এই সকল শ্রৌত বাক্যের অনুকরণ করিয়া কেহ কেহ সর্ব্বত্রই 'সোপান', 'দ্বার' বা মাধ্যম (medium) অনুসন্ধান (?) বা কল্পনা করেন। ইহাদের সিদ্ধান্ত এই যে যেরূপ শ্রীভগবদ্বিগ্রহের নিকট যাইতে হইলে শ্রীগুরুদেব বা সাধু দ্বার-স্বরূপ, সেইরূপ শ্রীগুরুদেব বা সাধুর নিকট যাইতে হইলেও আর একটি দ্বার বা মাধ্যম (medium) আবশ্যক। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তাঁহারা শ্রীদীক্ষা-গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইতে হইলে বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুদেবের অপরিহার্য্যতার প্রমাণ উল্লেখ করেন। ইহা সত্য যে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সম-চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট, কোনও দ্বিতীয় বৈষ্ণব শ্রীগুরুদেবকে বা কোনও মহাভাগবতকে জানাইয়া না দিলে বদ্ধজীব শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা মহাভাগবতের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না, সেই লীলাদর্শ-শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু শ্রীল মুকুন্দদত্ত ঠাকুরের দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু, আশ্রয়-বিগ্রহ কখনও তাঁহার লীলাবৈশিষ্ট্যকে বিনাশ করেন না। তিনি জীবের প্রতি অতীব করুণাময়, তিনি পরদুঃখদুঃখী। 'জীবে দয়া' তাঁহার নিত্য স্বভাব, তাঁহার ক্রিয়ামুদ্রাকে তিনি অকুটিল ও সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছানুক্ত ব্যক্তিগণের নিকট অনধিগম্য করিয়া রাখেন না। অকুটিলতা ও সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছার অকপট-প্রবৃত্তি—এই দুইটিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা শ্রীআশ্রয়-বিগ্রহগণের নিকট উপনীত হইবার যোগ্যতা। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা শ্রীআশ্রয়-বিগ্রহগণ নিজদিগকে ঐরূপ চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট অন্ধকারাচ্ছন্ন বা আবৃত করিয়া রাখেন না। যাঁহারা অত্যধিক দৈন্য প্রদর্শন করিয়া বিচার করেন,—অন্য দ্বার না হইলে কিছুতেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা সাধুগণের নিকট উপস্থিত হইতে পারা যায় না, তাঁহারা আশ্রয়-বিগ্রহের ক্রিয়ামুদ্রাকে বিষয়-বিগ্রহের ন্যায় কল্পনাপূর্ব্বক আশ্রয়-বিগ্রহকে অন্ধকারে আবৃত রাখিতে চাহেন, ইহাতে লোকের অধিক বিপথগামী হইবারই সম্ভাবনা। ইহাতে আরও অধিক আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনার সম্ভাবনাই আছে। বিষয়-বিগ্রহের নিকট উপনীত হইতে হইলে আশ্রয়বিগ্রহের দ্বার অপরিহার্য্য; কিন্তু, ভগবৎ-প্রতিনিধিস্বরূপ আশ্রয়বিগ্রহ স্বয়ংই বদ্ধজীবকে আশ্রয়দানের জন্য সর্ব্বদা তাঁহার কৃপাহস্ত বিস্তার করিয়া থাকেন। বিষয়বিগ্রহ আশ্রয়বিগ্রহের দ্বারে জীবকে কৃপা করেন। কিন্তু, আশ্রয়-বিগ্রহ ভগবদিচ্ছাবশে স্বয়ংই জীবকে আশ্রয় দান করিয়া থাকেন। ইহাই "তব নিজজন, কোন মহাজনে, পাঠাইয়া দিলে তুমি।" এই মহাজনবাণীতে উক্ত হইয়াছে।

যদি এক আশ্রয়-বিগ্রহের নিকট উপনীত হইতে হইলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আর একটি আশ্রয়, দ্বার, মাধ্যম বা সোপান অবলম্বন করা প্রয়োজন হয়, তবে দ্বিতীয় মাধ্যম বা সোপানকে বুঝিতে হইলেও আর একটি তৃতীয় মাধ্যম

বা সোপানের প্রয়োজন হইবে, আমার তৃতীয়কে বুঝিতে হইলে চতুর্থ, চতুর্থকে বুঝিতে হইবে পঞ্চম, এইরূপ কেবল মাধ্যম বা প্রতিনিধি-পরম্পরা কল্পিত হইয়া সত্যানুসন্ধিৎসুকে আরও অন্ধকারের আবর্তেই ফেলিয়া দিবে।

ব্যাসাবতার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন,—"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।" শ্রীগুরুপাদপদ্মকে, শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মকে "আমার প্রভু" ও শ্রীবিগ্রহকে "আমার প্রভুর প্রভু" অভিমান করাই ভক্তি। শ্রীগুরুদেবকে কখনই "আমার প্রভু" বলিতে পারিব না। বলিলেই বাস্তিকতা বা দৈন্যের অভাব হইবে, তাহা নহে; বরং এইরূপ বিচার শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি প্রীতি ও আত্ম-বোধের অভাবই সূচনা করে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে 'আমার বোধ' ভক্তির উন্মেষক ও প্রাকৃতবিষয়ে আত্মবোধের বিনাশক। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শত শত বার বলিয়াছেন যে, শ্রীনিত্যানন্দ-কৃপা ব্যতীত, তাঁহার পদাশ্রয় ব্যতীত শ্রীগৌরসুন্দরকে জানা যায় না, বুঝা যায় না। কিন্তু, ইহা বলেন নাই যে, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নিকট যাইতে হইলে আর একটী পৃথক্ সোপান বা দ্বার প্রয়োজন। যেহেতু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপামুদ্রা বুঝা যায় না, সেহেতু শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা বা কৃপালাভের জন্য দ্বিতীয় মাধ্যমের কথা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের সিদ্ধান্তে নাই। শ্রীল ঠাকুর বলিয়াছেন,—

চৈতন্যের আদি ভক্ত নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্যের মর্ম বৈসে যাঁহার হিয়ায়॥
অহর্নিশ চৈতন্যের কথা প্রভু কয়।
তাঁ'রে ভজিলে সে চৈতন্য-ভক্তি হয়॥
(চৈঃ ভাঃ আ ৯।২১৭-২১৮)

সর্ব্বভাবে স্বামী যেন হয় নিত্যানন্দ।
তাঁ'র হইয়া ভজি যেন প্রভু গৌরচন্দ্র॥
(চৈঃ ভাঃ আ ৯।২৩১)

শ্রীল ঠাকুর আবার বলিয়াছেন,—

কিবা যোগী নিত্যানন্দ, কিবা তত্ত্বজ্ঞানী।
যাহার যেমত ইচ্ছা, না বলয়ে কেনি॥
যে সে কেনে নিত্যানন্দ চৈতন্যের নহে।
তবু সে চরণ মোর রহুক হৃদয়ে॥
(চৈঃ ভাঃ আ ৯।২২৪, ম ১১।৬১-৬২)

বৈষ্ণবের অধিরাজ অনন্ত ঈশ্বর।
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু সেব মহীধর॥
যেতে কেনে নিত্যানন্দ চৈতন্যের নহে।
তবু সে চরণবন রহুক হৃদয়ে॥
বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই মনস্কাম।
মোর প্রভু নিত্যানন্দ হউ বলরাম॥
(চৈঃ ভাঃ ম ১১।৯৬-৯৮)

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে (আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মকে) যে যেরূপ ভাবে বুঝিয়া থাকুন, যদি তৎপ্রতি তাঁহাদের অকপট শ্রদ্ধা থাকে, তবে সেই শ্রদ্ধা-প্রভাবেই তাঁহাদের মঙ্গল হইবে। সেইরূপ ব্যক্তির চরণ আমি ভজনা করি। শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুই সর্ব্বভাবে আমার শ্রীগুরুদেব। তাঁহার নিত্য আনুগত্যে যেন আমি শ্রীগৌরমহাপ্রভুর সেবা করিতে পারি। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্ববৈষ্ণবের শিরোমণি, সর্ব্ববৈষ্ণবের অধীশ্বর। যে কোনও রূপেই হউক, যদি কেহ আমার সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি ও তাঁহার আরাধ্য বিষয়বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যের প্রতি অকপট প্রীতিবিশিষ্ট থাকেন, তবে সেই ব্যক্তির শ্রীচরণ আমার আরাধ্য। বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে আমার এই প্রার্থনা যেন শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবলরাম-অভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার নিত্য প্রভু হন।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন যে, শ্রীল ঠাকুর নিত্যসিদ্ধ মহাজন; তিনি ভ্রমপ্রমাদাদি দোষবর্জ্জিত; কিন্তু, আমরা অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব, ভ্রমপ্রমাদাদিতে সর্ব্বদাই পতিত; অতএব মাধ্যম বা দ্বার-ব্যতীত আমরা কি করিয়া শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের স্বরূপ, তাঁহার বাণীর তাৎপর্য্য, তাঁহার সেবার কথা উপলব্ধি করিতে পারিব? যেরূপ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজকে বুঝিতে হইলে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের মাধ্যম প্রয়োজন, যেরূপ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে বুঝিতে হইলে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মাধ্যম আবশ্যক, যেরূপ শ্রীল প্রভুপাদকে বুঝিতে হইলে শ্রীল আচার্য্যদেবের মাধ্যম আবশ্যক, সেরূপ এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া যাইতে হইবে, বঞ্চিত হইতে হইবে, (বহুলোক বঞ্চিত হইয়াছে, এরূপ প্রমাণেরও

অভাব নাই) তদ্রূপ শ্রীল আচার্যদেবকে বুঝিতে হইলেও আর একটি ব্যাপার প্রয়োজন।

"আমি বা আমরা অনর্থযুক্ত ও সেইরূপ অনর্থযুক্তই থাকিব" এইরূপ এক প্রচ্ছন্নস্বৈরমূলক অভিমানকে ভিত্তি করিয়া তদুপরি ঐরূপ যুক্তিসৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মকে বুঝাটাই কি অপরাধ? অনর্থযুক্ত থাকাই কি গৌরবের কথা? কৃষ্ণপ্রিয়তমের পদধূলির সহিত আত্মবোধ কি তৎকৃপায় আমাদের হইবে না? 'আমি অনর্থযুক্ত', 'আমি দেহগেহাসক্ত, দুর্জ্জন, অধম, অপরাধী সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য' একথা সত্য, কিন্তু, শ্রীগুরুপাদের কৃপা ত' সুপ্রবলা; তাহাতে আশাবদ্ধ, তাহাতে বিশ্বাস, তাহাতে আত্মবোধ কি করনই হইবে না? এরূপ পতিতকে উদ্ধার করিবার জন্যই ত' করুণাঘনঘনরের মূর্ত্তবিগ্রহরূপে শ্রীগুরুপাদপদ্ম জগতে অবতীর্ণ। 'আমি অনর্থযুক্ত বা সর্ব্বক্ষণই অনর্থযুক্ত থাকিব' এই অভিমানে আমার মঙ্গল হইতে পারে না, উহা ত্যাগ করিতে করিতে তাহাতেই সাযুজ্য-লাভ হইবে। আমি "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ" 'আমি অবশ্যই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা লাভ করিব—আমি শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-কৃপায় নিশ্চয়ই অনর্থ হইতে মুক্ত হইব—সেই আশাবদ্ধ কিছুতেই পরিত্যাগ করিব না'—এইরূপ অভিনিবেশেই মঙ্গল হইবে।

অনর্থযুক্তের অভিমান সর্ব্বদা সংরক্ষণ করিয়া সাধন-ভজনের চেষ্টা করিলে মঙ্গল হইবে না, শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায়, "অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-নিষেবয়ৈব"—আমি অবশ্য এই দুরন্তপার সংসাররূপ তমঃ শ্রীমুকুন্দসেবা-দ্বারা মহাজনগণের পদাম্বানুসরণে উত্তীর্ণ হইব—এইরূপ উৎসাহ, নিশ্চয় ও আশাবদ্ধ হৃদয়ে ধারণ করিয়া তত্তৎ-কর্ম্মপ্রবর্ত্তন, সঙ্গত্যাগ, সাধুগণের আচারের অনুবর্ত্তন করিতে করিতে আত্মমঙ্গলের অনুসন্ধান-তৎপর হইতে হইবে।

আয়ুর্ব্বেদে কথিত আছে,—অভ্যঙ্গ অর্থাৎ শরীরে যদি তৈল মর্দ্দন করা যায়, তাহাতে তৈল-ভক্ষণ অপেক্ষা আটগুণ অধিক ফল পাওয়া যায়। কিন্তু, কেহ যদি পোষাক-পরিচ্ছদে আবৃত থাকিয়াই অভ্যঙ্গ অর্থাৎ তৈল-মর্দ্দন করিতে থাকে, তবে তদ্দ্বারা গাত্রে তৈল-মর্দ্দনের ফল পাওয়া যাইবে না। তদ্রূপ সর্ব্বক্ষণ অনর্থযুক্ত থাকিবার অভিমান রাখিয়া সাধনভজনের অভিনয় করিলে আটগুণ ফল দূরে থাকুক, কিছুই ফল পাওয়া যাইবে না। এজন্য শ্রীল গৌর-সুন্দর তাঁহার শ্রীশিক্ষাষ্টকে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

অয়ি নন্দতনুজ! কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥

আমি মায়াবদ্ধ হইয়া ভবসমুদ্রে পতিত হইয়াছি সত্য; কিন্তু আমি তোমার নিত্যদাস, আমাকে তোমার পাদপঙ্কজ-স্থিতধূলিরূপে আত্মসাৎ কর। আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের একটি রেণু—এই অভিমান সুদৃঢ় রাখিলে তাঁহার কৃপায় সর্ব্বদা আশাবদ্ধ হৃদয়ে ধারণ করিলে নিশ্চয়ই মঙ্গললাভ হইবে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু দৈন্যভরে বলিয়াছেন,—

ন প্রেমা শ্রবণাদিভক্তিরপি বা যোগোঽথবা বৈষ্ণবো
জ্ঞানং বা শুভকর্ম্ম বা কিমপরো দৃষ্ট্যাতিরপ্যস্তি বা।
হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথাপ্যাজ্ঞেতমূলা সতী
হে গোপীজনবল্লভ ব্যথয়তে হা হা মহাদৈব মাম্॥

(চৈঃ চঃ ম ২৩।২৭)

আমার প্রেম, শ্রবণাদি-ভক্তি, বৈষ্ণবযোগ, জ্ঞান, শুভ কর্ম্ম বা সজ্জাতি কিছুই নাই। হে গোপীজনবল্লভ! যোগ্যতার পরিমাণ অপেক্ষা সমধিক ফলদায়ক তোমাতে একপ্রকার অজ্ঞেতমূলা যে শুদ্ধা আশা আমার হৃদয়ে আছে, তাহাই আমাকে ব্যথিত করিতেছে অর্থাৎ তুমি অযোগ্যকেও প্রচুর কৃপা করিবে, এই আশাই আমার নিত্য-সঙ্গী।

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবকৃপা সর্ব্বাপেক্ষা বলীয়সী। সেই কৃপায় নিশ্চয়ই আমার মঙ্গল হইবে। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায়ই আমি শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ, তাঁহার বাণীর স্বরূপ, তাঁহার সেবার স্বরূপ বুঝিতে পারিব। যিনি অকুটিল ও সর্ব্বপৃচ্ছাযুক্ত শিষ্য, যিনি শ্রীগুরুদেবের শাসন-দণ্ড অম্লানবদনে গ্রহণ করিয়া নিজেকে নিয়মিত করিতে সতত ইচ্ছুক,—তাঁহাকে শ্রীগুরুদেব কখনই বঞ্চনা করেন না। যে ব্যক্তি শাসন বরণ করিতে অনিচ্ছুক, যে ব্যক্তি কুটিল, তাঁহাকেই শ্রীগুরু-দেব বঞ্চনা করেন—সেইরূপ ব্যক্তি শত শত বাধায়, শত শত সোপানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও কপটতা পরিত্যাগ করিতে পারিবে না; কারণ, তাঁহার অবৈষ্ণব আনুগত্য

নাই, তাহার হৃদয়ে অনেক গুপ্ত বাসনা, অনেক অন্যাভিলাষ লুক্কায়িত আছে।

শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা তাহারাই বঞ্চিত হইয়াছে, যাহারা তাঁহার অকপট-কৃপা, অযাচিত শাসন-দণ্ড গ্রহণ করিয়া "ভাল আমি" হইবার জন্য অকপট সাধন করে নাই, 'বড় আমি,' 'ধার্ম্মিক আমি,' 'লাভপূজাপ্রতিষ্ঠাপিপাসু আমি' অভিমানিগণই বঞ্চিত হইয়াছে।

মহান্ত গুরুপাদপদ্ম প্রকটলীলা বিস্তার করিয়া যখন স্বয়ং কৃপা করেন, তখন তাঁহার সাক্ষাৎ কৃপা লাভ করিয়াই অনর্থ-গ্রস্ত জীব মঙ্গল লাভ করিতে পারে। কেবল মাত্র কুটীন-গণই সেই মঙ্গল হইতে বঞ্চিত হয়। যখন মহান্ত-গুরুপাদপদ্ম অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করেন, তখন তৎ-স্থানীয় কোনও মহাভাগবত বা প্রকট আচার্য্যের আনুগত্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। নতুবা, অনর্থগ্রস্ত বদ্ধজীব অন্তর্য্যামী চৈত্যগুরুর ইঙ্গিত বুঝিতে অসমর্থ হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণপর মনোধর্ম্মে চালিত ও প্রকৃত ভজন হইতে বিচ্যুত হয়। কিন্তু, মহান্ত-গুরুদেব প্রকটকালে স্বয়ংই সাক্ষাদ্ভাবে শাসন ও উপদেশাদি দান করিয়া সংশোধন করেন বলিয়া তখন আর মাধ্যমের বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা নাই। মাধ্যমের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা নাই বলিয়া ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে, বৈষ্ণবের আনুগত্য পরিহার করাই সিদ্ধান্ত। যিনি প্রকৃত শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের সেবক, তিনি শুদ্ধবৈষ্ণবগণের প্রতিও আনুগত্য, শ্রদ্ধা ও মৈত্রী-বিশিষ্ট।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"শ্রীগুর্ব্বাজ্ঞয়া তৎসেবনাবিরোধেন চ
অন্যেষামপি বৈষ্ণবানাং পূজনং শ্রেয়ঃ।"

শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞানুসারে এবং তাঁহার সেবার অবিরোধে অপর বৈষ্ণবগণের সেবন মঙ্গলকর।

"যথোক্তলক্ষণস্য শ্রীগুরোরবিদ্যমানতায়াস্তস্যৈব মহা-ভাগবতস্যৈকস্য নিত্যসেবনং পরমং শ্রেয়ঃ। স চ **শ্রীগুরুবৎ সমবাসনঃ স্বস্মিন্ কৃপালুচিত্তশ্চ** গ্রাহ্যঃ।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২৩৮ সংখ্যা)

সদ্গুরুপাদপদ্মের যে লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সেই গুরু-পাদপদ্মের অবর্ত্তমানে কোনও মহাভাগবতের নিত্যসেবন পরম মঙ্গলকর। তিনিও **শ্রীগুরুদেবের ন্যায় সম-বাসনাবিশিষ্ট ও নিজের প্রতি কৃপালুচিত্ত** হইলেই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের পর কতকগুলি কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ, অন্যাভিলাষী ও দাম্ভিক ব্যক্তির প্রকৃত প্রস্তাবে শাসনদণ্ড ও আনুগত্যধর্ম্ম হইতে পূর্ণভাবে অব্যাহতি লাভ করিবার অভিসন্ধিতে এবং মানসিক বা কাল্পনিক আনুগত্যের ছলনা দেখাইয়া মনোধর্ম্মের কৈঙ্কর্য্য করিবার বাসনায় যাহে এইরূপ এক সিদ্ধান্ত প্রচার করিল যে, শ্রীল প্রভুপাদ মহাভাগবতোত্তম ছিলেন, বর্ত্তমানে আর ত' কোনও বৈষ্ণব নাই ; সুতরাং, এখন মহান্ত-গুরুপাদপদ্মের নিত্য প্রাকট্যাধারকে বিলুপ্ত করিয়া মনোধর্ম্মের কৈঙ্কর্য্য করাই কর্ত্তব্য।

অকপট, স্নিগ্ধ ও পূর্ণশরণাগত শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবক পরমপূজনীয় শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু-প্রমুখ কতিপয় সতীর্থ-ভ্রাতা শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন অর্থাৎ শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলায় তাঁহার বিরহদুঃখ যাহাতে আমাদিগকে প্রচুর সম্ভোগ-বাধে পাতিত না করিয়া অনুকূল শ্রীকৃষ্ণভজনেই নিযুক্ত রাখে, তজ্জন্য শ্রীল গুরুদেবের ন্যায় সমবাসনাবিশিষ্ট ও নিজের প্রতি কৃপালুচিত্ত মহাভাগবত শ্রীল আচার্য্যদেবের নিত্যসেবনকেই পরম মঙ্গলকর বলিয়া বরণ করিলেন।

কতকগুলি ব্যক্তি শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর স্নিগ্ধ স্বভাবগত ভক্তের ও সদ্গুণে গুণী ব্যক্তিদের প্রতি সামন্বিক মর্য্যাদা-দানকল্পেই হউক, অথবা তৎসঙ্গে অন্যাভিলাষি-সম্প্রদায়ের অত্যন্ত স্বপরার্থপরতার চিত্র দেখিয়াই হউক, কপটতার সহিত শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর অনুকরণ করিল। কিন্তু, তাহাদের হৃদয়ে ধার্ম্মিকতা, আধ্যাত্মিকতা, অন্যাভিলাষিতা, ভুক্তি-মুক্তিকামনা, বৈষয়িনী যুক্তির লঙ্কাস্পৃহা-রূপা মায়াপিশাচীসমূহ প্রচ্ছন্নভাবে বাস করায় তাহারা প্রথম বিরোধি-দলের সহিত আপাত বিরোধ করিয়াও কিছুকাল পরে তৎসঙ্গেই সাযুজ্য লাভ করিল। তাহারা প্রথমেই শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণে অপরাধ করিয়া বসিল— শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাণী, শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করিয়া আধ্যাত্মিকতা ও দাম্ভিকতা পিশাচীর আনুগত্য করিল। তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যগণের মধ্যে আর

মহাভাগবত দর্শন করিতে পারিল না। কাজেই, সকলেই স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল।

ঐ-সকল দৃষ্টান্ত ও তদ্ভিন্ন অভিজ্ঞতা হইতে কেহ কেহ বিচার করিতে পারেন,—যেরূপ শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটলীলাতে তাঁহার বাণী শ্রবণ ও দর্শনলাভের সম্মুখে থাকিয়াও কেহ কেহ বঞ্চিত ও উদাসীনগামী হইয়াছে, শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলার পরেও শুদ্ধ ভাগবতগণের আনুগত্যহীন শ্রীপ্রভুপাদ-ভক্তির আতিশয্যের ছলনায় যেরূপ বহুলোক বঞ্চিত হইয়াছে, তদ্রূপ পরবর্ত্তী মহান্ত গুরুপাদপদ্মের আনুগত্যের ছলনায় যেন আমরা বঞ্চিত না হই, তদ্বিষয়ে প্রথম হইতেই সতর্ক হইতে হইবে। ইহা বিচার করিয়া কেহ কেহ শ্রীআচার্য্য-সেবার মাধ্যম (medium) স্বীকারের বিচার অবলম্বন করিতে পারেন, কেহ কেহ বা 'মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা নাই, সাক্ষাদ্‌ভাবে তাঁহার নিকট উপনীত হওয়াই সমীচীন' বলিয়া বিচার করিতে পারেন। বস্তুতঃ, শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের ঐকান্তিকী সেবাই যদি উভয় বিচারের অকপট উদ্দেশ্য হয়, যদি উভয় বিচার লইয়া দুইটি পৃথক্ দল থাকিবার, উভয়ের বিরুদ্ধে উভয়ের কোনও অভিসন্ধিযুক্ত ভগ্ন প্রচার-প্রচেষ্টা না থাকে, উভয়েই আপনাদিগকে শ্রীশ্রীল হরিগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে নিত্যকাল বন্ধন করিয়া পরস্পর মৈত্রী, পরস্পরের সহানুভূতিপূর্ণ মঙ্গল-চিন্তা ও মিষ্ট-সমচিত্ততা লইয়া অন্যাভিলাষ-রহিত অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনে অগ্রসর হন, তবে উভয়ের বিচারই ভাল। কিন্তু, যদি ইহার মধ্যে কোন বিচারে propaganda'র কোনও অভিসন্ধি থাকে, তাহা হইলে সেইরূপ বিচারকে কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে হইবে না, উহাকে মাৎসর্য্য, দৈন্যরাহিত্য, ঔদ্ধত্যপূর্ণ ছলভক্তি জানিয়া—প্রলয়ের দেবতা রুদ্রের অনুচর নন্দী-ভৃঙ্গীর কৈঙ্কর্য্য বা ধ্বংসযজ্ঞের পৌরোহিত্য-প্রচেষ্টা জানিয়া ঐ বৃত্তিকে শুদ্ধ-ভক্তি প্রতিষ্ঠান হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে।

শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অকৈতব-সেবা যে, একজনেরই বা কএকটি লোকেরই একচেটিয়া তাহা নহে। আশ্রয়বিগ্রহের সেবায় প্রত্যেক অকুটিল, অদাম্ভিকেরই অধিকার আছে। তবে যাঁহার হৃদয়ে সেই সেবাবৃত্তি সমধিক পরিমাণে স্ফূর্ত্তি-লাভ করিয়াছে, স্বতঃই তাঁহার আনুগত্য স্বীকৃত হয়। উহা মানুষের কল্পিত, সৃষ্ট বা সজ্জিত ব্যাপার নহে। অষ্ট-সখীর অষ্ট-মহাভাব একাধারে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীতে একটির হইলেও ললিতাদি প্রত্যেক সখীরই আবার পৃথক্ পৃথক্ যূথ আছে। কিন্তু, সেই যূথেশ্বরীগণের মধ্যে ও তাঁহাদের যূথস্থগণের প্রত্যেকের মধ্যে পরস্পর ঐকমত্য—সকলেই শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-সুখতাৎপর। তাঁহাদের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-পার্ষদ শ্রীল সনাতন, শ্রীল রূপ, শ্রীল রঘুনাথাদি প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ অনুগত সম্প্রদায় থাকিলেও সকলেই সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট এক-সেবাকাং-ক্ষাপর। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু শ্রীল রূপের অনুগত হইয়া শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভুর আশ্রয়ে বিষয়বিগ্রহ শ্রীমন্মহা-প্রভু ও শ্রীগিরিধারীর সেবা করিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথের অনুগত হইয়া আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরূপের কৈঙ্কর্য্যে কৃষ্ণানুশীলন করিয়াছেন। আবার, কেহ কেহ সাক্ষাদ্‌ ভাবে শ্রীরূপের সেবা করিয়াছেন। ইহাদের কাহারও মধ্যে উদ্দেশ্যভেদ, প্রয়োজনভেদ বা অভিসন্ধিভেদ নাই। কাহারও মধ্যে তত্ত্বগত বা চিত্তগত কোনও অনৈক্য নাই, সকলেই সমচিত্ত-বৃত্তিবিশিষ্ট—পরস্পর অকপট মৈত্রী ও আনুগত্য-ধর্ম্মযুক্ত ধার্ম্মিকতা ও বৈভবহীন শুদ্ধপ্রেমময়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রিয় বা তদনুরাগী বৈষ্ণবের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার অভিনয় ভণ্ডামি। তাহাই শ্রীপাদ বিদ্যানন্দ প্রভু "আচার্য্যপূজার অর্জ্জরতী ন্যায়" প্রবন্ধে বর্ণন করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধের এই তাৎপর্য্য নহে যে, যে-ব্যক্তি সোপান বা মাধ্যম গ্রহণ করিয়া শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে উপনীত না হইবেন, তিনিই অর্জ্জরতী ন্যায়ের মধ্যে পড়িবেন। বস্তুতঃ, "পৃথিবীতে আর বৈষ্ণব নাই, একমাত্র আমি বৈষ্ণব আর আমার শ্রীগুরুদেব বৈষ্ণব" —এইরূপ ভক্তিবিরোধী বিচারের মূলে ধার্ম্মিকতা ও শ্রীগুরু-পাদপদ্মে প্রচ্ছন্ন অনাদরই দৃষ্ট হয়। "আমি বৈষ্ণব"—একথা আমি মুখে না বলিলেও হয় ত' আমারই অজ্ঞাতসারে অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়ায় মোহিত হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে অন্তরে উহা স্বীকার করিয়া থাকি। কারণ, আমি যদি শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম বা আচার্য্যপাদপদ্মকে বুঝিয়া ফেলিয়া থাকি, 'পৃথিবীতে আর কেহই বৈষ্ণব নাই', এইরূপ সিদ্ধান্তই করিয়া থাকি, তবে আমাকে প্রচ্ছন্নভাবে বৈষ্ণব কল্পনা করিবার অভিমান ব্যতীত আর কি হইল?

এদিকে যেমন শ্রীগুরুদেবকে বুঝিতে হইলে তাঁহাকে,

বিষ্ণু-বিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুর ন্যায় কল্পনা করিয়া সর্ব্বদা তৎসমুখে একজন গরুড়, হনুমান, বা লক্ষ্মী দণ্ডায়মান করাইবার চেষ্টা সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও অভক্তিপূর্ণ মতবাদ ; আর, একদিকে 'ভক্তি-প্রতিষ্ঠানে বা পৃথিবীতে আর বৈষ্ণব নাই, সুতরাং বৈষ্ণবের আনুগত্যের আবশ্যকতাও নাই',—"মন তুমি দেখ, আর আমি দেখি, আর যেন কেহ নাহি দেখে।"—'আমি বৈষ্ণব আর আমার শ্রীগুরুদেব বৈকুণ্ঠেশ্বর'—'এই দুই জনেই থাকিব'—ন্যূনাধিক এই জাতীয় স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন বিচারও অপরাধজনক।

শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যদি কেহ গীতনাটকাদি কিছু শ্রবণ করাইতে ইচ্ছা করিতেন, তবে শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভু তাহা পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া দিতেন। বিষয়বিগ্রহের পক্ষে সেই সিদ্ধান্তই সমীচীন। লক্ষ্মী, গরুড় বা হনুমজ্জীর মাধ্যম ব্যতীত শ্রীনারায়ণ, শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীরামচন্দ্রের কৃপাদৃষ্টি-লাভ হয় না।

পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব বলেন,—"যাঁহারা বাহিরে আমাকে খুব বড় বড় পত্র লিখিয়া, স্তবস্তুতি করিয়া বা সাক্ষাতে প্রণতির অভিনয় করিয়া কপট-ভক্তি প্রদর্শন করেন, অথচ আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার অনুকূল আচরণ করেন না, অকুটিল হইয়া দেহারামতাকে ধিক্কার করিয়া মাধুকরী ভিক্ষায় ব্রতী ও দেহারামতাকে তিরস্কার করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণব জীবন-যাপনে প্রস্তুত হন না, যাঁহাদের হৃদয়ে কৃষ্ণভজনের জন্য অন্তর্দাহ উপস্থিত হয় না, তাঁহারা আমার প্রতি শৌকরী বিষ্ঠা নিক্ষেপ করিতে বাধিত হন।"

শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের সম্মুখীন হইতে হইলে সর্ব্বক্ষেত্রেই তাঁহার Personal Assistant, Private Secretary প্রভৃতির প্রয়োজনই হইবে, তাহা নহে। আশ্রয়বিগ্রহকে বিষয়বিগ্রহরূপে সজ্জিত করা যেরূপ অভক্তিপর চিত্তবৃত্তি, তদ্রূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মানুগত বৈষ্ণবগণের আনুগত্য ও মর্য্যাদালঙ্ঘন করাও পাষণ্ড-মনোভাব।

কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন,—শ্রীমন্মহাপ্রভু—বিষয়বিগ্রহ, সুতরাং শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভুকে আশ্রয়বিগ্রহ-রূপে শ্রীগৌরসুন্দরের মাধ্যম স্বীকার করা দোষাবহ নহে। কিন্তু "স্বরূপের রঘু" এই বাক্যটি হইতে জানা যে শ্রীল রঘুনাথ শ্রীল স্বরূপের অনুগত হইয়া সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীবিষয়-বিগ্রহ শ্রীমহাপ্রভু তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপের নিকট শ্রীল রঘুনাথকে সমর্পণ করিয়া ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন যে, আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যেই সর্ব্বক্ষণ বিষয়-বিগ্রহের সেবা করিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল স্বরূপকে বলিলেন,—

এই রঘুনাথে আমি সমর্পিনু তোমারে।
পুত্র, ভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে॥

(চৈঃ চঃ অ ৬।২৩২)

ইহা সিদ্ধান্ত নহে যে, সাধক কোনও বৈষ্ণবের অনুগত হইয়া কখনও শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবা করিবেন না, বা বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে মৈত্রী ও আনুগত্য থাকিবে না। নিত্যসিদ্ধ শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু শ্রীল ষড়ভুজ আচার্য্য প্রভুর শিষ্য হইয়াও শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপের নিত্য আনুগত্য করিয়াছেন ; শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপই তাঁহার নিত্য প্রাণধন—তাঁহার অভীষ্টদেব। ইঁহারা সকলেই অন্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব। অন্বয়জ্ঞানে ভেদ নাই—লীলাবৈচিত্র্য আছে।

মাধ্যম বা দ্বার স্বীকার করিবার বিচারে আর একটী বিষয় বিশেষ বিচার্য্য। **Transparent medium** অর্থাৎ স্বচ্ছ মাধ্যম না হইয়া যদি opaque medium (অর্থাৎ লাভপূজা-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী, অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব মাধ্যম) হয়, তবে তদ্দ্বারা বস্তুদর্শনে আরও প্রতিবন্ধক বা আবরণ সৃষ্টি হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সমজাতীয় বৈষ্ণবের আনুগত্য স্বীকার করিলে মঙ্গল হইবে। অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুর অভিনয় করিয়া কেহ কেহ শ্রীল প্রভুপাদের বিদ্বেষী, এমন কি, পাষণ্ডধর্ম্মধ্বজগ্রাহী হইয়া পড়িয়াছে! সেরূপ স্থলে এরূপ পাষণ্ডীকে বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু বলিয়া কি তাহার আনুগত্য করিতে হইবে বা তাহাকে দ্বার করিয়া শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করিতে হইবে? নিশ্চয় নহে। একদিনে যাহার ভিন অবস্থা, এরূপ বদ্ধজীব মনোধর্ম্মী জীব বা শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণববিদ্বেষী শ্রীগুরুসেবার দ্বার হইতে পারে না। আবার, এই যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া ইহাও সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, সকলেই অনর্থযুক্ত, সকলেই অবৈষ্ণব, সকলেই বদ্ধজীব।

'হরিনাম মুক্তকুলের উপাস্য, নাম গ্রহণ করিতে গেলেই অপরাধ অনিবার্য্য, শ্রীমূর্ত্তি সেবা করিতে গেলেই সেবাপরাধ অনিবার্য্য, সুতরাং, আমি বদ্ধজীব কি করিয়া শ্রীহরিনাম করিব, শ্রীহরির পূজা করিব—উহা হইতে বিরত থাকিয়া অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ স্বীকার করাই ভাল।'—এই বিচার হইলে

প্রথার ভক্তাঙ্গসকলের অন্যতম প্রধান শ্রীমূর্ত্তি-সেবা ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তাঙ্গ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের কৃপা কি কোনও দিন লাভ করিতে পারিব? শ্রীনামপ্রভুর কৃপায়ই আমার অবিদ্যা-নিশোপভুক্ত স্বপনবৎ ব্যাধি বিদূরিত হইয়া তাঁহার নিত্যসিদ্ধ বাস্তব স্বরূপ উপলব্ধির বিষয় হইবে। এই আশাবন্ধ পোষণপূর্ব্বক মহাজনানুসরণে সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিনামেরই আশ্রয় করিতে হইবে। কোনও প্রকার দুরভিসন্ধি, বৈরাগ্য, শৈথিল্য, বৈরাগ্যের নামে প্রচ্ছন্ন ভক্ত বা মূর্খতার বশবর্ত্তী না হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের ধূলিতে আত্মবোধ করিতে হইবে—তজ্জন্য অকপটে, অকুটিল হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে—হৃদয়ের কাঠিন্য, অপরাধ-পাষাণ যেন আর্ত্তিক্রন্দনে গলিয়া যায়, যেন অকপট, শুদ্ধবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা, বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মে অকৃত্রিম অনুরাগ হয়। তাহা হইলেই "আশ্রয় লইয়া ভজে, তা'রে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে"—এই বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি হইবে—আশ্রয়-বিগ্রহ ও বিষয়-বিগ্রহের লীলাবৈচিত্র্য ও লীলা-বৈশিষ্ট্য অপ্রাকৃত নয়নে প্রত্যক্ষীভূত হইবে, অনায়াসে সমস্ত বহির্ম্মুখ বিবাদের প্রশমন ও সুভক্তিপ্রসূন প্রস্ফুটিত হইবে।

শ্রীশ্যামার অন্তরঙ্গ-জন শ্রীল গৌরকিশোর

শ্রীরাধামোদবর্দ্ধন-বর্দ্ধনকারিণী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীই শ্রীরাধা-মনোমোহিনী শ্রীশ্যামাসুন্দরী। শ্রীরাধাসুন্দর শ্রীশ্যামার অন্তরভাব ও অঙ্গকান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরসুন্দররূপে তাঁহার অনর্পিতচরী মহাবদান্যলীলা প্রকট করিয়াছেন। সেই শ্রীশ্রীগৌরকিশোর মহাপ্রভুর প্রকাশবিগ্রহ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামিপ্রভু শ্রীরাধামোদর-গোবর্দ্ধনকারিণী শ্রীকার্ত্তিকী দেবীর সেবানুচরী শ্রীরাধামোদরোত্থান-তিথিতে অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়া শ্রীরাধাবিরহামৃতসিন্ধুর বিন্দুকণা শ্রীরূপানুগ শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর অনুগ শুদ্ধ সম্প্রদায়ের নমিত মস্তকে প্রোক্ষণ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভু শ্রীরাধা মহারাণীকে শ্রীমাধবলসিতা রাধামোদরবর্দ্ধন-বর্দ্ধনবেশা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, শ্রীরাধার নিত্যজন শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামিপ্রভু শ্রীরাধামোদর-বর্দ্ধনকারিণী শ্রীমাধবী তিথিতে শ্রীরাধা-বিপ্রলম্ভময়ী রতি প্রকট করিয়াছেন।

শ্রীরাধা-জীবনসর্ব্বস্ব (শ্রীরাধাই যাঁহার জীবাতু) শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর দ্বিতীয় বিগ্রহরূপে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর শ্রীরাধার জন্য যে আর্ত্তি তাহা ভূলোকে দুর্লভ। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল হরিদাস গোস্বামী প্রভু যে-দিন প্রথমে শ্রীগোদ্রুমে শ্রীআনন্দ-সুখদ-কুঞ্জে এই মহাপুরুষকে অবধূতের ন্যায় সরস্বতীর তীরে তীরে "দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ রাধে রাধে" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ধাবিত হইতে দেখিয়াছিলেন, * সেইদিন প্রাকৃতসহজিয়া-

---

* কোথায় গো প্রেমময়ি রাধে রাধে।
রাধে রাধে গো জয় রাধে রাধে॥
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ রাধে রাধে।
তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে রাধে রাধে॥
রাধে বৃন্দাবন-বিলাসিনি রাধে রাধে।
রাধে কানু-মনোমোহিনী রাধে রাধে॥
রাধে অষ্টসখীর শিরোমণি রাধে রাধে।
রাধে বৃষভানুনন্দিনি রাধে রাধে॥
(গোসাঞী) নিয়ম করে' সদাই ডাকে রাধে রাধে।
(গোসাঞী) একবার ডাকে কেশীঘাটে আবার
ডাকে বংশীবটে রাধে রাধে।
(গোসাঞী) একবার ডাকে নিধুবনে, আবার
ডাকে কুঞ্জবনে রাধে রাধে॥
(গোসাঞী) একবার ডাকে রাধাকুণ্ডে আবার
ডাকে শ্যামকুণ্ডে রাধে রাধে।
(গোসাঞী) একবার ডাকে কুসুমবনে আবার
ডাকে গোবর্দ্ধনে রাধে রাধে॥
(গোসাঞী) একবার ডাকে তালবনে আবার
ডাকে তমালবনে রাধে রাধে।

গণের প্রচ্ছন্ন সম্ভোগবাদমূলক কলঙ্কপূর্ণ 'রাধে রাধে' নাম-উচ্চারণের সহিত ঐ মহাপুরুষের অতিমর্ত্য বিরহ-বিলাপ-গীতির পার্থক্য উপলব্ধি করিয়া শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীরাধানিত্যজনরূপে তাঁহার শ্রীচরণে আত্ম-বিক্রয় করিয়াছিলেন। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর ন্যায় এই মহাপুরুষেরও বৈরাগ্য, যাহার অপর নাম বিপ্রলম্ভ, তাহা অতিমর্ত্য ও অননুকরণীয় ছিল। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু যেরূপ শ্রীব্রজমণ্ডলের গ্রামে গ্রামে বিচরণ, গ্রাম্য ব্রজ-বাসিগণের সহিত সংলাপ ও ব্রজের শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় তরুলতা পান করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে বিভোর থাকিতেন, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুও তদ্রূপ শ্রীব্রজমণ্ডলাভিন্ন শ্রীগৌড়মণ্ডলে অবধূতবেশে শ্বপচগৃহে শ্রীধামবাসি-বুদ্ধিতে মাধুকরী গ্রহণ করিয়া, কখনও বা শ্রীযমুনাভিন্ন গঙ্গা ও সরস্বতীর জল অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে প্রমত্ত থাকিতেন।

"বনে গৌরবনে, সুরধুনীতটে,
হা রাধে হা কৃষ্ণ ব'লে ;
কাঁদিয়া বেড়া'ব, দেহসুখ ছাড়ি',
নামলতা-তরুতলে।
শ্বপচ-গৃহেতে, মাগিয়া খাইব,
পিব সরস্বতী-জল।
পুলিনে পুলিনে, গড়াগড়ি দিব,
করি' কৃষ্ণ-কোলাহল॥
ধামবাসী জনে, প্রণতি করিয়া,
মাগিব কৃপার লেশ।
বৈষ্ণবচরণ- রেণু গায় মাখি',
ধরি' অবধূত-বেশ॥

(গোসাঞী) মলিন বসন দিয়ে গায় ব্রজের ধূলায়
গড়াগড়ি যায় রাধে রাধে।
(গোসাঞী) মুখে রাধা রাধা বলে ভেসে' নয়নের
জলে রাধে রাধে॥
(গোসাঞী) বৃন্দাবনে কুলি কুলি কেঁদে বেড়ায়
রাধা বলি' রাধে রাধে।
(গোসাঞী) ছাপান্নদণ্ড রাত্র-দিনে, জানে না
রাধাগোবিন্দ বিনে রাধে রাধে।
তারপর ছাড়িব ও ভাতি থাকে স্বপনে রাধাগোবিন্দ -
দেখে রাধে রাধে॥

গৌড়-ব্রজ-জনে, ভেদ না দেখিব,
হইব ব্রজবাসী।
নামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী॥

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদের এই গীতি পাঠ করিলে ও বিষ্ণু-পাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুরই শ্রীমূর্তিটী হৃদয়ে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু কৃষ্ণবিরহে উৎক্ষিপ্ত হইয়া সুদীর্ঘকাল ব্রজের বনে বনে ভ্রমণ ও ব্রজবাস করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়মণ্ডল কেবল সাধক বা 'প্রবর্ত্তক'গণের (?) সাধন-স্থান নহে, উহা সিদ্ধ ও মুক্তকুলেরও নিত্য বাসযোগ্য স্থান, শ্রীগৌড়মণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডল অভিন্নস্বরূপ হইয়াও লীলা-বৈশিষ্ট্যময় অর্থাৎ শ্রীব্রজমণ্ডল হইতেও শ্রীগৌড়মণ্ডল অধিক করুণাময়, ইহা প্রদর্শনের জন্যই বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ও বিষ্ণু-পাদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের অনুজ্ঞায় ও তাঁহার আচরণের অনুসরণে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু নিত্য-লীলায় প্রবেশের কাল পর্য্যন্ত ভৌম শ্রীগৌরধামে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু শ্রীরাধাভাবে শ্রীনবদ্বীপে বাস করিয়া শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর ন্যায় শ্রীরাধাভাবার্থেই বাস করিয়াছিলেন। শ্রীল রঘুনাথ যেরূপ অষ্টপ্রহর শ্রীকৃষ্ণবিরহের অশ্রুদিগ্ধতে নিমজ্জন করিয়া আধ্যক্ষিকগণের দৃষ্টিতে দৃষ্টিহারা (?) হইয়াছিলেন, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুও সেইরূপ কৃষ্ণবিরহে ক্রন্দন করিতে করিতে বহির্দৃষ্টিতে দৃষ্টিহারা (?) হইয়াছিলেন। শ্রীশ্যামা-সুন্দরীর এই দুই নিজজনের চরিত্র ঠিক একই প্রকার। উভয়েই শ্রীশ্যামাকৃপায় নিত্য সর্ব্বাত্মসর্পিত হইয়া দুইটী লীলাবৈচিত্র্য প্রকট করিয়াছেন। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু শ্রীব্রজমণ্ডলের শ্যামাকুণ্ডে, আর শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু শ্রীগৌড়মণ্ডলের শ্যামাতীর্থে অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করেন। শ্রীশ্যামার একান্ত নিজজনরূপে শ্রীগৌরকিশোরের সেবাই এই উভয় প্রভুর জীবনসর্ব্বস্ব।

শ্রীব্রজমণ্ডল ও শ্রীগৌড়মণ্ডল অভিন্নস্বরূপ; কিন্তু, বর্ত্তমানেও শ্রীব্রজমণ্ডলে যে চিদ্বৃত্তি দৃষ্ট হয়, গৌড়মণ্ডলে সেই চিদ্বৃত্তিটুকুও নাই। শ্রীব্রজমণ্ডলের অধিবাসিগণ—এমন কি, গ্রাম্য জনসাধারণও 'শ্যামা' বলিতে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুনন্দিনীকেই বুঝিয়া থাকে ; কিন্তু, গৌড়দেশে এতটা সম্ভোগবাদ ও বিদগ্ধাক্ষের মতবাদ প্রবল যে, 'শ্যামা' বলিতে

গ্রামালোক দূরে থাকুক, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণও বিমুখ-মোহিনী জড়া শক্তিকেই বুঝিয়া থাকেন। শ্রীব্রজমণ্ডলের আবালবৃদ্ধবনিতা শ্রীরাধিকাকেই যে শ্যামা বলিয়া জানেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ নিম্নে শ্রীব্রজে সুপ্রচলিত একটি সঙ্গীতের কয়েকটি পদ উদ্ধৃত হইল। এই গানটী কিরিওয়ালা, টাকা-ওয়ালা, পাহাড়াওয়ালা, কৃষক, রাজা, প্রজা, বালক, বালিকা—সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়,—

ভয় হারাব, ঘনবনচারী, রাধে শ্যাম শ্যামা-শ্যাম :
ভয় কেশবী, কলিমলহারী রাধে শ্যাম শ্যামা-শ্যাম ॥
সুন্দর কুণ্ডল, মধুর বিশালা, গল সোহৈ বৈজন্তী-মালা।
যা ছবি কী বলিহারি রাধে শ্যাম শ্যামা-শ্যাম ॥
কবহুঁ মুঠ মুঠ দধি খায়ো, কবহুঁ মধুবন রাস রচায়ো।
নৃত্যতি বিপিনবিহারী, রাধে শ্যাম শ্যামা-শ্যাম ॥
গোয়াল-বাল সঙ্গ ধেনু চরাই, বন বন ভ্রমত ফিরে যদুরাই।
কাঁধে কামর-কারী রাধে শ্যাম শ্যামা-শ্যাম ॥
চুরা চুরা নবনীত যো খাত্রো, ব্রজ-বনিতন সৈ
নাম ধরায়ো।
মাখন-চোর মুরারি, রাধে শ্যাম শ্যামা-শ্যাম ॥
এক দিন মান ইন্দ্রকো মারো নখ উপর
গোবর্দ্ধন ধারো।
নাম পড়ো গিরিধারী রাধে শ্যাম শ্যামা-শ্যাম ॥
দুর্য্যোধনকো ভোগ ন খায়ো, রুখো শাক বিদুর-
ঘর খায়ো।
ঐসে প্রেমপুজারী, রাধে শ্যাম শ্যামা-শ্যাম ॥
করুণাকর দ্রৌপদী পুকারী, পটমে লিপট
গওরে বনমালী।
নিরখ রহে নর-নারী, রাধে শ্যাম শ্যামা-শ্যাম ॥

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু পূর্ব্বে গৌড়দেশবাসীর লীলা প্রকাশ করিয়াও শ্যামা-শব্দে শ্রীশ্যাম-মনোমোহিনী নিজেশ্বরী শ্রীরাধারাণীকেই জানিয়াছেন। ভুবনমোহিনী মহামায়াকে শ্যামা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামিপ্রভু তাঁহার প্রার্থনামৃতে একস্থলে শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"শ্যামাশ্যাম-নিকাম-কাম-সময়োজ্জৃম্ভাতিকৃতিঃ"

শ্রীরূপের অনুগত হইয়া শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু ও অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু যেরূপ ভাবে শ্রীশ্যামাপূজা করিয়াছেন, তাহা নূলোকে দুর্ল্লভ। এই দুই প্রভুই তাঁহাদের ঈশ্বরী শ্রীশ্যামাদেবীর সহিত শ্রীশ্যামসুন্দরকে পঞ্চামৃত-দ্বারা নিত্য পূজা করিয়াছেন। স্মরণ, ইজ্যা (পূজা), আখ্যা (নামকীর্ত্তন), ধ্যান (শ্রবণকীর্ত্তন-মুখে স্মরণ) ও নতি—ইহাই পঞ্চামৃত।

শ্রীশ্রীশ্যামাপূজার অন্তরঙ্গ ও শ্রেষ্ঠতম শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-বরযুগলের পদাঙ্কানুসরণ করিবার অকপট লোভ যদি কোন অন্যাভিলাষরহিত শুদ্ধ নির্ম্মল আত্মায় কোন দিন উদিত হয়, তাহা হইলে অজিত স্বেচ্ছাময়ই জিত হইবেন। এই দুই শ্রীশ্যামাপূজকের শ্রীপাদপদ্ম-পরাগে যাঁহাদের লোভ হইয়াছে, তাঁহাদের "সর্ব্বনাশ" অনিবার্য্য। তাঁহারা শ্রীশ্যামার ছায়া-শক্তি প্রাকৃত শ্যামার প্রেয় ধর্ম্মার্থ-কামকে, এমন কি, 'ভবানীভর্ত্তা'র প্রেয় মোক্ষকেও নরকের ন্যায় জ্ঞান করেন। প্রাকৃত শ্যামা কামদাত্রী দেবতা। অপ্রাকৃত স্বরূপশক্তি শ্রীশ্যামা শ্রীকৃষ্ণকামের প্রদাত্রী পরমদেবতা। তিনি শ্রীকৃষ্ণ-কাম-পূর্ত্তির আরাধনা করেন বলিয়া তাঁহার নাম শ্রীরাধা। তিনি শ্যামময়ী, শ্যামমোহিনী, শ্যামসর্ব্বস্ব, শ্যামানন্দিনী, শ্যামাহ্লাদ-কারিনী, শ্যামকান্তালিরোমণি, শ্যামের স্বরূপশক্তি, শ্যামশক্তিগণের অগ্রণিনী বলিয়াই তাঁহার নাম শ্রীশ্যামা। এই শ্যামাই শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথদাস ও শ্রীল গৌরকিশোরের নিত্য ঈশ্বরী, ইঁহারা দুইজন শ্রীশ্যামার দুইটী নয়নতারা। এই দুই শ্রীশ্যামাপূজকের করুণা-কটাক্ষাভাসে পতিত হইলে মানবজাতির যে 'সর্ব্ব-নাশ'—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-বাঞ্ছার নাশ, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের নাশ, প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মা-ধর্ম্মের নাশ হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? এই দুই মহাপুরুষের কৃপাকটাক্ষাভাসে নিষ্কিঞ্চনতা ও প্রপত্তির পরাকাষ্ঠা উদিত হইতে পারে।

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের সংবাদ

লণ্ডন হইতে ২২শে অক্টোবর ১৯৪০ তারিখে শ্রীবাসুদেব-গৌড়ীয়মঠের সেবক একটি তড়িদ্‌বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন। উহা গত ২৮শে অক্টোবর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়াছে। নিম্নে অবিকল তারের সংবাদ প্রকাশিত হইল,—

D. L. T. No. 363 London 22 I. R. C. 30 D. L. T. Sree Gaudiya Math P. O. Bagbazar Calcutta.

Loving greetings cablegram received still no letters. Announce deep sorrow. Math wrecked air raid October 15. Await instructions. Am at your holy command.—Bowtelldasi

তাৎপর্য্য এই—প্রীতিপূর্ব অভিবাদন। টেলিগ্রাম যোগে আদেশের জন্য প্রেরিত আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু, এখনো প্রেরিত পত্রসমূহ প্রাপ্ত হই নাই। গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, মঠের বাটীখানি গত ১৫ই অক্টোবর বিমান-আক্রমণের দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াছে। আমরা উপদেশ প্রতীক্ষা করিতেছি। যেই পবিত্র আদেশ করিবেন, তাহাই পালন করিব।

এই তড়িদ্‌বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মিশনের পরিচালক-সমিতির সভাপতি ও সভ্যবৃন্দ লণ্ডনে তড়িদ্‌বার্ত্তা ও পত্রে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মিশনের পক্ষ হইতে লণ্ডন শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দকে যে সকল উপদেশ প্রেরণ করিয়াছেন, উহার মর্ম্ম নিম্নে সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল,—

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অপ্রাকৃত বস্তু। কোনও প্রকার প্রাকৃত বস্তু-দানবশক্তি তাহা বিধ্বস্ত করা দূরে থাকুক, স্পর্শ ই করিতে পারে না। রাক্ষসরাজ রাবণ শ্রীবিষ্ণুশক্তি শ্রীসীতাদেবীকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক, দর্শনই করিতে পারে নাই; মায়া-শক্তিকে হরণ করিয়া নিজেই বঞ্চিত ও হত হইয়াছে। তদ্রূপ নাস্তিকাদের নির্ব্বিশেষ বিচার শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শনই করিতে পারে নাই। এ বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাক্যই প্রমাণ—

ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা—চিদানন্দমূর্ত্তি।
প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি॥
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক, না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ॥
রাবণ আসিতেই সীতা অন্তর্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়াসীতা পাঠাইল॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে, প্রাকৃত-গোচর।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥
বিশ্বাস করহ তুমি আমার বচনে।
পুনরপি কু-ভাবনা না করিহ মনে॥

(চৈঃ চঃ ম ৯।১৯২-৯৬)

রাবণ শ্রীসীতাহরণ করিয়াছে মনে করিয়া কোনও শ্রীরামভক্ত ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে অবস্থান করিতেছিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে ঐ উপদেশ প্রদান করিয়া ভক্তের সুখ-দুঃখ দূরীভূত করিয়াছিলেন।

কোনও ক্রোধী ও নাস্তিক ব্যক্তি মানচিত্রকে ক্রোধবশে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া মনে করিতে পারেন যে, সে সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে, কিংবা একটী ঘটিকাযন্ত্রকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া কল্পনা করিতে পারে যে, সে নিখিল সময়কে বিনষ্ট করিয়াছে। এরূপ কল্পনা উক্ত নাস্তিক ব্যক্তির মূর্খতা ও রিপু-চাঞ্চল্যেরই পরিচায়ক। যখন প্রাকৃত দেশ ও কালকেই কেহ ধ্বংস করিতে পারে না, তখন আর অপ্রাকৃত দেশ-কাল-পাত্রের সম্বন্ধে কি কথা? শ্রীগৌড়ীয়মঠের অপ্রাকৃত শ্রীমন্দির অপ্রাকৃত-দর্শন অর্থাৎ পরিপূর্ণ সেবাবুদ্ধি না থাকিলে দর্শনের বিষয় হয় না। তাহা দৃশ্য বস্তু নহে; তাহা দ্রষ্টৃ-স্বরূপ। তিনি যাহাকে কৃপাপূর্ব্বক দর্শন করেন, আত্মসাৎ করেন, একমাত্র তিনিই তৎকৃপাপ্রভাবে শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্বরূপ-দর্শন লাভ করেন।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর প্রাণধন, শ্রীগৌড়ীয়গণের প্রাণের ঠাকুর, শ্রীবৃন্দাবনের অধিদেব, অভিধেয় তত্ত্বের অধিষ্ঠাতৃদেব শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমন্দিরের উচ্চচূড়া (?) দর্শনে মাৎসর্য্যযুক্ত হইয়া কোনও খলের অধিপতি-নরপতি তাহা ভগ্ন (?) করিয়া স্বীয় দানবশক্তির পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু, প্রকৃত-প্রস্তাবে শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমন্দির ভগ্ন করা দূরে থাকুক, নির্ব্বিশেষ বিচারের অন্ধ চক্ষে তাহা দর্শনের বিষয়ই হয় নাই।

নির্ব্বিশেষবাদী প্রাকৃত রূপকে ভাঙ্গিতে পারে, নিরাকার-বাদী প্রাকৃত আকারকে ভাঙ্গিয়া থাকুক ও তাহারই উপাসনা

করে। কিন্তু, শুদ্ধভক্তগণ প্রাকৃত জগতের উপাসক নহেন— তাঁহারা শ্রীসচ্চিদানন্দ স্বরূপের নিত্যসেবক। তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহ—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্।

তাঁহারা শ্রীরামানুজাচার্য্যকে নমস্কার করিয়া বলেন,—

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং
লসৎকুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্।

অরূপের রূপকল্পনা বা প্রাকৃতরূপ গড়িবার চেষ্টা ভাগবত-ধর্ম্মে নাই। ঐ সকল প্রচ্ছন্ন নির্ব্বিশেষবাদিগণের চেষ্টা। জগতে বহুরূপিণী নির্ব্বিশেষবাদ যে বৌদ্রলীলা প্রকাশ করিতেছে— বহির্ম্মুখগণবাদের যুক্তিবাদ হইতে ক্রমশঃ শক্তিবাদ অর্থাৎ 'জোর যা'র মুলুক তা'র' এইরূপ যে সকল মতবাদ ক্রমশঃ প্রবল হইতেছে, তাহা কোনও দিন শুদ্ধভক্তি-সাম্রাজ্যবাদকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীশ্রীঅন্নকূট মহোৎসব

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞানকেশবগোস্বামী বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তি-প্রসাদ পুরী মহারাজের প্রসাদে শ্রীব্রজমণ্ডলের শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামিপ্রভুপাদের ও শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর চিত্তবৃত্তির স্মৃতির অনুসরণে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীশ্রীঅন্নকূট মহামহোৎসব সংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শুদ্ধভক্তি-প্রদায়িনী শ্রীযমুনা-পুরীতে যমুনতটে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীগোপালাবির্ভাব ও শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা-প্রসঙ্গ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণমুখে শ্রীঅন্নকূটোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শুদ্ধ-মাধুকরী ভিক্ষার কথা নানাভাবে কীর্ত্তন করিতেছেন। মাধুকরী ভিক্ষায় নিষ্কিঞ্চনতা, দৈন্য ও ব্রজবাসিগণের সহজ কৃষ্ণপ্রীতিময়ী চিত্তবৃত্তির দর্শ হয়। বঙ্গদেশ হইতে ব্রজমণ্ডল-ভূমির এখানেই বৈশিষ্ট্য যে শ্রীব্রজের আবালবৃদ্ধবনিতা গৃহত্যাগীকে মাধুকরী ভিক্ষা-প্রদানে উন্মুখ। গ্রাম্য ব্রজবাসিগণের সরলতা অনির্ব্বচনীয়! নিষ্কিঞ্চন সাধু দেখিলে গ্রামের চাষিগণ ক্ষেত্র হইতে শাক, তরকারী, গ্রামের দোকানিগণ আটা (চূর্ণ), গৃহস্থগণ দধি, দুগ্ধ, ঘোল, ফটিকা প্রভৃতি দিতে পারিলে কৃতকৃতার্থ বোধ করেন। কিন্তু, তাঁহারা গৃহস্থ বা বিলাসীকে তাহা প্রদান করেন না। নিষ্কিঞ্চনতার প্রতি গ্রাম্য ব্রজবাসিগণের একটা প্রীতি। তাঁহাদের নিকট হইতে সরলতা ও দৈন্য শিক্ষা করিবার বিষয়।

বঙ্গদেশে আবালবৃদ্ধবনিতা বস্তুদৈন্যের আক্রমণে ধরাকে সরা জ্ঞান করে; সাধুকে অপমানিত করিয়া ব্রহ্মস্ব ভোগ করে। কত বৈষয়িক যুক্তি, বৃথা কুতর্ক, নিন্দা, কুৎসা ও মৎসরতার প্রবল করিয়া নিজেদের বাহাদুরী প্রদর্শন করে! শ্রীব্রজমণ্ডলের অতিশয় দরিদ্র গ্রাম্য চাষাদেরও সরলতা, আতিথেয়তা, সাধুসেবনচেষ্টা সমগ্র বহির্ম্মুখ আসুরিক মানব-জাতির শিক্ষাস্থল। এজন্যই, বোধ হয়, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু তাঁহার 'মনিঃশিক্ষা'কে বলিয়াছেন,—

ন চাত্র ক্ষেত্রে হরিভজ-সনাথেঽপি সুজনৈ-
র্ব্রজাশাধাং প্রেম্ণা যদপি বসামি ক্ষণমপি।
তথাপ্যেতদ্গ্রাম্যাবলিভিরভিতস্তদপি কথাং
বিধাস্যে সংবাসং ব্রজভুবন এব প্রীতিবশম্।

ঢাকায় প্রচার—প্রবীণ ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রবীণ তীর্থ মহারাজ ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ-মহোৎসবোপলক্ষে উপস্থিত থাকিয়া নিরন্তর হরিকথা-কীর্ত্তনে শ্রীমঠ মুখরিত রাখিয়া মঠসেবকগণের প্রাণে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবার অনুকূল প্রেরণা প্রদান করিতেছেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্ণে হরিকথা কীর্ত্তন ও রাত্রিতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'শ্রীনামতত্ত্ব-শিক্ষা' পাঠ করিয়া ঢাকা-নিবাসী ভক্তগণের নিত্যমঙ্গল-বিধানে অপ্রত্যাশিত সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের আদর্শ আচার-প্রচার ও বীর্য্যবত্তা, নিরপেক্ষতা, সত্যবাদিতায় আকৃষ্ট হইয়া কতিপয় উচ্চশিক্ষিত প্রতাপ ব্যক্তি তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করেন। "উৎসাহে" পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কানাইলাল দত্ত ঢাকা ডিভিসন্যাল ইন্‌স্পেক্টর অব্ স্কুলস্ শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র লাহিড়ী এম্-এ (ঈষ্ট বেঙ্গল কোর্ড), ডাঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এম্-বি, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম্-এ, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন নিয়োগী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রীল তীর্থ মহারাজের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণে কৃতার্থ হন। শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের উৎসবোপলক্ষে শ্রীল তীর্থমহারাজের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ-পিপাসু হইয়া পাবনা, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর-
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাধিক্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৯শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৩০শে কার্ত্তিক, ১৩৪৭ ; ১৬ই নভেম্বর, ১৯৪০ | ১৬শ সংখ্যা

"সহায়ো মে মাত্রং বিতথদলনী বৈষ্ণব-কৃপা"

[২]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৪শ সংখ্যার পর)

'বিতথ' শব্দে 'মিথ্যা' বা 'অলীক' বুঝায়। 'দেহে আত্ম-বুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান।'—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উক্তি-অনুসারে দেহেতে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্তই এক বস্তুতে আর এক বস্তু বলিয়া ভ্রান্তিরূপ অলীকতা। এই মিথ্যার আশ্রয় করিয়া জীব নিত্য বাস্তব সত্যের সন্ধান হইতে বিচ্যুত। দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ হইতে ভয়, বিপর্য্যয় ও অসদ্গতির উদয় হইয়াছে। এই মিথ্যার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিবার শক্তি আমার নিজের নাই। সাধুমুখে শুনিয়াছি, প্রপত্তি বা শরণাগতি ব্যতীত এই মিথ্যার হস্ত হইতে কেহ উদ্ধার লাভ করিতে পারে না। কিন্তু, সেই শরণাগতির এক কণিকাও আমাতে নাই। শরণাগতির জন্য স্বাভাবিকী আর্ত্তি দূরে থাকুক, আত্মমঙ্গলবরণে স্বাভাবিক অনুরাগ দূরে থাকুক, শত শত দৈবদণ্ড, সংসারে ত্রিতাপের শত শত দৃশ্য, অহৈতুক কৃপাময় শ্রীগুরুবর্গের শত শত শাসন বা বাক্যাঘাতের কৃপা লাভ করিয়াও দেহেতে আমি, গৃহব্রত-ধর্ম্মের 'মোক্ষর' উঠাইতে পারিতেছি না। বিষয়ের চোষণ ও লেহনে আমার অতৃপ্তি বোধ নাই, দৈবদণ্ডকে কৃপা বলিয়া বরণ করিতে পারি না। 'যতোঽনুকম্পাং' শ্লোক মুখে উচ্চারণ করিয়াও যখন ঐরূপ কোন প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত নিজের উপর পতিত হয়, তখন তাহা ভগবৎকৃপা বলিয়া বরণ করিতে পারি না, বরং উহাকে ভগবানের নিষ্ঠুরতাই মনে করি।

শ্রীশ্রীল গুরুপাদ, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীল বৈষ্ণববৃন্দ আমাকে কখনই কৃপা হইতে বঞ্চিত করেন নাই। এই সৌভাগ্যটী আমি পাইয়াছি, সেজন্য তাঁহারা সকলেই

আমাকে আমার গৃহব্রত বা দেহব্রত-ধর্ম্ম ছাড়াইবার জন্য আমার প্রতি সর্ব্বদাই শাসন-বাক্য-প্রয়োগে কৃপণতা করেন নাই। এই সৌভাগ্য বিশেষ সুকৃতির ফল। কিন্তু, এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য লাভ করিয়াও নিজের কর্ম্মদোষে নিজেই তাহা হারাইতে বসিয়াছি!

শ্রীল প্রভুপাদের মনোব্যাদেশ-ছেদনকারিণী বাণী তদপেক্ষাও সুতীব্র শ্রীল আচার্য্যদেবের বাণীর দ্বারা হৃদয়ে কোনই দাগ বসাইতেছি না। কারণ, দেহাত্মবোধে আকাশ, জল বা অগ্নির ন্যায় ব্যবধান বা মায়া সৃষ্টি করিয়া রাখিতেছি। শ্রীল আচার্য্যদেবের আদর্শ আচরণ-দর্শন, সুতীব্র শতাসার-বাণী অনুরূপ প্রবলের অভিনয় করিতেছি; তিনি মর্ম্মদাহ-বাক্যাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া আমার অচেতনা ও অসারতাকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন,—গৃহব্রত, দেহব্রত, অন্যাভিলাষী, পশুস্বভাব, কপট, মঠভোগী, মাংসদৃক্, ঘোষিৎ-পাদতাড়িত, নির্ব্বিশেষবাদী ইত্যাদি এক একটী শব্দে মৃত ব্যক্তিও লাফাইয়া উঠিতে পারে, তথাপি আমার লজ্জা পর্য্যন্ত হইতেছে না! নিজের প্রতি একটুও ধিক্কার আসিতেছে না! জলপ্রবাহের মধ্যে রেখাপাতের ন্যায় এক মুহূর্ত্ত, এক ঘণ্টা, এক-দিন কিংবা এক সপ্তাহ নিজের প্রতি (?) যে ধিক্কারের আভাস আসিতেছে, তাহাও মনে হয়, প্রচ্ছন্ন অভিমান ও অহঙ্কার-জনিত; কারণ, তাহা অচিরেই বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, তখন সন্তোষস্রোতে আত্মদর্শন করিতেছি—কতটা জড় আমি! দেহাত্মবোধে কতটা সমাধি-প্রাপ্ত হইয়াছি! জগতে কতটা দার্ঢ্য লাভ করিয়াছি।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক আমার গলদগুলি, অনর্থগুলি চোখে অঙ্গুলি দিয়া প্রতিনিয়ত দেখাইয়া দিতেছেন। যখন তিনি শুদ্ধ ভক্তিকথা কীর্ত্তন করেন, তখন স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় তাহাতে আমার পূর্ণ প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই। অন্যকে শাসন করিবার ছলে যে-সকল কথা বলেন, তখন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, ঐ-সকল গলদ পূর্ণমাত্রায় আমাতেই রহিয়াছে। আমার ঐ-সকল গলদ দূর করাইবার জন্যই আমাকে তত্ত্ব-বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখিতে বলেন। কিন্তু, আমি পরোপদেশে পণ্ডিত পণ্ড। লক্ষ লক্ষ প্রবন্ধ লিখিয়াও শ্রীশ্রীগুরু-গৌড়ীয়ের একটি বাণী নিজের আচরণে প্রদর্শন করিতে যত্নবান্ নহি, কিন্তু, অপরের সমালোচনা করিতে খুব দক্ষ, অপরের ছিদ্র-প্রদর্শনের জন্য তাহার জাল বুনিতে খুব নিপুণ ও উৎসাহী, অপরের চরিত্র তুলা-শিখা করিয়া দেখাইয়া থাকি; কিন্তু, নিজের চরিত্রের প্রতি অন্ধ—নিজের মঙ্গলের প্রতি জড়, অচেতন, অসার। কোটি কোটি প্রবন্ধ বা গ্রন্থ-লিখন বা বক্তৃতামঞ্চে বক্তৃতাদানের কাপট্য, পাঠা-প্রদর্শন অপেক্ষা এককণা নিষ্কপট আচরণ অনেক বড়—নিজের ও পরের অধিক মঙ্গলকর; ইহা প্রতিষ্ঠাশাদি কামবশে বুঝিয়াও বুঝি না। এইরূপ পরোপদেশে পণ্ডিত পুত্তর মঙ্গলের উপায় কি? অন্য কোনও উপায়ই ত' দেখি না। জাগ্রত থাকিয়া নিদ্রিতের ন্যায় অভিনয়কারী ব্যক্তির আর উপায় কি? কপটকে ত' শ্রীকৃষ্ণ কোন দিনই কৃপা করেন না। কপটতা একমাত্র ঘরাটু লীলাপুরুষোত্তমেরই একচেটিয়া সম্পত্তি। তাই, আদিগুরুদেব শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন,—

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥

(ভাঃ ২।৭।৪১)

সেই ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেব যদি করেন, যদি জীবগণ নিষ্কপটভাবে সর্ব্বাত্মার দ্বারা তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই সকল ব্যক্তিই দুস্তরা দৈবী মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে। এই-সকল শরণাগতের কুটীর, শৃগালের ভোজ্যযোগ্য দেহে 'আমি ও আমার' বুদ্ধি থাকে না।

ভগবানের অকপট-কৃপা কাহারা লাভ করিতে পারেন, এই শ্লোকটিতে তাহা অতি নিরপেক্ষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা অকপটে কৃপা প্রার্থনা করেন, অকপটে সর্ব্বাত্মার দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করেন, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকেই দয়া করেন। তাঁহারাই মায়ার কবল হইতে উদ্ধার লাভ করেন। আর যাঁহারা মায়ামুক্ত হন ও শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করেন, তাঁহাদের লক্ষণ এই যে তাঁহারা বিবর্ত্তবাদে পণ্ডিত হন না অর্থাৎ তাঁহারা দেহে আত্মবুদ্ধি করেন না—সর্ব্বদা সম্বন্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীভগবানের অকপট-সেবাতৎপর থাকেন।

আমার চিত্তবৃত্তি এই বিচারের বিপরীত। আমি মনে করি,—আমি কেবল সেবার বিরহিতা করিতে থাকিব, আর সেব্য শ্রীভগবান্ আমার সেবা করিবেন। আমার কার্য্য কৃপার প্রতি অর্গল রুদ্ধ করা, আর তাঁহার কার্য্য কৃপা করা অর্থাৎ আমি কৃপাই চাই না! আমার কৃপা-প্রার্থনার

মৌখিকতার মর্ম এই যে,—'ভগবান্ আমার সেবা করুন, আমি কেবল সেবা গ্রহণ করিব—আমি অচেতন—অমার—জড়ই থাকিব।' ইহারই নাম কপটতা। কৃপার প্রার্থনাটি যদি নিষ্কপটতাপূর্ণ হয়, তবে সেই অকপটতার নিকট কৃপার দ্বার উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। আর, কপটতাপূর্ণ কৃপা-প্রার্থনার মৌখিকতা কৃপাকেই বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করে। "যদি নির্ব্যালীকম্" ও "সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদঃ" পদদ্বয় স্বীকার না করিলে কৃপা লাভ হইবে না। মুখে কৃপা চাহিলেই কৃপার প্রার্থনা হয় না, মুখে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিলেই সর্ব্বস্ব-অর্পণ হয় না, মুখে ক্রন্দন করিলেই ক্রন্দন হয় না। অন্তর যদি প্রকৃত প্রস্তাবে কৃপার কাঙ্গাল হয়, অন্তর যদি ক্রন্দন করে, তবে 'নির্ব্যালীক' অর্থাৎ 'নিষ্কপট' এবং 'সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদ' অর্থাৎ 'কৃষ্ণৈকশরণ' হইতেই হইবে। আনুষঙ্গিক ভাবে দেহাত্ম-বোধও বিদূরিত হইবে। যিনি কৃপার প্রকৃত কাঙ্গাল, তাঁহার দেহাত্মবুদ্ধি নাই, তাঁহার দেহ-দেহারামতা, স্ত্রী-পুত্র-পরিজনে আত্মীয়-বুদ্ধি বা আসক্তি, নিজের দেহের প্রতি কোনওরূপ অভিনিবেশ নাই। ভজনপর্ব্বের প্রারম্ভেই এইরূপ লক্ষণ প্রকাশিত হইবে। ইহা হরি-ভজনের প্রারম্ভিক কথা। দেহাত্মবোধ বা বিবর্ত্তবাদে পতিত হইয়া যে মৌখিক কৃপার প্রার্থনা, তাহা কপটতাপূর্ণ প্রাকৃত সাহজিক-ধর্ম্ম। "দায়া মিশাইল এসো ভগবান্" বলাও যাহা, আর দেহাত্ম-বোধের বোঝার পুতিয়া রাখিয়া কৃপার কপট-প্রার্থনা করাও তাহা। যাঁহারা সাধুর প্রকৃত সঙ্গ করেন, সাধুর বাণী প্রকৃত প্রস্তাবে যাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করে, যাঁহারা সত্য-সত্যই অকৈতবে কৃপা প্রার্থনা করেন, তাঁহাদের দেহাত্ম-বুদ্ধি অবশেষে বিদূরিত হয়; সুবৈদ্য, সারল্য, সকল-সহন, মান-দান, জীবে দয়া, আচরণময় জীবন—সকলই প্রকাশিত হয়; তাঁহারা পোষাকে আসক্ত না হইয়া হরিসেবায় অভিনিবিষ্ট হন। কৃপার কাঙ্গাল বা প্রার্থী সত্য সত্য তিনিই হইয়াছেন, তিনি হৃদয়ে অনুরক্তভাবে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের বাস্তব কৃপাপ্রবাহের অবিরাম স্রোতঃ শিরে বরণ করিতেছেন। যিনি যত অকৈতবে কৃপা প্রার্থনা করেন, তিনি তত কৃপার বাস্তবতা হৃদয়ে বরণ করেন, তিনি তত কৃষ্ণৈকশরণ হইবেন, তিনি তত আচার-প্রচার-পরায়ণ, তিনি তত দেহাভিনিবেশ বা বিষয়াভিনিবেশ-জাত ভয় বা হৃদয়দৌর্ব্বল্য হইতে মুক্ত হন। বাস্তব-কৃপা প্রার্থনা করা অর্থে নিশ্চেষ্ট, অলস, জড় হইয়া যাওয়া নহে। কৃপা-প্রার্থনা অর্থই 'সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদ' হওয়া—কৃষ্ণৈকশরণ হওয়া—সর্ব্বতোভাবে সেবা বরণ' করা। কৃপা হইলে সেবা হয়, সেবা করিলে কৃপা হয়। নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা—শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা—শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃপা-প্রার্থনা, কৃপার নিকট আত্মসমর্পণ বা শরণাগতি একই কথা।

কেহ কেহ বলিতে পারেন,—কৃপা ত' অহৈতুকী। "সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদঃ" "যদি নির্ব্যালীকম্" বাক্যে 'যদি' বা 'হেতু' দুই হয়, তবে ত' কৃপা হৈতুকী হইয়া পড়িল!

ঐ বাক্যে কৃপা বরণ করিবার কথাই উক্ত হইয়াছে। উন্মুক্ত হৃদয়ে—অর্গলমুক্ত হৃদয়ে কৃপা বরণ করিতে হইবে। কপট বা অন্যাভিলাষের অর্গলরুদ্ধ গৃহে কৃপালোক প্রবেশ করিবে না। সূর্য্যদেব সম্রাট্ হইতে আরম্ভ করিয়া পশু-পক্ষী, তৃণ-গুল্ম-লতা, ধূলিকণা—সকল বস্তুতেই সমভাবে আলোক বিতরণ করেন। তাঁহার আলোক-বিতরণ কার্য্যে কোন হেতু নাই। কিন্তু, সূর্য্যালোক বরণ করিবার জন্য যে-স্থান যত উন্মুক্ত, সে স্থান সূর্য্যালোকে তত উদ্ভাসিত, যেস্থান যতটা রুদ্ধ, তথায় আলোক ততটা স্বল্প। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা সর্ব্বত্রই সমভাবে বর্ষিত হয়, ইহাতে কোন হেতু নাই। কুলীন, পণ্ডিত, ধনী, তপস্বী, বৈরাগী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী বা সন্ন্যাসীর প্রতিই কৃষ্ণের কৃপা অধিক বর্ষিত হয়, তাহা নহে; যিনি সেই কৃপা প্রার্থনা করেন, কৃপা বরণ করেন, কৃপাকে অন্যাভিলাষের আবরণের দ্বারা রুদ্ধ না করেন, অহৈতুকী কৃপা তিনিই লাভ করিতে পারেন।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।

(বৃহৎ ৩।২।৩; কঠ ২।২৩)

অচিন্ত্য ও অধিষ্ঠীর দেহ-দেহরত, কামাসক্ত, বিষয়বিষ্ঠা-গর্ত্তে অতৃপ্তানন্দে সকরপশীল, নিজমঙ্গল-বরণে একান্ত অনভীপ্সু ও তাহাতেই অধ্যবসায়যুক্ত, পাষাণহৃদয়, অপরাধী আমার পক্ষে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বিশেষ কৃপা না হইলে আর উদ্ধারের উপায় নাই। সাধু ও শাস্ত্রমুখে শুনিয়াছি, সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রসাদ বাচিক, আলোকদান ও স্পর্শ-ভেদে ত্রিবিধ ও তাহা অতীব বিরল। যদি শ্রীনিত্যানন্দ-

প্রভু অহৈতুক কৃপাপরবশ হইয়া চুম্বকের বাণী বা আকাশবাণী বা স্বপ্নযোগে কোনও ব্যক্তিকে বলেন,—"হে পতিতজীব! সর্ব্বমঙ্গল-চূড়ামণি পূর্ণানন্দময়ী অব্যভিচারিণী ভক্তি তোমাতে উদিতা হউক্"—তবে জীবের মঙ্গল হইতে পারে।

যদি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আলোক দান অর্থাৎ কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দান করিয়া কৃপা করেন, তবে জীবের মঙ্গলোদয় হইতে পারে। শ্রীভগবান্ শ্রীনারদকে দর্শন প্রদান করিয়া এইরূপ কৃপা করিয়াছিলেন। তৎপ্রসঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়।

হার্দ্দ-কৃপা অর্থাৎ হৃদয়ে প্রেরণা বা ভগবৎ-প্রসাদোত্থ প্রসন্নতা হইতে মঙ্গল-লাভ হয়। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভুর চরিতে এই হার্দ্দভাবের দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয়। জগাই-মাধাই প্রভৃতির প্রতি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বাচিক প্রসাদ হইয়াছিল, তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র বহুজীবের ভাগ্যোদয় হইয়াছিল; শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামীপ্রভুকে আত্মপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ বাচিক-প্রসাদ লাভ করিয়া গোবর্দ্ধনবাসীকে প্রকাশ এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের বাচিক প্রসাদ লাভ করিয়া জগতে শ্রীগৌরধাম আবিষ্কার করেন। শ্রীল প্রভুপাদ হার্দ্দ প্রসাদ বা হৃদয়ে প্রেরণা লাভ করিয়া গোপীজন-কীর্ত্তনরঙ্গ আরম্ভ করেন।

"হৃদয়ে বলিল কেবা, হরিদাসের সেবা,
গোপীজন-কথায় কীর্ত্তন।"

(অনুবৃত্তি)

কিন্তু, এই সকল প্রসাদ শ্রীভগবানে একান্ত প্রপন্ন নিত্যসিদ্ধ মহাজনগণের উপর বর্ষিত হইয়াছিল। আমার দশা জগাই-মাধাই হইতেও ভয়াবহ। জগাই-মাধাই কপটী ছিলেন না, বৈষ্ণবাপরাধী, গুর্ব্বপরাধী ছিলেন না। তাঁহারা অনভিজ্ঞতাবশতঃ সদ্গুরু বা সাধুর সঙ্গের অভাবে লৌকিক পাপ-জীবন যাপন করিয়াছিলেন। আমি জানিয়া, শুনিয়া, সদ্গুরু-পদাশ্রয়ের অভিনয় করিয়া, বহু শাস্ত্রসিদ্ধান্তে সুনিপুণতা ও প্রবীণতার অভিমান ও অভিনয় করিয়া শাস্ত্রবাগীশ হইয়া লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠাব্যাপী পরোপদেশে পাণ্ডিত্য করিয়া পাষাণ হইতেও পাষাণ হইয়াছি! আমার দেহাসক্তি দেখিয়া সাধু ও সদ্গুরু "সত্যকথা-শ্রবণ-বঞ্চিত বিচার কৃমিকীটসমূহে লক্ষিত হয়। আমার উপর কি শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপা বর্ষিত হইবে? সাধুসঙ্গের ফল ও শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপার ফল—দেহ-গেহ বা বিষয়ে অনাসক্তি ও কৃষ্ণ-পাদপদ্মে আসক্তি।

বালক ধ্রুব শ্রীপদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির আলোকদান-প্রসাদ লাভ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

তেন ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্ত্যং
যে চাদ্যঃ স্বতসুহৃদ্‌গৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়-পদারবিন্দ-
সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ॥

হে পদ্মনাভ পরমেশ্বর! যাঁহারা আপনার শ্রীচরণ-কমলের সৌগন্ধ্যে লুব্ধচিত্ত মহাপুরুষগণের আকৃষ্ট সঙ্গ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের বাণী যাঁহাদের হৃদয়ে আসন রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এই মরণশীল দেহের অনুসরণকারী বন্ধু, গৃহ, বিত্ত, পত্নী প্রভৃতিকে এবং অতিশয় প্রিয় মরণশীল দেহকে স্মরণ করেন না।

এই বাক্য হইতে জানা যায়, আমার সদ্গুরু ও সাধু-গণের বাণী-শ্রবণ-কীর্ত্তনের অভিনয় কেবল প্রতিষ্ঠাদি-লাভের আশায় হইয়াছে। তাঁহাদের প্রভুই লক্ষ্য হয় নাই। এরূপ ব্যক্তির উপায় কি? সাধুগণ বলেন,—এইরূপ ব্যক্তিকেও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অহৈতুকভাবে বিশেষ কৃপা করিয়া উদ্ধার করেন। সেই সুদুর্লভা, সুবিরলা, বিশিষ্টা কৃপার কাঙ্গাল হইয়া বৈষ্ণবগণের উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুরভাবে তাঁহাদের দ্বারে পড়িয়া থাকা ব্যতীত আমার আর অন্য উপায় নাই। আমি যেন শ্রীবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্ম পরিত্যাগ না করি—তাঁহারা অমায়ায় শত শত বাক্য-বীণের দ্বারা আমার জন্মজন্মান্তরের হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করুন। আমার প্রতি অবজ্ঞাময়ী কৃপা করিয়া কোটি কোটি দণ্ডে দণ্ডিত করুন, তাঁহারাই আমার একমাত্র বান্ধব। বর্ত্তমানে বুঝিতে পারি, আর না-ই পারি—আর সকলেই বন্ধুর আকারে শত্রু। প্রবচন, সেবা, বহু-শাস্ত্র-শ্রবণ—ইহাদের কোনটাই কৃপাপ্রাপ্তির হেতু নহে। যিনি কৃপাকে বরণ করেন, তাঁহার নিকটই কৃপা আত্মবরণ প্রকাশ করেন।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু তাঁহার পদ্যাবলীতে দাক্ষিণাত্য কবির বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কুব্জায়াঃ কিমুনাম রূপমধিকং কিং তদ্ধনং সুদাম্নো ধনম্।
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ॥

(ধর্ম্ম). ব্যাধের কি আচরণ ছিল? ধ্রুবেরই বা কি বয়স ছিল, গজেন্দ্রের কি বিদ্যা, কুব্জার কি রূপ, সুদামা বিপ্রের কি ধন, বিদুরের কি কুল, উগ্রসেনের কি পৌরুষ ছিল? মাধব গুণের দ্বারা বা হেতুর দ্বারা বশীভূত হন না। তিনি কেবল ভক্তির দ্বারা বশীভূত হন।

শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"শুষ্কভক্তা.....পুরুষার্থসাধনে ভগবতো নিরুপাধি-দীনজনকৃপায়া এব সাধকতমত্বং ন্যস্যন্তে, ন যোগিপ্রভৃতিবৎ স্বপ্রযত্নস্য তেষাং।" (শ্রীভক্তিসন্দর্ভঃ ৩২৭ সংখ্যা)

শুষ্কভক্তগণ পুরুষার্থসাধনবিষয়ে দীনজনের প্রতি ভগবানের অহৈতুকী কৃপাই সাধকতমরূপে মনে করেন। পরন্তু, যোগি-প্রভৃতির ন্যায় স্বীয় প্রযত্নকেই তদ্বিষয়ে সাধক-তম মনে করেন না।

সেই ভক্তিই তাঁহার কৃপার নিকট শরণাগতি। অন্যা-ভিলাষপূরণের প্রার্থনা না করিয়া, অকপটে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করা। শ্রীগৌরসুন্দর নৈতিক জীবন, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, বৈরাগ্য, বিদ্যা, ধন, কুল—এসকলকে বড় বলেন নাই। যিনি কৃপার নিকট শরণাগত তিনিই তাঁহার কৃপাপাত্র।

মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন্ শক্তি?
পয়ঃপান করিলে কি যো'তে হয় ভক্তি?
দুই ভুজ তুলি' প্রভু অঙ্গুলী দেখায়।
পয়ঃপানে কভু মোরে কেহ নাহি পায়॥
চণ্ডালেও মোহার শরণ যদি লয়।
সেই মোর, মুক্তি তা'র জানিহ নিশ্চয়॥
সন্ন্যাসীও মোর যদি না লয় শরণ।
সেই মোর নহে, সত্য বলিনু বচন॥
গজেন্দ্র, যাদব, গোপে কি তপঃ করিল?
বল দেখি, তারা মোরে কেমতে পাইল?
অসুরেও তপঃ করে, কি হয় তাহাতে।
বিনে মোর শরণ লইলে নাহি পারে॥

(চৈঃ ভাঃ ম ২৩।৪১-৪৬)

দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥"

(চৈঃ চঃ অ ৪।৬৮)

গাম্ভিক দয়া প্রার্থনা করিতে পারে না, দীন চিত্তই দয়া বরণ করে। সম্রাট্ শ্রীমৎ কুলশেখর আমার ন্যায় ব্যক্তিকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিয়াছেন,—

ভবজলধিগতানাং দ্বন্দ্ববাতাহতানাং
সুত-দুহিতৃ-কলত্র-ত্রাণ-ভারার্দ্দিতানাম্।
বিষমবিষয়তোয়ে মজ্জতামপ্লবানাং
ভবতু শরণমেকো বিষ্ণুপোতো নরাণাম্॥

সংসারসাগরে পতিত, সুখদুঃখাদি ঝটিকার দ্বারা পীড়িত, পুত্র, কন্যা, পত্নী প্রভৃতির রক্ষণ পোষণাদি ভারে ক্লিষ্ট, দুস্তর বিষয়জলে নিমজ্জমান নৌকাহীন মানবগণের একমাত্র বিষ্ণু-পাদপদ্মরূপ নৌকাই আশ্রয়স্বরূপ হউক্।

আমার ন্যায় কাম-মোহাসক্ত নাস্তিক্যবাসনার দ্বারা চালিত, সংসারাসক্ত, আচরণহীন, দৃঢ়তাহীন, দুর্ব্বলতম, ভ্রান্ত, ভীত, আত্মপ্রত্যয়-রহিত ব্যক্তিরও ভগবৎকৃপার অকপট প্রার্থনার দ্বারা মঙ্গল হইতে পারে। শ্রীকুলশেখর বলিতেছেন,—

কৃষ্ণাম্ভোরুহ মদনপবনোদ্ধূত-মোহোর্ম্মিমালে
দারাবর্ত্তে সুতসহজ-গ্রাহসঙ্ঘাকুলে চ।
সংসারাখ্যে মহতি জলধৌ মজ্জতাং নস্ত্রিধাম্না
পাদাম্ভোজে বরদ ভবতো ভক্তিমাবং প্রযচ্ছ॥

হে ত্রিধাম, হে বরপ্রদ, যাহাতে বাসনারূপ জল, কাম-রূপ বায়ুবিক্ষেপ, মোহরূপ তরঙ্গ ভার্য্যারূপ আবর্ত্ত, পুত্র-কন্যাদি সহজ জলজন্তুসমূহ-পরিব্যাপ্ত, সেই সংসার-নামক মহাসমুদ্রে নিমজ্জমান আমাদিগকে তোমার পাদপদ্মে ভক্তি প্রদান কর।

এই কৃপা-প্রার্থনা ব্যতীত, কৃপার জন্য কৃপাসিন্ধু বৈষ্ণব-গণের নিকট অনুক্ষণ অকপট ক্রন্দন ব্যতীত সাধনভজনহীন, মেধাহীন, হৃদয়বলহীন, সর্ব্ববিষয়ে হীন দীন অক্ষম জীবের আর কোন উপায় নাই। অতএব, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাণীই আমার একমাত্র অবলম্বনীয়,—

"সহায়ো যে নাস্তি বিতথবলনী বৈষ্ণব-কৃপা"

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর দান

[মায়াপুরস্থ বার-লাইব্রেরীতে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের বক্তৃতা ;
৫০শে অক্টোবর, ১৯৪০, রবিবার অপরাহ্ণ]

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।
হাহাকারস্তদাসীচ্চ ত্রিপাদিভূত্যে এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরত্বিষে নমঃ।

সজ্জন শ্রোতৃমণ্ডলি! আপনাদিগকে আমি যথাযোগ্য অভিবাদন করি। সর্বাগ্রে আমি বার-লাইব্রেরীর সজ্জন সভ্যবৃন্দের সৌজন্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আমি পঁচিশ বৎসর যাবৎ পূর্ববঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গে, ভারতভূমিতে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশে মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা-প্রচারের সৌভাগ্য পাইয়াছি। সেই সূত্রে অদ্য এই সজ্জন-সভায় "শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর দান" সম্বন্ধে কএকটি কথা কীর্তন করিতে উপস্থিত হইয়াছি।

শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীধাম নবদ্বীপ-মায়াপুরে জন্মলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি ২৪ বৎসর গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানের লীলা এবং ২৪ বৎসরকাল সন্ন্যাস-লীলা প্রকট করিয়াছেন। তিনি গার্হস্থ্যলীলায় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মিরীকে পরাজয় করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের তদানীন্তন পণ্ডিতমণ্ডলী দিগ্বিজয়ীর ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়াছিলেন। সন্ধ্যা-কালে গঙ্গাতীরে অধ্যাপকলীলাকারী শিষ্যপরিবেষ্টিত শ্রীগৌর-হরির সহিত কেশব কাশ্মিরীর সাক্ষাৎকার ও শাস্ত্রালাপ হইয়াছিল। শ্রীগৌরসুন্দর কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া অত্যল্পকালের মধ্যে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শতাধিক শ্লোক রচনা করিয়া গঙ্গার স্তব করিলেন। স্তব সাঙ্গ হইলে শ্রীচৈতন্যদেব দিগ্বিজয়ি-রচিত একটি শ্লোক পুনরাবৃত্তি করিয়া উহার দোষগুণ বিচার করিতে বলেন। কবি নিজের শ্লোকের নির্দোষতা প্রমাণ করিতে চাহিলে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু উহার পঞ্চস্থানে দোষ প্রদর্শন করিলেন। দিগ্বিজয়ী সর্বশাস্ত্রে শ্রীচৈতন্যের অত্যদ্ভুত পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা-দর্শনে পরাজিত ও লজ্জিত হইয়া অনুচরবর্গসহ গৃহে ফিরিয়া গেলেন। সরস্বতীর বরপুত্র দিগ্বিজয়ী একজন নবীন অধ্যাপকের নিকট সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া স্বীয় ইষ্টদেবতা সরস্বতী দেবীর মন্ত্রজপ ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সমস্ত রাত্রি অনিদ্রা ও ক্রন্দনে কাটাইলে পর রাত্রিশেষে দিগ্বিজয়ী স্বপ্নযোগে সরস্বতীকর্তৃক আদিষ্ট হইলেন,—"তুমি যাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছ, তিনি বিশ্বম্ভর ভগবান্। তিনি আমার নিত্যপ্রভু। আমিও তাঁহার নিকট সর্বদা পরাজয় স্বীকার করি। আমি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে লজ্জা বোধ করি। অতএব, তুমি দুঃখ অনুভব না করিয়া সর্বতোভাবে তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় কর।" দিগ্বিজয়ী কেশব সরস্বতীদেবীর সদুপদেশ শিরে ধারণপূর্বক গীতোক্ত 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' বাণী স্মরণ করিয়া সকলকে আর্তির সহিত সর্বস্ব অর্পণপূর্বক শ্রীগৌরহরির পাদপদ্ম আশ্রয় করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু দিগ্বিজয়ীকে অনুতপ্ত, বিদ্যাগর্বশূন্য ও শরণাগত দেখিয়া তাঁহাকে নিত্যমঙ্গলের উপদেশ করিলেন,—

'দিগ্বিজয় করিব',—বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বরে ভজিলে, সেই বিদ্যা 'সত্য' কহে॥
মন দিয়া বুঝ, দেহ ছাড়িয়া চলিলে।
ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে॥
এতেকে মহান্ত সব সর্ব্ব পরিহরি'।
করেন ঈশ্বর-সেবা দৃঢ়চিত্ত করি'॥
এতেকে ছাড়িয়া, বিপ্র, সকল জঞ্জাল।
শ্রীগুরু-চরণ গিয়া ভজহ সকাল॥
যাবৎ মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবৎ সেবহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয়॥
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
'কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়'॥

(চৈঃ ভাঃ আ ১৩।১৭৩-১৭৮)

শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশে সেই কবি সর্বপ্রকার বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে হরিভজন করিয়া-ছিলেন।

হোসেন শাহ যখন গৌড়ের বাদশাহ ছিলেন, তখন চাঁদকাজি বা মৌলানা সিরাজুদ্দিন নবদ্বীপের শাসনকর্তা ও

বিচারক ছিলেন। হরিকীর্ত্তনবিরোধী পাষণ্ডী হিন্দুগণ মৎসরতাবশতঃ নিমাই পণ্ডিতের (মহাপ্রভুর) বিরুদ্ধে সেই কাজির নিকট নালিশ করিয়া বলিল,—'নিমাই পণ্ডিত যে হরিসংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম প্রচার করিতেছে, তাহা-দ্বারা আমাদের হিন্দুধর্ম্ম-যাজনে বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে। আপনার ন্যায় প্রবল শাসন-কর্ত্তা থাকিতে এইরূপ দৌরাত্ম্য হওয়া উচিত নয়।" কাজি মহাশয় পাষণ্ডী হিন্দুগণের প্রার্থনার প্রতিকার এবং হিন্দুধর্ম্ম-দলনের জন্য শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহের নিকট কীর্ত্তনের খোল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। সেইজন্য সেইস্থানের নাম অদ্যাপি 'খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা' বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীচৈতন্যদেব কীর্ত্তনের বাধা দূরীকরণার্থে এক বিরাট্ সংকীর্ত্তন-মণ্ডলী লইয়া নবদ্বীপ পরিভ্রমণ করত কাজির বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। কাজি সভয়ে মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—'হিন্দুগণ আপনার কীর্ত্তনের বিরুদ্ধে আমার নিকট নালিশ করিয়াছে। ঈশ্বরের নাম উচ্চ করিয়া না বলিলে হয় না কি ?' শ্রীচৈতন্যদেব উত্তরে বলিলেন,—"শঙ্খোচ্ছ্বাস ব্যতীত নিদ্রিত ব্যক্তি জাগরিত হয় কি ? উচ্চশব্দ ব্যতীত যেরূপ নিদ্রিত ব্যক্তি জাগরিত হয় না, সেইরূপ উচ্চ নাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত বদ্ধজীবের সুপ্ত চেতন উদ্বুদ্ধ হয় না।" সুমেধাঃ কাজি মহাশয় হরিনাম-সংকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য ও হরিজনের বদান্যতা উপলব্ধি করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত নাম-সংকীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য আছে। শব্দ বা নামের অসীম শক্তি আছে। যেমন, জড়জগতে তিরস্কার-সূচক শব্দ উচ্চারণ করিলে তৎক্ষণাৎ প্রয়োগকর্ত্তার উপর অপর পক্ষকর্ত্তৃক আক্রমণ হয়, আবার প্রণতি বা আত্মীয়তাবোধক সম্বোধন করিলে ক্রূর ব্যক্তিরও চিত্তে দয়ার উদ্রেক হয়। যদি প্রাকৃত শব্দের ব্যবহারেই এই প্রকার শুভ ও অশুভ ফলোদয় হয়, তবে অপ্রাকৃত শব্দ 'কৃষ্ণ', 'হরি,' 'রাম' বলিলে আমাদের প্রেম-বিকার হইবে না কেন ? শব্দব্রহ্মের আবাহনই কীর্ত্তন—'যদ্ভিষিদিত্বা যজতে যজ্ঞৈঃ কীর্ত্তনং তদেব সংকীর্ত্তনম্।' সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের যে যুগধর্ম্ম তাহা তর্কবহুল কলিযুগে একমাত্র শ্রীনামসংকীর্ত্তনেই পরিপূর্ণ ভাবে সাধিত হইয়া থাকে।

সেই ত সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্বমন্ত্র হৈতে কৃষ্ণ নাম-মন্ত্র সার॥ (চৈঃ চঃ আ ৩।৭৭)

যিনি সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে ভজন করেন, তিনিই সুমেধাঃ অর্থাৎ তিনিই বুদ্ধিমান্ আর এই সংসারে যাহারা তাঁহাকে সেরূপ ভজন করে না, তাহারা নিতান্ত মন্দবুদ্ধি। কৃষ্ণনাম-মন্ত্র সর্ব্বমন্ত্রের সার। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত শুদ্ধ হরিসংকীর্ত্তনে প্রত্যেক চেতনেরই যোগদানের অধিকার আছে। শ্রীগৌরসুন্দর যখন কৃষ্ণনাম-প্রেম বিতরণ করিতেছিলেন, তখন সকল জীবই সেই প্রেমবন্যায় নিমজ্জিত হইয়া প্রেমামৃতরসপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

উঠিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, সকলই ডুবায়॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পশু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥
(চৈঃ চঃ আ ৭।২৪-২৬)

সন্ন্যাসলীলা-প্রকাশের পর শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরীতে গমন করিলেন। তিনি প্রেমে উন্মত্ত হইয়া সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন-বিচারে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে আলিঙ্গন করিতে প্রধাবিত হইলেন। শ্রীজগন্নাথমন্দির-রক্ষক পড়িছাগণ শ্রীগৌরসুন্দরকে মন্দিরের নিয়ম-লঙ্ঘনকারী একজন সাধারণ সন্ন্যাসিজ্ঞানে বিতাড়িত করিতে উদ্যত হইলে, দৈবক্রমে তথায় উপস্থিত অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, যিনি তৎকালে উড়িষ্যাধিপতির সভাপণ্ডিত ছিলেন, তিনি অতিশয় পড়িছাগণকে নিবারণ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নিজ শিষ্যগণের দ্বারা নিজগৃহে লইয়া গিয়া পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অলৌকিক প্রেমবিকার দেখিয়া তিনি তাঁহাকে একজন অসাধারণ মহাপুরুষ মাত্র মনে করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম শ্রীমহাপ্রভুর মঙ্গল কামনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার এত অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করা সমীচীন হয় নাই। বেদান্ত শ্রবণ না করিলে তাঁহার চিত্ত কিছুতেই স্থির থাকিবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুও সার্ব্বভৌমের শুভাকাঙ্ক্ষা দেখিয়া এবং তাঁহার প্রতি কৃপা করিবার ইচ্ছায় তাঁহার নিকট বেদান্ত শ্রবণ করিতে সম্মত হইলেন। মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের কথা অনুসারে সাতদিন তাঁহার নিকট বেদান্ত শ্রবণ করিবার অভিনয় করিলেন। সাতদিনের পর সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি কি আমার কথা কিছুই বুঝিতে পার না যে, ভাল মন্দ কিছুই বলিতেছ না ? শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন,

—'আত্মিবেদাশ্বসূত্রের অর্থ স্পষ্টই উপলব্ধি করিতেছি ; কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা অর্থাৎ আচার্য শঙ্করের শারীরিক ভাষ্য শ্রীব্যাসের সূত্রকে আচ্ছাদন করিয়া স্বকপোলকল্পিত মতবাদ প্রকাশ করিতেছে। সার্বভৌম ভট্টাচার্য ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া মহাপ্রভুকে স্বমতে দেখাইয়া ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। মহাপ্রভু সার্বভৌমের ব্যাখ্যা আদৌ স্পর্শ না করিয়া অভিধাবৃত্তিদ্বারা এক এক সূত্রের ষাটপ্রকার বহুপ্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। সার্বভৌম শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতিমর্ত্য পাণ্ডিত্য উপলব্ধি করিলেন। অতঃপর শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সার্বভৌম 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ' শ্লোকের নয় প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। মহাপ্রভু ঐ ব্যাখ্যা স্পর্শ না করিয়া ঐ শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। সেই ব্যাখ্যা-শ্রবণে সার্বভৌম ভট্টাচার্য আত্মগ্লানি বোধ করিলেন, আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন এবং মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জানিয়া নিজ অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখন মহাপ্রভুও তাঁহাকে শরণাগত দেখিয়া স্বীয় অপ্রাকৃত ষড়্ভুজ রূপ প্রদর্শন করিলেন। সার্বভৌম মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহার সকল তত্ত্ব অবগত হইলেন এবং একশতকালে শত-শ্লোক রচনা করিয়া মহাপ্রভুর স্তব করিলেন। যে সার্বভৌম ভট্টাচার্য পূর্বে মায়াবাদী এবং ভক্তিসিদ্ধান্তহীন ছিলেন, তিনি মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণনামপ্রেমে অষ্টসাত্ত্বিক বিকারে বিভূষিত হইলেন। সার্বভৌমের ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য তাঁহার অপূর্ব পরিবর্তন দেখিয়া বড়ই বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা ১০ম পরিচ্ছেদে সার্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর বিচার-প্রসঙ্গ বিস্তৃত বর্ণিত আছে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত সর্বশাস্ত্রের সার নবনীত স্বরূপ এবং ইহা সকল ভক্তিসিদ্ধান্ত-গ্রন্থের শিরোরত্নস্বরূপ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির কথা এবং সাধনভক্ত, ভাবভক্ত ও প্রেমভক্তের কথা বিশদভাবে বর্ণিত আছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু চব্বিশ বৎসর কাল গৃহে অবস্থানের লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অতঃপর সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে ছয় বৎসর কাল দক্ষিণ দেশে গমনাগমন করেন, ছয় বৎসরকাল গৌড়ের ভক্তগণের সহিত নাম-প্রেম আস্বাদন এবং উত্তরভারত ভ্রমণ করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে 'শ্রীরায়রামানন্দ-সংবাদ' বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব রায় রামানন্দের মুখে যে সকল তত্ত্ব প্রকাশ করাইয়াছেন, তাহা ভজনের চরম কথা। তিনি শেষ আঠার বৎসরকাল অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীস্বরূপদামোদর ও শ্রীরায়রামানন্দের সহিত কৃষ্ণলীলা-রস আস্বাদন করেন। কাশীর প্রকাশানন্দকে ভগবত্তত্ত্বের অনির্বচনীয় শিক্ষা দিয়াছেন। মহাপ্রভু কৃষ্ণলীলার বিষয়বিগ্রহরূপে বা ভোক্তৃরূপে যে প্রেম আস্বাদন করিতে পারেন নাই, তাহা তিনি আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীরাধার ভাবকান্তি লইয়া আস্বাদন করিবার নিত্যসিদ্ধা লীলা প্রকট করিয়াছেন। তাঁহার অবতারের গূঢ় কারণ শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভু এইরূপ জানাইয়াছেন,—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
স্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, আমার অদ্ভুত মধুরিমা যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ, আমার মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি সুখের উদয় হয়,—এই তিনটি বিষয়ে লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভরূপ সমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভ-সিন্ধুতে গৌরচন্দ্ররূপে উদিত হইলেন।

যখন যখনই ধর্মের গ্লানি, অধর্মের অভ্যুদয় হয়, তখন তখনই ভগবান্ বা তাঁহার পার্ষদগণের আবির্ভাব হয়,—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন,—জগতের জীব হরিবিমুখ হইয়া কলিপঙ্কের সেবায় জীবন-যাপন করিতেছে। ধর্মের নামে হরিবিমুখ চেষ্টাসমূহ যথা,—মঙ্গলচণ্ডী পূজায় নীতবাদ্যে রাত্রি-জাগরণ, বিড়াল, পুত্তলি প্রভৃতির বিবাহ-প্রদান, চণ্ডীপূজায় মদ্যমাংস-ভোজন এবং ন্যায় সাংখ্যাদির কুতর্কে পাণ্ডিত্য-লাভ করিয়া পরস্পর দ্বন্দ্ব, বিষ্ণু-বৈষ্ণবের নিন্দা ও তৎপ্রতি উপহাস ইত্যাদি কলির রাজত্বমান চিত্র দর্শন করিয়া সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যদেব অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন।

কলিপঙ্কের সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

অসার্থিতস্তদা তস্মৈ স্বানামি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্মশ্চতুর্বিধঃ॥

পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্॥
অমূনি পঞ্চ স্থানানি হ্যধর্মপ্রভবঃ কলিঃ।
ঔত্তরেয়েণ দত্তানি ভবদদ্ভিরবেশকৃৎ॥
অথৈতানি ন সেবেত বুভূষুঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
বিশেষতো ধর্মশীলো রাজা লোকপতির্গুরুঃ॥

(ভাঃ ১।১৭।৩৮-৪১)

যখন পরমভাগবত পরীক্ষিৎ মহারাজ ধর্মের রক্ষকরূপে পৃথিবী পালন করিতেছিলেন, তখন তিনি বৃষে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন,—রাজবেশধারী এক শূদ্র অতীব শীর্ণা একটি গাভী ও এক পদে মাত্র দণ্ডায়মান একটি বৃষকে নির্দয়ভাবে প্রহার করিতেছে। বৃষ ও গাভীর প্রতি ঐরূপ অত্যাচার করিতে দেখিয়া পরীক্ষিৎ মহারাজ কলিকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য উদ্যত হইয়া তাহার প্রাণ বধ করিবার জন্য মনস্থ করিলেন। কলি বলিল যে, দ্বাপরযুগ চলিয়া গিয়াছে; সুতরাং, তাহারই এখন সর্বত্র অধিকার। রাজা পরীক্ষিৎ বৃষ ও গাভীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন,—ধর্ম বৃষরূপ ও ধরিত্রী গাভীরূপ ধারণ করিয়াছেন। ধর্মের সত্যযুগে শৌচ, তপঃ, দয়া ও সত্যরূপ চারি পাদ ছিল। ত্রেতায় তপস্বীদের হস্তে শৌচ এবং দ্বাপরে ইন্দ্রিয়তর্পণে শৌচ ও তপঃ নষ্ট হইয়াছে। মাদকদ্রব্য ও জীবহিংসায় কলিতে শৌচ, তপঃ ও দয়া নষ্ট হইলে 'হরিনাম সত্য' একমাত্র পদ থাকিল। হরিনামরূপ সত্যকে আশ্রয় করিলে তাঁহার মত শুচি, পবিত্র আর কে আছেন? "আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।" শৌচ, তপঃ ও দয়া-রূপ পদত্রয়-হীন হইয়া ধর্মরূপ বৃষটি সত্যরূপ একমাত্রপদে নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। কলি তাহার সেই পদও ভগ্ন করিতে চেষ্টা করিতেছিল। ঐরূপ আচরণ দেখিয়া পরীক্ষিৎ মহারাজ কলিকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। কলি নিরুপায় হইয়া নিজের প্রাণরক্ষার জন্য পরীক্ষিৎ মহারাজের শরণাগত হইল। মহারাজ পরীক্ষিৎ তাহাকে প্রাণে বধ করিলেন না—রাজ্য ত্যাগ করিবার জন্য আদেশ দিলেন। কলি কোথাও স্থান পাইল না। কলি যখন অতিশয় কাকুতি মিনতি করিয়া একটু স্থান প্রার্থনা করিল, মহারাজ পরীক্ষিৎ তখন দ্যূত, পান, অবৈধ যৌনসঙ্গ, জীবহিংসা ও কাঞ্চন—এই পাঁচটি স্থানে কলির অধিকার নির্দেশ করিলেন। অতএব ধর্মশীল কোন ব্যক্তি, কি লোকগুরু, কি রাজা কেহই এই কলি-পঞ্চকের আশ্রয় লইবেন না এবং ইহার প্রশ্রয়ও দিবেন না।

মহারাজ পরীক্ষিতের এক নাম বিষ্ণুরাত; যেহেতু তিনি যখন উত্তরার গর্ভে ছিলেন, তখন অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র তাঁহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে কৃষ্ণ স্বয়ং গর্ভস্থ মহাভাগবত পরীক্ষিৎকে রক্ষা করিয়াছিলেন। পরমভক্ত পরীক্ষিৎ বিষ্ণুকর্তৃক নিত্য রক্ষিত বলিয়া তিনি বিষ্ণুরাত নামে খ্যাত হন।

তাস-পাশা, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি—দ্যূতক্রীড়া; পান, তামাক, চা, চুরুট, মদ্যপান ইত্যাদি—মাদকদ্রব্য; অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ; পশুবধ বা জীবহিংসা; আর, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ইত্যাদি জাতরূপ বা ভোগ্য অর্থে আসক্তি কলির আবাস-স্থান।

মহাপ্রভু কলিযুগপাবনাবতারী। বর্তমান জগৎ এই কলিপঞ্চকের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বিনাশগামী হইতেছে। মহাপ্রভু কলিহত জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য হরিনাম-সংকীর্তন ধর্ম প্রবর্তন করিলেন। সত্যযুগে ধ্যানের দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা হইত, ত্রেতায় যজ্ঞের দ্বারা, দ্বাপরে অর্চনের দ্বারা এবং কলিযুগে একমাত্র হরিনাম-সংকীর্তনের দ্বারা শ্রীহরির আরাধনা হয়।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কলিকালে যুগধর্ম নাম-সঙ্কীর্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন॥
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব জগৎ নিস্তার॥

যিনি হরিনাম করেন, তিনি সকল যুগের সকল সাধনই করিয়া থাকেন। হরিনাম-সঙ্কীর্তনকারীর অন্য সাধনের আবশ্যকতা নাই। শ্রীহরিনাম-কীর্তনকারীর সকল সদ্‌গুণ আছে। হরিনাম-কীর্তনকারীর মুখ্য লক্ষণ কৃষ্ণে শরণাগতি। সত্য, দয়া, মৌন প্রভৃতি ২৬টি গৌণ লক্ষণও তাঁহাতে প্রকাশ পাইবে। শ্রীহরিনামকারী স্বতঃসিদ্ধভাবেই দয়াবান্, সত্য-পরায়ণ, পবিত্র, জিতেন্দ্রিয় ও বিনয়ী। বর্তমানে পাশ্চাত্য

জগতে কলির তাণ্ডবস্বরূপ যে ভীষণ মহামারী চলিতেছে, ইহাতে আধুনিক সভ্যতা যে কিছুতেই বিশ্ব-শান্তি আনিতে পারে না, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই দুর্দিনে বিশ্ববাসী অকপটে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের আশ্রয় গ্রহণ করিলে পরা শান্তি লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারেন। এই মহাবিপ্লবের মধ্যেও সুবুদ্ধি ব্যক্তি হরিকথার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

চন্দন

[*The Amritabazar Patrika ; 6th Nov. 1940 ; Wednesday.*]

Madhwa Gaudiya Math

Annakut Utsab at Dacca

(From our own correspondent)

Dacca, Nov. 4.

At the early dawn of 31st October the City of Dacca was roused by the melodious and loud chanting of the Divine Name by hundreds of devotees marching in procession through the main thorough fares led by Tridandi Sannyasi Srila Bhakti Pradip Tirtha Goswami.

An austere solemnity prevailed in the Annakut festival at Madhwa Gaudiya Math this year. Myriad varieties of Bhog were supplied by the Grihastha devotees of the locality. A rich consignment containing the special delicacies came from Bombay. Varieties of Bhog amounted to about thousand in number, but, unlike previous years, they were offered within the temple covered by screen against visitors' vision. Srila Tirtha Maharaj conducted the Divine service at noon by reading the account of Sree Govardhan Puja of Srila Madhavendra Puripada from "Chaitanya Charitamrita".

Therefore till midnight the Annakut Prasad in "Madhukary" form was distributed among thousands of visitors rich and low and of different communities. At night again the Sanatan Siksha from "Chaitanya Charitamrita" was explained by the Swamiji as usual to the vast audience.

ব্রহ্মসূত্র-লঘুসারঃ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১২শ-১৩শ সংখ্যার পর)

[পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর বি-এ]

অধ্যায়াধিকরণঃ	বিষয়	সংশয়	পূর্ব্বপক্ষ	সিদ্ধান্ত
৪।১।১৩	নিত্যৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্যবান্ আত্মরূপে উপাস্য।	উপাসনা ঐশ্বর্য্যবান্ বুদ্ধিতে অথবা মাধুর্য্য-বুদ্ধিতে ?	ঐশ্বরবুদ্ধিতে।	বিষয়বৎ
	প্রমাণগ্রন্থ :—শ্বেঃ ৪।৭ ; বৃঃ ২।৪।৭			
	প্রতীক পরমেশ নহেন।	ঈশ্বরবৎ মন আদিতে আত্মবুদ্ধি কর্ত্তব্য কি না ?		
	প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৩।১৮।১, ৬ঃ			
	ঈশ্বরে ব্রহ্মদৃষ্টি কর্ত্তব্য।	শ্রীহরিতে ব্রহ্মদৃষ্টি কর্ত্তব্য কি না ?	নহে।	
	প্রমাণগ্রন্থ :—কৃঃ ২।৫।১১			

আঃপাঃঅধিঃসূঃ	বিষয়	সংশয়	পূর্ব্বপক্ষ	সিদ্ধান্ত
৪।১।৫৬	ঈশ্বরের অপ্রাকৃত চক্ষুরাদি সূর্য্যাদির জনক।	ভগবানের চক্ষুরাদিতে আদিত্যাদির জনকত্ব চিন্তনীয় কি না?	নহে।	বিষয়ক

প্রমাণগ্রন্থ :—ঋক্ ১০।৯০

আসনাদির আবশ্যকতা, চিত্তৈকাগ্র্য প্রয়োজনীয়।	আসন বিধান আবশ্যক, অথবা নহে?		

প্রমাণগ্রন্থ :—শ্বেঃ ২।৮, ১।৩ ; ছাঃ ৭।৬।১ ; গীঃ ৬।১১-১৩

দেশাদির নিয়মাভাব।	উপাসনায় দিক্‌দেশ-কালের বিধান আছে কি না?	

প্রমাণগ্রন্থ :—বরাহ পুঃ ; শ্বেঃ ২।১০

মোক্ষলাভের পরেও উপাসনা।	মুক্তি পর্য্যন্ত উপাসনা কর্ত্তব্য ; অথবা মুক্তির পরেও উপাসনা?	মুক্তি পর্য্যন্ত।

প্রমাণগ্রন্থ :—প্রঃ ৪।১ ; ব্রঃ ভাঃ ২।৪ ; তৈঃ ৩।১০ ; লৌপর্ণ শ্রুতি।

৪।১।৭।১৩	ব্রহ্মবিদ্যা প্রভাবে ক্রিয়মাণের অশ্লেষ ও সঞ্চিতঃ পাপের ক্ষয়।	ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত পাপ ভোগদ্বারা বিনাশ অথবা বিদ্যা-প্রভাবে অশ্লেষ ও বিনাশ?	ভোগ ব্যতীত ক্ষয় হয় না।

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৪।১৪।৩, ৫।২৪।৩

পুণ্যেরও অশ্লেষ ও বিনাশ হয়।	পাপের ন্যায় পুণ্যেরও অশ্লেষ ও বিনাশ আছে কিনা?	পুণ্যের ক্ষয় হয় না।

প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ ৪।৪।২২ ; ছাঃ ৮।৪।১ ; গীঃ ৪।৩৭

অনারব্ধ পাপ পুণ্যের বিনাশ পরমেশেচ্ছায় ভক্তের দেহস্থিতি।	অনারব্ধফল ও আরব্ধফল, এই উভয় পাপপুণ্যের ক্ষয় হয় অথবা কেবল প্রথমের?		বিদ্যা দ্বারা উভয়ের নাশ।

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৬।১৪।২ ; ভাঃ ১০।৮৭।৪০

বিদ্যোদয়ে পূর্ব্ব কর্ম্মফলের বিনাশ, বিদ্যাকর্ম্মফলের বিনাশ।	ভক্তজের পুরাতন কর্ম্মের বিনাশহেতু বিদ্যাকর্ম্মেরও বিনাশ হয় কি না?	নাশ হয়।

প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ ৪।৪।২২

৪।১।১৩।১৭-১৯	ক্বচিৎ ব্রহ্মবিত্ ভক্তের ভোগ ব্যতীতও পুণ্যপাপের নাশ।	কোন পুরুষের প্রারব্ধ কর্ম্মও ক্ষয় পাইতে পারে কিনা?	ভোগ ব্যতীত ক্ষয় পায় না।

প্রমাণগ্রন্থ :—কৌঃ ১।৪ ; শাঙ্করভাষ্য ; ছাঃ ৬।১৪।২, ৪।১।১৩-১৪, ১।১।১০ ; তৈত্ত ২।১।১

চতুর্থ অধ্যায়—দ্বিতীয়পাদ

অঃপাঃঅধিঃসূঃ	বিষয়	সংশয়	পূর্বপক্ষ	সিদ্ধান্ত
৪।২।১।১-২	জ্ঞানীদিগের উৎক্রমণরীতি, বাগাদির মনে সংযোগ।	বাক্য বৃত্তিদ্বারা মনে সম্পন্ন হয় অথবা স্বয়ংই সম্পন্ন হয়?	বৃত্তি দ্বারা।	বিষয়বৎ
	প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৬।৮।৬ ; বাঃ ৩।৯, ৪।১			
	মনেরই প্রাণে সম্পন্নতা।	মন প্রাণে অথবা চক্ষে গমন করে?	চক্ষে।	
	প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৬।৮।১ ; বৃঃ ৩।২।১৩			
	প্রাণের জীবে প্রবেশ।	প্রাণ ভেজে অথবা জীবে লীন হয়?		
	প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ ৪।৩।৩৮, ৩।৮।১			
	জীবের পঞ্চভূতে মিলন।	প্রাণসহিত জীব ভেজে অথবা সংহত ভূতসমূহে সম্পন্ন হয়?	ভেজে।	
	প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ ৪।৪।৫ ; ছাঃ ৫।৩।১			
	নাড়ী প্রবেশ পর্যন্ত অজ-বিজের উৎক্রান্তি সমান।	অজ ও বিজের আত্মার উৎক্রান্তি সমান কি অসমান?	সমান নহে।	
	প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৬।৮।৬ ; বৃঃ ৪।৪।৭ ; ছাঃ ৮।৬।৬ ; বৃঃ ৪।৪।২, ৬, ৭ ; কৌঃ ১।৩ ; বৃঃ ৩।২।১০-১১ ; যাজ্ঞ স্মৃঃ ৩।১৫৭			
	বিজের পরব্রহ্মে লয়।	বিজের বাগাদি, প্রাণ ও শরীরে পরিণত সূক্ষ্মকৃত স্ব স্ব কারণে অথবা পরমাত্মায় সম্পন্ন হয়?		
	প্রমাণগ্রন্থ :—বৃঃ ৩।২।১৩ ; ছাঃ ৬।৮।৬			
	পরমাত্মার সহিত প্রাণাদির তাদাত্ম্যাপত্তি।	পরমাত্মার সহিত প্রাণাদির মিলন সংযোগাপত্তি অথবা তাদাত্ম্যাপত্তি?	সংযোগাপত্তি।	
	প্রমাণগ্রন্থ :—ব্রঃ ৩৫			
	বিদ্বানের সুষুম্না নাড়ী-প্রবেশ।	শতাধিক সুষুম্না নামক একটী নাড়ী দ্বারা বিদ্বানের গতি ও অপরগুলি দ্বারা অবিদ্বানের গতি কিনা?	নাড়ীগুলির সূক্ষ্মতা ও বহুত্বহেতু অসম্ভব।	
	প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৮।৬।৬ ; কঃ ২।৬			
৪।২।১।১৮-১৯	দিবা বা রাত্রিতে মৃত্যু হইলে বিদ্বানের কর্মানুসারী সূর্য্যলোকাপ্তি।	দিবায় মৃতের গতি সূর্য্যলোক পর্যন্ত অথবা রাত্রিতেও?	দিবা মৃতের।	
	প্রমাণগ্রন্থ —ছাঃ ৮।৬।৫-৬, ৭।৬।২ ; শ্রুতি			

অঃপাঃঅধিঃসূঃ	বিষয়	সংশয়	পূর্বপক্ষ	সিদ্ধান্ত
৪।২।১৩।২০-২১	দক্ষিণায়নেও মৃত বিদ্বানের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি। ২০	দক্ষিণায়নে মৃত বিদ্বানের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় কি না?	প্রাপ্য না।	সিদ্ধবৎ

প্রমাণগ্রন্থ :—গীঃ ৮।২৩-২৭

চতুর্থ অধ্যায়—তৃতীয় পাদ

বিদ্বানের একই অর্চিরাদি পথে ব্রহ্মলোক-লাভ।	ব্রহ্মলোকের পথ নানাবিধ অথবা একই অর্চিরাদি?	

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৪।১৪।১-৬ ; কৌঃ ১।৩ ; বৃঃ ৬।২।১৫ ; মুঃ ১।২।১১ ; ছাঃ ৫।১০।১ ; ব্রহ্মতর্ক

পথের ত্রয়োদশ সোপান।	বায়ু অর্চিরাদি পথে সন্নিবেশ্য বা নহে?	নহে।

প্রমাণগ্রন্থ :—কৌঃ ১।৩ ; বৃঃ ৬।২।১৫

তড়িতের পর বরুণলোক।	ঐ পথে বরুণলোক সন্নিবেশ্য কিনা?	

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৪।১৪।৫

ইহা আতিবাহিক দেবগণ।	অর্চিরাদি পথচিহ্ন, অথবা ব্যক্তিবিশেষ অথবা বিশ্বক্ষণের পরিচালক?	

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৪।১৪।৫

ভগবৎপার্ষদগণ বিদ্বান্‌কে বিদ্যুল্লোক হইতে বৈকুণ্ঠে লয়েন।	ভগবৎ-প্রেরিত অমানব পুরুষ অর্চিলোক অথবা বিদ্যুল্লোক পর্যন্ত আসিয়া বিদ্বান্‌কে লইয়া যান?	অর্চি পর্য্যন্ত।

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৪।১৪।৫

বাদরিমতে বিদ্বানের চতুর্মুখ ব্রহ্মার লোকাপ্তি।	ব্রহ্মধাম বলিতে পরব্রহ্মধাম অথবা চতুর্মুখ ব্রহ্মধাম?	পরব্রহ্মধাম।

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৮।১৪।১ ; বৃঃ ৬।২।১৫ ; তৈঃ ৩।১।১ ; স্মৃতি

জৈমিনিমতে উহার পরব্রহ্মধামে গমন।	ঐ	চতুর্মুখ ব্রহ্মধাম।

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৮।১২।৩ ; ছাঃ ৪।১৪

বাদরায়ণমতে পরব্রহ্মের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপাসকের বৈকুণ্ঠ।	প্রতীকালম্বন পুরুষের ও সমিষ্টাদির সদ্যঃ গতি কি না?	অসমান।

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৪।১৫, ৮।১২।৩, ৪।১৫, ৮।১৩

আঃ:পাঃ:অধিঃ:সূঃ	বিষয়	সংশয়	পূর্ব্বপক্ষ	সিদ্ধান্ত
৪।৩।৯।১৬	কোন কোন ব্রিবর্গেকের শ্রীহরি-কর্তৃক স্বধামে আনয়ন।	নিরপেক্ষ ভক্তও আতিবাহিক - আতিবাহিকগণের দেবগণের সহিত অথবা স্বয়ং সহিত। ভগবানের সহিতই পরমপদ পায় ?		বিরহবৎ

প্রমাণগ্রন্থ :—গোঃ তাঃ ; গঃ ৭।৬-৭ ; বরাহ পুঃ

চতুর্থ অধ্যায়—চতুর্থ পাদ

জীবের গুণাষ্টকবিশিষ্ট স্বরূপোদয়।	মুক্তিতে জীবের দেবাদিবৎ দেহের সম্বন্ধ অথবা স্বাভাবিক দেহের আবির্ভাব ?	নূতন দেহ।	

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৮।১২।৩ ; তৈঃ ২।৭ ; ছাঃ ৮।৭-১২ ; ৮।১১।৩

মুক্তজীবের পুরুষোত্তমে সহযোগ।	মুক্তজীবের সালোক্য অথবা সাযুজ্য লাভ ?	সালোক্য।

প্রমাণগ্রন্থ :—মুঃ ৩।২।৮ ; মহানারাঃ ২৪।১৮০ ; কঃ ৪।১৪

জৈমিনিমতে ঈশ্বরের গুণাষ্টক মুক্ত জীবে উপলব্ধ হয়।	মুক্তজীব গুণবিশিষ্ট হন, অথবা চিন্মাত্র কিংবা উভয় ?	চিন্মাত্র।

প্রমাণগ্রন্থ :—পাণিনি ৪।২।৬৮ ; ছাঃ ৮।৭।১ ; শ্বঃ ; মুঃ ৪।৪।১৩

ব্যাসমতে জীব চিন্মাত্র হইয়াও গুণাষ্টকযুক্ত হয়েন।

প্রমাণগ্রন্থ :—মুঃ

মুক্ত জীবের সংকল্পমাত্রেই ভোগ।	জীবাত্মার প্রাপ্তিগণের প্রাপ্ত্যাদি নিয়মপূর্ব্বে অথবা কেবল ইচ্ছামাত্রে ?	প্রযত্নসাপেক্ষ।	

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৮।১২।৩, ৮।২।১

মুক্তজীব বিধিনিষেধ-অতীত, কেবল পরেশাধীন।	পুরুষোত্তম ব্যতীত অন্যের নিয়ম্য অন্যনিয়ম্য মুক্তজীব কি না ?		
৪।৪।৭।১০-১২	মুক্ত জীবের অবিগ্রহত্ব ও সবিগ্রহত্ব যুগপৎ সিদ্ধ।	মুক্তের বিগ্রহ আছে কি নাই ?	বিগ্রহ নাই।

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৮।১২।১; তাঃ; ছাঃ ৭।২৬।২; মুঃ ২।৪।১৩; মাধ্যন্দিন শ্রুতি

৪।৪৮।১৩-১৪	অবিগ্রহ মুক্তেরও মানস সুখ অপরিহার্য্য।	মুক্তের ভোগ সম্ভব অথবা অসম্ভব ?	অসম্ভব।

প্রমাণগ্রন্থ :—তৈঃ ২।১।১

৪।৪।১৪-১৬	মুক্ত জীবের সর্ব্বজ্ঞতা।	মুক্তজীবের সর্ব্বজ্ঞতা সম্ভব অথবা অসম্ভব ?	অসম্ভব।

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৭।২৬।২; মুঃ ৪।৩।২১; শ্বেঃ ৪।১৮; ছাঃ ৬।৮।১, ৬।৮।৬, ৮।৩।৩, ৮।১২।৪

অধ্যায়:অধিকরণ:	বিষয়	সংশয়	সিদ্ধান্ত
৪।৪।১০।১৭-২১	সৃষ্ট্যাদি ব্রহ্মকার্য্য ও তদ্ব্যতীত সকল কার্য্যে মুক্তের যোগ্যতা।	মুক্তজীব অসৎপ্রষ্টা হইতে পারে কি না?	বিষয়বৎ

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৮।১৬, ৮।২১; মুঃ ৩।১।৩; তৈঃ ৩.১।১, ২।৬।১, ১।৪।৩; ছাঃ ৭।২৫।২; কঃ ৫।১; ভাঃ ; গীঃ ১৪।২৭; মুঃ ৩।১।৩; তৈঃ ২।১।১

তত্ত্বজ্ঞানের সহিত উপাসনা-দ্বারা হরিলোকগত জীবের অনুসন্ধাবৃত্তি।	মুক্তি ক্ষয়যোগ্যা বা অক্ষয়?	ক্ষয়যোগ্যা।

প্রমাণগ্রন্থ :—ছাঃ ৪।১৫।৬, ৮।১৫।১; গীঃ ৮।১৫, ১৬, ১৭; ভাঃ

প্রমাণগ্রন্থের নামসংক্ষেপ :—ছাঃ—ছান্দোগ্যোপনিষৎ, বৃঃ—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, মুঃ—মুণ্ডকোপনিষৎ, মনুঃ—মনুসংহিতা, গীঃ—গীতা, শ্বেঃ—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, গোঃ তাঃ—গোপালতাপনীয়োপনিষৎ, তৈঃ—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, বৃঃ সং—বৃহৎসংহিতা, মহাভাঃ—মহাভারত, কূ বা কূর্ম—কূর্মপুরাণ, পূঃ মীঃ—পূর্ব্বমীমাংসা, ভাঃ—শ্রীমদ্ভাগবত, পাঃ—পাণিনি, কঃ—কঠোপনিষৎ, ঐতঃ—ঐতরেয়োপনিষৎ, সুঃ—সুবালোপনিষৎ, বিঃ পুঃ বা বিষ্ণুপুঃ—বিষ্ণুপুরাণ, প্রঃ—প্রশ্নোপনিষৎ, কৌঃ—কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষৎ, স্কন্দপুঃ—স্কন্দপুরাণ, ঈঃ—ঈশোপনিষৎ, মাঃ—মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, বরাহ পুঃ—বরাহপুরাণ, ব্রহ্মবৈঃ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, চূঃ—চূলিকোপনিষৎ, পদ্মপুঃ—পদ্মপুরাণ, ভাষবেঃ—ভাষবেয়প্রতি, কেঃ—কেনোপনিষৎ, ঋঃ—ঋগ্বেদ, সামঃ—সামবেদ, যজুঃ—যজুর্ব্বেদ, সাং—সাংখ্যদর্শন, কারিকা—সাংখ্যকারিকা, মহোপঃ—মহোপনিষৎ, বামনপুঃ—বামনপুরাণ, মহানাঃ—মহানারায়ণীয়োপনিষৎ, ব্রহ্মাণ্ড পুঃ—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ভবিষ্য পুঃ—ভবিষ্যপুরাণ, গর্ভোপঃ—গর্ভোপনিষৎ, মৎস্য পুঃ—মৎস্যপুরাণ, ব্রহ্মসং—ব্রহ্মসংহিতা, অথর্বশিরা—অথর্বশিরা উপনিষৎ, ব্রহ্মবিন্দু—ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ, ব্রহ্ম পুঃ—ব্রহ্মপুরাণ, অগ্নিপুঃ—অগ্নিপুরাণ, চতুঃশিখাঃ—চতুর্ব্বেদশিখোপনিষৎ, রামতাঃ—রামতাপনীয়োপনিষৎ, নৃসিংহতাঃ—নৃসিংহতাপনীয়োপনিষৎ, তৈঃ ব্রাঃ—তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণোপনিষৎ, জবালা—জবালোপনিষৎ, শাট্যায়ন—শাট্যায়নসংহিতা, যাজ্ঞঃ—যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীল গৌরকিশোর বিরহোৎসব

অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী-পুরী শ্রীগুরুপাদপদ্মপদ্মের কৃপায় ও গৌড়ীয়মিশনের গভর্নিংবডির প্রচেষ্টায় শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর অভিন্ন বিগ্রহ ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের বার্ষিক শ্রীহরিকীর্ত্তন-স্মরণোৎসব ও পরমগুরুদেব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহামহোৎসব প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসুর হৃদয়ে অকপট সেবোন্মুখিনী সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চার করিয়া অতি সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় আমরা জানিতে পারিয়াছি—মহারম্ভ বৈষ্ণব-মহোৎসবের সাফল্য নহে, হরিসেবার জন্য প্রত্যেক আত্মার উন্মেষন ও উন্মুখতাই উৎসবের সাফল্য। এই উদ্দেশ্যেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এবং বৈষ্ণবস্মৃতিশাস্ত্র 'জন্ম-দিনাদি মহোৎসব নাম্না ভক্তগণ' (চৈঃ চঃ ম ২৪।১৪৩) এই সাধন-ভক্ত্যাঙ্গের প্রকট করিয়াছেন। শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে মহারম্ভের অনুত্তম ভক্ত্যাঙ্গের মধ্যে গণিত হইয়াছে। (পূঃ বিঃ ২য় লহরী) পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় প্রত্যেক শুদ্ধভক্তি-সম্ভারামে সেই আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া হরিস্মরণ-মহোৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছে। পরমপূজনীয় শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ এবৎসর ঢাকা নগরীতে শুভবিজয় করিয়া শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর গুরুবর্গের সেই মনোহভীষ্টের আদর্শ প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসুর হৃদয়ে প্রকট করিয়াছেন।

উত্থান একাদশী দিবস অধিবাসের পরমভক্তদেব শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের বিরহোৎসব অহোরাত্র প্রণবং-হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে উদ্যাপিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ সমস্তক্ষণ অক্লান্তভাবে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের বাণী কীর্ত্তন ও তৎসহ নর্ত্তন করিয়া সকলকে সর্ব্বক্ষণ যথাযোগ্য শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। ঐ দিবস রাত্রিতে 'গৌড়ীয়' সম্পাদক পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের পুনর্জ্জীবনসঞ্চারিণী বীর্য্যবতী বাণী, উপদেশ ও অনবদ্য আদর্শ কীর্ত্তন করিয়া শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববর্গের আনুগত্যে শ্রীশ্রীপরমগুরুপাদপদ্মের শ্রীবিগ্রহ-মহোৎসবের পূজা সম্পন্ন করিয়াছেন। সকলের হৃদয়েই শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মসহ শ্রীগুরুবর্গের আদর্শ পুনরায় উজ্জ্বলরূপে প্রকটিত হইয়াছে ও তাহা আচরণমুখে অনুসরণ করিবার জন্য প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু পুনঃ প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের শুভবিজয়ে শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয়মঠটী শ্রীভক্তিপ্রদীপোদ্ভাসিত হইয়া পুনরালোকিত, সজীব চেতনময় হরিকীর্ত্তন-মুখরিত হইয়াছে। ছত্রে ছত্রে অভিব্যক্ত নবশ্রী, সেবোন্মুখতা, শ্রীশ্রীগুরুবর্গের মঙ্গলময়ী শিক্ষা অনুসরণের জন্য আর্ত্তি, উৎসাহ ও অকপট দৈন্য প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামীর হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীউত্থান একাদশীর ও পরবর্ত্তিনী মহাদ্বাদশীর উপবাস করিয়া শ্রীশ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, সমস্ত মঠ-সেবক ও বৈষ্ণবমণ্ডলীর সঙ্গে সপার্ষদ শ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীপদাঙ্কানুসরণে শ্রীমঠের শ্রীনামব্রত-শ্রবণ-সদনে উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন, বেড়া-নৃত্য, শ্রীতুলসীমঞ্চকে কেন্দ্র করিয়া 'ঙ' আকারে বেড়ানৃত্য ও উদ্বাহ হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্যযোগে জীবের হৃদয়-পাষণ্ডকে বিগলিত করিয়াছেন। বহু শুকৃতিমান্ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীশ্রীল গোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখবাণী শ্রবণ করিয়া বক্তাভিভূত হইয়াছেন।

স্থানীয় ব্যাপটিষ্ট মিশনের প্রধান প্রচারক মিঃ নর্থফিল্ড শ্রীশ্রীল তীর্থ-গোস্বামী মহারাজের সহিত ঐ দিবস অপরাহ্ণে সাক্ষাৎ করিতে আসেন। শ্রীল তীর্থ-গোস্বামী মহারাজের সহিত তাঁহার যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা প্রবন্ধান্তরে প্রকাশিত হইবে।

সোমবার অপরাহ্ণ ৬।০ ঘটিকায় স্থানীয় বার লাইব্রেরীতে শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক "জীবন-সংগ্রামে শ্রীচৈতন্যদেব" শীর্ষক একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। সভায় বহু সজ্জন ব্যক্তি, বারের উকীলগণ ও বহু ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। 'গৌড়ীয়' সম্পাদক মহাশয় শ্রীল গোস্বামী মহারাজের পরিচয়-প্রদানমুখে "জীবন সংগ্রামে শ্রীচৈতন্যদেব" সম্বন্ধে কিছুকাল প্রারম্ভিক কএকটী কথা বলিয়া শ্রীল মহারাজের বাণী-শ্রবণের জন্য সকলকে আহ্বান করেন। শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ সুযুক্তিপূর্ণা হৃদয়গ্রাহিণী আবেগময়ী বীর্য্যবতী ভাষায় প্রায় দুই ঘণ্টাকাল মানবের মাতৃগর্ভাবস্থা হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এবং মৃত্যুর পরবর্ত্তিকালেও জীবনসংগ্রামের জলন্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা-বরণের অপরিহার্য্যতা সকলের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেন। শ্রীল গোস্বামী মহারাজের বক্তৃতার পর ঢাকাবাসীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেন, এম্-এ মহাশয় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতামুখে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

গত ২৬শে কার্ত্তিক গৌরত্রয়োদশী দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের শ্রীপদাঙ্কানুসরণে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরবিহিত কীর্ত্তন, শ্রীনগরসংকীর্ত্তন ও বেড়ানৃত্য-কীর্ত্তন এবং হরিকথা-কীর্ত্তন হইতে থাকে। অবিরাম শ্রীহরিকীর্ত্তনের মধ্যে সহস্র সহস্র আবালবৃদ্ধবনিতা শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করেন। সমস্ত মঠটী মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত কৃষ্ণ-কোলাহলে মুখরিত ছিল। এরূপ জনতা শ্রীমায়াগৌড়ীয়মঠের প্রকটাবধি এপর্য্যন্ত আর কেহ দর্শন করেন নাই। ইহা উপস্থিত সজ্জনগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের শুভবিজয়ে সমস্ত ঢাকা নগরীতে এমন একটি সাড়া পড়িয়া গিয়াছে যে, কেবল ঢাকা সহর নহে, ঢাকার পারিপার্শ্বিক শত-শত গ্রাম এবং পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রত্যহ শত-শত ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়া হরিকথা শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন। শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজের কৃপার অবধি নাই। তিনি শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের অনুজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া ঢাকাবাসীর ঢাকুনি সত্য সত্যই উন্মোচন করিবার জন্য যে সকল প্রচেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে অনেকের হৃদয়েই আশাবন্ধ সঞ্চার হইয়াছে।

আগামী ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৯শে নভেম্বর মঙ্গলবার, ঢাকা 'জগন্নাথ ইণ্টার মিডিয়েট' কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলীর আগ্রহাতিশয্যে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ তথায় ইংরেজী ভাষায় "Duty of a Jiva-Soul" শীর্ষক একটী বক্তৃতা করিবেন। ইহার পর শ্রীল গোস্বামী মহারাজের ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে ও চট্টগ্রাম শ্রীবিশ্বানিধি গৌড়ীয়মঠে শুভবিজয়ের কথা আছে। যদি স্বামীজী মহারাজের তত্তৎ-প্রদেশে শুভাগমন হয়, তাহা হইলে সুকৃতিমান্ ব্যক্তিগণের হরিকথা-শ্রবণের পরম সুযোগ লাভ হইতে পারে।

ভ্রম-সংশোধন—১৯শ খণ্ড, ১৪শ সংখ্যা ১৫৮ পৃঃ, ২য় স্তম্ভ, ৩০ পংক্তিতে 'হইবে' স্থলে 'হইবে না' হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

এবমাত্মবিদাং শ্রেষ্ঠা পূর্ব্বেষামনুবর্ত্মনাম্।
নির্ব্বন্ধঃ ন্যায়তঃ পুংসঃ পরতোষস্তদুত্থয়া ॥
আত্মতন্ত্রৈঃ সমস্তৈস্তৈঃ
বিধেয়স্তু সতাং যথা।

আপন্নিবর্ত্তনী বৃত্তা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
পুরুষৈঃ পরিকীর্ণা বৈ তন্ত্রেণ তন্ত্রযাজিনা।
—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
'বিধি' নিয়ে কুলে তন্ত্রে ॥

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭ ; ৩০শে নভেম্বর, ১৯৪০ | ১৭শ-১৮শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত হইবার যোগ্যতা ও নিয়মাবলী

(গৃহত্যাগিগণের জন্য)

যাঁহারা বাস্তব আত্মমঙ্গল বরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীগৌরাবির্ভাব-ভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠ ও তদনুগত শাখামঠসমূহে অথবা শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠানে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, কিংবা করিতে ইচ্ছা করেন, অথবা যাঁহারা শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী, কিংবা আত্মমঙ্গলাভিলাষী বিরক্ত সেবকানুসেবকরূপে গণিত হইবার আশা পোষণ করেন, তাঁহাদের জন্য নিম্নলিখিত নিয়মাবলী শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীগুরুবর্গের আদর্শ, আচার, সিদ্ধান্ত ও আদেশানুসারে নিম্নে বিবৃত হইল। যাঁহারা এই সকল আদেশ-পালনে নিষ্কপটভাবে উৎসাহ প্রদর্শন ও তজ্জন্য সুদৃঢ়তার সহিত যত্ন করিবেন, তাঁহাদিগকে শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত সেবক বলিয়া গ্রহণ করা হইবে। নতুবা, কেবল দীক্ষা-গ্রহণাভিনয় কিংবা হরিনাম-গ্রহণের অভিনয় অথবা আশ্রমোচিত চিহ্নাদি-গ্রহণের অভিনয়কারী হইয়া মৌখিক ভাবে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত বলিয়া পরিচয়-প্রদানকারী ব্যক্তিকে স্ব-পরমঙ্গলবিমুখ জানিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবগণ ঐরূপ অন্যাভিলাষী ব্যক্তির সহিত কোন প্রকার পারমার্থিক সঙ্গ করিবেন না। সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত চেতন যেখানে পূর্ণতম চেতনের অহৈতুকী সেবা করেন, যথায় মিশ্র-চেতনাভাসের বহির্ম্মুখী ক্রিয়া বা চিজ্জড় সমন্বয়-চেষ্টা নাই, তাহাই শ্রীচৈতন্যমঠ। শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিতগণই শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব।

নিয়মাবলী

১। সর্ব্বশাস্ত্রচক্রবর্ত্তি-চূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবত ও সচ্ছাস্ত্র-সমূহে, তদনুগ শ্রীগৌড়ীয় গুরুবর্গের শ্রীগ্রন্থসমূহে, শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মে, শ্রীবৈষ্ণবে, শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণে, শ্রীধামে,

শ্রীবিগ্রহে ও শ্রীহরিনামে অচল ও অকপট শ্রদ্ধা শ্রীগৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের প্রথম সোপান।

২। অন্যাভিলাষশূন্যতা আধ্যক্ষিকতা ও দার্ষ্টিকতা শ্রীগৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ-পথের সর্ব্বপ্রধান অর্গল।

৩। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের সহিত নিজেকে সমান-জ্ঞান; মাৎসর্য্যবশতঃ তাঁহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা; তাঁহাদের প্রতি কপট ব্যবহার; পূর্ব্বাশ্রমের রক্ষকতা, যোগ্যতা, ধন, মান, প্রতিষ্ঠার গর্ব্ব; কনক, কামিনী বা কোন প্রকার পার্থিব লাভ-পূজা-কামনা; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষাদি-কামনা; নিশ্চিন্তভাবে শান্তিময় জীবন-যাপনরূপ ভোগের অভিলাষ; কপটতা বা সাংসারিক অশান্তিপূর্ণ জীবনকে অযত্নপ্রাপ্ত ও নিশ্চিন্ত সুখাবহ জীবনরূপে পরিণত করিবার অভিলাষ; অথচ ভগবান্ বা ভগবানের সেবার প্রতি অনুরাগের একান্ত অভাব; শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিয়ামকত্ব পূর্ণভাবে বরণ করিতে অনিচ্ছা; কুটিলতা, আত্মম্ভরিতা, নিজমঙ্গল-লাভের জন্য সাধনের প্রতি অমনোযোগ এবং পূর্ব্বাশ্রমের দৈহিক আত্মীয়-স্বজন, দেশ, সমাজ বা দ্রবিণাদির প্রতি আসক্তি-ত্যাগের অনুকূল উপায়সমূহ-গ্রহণে অনিচ্ছা শ্রীচৈতন্যমঠে প্রবেশের অনধিকার বা অযোগ্যতা প্রমাণ করে।

৪। বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব-স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিয়া অহরহ শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্রীহরি-ভজনের জন্য আত্মনিবেদন প্রত্যেক মঠবাসীর অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

৫। উক্ত প্রকার অসাধুগণের নিন্দার আনন্দ উপভোগ ও তজ্জনিত অভিনিবেশও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গরূপে গণ্য। উহা হইতে মঠবাসী সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন।

৬। পুরুষাভিমান অর্থাৎ 'এই জড়শরীরই আমি; আমি ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র; পুরুষ বা স্ত্রী'—এইরূপ অভিমান হইতে যোষিৎ-সঙ্গ হয়। পুরুষাভিমানকারী জীব লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতিযোগী; অতএব প্রকৃত স্ত্রীসঙ্গী। 'আমি শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের নিত্য দাসানুদাস; উপাধিরহিত অনুচেতন; এই জড়দেহ আমার আবরণ (পোষাক)-স্বরূপ, ইহা তাঁহাদের সেবার আনুকূল্যেই সর্ব্বতোভাবে ব্যয় করিব।',—এইরূপ অভিমান প্রবল হইলেই স্ত্রী-সঙ্গ ও স্ত্রী-সঙ্গীর দুঃসঙ্গ হইতে অনায়াসে আত্মরক্ষা করা যায়। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতগণের এইরূপ অভিমান প্রবল থাকিবে এবং তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইবে।

৭। "ভাল-মন্দ খাই, পরি, যেবা চিন্তাগোন"—এইরূপ নিশ্চিন্তভাবে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহকারী ব্যক্তি মঠবাসের অভিনয় করিয়াও বহির্ম্মুখ গৃহব্রতগণের ন্যায় সংসার-বাসনার দ্বারা চালিত হইবে। মঠবাসিগণ সর্ব্বদা আত্মমঙ্গলের জন্য চিন্তান্বিত ও অভিনিবেশযুক্ত থাকিবেন; অন্যথা সর্ব্বদা কৃষ্ণ-ভজনের অভাব-বোধ তাঁহার অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত করিবে। কেবল নিয়মিত ক্রিয়া-কলাপ বা অনুষ্ঠানের পরিচালনার দ্বারাই মঠবাসীর কৃত্য সমাপ্ত হয় না। উত্তরোত্তর সেবোন্মুখতা-বৃদ্ধি, শ্রীবৈষ্ণবে ও শ্রীনামে নিষ্ঠা ও রুচি-বৃদ্ধি, নিজের প্রতি ও জীবের প্রতি দয়া করিবার জন্য স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতে থাকিবে।

৮। প্রত্যেক মঠবাসী প্রত্যহ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের অকপট আনুগত্যপূর্ণ সঙ্গ করিয়া তাঁহার উপদেশ দৈনন্দিন জীবনে পূর্ণভাবে পালন করিবার জন্য যত্নবান্ থাকিবেন। কেবল উপদেশ শ্রবণ করিয়া নীরব থাকিলে মঙ্গল লাভ হইবে না; তাহা আচরণে প্রতিফলিত করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার আনুকূল্য-গ্রহণ ও প্রাতিকূল্য-বর্জ্জন এবং তজ্জন্য শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করিবেন। নিজের প্রাকৃত নৈপুণ্য, সামর্থ্য বা যোগ্যতার জন্য কখনও কোন প্রকারে দাম্ভিকতা পোষণ করিবেন না।

৯। যেস্থানে মঠবাসীর পক্ষে প্রত্যহ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের সঙ্গ-লাভের সুযোগ না ঘটে, সে স্থানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীসনাতন-রূপ-রঘুনাথ, শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু, শ্রীল নরোত্তম, শ্রীল বিশ্বনাথ, শ্রীল বলদেব-প্রমুখ পূর্ব্ব গুরুবর্গের শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-গ্রন্থরাজির সঙ্গ করিবেন এবং প্রত্যেকেই বৎসরে একাধিকবার শ্রীধাম মায়াপুরে অথবা নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-গণ যেস্থানে থাকেন তথায় পূর্ব্বে তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের নিকট অভিগমনপূর্ব্বক সেবোন্মুখতার সহিত পরিপ্রশ্ন ও তাঁহাদের বাণী শ্রবণ করিবেন। নিষ্কপট সেবোন্মুখ দেখিলে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণই কৃপাপূর্ব্বক অযাচনা-

মধুর বাণী ও প্রচুর মঙ্গলময় উপদেশ এবং তৎপালনে প্রভূত শক্তি-সঞ্চার করিবেন।

১০। যতটা অনর্থ মুক্তি হইতে থাকিবে, ততটাই শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সহিত সম চিত্ত-বৃত্তি প্রকাশিত হইবে; তখন সহস্র সহস্র মাইল দূরে থাকিয়াও শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গ-বিমুক্তি হয় না; তখন কোন অভাভিলাষ থাকে না। কিন্তু, অপক্কাবস্থায় কপটতা করিয়া উহার অনুকরণ করিলে আত্ম-বঞ্চিত হইতে হয়।

১১। মঠবাসিগণ প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—এই চারিটী বস্তুদ্বারা সর্ব্বক্ষণ আত্মমঙ্গল ও পরমঙ্গলে অনুরাগী থাকিবেন। প্রাণদানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান, প্রাণদান অর্থে সর্ব্বস্ব-দান, সর্ব্বাত্মনিক্ষেপ বা পূর্ণ শরণাগতি: পূর্ণ শরণাগত হইয়া বাক্যদান করিলে অর্থাৎ আচরণময় বাক্যদান করিলে তদ্দ্বারা নিজের ও পরের প্রকৃত মঙ্গল হয়। অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন-দান—সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠান-ফল সমর্পণ। মঠ-বাসিগণ যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিবেন, তাহারও ফল অর্পণ করিয়া শুদ্ধভক্তি যাজন করিলেই 'আগে অর্পিবা সভা পশ্চাৎ জিয়েত' নবধা ভক্তির সম্বন্ধে এই শ্রীল স্বামি-বাক্যের পালন হইবে। প্রাণ ও অর্থ অপেক্ষা উত্তরোত্তর নিম্ন-স্থান বুদ্ধি ও বাক্য-দান। মঠবাসিগণের বুদ্ধি শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা-ময়ী হইবে, তাহাই সুবুদ্ধি। সেইরূপ সুবুদ্ধিসম্পন্নেরই কৃষ্ণ-প্রেমের উদয় হয়। অভাভিলাষীর চতুরতা বা কপটতা আত্মবিনাশিকা। বাক্যদান সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নতম দান। বাক্য-দানে বিশেষ কিছু ব্যয় নাই; মঠবাসীর প্রত্যেক বাক্য বা অপরের প্রতি উপদেশ আচারময় হইবে। আচাররহিত বাক্যবাগীশতা প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষার জননী। আচরণময়ী শ্রৌত-বাণীর অনুকীর্ত্তনই আত্মমঙ্গল ও পরমঙ্গলকর।

১২। **আচরণশাঠ্য ও শ্রমশাঠ্য সযত্নে নিষ্কপট ভাবে পরিহার** করিয়া প্রত্যেক মঠবাসী কমপক্ষে **প্রত্যহ অন্ততঃ ষোল ঘণ্টা শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা** করিবেন। প্রত্যেক মঠবাসী প্রত্যহ **নির্ব্বন্ধসহকারে শ্রীহরিনাম** গ্রহণ করিবেন। যাঁহাদের দেহে বল ও যৌবন আছে, তাঁহারা যদি পরিশ্রমকর শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সেই দৈহিক বলের যথার্থ নিয়োগ ও সদ্ব্যবহার না করেন, তৎপ্রতি নিবৃত্তি প্রদর্শন করেন, কূর্ম্মের ন্যায় সমস্ত ইন্দ্রিয় সঙ্কুচিত করিয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই ইন্দ্রিয়-সর্পগুলিই তাঁহাদিগের প্রতি হলাহল (বিষ) উদ্গীরণ করিবে অর্থাৎ অবৈধ পাপের-পাপপ্রবৃত্তি বাড়াইয়া তাঁহাদিগকে পাপ-পাষণ্ড কার্য্যে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসিবে। এইজন্য শারীরিক শক্তি ও যৌবনসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে কঠোর পরিশ্রম-জনক শ্রীহরিসেবোপযোগী শাক-সব্জী, শস্যাদির জন্য ক্ষেত্র-কর্ষণ, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবার জন্য মাধুকরী ভিক্ষা, গো-সেবা, বাসন-মাজা, শ্রীহরিসেবার জন্য শ্রীধামে বা অন্য অনুকূল স্থানাদিতে গমনাগমন ও রন্ধনাদি সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। ইহাতে তাঁহাদের বলের ক্ষয় হইলে তাঁহাদের পরম মঙ্গলই হইবে। যাঁহাদের সেরূপ স্বাস্থ্য নাই, তাঁহারা পাছে কেবল শরীরের চিন্তা করিয়া অধিক দেহারামী ও দেহাত্মবোধে নিবিষ্ট হইয়া না পড়েন, এইজন্য তাঁহাদিগকেও সর্ব্বক্ষণ সেবাকার্য্যে অভিনিবিষ্ট থাকিতে হইবে। শ্রীমঠসেবাময় জীবনে কোন প্রকার বিশ্রাম বা পেন্সন-ভোগ নাই। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী মহারাজ বলিতেন,—"বাবু ও বিলাসিগণের শরীরেই ব্যাধি-সমূহ নানাপ্রকার যত্ন এবং উত্তম উত্তম খাদ্য ও পরিচর্য্যাদি পাইয়া বংশ-পরম্পরায় নিত্য বাসস্থান স্থাপন করিয়া থাকে। কিন্তু, যাঁহারা শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত থাকিয়া দেহের প্রতি স্বভাবতই অমনোযোগী থাকেন, অভ্যাসে মাত্র দেহব্যাপার নির্ব্বাহ করেন, দেহকে প্রাণের সহিত শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় বলি-দান করেন, যাঁহারা বিক্রীত পশুবৎ শরণাগত, আধি-ব্যাধি তাঁহাদের ভজনের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, বরং অনুকূলই হইয়া থাকে।"

১৩। প্রত্যেক মঠসেবকেরই নিরপেক্ষ অর্থাৎ অন্যের সেবা গ্রহণ না করিয়া নিজের দৈহিক কার্য্যসমূহ নিজেরই নির্ব্বাহ এবং অপর বৈষ্ণবের সেবায় উন্মুখ থাকা কর্ত্তব্য। তবে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাস করিলে নিরপেক্ষতা রক্ষা করা সম্পূর্ণ-ভাবে সম্ভব হয় না, এজন্য যথাসাধ্য নিরপেক্ষ হইয়া ও দৈহিক অনাবশ্যক ব্যাপারগুলির সঙ্কোচ করিয়া সেবানুকূল জীবন যাপন করিতে হইবে।

১৪। মঠবাসিগণ শ্রমশাঠ্য ও আচরণশাঠ্যকে অভিশাপের ন্যায় সুদূরভাবে পরিত্যাগ করিবেন। যে-স্থানে হস্ত, পদাদি সঞ্চালন করিয়া সেবা করিবার প্রয়োজন, সে স্থানে কৃপণতা করিলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। 'লাল, নীল পেন্সিল লইয়া 'গৌড়ীয়ে' বা শ্রীগুরুবর্গের গ্রন্থাদিতে খুব দাগ দিলাম, আর

একমুষ্টি মাধুকরী ভিক্ষা আনিয়াই ভিক্ষার নিয়ম রক্ষা করিলাম'—এইরূপ আত্মপ্রবঞ্চনা ও প্রমপাঠোর দ্বারা কখনই কেহ ভজনে অগ্রসর হইতে পারিবে না। 'গৌড়ীয়ে' দান দেওয়া অপেক্ষা হৃদয়ে আরও অধিক গভীরভাবে সর্ব্বক্ষণ দান দেওয়াই কর্ত্তব্য। যে কেবল বাহিরে 'গৌড়ীয়ে' দান দিবে ও নির্জ্জনে থালা টানিবে, সেই আত্মগ্রস্ত ব্যক্তি মঠ-বাসী নহে, সে ব্যক্তিগত ভজনের ছলনায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদের অভীপ্সিত শ্রীনামহট্টের বিরুদ্ধা-চরণকারী। মঠসেবার নামে নানা আকারে নিজের কিছু ভাগ বসাইবার চেষ্টাও কর্ম্মকাণ্ড। আমার দাসপিতের সেবা, নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহারাদির ব্যাঘাত না হউক, এজন্য সামান্য কিছু পরিশ্রম বা মঠবাসের অভিনয়ও কর্ম্মকাণ্ড। কৃষ্ণসেবার শতকরা শতভাগই দিতে হইবে।

১৭। মাধুকরী ভিক্ষাই প্রকৃত ব্রাহ্মণতা। ব্রাহ্মণতা অত্যন্ত কমিয়া গেলে ক্ষাত্র ও বৈশ্যনীতির প্রতি আদর হয়। রাজধানী বা বৃহৎ নগরে মঠ চালাইতে হইলে বৈশ্যনীতিমূলক চাঁদা বসাইবার ও আদায় করিবার প্রয়োজন হয়। যাঁহারা চাঁদা দান করেন, তাঁহারাও মনে করিতে পারেন—'যদি ইহাদিগের নিকট হইতে বিনিময়ে ধর্ম্ম, অর্থ বা কামের কিছু পাওয়া যায়, তবেই চাঁদা দিব; অন্ততঃ প্রতি বৎসর উৎসব-কালে যদি কিছু রসনার তর্পণ হয়, তবেই বৎসে চারি আনা চাঁদা দেওয়া যাইতে পারে।' কর্ম্মিগণের প্রতিষ্ঠান-সমূহে কিংবা তীর্থাদিতে যে সমাজ ব্যবসায়িগণ অর্থাদি দান করেন, তাহার মূলে ব্যবসায়ের পাটোয়ারী বুদ্ধি রহিয়াছে, তাঁহারা নানাপ্রকার পাপবৃত্তির দ্বারা যে সকল অর্থাদি সঞ্চয় করেন, তাহার অতি সামান্য অংশ তীর্থ ও তথাকথিত বিরক্ত তপস্বী বা সাধুগণকে দান করিয়া উহার দ্বারা তীর্থ ও সাধুগণের পবিত্রতা ও পুণ্য ক্রয় করিবার অভিসন্ধি পোষণ করেন। কোন কোন বণিক্ এইরূপে সাধুগণের জন্য চিরস্থায়ী ছত্রোন্মোচন, স্বর্গাদি ফল প্রাপ্তির সহায় পাণ্ডা-পুরোহিত-গণের জন্য বংশ-পরম্পরায় ভূমিদান, সাধুগণকে বস্ত্রদান, নিয়মিতভাবে অর্থদান প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া পাপো-পার্জ্জিত অর্থদ্বারা সাধু, তপস্বী, বিরক্তগণের পুণ্য ক্রয় করিয়া অধিক লাভবান্ হইতে চাহেন। ইহাই কর্ম্মকাণ্ড। যাঁহারা মাধুকরী ভিক্ষা করেন, তাঁহারা এই বণিক্‌স্বভাব কর্ম্মিগণের বিচারাধীন হন না। তাঁহারা ঐরূপ বণিগ্‌গণের নিকট হস্তের নির্দ্দিষ্ট দান গ্রহণ করেন না; যদৃচ্ছভাবে উপস্থিত হইলে কৃষ্ণপ্রেরণা-ক্রমে যদি কেহ কিছু সেবা করেন, তবে সেইরূপ ব্যক্তির প্রদত্ত বস্তুকে কৃষ্ণসেবিত প্রসাদজ্ঞানে হরিতর্পণার্থ স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহাতে কৃষ্ণে শরণাগতির বিচার ও অকিঞ্চনতা প্রবল হয়। এইরূপ বৃত্তি প্রকৃত পারমার্থিক ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর কৃত্য। প্রতিষ্ঠানের সেবার জন্যও এইরূপ শরণা-গত ও নিষ্কিঞ্চন হইয়া এবং প্রমপাঠা না করিয়া মাধুকরী ভিক্ষা সংগৃহীত হইলে তদ্দ্বারা শুদ্ধভাবেই হরিকথার প্রচার হইবে। মাধুকরী ভিক্ষাতেই শরণাগতি ও নিষ্কিঞ্চনতা-বৃত্তি প্রবল থাকে।

১৬। শারীরিক অত্যন্ত অপটুতা-নিবন্ধন যদি কোন সেবক ঐরূপ ভাবে প্রমসাধ্য মাধুকরী ভিক্ষা করিতে নাও পারেন, অথচ তাঁহার চিত্তে শরণাগতি ও নিষ্কিঞ্চনতা প্রবল থাকে, তিনি সেইরূপ অবস্থায় অপরের আনীত মাধুকরী স্বীকার করিয়াও প্রকৃত প্রস্তাবে মাধুকরী ভিক্ষাই করিয়া থাকেন। এইরূপ অনির্দ্দিষ্ট মাধুকরী ভিক্ষা-দ্বারাই শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রাথমিক প্রচারকার্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই সকলে একপ্রাণে সেবোন্মুখ হইয়া শ্রীহরিসেবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

১৭। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসিগণ যদি মনে করেন, পরমহংসবর শ্রীশুকদেবগোস্বামী যদি গার্হস্থ্যদর্শনে স্বয়ং দ্বারে দ্বারে গিয়া মাধুকরী ভিক্ষা সংগ্রহ না করেন, তবে তাঁহারও প্রমপাঠা হইতেছে, অথবা তিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া প্রচার করিতেছেন না, তাহা হইলে তাঁহাদিগের বিচার পাষণ্ড বলিয়াই গণ্য হইবে। যাঁহার প্রেরণায় শত শত লোক প্রমপাঠা হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারে, তিনি কতটা তাঁহার ইষ্টের সেবায় সর্ব্বদা সচেতন, তিনি কিরূপ শত শত জীবের সর্ব্বক্ষণ মাধুকরী-রূপে গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা সর্ব্বদা কৃষ্ণসেবা করিতেছেন, তাহা অত্যন্ত অপরাধিগণেরই চিন্তার বিষয় হয় না।

১৮। গৃহস্থগণ যেরূপ মঠবাসিগণের নিকট হইতে নিষ্কিঞ্চনতা শিক্ষা করিবেন, মঠবাসিগণও সেইরূপ গৃহস্থগণের নিকট হইতে ধৈর্য্য শিক্ষা করিবেন, তাহা হইলে মঠ ও গৃহে অবস্থান একই তাৎপর্য্যপর হইবে। উভয়ের মধ্যে যেন কোন প্রকার বিরোধ বা প্রাদেশিক ভেদ কিংবা 'আমরা

শ্রেষ্ঠ সেবক, অপরে নিকৃষ্ট', এইরূপ ধার্ষ্টিকতাপূর্ণ অভক্তি-পর বিচার স্বপ্নেও উপস্থিত না হয়। মঠসেবকগণ সর্ব্বস্ব-দ্বারা শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিয়াও 'হায়, হায়, গৃহবাসি-গণের ন্যায় আমাদের একবিন্দুও দৈন্য হইল না!" অকপট-ভাবে এইরূপ চিত্তবৃত্তি রাখিবেন। আর, গৃহবাসিগণ সর্ব্বদা বিচার করিবেন,—"হায়, হায়, আমাদের কবে সেই দিন হইবে, যে দিন মঠবাসিগণের ন্যায় সর্ব্বস্ব গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়া —শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের ক্রীত পশু হইয়া হরিভজন করিতে পারিব?" উভয়ের এই দৈন্য যতটা অকপট হইয়া বৃদ্ধি পাইবে, ততই শ্রীগুরুসেবায় অভিনিবেশ ও পরস্পর মৈত্রী বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

১৯। মঠবাসিগণ গৃহস্থগণের নিন্দা কিংবা কোন প্রকার পরচর্চ্চা করিবেন না। স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গের নিন্দায় আমোদ-বোধ, অভিনিবেশ এক কথা ও তাহাদের দুঃখে প্রকৃত দুঃখী হইয়া সহানুভূতিপূর্ণ পরোপকারের চেষ্টা আর এক কথা। পরোপচিকীর্ষাই প্রকৃত মৈত্রী। বন্ধু কখনও ইচ্ছা করেন না যে, তাঁহার মিত্র কোন প্রকার ক্লেশে পতিত হন। মিত্রকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু-প্রদানের জন্যই বন্ধুহৃদয় সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকে। কিন্তু, যে-স্থলে এইরূপ সহানুভূতি নাই, কেবল মক্ষিকা-বৃত্তির সহিত সমালোচনা ও পরচর্চ্চা আছে, সে-স্থলে তাহাতে অপরের মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, পরচর্চ্চকেরই অধিকতর অধোগতি হইয়া থাকে। ঐরূপ পরচর্চ্চক ক্রমশঃ নিন্দিত বস্তুর সঙ্গ ও ধ্যানের ফলে তৎসমজাতীয় বা তদপেক্ষা শোচ্যতর হইয়া পড়ে। অতএব, বৃথা পরচর্চ্চা বা প্রজল্প পরিত্যাগ করিয়া, পরের ছিদ্রের দিকে অধিক দৃষ্টি না করিয়া মঠবাসিগণ সর্ব্বাগ্রে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদুকা-দ্বারা প্রত্যহ কোটি কোটি বার নিজের বহির্ম্মুখী চিত্তবৃত্তিকে দণ্ডিত করিবেন। শ্রীল প্রভুপাদ শত শতবার প্রহারের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু, এখন এরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, শত সহস্র বা লক্ষবার পাদুকা বা সম্মার্জ্জনীর প্রহারে কুলাইবে না। নিরলস ও নিষ্কপট হইয়া কোটি কোটি বার পাদুকা বা সম্মার্জ্জনীর দ্বারা প্রহার করিতে হইবে।

২০। প্রচারকগণ যাহা প্রচার করিবেন, তাহা নিজের চরিত্রে আচরণ করিবেন। আচারহীন প্রচার বা বাক্যবাগীশতায় দিন চলিয়া গিয়াছে। বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া শূকরমূর্ত্তি ইন্দ্রের শূকরীর প্রতি আসক্তি ও ব্রহ্মার তৎপ্রতি কৃপার কথা কীর্ত্তন ও শ্রবণে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই কাম্য-রস আস্বাদন করিতে পারে। কিন্তু, ঐ দুইটার যদি আচরণ-হীন বক্তার প্রতি প্রয়োগ করা যায়, তবে তিনি সেই সময়ে কতটা স্থির থাকিতে পারিবেন, তাহাই বিচার্য্য। এইজন্য গুরুবর্গের বাণীর শিরোধার্য্য করিতে হইলে হৃদয়ে অকপট দৈন্য থাকা প্রয়োজন, নিজের বক্তৃতা-শক্তির বাগাড়ম্বরিতে হৃদয়ের দৈন্য-টুকুরও উচ্ছেদ করিলে কোন দিনই আচারময় জীবন-লাভ হইবে না।

২১। প্রচারকগণ লোকরঞ্জনের জন্য সঙ্গীত-বাদনাদি করিবেন না। **বহির্ম্মুখ কর্ণরসায়ন সুর-রাগিণী দেখিয়া সঙ্গীত নির্ব্বাচন করিবেন না।** যাহাতে হৃদয়ে দৈন্য, আর্ত্তি, সেবোন্মুখতা ও শরণাগতি প্রবল হয়, সেইরূপ ভাবে কীর্ত্তন করিবেন এবং সেই সকল মহাজন-সঙ্গীতই কীর্ত্তনীয় নির্ব্বাচন করিবেন। সুর, তান, মান, লয়ের স্রোতে ভাসিয়া গিয়া মহাজনগীতির শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইবেন না।

২২। গীতিকীর্ত্তন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভজন, উহাতে হৃদয়ের আর্ত্তি ও ভক্তিবৃত্তির বৃদ্ধি হয়। যাঁহাদের সুমিষ্ট স্বর নাই, তাঁহারা স্বর-প্রদর্শনের প্রয়াস করিবেন না। শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—যাঁহাদের সুমিষ্ট স্বর আছে, তাঁহারাই গান করিবেন। যাঁহাদের সুমিষ্ট স্বর নাই তাঁহারা সাধারণ ভাবে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিবেন। তাহাতেই তাঁহাদের কীর্ত্তন হইবে। প্রত্যেক মঠেই বা প্রত্যেক প্রচারকের সঙ্গেই যে গায়ক ও মৃদঙ্গবাদক থাকিবে, এমন কিছু কথা নহে। যদি সেরূপ লোকের অভাব হয় এবং গায়ক ও বাদক যদি শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধাবান্ ও অকুটিল না হয়, তবে কেবল লোকরঞ্জনের জন্য সুর-তান-মান-লয়ের বহুমাননা করিতে হইবে না। পাঠ, বক্তৃতাদির সম্বন্ধেও তাহাই।

২৩। যে ব্যক্তি অকুটিল ও শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবে অকপট শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও প্রকৃত আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আচরণশীল, অন্ততঃ নিজের মঙ্গল ও পরের হিতের জন্য অকপটভাবে সচেষ্ট, তিনিই পাঠ-ব্যাখ্যাদি করিবেন। প্রাকৃত পাণ্ডিত্য, বক্তৃতা-শক্তি, সুকণ্ঠ প্রভৃতি দেখিয়া পাঠক বা বক্তা নির্ব্বাচন করিতে হইবে না। লোক-ভজনের জন্য শ্রীহরিভজন বা আত্মমঙ্গল বলি দিতে হইবে না। এই সকল কথা লোককে অতি বিনীতভাবে জানাইয়া দিতে হইবে। যাঁহারা প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু, তাঁহারা ঐরূপ খাঁটী লোকের নিকট হইতে

আত্মমঙ্গলের কথা শুনিতে ব্যগ্র হইবেন। আর, যাঁহারা সুর, তান, লয়, বক্তৃতা-শক্তি বা কাব্যরস উপভোগের জন্য ব্যস্ত, সেইরূপ শত শত ব্যক্তি শ্রোতৃরূপে তাঁহাদের প্রকৃত প্রাণহীন দেহ-মধুর বক্তৃতার আসরে উপস্থিত রাখিলেও উহাদের বা ঐ জাতীয় বক্তার ইন্দ্রিয়তর্পণ ছাড়া কৃষ্ণের সন্তোষ বা জীবের মঙ্গল হইবে না।

২৩। প্রত্যেক মঠবাসী তাঁহার অপর বন্ধুর মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট থাকিবার দায়িত্ববোধ রক্ষা না করিলে সঙ্ঘে থাকিবার সার্থকতা হইবে না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সকল অযোগ্যকে দয়া করে। কেবল যে ব্যক্তি নিজে ভাল হইয়া অপরের ভাল ইচ্ছা না করে, তাহাকে তিনি কখনও কৃপা করেন না। অতএব, পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা-প্রাপ্ত হইতে হইলে নিজে ভাল হইবার প্রযত্নের সহিত দুর্দৈবগ্রস্ত অপরের দুর্দশার প্রতিও সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে হইবে।

২৪। মঠবাসিগণ কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ অবশ্যই পরিত্যাগ করিবেন। নির্বিশেষবাদিগণ—কৃষ্ণের অভক্ত। তাহারা চিদ্বিলাসের বিরোধী। তাহারা সর্বপরিমাপক কৃষ্ণ ও তাঁহার বিলাসোপকরণ ভক্তগণকে মাপিয়া লইবার চেষ্টা করে। কৃষ্ণাভক্ত—যেরূপ সৌত্রক, কাশীরাজ প্রভৃতি। শিশুপাল, দন্তবক্র, কংসাদি স্পষ্টবিদ্বেষী অপেক্ষা নিরপেক্ষ বিদ্বেষী আরও অধিক পাষণ্ডী; যেমন—বেণ। ইহার বাহিরে সেইরূপ বিরোধ-চেষ্টা বা কংস, শিশুপালাদির ন্যায় বিরোধের জন্য অভিনিবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিদ্বেষী বেণের ন্যায় এইরূপ নিরপেক্ষভাব সর্বাপেক্ষা অধিক ভয়াবহ; এইরূপ নিরপেক্ষ বিদ্বেষী হইতে শুদ্ধভক্তির সেবকগণ সর্বদা দূরে থাকিবেন। ('ভক্তিসন্দর্ভ' ৩২৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।)

২৫। যিনি বৈষ্ণবের সুতীব্র শাসন ও নির্মম দণ্ড আনতবদনে স্বীকার করিয়া তদনুসারে জীবনকে সংশোধিত করিবেন, তাঁহারই বৈষ্ণবতা লাভ হইবে। আর, যাহারা বৈষ্ণবের কটূক্তি, সুতীক্ষ্ণ বাক্য কিংবা দণ্ড-বিষয়ে অসহিষ্ণু হইবেন, তাঁহারা সংশোধিত হইতে পারিবেন না। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু পাকড়বচনে উদ্ধার করিয়া 'ভক্তিসন্দর্ভে' (২৪৭ সংখ্যা) বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণাকরন্তু পৃষ্ঠন্ বৈ তথা ভাগবতেরিতম্।
প্রণামপূর্বং তং কান্ত্যা যো বদেৎ বৈষ্ণবো হি সঃ॥

যিনি ভগবদ্ভক্তকর্তৃক উচ্চারিত রুক্ষ বচন শ্রবণ করিয়াও সহিষ্ণুতাসহকারে প্রণামপূর্বক তাঁহার সম্ভাষণ করেন, তিনিই বৈষ্ণবনামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

২৭। প্রত্যেক মঠবাসী ষড়্‌বেগ অর্থাৎ বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বা-বেগ ও উদর-উপস্থবেগ ধারণ করিবার জন্য আন্তরিকভাবে প্রযত্ন করিবেন; এজন্য, প্রতি মুহূর্তে সমস্ত হৃদয়ের দ্বারা শ্রীশরণাগতির এই সকল গীতি আর্তির সহিত শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের চরণে নিবেদন করিবেন,—

বাক্যমনো-বেগ, ক্রোধ-জিহ্বা-বেগ,
উদর-উপস্থবেগ।
মিলিয়া এসব, সংসারে তাপায়ে,
দিতেছে পরমোদ্বেগ॥
(শরণাগতি—ভজনলালসা)

বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর,
এ দাসে করুণা করি'।
দিয়া পদছায়া, মোর হে আমার,
তোমার চরণ ধরি॥
ছয় বেগ ধরি', ছয় দোষ সোধি',
ছয় গুণ দেহ দাসে।
ছয় সংসঙ্গ, দেহ হে আমারে,
ব'সেছি সঙ্গের আশে॥
একাকী আমার, নাহি পায় বল,
হরিনাম-সংকীর্তনে।
তুমি কৃপা করি', প্রভাবিন্দু দিয়া,
দেহ কৃষ্ণনাম-ধনে॥
কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি',
ধাই তব পাছে পাছে॥
(শরণাগতি—৭)

এই সকল গীতি-কীর্তন কেবল মৌখিক না হইয়া আন্তরিক হইলে এবং শ্রীবৈষ্ণবের আনুগত্য তাহাতে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইলে শ্রীবৈষ্ণবের সমস্ত গুণের সঙ্গ হইবে; তখন আর, ষড়্‌বেগ হরিজনের প্রাতিকূল্যাচরণ করিতে

পারিবে না। ষড়্‌রিপু 'রিপু' না থাকিয়া বন্ধুরূপে পরিণত হইবে। শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু ও তদনুগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের ইহাই শিক্ষা। ইহা সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিলে অনায়াসে ষড়্‌বেগ ও রিপুজয় হয়।

দেহে বৈসে রিপুগণ, যতেক ইন্দ্রিয়গণ,
কেহ কা'র বাধ্য নাহি হয়।
শুনিলে না কাণ, জানিলে না জানে প্রাণ,
বড়াইতে না পারে নিশ্চয়॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, দম্ভ-সহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি' হৃদয়, রিপু করি' পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব॥
'কাম' কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষি-জনে,
'লোভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্টলাভ-বিনে, 'মদ' কৃষ্ণগুণ-গানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥
অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যায় যায়,
ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ।
কিবা বা করিতে পারে, কাম-ক্রোধ লাখেকেরে
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ॥
ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধ-ত্যাগ সদা দিবা,
লোভ-মোহ এই ত' কখন।
ছয় রিপু সদা হীন, করিব মনের অধীন,
কৃষ্ণসঙ্গ করিয়া স্মরণ॥
আপনি পলা'বে সব, শুনি যা গোবিন্দ-রব,
সিংহরবে যেন করিগণ।
সকল বিপত্তি যা'বে, মহানন্দ সুখ পা'বে,
যা'র হয় একান্ত ভজন॥

(শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—২)

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ, মদ-মৎসরতা-সহ,
জীবের জীবন-পথে বসি'।
অসচ্চেষ্টা রজ্জুফাঁসে, পথিকের ধর্ম্ম-নাশে,
প্রাণ ল'য়ে করে কষাকষি॥
মন, তুমি বড় বাকা মোর।
এই সব বাটপার, অতিশয় দুর্নিবার,
যখন ঘেরিয়া করে জোর।
আর কিছু না করিয়া, বৈষ্ণবের আজ্ঞা লঞা,
ফুকারিয়া ডাক উচ্চস্বরে।
বকযন্ত্র-সেনাগণে, কৃপা করি' নিজজনে,
যা'তে করে উদ্ধার তোমারে॥
বাটপার ছয়জন, অসচ্চেষ্টা-রজ্জুগণ,
দিয়া গলে করিল বন্ধন।
প্রাণবায়ু গতপ্রায়, রূপ, রঘুনাথ হায়,
কর বিনোদসেবকে রক্ষণ॥

(মনঃশিক্ষা—৫)

২৮। মঠবাসিগণ সহিষ্ণুতার সহিত ক্রোধবেগ ধারণ করিবেন। ক্রোধ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশের সর্ব্বাপেক্ষা বিরোধী। ক্রোধবৃত্তি তৃণাদপি সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্ব প্রভৃতি বৈষ্ণবগুণসমূহকে বিনাশ করিয়া থাকে। সুতরাং, উহা কীর্ত্তনে অধিকার হইতে জীবকে বঞ্চিত করিয়া দেয়। "শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়"। উপস্থ ও জিহ্বাবেগ থাকিলে কখনও কৃষ্ণভজন হইতে পারে না। যিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিতে আসিয়াছেন, তিনিই বলিয়াছেন যে, জিহ্বা ও উপস্থ-বেগ থাকিলে তাঁহাকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। মঠবাসী ও বিরক্ত ব্যক্তিগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশ বিশেষভাবে পালন করিবেন। যাঁহার রসনা জয় হইয়াছে, তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন। যাহাতে প্রসাদসেবার দ্বারা প্রপঞ্চ-জয় হয়, তজ্জন্য আন্তরিক ভাবে সচেষ্টন হইয়া মহাপ্রসাদের প্রসাদ ভিক্ষা করিতে হইবে। প্রসাদ-সম্মানের পূর্ব্বে ও পরে 'সাধু সাবধান' ধ্বনি যেন অনুভূতিরহিত গতানুগতিক প্রথায় মাত্র পরিণত না হয়, এবিষয়ে সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

২৯। মঠবাসিগণ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের গ্রন্থরাজি ও বাণী-সমূহকে যেন ভোগ্য বস্তু বা সম্পত্তি-বিশেষ মনে না করেন। পৃথিবীর কোন বস্তুই সম্পত্তি নহে; এস্থানে সবই রাখিয়া দিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। মঠবাসিগণ নিজের ভোগ্য

সম্পত্তি-জ্ঞানে বা সেইরূপ কোন প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধিতে গ্রন্থাদি-সংগ্রাহ ও তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাইয়া সোণার জলে নাম লিখাইয়া বাক্স বা আলমারি ভর্ত্তি করিবার জন্য যত্নবান্ হইবার পরিবর্ত্তে গ্রন্থের উপদেশকে নিজ সম্পত্তি ও হৃদয়ের নিত্য ধন করিবার অর্থাৎ আচরণে সেই সকল উপদেশ প্রতিফলিত করিবার জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইবেন। কেবল গ্রন্থ সংগ্রহ করিবার চিত্তবৃত্তি থাকিলে তাহাদের বহিরাবরণের প্রতি ভোগবুদ্ধিযুক্ত হইয়া ভারবাহী হইয়া যাইতে হইবে। শ্রীগ্রন্থকে শ্রীআচার্য্যস্বরূপ ও শ্রীভগবৎস্বরূপ সচ্চিদানন্দ বস্তু-জ্ঞানে তাঁহাদের উপদেশের অনুগমন করিবার জন্য প্রযত্ন করিলেই আত্মমঙ্গল লাভ হইবে।

৩০। কোন মঠবাসী নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য পৃথগ্‌ভাবে অর্থ বা দ্রব্যাদি সঞ্চয় কিংবা কোনরূপ স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিলে তিনি মঠবাসের অযোগ্য, নিরয়-গামী গৃহব্রত হইতেও অধিক অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবে। মঠবাসী নিজেকে শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিক্রীত পশুসদৃশ বিচার করিবেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের "সর্ব্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া" সঙ্গীতটী প্রত্যেক মঠবাসীর জীবনের আদর্শ হইবে।

৩১। মিশন পরিচালনা করিতে হইলে বা মিশনে থাকিতে হইলে যাজ্ঞবল্ক্যের আদর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন। মিশনের সেবকগণ বসুদেব হৃষীকেশের সেবার আদর্শ গ্রহণ করিবেন। প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, গদ, সারণ, সাত্যকি, যুযুধান প্রভৃতি কিরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণজনগণের জন্য যুদ্ধ করিয়াছেন। হৃষীকেশের সেবার মধ্যে যুদ্ধ আছে; তবে উদ্ধব স্বয়ংই যুদ্ধ করেন না, মন্ত্রণা প্রদান করেন। ব্রজবাসি-গণ যুদ্ধ করেন না; কৃষ্ণই স্বয়ং তাঁহাদের জন্য অঘ, বক প্রভৃতি বধ করিয়া থাকেন; তাঁহাদের জন্য গোবর্দ্ধন ধারণ করেন। শ্রীব্রজবাসীর প্রকৃত আনুগত্যবুদ্ধি যাহাদের হয় নাই, অথচ যাহারা হাঙ্গামার হাত হইতে এড়াইবার জন্য বা শান্তিময় জীবন-ভোগের উদ্দেশ্যে নির্জ্জন ভজনানন্দী সাজিয়া ব্রজবাসীর অনুকরণ করে, তাহারা শরণাগত হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণজন তাহাদিগকে রক্ষা করেন না।

৩২। মঠের সেবার ভারপ্রাপ্ত মঠরক্ষক বা মঠসেবক প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়া হৃদয়ে শোষণ করিলে তিনি মঠসেবকের যোগ্যতা হইতে বঞ্চিত হইবেন। মঠরক্ষক বা মঠসেবক মঠের 'প্রভু' নহেন, তিনি শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবকানুসেবক। যাহার প্রভুত্ব না পাইলে মঠসেবায় উৎসাহ বা প্রেরণা হয় না, সেই ব্যক্তি সম্পূর্ণ অন্যাভিলাষী অবৈষ্ণব; সেইরূপ ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যমঠের বা তদ্ভাষা-মঠ-সমূহের সেবক-পদবাচ্য নহে।

৩৩। কোন মঠরক্ষক বা মঠসেবক এক মঠ হইতে অন্য মঠে গমন করিয়া তথায় সম্মান-লাভাকাঙ্ক্ষী অতিথি-রূপে অবস্থান করিবেন না। অন্য মঠে গমন করিয়াও তিনি শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে মাধুকরী ভিক্ষা ও সর্ব্বপ্রকার সেবা অম্লানবদনে, অকাতরভাবে স্বয়ং যাচক হইয়া বরণ করিয়া লইবেন।

৩৪। প্রত্যেক মঠসেবক ও মঠবাসী পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ সেবা করিবেন এবং অন্য মঠ-সেবককে যথাসাধ্য সর্ব্বপ্রকারে যে কোন সেবায় সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। দায়িত্বহীন সেবার অভিনয় বা সেবাকার্য্যের বিস্মৃতি, অমনোযোগ প্রভৃতি বিক্ষেপ আত্ম-মঙ্গল-লাভের পথে অন্তরায়। ঐ সকল বিক্ষেপ যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে প্রত্যেকেই সেবার জন্য আবিষ্টচিত্ত থাকিবেন।

৩৫। মঠসেবকগণ ব্যক্তিগত ভজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন; কিন্তু, মঠসেবা ও ব্যক্তিগত ভজন দুইটী ভিন্ন বস্তু অথবা একটি কর্ম্মকাণ্ড, আর একটী ভক্তি,—এইরূপ ভেদ কল্পনা করিয়া ক্রম-মঙ্গলের হস্ত হইতে বঞ্চিত হইবেন না। যাহাতে ক্রমে ক্রমে মঙ্গল বরণ করা যায়, প্রত্যহই চিত্তবৃত্তিতে শুদ্ধভক্তিযোগের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও আর্ত্তি জাগরিত হয়, তজ্জন্য শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনা করিবেন।

৩৬। সুদৃঢ়তা সংরক্ষণ না করিলে হরিভজনে অগ্রসর হওয়া যায় না। দুঃসঙ্গ-ত্যাগ ও সৎসঙ্গ-গ্রহণ উভয়েতেই সুদৃঢ়তা থাকা আবশ্যক। শত শত প্রলোভন, বিঘ্ন, দৈহিক বা মানসিক ক্লেশ, শত শত সাধকাভিমানী ব্যক্তির অপরাধ-ফলে পতনের দৃশ্য দেখিয়াও "শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের অকপট শ্রদ্ধা হারাইব না; নিশ্চয়ই কৃষ্ণকৃপা লাভ করিব; জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য হইতে এক তিলও বঞ্চিত হইব না,"—এইরূপ সুদৃঢ়তা হৃদয়ে সংরক্ষণ করিলে মঙ্গল-লাভ হইবে।

৩৭। মঠবাসের অভিনয় বা মিশনে থাকিবার অভিনয় করিয়া নির্জ্জনভজনানন্দীর অনুকরণে শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবায় ঔদাসীন্য শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতার জ্ঞাপক। নির্জ্জন-ভজনানন্দী নিজের দায়িত্বে ভজন-প্রয়াস করেন; কিন্তু, মঠবাসিগণ পরস্পর পরস্পরকে ভজনে সাহায্য করিয়া শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা করেন; এজন্য শ্রীগুরু ও শ্রীবৈষ্ণবগণ তাঁহাকে কৃপা ও রক্ষা করিয়া থাকেন। মঠে বাস করিয়া অপর সেবকগণের ভিক্ষালব্ধ অর্থে নিজের উদরপোষণ এবং পরিশ্রম ও হাঙ্গামার হস্তে নির্জ্জন ভজনানন্দীর ছলনাকারী ব্যক্তি কোনও দিন কৃষ্ণকৃপা লাভ করিতে পারে না। নিশ্চিন্ত থাকিবার অভিলাষ দেহাত্মবুদ্ধির পরিচায়ক। বৈকুণ্ঠবাসী, দ্বারকাবাসী কিংবা ব্রজবাসী কেহই নিশ্চিন্ত নহেন। নিত্য দাসগণ, সখাগণ, নন্দ-যশোদা, ব্রজগোপীগণ সকলেই কৃষ্ণের সেবার জন্য সর্ব্বদা চিন্তিত, সেই অভিনিবেশেই সর্ব্বদা অভিনিবিষ্ট। কৃষ্ণভজনের জন্য যিনি যতটা চিন্তামুক্ত হইবেন, তাঁহার ততটা বাস্তব মঙ্গল-লাভ হইবে। মঠ—শ্রীকৃষ্ণের সংসার। হর্ম্ম্য বা অট্টালিকার মধ্যে থাকিয়াও মঠবাসীর এক এক বৃক্ষের তলে এক একদিন অবস্থানকারীর ন্যায় চিত্তবৃত্তির স্মৃতি জাগরূক থাকিবে; কোন বিশেষ মঠে বা স্থানে বা প্রকোষ্ঠে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার চিত্তবৃত্তি পোষণ করিবেন না। "নাচিতে নাচিতে, নিকটে যাইব, যখন ডাকিবে তুমি।"—এই শরণাগতিময়ী চিত্তবৃত্তির সহিত পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া মঠসেবক শ্রীমঠের সেবা করিবেন।

৩৮। "অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাণী সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে। বলা ও চিন্তা করা ক্রিয়াদ্বয় যুগপৎ না থাকিলে সকল বিষয় কেবল বাক্যেই পর্য্যবসিত হইবে। চিন্তা করিলে অভিনিবেশ হয়। শ্রীশ্রীগুরুবর্গের নাম, গুণ, চরিতাদির সর্ব্বদা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও চিন্তা করিয়া সেই আদর্শের প্রতি অভিনিবিষ্ট হইতে হইবে। অভিনিবেশ প্রগাঢ় হইলে উন্মাদনা ও অনুরাগ প্রকাশিত হইবে।

৩৯। 'এই জীবনেই মঙ্গল লাভ করিব, সিদ্ধি লাভ করিব, নিত্য সেবার অধিকার পাইব',—এইরূপ দৃঢ়তা ও তজ্জন্য আবিষ্টবিশিষ্ট হইতে হইবে। এই মুহূর্ত্ত হইতেই 'ভাল হইব, মঙ্গল বরণ করিব, উহা আগামী কল্য বা পরমুহূর্ত্তের জন্য রাখিয়া দিব না',—এইরূপ দৃঢ়তা ও ধ্যান আবশ্যক।

৪০। চিরকালই বিধিবাধ্য হইয়া বা লগুড়ের দ্বারা শাসিত হইয়া চলিতে হইবে বা লগুড়াঘাতেও চৈতন্য হইবে না,—এইরূপ অবস্থা মঙ্গলদায়ক নহে। বস্তুতঃ, রাগোদয় না হইলে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের দিকে তীব্রগতি হইতে পারে না। শ্রীআশ্রয়বিগ্রহ বা শ্রীগুরুবর্গের মধ্যে কোন বিশেষ ব্যক্তিবের সেবার আদর্শের প্রতি স্বাভাবিক লোভ উদিত না হইলে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রগতি হয় না। সেই সৌভাগ্য-লাভের জন্য সর্ব্বদা শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে।

৪১। মঠসেবক সেবা করিয়া কোন প্রকার ফল কামনা করিবেন না। নিজের জন্য ফল-কামনাই—'কর্ম্মকাণ্ড'। নিজের বাহাদুরি, নিজের মাংসপিণ্ডের সেবা, নিজের মনের সুখশান্তি-কামনা—সমস্তই কর্ম্মকাণ্ড। নিজের সেবার বিজ্ঞাপন প্রচার করার নাম—কর্ম্মকাণ্ড। সেবার বিনিময়ে মূল অর্থ গ্রহণ না করিলেও প্রতিষ্ঠাদি-লাভের প্রচ্ছন্ন অভিলাষেও কর্ম্মকাণ্ড বা বণিগ্‌বৃত্তি। বণিক্ কখনও শুদ্ধ-সেবক নহে। কেবল গৃহত্যাগ করিয়া মঠে বাসের অভিনয় বা স্ত্রী-পুত্রাদি-পরিত্যাগের অভিনয় সর্ব্বস্ব-সমর্পণ নহে। 'সর্ব্বাত্ম-সমর্পণ' অর্থে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু এইরূপ বলিয়াছেন,—"তচ্চ **দেহাদিশুদ্ধাত্মপর্য্যন্তস্য সর্ব্বতোভাবেন তস্মিন্নেবার্পণম্।** তৎকাম্যং চাত্মার্থ-চেষ্টাশূন্যত্বং তদ্ব্যতিরিক্তাত্মসাধন-সাধ্যত্বঃ তদর্থৈকচেষ্টাময়ত্বঞ্চ।" দেহ হইতে শুদ্ধাত্মপর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থের সর্ব্বতোভাবে ভগবানে সমর্পণই আত্মনিবেদন নামে কথিত হয়। নিজের জন্য চেষ্টাশূন্যতা, নিজের সাধন-সাধ্যসমূহের তাঁহাতেই অর্পণ ও তাঁহার উদ্দেশ্যেই একমাত্র চেষ্টাশীলতাই উক্ত কার্য্যস্বরূপ।

৪২। প্রতিষ্ঠাদি-লাভের দ্বারা চিত্তে যে উৎফুল্লতা, তাহা শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর 'উপদেশামৃতো'ক্ত উৎসাহ নহে; ফল্গু, কামিনী, প্রতিষ্ঠাজাত উৎসাহ বুদ্‌বুদের ন্যায় হৈতুক, ক্ষণস্থায়ী ও প্রাকৃত। "শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবই আমার নিত্যপ্রভু", এই সম্বন্ধ-জ্ঞান হইতে উদিত আত্মার সহজ-বৃত্তিতে যে সেবোৎসাহ দৃষ্ট হয়, তাহাই চিরস্থায়ী ও আত্মমঙ্গলকর। 'মন-মরা ভাব'—ভক্তির প্রতিকূল। তাহা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কথিত 'ভোগাভাবে দুঃখিত অন্তরে'র প্রতিচ্ছবি।

মঠসেবকগণ ঐরূপ 'মন-মরা ভাব'কে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদ-পদ্ম-সঙ্গপ্রভাবে বিদূরিত করিয়া সর্ব্বদা সেবোৎসাহে উৎসাহান্বিত থাকিবেন। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে হৃদয় হইতে অন্যাভিলাষ ও কুটীনাটী দূরীভূত হইতে থাকিলে হৃদয়ে বল ও প্রসাদ পাওয়া যায়; তখন 'মন-মরা ভাব' আর থাকে না, চিত্ত অপ্রাকৃত উৎসাহে ভরপুর হইয়া উঠে। পাছে ভোগ হইতে বিচ্যুতি ঘটে,—এই আশঙ্কা, অথবা কৃত্রিমভাবে ভোগ-ত্যাগের ফলে ভোগাভাবে চিত্তের অনুতাপ ও গ্লানি, কিংবা হৃদয়ে নানাপ্রকার অন্যাভিলাষজনিত বিমর্ষভাব চরিতজনে উৎসাহ দান করে না। অন্যাভিলাষের প্রশ্রয় দান করিয়া প্রতিষ্ঠাদির দ্বারা যদি সাময়িক উৎসাহ দান করা যায়, তবে তাহা সাধককে আরও অধিকতর অনর্থে পাতিত করে। উহা দয়া নহে, নিষ্ঠুরতা বা হিংসা।

৪৩। মঠবাসী **প্রত্যহ সেবরাত্রে শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে ও রাত্রিতে শয্যাগ্রহণের সময় একান্তভাবে** নিষ্কপটে নিজকে পরীক্ষা করিবেন যে, তিনি **অন্যাভিলাষ-রহিত হইয়া কতটুকু সেবা করিয়াছেন, আর সেবার অভিনয়েই বা কতটা অন্যাভিলাষ পোষণ করিয়াছেন।** তাঁহার হৃদয়ে যে-সকল অন্যাভিলাষ ও কুটীনাটী আছে, তাহা **যাহাতে পরদিবস আর উপস্থিত না হয়,** এজন্য তিনি একান্ত আর্ত্তির সহিত শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনা করিবেন। যদি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে পরদিবসও সেই কুটীনাটী উপস্থিত হয়, তবে তজ্জন্য পুনরায় গুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে ক্রন্দন করিতে করিতে সেই অনর্থের কথা জানাইবেন। অন্যাভিলাষগুলি বর্জ্জন করিবার জন্য প্রত্যহ এইরূপ প্রযত্ন থাকিলে ভগবৎকৃপায় উহা অচিরেই দূরীভূত হইবে। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে সাক্ষাদ্ভাবে জানাইবার সুযোগ না হইলে অন্তরে তাহা আর্ত্তির সহিত জানাইবেন। রাত্রিতে খুব বিশ্রামসুখভোগ হইয়াছে বা হয় নাই—এই চিন্তা শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে উদিত না হইয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের কথিত "মিছে নিশিবশে গেলরে রাত্তি, দিবস শরীর-সাজে"—হায়! হায়! নিদ্রায় কতটা সময় অতি-বাহিত হইল, কৃষ্ণসেবার জন্য আর্ত্তি হ'ল না! হায়! নির্দ্দিষ্ট আয়ুঃ ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। কোন্ সময় এই ভজনানুকূল মানবদেহের পতন হয়, ঠিক্ নাই। এই মুহূর্ত্তেও ইহা হইতে পারে। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবঠাকুরগণ আমাকে কৃপা করুন।" —এই বলিয়া আর্ত্তস্বরে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীনামকীর্ত্তন ও আত্মনিবেদন করিতে হইবে।

৪৪। গ্রাম্যকথা ও প্রজল্প হইতে সর্ব্বতোভাবে দূরে থাকা প্রত্যেক মঠবাসীর অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবের সমালোচনা দূরে থাকুক, বহির্ম্মুখগণের চর্চ্চা বা পরচর্চ্চা, পরের ছিদ্রানুসন্ধান প্রভৃতি লইয়া কেহ ব্যস্ত থাকিবেন না। অসৎসঙ্গ-বর্জ্জনের জন্য ব্যতিরেকভাবে ঐ সকল আলোচনার প্রয়োজনীয়তা যেন নিত্য ধ্যান ও অভিনিবেশের বিষয় না হইয়া পড়ে। যাহারা পরের দোষ অধিক দর্শন করে, তাহারা নিজের প্রতি দৃষ্টিহীন হইয়া পড়ে এবং ক্রমে ক্রমে পর-চর্চ্চাতেই আনন্দ বোধ করে এবং উহা ধ্যান করিতে করিতে তদপেক্ষা অধিক অনর্থের দ্বারা অবশে সংক্রামিত হইয়া পড়ে। "গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।"—শ্রীমন্মহা-প্রভুর এই উপদেশ কখনও যেন লঙ্ঘন না হয়।

৪৫। প্রত্যেক মঠবাসী প্রত্যহ শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের গুণ ও মাহাত্ম্য উন্মুক্ত হৃদয়ে কীর্ত্তন, তাঁহাদের চরিতা-লোচনা ও নিয়মিতভাবে গুরুবর্গের কোন বিশেষ-সেবা যত্নের সহিত করিবেন। সাধু ও গুরুবর্গের নিকট অকুটিল হইয়া, পরিপ্রশ্ন করিয়া উহার সেবা করিবার জন্য যত্নবান্ থাকিবেন। শ্রীএকাদশীতে অপরিত্যক্তভাবে উপবাস, সেবাপরাধ ও নামাপ-রাধের বিচার করিয়া ঐ সকলকে যত্নের সহিত বর্জ্জন, স্তবাদির দ্বারা আর্ত্তির সহিত নিজের অনর্থের বিষয় শ্রীশ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের নিকট বিজ্ঞাপন, শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের 'মনঃশিক্ষা' (ওহে মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব), শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'শ্রীশরণাগতি', 'কল্যাণকল্পতরু', 'স্বনিয়মদ্বাদশকম্', 'দশমূল-শিক্ষা', শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা', শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর 'মনঃ-শিক্ষা', শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর 'শ্রীউপদেশামৃত', 'শ্রীনামাষ্টক' ও শ্রীল গৌরসুন্দরের 'শিক্ষাষ্টক' প্রভৃতি সমগ্র হৃদয়ের সহিত কীর্ত্তন করিয়া নিজের দুঃখদৈন্য প্রত্যহ শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে নিবেদন, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সম্মুখে ছিন্ন কদলীবৎ সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া অন্তরের সহিত শরণাগতি-লাভের জন্য সকাতর কৃপা-প্রার্থনা, মন্ত্র-জপকালে প্রত্যেক মন্ত্রের প্রত্যেক চতুর্থ্যন্ত পদের সহিত আত্মনিবেদনে শক্তি-লাভের জন্য কৃপা-প্রার্থনা, শ্রীহরিনাম-গ্রহণকালে নিজেকে শ্রীনামাচার্য্য প্রভুর ও শ্রীনামপ্রভুর দাসানুদাস, উপনিষদ্ধিত, দীনাতি-

জানে প্রত্যেক সম্বোধনাত্মক শ্রীনামের সহিত বিপ্রলম্ভময়ী চিদ্বৃত্তি ও আর্ত্তি-সহকারে শ্রীআশ্রয়বিগ্রহ-সমাশ্রিত শ্রীবিষয়-বিগ্রহের সেবালাভের জন্য সকাতর আহ্বান, শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীবিগ্রহ, শ্রীমন্দির শ্রীধামাদি-পরিক্রমা, শ্রীতুলসী-সেবা, শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য-কীর্ত্তন, শ্রীবৈষ্ণবদর্শনে অভ্যুত্থান, তাঁহার অনুব্রজ্যা, শ্রীমহাপ্রসাদ ব্যতীত অন্য বস্তু কেবল জিহ্বালাম্পট্য-চরিতার্থের জন্য গ্রহণ হইতে সম্পূর্ণ বিরতি, জাড্য ও আলস্য-বর্জ্জন, মাধুকরী-প্রণামাদির দ্বারা অথবা হরিকথার দ্বারা যথাযোগ্য ব্যবহারে কার্পণ্য-পরিত্যাগ, মহারম্ভের অনুক্রম, নিজ প্রিয়বস্তু অর্থাৎ যে-সকল বস্তুর প্রতি নিজের অত্যাসক্তি আছে, তাহা শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে অর্পণ, প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল-ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গ্রন্থাবলীর যে কোন একটির স্বাধ্যায় অর্থাৎ কেবল নিয়মমাত্র রক্ষা না করিয়া তাঁহাদের উপদেশের দ্বারা সাধনপথে অগ্রসর হইবার জন্য বিচার ও আলোচনার সহিত মনোযোগ-সহকারে অধ্যয়ন, তদ্বিষয়ে চিন্তা, ধ্যান, অভিনিবেশ ও তাহা নিজ জীবনে পালিত হইতেছে কিনা, তৎসম্বন্ধে পরীক্ষা, শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবার জন্য অধিল-চেষ্টা, সর্ব্বদা তাঁহাদের কৃপা-প্রতীক্ষা, শ্রীউর্জ্জাব্রত, শ্রীজন্মাষ্টমীব্রত, শ্রীআচার্য্যগণের শ্রীআবির্ভাব ও শ্রীতিরোভাব-তিথিতে সাধুসঙ্গে ভজনান্ন-ভোজন ও কৃপাপ্রার্থনা, আত্ম-পরীক্ষা এবং প্রত্যহ যাহাতে নিষ্কপট সাধুর সঙ্গ, নির্ব্বন্ধ-সহকারে শ্রীনামকীর্ত্তন, শ্রীসাধুর শ্রীমুখবিগলিত বাণী-শ্রবণ, শ্রীধামে ও তৎস্থিতিতে বাস, শ্রীবিগ্রহের সেবায় অপ্রাকৃতবুদ্ধি ও প্রীতি, শ্রীবৈষ্ণবের পাদপদ্মে নিষ্ঠা ও অচলা শ্রদ্ধার উদয় হয়, তজ্জন্য অকপটে প্রার্থনা প্রত্যেক মঠবাসীরই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

৪৬। মঠসেবার মধ্যে উচ্চাবচ বিচার বা ভেদদৃষ্টি করিয়া পরস্পর মৎসরতা, কলহ, কিংবা কোনপ্রকার প্রভুত্ব-কামনা যেন কাহারও হৃদয়ে স্বপ্নেও উদিত না হয়। যদি অজ্ঞাতিলাষ-নিবন্ধন ঐরূপ বিচার কখনও উদিত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদুকা-প্রহারের দ্বারা ঐ মাথাকে বিতাড়িত করিতে হইবে। মঠবাসিগণের মধ্যে কোনরূপ প্রভুত্ব-কামনা ও তদ্বিষয়ক কলহ বা মনোমালিন্য থাকিবে না; উহা কলির কার্য্য। প্রত্যেকেই সরল ও অকুটিল হইয়া একপ্রাণে, একদেহে এক অন্বয়জ্ঞান তত্ত্ব শ্রীআশ্রয়বিগ্রহ-সমাশ্রিত শ্রীবিষয়বিগ্রহের সেবার জন্য সমস্ত প্রাণ সমর্পণ করিবেন। শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবকে মূল বস্তু এবং নিজেকে যন্ত্র, তাঁহাদিগকেই প্রভুতত্ত্ব এবং নিজেকে নগণ্যতম, অযোগ্যতম নিত্য দাসানুদাস-তত্ত্ব মনে, প্রাণে, সর্ব্বাত্মায় সর্ব্বক্ষণ জানিয়া অহৈতুকভাবে সেবা করিলে প্রভুত্ব কামন-জনিত কোন প্রকার কলি বা কলহ উপস্থিত হইতে পারিবে না।

৪৭। কাহারও কোন দোষ তাহার পশ্চাতে সমালোচনা না করিয়া নিষ্কপট আন্তরিক সহানুভূতির সহিত তাহাকে জানাইয়া দিতে হইবে, ইহাই প্রকৃত মৈত্রী, আবার যিনি শ্রীবৈষ্ণব ঠাকুরের কৃপায় নিজের দোষের কথা জানিতে পারিবেন, তিনিও কৃপাকে হিংসা ও মৎসরতা মনে না করিয়া কিংবা নিজেকে 'বড় আমি' না ভাবিয়া প্রকৃত 'ভাল আমি', 'নির্দ্দোষ আমি' অর্থাৎ 'শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবকানুসেবক আমি' হইবার জন্য যত্নবান্ হইবেন ও সহানুভূতিসম্পন্ন দোষ-প্রদর্শনকারীকে পরমবন্ধু ও শিক্ষাগুরু বলিয়া বরণ করিবেন। যিনি আমার দোষ প্রদর্শন করেন, তিনি যে ব্যক্তিই হউন না কেন, আমার পরম উপকারই করিয়া থাকেন। 'আমি নির্দ্দোষ' বা অপরে দোষযুক্ত হইয়া কেন আমার দোষ প্রদর্শন করিবেন, এইরূপ বিচারে কলি প্রবেশ করে। 'পৃথিবীর সকলেই আমার শিক্ষক'—এইরূপ বিচার থাকিলে 'ভাল আমি' ও 'নির্দ্দোষ আমি' হওয়া যায়।

৪৮। মঠবাসিগণ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে, তাঁহারা চিকিৎসিত হইবার জন্য মঠে বা গৌড়ীয়-হাসপাতালে আসিয়াছেন। চিকিৎসার উপযোগী সর্ব্বপ্রকার সাজসরঞ্জাম, ঔষধপথ্যাদি-লাভের সমস্ত সুযোগই তাঁহাদের হইয়াছে। তাঁহারা দেশ, সমাজ, গৃহ, আত্মীয়-স্বজন, জাগতিক আকর্ষণের বস্তু—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ মঙ্গললাভের অনুকূল যাবতীয় বস্তুর নিকট উপস্থিত হইয়াছেন; এইরূপ অবস্থায় যদি কেবল একটী মাত্র দোষ অর্থাৎ অজ্ঞাতিলাষ বা কুটিলতার জন্য তাঁহাদের সমস্ত সুযোগকে পরিহার করেন, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা দুরদৃষ্ট আর কিছুই নাই। অতএব, যাহাতে তাঁহারা প্রত্যেক মুহূর্ত্তের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, কুটিলতা ও অজ্ঞাতিলাষকে সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিয়া সরলতা

ও একমাত্র সেবাভিনিবেশে সমাধিস্থ হইতে পারেন ; ইহাই সাধনা, ভজন-সাধন, মানসাদি, একমেবাদ্বিতীয়ের জন্য অন্তরঙ্গে ও বহিরঙ্গে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন, তজ্জন্য সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া নিরন্তর কৃপা প্রার্থনা করা আবশ্যক। **নিজেকে বলিদান না করিলে পূর্ণ মঙ্গল লাভ করা যায় না।** মঠবাসিগণ শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবায়—তাঁহাদের সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে সর্ব্বস্ব-বলিদানের আশায় অনুক্ষণ অনাসক্ত হইয়া শ্রীগৌরকৃষ্ণের কৃপার কাঙ্গাল হইবেন।

৩৯। প্রত্যেক মঠের সাময়িক উৎসবকালে 'হৈ চৈ' না করিয়া যাহাতে **অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন** হইতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে প্রত্যেকেই তৎপর হইবেন। উৎসবাদি ব্যাপার-সমূহ যেন বহির্মুখ **মনুষ্য-পূজাময় মহারম্ভে পর্য্যবসিত** না হয়। যথাবৈভব মহোৎসব-অনুষ্ঠান করাই মঠ-বাসিগণের কর্ত্তব্য। **মাধুকরী ভিক্ষার পরিমাণানুসারে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণকে** নাম-প্রবণ-কীর্ত্তনমুখে **মহাপ্রসাদ বিতরণ** করিতে হইবে। বহির্মুখ-লোক-তোষণের দ্বারা কাহারও মঙ্গল হয় না। শ্রীল প্রভুপাদ যাহাকে **"শ্রীমদ্ভাগবতোৎসব"** বলিয়াছেন, তাহা যেন বহির্মুখ ভিক্ষা-লাম্পট্যোৎসবে পরিণত না হয়। কি করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের আদর্শে জীবন গঠিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান ও আলোচনা এবং তদনুরূপ অনুশীলন করিবার আর্দ্ধি-বর্দ্ধন উৎসবাদি অনুষ্ঠানের ফল হইবে। শ্রদ্ধালু লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিলে মহাপ্রসাদের প্রতি প্রকৃত সম্মান ও জীবে দয়ার কার্য্য হইবে। **মহাপ্রসাদকে ভোগীর ভোগানলে আহুতি প্রদান করিলে শ্রীমহাপ্রসাদ প্রভুর চরণে অপরাধ হইবে ও জীবে দয়ার পরিবর্ত্তে জীব-হিংসাই সাধিত হইবে। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিরই সুকৃতি হইয়া থাকে, অশ্রদ্ধালুর সুকৃতি হয় না।** অশ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু মহাপ্রসাদ বা শ্রীনাম প্রদান করিলে তাহাতে ভজন-বাধক অপরাধ উপস্থিত হয়।

৪০। প্রত্যেক মঠবাসীকে কলাপ-লাভ করিতেই হইবে। সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর আমাকে আত্মসাৎ করিতেছেন কি-না, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমার অকপট প্রীতি বর্দ্ধিত হইতেছে কি-না, শ্রীশ্রীল স্বরূপ-দামোদর, শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত, শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আমাকে তাঁহাদের ঐকান্তিকী ও প্রীতিময়ী সেবায় সর্ব্বক্ষণ আকর্ষণ করিতেছেন কিনা, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কেবল অধিক ভিক্ষা-সংগ্রহ, বা তাহাতে অধিক প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ, অনেক ঘর-বাড়ীর প্রসার, সুখে স্বচ্ছন্দে বাস, 'হৈ চৈ'—এই সকল প্রচার বা মিশন নহে। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে অকপট প্রীতি-বিশিষ্ট দুই একটি লোক থাকিলেও তাহা লইয়াই প্রকৃত 'মিশন' হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের সম্ভোষ-বিধানই প্রকৃত গৌড়ীয়-মিশনের কার্য্য ; কতগুলি অকর্ম্মণ্য ও অনাচারী লোকের যথেচ্ছাচারিতার ইন্ধন প্রদান করার নাম 'গৌড়ীয় মিশনে'র কার্য্য নহে। প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ সমর্থ হউন, আর না-ই হউন, অন্ততঃ আদর্শ ভাগবত-জীবন যাপনের জন্য নিষ্কপট চেষ্টান্বিত, আর্ত্ত ও অকপট ধৈর্য্যযুক্ত থাকিবেন। সর্ব্বক্ষণ শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা-বিপুলাভের জন্য চিত্ত উত্তরোত্তর ব্যাকুল হইতে থাকিবে। প্রতি মুহূর্ত্তে নিজের অযোগ্যতার স্মরণ হইবে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের উপদেশ-পালনে সুদৃঢ়-নিষ্ঠা ও দৈন্য পরিবর্দ্ধিত হইবে।

৪১। প্রচারকগণ বহির্মুখ লোকের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতে গিয়া কখনই ব্যক্তিগত রাষ্ট্রিকতা প্রকাশ, কিম্বা তাহাদের তোষামোদ করিবেন না। প্রচারকগণ একদিকে যেমন ধরাকে সরা জ্ঞান করিবেন না, অপরদিকে পৃথিবীর লোককেও তোষামোদ করিতে যাইবেন না। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মে পরিনিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃত সত্যকথা সুনীতভাবে ও সহিষ্ণুতার সহিত অপরকে যথাযোগ্য দান দান করিয়া কীর্ত্তন করিতে হইবে। সর্ব্বত্রই সহানুভূতি থাকিবে। অনভিজ্ঞ, অজ্ঞ বিদ্বেষিগণের প্রতিও সহানুভূতি, আর জ্ঞান-কৃত অপরাধী বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষারূপ দয়া বা সহানুভূতি থাকিবে। বহির্মুখ কৌতূহল চরিতার্থ করিবার প্রবৃত্তি, অনধিকার-চর্চ্চা, কিম্বা যেদিকে দালান, কোঠা, বাড়ী, ঘর, জনসঙ্ঘ, উত্তম ভোজন, স্বচ্ছন্দতা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির আশা আছে, সেইদিকে আন্তরিক যোগদানের চিত্ত-বৃত্তি প্রভৃতি থাকিলে অচিরেই হরিজন হইতে বিচ্যুত হইয়া কুবিষয়ে মত্ত হইতে হইবে।

৪২। কোন মঠবাসী এইরূপ মনে মনেও ভাবিবেন না যে, 'অমুকে বলিয়া রহিয়াছে, কেবল আমি খাটিয়া যাইতেছি, কিংবা আমি যখন বেশী খাটিতেছি, তখন আমার সম্মানের

ভাগ, প্রভুত্বের ভাগ, অথবা উৎকৃষ্ট ভোগ্যদ্রব্যের ভাগ শেষ হইবে'—এইরূপ বিচার কর্ম্মকাণ্ড বা অভক্ত বণিকের বিচার। এইরূপ চিত্তবৃত্তির প্রচ্ছন্ন আভাসও হৃদয়ে উদিত হইলে উহাকে শ্রীমায়াপুরের বাড়ুথার-লীলাভিনয়কারী সাধুবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্মার্জ্জনীসমূহ দ্বারা বিতাড়িত করিতে হইবে।

৫৫। কোন মঠবাসী স্বপ্নেও মনে করিতে পারেন না যে, তিনি বা তাঁহারাই ভিক্ষার দ্বারা মঠ বা উৎসবাদি পরিচালন করিতেছেন বলিয়া প্রচার কার্য্য চলিতেছে। ইহা সম্পূর্ণ অভক্ত, অপরাধী, নাস্তিকের বিচার। মঠের পরিচালক—শ্রীগুরুপাদপদ্ম, কোন জীব নহে। মঠসেবক সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী সেবা করিলে মঙ্গল লাভ করিতে পারেন। 'অন্য সেবক ও' এইরূপ ভাবে অহৈতুকী সেবা করেন না, অন্য সেবক ও' আচরণ করেন না, অথবা কাহাকেও ও' কার্য্যতঃ আচরণ করিতে দেখি না, সকলেই পরোপদেশে পণ্ডিত ও অপরের সমালোচনায় পটু; অতএব, এই সকল কথা কাগজ-কলমেই থাকুক, অথবা অন্য লোকের নিকট ইহা লইয়া গৌরব মাত্র অনুভব করা যাউক, ইহা পালন করা অবাস্তব (impractical) এইরূপ বিচার 'ভাল আমি' হইবার বিচার নহে। ইহা 'বড় আমি' বা 'বঞ্চিত আমি' থাকিবার বিচার। 'পৃথিবীর কেহ বাস্তব সত্যের আচরণ করুন, আর না-ই করুন, আমি তাহা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় কি করিয়া আচরণ করিব?'—এইরূপ যাঁহার চিত্তবৃত্তি ও তৎপরিচালনে প্রযত্ন ও অভিনিবেশ হইবে, তিনিই মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন। দশ বৎসর বা পঁচিশ বৎসর বা ততোঽধিক কাল অন্যাভিলাষের পথে চলিয়াছি কিংবা আত্মমঙ্গল-বরণে অমনস্ক ছিলাম অথবা মঠবাসের অভিনয় করিয়াও হৃদয়ে নানা প্রকার বিষয়বাসনা পোষণ করিতেছিলাম কিংবা পূর্ব্বে তাহা সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারি নাই, এত কাল পরে অত্যন্ত চরিত্র পরিবর্ত্তন করা অতিশয় কঠিন হইলেও যে-মুহূর্ত্তে সত্য বুঝিতে পারিয়াছি, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই অসৎ-বর্জ্জন ও সদ্‌গ্রহণে দৃঢ়-সঙ্কল্পবিশিষ্ট হইব। যাঁহার নিকটে অবস্থান করিলে আমাদের অন্যাভিলাষসমূহের প্রকৃতস্বরূপ প্রত্যক্ষীভূত হয় এবং উহা বর্জ্জনের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প ও বল পাওয়া যায়, তিনিই প্রকৃত সাধু। সেই নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গে থাকিয়া যাহাতে হরিভজন করা যায়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে যত্নবান হইতে হইবে। যে সাধুর সঙ্গে অবস্থানের ফলে আমার অকিঞ্চিৎকরতার অধিক উপলব্ধি হইবে, হৃদয়ে কৃষ্ণভজনের জন্য অভাব বোধ হইবে, হরিসেবার জন্য নিয়ত অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হইবে, তাঁহাকেই আমি মহাপুরুষ জানিব এবং সেই সাধুসঙ্গ নিয়ত যাচ্ঞা করিয়া তাঁহার আনুগত্য-লাভের জন্য আত্মবলি প্রদান করিব।

৫৬। আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মঠসেবক প্রতিকূল ও অনুকূল সর্ব্ববিধ অবস্থা ও দৃশ্য হইতে আত্মমঙ্গল আহরণ করিবেন। প্রতিকূল অবস্থার স্রোতে ও চিন্তাধারায় নিজেকে ভাসাইয়া দিলে কোন দিনই 'ভাল আমি' হইতে পারিবেন না। কতকগুলি ব্যক্তি মঠসেবকের অভিমান করিয়া ভুক্তিবাদী ও শক্তিবাদী হইয়া মঠসেবা হইতে চ্যুত হইয়াছে। সেবার নামে ভোগ ও প্রভুত্ব-অর্জ্জনই ইহাদের কাম্য বস্তু ছিল। ইহাদের আপাত বিরোধী আর একদল যুক্তি ও মুক্তিবাদী হইয়া পূর্ব্বোক্ত দলের সহিতই সাযুজ্য লাভ করিয়াছে! ভোগের সহিত মোক্ষের, শক্তিবাদের সহিত যুক্তিবাদের আপোষ হইতে পারে; কিন্তু ভুক্তিবাদ, শক্তিবাদ অথবা যুক্তিবাদ ও মুক্তিবাদের সহিত ভক্তিসিদ্ধান্তের কোন দিনই আপোষ হয় না। মঠবাসের অভিনয়কারিগণের এই দৃশ্য ও পরিণাম দর্শন করিয়া আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণভজনের অনুকূল শিক্ষা গ্রহণ করিবেন অর্থাৎ শক্তিবাদ বা যুক্তিবাদ—কোনটিতে প্রবিষ্ট না হইয়া অহৈতুকী ভক্তির সেবক হইবেন। শক্তিবাদ যেরূপ অচিরে প্রলয়-ভয়ঙ্করী রৌদ্রলীলায় পরিণত হয়, তদ্রূপ অদ্বৈত বা শ্রৌতকল্প যুক্তিবাদও নির্ব্বিশেষবাদে পরিণত হয়।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের অপরিহার্য্য যোগ্যতা ও নিয়মাবলী

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী যেমন সাধারণ অধিকারিত বা সংসারত্যাগী ব্যক্তিগণের ন্যায় নহে, তাঁহাদের সম্বন্ধোদ্ভবে বৈশিষ্ট্য আছে, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত গৃহস্থও সাধারণ নৈতিক সেবক গৃহস্থ ব্যক্তি নহেন। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের সাধুসঙ্গ, বৈষ্ণবসেবা, শ্রীনামে ও শ্রীমূর্ত্তির সেবায় শ্রদ্ধা ও বিশেষ প্রীতি থাকিবে। তাঁহারা অকপট ও সম্বন্ধ-পিপাসু হইবেন। সাধুসঙ্গ শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত গৃহস্থের সাময়িক কৃত্য। তিনি একমুহূর্ত্তও সাধুসঙ্গ ব্যতীত থাকিতে পারেন না। ইহা তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কারণ, সাধু ব্যতীত কৃষ্ণ মায়াবাদী বা কৃষ্ণাভক্তের নিকট বিশেষ রুদ্ধ। সাধুর সহিত কৃষ্ণের নিত্য বিলাস। কৃষ্ণ হইতে সাধুকে বিয়োগ করিলে কেবল আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ বা প্রাকৃত কাম; আর, সাধু হইতে কৃষ্ণকে বিয়োগ করিলে বিলাসবিহীন কৃষ্ণের অর্থাৎ নির্ব্বিশেষভাবের উপাসনা বা অপরাধ হয়। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ কখনও নিজ ভোগাগৃহে বাস করেন না; তিনি শ্রীনামপ্রভুর গৃহের,—শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কের সেবক। তাঁহার গৃহের কর্ত্তা—শ্রীনামপ্রভু। তাঁহার গৃহে শ্রীনামকীর্ত্তনমুখে শ্রীমূর্ত্তির সেবা নিত্য বিরাজিত। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ **স্বহস্তে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত শ্রীনামকীর্ত্তন-সহযোগে নিত্য অর্চ্চন** করেন। নাম ব্যতীত 'নমঃ' ও 'স্বাহা' নিরর্থক; তাহা মন্ত্র নহে। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ হইতে হইলে কি কি যোগ্যতার প্রয়োজন, তাহা শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগবর শ্রীশ্রীগুরুবর্গের উপদেশ ও আদর্শ অনুসারে নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল। যাঁহারা এই আদর্শ-অনুসরণে ঐকান্তিক ভাবে তৎপর না হইবেন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ বা শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার সেবক, শ্রীগুরু প্রভুপাদের বা শ্রীগুরু আচার্য্যদেবের শিষ্য বা অনুগ বলিয়া পরিচয় দিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। লোকে যাহাদিগকে তাঁহাকে 'শিষ্য' বলে; কিন্তু যে স্বতন্ত্র, দাম্ভিক বা বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের শিষ্য—শ্রীহৃষীকেশপ্রেষ্ঠের শিষ্য নহে।

১। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ-মাত্রেই সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা শ্রবণ করিয়াছেন এবং তদনুসারে নিজেকে যাত্রাপিতার পুত্র, ভার্য্যার স্বামী, পুত্র-কন্যার পিতা, আত্মীয়-স্বজনের সম্বন্ধী, গুরু, সমাজ, বা দেশ-বিশেষের কর্ত্তা বা ভোক্তা বলিয়া স্বপ্নেও বিচার করেন না। তিনি আপনাকে শ্রীস্বরূপপ্রভুর শিক্ষানুসারে শ্রীগোপীজনবল্লভের প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের দাসানুদাস বলিয়া সর্ব্বদা জানেন ও তদনুসারে জীবন যাপন করিবার জন্য শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা আর্ত্তির সহিত প্রার্থনা করেন।

২। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী-পুরীর শিক্ষাভিমান যাঁহার হৃদয়ে উপস্থিত হইয়াছে, যিনি শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ হইতে চাহেন, তাঁহার প্রাত্যহিক জীবনে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিম্নলিখিত উপদেশ আচরণের মধ্যে প্রতি-ফলিত থাকিবে। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ বাক্যসার মাত্র নহেন, তিনি অকপট আচরণশীল। তিনি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শিক্ষার অনুসরণ করিয়া বলেন,—

> ন মে পত্নী-কন্যা-তনয়-জননী-বন্ধু-নিচয়া
> হরৌ ভক্তে ভক্তৌ ন খলু যদি তেষাং সুখমতা।
> অভক্তানাবদ্যপ্রচয়মপি দোষো বিষয়িণাং
> কথং তেষাং সঙ্গাদ্ধরিজনজনৈ সিদ্ধির্ভবতি মে॥

যাহাদের শ্রীহরিতে, ভক্তে ও ভক্তিতে অন্যূন মমতা অর্থাৎ 'আমার বোধ' বা আসক্তি নাই, তাহারা আমার পত্নী নহে, কন্যা, পুত্র, মাতা বা বন্ধু নহে। সেই সকল অভক্ত বিষয়িগণের অল্প-প্রচয়ও দোষের বিষয়। অতএব, কিরূপে তাহাদের সঙ্গে আমার হরিজনের সিদ্ধি হইবে?

যিনি শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ হইতে চাহেন, তিনি শ্রীগুরু-বর্গের অনুক্ষণ কীর্ত্তিত শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটী নিজ আচরণে প্রকাশ করিবেন। কেবল প্রতিষ্ঠার্জ্জনের জন্য বক্তৃতা-মঞ্চে পরোপদেশে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন-করে অচেতন-প্রায় হইয়া এই শ্লোকটি আবৃত্তি মাত্র করিবেন না।

> গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
> পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
> দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যা-
> ন্ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্॥
>
> (ভাঃ ৫।৫।১৮)

ভক্তিপথের উপদেশ-দ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন, সেই গুরু "গুরু" নহেন, সেই স্বজন 'স্বজন' শব্দবাচ্য নহেন, সেই পিতা 'পিতা' নহেন অর্থাৎ তাঁহার পুত্রোৎপত্তি-বিষয়ে যত্ন করা উচিত নহে, সেই জননী 'জননী' নহেন অর্থাৎ সেই জননীর গর্ভধারণ কর্ত্তব্য নহে, সেই দেবতা 'দেবতা' নহেন অর্থাৎ যে-সকল দেবতা জীবের সংসার-মোচনে অসমর্থ, তাঁহাদিগের মানবের নিকট পূজা গ্রহণ করা উচিত নহে, আর সেই পতি 'পতি' নহেন অর্থাৎ তাঁহার পাণি গ্রহণ করা উচিত নহে।

৩। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের প্রাকৃত বন্ধুর সঙ্গে রঙ্গ করিবার ইচ্ছা আর নাই। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গে সংকীর্ত্তন-রঙ্গ ও তাঁহাদের সেবাসঙ্গই শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের নিত্য আর্ত্তির সহিত আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু। কারণ, তাঁহারা শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট। শ্রীরূপ-প্রভু বলেন,—

সেয়াং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধর-কিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ।

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ সাঃ লঃ ৮৭ শ্লোক)

হে সখে! যদি প্রাকৃত বান্ধবের সঙ্গ করিতে তোমার লোভ থাকে, তবে শ্রীবৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী ঈষদ্বঙ্কিমযুক্ত ত্রিবক্রভাবশালী বাম অঙ্গে নেত্রকটাক্ষ-বিশিষ্ট, অধরপল্লব-কিশলয়ে বিরাজিত বংশী ও ময়ূরপুচ্ছ-দ্বারা উৎকৃষ্ট শোভান্বিত শ্রীগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিও না। তাৎপর্য্য এই যে, অপ্রাকৃত শ্রীগোবিন্দপাদপদ্ম-নখ-সৌন্দর্য্য একবার দর্শন করিলে পূয়রক্তকৃমিকীটবহুল দেহের প্রতি, অথবা কন্থা-ত্যাগীর ন্যায় প্রাকৃত দেহধ্যানের প্রতি আসক্তি ও আত্মবুদ্ধি আর থাকে না।

৪। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ সদাচার বা বৈষ্ণবাচার-পরায়ণ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যানুসারে 'অসৎসঙ্গ-ত্যাগ' অর্থাৎ অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গ ও কৃষ্ণাভক্ত বা নির্ব্বিশেষবাদীর সঙ্গ ত্যাগ শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের আচরণের মধ্যে সর্ব্বদা প্রকাশিত থাকিবে। "কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার। জীবে দয়া, কৃষ্ণ-নাম সর্ব্বধর্ম্ম সার॥" এই আদর্শ তাঁহার চরিত্রে দেদীপ্যমান থাকিবে। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কথিত নিম্নলিখিত সদাচারসমূহ অনুবর্ত্তন না করিলে তিনি শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ পদবাচ্য হইবেন না।

গুরৌ ন্যাসো যাচ্যা সকলসচরে মানদনং
দয়াকাঙ্ক্ষীকৃষ্ণং হরিচরণসেবা মম ব্রতম্।
সদাচারোঽয়ং মে প্রভুপদপদৈঃ সমুদিতঃ
প্রভোশ্চৈতন্যস্যাক্ষয়চরিত পীযূষ-কণিকা॥

('যমনিয়ম-দাশকম্'—৬)

সুদীনতা, সরলতা, সহিষ্ণুতা, মানদান এবং দয়াকে স্বীকার করিয়া শ্রীবিশ্বাদপদ্মের সেবাই আমার নিয়ম। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অক্ষয় শ্রীচরিতামৃতে কৃষ্ণ-ভক্তদের মধ্যে শ্রীগুরু-চরণ-নিষ্ঠগণ যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহাই আমার সদাচার।

৫। অন্যবিলাসী, কৃষ্ণবিমুখ, তর্কনিষ্ঠ বা বৈষয়িক যুক্তি-বাদী নির্ব্বিশেষবাদী ব্যক্তিগণের সঙ্গ হইতে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ অতি দূরে অবস্থান করিবেন। যাহারা শ্রীগুরুদেব বা শ্রীআচার্য্যদেবকে লঙ্ঘন করিয়া শ্রীগোবিন্দদেবকে ভজন করিবার ধার্ষ্টিকতা বা তাঁহাদের অপ্রাকৃতত্বে সন্দেহ পোষণ করে, তাহাদের নিকট শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত গৃহস্থ কখনও যাইবেন না।

অসদ্ভর্কৈরন্যান্ অজ্ঞসুখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্
কুনিষ্ঠাপাসক্তান্ সততমতিদূরে পরিহরন্।
অরাধং গোবিন্দং ভজতি নিতরাং ধার্ষ্টিকতয়া
তদভ্যাসে কিন্তু ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্॥

('যমনিয়ম-দাশকম্'—৯)

অসাধু তর্ক দ্বারা দৃষ্টিরহিত, অজ্ঞসুখে মগ্ন, কৃষ্ণবিমুখ, মন্দ কৈবল্যাদিতে আসক্ত ব্যক্তিগণকে সতত অতিদূরে সযত্নে পরিহার করিয়া আমি অবস্থান করিব। যে ব্যক্তি অত্যন্ত ধৃষ্টতাবশতঃ শ্রীরাধাসূত্র (শ্রীআশ্রয়-বিগ্রহ বা শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্ম-বিরহিত) গোবিন্দের ভজন করে, আমি কিন্তু, তাহার নিকটে অল্প সময়ও যাইব না, ইহা আমার নিয়ম।

৬। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ লৌকিকিক জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদিষ্ট নিম্নলিখিত সম্বন্ধ-জ্ঞানাত্মক নিয়ম নিয়মিতভাবে পালনপূর্ব্বক শুদ্ধ বৈষ্ণবের কৃপার কাঙ্গাল হইয়া অতিশয় আগ্রহের সহিত শ্রীশ্রীসাধুগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে করিতে অনাসক্ত হইয়া শ্রীনামপ্রভুর গৃহে বাস করিবেন।

হরেরাকৃষ্য বপুঃ মম চ চিরকালং প্রকৃতিতো
মহামায়াযোগাদভিনিপতিতো দুঃখজলধৌ।
ইতো যাত্রায়াদ্যঃ স্বনিয়ম-দৃঢ়ত্যা প্রতিদিনং
সহায়ো মে মাত্রঃ বিতরতু কৃপা বৈষ্ণবকৃপা॥

('স্বনিয়ম-দাপনকম্'—১২)

শ্রীহরির কৃপাই আমার স্বভাবজাত চিরন্তন বর্ম। এক্ষণে দুরাশার অধীন হইয়া আমি দুঃখসাগরে পড়িয়াছি। প্রতিদিন নিজ নিয়মের প্রতি সুদৃঢ় নিষ্ঠা দ্বারা আমি ব্রহ্মাণ্ড হইতে উত্তরোত্তর বৈকুণ্ঠে গমন করিব। **দেহে আত্মবুদ্ধি-রূপ বিবর্ত্ত-বিনাশিকা বৈষ্ণবের কৃপাই আমার একমাত্র সহায়।**

৭। 'ভাল মন্দ খাই পরি যেবা চিন্তাহীন।'—এইরূপ নিশ্চিন্ত ভাবে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহকারী ব্যক্তিগণই গৃহব্রত; তাহারা শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ বৈষ্ণব নহে, **শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত গৃহস্থ হইতে হইলে কেবল নিয়মিত আহ্নিক, পূজা, মালাটানা কিংবা মঠের কিছু সাময়িক সাহায্য করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে হইবে না। 'কৃষ্ণভজন হইল না!', এইরূপ অকপট অভাব-বোধ, অনুক্ষণ হৃদয়ের অন্তর্দাহ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অত্যধিক সন্তোষের নিমিত্ত অতিশয় ব্যাকুল করিয়া তুলিবে।**

৮। প্রত্যেক গৃহবাসী প্রত্যহ মঠে উপনীত হইয়া নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের সঙ্গ ও সেবা করিবেন। সেবা-দ্বারাই প্রকৃত সঙ্গ হয়। কেবল উপদেশ শ্রবণ করিয়া নীরব থাকিলে হইবে না। তাহা আচরণে প্রদর্শন করিবেন ও তজ্জন্য শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনা করিবেন।

৯। যেমন প্রত্যহ আনাহার, জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অর্থাদি-সংগ্রহ অপরিহার্য্যভাবে করিতে হয়, গৃহস্থের তদপেক্ষা অধিকতর রুচির সহিত প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে সাধুসঙ্গ করিতে হইবে। অনেক কার্য্যভার বা গৃহের কর্ত্তব্য-পালনের জন্য সময় হয় না বলিয়া একদিনও সাধুসঙ্গ পরিহার করিলে বা মঠের কোনরূপ সেবা হইতে বিরত থাকিলে গৃহবাদীর কুবিষয়ের সঙ্গ হইয়া যাইবে। **সাধুসঙ্গ ও কৃষ্ণভজন করিবার জন্যই গৃহে বাস, অর্থাদির উপার্জ্জন, শরীর-ধারণ বা গৃহের কর্ত্তব্যাদির সম্পাদন।** সেই মুখ্য উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া অপরাপর কার্য্যগুলিকে কর্ত্তব্য মনে করিলে তাহাকে আর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ বলা হইবে না। সে ব্যক্তি স্বার্থবাহী গৃহব্রত।

১০। যে-সকল গৃহস্থের পক্ষে প্রত্যহ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের সঙ্গ বা দেশকালপাত্রের ব্যবধান-বশতঃ মঠে গমন-পূর্ব্বক সাধুসঙ্গের সুযোগ না হয়, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয় মিশনের শ্রীনামহট্টের প্রচার-কার্য্যের কোনও না কোন প্রকার সেবা নিজের একমাত্র মঙ্গলকর বিচারে করিবেন, তাহা হইলে তাঁহাদের শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গ হইবে। কেবল গ্রন্থ পাঠ করিয়া কৌতূহল নিবৃত্তি বা জ্ঞানপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করিবার বাসনায় 'ঘরে বসিয়া সাধুসঙ্গে'র ছলনা করিলে আত্মমঙ্গল হইবে না। কোন্ না কোন মঠের সেবা-কার্য্যে **প্রত্যহ অভিনিবেশের সহিত** নিযুক্ত থাকিতে হইবে এবং তজ্জন্য অন্তরে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে। গৃহস্থগণের চিত্তে ঐ সকল সেবা করিয়া 'আমি বা আমরা প্রতিষ্ঠানকে বড় করিয়া দিতেছি, ঐটুকু কর্ত্তব্য-মাত্র করিয়াই গৃহস্থের ধর্ম্ম পালন করিতেছি'—এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি যেন কদাপি উদিত না হয়। 'আমি কিছুই সেবা করিতে পারিতেছি না'—এইরূপ বিচার স্ব স্ব হৃদয়কে সর্ব্বক্ষণ নিপীড়ন করিয়া গৃহস্থকে উত্তরোত্তর অধিকতর মঠসেবায় নিযুক্ত রাখিবে। প্রত্যেক গৃহস্থ বৎসরে একাধিক বার নিজের ব্যয়ে ভগবৎসেবার উপকরণাদি সহ শ্রীধাম-মায়াপুরে গমন করিয়া শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গ করিবেন।

১১। 'দূরে থাকিয়াই আমাদের শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গ হইবে', অথবা অন্য বিচারে তীর্থাদি দর্শনের কৌতূহল, স্বাস্থ্যলাভ, ভ্রমণকাম চরিতার্থ করিবার বাসনায় **শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সন্নিধানে একাকী বা স্ত্রীপুত্রাদির সহিত গৃহস্থের** গমনের অভিনয় এবং গমন করিয়াও মঠের সহিত বণিগ্‌বৃত্তি আচরণ করিবার প্রচ্ছন্ন দুর্ব্বুদ্ধি, যথা শ্রীনবদ্বীপে, শ্রীপুরুষোত্তমে, বা শ্রীবৃন্দাবনে ঘরভাড়া, পাণ্ডার প্রণামী, আহারাদির ব্যয় প্রভৃতির জন্য পঞ্চাশ টাকা ব্যয়ের স্থলে বা বদলে মঠে পাঁচ টাকা দিয়াই একাধারে মঠের আনুকূল্য-প্রদানের অভিনয় এবং তৎসঙ্গে পরত্রাত্রিশ টাকা লাভ ও সাধুসঙ্গ, গঙ্গা-স্নান, সমুদ্রাবগাহন, যমুনা-স্নান, তীর্থদর্শন, পুত্র ও বান্ধব-গণের নিমিত্ত নানাবিধ উপহার-ক্রয়—একাধারেই সম্পাদন করিবার কপট অর্থাৎ এক সঙ্গে 'ধর্ম্ম দেখা ও কলা বেচার' পাটোয়ারী বুদ্ধি থাকিলে সাধু সঙ্গ হইবে না। অন্যাভিলাষ-রহিত ও শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবোন্মুখ হইয়া অতি যত্নের সহিত শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গ করিলেই তাঁহাদের বাণী কর্ণে

প্রবেশ করিবে এবং তাহা আচরণ করিবার বল পাওয়া যাইবে।

১২। প্রত্যেক গৃহস্থের জানিয়া রাখা উচিত যে, শ্রীশ্রীগুরুবর্গের নির্দ্দেশানুসারে বর্ত্তমানে প্রত্যেক তীর্থস্থানে ওতপ্রোত-সম্বন্ধারামসমূহ মাধুকরী ভিক্ষাদ্বারা সেবিত হইতেছেন। নির্দ্দিষ্ট চাঁদা, বৃত্তি, মাসিক সাহায্য প্রভৃতি শরণাগতি ও নিষ্কিঞ্চনতার ব্যাঘাতকর বিচারে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের নির্দ্দেশে নিষ্কিঞ্চন শরণাগতগণের, ভক্তত্রাহ্মণগণের আচারণের ও ভক্তভগবান্ পরম অনুকূল শ্রীশ্রীগোস্বামিবর্গের অভীপ্সিত মাধুকরী ভিক্ষা-দ্বারা ঐ সকল মঠের সেবা হইতেছে; গৃহস্থগণ যদি নিষ্কিঞ্চনগণের ঐ মাধুকরী ভিক্ষার ভাগ (?) করেন, অর্থাৎ শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবা না করিয়া কেবলমাত্র নিজেদের দেহের চেহারা দেখাইয়াই উহা উপভোগ করেন, তবে তাহা তাঁহাদের আত্মার অধোগতিকারক হইবে। তাঁহারা মঠবাসিগণের সেবাবিধান করিবার জন্য সতত ব্যস্ত থাকিবেন। আবার, মঠবাসিগণও তাহা নিজে ভোগ না করিয়া শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবায় বা শ্রীনামপ্রচারের সেবায় নিযুক্ত করিবেন। নির্দ্দিষ্ট চাঁদা বা মাসিক সাহায্য-গ্রহণ পরিত্যক্ত হইতেছে বলিয়া গৃহস্থগণ যেন মনে না করেন,—তাঁহারা নিয়মিত ও বাধ্যতামূলক কর হইতে রেহাই পাইয়াছেন। এখন তাঁহাদের সুযোগমত সামান্য কিছু সাহায্য চক্ষুলজ্জাবশতঃ বা পুণ্যকামনায় প্রদান করিলেই চলিবে। গৃহস্থের অন্তরে এইরূপ বিচার বা চেষ্টা থাকিলে তাঁহাকে আরও অধিকতর গৃহব্রত করিয়া তুলিবে। গৃহস্থগণ এখন হইতেই আরও অধিকতরভাবে মঠের অকপট সেবার জন্যই তৎপর হইবেন। তীর্থস্থানের মঠাদিতে গমন করিলে পাছে অপরাধে পতিত হইতে হয়, কিংবা তীব্র সমালোচনার পাত্র হইতে হয়, এই আশঙ্কায় যদি গৃহস্থগণ তীর্থাদিতে স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত গমন করিয়া পৃথক্ বাসা করিয়া থাকেন এবং কেবলমাত্র তাহাদের পরিচর্য্যা ও রক্ষণাবেক্ষণেই নিযুক্ত থাকেন, কেবল বাহিরে আনুষ্ঠানিক দণ্ডবৎপ্রণামাদি করিয়া চলিয়া যান, তবে তাঁহাদের মঠ বা শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-গণের সন্নিকটে আসিবার অভিনয় করিয়াও গৃহব্রত ধর্ম্মেরই যাজন হইল।

১৩। গৃহস্থগণ যেন মনে না করেন যে, তাঁহারা যখন ধনাঢ্যভাবে মঠের সেবা করেন, তখন মঠ হইতে যদি তাঁহাদের পরিচর্য্যার সুব্যবস্থা না হয়, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়াদির প্রতি সম্মান প্রদর্শিত না হয়, তবে তাঁহারা বিরোধী হইয়া যাইবেন এবং তাঁহাদের ন্যায় উপযুক্ত লোক বিরোধী হইলে বা অন্য বিরোধীর সহিত যোগদান ঋ বন্ধুর করিলে শ্রীআচার্য্যদেবের পক্ষ দুর্ব্বল হইয়া যাইবে (!), অতএব, ভয়ে ভয়ে তাঁহাদের, বিশেষতঃ তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্র-বন্ধুবান্ধবাদির আদর ও পরিচর্য্যাদি করা মঠবাসিগণের বিশেষ "কর্ত্তব্য"। এইরূপ বিচারযুক্ত গৃহস্থগণ নিজের ও মিশনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শত্রু, কেন-না, তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই প্রচ্ছন্ন বিরোধী। এই সকল লোক যত শীঘ্র তাঁহাদের কপটতার মুখোস খুলিয়া প্রকৃত স্বরূপ প্রদর্শন করেন, ততই কোমল-হৃদয়গণের পক্ষে বা মিশনের মঙ্গল। গৃহস্থগণের যদি মঠ-সেবায় আন্তরিক উপস্থিতি না হইল, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য বলি দিবার জন্য অকপটে অনুক্ষণ শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীচরণে আর্ত্তি না থাকিল, তবে তাঁহাদের গৃহ-ব্রতধর্ম্ম কিছুতেই বিনষ্ট হইবে না। সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্ব-যোগ্যতাসম্পন্ন হইয়াও গৃহস্থব্যক্তি মঠবাসিগণের উচ্ছিষ্ট-পাত্রমার্জ্জন ও মঠের ঘুটে, ঝাড়ুদার ও মেথরের কার্য্যের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে উন্মুখ থাকিলে তবেই তাঁহার গৃহাসক্তি বিনষ্ট হইয়া হরিভজনে রতি হইবে। শ্রীশ্রীল সনাতন-রূপ, শ্রীল রায় রামানন্দপ্রভু ও মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র মাধুকরী ভিক্ষাজীবিগণের কৃপাকণা লাভ করিবার জন্য মন্ত্রিত্ব, শাসন-কর্তৃত্ব ও রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া অকিঞ্চনগণের বৈকুণ্ঠা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঝাড়ুদারের আদর্শলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইরূপ অকপট বৈষ্ণের দ্বারা গৃহস্থগণ সম্ভোগবাদ ও গৃহাসক্তি ছেদন করিয়া শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে রতিবিশিষ্ট হইবেন।

১৪। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত অথবা আভিজাত্য বা ঐশ্বর্য্য-বান্ কিংবা রূপবান্ ব্যক্তি, অথবা প্রাকৃত বিষয়ে দক্ষ, প্রবীণ ও অভিজ্ঞ গৃহস্থ ব্যক্তি যেন মনে না করেন,—'আমি বা আমরা মিশনের asset (মূল্যবান সম্পত্তি)-স্বরূপ ও মিশনের সহিত আমাদের নাম সংশ্লিষ্ট থাকায় মিশনের গৌরব রক্ষিত হইতেছে। ইহাই আমাদের পক্ষে মিশনের প্রতি যথেষ্ট দান; নতুবা, হত সব 'নাড়াবুনে', 'কলম ভাঙ্গার দল'কে কি কেহ সম্মান করিত? না, তাহাদের প্রচার শিক্ষিত সমাজের নিকট আদৃত হইত? দম্ভদৈত্যের এইরূপ মায়ার দ্বারা

প্রচ্ছন্নভাবেও যদি কাহারও হৃদয়ে লক্ষিত হয়, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ মঠে গমনপূর্ব্বক মঠের উন্নতির পাত্র মাত্রকে, মঠের পৌরোহিত্য পরিত্যাগ ও মঠবাসী বৈষ্ণবগণের যে কোন প্রকার তথাকথিত নীতিদোষ প্রতিষ্ঠাশা ও দম্ভরহিত হইয়া যাচ্ঞা করিয়া লইবেন এবং সেই ভাবে দুষ্ট মনকে শাসন ও শ্রীগুরুবর্গের নিকট নিজের দুর্দ্দশা জানাইয়া আত্মশোধন করিতে কণকালও বিলম্ব করিবেন না। নিজের লক্ষপ্রকার আপাতিক তথাকথিত ক্ষতি হইলেও সর্ব্বাগ্রে আত্মশোধনের চেষ্টা করিবেন; যদি না করেন, তবে তিনি অধিকতর অপরাধফলে নিরয়গামী গৃহব্রত হইয়া পড়িবেন।

১৫। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণ বহির্মুখ বা তথাকথিত উন্মুখ স্ত্রীপুত্রাদি-প্রতিপালনের জন্য কোন সময়ে 'শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিবার' নীতি অবলম্বন করিয়া অপরাধ-সাগরে নিমজ্জিত হইবেন না অর্থাৎ মঠের কোন প্রকার সুযোগ, সুবিধা বা নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণের মানুকরী ভিক্ষালব্ধ হরিসেবোপকরণকে নিজের বহির্মুখ সংসার-পালনের উপকরণরূপে পরিণত করিবেন না। মঠের সেবার বিনিময়ে কোনপ্রকার লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি গ্রহণ করিলে ভক্তি-প্রতিবন্ধক অপরাধে পতিত হইতে হইবে। অভাবগ্রস্ত বলিয়া মঠসেবার বিনিময়ে নিজে অর্থাদি গ্রহণ করা দূরে থাকুক, যদি ঐরূপ অভাবগ্রস্ত গৃহস্থের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া অন্য কোন গৃহস্থ ঐরূপ কার্য্যের অনুমোদন বা কোনরূপে প্রশ্রয় দান করেন, কিংবা তদ্রূপ সহানুভূতি প্রকাশ করেন, তবে তিনিও ভক্তি-প্রতিবন্ধক অপরাধে পতিত হইবেন। ঐরূপ কু-দাতাদিগকে গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠান হইতে সমূলে উৎপাটিত করা প্রত্যেক শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত গৃহস্থের একান্ত কর্ত্তব্য।

১৬। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত কোন গৃহস্থ বহির্মুখ আত্মীয়-স্বজনকে লইয়া তাহাদিগকে তীর্থাদি-প্রদর্শনের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া বাহিরে হরিকথা-শ্রবণের ছল দেখাইয়া মঠে গমনের কপট করিবেন না। বহির্মুখ আত্মীয়-স্বজন সঙ্গে থাকিলে ঐকান্তিকভাবে সাধুসঙ্গ করিবার প্রতি-বন্ধক হয়। সাধুসঙ্গ করিবার সময় সম্পূর্ণভাবে বহির্মুখ-বিষয়ে নিশ্চিন্ত, ঐকান্তিক ও অভাভিলাষরহিত হইলে মঙ্গল-লাভ হয়।

১৭। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থগণ স্বপ্নেও মনে করেন না যে, 'মঠ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী ব্যক্তিগণের ভোগ্য গৃহ বা প্রভুত্বের স্থান; আর, স্ত্রীপুত্রাদি-নিষেবিত গৃহ আমাদের প্রভুত্বের স্থান বা ভোগ্য সম্পত্তি। সুতরাং, মঠের জন্য আমাদের বিব্রত হইবার আবশ্যকতা নাই। শ্রীহরিনাম-প্রচারের আনুকূল্য হউক, আর না-ই হউক, আমরা আমাদের ভোগ্য স্ত্রী, পুত্র ও গৃহ-রক্ষার জন্যই প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য সমর্পণ করিব।' এইরূপ চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট হইলে মঠের সহিত সংস্পর্শ অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গ হইতে স্বতঃই বিচ্যুত হইতে হয়; তখন গৃহব্রত-ধর্ম্মের আসক্তি মঠবাসী ও গৃহবাসিগণকে স্বতন্ত্র-সম্প্রদায় রূপে কল্পনা করিয়া ভেদ সৃষ্টি করে। তখন গৃহস্থগণ আর মঠবাসিগণের নিকট নিষ্কিঞ্চনতা শিক্ষা করিতে পারেন না, মঠবাসিগণও গৃহস্থগণের নিকট অকপট দৈন্য শিক্ষা করিতে পারেন না। ঐরূপ অন্বয়-জ্ঞানে ভেদ-কল্পনাকারী গৃহব্রতগণ মনে করেন,—গৃহস্থগণ মঠবাসিগণের নিকট Depressed classএর ন্যায় চির নির্য্যাতিত। সুতরাং, উভয়ের মধ্যে আন্তরিক বন্ধুত্ব হইতে পারে না। কিন্তু, শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত প্রকৃত গৃহস্থ ও শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত প্রকৃত গৃহত্যাগীর মধ্যে একপ্রাণতার অভাব নাই। কারণ, উভয়ে একই প্রভুর সেবক, কেবলমাত্র পেষোকের পার্থক্য, ভক্তিবৃত্তির মধ্যে কোন ভেদ বা কপট নাই।

১৮। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ কখনই মনে করেন না যে,—মঠবাসিগণকে তাঁহারা পালন ও শাসন করিতে সমর্থ। মঠবাসিগণের পাণ্ডিত্য, দক্ষতা, কৌলীন্য, ঐশ্বর্য্য, অভিজ্ঞতা অতিশয় অল্প। অতএব, গৃহস্থগণ কৃপা করিয়া মঠবাসিগণের সেই অভাব পূরণ না করিলে তাঁহারা কিছুতেই জগতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন না। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ কখনও মনে করেন না যে,—'মঠবাসী ব্রহ্মচারিগণের প্রবীণতার অভাব আছে, তাহারা ছেলে ছোক্‌রার দল, আর গৃহস্থগণ প্রবীণ ও অভিজ্ঞ।' বস্তুতঃ, মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর ন্যায় প্রকৃত শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ প্রবীণতায়, পাণ্ডিত্যে, কৌলীন্যে, ঐশ্বর্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াও যে কোন মঠবাসী বালক ব্রহ্মচারীকে বৃদ্ধিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎপ্রণাম ও আন্তরিক ভাবে ও নিষ্কপটে তাঁহাদের বাল্যকাল হইতেই ভক্তিযজনে উন্মুখতা, সরলতা প্রভৃতি গুণ দর্শন করিয়া নিজের

ঐরূপ বয়সে হরিভজনের চেষ্টা হয় নাই বলিয়া নিজের প্রতি ধিক্কার প্রদান করিতেন। ইহারা তাঁহার চাকরের চাকরের ছেলের তুল্য বালক মাত্র, সুতরাং, শাসনযোগ্য, বা শিক্ষাদানের পাত্র এরূপ ধার্ষ্টিকতাপূর্ণ বিচার স্বপ্নেও তিনি প্রদর্শন করেন নাই। তবে যে স্থানে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা-স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য কোন প্রয়োজন হইয়াছে, সেখানে তিনি ধার্ষ্টিকতা ও মৎসরতা বিবর্জ্জিত হইয়া শ্রীশ্রীগুরুবর্গের বাণী তাঁহাদের নিকট কীর্ত্তন করিয়া মঠবাসী ব্রহ্মচারিগণের মঙ্গল বিধান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। একটি ধার্ষ্টিক আধ্যক্ষিক সময়ের গৃহব্রতের চিত্তবৃত্তি; আর একটি হরিগুরু-সেবানুরাগী প্রকৃত শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের চিত্তবৃত্তি।

১৯। মঠবাসী ভিক্ষুকগণকে দেখিয়া শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের হৃৎকম্প উপস্থিত হয় না। সাধুকরী ভিক্ষা-গ্রহণকারী অর্থাৎ জীবের সর্ব্বস্ব-গ্রহণকারী ভিক্ষুকগণ সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবেন—এই ভয়ে যাহাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য যাহারা সেই সকল সাধুগণের সম্মুখে আসিতে ভীত, ত্রস্ত, লজ্জিত থাকে বা গা-ঢাকা দিয়া চলে, তাহারা নিয়মগামী গৃহব্রত—শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ নহেন। 'সর্ব্বস্ব-সমর্পণের জন্য হৃদয় প্রস্তুত না হইলেও, কিঞ্চিৎ হৃদয়-দৌর্ব্বল্য থাকিলেও সাধুগণের বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ করিতে করিতে হৃদয়ে বল পাইব, প্রকৃত মঙ্গল বুঝিতে পারিব, আত্মঘাত হইতে রক্ষা পাইবার শক্তি লাভ করিতে পারিব',—এই বিচারে হৃদয়-দৌর্ব্বল্যগ্রস্ত গৃহস্থগণ সর্ব্বস্ব-গ্রহণকারী ভিক্ষুকগণের সঙ্গ করিতে করিতে হৃদয়ে বল প্রাপ্ত হন।

২০। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ মনে করেন না যে, মঠবাসিগণের সঙ্গে গৃহস্থগণের কেবল আর্থিক সম্বন্ধ। মঠবাসিগণ ভিক্ষুক বা সর্ব্বদাই প্রার্থী বা লোহনকারী; আর, আমরা দাতা, যেন লোহনের অফুরন্ত ভাণ্ডার! সাধুগণ গৃহে আসিলেই বা সাধুর বাণী শ্রবণ করিলেই ক্ষতি অর্থাৎ অর্থনাশ। তাঁহারা হরিকথার চরমফল-স্বরূপ আমাদের নিকট কিছু অর্থ যাচ্ঞা করিয়া কিংবা স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি মমতা কমাইয়া আমাদের ভোগের ব্যাঘাত জন্মাইবেন। এইরূপ চিত্তবৃত্তি অচৈতন্যাশ্রিত গৃহব্রতের চিত্তবৃত্তি। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের বিচার,—'আমার কনক ভোগের জনক, তদ্দ্বারা মাধবের সেবাতেই মঙ্গল। আমি প্রাণ বলি দিতে পারিতেছি না, 'অর্থ' অর্থাৎ কর্ম্মার্পণ করিতে করিতেই আমার মঙ্গল হইবে।' শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের কথা—'তোমার সেবায় তবে উৎসর্জ্জিব মন। তোমার সংসার-ব্যয় করিব বহন।' শ্রীমঠ—শ্রীকৃষ্ণের সংসার, শ্রীনামের সংসার।

২১। যখনই বার্ষিক শ্রীহরিস্মরণোৎসবের সময় উপস্থিত হয়, তখনই অচৈতন্যাশ্রিত গৃহব্রতগণের হৃদয় কম্পিত হইতে থাকে। তাঁহারা মনে করে,—'এই চাঁদা বা খাজনা আদায়ের সময় আসিল! এইরূপ দুর্দ্দিনে স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতিপালন করিয়াই উঠিতে পারিতেছি না, চতুর্দ্দিকে ঋণ রহিয়াছে, কিন্তু চক্ষুর্লজ্জায়ও এই খাজনা না দিয়া উপায় নাই!' কেহবা যদি চক্ষুর্লজ্জায় পড়িয়া কিছু খাজনা দেন, তাহাও মুখে-আসলে মহামহোৎসবের দিন আদায় করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করেন! এই সকলই অচৈতন্যাশ্রিত নিয়মগামী গৃহব্রতগণের চিত্তবৃত্তি।

২২। অচৈতন্যাশ্রিত গৃহব্রতগণ মনে করেন যে, তাঁহারা গৃহত্যাগী সকলকেই চিনিয়া ফেলিয়াছেন। ইহাদের ত্যাগ, তপস্যা কেবল কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি-লাভের জন্য। ইহাদের পতনের দৃষ্টান্তও বিরল নহে। অতএব, জন্মে জন্মে গৃহব্রতধর্ম্মই দীর্ঘায়ু হইয়া বাঁচিয়া থাকুক্! তাঁহারা বাক্যবাগীশ গৃহত্যাগিগণের কথায় আর ভুলিবেন না, তাঁহারা প্রত্যক্ষ প্রমাণে দেখিয়া দেখিয়া 'সেয়ানা' হইয়া পড়িয়াছেন! কিন্তু, শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত প্রকৃত গৃহস্থ মনে করেন, 'হরিজনের জন্য অকপট উন্মুখ হইয়া যাঁহারা একদিনের জন্যও নিষ্কিঞ্চনতা ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা আমা অপেক্ষা কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ, আমার শিক্ষাগুরু, তাঁহাদের নিকট হইতে ইহা শিক্ষা করিব যে,—"ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি। যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥" (ভাঃ ১।৫।১৭)—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ভজন করিতে করিতে অপক্কাবস্থায় যদি কাহারও পতন হয়, তাহাতে কোন অমঙ্গলের কথা নাই। আর, যাহারা নিষ্কপট হইয়া কৃষ্ণভজন করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই, তাহাদের স্বধর্ম্মাচরণের দ্বারা কি নিত্য মঙ্গল সাধিত হইবে? অতএব, তথাকথিত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহব্রত হইতে হরিভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তি দুর্দ্দৈববশতঃ সাময়িকভাবে পতিত হইলেও সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। এজন্যই শ্রীপ্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর আসুরিক গৃহব্রতধর্ম্মকে বহুমানন না করিয়া বলিয়াছিলেন,—

ভং সাধু মন্যেঽসুরবর্য দেহিনাং
সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্গ্রহাৎ।
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং
বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত হ॥
(ভাঃ ৭।৫।৫)

হে অসুররাজ! 'আমি ও আমার' মিথ্যা অভিমান-বশতঃ সর্বদা অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্ত গৃহব্রত দেহিগণের এই অন্ধকূপ-সদৃশ আত্মার অধঃপাতকর ভোগময় গৃহ পরিত্যাগ-পূর্বক বনবাসী হইয়া হরিভজন করাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করি।

২৩। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থগণ কখনই ভ্রমেও মনে করেন না যে, সাধুগণ তাঁহাদের শত্রু। তাঁহারা সুতীব্র বাক্যে গৃহব্রতগণের প্রাকৃত অভিজ্ঞতা, পাণ্ডিত্য বা ঐশ্বর্যাদিকে ধিক্কার প্রদান করিয়া, তাহাদের গৃহমেধিত্বকে বিষ্ঠাগর্ত-বিদূষিত কূপ ভাবে নিন্দা করিয়া যে-সকল নিত্য মঙ্গলকর উপদেশ বলেন, তাহা হিংসামূলে বলিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত প্রকৃত গৃহস্থগণ বিচার করেন, 'এইরূপ সুতীব্র ভাষা না হইলে তাহাদের কিছুতেই গৃহাসক্তির প্রতি ধিক্কার আসিবে না। অতএব, সাধুগণ পরম মঙ্গলময়। যে পরদুঃখদুঃখী সাধু কৃপাপূর্বক সহানুভূতির সহিত আমার গৃহব্রতত্বের প্রতি যতটা অধিক ধিক্কার প্রদান করেন, তিনি ততটা আমার পরম মিত্র, আমি তাঁহার সঙ্গই আরও অধিক যত্নের সহিত অনুসন্ধান করিয়া আত্মমঙ্গল বরণ করিব।'

২৪। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ কখনও মনে করেন না যে, 'যদি সাধুগণ আমাকে ঐকান্তিকভাবে হরিভজনের জন্য অধিক পীড়াপীড়ি করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাদের সঙ্গত্যাগ করিব অর্থাৎ আর মঠে যাইব না; মঠের কোনপ্রকার সাহায্য করিব না, এক কথায় মঠকে ও মঠবাসিগণের ছায়ার সুকবলে আর উদ্ধার করিব না!' এইরূপ অচৈতন্য চিত্তবৃত্তি যাহাদের, তাহারা শোচ্যতম গৃহব্রতাধম। ইহারা নিষিদ্ধ মাংস ও বিষ্ঠাভোজী কুক্কুর, বিড়্‌ভোজী গ্রাম্য শূকর, কণ্টকভক্ষণে আনন্দবোধকারী ভারবাহী উষ্ট্র ও প্রহার-তাড়িত ভারবাহী গর্দভ হইতেও শোচ্যতম পশুসদৃশ। ইহাদের মঙ্গলের আর আশা নাই। ইহারা দুর্বল নহে; ইহারা অভিসন্ধিযুক্ত ও বঞ্চকপ্রবর কুতর্কজ্ঞ।

২৫। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ নিজেকে সর্বদা একজন অতি-দীনাতিদীন শুদ্ধবৈষ্ণব-কৃত্য ও তাঁহাদের সেবোপ-করণের প্রহরি-মাত্র বিচার করিবেন। নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য কোন বস্তু আত্মসাৎ করিবেন না। তথাকথিত আত্মীয়-স্বজন কেবলমাত্র শ্রীনামাবতারের সেবা করিবার জন্যই তাঁহার নিকট তদ্গবিচ্ছায় উপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীনামের অহৈতুকী সেবার জন্যই তাহাদিগকে নিয়োগ করিতে হইবে। শ্রীবিষ্ণু ও তদ্ভিন্ন শ্রীনামই চরম বা একমাত্র বিধাতা। চরম-প্রয়োজক কর্তার বিধান ও জীবের কর্ম-ফলানুসারে জীব এই জগতে আগমন করে। তাহারা যাহাতে কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবায় সংযুক্ত হইবার আনুকূল্য করে, সেই বিষয়েই যত্নবান্ হইতে হইবে। তাহাদিগকে প্রতিবন্ধক না করিয়া কৃষ্ণসেবার অনুকূল করিতে পারিলেই তাহা কৃষ্ণের সংসার হয়। কৃষ্ণের সংসারে কোন অনাচার থাকে না, সকলেই হরিকীর্তনপর ও আচার-প্রচার-পরায়ণ। Proper adjustment for being dovetailed in the service of Krishna—ইহাই সেই সংসারের মূল উদ্দেশ্য। "আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ ত্যজেত্ পরমার্থতঃ"—অতিরিক্ত বেশী বা অতিরিক্ত কম গ্রহণ জীবকে বিপথে পরিচালিত করে; মধ্য পথ—*Via media*ই proper adjustment এর পক্ষে অনুকূল।

২৬। 'গুরুপাদাশ্রয়' বলিতে কেবল আনুষ্ঠানিক ব্যাপার-বিশেষ নহে—পূর্ণ শরণাগতির নামই—পদাশ্রয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রদত্ত ঔষধ, সুপথ্য ও যাবতীয় ব্যবস্থা অকপটে, একান্তভাবে গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই অনর্থরোগ বিদূরিত হইবে। কেবল উত্তম পথের কথা জানিলেই চলিবে না, উত্তম পথে উত্তমভাবে অর্থাৎ সতর্ক হইয়া চলিতে হইবে। প্রতিপদবিক্ষেপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে হওয়া চাই, mechanical আনুগত্য নহে, routine-বদ্ধ আনুগত্য নহে। আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় শ্রীনামাচার্য ও শ্রীনাম-প্রভুর দ্বারা নিয়মিত হইবে। প্রতি পদবিক্ষেপ কর্ণের দ্বারা পরিবেষিত গুরুদেবের বাণীর সহিত নিজের আচরণকে মিলাইতে হইবে। যাহা আমরা শ্রবণ করি, কীর্তন করি, দর্শন করি, আস্বাদন করি, ঘ্রাণ করি অথবা স্পর্শ করি, তদ্দ্বারা কি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ও শ্রীনামের সেবা হইতেছে, অথবা ঐসকল আক্ষেপ্রিয়-তর্পণের পথে চলিয়াছে?—ইহা নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও গুণাঢ্যতর বৈষ্ণবের নিকট সর্বদা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে ও তৎসঙ্গে তাঁহার কীর্তিত বাণীর

কষ্টিপাথরে নিজের আচার-বিচার পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে।

২৭। ইন্দ্রিয়সমূহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীনামের ইন্দ্রিয়-তর্পণ বিধান করিতেছে কিনা, তদ্বিষয়ে গৃহস্থগণকে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। অসীম করুণার সাগর শ্রীগৌরনিত্যানন্দের নিকট অনন্ত ও অবিরাম ক্রন্দন করিয়া তাঁহাদিগকে দুঃখের কাহিনী জানাইতে হইবে। তাঁহারা পরমকরুণ; জীবের ঐরূপ নিষ্কপট আর্ত্তি-ক্রন্দনে তাঁহাদিগের করুণার উদ্রেক হইবে এবং তাঁহারা অযাচিত করুণা বর্ষণ করিবেন। যেমন একমাত্র সম্রাটই ফাঁসির হুকুম রদ করিয়া করুণা প্রকাশ করিতে পারেন, তদ্রূপ একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরই অকপট করুণাপ্রার্থী আত্মবিনাশোন্মুখ জীবকে রক্ষা করিতে পারেন। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের অযাচিতদয়া দয়ার এমনই স্বভাব যে, জীব যত সেই করুণাধারায় স্নান করিতে থাকে, ততই করুণা-লাভের জন্য জীবের স্বাভাবিক আর্ত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

২৮। যাঁহার দেহে ও দেহসম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনে সম্পূর্ণ আসক্তি রহিয়াছে; গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্, শ্রীনাম—ইঁহাদের প্রতি অপ্রাকৃতবুদ্ধি ও আসক্তি হয় নাই, কিন্তু কোমল-শ্রদ্ধামাত্র উপস্থিত হইয়াছে, তিনিই কনিষ্ঠাধিকারী। এই কনিষ্ঠাধিকারী অতিশয় দুর্ব্বল। তাঁহাকে অপরে বিকৃত-যুক্তিদ্বারা সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে। ভক্তি-সিদ্ধান্তের কথা কিছু কিছু শুনিলেও তাহাতে তাঁহার সুদৃঢ়তা ও তদ্বিষয়ে কিছু উপলব্ধি হয় নাই। কনিষ্ঠাধিকারী নাস্তিক বা ভগবদ্বিদ্বেষীর উপকারের চেষ্টা করিতে গিয়া হয় ত' তাহারই কবলে কবলিত হয়, না হয়, তদ্দ্বারা ন্যূনাধিক অভিভূত হইয়া পড়ে। এজন্য কনিষ্ঠাধিকারীর সর্ব্বদা মধ্যমাধিকারীর সঙ্গ করিয়া আত্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য।

২৯। কনিষ্ঠাধিকারী গৃহস্থের দেহ-গেহ-বুদ্ধি প্রবল। তাঁহার কর্ম্মশীলতা ও বিক্ষেপকে নিয়মিত করিবার জন্য পঞ্চতত্ত্বের সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ শ্রীঅর্চ্চার সেবাবিধি। কনিষ্ঠাধিকারী গৃহস্থের অর্চ্চন বা শ্রীবিগ্রহ-দর্শন সমস্তই প্রাকৃত। তাঁহার যাবতীয় চেষ্টা একমাত্র চিদনুশীলনময় না হওয়ায়, তাহা সকলই প্রাকৃত। কনিষ্ঠাধিকারী অপ্রাকৃত বৈষ্ণব চিনিতে পারেন না, তাঁহাতে মমত্ব-বুদ্ধি ত' দূরের কথা। কনিষ্ঠাধিকারী গৃহস্থ স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-স্বজনকে হরি-সেবায় উন্মুখ করিতে অসমর্থ। তাঁহাদিগকে উন্মুখ করিবার চেষ্টা করিলেও নিজের দুর্ব্বলতা-হেতু তাঁহাদিগের দ্বারা তিনিই অভিভূত হইয়া পড়েন। কনিষ্ঠাধিকারী গৃহস্থ যে সাধুসেবা করিবার চেষ্টা করেন, তাহাও অনেকটা অর্চ্চনপর, —অপ্রাকৃত মমত্ব-বুদ্ধিজনিত অকৃত্রিম সেবাপরতা নহে।

৩০। মধ্যমাধিকারীর দেহ-গেহাসক্তি অত্যন্ত ন্যূন হইয়াছে। তিনি পরিবারবর্গের দেহ-গেহাসক্তি-প্রবর্দ্ধনের দ্বারা তাঁহাদিগকে বঞ্চনা না করিয়া তাঁহাদিগকে ভগবদ্ভক্তির পথে আনয়নের চেষ্টা করেন; তাঁহাদিগকে নিজেন্দ্রিয়-তোষ্য বিচার করেন না। মধ্যমাধিকারী যদি গৃহস্থ হন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সাধনপথে অভিযান-কালে প্রত্যহ যাহাতে বাস্তব অনুভবনীয় উন্নতি (Tangible progress) লাভ করিতে পারেন, প্রত্যহ রুক্ষ-কার্য্যে সেবায় উত্তরোত্তর অনুরাগ ও আর্ত্তিবিশিষ্ট হইতে পারেন, এ বিষয়ে সর্ব্বতো-ভাবে চেষ্টা করেন। যদি কোন কার্য্য বা বস্তু তাঁহার স্বার্থ-সিদ্ধির পথে অর্থাৎ তাঁহার হরিভজনের প্রগতিতে প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়, অমনি তিনি সুদৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত চিরতরে তাহা বর্জ্জন করিয়া থাকেন। প্রতিকূল-বর্জ্জনে, যাবতীয় দুঃসঙ্গ-ত্যাগে তাঁহার সুদৃঢ়-সঙ্কল্প উপস্থিত হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে হরিগুরু-বৈষ্ণবে প্রীতিময়ী অহৈতুকী সেবা, তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়-তর্পণে সর্ব্বতোভাবে প্রযত্নবিশিষ্ট হইবার জন্য যাবতীয় অনুকূল বিষয়কে বরণ করিবার সুদৃঢ়তা উপস্থিত হইয়াছে।

৩১। মধ্যমাধিকারী গৃহস্থ কর্ণের দ্বারা মহাভাগবত সাধুর শুশ্রূষা (সঙ্গ ও পরিচর্য্যা) করিয়া থাকেন। ইহাতে তিনি অন্যমনস্ক হন না। সময় সময় বিক্ষেপ উপস্থিত হইলেও মহাভাগবতের বাণী কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া পুনরায় সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনের অনুশীলনে সুদৃঢ়নিষ্ঠ হন।

৩২। মধ্যমাধিকারী গৃহস্থ শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে অপ্রাকৃত শ্রীনামের অনুশীলনকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন। অর্চ্চনের খুঁটি-নাটির প্রতি তাঁহার মনো-যোগ-প্রদানের সময় থাকে না, তিনি শ্রীনামানুশীলন ব্যতীত অন্য কোন সাধনকে পরতত্ত্বানুশীলনও মনে করেন না। এরূপ অবস্থায় তিনি বিচার করেন, তিনি তথাকথিত আত্মীয়-স্বজন বা পরিবারবর্গের সহিত অবস্থান করিবেন, অথবা উহাদের সংস্পর্শরহিত হইয়া বাস করিবেন? **হরিসেবার আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য বিচারই তাঁহার জীবন-**

যাত্রার পথ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তিনি তাঁহার শুভানুধ্যায়ী ও তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ কোন প্রকৃত সাধুর নিকট তাঁহার হৃদয় খুলিয়া কোন্‌টী তাঁহার পক্ষে অনুকূল, কোন্‌টি বা প্রতিকূল তাহা জিজ্ঞাসা করেন। পরিবারবর্গ তাঁহার হরি-ভজনের আনুকূল্য করিলে তিনি নিরন্তর সাধুসঙ্গ করিতে করিতে এবং পরিবার-বর্গকেও সাধুসঙ্গের সুযোগ প্রদান করিতে করিতে গৃহে অবস্থান করেন। আর, যদি দেখেন, তাঁহার তথাকথিত আত্মীয়-স্বজন হরিভজনের প্রতিকূল এবং তাহারা কেবল আধ্যেন্দ্রিয়-তর্পণ বা দৈহিক তৃপ্তির বণিগ্‌বৃত্তির সংসার করিতে ব্যস্ত, তখন তিনি ঐরূপ সংসারকে তাঁহার পরম-উদ্দেশ্যের প্রতিকূল জানিয়া সম্পূর্ণ শরণাগতির পথে চলিবার জন্য গৃহ পরিত্যাগ করেন। আর, যদি তাঁহার নিজের প্রকৃত বৈরাগ্য উপস্থিত না হইয়া থাকে এবং তথাকথিত আত্মীয়-স্বজনকে প্রতিকূল দেখিয়াও তাহাদের সঙ্গ চিরতরে ত্যাগ করিবার জন্য সুদৃঢ়তা হৃদয়ে না আসে, দুর্ব্বলতা-নিবন্ধন তাহাদের প্রতি ন্যূনাধিক আসক্তি থাকিয়া যায়, তখন তিনি অন্তরে তাহাদের সঙ্গ হইতে সর্ব্বক্ষণ দূরে এবং নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ অবস্থান, তাঁহার শাসন ও নিয়মন অনুযায়ী হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে অপ্রাকৃত শ্রীনামের অনুশীলন করিবার জন্য ভগবৎপ্রাপ্তির আশায় অপেক্ষা করেন। কিন্তু, তিনি সে সময়েও নিজেকে পরিবারবর্গের প্রভু মনে করেন না; কারণ, তিনি জানেন,—প্রভু একমাত্র অপ্রাকৃত স্বেচ্ছাময় শ্রীহরিনাম। তিনি নিজেকে সর্ব্বদা হরিগুরু-বৈষ্ণবের দাসানুদাস জানিয়া তাঁহাদিগের নিকট শরণাগত হইবার জন্য উত্তরোত্তর আবিষ্টচিত্ত হন।

৩৩। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ সাধুসঙ্গের জন্য—শ্রবণ-কীর্ত্তনের জন্য আকাশপাতাল আলোড়ন করিতে হইলেও তাহাতে পশ্চাৎপদ হন না। যথাধিকারী গৃহস্থ সাধু ও অসাধু, সাধু ও ভণ্ডের মধ্যে তারতম্য বুঝিতে পারেন। নিজে শরণাগতির পথে অগ্রসর হইয়াছেন কি না, তাহা সর্ব্বক্ষণ পরীক্ষা করেন। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের নিকট সর্ব্বক্ষণ অকপট কৃপাভিক্ষা করেন। যথাধিকারী গৃহস্থ পরিবার-বর্গের প্রত্যেককেই কৃষ্ণসেবার উপকরণে পরিণত করেন। প্রত্যেকেই কি করিয়া বৈষ্ণবের সেবা করিবেন, চিন্তুশীলনে রুচিবিশিষ্ট হইবেন, এইজন্য পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকিবে। যদি তিনি নিজে পরিবারবর্গকে ভক্তিপথে প্রবোধিত করিতে অসমর্থ হন, তবে কোন শুভানুধ্যায়ী প্রকৃত সাধুর নিকট সেজন্য প্রার্থনা জানাইবেন। তিনি কৃষ্ণের সংসারে বাস করিতেছেন,—দেহ, মন বা ইন্দ্রিয়ের সংসারের প্রভু তিনি নহেন। যতই সাধুসঙ্গে চিন্তুশীলন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকিবে, ততই ইহা অনুকূল হইবে। ক্রমশঃ তিনি সেই সংসারকে কেবল নিজের প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া ক্রমে ক্রমে বিস্তার করিবেন। যথাধিকারী উত্তমাধিকারের পথে লক্ষ্য রাখিয়া সেই পথে যতই অভিযান করিতে থাকিবেন, ততই এই বৃত্তি বিকশিত হইবে।

৩৪। ভগবৎকথা-প্রসঙ্গ ও নিজের আদর্শ আচরণের দ্বারা যথাধিকারী গৃহস্থ পরিবারবর্গকে নিজপথে আনয়ন করিবেন। নিজের দুর্ব্বলতা থাকিলে আদর্শ আচরণ প্রকাশিত হইতে পারে না এবং তাঁহার উপদেশও কার্য্যকরী হয় না। সত্যের প্রতি সুদৃঢ়তা ও একনিষ্ঠতার আদর্শ দর্শন করিয়া অপরে আকৃষ্ট হইতে পারে। আদর্শ আচরণবিহীন মৌখিক হরিকথা-কীর্ত্তনের অভিনয় দ্বারা অর্থাৎ নিজে যাহা বলেন, তাহা নিজেই পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না বলিয়া পরিবারবর্গের অপরেও তাঁহার হরিকথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আকৃষ্ট হইতে পারেন না। আর, যদি সত্যের প্রতি সুদৃঢ়নিষ্ঠার উদাহরণ, আদর্শ আচরণ ও অকৈতব ভগবৎকথা-প্রসঙ্গের দ্বারাও তথাকথিত আত্মীয়-স্বজনকে প্রকৃত সাধু ও শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে যথাধিকারী সেই সকল তথাকথিত আত্মীয়-স্বজনকে অসৎসঙ্গ ও শোচনীয়তম অবস্থায় পতিত এবং জন্মজন্মান্তর পশুপক্ষ্যাদি যোনিতে ভ্রমণ করিবার অধিকারী বিচারে তাহাদের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবেন।

৩৫। শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন ও বৈষ্ণবের প্রতি নিষ্ঠা, প্রীতি, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে অকপট-ভক্তি ও অভিবিসেবার প্রবৃত্তি,—এই কয়েকটী ধর্ম্ম নিত্যাবশ্যকরূপে গৃহস্থের থাকা কর্ত্তব্য। যে গৃহস্থ নিজের অযোগ্যতার চিন্তা না করে, এবং অকৃষ্ণ নিষ্কিঞ্চনগণের সেবার জন্য সর্ব্বতোভাবে তৎপর না থাকে, তাহার গৃহস্থ থাকিবার অধিকার নাই। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র গৃহস্থ। শ্রীব্রজমণ্ডলে যে শ্রীকৃষ্ণের গৃহস্থালি, শ্রীগৌড়মণ্ডলে যে গৌরজন শ্রীবাস পণ্ডিতাদির গৃহস্থালি তাহাতে যে কোন

একটী সেবা পাইবার জন্য আবেদন করিবার লোভ সতত হৃদয়ে না থাকিলে গৃহস্থ থাকিবার অধিকার নাই। **গৃহস্থগণ বিত্তশাঠ্য ও আচরণশাঠ্য হইতে মুক্ত** হইবার নিমিত্ত সতত সাধুসঙ্গ করিবেন। সাধুসঙ্গের প্রতি আসক্ত বা ভাক্তা থাকিলে বিষয়ের সঙ্গ অনিবার্য্য। এই জীবন, এই দেহ, এই গৃহ, এই বিষয়-সম্পত্তি, এই স্ত্রী-পুত্রাদি, এই সকল—এই সকল কিছুই নিত্য নহে। একটী নিত্য শাশ্বত জীবন আছে। নিত্য গৃহস্থ ব্রজবাসিগণের গৃহেই একটি ক্ষুদ্র চাকুরীই আমার সত্তার নিত্য শাশ্বত ধর্ম্ম এবং এজন্যই সুদৃঢ় সংকল্প, তৎকৃপাবলোকন ও নিখিল সাধন-ভজন গৃহস্থগণের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। গৃহস্থগণ কৃষ্ণপ্রীতির জন্য ভোগ-ত্যাগ করিবেন। কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল বিষয় যত প্রিয়ই হউক না কেন, তাহা সুদৃঢ়ভাবে ত্যাগ করিবেন এবং অনুকূল বিষয় সুদৃঢ়তার সহিত বরণ করিবেন।

৭৮। গৃহস্থগণ শ্রীনামপ্রভুর প্রচার-সেবায়, শ্রীনাম-হট্টের সেবায় বিত্তশাঠ্য বা প্রযত্নশাঠ্য কিংবা আচরণ-শাঠ্য প্রদর্শন করিলে আত্মঘাতী হইয়া পড়িবেন। যাঁহার প্রকৃত-প্রস্তাবে অধিক বিত্ত নাই, তিনি প্রযত্নবান্ এবং যাঁহার প্রযত্নশক্তির অভাব তিনি আচরণ-দ্বারা শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিবেন। সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, মথুরাবাস, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তি-সেবা ও ভাগবত-শ্রবণ—পাঁচটী ভক্ত্যঙ্গ সকলেরই সযত্নে পালনীয়। যত্ন করিয়া যে স্থানে, যে কালে ও যে পাত্রের সহিত শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার নিজজনগণের স্মৃতি সংশ্লিষ্ট আছে, সেই সকল স্থান, কাল ও পাত্রের সঙ্গেই গৃহস্থ ব্যক্তি বাস করিবেন। শ্রীধাম-মায়াপুর, শ্রীগোদ্রুম, শ্রীপুরুষোত্তমাদি তীর্থে বা কোন শুদ্ধভক্তি-সম্ভারোদ্গমের সন্নিকটে ঊর্জ্জ (কার্ত্তিক মাস), একাদশী, ভগবদ্ভক্তের (ভাগবতের) ও ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব-তিথি, শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত, মাঘ ও বৈশাখ-মাস ও শুদ্ধবৈষ্ণবগণ—ইঁহারা ভক্তির অনুকূল কাল ও পাত্র। গৃহের কার্য্য ও অর্থাদি-অর্জ্জনের আপাত ক্ষতি করিয়াও এই সকল স্থান, কাল ও পাত্রের সহিত সংযোগ রাখিবেন।

৭৭। শ্রীএকাদশীতে উপবাস করিয়া সাধুসঙ্গে শ্রীহরি-কথা আলোচনা করিবেন। প্রত্যহ শ্রীতুলসীর সেবা, শ্রীগুরু-বর্গের গুণ-কীর্ত্তন, তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে অকপটভাবে ক্রন্দনের সহিত করুণা-প্রার্থনা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শরণাগতি, গীতাবলী, কল্যাণকল্পতরু প্রভৃতির গীতির তাৎপর্য্য হৃদয়ে অনুভব, সেইরূপ আর্ত্তি, ব্যাকুলতা ও উন্মুখতার সহিত আত্মনিবেদন ও বিজ্ঞপ্তি করিলে গৃহাশক্তি চিন্ময় হইয়া ব্রজে স্থিতি সকাশিত হইবে। ভক্তি অর্থাৎ দেহ ও দেহসম্পর্কিত বস্তু, ক্ষিতি অর্থাৎ এই পৃথিবীর প্রতি অভিনিবেশ সঙ্কুচিত করিয়া অনুক্ষণ কৃষ্ণানুশীলনের জন্য কৃষ্ণসেবা-লালসাময়ী শরণাগতির গীতিসমূহ অত্যন্ত লোলা-ভরে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের শ্রীচরণসমীপে কখনও স্ফুটস্বরে, কখনও অস্ফুটস্বরে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবেন। যাঁহাদের স্বর সুমিষ্ট নহে, তাঁহারা সুরতরঙ্গির প্রয়াস না করিয়া সাধারণ ভাবে পাঠ করিবেন। যাঁহারা সুকণ্ঠ তাঁহারাও সুর, মান, তাল, লয় প্রভৃতি নিজের উপভোগ না করিয়া বা বহির্মুখ জনগণের তর্পণ না করিয়া ও তাহাতে না ভাসিয়া হৃদয়ের আর্ত্তি ও উন্মুখতার সহিত মহাজনের গীতিসমূহ কীর্ত্তন করিবেন।

৭৮। যে সকল গৃহস্থের গৃহে শ্রীবিগ্রহ বা শ্রীতুলসীর সেবা নাই, তাহারা বৌদ্ধ ও জৈনসদৃশ; ঘর সাজাইবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের বড় বড় তৈলচিত্র আছে, অথচ শ্রীবিগ্রহের সেবা বা তুলসীর সেবা না থাকিলে ঐরূপ বিচারকে পাষণ্ডী বলা হইবে। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার গৃহস্থলীলায় আচরণ করিয়া শ্রীবিগ্রহের সেবা ও বৈষ্ণবসেবা গৃহস্থগণের একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাভাগবতবর শরমহংস হইয়াও ভক্তিভবনে শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন প্রকট করিয়াছিলেন। গৃহস্থগণ শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন ও শ্রীবৈষ্ণবসেবার আচরণদ্বারা স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজনকেও শ্রীহরিসেবায় নিযুক্ত থাকিবার উৎকৃষ্ট সুযোগ দান করিতে পারেন। গৃহস্থের অর্চ্চন বা বৈষ্ণবসেবা যেন 'দেখার-শোনে'র কার্য্য না হয়। 'গৃহের পরিবারবর্গের সেবাই বস্তুতঃ মুখ্য, আর সাধারণের পক্ষ গৃহদেবতাকে কিছু জল, তুলসী বা ধূপ-দীপ না দিলে অকল্যাণ হইবে',—এইরূপ বিচার থাকিলে তথায় অর্চ্চন হয় না, অপরাধই হইয়া থাকে। 'শ্রীবিগ্রহ বা শ্রীনামপ্রভুই গৃহের মালিক এবং বৈষ্ণবসেবাই মুখ্য কৃত্য। অন্যান্য কার্য্য সেই সেবার অনুকূলেই গৃহীত', এই বিচারে শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিতে হইবে ও পরিবারবর্গকে ইহা জানাইয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে মহিলাগণ শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে বসিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত নিয়মিতভাবে পাঠ বা অধি-কারানুসারে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ও শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাদি পাঠ করিবেন। গৃহকর্ত্তা সর্ব্বদা অর্চ্চন করিতে না

পারিলেও গৃহের অন্যান্য দীক্ষিত পরিজন ও মহিলাগণ-দ্বারা অর্চনাদি ও তদঙ্গ ভোগরন্ধনাদি করিবেন। ঐসকল সেবা চাকরদ্বারা বা কেবলের দ্বারা করাইলে সেবাপরাধ হইবে। তাঁহারা নিয়মিতভাবে নির্জনগৃহকোণে প্রত্যহ নামযজ্ঞ করিবেন। চাকুরী, অফিস, ব্যবসায় প্রভৃতি রক্ষা করিতে গেলে নিয়মিতভাবে শ্রীমূর্তির অর্চন করা যায় না; সুতরাং, মনে মনে অর্চন করিবার ছলনা কিংবা ভোগের পূর্বেই নিজে আহারাদি করিয়া চাকুরী বজায় রাখা—গৃহস্থের অমার্জনীয় অপরাধ। এইরূপ অপরাধ পরিত্যাগ না করিলে তাহাকে অপরাধী গৃহব্রত হইয়া জন্ম-জন্মান্তর ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। গৃহকর্তা নিজে শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের আদেশে শ্রীনাম-প্রচারের সেবায় নিযুক্ত থাকিলে বা অধিক কীর্তননিষ্ঠ হইলে গৃহের অন্যান্য দীক্ষিত পরিজন-গণ নিয়মিত-ভাবে শ্রীমূর্তির অর্চন করিবেন। বৈষ্ণবগৃহের শিশু ও বালক-বালিকাগণকেও ভগবৎ-প্রসাদ ব্যতীত অন্য বস্তু দেওয়া কর্তব্য নহে। তাহারাও ভোগের পূর্বে আহার্য্য গ্রহণ করিবে না। এজন্য দিনের মধ্যে চারিবারও ভগবান্‌কে নিবেদন করিতে হইলেও সেইরূপ করিবেন। শ্রীবিগ্রহকে অন্নব্যঞ্জন ভোগ দেওয়া যাইতে পারে।

৩৯। শ্রীশালগ্রাম, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, শ্রীযমুনা, শ্রীগিরি-রাজ ও শ্রীধামসমূহ নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ ও ভাগবতবিগ্রহ। তাঁহাদের প্রাকট্যের ইতিহাস নাই। তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ কৃপাবতার। তাঁহারা গুপ্ত ও ব্যক্তভাবে প্রপঞ্চে অবস্থান-পূর্বক সাধকসমূহকে কৃপা করেন। অতএব, ঐ সকল অপ্রাকৃত বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাঁহাদের কৃপা-বরণের জন্য গৃহস্থগণ আতিথিশিষ্ট থাকিবেন।

৪০। গৃহস্থগণ পাণ্ডবর্জিত দেশ ও বহির্মুখ জনসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের পদাঙ্কিত তীর্থে অথবা শুদ্ধবৈষ্ণব-সঙ্ঘারামে বাস করিবেন। চাকুরী, ব্যবসায়াদি কার্য্যোপলক্ষে যদি পাণ্ডবর্জিত দেশে বাস করিতে বাধ্য হইতে হয়, তবে সর্ব্বক্ষণ সজাতীয়াশয় সাধুর সঙ্গে যাহাতে অবস্থান করা যায় এবং যাহাতে একাধিকবার শ্রীধামে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের দীর্ঘকাল সঙ্গ লাভ করা যায়, তজ্জন্য সর্ব্ব-বিধ প্রযত্ন করিতে হইবে। প্রত্যেক গৃহস্থ শয্যাগ্রহণ ও শয্যাত্যাগের সময় চিন্তা করিবেন যে, বহির্মুখ সঙ্গে তাঁহার কতটা সময় অতিবাহিত হইয়াছে এবং সাধুসঙ্গে হরিসেবাতে তিনি কতটা সময় নিয়োগ করিয়াছেন এবং হরিসেবার ফলে ইতরবিষয়ে কতটা বিরক্তি ও শ্রীনামে কতটা অনুরক্তি হইয়াছে? যদি মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ সাধুসঙ্গে অবস্থানপূর্বক হরিসেবার জন্যই চাকুরী, ব্যবসায় প্রভৃতি না হয়, তাহা হইলে সেইরূপ বহির্মুখতা দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে অবিলম্বে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

৪১। অনাচার ও অসৎসঙ্গ সংরক্ষণ করিয়া শ্রীহরিনাম হয় না। শ্রীহরিনাম-উচ্চারণের সঙ্গেই অসৎসঙ্গ-ত্যাগের স্পৃহা ও সৎসঙ্গ-বরণের জন্য আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিবার প্রবল চেষ্টা হইবে। অসৎসঙ্গ-বর্জনে সুদৃঢ়তা না আসিলে শ্রীহরিনাম নিশ্চয়ই দেহ, দ্রবিণ, লোক, পাষণ্ড প্রভৃতির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, জানিতে হইবে। সাধক সযত্নে উহা পরিত্যাগ করিবেন। সৎসঙ্গ যতই অধিক হইবে, অসৎ-সঙ্গ পরিত্যাগে ততই বল পাওয়া যাইবে। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের প্রতিকূল-বর্জনের জন্য এইরূপ সুদৃঢ়তা থাকা আবশ্যক ;—

ভুঞ্জা ভক্তি-প্রতিকূল যত্ন যা'তে রয়।
পরম যত্নে তাহা ত্যজিব নিশ্চয়॥
ভুঞ্জা ভক্তি-বহির্মুখ সঙ্গ না করিব।
গৌরাঙ্গবিরোধি-জন-মুখ না হেরিব॥
ভক্তিপ্রতিকূল স্থানে না করি বসতি।
ভক্তির অহিত কার্য্যে নাহি করি রতি॥
ভক্তির বিরোধী গ্রন্থ পাঠ না করিব।
ভক্তির বিরোধী ব্যাখ্যা কভু না শুনিব॥
গৌরাঙ্গবর্জ্জিত স্থান তীর্থ নাহি মানি।
ভক্তির বাধক জ্ঞান-কর্ম্ম তুচ্ছ জানি॥
ভক্তির বাধক কালে না করি আদর।
ভক্তি-বহির্মুখ নিজ মনে জানি পর॥
ভক্তির বাধিকা স্পৃহা করিব বর্জ্জন।
অভক্ত-প্রদত্ত অন্ন না করি গ্রহণ॥
যাহা কিছু ভক্তিপ্রতিকূল বলি' জানি।
ত্যজিব যতনে তাহা, এ নিশ্চয় বাণী॥
বিনোদসেবক পড়ি' প্রভুর চরণে।
যাচয় শকতি প্রাতিকূল্যের বর্জ্জনে॥

(শরণাগতি—২৬)

৪২। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ এইরূপ দৃঢ়তার সহিত ভক্তির অনুকূল বিষয় অঙ্গীকার করিবেন,—

তুয়া ভক্তি অনুকূল যে যে কার্য্য হয়।
পরম যতনে তাহা করিব নিশ্চয়॥
ভক্তি-অনুকূল যত বিষয় সংসারে।
করিব তাহাতে গতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে॥
শুনিব তোমার কথা যতন করিয়া।
দেখিব তোমার ধাম নয়ন ভরিয়া॥
তোমার প্রসাদে দেহ করিব পোষণ।
নৈবেদ্য তুলসী-ঘ্রাণ করিব গ্রহণ॥
কর-দ্বারে করিব তোমার সেবা সদা।
তোমার বসতি-স্থলে বসিব সর্ব্বদা॥
তোমার সেবায় কাম নিয়োগ করিব।
তোমার বিদ্বেষি-জনে ক্রোধ দেখাইব॥
এইরূপে সর্ব্ববৃত্তি আর সর্ব্বভাবে।
তুয়া অনুকূল হ'য়ে লভুক প্রভাবে॥
তুয়া ভক্ত-অনুকূল যাহা যাহা করি।
তুয়া ভক্তি-অনুকূল বলি' তাহা ধরি॥
বিনোদসেবক নাহি জানে ধর্ম্মাধর্ম্ম।
ভক্তি-অনুকূল তার হউ সব কর্ম্ম॥

(শরণাগতি—২৯)

৪৩। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে অবিরাম অবিচ্যুতির সহিত শ্রীগুরুপাদপদ্মে সকাতরে এই নিবেদন জ্ঞাপন করিতে থাকিবেন। নানাবিধ কর্ম্মচঞ্চলতার মধ্যেও হৃদয় হইতে এই স্মৃতি যেন মুহূর্ত্তের জন্যও বিলুপ্ত না হয়,—

গুরুদেব!

কৃপাবিন্দু দিয়া, কর এই দাসে,
তৃণাপেক্ষা অতি হীন।
সকল-সহনে, বল দিয়া কর,
নিজ মানে স্পৃহাহীন॥
সকলে সম্মান, করিতে শকতি,
দেহ নাথ যথাযথ।
তবে ত' পাইব, চরিত্রাম সুখে,
অপরাধ হ'বে হত।
কবে হেন কৃপা, লভিয়া এ জন,
কৃতার্থ হইবে নাথ।
শক্তিবুদ্ধিহীন, আমি অতি দীন,
কর মোরে আত্মসাথ॥
যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হৈলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
প্রাণ না রাখিব আর॥

(শরণাগতি, স্বজনলালসা—১১)

৪৪। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে কোনপ্রকার সংশয় উপস্থিত হইলে সেই মায়া-পিশাচীকে অবিলম্বে বিতাড়িত করিবার জন্য গৃহস্থ ব্যক্তি আস্থির সহিত মঠবাসী গুরুবর্গের নিকট ছুটিয়া যাইবেন এবং প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত সাধুর অকপট সঙ্গ ও তাঁহার বাণী শ্রবণ করিবেন। যাহারা কুটিল, অন্যাভিলাষী, প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী—এইরূপ মঠবাসী নাম-ধৃক্ ব্যক্তিগণের নিকট গমন না করিয়া যাঁহারা তীব্র শাসন-বাক্যের দ্বারা অযাচিত কৃপা করেন, সেইরূপ সাধুর নিকট যাইতে হইবে। যে-সকল ব্যক্তি দুর্দ্দৈব-বশতঃ শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মে সংশয়াত্মা হইয়া যুক্তিবাদী, তর্কিবাদী, প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী, মনোধর্ম্মী ব্যক্তিগণের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, তাহারাই বিনষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ তাহাদের সংশয় আরও বৃদ্ধি হইয়াছে; আর, যাঁহারা পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু-প্রমুখ শরণাগত শুদ্ধবৈষ্ণবকুলের নিকট উপস্থিত হইয়া সংশয় ছেদন করিয়াছেন, তাঁহারা রক্ষিত হইয়াছেন। হৃদয়ে অন্যাভিলাষ ও কপট থাকিলে অন্যাভিলাষী ও লম্পটেরই পরমার্থ ও মুক্তি গ্রহণ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি হয়।

৪৫। 'পৃথিবীতে বৈষ্ণব নাই' অথবা 'বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব —সকলই সমান', এইরূপ বিচার শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের নহে। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ সরল ও অকপট বলিয়া তিনি শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃপায় সতত উদ্ভাসিত হইতে পারেন। কুটিল ব্যক্তিরই বৈষ্ণবের প্রতি সন্দেহ, বৈষ্ণবের নির্ম্মল চরিত্রে সংশয় ও বৈষ্ণবের ছিদ্রানুসন্ধান-প্রবৃত্তি হৃদয়কে সর্ব্বদাই গ্লানি প্রদান করিয়া থাকে। কুটিল গৃহব্রতের মঠবাসীর ছিদ্রানুসন্ধানের জন্য চক্ষুঃ সতত ব্যস্ত। সে মঠবাসীর নিষ্কিঞ্চনতার অনুসরণ না করিয়া তাহার বিবর্ত্ত-দৃষ্টিতে পতিদৃষ্ট আচার অনুকরণ করিয়া অধঃপতিত

হয়। এই জন্য শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"অনেক গৃহস্থের মঠের উদ্দেশ্যে অর্থ দিতে কষ্ট হয় বলিয়া তাঁহারা অকিঞ্চনের দোষ দেখিয়া থাকেন। তাঁহারাও মঠবাসী হইলে নিজ নিজ দোষ দেখিতে পাইবেন। **মঠবাসী না হওয়া পর্য্যন্ত মঠবাসীর দোষ দেখা স্বাভাবিক।** গৃহস্থগণ ভগবৎ-সেবায় আংশিক দিয়া অধিকাংশ নিজ সেবায় ও মঠবিরোধীর সেবায় ব্যয় করিতে ভালবাসেন। সুতরাং, গৃহপাল্যগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যমুখে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত-বঞ্চনা স্বাভাবিক।"—(পত্রাবলী, ৩য় খণ্ড)

৪৬। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ শ্রীধাম-মায়াপুরের সেবক। তাঁহারা শ্রীধাম-ভোগকারী নহেন। যাহারা স্ত্রীপুত্রাদি-প্রতি-পালনের সুযোগ-সুবিধার জন্য বা অন্য কোন অভিলাষের জন্য শ্রীধামে বাস করিবার অভিনয় করিয়া বাসনাময় জড়-সংসার পত্তন করে, তাহারা শ্রীধামভোগী গৃহব্রত। কলিকা, নবদ্বীপ, কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানে ভোগবুদ্ধি করিয়া এইরূপ বহু ব্যক্তি শ্রীধামাপরাধ করিতেছে। শ্রীধামে বাসের অভিনয় করিয়া মঠবাসীর দ্বারা স্ত্রী-পুত্রাদির সেবা বা শ্রীধামস্থ গৃহ-বিত্তাদিকে পুত্র-পৌত্রাদি-ক্রমে নিজের ভোগ্য সম্পত্তি-জ্ঞান প্রভৃতি অন্যাভিলাষ বর্জ্জন করিয়া শুদ্ধ গৃহস্থভক্তগণ শ্রীধামে বাস করেন। এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"শ্রীধামে বাস করিয়া আমাদের ভজনোন্নতি হয়। **শ্রীনাম-ভোগিগণও শ্রীধামে বাস করিবার অভিনয় করেন।** তাঁহারা জড় পুত্র, কলত্র, কন্যা, নপ্তৃ প্রভৃতির সঙ্গসুখ পাইবার ইচ্ছায় এবং তাহাদের মৃত্যুর পর ঐ বাসে যাহাতে সুখভোগ বর্দ্ধন করিতে পারেন, তজ্জন্য ভগবান্ ও ভক্তগণের বিচারে দোষ দর্শন করেন। ... **শ্রীধামবাসীর চিত্তবৃত্তিতে পরমার্থই জীবনের প্রয়োজন এবং ভোগ্য বা আশ্রিত জনগণের পরমার্থলাভের ব্যবস্থা করাই শ্রীধামবাসীর কর্ত্তব্য।** তাহা ভুলিয়া গিয়া পূর্ব্ব অভক্তি-পর চিত্তমত বিচার আনয়ন করিয়া **মঠবাসিগণের ছিদ্রান্বেষণ ও নিন্দাবাদে নিযুক্ত থাকিলে শ্রীভক্তিদেবীর শ্রীচরণে অপরাধপুঞ্জ সংঘটিত হয়।**" —(পত্রাবলী, ৩য় খণ্ড)

৪৭। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থভক্তগণ শ্রীধামবাসী হইবেন। শ্রীনাম গ্রহণ করিতে গেলেই নামাপরাধ হয় বলিয়া শ্রীনামের আশ্রয়-গ্রহণ পরিত্যাগ করা যেরূপ আত্মঘাতকতা, তদ্রূপ শ্রীধামে বাস করিলে শ্রীধামাপরাধ হইবে, মনে করিয়া শ্রীধামের আশ্রয়-পরিত্যাগও আত্মঘাতকর। শ্রীরূপপ্রভু বলিয়াছেন,—'সশরীরে শ্রীধামবাস না করিতে পারিলেও মানসে অর্থাৎ শ্রীধামের স্মৃতিতে সর্ব্বদা বাস করিবেন। "যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন, সেই স্থানে আনন্দ অশেষ।", "যথা সাধু, তথা তীর্থ।"—এই মহাজনবাক্য নিত্য মস্তকের ভূষণ করিয়া সাধুসঙ্গে সর্ব্বক্ষণ শ্রীধামবাসের চেষ্টা করিবেন। যদি স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া শ্রীধাম-বাস গৃহস্থের পক্ষে ভজনের প্রতিবন্ধক হয়, তবে সেরূপ বিচার পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কিঞ্চন হইয়া নিজে ভজনের অনুকূল সঙ্গে শ্রীধামে বাস করিবেন। যে সকল গৃহস্থ সর্ব্বক্ষণ শ্রীধামে বাস করিতে না পারেন, তাঁহারাও বৎসরে অন্ততঃ কিছুকাল শ্রীধাম-বাসের প্রযত্ন করিবেন এবং ক্রমে ক্রমে যত অধিক দিন শ্রীধামে বাস করা যায়, তজ্জন্য আন্তরিক চেষ্টান্বিত থাকিবেন।

৪৮। আত্মমঙ্গলকামী গৃহস্থগণ শ্রীধামবাসী মঠসেবক-গণকে কোনরূপে উদ্বিগ্ন না করিয়া বা তাঁহাদের ভারস্বরূপ না হইয়া, অহৈতুক ভাবে তাঁহাদের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবার সর্ব্বাঙ্গীন সহায়ক হইবার সুবুদ্ধি লইয়া নিজ ব্যয়ে শ্রীধামে বাস করিবেন। শ্রীধাম-বাসকালে যাহাতে অপ্রাকৃত-বুদ্ধির উদয় হয়, তজ্জন্য শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীলীলা-শক্তির নিকট সকাতর ক্রন্দন করিতে করিতে নিয়ত প্রার্থনা জ্ঞাপন করিবেন। সেই কৃপায় চক্ষুঃ উন্মীলিত হইলে শ্রীধাম চিন্তামণিস্বরূপে ও শ্রীধাম-বাসিগণ ভুবনমঙ্গল অপ্রাকৃত স্বরূপে দর্শন দান করিয়া কৃতার্থ করিবেন। শ্রীধামবাসেচ্ছু মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ শ্রীল প্রভু-পাদের কথিত দশটী ধামাপরাধের প্রতি সতর্ক হইয়া সর্ব্বদা শ্রীধামের কৃপা প্রার্থনা করিবেন।

৪৯। স্ত্রীভক্তগণ শ্রীগৌরশক্তি শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও শ্রীগৌরপার্ষদ বিরহিণীগণের আদর্শের অনুসরণ করিবেন। ভূমিক্তি-স্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ন্যায় সহনশীলতা, শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর ন্যায় শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবাবিষ্টতা ও অভিধিসেবা পরায়ণতা, শ্রীনিত্যানন্দজননী শ্রীপদ্মা-বতীর ন্যায় প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম বৈষ্ণবসেবায় বলিদানের আদর্শ, শ্রীশচীমাতার ন্যায় তৃণাদপি সুনীচতা, তরুর অপেক্ষাও সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্ব, অদ্বৈতপত্নী শ্রীসীতাদেবীর ন্যায় শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীবৈষ্ণবে প্রীতি, সার্ব্বভৌম গৃহিণীর ন্যায় অভূতপূর্ব্ব শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবা-নিষ্ঠা, শ্রীদময়ন্তী প্রভৃতির

তার সেবৈক-প্রাণতা স্ত্রীভক্তগণের আদর্শ হইবে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই পুরুষাভিমান অর্থাৎ ভোক্তৃ-ভোগ্য-বুদ্ধি সম্বন্ধ-জ্ঞানবলে পরিত্যাগ করিয়া গুরুবুদ্ধিতে জগৎ দর্শন করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ অকপটে শ্রীনিত্যানন্দ-কৃপা প্রার্থনা করিবেন। স্ত্রীজাতির স্বভাবতই দেহাত্মবোধ অত্যন্ত প্রবল—ইহা শাস্ত্র ও মহাজন সকলেই বলিয়াছেন। কিন্তু, যাঁহারা প্রকৃত শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত, তাঁহারা স্ত্রী বা পুরুষ অভিমান না করিয়া শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মের নিত্য দেবী বলিয়া অভিমান করেন। তাঁহারা কখনও হরিকথা ব্যতীত গ্রাম্যকথা বা প্রজল্প, কৃষ্ণকোলাহল ব্যতীত কোনপ্রকার কলি-কোলাহল, অপ্রাকৃত অভিনিবেশ ব্যতীত কোনপ্রকার প্রাকৃত অভিনিবেশে অভিনিবিষ্ট হন না। তাঁহারা বৈষ্ণব-পতিতে গুরুবুদ্ধি ও অবৈষ্ণব ব্যক্তিকে ব্যতিরেকভাবে তাঁহার হরিসেবার নিষ্ঠা-বর্দ্ধনকারি-বিচারে যথাযোগ্য ব্যবহার করেন। তাঁহারা সমস্ত কৃষ্ণসেবার উপকরণ-রূপে দর্শন করিবার জন্য সর্ব্বদা কৃষ্ণ-কৃপা প্রার্থনা করেন। তাঁহারা প্রতিদিবস নির্ব্বন্ধসহকারে লক্ষ-সংখ্যা শ্রীহরিনাম করেন। গৃহের প্রত্যেক কার্য্য শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবার আনুকূল্যে সম্পাদন করিবার জন্য যত্ন করেন। তাঁহারা কখনও ধর্ম্মার্থ-কামকে বহুমানন করেন না। তাঁহারা বহু দেবতার পূজক নহেন; কলি-পঞ্চকের সেবক নহেন; চিন্নীলামিথুনই একমাত্র বিলাসী, ইহা জানিয়া নিজেরা কখনও প্রাকৃত বিলাসিতা-প্রিয় হন না; শ্রীগোপীজনবল্লভকেই তাঁহারা একমাত্র নিত্যপতি বিচার করেন, তাঁহারা নিজদিগকে নিত্য চেতন-রূপে অনুভব করেন; তাঁহারা প্রীতির সহিত যত্নে শ্রীগিরিধারীর অর্চ্চন করেন, শ্রীধামে বাস করেন, শ্রীধাম ত্যাগ করেন না; তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্নীর নিত্য অধিবাসিনী হইবার জন্য ভজনে সতত ব্যাকুল। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়া-ছেন,—"শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অনুগতা ছাড়িয়া যাহারা স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করে, তাহাদের স্থান শ্রীধাম-মায়াপুরে হওয়া উচিত নহে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অনুগত স্ত্রীভক্তগণ শ্রীমহাপ্রভুর সেবা করিবেন; তাঁহারা নিজের স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিবেন না।" —(পত্রাবলী, ২য় খণ্ড)। তাঁহারা স্বতন্ত্রা নহেন; তাঁহাদের জীবন শ্রীগুরুবৈষ্ণবানুগত্যময়।

৫০। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ শোক, ভয়, মোহ, সাংসারিক অবস্থাধীন অভাব, অশান্তি বা অসুবিধার দ্বারা কখনও মুহ্যমান হন না। তাঁহারা গুরুভক্ত-শ্রেষ্ঠ শ্রীবাস পণ্ডিতের নিত্য আনুগত্যে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের সংঘাত করেন, "তত্তেঽনুকম্পাং", "সঞ্চিন্তয়ন্নাস্ত্রিতপদঃ" শ্লোক সকলদা হৃদয়ে ধারণ করিয়া সাংসারিক অমঙ্গলকে ভগবানের দয়া-বিচারে সর্ব্বক্ষণ অকিঞ্চন-মতি ও কায়মনোবাক্যে শরণাগত হইয়া শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করেন। যাহারা সাংসারিক শোক, মোহ, অভাব, অসুবিধায় মুহ্যমান হইয়া পড়ে, তাহারাই গৃহব্রত; কিন্তু, শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অধিকতর কৃষ্ণসেবোন্মুখ ও শরণাগত হইবার সুবুদ্ধি লাভ করেন।

৫১। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কীর্ত্তিত শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকদ্বয় সর্ব্বদা হৃদয়ে ধারণ করেন,—

তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্॥

(ভাঃ ৬।৩।২৮)

(এইরূপ) মুকুন্দপদারবিন্দের যে মকরন্দরস অসৎসঙ্গ-বর্জ্জিত, নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুল নিরন্তর পান করিয়া থাকেন, তাহাতে বিমুখ হইয়া যে-সকল অসদ্ব্যক্তি নরকের দ্বারস্বরূপ গৃহেই একান্ত আসক্ত, (হে দূতগণ,) তাহাদিগকেই তোমরা আমার সমীপে আনয়ন করিবে।

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥

(ভাঃ ৭।৫।৩০)

যে-সকল গৃহব্রত ব্যক্তি অসংযত ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা ঘোর অন্ধকার নরকে প্রবেশ ও সংসারের চর্ব্বিত সুখ দুঃখ বারংবার চর্ব্বণ করে, তাহাদের বুদ্ধি কখনও পরের অর্থাৎ অন্য গুরু-ক্রবের উপদেশে, কিংবা নিজ চেষ্টায় অথবা উভয়ের সংযোগে কোনরূপেই কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইতে পারে না।

৫২। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ প্রত্যহ নিয়মিতভাবে 'শ্রীবৈষ্ণব-নগরীয়াপ্রকাশ' ও 'গৌড়ীয়'পত্র শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রৌতবাণী-জ্ঞানে পাঠ করেন এবং নিয়মিতভাবে পারমার্থিক

পত্রের ভিক্ষা দান করেন। যাঁহারা সাংসারিক সমস্ত কার্য্যে স্বচ্ছলভাবে সহিত বা অত্যন্ত কষ্টের সহিত অর্থ ব্যয় করিতে পারেন; কিন্তু, শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর মুখপত্রের ভিক্ষাদান-কালে অর্থের অভাব বোধ করেন কিংবা তাহার জন্য অর্থ-ব্যয় অনাবশ্যক বিবেচনা করেন, কিংবা 'গৌড়ীয়', 'নদীয়াপ্রকাশ'কে গ্রাম্যসংবাদপত্রের ন্যায় অসম্মান করিয়া থাকেন, তাঁহারা গৃহব্রত শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ নহেন। 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ' বা 'গৌড়ীয়'পাঠে অরুচি হইলে আত্মঙ্গলের প্রতি অরুচি বা ঔদাসীন্য প্রমাণিত হয়, ইহাই গৃহব্রতের লক্ষণ। যাহাদের 'গৌড়ীয়ে' অরুচি দৃষ্ট হইয়াছে, তাহারাই অত্যল্পকাল মধ্যে গৃহব্রত বা নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িয়াছে। 'দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশ' বা 'গৌড়ীয়ে'র ভিক্ষা-দানে কৃপণতা হইলে গৃহ ও দেহের প্রতি অত্যাসক্তি বর্দ্ধিত হইবেই হইবে। এজন্য শ্রীল প্রভুপাদ সকলকে 'গৌড়ীয়'-পাঠের উপদেশ দিয়াছেন।

৫৩। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ কখনও কোনও কর্ম্ম-কাণ্ডের আবাহন করেন না। তিনি কর্ম্মময় ভোগ্যবুদ্ধিতে সধবার বিষ্ণুপাদপদ্ম-দর্শন বা পিতৃপুরুষের প্রেত-শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিয়া ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধ করেন না; আবার, তিনি বিদ্ধ বা গৌণভক্তিযোগেও অধিকতর নিবিষ্ট না থাকিয়া শুদ্ধ ভক্তিযোগের কথা-শ্রবণে ক্রমে ক্রমে রুচিবিশিষ্ট হন। তিনি ভক্তিনীতি অপেক্ষা পার্থিব-নীতিকে বড় মনে করেন না। তিনি বৈধ-যুক্তিবাদী নহেন। তিনি ভোগী ও কনিষ্ঠবৈরাগী—কাহারও সঙ্গ করেন না। তিনি পামরী হিন্দু পরধর্ম্মাচারী হন না; "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ" শ্লোকটী শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত গৃহস্থের হৃদয়ে নিত্য দেদীপ্যমান আছেন। তিনি দুর্নৈতিক বা নিরীশ্বর নৈতিক কিংবা কর্ম্মকাণ্ডীয় সেবক-নৈতিক কোনটীই নহেন; তিনি ভক্তিনীতিতে সুশীক্ষিত। তিনি পরমতাবের নিন্দা না করিয়া সর্ব্বদা আত্মশোধনে ব্যস্ত। 'অমুকে হরিজন করিতেছে না, অমুক ব্যক্তি কপট করিতেছে,' এই মতির অনুসন্ধান না করিয়া তিনি নিজের হরিজন হইতেছে না, কি করিয়া অহৈতুকভাবে হরিজন হইবে, এজন্যই সর্ব্বদা চিন্তিত ও ব্যাকুল এবং অপরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ও মৈত্রীবিশিষ্ট।

৫৪। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ যাবন্নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ-বৃত্তি পরিত্যাগ করেন না; তাঁহার অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য এবং ফল্গুভক্ত ও স্ত্রীসঙ্গিগণের সহিত ছয় প্রকার সঙ্গ-চেষ্টা নাই। সামাজিক বন্ধুবান্ধব বা অতি নিকটতম আত্মীয়ও যদি শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের বিরোধী হয়, তথাপি তিনি তাহাদের সহিত প্রাণ-পরিত্যাগেও ছয় প্রকার সঙ্গ করেন না। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ নিষ্কিঞ্চন মঠবাসিগণের মাধুকরী ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে ভোগবুদ্ধি করেন না। তাঁহারা মাধুকরী ভিক্ষালব্ধ—বৈকুণ্ঠসেবোপকরণ অর্থাৎ শ্রীনামপ্রভুর ভোগ্য বস্তু বিচার করেন। উহাকে public money বা বারোয়ারীর চাঁদার ন্যায় পক্ষপাতিত্ব ভোগ্যবস্তু বিচার করেন না। তাঁহারা মাধুকরী ভিক্ষা-প্রদানকারিগণের সেবা করিবার জন্য সর্ব্বদা সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সচেষ্ট থাকেন। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুসরণ করিবার পরিবর্ত্তে অবৈধ অনুকরণ করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অপরাধী হন না। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"জনকরাজা বা রায় রামানন্দের দোহাই দিয়া বা তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া রাবণ হইয়া যাওয়া আসুর বৈরাগ্য বা যুক্ত-বৈরাগ্য নহে।"—(পত্রাবলী, ২য় খণ্ড)। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ কখনও যুক্তবৈরাগ্যের নামে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের অবৈধ আনুকরণিক ও অপরাধী হইয়া ভক্তিবৃত্তি হইতে বিচ্যুত হন না। তিনি কখনও স্বপ্নেও ভাবেন না যে, ভোগ্য গৃহ বা মায়ার সংসারের সেবার জন্য যে ইন্দ্রিয়-চালনা, তাহা শ্রীমঠ বা শ্রীগুরুর সংসারের সেবার জন্য ইন্দ্রিয়-চালনার সহিত এক। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের মঠসেবা করিতে করিতে ক্লান্তি, অবসাদ বা গৃহসেবা-স্মৃতির উদ্দীপনা হয় না, তাহাতে অধিকতর সেবানিষ্ঠাই বর্দ্ধিত হয়। যে গৃহস্থের নিজ স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, গৃহ, বিত্ত প্রভৃতির প্রতি আকর্ষণ অপেক্ষা মঠবাসী নিষ্কিঞ্চন সেবকবৃন্দ, গুরুবর্গ ও মঠের বিত্ত, সম্পত্তি প্রভৃতি সংরক্ষণাদির জন্য আকর্ষণ অধিক, তিনিই প্রকৃত শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ। মঠবাসী গৃহত্যাগিগণকে শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর চরণে অপরাধ ও গৃহস্থাভিমানী ব্যক্তিগণকে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভুর চরণে অপরাধ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য পরমকারুণিক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবতার। এই গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া নির্ব্বিশেষবাদের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরী গোস্বামী মহারাজের অবতার। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী উভয়েরই হৃদয় এই সকল গুরুবর্গের সেবায় এক-

তানবিশিষ্ট, তাঁহাদের পোষাক ভিন্ন হইলেও তাঁহাদের অন্তর্নিষ্ঠা এক। তাঁহাদের প্রভু এক, জীবাত্মা এক, সেবা এক, সত্তা এক, সাধন এক ও সাধ্য এক। তাঁহারা গৃহবাস ও বনবাসের বৃথা তর্ক না করিয়া কি করিয়া আত্মনিবেদন ও পরমাগতি-লাভ হয়, তজ্জন্যই শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সঙ্গোপনে ব্যাকুল অন্তরে কৃপা প্রার্থনা করেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'কল্যাণকল্পতরু'র 'গোপীনাথ', যদ্বারা নিবেদন করা।' এই বিজ্ঞপ্তি-গীতি তাঁহাদের সমস্ত হৃদয়-মন্দিরকে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহারা শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-কৃপায় কাঙ্গাল হইয়া এই বলিয়া ক্রন্দন করেন,—

কবে নিতাইচাঁদ, মোরে করি' দয়া,
ছাড়াইবে মোর বিষয়ের মায়া।
দিয়া মোরে নিজ, চরণের ছায়া,
নামের হাটেতে দিবে অধিকার।

চট্টগ্রাম

["The East Bengal Times", Saturday, November 16, 1940.]

Annual Utsav at Madhwa Gaudiya Math

The members of the Gaudiya Mission had a very busy programme during the last three days of their Annual Utsav at Sri Madhwa Gaudiya Math at Dacca.

The 10th Nov. 40, being the Anniversary day of Paramhansa Gour Kishore Viraha, was observed with greatest solemnity and reverence. In the early morning, a big Sankirtan procession paraded the streets of Dacca chanting the Divine Name, and all through the day at the Math, His life and teachings were read from *Gaudiya*, the weekly journal of the Mission. A meeting was held in the evening at the Lecture Hall of the Math, where Mahamahopadeshaka Pandit Sundarananda Vidyavinode addressed the audience. The Pandit who had been all these days with Sree Acharyyadev Paramhansa Sri Srimad Bhakti Prasad Puri Goswami Thakur, brought down the inspiring messages from His Divine Grace and delivered them in his simple and impressive style to the audience present.

On the 11th Nov. a public meeting was convened by some members of the Bar at 6-30 p. m. at the Bar Association Hall to hear Tridandi Swami Srila Bhakti Pradip Tirtha Goswami Maharaj. The subject was "Sree Chaitanya Dev on our struggle for existence." After Sankirtan, Pandit Sundaranada Vidyavinode spoke with feelings from personal experience about the greatness of head and heart of the distinguished speaker of the evening while introducing him to the audience. Swamiji spoke for one and half hour and made impassioned appeal to the audience to lend their ears to the Message of Sri Krishna Chaitanya who is no other than Sri Krishna Himself, the Absolute Person, in their day-to-day cum eternal struggle for existence and to hold fast to the anchor of the Divine Name which is identical with the Lord Himself. On behalf of the Dacca public Prof. Atul Chandra Sen expressed sincere gratefulness to the Swamiji for his profound and forceful speech. Prof. Sen, from his personal experience as a politician, admitted and laid stress on the fact that no wordly slogan would be of any avail and that nothing but the Divine Name could

save mankind. After loud and melodious chanting of Sri Harinam the meeting dissolved. It was a large gathering consisting of several pleaders, retired Govt. officers, Headmasters and Teachers of public institutions and many students.

12th Nov.—the day of Mahamahotsav. In the morning as usual a big procession came out from the Math and passed through the leading thoroughfares of the city devoutly singing the Divine Name. From morning till afternoon in the Math Sankirtan and reading of sacred books were held. In the evening the spacious compound of the Math turned into a sea of human heads. The ladies honoured the Mahaprasad first and then all the male-visitors did the same. Sometimes the rush was too heavy to be managed and the workers lost heart but however with patience and time every one present was blest with Mahaprasad and the congestion and confusion melted away. It is difficult to estimate the number of visitors which, on modest computation, may be put to ten thousands. Srila Tirtha Maharaj kept on fasting the whole day till the last visitor received his share of the Mahaprasad.

The most outstanding personality in the celebration of this Utsav at Dacca this year is that of Srila Tirtha Goswami Maharaj. His simple and charming manners, his ceaseless flow of Harikatha and constant endeavour for the spiritual uplift of the human souls and, above all, the dynamic personality combining both *Achar* and *Prachar*, the shield and sword of a preacher, have made every one realise the living presence of a real Sadhu. Truly in him we can get the glimpse of a Vaishnava coming down from Baikuntha with the Message of the Lord and living on earth among human beings broadcasting the Message and leading all souls back to God and back to their eternal home. We wish the golden opportunity may not be lost upon the public here.

বিবিধ-প্রসঙ্গ

আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহামহোৎসব শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপস্থিতি ও শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীপাদ-বিহিত বিচার অনুসরণে সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠেও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীশ্রীঅন্নকূট-মহামহোৎসব পূর্ব্বাচার্য্যগণের পদাঙ্কানুসরণে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালা ও ইংরেজী বিভিন্ন সাময়িক সংবাদপত্রেও এই সকল মহোৎসবের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যমঠানুগ অন্যান্য শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠানেও অন্নকূট-মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ঢাকা নগরীতে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী-পুরী গুরুবর্গের প্রকাশিত শুদ্ধ-ভক্তির বন্যা চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হিন্দুধর্ম্ম-শিক্ষা-সমিতির সভাপতি অধ্যাপক শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য এম্-এ মহাশয়ের আগ্রহে ও সৌজন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগন্নাথ হলে' শ্রীল গোস্বামী মহারাজ গত ১৮ই নভেম্বর "নীতির ভিত্তি" সম্বন্ধে একটি হৃদয়-গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-গণ, ছাত্রগণ, বহু ভদ্রমহিলা ও শিক্ষিত জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য শ্রীল গোস্বামী মহারাজের বক্তৃতার প্রস্তাবনায় বলেন যে,—"বর্ত্তমানে বৈষ্ণবধর্ম্মই সর্ব্ব-প্রধান ধর্ম্ম। যাহারা বিদেশীয় ধর্ম্মপ্রচারক, তাহারাও অন্যান্য ধর্ম্মকে সেরূপ প্রবল বিচার করেন না বলিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের কোন প্রকার দোষ পাওয়া যায় কি-না, তজ্জন্য চেষ্টান্বিত;

কিন্তু এই ধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা ও অচিন্ত্য সার্ব্বভৌমিকতা দর্শনে তাহারাও চমৎকৃত হইয়া যায়। গৌড়ীয়-মিশন বর্ত্তমান যুগে বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। শ্রীল তীর্থ মহারাজ এই প্রতিষ্ঠানের প্রবীণ প্রচারক।"

শ্রীল তীর্থ-গোস্বামী মহারাজের বক্তৃতা পৃথগ্‌ভাবে স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে পরে প্রকাশিত হইবে।

ঢাকা জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট্ কলেজের দর্শনিকা-সমিতির সভাপতি ও সেক্রেটারীর আগ্রহাতিশয্যে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ গত ১৯শে নভেম্বর মঙ্গলবার জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট্ কলেজ হলে "Duty of a Jiva-soul" নামক একটি ইংরেজী অভিভাষণ প্রদান করেন। গোস্বামীজীর এই অভিভাষণটী এইরূপ সুযুক্তিপূর্ণ, সুমধুর ও সুদার্শনিক সিদ্ধান্ত সম্পুটিত হইয়াছিল যে, অধ্যাপকমণ্ডলী, ছাত্রমণ্ডলী ও উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাল এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া গৌড়ীয়-মিশনকে ও গৌড়ীয়-মিশনের এইরূপ প্রবীণতম প্রচারকবরকে আন্তরিক ভাবে শতমুখে প্রশস্তি জ্ঞাপন করেন। এই সভায় বহু ছাত্র ও বহু অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক বিভিন্ন শ্রদ্ধাবান্ গৃহের গৃহে পদার্পণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতকথা-কীর্ত্তন ও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ভজন সাধন করিয়াছেন। হরিকথা-কীর্ত্তনে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার শ্রান্তি বলিয়া কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। গত ১৯শে নভেম্বর তিনি শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত প্রবীণগত শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনদাস প্রভুর ভবনে কৃপা-পূর্ব্বক পদার্পণ করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। গত ২১শে নভেম্বর শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃৎ ভক্তবান্ধব প্রভুর ভবনে ও রাত্রিতে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন নিয়োগীর ভবনে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন।

২২শে নভেম্বর, শুক্রবার প্রাতে শ্রীশ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ গৌড়ীয়মিশনের শাখামঠ শ্রীগোপালজীউ মঠ পরি-দর্শনচ্ছলে শ্রীনগরসংকীর্ত্তন-মণ্ডলীর সহিত কমলাপুরে শুভ-বিজয় করিয়া শ্রীগোকুল-মহোৎসব শ্রীনামের প্রচার ও শুদ্ধ-মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারা হরিকথামৃত-বিতরণ-মহামহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন।

স্থানীয় কামাক্ষরেসা গার্লস্ কলেজ ও স্কুলের প্রিন্সিপাল মিসেস্ এস্, রায় এম্-এ, এম্-ই-ডি মহোদয়ার আগ্রহাতি-শয্যে উক্ত কলেজ হলে শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ অপরাহ্ণে শত-শত ছাত্রী ও অধ্যাপক-মণ্ডলীকে "Beauty is Truth" অর্থাৎ 'সুন্দরই সত্য' এই বিষয়ে একটি অভি-ভাষণ প্রদান করেন। ঢাকার বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের হরিকথা-মৃত পান করিয়া দেহাত্মবোধ ব্যতীত শুদ্ধাত্মবোধের একটি নিত্য জীবনের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছেন।

শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ২৩শে নভেম্বর অপরাহ্ণে ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠে স্থানীয় সজ্জনবৃন্দ ও মঠবাসিগণের দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া হরিকথা সঙ্কীর্ত্তনী বিতরণ করিতেছেন। তথা হইতে চট্টগ্রামে শ্রীবিপ্রাদিঘি-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী-প্রাকট্যোৎসব-কল্পে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাদেশ বহন করিয়া শুভবিজয় করিবেন।

২৯শে নভেম্বর শুক্রবার, শ্রীগৌড়ীয়মঠে বর্ষাম-গত শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন প্রভুবরবিরহ-স্মৃতি-সংকীর্ত্তন-মহোৎসব। গৌড়ীয়মিশনের পরিচালক সমিতির সভ্যবৃন্দের পরিচালনায় শ্রীবৈষ্ণব-মাধ্যাহ্নিক-কীর্ত্তনমুখে এই উৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

শ্রীএকায়নমঠে সংকীর্ত্তনোৎসব

শ্রীউর্জ্জব্রত ও শ্রীচাতুর্ম্মাস্যব্রত পূর্ণাহুতি এবং শ্রীনিম্বার্কা-চার্য্যের আবির্ভাব ও শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের তিরোভাবোৎসব উপলক্ষে গত ৩০শে কার্ত্তিক শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীকৃষ্ণকুটীরের শুদ্ধভক্তবৃন্দ সংসঙ্কেতে শ্রীএকায়নমঠে সংকীর্ত্তনোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। ভক্তগণ শ্রীমঠে সমাগত শ্রদ্ধালু গ্রামবাসিগণের নিকট প্রশ্নোত্তরমুখে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

ভ্রম-সংশোধন—১৯শ খণ্ড, ১৫শ সংখ্যা, ২৩০ পৃষ্ঠা, ২য় স্তম্ভ, ১৭শ পংক্তিতে "কৃষ্ণভজনে সন্ন্যাস বলিয়া কোন কথা নাই।" স্থলে "কৃষ্ণভজনে কর্ম্মজ্ঞানাশ্রিত সন্ন্যাস বলিয়া কোন কথা নাই। বস্তুতঃ, কৃষ্ণভজনে নির্ব্বন্ধ যুক্ত-সন্ন্যাসই অনুস্যূত।" এবং ১৬শ সংখ্যা ২৪৭ পৃঃ, ২য় স্তম্ভ, ১৪শ পংক্তিতে 'পক্ষী' স্থলে 'পত্নী' হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়-মিশন

(১৮৮০ সালের ২১আইন-মতে রেজিষ্টিকৃত)

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ২১শে অগ্রহায়ণ, ৭ই ডিসেম্বর, শনিবার নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীপরমপরাৎপর শ্রীগুরুদেব শ্রীল মধুসূদনদাস বাবাজী মহারাজের বিরহতিথিতে শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তি-প্রসাদপুরী গোস্বামী ঠাকুরের অহৈতুকী ভুবনমঙ্গল-বিধায়িনী কৃপায় গৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিংবডির সেবোদ্যোগে শ্রীশ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়-মঠে শ্রীহরিকথা-সংকীর্ত্তনমুখে কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউ শ্রীঅর্চ্চাবতার-রূপে আবির্ভূত হইবেন। ঐ উপলক্ষে লণ্ডন শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রবীণতম সুবিখ্যাত প্রচারকবর পরমপূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রদীপতীর্থ গোস্বামী মহারাজ আগামী ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১লা ডিসেম্বর, রবিবার চট্টগ্রামে শুভবিজয় করিয়া স্থানীয় মঠে প্রত্যহ হরিকথা-কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা, শ্রীভাগবতধর্ম্মবিষয়িণী বক্তৃতা প্রভৃতির দ্বারা জাতিধর্ম্ম-বালবৃদ্ধ-বনিতা-নির্ব্বিশেষে সকলের আত্মমঙ্গল বিধান করিবেন। মহাশয়, এই শ্রীনাম-গোকুল-মহোৎসবে সবান্ধবে যোগদান করিয়া হরিকথামৃত পান করুন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ,
নন্দন-কানন, চট্টগ্রাম
৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭

শ্রীশ্রীহরিজনকিঙ্কর—
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
সেক্রেটারী, গভর্ণিংবডি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

প্রয়োজনে বিষয়ে যথার্থানুশীলনে।
নির্দ্দেশঃ হরিগুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবপুরাণ॥
আনুষঙ্গিক সমুদয়ে
বিশেষতঃ সর্ব্বত্র।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
—শ্রীরূপগোস্বামী
"নিয়ম" নিয়ে থাকলে ভুলে

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭ ; ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪০ | ১৯শ সংখ্যা

শ্রীপরমপরাৎপর শ্রীগুরুদেব শ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামী মহারাজ

অদ্য ২২ কেশব, ২১শে অগ্রহায়ণ, ৭ই ডিসেম্বর শনিবার, শ্রীগৌরাষ্টমী—আমাদের শ্রীপরমপরাৎপর শ্রীগুরুদেব ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-তিথি। শ্রীগৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, যিনি "একান্তী শ্রীল গোবিন্দদাস" নামে খ্যাত, তাঁহারই শিষ্য শ্রীউদ্ধবদাস বা অন্যতরে শ্রীউদ্ধবদাস। শ্রীল উদ্ধবদাসের শিষ্যপরম্পরা শ্রীশ্রীল মধুসূদনদাস। শ্রীশ্রীল মধুসূদনের শিষ্য বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী মহারাজ। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে পরিচিত ছিলেন। শ্রীল জগন্নাথের শিষ্যশিষ্য—শ্রীল ভাগবতদাস। ইনি পরমহংস শ্রীশ্রীগৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের বেষগুরু। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের শ্রেষ্ঠ শিষ্যদ্বয় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বার্ষভানবী-দয়িতদাস গোস্বামী প্রভু, যিনি জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ নামে বিশ্বে বিখ্যাত। তাঁহারই শ্রেষ্ঠ মনোহভীষ্ট-পরিপূরক আচার্য্যকেশরী বর্ত্তমান গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ।

আমরা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্যোপায়তম কৃত্যাভিসূত্রে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামী মহারাজকে আমাদের শ্রীপরম-পরাৎপর শ্রীগুরুদেব বলিয়া বরণ করি। এই মহাপুরুষ শ্রীব্রজমণ্ডলে, বিশেষতঃ শ্রীগোকুলে "সিদ্ধবাবাজী" বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।

শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে প্রায় পাঁচ মাইল উত্তরে শ্রীসূর্য্যকুণ্ড নামক তীর্থ বিরাজিত। এই স্থানে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী মধ্যাহ্ন-কালে সূর্য্যপূজার ছলনা করিয়া অর্থাৎ আগামীকল্য যজ্ঞনা

করিয়া তাঁহার নিত্য পার্ষদরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজাধিপুরীর পুরোহিতের বেশে শ্রীমতীর সেবা গ্রহণ করিতেন। অতএব এই স্থানে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের পূর্বতন ভজনরহস্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই

শ্রীসূর্য্যকুণ্ডে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামী মহারাজের সমাধি

স্থানে সূর্য্যকুণ্ড নামক একটী দীর্ঘিকা শোভিত রহিয়াছেন। সূর্য্যকুণ্ডের তটে শ্রীসূর্য্যবিহারীর মন্দির অবস্থিত। শ্রীসূর্য্য-বিহারীই শ্রীকৃষ্ণ; তাঁহার শ্রীঅঙ্গে সকল দেবতা রহিয়াছেন। শ্রীসূর্য্যকুণ্ডের পূর্বতটে একটী ছোট শ্রীমন্দিরে শ্রীমতীর শ্রীপাদপদ্ম আছেন। শ্রীসূর্য্যকুণ্ডের পশ্চিমতটে উত্তরাভিমুখে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামী মহারাজের সমাধি-মন্দির ও পূর্বমুখে শ্রীশ্রীগিরিধারীর সেবা। প্রায় দশ বৎসর পূর্বে শ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামী মহারাজের সমাধির উপর একটী চূড়াযুক্ত মন্দির নির্মিত হইয়াছে। পূর্বে এইস্থান অত্যন্ত জঙ্গলাকীর্ণ ছিল; এখনও চতুর্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি মৃন্ময় ভজনকুটীরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামী মহারাজের সময়ে শ্রীগিরিধারীর যে মন্দির ছিল, তাহার সীমানা ভগ্নাবশেষ চিহ্নরূপে এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার সমাধির সংলগ্ন স্থানেই তাঁহার ভজনকুটীর জীর্ণাবস্থায় দৃষ্ট হয়। পূর্বদিকে একটী মন্দিরে শ্রীশ্রীল মধুসূদনদাস বাবাজী মহারাজের পূজিত শ্রীগিরিধারী ও শ্রীনামস্তম্ভের (পটে লিখিত 'শ্রীহরেকৃষ্ণ' ও 'শ্রীহরিবোল' নাম) সেবা রহিয়াছে। এখানে অগ্রহায়ণী শুক্লাষ্টমী তিথিতে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহা-রাজের অপ্রকটোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারা বাবাজী মহারাজের নিত্যভোগ ও শুদ্ধমাত্র ভোগের দ্বারা গিরিধারীর সেবা হইয়া থাকে। শ্রীল মধুসূদনদাস বাবাজী মহারাজের সমাধির দক্ষিণদিকে আরও তিনটি সমাধি দৃষ্ট হয়। কথিত হয় যে, ঐ তিন সমাধির মধ্যে দুইটী সমাধি শ্রীল মধুসূদনদাস বাবাজী মহারাজের শিষ্য শ্রীগোবিন্দদাস ও শ্রীহরিগোপালদাসের ও আর একটি সমাধি শ্রীহরিগোপালের শিষ্য শ্রীগৌরদাসের। স্থানীয় সেবকের বিবরণানুসারে শ্রীশ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামী মহারাজের তিন জন শিষ্য—(১) বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস, (২) শ্রীগোবিন্দদাস ও (৩) শ্রীহরি-গোপালদাস।

শ্রীশ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামী মহারাজ সূর্য্যকুণ্ডে অবস্থান করিয়া ভজনানন্দীয় লীলা প্রকট করিলেও তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচারক ছিলেন। তাঁহার সেই শ্রীভাগবত-বাণী-প্রচারের আদর্শে উদ্দীপ্ত হইয়া তদ্শিষ্য বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস শুদ্ধভক্তি-প্রচার কার্য্যে পরমোৎসাহীর লীলা প্রকট করিয়াছেন এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ আচার-প্রচার-কার্য্যের শিক্ষাদাতা হইয়া বৈষ্ণবজগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—"ভাষ্যকারের (শ্রীগৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যা-ভূষণ প্রভুর) অনুগত শ্রীউদ্ধবদাস বা শ্রীউদ্ধবদাস বা তদনুগ শ্রীউদ্ধবদাস, শ্রীমধুসূদন ও শ্রীজগন্নাথদাস পরমহংসপথের পথিকসূত্রে শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। তাহাই গৌড়ীয়গণের শ্রদ্ধার বিষয়।"

অতএব শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্যের পরে গৌড়ীয়ের অন্ধকারযুগ উপস্থিত হয় নাই। শ্রীউদ্ধবদাস ও তদনুগ শ্রীশ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামী মহারাজ ঔপনিষদ-পারম্পর্য্যে শুদ্ধ-ভক্তিধারা সংরক্ষণ করিয়াছিলেন।

শুনা যায়, শ্রীশ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামী মহারাজ তাঁহার ভজনকুটীতে যখন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন, তখন তথায় একটী অজগর সর্প আসিয়া প্রত্যহ সেই সময় উপস্থিত থাকিত এবং পাঠ সমাপ্ত হওয়ার পর দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইত। আর, একটি কিংবদন্তী এস্থানে প্রচলিত আছে যে, শ্রীমতী সূর্য্যকুণ্ডের ঘাটে রক্তবর্ণ একটি প্রস্তর-খণ্ডের উপর তাঁহার মুকুট রাখিয়া সূর্য্যকুণ্ডে স্নান করিতেন। এরূপভাবে প্রস্তরে সেই মুকুটের দাগ পড়িয়া যায়। ঐ প্রস্তরটী পূর্ব্বে সূর্য্যকুণ্ডের ঘাটে সংলগ্ন ছিল, পরে উহা আনিয়া শ্রীশ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামী মহারাজের সমাধি-মন্দিরের সন্নিকটে সংরক্ষিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীল মধুসূদনদাস বাবাজী মহারাজের সমাধির অনতিদূরে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের বেদিস্থ শ্রীল ভাগবতদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি বৃক্ষলতাদির দ্বারা আবৃত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে। এই শ্রীভাগবতদাস প্রভুই আমাদের পরমগুরুদেব পরমহংস শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের বেষগুরু ছিলেন, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ঊর্জ্জাব্রতের সময় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ কতিপয় ভক্তসঙ্গে শ্রীগুরুবর্গের এই ভজনস্থান দর্শন করেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ অনেক সময় এই স্থানে অবস্থান করিয়া শ্রীশ্রীগুরুবর্গের আনুগত্যে ভজন করিয়াছেন। তাঁহারই নির্দ্দেশানুসারে পরমপরাৎপর শ্রীশ্রীগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামী মহারাজের বিরহতিথিতে চট্টগ্রামস্থ শ্রীশ্রীবিপ্রাশিসি-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধিকাগিরিধারীজীউ শ্রীনাম-গোকুলমহোৎসব প্রকট করিয়া অর্চ্চাবতাররূপে প্রকট হইবেন।

"কেমন আছেন ?"

কোন পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎকার হইবা মাত্রই "কেমন আছেন ?", "কেমন আছ ?", "শারীরিক ভাল ত' ?", "শারীরিক কুশল ত' ?"—এইরূপ সম্ভাষণ করিবার প্রথা সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে সর্ব্বসমাজেই দৃষ্ট হয়। পত্রাদি লিখিবার কালেও পত্রের প্রারম্ভে বা অন্তিমে "শারীরিক কুশল জানাইবেন বা জানাইবে"—এইরূপ লিখিবার পদ্ধতি সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। অনেক সময় কাহাকেও "আপনি কেমন আছেন বা তুমি কেমন আছ ?" লৌকিকতা রক্ষার জন্য জিজ্ঞাসা করিয়া উহার উত্তর শুনিবার পূর্ব্বেই বা কেবলমাত্র মস্তক আলোড়ন-দ্বারা ইঙ্গিতে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বা পাইয়াই আমরা অন্য বৈষয়িক প্রসঙ্গ উত্থাপন করি বা স্থান ত্যাগ করি। বস্তুতঃ, যাঁহার রক্তসম্বন্ধ যাহাদের সহিত নাই, এরূপ আত্মীয়ের শারীরিক ভালমন্দ ব্যতীত অপরের ভালমন্দের জন্য আমরা তত্টা উদ্বিগ্ন বা ব্যস্ত হইয়া পড়ি না।

শারীরিক কুশল-জিজ্ঞাসার প্রথা বা ব্যবহার লৌকিক সমাজে এইরূপ প্রচারিত হইয়াছে কেন ? ইহার মূল তথ্য অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায়, দেহাত্মবোধই ইহার কারণ। যাঁহারা এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরকেই যথাসর্ব্বস্ব বা আত্মা বলিয়া সর্ব্বক্ষণ ভ্রম করিতেছেন, তাঁহারা স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের কুশল (কল্যাণ) ব্যতীত অন্য কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। তাঁহাদের আত্মা সুপ্ত, সুতরাং তাঁহারা নিজেদের দেহ ও অপরের দেহই দর্শন করেন। সেই দেহদ্বয়ের কুশল বা কল্যাণের প্রশ্নই তাঁহাদের জিজ্ঞাসার বিষয় হয়। তাঁহারা এই ক্ষুদ্র বস্তু-জিজ্ঞাসায় অভিনিবিষ্ট বলিয়া "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"তে ঐকান্তিক কচি-বিশিষ্ট হইতে পারেন না।

"কেমন আছেন ?" এই প্রশ্ন বা শারীরিক কুশল-জিজ্ঞাসার লৌকিক ও যৌথিক শিষ্টাচারের মধ্যে কপট অনুস্যূত রহিয়াছে। ইহাতে প্রকৃত জীবে দয়ার প্রবৃত্তি

নাই, হিংসা অর্থাৎ দেহাত্মবোধের স্মৃতি উদ্দীপিত করিয়া বিষয়ই অজ্ঞাত ও অজ্ঞর প্রবৃত্তি রহিয়াছে।

যখন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণের পরস্পর সাক্ষাৎকার হয়, তখন তাঁহারা পরস্পর 'ভজন-কুশল' জিজ্ঞাসা করেন। যখন নিষ্কাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের দর্শন-লাভ হয়, তখন তাঁহার নিকট আত্মকল্যাণ-বিষয়ক প্রশ্ন, এবং যখন কনিষ্ঠ অধিকারীর সহিত সাক্ষাৎকার হয়, তখন তাহার হরিসেবা-বুদ্ধি কতটা বৃদ্ধি হইতেছে, তদ্বিষয়ক প্রশ্ন হইয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তগণের পরস্পর সাক্ষাৎকার হইলে তাঁহারা পরস্পরের চিত্তে ভগবৎ-স্মৃতি উদ্দীপ্ত করিয়া দেন,—

স্মরতঃ স্মারয়ন্তশ্চ বিষ্ণোরদ্ভুতকর্ম হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥
(ভাঃ ১১।৩।৩১)

এইরূপে ভাগবতভক্তবর্গণ সাধনভক্তি-সঞ্জাত প্রেম-ভক্তিবলে সঙ্কল্পবিনাশন শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া এবং পরস্পরের চিত্তে তদীয় স্মৃতি উৎপাদিত করিয়া পুলকিত শরীরে অবস্থান করেন।

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ নারদ যখন শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ শ্রীবসুদেবের গৃহে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন শ্রীল বসুদেব শ্রীল নারদকে আসনাদির দ্বারা পূজা করিয়া প্রণাম-পূর্ব্বক ভাগবতধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

ভগবন্ ভবতো যাত্রা স্বস্তয়ে সর্ব্বদেহিনাম্।
কৃপণানাং যথা পিত্রোরুত্তমঃশ্লোকবর্ত্মনাম্॥
ব্রূতানাং দেবচরিতং দুঃখায় চ সুখায় চ।
সুখায়ৈব হি সাধূনাং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাম্॥
ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্।
ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ॥
ব্রূহ্যঞ্জসাপি পৃচ্ছাবো ধর্ম্মান্ ভাগবতাংস্ত্বয়।
যান্ শ্রুত্বা শ্রদ্ধয়া মর্ত্যো মুচ্যতে সর্ব্বতো ভয়াৎ॥
(ভাঃ ১১।২।৪-৭)

হে ভগবন্! মাতাপিতার আগমন যেরূপ সন্তানের মঙ্গলকর, ভগবদ্ভক্তগণের আগমন যেরূপ কৃপণগণের মঙ্গল-কর, সেইরূপ আপনার আগমনও প্রাণিমাত্রেরই মঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে।

পর্জ্জন্যাদি দেবগণের আচরণে প্রাণিগণের সুখ-দুঃখ উভয়ই সংঘটিত হইয়া থাকে; কিন্তু তদ্রূপ ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের চরিত নিখিল-প্রাণিগণের কেবলমাত্র সুখই উৎপাদন করিয়া থাকে।

যে-সকল মানব দেবগণকে যে ভাবে আরাধনা করে, কর্ম্মাধীন ফল-প্রদানশীল দেবগণও ছায়ার ন্যায় কর্ম্মানুগত হইয়া ফলকামী মানবদিগকে কর্ম্মের তারতম্যানুসারে ফল প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু, তদ্রূপ সাধুগণ সর্ব্বদাই দীনের প্রতি অতিশয় বাৎসল্য প্রকাশ করিয়া থাকেন।

হে ব্রহ্মন্! যদিও আপনার দর্শনেই আমরা কৃতার্থ হইয়াছি, তথাপি মর্ত্য-জীব শ্রদ্ধাসহকারে যাহা শ্রবণ করিলে সর্ব্ববিধ ভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন, আপনার নিকট সেই ভাগবতধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতেছি।

শ্রীনারদের নিকট শ্রীবসুদেবের এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে ইহাই শিক্ষা করা যায় যে, ভগবদ্ভক্তগণ দেহ বা মনের কুশলের জন্য ব্যস্ত নহেন। আত্মার মঙ্গল হইলে দেহ ও মন আনুষঙ্গিকভাবেই সুস্থ হয়। দেবতাগণ প্রাণিগণের দৈহিক ও মানসিক সুখ-দুঃখ বিধান করিয়া থাকেন, প্রাণি-গণকে সুখ-দুঃখের ক্রীড়নক করিয়া দেহাত্মবোধেই অভি-নিবিষ্ট করিয়া দেন; কিন্তু, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ নিখিল প্রাণীর আত্মার কল্যাণ-বিধানকল্পে নিত্য সেবাসুখ প্রকট করিয়া থাকেন। ইহাই সাধুগণের জীবের প্রতি দয়া। দেবতাগণ আপাত দেহারামতা বা দৈহিক সুখ বর্দ্ধন করিয়া প্রায়ঃ বিধান করিলেও তদ্দ্বারা নিষ্কৃতিই করিয়া থাকেন। কারণ, যাঁহারা নিদ্রিত আত্মাকে জাগরিত করিবার জন্য সাহায্য না করেন, তাঁহাদের বাক্য ও আচরণ আপাত রুচিকর হইলেও পরিণামে ভয়াবহ।

অবধূত যে চব্বিশটি শিক্ষাগুরু করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'দেহ'কেও একটি 'গুরু' করিয়া দেহের নিকট হইতে এই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন,—

এবং গুরূন্ত এতেষাং এষা মে শিক্ষিতা মতিঃ।
যাস্যোপশিক্ষিতামেতাং বুদ্ধিং নৃপ ন মুহ্যতি॥
দেহো গুরুর্মম বিরক্তিবিবেকহেতু-
র্বিভ্রৎ্ স সত্ত্বনিধনং সততার্ত্যুদর্কম্।
তত্ত্বান্যনেন বিমৃশামি যথা তথাপি
পারক্যমিত্যবসিতো বিচরাম্যসঙ্গঃ॥
আরাধনায় লোকস্য লোকনাথস্য মায়য়া।
ঈহমানো হ্যনীহোঽপি যদৃচ্ছাভাজনং পুমান্॥
পুরুষত্বে চ মামেষ সারভূত আপঃ সৃজৎ।
যদ্ধ্যেবায়ং কালভয়ং তীর্ত্বা মামমৃতং পুমান্॥
নাদেহো মুচ্যতে ব্যাধের্নাকৃতবাদ্ভয়াদৃতে।
ন মোক্ষোঽদৃষ্টবিজয়াদ্ যং বিনাহমিবাদৃঢ়ঃ॥
ন নরঃ স্বর্গতিং কাঙ্ক্ষেন্নারকীং বা বিপদ্যতীম্।
নেমং লোকং চ কাঙ্ক্ষেত দেহাবেশাৎ প্রমাদ্যতি॥
নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥
যদারম্ভেষু নিষ্কাম আত্মবান্ দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
তীব্রয়া মদ্ভক্তিযোগেন তস্যাসন্ময়ি ধারণা॥
ধারণা যত্র পুরুষো ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
মৃত্যুর্যোগবিঘাতী মে নোপসর্পেৎ কথঞ্চন॥
এবং ধৃতমনা ভক্ত্যা ভাগবতাংস্তদুদ্ধবঃ।
ইয়েষ ভূয়ো নিবৃত্তিং সর্ব্বভূতনমস্কৃতঃ॥
ইতি ভাগবতো ধর্ম্ম উদ্ধবায়ানুপূর্ব্বশঃ।
সংজগ্রাহ হরের্যস্তু ভবমৃত্যুজরাতিগঃ॥
(ভাঃ ১১।৯।২৯-৪৩)

স্বাঙ্গে সহস্রমযকৃদ্ভবনঃ স দেহঃ
সৃষ্ট্বাত্ত বীজমবলীদতি বৃক্ষধর্ম্মঃ।
ত্বিত্থৈকতোঽয়মপবর্গতি কহি তর্ষা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরঃ শ্রবণঃ কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক চ কর্মশক্তি
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি॥

(ভাঃ ১১।৯।২৪-২৭)

হৈ রাজন্! এই সকল গুরুর নিকট হইতে আমি পূর্ব্বোক্ত-ক্রমে এই সমস্ত শিক্ষালাভ করিয়াছি, সম্প্রতি স্বদেহ হইতে যাহা শিক্ষা করিয়াছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

নিরন্তর পরিণাম-দুঃখ-ভোগী, উৎপত্তি-বিনাশশীল এই দেহ বৈরাগ্য এবং বিবেকজ্ঞানের জনক বলিয়া আমার গুরু হইয়া থাকে; তথাপি, ইহা শৃগাল-কুক্কুরাদি পরের ভক্ষ্য সম্পত্তি—ইহা নিশ্চয় করিয়া ইহার প্রতি আসক্তিশূন্য হইয়া কেবলমাত্র **ইহার দ্বারা যথাযথ তত্ত্বানুসন্ধান**-সহকারে বিচরণ করিতেছি।

পুরুষ কষ্ট-সহকারে ধন উপার্জ্জন করিয়া যে-দেহের ভোগ-সম্পাদনের জন্য উক্ত ধনদ্বারা স্ত্রী, পুত্র, সম্পত্তি, পশু, ভৃত্য, গৃহ এবং আত্মীয়বর্গের বিস্তার ও পালন করিয়া থাকেন, আয়ুষ্কাল শেষ হইলে ঐ **দেহই বৃক্ষের ন্যায় পুরুষের ভাবিদেহ-সৃষ্টির বীজ-স্বরূপ** কর্ম্মসকল উৎপাদন করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কোন গৃহস্থের অনেক স্ত্রী থাকিলে তাহারা প্রত্যেকেই যেরূপ স্বামীকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করে, সেইরূপ জিহ্বা, পিপাসা, উপস্থ, ত্বক্, উদর, কর্ণ, নাসিকা, চঞ্চল-দৃষ্টি এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল এই দেহাভিমানী পুরুষকে নিজ-নিজ বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

যখন শ্রীশৌনকাদি মুনিগণ শ্রীবিষ্ণুতীর্থ শ্রীনৈমিষারণ্যে শ্রীব্যাসনিষ্ঠ মহাভাগবতবর শ্রীসূত গোস্বামীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, তখন অন্য কোন প্রশ্ন না করিয়া ঋষিগণ একান্ত শ্রেয়ঃ-লাভে পরিতৃপ্ত করেন। ঋষিগণের সেই ষট্‌প্রশ্ন অবলম্বনেই শ্রীমদ্ভাগবতের আরম্ভ হইয়াছে। সেই ষট্‌প্রশ্ন এই,—"(১) পুরুষের ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ কি? (২) শ্রীহরি যাহাতে প্রসন্ন হন, সেই শ্রোতব্য-তত্ত্ব কি? (৩) শ্রীব্যাস-দেবের চরিত্র কি? (৪) তাঁহার অবতার-চরিত্র-কথা কি? (৫) শ্রীহরির উদার-লীলা কি? (৬) শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকটধামে গমন করিলে ধর্ম্ম কাহার শরণাপন্ন হন?" ঋষিগণের এই ছয়টী প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া শ্রীল সূতগোস্বামী প্রভু অত্যন্ত আনন্দ-সহকারে বলিয়াছিলেন,—

মুনয়ঃ সাধু পৃষ্টোঽহং ভবদ্ভির্লোকমঙ্গলম্।
যৎ কৃতঃ কৃষ্ণ-সংপ্রশ্নো যেনাত্মা সুপ্রসীদতি॥

(ভাঃ ১।২।৪)

হে ঋষিগণ, আপনারা আমাকে ভুবনমঙ্গল উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। যে-হেতু কৃষ্ণবিষয়ক পরিপ্রশ্ন করিলে তদ্দ্বারা বুদ্ধি প্রসন্ন হয়।

মহারাজ শ্রীল পরীক্ষিৎ প্রায়োপবেশন করিয়া অবস্থান করিলে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহার নিকট অনর্গল শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজও শ্রীহরিকথামৃত-পানে পরিতৃপ্ত হইয়া শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভুকে শ্রীহরি-বিষয়ক পরিপ্রশ্ন করিতেছিলেন। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন,—

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥

(ভাঃ ১০।১।৪)

উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তন শ্রোতৃপারম্পর্য্যে সাধিত হয় অর্থাৎ শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রুত হইয়া পশ্চাতে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, সেই শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন কৃষ্ণেতর-বিষয়-কৃকারহিত মুক্তকুলের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে কীর্ত্তিত হয়। এই সঙ্কীর্ত্তন (মুমুক্ষুগণের) ভবরোগের ঔষধস্বরূপ। ইহা (কলির ভক্তের) হৃৎকর্ণ-রসায়ন। পশুঘাতী ব্যাধ অথবা আত্মঘাতী অপরাধী ব্যতীত আর কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই বা এই শ্রীহরি-কীর্ত্তন হইতে বিরত হন?

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু তদুত্তরে বলিয়াছিলেন,—

সমাগ্‌বসিতা বুদ্ধিস্তব রাজর্ষিসত্তম।
বাসুদেবকথায়াং তে যদ্যতা হৈষিকী রতিঃ॥
বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং পৃচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎপাদসলিলং যথা॥

(ভাঃ ১০।১।১৫-১৬)

হে নৃপশ্রেষ্ঠ, আপনার বুদ্ধি সুনিশ্চয়ই স্থির হইয়াছে অর্থাৎ উপযুক্ত বিষয়েই প্রশ্ন হইয়াছে। কারণ, আপনার শ্রীবাসুদেবের কথায় অবাধিচারিণী রতির উদয় হইয়াছে।

শ্রীবিষ্ণুপাদোদ্ভূতা শ্রীগঙ্গা অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুচরণোদক যেরূপ উর্দ্ধ, অধঃ ও অধঃ লোক সমূহকে (ত্রিভুবনকে) পবিত্র করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শ্রীবাসুদেবের চরিত্র-বিষয়ক প্রশ্ন কর্ত্তা, শ্রোতৃকর্ত্তা ও শ্রোতা— এই ত্রিবিধ ব্যক্তিকেই পবিত্র করেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীনারদ তাঁহার শিষ্য শ্রীব্যাসের নিকট উপস্থিত হইয়া এক সময় নিজের শারীরিক ও মানসিক কুশলের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ঐরূপ জিজ্ঞাসার মধ্যে একটি গূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে এবং তাহা হইতে জগতে একটি পরম গূঢ় তত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে। শ্রীনারদের শিষ্য শ্রীব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

পারাশর্য্য মহাভাগ ভবতঃ কচ্চিদাত্মনা।
পরিতুষ্যতি শারীর আত্মা মানস এব বা॥

(ভাঃ ১।৪।২)

হে মহাত্মা পরাশর-নন্দন, আপনার শরীরাভিমানী অথবা মনোহভিমানী আত্মা যথাক্রমে শরীর ও মনের দ্বারা সন্তুষ্ট আছে ত'?

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে অন্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণু-পাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

'প্রত্যেক জীবের অধিষ্ঠানে স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম মনকে আত্মা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ দুইটী অনাত্ম-প্রতীতি নির্ম্মল আত্ম-প্রতীতি হইতে ভিন্ন। আত্ম-প্রতীতিতে হরিসেবা নিত্যকাল বর্ত্তমান। হরি সচ্চিদানন্দ বস্তু। যে জীবাত্মা সচ্চিদানন্দে অবস্থিত, তাঁহার হরিতে উন্মুখতা-বশতঃ অনাত্ম-প্রতীতির অভাব। স্থূলদেহ ও সূক্ষ্ম মনোদ্বারা বাহ্য জগতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও চিন্তা জীবাত্মার সচ্চিদানন্দ-প্রতীতি হইতে পৃথক্ করাইয়া দেয়। কৃষ্ণেতর-প্রতীতি যাহাকে বিতীয়াভিনিবেশ বলে, তাহার উদয়ে জীব অতত্ত্ব পাদপদ্ম-সেবা-বঞ্চিত হয় এবং ভীতিবশে জীবের দেহ ও মনের বৈকৃতি উপস্থিত করায়। যে জন্য ভীতি, তাহা প্রকাশিত হইলে দেহ ও মন শোকের বশীভূত হয়। তদ্রূপ শোকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অনাত্ম-প্রতীতির চেষ্টা হইতে কামনার সূত্রপাত হয়। বদ্ধপ্রতীতির বৃত্তিসমূহ কামনাজাত ও নশ্বর। জীবাত্মা হরিসেবোন্মুখ হইলে শোক, মোহ ও ভয়ের হস্ত হইতে ক্লেশ লাভ করেন না। শ্রীগুরু লাভের পর নিজ শিষ্য শ্রীব্যাসকে উদ্দেশ করিয়াই অক্ষজ ধারণানির্ম্মিষ্ট বদ্ধজীবোচিত ব্যক্তি-নির্দ্দেশে দৈহিক ও মানসিক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবৎ-সেবাময়ী আত্ম-প্রতীতিতে কোন অনুপাদেয়তা অবস্থান করে না। বদ্ধজীবের শ্রেয়োলাভের জন্যই শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শিক্ষালয়। শিষ্যের গুরুসেবা-প্রবৃত্তি সমৃদ্ধ হইলে কোন প্রকার কৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞানের অভাব থাকে না।"

শ্রীনারদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছিলেন,—

অস্ত্যেব মে সর্ব্বমিদং ত্বয়োক্তং
তথাপি নাত্মা পরিতুষ্যতে মে।
তন্মূলমব্যক্তমগাধবোধং
পৃচ্ছাম্যহং ত্বাত্মভবাত্মভূতম্॥

(ভাঃ ১।৪।৩)

আপনি যাহা বলিলেন, আমার সেই সব সামর্থ্য আছে সত্য, তথাপি আমার শরীর ও মন প্রসন্ন হইতেছে না। হে দেবর্ষি নারদ, আপনি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার আত্মজ; অতএব অতি গম্ভীরবুদ্ধি আপনাকে আমার এই অপ্রসন্নতার গূঢ় কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছি।

এই শ্লোকের বিবৃতিতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"যে-সকল বদ্ধজীব দেহমনে আত্মবুদ্ধি করেন, তাহাদের পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক শিষ্যরূপ ব্যাস শ্রীগুরুদেবের নিকট বিশুদ্ধ অক্ষজজ্ঞানপূর্ণ ক্লেশের কথা নিবেদন করিতেছেন। জগদ্গুরু শ্রীচৈতন্যদেবও একদিন কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণের নিকট নিজ দৈন্য জ্ঞাপন করিতে করিতে শ্রীগুরুতত্ত্বের পূজা করিয়াছিলেন। শ্রীগুরুতত্ত্ব আশ্রয়জাতীয় ভগবত্তার অধিষ্ঠিত হইলেও তিনিও উপাস্যতত্ত্ব। শ্রীসনাতন গোস্বামীর 'কে আমি ?', 'আমারে কেন জারে তাপত্রয়' প্রভৃতি প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার ন্যায় ব্যাসাবতার জনগণের শ্রীগুরুদেবের নিকট স্ব স্ব দৈন্য ও মঙ্গল-প্রার্থনা শ্রৌতপথের বিশেষত্ব ও মহত্ত্ব। তর্কবজ্রাহারী তর্কপথাশ্রিত অধিরোহবাদী গুরুদেবকে যে প্রকারে বিপথ-

গামী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, বৈয়াসিক গুরুদাসগণের সেরূপ বিচার নহে।

শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবের পরিশ্রমের উত্তরে ইহা জানাইয়াছিলেন যে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষের পরিচর্য্যার দ্বারা আত্মমঙ্গল ত' লাভ হয়ই না, দেহ ও মনের প্রসন্নতাও হয় না। একমাত্র শ্রীবাসুদেবের চরিতকথা মুখ্যভাবে কীর্ত্তনের দ্বারাই নিত্য আত্মকুশল-লাভ হয়। এই প্রসঙ্গই বিস্তৃত ভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে বিবৃত রহিয়াছে। কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্ম বিধৌত হয় না। কর্ম্মের দ্বারা কখনও দেহাত্মবোধ বিদূরিত হইতে পারে না, ভগবৎসেবার দ্বারাই জীবের দেহাত্মবোধ বিনষ্ট হয় এবং কৃষ্ণে রতি উদিতা হইয়া থাকে।

যখন শ্রীচৈতন্যদেব বরাহনগরে শ্রীভাগবতাচার্য্যের গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তিনি (শ্রীভাগবতাচার্য্য প্রভু) কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অন্য কোনও রূপে পূজা করিবার পূর্ব্বেই তৎক্ষণাৎ শ্রীভাগবত-কথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন,—

"তবে প্রভু আইলেন বরাহ-নগরে।
মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে॥
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে।
প্রভু দেখি' ভাগবত লাগিলা পড়িতে॥"

(চৈঃ ভাঃ অ ৫।১১০-১১১)

যখন শ্রীল গৌরসুন্দর ও শ্রীল রায় রামানন্দের প্রথম মিলন হইল, তখন উভয়ে উভয়ের অপ্রাকৃত গুণ বর্ণন করিতে লাগিলেন। শ্রীল রায় রামানন্দের সেই অপূর্ব্ব দৈন্য, আর স্বয়ং শ্রীভগবানেরও দৈন্য-লীলা শ্রবণ করিয়া শুষ্ক কাষ্ঠও বিদীর্ণ হয়। যখন উভয়ে উভয়ের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহাদের মুখে হরিকথা-শ্রবণে আর্ত্তির বিনা ব্যতীত অন্য কোন কথাই ছিল না। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রামানন্দকে বলিলেন,—

তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
পুনরপি পাই যেন তোমার দরশন॥

(চৈঃ চঃ ম ৮।৫০)

শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভুও বলিলেন,—

রায় কহে, আইলা যদি পামর শোধিতে।
দর্শনমাত্রে শুদ্ধ নহে মোর দুষ্ট চিত্তে॥
তিন পাঁচ সাত দিন' করহ আবর্ত্তন।
তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুই মন॥

(চৈঃ চঃ ম ৮।৫১-৫২)

গুরু ও শিষ্য কিরূপ কুশল জিজ্ঞাসা করেন, তাহার আদর্শ আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় দেখিতে পাই। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু যখন শ্রীমথুরা মণ্ডল হইতে শ্রীপুরুষোত্তমে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু উত্তরে বলিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-দর্শন-লাভই তাঁহার পরম কুশল,—

কুশল-বার্ত্তা মহাপ্রভু পুছেন সনাতনে।
তেঁহো কহে **পরম মঙ্গল, দেখিনু চরণে॥**

(চৈঃ চঃ অ ৪।২৪)

শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নিত্যলীলার অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের নিকট গমন করিয়া শ্রীল ঠাকুরের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীল ঠাকুর হরিদাস দৈন্যভরে বলিয়াছিলেন,—

আর দিন মহাপ্রভু তাঁ'রে ঠাঞি আইলা।
'সুখ হও হরিদাস, ?' বলি' তাঁ'রে পুছিলা॥
নমস্কার করি' তেঁহ কৈলা নিবেদন।
'শরীর সুস্থ হয় মোর, অসুস্থ বুদ্ধি-মন'॥
প্রভু কহে,—'কোন ব্যাধি, কহ ত নির্ণয়'।
তেঁহ কহে সংখ্যা-কীর্ত্তন না পূরয়॥

(চৈঃ চঃ অ ১১।২১-২৩)

শ্রীল ঠাকুর হরিদাস দৈন্যভরে জগৎকে এই শিক্ষা দিলেন যে, স্থূল শরীরের স্বাস্থ্য প্রকৃত স্বাস্থ্য নহে। যাহার মন ও বুদ্ধি ভগবৎসেবাবিমুখ, অনর্থ-রোগগ্রস্ত, সেই ব্যক্তিই অসুস্থ। শ্রীল ঠাকুর হরিদাস আরও জানাইলেন,—**'শ্রীনামকীর্ত্তনে অরুচিই সর্ব্বাপেক্ষা দুরারোগ্য ভীষণ ব্যাধি।'** শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইলেন যে,—শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের অপ্রাকৃত কলেবর; তিনি নিত্যসিদ্ধ শ্রীনামাচার্য্য; তাঁহার সিদ্ধ দেহ; তাঁহার দেহ ও দেহীতে ভেদ নাই; কিন্তু, শ্রীনামাচার্য্য প্রভু দৈন্য-লীলা প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,—

হীন-জাতি জন্ম মোর নিন্দ্য-কলেবর।
হীন কর্ম্ম রত মুঞি অধম পামর॥

অদৃশ্য, অস্পৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলা।
রৌরব হইতে মোরে বৈকুণ্ঠে চড়াইলা॥
(চৈঃ চঃ অ ১১।২৭-২৮)

দেহাত্মবুদ্ধীয় লাম্পট্যভাব সহিত বিপ্রলম্ভ-রসাশ্রিত শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যাশ্রিতাশ্রয় এই লৌকলীলায় পার্থক্য বিশেষভাবে প্রণিধানের বিষয়। একদিকে যেরূপ সম্ভোগবাদী ভোগী দেহের গর্ব্বে গর্ব্বিত, আর একদিকে নির্ব্বিশেষবাদী ত্যাগিও প্রচ্ছন্ন দেহাত্মবাদিরূপে ত্যাগের অভিমানে প্রলীন হইয়া অপ্রাকৃত-কলেবর শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণময়ী অপ্রাকৃত দৈন্য-বিকৃষ্টিতা আর্ত্তি বা বিপ্রলম্ভময়ী চিত্তবৃত্তির কথা ধারণাই করিতে পারে না। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের নির্য্যাণকালে তাঁহার বিপ্রলম্ভাত্মিকা উক্তি নির্ব্বিশেষবাদী শিষ্যক্রব রামচন্দ্র পুরী ধারণা করিতে পারে নাই। তাই, শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিপ্রলম্ভময়ী উক্তি ও আর্ত্তি ক্রন্দন শুনিয়া রামচন্দ্র পুরী মনে করিয়াছিল যে, শ্রীল মাধবেন্দ্র দৈহিক ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়াই রোদন করিতেছেন! শিষ্য-নামের অযোগ্য হইয়া নির্ব্বিশেষ-বাদী রামচন্দ্রপুরী গুরুকে উপদেশ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিল,—

তুমি—পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ, করহ স্মরণ।
ক্ষুদ্রবিষ চিন্তা কেনে করহ রোদন?
(চৈঃ চঃ অ ৮।১৯)

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী "দূর হও পাপী" বলিয়া রামচন্দ্র পুরীকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন,—

কৃষ্ণ না পাইনু মরো আপনার দুঃখে।
মোরে ব্রহ্ম উপদেশে এই ছার মূর্খে॥
(চৈঃ চঃ অ ৮।২৩)

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন এই জন্যই গাহিয়াছেন,—

যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥
বিষয়-মধ্যস্থ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥
(চৈঃ ভাঃ ম ৯।২৪০-৪১)

যাহার যে বিষয়ে রুচি বা আগ্রহ, তিনি সেই বিষয়-সমর্থনকল্পে সেইরূপ 'যুক্তির' বা প্রমাণেরই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। ইহাই জীবের স্বাভাবিকী বৃত্তি। ভোগী ভোগের আদর্শ ও প্রমাণ, ত্যাগী ত্যাগের আদর্শ ও প্রমাণ বিভিন্ন-প্রকার অভ্যাভিলাষী বিভিন্ন-প্রকার অভ্যাভিলাষ-প্রয়োজন-প্রাপ্তির আদর্শ ও প্রমাণাবলী এবং আত্মেন্দ্রিয়তর্পণাকাঙ্ক্ষী অহৈতুক সেবক অহৈতুকী সেবার আদর্শ ও প্রমাণ অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। দেহাত্মবাদিগণ "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্" —বাক্যটীকে তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে উদ্ধার করেন; কিন্তু ইহা কোন্ শাস্ত্রের প্রমাণ, ইহা কি প্রাকৃত অথবা অপ্রাকৃত কবির বাক্য, কিংবা কি উদ্দেশ্যে লিখিত, এখানে 'ধর্ম্ম' বলিতেই বা কি বুঝা যায়, 'ধর্ম্ম' বলিলেই তাহা 'পরমার্থ' কিনা,—এই সকল বিচার করেন না। দেহমনো-ধর্ম্ম এবং তন্মূলক পুণ্যাদি-কামনাকেও 'ধর্ম্ম' বলা যায়; চোর, শঠ, লম্পট প্রভৃতি দুর্নৈতিকগণের স্বভাবও ধর্ম্মপদ-বাচ্য; নিরীশ্বর নীতি (morals) বা সুনীতিও ধর্ম্মপদবাচ্য; কিন্তু, ইহারা সকলই দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম। এই সকল ধর্ম্মের দ্বারা আত্মার প্রমাদ-লাভ বা কল্যাণ হয় না। যে ধর্ম্ম শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছিলেন, যে ধর্ম্ম শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু শ্রীল পরীক্ষিৎ মহা-রাজকে বলিয়াছিলেন, যে ধর্ম্ম শ্রীল নারদ গোস্বামী প্রভু শ্রীল ব্যাসদেবকে বলিয়াছিলেন, যে ধর্ম্ম শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে বলিয়াছিলেন, তাহাই নিত্য আত্মধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম; তাহাই অহৈতুকী অপ্রতিহতা শুদ্ধা ভক্তি বা ভাগবতধর্ম্ম। শ্রীভাগবতধর্ম্মে পূর্ব্বে দেহ বা অর্থ, পরে পরমার্থ,—এইরূপ অপরদাগত ও অবিশ্বাসীর বিচারের অবকাশ নাই। যাহারা শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ আত্ম-নিক্ষেপ করিতে পারে না, অন্তরে সংশয়াত্মা, অবিশ্বাসী, তাহারাই 'দেহ রাখিয়া ধর্ম্ম' বা দেহ-রক্ষাকেই 'আত্মরক্ষা', দেহ-কুশলকেই 'আত্ম-কুশল' বলিয়া বিবর্ত্তগ্রস্ত হয়। ইহারাই দেহাত্মবাদী, বিবর্ত্তবাদী, কুণপাত্মবাদী, মাংসদৃক্; ইহারাই বিরোচনের ন্যায় দেহকে 'আত্মা' বলিয়া পূজা করে; ইহারাই অদৈব-প্রকৃতি; ইহারাই 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' ও 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' শ্রুতির কদর্থ করিয়া আত্মার বলকে—শ্রীবলদেবের কৃপাবলকে দৈহিক পশুবল ও সুপ্ত আত্মার বা চেতনের জাগরণকে দেহের বা মনের জাগরণ অর্থাৎ তমো-ভাব হইতে রজোগুণে বা একপ্রকার পশুধর্ম্ম হইতে দ্বিতীয় প্রকার পশু-ধর্ম্মে উদ্দীপনাকেই জাগরণ বলিয়া থাকে।

ইহারা "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।"—শ্রীগীতার এই শ্লোক বুঝিতে পারে না।

"শরীরমাদ্যং" বাক্যটী প্রাকৃত কবি কালিদাসকৃত। এই বাক্য-সংযুক্ত সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই—

অপি ক্রিয়ার্থং সুলভং সমিৎকুশং
ফলাদপি জ্ঞানবিধি-ক্ষমাপি তে।
অপি স্বশক্ত্যা তপসি প্রবর্ত্তসে
শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্॥

('কুমারসম্ভবম্'—৫ম সর্গ, ৩৩শ্লোক)

মহাদেবকে পতিরূপে কামনা করিয়া পার্ব্বতী যখন হিমাদ্রি-শিখরে তপস্যা করিতেছিলেন, তখন মহাদেব জটাজুটধারী ব্রহ্মচারি-বেশে তথায় আগমন-পূর্ব্বক পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"হে ব্রহ্মচারিণি! তোমার হোমাদি-কার্য্যের উপযুক্ত সমিধ্ ও কুশাদি এস্থানে সুপ্রাপ্য হয় নাই ত? তোমার ফলাদিযোগ্য জলের কোন অভাব নাই ত? এত বড় কঠিন তপস্যায় যে ব্রতী হইয়াছ, ঐ কোমল তনুর কোন কষ্ট হইতেছে না ত? তোমার সামর্থ্যের অনুযায়ী তপস্যা করিতেছ ত? কেন না, শরীরই ধর্ম্মসাধনের মূল। শরীর-রক্ষা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। শরীর থাকিলে ধর্ম্মাচরণ করা যায়।"

কালিদাসের এই শ্লোকের শেষোক্ত চরণটী প্রবাদের ন্যায় দেহাত্মবাদিগণের প্রমাণস্বরূপ হইয়াছে। অপ্রাকৃত কবিকুল-মুকুটমৌলি শ্রীল ব্যাসদেব, শ্রীল শুকদেব, শ্রীল সনাতন, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু প্রমুখ অপ্রাকৃত কবিকুল-তিলকগণ স্ব-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহের আরামপ্রিয়তা বা দেহাত্ম-বোধকে বহুমানন করিবার শিক্ষা প্রদান করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

যেষাং ন এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্ব-শৃগালভক্ষ্যে॥

(ভাঃ ২।৭।৪২)

সেই অনন্ত ভগবান্ই (তথাকথিত অন্যদেবতা নহে) যাঁহাদের প্রতি কৃপা করেন, তাঁহারা যদি কায়মনোবাক্যে নিষ্কপট (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাঞ্ছারহিত) হইয়া ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা সেই দুস্তরা দৈবী মায়ার পারে গমন করিতে পারেন এবং মায়ার বৈভবও জানিতে পারেন। এই সকল শরণাগত ভক্তগণের কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে 'আমি ও আমার' বুদ্ধি নাই। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্তিসুধাপানাদ্দেহৈহিকবিস্মৃতেঃ।
তেষাং ভৌতিকদেহেঽপি সচ্চিদানন্দরূপতা॥

(বৃঃ ভাঃ ২।৫।৩৪)

শ্রীকৃষ্ণভক্তি-রস-সুধা পান করিয়া দেহিজীবগণ তুল নিজ-দেহ ও দেহসম্বন্ধীয় বস্তু বিস্মৃত হন। তাঁহাদের দেহ প্রাকৃত নহে, তাঁহাদের পাঞ্চভৌতিক দেহও সচ্চিদানন্দ-রূপতা প্রাপ্ত হয়।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" বাক্যটির স্থানে "শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্" বাক্যটিও প্রবাদরূপে প্রচলিত হইয়াছে।

দুঃখোপকার-সঞ্চর্য্যা-জ্ঞানং যত্র ন তাদৃশম্।
বৃথা বহতি তজ্জীবঃ শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্॥

যখন হনুমান্ সীতাদেবীর অনুসন্ধানার্থ সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় গমন করিতেছিলেন, তখন সমুদ্র-মধ্যস্থ মৈনাক-গিরি শ্রীহনুমান্কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"হে পবন-পুত্র! তুমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছ; সুতরাং কিছুক্ষণ আমার উপর বিশ্রাম করিয়া আমাকে চরিতার্থ কর। কারণ, যে দেহে অপরের উপকার ও সাধুগণের পরিচর্য্যা-জ্ঞানের বিকাশ না হয়, সেই দেহ ধারণ করাই বিফল; যে-হেতু, এই দেহ যাবতীয় ব্যাধির আধারস্বরূপ।" এই দেহ শ্রীহরি ও অপ্রাকৃত শ্রীহরিজনের সেবার আনুকূল্য বিধান করিলেই এই দেহের সার্থকতা; নতুবা, এই ব্যাধিমন্দির দেহ ধারণ করিয়া লাভ কি? যে দেহ ভগবানের শ্রীমন্দিররূপে প্রকাশিত না হয় অর্থাৎ যে দেহে শ্রীহরি বিশ্রামসুখ উপভোগ না করেন, সেই দেহ কেবল এক জন্ম নহে, অনন্ত জন্ম অসংখ্য ব্যাধির আগাররূপেই ক্লেশ ভোগ করিতে থাকিবে। ব্যাধির পরিচর্য্যার দ্বারা কখনও ব্যাধির হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না। জীবের মূল ব্যাধি যে অবিদ্যা বা কৃষ্ণবিস্মৃতি, তাহা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে কৃষ্ণাভিনিবেশ আবশ্যক। দেহাভিনিবেশ, আত্মাভিনিবেশ, ক্ষিত্যাভিনিবেশ বা দ্বিতীয়াভিনিবেশ-দ্বারা কখনও জীবের ব্যাধি বিদূরিত হইতে

পারে না। শ্রীগোকুল-মহোৎসব অপ্রাকৃত শ্রীহরিনাম বহির্মুখ-দেহরূপ জড়ব্যবধানের মধ্যে পতিত হইলে শুদ্ধ ফলদায়ক হন না। 'অহং-মম' নামাপরাধ অর্থাৎ 'আমি দেহ' এই বুদ্ধি লইয়া হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন বা শত সহস্র বৎসর সাধন-ভজনের অভিনয় করিলেও কৃষ্ণপ্রেম-লাভ হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

(ভাঃ ১১।২০।১৭)

এই নৃ দেহটী সকল ফলের মূল। অতএব আদ্য, সুলভ ও সুদুর্লভ। ইহাই সুদৃঢ় নৌকা। গুরুই ইহার কর্ণধার। কৃষ্ণকৃপারূপ অনুকূল বায়ুর দ্বারা প্রচালিত এইরূপ নৌকা-খানি প্রাপ্ত হইয়াও যিনি এই সংসার-সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন, তিনি আত্মঘাতী।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীঅবধূত বলিয়াছেন,—কর্ম্মফলবশতঃ সমস্ত জন্মেই একটী না একটী শরীর পাওয়া যায় এবং তত্তৎ জন্মে সেই দেহের পরিচর্য্যা, দেহের সৌখ্য, দেহের প্রীতি, দেহে আসক্তি স্বভাবতই হইয়া থাকে, তজ্জন্য অপরের প্ররোচনার প্রয়োজন হয় না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লভ মনুষ্য-জন্মে দেহ ও তৎসম্পর্কিত বিষয়ে মত্ত না হইয়া একমাত্র পরমমঙ্গল ভগবৎপ্রীতি-লাভের জন্যই শরীর পতিত হইতে না হইতেই অবিলম্বে যত্ন করিবেন। দেহাদি বিষয় সকল সময়ে পাওয়া যাইবে; কিন্তু, হরিভজনের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ মনুষ্য-শরীরের ন্যায় অন্য শরীরে প্রায়শই লাভ হয় না। ইন্দ্রাদি দেবতা-জন্মেও দেহের সৌখ্যে অধিকতর আসক্ত হওয়ায় হরি-ভজন দুর্ঘট হইয়া পড়ে। বাল্য, পৌগণ্ড, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা অতীত হইলে বৃদ্ধাবস্থায় হরিভজন করিবার আশা যাহারা পোষণ করে, তাহারা বঞ্চিত হয়। শরীর পটু থাকিতে থাকিতেই হরিভজন করিয়া লইতে হয়। কারণ, হরিভজনই মূল ও মুখ্য প্রয়োজন। **বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মুখ্য প্রয়োজনটিই সর্ব্বাগ্রে সম্পন্ন করিয়া লইবার জন্য যত্নবিশিষ্ট হন।**

'জীবনসমাপ্তি-কালে করিব ভজন।
এবে করি গৃহ-সুখ।'
কখন একথা নাহি বলে বিজ্ঞজন,
এ দেহ পতনোন্মুখ॥
আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ,
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই।
যত শীঘ্র পার, ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ,
জীবনের ঠিক্ নাই॥

যাহারা নিশ্চিন্ত, নির্ভর হইয়া বিষয় ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত, তাহাদেরই বিচার এই হয় যে, আগে বহুদিনের বৃথা প্রয়োজন দেহভোগ বা ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করা যাউক্। হরিভজন একটি অনিশ্চিত বিষয়, হরি আছে কি, নাই, তদ্বিষয়েই সংশয়; অতএব অতি প্রত্যক্ষ দেহের সৌখ্যই পূর্ব্বে দেখা প্রয়োজন। **তাহারা যাহাকে 'ধর্ম্ম' মনে করে, তাহাও দেহ ও মনের সৌখ্য-বিধানেরই আর একটি কল্পিত কৌশল বা যন্ত্র-বিশেষ।**

যাঁহারা 'ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা' করেন, বা শ্রীগুরুপাদপদ্মে 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা'র উপদেশ শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা দৈহিক কুশল ও অকুশলে কোন সময়ই অভিভূত হন না। তাঁহারা বিচার করেন,—নিজ কর্ম্মফল-বশে দেহের সুখ ও দুঃখ ঘটিবেই; কিন্তু, এই দেহ যেই নিত্য প্রয়োজনের সাধক, সেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ ও মূল উদ্দেশ্য ইহার দ্বারা সাধিত হইতে পারে, ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া তাহাই সর্ব্বাগ্রে এই দেহের দ্বারা সাধন করিব। "নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং", "লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যম্" শ্লোকের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বতোভাবে আত্মার অনুশীলনে তৎপর হন। তাঁহারা মহাজনের এই বাণী সর্ব্বদা হৃদয়ে দেদীপ্যমান রাখেন,—

জীবন অনিত্য জানহ সার,
তাহে নানাবিধ বিপদ-ভার,
নামাশ্রয় করি' যতনে তুমি,
থাকহ আপন কাজে।

যাঁহাদের হৃদয়ে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে, তাঁহারা শৃগাল-কুক্কুর-ভক্ষ্য দেহের জিজ্ঞাসাবাদে ব্যস্ত না হইয়া অতি ধৈর্য্যভরে নিজের অনর্থকে ধিক্কার দিতে দিতে বৈষ্ণবের পাদুকাদ্বারা পুনঃ পুনঃ দুষ্ট মনকে প্রহার করিয়া দেহাত্মবোধকে বিতাড়িত করেন। তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদের শিক্ষার জন্য যে গীতি গান করিয়াছেন, তাহা সশ্রদ্ধ হৃদয়ের সহিত কীর্ত্তন করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বিহ্বল হন,—

শৈশব যৌবনে, জড়সুখ-সঙ্গে,
অভ্যাস হইল মন্দ।
নিজ কর্ম্ম দোষে, এ দেহ হইল,
ভজনের প্রতিবন্ধ॥
বার্দ্ধক্যে এখন, পঙ্গুরোগে হত,
কেমনে ভজিব বল।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, তোমার চরণে,
পড়িয়াছি হরিবল॥

বাল্যকালে মাতাপিতা আমার প্রতি যে মায়া-মমতা দেখাইয়া আমাকে আদরে ও যত্নে পালন করিয়াছিলেন, আমার নবনীত-কোমল দেহে সর্ব্বক্ষণ নানাপ্রকার সুখ প্রদান করিয়া উহা পরিপুষ্ট করিয়া দিয়াছেন এবং আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ-প্রদর্শনের ছলে আর একটি আগন্তুক দেহের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া আমাকে তাহার পরিচর্য্যায় মুখাপেক্ষী করিয়া দিয়াছেন, যাহার ফলে আমি বর্ত্তমানে এরূপ মন্দ অভ্যাসে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, দেহের সৌখ্যই আমার অনুক্ষণ ধ্যান ও অভিনিবেশের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আমি এ দেহের দ্বারা কিছুতেই 'কৃতিসাধ্য' ভক্তি যাজন করিতে পারিতেছি না, দেহটাই সর্ব্বাগ্রে ভীষণ শত্রুতা করিতেছে, নানাভাবে ভজনে বিঘ্ন প্রদান করিতেছে, দেহে একটা, না একটা ব্যাধি লাগিয়াই আছে, তজ্জন্য তৎসহচর মনও সর্ব্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছে,—এইরূপ অবস্থায় কি করিয়া আমি হরিভজন করিব? শৈশব ও যৌবন জড়সুখ-সঙ্গে কাটাইয়া দিয়াছি। সেই দেহসৌখ্য-বর্দ্ধনের মন্দ অভ্যাসে শিশুকাল অথবা জন্মজন্মান্তর হইতে অভ্যস্ত হইয়া বর্ত্তমান দেহে যখন প্রৌঢ়ত্ব লাভ করিতেছি, তখন নানাবিধ রোগ সময় সময় হানা দিতেছে, আমি তাহাতেই অভিভূত ও অস্থির হইয়া পড়িতেছি! আমি কি করিয়া হরিসেবা করিব? শ্রীমদ্ভাগবতের এই সকল শ্লোক আমার কর্ণে যাইতেছে না,—

নিত্যদা হ্যঙ্গ ভূতানি ভবন্তি ন ভবন্তি চ।
কালেনালক্ষ্যবেগেন সূক্ষ্মত্বাত্তন্ন দৃশ্যতে॥
যথার্চ্চিষাং স্রোতসাঞ্চ ফলানাং বা বনস্পতেঃ।
তথৈব সর্ব্বভূতানাং বয়োঽবস্থাদয়ঃ কৃতাঃ॥
সোঽহং ধ্রুবোঽর্চ্চিষাং যদ্বৎ স্রোতসাং তদিদং জলম্।
সোঽহং পুমানিতি নৃণাং মৃষা ধীর্মৃষিণামৃষাম্॥
যা স্বস্ত কল্পনীকেন ভাবেন স্ত্রীপুমাংস্কয়োঃ।
বিদধে বায়বী ভাব্যা যদাবিদ্যাকসংসৃতঃ॥
নিষেকগর্ভজন্মানি বাল্যকৌমারযৌবনম্।
বয়োমধ্যাৎ জরা মৃত্যুরিত্যবস্থাস্তনোর্নব॥
এতা মনোরথময়ীর্হ্যাত্মন্যুচ্চাবচাস্তনূঃ।
গুণসঙ্গাদুপাদত্তে ক্বচিৎ কশ্চিজ্জহাতি চ॥
আত্মনঃ পিতৃপুত্রাভ্যামনুমেয়ৌ ভবাপ্যয়ৌ।
ন ভবাপ্যয়বস্তূনামভিজ্ঞো দ্বয়লক্ষণঃ॥
তস্মাদ্বীভবিপাকাভ্যাং যো বিদ্বান্ ভস্মসংস্থয়োঃ।
তয়োর্বিলক্ষণো দ্রষ্টা এবং দ্রষ্টা তনোঃ পৃথক্॥

(ভাঃ ১১।২।৪৩-৪০)

হে উদ্ধব! অলক্ষ্য-গতি কালপ্রভাবে প্রতিক্ষণই শরীর-সমূহ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে, পরন্তু কালের সূক্ষ্মত্বহেতু তাহা লক্ষিত হয় না।

কালপ্রভাবে দীপশিখা, জলস্রোতঃ ও বৃক্ষস্থ ফলসকলের যেরূপ প্রতিক্ষণ অবস্থাবিশেষ কৃত হইতেছে, সেইরূপ জীব-গণের বয়স, অবস্থা প্রভৃতিরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল পদার্থগণের মধ্যেও যেরূপ—"এই সেই দীপ, এই সেই জল"—এরূপ নির্দ্দেশ হইয়া থাকে, সেইরূপ অবিবেকী পুরুষগণেরও "এই সেই পুরুষ" এইরূপ মিথ্যা-বুদ্ধি ও মিথ্যা-বাক্য উদিত হয়। *

অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠসংযোগে উৎপন্ন এবং কাষ্ঠবিয়োগে বিনষ্ট নামে অভিহিত হয়, সেইরূপ জন্মমৃত্যুরহিত পুরুষও স্বীয় কর্ম্মবীজহেতু উৎপন্ন বা বিনষ্ট না হইয়াও ভ্রান্তিহেতু উৎপন্ন বা বিনষ্ট নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

নিষেক, গর্ভ, জন্ম, বাল্য, কৌমার, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, জরা এবং মৃত্যু—এই নয় প্রকার অবস্থা দেহেরই ঘটিয়া থাকে।

এই জীব দেহগত কর্ম্মজনিত উচ্চনীচ অবস্থাসমূহকে অবিবেকবশতঃ স্বকীয় বলিয়া অভিমান করেন এবং কদাচিৎ পরমেশ্বরের অনুগ্রহে কোন জীব বিবেকবলে সেই অভিমান ত্যাগ করিয়া থাকেন।

পিতৃদেহের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যকালে বিনাশদর্শন এবং পুত্রদেহের জাতকর্ম্মে জন্মদর্শনহেতু দেহেরও জন্ম-মৃত্যু অনুমেয় হইয়া থাকে, এইরূপে যিনি দেহের উৎপত্তি-বিনাশের সাক্ষী, তিনি দেহ হইতে ভিন্ন এবং জন্মমৃত্যুরহিতরূপে অনুমিত হইয়া থাকেন।

যিনি যাঁর হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি এবং বিনাশহেতু তাহার বিনাশ দর্শন করেন, সেই দ্রষ্টা পুরুষ যেরূপ বৃক্ষ হইতে ভিন্ন বস্তু, সেইরূপ শরীরের জন্মমৃত্যুদর্শী পুরুষও শরীর হইতে পৃথক্ জানিবে।

এই সকল উপদেশ ক্ষুদ্র জিজ্ঞাসাকারীর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় না। পরব্রহ্মবিৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মে উপনীত হইলে তখন তিনি লৌকিক মাতাপিতার ন্যায় আপাত দেহ-প্রদর্শনের ছলে অহঙ্কারাবেশে প্রশ্রয় দান করেন না। লৌকিক মাতাপিতা সন্তানের শারীরিক ও মানসিক কুশল জিজ্ঞাসা ও তৎসুখসম্পাদনেই ব্যস্ত হন; কিন্তু নিত্য মাতাপিতৃস্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের বহির্ম্মুখ দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের প্রতি আপাত নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়াও আত্মার নিত্য কুশল-সম্পাদনের জন্য সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকেন।

আমরা দেহ-গেহে আসক্ত হইয়া যখন অত্যন্ত দেহ-গেহের চিন্তা করি, কর্ম্মফলবশতঃ নানাপ্রকার দৈহিক রোগে আক্রান্ত হইয়া যখন নিজেকে বিকার প্রদান ও কায়মনো-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে নমস্কার বিধান করিবার পরিবর্ত্তে শ্রীভগবানকে 'নিষ্ঠুর' বলিয়া দোষারোপ করি, অথবা দেহের সাময়িক সেবা-বিধানের দুরাশার নিকট আত্ম-সমর্পণ করি, তখন শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম আমাদিগের সেই জড়াভিনিবেশ তাঁহার তেজস্বিনী বাণীর দ্বারা বিদূরিত করিয়া দেন; আমাদের অলস স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দেন; আমাদের কর্ণকুহরে শ্রীভাগবতী বাণী-মহৌষধি জোর করিয়া ঢালিয়া দেন,—

ইদং শরীরং পরিণামপেশলং
পতত্যবশ্যং শতসন্ধি-জর্জ্জরম্।
নিঃসৌষ্ঠবং পশ্যসি মূঢ় দুর্ম্মতে
নিরাময়ং কৃষ্ণরসায়নং পিব॥
আশ্চর্য্যমেতদ্ হি মনুষ্যলোকে
সুধাং পরিত্যজ্য বিষং পিবন্তি।
নামানি নারায়ণগোচরাণি
ত্যক্ত্বান্যবাচঃ কুহকাঃ পঠন্তি॥

(মুকুন্দমালা-স্তোত্রম্—৩৭-৩৮)

হে মূর্খ! হে দুর্ম্মতে! এই অসংখ্য সন্ধি-বন্ধনশ্লিষ্ট পরিণতিবিশিষ্ট দেহ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে; তুমি কি ঐরূপ অনুসন্ধান করিতেছ? রোগনাশক শ্রীকৃষ্ণরসায়ন পান কর।

এই নরলোকে অর্থাৎ পৃথিবীতে ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়,—নরগণ অমৃত পরিত্যাগ করিয়া বিষ পান করে; তাহারা শ্রীনারায়ণ-সম্বন্ধীয় শ্রীনামসকল ত্যাগ করিয়া ছলযুক্ত অন্য-শব্দ-সকল পাঠ করে।

শ্রীগুরুদেব আমাদিগের তমোনিদ্রা ভঙ্গ করিয়া বলেন,—

জীব জাগ জীব জাগ গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে॥
ভজিব বলিয়া এসে' সংসার ভিতরে।
ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার তরে॥
তোমারে লইতে আমি হৈনু অবতার।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার॥
এনেছি ঔষধি যাহা নাশিবার লাগি'।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি'॥

(গীতাবলী—২)

যাঁহারা আত্মমঙ্গল বরণ করিতে চাহেন, তাঁহারা দেহের ভালমন্দের চিন্তায় অভিনিবিষ্ট হইবেন না। বদ্ধজীবের দেহের সুখ-দুঃখে অভিভূত ও অভিনিবিষ্ট হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, সেইরূপ বদ্ধজীবও যখন অন্য কোন বিষয়ে অধিক মনঃসংযোগ করে, অর্থাদি-সঞ্চয়ে বা কোন বিষয়-ভোগে অধিক আকৃষ্ট ও প্রমত্ত হইয়া পড়ে, কিংবা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন তাহাদেরও দেহের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। হরিভজনে বিষয়ভোগের ন্যায় অভিনিবেশ হয় না বলিয়া দেহের প্রতি অধিক দৃষ্টি আসিয়া পড়ে। তাহারা হরিভজন করিতে আসিবার অভিনয় করিয়াও সর্ব্বদা শরীরের চিন্তা করে।

প্রাকৃত অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণও বলেন যে, যে-সকল রোগী অধিক রোগের চিন্তা করে, তাহারা অধিকতর রোগাক্রান্ত হয়। তাহাদের পূর্ব্বরোগ ব্যতীত দুরারোগ্য চিন্তারোগে পূর্ব্বরোগকে দ্বিগুণিত ও ভয়াবহ করিয়া তোলে।

শ্রীল প্রভুপাদ এবিষয়ে আমাদিগকে তাঁহার বিভিন্ন "পত্রাবলী"র মধ্যে উপদেশ করিয়াছেন,—

'আপনারা কেহই ব্যাধির জন্য ভীত হইবেন না। উহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া যথাকালে বিদায় দিবেন। শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ বলিতেন যে,—আমাদের **শরীরে কষ্টকর ব্যাধিসকল আসিলে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য না পাইয়া আপনা হইতেই পলাইয়া যাইবে।** বাবুগণের ও বিলাসিগণের শরীরে তাহারা আদর পাইয়া অধিক দিন অবস্থান করে।"—(পত্রাবলী ২য় খণ্ড)

"সমস্তই ভগবদিচ্ছা। সুতরাং অসুবিধাসমূহ উপস্থিত হইলে **সহনশীল হইয়া ভগবৎকরুণার প্রতীক্ষা** ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। শ্রীনৃসিংহদেব সর্ব্বক্ষণই ভক্তগণকে নানা-প্রকার অমঙ্গল হইতে রক্ষা করেন, সুতরাং আমাদের ভক্তিতে অবস্থান হইলেই নিজের পোষণ-রক্ষণ-চিন্তা থাকে না। ভগবৎ প্রপত্তিক্রমে মায়িক জগতের অমঙ্গলসমূহ নিঃশেষিত হয়।"—(ঐ)

যাঁহারা হরিভজন করিতে চাহেন, তাঁহারা আগন্তুক সম্পদে, বিপদে, সুখে, দুঃখে—সকল সময়েই শ্রীশ্রীগুরুবর্গের নিকট অকপট ভাবে "শিখায়ে শরণাগতি কর হে উত্তম।"—এই বলিয়া আর্ত্ত হৃদয়ে কৃপা প্রার্থনা করিবেন। শরীরের সুখ-দুঃখের চিন্তা, এমন কি, কর্ম্মফলবশতঃ অত্যন্ত দুরারোগ্য অসহনীয় ভয়াবহ ব্যাধি উপস্থিত হইলেও তাহাকে নিজ কর্ম্মফল জানিয়া সহিষ্ণুভাবে সহিত শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় সহ্য করিবেন। 'দেহের শান্তিলাভ হউক,'—এই জন্য শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনা না করিয়া তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে একান্তভাবে প্রপত্তি-লাভ হউক, এই জন্যই তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিবেন। পৃথিবীর আধি-ব্যাধি আমাদের মহা-শিক্ষক। বদ্ধজীবের পক্ষে এরূপ প্রত্যক্ষ উপযুক্ত শিক্ষক আর কেহই নাই। যদি আমাদের দেহে আধি-ব্যাধি না থাকিত, তাহা হইলে আমরা নিশ্চিন্ত ভাবে বিষয়-ভোগ-চেষ্টা-রূপ মৃত্যুর কবল হইতে কিছুতেই ক্ষণকালের জন্যও জাগরিত হইতাম না। আধি-ব্যাধিসমূহ অত্যন্ত নাস্তিককেও এ দেহের ক্ষণভঙ্গুরতা ও হেয়তা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এই দেহ যে আমরা নহি, আমরা দেহী, আমরা সচ্চিদানন্দ বস্তু, আধি-ব্যাধি ব্যতিরেক ভাবে তাহার ইঙ্গিত প্রদান করিতেছে। এই পৃথিবী আমাদের নিত্য ভোগ্য নহে ; আমাদের যে, নিত্য বাসস্থান, নিত্য স্বদেশ আছে, তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। আমি যেরূপ হেয়াভিনিবিষ্ট পশু, আমার জন্য ভগবচ্ছক্তি মায়াদেবী সেইরূপ উপযুক্ত দণ্ডেরই ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা ভগবানেরই পরমকৃপা। অতএব, সেই অনুকম্পাকে স্মরণ করিয়া আমি শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় উন্মুখ হইব। যাঁহারা পুণ্যকর্ম্মফলে নীরোগ দেহ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিক বিপথগামী হইবার সম্ভাবনা আছে, তাঁহারা প্রায়শই দেহসৌখ্যে আসক্ত হইয়া সম্ভোগবাদী বা নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া যান। অতএব, পাপ বা পুণ্যকর্ম্মফল-ভোগকে বহু-মানন না করিয়া আমি কৃষ্ণকৃপাকে বহুমানন করিব এবং তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অনুক্ষণ শরণাগতি যাচ্ঞা করিব। কর্ম্মফলবশতঃ ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিতে ভুগিতে ভুগিতে এমন কি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের নিকট এই বলিয়া ক্রন্দন করিব,—

(প্রাণেশ্বর) করবু কি সরম-কি বাত।
ঐছন পাপ নাহি, যো হাম্ন কয়লুঁ,
সতত সহস্র বেরি নাথ।
সোহি করমফল, তবে মোকে পেখলুঁ,
দোখ দেওব আব কাহি।
ভখনক পরিণাম, কছু না বিচারলুঁ,
আব পহু তরইতে চাহি॥
দোখ বিচারই, তুহুঁ দণ্ড দেওবি,
হাম ভোগ করবুঁ নরকে।
করত গতাগতি, ভকতজন সঙ্গে,
মতি রহু তরপে তোহারি॥
আপন চতুর-পন, তুয়া পদে সোপলুঁ,
ছদগগর দূরে গেলা।
হীন দয়াময়, তুয়া কৃপা নিরমল,
বিনোদদেবক আশা ভেলা॥
(শরণাগতি—১০)

মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে নন্দকিশোর॥
সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে।
হার মম গেলা তুয়া ওপদ-বরণে॥
আরবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা॥
(শরণাগতি—১১)

ন দেহং ন প্রাণান্ চ সুখমপি বাসিলধিষং
ন চাত্মানং নান্যত্তব কিমপি শেষত্বরিতবাৎ।
বিনীতং নাশং ক্ষণমপি সহে যাদু সত্তয়া
বিনাশং তং সত্যং মধুসূদন বিজ্ঞাপনমিদম্।
(স্তোত্ররত্নম্ ৪৩)

অতিরিক্ত অর্থাৎ যাহা আপনাকর্তৃক যথেচ্ছরূপে ভোগ্য বা ব্যবহার্য্য নহে, তাদৃশ এই দেহকে ক্ষণকালও সহ্য করিতে পারি না, এবং অন্য কোন বিষয়ও সহ্য করিতে পারি না। হে মধুসূদন! তাদৃশ দেহাদি সত্যভাবে বিনষ্ট হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হউক্। এই নিবেদন সত্য অর্থাৎ আন্তরিক বলিয়া জানিবে।

হে স্বামিন! আপনার পাবপূর্ণ সেবাকরণ মহোৎসব হইতে

প্রচার-প্রসঙ্গ

বিভিন্নস্থানে—আমাদের পরমপরাৎপর শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট তিথি-বাসরে চট্টগ্রাম শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণ-গিরিধারী শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর আচার্য্য-বর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্য প্রকট করিবার জন্য গৌড়ীয়মিশনের পরিচালক-সমিতির বিশিষ্ট সদস্যবর প্রবীণতম ত্রিদণ্ডিগোস্বামিপাদ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-পুরীর অভিন্নবিগ্রহ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ চট্টগ্রামে গত ২রা ডিসেম্বর সোমবার প্রত্যূষে শুভবিজয় করিয়া শুদ্ধভক্তি-কথা-অনুকীর্ত্তনাদির প্রবাহিত করিয়াছেন।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ময়মনসিংহে এক সপ্তাহের অধিককাল অবস্থান করিয়া স্থানীয় দুর্গাবাড়ীর হল-গৃহে ২৩শে, ২৪শে ও ২৬শে নভেম্বর ক্রমাগত তিন দিবস 'শ্রীনামভজনধর্ম্ম'-সম্বন্ধে সর্ব্বানর্থ-বিধ্বংসী বিষয়মঙ্গল অভিভাষণত্রয় প্রদান করিয়াছেন। সহস্র সহস্র নরনারী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ করিয়া হরিভজনের একান্ত আবশ্যকতার কথা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের অনুগমনে 'গৌড়ীয়' পত্রের সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু ও গৌড়ীয়মিশনের পরিচালক সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীপাদ সজ্জনহৃদ্বন্ধু ভক্তিবান্ধব এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ও শ্রীল গোস্বামী মহারাজের আদেশে দুর্গাবাড়ীতে দুইটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীল গোস্বামী মহারাজের আদেশে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহাশয় শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে মঠবাসী ও গৃহস্থ সতীর্থ ব্রাহ্মণগণের নিকট 'গৌড়ীয়' হইতে 'শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত হইবার যোগ্যতা ও নিয়মাবলী' এবং 'শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের যোগ্যতা ও নিয়মাবলী' প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মঠবাসীর ৫৪টী নিয়মাবলীর সহিত আরও ৫৪টী এবং গৃহস্থ-গণের জন্য আরও ৫৪টী অর্থাৎ প্রত্যেক বিভাগে ১০৮টী করিয়া নিয়মাবলী 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত হইবে এবং গুরুবর্গের অভীষ্টানুসারে ইহা একটী পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইবে।

গত এক সপ্তাহকাল শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ময়মন-সিংহবাসীদিগকে হরিভজনের জন্য নবীন জীবন, নবীন উৎসাহ ও প্রেরণা প্রদান করিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করিয়াছেন। ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে ও তাঁহার বাসস্থানে তিনি বক্তৃতা, অভিভাষণ ও দর্শনার্থী মণ্ডলের উপদেশ করিয়াছেন। গত ১লা ডিসেম্বর রবিবার মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারা তিনি শ্রীনাম-গোকুল-মহোৎসব সম্পাদন করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা সকল শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন।

ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান পাণ্ডব-বর্জ্জিত। বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা শ্রীগঙ্গাদেবীর কৃপা হইতেও ইহারা বঞ্চিত। শ্রীগৌরসুন্দর পশ্চিমবঙ্গকে যেরূপ পদাঙ্কপূত করিয়াছেন, এই সকল স্থান সেই সুদুর্লভ সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতে পারে নাই। যদিও পূর্ব্ববঙ্গে পদ্মাবতীর তীরে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার গৃহস্থলীলায় আগমন করিয়াছিলেন, তথাপি কোন্ বিশেষ স্থানকে তিনি পদাঙ্কপূত করিয়াছেন, তাহার কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। তবে, শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস বলিয়াছেন,—

সে-যে-দেশ—গঙ্গা-হরিনাম-বিবর্জ্জিত।
যে দেশে পাষণ্ড নাহি গেল কদাচিৎ॥
সে সব জীবেরে কৃষ্ণ বৎসল হইয়া।
মহাভক্ত সব পাঠায়েন আজ্ঞা দিয়া॥
সংসার তারিতে শ্রীচৈতন্য-অবতার।
আপনে শ্রীমুখে করিয়াছেন অঙ্গীকার॥
যোচা দেশে, যোচা কুলে আপন সমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণবে সবারে করে ত্রাণ॥
যেই দেশে যেই কুলে বৈষ্ণব 'অবতরে'।
তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তরে॥
যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।
সেই স্থান হয় অতি পুণ্যতীর্থময়॥

(চৈঃ ভাঃ আ ২।৪৬-৫১)

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় পার্ষদ শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভু, শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুর ও শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুর চট্টগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া চট্টগ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক নবদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন। ভুবনমঙ্গল শ্রীগৌর-পার্ষদ বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ ও শ্রীল বংশীবদন বাবাজী মহারাজ নরসিংহ, শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ ফরিদপুর প্রভৃতি পূর্ব্বাশ্রমের আবির্ভাব-স্থানসমূহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাবির্ভাব ও লীলাস্থানে বাসস্থান নির্ণয় করিয়াছিলেন। তবে ঐসকল গৌরপার্ষদগণ কৃপা করিয়া ঐ সকল স্থান পরাভূত ও তথায় হরিকথামৃত বিতরণ করিয়া পতিত জীবকে "কৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল"—এই বলিয়া ব্রজপথে চলিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। চট্টগ্রাম, নরসিংহ ও ঢাকাবাসী যদি সেই সকল মহাপুরুষগণের শ্রীপরাক্ষানুসরণ করিতে পারেন, তবেই তাঁহাদের জীবন সার্থক।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায়—বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের নিয়মসেবা উৎসবান্তে কয়েকজন ব্রহ্মচারি-সহ ত্রিপুরা জিলার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নামক স্থানে প্রচারার্থ গমনপূর্ব্বক স্থানীয় বাজারস্থিত শ্রীনরসিংহ-মন্দিরে ১৮।১১।৩০ তারিখে প্রায় এক ঘণ্টাকাল শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। পর ১৯।১১।৩০ ইং হইতে ২৪।১১।৩০ ইং তারিখ পর্য্যন্ত স্থানীয় আনন্দময়ী কালী বাড়ীতে ক্রমাগত 'সনাতনধর্ম্ম', 'শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা', 'মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য', 'বৈষ্ণবধর্ম্ম', শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ব্যাখ্যা এবং 'শ্রীএকাদশী-তত্ত্ব' বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রত্যহই বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হন। শ্রীপাদ উপেন্দ্রপ্রসাদ প্রভু বক্তৃতার পূর্ব্বে ছায়াচিত্র যোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে এবং 'সদ্গুরুর শ্রীচরণাশ্রয়ের বৈশিষ্ট্য' ও 'ব্রহ্ম ও বিষ্ণু' সম্বন্ধে কয়েক দিন বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রত্যহই বহু শিক্ষিত শ্রদ্ধালু শ্রোতার সমাগম হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—শ্রীপেত্রমোহন রায় এম্-এ, বি-এল্, (ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্), শ্রীমহেশ চন্দ্র দেব (উকীল), শ্রীকামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য (উকীল), শ্রীপ্রসন্নকুমার বসু (উকীল) প্রভৃতি।

ক্রম সংশোধন ঃ—'গৌড়ীয়' ১৭শ-১৮শ সংখ্যা ২৭৩ পৃঃ ১ম স্তম্ভে ১১—১২ পংক্তিতে "কৃষ্ণ হইতে সাধুকে বিয়োগ করিলে কেবল আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ বা প্রাকৃত কাম; আর সাধু হইতে কৃষ্ণকে বিয়োগ করিলে" স্থলে "সাধু হইতে কৃষ্ণকে বিয়োগ করিলে ভোগ্য অভক্ত অসৎরূপে দর্শন; আর কৃষ্ণ হইতে সাধুকে বিয়োগ করিলে" এরূপ পাঠ হইবে।

স্থান পরিবর্ত্তন— শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস, সুন্দরবাগ, লক্ষ্ণৌ; স্থলে বর্ত্তমান ঠিকানা—শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস, আর্য্যনগর (আরিয়া নগর), লক্ষ্ণৌ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-মিশন

(১৮৮০ সালের ২১ আইন-মতে রেজিষ্টীকৃত)

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৩রা পৌষ, ১৮ই ডিসেম্বর বুধবার কৃষ্ণচতুর্থী তিথিতে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের চতুর্থ বার্ষিক বিরহ-সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে তাঁহার সমাধি-পীঠস্থানে বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীআচার্য্যভাস্কর পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের পরিচালকসমিতির সেবোদ্যোগে অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে ২রা পৌষ, ১৭ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার অধিবাস-সংকীর্ত্তনোৎসব এবং ৩রা পৌষ, ১৮ই ডিসেম্বর বুধবার বিরহতিথি-পূজা ও শ্রীনাম-গোকুলমহোৎসব এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীনাম-গুণ-চরিতাদি-বিষয়ে বক্তৃতা, আলোচনা এবং শ্রীসমাধি ও শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজাদি অনুষ্ঠিত হইবে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী-পুরী শ্রীগুরুবর্গের শ্রীপাদপদ্মের নিষ্কপট সেবক সতীর্থ ভ্রাতৃবৃন্দ ও একান্ত শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দ এই শ্রীনাম-গোকুল-মহোৎসবে যোগদান করিয়া শ্রীহরিকথামৃত পান ও শ্রীগুরুবর্গের সেবা বরণ করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়।

শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭।

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-কৃপাবিন্দু-প্রার্থী
শ্রীসুন্দরানন্দদাস বিদ্যাবিনোদ
সেক্রেটারী, গভর্ণিংবডি

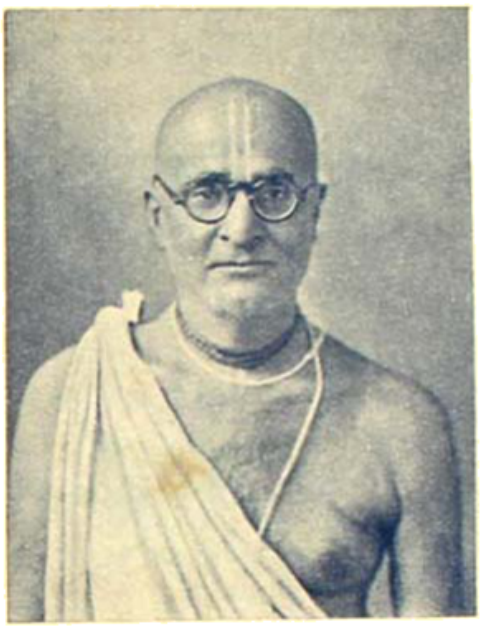

"মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ভগবৎ-সেবা-প্রবৃত্তি হ্রাস করা কাহারও উচিত নহে।"

—শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ২য় খণ্ড, ১০০ পৃঃ

"সর্ব্বক্ষণ আশ্রয়জাতীয়ের রসালোচনা করিবে। তাহা হইলে জড় বিষয়জাতীয় অভিমান তোমাকে ক্লেশ দিবে না।"

—ঐ ৩য় খণ্ড, ৬২ পৃঃ

"প্রকৃতপ্রস্তাবে যাহাতে আমাদের ও অপরের বাস্তব নিত্য-মঙ্গল হয়, সে-বিচার ছাড়িয়া অন্য বিচার অবলম্বন করিব না।"

—ঐ শ্রীরাধাকুণ্ড, ১৪ই অক্টোবর, ১৯৩৫

শ্রীভাগবত-পরম্পরা

ইঁহারা পরমহংস, গৌরাঙ্গের নিজ দাস, এ বংশে যে নাহি মানে, শ্রৌতবাণী নাহি শুনে,
তাহের চরণে রহু নতি। কলি শুদ্ধচর মাত্র পাষণ্ডি ॥

ওঁ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চতুর্থ বার্ষিক বিরহ-সংখ্যা

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিতা-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭ ; ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪০ | ২০শ সংখ্যা

শ্রীরূপের পদধূলি

শ্রীজগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কি দান করিতে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ও কি বস্তু প্রদান করিয়াই বা তিনি এই জগৎ হইতে অপ্রকট-লীলায় অভিধান করিলেন ? কেহ কেহ হয় ত' বলিবেন,—শ্রীল ভক্তিবিনোদের আরব্ধ কার্য্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ অতি অল্প সময়ে যাহা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এতগুলি ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান বিস্তার, এতগুলি মঠ, মন্দির প্রকাশ, এত স্থানে প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন, পাশ্চাত্য প্রদেশেও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা প্রচার, এক জীবনে এরূপ আর কেহ করিতে পারেন নাই। সাধারণ ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন,—"অশোক বা কনিষ্কের পর আর কেহই এরূপ বিপুলভাবে ভারতে ও ভারতের বাহিরে ধর্ম্ম-প্রচার করেন নাই। তবে অশোক ও কনিষ্ক উভয়েই ছিলেন—লম্পট, মদ ও তৃষির ঈশ্বর ; আর, ইনি ছিলেন—কৌপীন-দণ্ডমাত্র-সার ত্রিদণ্ডী। অতএব এই মহাপুরুষের শক্তি আরও অলৌকিক।"

যাঁহারা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রচার্য্য বিষয় কিছুই গ্রহণ করেন নাই বা বুঝেন নাই, এমন কি, যাঁহারা নানা কারণে তাঁহার প্রকটকালে তাঁহার প্রচার্য্য বিষয়ের প্রতিবাদ করিবার ধৃষ্টতা করিয়াছেন ও এখনও সেই প্রচার্য্য বিষয়ের কথা উত্থাপিত হইলে তাহা গহণের চক্ষেই দর্শন করেন, তাঁহারাও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এতগুলি মঠ, মন্দির বিস্তার বা পৃথিবীর সর্ব্বত্র হিন্দুধর্ম্ম (?) প্রচার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে এক-জন শক্তিশালী ধর্ম্মপুরুষ বলিয়া ধারণা করেন। তিনি হিন্দু-ধর্ম্মের (?) একজন পরমৈশ্বর্য্য-প্রকাশক, বহু স্থানে তাঁহার প্রচার-কেন্দ্র রহিয়াছে, তিনি বাঙ্গালার প্রাচীন ও মৃত রাজধানী শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপকে বঙ্গদেশের চূড়ামণি করিয়া তুলিয়াছেন, গ্রামকে সহরে পরিণত করিয়াছেন—এইরূপ নানা কথা বলিয়া তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের ঐশ্বর্য্য দর্শন করেন। কেহ বা 'ঐরূপ ঐশ্বর্য্য বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুমোদিত নহে',—এইরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অনেক কার্য্য করিয়াছেন,—এই দিক দিয়া তাঁহাকে বহুমানন করিয়া থাকেন। হয় ত' যত দিন যাইবে, সাধারণ জন-মত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ঐশ্বর্য্যকে এই ভাবে তত অধিক বহু-মানন করিবে। আবার, কেহ কেহ বলেন,—তিনি একজন মহা তার্কিক, বিচারক ও জ্ঞানী ছিলেন। ভাবুকতা-ধর্ম্মে এরূপ জ্ঞানী ও বিচারক আর দেখা যায় না।

লোক-মত হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া যখন আমরা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য-সম্প্রদায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করি ও তাঁহাদিগকে উপরি-উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তখন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের গ্লানি বিদূরিত করিতে আসিয়াছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম-যাজনের নামে ব্যভিচার, অপব্যবসায়, লোকবঞ্চনা প্রভৃতি অনর্থসমূহ তিনি বিদূরিত করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন,—সাধারণ লোকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মকে 'বেড়ানেড়ি' বা নীচজাতির ধর্ম্ম বলিয়া ঘৃণা করিত; শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রচারের ফলে সকলে ইহা জানিতে পারিয়াছে যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম অতিশয় সুনৈতিক, সচ্চরিত্রবান, শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও শ্রেষ্ঠ অভিজাত সম্প্র-দায়ের ধর্ম্ম। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন,—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বৈষ্ণ-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পুনঃ স্থাপনকল্পে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—শ্রীল প্রভুপাদের ন্যায় বৈষ্ণবধর্ম্মের সর্ব্বতোমুখী প্রচার আর কেহ করেন নাই। তিনি সমস্ত স্থান, কাল, পাত্রকে হরিসেবায় নিযুক্ত করিতেন, কাহাকেও নিরুৎসাহিত করিতেন না। কাহাকেও হরিভজনের অযোগ্য মনে করিতেন না, অত্যন্ত অন্যাভিলাষী ব্যক্তিকেও তিনি নানাপ্রকার উৎসাহাদি দানদ্বারা হরিসেবায় ব্যাপৃত রাখিতেন। কেহ কেহ বলেন,—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সম্প্রদায় রচনার ক্ষমতা অপূর্ব্ব, অদ্বিতীয় ও সম্পূর্ণ মৌলিক ছিল। এরূপ প্রণালীবদ্ধভাবে (organised way-তে) আর কেহ এই যুগে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন নাই। আবার কেহ কেহ বলেন,—তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব অতুলনীয় ছিল। অতি শক্ত, অতি দার্ষ্টিক ও তীব্র সমালোচকও তাঁহার নিকট আসিলে পদানত হইত। তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কথিত অনেক "বড় কথা" বা "সিদ্ধান্ত" শ্রবণ করিয়া, অথচ তাহার উহার তাৎপর্য্য হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে না পারিলেও মৌখিক আবৃত্তি ও অনুকরণ করিয়া বলিয়া থাকেন,—"শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীরূপ-শ্রীশ্রীরঘুনাথের কথা প্রচার করিয়াছেন; তিনি শ্রীভক্তি সিদ্ধান্তের শ্রীমন্তরস্বতী।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দ্বিতীয় স্বরূপ, যাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু "গৌড়ীয়ের মালিক" বলিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি নিত্য গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সংরক্ষক, সেই শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামী প্রভু তাঁহার দুইজন অনুগত আচার্য্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মনোহভীষ্ট-পরিপূরণের অনুকূল দুইটী পথ জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। উহাদিগকে বহিঃপন্থা ও অন্তঃপন্থা বলা যাইতে পারে। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামি-প্রভুর দ্বারা তিনি বহিঃপন্থা বা সম্প্রদায়-রচনার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন; তদনুগমনে শ্রীপুরুষোত্তমে এক সময় শ্রীরাধাকান্ত মঠ ও তাহার বৈভব বিস্তারিত হইয়াছিল। আর, শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভুর দ্বারা শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামি-প্রভু অন্তঃপন্থা অর্থাৎ অনুরাগময় ভজনের কথা স্বল্পসংখ্যক সুবিনীত ও স্নিগ্ধ ব্যক্তিগণকে জানাইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদে একাধারে সম্প্রদায়-সংরক্ষকের কার্য্য অর্থাৎ বহিঃপন্থার সেবা ও শ্রীরূপ-শ্রীরঘুনাথের ভজনরহস্য-আবিষ্কার অর্থাৎ অন্তঃপন্থার সেবার আদর্শ পরিদৃষ্ট হয়।

বহিঃপন্থার বৈভব দেখিয়া সাধারণ জন-মত, এমন কি, শিক্ষিতাভিমানী অন্যাভিলাষি-সম্প্রদায়ও আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হন। রাজধানীর কোনও বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাগারের বৃহদ্

অট্টালিকা দেখিয়া বাহিরের দর্শক বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিয়া থাকেন,—"অহো কত বড় বৃহৎ ব্যাপার! কিরূপ সুবৃহৎ অট্টালিকা। ইহাতে রোগীদের কিরূপ সুব্যবস্থা আছে,—কত কত বৈজ্ঞানিক ঔষধ, যন্ত্রপাতি ও গবেষণাগার ইহার মধ্যে আছে!" ইহারা বাহির হইতে ঐ ঐশ্বর্য্যের প্রশংসা করিয়াই বা চক্ষুর্দ্বারা ঐশ্বর্য্য দেখিয়াই ক্ষান্ত হন; কিন্তু ঐ সকল নিজের কার্য্যে বাস্তবতার প্রয়োগ করেন না। যাঁহারা তাহা করেন, অর্থাৎ স্বদেহে অস্ত্রোপচার-কার্য্য প্রভৃতি করাইবার ক্লেশ অঙ্গীকার করেন, সর্ব্বতোভাবে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন, তাঁহারা ক্রমশঃ সুস্থ হইতে পারেন। কেহ কেহ আবার চিকিৎসাগারে ভর্ত্তি হইয়াও অস্ত্রোপচারাদির ক্লেশ বরণ করিবার ভয়ে অকালেই ঐ স্থান পরিত্যাগ করেন। এমন কি, কোন কোন রোগীকে গোপনে পলায়ন করিতেও দেখা যায়, কেহ কেহ বা চিকিৎসক ও ব্যবস্থা-সমূহকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যখন এই সম্প্রদায় রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখনও জগতের দিক্ হইতে এইরূপ অভিনন্দনই পাইয়াছিলেন। তাঁহার চিকিৎসা-প্রণালীর প্রতি বহু লোকের আস্থা না থাকিলেও, কিম্বা ঐ প্রণালীর প্রতি অন্তরে সন্দেহ থাকিলেও, অথবা বাস্তবক্ষেত্রে তাঁহার চিকিৎসার শরণাপন্ন না হইলেও চিকিৎসাগারের বিরাট্ রূপ বা বৈভব দেখিয়া সেই প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা করিয়াছেন; কিন্তু তদ্দ্বারা নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কোন বাস্তব উপকার বরণ করিয়া লইতে পারেন নাই। আর, যাঁহারা শিষ্য-নামে পরিচিত, এমন কি, চিকিৎসালয়ের সার্ব্বকালিক রোগী বলিয়া স্ব-স্ব নাম তালিকাভুক্ত করাইয়াছিলেন, তাঁহারাও কেহ কেহ শেষ-পর্য্যন্ত চিকিৎসিত হওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কেহ বা কোনও বিশেষ চিকিৎসা-প্রণালীকে সংশয়ের চক্ষে দেখিয়াছেন, কেহ বা গোপনে গোপনে কুপথ্য করিয়াছেন, কেহ বা যথাসময়ে ঔষধ গ্রহণ করেন নাই, কেহ বা ঔষধ গ্রহণ করিবার অভিনয় করিয়া চিকিৎসককে বঞ্চনা করিয়াছেন। ইহারা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রচারিত বহিঃপন্থার অর্থাৎ অনর্থরোগ বিদূরিত করিবার জন্য তিনি যে চিকিৎসা-সদন বা সঙ্ঘারাম রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বাস্তব উপকার ও দয়া বরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কি দান করিতে আসিয়াছিলেন, এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বলিতে পারেন বা অনুভব করেন যে,—শ্রীল প্রভুপাদ বহু মঠ, মন্দির বিস্তার করিয়াছেন, বহু শিষ্য করিয়াছেন, সকলকেই তিনি সমভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন, বহু শিক্ষিত, অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি প্রচার করিয়াছেন, তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের গ্লানি বিদূরিত করিয়াছেন; তিনি খুব বিচারক, চরিত্রবান্ ছিলেন ইত্যাদি।

যাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদকে এই ভাবে দর্শন করেন, তাঁহারা বলেন যে, যাঁহাদের উপরে শিষ্য-নামের ছাপ আছে, তাঁহারা অন্যাভিলাষীই হউন, আর 'শালগ্রাম দিয়া বাদামই ভাঙ্গুন', অথবা শ্রীল প্রভুপাদকে অন্তরে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মর্ত্য-বুদ্ধিই করুন, তাঁহাদের প্রাকৃত যোগ্যতা ও দক্ষতানুসারে তাঁহারা পঞ্চায়েৎ বা বারোয়ারীর ব্যাপারের ন্যায় সম্প্রদায়-রক্ষণ-কার্য্য করিবেন। হিন্দুনামের ছাপ থাকিলেই যেরূপ যে-কোন ব্যক্তি মন্দিরে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয়, অথবা সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজার আসরে পূজা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শিষ্যনামের ছাপ থাকিলেই তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সম্প্রদায়ের সেবক বলিয়া গণিত! তাহাদের মতে প্রাকৃত 'দক্ষতা বা ক্রিয়া-নৈপুণ্যই সেবার পরিমাপক। যিনি অধিক অর্থ দান বা অধিক শারীরিক পরিশ্রম দান করেন, (তিনি যতই অন্যাভিলাষী থাকুন না কেন) তিনি তত অধিক সেবক বা বিশিষ্ট সেবক। যে সন্ন্যাসীর বাগ্মিতা বা লোক-রঞ্জন-ক্ষমতা, কিম্বা আধুনিকতা যত অধিক, তিনি তত বড় সন্ন্যাসী।'

এখানে অহৈতুকত্ব ও অপ্রতিহতত্ব সেবার পরিমাণ নির্দ্দেশ করে না। যুক্তি এই যে, উহা চিনিয়া লইবার মত জহুরী বা কষ্টিপাথর জগতে খুব দুর্লভ। অতএব অহৈতুকত্ব ও অপ্রতিহতত্ব—সেবার এই স্বরূপ-লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া পার্থিব দক্ষতারূপ লক্ষণের দ্বারাই সেবার পরিমাণ নির্ণীত হউক! এই স্থানেই শ্রীরূপের "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।"—ভক্তির এই স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণ-নির্দ্দেশক শ্লোক ও শিক্ষা অকর্ম্মণ্য (!) হইয়া পড়ে, অর্থাৎ শ্রীরূপ-প্রভুর চরণেই অপরাধ ঘটে। শিষ্য-নামের ছাপ, পুত্র নামের ছাপ থাকিলেই শিষ্য ও পুত্র হওয়া যায়, এই যুক্তি হইতেই জাতি-গোস্বামী, জাতি-ব্রাহ্মণ, জাতি-পুরোহিত, জাতি-গুরু বা লৌকিক ও কৌলিক-গুরুবাদ ও শিষ্যবাদ জগতে প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ

যাগার বিরুদ্ধে প্রচার করিলেন, শেষে তাহাই তাঁহার প্রচার্য্য বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইবে কি ?

শ্রীল শ্রীরূপ-প্রভু কি এরূপ কোনও বস্তু দান করিতে আসিয়াছিলেন, যাহার বিরাট্ রূপ বিবদমী নরপতির হিংসার উদ্রেক করায়, অথবা ঐ বিবদমী যাহাকে ভয় করিতে পারে ? যাহা কেবলমাত্র সংরক্ষিত পুরাকীর্ত্তিসৌধরূপে প্রাকৃত প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক বা জনমণ্ডলীর ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে পারে ? ইহাই কি শ্রীরূপ-প্রভুর দান ? বস্তুতঃ শ্রীল রাধাগোবিন্দদেবের সেবা-দানই শ্রীরূপ-প্রভুর দান। শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার সর্ব্বোচ্চ-চূড়াকে কোন বিবদমী বা জগতের কোন বিঘ্ন ভয় করিতে পারে না ; কারণ, অধোক্ষজ-সেবা অপ্রতিহতা ও অহৈতুকী ; সেবায় সেবকের প্রভুত্ব-কামনা নাই, সেবায় কোন অন্যা-ভিলাষ নাই। এই সকল কথা আমরা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনিয়া অনেকেই মুখে আবৃত্তি করি। কিন্তু মুখে বলিয়াও বাস্তবক্ষেত্রে অন্যাভিলাষকেই 'সেবা' বলিয়া নাম দিয়া থাকি।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অনেক বড় বড় চিকিৎসাগার স্থাপন করিয়াছিলেন ; কিন্তু আমরা কেহই সেই চিকিৎসালয়ে সুস্থ হইতে পারি নাই। যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে এ দোষ কি চিকিৎসালয়ের ? কিছুদিন পূর্ব্বে একটি যুক্তি প্রদত্ত হইত যে, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যদি তাঁহার একজন শিষ্যকেও মহাভাগবত করিয়া না গিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কিরূপ মহাভাগবত ছিলেন ? যাহারা এই যুক্তি প্রদান করিয়াছিল, তাহারাই এই যুক্তিকে বর্ত্তমানে পরিহার করিয়া 'শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যের মধ্যে কেহই মহাভাগবত নাই'—এইরূপ মহাভাগবতেরও বিচারক অর্থাৎ শ্রীগুরু-দেবের বিচারকর্ত্তা বা গুরুর গুরু নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িয়াছে ! নির্ব্বিশেষবাদীর ধর্ম্ম এই যে, কোন নিত্য ব্যক্তিত্বের মধ্যে সে তাহার আদর্শ মেলিতে পারে না। আদর্শ নাম-রূপের মধ্যে অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রকাশিত হইলেই নির্ব্বিশেষবাদীর মতে তাহাতে ক্ষুদ্রতা আসিয়া পড়ে ! উহা ভাবরাজ্যরূপে থাকুক, কিন্তু কোন বিশিষ্টতা প্রাপ্ত না হউক, ইহাই তাহাদের অন্তর্নিহিত মনোভাব।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আনুষঙ্গিকভাবে যাহা কিছু দান করিতেই অবতীর্ণ হউন্ না কেন,—তাঁহার শ্রীবপুর্দ্ধানের সময়ে তিনি অনুক্ষণ যে বাণীটি কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান ও চরম উপদেশ বলিয়া কি আমরা গ্রহণ করিতে পারি না ? তিনি তাঁহার শ্রীবপুর্দ্ধানকালে শ্রীল রঘুনাথের এই কথাটি গান করিয়াছেন—

"আজ্ঞানভূপং দধতৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্ম-জন্মনি ॥"

অর্থাৎ "আমি তৃণ ধারণ-পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ ইহাই প্রার্থনা করি, যেন আমি জন্মে-জন্মে শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-প্রভুর পাদপদ্মের ধূলি হইতে পারি।" শ্রীল প্রভুপাদ জন্ম-জন্মান্তর-রাহিত্যরূপ মুক্তি বা অপুনর্ভবকামনা করেন নাই ; কিন্তু জন্ম-জন্মান্তর শ্রীরূপের পদধূলিত্ব কামনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, —"আমরা কোনও প্রকার কর্ম্মবীরত্ব ও ধর্ম্ম-বীরত্বের অভি-লাষী নহি, কিন্তু জন্মে-জন্মে শ্রীরূপ-প্রভুর পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের স্বরূপ—আমাদের সর্ব্বস্ব।"

শ্রীল শ্রীরূপানুগবিগ্রহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রাকৃত ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, পাণ্ডিত্য বা আভিজাত্যের দাম্ভিকতা, তাঁহার অন্তরঙ্গ অন্তেবাসিগণকে দান করেন নাই। শ্রীল প্রভুপাদ নিষ্কিঞ্চন-শিরোমণি শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর শিষ্য ও স্বরূপ শ্রীল গৌরকিশোর মহাপ্রভুর প্রেষ্ঠ নিজ-জন। শ্রীরূপের শ্রীপাদ-পদ্মের ধূলি—শ্রীভক্তিবিনোদ-পদরজঃ সুমিষ্ট শিষ্যগণকে বিতরণের জন্যই তাঁহার কৃপাবতার। ধূলিই জীবের জীবন বা স্বরূপ। তিনি জীবকে জীবন বা জীবন দান করিয়াছেন—স্বরূপ দান করিয়াছেন অর্থাৎ স্বরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। যে ধূলিত্বের আকাঙ্ক্ষার লীলা প্রকট করিয়া "তব পাদপঙ্কজ-স্থিত ধূলিসদৃশং বিচিন্তয়"—এই বাক্যে লোকশিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার বিপ্রলম্ভ-গীতি গান করিয়াছেন, সেই শ্রীগোপীপদ-ধূলিই শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বোচ্চ প্রেয়ঃপ্রার্থীকে দান করিয়াছেন। যে ধূলি সকল সাধন-ভজনের প্রাপ্য ফল, যে ধূলিতে স্নান-কেলি জীবের চরম কাম্য, যে ধূলি লাভের আশায় শ্রীউদ্ধব শ্রীব্রজের গুল্ম-লতাদি-জন্ম আকাঙ্ক্ষা

করিয়াছিলেন, শ্রীব্রহ্মাদি দেবতা অনুক্ষণ যে ধূলির আকাঙ্ক্ষা করেন, অধিক কি, স্বয়ং শ্রীবিগ্রহ-বিগ্রহও যে শ্রীপদধূলিতে মস্তক বিলুণ্ঠিত করেন; সেই শ্রীরূপের পদধূলিই দান করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; শ্রীরঘুনাথের কথাই শ্রীরূপের পদধূলি হওয়া, অতএব শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা, তাঁহাদের পদধূলি না হইলে কেহ প্রচার করিতে পারে না।

ধূলিই আমাদের নিকট সুখকর দিবালোক প্রদান করে, ইহাই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। প্রদীপের আলোক বা শিখা যে পীতবর্ণ ও আকাশ যে নীলবর্ণ দৃষ্ট হয়, ধূলিই তাহার কারণ—ইহা বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন। কালোর আলো শ্রীরূপের পদধূলির কৃপায়ই দৃষ্ট হয়। শ্রীরূপের পদধূলিই শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর কৃপা-কটাক্ষে পতিত হন। পুরটসুন্দরদ্যুতি ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীরূপের পদধূলির কৃপায়ই নয়ন-পথের পথিক হন।

মেঘশ্যাম-কোমলাঙ্গ শ্রীশ্যামসুন্দর শ্রীশ্রীরূপের পদধূলির কৃপায়ই নয়নগোচর হন। বৈজ্ঞানিকগণ আরও বলেন, ধূলি না থাকিলে লোকলোচনে এমন একটা কৃষ্ণছায়া পড়িত যে, কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইত না। শ্রীরূপের পদধূলির ক্ষুদ্রতম কণা না হইতে পারিলে কৃষ্ণছায়া তামসী মায়া আমাদিগকে আবরণ করিবেই করিবে।

শ্রীরূপের পদধূলি সর্ব্বাপেক্ষা শুভ্র, স্বচ্ছ ও মূল্যবান্। শ্রীরূপের পদধূলিত্বই গোস্বামিত্ব। শ্রীল প্রভুপাদ সেই শ্রীরূপের পদধূলি দান করিতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার শ্রীব্রজবিজয়াভিযানকালে শ্রীরূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের এই গীতি স্মরণ করিয়াছিলেন,—

"শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ,　　সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন-পূজন।
সেই মোর প্রাণধন,　　সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন॥
সেই মোর রসনিধি,　　সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত, সেই তপ,　　সেই মোর মন্ত্র-জপ,
সেই মোর ধরম-করম॥
অনুকূল হ'বে বিধি,　　সে পদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এ দুই নয়নে।
সে রূপ-মাধুরী রাশি,　　প্রাণ-কুবলয়-শশী,
প্রফুল্লিত হ'বে নিশিদিনে॥
তুয়া অদর্শন-অহি,　　গরলে জারল দেহী,
চিরদিন তাপিত জীবন।
হা হা প্রভু! কর দয়া,　　দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ॥

* * * *

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপ-কৃপায় মিলে যুগল চরণ॥
তাহা প্রভু সনাতন গৌর পরিবার।
সবে মিলি' বাঞ্ছা পূর্ণ করহ আমার॥
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমাপ্রতি হয়।
সে পদ আশ্রয় যার, সেই মহাশয়॥
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে॥
হেন কি হইবে মোর—নর্ম্মসখীগণে।
অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে॥

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-স্মৃতি কি আমাদিগের হৃদয়ে কোনও দিন শ্রীশ্রীল রূপানুগবরের পদধূলিকণ হইবার জন্য অকৈতব আর্ত্তি জাগাইয়া দিবেন না? জড়ের ধূলিমুষ্টির প্রভুত্ব-কামনা লইয়াই কি আমরা কলিকোলাহল-প্রমত্ত থাকিব? শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের পদধূলিতে কি আমরা স্নানকেলি করিব না? এই সকল কথা কি কেবল পুস্তকত্ব, কর্ত্তৃত্ব ও পরোপদেশে পাণ্ডিত্যের প্রদর্শনী, বাগ্‌বৈখরী, ভোগ্য ভাষা-মাধুর্য্য বা ভাষার ইন্দ্রজাল হইয়াই থাকিবে?

"অতিশয় মন্দ নাথ, ভাগ হামারা!"

অতুল জীবদুঃখকাতর মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের অব্যবহিত পূর্বে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতির এই পদটি আমার ন্যায় কুলাঙ্গার শিষ্যাভিমানীর দ্বারা কীর্তন করাইতে করাইতে নিজ শিরে করাঘাত করিবার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহাপুরুষের আচরণের তাৎপর্য্য আমার ন্যায় বিষয়চিত্তবৃত্তিযুক্ত জীব ধারণা করিতে পারে নাই; এমন কি, এক বুদ্ধিতে আর এক বুদ্ধিয়া তাঁহার শ্রীচরণেই অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিতেও ক্ষান্ত হয় নাই; যেরূপ জগদ্‌গুরু শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের নির্য্যাণ-লীলার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার শিষ্যাভিমানী রামচন্দ্রপুরী শ্রীল মাধবেন্দ্রের অপ্রাকৃত-বিরহ-বিধুর ক্রন্দনের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া—শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মবিৎ হইয়াও কেন দেহের যন্ত্রণায় বদ্ধজীবের ন্যায় ক্রন্দন করিতেছেন, এইরূপ কল্পনা করিয়া শ্রীগুরুদেবকে ব্রহ্ম-উপদেশ প্রদান করিবার পাষণ্ড করিয়াছিল, সেইরূপ শিষ্যাভিমানী কুলাঙ্গার আমি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ঐ গীতি কীর্ত্তন করাইবার তাৎপর্য্য ও তৎসঙ্গে স্ব-শিরে করাঘাত করিবার গূঢ় রহস্য ধারণা না করিতে পারিয়া তাঁহার শ্রীচরণে কতই না অপরাধ করিয়াছি ও করিতেছি।

আমি মনে করিয়াছিলাম, শ্রীল প্রভুপাদ বোধ হয় অতিমর্ত্য-শয্যায় শয়ন করিয়া শিরঃপীড়ায় অত্যন্ত বাধিত হইতেছেন, সেইজন্যই ঐরূপ কপালে হস্ত স্থাপন করিয়া তাহার নির্দ্দেশ করিতেছেন, ইহা অপেক্ষাও অধিকতর পাষণ্ডপূর্ণ চিন্তাস্রোত আমার হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে লেখনী শিহরিয়া উঠে!

যিনি শ্রীনামপ্রেম শ্রীযুগল নাম, মনোধর্ম্ম-বিনাশক মন্ত্র, ঔদার্য্যাবতার শ্রীশচীসুত, তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপ গৌড়ীয়ের শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামি-প্রভু, তাঁহার মিত্র শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, ঔদার্য্যময়ী পুরী শ্রীমায়াপুরী, শ্রীমথুরা, শ্রীগোকুল-ধামের শ্রীগোষ্ঠবাটিকা, শ্রীরাধাসরসী, শ্রীগিরিরাজ ও শ্রীরাধিকা-মাধব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা-প্রাপ্তির নিশ্চয়াত্মিকা আশা প্রদান করিয়াছেন, সেই মহৌদার্য্যাবতার শ্রীগুরুপাদপদ্মের ঐরূপ পরমোদারা দয়া অনন্তধারে অবিরাম বর্ষিত হইলেও অতিশয় দুর্দ্দৈব-বশতঃ আমি তাহা গ্রহণ করি নাই, তাহা গ্রহণ করিব বলিয়াও কোন চিন্তা ও যত্ন নাই, বরং সেই দয়ার প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার জন্যই আমার হৃদয় সতত চেষ্টিত!

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বিপ্রলম্ভবিভাবিত হইয়া এই গীতি গান করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার স্বজন। এই স্বজন-বিজন-কার্য্যের মধ্যে আমার ন্যায় বদ্ধজীবের জন্য তাঁহার কৃপার নিদর্শন এই যে, তিনি আমার নিশ্চিন্ত নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া আমাকে জাগরিত এবং আমার ঔপাধিকতা ও সম্ভোগময়ী চিত্তবৃত্তি দূর করিবার জন্য আমার মন্দভাগ্যের ও তাঁহার পরমোদারা কৃপার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

দেখিতে দেখিতে তাঁহার অপ্রকট-লীলা-তিথি এই প্রপঞ্চে পূর্ণ-বর্ষ-চতুষ্টয়ে আবর্ত্তন করিল, তথাপি তাঁহার অপ্রকট-লীলাকালীন সেই গীতির ঝঙ্কার এই চারি বৎসরের মধ্যে ক্ষণকালের জন্যও আমার পাষাণ-হৃদয়ে কোন ক্রিয়া করিল না! আমার লোকদেখান দৈন্য, অন্তরের বস্তুদৈন্যের আস্ফালন ও কপটকেই শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট প্রকাশিত করিয়া দিয়াছে! আমার চক্ষে অশ্রুধারা শ্রীল প্রভুপাদের ঐ বাণীর অনুসরণে আবির্ভূত হয় নাই। ভাবী সম্ভোগের অভাবের আশঙ্কায়, শোকধর্ম্মাক্রান্ত মূঢ়ের ন্যায় শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার সেব্য বিগ্রহ অর্থাৎ শ্রীনাম-প্রভুর সেবা-সম্ভার

ভোগাভাবের আশঙ্কায় ঐ অশ্রু নির্গত হইয়াছে। আমার ভাগ্য যে অতিশয় মন্দ, তাহার প্রধান সাক্ষ্য এই যে, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-লীলার পূর্ব্বে যে শ্রীরূপ-প্রভুর পদধূলিকণাকে একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু বলিয়া কৃপা-পূর্ব্বক জানাইয়াছেন, আমি সেই শ্রীরূপানুগ-গণের পদধূলির বা নিষ্কিঞ্চনত্বকে বরণ না করিয়া বিষয়ের প্রভুত্ব বা পুরুষাভিমানে গর্ব্বিত হইয়াছি! অধিক কি, শ্রীজগদ্‌গুরুর উপর প্রভুত্ব, শ্রীগুরুর উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করিবার জন্য আমি কত ভাবেই-না চেষ্টিত হইয়াছি, তজ্জন্য কত কৌশলই-না অবলম্বন করিয়াছি! অশোক, অভয়, অমৃত শ্রীগুরুপাদপদ্মকে শোকবর্ণাঢ্যের, সভয় ও মর্ত্য বলিয়া পাষণ্ড করিতেও পশ্চাৎপদ হই নাই! শ্রীল গৌরসুন্দরের কথিত 'নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রঃ' শ্লোকটি আমার পাষণ্ডপূর্ণ হৃদয়ে স্থান পায় নাই। নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি নাই বলিয়া, 'গোপী-ভর্তুঃপদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ'—এই বিচারের অনুভব এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নিত্যসিদ্ধা গোপী বা গোপী-শিরো-মণিরূপে দর্শন করিতে পারি নাই। নিজকে গোপীভর্ত্তা, বা শ্রীগুরুদেবের ভর্ত্তা—পালয়িতা, রক্ষাকর্ত্তা, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কল্পনা করিয়া 'ভবানীভর্ত্তা'র নির্ব্বিশেষ বিচারের সহিত সাযুজ্য লাভ করিয়াছি।

শ্রীগোপী শ্রীগোপীজনবল্লভকেই একমাত্র গোপ্তা বলিয়া সর্ব্বক্ষণ অনুভব করেন। ইহাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সত্তা। কাহারও সেই শ্রীগোপীর ভর্ত্তা বিচার উপস্থিত হইলে অর্থাৎ কেহ অভিমন্যু প্রভৃতির অভিনয় করিলে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার বা দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ সাজিবার দুর্ব্বুদ্ধি করিলে শ্রীগোপী সেই পুরুষাভিমানীকে বঞ্চনা করেন। পুরুষাভিমানী শ্রীপুরুষোত্তমের প্রতিযোগী। সে কখনও শিষ্য হইতে পারে না। যিনি গোপীর নিত্য আনুগত্য করেন, তিনি সর্ব্বত্র গুরুদর্শন করেন বলিয়া প্রকৃত শিষ্য, অতএব নিত্য জগদ্‌গুরু।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-লীলার অব্যবহিত পূর্ব্বে 'অতিশয় মন্দ নাথ ভাগ হামারা'—এই গীতি কীর্ত্তন করাইয়া যে প্রভুপদেশ প্রদান করাইয়াছিলেন, তাহা বর্ণে-বর্ণে সত্য-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অতিশয় মন্দ ভাগ্যের লক্ষণ এই যে, তাহার সাধুতে বিশ্বাস নাই; যে শ্রীনামাচার্য্য সাধু জগতে শ্রীনাম-প্রভুকে বিস্তার করেন, সেই সাধুর আচার্য্যত্বের প্রতিই তাহার সংশয়, সেই সাধুর নিন্দা নামাপরাধরূপ পরমাপরাধ বিস্তার করে। সাধুর নিন্দা হইলে শ্রীনামে কখনও রুচি হইতে পারে না, মালা-টানার অভিনয়ই সার হয়, শ্রীনামের প্রতি প্রীতি, রুচি বা আসক্তি হয় না। শ্রীনাম-প্রভুকে আপনার হইতেও আপনার, পরম অমৃত, পরম জীবন ও পরম ভূষণ শ্রীগোকুল-মহামহোৎসব বলিয়া উপলব্ধি হয় না। লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা, মুক্তি-মুক্তি-প্রতিষ্ঠা-কামনা, কপট বৈষ্ণবের নামে প্রচুর ধন, আচারহীন পরোপদেশে পাণ্ডিত্য, পরচিত্তানুসন্ধিৎসা, বৈষ্ণব-বিদ্বেষে দক্ষতা ও উৎসাহ, শ্রীরূপ-প্রভু-কথিত উৎসাহ, নিশ্চয় ধৈর্য্য প্রভৃতিকে বৈষ্ণবের বিদ্বেষ-কার্য্যে নিযুক্ত করিবার প্রযত্ন অর্থাৎ সর্ব্ব-প্রকারে নিজের প্রতি, জীবের প্রতি হিংসা-আচরণে অপূর্ব্ব কপটতা দৃষ্ট হয়। 'নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব-সেবা'—এই তিনটি সৌভাগ্যবানের বৃত্তি হৃদয় হইতে চিরতরে নির্ব্বাসিত হয়,—ইহাই মন্দ ভাগ্য।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পূর্ব্ব হইতে প্রচুর গুর্ব্বপরাধরূপ যে মত্তহস্তী হৃদয়ে পরিপুষ্ট হইতেছিল, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলাবিস্তারের পর তাহা স্পষ্ট স্বরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, নতুবা বৈষ্ণব-বিদ্বেষের এইরূপ ষড়যন্ত্রের আদর্শ ও দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোন কালে, কোন দেশে, কোন স্থানে, কোন ইতিহাসে দৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক্, শ্রুতও হয় নাই।

শ্রীগুরুদেব বা শ্রীবৈষ্ণব যখন অমায়ায় শাসন করেন, নির্ম্মমভাবে দণ্ড প্রদান করেন, অত্যন্ত কর্কশ, রুক্ষ, মর্ম্মভেদী শাসিত-বাক্যে হৃদয়ের অন্যাভিলাষ-গ্রন্থি-সমূহ ছিন্ন করিয়া দিবার জন্য অবহেলাময়ী কৃপা বিস্তার করেন, তখন যে ব্যক্তি বৈষ্ণবকে আমারই ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট, অর্থাৎ পরছিদ্রান্বেষী মনে করে, তাহার ন্যায় অতিশয় মন্দ ভাগ্য আর কে? যে শ্রীগুরুদেবকে নৈতিক চরিত্রবান্, শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, জীবকোটির অন্তর্গত ব্যক্তিবিশেষ, অথবা আরোপ-বলে কিম্বা কোন সুবিধাবাদ চরিতার্থ করিবার জন্য ঈশ্বর বলিয়া কল্পনা করে, তাহার ন্যায় অতিশয় দুর্ভাগা আর কে? যে ব্যক্তি 'বৈষ্ণব চরিত্র, সকলি পবিত্র, সেই নিন্দে হিংসা করি', ভকতি-বিনোদ, না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি'—এই পরম শিক্ষাময়ী বাণী উল্লঙ্ঘন করে, তাহার ন্যায় অতিশয় মন্দ ভাগ্য আর কে? যে বৈষ্ণবের সেবা না করিয়া নিজেই

বৈষ্ণব হইতে চাহে অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে সমস্ত নিবেদন, চেতন গুরুবর্গকে অঞ্জলি প্রদান না করিয়া তাঁহাদিগকে কেবল তোষামোদ-বাক্যে তুষ্ট করিয়া তাঁহাদের প্রতি নিষ্কপটতা-আচরণ ও লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন-রূপ শৌকরীবিষ্ঠা সর্ব্বাঙ্গে লেপন করে, তাহার ন্যায় অতিশয় মন্দভাগ্য আর কে? আমি 'ভাল আমি' হইব না, অপরকেও 'ভাল আমি' হইতে দিব না, আমি 'বড় আমি' থাকিবার জন্য অপরকে তোষামোদ করিব, অপরের অন্যাভিলাষ, পাষণ্ড বা দুর্জ্জনতার প্রশ্রয় দিব,—এইরূপ চিত্তবৃত্তি অতিশয় মন্দভাগ্য ব্যতীত আর কাহার? আমি সেইরূপ মন্দভাগ্য হইয়াছি! আমি অহৈতুক কৃপাময়, জগদ্গুরু, আচার্য্য-কেশরীর শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হইবার অভিনয় করিয়াও, 'ভাল আমি' হইবার পরিবর্ত্তে 'বড় আমি' হইবার জন্যই সর্ব্বদা অখিল চেষ্টা করিতেছি। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের দাস্যে অখিল-চেষ্টা নিযুক্ত করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে ভোগ করিবার বস্তু বা তাঁহাদিগের বিদ্বেষ করিবার জন্য আমার সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করিয়াছি! আমি অন্যাভিলাষ-সাগরের ভীষণাবর্ত্তে পতিত হইয়া ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছি। বৈষ্ণব-বিদ্বেষের ন্যায় ভীষণতম মন্দ ভাগ্যের কার্য্য আর দ্বিতীয় নাই, তদপেক্ষাও দুর্ভাগ্য এই যে, আমি আমার বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-কার্য্যকেই প্রকৃত বৈষ্ণবের সেবা মনে করিতেছি!

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণীর মর্ম্ম কিছুমাত্র না বুঝিতে পারিয়া, আমি বা আমরা তাহা বুঝিয়া ফেলিয়াছি ও তদনুসারেই বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব, শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয়তম ও অপ্রিয়তম বিচার করিতেছি! শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী আমার চরিত্রে ও আচরণে কতটুকু প্রতিফলিত হইয়াছে? শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত, আচার-বিচার কি তাঁহার শ্রীগুরু-বর্গের, শ্রীস্বরূপ-শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীরঘুনাথ শ্রীজীব প্রভুর আচার-বিচার হইতে পৃথক্? অন্যাভিলাষ কি শুদ্ধভক্তির জনক বা পুত্র? শুদ্ধভক্তি যাজন করিতে করিতে, শুদ্ধভক্তি-প্রচারে আকুমারিকা হিমাচল ও পৃথিবী আলোড়ন করিতে করিতে তৎফলস্বরূপ কি আমার অন্যাভিলাষরাশি বর্দ্ধিত হইবে? শুদ্ধভক্তির সেবা করিতে করিতে কি আমার হৃদয়ে দম্ভদৈত্যের বাসস্থান হইবে? শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীর অন্তরঙ্গ সেবা করিতে করিতে কি আমার হৃদয়ে 'বড় আমি' হইবার স্পৃহাই অধিক বলবতী হইবে ও 'ভাল আমি' হইবার আন্তরিকতা কীণা বা বিলীনা হইয়া যাইবে? শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীর সেবা দ্বাদশ বর্ষ, অষ্টাদশ বর্ষ বা চতুর্বিংশতি বর্ষ করিবার ফলে কি আমার হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন-কামনা, পুরস্কারাভিমান, বৈষ্ণব-বিদ্বেষ, ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা, নির্ব্বিশেষ-চিন্তাস্রোতঃ ও শ্রীগুরুদেবে মর্ত্যবুদ্ধি প্রবল হইবে? শ্রীল প্রভুপাদ কিন্তু 'অতিশয় মন্দ নাথ ভাগ্য হামারা'—এই গান গাহিয়াছিলেন,—ইহা তো একদিনও চিন্তা করি না। যদিও চিন্তা করি, তখন নিজের দিকে তাকাই না, অপরের ত্রুটিই দেখি অর্থাৎ আমার মন্দ ভাগ্য হয় নাই, আমি ভালই আছি, ঠিকই আছি, অপরেরই মন্দ ভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে, অপরেই নানা দোষে দুষ্ট হইয়াছে, এইরূপ আত্মম্ভরিতার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ি। আমার এই চিন্তাস্রোতঃ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের পর একমাত্র যে মহাপুরুষ উল্টাইয়া দিয়াছেন—অন্ততঃ তাহা চিন্তা করিবার জন্য প্রেরণা দান করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষের কৃপায়ই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি যে, অতিশয় মন্দভাগ্য হইয়াও আমি অতিশয় সৌভাগ্যবান্—কেন না, একমুহূর্ত্তের জন্যও যদি আমার হৃদয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেই অপ্রকট-কালীয় মহতী শিক্ষা অনুধ্যান করিবার প্রেরণা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা হইতে আমি এখনও বঞ্চিত হই নাই। যখন নিজের অযোগ্যতা, নিজের অভাব-বোধ ও কৃপার বল উপলব্ধির বিষয় হয়, তখন তাহা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা, শ্রীবলদেবের বল, শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর অনুকম্পা ব্যতীত কোন পার্থিব বস্তু হইতে পারে না। নিজের বল, ভরসা, যোগ্যতা, দক্ষতা দ্বারা অযোগ্যতার উপলব্ধি হয় না। নিজের বলে বা যাহাতেরিতে কেহ 'ভাল আমি' হইতে পারে না, তাহাতে 'বড় আমি' হওয়া যাইতে পারে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকট-লীলা-কালে যে গীতি গান করাইয়াছিলেন, সেই গীতির ঝঙ্কারে যিনি সকল নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসুর হৃদয়-মন্দির মুখরিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাকেই আমরা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সহিত সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট শ্রীশ্রীস্বরূপ-শ্রীরূপ-শ্রীরঘুনাথের বাণী প্রচারক, সর্ব্ব-আচার্য্য-লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া জানিব। এতদ্ব্যতীত আচার্য্যের অন্য কোন লক্ষণ প্রাকৃত আমমাপাহী, লোক-বঞ্চনার লক্ষণ

বলিয়াই জানিব। পরোপদেশে পাণ্ডিত্য, অনুশলনীয় বাগ্মিতা, লোকরঞ্জনে পটুতা, ক্রিয়াকাণ্ড, জাতি-বয়স-দেহ, প্রবীণতা, ত্যাগ, তপস্যা—এই সকল কোনটিই আচার্য্যত্ব নহে; অথবা সংকুল, বিপুলৈশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, সৌন্দর্য্য বা আভিজাত্য, অন্যাভিলাষপূর্ণ বাক্তিত্ব ও দক্ষতা কোনটিই শিক্ষত্বও নহে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলাবিস্তারের পর কোন্-দিকে অধিক গণমত, বা অন্যাভিলাষযুক্ত মত বা জাগতিক দক্ষতা, পাণ্ডিত্য, তাহা দেখিয়া সত্য নির্ণয় হইবে না; শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলা-কালীন শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী 'অতিশয় মন্দ নাথ তাগ হামারা' যাঁহার বা যাঁহাদের চিত্তে অহরহ জাগরিত, তিনি বা তাঁহারাই শ্রীভক্তিবিনোদ-শ্রীগৌরবাণীর কিঙ্কর বা প্রকৃত শিষ্য। আমার হৃদয়ে ইহা অধিক জাগরিত আছে, বা আমিও ঐরূপ কথা জানি, ইহা কিছু নূতন কথা নহে,—এরূপ চিন্তা-স্রোত কাহারও থাকিলে তিনি 'বড় আমি' বটে, কিন্তু তিনি 'ভাল আমি' বা 'শিষ্য আমি' নহেন। তাঁহার হৃদয়ে 'অতিশয় মন্দ নাথ তাগ হামারা'—এই গীতির উপলব্ধি নাই।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরম বাণী বলিয়া কেহ কেহ 'বড় আমি', 'শ্রেষ্ঠ আমি' বা 'প্রভু আমি' হইবার কথাকেই প্রচার করেন; কিন্তু—

"তুয়া দয়া ঐছন পরম উদারা।
অতিশয় মন্দ নাথ, তাগ হামারা॥"

ইহাই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরম বাণী, ইহাই বিপ্রলম্ভ-রস-পোষ্টা শ্রীগৌর-জনের স্বজন-বিজ্ঞজনময়ী বাণী, ইহাই তাঁহার জীবদুঃখকাতরতার বাণী; ইহাই শ্রীরূপ-শ্রীরঘুনাথের কথা, ইহাই শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী, ইহাই শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী।

এই ধারায়, এই চিন্তা-স্রোতে যাঁহার হৃদয় সর্ব্বত্র স্নাত, তিনিই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিজ-জন, তিনিই শ্রীশ্রীভক্তি-বিনোদ-শ্রীগৌর সরস্বতীর সেবা-সংরক্ষক। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই চরম বাণী কবে আমাদের হৃদয়-পথের পথিক হইবে? কবে অভাববোধ ও অন্তর্দাহের চিত্তবৃত্তি শ্রীবৈষ্ণবের প্রভুত্ব করিবার কামনাকে ও তজ্জনিত কলি ও মন্যুকে বিদূরিত করিয়া যিনি ঐ বাণীর স্মৃতি হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করিয়া দিতে পারেন, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মবিক্রয়, তাঁহার শাসন, সংশোধন ও দণ্ডকে পরম করুণা বলিয়া গ্রহণ করিবে? কেবল মৌখিক বা লৌকিকভাবে, কিংবা কাব্যজ্ঞতা-প্রদর্শন-ক্রমে, অথবা হস্তিস্নানের ন্যায় সাময়িকভাবে এই কথা বিচার না করিয়া কবে আমি সমগ্র প্রাণ বলি দিয়া এই শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শ্রীগৌরবাণীকে হৃদয়ে বরণ করিয়া লইব?

অভিনিবেশ

গত শ্রীঊর্জ্জাব্রতকালে শ্রীমথুরায় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে নিজের দুর্দ্দৈব ও দুঃখের কথা নিবেদন করিয়া কি ভাবে আমার মঙ্গল হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলাম—"পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি অশেষ-পরদুঃখদুঃখী শ্রীগৌরজন আচরণ, শিক্ষা ও বাণীর দ্বারা আমাদিগের জন্ম-জন্মান্তরের কত কত সন্দেহ নিরাস করিয়া বাস্তব জীবনের সন্ধান দিয়াছেন, কিন্তু আমি এতটা আত্মম্ভরি হইয়া পড়িয়াছি যে, তাঁহাদের বাণীসমূহ একঘেয়ে ও পুরাতন বলিয়া মনে হয়, অথচ এই দেহ-গেহাসক্তি আর পুরাতন হইতেছে না। 'শিখায়ে শরণাগতি কর হে উদ্ধার'—শ্রীশ্রীগুরুবর্গের নিকট এই কথা সর্ব্বক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিবার পরিবর্ত্তে 'আমি বুঝ্‌দার' এই বুদ্ধি যাইতেছে না। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা—'বড় আমি হইও না,

ভাল আমি হও।'—ইহা মুহূর্তের জন্যও কর্ণে গ্রহণ করিতেছি না। কেবল কতকগুলি পুঁথি লিখিয়াছি, পরোপদেশে পাণ্ডিত্য করিতে জানি, আচরণ করিবার সময় আমার স্মরণ হয় না। কোন কোন সময় স্মরণাগত হইবার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা প্রার্থনা করিবার অভিনয় করি বটে, সময় সময় অন্তর হইতে আকাঙ্ক্ষাও আসে, কিন্তু সেই শরণাগতি ও কৃপার প্রার্থনা 'ধৃষ্টিজামাই'র ন্যায় সাময়িক হয়। এই আর্ত্তি, এই আকাঙ্ক্ষা কিরূপে সুতীব্র ও চিরস্থায়ী হইতে পারে?"

পরমারাধ্য শ্রীল আচার্যদেবের এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,—'অভিনিবেশ না হইলে স্থায়ী মঙ্গল হইবে না। শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শ্রীনাম-গুণ-লীলা-চরিত্রাদিতে অভিনিবেশ প্রয়োজন। এই অভিনিবেশ ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইলে বাস্তব (positive) মঙ্গল পাওয়া যাইবে। অভিনিবেশই—অর্থ-প্রবৃত্তি। অর্থ-প্রবৃত্তি হইলে অনর্থ-নিবৃত্তি আনুষঙ্গিক-ভাবেই হইয়া যায়।'

অতীইবস্তুর শ্রীনাম-রূপ-গুণ-চরিত্রাদি সম্যক্ ও অনুক্ষণ অনুসরণাদিতে চিত্তকে নিযুক্ত করিয়া ও তাঁহাদের অনুরাগী জনগণের অনুগামী হইয়া জীবনের প্রতি-মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু উপদেশ দিয়াছেন। ইহাই সমস্ত উপদেশের সার। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশেও আমরা পাইয়াছি,—

"সর্ব্বক্ষণ আশ্রয়জাতীয়ের রসালোচনা করিবে, তাহা হইলে জড়বিষয়জাতীয় অভিমান তোমাকে ক্লেশ দিবে না।" —(পত্রাবলী ৩য় খঃ ৩২ পৃঃ)

আশ্রয়জাতীয় অতীষ্ট অর্থাৎ শ্রীগুরুবর্গের সেবা-রসের আলোচনা সর্ব্বক্ষণ করিতে হইবে। তাঁহাদের শ্রীনাম, শ্রীগুণ ও শ্রীচরিত্রাদি আলোচনা করিতে হইবে। শ্রীচরিত্র-আলোচনার মধ্যে তাঁহাদের শ্রীরূপ দর্শন হইবে। নতুবা কৃত্রিমভাবে শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীরঘুনাথাদি শ্রীগুরুবর্গের রূপ কল্পনার দ্বারা মনে মনে অঙ্কন অথবা শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল ভক্তিবিনোদাদি গুরুবর্গের আলেখ্য বাংসচক্ষে দর্শন করিয়া তাঁহাদের প্রতি জড়াদি-বর্ণের আরোপ করিলে সর্ব্বাবৃদ্ধিজনিত দ্বিতীয়াভিনিবেশ উপস্থিত হইবে। আমাদের অদ্বিতীয় অভিনিবেশ প্রয়োজন। একমাত্র সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুবর্গের শ্রীনাম-গুণ-চরিত্রাদি সাধুসঙ্গে অকপটে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও অনুস্মরণাদির দ্বারা সেই অভিনিবেশ উপস্থিত হইতে পারে। গুরুবৈষ্ণব-সঙ্গের অভাবে অভিনিবেশ হয়। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গের নৈরন্তর্য্য না হইলে অভিনিবেশ হইতে পারে না। গ্রামদিক উচ্ছ্বাস অথবা প্রতিষ্ঠাশা বা মুক্তি-মুক্তির লোভে সাধুজীবন-যাপনের শুভেচ্ছা-মাত্র,—অভিনিবেশ নহে।

কোন বিশেষ আশ্রয়বিগ্রহের সেবাদর্শের অনুসরণে লোভ উদিত হইলে অতি শীঘ্র অভিনিবেশে প্রগাঢ়তা বর্দ্ধিত হয়। শ্রীযাবকা, শ্রীমধুরা, শ্রীতুলসী, শ্রীযমুনা, শ্রীগঙ্গা প্রভৃতি তত্তীয় বস্তুর সঙ্গে শ্রদ্ধার সহিত অবস্থান করিলে অভিনিবেশের আনুকূল্য হয়। এজন্য শ্রীল প্রভুপাদ শুদ্ধভক্তসঙ্গমাধ্যমে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শ্রীনাম-গুণ-চরিত্রাদির অনুশীলন করিতে করিতে বাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাই মঠ—"মঠতি বসতি ছাত্রা যস্মিন্"। শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শ্রীনাম-গুণ-চরিত্রাদির সম্যক্ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও অনুক্ষণ অনুস্মরণাদিতে মনকে নিযুক্ত করিয়া শ্রীব্রজে বাস। এইরূপ মঠে বাস ও ব্রজে বাস একই কথা। মঠবাসকালে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের দর্শন—অকপটজনের পক্ষে সুদুর্লভ নহে। আমাদের কোন যোগ্যতা, প্রাকৃত দক্ষতা থাকুক, আর নাই থাকুক, যদি সম্পূর্ণ অকপটতা ও সেবোন্মুখতা থাকে, তাহা হইলে পরম কৃপাময় পরদুঃখদুঃখী শ্রীবৈষ্ণব ঠাকুর তাঁহার সঙ্গ-দানের জন্য তথায় শরিব্রহণচ্ছলে শুভাগমন করিবেন, অথবা যে-কোনরূপেই হউক আমাকে সঙ্গদান করিবেন। আমরা যে-কোন মঠে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের দর্শন লাভ করি না, ইহা বৈষ্ণব ঠাকুরের কৃপার অভাব নহে, পরন্তু আমাদের অকপট সেবোন্মুখতার অভাব। যে-স্থানে সেবোন্মুখতা ও সরলতা, তথায় বৈষ্ণবঠাকুরগণ অযাচিত-ভাবে বিলয় করেন, ইহা ধ্রুব সত্য। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের দর্শন যে মঠে সুলভ হয় না, তথায় যাহাতে সেই মঠের সেবকসূত্রে আমরা অকপট, সরল ও সেবোন্মুখ হইতে পারি, তজ্জন্য অনুক্ষণ আত্মনিবেদন করা প্রয়োজন। তথায় শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবরূপী শ্রীমদ্ভাগবতাদি শ্রীশুদ্ধভক্তিগ্রন্থসমূহের শিক্ষা, উপদেশ ও শ্রীগুরুবর্গের ব্যাখ্যা ও বিবৃতিকে শিক্ষক ও গুরুজ্ঞানে নিজের কুতর্ক-প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জ্জন করিয়া নিজেকে সম্পূর্ণ শাসনযোগ্য শিষ্যজ্ঞানে তাঁহাদের সঙ্গ অর্থাৎ সেই

সেই শিক্ষা ও উপদেশানুসারে বাস্তবভাবে অকপটে নিজের জীবনযাপনের অকৃত্রিম প্রযত্ন এবং **মঠরূপী শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবাভিন্ন শ্রীধামের প্রতি অকৃত্রিম, অকপট দাস্য আর্ত্তি ও দীনতার সহিত শ্রীনাম-প্রভু, শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীতুলসীর সেবনরূপ সঙ্গ হইলে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চেতনময় অপ্রাকৃত বস্তুর সঙ্গ ও অনুশীলন** হয়। এইভাবে মঠে বাস করিলে আশ্রয়বিগ্রহগণের শ্রীপাদপদ্মে অভিনিবেশ হইয়া থাকে।

কিন্তু মঠে বাসের অভিনয় করিয়াও আমাদের শ্রীব্রজে বাসের পরিবর্ত্তে গ্রামে বাস, শ্রীগুরুপাদপদ্মে অভিনিবেশের পরিবর্ত্তে লঘুতে অভিনিবেশ, অদ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয়াভিনিবেশ দৃষ্ট হইতেছে। ইহার মূল কারণ, আমাদের ভক্তিরাজ্যের মূল ভিত্তি ও প্রথম সোপান 'শ্রদ্ধা'র অভাব। শ্রীগুরুবর্গের শ্রীনাম-গুণ-চরিতাদিতে শ্রদ্ধা নাই, তাহাতে পূর্ণমাত্রায় মর্ত্যবুদ্ধি রহিয়াছে। কেবল বাহ্যাকৃতি দেখিয়া আমরা বঞ্চিত হইতেছি। শ্রীল প্রভুপাদ এই বিপদের কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

"কোমল-শ্রদ্ধগণের প্রতিপদেই বিপদ। তাঁহারা অন্তর্দর্শী নহেন, তাঁহারা কেবল বাহ্যাকৃতি দেখিয়াই বিচার করেন।" —(প্রবন্ধাবলী ২য় খণ্ড ১০ পৃঃ)

শ্রীগুরুবর্গের প্রতি, আশ্রয়বিগ্রহগণের প্রতি মর্ত্যবুদ্ধি থাকিলে শ্রদ্ধা হয় না। শ্রদ্ধা না হইলে শ্রীনাম-গুণ-চরিতাদির অনুশীলনরূপ সঙ্গ হয় না, অতএব অভিনিবেশও হয় না। যাহার যে-বিষয়ে রুচি ও লোভ, সে-বিষয়েই তাহার অভিনিবেশ উদিত হয়। বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি, কামুকের কামের প্রতি লোভ আছে বলিয়া তত্তদ্বিষয়ে স্বাভাবিকভাবে অভিনিবেশ হয়, শাসন বা দণ্ডের প্রয়োজন হয় না।

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥
(শ্রীশ্রীস্তবরত্নমালা—১২)

মূঢ় ব্যক্তিগণের বিষয়-সকলে যেরূপ ঐকান্তিকী প্রীতি, তোমার নিরন্তর স্মরণকারী আমার হৃদয় হইতে সেরূপ প্রীতি যেন অপগত না হয়!

যুবতীনাং যথা যুনি যুনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোঽভিরমতে তদ্বন্ মনো মে রমতাং ত্বয়ি ॥

যুবতীগণের মন যুবকে এবং যুবকগণের মন যুবতীতে যেরূপ রত হয়, আমার মন আপনাতে তদ্রূপ রত হউক।

লালসা অভিনিবেশের জননী। আমাদিগের দ্বিতীয় বস্তুর প্রতি জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত যে সুতীব্র ও নৈসর্গিক সহজ অভিনিবেশ, তাহা বিদূরিত করিতে প্রকৃতপ্রস্তাবে অনুরাগের পথই অধিক শক্তিশালী। কিন্তু অনুরাগ অত্যন্ত অনর্থযুক্ত ব্যক্তির নিকট বস্তুর পুরোবর্ত্তের ন্যায় সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অনুভূতিহীন বলিয়া তাহার পক্ষে বিধি অধিক উপযোগী। অনুরাগের পথের অনুকরণ করিতে গিয়া অনর্থযুক্ত জীব বিধি-পথের নিশ্চিত ক্রম-মঙ্গলকেও হারাইয়া ফেলে। এজন্য শ্রীল প্রভুপাদ অনর্থযুক্তকে অনুরাগের কথা খুব সতর্কভাবে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন। ক্রমশঃ মঙ্গল-লাভ বরং ভাল, তথাপি নিম্ন নিম্ন মঙ্গল-লাভের ছলনা করিয়া মঙ্গলের পথ হইতে চিরতরে ভ্রষ্ট হওয়ার ন্যায় দুর্ভাগ্যের চরম সীমা আর কিছুই নাই। বিধি-পথে বাপে বাপে ভক্তিসৌধের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠা যায়। কিন্তু রাগের পথটি বৈদ্যুতিক সোপানের (Electric lift) এর ন্যায় সুতীব্র গতিতে সেই স্থানে অবিলম্বে পৌঁছাইয়া দেয়। আমাদের দ্বিতীয় বিষয়ে রাগ ও অভিনিবেশ উপস্থিত হইয়াছে। অতএব অদ্বিতীয় বিষয়ে রাগ ও অভিনিবেশ না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে নিষ্কৃতি নাই।

দ্বিতীয়াভিনিবেশ বহু শাখায় বিভক্ত হইলেও উহা দুইটি প্রধান শাখা-অবলম্বনে জগতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এই—(১) জাত্যভিনিবেশ ও (২) ক্ষিত্যভিনিবেশ।

জাত্যভিনিবেশ হইতে দেহাত্মবোধ, স্বজনাত্মবোধ, জাতীয়তা, সাম্প্রদায়িকতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি ধর্ম্ম সুনীতি ও দুর্নীতির পোষাকে পরিদৃষ্ট হয়। ক্ষিত্যভিনিবেশ অর্থাৎ এই পৃথিবী বা মাটির প্রতি অভিনিবেশ; তাহা হইতেই গৃহাত্মবোধ, দেশাত্মবোধ প্রভৃতি দ্বিতীয়াভিনিবেশ-সমূহ কখনও দুর্নীতি, কখনও বা সুনীতির পরিচ্ছদে প্রকাশিত হয়।

এই সকলই বদ্ধজীবের ধর্ম্ম। বদ্ধজীব বদ্ধাবস্থাকে চিরস্থায়ী মনে করিয়া তন্মধ্যে সুবিধা করিয়া লইবার জন্য যে-সকল নীতি, ধর্ম্ম, আইন-কানুন্ ও সুযোগ-সুবিধার অনুসন্ধান করে, তাহাই দ্বিতীয়াভিনিবেশজ ধর্ম্ম। এই সকল ধর্ম্মের অনুশীলনে বদ্ধজীবের স্বাভাবিকী রুচি হয় ও দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ অধিকতর বদ্ধমূল হইয়া পড়ে।

এইরূপ নৈসর্গিক অভিনিবেশ হইতে জীবকে উদ্ধার করিতে হইলে অন্বয়জ্ঞান অর্থাৎ শ্রীআশ্রয়বিগ্রহ-সমন্বিত শ্রীবিষয়বিগ্রহে অভিনিবেশ ব্যতীত অন্য উপায় নাই। শ্রীশ্রীআশ্রয়বিগ্রহবর্গের আবির্ভাব ও তিরোভাব লীলা এই অভিনিবেশকে পরিপুষ্ট করে। বিরহে অভিনিবেশ অধিকতর সহজ ও সুতীব্র হয়। পার্থিব বা লৌকিক গুরুবর্গের লোকে দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ হয়, আর আশ্রয়-বিগ্রহগণের অপ্রাকৃত বিরহানুভূতিতে অদ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ হয়। আশ্রয়বিগ্রহগণের বিরহ-জনিত বিলাপ, আক্ষেপ, কার্পণ্য-পঞ্জিকা, দর্শন-লালসা, বিজ্ঞপ্তি, আর্তি-নিবেদন, কৃপা-প্রার্থনা যদি অকপটভাবে হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাতে অতি সহজে অদ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ সঙ্কুচিত ও বিলীন হইয়া যাইবে। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই অভিনিবেশের কথা তাঁহার "গীতমালা"য় (বাসুদেবাবলী —১২) গান করিয়াছেন,—

তব পদ-পঙ্কজিনী জীবামৃত-সঞ্চারিণী
অতি ভাগ্যে জীব তাহা পায়।
সে অমৃত পান করি' মুগ্ধ হয় তাহে, হরি!
আর তাহা ছাড়িতে না চায়॥
নিবিষ্ট হইয়া তায় অন্য স্থানে নাহি যায়
অন্য রস তুচ্ছ করি' মানে।
মধুপূর্ণ পদ্মস্থিত মধুব্রত কদাচিত
নাহি চায় ইক্ষুরস-পানে॥
এ ভক্তিবিনোদ কবে সে পদজন্মিত হ'বে
নাহি যাবে সংসারাভিমুখে।
ভক্তকৃপা, ভক্তিবল এ দুইটী সুসম্বল
পাইলে সে স্থিতি ঘটে সুখে॥

অভিনন্দন

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব-তিথিতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের গুণমুগ্ধ ও আকৃষ্ট শিষ্যগণ তাঁহাদের হৃদয়ের আর্তি-নিবেদন বা বিজ্ঞপ্তি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতি-মর্ত্য অনন্ত গুণাবলী কীর্তনমুখে প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। যে তিথিতে ভুবনমঙ্গল শ্রীগুরুদেব প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া জীবের কল্যাণ সাধন ও শিষ্যবর্গের অনন্ত মঙ্গল বিধান করিয়াছেন, সেই দিবস শিষ্য শিষ্যগণের হৃদয়ে শ্রীশ্রীগুরু-দেবের কৃপার কথা স্বতঃই উদিত হয়। আর যে দিবস শ্রীগুরুদেব শ্রীবিগ্রহে তিরোধান করেন, সেই দিবসও শিষ্যের বিরহ-বিভাবিত হৃদয়ে প্রভুর অনন্ত গুণাবলী ও নিজ মন্দ-ভাগ্যের কথা স্বভাবতই জাগরিত হয়। নিজ-জনের বিরহে তাঁহার গুণের কথা আরও অধিকই স্মরণ হইয়া থাকে। প্রাকৃত ও সসীম স্থান-কাল-পাত্রেই যখন ইহা স্বাভাবিক, তখন অপ্রাকৃত ও অনন্ত গুণাধার শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি তাঁহার বিরহে ঐরূপ চিত্তবৃত্তির উদ্রেক হওয়া যে একান্ত স্বাভাবিক, তাহাতে আর সংশয় কি?

শিষ্য শিষ্যগণ শ্রীগুরুদেবকে হৃদয়ের সহিত যে ভক্তি করেন, তাহাতে জগতের নাস্তিক ব্যক্তিগণের হিংসা ও মাৎসর্য্যের উদয় হয়। কারণ, তাহারা ভগবৎপ্রেরিত-জনকে নিজেদের সহিত সমান বা নিজেদেরই মত মর্ত্য পুরুষ বলিয়া দর্শন করে। যে-স্থানে বৈষ্ণবকে নিজের সহিত সমান জ্ঞান বা তাঁহাকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া ধারণা, তথায় তাঁহার প্রশংসা-শ্রবণে চিত্তে মৎসরতার উদয় হওয়া স্বাভাবিক।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে তাঁহার আবির্ভাব-তিথিতে যখন শিষ্যবর্গ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্মুখে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেন, তখন প্রকৃত আভিজাত্য-সম্পন্ন বিশ্ব-প্রপঞ্চিকামী অনেকেরই হিংসার উদ্রেক হইত। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ঐসকল ব্যক্তির কটাক্ষ দর্শন করিয়া কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে ১৩৩৪ সালের ২৫শে আষাঢ় শ্রীহরি-বাসরে একটী বক্তৃতায় উহার প্রত্যুত্তর বীর্য্যবত্তী ভাষায় প্রদান করিয়াছিলেন—(শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৪র্থ খণ্ড ১৪-২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

আর একদিকে শ্রীগৌরনিজ-জনগণের আনুগত্যের ছলনায় বা তাঁহাদের শিষ্যাভিমানে শ্রীগুরুবর্গকে প্রতিষ্ঠা-কাঙ্ক্ষী বলিয়া অজ্ঞাতসারে কল্পনা করিয়া আমরা অন্তঃসার-হীন অভিনন্দন বা প্রশংসাদি করিতে পারি। ইহাও শ্রীগুরুবর্গের শ্রীচরণে মর্ত্যবুদ্ধিরই প্রচ্ছন্ন স্বরূপ।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব বা তিরোভাবোৎসবে তাঁহার কিছু প্রশংসা করিয়া নিজেকে জাহির করিতে হইবে,—নিজের ভাবুকতা প্রকাশ করিতে হইবে ও তৎসঙ্গে নিজের নাম 'গৌড়ীয়ে', 'নদীয়াপ্রকাশে' বা মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারকত প্রচার করিতে হইবে—এইরূপ শুষ্ক দুর্ব্বুদ্ধিও শ্রীগুরুপাদপদ্মে মর্ত্যবুদ্ধির প্রচ্ছন্ন রূপ।

শ্রীল প্রভুপাদের করুণার গীতি গান করিয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন দেখিয়া উহার অনুকরণে কতকগুলি অনুভূতিশূন্য একঘেয়ে কথা লিখিয়া কাগজ ছাপাইলেই তাহা অভিনন্দন বা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সন্তুষ্টি উৎপাদন করে না। এইরূপ বিচার নহে যে, 'শিষ্য নামের ছাপ থাকিলেই শ্রীল প্রভুপাদের নিকট উপস্থিত হইবার সকলের সমান অধিকার আছে। সুতরাং অমুকে 'অভিনন্দন' প্রদান করিতে পারেন, আমারও বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্য-বাক্‌শক্তি আছে, সুতরাং আমিও পারি, আমি কিসে কম!'

এইরূপ চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বহুবার বহুভাবে বলিয়াছে,—'মিশনের পারমার্থিক পত্রসমূহ মিশনের শিষ্য-সাধারণের সম্পত্তি। যেমন সাধারণ সংবাদপত্রে সকলেরই সাধারণ জ্ঞানমত প্রকাশ করিবার অধিকার আছে, তদ্রূপ মিশনের পারমার্থিক পত্রে শ্রীল প্রভুপাদের পূজার নৈবেদ্য-রূপ অভিনন্দনাদি সমানভাবেই প্রকাশের অধিকার আছে।' কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ সেইরূপ অধিকার প্রদর্শন করিতে সকলকে দেন নাই; তিনি অকপটিক, অকুটিল ও আচরণ-শীল ব্যক্তিগণেরই নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব বা তিরোভাবোৎসব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, একটা অভিনন্দন না লিখিলে গতানু-গতিক প্রথা রক্ষিত হয় না,—এই মনে করিয়া যদি আমরা কলম লইয়া বসি, আর কি লিখিব, মনে ত' কিছু ভাব আসিতেছে না,—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কত কল্পনা করিতে থাকি ও 'শ্রীল প্রভুপাদের ন্যায় আর পরম কৃপালু কেহ নাই; তিনি বৈষ্ণব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপন করিয়াছেন, কত মঠ-মন্দির প্রকাশ করিয়াছেন; পৃথিবীর সর্ব্বত্র মহা-প্রভুর নাম প্রচার করিয়াছেন; দেহ কিছু না, মন কিছু না, 'ঘোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি ঘোড়'—এইরূপ একঘেয়ে কথাই লিখিয়া প্রতি বৎসর কিছু কাগজ ছাপাই, তবে তাহা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে কি?—তাহা শ্রীল প্রভু-পাদের 'অভিনন্দন' হইবে কি? গতানুগতিকতা ভক্তি বা অনুরাগ নহে। অচেতন থাকিয়া অভিনন্দন দেওয়া যায় না। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশানুসারে আচরণ, সমগ্র জীবন নিয়মন, সেবায় সচেতন, সমগ্র প্রাণ বলি-দানের জন্য যে অকপট আর্ত্তি, তাহাতেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অভিনন্দিত হন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার গুরুবর্গ শ্রীগৌরকিশোর বা শ্রীভক্তি-বিনোদের আবির্ভাব-তিরোভাবোৎসবে লাল-নীল রঙের কাগজ ছাপাইয়া অভিনন্দন প্রচার করেন নাই; কিন্তু শ্রীগুরুবর্গের সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া—সমগ্র প্রাণ বলি দিয়া তাঁহাদের বাণী বিস্তার করিয়াছেন। ইহাই প্রকৃত শিষ্যের প্রকৃত গুরু-পূজা—ইহাই আবির্ভাব-তিরোভাব-তিথির প্রকৃত বন্দনা।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথিতে কেহ কেহ গতানু-গতিক আনুকরণিক অভিনন্দন লিখিতে গিয়া নিজেকে 'অহি,' 'সেবাইত' প্রভৃতি বলিয়া উপসংহারে পরিচয় দিয়াছেন। ইহার মধ্যে বিষয়-ভোগের কূট-নীতি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট বা জগতের নিকট জাহির করিবার চিত্ত-বৃত্তিই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীরূপ-শ্রীরঘুনাথ, শ্রীল ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল প্রভুপাদ প্রভৃতি মহাজন-গণের কার্পণ্য-পঞ্জিকা, বিজ্ঞপ্তি, প্রার্থনা, মনঃশিক্ষা প্রভৃতির মধ্যে কি ঐরূপ কূট-নীতি বা কপটতাকে ভক্তি বলা হইয়াছে?

হরিভজন হইল না,—এই অভাব-বোধে হৃদয় ফাটিয়া যাইবে; সর্ব্বদা অন্তর্দাহ হৃদয়কে ছারখার করিয়া ফেলিবে; তবেই ত' শ্রীগুরুপাদপদ্মের জন্য বিরহ, তবে ত' সেই বিজ্ঞপ্তি বা অভিনন্দন শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছিবে। আমার ন্যায় আচরণহীন, অন্তঃসারহীন, চেতনতাহীন, নিশ্চিন্ত, নিষ্ঠুর, কাঠপাদের অভিনন্দন কি 'অভিনন্দন', না আত্ম-বঞ্চনা; অথবা শ্রীশ্রীগুরুদেবকে আমারই ন্যায় হৃদৌড়িক বা প্রতিষ্ঠা-শৌকরী-বিষ্ঠার বুভুক্ষু ব্যক্তিবিশেষ মনে করা? ইহা কি নিজের পশুধর্ম্ম অপ্রাকৃত বস্তুতে আরোপ করিবার চিত্তবৃত্তি নহে?

এই সকল কথা শুনিয়া আমার ন্যায় ধার্ম্মিক মনে করিতে পারে যে, এখন সব নূতন নূতন মত প্রকাশিত হইতেছে! শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সময় যাহা 'ভক্তি' বলিয়া গণ্য হইত, এখন তাহা 'পাষণ্ড' বলিয়া গণ্য হইতেছে! অবিনীত অজ্ঞাভিমানিগণের অস্থিরচিত্তে এইরূপ চিন্তার উদ্রেক হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে 'অভিনন্দন'-প্রদানকে বা অভিনন্দন লেখাকে 'অভক্তি' বলা হইতেছে না; সচেতন হইয়া, হরিভজনের জন্য অভাব-বোধে অভিনিবিষ্ট ও অনুদ্বিগ্নে উদ্দীপ্ত হইয়া আত্মনিবেদন ও আচরণময় জীবন, সমগ্র প্রাণ বলিদান করিবার জন্য অনুক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মে যাহাতে আর্ত্তি বর্দ্ধিত হয়; অভিনন্দনের প্রত্যেকটী অক্ষর যাহাতে আমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অভিধান করায়, সেইরূপ চিত্তবৃত্তির সহিত নিত্যকাল অষ্ট প্রহর অভিনন্দন প্রদান করিবার কথাই পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেব তাঁহার আদর্শ আচরণ, শিক্ষা, শাসন ও উপদেশের দ্বারা কৃপা-পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় প্রাণ-বলিদানই, শ্রীগুরুপাদপদ্মের সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে আত্মাহুতি-প্রদানই শ্রীশ্রীল গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মের প্রকৃত অভিনন্দন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়-বাণী

শ্রীসচ্চিদানন্দ-গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ "শ্রীগৌড়ীয়-বাণী" নামে উৎকল-ভাষায় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-বাসরে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে মানব-সাধারণের নানাপ্রকার প্রশ্নের ও সন্দেহের সদুত্তর, বিভিন্ন মতবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সং-সিদ্ধান্তরাজি অতি সুযুক্তিপূর্ণ করিয়া নানা শাস্ত্রের প্রমাণ ও উদাহরণের সহিত প্রশ্নোত্তরমুখে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ১৪২টী প্রশ্নের উত্তর আছে। উদাহরণ-রূপে নিম্নে কএকটি প্রশ্ন প্রকাশিত হইল,—

'গৌড়ীয়' নাম হইল কেন? যুবকগণের গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের উপযোগিতা আছে কি? 'শ্রীচৈতন্যদেবই উড়িষ্যার অধঃপতনের কারণ',—এই উক্তি কি সত্য? জীবে দয়া, জীব-সেবা ও জীব-প্রেম—এইসব কি একতাৎপর্য্যপর? 'শ্রী' ও 'ৰ'-চিহ্নের মধ্যে পার্থক্য কি? 'হরিজন' কাহাকে বলে? যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শন কি প্রকার কথা? 'মত মতান্তর পথ' কি সার্ব্বজনীন মত নহে? হিন্দু কে? অতিবাড়ী মত কি? জগন্নাথদাসের ভাগবত কি শ্রীমদ্ভাগবতেরই সিদ্ধান্তের প্রচারক নহে? ইত্যাদি। এইরূপ প্রশ্নের উত্তর এই গ্রন্থে অতি সুন্দরভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল উত্তরের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা শ্রৌত-সিদ্ধান্ত-সম্মত। 'গৌড়ীয়'পত্র হইতে এই সকল সিদ্ধান্ত সমাহৃত হইয়াছে। উৎকল-ভাষায় এইরূপ মৌলিক গ্রন্থ এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীপাদ যতীশ্বরদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী এই গ্রন্থের প্রকাশক। প্রাপ্তি-স্থান—শ্রীপরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ, কটক। গ্রন্থের ভিক্ষা—৷৷০ আট আনা মাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রন্থকার

অগ্রহায়ণ মাসের (১৩৪৭ সন) 'ভারতবর্ষ' নামক পত্রে "শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রন্থকার" শীর্ষক একটি প্রতিবাদ প্রবন্ধ ও তৎসম্বন্ধে "আমার বক্তব্য" শীর্ষক একটি উত্তর প্রকাশিত হইয়াছে। এই "শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রন্থকার" প্রবন্ধের লেখক প্রতিবাদে জানাইয়াছেন,—

"অতীব দুঃখের বিষয় যে, বোপদেবের জন্মের শত শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা-ভাষ্যের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও কিরূপে এই জঘন্য মিথ্যা কথা প্রচলিত হইল,

তাহা কেহ চিন্তা না করিয়া এখনও ইহার প্রচারে সঙ্কুচিত হন না! বোপদেব ভাগবত-সম্বন্ধে "মুক্তাফল" নামে এক খানা নিবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই মিথ্যাপবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। এই অপবাদের প্রথম উল্লেখ দেবী ভাগবতের "তিলক" নামক টীকাতেই প্রথম দুই চরণ বলিয়া সুধীগণ বর্ণনা করিয়াছেন। স্পষ্টতই বুঝা যায়, সাম্প্রদায়িকতার খাতিরে দেবী ভাগবতকে মহাপুরাণ-শ্রেণীতে স্থান দিবার জন্যই এই হীন চেষ্টা। "তিলকে"ই প্রথমে শ্রীমদ্ভাগবতকে "বিষ্ণুভাগবত" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীমৎ স্বামী গৌড়পাদ শঙ্করাচার্য্যের বহু পূর্ব্বে অবতীর্ণ করিয়াছিলেন এবং শঙ্করের তিরোধানের দুই শত বৎসর পরে বোপদেবের জন্ম হয়। গৌড়পাদ-বিরচিত "পরমার্থ-বিবেকাবলী"তে শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যূন সাড়ে পঞ্চশত শ্লোক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, অতএব শ্রীমদ্ভাগবত বোপদেব-প্রণীত, ইহা কিরূপে সত্য হইতে পারে?

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের অনেক পূর্ব্বে হনুমৎ আচার্য্য ও চিৎসুখ আচার্য্য প্রাদুর্ভূত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা করিয়াছেন। তাহাতে "সিদ্ধান্তদর্পণ"কার লিখিয়াছেন,—"বোপদেবকৃতত্বে চ বোপদেব পূরাভবৈঃ। কথং টীকা কৃতা বৈ ভাষ্কহনুমদ্ভট্টীমুখাদিভিঃ॥"

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বোপদেবের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। শঙ্করের সুপ্রসিদ্ধ "বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্যে" ও "চতুর্দ্দশ-ভক্তিবিবেকে" ভাগবত মহাপুরাণের উল্লেখ আছে।

শ্রীমৎ রামানুজ স্বামী ১০৪১ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং বোপদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কৃত "স্মৃতিকাল-তরঙ্গ" গ্রন্থের মতেও রামানুজ বোপদেবের অনেক পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। ডাঃ রামদাস সেন বলেন, এই রামানুজের গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

"ক্ষেমেন্দ্র প্রকাশ" নামক সুপ্রসিদ্ধ কাশ্মীরের ইতিহাস রাজা ক্ষেমেন্দ্র-বিরচিত, ইহা "রাজতরঙ্গিণী" হইতেও প্রাচীন। শেষোক্ত গ্রন্থে "ক্ষেমেন্দ্র-প্রকাশে"র উল্লেখ আছে। এই উভয় গ্রন্থেই শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ আছে। "রাজতরঙ্গিণী" হইতেও প্রাচীনতর "রাজাবলে" গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ আছে।

কূর্ম্মপুরাণ, গরুড়পুরাণ ও পদ্মপুরাণে মহাপুরাণ ও উপপুরাণের পরিষ্কার নাম-তালিকা আছে। তাহাতে দেখা যায়, শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের পর্য্যায়ে এবং দেবী বা দৌর্গ ভাগবত উপপুরাণের পর্য্যায়ে গণ্য হইয়াছে। তাহা ছাড়া বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও দেবীভাগবতকে উপপুরাণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মধুসূদন সরস্বতীর "সর্ব্বশাস্ত্র-সংগ্রহ" গ্রন্থে এবং নাগোজী ভট্টের গ্রন্থেও তাহাই বলা হইয়াছে। "In these and other commentaries Devi Bhagabat has been conclusively held to be a Secondary Purana and is therefore of less authority than that of the superior eighteen Puranas amongst which is included the "Srimad Bhagabat"—Translator's note on Srimad Bhagabat P. 12. S. M. Dutta's edition, published from Calcutta in 1895."

প্রতিবাদকারীর এই সকল প্রমাণ দর্শন করিয়া অপর পক্ষের লেখকও শ্রীমদ্ভাগবতের মহাপুরাণত্ব স্বীকার করিয়াছেন; তবে তিনি দুই এক স্থানে যে কএকটি কথা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নহে। নিম্নে অপর পক্ষেরও উক্তির কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—

"'তিলক' টীকাকার 'কেচিৎ (কেহ কেহ)·····বদন্তি' (বলেন) বলিয়া উহাকে অপরের উক্তি বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। উহা তাঁহার নিজ-মত বা স্বকল্পিত হইলে তিনি 'কেচিৎ·····বদন্তি' বলিতে পারেন না।

শ্রীমদ্ভাগবত যে বোপদেব-রচিত নহে, ইহা আমরা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারি। কারণ, কাশীর কুইন্স্ কলেজের লাইব্রেরীতে হস্তলিখিত যে একখানি শ্রীমদ্ভাগবত আছে, তাহা বোপদেবের জন্মের বহু পূর্ব্বে অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু কাশীর কুইন্স্ কলেজের লাইব্রেরীতে সেই পুস্তক দেখিয়া নিজের বিবাদ ভঞ্জন করিবেন।"

শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রাকট্যোৎসব

পতিতপাবনশিরোমণি আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অহৈতুকী ভুবনমঙ্গলবিধায়িনী কৃপায় ও গৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিংবডির দেবোদ্যোগে চট্টগ্রাম শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠে গত ২১শে অগ্রহায়ণ, ৭ই ডিসেম্বর, শনিবার গৌরাষ্টমী তিথিতে—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমপরাৎপর শ্রীগুরুদেব শ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামী মহারাজের বিরহতিথিতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-

গিরিধারীজীউ শ্রীঅচ্যুতরায়রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীবিগ্রহ-প্রাকট্যোৎসবের জন্য গৌড়ীয়মিশনের পরিচালক-সমিতি হইতে ভারপ্রাপ্ত প্রবীণ ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী পরমপূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ১৬ই অগ্রহায়ণ চট্টগ্রামে কৃপা-পূর্ব্বক শুভবিজয় করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন। গত ২০শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার শ্রীবিগ্রহ-প্রাকট্যোৎসবের অধিবাস-দিবস প্রাতে শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ শ্রীপঞ্চতত্ত্ব-নাম-সংকীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল পুণ্ডরীকবিদ্যা-নিধি ঠাকুরের শ্রীপাটে উপস্থিত হইয়া শ্রীসংকীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীমন্দির পরিক্রমণ করেন এবং স্থানীয় প্রধান সজ্জন ব্যক্তিগণের সম্মুখে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগদাধরের সহিত শ্রীপুণ্ডরীক-বিদ্যা-নিধির [illegible] আবেশের সহিত

সেবনার শ্রীল পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি প্রভুর ভজন-কুটীর

পাঠ করেন। শ্রীল পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি ঠাকুরের শ্রীপাটের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য (সব্-রেজিষ্টার্) মহাশয় শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ও গৌড়ীয়মঠের ভক্তগণের প্রতি প্রচুর সম্মান ও দৈন্য জ্ঞাপন করেন।

২১শে অগ্রহায়ণ, শনিবার প্রাতঃকালে চট্টগ্রামে ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের অধিনায়কত্বে এক বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন বহির্গত হয়। শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণস্মৃতীর্থ প্রভু শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজের উপদেশানুসারে শ্রীবিগ্রহাবির্ভাবোৎসবের পূজার্চ্চন-হোমাদি কার্য্য আরম্ভ করিলে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অহৈতুকী কৃপায় অপ্রত্যাশিতভাবে তড়িদ্বার্ত্তাযোগে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্ম হইতে এক শুভাশীর্ব্বাদলিপি সমুপস্থিত হইয়া সকলের চিত্তে সেবাপ্রাণতা জাগরিত করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অহৈতুকী কৃপা স্মরণ করাইয়া দেয়। মধ্যাহ্ন ১২ ঘটিকায় উচ্চ হরিনাম ও ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তন এবং জয়-জয়কারের মধ্যে পরমকৃপাময় ভুবনমঙ্গল শ্রীবিগ্রহ-গণের ভোগারাত্রিক সম্পন্ন হয়। রাত্রি ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত বহু সহস্র ব্যক্তি শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান ও শুদ্ধভক্ত-মুখে শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিয়া কৃত-কৃতার্থ হন।

শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ অপরাহ্ণ ২॥০ ঘটিকা হইতে সায়াহ্ন ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমঠের বহিঃপ্রাঙ্গণে উপস্থিত শত শত নরনারী ও সজ্জনবৃন্দের সম্মুখে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য্য, শ্রীবিগ্রহ-প্রকটকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চল হইতেও বহু শুভ্রযু ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছানুসারে মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারা উৎসবটি হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন, মহা-প্রসাদ-সম্মান, শ্রীবিগ্রহ-দর্শন ও কৃপাপ্রার্থনামুখে অভূতপূর্ব্ব সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। মীরসরাই অঞ্চলের গোভানিয়া-গ্রাম নিবাসী শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ রায়চৌধুরী ও তদীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত রতনকৃষ্ণ রায়চৌধুরী মহোদয়দ্বয় সপরিবারে উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া ও বিভিন্নভাবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা-সুযোগ বরণ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইয়াছেন। শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ প্রণতকল্প-দাসাধিকারী, শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী, শ্রীপাদ অন্বয়গোবিন্দ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি সেবক-গণের অক্লান্ত সেবা-চেষ্টা ধন্যবাদার্হ।

উৎসবের পরদিবস ৮ই নভেম্বর রবিবার প্রাতে নগর-সংকীর্ত্তন বহির্গত হয়; অপরাহ্ণে উপস্থিত শত শত শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ-গোস্বামী মহারাজ 'শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম'-সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ ও সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

এতামসত্য বিদ্বান্ যথার্থমুপলভেত।
নির্মৎসরঃ পরমং সুখং বোদ্ধুমর্হতি।
আত্মভিত্তি সমস্তমহিত
বিদ্বদ্ভূত সমিতি যোগ।

THE GAUDIYA MISSION

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
—শ্রীরূপগোস্বামী তাহা এমন
'নিবন্ধ' নিয়ে কৃষ্ণ ভজন।

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৬ই পৌষ, ১৩৪৭ ; ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪০ | ২১শ সংখ্যা

নবধা ভক্তি

(১) শ্রবণ ও (২) কীর্ত্তন

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষ্য করিয়া জগতের জীবকে যে অভিধেয়বাস্তব শিক্ষা-সার প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা এই,—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহা শক্তি॥

(চৈঃ চঃ অ ৪।৭০)

যত প্রকার ভজনের প্রণালী আছে, তন্মধ্যে নববিধা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ ; কেন না, তাহা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ও শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা-প্রদানে অদ্বিতীয় শক্তিশালী। অতএব যাঁহারা প্রেম-ভক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা এই নবধা শ্রীভক্তির কথা শ্রীমহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত-অনুসরণে বিশেষভাবে অবগত হইবেন। 'সর্ব্বোত্তম অধ্যয়ন কি ?'—অনুসন্ধান করিলে কলিযুগপাবন এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদ-প্রভু নবধা শ্রীভক্তির কথা জগতে জানাইয়াছেন,—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নব লক্ষণ সম্পন্না ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইয়া সাধিত হইলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়,—ইহাই শাস্ত্রের উত্তম তাৎপর্য্য।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন, এই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা সাধনভক্তি হইতে শ্রীকৃষ্ণে যে প্রেম-ভক্তির উদয় হয়, তাহাই পঞ্চম পুরুষার্থ বা সকল পুরুষার্থের সীমা। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারিটি সাধারণ পুরুষার্থ ; প্রেম-

রূপ পুরুষার্থই অকৈতব প্রয়োজন। ধর্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ-বাসনায় দেহ-মনের কামনা-পরিতৃপ্তি অথবা নিত্য-সেব্যের সুখানুসন্ধান না থাকায় তাহাতে আত্মবঞ্চনারূপ কপট-লক্ষণ রহিয়াছে। কর্ম বা কর্মার্পণ দ্বারা কৃষ্ণে প্রেম-ভক্তি হইতে পারে না। কর্মার্পণ প্রভৃতির দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়; চিত্ত শুদ্ধ হইলে সৎসঙ্গবলে অনন্যকৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধোদয় হইলে শ্রবণ-কীর্তনাদি-রূপ সাধনভক্তি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রবণ-কীর্তনাদি-ভক্তি সাধন করিতে করিতে অনর্থের যত নিবৃত্তি হয়, প্রেমের তত অভ্যুদয় হয়। সুতরাং কর্ম বা কর্মার্পণ হইতে অনিবার্যরূপে কৃষ্ণ-ভক্তির উদয় হইবার সম্ভব সম্ভাবনা নাই; কেন না, **শুদ্ধা কৃষ্ণভক্তি সৎসঙ্গজনিত 'শ্রবণোৎপত্তি'-লক্ষণা শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে।**

কর্মার্পণ-রূপা কর্মমিশ্রা ভক্তি—'শুদ্ধভক্তি' নহে। বিষ্ণু-পুরাণে যে শ্রীপরাশরের উক্তি—'পরমেশ্বর বিষ্ণু বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্মের আচারযুক্ত পুরুষের দ্বারা আরাধিত হন', তাহা নিরীশ্বর দুর্নৈতিক বা নিরীশ্বর নৈতিক পশুজীবন হইতে শ্রেয়র নৈতিক সভ্যজীবন বা ধর্মজীবন আরম্ভ করিবার প্রথম সোপানের কথা। বর্ণাশ্রমগত সকল কর্মকে বিষ্ণুতে অর্পণ করিলে কর্মমিশ্রা ভক্তির যাজন হয়। ইহাই শ্রীঅর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—"হে কৌন্তেয়! যাহাই কর, যাহাই ভোজন কর, যাহাই যজ্ঞ কর, যাহাই দান কর, যে তপস্যাই কর, সে সমস্তই, আমি কৃষ্ণ, আমাতে অর্পণ কর অর্থাৎ তুমি স্বরূপতঃ জীবপ্রকৃতি হইয়া পুরুষাভিমানে স্বয়ং উহা দেহ-মনের দ্বারা ভোগ করিও না অথবা উহার ভোক্তা আর কেহ নাই, ইহা মনে করিয়া ত্যাগও করিও না। আমি (শ্রীকৃষ্ণ) পুরুষোত্তমরূপে সকল বস্তুরই নিত্য ভোক্তা। আমাতেই (শ্রীকৃষ্ণেই) সকল কর্ম অর্পণ কর।" এইরূপ কর্মার্পণরূপা ভক্তিই 'কর্মমিশ্রা ভক্তি'; উহা শুদ্ধা ভক্তি নহে। কারণ, উহাতে 'আমি কর্মফলার্পণকারী'—এইরূপ অভিমান আছে; ইহাতে সর্বাত্মসমর্পণরূপ সহজ শরণাগতির কথা নাই। "কাম কৃষ্ণ-কর্মার্পণে"—যাহা শ্রীরূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন, তাহা শুদ্ধা ভক্তি বা কেবলা ভক্তির কথা। উহাতে সর্বাত্মসমর্পণ-পূর্বক সকল কাম কৃষ্ণসুখতাৎপর্যে কৃত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত মহারাজের সম্বন্ধে 'কামক ধাতে ন তু কাম-কামায়' পদেও এই বিচারই দৃষ্ট হয়। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার একটি পত্রে লিখিয়াছেন,—

"যৎ করোষি' প্রভৃতি গীতার শ্লোক কর্মমিশ্রা ভক্তি; উহা 'কাম কৃষ্ণার্পণে'র সহিত এক নহে। কর্মের ফল-ভোক্তা—জীব; আর অখিল কর্মচেষ্টা হরিসেবায় নিযুক্ত করাই ভক্তের কেবলা ভক্তি।"—(পত্রাবলী ২য় খণ্ড ২৯ পৃঃ)

এই কেবলা ভক্তিই কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়; তাহা শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ নববিধা ভক্তিরূপে চিকিৎসানিক প্রণালী-অনুসারে বিভক্ত। এই নববিধা ভক্তিও শ্রবণ-কীর্তন-মুখেই অনুষ্ঠান করিতে হয়। শ্রবণ-কীর্তন পরিহার করিয়া নববিধা ভক্তি-যাজনের ছলনা করিলে কৈতব আসিয়া উপস্থিত হয়। নববিধা ভক্তির প্রত্যেকটির মধ্যেই শ্রবণ-কীর্তন অনুস্যূত রহিয়াছে। শ্রবণ ব্যতীত কীর্তন হয় না, কীর্তন-কারী ব্যতীত শ্রবণ বা অনুকীর্তন হয় না; শ্রবণ-কীর্তন ব্যতীত স্মরণ হয় না। শ্রবণ-কীর্তনমুখেই পাদসেবন হয়; শ্রবণ-কীর্তনমুখেই অর্চন হয়। বন্দনে শ্রবণ-কীর্তন অনুস্যূত আছে। দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদনও শ্রবণ-কীর্তন-মুখেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কীর্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগে সমস্ত ভজন সুষ্ঠু হয়।

নববিধা ভক্তির মধ্যে "ক্রিয়েত ভগবত্যাদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্"—এই শেষোক্ত পদটি ও উক্ত পদের শ্রীল শ্রীধর-স্বামিকৃত টীকা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। এই বিচারটী অবহেলা করিয়া নববিধা ভক্তির যাজন হয় না। শ্রীল স্বামি-পাদের উক্তি-অনুসারে তাহা এই,—

"সা চ অর্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত, ন তু কৃত্বা পশ্চাদর্পোত্তেতি" তাৎপর্য এই যে, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই সকল যদি পূর্বে অর্পণ করিয়া অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্তনাদির ফল 'আমি গ্রহণ করিব না, তাহাদ্বারা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হউক'—এইরূপ শরণাগতি-বুদ্ধি ও সহজ প্রীতির সহিত যাজন করা যায়, তবেই উত্তমা ভক্তির উদয় হইবে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও উক্ত শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—"সা যদি বিষ্ণৌ অর্পিতা ক্রিয়েত বিষ্ণুসুখোদ্দেশেনৈব, ন তু তৎফলস্য স্বস্মিন্ বিনিযোগে ন স্বস্যাভিলাষমূলত্বে"—তাহা (নববিধা ভক্তি) যদি বিষ্ণুতে অর্পিতা অর্থাৎ বিষ্ণুর সুখের উদ্দেশে কৃত হয়, তাহার ফল নিজে গ্রহণ না

করিয়া অর্থাৎ অন্যাভিলাষ-শূন্য হইয়া কৃত হয়, তবেই তাহা উত্তমা ভক্তি হইবে ও তদ্দ্বারা প্রেম উৎপন্ন হইবে।

ঐরূপ নবলক্ষণাত্মিকা ভগবদ্‌বিষয়িণী চেষ্টা সাক্ষাৎ ভক্তি অর্থাৎ কর্ম্মাদির অর্পণরূপা পরম্পরা সাধন-চেষ্টা ও অর্পণ নহে। শ্রীগোপালতাপনী উপনিষৎ বলিয়াছেন,—'ভক্তি' শব্দে ভজনীয় শ্রীহরির ভজন; ঐহিক ও পারলৌকিক উপাধি বিরহন-পূর্ব্বক কোনরূপ ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কেবলমাত্র সেই শ্রীভগবানেই মনোনিবেশ; ইহাই নৈষ্কর্ম্ম্য নামে অভিহিত।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলেন,—শ্রীভক্তির ঐ নয়টী অঙ্গের সমস্ত অঙ্গেরই একযোগে সাধন আবশ্যক হয় না। কারণ, ঐ নয়টী অঙ্গের যে কোন একটী অঙ্গ হইতেই অব্যভিচারি-ভাবে সাধ্যবস্তুর সিদ্ধির কথা শুনা যায়। কোন স্থলে যদিও অন্য অঙ্গের মিশ্রণ দেখা যায়, তথাপি উহা বিভিন্ন শ্রদ্ধাবান্ ও বিভিন্ন রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তির জন্যই উপদিষ্ট। অতএব সমানভাবে উক্তি নিবন্ধন 'নবলক্ষণা'-শব্দে কেবল-মাত্র নয় অঙ্গেরই যে অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। এই নবধা ভক্তি-মধ্যেই অন্যান্য অঙ্গগুলিও সন্নিবিষ্ট হওয়ায় ভক্তি যে নবলক্ষণময়ী, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। যদিও ক্রম-বিপর্য্যয়-সত্ত্বে নবধা ভক্তির মধ্যে যে কোন একটি হইতেই সিদ্ধি-লাভ ঘটে, তথাপি অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ শ্রীনাম-শ্রবণই আবশ্যক। শ্রীনাম-শ্রবণের ফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে শ্রীরূপ-বিষয়ক কথা শ্রবণের দ্বারা সুনির্ম্মল চিত্ত শ্রীরূপের উদয়-যোগ্যতা লাভ করে। সম্যগ্‌-ভাবে শ্রীরূপের উদয় হইলে শ্রীগুণসমূহের স্ফূর্ত্তি সম্যগ্‌রূপে সম্পন্ন হয়। শ্রীগুণসকলের স্ফূর্ত্তি হইলে শ্রীভগবৎ-পরিকর-গণের ও নিজের সিদ্ধ-পরিচয় প্রকাশিত হয়। অতঃপর শ্রীনাম, শ্রীরূপ, শ্রীগুণ ও শ্রীপরিকর—এই সকলের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলে শ্রীভগবল্লীলারও স্ফূর্ত্তি সম্যগ্‌ভাবে হইয়া থাকে। কীর্ত্তন ও স্মরণ সম্বন্ধেও এইরূপ ক্রম অর্থাৎ পূর্ব্বে শ্রীনাম-কীর্ত্তনের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে পরে শ্রীরূপবিষয়ক কথা কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীরূপের উদয়-যোগ্যতা লাভ হয় ইত্যাদি।

শ্রবণ মহতের শ্রীমুখ হইতেই করিতে হইবে, তবেই সিদ্ধি লাভ হয়। শ্রবণ করিতে হইলে ভগবদ্‌গুণকীর্ত্তনরত মহাপুরুষের অনুসন্ধান ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শুশ্রূষার প্রয়োজন। আধ্যক্ষিক দৃষ্টির দ্বারা বৈষ্ণব বা মহাভাগবত নিরূপণ বা পরিমাপ করা যায় না; তাঁহার অনন্য-ভজন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতি ও 'জীবে দয়া' প্রবৃত্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক সেই বৈষ্ণবের শ্রীমুখ হইতে অনর্থ-বিধ্বংসী বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ করিতে হয়। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

'বৈষ্ণবপূজকৈস্তু বৈষ্ণবানামাচারোঽপি ন বিচারণীয়ঃ" (ভঃ সঃ ৯৩০); "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" ইত্যাদেঃ যথোক্তং গারুড়ে—

বিষ্ণুভক্তি-সমাযুক্তো মিথ্যাচারোঽপ্যনাশ্রমী।
পুনাতি সকলান্ লোকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ। ইতি

তদেতদুপাদত্তমেব। (ভাঃ ৩৩৩।৭) —"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্" ইত্যাদৌ;—অত্র শ্বপচশব্দো যৌগিকার্থপুরস্কারেণৈব বর্ত্ততে। ততো দুর্জ্জাতিত্বেন দুরাচারত্বেনাপি নামমহত্ত্বাস্তুদ্ভক্তজনঃ; স্বাবমন্যুত্বে তু দুষ্টতমম্। অতএবোক্তং গারুড়ে—

কক্ষাক্ষরন্তু পুনন্ বৈ তথা ভাগবতেরিতম্।
প্রণামপূর্ব্বং তং শ্রুত্বা সো যজেদ্ বৈষ্ণবো হি সঃ॥

তদেবং ষড়ঙ্গাদিসেবা ব্যাখ্যাতা। অন্যাশ্চ শ্রবণাদিতঃ পূর্ব্বম্; (ভাঃ ৪।৯।২)—"মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে-স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।" ইত্যুক্তেঃ। তেভ্যঃ মহদ্ভ্যস্তরপি কিমপি পরমমঙ্গলায়নং লভতে; যথা (ভাঃ ১১।২৬।২৮—৩১)—

তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ।
সম্ভবন্তি হি তা নৃণাং দুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্॥
তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ।
মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি॥

বৈষ্ণবপূজকগণ বৈষ্ণবগণের আচার-সম্বন্ধেও বিচার করিবেন না। যেহেতু গীতা-শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে,—"সুদুরাচার পুরুষও অনন্যচিত্তে আমার ভজন করিলে তিনি সাধু এবং সম্যগ্‌ ব্যবসায়যুক্তরূপেই জ্ঞাত হইয়া থাকেন।"

গরুড় পুরাণেও উক্ত হইয়াছে যে,—"বিষ্ণুভক্তিযুক্ত পুরুষ মিথ্যাচার এবং অনাশ্রমী হইলেও উদিত সূর্য্যের ন্যায় সমস্ত লোক পবিত্র করিয়া থাকেন।"

"হে ভগবন্! যাঁহার জিহ্বাগ্রে আপনার নাম বর্ত্তমান রহিয়াছে, তদ্রূপ শ্বপচও গরিষ্ঠ হইয়া থাকেন।"—ইত্যাদি

বাক্যে উহা উদাহৃত হইয়াছে। এ স্থলে 'শপচ'-শব্দ ('যানং পচতি যঃ সঃ' অর্থাৎ যে কুক্কুরমাংস পাক করে—এইরূপ ব্যক্তি) যৌগিকার্থেই বর্ত্তমান। অতএব ভগবদ্ভক্ত পুরুষ গুণাতীত বা তদাচার বলিয়া প্রতিভাত হইলেও অবমাননীয় নহেন; সুতরাং তিনি যদি নিজের অবমাননা করেন, তাহা হইলেও তাঁহার অবমাননা করিবে না। অতএব গরুড় পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে,—

"তিনি ভগবদ্ভক্তকর্ত্তৃক উচ্চারিত কঠোর বচন শ্রবণ করিয়াও সহিষ্ণুতা-সহকারে প্রণাম-পূর্ব্বক তাঁহার সম্ভাষণ করেন, তিনিই বৈষ্ণব-নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।"

"মহৎসেবাই বিমুক্তির দ্বার এবং স্ত্রীসঙ্গী পুরুষের সঙ্গই তমোদ্বাররূপে উক্ত হইয়াছে।"—এই বাক্যানুসারে এই মহৎসেবা—শ্রবণাদির পূর্ব্ব-কর্ত্তব্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে। উক্ত মহাপুরুষগণ হইতে পরম মঙ্গলের কারণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যথা—

"হে মহাভাগ! উক্ত মহাভাগ-গণের মধ্যে সর্ব্বদা আমার গুণকীর্ত্তন-কথা উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ঐ সকল কথা তাঁহাদের সেবক মানবগণের পাপরাশি দূরীভূত করিয়া থাকে। যাঁহারা মদ্‌গতচিত্ত হইয়া শ্রদ্ধা ও আদর-সহকারে তাহার শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং অনুমোদন করেন, তাঁহারা অচিরে ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।"

'শ্রবণ' কাহাকে বলে? শ্রীভগবানের শ্রীনাম, তাঁহার শ্রীরূপ, তাঁহার শ্রীগুণ, তাঁহার নিজ-জন ও তাঁহার শ্রীলীলার কথা-সমূহের শব্দেন্দ্রিয়-স্পর্শই 'শ্রবণ' নামে কথিত। ক্রম-প্রাপ্ত শ্রবণের দ্বারা জীবের মঙ্গল হয়। পূর্ব্বে উহার ক্রম লিখিত হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্বে শ্রীনাম, পরে শ্রীরূপ, তৎপরে শ্রীগুণ, পরে শ্রীপার্ষদ ও পরে শ্রীলীলার শ্রবণ। লীলা দুইপ্রকার—সৃষ্টি-প্রভৃতি-রূপা, আর মুখ্যা লীলাবতার-বিনোদ-রূপা। শেষোক্ত লীলার কথাই প্রশস্ততরা। শ্রীভগবানের গুণশ্রবণের ন্যায় মহাভাগবতগণের গুণশ্রবণও পরম মঙ্গলদায়ক। শ্রীগুরুবর্গের মহিমা শ্রবণ-কীর্ত্তনে অনর্থ বিদূরিত হয়, হৃদয় রসপানী হয় ও তাঁহাদের আদর্শে চিত্ত আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়। মহতের গুণ শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে সাধুমার্গানুগমন করিবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া থাকে।—(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২৫০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) শ্রীনাম-শ্রবণের দ্বারা অন্তঃকরণ-শুদ্ধি হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ পরমশ্রেষ্ঠ ভক্তাঙ্গ। 'শ্রীমদ্ভাগবত' বলিতে শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাবিষয়ক গ্রন্থও বুঝিতে হইবে। শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদগণের গ্রন্থ-শ্রবণের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত', 'জৈবধর্ম্ম', 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' 'শরণাগতি', 'কল্যাণকল্পতরু' প্রভৃতি গ্রন্থ শ্রবণ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত শ্রবণ। অতএব শ্রবণ দ্বিবিধ—(১) মহাজন কর্ত্তৃক আবির্ভাবিত; যেমন—শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীলঘুভাগবতামৃত, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ইত্যাদি; আর (২) মহাজনের দ্বারা কীর্ত্তমান; যেমন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখ-বিগলিত বাণী বা শ্রীনারদ, শ্রীশুক, শ্রীসূত গোস্বামী প্রভৃতি মহাজনগণের শ্রীমুখ-বিগলিত হরিকথা। এই দুইপ্রকার শ্রবণ যাঁহারা সেবোন্মুখ বা শুশ্রূষু হইয়া অনুশীলন করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে পরমেশ্বর তৎক্ষণাৎ অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন।

যে ত্বদীয়-চরণাম্বুজকোষগন্ধং
জিঘ্রন্তি কর্ণবিবরৈঃ শ্রুতিবাতনীতম্।
ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং
নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসাম্॥
(ভাঃ ৩।৯।১৫)

কিন্তু হে নাথ! যাঁহারা শ্রুতিবাতনীত তবদীয় চরণপদ্ম-কোষগন্ধ কর্ণবিবরদ্বারা আঘ্রাণ করেন, তাঁহাদের পরম-ভক্তি দ্বারা আপনি গৃহীতচরণ হইয়া তাদৃশ নিজ-জনগণের হৃদয়পদ্ম হইতে অপগত হন না।

শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—শ্রীভগবানের শ্রীনামাদি-শ্রবণই প্রথমতঃ পরমশ্রেয়ঃস্বরূপ, তন্মধ্যেও মহাজনের দ্বারা আবির্ভাবিত প্রবন্ধাদির শ্রবণ অধিক মঙ্গলকর। তন্মধ্যেও মহাজনগণ ঐ-সকল প্রবন্ধ স্বয়ং কীর্ত্তন করিলে তাহা ততোঽধিক মঙ্গলপ্রদ হয়, তন্মধ্যেও শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ অধিক মঙ্গলদায়ক, তাহা যদি পুনরায় মহাজনের দ্বারা কীর্ত্তিত হন, তবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল প্রদান করে।

শ্রীনামানুরাগী মহাভাগবতের শ্রীমুখ হইতেই বারম্বার শ্রীনাম শ্রবণ করিতে হইবে এবং তাহা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিতে হইবে। যে শ্রীনাম বা যে শ্রীহরিকথা সম্প্রতি কেহ কীর্ত্তন করিতেছেন, তাহাও পূর্ব্বে শ্রীশুকদেবাদি-মহাজন

কীর্ত্তন করিয়াছেন, এইরূপ অনুসন্ধান করিয়াই তাহা কীর্ত্তন করিতে হইবে। অতএব শ্রবণ ব্যতীত কীর্ত্তনাদি বিষয়ে জ্ঞান হয় না বলিয়া শ্রবণকে পূর্ব্ব-কর্ত্তব্যরূপে জানিতে হইবে। (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২৬২ সংখ্যা)

অনর্থরোগ থাকা-কালে শ্রীনামকীর্ত্তনে রুচি হয় না। শ্রীনামে রুচি হইতেছে না বলিয়া শ্রীনামের শ্রবণ-কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিলে মঙ্গলোদয় হইবে না। এজন্য শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহার উপদেশামৃতে বলিয়াছেন,—

তাং কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাঽপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী ॥

যদিও শ্রীকৃষ্ণনাম-লীলাদিরূপ-সিতা-মিশ্রিও অবিদ্যা-পিত্তদ্বারা উপতপ্ত রসনায় রুচিকর হয় না, তথাপি আদরের সহিত প্রত্যহ তাঁহা সেবন করিলে ক্রমশঃ পিত্তরোগ নাশ করিয়া স্বাদু হইতে থাকেন।

শ্রীনামকীর্ত্তনে আদর ও যত্ন—এই দুইটী বিশেষ প্রয়োজনীয়। আদর ও যত্ন থাকিলে শ্রীনাম-প্রভুর কৃপা-লাভ হওয়া সুকঠিন নহে। আদরই সেবোন্মুখতা ; আদরহীন নামকীর্ত্তনের অভিনয় দৈহিক কসরৎ মাত্র। আদর চেতনকে স্পর্শ করে ও অচেতনকে পরিহার করে।

শ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শাস্ত্রবাক্য ও মহাজনের উপদেশ উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—যদি শ্রীভগবানে চিত্ত আসক্ত না হয়, তাহা হইলে পুরুষ নির্জ্জন মিতনিদ্র, একাকী, নির্ব্বেদযুক্ত, যথার্থদর্শী, মিতাহারী, প্রশান্ত ও নির্লজ্জ হইয়া দিবারাত্র তদ্বিষয়ে রতিজনক নাম সমূহের পাঠ করিবে। এ স্থানে নির্জ্জনত্ব, মিতনিদ্রত্ব প্রভৃতি গুণসমূহ কীর্ত্তনের অঙ্গভূতরূপে উক্ত হয় নাই, পরন্তু একমাত্র নামবিষয়ের তৎপরত্ব সম্পাদকরূপেই উক্ত হইয়াছে। ভক্তি-মাত্রই নিরপেক্ষ, সুতরাং নামকীর্ত্তনেও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষত্ব আছে। বিষ্ণুধর্ম্মের একটি উপাখ্যানে দৃষ্ট হয় যে,—এক ক্ষত্রিয়াধম সর্ব্ববিধ পাপ, অতিপাপ ও মহা পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, তাহাকে কোন ব্রাহ্মণ বিবিধ সাধন-প্রণালী উপদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু, ক্ষত্রবন্ধু সেই সকল পালনে অসমর্থ জানিয়া, ব্রাহ্মণ তাহাকে বলিলেন,—তুমি পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ না হইলে তোমাকে অন্য একটি স্বল্প অনুষ্ঠান বলিতে পারি, যদি তুমি আমার সেই উপদেশ পালন করিতে পার। ক্ষত্রবন্ধু বলিল—ব্রাহ্মণ আমার চিত্ত এরূপ চঞ্চল যে, আপনার পূর্ব্বোপদিষ্ট সমস্ত অনুষ্ঠানই আমার পক্ষে অসাধ্য। বাক্য ও শরীরের দ্বারা সম্পাদনের যোগ্য এমন কোন ও অনুষ্ঠানের উপদেশ করুন, যাহা আমার পক্ষে সাধ্য হয়। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—তুমি **উত্থান, নিদ্রা, প্রস্থান, ভাবি-গমন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যে এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রখলনাদি যে-কোনও অবস্থায় সর্ব্বদা "গোবিন্দ" এই নাম উচ্চারণ করিবে।** (শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ ২৬৩ সংখ্যা)

শ্রীনামকীর্ত্তনে নামাপরাধের বিচার অবশ্য জ্ঞাতব্য। নববিধা ভক্তি ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং শ্রীনামসংকীর্ত্তন সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ হইলেও তাহাতে অপরাধের বিচার আছে। শ্রীমন্মহা-প্রভু "নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেম-ধন।"—এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু, শ্রীশ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু প্রভৃতি শ্রীনামাচার্য্যগণ সকলেই নামাপরাধের বিচার করিয়াছেন।

শ্রীনৃসিংহপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন, যে সাধুগণ দৃঢ়চিত্তে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীবিষ্ণুর নামকীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সর্ব্বভূতের অহৈতুক বান্ধব। পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—শ্রীনামকীর্ত্তনকারী ভক্তগণকে মানবগণ যদি গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা পূজা করেন, তবে তাহাতে শ্রীভগবান যেরূপ প্রীত হইয়া থাকেন, শ্রীভগবানের নিজ-পূজাতেও তিনি সেরূপ প্রীত হন না।

অনেক শ্রদ্ধালু ব্যক্তির একত্রিতভাবে কীর্ত্তন **সংকীর্ত্তন** নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সেরূপ সংকীর্ত্তন চমৎকার-বিশেষের পোষণহেতু কীর্ত্তন অপেক্ষাও অধিক। এই নামসংকীর্ত্তন-সম্বন্ধে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর একটী যে বিশেষ প্রণালী বলিয়াছেন, তাহা পালন করিলে কৃষ্ণপ্রেমলাভে আর কোন সংশয় নাই, অর্থাৎ তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া নিরন্তর শ্রীহরিকীর্ত্তন করিতে হইবে। 'আমি শ্রীবৈষ্ণবের পদধূলি'—এইরূপ সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত অভিমানই 'তৃণাদপি সুনীচ'তা, হরিস্মরণে নানাপ্রকার বিঘ্ন-প্রতিকূল অবস্থা পরীক্ষারূপে উপস্থিত হইলেও, এমন কি, সমগ্র সেবা-বিমুখ জগতের দ্বারা নির্য্যাতিত হইলেও তরু অপেক্ষা

সহিষ্ণুতা অবলম্বন, নিজে অমানী হইয়া অপরকে মানদান-পূর্ব্বক স্থান, কাল ও পাত্রের ব্যবধানরহিত হইয়া নিরন্তর শ্রীনামসংকীর্ত্তন করিলে অতি শীঘ্রই শ্রীনাম-প্রভুর কৃপা-কটাক্ষে পতিত হওয়া যায়। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি কলিযুগে স্বভাবতই অতিদীন ভাবাপন্ন মানবগণের মধ্যে আবির্ভূতা হইয়া তাহাদিগকে অনায়াসে অন্যান্য যুগ-সভ্য মহাসাধন-সমূহের যাবতীয় ফলই প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিয়া থাকেন।

বিষ্ণুধর্ম্মে কথিত হইয়াছে যে, "কলিযুগে যাহার চিত্তে কীর্ত্তনমুখে শ্রীহরি বিরাজমান, তাহার পক্ষে ঐ যুগ সত্য-যুগস্বরূপ এবং সত্যযুগে যাহার চিত্তে শ্রীহরি বিরাজমান নহেন, তাহার পক্ষে ঐ যুগ কলিযুগস্বরূপ হইয়া থাকে।" বিষ্ণুর স্মরণ সর্ব্বপাপ-বিনাশন, কিন্তু উহা বহু প্রয়াসে সাধিত হয়। আর কীর্ত্তন নামের দ্বারা কীর্ত্তন হইয়া থাকে। উহা উক্ত স্মরণ হইতেও শ্রেষ্ঠ।

কলিকালে শ্রীহরিনামকীর্ত্তনের অধিক মাহাত্ম্যের কথা শ্রুত হয়। বস্তুতঃ সর্ব্বযুগেই শ্রীহরিকীর্ত্তনের সমানই সামর্থ্য জানিতে হইবে। তবে কলিযুগে শ্রীভগবান্ কৃপা-পূর্ব্বক জীবকে শ্রীহরিকীর্ত্তন গ্রহণ করাইয়া থাকেন বলিয়াই কলি-যুগে তাঁহার প্রশংসা শ্রুত হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত। অতএব যদি কলিযুগে অন্য ভক্তির অনুষ্ঠানও করিতে হয়, তাহা হইলেও কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সংযোগেই তাহা করিতে হইবে। সুবুদ্ধি-ব্যক্তিগণ কলিযুগে সংকীর্ত্তনরূপ যজ্ঞের দ্বারা শ্রীভগবানের যজন করিয়া থাকেন।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু বলেন,—"তত্রাপিন্ কীর্ত্তনে নিজদৈন্যনিজাভীষ্ট-বিজ্ঞপ্তি-স্তবপাঠাবপ্যন্তর্ভবিতৌ" (শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ ২৭৫ সংখ্যা) অর্থাৎ **নিজ-দৈন্য ও নিজাভীষ্ট বিজ্ঞাপন এবং স্তবপাঠ এই কীর্ত্তনেরই অন্তর্ভুক্ত** করিতে হইবে।

শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে আরও বলিয়াছেন,—"উত্তমঃশ্লোকস্য যশোঽনুগীতে ইতি তু যৎ তৎ তদীয় লীলাময়ানুগানমেব সত্যমিত্যাদি কথং সত্যত্বং মঙ্গলত্বঞ্চ? তত্রাহ—ভগবদ্গুণানামনুঘনো গায়কহৃদি স্ফূর্ত্তিমাৎ তৎ তদীয় রতিপ্রদমিত্যর্থঃ। স্কান্দে—

যত্র যত্র মহীপাল বৈষ্ণবী বর্ত্ততে কথা।
তত্র তত্র হরির্যাতি গৌরিব সুতবৎসলা॥

বিষ্ণুধর্ম্মে যথা চ ভগবদ্বাক্যে—

মৎকথা বাচকং নিত্যং মৎকথা শ্রবণেরতম্।
মৎকথাপ্রীতিমনসং নাহং ত্যক্ষ্যামি তং নরম্॥ ইতি।

অত্র "চানুগীতে" ইত্যনেন **সুকণ্ঠতা চেদ্ গানমেব কর্ত্তব্যম্**। উক্ত প্রশস্তমিত্যায়াতম্—• • গানশক্য-ভাবে যথাকথঞ্চিৎকৃতস্য শ্রাদ্ধো বা শৃণোতি তথাসক্তভাবে তদনুমোদতেঽপীত্যর্থঃ।

অর্থাৎ উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের যে যশঃ অনুরূপ গীত হইয়া থাকে, তাহাই অর্থাৎ তদীয় লীলাময় অনুকীর্ত্তনই সত্য, মঙ্গল ও পুণ্যস্বরূপ। শ্রীভগবানের গীতি গান কেন সত্য ও মঙ্গলময়? যেহেতু গীত গায়কের হৃদয়ে ভগবানের গুণের স্ফূর্ত্তি করাইয়া থাকে ও তাঁহাতে রতি প্রদান করে। স্কন্দপুরাণ বলেন,—"হে রাজন্, সন্তানবৎসলা গাভী যেরূপ সন্তানের নিকট গমন করে, সেইরূপ যে-যে-স্থানে হরিকথা প্রবর্ত্তিত হয়, ভগবানও তত্তৎস্থানে গমন করিয়া থাকেন।

বিষ্ণুধর্ম্ম ও স্কন্দপুরাণের ভগবদ্বাক্যও ইহাই বলেন,—"যিনি সর্ব্বদা আমার কথা কীর্ত্তন করিবেন, আমার কথা শ্রবণে আসক্ত হইবেন ও আমার কথায় সন্তুষ্টচিত্ত হইবেন, আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিব না। এস্থানে 'অনুক্ষণ গীত' এই বাক্যের দ্বারা **সুকণ্ঠ-সত্ত্বে গানই কর্ত্তব্য**। তাহাই প্রশস্ত বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে। • • গানের শক্তি না থাকিলে নিজাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গায়ক পাওয়া গেলে যদি কেহ তাঁহার কীর্ত্তন শ্রবণ করেন এবং তাহাতে আসক্তি না থাকিলেও যদি উহার অনুমোদনও করেন, তাহা হইলেও ভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

সঙ্গীত-কীর্ত্তন—'ভজন'। এখনও গুরু-প্রদেশাদি স্থানে 'ভজন' বলিতে একমাত্র ভগবৎ সঙ্গীতকেই বুঝায়। জগতে যে সঙ্গীতাদি দৃষ্ট হয়, তাহা ভগবৎসঙ্গীতেরই বিকারস্বরূপ মায়া-সঙ্গীত। জগতের সঙ্গীত বহির্ম্মুখ জীব বা শ্রোতার ইন্দ্রিয়-তর্পণ বা লোকরঞ্জনের জন্য উদ্দিষ্ট। শ্রোতার ও গায়কের হৃদয় তর্পণ অর্থাৎ কর্ণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি-লাভই জড়জগতের সঙ্গীতের প্রাপ্য ফল। বস্তুতঃ শ্রীভগবান ও তাঁহার শুদ্ধভক্তবৃন্দের তোষণই ভগবৎ-সঙ্গীতের একমাত্র অবিমিশ্র উদ্দেশ্য বলিয়া তাহা 'ভজন' নামে অভিহিত। ভগবদ্বিষয়ক সঙ্গীতও মহাজনানুমোদিত

হইলেই মঙ্গলপ্রদ। "গৌরবিহিত কীর্ত্তন" অর্থাৎ যে কীর্ত্তন শ্রীগৌরসুন্দরানুমোদিত শুদ্ধভক্তিপর; ভক্তিসিদ্ধান্ত-পর বলিয়া মহাজনগণ ইহার অনুমোদন করিয়াছেন। যাহা শুদ্ধভক্তগণের রচিত ও গীত, তাহাই গান করিতে হইবে। যে-কোনও ছড়া গান, সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ, রসাভাসদুষ্ট, কিংবা গ্রাম্য বা প্রাকৃত কবির রচিত গান শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারা মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অধিকতর অমঙ্গলই হইয়া থাকে।

বাল্যিকমুখে যে-সকল কলের গান, রেডিওর গান অথবা রঙ্গমঞ্চে বারবনিতার মুখে, ভাড়াটিয়া কীর্ত্তনীয়ার মুখে, আচরণহীন ব্যক্তিগণের মুখে, অবৈষ্ণবের মুখে, অনধিকারীর মুখে যে নানাপ্রকার সঙ্গীত শ্রুত ও কীর্ত্তিত হয়, তাহা ভজন নহে। ঐ সকল সঙ্গীতের মধ্যে ভগবদ্বাচক শব্দ কিংবা অনেক নৈতিক সিদ্ধান্ত থাকিলেও তাহা শুদ্ধভক্তগণ কখনও শ্রবণ করেন না। যিনি নিশ্চল চেতন, যিনি শুদ্ধভজন-পরায়ণ, আচারপরায়ণ, যিনি মহাজনের পদাঙ্কানুসরণকারী, যিনি অকপট শরণাগত, যিনি শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসুখৈকা-নুসন্ধিৎসু,সেরূপ সুনিশ্চল বৈষ্ণবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত মহাজনানু-মোদিত গীত শ্রবণই মঙ্গলপ্রদ। তাহাই শ্রীরূপানুগবর।

সঙ্গীতের সুরের দ্বারা সঙ্গীত নির্ব্বাচন করিলে আত্ম-মঙ্গল লাভ হয় না। সঙ্গীত-নির্ব্বাচনে অধিকার বিচার কর্ত্তব্য। শরণাগতি, বিজ্ঞপ্তি ও প্রার্থনামূলক সঙ্গীতই সর্ব্বসাধারণের শ্রবণ ও গান করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ শ্রীপঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীনামসংকীর্ত্তন সর্ব্বসাধারণের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক।

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভজন-কীর্ত্তন-সম্বন্ধে আমাদিগকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন,—

"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (ম ১০।১১৩) আমরা নিম্নলিখিত পদটী দেখিতে পাই—

ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ আর রসাভাস।
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস॥

এই পদটীতে অনেক সারগর্ভ উপদেশ আছে। আজ-কাল অনেকগুলি কীর্ত্তন-সম্প্রদায় হইয়াছে। ইঁহারা আপনা-দের সঙ্গীতকে মনোহরসাহী সঙ্গীত বলিয়া উল্লেখ করেন। ইঁহাদের গানের প্রথা এই যে, প্রথমে আসরে বসিয়া খোল বাজান, পরে সুর সাধিয়া লন। সুর সাধন হইলে একটী গৌরচন্দ্র-সম্বন্ধীয় গীত হয়। গৌরচন্দ্রের যে রসের গীত হয়, সেই রসের কৃষ্ণলীলার একটী পালা গান হয়। যে সময়ে গৌরচন্দ্রের গীত হয়, তখন গায়ক, বাদক ও শ্রোতৃগণ দণ্ডায়মান থাকেন। গৌর-গীত সমাপ্ত হইলে সকলে বসিয়া কৃষ্ণ-গীত গান করেন ও শ্রবণ করেন। পালাগুলি পূর্ব্ব-মহাজন-কৃত গীতে পরিপূর্ণ। যে গৃহস্থ ঐ গানের অনুষ্ঠান করেন, তিনি মালা-চন্দনের ব্যবস্থা করিয়া প্রথমে মালা মৃদঙ্গের উপর দিয়া গায়ক, বাদক ও শ্রোতৃবর্গকে মালা প্রদান করেন।

যদিও এই সঙ্গীতের নাম সাধারণে মনোহরসাহী হইয়াছে, তথাপি অনুসন্ধান করিয়া জানা যায়, সকল গানই মনোহর-সাহী নয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর তত্ত্বাবধানে এইরূপ কীর্ত্তন গানের বীজ পত্তন হয়। কিন্তু সে সময় গানের এরূপ পারিপাট্য হয় নাই। শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর সময় গানের পারিপাট্য হয়। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীনরোত্তম দাস ও শ্রীশ্যামানন্দ—এই তিন মহাত্মা কিছুদিন শ্রীজীব গোস্বামীর শিক্ষা-বিস্তরূপে অবস্থিতি করেন। শ্রীজীব গোস্বামীর অনুমোদনে ইঁহারা কীর্ত্তন-পদ্ধতির ব্যবস্থা করিলেন। তিন জনেই সঙ্গীত-শাস্ত্রে মহা-মহোপাধ্যায় ছিলেন। মিথিলার কালোয়াতি বিদ্যায় তিন জনেই পারদর্শী; তিন জনেই পরস্পর এক প্রাণ,একাশয় ও হৃদয়-বন্ধু। কিন্তু উক্ত তিন মহাত্মা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোক। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য কাটোয়া প্রদেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদেশটী মনোহরসাহী পরগণার অন্তর্গত। এতন্নি-বন্ধন তাঁহার প্রবর্ত্তিত গান-পদ্ধতির নাম—'মনোহরসাহী' গান। শ্রীনরোত্তমদাস রাজসাহী জেলার পরাণহাটী বা পদ্মের হাট পরগণার অন্তর্গত খেতুরী গ্রামের অধিবাসী। এতন্নিবন্ধন তাঁহার প্রবর্ত্তিত গান-পদ্ধতির নাম—'পরাণহাটী' গান। শ্রীশ্যামানন্দ মেদিনীপুর জেলার লোক। তাঁহার প্রবর্ত্তিত গীত-পদ্ধতিকে 'রেণেটী' গান বলা যায়। শ্রীজীব-গোস্বামী গানাচার্য্যদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য শ্রীনিবাস আচার্য্যকে 'প্রভু' পদ, শ্রীনরোত্তমদাসকে 'ঠাকুর' পদ ও শ্রীশ্যামানন্দকে 'প্রভু' পদ দিয়াছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী পরম উদার-স্বভাব ও গুণগ্রাহী। আচার্য্য-প্রভু ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে প্রভু-পদ দেওয়ার কোন আপত্তি ছিল না। শ্রীনরোত্তম দাস কায়স্থকুলোদ্ভব এবং শ্রীশ্যামানন্দ সদ্গোপ-

কুলোদ্ভব। ইঁহাদের ভক্তি ও মাহাত্ম্য বিচার করিয়া ঠাকুর ও প্রভু-পদ দেওয়া বৈষ্ণবাচার্য্যের উচিত কার্য্য হইয়াছিল।

শ্রীজীব গোস্বামীর অনুমোদনে উৎসাহিত হইয়া শ্রীভাচার্য্যগণ আপন আপন প্রদেশে গমন করিলেন। ঐ তিন মহাত্মা গৌড়ভূমির অলঙ্কার। তাঁহারা গোস্বামিদিগের ন্যায় সংস্কৃত বিদ্যায় অধিক পণ্ডিত ছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। কেন না, তাঁহাদের বিরচিত কোন সংস্কৃত গ্রন্থ দেখা যায় না। তাঁহারা ব্রজরস-ভজনে পরিপক্ক, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে পারঙ্গত ও ও গান-বিদ্যায় বিশারদ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর বৈষ্ণব-জগতে একটু উপপ্লব হইয়াছিল। প্রভু-বংশে উপযুক্ত পাত্র না থাকায় এবং নানা মতবাদ প্রবেশ করায় গৌড়ভূমি আচার্য্য-শাসন-রহিত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রভু বীরচন্দ্রের স্বতন্ত্র স্বভাব-বশতঃ সমস্ত গৌড়ভূমিকে তিনি আয়ত্তাধীনে আনিতে পারেন নাই। শ্রীল অদ্বৈত-সন্তানের মধ্যে তখন বড় গোলযোগ। মহাপ্রভুর পার্ষদ-মহাজনগণ ক্রমে ক্রমে অপ্রকট হইতে লাগিলেন। এই সুযোগে বাউল, সহজিয়া, দরবেশ, সাঁই প্রভৃতি কুপন্থাঃ প্রচারকগণ স্থানে স্থানে আপন আপন প্রথা প্রচার করিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-নামে সাধারণের বিশেষ বিশ্বাস। স্বীয় স্বীয় কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্য তাঁহাদের দোহাই দিয়া উহারা দুর্ভাগা জীব-দিগকে কুপন্থা শিখাইতে লাগিল। শ্রীজীব গোস্বামী তখন একমাত্র বৈষ্ণবাচার্য্য। তিনি ব্রজবাসী থাকায় গৌড়মণ্ডলের শোচনীয় অবস্থা-শ্রবণে দুঃখিত হইয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে গৌড়ভূমির ধর্মসংস্কারক আচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রভু-পরিকরকৃত সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ-সকল গৌড়ভূমিতে প্রেরণ করিলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছায় ঐ সমস্ত গ্রন্থ পথ-মধ্যে অপহৃত হইল। প্রেরিত প্রচারকগণ নিরুদ্যম হইয়া নিজ-নিজ ভজন-বলে আপন আপন গীত-পদ্ধতি অবলম্বন-পূর্ব্বক শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে গানের পদ্ধতিসমূহ স্ব-স্ব প্রদেশে প্রবলরূপে প্রচারিত হইল। আচার্য্যত্রয় মধ্যে মধ্যে খেতরি, বিষ্ণুপুর, নবগ্রাম, গোপীবল্লভপুর প্রভৃতি স্থানে দেব-প্রতিষ্ঠাদি-কার্য্য-উপলক্ষে একত্রিত হইয়া পরস্পর বিচার ও যুক্তি করিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের প্রযত্নে শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মের পুনরুত্থান হইল, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচার হইতে লাগিল। উক্ত তিন জন প্রচারক গৌড়ভূমির প্রধান অলঙ্কার ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

কলিকাল এরূপ ভয়ানক যে, সৎকার্য্যের বহুদিন স্থিতি করিতে দেয় না। উক্ত আচার্য্যত্রয় ও তাঁহাদের অনুচর শ্রীগোবিন্দদাসাদি মহাজনগণের অদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে পরম-ধর্ম্ম পুনরায় বিলুপ্ত হইতে লাগিল। গৌড়ভূমিতে শুদ্ধভক্তির বিচার উঠিয়া যাইতে লাগিল। বৈষ্ণবই হউন, শাক্তই হউন, বা কর্ম্মকাণ্ডীই হউন, আচার্য্য-বংশীয়গণ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ন্যায্য প্রচারক বলিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। কাযে কাযেই শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত ও তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্ম ক্রমে-ক্রমে সুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়িল। এদিকে এইরূপ আচার্য্য-বিপ্লব, আবার বাউল, সহজিয়া প্রভৃতির উপদ্রবও ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্মের দুর্দ্দশা এই সব কারণে আজ পর্য্যন্ত প্রভীয়মান।

সংসারে এবম্ভূত অবস্থায় বৈষ্ণব-বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র লক্ষিত হইতেছে। কেহ কেহ মায়াবাদকেই বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিতেছেন, কেহ কেহ শুদ্ধধর্ম্মের একটু অঙ্গ লইয়া তাহাতে মায়াবাদ ও কর্ম্মবাদ মিশাইয়া এক প্রকার বিকৃত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। যাঁহারা নিরীহ, তাঁহারা "অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥"—এই ন্যায় অনুসারে কনিষ্ঠ বৈষ্ণবরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। বুদ্ধিমান্ শুদ্ধবৈষ্ণবের নিতান্ত অভাব। শিক্ষকের অভাব হইলে জীবের যে গতি হয়, তাহাই আজকাল গৌড়মণ্ডলের অবস্থা। অন্যান্য বিষয়ে যে সকল দুরবস্থা হইয়াছে, তাহার আলোচনার অবসর এস্থলে নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত আচার্য্যত্রয়ের প্রবর্ত্তিত সঙ্গীত-ব্যাপারে বর্ত্তমানে যে-সকল উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

গরাণহাটী কীর্ত্তন আজকাল প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। প্রকৃত মনোহরসাহী কীর্ত্তন কেহ কেহ জানেন। প্রকৃত মনোহরসাহী কীর্ত্তনে নূতন অক্ষর দেওয়া পদ্ধতি নাই। মহাজনগণ যে অক্ষর গানে সংযুক্ত করিয়াছেন, তাহাই মাত্র গীত হয়। মনোহরসাহী গীতের অপূর্ব্ব ধারা। দুই চারি-বার সুর ফেরাইয়া পদটী গান করিতে করিতে শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে ভাব সঞ্চার হয়। মহাজনের বাক্যে রসাভাস ও বৈষ্ণববিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত নাই। অরসজ্ঞ ব্যক্তি বা-নায়ক অক্ষর

সংযুক্ত করিলে কাজে কাজেই রসাভাস ও সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথা হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত অতিশয় গম্ভীর। শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম যাঁহারা অধিক দিন সাধুসঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অবশ্যই সিদ্ধান্ত হইবে—বৈষ্ণবরসও পরম গম্ভীর। অধ্যাপকদিগের জড়ালঙ্কারের রস ও চিন্ময় বৈষ্ণবালঙ্কারের রস—ইহারা স্বভাবতঃ পৃথক্। ব্যবসায়ী গায়কগণ প্রকৃত সাধুসঙ্গ করেন নাই, বৈষ্ণবসিদ্ধান্তও ভালরূপ জানেন না। অতএব তাঁহাদের অক্ষরগুলি বৈষ্ণব-কর্ণে বজ্রাঘাতের ন্যায় পড়িয়া থাকে। • • • তাহাদের গানে রাগরাগিণী রং ঢং যথেষ্ট আছে, কিন্তু বৈষ্ণবের শ্রোতব্য অধিক দেখা যায় না। তাহারা সমাগত স্ত্রীলোক ও মূর্খলোকদিগকে রঞ্জন করিবার মানসে গানে এতদূর অক্ষর দেয় যে, মহাজনের পদটী কোথায় থাকে, তাহা জানা যায় না। মূর্খলোক যাহারা দেয়, অর্থ দেয়, তাহাতেই তাহারা অহঙ্কার-পরিপূর্ণ। আবার, রসের কালাকাল বিচার নাই। বৈষ্ণবতত্ত্বে নিশান্ত-লীলা সর্ব্বপ্রথমে হওয়া উচিত। এই অসাধু-রঞ্জকগণ নিশান্ত-লীলা অবশেষে গায়। ইহা বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ। আর একটি কথা ইহার মধ্যে ভয়ানক আছে। শ্রীরাধা-গোবিন্দের শৃঙ্গাররসলীলা শ্রবণ ও শ্রবণ—উভয়ই প্রধান উপাসনা ও নিত্য-ভজন। এই ভজন-লীলা সর্ব্বসাধারণের নিকটে গান করা অনুচিত ও অপরাধ। "আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা-তথা"—এই আচার্য্য-বাক্য বিশ্বাস করিলে অর্থ-ব্যবসায়ী গায়কদিগের মুখে রসগান শ্রবণ করা অপরাধ হইয়া উঠে। বিগত গানোৎসবে গৌরভূমির কোন মহাত্মা বৈষ্ণব শ্রীকুলিয়া নবদ্বীপে গান শুনিতে গিয়াছিলেন। তথায় সর্ব্ব-প্রকার অধিকারীর নিকট সম্ভোগরসের গান হইতেছিল। শ্রবণে তিনি ভীত হইয়া চলিয়া গেলেন। গায়ক ও শ্রোতাদিগের এরূপ অপরাধ-ক্রিয়া আজকাল নিরঙ্কুশ হইয়া পড়িয়াছে। জগতে অধিকাংশ মনুষ্য বিকৃত। তাহারা রং ভালবাসে, প্রকৃত ভজনের নাম লইয়া যথেচ্ছাচার করিয়া থাকে। যে-পর্য্যন্ত এই কুপথা সুসিদ্ধ না হইবে, সে-পর্য্যন্ত শৃঙ্গার-রসের সাম্রাজ্য থাকিবে না। হে ভক্তবৃন্দ! স্বার্থপর গায়ক ও জড়ানন্দপর শ্রোতাদিগের সভায় আপনারা রসগান শ্রবণ করিবেন না। শ্রাদ্ধ-সভা ত' দূরে যাউক, বৈষ্ণবদিগের আখড়ায় এ পদ্ধতি যাহাতে না থাকে, তাহার যত্ন করুন। সর্ব্বপ্রকার অধিকারী যেখানে উপস্থিত, সেখানে নাম ও প্রার্থনা এবং দাস্যরসের গান হওয়া উচিত। যেখানে অভিন্ন শুদ্ধ রসিক বৈষ্ণবমাত্র উপস্থিত, সেখানে রস-গান শ্রবণ করুন এবং রসগান শ্রবণ-সময়ে নিজ নিজ স্বরূপোচিত ভজনভাব অনুভব করুন। ইহাতে গান-পদ্ধতি যদি উঠিয়া যায় যাউক, তাহাতেও বৈষ্ণবদিগের মঙ্গল হইবে। অর্থ-লোভে ও ইন্দ্রিয়-সুখের প্রত্যাশায় যেখানে-সেখানে রস-গানের প্রথা থাকিতে দেওয়া নিতান্ত কলির কার্য্য।"

(সজ্জনতোষণী ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ-জয়তঃ

শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট,
চাকদহ

বিপুলসম্মানপুরঃসরনিবেদন—

আগামী ১১ই পৌষ ২৬শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব-তিথি। এতদুপলক্ষে গৌড়ীয়মিশনের পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে চাকদহে (নবদ্বীপ) শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট-বাটীতে ১১ই ও ১২ই পৌষ বৃহস্পতি ও শুক্রবার দুই দিবস শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদের শ্রীনাম-রূপ-গুণ-চরিতাদির সংকীর্ত্তনানুশীলন হইবে। গৌড়ীয়মিশনের পরিচালক-সমিতির অনুগ শুদ্ধ শ্রীবৈষ্ণববৃন্দ শ্রীনাম-গোকুল-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিবেন। সভক্ত সজ্জনবৃন্দ সাধুমুখবিগলিত শ্রীহরিকথামৃত পান করিয়া কৃতার্থ হউন, ইহাই সবিনয় সকাতর প্রার্থনা।

৩রা পৌষ, ১৩৪৭

শ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
সম্পাদক, গভর্ণিংবডি, গৌড়ীয়মিশন

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর দান

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৩শ সংখ্যার পর)

[নারায়ণগঞ্জ বার-লাইব্রেরীতে শ্রীল ভীর্থগোস্বামী মহারাজের বক্তৃতা ;
২০শে অক্টোবর, ১৯৪০, রবিবার অপরাহ্ণ]

আমাদের জিজ্ঞাস্য হইতে পারে,— যে হরিনামের কথা মহাপ্রভু প্রচার করিলেন, তাহার স্বরূপ কি এবং তাহার গুণ বা বৈশিষ্ট্যই বা কি? শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন— "কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার। নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥" শ্রীনাম শ্রীকৃষ্ণেরই অবতার। নাম ও নামীতে ভেদ নাই। পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমন্মহাপ্রভু। সেই শ্রীকৃষ্ণ নামরূপে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ। তিনি নামী কৃষ্ণ। নামীই নামকে দিতে পারেন। আবার নামই নামীর নিকট পৌঁছাইয়া দেন। এইজন্য নাম নামী অপেক্ষা অধিক বদান্য। এই জগতে শব্দ ও শব্দীতে ভেদ আছে অর্থাৎ নাম যাহা, নামী তাহা নহে, বা নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই নামীর সঙ্গ লাভ হয় না। যেমন পিপাসু ব্যক্তি 'জল' 'জল' বলিয়া উচ্চারণ করিলে তাহার পিপাসার নিবারণ হয় না। জল বা অগ্নি শব্দ কিন্তু বাস্তব জল বা অগ্নি নহে। যদি বাস্তব হইত, তাহা হইলে জল বলিলে আমার তৃষ্ণা দূর হইত এবং অগ্নি বলিলেই আমি দগ্ধ হইয়া যাইতাম। এ জগতের 'মা' শব্দটি মাতার রূপ হইতে পৃথক্। জড়াকাশের শব্দ ও শব্দী এক নহে। চিন্ময় ধামের চিন্ময় আকাশ অর্থাৎ পরব্যোমের এই অচিন্ত্য গুণ যে, শব্দ এবং শব্দের দ্বারা লক্ষিতব্য বস্তু উভয়ই অভিন্ন ; তাই মহাজন বলিয়াছেন,—

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন বলিতে শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনই বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরাম, শ্রীমধুসূদন প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত নাম। মুখ্য ও গৌণভেদে শ্রীনাম দুই প্রকার। শ্রীকৃষ্ণনামের স্বরূপ শাস্ত্রে এরূপ বলিয়াছেন,—

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণশুদ্ধোনিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

শ্রীহরিনাম চিন্তামণিস্বরূপ, অর্থাৎ তিনি প্রার্থনাকারীর অভিলাষ অনুসারে বস্তু প্রদান করেন। তিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। তিনি চেতন, রসময়বিগ্রহ। তিনি পূর্ণ, তিনি শুদ্ধ, তিনি নিত্য।

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্র-মর্ম্ম॥

শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে হইলে কীর্ত্তনকারীকে কিরূপ আচরণ করিতে হইবে, জগদ্‌গুরুরূপে স্বয়ং মহাপ্রভু তাহা শিক্ষা দিয়াছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

অর্থাৎ তৃণ হইতেও অতিশয় নীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু এবং অমানী মানদ হইয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করিতে হইবে। ধূলি তৃণ হইতেও নীচ ; সুতরাং আমাদিগকে ধূলি হইতে হইবে? কাহার ধূলি হইব? আমাদিগকে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মের ধূলি হইতে হইবে। উহা প্রাকৃত ধূলিকণাদৃশ নহে—উহা অপ্রাকৃত চিন্ময় রজঃ। শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগের নিত্য-স্বরূপ-সম্বন্ধে যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের ধূলিরূপে স্বরূপসিদ্ধির কথা বলিয়াছেন। তিনি শিক্ষাষ্টকে জানাইলেন,—

অয়ি নন্দতনুজ! কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত-ধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥

হে নন্দনন্দন! বিষম সংসারসমুদ্রে নিপতিত আমি আপনার পতিত কিঙ্কর। আপনি কৃপা-পূর্ব্বক আমাকে আপনার পাদপদ্মধূলি-স্বরূপ মনে করুন। শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদের শুদ্ধস্বরূপ ও নিত্যসম্বন্ধজ্ঞানের কথা জানাইয়া এই শিক্ষা দিয়াছেন,—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো।
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় রাজা নহি, বৈশ্য বা শূদ্র নহি, অথবা ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বানপ্রস্থ নহি, সন্ন্যাসীও

নহি ; কিন্তু উন্মীলিত (অর্থাৎ নিত্য স্বতঃপ্রকাশমান) নিখিল পরমানন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্রস্বরূপ 'শ্রীকৃষ্ণের পরমাণুদাস' বলিয়া পরিচয় দিই।

আমি স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণদাস—শ্রীগুরুদাস—শ্রীবৈষ্ণব-দাসানুদাস। আমি আত্মা—চেতন, শুদ্ধ, সনাতন, জীব। আমি দেহ নই, মন নই ; আমি হিন্দু নহি, মুসলমান নহি, পুরুষ, স্ত্রী, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষলতা প্রভৃতি কিছুই নহি ; প্রকৃতিজাত জন্মমরণশীল কোন প্রাকৃত বস্তু নহি। আমি স্বরূপতঃ বিশুদ্ধচৈতন্য সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস। জীবের বাহ্য আকার সকল প্রকৃতিজাত অর্থাৎ প্রাকৃত ; কিন্তু প্রত্যেক দেহে অবস্থিত চেতন বস্তুটি অপ্রাকৃত, তাহা এ জগতের বস্তু নয়। আমাদের চেতন চলিয়া গেলে মৃতদেহটি পড়িয়া থাকে। চেতন চলিয়া গেলে কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কোন প্রাণী কোন কার্য্যই করিতে পারে না। এক সেকেণ্ড পূর্ব্বে যে দর্শন, শ্রবণ, ইন্দ্রিয়চালনা প্রভৃতি করিত, চেতন চলিয়া গেলে আর সে কিছুই করিতে পারে না। সকল জীব ভগবানের তটস্থা বা জীবশক্তি হইতে বিনির্গত। জীব যে জড়শক্তি-জাত নহে, জীবশক্তি হইতে যে জীবের উৎপত্তি, তৎসম্বন্ধে শ্রীগীতায় শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-বাক্য—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

সূক্ষ্ম দেহ যে মন, তাহার স্ত্রী, পুরুষ, হিন্দু, মুসলমান ইত্যাদি জড়-অভিমান। চেতন-বস্তু মাত্রেরই তিনটি কার্য্য আছে—Thinking (চিন্তন), feeling (অনুভব) and willing (ও সঙ্কল্প)। আমি বা আমরা যেরূপ গৃহে অবস্থিত গৃহস্থ, কিন্তু গৃহটাই আমি বা আমরা নহি, সেইরূপ দেহ মন আমাদের, কিন্তু আমরা দেহ মন নহি।

ভগবদ্‌বিস্মৃত জীবের দুইটি অবস্থা। প্রথমতঃ তাহার স্বরূপ মায়ার দ্বারা আবৃত হয় অর্থাৎ জীব যে নিত্য কৃষ্ণদাস, তাহা ভুলিয়া নিজকে রাজা-প্রজা, সুখী-দুঃখী, স্ত্রী-পুরুষ, পশু-পক্ষী, হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদি ভ্রম করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ মায়া কর্ত্তৃক জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম বিক্ষিপ্ত হয়। অর্থাৎ জীব নিজের নিত্য কর্ত্তব্য যে একমাত্র অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণসেবা, তাহা বিস্মৃত হইয়া বহু অক্ষজ তথা-কথিত বস্তু-ভোগের মহমানন করে। মায়ার বিচিত্র গুণের দ্বারা তাড়িত হইয়া অকর্ত্তব্যকে কর্ত্তব্য এবং কর্ত্তব্যকে অকর্ত্তব্য মনে করাই তাহার ধর্ম্ম হইয়া পড়ে ; সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্য বলিয়া তাহার বিবর্ত্ত উপস্থিত হয়। তখন প্রাকৃত অহঙ্কার-বশে সে নিজকে কর্ত্তা, ভোক্তা, দ্রষ্টা প্রভৃতি মনে করে।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারা কর্ম্ম-সকল সম্পাদিত হয় ; কিন্তু অহঙ্কারে বিমোহিত-চিত্ত ব্যক্তি 'আমি ঐ সকল কর্ম্মের কর্ত্তা' —এইরূপ মনে করিয়া থাকে।

বদ্ধজীব ত্রিগুণ-চালিত হইয়া নিজে কর্ত্তা অভিমান করে ; কখনও সত্ত্বগুণে 'ব্রাহ্মণ', সত্ত্বরজোগুণে 'ক্ষত্রিয়', রজস্তমোগুণে 'বৈশ্য' ও তমোগুণে 'শূদ্র' বলিয়া পরিচয় দেয়। তমোগুণে অত্যন্ত আচ্ছন্ন হইলে জীব মনুষ্যত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া ক্রমশঃসঙ্কুচিত-চেতন পশু-পক্ষী এবং আচ্ছাদিত-চেতন বৃক্ষ-প্রস্তরাদিতে পরিণত হয়।

শাস্ত্রকারগণ চেতনের পঞ্চপ্রকার ক্রম-বিকাশের কথা বলিয়াছেন,—আচ্ছাদিত চেতন, সঙ্কুচিত চেতন, মুকুলিত চেতন, বিকচিত চেতন ও পূর্ণ-বিকচিত চেতন। আচ্ছাদিত চেতন জীবসকল বৃক্ষ-প্রস্তরাদিরূপে জন্মগ্রহণ করে ; সঙ্কুচিত চেতন জীবসকল পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি যোনি লাভ করে। মনুষ্য হইতে মুকুলিত চেতন জীবের পরিচয়। মুকুলিত-চেতন-মনুষ্য তিন প্রকার— (১) নিরীশ্বর নীতি-হীন, (২) নিরীশ্বর নৈতিক, (৩) কল্পিত ঈশ্বর নৈতিক। কল্পিত ঈশ্বর নৈতিক মানবগণ পুণ্যকর্ম্মী ও বহুঈশ্বরবাদী। বিকচিত-চেতন-জীব ঈশ্বর-নৈতিক-মানব। তিনি শাস্ত্রকে বিশ্বাস করেন এবং পরমেশ্বরের ব্যক্তিত্ব স্বীকার করেন। তিনি জানেন, ঈশ্বর নিত্যকাল আছেন, তিনি সচ্চিদানন্দ বস্তু, জীবমাত্রেই তাঁহার নিত্যদাস। Theism begins here. আস্তিকতা এই বিকচিত চেতনের বৃত্তি হইতে আরম্ভ হয়। সাধক-ভক্তই বিকচিত চেতন। ভাবভক্ত ও প্রেমিক ভক্তই পূর্ণ-বিকচিত-চেতন। পূর্ণ-বিকচিত-চেতন মহা-ভাগবত নিজের আত্মায় পরমেশ্বরকে দেখেন এবং পরমেশ্বরে নিজকে ও সমুদয় জীবকে দর্শন করেন। তিনি জগদ্দর্শন,

প্রকৃতি বা বাহ্য আকার দর্শন করেন না। প্রকৃতির বস্তুগুলিতে মহাভাগবতের দর্শন এইরূপ,—

স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি॥
সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

যিনি ভাগবতোত্তম, তিনি সর্ব্বভূতে আমার আত্মরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দেখেন এবং আত্মার আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত ভূতকে দেখিতে পান।

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও অভিনয় করিয়াছিলেন—

বন দেখি ভ্রম হয় এই 'বৃন্দাবন'।
শৈল দেখি মনে হয় এই 'গোবর্দ্ধন'॥
যাঁহা নদী দেখে, তাঁহা মানয়ে 'কালিন্দী'।
মহা প্রেমাবেশে নাচে প্রভু পড়ে কান্দি'॥

(চৈঃ চঃ ম ২৭।৫৫-৫৬)

শ্রীমন্মহাপ্রভু বনকে কল্পনা করিয়া শ্রীধাম-বৃন্দাবন দেখেন নাই। বন, সমুদ্র ও পর্ব্বত-দর্শনে তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীযমুনা ও শ্রীগোবর্দ্ধন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্যবস্তুর স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইত। কামুক ব্যক্তির পক্ষে স্ত্রীমূর্ত্তি-দর্শনে যদি কামোদ্দীপন হয়, তবে লীলানুকূল জিনিষ দর্শনে কৃষ্ণের স্মৃতির উদ্দীপন হইবে না কেন? মহাভাগবতের দর্শন আমাদের ন্যায় জড়দর্শন নহে। তাঁহারা জড়চক্ষুর দ্বারা দর্শন করেন না; তাঁহারা প্রেমনেত্রে নিখিল বিশ্বে ভগবদ্ভাব দর্শন করেন।

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষ্বপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্য-গুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

শ্রীগুরু-কৃপালব্ধ প্রেমাঞ্জন-রঞ্জিত ভক্তিরূপ দিব্যনেত্র-দ্বারা সাধুগণ যাঁহাকে সতত হৃদয়ে দর্শন করেন, সেই অচিন্ত্য গুণস্বরূপবিশিষ্ট আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। শব্দ-সামান্য ও শ্রীনাম—এক নহে।

শ্রীকৃষ্ণের নামরূপাদি জড়েন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

জড়েন্দ্রিয় দ্বারা যাহা গ্রহণ করা যায়, তাহা জড়। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার শ্রীনাম জড়বস্তু নহেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণনাম অধোক্ষজ বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ অতীন্দ্রিয় ও গুণাতীত বস্তু। নির্গুণ অবস্থায় অর্থাৎ মুক্তাবস্থায় শ্রীহরিনাম উচ্চারণ করা মাত্রই নামী শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আবির্ভূত হন। মহারাজ শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীপঞ্চপাণ্ডব, শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণ শ্রীকৃষ্ণৈকশরণ শ্রীকৃষ্ণের নিজ-জন; তাঁহাদের চিদ্বৃত্তির দ্বারা শ্রীনাম-প্রভুর যে সেবা, তাহা কোনরূপ অন্যাচারের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। নির্গুণ আত্মাই শ্রীহরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শুদ্ধ আত্মাই হরিনাম করেন। মন অশুদ্ধ বুদ্ধি বা মায়িক বুদ্ধির অধীন হইয়া সর্ব্বক্ষণ সঙ্কল্প-বিকল্প করিতেছে। জড়ের বিচারে যে ভাল-মন্দ, সবই অনিত্য—

'দৈতে' ভদ্রাভদ্র জ্ঞান, সব—'মনোধর্ম্ম'।
'এই ভাল, এই মন্দ,—এই সব 'ভ্রম'॥

(চৈঃ চঃ অ ৪।১৭৬)

মন অতীব অসৎ, অনিত্য ও চঞ্চল। মনের অবস্থা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হয়। আমাদের প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে এবং রাত্রিতে মনের অবস্থা একরকম থাকে না। এই মনকে বশীভূত করা বড়ই কঠিন—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥

(গীঃ ৬।৩৪)

হে কৃষ্ণ! যেহেতু মন স্বভাবতঃ চঞ্চল ও প্রমাথি অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়ক্ষোভকারক, বলবান্ ও দৃঢ়, সেই হেতু আমি বায়ু নিরোধের ন্যায় তাহার নিরোধ দুষ্কর মনে করি।

এই দুর্জ্জয় মনকে জয় করিবার উপায় শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥

(গীঃ ৬।৩৫)

হে মহাবাহো অর্জ্জুন! মন দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু হে কুন্তীনন্দন, পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের শ্রীনামকীর্ত্তনরূপ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির অভ্যাস ও কৃষ্ণসেবো-মুখযুক্ত বৈরাগ্যদ্বারা মন বিগৃহীত হয়।

মহাপ্রভু অমানী মানদ হইয়া—অকিঞ্চন হইয়া শ্রীনাম-কীর্ত্তন করিবার কথা বলিয়াছেন। শুষ্কবুদ্ধিতে সকলকে

কৃষ্ণের নিজ-জন জ্ঞানে মানদান করিতে না পারিলে কৃষ্ণনাম স্ফূর্তি হয় না। যিনি সকলের আত্মাতে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে দেখেন, তিনিই অমানী মানদ। পুরুষাভিমানে ভোগবুদ্ধি বা যেপে নেওয়ার বুদ্ধি থাকিলে শ্রীনাম স্ফূর্তি প্রাপ্ত হন না। সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবা করিলে অর্থাৎ সেবোন্মুখ হইলে শ্রীনাম স্বতঃই সেবকের শুদ্ধ হৃদয়ে উদিত হইয়া জিহ্বায় নৃত্য করিতে থাকেন। সেবকের সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণের নাম স্ফূর্তি হয়—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

শ্রীনাম-সূর্য্যের উদয়ে, এমন কি, আভাসেও সকল অজ্ঞান-অনর্থ-অন্ধকার দূরীকৃত হইয়া যায়। যে-স্থানে আলোক, সে-স্থানে অন্ধকার নাই; যেখানে অন্ধকার, সেখানে আলোক নাই। আবার কৃত্রিম আলোক দ্বারা সূর্য্যকে দেখা যায় না। যিনি জগতের জড়-বিষয়ের প্রতি যতটা বৈরাগ্যবান্ হইয়াছেন, তিনি ভগবানে ততটা শরণাপন্ন হইয়াছেন। শরণাগতের নিকট ভগবান্ গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। জড়েন্দ্রিয়দ্বারা ভগবানের সেবা হয় না। আত্মার চিদিন্দ্রিয়ে সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের সেবা হয়—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥
হৃষীকে গোবিন্দ-সেবা, না পূজিব দেবী-দেবা,
এই ত' অনন্য-ভক্তি-কথা।

অনিত্য দেবতার উপাসনা করিলে অনিত্য ফল লাভ হয়। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছাহীন নিষ্কপট-চিত্তে শুদ্ধ জীবাত্মায় কৃষ্ণভজন করিলে তাঁহার আর পতন হয় না। হরিভক্তির নিকট চতুর্ব্বর্গের পিপাসা তুচ্ছ হইয়া যায়। শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যখন মহাপ্রভুর কৃপায় সম্বন্ধ-জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি আর তাঁহাকে প্রাকৃত বুদ্ধি করেন নাই। তিনি মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া সেবা করিতেন। তিনি শতশ্লোকে মহাপ্রভুর বন্দনা করিয়াছিলেন; তাহা 'সার্ব্বভৌমের শতক' বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। সেই শতকের দুইটী চিরস্মরণীয় শ্লোক উদ্ধার করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ
শিক্ষার্থমেক পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীর-ধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥
কালানষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্য-নামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্ত-ভৃঙ্গঃ॥

বৈরাগ্য, বিদ্যা ও নিজ-ভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপধারী সনাতন পুরুষ সর্ব্বদা কৃপাসমুদ্র, তাঁহার প্রতি আমি প্রপন্ন হই।

কালে দুষ্কৃত অসাধুগণের দ্বারা নিজ-ভক্তিযোগকে বিনষ্ট-প্রায় দেখিয়া যে 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নামা পুরুষ তাহা পুনরায় প্রচার করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে মদীয় চিত্ত-ভৃঙ্গ গাঢ়রূপে লীন হউক।

অমোঘ-নামে সার্ব্বভৌমের এক জামাতা ছিল। মহাপ্রভুর ভোজন-লীলা আধ্যক্ষিক-বিচারে দর্শন করিয়া সে মহাপ্রভুর নিন্দা করিয়াছিল। মহাপ্রভুর সেবায় বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে দেখিয়া সার্ব্বভৌম ক্রোধে অধীর হইয়া উহাকে লগুড়াঘাতে বিতাড়িত করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। আবার, সার্ব্বভৌমের গৃহিণী যাঠীর মাতা; তিনিও মহাপ্রভুর সেবা-বিরোধী মৎসর-ভাবাপন্ন জামাতার প্রতি ক্রোধবশতঃ যষ্টি (নিমকক্কা) বিনষ্ট হউক্ অর্থাৎ অমোঘ মরুক্, এই বলিয়া অভিসম্পাত দিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর সেবায় বিঘ্ন হওয়ায় সার্ব্বভৌম তাহার প্রতি কোপ প্রকাশ করিয়া অনাহারে ও চিন্তের বিষাদে দিবারাত্র অতিবাহিত করিলেন। বিষ্ণু-নিন্দার ফলে অবিলম্বেই অমোঘের বিসূচিকা-ব্যাধি হইল। মহাপ্রভুর নিকট জনৈক সেবক সার্ব্বভৌমের ও তৎপত্নীর অনাহারে ও দুঃখে দিন-যাপন ও অমোঘের মুমূর্ষু-অবস্থা নিবেদন করিলে ভক্তবৎসল শ্রীগৌরসুন্দর তৎক্ষণাৎ সার্ব্বভৌমের বাড়ীতে আসিলেন, সার্ব্বভৌমের পরিবারস্থ লোকদিগকে প্রবোধ দিলেন এবং অমোঘকে দর্শন-দান করিয়া তাহার বক্ষে হস্ত প্রদান করিলে অমোঘের চৈতন্য হইল। সে মহাপ্রভুর চরণে অপরাধী ও ভক্তের চরণে অপরাধী বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। মহাপ্রভু অমোঘের সুবুদ্ধি দেখিয়া তাহাকে বলিলেন,—

সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য-স্থান হয়॥

'দাংসর্য্য-চণ্ডাল' কেনে ইহা বলাইলা।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা॥
(চৈঃ চঃ ম ১৫।২৭৪-২৭৫)

কপটতা বা কুটিলতাই মূর্খের লক্ষণ; আর, সরলতাই ব্রাহ্মণের লক্ষণ। অযোধ্য পুরে কৃষ্ণ-বিমুখ থাকিলেও সম্প্রতি সৎসঙ্গের ফলে এবং কৃতকর্ম্মের শাস্তি সদ্য সদ্য লাভ করিয়া তাঁহার আত্ম-গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। সে চৈত্যগুরুর প্রেরণায় মহাপ্রভুর শ্রীপদ্ম আশ্রয় করিয়াছিল।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামি-রূপে শিখায় আপনে॥

আমরা সত্যসত্যই ভগবান্‌কে চাই কি না, তাহা ভগবান্ নানাভাবে পরীক্ষা করেন। সাধক কৃষ্ণভজন করিতে আরম্ভ করিলে ভগবান্ তাহার পরীক্ষার জন্য প্রচুর কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা আনিয়া উপস্থিত করেন। আমরা যদি নিষ্কপট হই, তাহা হইলে চিচ্ছক্তি শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে এরূপ চিৎ্‌বল দেন যে, মায়ার কোন প্রলোভনই আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না।

ভক্ত কখনও ভগবানের নিকট ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বা ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করেন না। কুন্তীদেবী রাজমাতা হইয়া এবং রাজৈশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও ভগবৎ-স্মৃতির অনুকূল বিপদের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি ভগবানের নিকট যে-সকল প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটি শ্লোকে বলিয়াছিলেন,—

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমান-মদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥

হে কৃষ্ণ! তুমি অকিঞ্চনের গোচর। জন্ম (আভিজাত্য), ঐশ্বর্য্য (ধন-জন), শ্রুত (পাণ্ডিত্য) ও শ্রী (সুরূপ) দ্বারা যাহার অভিমান-জনিত-মত্ততা বর্দ্ধিত হইতেছে—এই প্রকার ব্যক্তি আপনার নাম উচ্চারণ করিতে পারে না।

আমরা কোন বস্তুই সঙ্গে করিয়া এ জগতে আসি নাই; আর সঙ্গে কিছুই লইয়াও যাইতে পারিব না। জগতের সকলই জগন্নাথের বস্তু। সুতরাং সকল বস্তুই যাঁহার, তাঁহার সেবায় সর্ব্বস্ব দিতে হইবে। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—তিনি সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং তিনিই কর্ত্তা।

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥

আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু। কিন্তু তাহারা আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারে না বলিয়াই সংসরণ-বিচ্যুত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে।

দ্রৌপদী শরণাগতির আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন। যখন দুঃশাসন সভামধ্যে তাঁহাকে বিবস্ত্রা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তখন সকলের ভরসা ছাড়িয়া দিয়া তিনি যখন দু'হাত উত্তোলন করিয়া (কায়মনোবাক্যে সমর্পণ করিয়া) অগতির গতি শ্রীকৃষ্ণের করুণা প্রার্থনা করিলেন, তাঁহার শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিলেন। শরণাগত ব্যক্তির বিচার এইরূপ—

তুমি ত' রক্ষক আর পালক আমার।
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর॥
নিজ-বল-চেষ্টা-প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া॥

দ্রৌপদীর ন্যায় শরণাগতিতে তন্ময়তা চাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐকান্তিক শরণাগতিরই শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব ও তদীয় ভক্তবৃন্দ আমাদিগকে মহাভাগবত প্রহ্লাদের ন্যায় বিচারবিশিষ্ট হইবার জন্য বহু উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। প্রহ্লাদ—'বিষ্ণু সর্ব্বত্র আছেন', এইরূপ বিচার করিতেন। প্রহ্লাদ সর্ব্বদা সুদৃঢ়ভাবে সম্বন্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ তিনি ভক্ত, ভক্তি ও শ্রীভগবানের স্বরূপ সুষ্ঠুভাবে অবগত আছেন। তিনি নিজকে ভক্তের ভোক্তা বলিয়া জানেন না। তিনি বিষ্ণুকেই একমাত্র ভোক্তা, কর্ত্তা ও দ্রষ্টা বলিয়া জানিতেন। প্রহ্লাদ—যিনি প্রকৃষ্টরূপে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবা করিয়া তাঁহাদের আহ্লাদ-আনন্দ বিধান করেন। হিরণ্য-কশিপু ভোগময়ী, নাস্তিক ও নির্ব্বিশেষবাদী। সে হিরণ্য অর্থাৎ স্বর্ণ এবং কশিপু অর্থাৎ উত্তম শয্যায় (কামিনীতে) আসক্ত। সুতরাং সে নিজকে অমর, একমাত্র ভোক্তা ও ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান করে, সর্ব্বত্র জড় দর্শন করে। ঈশ্বর বলিয়া কোন বস্তু আছে—ইহা সে বিশ্বাস করে না। বৈষ্ণবকে বন্ধ-পুত্র-জ্ঞানে হীনবুদ্ধি করিয়া সে প্রহ্লাদকে নানাভাবে নির্য্যাতিত করিয়াছিল। শ্রীনৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুর দুর্ব্বুদ্ধি বিনাশ করতঃ স্বীয় সর্ব্বব্যাপিত্ব, সর্ব্বকর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব প্রদর্শনার্থে এবং ভক্তের রক্ষার নিমিত্ত অপূর্ব্ব নরসিংহরূপে আবির্ভূত হইলেন। শ্রীনৃসিংহদেব

বিকৃতত্ব, তিনি পশুও নহেন, নরও নহেন, অর্থাৎ Animality ও Rationalityর অতীত অপ্রাকৃত বস্তু।

তবেই শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করেন। অভক্ত অপরাধী দুর্বুদ্ধিবশে নিরয়গামী হয়। সাধুসঙ্গ ব্যতীত ভজন হয় না। ভজনের ক্রম আছে। ভক্তির তিনটি অবস্থা—সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। মহাপ্রভু আমাদিগকে শ্রীসনাতন শিক্ষা-উপলক্ষে ভক্তির এই ত্রিবিধাবস্থার কথা জানাইয়াছেন—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধন ভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন'॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে 'ভক্তি-নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচি-ভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে 'প্রীত্যঙ্কুর'॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম' নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন—সর্ব্বানন্দ-ধাম॥

ভজনপথে 'আদৌ শ্রদ্ধা' প্রয়োজন। এই শ্রদ্ধা অন্ধবিশ্বাস নহে। সাধুগুরু-শাস্ত্র-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। মহাজনগণ বলেন,—

সাধু-গুরু-শাস্ত্র-বাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।

"আদৌ গুরুপদাশ্রয়ঃ" অর্থাৎ কৃষ্ণ-নিজ-জন শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদনই হরিভজনকারীর সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। আত্মসমর্পণকারীর জড়ীয় অভিমান থাকে না। তিনি নিজকে দাস এবং শ্রীগুরু গৌরাঙ্গকে প্রভু বলিয়া জানেন। দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি হরিকীর্ত্তন করিতে পারে না। ক্ষুদ্র দাস-স্বরূপ আমার প্রভু—শ্রীগুরুদেব। তিনি হৃদয়ে বসিয়া যে প্রেরণা দেন, তাহাই মহাপ্রভুর বাণী। যাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ হয় নাই—যে কৃষ্ণশক্তির সহিত যোগযুক্ত নহে, তাহার ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব-রূপ দোষ-চতুষ্টয় থাকিবেই—সে কেবল কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা চাহিবেই।

আত্মা বলিতে সর্ব্বত্র বুঝায় অর্থাৎ তাহাতে দেহ, মন বাদ বুঝায় না। আবার দেহ-মনও আত্মা নহে। দেহ-মন পত্রের আবরণ-স্বরূপ আর, আত্মা আবরণের অভ্যন্তরস্থ পত্র। খামের উপরই নাম লেখা থাকে এবং নানাস্থানের সিল পড়ে। কিন্তু, পত্রে সিল পড়ে না। তদ্রূপ মনুষ্য-পশু-পক্ষী-স্ত্রীপুরুষ-বিচার, বালক-বৃদ্ধরূপে দর্শন— আত্মার বহিরাবরণের—দেহ-মনের পরিচয়—আত্মার পরিচয় নহে।

হে সজ্জন বন্ধুগণ! আমি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণী-বাহক পিয়নরূপে আপনাদের নিকট সেই অমৃতময় সন্দেশ সমবয়াহ করিলাম। আপনারা কৃপা-পূর্ব্বক আমাকে শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবায় নিত্যকাল নিযুক্ত রাখুন, ইহাই আপনাদের নিকট বিনীত প্রার্থনা।

আত্মনিবেদন করিলে সমস্ত নিবেদন করা হয়। নারিকেল ফলের উপর প্রথমে ছোবড়া তৎপরে কঠিন আবরণ থাকে। ঐগুলি ছাড়াইলে শাঁস ও জল পাওয়া যায়। ভগবান্‌কে কেহ ছোবড়া বা নারিকেলের কঠিন আবরণটি নিবেদন করে না, শাঁস-জলই নিবেদন করে, তদ্রূপ চেতন আত্মাকেই ভগবানের শ্রীচরণে নিবেদন করিতে হয়। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, পঞ্চপাণ্ডব, প্রহ্লাদ মহারাজ প্রভৃতি মহাজনগণ আত্মনিবেদনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সম্বন্ধজ্ঞান ব্যতীত আত্মনিবেদন হয় না। এই জগতের সম্বন্ধ অনিত্য। পিতা-পুত্র, পতী-পত্নী, সখা-সখী প্রভৃতি সম্বন্ধ-সমূহ অচেতনের সম্বন্ধ। সম্বন্ধ-জ্ঞান ব্যতীত হরিভজন হয় না। অতএব জড়সম্বন্ধ-বিচ্ছেদকারিণী ও অপ্রাকৃত সম্বন্ধজ্ঞানোদয়ের বাসনা-বর্দ্ধনাত্মিকা শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরোপদিষ্ট এই প্রার্থনা আমাদের সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে স্থান লাভ করুক্—

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া　　ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউ দূর॥

বৈষ্ণব বা কৃষ্ণের সেবক অপ্রাকৃত। তাঁহার জাতি-কুল বিচার করিতে নাই।

যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

বিবিধ-প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-সংকীর্ত্তনোৎসব

গৌড়ীয়-মিশনের পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে ও শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সংরক্ষক শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশবগোস্বামী ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রদীপ পুরী গোস্বামী মহারাজের পারমার্থিক আনুগত্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চতুর্থ বার্ষিক বিরহ-সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধিপীঠ-স্থানে শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পরবর্ত্তী সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত হইবে।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে, শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রদীপ পুরী গোস্বামী মহারাজের পারমার্থিক আনুগত্যে ও গৌড়ীয়মিশনের প্রবীণতম ত্রিদণ্ডিগোস্বামিপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের নেতৃত্বে অহোরাত্র হরিকথা-কীর্ত্তন, বক্তৃতা, শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলীপারায়ণ মুখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-সংকীর্ত্তনোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

গৌড়ীয়মিশনের যাবতীয় শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠানে শ্রীআচার্য্যানুগ শুদ্ধভক্তবৃন্দ শ্রীমাধুকরী ভিক্ষা ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীনাম-গুণ চরিতাদি-কীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথির পূজা করিয়াছেন।

শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ

পরমহংসবর অচিন্ত্য-আচার-চরিত্র শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ কিছুদিন হইল তাঁহার আবির্ভাব-লীলা-স্থান হইতে ময়মনসিংহ সহর হইয়া কুলিয়া নবদ্বীপে শুভবিজয় করিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ ময়মনসিংহে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়াছেন। শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের অনুগমনে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীপাদ শুদ্ধবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিমুখ প্রভু, শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ প্রভু, শ্রীপাদ অমৃতঘন ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দ তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শনে কুলিয়া শ্রীনবদ্বীপের চড়ায় তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমজননীতে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ শীঘ্রই শ্রীধাম বৃন্দাবন যাইবেন, এইরূপ অভিপ্রায় নাকি তাঁহার ভক্তগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন।

চয়ন

Srimad Bhagavad Geeta—Edited and translated by Tridandi Goswami Srila Bhakti Pradip Tirtha Maharaj, Published by Sri Sundarananda Vidyabinode, Secretary, Gaudiya Mission. To be had at Sri Gaudiya Math, Kalyandas Building, Gowalia Tank Road, Bombay 7. Price Rs. 2.

English Translations of the "Bhagavad Geeta"—the crest-jewel of Hindu sacred literature, as it has been aptly called—have been galore and it may be questioned why more attempts in the same direction are being made repeatedly. The answer is furnished by the remarkable fact that this work of 700 verses is found to lend itself to a variety of interpretations as regards its central theme and for centuries controversies have been raging over the subject, which apparently show no sign still of abating. • • • Those who would like to know fully the standpoint of the dualistic—as distinguished from Sankaracharya's monastic school of religion towards the Geeta would find the present work a reliable and authoratative guide. Both the translation and explanatory notes are couched in simple, yet lucid English.

'Bombay Chronicle'— Sunday Edition, December 1, 1940.

ভ্রম-সংশোধন—

গৌড়ীয় ২০শ সংখ্যা ৩১৮ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের নীচে উদ্ধৃত "যা শ্রীভিঃ" শ্লোকটী শ্রীবিষ্ণুপুরাণ (১।২০।১২) ও "যুবতীনাং যথা যূনি" শ্লোকটী শ্রীপদ্মপুরাণের,— এরূপ সংশোধিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাদ্বিতীয় পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

প্রেমসত্ত্ব বিহনে সর্বার্থসুনিষ্ফল।
নিষ্কিঞ্চন ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণ সেবোন্মুখ॥
আনুকূল্যেতে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন
ভক্তিরসামৃত সিন্ধু এই ত সাধন॥

THE GAUDIYA MISSION

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
—শ্রীরূপগোস্বামী তাহা অনুসরণ
করিয়া নিজে শুদ্ধ ভক্তন করুন॥

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৩ই পৌষ, ১৩৪৭ ; ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৪০ | ২২শ সংখ্যা

আচরণ

বাস্তব হরিজনকেই 'আচরণ' বলে। মৌখিকতা ও আচরণ দুইটি পরস্পর পৃথক্ ব্যাপার। হিমালয়-প্রমাণ বাক্যবাগীশতা বা পরোপদেশে পাণ্ডিত্য হইতে এক বেণু আচরণ নিজের ও পরের পক্ষে অনন্তকোটিগুণে মঙ্গলকর। আচরণহীন বাক্যবাগীশের হৃদয় কপটের খনি—শুষ্ক মরুভূমি সদৃশ। বাক্যবাগীশ—অন্তাভিলাষী, আত্মবঞ্চক ও পর-বঞ্চক। আচরণশীলই প্রকৃত আত্মমঙ্গলকামী; তিনি নিজের ও পরের বাস্তব মঙ্গলের জন্য বদ্ধপরিকর।

অনেকে মনে করেন, শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ ভজনটি কেবল বাক্যবাগীশতা মাত্র অর্থাৎ মুখে কতকগুলি বড় বড় কথা আবৃত্তি করা ও তদ্দ্বারা সভাবিজয়ী বা দিগ্বিজয়ী বাকাবাগীশ হওয়াই শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফল। বস্তুতঃ তাহা নহে। আচরণ-শীল না হইলে শ্রবণ ও কীর্ত্তন কোনটিই হয় না। যে ব্যক্তি আচরণপর হইতে প্রস্তুত নহেন, তিনি কিছুতেই হরিকথায় রুচিবিশিষ্ট থাকিতে পারেন না। সামাজিক কৌতূহল-নিবৃত্তি বা পাণ্ডিত্য-প্রতিষ্ঠাদি-অন্তাভিলাষ-চরিতার্থ করিবার জন্য যে শ্রবণ-কীর্ত্তনের অভিনয় হয়, তাহা শ্রেষ্ঠ ভক্তাঙ্গস্বরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তন নহে।

যে ব্যক্তি আচরণশীল নহে, তাহার নিকট শ্রবণ-কীর্ত্তন একঘেয়ে নিয়মবাধ্য কর্ম্মবিশেষের ন্যায় অনুভব হয়। চক্ষুর্লজ্জায় বা শাস্ত্র-শাসনাদির অনুরোধে শ্রবণ-কীর্ত্তনের বাহ্য অভিনয় দেখাইলেও সে-ব্যক্তি অন্তরে চেতনের কোন সাড়া বা অপ্রাকৃত রাজ্যের কোন ইঙ্গিত প্রাপ্ত হয় না।

আচরণহীন ব্যক্তি প্রাণহীন শবের ন্যায়। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ চেতন বা প্রাণ নহে, আচরণই 'প্রাণ'। যাহার আচরণ নাই, অথচ খুব কর্ম্মদক্ষতা ও যোগ্যতা আছে, তাহার সেই দক্ষতা ও যোগ্যতার মূল্য অর্দ্ধ-কপর্দ্দক তুল্য। আচরণ-শীলের স্বীকৃত যোগ্যতা ও দক্ষতা কম থাকিলেও বা না থাকিলেও তাহার সেই আচরণই শত শত জীবের প্রাণ সঞ্চার করিতে পারে। আচরণের মধ্যে চিদ্বল-সঞ্চারিণী শক্তি আছে, কণ্ঠস্থের মধ্যে তাহা নাই।

আচরণ না থাকিলে একদিন পরে হউক, আর দুই দিন পরেই হউক, মুখ বন্ধ হইয়া যাইবেই যাইবে অর্থাৎ [illegible] আর বাহির হইবে না। বাক্যবাগীশ নিজেই তাহার একঘেয়ে বক্তৃতার বিরক্ত হইয়া 'ধূর ছাই' বলিয়া উহা ত্যাগ করিবে, অথবা সে নিজেই যাহা বক্তৃতামঞ্চে লোকরঞ্জনের জন্য বলিয়া থাকে, নিজেই তাহা অন্তরে বিশ্বাস করিতে পারিবে না।

যিনি আচরণ করেন, তিনি কথা না বলিলেও তাঁহার আচরণই কোটি জিহ্বায় হরিকথা কীর্ত্তন করে। আচরণশীলের নিকট সেবোন্মুখতার সহিত উপস্থিত হইবা-মাত্র জীবের অন্যাভিলাষ-সমূহ তিরস্কৃত, সঙ্কুচিত ও ছন্নন্ন হইতে বহিষ্কৃত হয়। আচরণশীল অধিক কথা না বলিয়াও অপরকে শাসন করিতে পারেন। আচরণশীলের ব্যক্তিত্ব অদ্বিতীয়। যে ব্যক্তি আচরণশীল নহেন, তিনি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, কুলীন, ধনী, মানী ও রূপবান্ হইলেও পারমার্থিকের নিকট তাঁহার কোন ব্যক্তিত্ব নাই। আচরণশীলের শাসন অবনত-মস্তকে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে বরণ করিবার জন্য প্রত্যেক আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অকপটের হৃদয় আগ্রহযুক্ত হয়। বালকও যদি আচরণশীল হন, তথাপি বৃদ্ধ সেই বালকের শাসন অবনত-মস্তকে বরণ করেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রও যদি আচরণশীল হন, তথাপি সুপ্রবীণ পিতা ঐরূপ পুত্রের আচরণকেই শাসকরূপে অবনত-মস্তকে সম্মান করেন।

আচরণের শক্তি বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুতগামিনী, তেজস্বিনী, আলোকময়ী ও মহীয়সী। যাঁহার আচরণ আছে, তাঁহার হৃদয় শ্রীবলদেবের বলে বলীয়ান্, তিনি শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপায় নিত্যোল্লাসিত। আচরণহীন বাক্যবাগীশের জীবে অকপট দয়াবৃত্তি নাই অর্থাৎ সে ব্যক্তি স্ব-পর-মঙ্গলের প্রতি উদাসীন, আত্মহিংসক; এজন্য দয়ানিধিশিরোমণি পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও তাহাকে কৃপা করেন না।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় আমরা আচরণশীল হইতে পারি। আমরা দুর্ব্বল জীব, হৃদয়দৌর্ব্বল্যরোগে সর্ব্বদা প্রপীড়িত; হৃদয়ে কত অন্যাভিলাষ, কত অনুচিত বাসনা সর্ব্বক্ষণ সঞ্চরণ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা গায়ের জোরে আচরণশীল হইবার দুরাশা করিতে পারি না। এক শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা—শ্রীবলদেবের বল, শ্রীবৈষ্ণবের পদরজের নিকট অহরহ আত্মনিবেদনপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি ও কার্পণ্য জ্ঞাপন ব্যতীত বদ্ধজীব আচরণশীল হইতে পারে না।

আচরণশীলের হৃদয় দৈন্যে পরিপূর্ণ। আচরণশীল কখনও মনে করেন না, আমি খুব আচার করিয়া প্রচার করিতেছি; আমার কোন খুঁৎ নাই; আমি মুখে যাহা বলি, কার্য্যেও তাহা করি। এইরূপ চিত্তবৃত্তিতে দাম্ভিকতা আছে, দৈন্য নাই। আচরণশীল পরিপূর্ণভাবে আচরণ করিয়াও 'আমি অত্যন্ত দুরাচার'—অন্তরে এইরূপ অভিমান পোষণ করিয়া অহরহ শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাই প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

নির্ব্বিশেষবাদিগণ আপনাদিগকে আচরণশীল বলিয়া অভিমান করে। তাহারা বলিয়া থাকে, ভগবদ্ভক্তগণ অধিক 'বক্ বক্' করে, কিন্তু তাহাদের আচরণ নাই। নির্ব্বিশেষবাদিগণ মনে করে, তাহারা স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আচরণে বাস্তব সাধুত্ব প্রদর্শন করিতেছে! উহারা স্থূল স্ত্রীসঙ্গ-ত্যাগকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'আচার' বলিয়া মনে করে। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় পাই,—

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিহীনের সঙ্গ-ত্যাগকে বৈষ্ণবাচার বলিয়াছেন। স্থূল স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াও আমরা 'স্ত্রীসঙ্গী' হইতে পারি। যে আপনাকে ত্যাগী মনে করে, সেইরূপ ফল্গুবৈরাগী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্ত্রীসঙ্গিগণের চিন্তা করে বলিয়া সর্ব্বাধম স্ত্রীসঙ্গী। উহাদের সঙ্গ-ত্যাগ এবং যাঁহারা স্বরাট্-লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রীসঙ্গ অর্থাৎ শ্রীগোপীজনবল্লভের লাম্পট্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারে, যাহারা সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণকে অদ্বিতীয় ভোক্তা বলিয়া উপলব্ধি করিতে না পারে, সেই সকল নির্ব্বিশেষবাদীর সঙ্গ-ত্যাগকেই শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবাচার বলিয়াছেন। শুদ্ধবৈষ্ণব কোনপ্রকার প্রাকৃত সঙ্গ করেন না, স্ত্রীসম্ভোগাদি ত' দূরের কথা।

আচরণশীল ব্যক্তি ঐ দুইপ্রকার সঙ্গকে মনে ও মুখে সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়াছেন, বা তজ্জন্য ব্যস্তশীল। আচরণশীল নিজের ত্যাগের ঘরটাক বাজাইয়া বেড়ান না। যিনি সকল জীবকে ঐরূপ আচরণ শিক্ষা দান করেন, ঐরূপ আচার

করিয়া প্রচার করেন, সকলকে আচারে প্রতিষ্ঠিত করেন, তিনিই আচার্য্য, অগদ্‌গুরু ও গোস্বামী।

আচরণশীলকে দেখিলে সকপট অন্যাভিলাষিগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আচরণশীলের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি কপটের দ্বারে 'হানা' দিবে ভাবিয়া অন্যাভিলাষিগণ নানাভাবে আত্ম-গোপন করিবার চেষ্টা করে; অপর পক্ষে যাঁহারা নিষ্কপট আত্মমঙ্গলকামী, তাঁহাদের হৃদয়ে অন্যাভিলাষ বা অনর্থ থাকিলেও তাঁহারা আচরণশীলের নিকট অভিগমন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে চেতনভাবধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ হন ও হৃদয়ে প্রকৃত বল লাভ করেন। আচরণশীলের আদর্শের আদর ও অনুভব করিতে করিতে তাঁহাদের অন্যাভিলাষ ও দুর্ব্বলতা অতি সহজে বিদূরিত হইয়া যায় এবং ক্রমশঃ আচরণশীলের আচারের অনুসরণ করিয়া তাঁহারাও আচরণশীল হইয়া পড়েন।

আচরণশীল-ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শই নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ শুদ্ধ-চেতন, বা বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ বৈষ্ণবের সঙ্গ। ঐরূপ সঙ্গের ফলে আত্ম ও দুর্ব্বলতারাশি অচিরে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়; হৃদয়ে সেই চেতনের কৃপায় সাধুমার্গানুগমন করিবার প্রেরণা ও বল পাওয়া যায়। এজন্য সর্ব্বদা আচরণশীল-ব্যক্তিত্বের সঙ্গই প্রার্থনীয়।

আত্মমঙ্গলবিমুখ প্রাকৃত সহজিয়া ও আত্মমঙ্গলোন্মুখ সত্যানুসন্ধিৎসুর মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তি প্রাকৃত যোগ্যতা ও দক্ষতা দেখিয়া ব্যক্তিত্বের নির্ব্বাচন করে; আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি আচরণ দেখিয়া সম্বন্ধযোগ্য ব্যক্তিত্ব নির্ণয় করেন। কে সুকণ্ঠ গায়ক, কে অধিক লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারে, কে অধিক বাগ্‌বৈখরীর দ্বারা শ্রীভাগবতের (?) ব্যাখ্যা-চাতুরী প্রকাশ করিতে পারে, কে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, কে ডি লিট্‌, পি-এইচ্‌-ডি, বিদ্যাভূষণ, দিগ্‌বিজয়ী ইত্যাদি অনুসন্ধান করিয়া অন্যা-ভিলাষি-সম্প্রদায় বক্তার ব্যক্তিত্ব নির্ব্বাচন করে। ইহারা বক্তার আচরণ দেখে না, কারণ নিজেরা আচরণ করিতে চাহে না। কিন্তু আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তিগণ বাস্তব হরিভজন চাহেন। শাস্ত্রের কথা কেবল পুস্তকস্থই থাকুক, উহা কাব্য-প্রদর্শনীরূপে বক্তার বক্তৃতার মধ্যেই প্রতিধ্বনিত হউক, এইরূপ বিপ্রলিপ্সাময়ী চিত্তবৃত্তি তাঁহাদের নাই। শাস্ত্রবক্তার যে-সকল বাণী কীর্ত্তন করেন, তাহা আচরণে প্রকট করিতে হইবে। যাহাদের ইহাতে দৃঢ়তা নাই, তাহারা শীঘ্র মানিবার ছলনা করিয়াও শাস্ত্রের প্রতি সংশয়াত্মা। এই শ্রেণীর সংশয়াত্মা ও নাস্তিক ব্যক্তিগণ অনেক সময় বলিয়া থাকে,—"শাস্ত্রে কত উপদেশই লেখা রহিয়াছে, ইহা কে বা কতজন পালন করিতে পারে? পৃথিবীতে এরূপ আদর্শ লোক ত' দেখিতে পাওয়া যায় না। শাস্ত্রের লক্ষণানুযায়ী আচার্য্য, ভক্ত ও ভক্তি পৃথিবীতে নাই।"

যাহারা আচরণ করিবে না অর্থাৎ কখনও আত্মমঙ্গল গ্রহণ করিবে না, সেই সকল প্রচ্ছন্ন নাস্তিক ও আত্মবিনাশে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সংশয়াত্মগণেরই এইরূপ যুক্তি।

এই শ্রেণীর কেহ কেহ শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণেরও আদর্শ আচরণ দর্শন করিতে পারে না। কেহ কেহ এমনও বলিয়া থাকে,—"শ্রীমহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, যিনি শ্রীগৌর-সুন্দরকে জগতে আনয়ন করিয়া শ্রীগৌরভক্তি শিক্ষা দিলেন, তিনিই যখন তাঁহার নিজের সকল পুত্রকে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি ভক্তি শিক্ষা দিতে পারিলেন না, আচার্য্যবর শ্রীরসিকা-নন্দ মুরারি প্রভু যখন নিজ-সহধর্ম্মিণীসহকেই হরিভজন করাইতে পারিলেন না, তখন আর অপর লোকে তাঁহাদের কথা শুনিয়া কি মঙ্গল গ্রহণ করিবে?" এইরূপ উক্তিকারী ব্যক্তিগণের অন্তর্নিহিত চিন্তাধারা এই যে, 'শ্রীভগবান, শ্রীগুরুদেব, শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীভক্তি—এই সকল অবাস্তব'। কেবল সংসারে কএকটা দিন কিছু সুবিধাবাদ অর্জ্জন করিয়া লইবার জন্যই উহারা ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিবার অভিনয় করে।

যাহারা আত্মমঙ্গল বরণ করিবে না, যাহারা আচরণ করিবে না, যাহারা নিজে লাভবান্ হইবে না, তাহাদের চেষ্টা-বৃত্তি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আচরণহীনতার দিকেই পতিত হয়। অমুক লোক যে স্ত্রী-পুত্র লইয়া সংসার করে, অমুক লোক যে এদিক্ ওদিক্ দুই দিক্ রক্ষা করে, অমুক লোক যে উত্তম দ্রব্য ভোজন করে, অমুক লোক যে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে নাই,—এইরূপ বহু বহু উদাহরণ প্রদর্শন ও অন্তরে উহার ধ্যান করিয়া আত্মমঙ্গলবিমুখ ব্যক্তি স্বীয় আচারের প্রতি বিমুখ হইয়া পড়ে; আর যিনি আত্মমঙ্গলকামী আচার-পরায়ণ হইতে চাহেন, তিনি বিচার করেন, 'অমুকে আচরণ করিতেছেন না সেখানে ঠকিবে কে? নিজে ঠকিবার জন্য অপরের আচরণহীনতা দেখিয়া কি লাভ হইবে? আমি নিজে কিছুতেই ঠকিব না। পরের ছিদ্রানুসন্ধান ও তাহার ধ্যান না

করিব আমি শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের-শ্রীপাদপদ্ম-সেবাসৌভাগ্য-সন্ধান ও ধ্যান করিব'—এই প্রকার বিচারেই তিনি সর্ব্বক্ষণ অভিনিবিষ্ট থাকেন।

যাহাদের আচরণ করিবার জন্য প্রবৃত্তি নাই, তাহাদের দৃষ্টিতে ও কর্ণে সর্ব্বদাই দুরাচারের দৃশ্য ও দুষ্ট কথা প্রবেশ করে। এমন কি, তাহারা সাধু-গুরু-বৈষ্ণবেরও সদাচারের মধ্যে দুরাচার দর্শন করিয়া থাকে।

কোন এক ব্যক্তি বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এক পুত্র টাইফয়েড্ জ্বরে আক্রান্ত হয়। চিকিৎসকগণের উপদেশানুসারে সেই ব্যক্তি পুত্রের স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের জন্য মৎস্য-ভোজনের ব্যবস্থা করেন। অপর বৈষ্ণবগণ ঐ ব্যক্তির ঐরূপ কার্য্যের সমালোচনা করিলে তদুত্তরে তিনি বলেন যে, তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের কোন বিশিষ্ট প্রচারককে কড্-লিভার অয়েল্ (codliver oil) ব্যবহার করিতে দেখিয়াছেন। যদি বৈষ্ণবধর্ম্মের বক্তা ও সন্ন্যাসী হইয়া কড্‌লিভার অয়েল ব্যবহার করিতে পারে, তবে বৈষ্ণব-গৃহস্থের অনৌষ্ঠিক অন্ত-বস্তু পুত্রকে মৎস্যের ঝোল কেন প্রদান করা যাইবে না?

এইরূপ যুক্তি আত্মমঙ্গলবিমুখের বিচার। কে কড্-লিভার অয়েল ব্যবহার করিয়াছেন, বা না করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কেন-দুই জনারই পতিত হয়, যাহার অসদাচার করিবার প্রবৃত্তি রহিয়াছে। আর যিনি আত্মমঙ্গল বরণ করিবেন, নিজে আচার-পরায়ণ হইবেন, তিনি ঐ নজির অনুসন্ধান করিয়া, বা অন্যত্র দর্শন করিয়া ঐ আদর্শ অনুকরণ করিতে বসিবেন না। বৈষ্ণবের আচরণ আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে বলনা করা অসম্ভব—এই বিচারে, অথবা বৈষ্ণব আমাকে বঞ্চনা করিতেছেন—এই জানিয়া তিনি বাস্তব মঙ্গলের বিচারই গ্রহণ করিবেন। অপরের আচরণের জন্য অপরে দায়ী হইবেন, আমি তাহার অনুকরণ করিব কেন? আমি সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্য হৃদয়ে ঐকান্তিকে সমন্বিত করিয়া সেই আদর্শের অনুসরণ করিব। সন্ন্যাসী হইয়াও কেহ যদি দুরাচার করেন, তজ্জন্য তিনি শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট দায়ী হইবেন, আমি তাঁহার সমালোচক, শাসক ও শিক্ষক হইয়া আবার ঐ আদর্শেরই অনুসরণকারী হইব কেন? আর যদি প্রকৃত ঐকান্তিক ভজনকারীতেও কোনও দুরাচার দৃষ্ট হয়, তবে তাহাও ত' আমার অনুকরণযোগ্য নহে। এ বিষয়ে মহাজনের বাণী এই—

"অযোধ, অগম্য অধিকারীর ব্যবহার।"

(চৈঃ ভাঃ অ ৯।৩৮২)

শ্রীল বাবাজী মহারাজের অনুরূপ তাম্রকূট-সেবনরূপ আচরণ দেখিয়া কি আমরা উহার অনুকরণ করিতে যাইব? কুলিয়ায় তাঁহার ভজন-কুটীরের চতুষ্পার্শ্বে অনেক সময় বংশাদির অবশেষ-চিহ্ন দৃষ্ট হইত। তাঁহার সেই বহির্মুখ-বঞ্চনা-লীলা দেখিয়া কি আমরা তাঁহার সমালোচনা করিব?—মহাভাগবতের শাসক ও শিক্ষক হইব?—অথবা উহার অনুকরণ করিতে বসিব? আত্মমঙ্গলকামী নিজের আচরণের দিকে দৃষ্টি করেন; আর আত্মবঞ্চনাকামী কেবল পরের আচরণ আদর্শযোগ্য হইল না, তদ্বিষয়েই অধিক দৃষ্টি-পরায়ণ হন। কতকগুলি লোক শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের দুরাচার (?) দর্শন করিতে করিতে দুরাচারী হইয়া পড়ে। কারণ, সদা-চারের আদর্শানুসরণ করা কঠিন, দুরাচারের অনুকরণ করা বহির্মুখতার নৈসর্গিক ধর্ম্ম বলিয়া অতি সহজ।

পিত্তল ও মৎসর-স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণ পদে পদে নিজেদের সদাচার পালন করিতে হয়, এই প্রকার আশঙ্কায় সর্ব্বদাই সাধু ও ভক্তগণের দুরাচারের (?) কথাই আলোচনা করিয়া থাকে। তাহারা সাধু দেখিলেই তাঁহাদিগকে নিজেদের ন্যায় কামুক বা লোভী বলিয়া কল্পনা করে। আবার কতিপয় লোক নানা ষড়যন্ত্র করিয়া সাধুর দুরাচারের (?) কথা রচনা ও প্রচার করিবার চেষ্টা করে। ইহারাই শ্রীনামাচার্য্য ঠাকুর শ্রীহরিদাসের ও শ্রীনামহট্টের মূলপুরুষ শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিষ্ঠার প্রতি মৎসর রামচন্দ্র খাঁ প্রকৃতির বা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আচরণে দোষ-দর্শনকারী রামচন্দ্রপুরী প্রকৃতি নির্ব্বিশেষবাদি-প্রকৃতির ব্যক্তি। ইহারা সাধু-মহা-জনের নিত্যসিদ্ধা প্রতিষ্ঠাকে খর্ব্ব করিবার চেষ্টায় নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিয়া থাকে এবং সাধু বৈষ্ণবকে মারিবার জন্য নানাপ্রকার 'ফাঁদ' পাতিয়া থাকে। ইহারা সাধুবৈষ্ণবের সম্পূর্ণ অমূলক দুরাচারের কথা ষড়যন্ত্রমূলে বাস্তবসত্যের ন্যায় প্রচার করিয়া শত-শত কোমল-প্রদ্ধকে অকালে বিনাশ করে, প্রদ্ধার নবাঙ্কুরকে উৎপাটিত করিয়া দেয়, নৈসর্গিক অবিশ্বাসী জীবকে নাস্তিক্যে দীক্ষিত করিয়া দেয়। বস্তুতঃ ইহারা হিংসাচ্ছলে বৈষ্ণবের দুরাচারের প্রচার করিয়া নিজেরা দুরাচারী হইবারই অপ্রতিহত সুযোগ অনুসন্ধান করে, লোকের বিক্ষিপ্ত মনকে অধিকতর বিক্ষিপ্ত ও সংশয়যুক্ত করিয়া দেয়। ইহারা

নৈমর্গিক ভোগাসক্ত ব্যক্তিগণকে সাধুবৈষ্ণবের কল্পিত দুরাচারের কথা জানাইয়া তাহাদের চিত্তে এইরূপ ধারণা জন্মায় যে, যখন সাধুগণও দেহাসক্তি, অর্থাসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারে না, তখন বৈধ দেহব্রত ও গৃহব্রত থাকাই ভাল। আবার কাহারও কাহারও চিত্তবৃত্তিতে এইরূপ বিচারও জন্মাইয়া দেয় যে, সাধুগণই যখন গোপনে গোপনে ভোগ করেন, তখন আমরা ভোগ ত্যাগ করিয়া ঠকিব কেন? এইরূপভাবে কোমলশ্রদ্ধ ও বহির্মুখ জীবের হৃদয়ে সাধুগণের প্রতি অশ্রদ্ধাবুদ্ধি আনয়ন করিয়া তাহাদের ক্রম-মঙ্গলের পথকে চির-রুদ্ধ করিয়া দেয়।

আবার কতকগুলি লোক নিজেদের অসদাচারের সমর্থনকল্পে পূর্ব্ব-মহাজনগণের অনুমোদনের সুপারিশপত্র অনুসন্ধান করে! কেহ কেহ বলেন,—'অমুক মহাপুরুষের সময় যখন আমরা এইরূপ আচরণ করিয়াছি, তখন উহা এখন করিব না কেন? এখন আবার নূতন নূতন মত হইতেছে কেন? শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় ভক্তগণ তাম্বূল ভোজন করিয়াছেন। অনেক সাধু তাম্রকূট ও গঞ্জিকা সেবন করেন। শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ তাম্রকূট সেবন করিয়া থাকেন। শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ নাহয় পরমহংসশ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাঁহার সেবক ত' আর পরমহংস নন নাই। তাঁহার একান্ত অনুগত সেবক বলেন,—শ্রীল বাবাজী মহারাজই তাঁহাকে (সেবককে) তামাক সেবন করিতে দেন। কিন্তু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল প্রভুপাদ তাম্রকূট ও তাম্বূল প্রভৃতিকে 'কলির খাদ্য' বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইহা কি নূতন মত নহে?'

আবার কেহ কেহ বলেন, শ্রীল প্রভুপাদের সময় অমুক ব্যক্তি বিষয়ী, অবৈধ যোষিৎসঙ্গী প্রভৃতির সঙ্গ করিয়াছে; কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার বিনিময়ে প্রচারাদি কার্য্য করিয়াছে, বিষয়ীর অন্ন সাদরে গ্রহণ করিয়াছে, বহির্মুখ সামাজিকতা রক্ষা করিয়াছে, প্রেতশ্রাদ্ধ করিয়াছে, নানাবিধ দুরাচার করিয়াছে, সিনেমা দেখিয়াছে, ভগবৎসেবার অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ যখন তাহাতে কোন বাধা প্রদান করেন নাই, বরং তাহাদিগকে আদরই করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই জানিতে হইবে যে, তাহাদের আচরণ শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা সমর্থিত ও তাহাই সদাচার। এইরূপে প্রমাণ দেখাইয়া অসৎপ্রকৃতির ব্যক্তিগণ ভক্তিবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ, শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগৌরপার্ষদগণের, সমস্ত জগদ্গুরুগণের আচার ও বিচারবিরুদ্ধ আচরণকেও সমর্থন করিতে চাহেন! বস্তুতঃ যিনি প্রকৃত আত্মমঙ্গল-লাভেচ্ছু, তিনি বিচার করেন যে, শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু, শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ বা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এমন কোন আচরণই সমর্থন করিতে পারেন না.—যাহা সাধু, শাস্ত্র ও পূর্ব্ব-গুরুবর্গের আচারের ও বিচারের পরিপন্থী। শ্রীল প্রভুপাদ ব্যক্তিগতভাবে সকল সময় কাহারও অসদাচারের প্রতিবাদ করেন নাই, বা তাহাকে আদর (?) করিয়াছেন বলিয়াই যে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিবিরুদ্ধ আচরণের সমর্থনকারী, তাহা নহে। শ্রীল প্রভুপাদকে পূর্ব্বগুরু ও শাস্ত্রের বিরুদ্ধ আচার-বিচারের সমর্থনকারী বলিয়া কোনরূপে স্থাপন করিলে তাঁহার শ্রীচরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধ ঘটে। শ্রীল প্রভুপাদ সেই সকল আচরণ দর্শনে অতি দুঃখে মৌন থাকিলেও আমরা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে শাস্ত্র ও পূর্ব্ব গুরুবর্গের অভিন্ন-বিগ্রহরূপে জানিয়াই অনুক্ষণ শ্রীভাগবত-শাস্ত্রে কথিত সদাচারেরই অনুসরণ করিব।

শ্রীশ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু যেরূপ হইয়া কখনও গৌরবিরোধী আত্মজগণের আচরণের অনুমোদন করেন নাই। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কোনদিনই তথা-কথিত বহির্মুখ আত্মীয়-স্বজনের বহির্মুখতার সমর্থন করেন নাই। মহাজনগণের তথা-কথিত শিষ্য ও বংশধরগণ বলিতে পারেন যে, তাঁহারা ঐরূপ আচরণ করিয়াও ঐ সকল মহাজনের প্রকৃত স্নেহ, আদর ও যত্ন লাভ করিয়াছেন; অতএব তাঁহাদের আচরণ যে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্মত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এখানে শুদ্ধবৈষ্ণবগণ বিচার করেন যে, মহাজনগণ ঐ ভাবেই বহির্মুখ জীবকে বঞ্চনা করিয়া নিজ-ভজনে নিযুক্ত থাকেন। এক মহাজনের আচরণ কখনও অন্য মহাজনের আচরণের বিরুদ্ধ বা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ হইতে পারে না।

কতকগুলি লোক আশ্রয়বিগ্রহগণের আচরণের, আর কতকগুলি বিষয়বিগ্রহগণের আচরণের দোহাই দিয়া সম্ভোগবাদী বা নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়ে। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীরসিকানন্দ প্রভু, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণই যখন প্রত্যেকে দুই দুইটী করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, জাগতিক বিষয়-বৈভবাদি সকল

করিয়াছিলেন, বহির্মুখ আত্মীয়-স্বজনগণের পালন-পালন করিয়াছিলেন, তখন আমরা তাঁহাদের আচরণের অনুসরণ করিব না কেন ? আবার কেহ বলেন,—'শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সময়ে যখন আমরা বহির্মুখ বিষয়িগিণের ভজন করিয়াছি, বায়ু-পরিবর্ত্তনার্থ স্বাস্থ্য-নিবাসসমূহে গিয়াছি, তখন হইতেই যখন পুচি, ছানার ডালনা, পুষ্পাদি প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া আসিতেছি, তখন উহা এখন অভক্তির বাধ্য হইবে কেন ? এখন আবার মাধুকরী ভিক্ষা, শাক-মূল-পত্রে উদর-ভরণ প্রভৃতি নূতন মতানুসারে আচরণ করিব কেন ?' ইহারা আশ্রয়বিগ্রহগণের আচরণের দোহাই দিয়া সম্ভোগবাদী হইয়া পড়ে।

আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি বলেন,—'আমরা শ্রীশ্রীসনাতন-রূপ-রঘুনাথের আচরণ, শ্রীল গৌরকিশোরের আচরণের অনুসরণ করিব।' তাঁহাদের আচরণের অনুকরণ করিয়া কেহ কেহ এক এক বৃক্ষের তলে এক একদিন শয়ন (?), কৃত্রিম-ভাবে শুষ্ক চানা, শুষ্ক চাউল, গঙ্গা-মৃত্তিকা প্রভৃতি ভোজন (?), এমন কি, অতিবাড়ী হইয়া মৃত ব্যক্তির মস্তকের খুলিতে জল পান করিয়া 'কাপালিক' হইয়া পড়ে ! কেহ বা পুরীত্যাগের স্থানে প্রবেশ করিয়া অপ্রাকৃত পরমহংসের অচিন্ত্য আচরণের অনুকরণ করে ! ইহারা নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়ে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অভিন্নতা শ্রীগুরুবর্গের (শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল রাধানাথ বাবা, শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ) অপ্রাকৃত আচরণের অনুকরণ করিতে বদ্ধজীবকে নিষেধ করিয়াছেন ; আর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবও অভিমর্ত্য, অচিন্ত্য, অগাধ-চরিত্র নিজ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আচরণের অনুকরণ না করিতে জীবকে কোটি-কণ্ঠে সতর্ক করিতেছেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবক শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবকে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শুভাগমন করিয়া ঊর্জ্জাব্রত-পালনের প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। তদুত্তরে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এক পত্রে উক্ত সেবককে জানান যে, "শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের লীলাভূমি শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রের কৃপা-লাভের বিশেষ ইচ্ছা আমার হৃদয়ে রহিয়াছে ; তবে বর্ত্তমানে শ্রীগোবর্দ্ধনাভিন্ন চটকপর্ব্বতের উপরে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ অবস্থিত থাকায় তিনি তথায় অবস্থান করিয়া ঊর্জ্জাব্রতপালন করিতে পারিবেন না। কারণ, শ্রীচটকপর্ব্বত সাক্ষাৎ শ্রীগোবর্দ্ধন। ক্ষুদ্র জীবের তদুপরি আরোহণের অধিকার নাই,—ইহা ভক্তাভিমানকারী ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীল সনাতন, শ্রীল রূপাদি শ্রীগুরুবর্গ শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ শ্রীগাম্ভর্ব্বিকা-গিরিধরের বিশ্রম্ভ সেবক ; শ্রীল প্রভুপাদ—ঈশ্বর। ঈশ্বরের আচরণের অনুকরণ ক্ষুদ্রজীব করিতে পারে না। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী-পাদের অনুকরণ তদীয় বিপ্রলম্ভবিগ্রহাভিমানী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর বা শ্রীশ্রীসনাতন-রূপাদি গুরুবর্গ করেন নাই। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে তাঁহারই সাক্ষাৎ আদেশে তাঁহার কিঞ্চিৎ সেবা করিবার অপেক্ষায় চটকপর্ব্বতে আরোহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি ; কিন্তু এখন চটকপর্ব্বতে আরোহণ করিয়া কেহ নিত্য বিলাসীর ন্যায় সর্ব্বোচ্চ প্রদেশ হইতে সমুদ্রের উপভোগ—চটকপর্ব্বতকে প্রাকৃত স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত করিবার প্রচ্ছন্ন দুর্ব্বুদ্ধি কাহারও হৃদয়ে উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের, শ্রীশ্রীগাম্ভর্ব্বিকা-গিরিধরের শ্রীচরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধ উপস্থিত হইবে। কোনদিন সেই ব্যক্তি শ্রীপুরুষোত্তমধামের কৃপা, শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপা, শ্রীশ্রীগাম্ভর্ব্বিকাগিরিধরের কৃপা লাভ করিতে পারিবে না। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীগাম্ভর্ব্বিকা-গিরিধরের নিজ-জন। শ্রীগোপীজনবল্লভ তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবককে স্কন্ধে বহন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীব্যাসাদি গুরুবর্গকে লইয়া চটক-কূটীরে অবস্থান করিতেন। 'নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ! ঘম্'—এই বিপ্রলম্ভ-গীতি তিনি সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার সেই চিত্তবৃত্তির ধারণা করিতে না পারিয়া তাঁহার বাহ্য আচরণের অনুকরণ করিতে গেলে সম্ভোগবাদী পাষণ্ডী হইয়া যাইতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক শ্রীগোবিন্দ, 'আমার সেবা সে নিয়ম। অপরাধ হউক, কিংবা নরকে গমন।'—এই বিচারে শ্রীমন্মহা-প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম-সম্বাহনের জন্য তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া-ছিলেন ; কিন্তু নিজের ভোজনের সময় অতিক্রান্ত হইলেও তজ্জন্য পুনরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অতিক্রম করেন নাই ; তদ্রূপ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে তাঁহার সাক্ষাৎ আদেশানুসারে তাঁহার সেবা ও প্রীতির জন্য যে-সকল ব্যবহার করিয়াছি, সেই সকল ব্যবহার যদি শাস্ত্র ও পূর্ব্ব মহাজনগণের আচার ও বিচারের দ্বারা সমর্থিত না হয়, তবে ঐ সকলকে শ্রীল প্রভুপাদের দোহাই দিয়া সম্ভোগবাদী হইবার প্রচ্ছন্ন

অভিসন্ধিতে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিলে কোনদিনই আত্ম-মঙ্গল লাভ হইবে না।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের 'অনুকরণ' ও 'অনুসরণ' কথা দুইটী শ্রীআশ্রয়বিগ্রহ ও শ্রীবিষয়বিগ্রহগণের আচরণানুশীলন করিবার সময়ে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। পরমেশ্বর ও ঈশ্বরগণের আচরণের অনুসরণ করিতে হইবে, অনুকরণ করিতে হইবে না। তাঁহাদের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তময়ী বাণী শ্রীভক্তিবৃদ্ধিকল্পে আত্মমঙ্গল-লাভের সম্বল করিয়া স্বীয় আচরণে প্রতিফলিত করিবার চেষ্টাই—'অনুসরণ', আর আত্মমঙ্গল-লাভের ভণ্ডটা প্রয়োজন নাই, বিবিধ মর্কটের ন্যায় শ্রীবলদেবপ্রভুর প্রতি মুখভঙ্গী করিবার উদ্দেশ্যে কিংবা ঢক্ক বিপ্রের ন্যায় শ্রীনাথাচার্য্যের প্রতিষ্ঠাকে আত্মসাৎ করিবার প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধিতে মহাজনের আচরণের দোহাই দিয়া বহির্ম্মুখতা-সমর্থনের চেষ্টাই—'অনুকরণ'।

শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীবিষয়বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অবতরণ বলিয়া পরিচয়-প্রদানকারী অনেকে বলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু বংশরক্ষার জন্য শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে বিবাহ করিতে বলিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অনুকরণে বংশরক্ষাকল্পে অথবা গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া কিছুতেই শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে অপরাধী হইতে পারেন না।

যাহারা বলেন, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সময় 'আমরা এই সকল কার্য্যের সমর্থন, অনুমোদন পাইয়াছি, বা এই সকল বিষয়ে কোন প্রতিবাদ হয় নাই,' অথচ ঐ সকল কার্য্যের দ্বারা তাঁহাদের নিরুপাধিক-ভক্তিবৃত্তিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই, কিংবা তাহা শাস্ত্র ও পূর্ব্ব মহাজনগণেরও অনুমোদিত নহে, অথচ ঐ সকল ব্যবহারকে যখন তাঁহারা পূর্ব্ব প্রমাণের দোহাই দিয়া সমর্থন করিবার অভিনয় করেন, তখন সেইরূপ বৃত্তি অবৈধ আনুকরণিক বৃত্তি অথবা বিবিধ মর্কটের বৃত্তি ব্যতীত আর কি? যাহাতে বাস্তব আত্মমঙ্গল লাভ হয়, প্রত্যেক অনুশীলনে ও আচরণে সেবালোলুপ পরিবর্দ্ধিত হয় (লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা নহে), তাহাই প্রকৃত মহাজনের আচরণের অনুসরণ।

একশ্রেণীর ব্যক্তি বলিয়া থাকে,—'ভগবানের বেলা লীলা-খেলা, আর আমাদের বেলা দুরাচার, ব্যভিচার! শ্রীরামচন্দ্র যদি পত্নীর বিরহে বৈরাগের ন্যায় ক্রন্দন করিতে পারেন, আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণ যদি পরদারাভিমর্ষণ করিতে পারেন, তবে আমরা "যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।" —শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশানুসারে ঐসকল আচরণের অনুসরণ করিব না কেন?' শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য শ্রীল পরীক্ষিত মহারাজের পরিপ্রশ্নের সুসমাধান-কল্পে বলিয়াছেন,—

"হে রাজন্! অহি সর্ব্বভুক্ হইয়াও যেরূপ দোষভাক্ হ'ন না, সমর্থবান্ হেতুবাদী পুরুষদিগেরও সেইরূপ ধর্ম্ম-মর্য্যাদা-লঙ্ঘন ও স্ত্রী-সন্দর্শনাদি দৃষ্ট হইলেও উহা দূষণীয় নহে। ঈশ্বর ব্যতীত এইরূপ আচরণে কেহ কখন মনের দ্বারাও করিবেন না। রুদ্র ভিন্ন অন্য কেহ সমুদ্রোদ্ভব বিষ পান করিলে যেমন বিনাশপ্রাপ্ত হ'ন, মূঢ়তাবশতঃ যদি কেহ ঈশ্বরের লীলার অনুকরণ করে, সেও তদ্রূপ বিনষ্ট হইবে। **সমর্থবান্ পুরুষগণের বাক্য সত্য, তাঁহাদের আচরণও তদ্রূপ।** অতএব যাহা তাঁহাদের বাক্যের **অবিরুদ্ধ, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহারই আচরণ করিবেন।** প্রভো! অহঙ্কার-রহিত সমর্থবান্ পুরুষদিগের লোক-সংগ্রহার্থ যে ধর্ম্মানুষ্ঠান, তদ্দ্বারা ইহলোকে কোন স্বার্থ নাই এবং ধর্ম্ম-বিপর্য্যয় অর্থাৎ ধর্ম্ম-মর্য্যাদা-লঙ্ঘন-জন্যও কোন প্রকার অনর্থ উৎপন্ন হয় না। ঈশ্বরাধীন নিরহঙ্কারী জীবগণেরও পুণ্য-পাপ-সম্বন্ধ নাই। পক্ষী, মনুষ্য, দেবতা ও নিখিল প্রাণীর নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণের যে পাপ-পুণ্যাদি-সম্বন্ধ নাই, তাহাতে আর বক্তব্য কি? যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-রেণুর সেবাদ্বারা পরিতৃপ্ত ভক্তবৃন্দ, যোগপ্রভাবে নিখিল কর্ম্মবন্ধ হইতে বিমুক্ত যোগী এবং জ্ঞানিগণও বন্ধন প্রাপ্ত হ'ন না, যিনি স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক অপ্রাকৃত বপু প্রকট করিয়াছেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন কিরূপে হইতে পারে? শ্রীগোপীদিগের, তৎপতিদিগের এবং সর্ব্ব প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে যিনি বর্ত্তমান, সেই সর্ব্বদৃষ্ট্যাদির সাক্ষী শ্রীকৃষ্ণ (ব্রজবধূগণ) ক্রীড়ার নিমিত্ত অপ্রাকৃত বপুঃ প্রকটিত করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত যে শ্রীগোলোকগত শ্রীরাসলীলা প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া মনুষ্য-দেহধারী প্রাণীমাত্রেই ভগবৎসেবা-পর হইবে।"—(ভাঃ ১০।৩৩।২৯-৩৬)

অকপট হরিভজনকারী, বাস্তব আত্মমঙ্গলাভিলাষী কেবল শুভ সময় করিয়াই ক্ষান্ত হন না, সেই সময়কে আচরণের

যেন মুগ্ধ করিয়া তোলেন। কেবল শুভসঙ্কল্প লইয়া জিনগত করিলে বাস্তব উপকার লাভ করা যায় না। জীবন্ত সাধু-সঙ্গে শুভ সঙ্কল্পকে আচরণে প্রকাশ করিবার জন্য মুহূর্মুহু উপস্থিত হয়। ইহাই সাধু-সঙ্গের বিশেষ ফল। আচরণ ঠিক হইলে প্রকৃত সাধুসঙ্গ হইয়াছে জানিতে হইবে। সাধু-সঙ্গ করিয়া নিজেও সাধুর দাস অর্থাৎ সাধু হইতে হইবে। শরণাগতির কথাগুলি মুখে আবৃত্তি করিলেই তাহাকে 'শরণাগত' বলা যায় না। সাধুর বাণী-সমূহ মুখস্থ বলিতে পারিলেই তাহাকে 'সাধু' বলা যায় না। শরণাগতের ও সাধুর আচরণ যাঁহাতে প্রকাশিত, তিনিই শরণাগত ও সাধু।

যাহাতে আমরা আচরণশীল হইতে পারি, তজ্জন্য সর্ব্বদা শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীশ্রীগুরুবর্গ, শ্রীশ্রীগুরুর বন্ধু, শ্রীশ্রী-রাম, ও পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীশ্রীনাম-প্রভুর নিকট প্রত্যেক পল-বিকেপে অকপটে কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে। সর্ব্বক্ষণ আমার অকপট বান্ধব, শাসক, ওতপ্রোত শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গ করিতে হইবে, মুহূর্ত্তের জন্য তোষামোদকারী গুরুবৈষ্ণব-নামধারীর সঙ্গ করিতে হইবে না। যিনি আমাকে শাসন করিয়া কৃপা করেন, তাঁহারই নিত্যশিষ্য হইতে হইবে; তাঁহারই শাসন বরণ করিতে হইবে। অকপট চিত্তবৃত্তি দেখিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন—শ্রীবলদেব নিশ্চয়ই হৃদয়ে বল ও আচরণ করিবার শক্তি দিবেন।

আমরা যখনই পরমগুরুর কিঞ্চিৎ আচরণ করিতে প্রযত্ন করি, তখনই সংসারের বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ আমাদিগকে নানা-প্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন করে; কিন্তু ঐসকল ধমকের উপদেশ তর্কে গ্রহণ না করিয়া শ্রীবলদেবের বল প্রার্থনা করিতে করিতে এক মুহূর্ত্তও আচরণশীল হইয়া বাঁচিয়া থাকা বরং ভাল, তথাপি আচরণহীন সকপট জীবন লইয়া সুদীর্ঘ-কাল বিষয় ভোগ করা শ্রেয়ঃ নহে। আচরণশীলের দৈবক্রমে সাময়িক স্খলন হইলেও তাঁহার নিত্যমঙ্গলের পথ রুদ্ধ হয় না; আর আচরণহীন বাক্যবাগীশ জগতে খুব প্রতিষ্ঠিত হইলেও নিত্যকালই পশুত্বের নিম্নিল-পথে প্রধাবিত হয়। লোকাকী ভক্ত না হইয়া আচরণশীল সেবক হইবার জন্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট বিজ্ঞপ্তি জানাইলে আমাদিগকে তিনি কৃপা করেন। অপরকে দেখাইবার জন্য আচরণ নহে, শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের নিকট অকপট হওয়াই আচরণ। বহির্ম্মুখ লোক কাহাকেও সদাচার-পরায়ণ বলিয়া সুপারিশ প্রদান করিলেই যে তিনি আচরণশীল বলিয়া গণিত হইবেন, বা কাহাকেও দুরাচার বলিলেই যে তিনি অনাচারী হইয়া যাইবেন, তাহা নহে। লোকের প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল বা লোকরঞ্জক কখনও আচরণশীল হইতে পারে না। যিনি অকপট আত্মবলেন্দু, শ্রীগুরুবৈষ্ণবপর, নিবেদিতাত্মা, তিনিই প্রকৃত আচরণশীল।

নবধা ভক্তি

(৩) স্মরণ ও (৪) পাদসেবন

শ্রবণ ও কীর্ত্তনের অনুগতরূপেই স্মরণাখ্যা ভক্তি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, শরণাগতি প্রভৃতির দ্বারা অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইলে শ্রীনাম-কীর্ত্তন পরিত্যাগ না করিয়াই স্মরণাখ্যা ভক্তি যাজিত হয়। বিশুদ্ধ মনের দ্বারা অপরাধশূন্য শ্রীনামের অনুসন্ধানই স্মরণ।

"অথ শরণাপত্ত্যাদিভিঃ শুদ্ধান্তঃকরণস্যৈব" (ভাঃ ২।১।১১)

"এতন্নিবিঘ্নমানানাবিঘ্নতামকৃতোভয়ম্" ইত্যাদ্যুক্তনা-মসঙ্কীর্ত্তনাপরিত্যাগেন স্মরণং কুর্য্যাৎ তচ্চ মনসানুসন্ধানম্।"

(ভক্তিসন্দর্ভ ২৭৫ সংখ্যা)

অনন্তর শরণাপত্তি প্রভৃতি দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে—'হে রাজন্! এই অভয় হরিনামকীর্ত্তনই বিদ্যমান' ইত্যাদি বাক্যানুসারে শ্রীনামকীর্ত্তন পরিত্যাগ না করিয়াই স্মরণ করিবে। মনের দ্বারা উক্ত নামের অনুসন্ধানই স্মরণ।

এই স্মরণ শ্রীনামাদিসর্ব্বরূপে বহুবিধ হইয়া থাকে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার জৈবধর্ম্মে বলিয়াছেন,—

শ্রীগুরুদেবের নাম, রূপ, গুণ, লীলার স্মরণের নামই—'স্মরণ'। স্মরণ পঞ্চবিধ—যৎকিঞ্চিৎ মনন বা অনুসন্ধানের নাম—'স্মরণ'; পূর্ব্ব বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করত

সামান্যাকারে মনোধারণের নাম—'ধারণা'; বিশেষরূপে রূপাদির চিন্তনের নাম—'ধ্যান' অমৃতধারার ন্যায় অনবচ্ছিন্ন ধ্যানের নাম—'ধ্রুবানুস্মৃতি' এবং ধ্যেয়বস্তুর স্ফূর্তির নাম—'সমাধি'।"

(গৌড়ীয় ১৯শ অঃ)

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে এই পঞ্চবিধ স্মরণের কথাই বলিয়াছেন। তিনি এই পঞ্চবিধ স্মরণের দৃষ্টান্ত শাস্ত্র হইতে উদ্ধার করিয়া প্রদান করিয়াছেন। 'স্মরণ' সম্বন্ধে তত্ত্বরাজদীয় পুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

(১) স্মরণ—"এই অব্যয় পুরুষ নারায়ণ যে-কোন-প্রকারে স্মৃত হইলে পাতকী পুরুষের প্রতিও প্রসন্ন হইয়া থাকেন; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

(২) ধারণা—"বিষয়-ধ্যানরত পুরুষের চিত্ত বিষয়-সমূহেই আসক্ত হয়; অনুক্ষণ সংস্মরণরত পুরুষের চিত্ত আমাতেই বিলীন হইয়া থাকে।"

(৩) ধ্যান—শ্রীনৃসিংহপুরাণের বাক্য, যথা—"শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মযুগলের ধ্যানে শঙ্খচক্রাদিময় ঊর্দ্ধপদ্মপরাগাভ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে; তাহা পাপী জনেরও প্রসঙ্গক্রমে উৎকৃষ্ট সুমঙ্গলরূপে বিহিত হইয়াছে।"

(৪) ধ্রুবানুস্মৃতি—"আমার গুণ শ্রবণমাত্রেই সমুদ্র-অভিমুখে গঙ্গাজলের ন্যায় সর্ব্বগুহাশয় আমার প্রতি যে অব্যবচ্ছিন্না মনোগতি হইয়া থাকে।" "ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্য-লাভের জন্য যাঁহার স্মৃতি কুণ্ঠিত হয় না।"—ইত্যাদি। শ্রীরামানুজাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্রে ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন।

(৫) সমাধি—"তৎকালে তিনি রুদ্ধবৃত্তি হইয়া সেই জগদাত্মা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আগমন এবং নিজ বা বিশ্বসম্বন্ধে কিছুই অবগত হন নাই।" "সেই ঈশ্বরের" অর্থাৎ রুদ্র এবং তৎপত্নীর। তাঁহারা উভয়ে ভগবানের অংশ এবং তদীয় শক্তি বলিয়া "জগদাত্মা" অর্থাৎ জগৎপ্রবর্ত্তক। অবগত-না হওয়ার কারণ বলিতেছেন—"রুদ্ধবৃত্তি" অর্থাৎ "ভগবানে পরমা ভক্তি লাভ করিয়াছেন" এই পূর্ব্ববাক্যানুসারে ভগবদ্-বিষয়চিত্ত। অতএব অসম্প্রজ্ঞাত নামক ব্রহ্মসমাধি হইতে ইহা ভিন্নই হইয়া থাকে।

লীলাদিযুক্ত ভগবদ্বিষয়ও কখনও কখনও অন্য স্ফূর্ত্তি-রহিত সমাধি হইয়া থাকে। দাসাদি ভক্তগণের পক্ষেই এই সমাধি সম্ভব হয়। শান্ত ভক্তের পক্ষে প্রায়শঃ পূর্ব্বোক্ত সমাধির কথাই শ্রুত হয়।

স্মরণ, ধ্যান ও নিদিধ্যাসনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। স্মরণে—নাম, মন্ত্র, রূপ, গুণ লীলা ইত্যাদির কথঞ্চিৎ উদয় হয়। ধ্যানে—রূপ, গুণ ও লীলার সুষ্ঠুরূপে চিন্তা হইয়া থাকে। ধ্যানকে দীর্ঘকাল রাখার নাম—ধারণা। ধ্যানকে গাঢ় করিতে পারিলে নিদিধ্যাসন হয়। অতএব ধ্যানই ধারণা ও নিদিধ্যাসনকে ক্রোড়ীভূত করিয়াছে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'শ্রীনামস্মৃতি' ও 'মন্ত্রস্মৃতি'—এই দুই প্রকার স্মৃতির কথা বলিয়াছেন। শ্রীতুলসী-মালায় সংখ্যা করিয়া যে হরিনাম করা, তাহার নাম—'নামস্মৃতি'; করে সংখ্যা রাখিয়া যে মন্ত্র স্মরণ করা যায়, তাহার নাম—'মন্ত্রস্মৃতি'। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ—এই তিনটী ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে কীর্ত্তনই সর্ব্ব-প্রধান; যেহেতু শ্রবণ ও স্মরণ কীর্ত্তনের অন্তর্ভূত হইয়া থাকিতে পারে।"

(গৌড়ীয় ১৯শ অঃ)

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীরসিককুল-মুকুট-মৌলি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকের টীকায় বলিতেছেন,—

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥

(ভাঃ ২।৮।৪)

"সোঽপি স্মরণপ্রবন্ধঃ শ্রবণকীর্ত্তনবতো ভক্তস্য লাঘবক ইত্যাহ—শৃণ্বত ইতি। স্বপ্রযত্নং বিনাপি ভগবান্ স্বয়মেব হৃদয়ং প্রবিশতীতি **শ্রবণকীর্ত্তনাধীনমেব স্মরণমিতি জ্ঞাপিতম্।**"

যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গল কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, শ্রীভগবান্ অচিরকাল মধ্যেই সেই ভক্তের হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হন। ইহার দ্বারা **শ্রবণ-কীর্ত্তনের অধীনই স্মরণ,**—ইহা জ্ঞাপিত হইল।

শ্রীপাদসেবন

শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ পরিত্যাগ না করিয়া যে পাদসেবা, তাহাই নবধা ভক্তির অন্তর্ভুক্ত। কেহ কেহ স্মরণ-সিদ্ধির জন্য এই সেবা করিয়া থাকেন।

'পাদসেবা' এই পদে 'পাদ' শব্দ ভক্তিহেতু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার দ্বারা সেবার আদরণীয়তা সূচিত হইতেছে। কাল ও দেশাদির যোগ্য পরিচর্য্যাই সেবা। শ্রীমদ্ভাগবতে (৪।২১।৩১) উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীভগবানের পাদসেবাকাঙ্ক্ষা গঙ্গায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর পাদাঙ্গুষ্ঠ-প্রসূতা গঙ্গা-দেবীর ন্যায় সতই সংসার-তপ্ত ব্যক্তিগণের অশেষ-কল্মাষক্ষিত বিবিধ-বিষয়মল বিনষ্ট করিয়া থাকে। শুদ্ধ অকিঞ্চন ভক্তগণ শ্রীবিষ্ণুর পাদসেবা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই কামনা করেন না। আত্মবন্ধন বরং কিঞ্চিৎ ভাল, তথাপি শ্রীভগবানের পাদসেবা করিয়া মুক্তির অভিলাষ করণীয় নহে।

শ্রীপাদসেবা বলিতে শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন, তাঁহার স্পর্শন, শ্রীমূর্ত্তির পরিক্রমা, শ্রীমন্দির-পরিক্রমা, শ্রীনবদ্বীপ-শ্রীবৃন্দাবনধামাদি পরিক্রমা, শ্রীভগবানের অনুগমন, শ্রীভগবন্মন্দির, শ্রীগঙ্গা, শ্রীযমুনা, শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম, শ্রীদ্বারকা, শ্রীমথুরা প্রভৃতি তদীয় তীর্থে গমন, স্নান প্রভৃতি বুঝায়। শ্রীধাম-মায়াপুরে গমন ও শ্রীমায়াপুরের সেবা শ্রীপাদসেবারই অন্তর্গত। যাবজ্জীবন শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে ও শুদ্ধভক্তিসঞ্চারাম শ্রীমঠাদিতে বাস করণা-পত্তির অন্তর্গত ও তাহাও শ্রীপাদসেবার মধ্যে গণ্য। গঙ্গা প্রভৃতি ও তত্তৎস্থবাসী প্রাণিসমূহ পরমভাগবত বলিয়া তাঁহাদের সেবা প্রভৃতি মহৎসেবাতে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। গঙ্গাদি ভক্তির কারণ হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।১৬) উক্ত হইয়াছে, শ্রবণাভিলাষী প্রজাশীল ব্যক্তির মহৎসেবা ও পুণ্যতীর্থ-সেবা-হেতু শ্রীভগবান শ্রীহরির কথা বিষয়ে রুচি জন্মিয়া থাকে। শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম-প্রসূতা গঙ্গাদেবীকে মস্তকে ধারণ করিয়া মহাভাগবতবর শিবও 'শিব' অর্থাৎ মঙ্গলময় হইয়াছেন। শ্রীপদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীমথুরা অতি গুহ্য, শ্রীবৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ-স্বরূপা; যেহেতু এই স্থানে একদিন মাত্রও বাস করিলে শ্রীহরিভক্তি লাভ হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবৎস্বরূপ বলিয়া তদীয় ক্ষেত্র-সকলই পূর্ণ পুরুষার্থপ্রদ হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি শ্রীমথুরাধাম পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র আসক্তি প্রদর্শন করে, উক্ত মূঢ় ভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়া সংসারে ভ্রমণ করিয়া থাকে। অতএব শ্রীমথুরা ও শ্রীমথুরাস্থিত ঔদার্য্যময়ী পুরী শ্রীমায়াপুরের সেবা শ্রীপাদ-সেবারই অন্তর্গত; শ্রীতুলসীর সেবাকেও পাদসেবা বলা যায়, যেহেতু শ্রীতুলসী শ্রীভগবানের পরম-প্রিয়া। শ্রীজনকনন্দিনী শ্রীসীতাদেবী ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের যেরূপ প্রিয়া, নিখিল লোকপাবনী শ্রীতুলসীদেবীও শ্রীহরির সেইরূপ প্রিয়া। যাঁহারা শ্রীতুলসী রোপণ করেন, শ্রীতুলসীতে জল প্রদান করেন, শ্রীতুলসীতে ধূপ-দীপাদি দান করেন, শ্রীতুলসী পরিক্রমা করেন, শ্রীতুলসীর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত, তাঁহার কৃপা প্রার্থনা, তাঁহার নিকট নির্ম্মলা শ্রীকৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করেন, শ্রীতুলসীর সম্মুখে শ্রীভাগবত-কথা কীর্ত্তন করেন, শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে অচিরেই কৃপা করিয়া থাকেন। কারণ, শ্রীতুলসীর নাম-শ্রবণেই অসুরদর্প-নাশন শ্রীভগবান্ প্রীত হন। অতএব শ্রীতুলসীর সেবাও শ্রীপাদসেবারই অন্তর্গত। অকপট আস্থির সহিত শ্রীতুলসীর সেবা করিতে করিতে হৃদয়ের অন্যাভিলাষসমূহ বিদূরিত হয়, হৃদয়ে চিদ্বৃত্তির বিকাশ হয়। শ্রীভগবান্ শ্রীতুলসী-সেবাকারীর নিকট আত্ম-বিক্রয় করেন। কি সেবার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বশ করা যায়, ইহা চিন্তা করিয়া শ্রীমহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু পাদ্মের এই শ্লোকটি বিচার করিয়াছিলেন—

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥

শ্রীকৃষ্ণকে যিনি জল-তুলসী দেন, তাঁহার ঋণ শোধ করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনার স্বরূপকে তদ্বিনিময়ে দিয়া ঋণ পরিশোধ করেন।

এই শ্লোকার্থ আচার্য্য করেন বিচারণ।
কৃষ্ণকে তুলসী জল দেয় যেই জন॥
তাঁ'র ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
জল-তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন॥
তবে আত্মা বেচি' করে ঋণের শোধন।
এত ভাবি' আচার্য্য করেন আরাধন॥
গঙ্গাজলে তুলসী-মঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি' করে সমর্পণ॥

(চৈঃ চঃ আ ৩।১০৩-১০৭)

শ্রীতুলসী এরূপ কৃপাময়ী যে, তাঁহার অপ্রাকৃত গন্ধ আত্মারামগণের মনকেও হরণ করে। শ্রীতুলসী জীবকে নির্ব্বিশেষবাদের কবল হইতে রক্ষা করেন; আত্মারামকে পরারাম অর্থাৎ চিদ্বিলাসের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া থাকেন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

এই সব রস কৃষ্ণচরণ-সম্বন্ধে।
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে॥
তদ্ভাববিম্বনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসী-মকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥

(চৈঃ চঃ ম ১৭।১৪১-১৪২)

সেই অরবিন্দ-নেত্র ভগবানের পদকমলের কিঞ্জল্কমিশ্রিত তুলসীর মধুগন্ধযুক্ত বায়ু চতুঃসনের নাসিকা-রন্ধ্রযোগে অন্তর্গত হইয়া নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মপরায়ণ তাঁহাদিগের চিত্ত ও তনুর ক্ষোভ উৎপন্ন করিয়াছিল।

শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার গৃহস্থ-লীলায় প্রত্যহ শ্রীতুলসীর সেবার আদর্শ প্রকট করিয়াছেন,—

যথাবিধি করি' প্রভু শ্রীবিষ্ণু-পূজন।
তুলসীরে জল দিয়া করেন ভোজন॥

(চৈঃ ভাঃ আ ৮।৭৩)

তুলসীরে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি'।
ভোজনে বসিলা গিয়া বলি' 'হরি হরি'॥

(চৈঃ ভাঃ আ ১২।১০১)

শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী প্রত্যহ শ্রীতুলসীর সেবা করিতেন,—

নিরবধি তুলসীর করেন সেবন।

(চৈঃ ভাঃ আ ১৪।৪০)

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীতুলসী-সেবন-লীলার কথা এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

তুলসীর ভক্তি এবে শুন মন দিয়া।
যেরূপে করিলা লীলা তুলসী লইয়া॥
এক ক্ষুদ্র-ভাণ্ডে দিব্য মৃত্তিকা পূরিয়া।
তুলসী রোপেন সেই ঘটে আরোপিয়া॥
প্রভু বলে,—"আমি তুলসীরে না দেখিলে।
ভাল নাহি বাসোঁ যেন বৎস বিনে গলে॥"
তবে চলে সংখ্যা-নাম করিয়া গ্রহণ।
তুলসী লইয়া অগ্রে চলে একজন॥
পশ্চাতে চলেন প্রভু তুলসী দেখিয়া।
পড়য়ে আনন্দধারা শ্রীঅঙ্গ বহিয়া॥
সংখ্যা-নাম লইতে যে-স্থানে প্রভু বৈসে।
তথায় রাখেন তুলসীরে প্রভু পাশে॥
তুলসীরে রোপেন, জপেন সংখ্যা-নাম।
এ ভক্তিযোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন্॥
পুনঃ সেই সংখ্যানাম সম্পূর্ণ করিয়া।
চলেন ঈশ্বর সঙ্গে তুলসী লইয়া॥
শিক্ষাগুরু নারায়ণ যে করায়েন শিক্ষা।
তাহা যে মানয়ে, সেই জন পায় রক্ষা॥

(চৈঃ ভাঃ অ ৮।১৫৪-১৬২)

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের এই আচরণের অনুকরণ করিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় শ্রীতুলসীর ভক্তির ছলনায় তুলসীকে শাকপত্রের ন্যায় ব্যবহার করে; শ্রীতুলসীর সম্মুখে ধূম্রপানাদি-অপরাধ করিতে বিরত হয় না; তাহা শুদ্ধভক্তগণের অনুকরণীয় নহে। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ শ্রীতুলসীর সেবার নামে অপরাধ করিয়া থাকে বলিয়া শ্রীতুলসীর সেবা-পরিত্যাগ করাই শুদ্ধভক্তি, অথবা যিনি শ্রীতুলসীর সেবা করেন, তিনিই প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া পড়িবেন,—এইরূপ বিচার আত্মমঙ্গলকামীর বিচার নহে, উহা নির্ব্বিশেষবাদীর বিচার। মীরাবাঈএর নামে প্রচলিত "বিনা প্রেমসে নাহি মিলে নন্দলালা"—এই গানের অন্তর্গত একটি পদের তাৎপর্য্য এই যে, যদি তুলসী পূজিলে হরি পাওয়া যাইত, তবে আমি এক কাড় বৃক্ষ-পূজা করিতাম। এইরূপ বিচার নির্ব্বিশেষবাদীর বিচার। শ্রীতুলসী বৃক্ষ নহেন, তিনি সাক্ষাৎ ভগবদ্ধাবতার। তাঁহার সেবায় চেতনের বৃত্তি পরিস্ফুট হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

তুলসী দেখি, জুড়ায় প্রাণ,
মাধবতোষণী জানি।

শ্রীনামাচার্য্য শ্রীশ্রীল হরিদাস ঠাকুর যবনকুলোদ্ভবা পাপীয়সী বেশ্যাকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন,—

নিরন্তর নাম কর তুলসী সেবন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥

(চৈঃ চঃ অ ৩।১৩৬)

শ্রীনামাচার্য্যের আদেশে উক্ত বেশ্যা,—

তুলসী সেবন করে, চর্ব্বণ, উপবাস।
ইন্দ্রিয় দমন হৈল, প্রেমের প্রকাশ॥

(চৈঃ চঃ অ ৩।১৪০)

পতিতপাবনী শ্রীতুলসী-সেবার দ্বারা জীবের এইরূপ চরম মঙ্গল লাভ হইতে পারে, এজন্য শ্রীতুলসী-সেবাকে শাস্ত্র ও

মহাজনগণ শ্রীপাদসেবার অন্তর্গত বলিয়া গণনা করিয়াছেন। শ্রীভক্তিবিলাসে (৭ম বিলাস) শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু বহু শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধার করিয়া শ্রীতুলসীসেবার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। আত্মনিবেদন বা "কায় কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে"—এই বুদ্ধির সহিত শ্রীপাদসেবা করিলে উত্তমা ভক্তি লাভ হয়।

শ্রীল তীর্থ মহারাজের হরিকথার মর্ম্ম

(মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ—৩রা জুলাই, ১৯৪০)

শ্রীশ্রীগুরুবর্গের জয়ের দ্বারা ভক্তির যাবতীয় বিঘ্ন দূরীভূত হয় এবং সাধকের অভীষ্ট পূরণ হয়। কাজেই প্রত্যেক মঠবাসীর যে-কোন প্রকারের সেবা-কার্য্য করিবার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের 'জয়' উচ্চারণ করিয়া সেবা-কার্য্য আরম্ভ করা উচিত। তাহা না করিলে সেবার অঙ্গগুলি প্রাণহীন ক্রিয়াকলাপে পরিণত হইবে এবং তদ্দ্বারা আত্মোন্নতির কোন-প্রকার সম্ভাবনা নাই।

"নামাশ্রয় করি' যতনে তুমি থাকহ আপন কাজে"—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই বাণী কীর্ত্তনের দ্বারা আমাদিগকে জানাইতেছেন যে,—সারা দিন-রাত সেবা-কার্য্য করিয়াও মুখে যাহার পরতত্ত্বাভিন্ন শ্রীনামপ্রভুর কীর্ত্তন নাই, তাহার সেবা-চেষ্টা প্রাণহীন ক্রিয়া-কলাপ-মাত্র; উহা কখনও সেবা নহে। ঐ প্রকার ব্যক্তির হৃদয় সর্ব্বদা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাপূর্ণ তরঙ্গপূর। যদি সেবাই হইবে, তবে শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভুর কীর্ত্তিত 'সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ' অর্থাৎ সেবোন্মুখ রসনাদি ইন্দ্রিয়ে শ্রীনাম স্বয়ং স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন,—এই বাক্যের সার্থকতা কৈ? সুতরাং শ্রীশ্রীরূপাভিন্ন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাক্য লঙ্ঘন করিয়া হরিভজন হইতে পারে না।

"রাধাধাম্নে রহি', ছাড়ি' ভোগ-অহি,
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তন-গৌরব।
রাধা-নিত্যজন, তাহা ছাড়ি' মন,
কেনবা নির্জ্জন-ভজন কৈতব॥
শ্রীহরিদাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব॥"

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-বিগলিত উক্ত বাণী আমাদিগকে 'গোপীভর্ত্তুঃপদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ'—এই নিত্যাভিমানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া রাধাধামে অর্থাৎ চিচ্ছক্তি-অভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে শ্রীগুরুগৃহে অর্থাৎ মঠে বাস করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ এবং উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে হইবে বলিয়া জানাইতেছেন। তাৎপর্য্য এই যে, গৃহাভিমানে, ভোক্তাভিমানে বা দেহাত্মাভিমানে রাধাধাম অর্থাৎ চিচ্ছক্তি-অভিন্ন গুরুধাম হয় না এবং মনে মনে মনোধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া জন্মজন্মান্তর ভক্ত্যনুশীলনের অভিনয় করিলেও কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীনামপ্রভু তাহার জিহ্বায় উচ্চারিত হ'ন না।

"সম্বন্ধ জানিয়া, ভজিতে শিখিয়া, অভিমান দূরে"—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই বাণী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। সম্বন্ধজ্ঞান-বিহীন সেবা-বিমুখ ব্যক্তির জিহ্বায় শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারিত হন না।

জড়াভিমান যথা :— চারিবর্ণ ও চারি আশ্রমের অভিমান, পুরুষ বা স্ত্রী-অভিমান; খণ্ডদেশ, খণ্ডকাল বা খণ্ড পাত্রের অভিমান এবং স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির অভিমান আমাদের সম্বন্ধজ্ঞান উদয়ের প্রতিবন্ধক। সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়েই এই জড়াভিমান দূর হয়। স্বরূপ উপলব্ধিযুক্ত শ্রীনামপরায়ণ সাধুর মুখে ২৪ ঘণ্টা নিষ্কপট চিত্তে হরিকথা শ্রবণ-পূর্ব্বক নিজের স্বরূপ জানিয়া নামাপরাধ এবং নামাভাস পরিত্যাগ করতঃ শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতেই এই সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয় এবং আনুষঙ্গিকভাবে এই জড়াভিমানও দূর হয়।

দশবিধ নামাপরাধযুক্ত পূর্ণ-সম্বন্ধজ্ঞান-রহিত অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞান-আভাস-সহিত যে নাম, তাহা নামাভাস। এই নামাভাসে সংসার-বন্ধন মোচন হয়; অর্থাৎ অন্যাভিলাষ, ভোগবাসনা, ত্যাগবাসনা প্রভৃতি যত রকমের অনর্থ আছে,

(২৮ প্রকার সাধনরাজ্যে ৩২২ প্রকার ব্রজভজনে) তাহা সমস্তই দূর হইয়া যায়।

পুত্রবুদ্ধি ছাড়ি' অজামিল সে স্মরণে।
পাইলা বৈকুণ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে॥
(চৈঃ ভাঃ)

নামাভাসে বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি—(হরিনাম-চিন্তামণি) অর্থাৎ নাম-সেবায় যোগ্যতা লাভ।

আগে হয় মুক্তি, তবে সর্ব্ববন্ধ নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥ (চৈঃ চঃ)

'অয়ি মুকুন্দপ্রৈষণপাতমানস'—(শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু) প্রভৃতি শ্রীগুরুবর্গের বাণী একই তাৎপর্য্যপর এবং নামাভাসের ফল-নির্দ্দেশক।

দুর্লভ মানবজন্মের সার্থকতা—বৈকুণ্ঠ-প্রিয়-দর্শনে। (ভাঃ) দর্শন শব্দের অর্থ এখানে সেবা। বৈকুণ্ঠপ্রিয় অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রিয় বা বৈষ্ণবের প্রিয়। শ্রীগুরু, বৈষ্ণব, মঠ, শ্রীবিগ্রহ, গ্রন্থভাগবত, ভক্তভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, মহাপ্রসাদ, বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ শ্রীবৈষ্ণবগণ, ইহারা সকলেই শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রিয় অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রিয়, কৃষ্ণের বিলাস, এবং বৈষ্ণবের প্রিয়। সুতরাং যাহারা কৃষ্ণের বিলাস-বিগ্রহ বাদ দিয়া কৃষ্ণভজন (?) করে বা গুরুভজন করে, তাহারা নির্ব্বিশেষবাদী বা মায়াবাদী; তাহারা কৃষ্ণের চরণে মহাপরাধী, সুতরাং নারকী। "আর্চ্চা বিষ্ণৌ···স নারকী নঃ" শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

বর্ত্তমানে গৌড়ীয়মঠের কতকগুলি সেবক-নামধারী জড়-নির্ব্বিশেষবাদী, জড়ভোগী ও জড়নির্ব্বিশেষবাদী, ফল্গুত্যাগী শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বিদ্বেষ করতঃ ছায়ার পুরুষসহ নরক ভোগ করিতেছে বলিয়াছে।

অনর্থ চা'র প্রকার— (১) ভ্রমভ্রম, (২) অসত্তৃষ্ণা, (৩) হৃদ্দৌর্ব্বল্য, (৪) অপরাধ। ইহাদের প্রত্যেকটী আবার চা'র প্রকারের।

ভ্রমভ্রম :—স্ব-স্বরূপভ্রম, পর-স্বরূপভ্রম, সাধ্যসাধন-স্বরূপ-ভ্রম ও বিরোধি-স্বরূপভ্রম।

অসত্তৃষ্ণা :—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষবাঞ্ছা অথবা পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, স্বর্গৈষণা ও মোক্ষৈষণা। এষণা অর্থে—বাঞ্ছা।

হৃদ্দৌর্ব্বল্য :—নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি, জীবহিংসা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা।

অপরাধ :—নামাপরাধ, ধাম্নাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ ও সেবাপরাধ। (নামাপরাধ ১০ প্রকার, ধাম্নাপরাধ ১০ প্রকার, বৈষ্ণবাপরাধ ১০ প্রকার ও সেবাপরাধ ৩২ প্রকার)

পূর্ব্বে সাধনরাজ্যে ২৮ প্রকার প্রতিবন্ধকের কথা বলা হইয়াছে, তাহা এই :— অনর্থ মোট ১৬ প্রকার + ছয় বেগ ও ছয় দোষ। ব্রজভজনে যে ২২ প্রকার অনর্থের কথা বলা হইয়াছে, তাহা শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ষষ্ঠ ধারা ৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। যাঁহারা শ্রীগুরুবৈষ্ণব-কৃপায় সিদ্ধ-স্বরূপ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই ব্রজভজনের এই ২২টী প্রতিবন্ধক জানা আবশ্যক। সুতরাং সাধকগণের সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত— যেন অনধিকার-চর্চ্চা না হয়।

অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণবাচার

স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।

স্ত্রী-সঙ্গী তাহারা,—যাহারা দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট, পুরুষাভিমানী ভোগী। তাহারা কৃষ্ণের ভোগের উপকরণগুলিকে নিজের ভোগে লাগায়। সুতরাং তাহারা সম্বন্ধজ্ঞান-প্রদাতা শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর চরণে অপরাধী। আর কৃষ্ণাভক্ত তাহারা,—যাহারা কৃষ্ণের বিলাস স্বীকার করে না। তাহারা নির্ব্বিশেষবাদী, মায়াবাদী বা চিন্মাত্রবাদী। তাহারা প্রাকৃত ভোগী বা রুক্ষ বৈরাগী। তাহারা অভিধেয়াচার্য্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর চরণে অপরাধী। সুতরাং এই উভয় শ্রেণীর লোকই অপরাধী বলিয়া দুঃসঙ্গ-মধ্যে পরিগণিত প্রকৃত সাধুসঙ্গ ব্যতীত এই দুঃসঙ্গের হস্ত হইতে উদ্ধারের আর উপায় নাই। অতএব, "সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই। সংসার নিস্তারিতে আর কোন বস্তু নাই॥" এইজন্যই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শরণাগতির প্রথম গানের শেষে আমাদিগকে স্ত্রী-সঙ্গী ও মায়াবাদীর হস্ত হইতে উদ্ধারের জন্য শ্রীরূপ-সনাতনের পদে সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন,—

রূপ-সনাতন-পদে ধরে তৃণ ধরি।
বিনোদসেবক পড়ে দুই পদ ধরি'॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে আমি ত' অধম।
বিধায়ে শরণাগতি করহে উত্তম॥
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহায়।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার॥

পরমারাধ্যতম পতিতপাবনবর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব জানাইয়াছেন,—"প্রত্যেক মঠসেবক, ব্রহ্মচারী, বনচারী বা

সন্ন্যাসী প্রভৃতি মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা করিবেন এবং সকলকে জানাইবেন যে, শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারীর শ্রীবিগ্রহ জীবভোগ্য অচেতন কাষ্ঠ-পাষাণের বস্তু নহেন; সুতরাং তাঁহারাই শ্রীগৌড়ীয় মঠ বা গৌড়ীয়মিশনের একমাত্র মালিক। তাঁহারা যদি কৃপা করিয়া গৌড়ীয়মিশনের গতিবিধিকে তাঁহাদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য এবং সেবা-পূজা-অর্চ্চন ও ভোগ-রাগ ইত্যাদি সেবা-কার্য্যে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি বলিয়া স্বীকার করেন, তবেই মিশন চলিবে। আর যদি তাহা না হয়, তাহাতেই বা দুঃখিত বা নিরুদ্যম হইবার কি কারণ আছে? কেন না,—

নিজ-বল-চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নিশ্চয় করিয়া॥
যেন কৃষ্ণ, যেন কৃষ্ণ, পালেন কৃষ্ণ সবে।
রাখেন কৃষ্ণ, মারেন কৃষ্ণ, ইচ্ছা করেন যবে॥

এই শ্রীভক্তিবিনোদবাণীর উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপায় তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয়মিশন নিশ্চয়ই চলিবে। অতএব আপনাদের চরণে সকাতর ও আন্তরিক প্রার্থনা এই যে, আপনারা মঠের এবং মিশনের প্রত্যেক ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীকে শুদ্ধভক্তির সম্বন্ধাপেক্ষা অতিকুল প্রবল অনর্থকে (দেহারামতা, গেহারাম-তাকে) শুদ্ধভক্ত-সঙ্গাশ্রয় হইতে চিরতরে নির্ব্বাসিত করিয়া নিকপট সাধুসঙ্গে শ্রীনাম-প্রভুর অকৈতব-সেবার আদর্শ সংস্থাপন করিবেন। যে-কাল-পর্য্যন্ত প্রত্যেক মঠসেবক, প্রত্যেক ব্রহ্মচারী, প্রত্যেক গৃহস্থ, প্রত্যেক বানপ্রস্থ ও প্রত্যেক সন্ন্যাসী মঠারামতা অর্থাৎ মঠবাসের অভিনয়ে কর্ম্ম-কাণ্ডীয় অপবৈষ্ণব-নীতিমূলক শুদ্ধভক্তির অত্যন্ত বিরোধী দেহারামতা ও গেহারামতা অন্বয়ের সহিত সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া নিকপট দীনচিত্তে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবায় সমগ্র জীবনী-শক্তি প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত না হইবেন, তাবৎকাল-পর্য্যন্ত আমার ন্যায় সর্ব্বক্ষণ বিপদ্‌গ্রস্ত জীবকোটির উক্ত তথা-কথিত মঠসেবকগণের (যাহারা মাধুকরী ভিক্ষা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন, তাঁহাদের) সঙ্গ করিবার ইচ্ছা নাই। কেন না, আসুরী গুরুবৈষ্ণব-সেবাবিরোধিনী চিত্তবৃত্তি নিকপট মঠবাসীর পক্ষে ভোগীর বিষয়-বিষ ভক্ষণের ন্যায় ক্রমশঃ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষরূপ প্রাণনাশ-কারক। আমার দৃঢ় আশা ও প্রার্থনা—আপনি শ্রদ্ধালুসকলের নিকট এ বিষয় আচার-প্রচার করিয়া সকলকে উৎসাহিত করিবেন।"

শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

আগামী ২৯শে ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম নবদ্বীপ-মায়াপুরে **শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব**-উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নাম-সংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথি-সেবা ও যাত্রা-মহোৎসবাদি হইবে। ৩০শে ফাল্গুন, ১৪ই মার্চ্চ শুক্রবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সাধারণ-অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের প্রিয়বার্ষ্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। **আগামী ২৮শে মাঘ, ১০ই ফেব্রুয়ারী সোমবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রাচীন-নবদ্বীপে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর জন্মোৎসবোপলক্ষে শ্রীনাম-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন। ১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ সোমবার হইতে ২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত নয়টি দীপ পরিক্রমা হইবে।**

☞ উৎসব-উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি মহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তবিলাস দামোদরিকারী ভক্তিমযুখ, ভক্তিলাভী প্রভু, শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির পোঃ আঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-মিশন

(শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা
৫ই পৌষ, ১৩৪৭

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

ঋষিকুল-শ্রমণ-সঙ্ঘোপাস্য-পরবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ৪ঠা ফাল্গুন (১৩৪৭), ১৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৪১) রবিবার শ্রীকৃষ্ণপক্ষমীতিথিতে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-স্থানে শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস-কুলচূড়ামণি ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সপ্তষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে শ্রীহরিসংকীর্ত্তন, শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা ও প্রচারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা, মহাপ্রসাদ-সম্মান প্রভৃতি মহামহোৎসবে মহাশয় কৃপা-পূর্ব্বক শুভাগমন ও যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়।

নিবেদনমিতি—

শ্রীশ্রীরূপানুগমঠাশ্রিতানাং সেবকবৃন্দানাম্

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—আচার্য্য-আরতির সমস্ত দ্রব্য-সম্ভার ও প্রণামী প্রভৃতি শ্রীপাদ অমলায়ন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা

গৌড়ীয়-মিশন

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

৮ই পৌষ, ১৩৪৭ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ সোমবার হইতে ৯ দিবসকাল শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার পরিচালক সমিতির সেবোদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও সংকীর্ত্তন-সেবাসাক্ষাতায় শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রম করা হইবে। মহাশয় কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্তাঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন-ফল লাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

সম্পাদক, গৌড়ীয়-মিশনের পরিচালক-সমিতি

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মস্থিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবন)—১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, সোমবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, পোলডাঙ্গা, মেঘাচর, বেলপুকুর)—২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ্চ, মঙ্গলবার।

গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, কেপাই)—২১শে ফাল্গুন, ৫ই মার্চ্চ, বুধবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাগ, বামনপুরা)—২২শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালী, কোল ও চর, তেঘরির কোল, কোল-আমাদ, কোলের চর)—২৩শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ্চ, শুক্রবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাতুপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির)—২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ, শনিবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, আমনগর)—২৫শে ফাল্গুন, ৯ই মার্চ্চ, রবিবার (একাদশীর উপবাস)।

(৮) মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটিলা বা একডালা মায়াপুর)—২৬শে ফাল্গুন, ১০ই মার্চ্চ, সোমবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ, (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গজের ডাঙ্গা)—২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার।

২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ বুধবার শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব ও ২৯শে ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার শ্রীগৌরপ্রকটপৌর্ণমাসী হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাত্তিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

আনুগত্যং বিনা হরৌ ভক্তিরপি নাস্তীতি।
নির্বন্ধঃ হরিভজনে মুখ্যং বিদ্ধ্যনুকূলে।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং
ভক্তিরুত্তমা। ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

THE GAUDIYA MISSION

আপনিত্যস্য মূলং হি শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ঃ।
যুক্তিঃ শাস্ত্রবিচারশ্চ বৈরাগ্যং তদ্বয়ং তথা।
শ্রীগুরোর্যদা যত্র কৃপা তনুতে তত্র।
নিত্যং স্থিতিঃ সদা তত্র সাধুসঙ্গশ্চ জায়তে।

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২০শে পৌষ, ১৩৪৭ ; ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৪১ | ২৩শ সংখ্যা

আনুগত্য

শ্রীভক্তিপথের মূল কথাই—'আনুগত্য'। কর্ম্মপথ ও ভক্তিপথ একমাত্র আনুগত্য-বৈশিষ্ট্যের কষ্টি-পাথরে পরীক্ষিত হয়। 'আনুগত্য'-অর্থে জীবের সহজধর্ম্ম স্বতন্ত্রতার উচ্ছেদ বুঝায় না। বস্তুতঃ স্বতন্ত্রতার প্রকৃত সদ্ব্যবহারই—'আনুগত্য'। শ্রীভগবান্ জীবকে স্বতন্ত্রতারূপ মহা-রত্ন দান করিয়াছেন। তটস্থা শক্তিজাত জীবের স্বভাবেসর্ব্বদাই স্বতন্ত্রতা-বৃত্তি অনুস্যূত আছে। স্বরূপবিস্মৃতি বা সম্বন্ধ-জ্ঞানের বিস্মৃতি হওয়ায় জীব মায়িক জগতের প্রভুত্ব-কামনাকেই স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতা মনে করিতেছে। বস্তুতঃ জড়জগতের উপর প্রভুত্ব করিবার চেষ্টায় উহার অধীনতাই বরণ করিতে হয়। একমাত্র মায়াধীশ ব্যতীত কেহই মায়া বা প্রকৃতির 'প্রভু' হইতে পারে না; তবে জীব যখন শ্রীমায়াদেবীর শ্রীপদরেণুর অভিমানে উদ্ধৃদ্ধ থাকেন, তখন মায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এজন্য শ্রীশ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের পদধূলিরূপে যাঁহারা সংসারে বিচরণ করেন, তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীন। ভূমণ্ডল, সসাগরা পৃথিবী, ধন, রত্ন, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির প্রভু স্বাধীন নহে। কারণ, সে মায়ার অধীন, কাম, ক্রোধ-লোভাদি রিপুর অধীন, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার অধীন। সামান্য কামিনীর কটাক্ষ ভুবনবিজয়ী বীরকে ক্রীতদাস করিয়া ফেলে। অতএব তাহার স্বাধীনতা কোথায়? যারা জয় বা যুদ্ধ জয় করিলেই স্বাধীন হওয়া যায় না। যিনি দুর্জ্জয় মনকে জয় করিয়াছেন, যাঁহার আত্মা বিকসিত হইয়াছে, যিনি শ্রীতিবলে অজিতকে জয় করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত জয়ী ও স্বাধীন।

কর্ম্মপথ ও ভক্তিপথের আনুগত্যের মধ্যে অবস্থিতি পৃথক্। কর্ম্মপথেও আনুগত্যের যথেষ্ট পরিচয় আছে। প্রত্যেক যোদ্ধা প্রধান সেনাপতির বা নিম্নের উচ্চতর কোন কর্ম্মচারীর আনুগত্য-স্বীকার করিয়া থাকে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে, সঙ্ঘে, সমিতিতে, রাজ্যে, সমাজে, নিত্যনৈমিত্তিক গার্হস্থ্যজীবনে পরস্পর আনুগত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আনুগত্য না থাকিলে জগচ্চক্র স্তব্ধ হইয়া যায়। সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলতা, বিপ্লব, অরাজকতা, স্বেচ্ছাচারিতা, বিদ্রোহ ও বিনাশের দৃশ্য উপস্থিত হয়। গ্রহোপগ্রহের মধ্যেও

আনুগত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐরূপ আনুগত্য না থাকিলে একমুহূর্ত্তে বিশ্ব ধ্বংস হইয়া যাইত।

কর্ম্মপথের আনুগত্যের মধ্যে স্বাভাবিক প্রীতি নাই ও তাহা অহৈতুক অপ্রতিহত ভাববিশিষ্ট নহে। কোন নিম্ন কর্ম্মচারী যে উচ্চ কর্ম্মচারীর আনুগত্য করে, তাহাতে প্রীতি অপেক্ষা বাধ্যবাধকতার ভাবই অধিক প্রবল। নিম্ন কর্ম্মচারী বাধ্য হইয়া উচ্চ কর্ম্মচারীর সেবা করে এবং সেইরূপ বাধ্য-বাধকতাও সাময়িক ও সকপট। কর্ম্মপথে সর্ব্বাঙ্গীন ও সার্ব্বকালিক আনুগত্য নাই; কিছু সময়ের জন্য দৈহিক আনুগত্য প্রকাশিত থাকিলেও মানসিক ও আন্তরিক আনুগত্যের যথেষ্ট অভাব আছে। কর্ম্মপথে নিম্ন কর্ম্মচারী উচ্চতর কর্ম্মচারীর দৈহিক আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াও অনেক সময় উচ্চতম কর্ম্মচারীর নানাপ্রকার সমালোচনা করিয়া থাকে অর্থাৎ একমাত্র বাধ্যবাধকতা ব্যতীত স্বাভাবিক প্রীতির সহিত আনুগত্যের কোন লক্ষণই এই জগতের কর্ম্মপথে দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে প্রজা যে রাজার আনুগত্য করে, তাহাও অপস্বার্থযুক্ত। পৃথিবীর রাজভক্তি, মাতাপিতৃভক্তি, ছাত্রের শিক্ষকের আনুগত্য সমস্তই অপস্বার্থপর।

বর্ত্তমান জগতে অনেকেই অভিমত প্রকাশ করেন ও লক্ষ্য করেন যে, জগৎ যতই তথা-কথিত সভ্যতা বা প্রগতির দিকে প্রধাবিত হইতেছে, ততই ব্যক্তিত্বের প্রতি আনুগত্যের মনোভাবকে দাস-মনোভাবদুষ্ট দুর্ব্বলতা বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এমন কি, পরমেশ্বরের ব্যক্তিত্বের প্রতি আনুগত্যও দুর্ব্বল চিত্তেরই পরিচায়ক বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতেছে। ঐরূপ মনোভাব পরিহারের জন্য রাজনীতি হইতে সমাজনীতি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র নানাপ্রকার বিদ্রোহ, বিপ্লব ও আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর কোন রাজার নিঃশর্ত্ত প্রীতির নিকট প্রজাগণ আত্মসমর্পণ করিতে চাহে না। রাজা প্রজাবৃন্দের শাসক, সাধারণের মনোভাব তাহা স্বীকার করে না, বরং গণশক্তি বা প্রজাশক্তিই রাজার শাসক, রাজা প্রজাবৃন্দের সেবক-মাত্র, অথবা রাজার অস্তিত্বেরই কোন প্রয়োজন নাই, গণশক্তি নিজেরাই নিজেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিধাতা,—এইরূপ মনোভাবের আদর বৃদ্ধি হয়। এইরূপ মনোভাব হইতে প্রাচীনকালের Despotism, Oligarchy, Fascism, Democracy, Communism, Socialism প্রভৃতি নানা মতবাদে অভিব্যক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী গণ-আন্দোলনসমূহ একচ্ছত্র ব্যক্তিত্বের আনুগত্যের প্রতি বিদ্রোহচ্ছলে নানা আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। Dictatorshipএর আনুগত্যও কতটা নিরঙ্কুশ, বা তাহা কতদিন স্থায়ী হইবে, তদ্বিষয়েও সন্দেহ আছে। এখন ছাত্রগণ শিক্ষকগণের শাসন ও আনুগত্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান ও বিদ্রোহ করিতে শিখিয়াছে, শিক্ষকগণের শাসনের সমীচীনতা লইয়া বিতর্ক উপস্থিত করিতেছে। পত্নী পতির অপ্রতিহত আনুগত্যের প্রতি বিতর্ক উপস্থিত করিয়াছে। তথাকথিত প্রগতির যুগে এইরূপ নানাভাবে আনুগত্যের প্রাচীন দুর্গ আক্রান্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহা অচিরেই যে ধূলিসাৎ হইবে ও তাহাতে সমস্ত জগতে যে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইবে ও হইতেছে, তাহারও যথেষ্ট লক্ষণ দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বে পার্থিব রাজনীতি ও সমাজনীতির আনুগত্যের দুর্গে কপটরূপ সৈন্যসামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ছিল; বর্ত্তমানে অন্য প্রকার অপস্বার্থপরতার বৈজ্ঞানিক সৈন্য গণশক্তির বর্ম্ম ধারণ করিয়া ঐ প্রাচীনপন্থী সৈন্যকে আক্রমণ করিয়াছে, ইহাই প্রাচীন ও অর্ব্বাচীনের মধ্যে পার্থক্য। বস্তুতঃ কর্ম্মপথের আনুগত্যের প্রাচীন আদর্শ ও বর্ত্তমানে উহার প্রতি বিদ্রোহ বস্তুতঃ একই প্রকার। কারণ, উভয় বিচারই কপট ও অপস্বার্থপরতাদুষ্ট।

কর্ম্মপথের ন্যায় জ্ঞান ও যোগপথাদির আনুগত্যের আদর্শও প্রতিহত হইবার যোগ্য ও সাময়িক। নির্ভেদ-জ্ঞানপথে বস্তুতঃ শিষ্য ও গুরু বলিয়া কোন শব্দই থাকিতে পারে না; কেবলমাত্র কোন স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে অর্থাৎ নিজেকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া জানিবার উদ্দেশ্যমূলে তথাকথিত গুরু ও তথাকথিত শিষ্যের মধ্যে আনুগত্যের একটি সাময়িক চুক্তি করিয়া লওয়া হয়। নির্ভেদজ্ঞানপথে গুরু ও শিষ্য—কাহারও নিত্যত্ব নাই। সুতরাং আনুগত্যের নিত্যত্ব কিরূপে থাকিবে? জ্ঞানপথে গুরুর নিত্যত্ব না থাকায় সাময়িক তথাকথিত আনুগত্যও আন্তরিক হইতে পারে না; কারণ, যাহা নিত্য ও সত্য নহে, তাহা নিশ্চয়ই অবাস্তব ও কাল্পনিক। নির্ভেদজ্ঞানপথে গুরুও সত্য নহে, শিষ্যও সত্য নহে; অতএব তথাকথিত সাময়িক আনুগত্যও সত্য নহে। নির্ভেদজ্ঞানযোগের সহযোগী রাজযোগ ও হঠ-যোগেও গুরু ও শিষ্যের নিত্যত্ব না থাকায় আনুগত্যের

নিতান্ত নাই। জ্ঞানপথে আনুগত্যকে অনেক সময় দুর্ব্বলতা বলিয়া কল্পনা করা হয়। আনুগত্য আবার কি? 'আমিই ব্রহ্ম', 'আমিই সেই'—আমি আবার কাহার আনুগত্য করিব? ইহাও কোন কোন ব্রহ্মবাদীর বিচার।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগপথে ঐশ্বর্য্যের নিকটই আনুগত্য প্রদর্শিত হয়। ঐশ্বর্য্যের বিরাট্ রূপে মুগ্ধ হইয়া ক্ষুদ্রতা ঐশ্বর্য্যের ভাগীদার হইবার জন্য সাময়িক আনুগত্য প্রদর্শন করে; কখনও বা শাসন, ভয়, কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রভৃতিহেতু আনুগত্য প্রদর্শন করিতে বাধ্য হয়। বস্তুতঃ শুদ্ধভক্তি-পথের আনুগত্য এই জাতীয় নহে। কোন ব্যক্তিবিশেষ আমা অপেক্ষা অধিক পণ্ডিত, জ্ঞানী, মানী, কর্ম্মদক্ষ, যোগ্যতা-সম্পন্ন,—এইরূপ মনোভাবের সহিত যদি কোন আনুগত্য কোথাও প্রকাশিত হয়, তবে তাহা শুদ্ধভক্তিপথের আনুগত্য নহে। শাসনের ভয়ে আনুগত্যও ভক্তিপর আনুগত্য নহে। যদি কোন শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠানে বা সঙ্ঘে অবস্থানকারী কোন ব্যক্তির এইরূপ মনোভাব থাকে যে, যদি গুরুবর্গের শাসন না মানি, তাহা হইলে আমার এই প্রতিষ্ঠানে থাকা সম্ভব হইবে না, অথবা অমুক ব্যক্তি আমা অপেক্ষা অধিক পণ্ডিত, অতএব তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করা যাউক, আমার নৈতিক চরিত্র নাই, অমুক ব্যক্তি আমা অপেক্ষা অধিক চরিত্রবান্, অতএব তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করা যাউক,—এই জাতীয় বিচার থাকিলেও শুদ্ধ-ভক্তিপর আনুগত্য হইবে না। ঐরূপ আনুগত্য—হৈতুক, তাহা আবার অন্য হেতুর দ্বারা যে-কোন মুহূর্ত্তে অপগত হইতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠানে-পরিত্যাগ-কারী, আচার্য্যের আনুগত্যের ছলনা-প্রদর্শনকারী ও কিছু কাল পরেই তাহা পরিত্যাগকারি-সম্প্রদায়ের আদর্শে দৃষ্ট হইয়াছে। অমুকের সহিত বিদ্যা-বুদ্ধিতে আমরা পারিয়া উঠিব না, কিংবা আনুগত্য না দেখাইলে আমরা মঠ-মন্দিরে বাস করিতে পারিব না, অথবা বহু লোকে যাহাকে সম্মান করিতেছে, তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই,—এই সকল হেতু বা মনোভাবের সহিত যে আনুগত্যের ছলনা প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা ষড়যন্ত্রের খাপ্‌টা বাতাসে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। ইহাকে শুদ্ধভক্তিপথের আনুগত্য বলে না। কপটী, সহজিয়া, বিড়ালব্রতী, সৈণ্ডবধর্ম্মাশ্রিত, ক্রূর, বিশ্ববিদ্বেষী, মিছাভক্ত, নির্ব্বিশেষবাদী প্রভৃতি ব্যক্তি-গণের মধ্যে এইরূপ আনুগত্যের যথেষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ইহারা আজ যাহাকে 'বাবা' বলে, কাল তাহাকে 'শালা' বলিতে পারে। ইহারা মাতৃভক্তি প্রদর্শন করিয়া যে-কোন-মুহূর্ত্তে মাতাকে 'বামা' বা 'বারবনিতা' বলিতে পারে। ইহারা একই সময়ে হস্তে তৃণ ও হস্তে যষ্টি ধারণ করিয়া আনুগত্যের ছলনা প্রদর্শন করিতে পারে। ইহা আনুগত্য ত' নহেই, পরন্তু আনুগত্যের ছলনায় শৈণ্ডত্ব ও কৈতব।

আনুগত্যের প্রধান প্রতিবন্ধক মৎসর। মৎসরের হৃদয়ে কখনও আনুগত্যধর্ম্ম প্রকাশিত হয় না। সরল, আত্মমঙ্গল-পিপাসু, সত্যানুসন্ধিৎসু, নিরভিমানী ব্যক্তির হৃদয়ে আনুগত্য-ধর্ম্ম প্রকাশিত হয়। যাহারা অধিক অভিনন্দনপর প্রধান বা জয়ধ্বনি করে, তাহাদেরই আনুগত্যধর্ম্ম আছে, তাহাও নহে। হৃদয়ে কপট ও মর্ত্যবুদ্ধি থাকা-কাল-পর্য্যন্ত পূর্ণ আনুগত্যধর্ম্ম উদিত হইতে পারে না।

সর্ত্তহীন, অহৈতুক আনুগত্য ও শরণাগতি একই বস্তু। শ্রীগুরুপাদপদ্মে, শ্রীবৈষ্ণবপাদপদ্মে অহৈতুক আনুগত্য না হইলে কেবল লোক দেখাইবার জন্য বা শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবকে বঞ্চনা করিবার জন্য দৈহিক ও বাচিক আনুগত্যের ছলনা দ্বারা কখনও শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পূর্ণ কৃপা পাওয়া যায় না। পূর্ণবস্তুর সন্ধান প্রাপ্ত হইতে হইলে অহৈতুক পূর্ণ আনুগত্য আবশ্যক।

অহৈতুক অপ্রাকৃত আনুগত্য ও প্রাকৃত ক্রীতদাস-মনোভাব এক নহে। প্রাকৃত দাস-মনোভাব জীবকে কাম-ক্রোধাদির দাস করিয়া দেয়। প্রাকৃত ক্রীতদাস-মনোভাব মানুষকে জঘন্যতম পশু করিয়া থাকে; আর শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে বিক্রীত পশুবৎ শরণাগতি বা আনুগত্য জীবকে শ্রীসচ্চিদানন্দবিগ্রহের পূর্ণ সন্ধান প্রদান করিয়া পূর্ণ চেতনের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেয়। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার শরণাগতিতে যে "সর্ব্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া পড়েছি তোমার ঘরে" গান করিয়াছেন, তাহাই পূর্ণ আনুগত্যের আদর্শ। ইহা দুর্ব্বলতা নহে, ইহা অপেক্ষা বলিষ্ঠতা আর কিছু নাই। যাহার বিন্দুমাত্রও হৃদয়-দৌর্ব্বল্য আছে, সেই ব্যক্তি কিছুতেই ঐ আদর্শের অনুসরণ ও আচরণ করিতে পারিবে না।

কেহ কেহ বলেন যে, "পৃথিবীতে সদ্গুরু বা প্রকৃত বৈষ্ণব নাই, এজন্যই তাঁহারা আনুগত্যধর্ম্মের সদ্ব্যবহার করিতে

পারেন না। অপরাধে উহার ব্যবহার করিলে চিত্তে বিপরীত ফল হইবে।" এইরূপ মনোভাব কপট ও আত্মাশ্রিত। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তি আছে, তিনি ভক্তির পাত্র ভগবানের সন্ধান পান না, ইহা বস্তুতঃ ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার-রূপই প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা। আনুগত্যাধর্মের আভাসও উদিত হইলে স্বয়ং কৃষ্ণই ঐরূপ সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির নিকট প্রকৃত পাত্র প্রেরণ করেন। অসূয়া বা মাৎসর্য্য এবং মন্যবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবপ্রেরিত জনে আনুগত্যধর্ম্ম যাজন করিতে করিতে জীব কৃতকৃতার্থ হন। প্রকৃত আনুগত্যধর্ম্মে আত্মবিজ্ঞাপন-প্রচারের অভিলাষ নাই।

"যেদিকে বাতাস" নীতি আনুগত্যধর্ম্মের আদর্শ নহে। উহা সুবিধাবাদের গোলামী। "হামাবরা" কার্য্য আনুগত্য নহে, উহা কপটতা। অনেক অভিলাষী ব্যক্তি আনুগত্য-প্রদর্শনের ছলনায় ভক্তিরাজ্যেও ঐরূপ নীতি প্রদর্শন করিয়া থাকে।

'অতিবাড়ী ভক্তি' (?) অর্থাৎ অন্তরে কপট রাখিয়া বাহিরে ভক্তির আতিশয্য প্রদর্শনও আনুগত্য নহে।

আনুগত্য অর্থে—সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তন। আধ্যক্ষিক বিদ্যা-বুদ্ধির দ্বারা যাঁহারা সাধুর আচরণ সমালোচনা করিয়া আনুগত্যের ছলনা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের আনুগত্য নাই। মহাপুরুষগণ লোক-কল্যাণের জন্য যে আচরণ প্রদর্শন করেন, তাহার পূর্ণানুগত্য করিলেই মঙ্গল হইবে, তাহাতে দোষ-দর্শন বা তাহার সমালোচনা করিলে ভক্তি-পথ হইতে পতন হয়। তবে কোনও শ্রেষ্ঠ মহাজনের নিকট হইতে পূর্ব্ব মহাজনের আচরণের সম্মতি ও তাৎপর্য্য পরিপ্রশ্নের দ্বারা জানিয়া লওয়া দোষাবহ নহে। তদ্দ্বারা পূর্ব্ব মহাজনের আনুগত্যে দৃঢ়তা ও শ্রদ্ধাই বর্দ্ধিত হয়। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামি-প্রভু সন্দোড়িয়া বিপ্রের গৃহে ভিক্ষা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে অন্য লোকের বিচার শ্রবণ না করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু মহাজনের আচরণের আনুগত্যের আদর্শই প্রকট করিয়াছেন। যখন সন্দোড়িয়া বিপ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐরূপ আচরণ-দর্শনে মূর্খ লোক তাঁহাকে নিন্দা করিবেন, তখন—

প্রভু কহে,—শ্রুতি, স্মৃতি, যত ঋষিগণ।
সবে এক-মত নহে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম॥
ধর্ম্ম-স্থাপন-হেতু সাধুর ব্যবহার।
পূর্ব্ব মীমাংসকের যে আচরণ, সেই ধর্ম্ম সার॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৭।১৮৪-১৮৫)

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীযোগপীঠে যে বিচার-ধারা ও ব্যবহার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা যদি আধ্যক্ষিক বিচারের তৌলদণ্ডে পরিমাপ করিয়া কেহ তাহাতে শুদ্ধভক্তির বিচারের অভাব লক্ষ্য করেন এবং নূতন বিচার ও ব্যবহার প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন, তবে তাহা পাষণ্ড মত হইবে। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবর্ত্তিত যে-কিছু ব্যবহার, তাহার আনুগত্য করাই মঙ্গলজনক। বস্তুতঃ অর্চ্চাবতার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবকগণ বাহ্যদৃষ্টিতে শুদ্ধাচার বা সদাচার-সম্পন্ন না হইলেও শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ-নির্ম্মাল্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ও পূর্ব্ব-মহাজনগণ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমরা বিনা বিচারে তাঁহাদের আনুগত্য করিব। কারণ, শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (২৮৪ অনুচ্ছেদে) শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য (ভাঃ ৪।১৮।৩-৪) উদ্ধার করিয়া এই সিদ্ধান্তই স্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন,—

অস্মিংল্লোকেঽথবামুষ্মিন্ মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
দৃষ্টা যোগাঃ প্রযুক্তাশ্চ পুংসাং শ্রেয়ঃ প্রসিদ্ধয়ে॥
তানাতিষ্ঠতি যঃ সম্যগুপায়ান্ পূর্ব্বদর্শিতান্।
অবরঃ শ্রদ্ধয়োপেত উপেয়ান্ বিন্দতেঽঞ্জসা॥
তাননাদৃত্য যো বিদ্বানর্থানারভতে স্বয়ম্।
তস্য ব্যভিচরন্ত্যর্থা আরব্ধাশ্চ পুনঃ পুনঃ॥

অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী মুনিগণ ইহলোক বা পরলোক-বিষয়ে মানবগণের পুরুষার্থ-সিদ্ধির জন্য উপায়-সমূহের দর্শন ও অনুষ্ঠান করিয়াছেন। পরবর্ত্তী যে-পুরুষ শ্রদ্ধা-সহকারে সেই পূর্ব্বজন-প্রদর্শিত উপায়-সমূহের সম্যক্ আচরণ করেন, তিনি সত্বর সেই সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিদ্বান্ বা অবিদ্বান্ যে-পুরুষ ঐ সকল উপায়ের অনাদর-পূর্ব্বক স্বয়ং পুরুষার্থ-সমূহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার আরব্ধ পুরুষার্থ-সমূহও বারম্বার অসিদ্ধ হইয়া থাকে।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে পূঃ ২।৪৩, ধৃতবাক্যে উক্ত হইয়াছে,—

ন মৃষ্যাঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সন্তাপবর্জ্জিতঃ।
অনবাপ্তশ্রমং পূর্ব্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে॥

অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ সমাগ্‌রূপে সন্ন্যাস-বর্জ্জিত ও শ্রেয়ঃসমূহের হেতুস্বরূপ যে পথ অবলম্বন করিয়া অনায়াসে স্বধামে প্রস্থান করিয়াছেন, সেই পথই অনুসরণীয়।

এইরূপ আনুগত্যানুশীলনের মধ্যে সুবুদ্ধি-যোগ অর্থাৎ সেবোন্মুখতা না থাকিলে আবার বিপদ উপস্থিত হয়। অন্ধ-আনুগত্যের ছলনার দ্বারা এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া ফেলিতে হয় ও তৎফলে অনর্থজাল উপস্থিত হয়। মহাজনের আনুগত্যের নামে তাঁহার অনুকরণ করিয়া বহু নামক ফল্গুত্যাগী বা পৈশাচিক তামস-স্বভাব-বৈরাগী, কেহ কেহ বা অতিযোগী পাষণ্ডী হইয়া পড়িয়াছে। অনুকরণ আনুগত্য নহে, সেবোন্মুখতার সহিত প্রকৃত অনুসরণই আনুগত্য। সেবোন্মুখের হৃদয়ে কখনও সুবুদ্ধিযোগের অভাব হয় না।

আনুগত্যকারীকেই বৈষ্ণব বা শ্রীগুরুদেব শক্তি সঞ্চার করেন। আনুগত্যহীন শ্রীগুরুদেবের শক্তি লাভ করিতে পারে না। কেবল শিষ্য নামের ছাপ থাকিলেই তাহাকে অনুগত বলা যায় না। শিষ্যের নামের ছাপ লইয়া বহু পাষণ্ডী জগতে বিচরণ করিতে পারে। রামচন্দ্রপুরী প্রেম-শ্রীচক্রিকল্পতরুর "প্রথম অঙ্কুর" জগদ্‌গুরু শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরী গোস্বামী প্রভুর শিষ্যের অভিমান করিয়াও তাঁহার আনুগত্য না করায় সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রপুরী নিজেকে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী প্রভুর শিষ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন, কিন্তু তাঁহার আনুগত্য করিতেন না; এজন্যই তিনি নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িয়াছেন। আবার গুরুর প্রতি আনুগত্যের বাহ্য পরিচয় আছে, অথচ বাস্তব হরি-গুরুবৈষ্ণবোন্মুখতা নাই, যদি এইরূপ হয়, তবে জানিতে হইবে তথায় কুটিলতা আছে, উহা আনুগত্য নহে। আনুগত্যের ফলে বাস্তব হরিভজন দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। শিষ্যের আনুগত্য-দর্শনে শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে আত্মসাৎ করিবেন—শিষ্যের সমস্ত চিত্তবৃত্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত একতাৎপর্য্য-পর হইবে।

মহাজনগণের পদাবলী বা সাহিত্য প্রভৃতির লিখনে লিপিকারের যে-সকল ভ্রম দৃষ্ট হয়, উহাদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টাকে প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় মহাজনানুগত্য বলিয়া প্রচার করে। বস্তুতঃ লিপিকারের ভ্রম-প্রমাদাদি-সংরক্ষণে একতানেমি প্রদর্শন করাকে আনুগত্যের অপব্যবহারই বলা যায়। অসৎসাম্প্রদায়িকতাও আনুগত্য নহে। বাস্তব-সত্যে সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত যে স্বতঃসিদ্ধ সুবিশ্বাস ও সর্ব্বাত্ম-সমর্পণ, তাহাই আনুগত্য। তাহা অহৈতুক, অপ্রতিহত, নিত্য ও সেবোন্মুখতা-বর্দ্ধনকারী। হস্তিস্নানের ন্যায় সাময়িক আনুগত্যের ছলনা অহৈতুক আনুগত্য নহে। অহৈতুক আনুগত্যের দ্বারাই আত্মমঙ্গল লাভ হয়।

'কৃষ্ণ যদি মাপান'—'কৃষ্ণ মাপান নাই'

বঙ্গদেশের কোন কোন অঞ্চলে সাধারণ ব্যক্তিগণের মধ্যে এই কথাটি সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়। "কৃষ্ণ মাপান নাই"—এই কথাটির মধ্যে শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র জীবের কিছুই করিবার শক্তি নাই, কৃষ্ণই মাপিতে পারেন; কারণ, তিনি মায়াধীশ। জীব আপন ইচ্ছায় কোটি কোটি বাহা করিলেও কৃষ্ণের ইচ্ছা না হইলে তাহা কখনও ফল ধারণ করিতে পারে না। যিনি কৃষ্ণকে সর্ব্বক্ষণ 'পরিমাপক' বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনিই কৃষ্ণপাদ-পদ্মে শরণাগত হইতে পারেন।

অনেক সময় আমরা মনে করি, 'যদি আমার অর্থের অভাব না হইত, তবে আমি সার্ব্বকালিক হরিভজন করিতে পারিতাম; যদি আমার সংসারের ভার অপরে গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চিন্তভাবে হরিভজন করিতাম।'—এই সকল মনোভাব শ্রীভগবানের বিধানকে ভজনের অনুকূলরূপে বরণ না করিয়া বাধার রাজ্যে অধিকতর প্রবিষ্ট হইবারই বিচার। শ্রীভগবানের যে-কোন বিধানকে তাঁহার করুণা বলিয়া বরণ করিয়া তাঁহার সেবায় সর্ব্বক্ষণ পরমোৎসাহে নিযুক্ত থাকিলেই জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ

হইতে পারে। ইহা কোন প্রকার কল্পনার কথা বা আরোপমাত্র নহে। শ্রীভগবানের সমস্ত বিধান সত্য সত্যই বাস্তব ও নিত্যমঙ্গলময়।

ভক্তিপথের পথিকের অভিমান করিয়াও অনেক সময় আমরা "কৃষ্ণই আমাদের পরিমাপক"—এইরূপ বিচার হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি না। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলাবিহারের পর যদি এইরূপ না হইয়া ঐরূপ হইত, যদি এই সকল লোক বিরোধী না হইয়া স্বপক্ষে থাকিত, যদি বিচারকগণ এইরূপ বিচার করিতেন বা করেন, যদি এইরূপ হইত, এইরূপ না হইত, বা এইরূপ হয়, তবে ভাল হইত বা ভাল হয়,—এইরূপ কোন কথাই বহুচেষ্টা করিলে কোনটি প্রকৃত ভাল, তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হইতে পারে না। আমরা যাহাকে 'খুব ভাল' মনে করি, তাহা হয় ত' আমাদের পক্ষে বাস্তবতঃ অত্যন্ত অনিষ্টপ্রদ; আবার যাহাকে 'খুব খারাপ' মনে করি, তাহা হয় ত' আত্যন্তিক মঙ্গলজনক হইতে পারে। এসম্বন্ধে আমরা শ্রীশ্রীল আচার্যদেবকে সর্ব্বক্ষণই বলিতে শুনিয়াছি,—"শ্রীকৃষ্ণই কল টিপেন, শ্রীকৃষ্ণই বিধাতা, শ্রীকৃষ্ণই পরিমাপক। শ্রীকৃষ্ণ যাহা করেন, তাহাই সুমঙ্গলমর্ত্ত আশীর্ব্বাদ বলিয়া মস্তকে সর্ব্বক্ষণ বরণ করিতে হইবে। মানুষের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় নিত্যমঙ্গলের বিচার করিতে পারে না।"

শ্রীকৃষ্ণ 'পরিমাপক' বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকাও শরণাগতের লক্ষণ নহে। শ্রীকৃষ্ণই যখন চরমে সকল বিধান করিবেন, তখন শুদ্ধভক্তির অনুকূল-বিষয়-গ্রহণ ও প্রতিকূল-বিষয়-বর্জ্জনে উৎসাহ ও উদ্যমহীন হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবার অভিসন্ধি তমোগুণান্বিত ব্যক্তিগণের কপটতাতীত আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ শুদ্ধভক্তির বিচার এই,—শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ নিরলস হইয়া ভক্তির অনুকূল-গ্রহণ ও প্রতিকূল-ত্যাগে সর্ব্বপ্রকার উদ্যম ও উৎসাহবিশিষ্ট হইতে হইবে। আলস্য, জাড্য, অচেতনতা, বিক্ষেপ, অন্যমনস্কতাকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করিয়া শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবায় পূর্ণ উৎসাহশীল ও সচেতন থাকিতে হইবে। ফলের কোন আকাঙ্ক্ষা করিতে হইবে না; কৃষ্ণই ফলদাতা। তিনি যাহা বিধান করেন, উহাকেই নিত্যমঙ্গলপ্রদ বলিয়া মস্তকে বরণ করিতে হইবে। এই বিচারই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'শরণাগতি'র গানে দৃষ্ট হয়,—

"তোমার সংসারে, করিব সেবন,
লভিব ফলের ভোগী।
তব সুখ যাহে, করিব যতন,
হ'য়ে পদে অনুরাগী॥
তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেওত পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥
• • •
ভকতিবিনোদ, আনন্দে ডুবিয়া,
তোমার সেবার তরে।
সব চেষ্টা করে, তব ইচ্ছামত,
থাকিয়া তোমার ঘরে॥"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "লভিব ফলের ভোগী"—এই পদ গান করিয়া নিশ্চেষ্ট হইতে বলেন নাই; শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবার জন্য তাঁহাদের ইচ্ছামত সমস্ত চেষ্টা করিতে বলিয়াছেন, 'তোগাভাবে দুঃখিত অন্তর' হইয়া সেবার দোষ দিবার চেষ্টা করিতে বলেন নাই, বা নিজ-প্রভুত্ব-কামনা ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষে উৎসাহী হইতেও উপদেশ করেন নাই। সেবার জন্য আনন্দে ডুবিয়া, সেবোৎসাহে ভরপুর হইয়া সর্ব্বদা অখিল চেষ্টা করিবারই শিক্ষা দান করিয়াছেন। সেইরূপ সেবা-চেষ্টায় শত শত দুঃখ উপস্থিত হইলেও তাহা পরম সুখ বলিয়া বরণ করিবারই উপদেশ দিয়াছেন। কারণ, সেবা করিতে করিতে সুখ উপস্থিত হউক, অথবা আমাদের অনভিপ্রেত দুঃখই উপস্থিত হউক, উভয়ই অবিদ্যা-দুঃখকে বিনাশ করিবে। সব সময়ই জানিব,—কৃষ্ণই পরিমাপক। কৃষ্ণ মাপান নাই, তাই অল্প জোটে নাই; কৃষ্ণ মাপাইয়াছেন, তাই অল্প জুটিয়াছে। তিনি অল্প জুটাইয়াছেন বলিয়া 'ভাল কৃষ্ণ', আর জুটান নাই বলিয়া 'মিটুর কৃষ্ণ', তাহা নহে। তিনি সকল সময়ই মঙ্গলময়। কৃষ্ণ মাপান নাই,—এই মনে করিয়া যেন প্রাকৃত অভাবে হাহাকার না করি; কৃষ্ণকে মঙ্গলময় জানিয়া যেন তাঁহার অনুকম্পা বরণ করিতে পারি।

অনেক সময় আমরা মনে ভাবি, মুখেও বলি, কৃষ্ণের কৃপায় আমার কোন বিপদ ও বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই। ইহার দ্বারা এইরূপ মনে করা উচিত নয় যে, কোনপ্রকার বিঘ্ন বা বিপদ উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ-কৃপার অসদ্ভাব হইত। বস্তুতঃ

কৃষ্ণের যে-কোন বিধান বরণ করাই কৃষ্ণের কৃপা বরণ করা; তাহা না করিয়া কৃষ্ণের কৃপার দোহাই দেওয়া এক প্রকার প্রচ্ছন্ন বাস্তিকতা। কৃষ্ণের কৃপায় জাগতিক সুবিধা হইতেছে বলিয়া হরিভজনে নিশ্চিন্ত থাকা—কৃষ্ণের কৃপার শোভা সন্দর্শন করা নহে। বস্তুতঃ পরিমাপক কৃষ্ণ যাহাই মাপান, তাহাই সর্ব্বান্তঃকরণে বরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে উৎসাহ ও উদ্যমশীল থাকাই তৎকৃপা-বরণ ও শরণাপত্তির লক্ষণ।

কৃষ্ণ যাহা মাপান, তাহাই বরণীয় মনে করিয়া ও উহার অসদ্-অনুকরণ করিয়া যেন আমরা শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষীর একতরেমীর অনুসরণ না করি। বৈষ্ণব-বিদ্বেষের কার্য্যে একতরেমী করা কিছু যে-কোন প্রতিকূল বিষয়কে সহ্য করার চেষ্টা নহে। যে-স্থানে বৈষ্ণবের প্রতি দ্রোহ উপস্থিত হয়, তথায় চেতন-রাজ্যের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। প্রচ্ছন্ন গুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষিগণ অনেক সময় নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্নকে 'কৃষ্ণ-কৃপা' বলিয়া শুদ্ধভক্তের অবৈধ অনুকরণ করে। শ্রীধাম-বিদ্বেষী ব্রজবাসীকে ঐরূপ মনে করিয়া কত বিজ্ঞাপনই না প্রচার করিয়াছে! সে আত্মনির্য্যাতনকে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের প্রতি বিধর্ম্মিগণের নির্য্যাতনের সহিত তুলনা করিয়াছে! প্রতিপদে লাঞ্ছিত ও পরাভূত হওয়া সত্ত্বেও সে-ব্যক্তি শ্রীধাম-বিদ্বেষ ও শ্রীধাম-প্রদর্শক আচার্য্যবৃন্দের বিদ্বেষে উৎসাহ ও একতরেমী পরিত্যাগ করিতেছে না। ইহাকে বাস্তব-সত্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস বা শ্রীকৃষ্ণকে পরম করুণাময় বা পরিমাপকরূপে বরণের আদর্শ বলা যাইবে না। কতিপয় ব্যক্তি স্বভাবতই একতরে হইয়া থাকে। কতকগুলি লোক ভোগের ও প্রভুত্বের অপস্বার্থ একবিন্দুও যাহাতে বিলুপ্ত না হয়, তজ্জন্য আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিবার জন্য যাবতীয় প্রতিকূল অবস্থা ও বিপদ অম্লানবদনে সহ্য করিবার যে দৃঢ়তা ও উৎসাহ, তাহা শ্রীকৃষ্ণে শরণাপত্তি নহে। হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি অসুর-গণের আদর্শে, রামচন্দ্রখাঁ, হরিনদী গ্রামের দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ প্রভৃতির চরিত্রে বৈষ্ণব-বিদ্বেষে ঐরূপ অমানুষিক সহ্যগুণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

শরণাগত-জনে যে সহিষ্ণুতা, হরিকীর্ত্তনে যে সহিষ্ণুতা প্রকাশিত হয়, তাহাতে হৃদয়ে অকৃত্রিম তৃণাদপি সুনীচতা, অমানিত্ব, মানদত্ব, সুদৈন্য, সারল্য, সুদৃঢ়বিশ্বাস, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ-জনে অহৈতুকী, অপ্রতিহতা, স্বাভাবিকী প্রীতি, প্রতিপদে হরিতোষণে প্রগতি, অবসন্ন, কার্পণ্য, কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি, জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণবসেবা-প্রবৃত্তি লক্ষিত হয়। শরণাগতের সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব-বিদ্বেষ, নিজ-প্রভুত্ব-স্থাপন ও বিষয় বর্দ্ধন বা ভাবের ঘরে চুরি করিবার জন্য নিযুক্ত হয় না। শরণাগতের সহিষ্ণুতা কৃষ্ণকীর্ত্তনে রতি-বর্দ্ধনকারী, বৈষ্ণবে প্রীতি-বর্দ্ধনকারী ও জীবে দয়া-বিধান-কারী। "খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ। তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম"—এই সুদৃঢ়তার অনুকরণ করিয়া ও ঐ বাক্যের প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া প্রাকৃত ব্যক্তিগণ অনেক সময় জাগতিক সুবিধাবাদ আহরণের জন্য দৃঢ়তা প্রদর্শন করে। রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি পার্থিব নীতির মধ্যে নানাপ্রকার দৃঢ়তার আদর্শ প্রত্যক্ষ করা যায়। উহাতে শরণাগতির কোনও কথা নাই। শরণাগতের প্রথম ও প্রধান লক্ষণই অপ্রাকৃত শ্রীবৈষ্ণবে প্রীতি, অকপট আত্মবৃত্তি, কৃষ্ণকে গোপ্তা বলিয়া বরণ। শ্রীকৃষ্ণকে গোপ্তা বলিয়া বরণের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণই যে পরিমাপক, এই সুবুদ্ধি ও সুবিশ্বাস আছে। যেস্থানে 'শ্রীকৃষ্ণই পরিমাপক'—এই বুদ্ধি, তথায় বৈষ্ণব-বিদ্বেষ, বৈষ্ণবের প্রতি বিদ্রোহ বলিয়া কোনও কথাই থাকিতে পারে না। আমি ক্ষুদ্র জীব, আমি পৃথিবীর একটি ধূলিকণাও সকল সময় মাপিয়া লইতে পারি না, আমি কি করিয়া বৈষ্ণবকে, গুরুকে মাপিয়া লইব? শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরিমাপক—ইহা যিনি বিশ্বাস করেন, তিনি আধ্যক্ষিক থাকিতে পারেন না; তাঁহার হৃদয়ে অধোক্ষজ-জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে। যাহাতে প্রত্যেক হরিভজনকারীর এই সুবুদ্ধি হয়, তজ্জন্য শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপাপ্রার্থী হওয়া কর্ত্তব্য। হরিভজনকারী নিজের বিচারের ভাল-মন্দের জন্য ব্যস্ত হইবেন না। **কৃষ্ণের বিধান অবতীর্ণ হউক**, এই বিচারই হৃদয়ে পোষণ করিয়া অপ্রাকৃত রাজ্যের বিধান শিরে ধারণ করিবেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন, ডাক্তারকে ডাকিয়া বা ডাক্তারকে কি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া রোগী যেন তাহার প্রতি ডাক্তার কি ব্যবস্থা করিবেন, তাহা আদেশ বা নির্দ্দেশ না করেন। ডাক্তার তিক্ত, কি মিষ্ট ঔষধ দিবেন, তাহা ডাক্তারেরই উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে মঙ্গল হইবে। গুরুকে ডাকিয়া নিজের রুচি-অনুসারে ব্যবস্থা করাইয়া লওয়া গুরুর গুরুত্ব

স্বীকার নহে, গুরুকে শিষ্য করিবারই চেষ্টা। শ্রীভগবানের নিকট আত্মমঙ্গল প্রার্থনার সময় শরণাগত ব্যক্তি এইভাবে প্রার্থনা করেন,—"হে প্রভো, আমার কিসে ভাল হয়, তাহা আমি জানি না। আমি প্রেয়কে শ্রেয়ঃ মনে করি, শ্রেয়কে অপ্রিয় মনে করি। তুমি মঙ্গলবিধাতা, আমার যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা তুমিই জান। তোমার যে-কোনও বিধান তোমার অনুকম্পা বলিয়া বরণ করিবার শক্তি ও বল দাও, তোমাতে সর্ব্বতোভাবে নমস্কার-বিধানের শক্তি দাও। আমি অতি অধম, আমাকে শরণাগতি শিক্ষা দিয়া উত্তম করিয়া লও"।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম*

[শ্রীধাম-মায়াপুর, ২২শে মে, বুধবার]

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের স্মরণ করিলে কখনও উল্টা বিপত্তি হইতে পারে না। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গুরুবর্গ এ জগতের মানুষ নহেন। তাঁহারা শ্রীব্রজে সকলেই নারী-(গোপী) দেহধারিণী এবং শ্রীগৌরধামে সকলেই নরদেহধারী। শ্রীগৌরধামে শ্রীসংকীর্ত্তন-রাসস্থলীতে কেহ নারীদেহধারী নাই, সকলেই নরদেহধারী। গুরুবর্গ প্রাকৃত মনুষ্যের আকার ধারণ করিয়া জগতে আসিলেও তাঁহারা প্রাকৃত পুরুষ বা স্ত্রী নহেন। আমি সেই শ্রীগুরুবর্গের দাসানুদাস, তাঁহাদের পাদপদ্মের ধূলি। এই জড়দেহটা 'আমি' নহি; আমি পুরুষ বা স্ত্রীও নহি। আমার গুরুবর্গ যেরূপ বিপ্রকুলসিদ্ধ, আমিও তদ্রূপ। তাঁহাদের যে-প্রকার রূপ, আমারও সেইপ্রকার রূপ। সর্ব্বদা শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল গৌরকিশোর দাস প্রভু ও শ্রীল বার্ষভানবীদয়িতদাস-প্রভুপাদপদ্মের ধ্যান করিতে হইবে। সাক্ষাদ্ভাবে তাঁহাদের যে শ্রীগুরুচরিতাদি আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার ধ্যান করা দরকার। সর্ব্বদা এই চিন্তা করিতে হইবে—আমি তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মের ধূলি। তাঁহাদের নিকট আমি অবস্থান করিতেছি। আমার মস্তক তাঁহাদের পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া আছে। সর্ব্বক্ষণ এইপ্রকার অভিনিবেশ হইলে আর অন্য কোনপ্রকার অসুবিধা আসিয়া আক্রমণ করিতে পারিবে না। এই প্রকার ধ্যান যাহার যত বেশী হইবে, তাহার তত শীঘ্র মঙ্গল লাভ হইবে।

অভিনিবেশ হওয়া দরকার। গুরুবর্গের প্রতি অভিনিবেশ না হইলে জড়চিন্তা কখনও যাইবে না। 'পতি মোর গৌরচন্দ্র, প্রাণ মোর যুগলকিশোর।' শ্রীগৌরসুন্দর আমার প্রভু, আমি তাঁহার বস্তু এবং শ্রীযুগলকিশোরই আমার প্রাণ,—এই সম্বন্ধ-জ্ঞান সর্ব্বদা রাখিতে হইবে। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থখানি বার করিয়া পাঠ করা দরকার। শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, শ্রীভজনরহস্য ও শ্রীহরিনামচিন্তামণি আলোচনা করিতে হইবে। শ্রীভজনরহস্য ভাল করিয়া পড়িলে তাহাতেই সব পাওয়া যাইবে। অনুগত হইয়া শ্রীভজনরহস্য আলোচনা করিতে হইবে। 'দশমূল-নির্য্যাস' একশতবার, কমপক্ষে অন্ততঃ পঞ্চাশবার পাঠ করা দরকার। দশমূল শ্রদ্ধার সহিত বার বার পান করিলেই সমস্ত অনর্থ কাটিয়া যাইবে। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্তানুসারে অনর্থ পাঁচ প্রকার—কুটিনাটী, অশ্রদ্ধা, কৃষ্ণেতর বিষয়ে অভিনিবেশ, ভজনশৈথিল্য ও দম্ভ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর চারিপ্রকার অনর্থের কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে হৃদয়দৌর্ব্বল্যই প্রধান। **সমগ্র জীবনীশক্তি কৃষ্ণসেবায় অর্পণে কার্পণ্যই হৃদ্দৌর্ব্বল্যের প্রধান লক্ষণ।** দশমূলসেবনে ঐ অনর্থ দূর হইবে। দশমূল সেবন করিবার পর ভজন করা দরকার, তাহা না হইলে অনর্থ নিবৃত্তি হয় না। সর্ব্বদা শ্রীগুরুবর্গের চিন্মূর্ত্তির ধ্যান, আর নিরন্তর শ্রীহরিনাম গ্রহণ—ইহাতেই নিত্যমঙ্গল হইবে। একলক্ষ হরিনাম প্রত্যহ গ্রহণ করিবেই,

* জনৈক শ্রোতা কর্ত্তৃক মর্ম্ম-অবলম্বনে লিখিত।

তাহাতে যত কষ্ট হয় হউক; নিজের দেহ, আত্মীয়-স্বজন, সমস্ত জগৎ চুলায় যাউক, তথাপি প্রত্যহ একলক্ষ শ্রীনামকীর্ত্তন করিব—এইরূপ সুদৃঢ় নিয়ম থাকিবে। নিরপেক্ষ হইতে হইবে; জগতের আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যে যাইতে হইবে না, বা কোনপ্রকার কৌতূহল রাখিতে হইবে না।

'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থখানি ভাল করিয়া পড়া দরকার। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা সব সময় দৃষ্টিপথে রাখিতে হইবে। এক জন্মেই যদি যা সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে অস্থির হইয়া উঠিতে হইবে না, অর্থাৎ বাস্তবসত্যে কখনও সংসারাত্মা হইতে হইবে না। একি ছেলেখেলা? কত কোটি বৎসরেও সিদ্ধি হয় না!

ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিতে হইবে। ব্রহ্মাণ্ডে থাকা-পর্য্যন্ত কিছুই হইবে না। নিরন্তর শ্রীহরিনাম করিলে মঙ্গল হইবে। কেবল লেখাপড়া লইয়া থাকিলে বিশেষ সুবিধা হইবে না; উহা intellectualism হইয়া যাইবে। ধৈর্য্য থাকা দরকার। 'আমি তোমাদের জন, কিন্তু তোমাদের কৃপা পাইলাম না'—এই বলিয়া দৈন্যভরে শ্রীগুরুবর্গের নাম ধরিয়া ক্রন্দন করিতে হইবে; তাহা হইলে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের কৃপায় তাঁহার শ্রীঅঙ্গনে প্রবেশ-লাভ হইবে। শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতের দাসী দুঃখী অথবা সুখী; তাঁহার অনুগত হইলে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের কৃপা পাওয়া যাইবে। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, শ্রীজাহ্নবাদেবী, শ্রীমাধবীদেবী প্রভৃতি শ্রীগৌর-নিজ-জনগণের কৃপা পাইবার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইতে হইবে।

"হা গৌর-নিতাই, তোরা দুটি ভাই,
পতিত জনের বন্ধু।
অধম পামর, আমি হে দুর্জ্জন,
হও মোরে কৃপাসিন্ধু॥"

—এই বলিয়া শ্রীগৌর-নিত্যানন্দকে ডাকিবে।

"ওগো শ্রীজাহ্নবাদেবি, এ দাসে করুণা।
কর আজি, নিজগুণে ঘুচাও যন্ত্রণা॥
তুমি নিত্যানন্দ-শক্তি, প্রেমভক্তি-গুরু।
এ দাসে করহ দান পদকল্পতরু॥
তোমার চরণ-তরী করিয়া আশ্রয়।
ভবার্ণব পার হ'ব, হ'য়েছি নিশ্চয়॥
কত শত পামরেরে ক'রেছ উদ্ধার।
তোমার চরণে আজি এ কাঙ্গাল ছার॥"

—এই ভাবে শ্রীজাহ্নবাদেবীর শ্রীপাদপদ্মে আর্ত্তি জানাইবে। এই শ্রীগৌরধামের অত্যন্ত করুণা। যিনি শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই শ্রীগৌর; যিনি শ্রীকৃষ্ণধাম, তিনিই শ্রীগৌরধাম। বলে, বলে, কৌশলে—যেমন করিয়া হউক, শ্রীগৌরধামে যাবার চেষ্টা করিবে। এখানে যদি দেহপাত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে। শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস ঠাকুরের এ বিষয়ে খুব দৃঢ় নিষ্ঠা ছিল। এখানে একটি কুটীর বাঁধিয়া ভজন করিবার চেষ্টা করা দরকার। তিনটি স্থান আশ্রয়-যোগ্য—শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীমাথুরমণ্ডল ও শ্রীপুরুষোত্তম বা শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল। তা'র মধ্যে শ্রীগৌরধাম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উদার। যিনি মুক্ত, শুদ্ধভজনপরায়ণ, তিনি শ্রীমাথুরমণ্ডল আশ্রয় করিতে পারেন; বদ্ধদশায় শ্রীগৌরধামই আশ্রয়নীয়।

পরস্পরের মধ্যে যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকে। সংসারের কোন কার্য্য বা অশন-বসন প্রভৃতি কোন ব্যাপারে বিন্দুমাত্র অভিনিবেশ রাখিবে না। ঐ সকল কার্য্য যতটা সংক্ষেপে হইতে পারে, তাহাই করা উচিত। নিদ্রা কমাইয়া দিতে হইবে। সর্ব্বদা সেবা-লাভের জন্য ব্যাকুল থাকিতে হইবে। নিজের দুঃখ, কষ্ট, অভাব, অভিযোগ যতই হউক, আমাকে যদি সংসারে থাকিয়া তীব্র দুঃখ সহ্য করিতে হয়, যদি জন্ম-জন্ম নরকে বাস করিতে হয়, তথাপি নিজের জন্য শ্রীগুরু-কৃষ্ণকে কিছু জানাইব না—এইরূপ দৃঢ়তা থাকা দরকার। 'জৈববর্ম্মে' দশমূলের বিস্তৃত আলোচনা আছে। 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা'ও দশমূলেরই ব্যাখ্যা। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'ও দশমূল আছে; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্রীরূপশিক্ষা ও শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ করিতে হইবে।

কোন কারণেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে হইবে না। খুব উৎসাহ রাখিতে হইবে; কারণ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলে কিছুই হইবে না। নিরুৎসাহ হইলে শ্রীউপদেশামৃতের শেষ শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে না। প্রথমে বেগ দমন, তারপর উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য প্রভৃতি অনুকূল-গ্রহণ হইলে অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প প্রভৃতি প্রতিকূল-বর্জ্জন হইবে। হরিভজনের ভাগ্য ত' আর সকলের হয় না; কিন্তু সেজন্য ভাঙ্গিয়া পড়িবার কি আছে? শ্রীগৌরসুন্দর আমার নিত্য-প্রভু, আমি তাঁহার নিত্যসেবকানুসেবক—এই সম্বন্ধ ত' আর

নষ্ট হইবার নহে? তিনি কৃপা করিলেই ভাগ্য হইবে। প্রথমে শ্রীগুরুদেবকে ডাকিবে, তারপর 'শ্রীগিরিধর' এই নামে দরকার হইলে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিবে। 'শ্রীগিরিধর'—এই নামটি শ্রীগান্ধর্বিকার বড় প্রিয়; ঐ নামে ডাকিলে তিনি সন্তুষ্ট হন। আবার শ্রীগান্ধর্বিকার নাম ধরিয়া ডাকিলে শ্রীগিরিধর সন্তুষ্ট হন। শ্রীগিরিধর সন্তুষ্ট হইলে শ্রীগান্ধর্বিকার ভজনরীতি শিখাইবেন। শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর ও শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতকে ডাকিলে শ্রীগৌরসুন্দর সন্তুষ্ট হন; আবার শ্রীগৌরসুন্দরকে ডাকিলে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রমুখ সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

শ্রীএকাদশী বা শ্রীহরিবাসর, শ্রীজন্মাষ্টমী, শ্রীবামনদ্বাদশী, শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দশী, শ্রীবামনবমী, শ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীগৌরজন্মতিথিতে উপবাস করিবে। উপবাসে মানসিক কোন চেষ্টা নাই, কেবল শারীর-চেষ্টা-মাত্র; উহা জড় পদার্থও করিতে পারে। নিরন্তর শ্রীহরিনাম করিবার জন্য যত্নাগ্রহ থাকা দরকার। অপরাধ থাকিলে শ্রীহরিনাম হয় না। আবার যাঁহার নিকট অপরাধ হইয়াছে, তিনি ক্ষমা না করা পর্য্যন্ত অপরাধ যায় না। যাঁহার নিকট অপরাধ আছে, তাঁহাকে স্তব-স্তুতিদ্বারা প্রসন্ন করিতে হইবে। যদি তিনি স্তবস্তুতিতেও প্রসন্ন না হইয়া নিরপেক্ষ থাকেন অর্থাৎ কৃপা-প্রার্থীর সম্বন্ধে উদাসীন থাকেন, অথবা কাহার নিকট অপরাধ আছে, তাহা বুঝা না যায়, তাহা হইলে তাঁহার কৃপা আকর্ষণ করিবার জন্য অকপটে শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। স্পষ্টভাবে আদর করিয়া শ্রীহরিনাম করিতে হইবে। যাঁহার নিকট অপরাধ হইয়াছে, তিনি যখন দেখিবেন, তাঁহার প্রিয়, পরিত্র শ্রীহরিনামের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন তিনি প্রসন্ন না হইয়া থাকিতে পারিবেন না।

প্রত্যেক ব্যাপারের মধ্যে অনুকূলটি লক্ষ্য করিতে হইবে। শ্রীগুরুবৈষ্ণব স্বভাবতঃ দয়ালু, তাঁহারা কঠোর হইয়া থাকিতে পারেন না, উহা তাঁহাদের স্বভাব নহে। যদি এমন দেখা যায় যে, তাঁহারা কঠোরতা দেখাইতেছেন, তাহার মধ্যেও কি প্রকার দয়া, কোথায় কি ভাবে প্রকাশিত হইতেছে, তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। প্রতিকূল ভাবের মধ্যেও অনুকূলতা কোথায়, তাহা বুঝিতে হইবে।

মোট কথা, অভিনিবেশ হওয়া দরকার। চিত্তাভিনিবেশ না হইলে ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করা যাইবে না। ব্রহ্মাণ্ড-অতিক্রম হইলে বিরজা ও ব্রহ্মলোকে সমদর্শন হয়, তা'র উপরে বৈকুণ্ঠে বিচিত্রতাপূর্ণ সমদর্শন হইয়া থাকে। এই প্রকারে গুরুবৈষ্ণবের প্রদর্শিত পথে চলিতে পারিলে এই জন্মেই কল্যাণ হইবে, নতুবা জন্ম-জন্মান্তর লাভ করিয়া কষ্ট পাইতে হইবে। জীবের জন্য শ্রীগুরুবর্গ যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি করা যাইতে পারে? একেবারে গলাধঃকরণ করাইয়া ত' আর দেওয়া যায় না। জীব ত' স্বতন্ত্র; তাহাকে শ্রীভগবান্ যে স্বতন্ত্রতা দিয়াছেন, সেই স্বতন্ত্রতার উপর ত' আর হাত দেওয়া যাইতে পারে না।

প্রত্যাহার দরকার। প্রত্যাহার ও পরানুশীলন একসঙ্গে হইবে। অশন-বসন ভালই লাগিবে না। এ সবলের উপর তখন তীব্র বৈরাগ্য হইবে। ভাল খাওয়া পরার দিকে দৃষ্টি থাকিলে শ্রীজাহ্নবা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার কৃপা পাওয়া যাইবে না। এই দেহ ত' তাঁহারা দেখেন না; কাজেই এই দেহকে সাজাইয়া লাভ কি? নিজে হরিভজন করিলে তখন সকলেই হরিভজন করুক, এইরূপ ইচ্ছা হইবে। 'জীবে দয়া'-প্রবৃত্তি তখন আসিবে। সমস্ত স্থূলদেহধারী জীবই কেবলমাত্র নরপশুর ভোগ্য না হইয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্য করুক—এইরূপ শুভ ইচ্ছা হইবে। এইভাবে কাহাকেও যদি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বা শ্রীজাহ্নবাদেবীর শ্রীপাদপদ্মে লইয়া আসা যায়, তাহা হইলে খুব সুবিধা হইয়া যায়; কারণ, ইহা অপেক্ষা বড় সেবা আর নাই।

এই শ্রীগৌরধামে সকলে আছেন। শ্রীজগন্নাথ, শ্রীগৌর-কিশোর, শ্রীবংশীদাস বাবাজী,—ইহারা পারমেশ্বর-ক্ষেত্র শ্রীকোলদ্বীপে শ্রীনারায়ণের পাদসেবাপরা শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে দর্শন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে ভাবোদয় হইয়াছিল, সেই ভাবের অনুসরণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই এক-বংশীয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মাধ্যাহ্নিক লীলার স্থান শ্রীগোদ্রুম আশ্রয় করিয়াছিলেন। দশমূল-সেবন ও নিরন্তর হরিনাম-ফলে অনর্থ কাটিয়া গিয়া নৈষ্ঠিক ভজন হইবে। তারপর শ্রীরুচিনামে রুচি হইবে অর্থাৎ শ্রীনাম করিতে ভাল লাগিবে। তারপর আসক্তি অর্থাৎ আঠা—না করিলে ভাল লাগে না, না করিয়া পারি না, এইরূপ অবস্থা আসিবে। তখন পারমিকী সেবা হয়, অর্থাৎ নিজের যে জিনিষটি ভাল লাগে, তাহা দিয়া সেবা করিবার চেষ্টা হয়।

শ্রীগোপীনাথের নাম ধরিয়া ডাকিবে। শ্রীগোপীনাথের শ্রীচরণে বিজ্ঞপ্তিসূচক পাঁচটি গান করিবে। নিজে আচরণ করিয়া প্রচার করা দরকার। নিজে শরণাগত না হইলে অপরকে শরণাগত হইবার উপদেশ দেওয়া যায় না। হরিকথা বলা বিদ্বানের পরিচয়। বিদ্যাবধূ-জীবনের স্ফূর্তি না হইলে বিদ্যাবৃত্তির বিকাশ কি প্রকারে হইবে? অনর্থ-নিবৃত্তির পর নৈষ্ঠিক ভজন হইলে বিদ্যাবধূ-জীবন শ্রীনামের কৃপা লাভ হয়।

ভাব দুই প্রকার—প্রসাদজ ও সাধনাভিনিবেশজ। প্রসাদজ কৃপা বিরল; সুতরাং সাধনের প্রয়োজন। সাধন-কালে কাম-ক্রোধাদি-রিপু যদি সময় সময় অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, তথাপি ভাঙ্গিয়া পড়িবার কিছুই নাই। যতই বিঘ্ন আসুক না কেন, "ন প্রেমা প্রবণাদিভক্তিরপি বা"—এই শ্লোকে যে আশাবন্ধের কথা বলা হইয়াছে, সেইরূপ আশাবন্ধ সর্ব্বদা রাখিতে হইবে।

শ্রীল তীর্থ মহারাজের হরিকথার মর্ম্ম

(মায়াপুর শ্রীগৌড়ীয়মঠ,—২৬শে জুলাই, ১৯৪০)

প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধা-নিবৃত্তি অনুভব করিতে পারেন, তদ্রূপ শ্রীগুরুপাদ-পদ্মে শরণাগত বা আশ্রিত শুদ্ধদাসের প্রতি-পদবিক্ষেপে, প্রতি-নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে ভক্তি, পরেশানুভূতি (নামতত্ত্ব-ধামতত্ত্ব-কামতত্ত্ব, সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব) ও কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি অবশ্যই উপলব্ধির বিষয় হইবে।

প্রত্যেক শুদ্ধদাস তাঁহার বৈরাগ্যে আত্মার তুষ্টি, তাঁহার পরেশানুভূতিতে অর্থাৎ গৌরকৃষ্ণনাম, গৌরকৃষ্ণধাম ও গৌর-কৃষ্ণকামে আত্মার পুষ্টি এবং তাঁহার দৈনন্দিন সেবা-কার্য্যে বা ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠানে আত্মার ক্ষুন্নিবৃত্তি অবশ্যই অনুভব করিতে পারিবেন। অর্থাৎ তিনি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা করিতে করিতে অনর্থ-চতুষ্টয়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন এবং তাঁহার অন্য কোনও কৃষ্ণেতর কামনা বা বাসনা হৃদয়ে স্থান পাইবে না।

ভক্তি, পরেশানুভূতি ও অন্যত্র বিরক্তি—এই শ্লোকের অনন্ত দৃষ্টান্ত শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু।

"পৃথিবীতে যত কথা বর্ণনামে চলে। ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥"—গ্রন্থ-ভাগবতের এই বাণী ভক্ত-ভাগবত প্রচার করেন।

ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।

ভাব দুই প্রকার—প্রসাদজ ও সাধনাভিনিবেশজ। প্রসাদজ কৃপা বিরল; সুতরাং সাধনের প্রয়োজন। সাধন-কালে কাম-ক্রোধাদি-রিপু যদি সময় সময় অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, তথাপি ভাঙ্গিয়া পড়িবার কিছুই নাই। যতই বিঘ্ন আসুক না কেন, "ন প্রেমা প্রবণাদিভক্তিরপি বা"—এই শ্লোকে যে আশাবন্ধের কথা বলা হইয়াছে, সেইরূপ আশাবন্ধ সর্ব্বদা রাখিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥
(ভাঃ ১।১।২)

অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা-আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১।৯০, ৯২)

আত্মার বৃত্তি যে শুদ্ধভক্তি, তাহাই সর্ব্বক্ষণ গৌড়ীয়মঠের সর্ব্ব অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয়। যদি শ্রীচৈতন্যমঠে ও তৎ-শাখা-মঠসমূহে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াগুলিতে শুদ্ধভক্তির অনুশীলন না হয়, তাহা হইলে উহা ছলধর্ম্মময় মঠে পর্য্যবসিত হইবে। কিন্তু তাহা শ্রীল আচার্য্যদেবের আদৌ ইচ্ছা নয়।

যন্ত্রী এদ্‌রাজ বাজাইবার সময় প্রথমে উহা যে পর্য্যন্ত তাঁহার মনোমত না বাজে, সে-পর্য্যন্ত উহার তুইদিকের কাণ মলিয়া সুর ঠিক করিয়া থাকে। শ্রোতৃবর্গ যদি যন্ত্রের প্রশংসা করে, তবে যন্ত্র বলে—"আমি স্ব-ইচ্ছায় বাজি না, যন্ত্রী তাঁহার মনোমত সুর ঠিক্ করিয়া বাজায়, তাই বাজি।" তদ্রূপ শুদ্ধদাসের বিচার, যত কিছু প্রচারের, ভিক্ষার বা প্রতিষ্ঠার বাহাদুরি—সমস্তই একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই প্রাপ্য। তিনি (১) "তস্যাত্মবৃত্তিং মনসা পতন্তং, (২) জিহ্বা শতত্রং বহুধা ক্ষরন্তং রাজ্যং

সমুদ্ধর্, (৩) মন্নৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব, (৪) নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্" (গীঃ ১১।৩৩)—এই সূত্রানুসারে শ্রীগুরু-পাদপদ্মে সমস্ত পৌঁছাইয়া দেন। ইহারই নাম বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা।

বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তা'তে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে গৌরব।
(শ্রীল প্রভুপাদ)

আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি ছাড়িলে,
অমানী না হ'ব আমি।
(তবে) প্রতিষ্ঠাশা আসি', হৃদয় দূষিবে,
(আমি) হইব নিরয়গামী॥
(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

—এই উভয় বাণীই একই তাৎপর্য্যপর।

কল ডিপের শ্রীকৃষ্ণ, বর বাজান শ্রীকৃষ্ণ; তিনিই যন্ত্রী, আমরা যন্ত্র; যেমন নাচান তেমনি আমরা নাচি। অজ্ঞ লোক পুতুল-নাচের আড়ালে কোন লোক বসিয়া একটী তার-সংযোগে যে পুতুল নাচায়, তাহা দেখিতে পায় না। অজ্ঞ লোক ঐ লোকটীকে দেখিতে পায় না বলিয়া পুতুল আপনি নাচে, এরূপ বিচার করিয়া থাকে। তদ্রূপ গৌড়ীয়মঠের গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী পাষণ্ডীগুলি অজ্ঞান-অপরাধবশতঃ শ্রীল ভক্তি-বিনোদ গৌর-সরস্বতী-পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত বৈকুণ্ঠ-মঠসমূহের দৈনন্দিন আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-সমূহের মূলে যে অপ্রাকৃত প্রেমসূত্রে সম্বন্ধিত শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে সংলগ্ন শ্রদ্ধামূলা কৃপা-ডোর আছে এবং শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণই যে এই মিশনের পশ্চাতে অলক্ষিতভাবে অবস্থান করিয়া গুরুনিবেদিকে উপলক্ষ করতঃ এই মিশন চালাইতেছেন, তাহা বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারে নাই, পারিতেছে না ও পারিবে না।

গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যই জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার। যেখানে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য নাই, সেখানে দম্ভাসুর ও মায়ার সংযোগে আত্মবঞ্চনা, লোকবঞ্চনা, শঠতা, কপটতা, হিংসা, গুরুবৈষ্ণব-নির্য্যাতন, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি উপদ্রব সদা বর্ত্তমান।

চক্ষুর ক্রিয়া দর্শন। দর্শন আলোই আলো ছাড়া হয় না। অর্থাৎ অন্ধকারে চক্ষু খোলা থাকিলেও বস্তুর রূপ-দর্শন হয় না। অন্ধকাররূপ আবরণ চক্ষুর উপর পড়িয়া চক্ষুর দর্শন-ক্রিয়াকে বাধা দেয়। কিন্তু যেই মুহূর্ত্তে আলো আসে, তৎক্ষণাৎ আলোর প্রভাবে অন্ধকাররূপ আবরণ দূরীভূত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দর্শনক্রিয়া লাভ করিয়া বস্তুর রূপ দর্শন করে। তদ্রূপ দেহাত্মাভিমান বা পুরুষাভিমানরূপ অজ্ঞান-অন্ধকারে শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীনাম-প্রভু, শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীগুরুবর্গ, শ্রীগুরুবৈষ্ণব শ্রীবৈষ্ণবযুগ তাঁহাদের চেতন-ভূমি শ্রীধাম বা মঠ এবং সেই শ্রীধামে অবস্থিত হইয়া শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবযুগের সেবা বা চিদ্‌বিলাস প্রভৃতি বৈকুণ্ঠ বস্তু দর্শন লাভ হয় না।

যেই মুহূর্ত্তে শ্রীগুরুদেব দীক্ষা অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধ-জ্ঞানের আলো প্রদান করেন এবং শ্রীশিক্ষাগুরুবর্গ সেই দিব্যজ্ঞানের আলো বিস্তার করিয়া নামভজন শিক্ষা দেন, সেই মুহূর্ত্তে আমাদের অনন্তজন্মার্জ্জিত দেহাত্মবুদ্ধিরূপ অজ্ঞান-অন্ধকার, শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষরূপ অপরাধ, শ্রীকৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ অপরাধ, নাম-অভিন্ন মন্ত্রকে জড়-কাঠ-পাথর-জ্ঞানরূপ অপরাধ, মঠবাসী কৃষ্ণশক্তিগণকে মানুষবুদ্ধিরূপ অপরাধ, মঠবাসিগণের সেবা-পূজা-ভিক্ষাদিকে কর্ম্মকাণ্ড বলিয়া বিচাররূপ অপরাধ এবং সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট বিদ্যাবধূ-জীবন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে জ্ঞান-কাণ্ড (Intellectualism) বলিয়া অপরাধরূপ অন্ধকার বা কুজ্ঝটিকা বা মায়ারাত্রি তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয়।

কৃষ্ণ—সূর্য্যসম, মায়া—অন্ধকার।
যাহা কৃষ্ণ, তাহা নাহি মায়ার অধিকার॥

যেই মুহূর্ত্তে সম্বন্ধজ্ঞানের আলো না থাকিবে, সেই মুহূর্ত্তে মায়া-অন্ধকার আসিয়া আমাদিগের দিব্য দর্শনের উপরে আবরণ আনাইবে। আমরা বস্তুর স্বরূপ-দর্শন করিতে পারিব না। তখন আমরা ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসীর বেশে রাবণরূপে মায়া-সীতারূপ, কিম্বা দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন-রূপে পাণ্ডব-পত্নী দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণরূপ কুৎসিৎ দর্শন বা কুদর্শন করিতে থাকিব। ইহা অপেক্ষা অধিক অপরাধ আর কি হইতে পারে? অতএব নিম্নলিখিত মহাজন-বাণী সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখা দরকার—

আশ্রয় লইয়া ভজে, তা'রে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।
ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা,
নিরন্তর থেহ উঠে মনে।

বিশ্বামিত্রের policy-ও শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের policy আকাশ-পাতাল পৃথক। বিশ্বামিত্র কৃষ্ণের ভোগ্য উপকরণকে (মেনকাকে) পাইবামাত্রই ভোগ করিয়া ফেলিলেন। যেহেতু, তাঁহার দেহাত্মবুদ্ধি হাজার বৎসর যোগাভ্যাস করিয়াও যায় নাই।

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাত্মাদ্ধা ন শাম্যতি॥

(ভাঃ ১৮।৩৬)

অর্থাৎ যম নিয়মাদি যোগপথে কাম-ক্রোধাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা আছে কিন্তু ভক্তিপথে শ্রীমুকুন্দের সেবায় তাহার সম্ভাবনা নাই। তাহার প্রমাণ—শ্রীল হরিদাস ঠাকুর। যখন তাঁহার নিকট কৃষ্ণভোগের দুইটী উপকরণ আসিয়াছিল (একটী বেশ্যা, আর একটী ত্রিভুবন-মনোমোহিনী মহামায়া), তখন তিনি উভয়কে শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা কীর্ত্তন করিয়া তিন রাত্রির মধ্যেই কৃষ্ণপাদপদ্মসেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অতএব জগদ্গুরু শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আনুগত্যে প্রত্যেক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের নাম-ভজন করা উচিত। নতুবা মঠে থাকিয়াও শ্রীগুরুদাসের অভিনয় করিয়া গুরুভোগী ও গুরুত্যাগী হইতে হইবে। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তথা-কথিত পাষণ্ডী হিন্দুগণ।

সৎ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। তিনি তাঁহার স্বরূপশক্তির দ্বারা সর্ব্বদা আলিঙ্গিত। তাঁহার সদংশে সন্ধিনী শক্তি, চিদংশে সম্বিজ্জক্তি এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী শক্তি। এই সন্ধিনী শক্তির শক্তিমত্ত্ব শ্রীবলদেব-প্রভু।

জয় জয় নিত্যানন্দ শ্রীবলরাম।
যাহা হইতে পাইনু শ্রীবৃন্দাবনধাম॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় হলায়ুধ।
যাহা হইতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয়॥
যাহা হইতে পাইনু জীব-রঘুনাথ-মহাশয়।
যাহা হইতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয়॥
যাহা হইতে পাইনু গৌড়ীয়-বৈষ্ণবপদাশ্রয়॥
জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ।
যাহা হইতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ॥

সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দ-অভিন্ন শ্রীবলদেবের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের নাম, শ্রীকৃষ্ণের ধাম, শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চরসের বিলাস-উপকরণের সত্তা পাওয়া যায়।

ইহা চিচ্ছক্তি-প্রকটিত নাম-ধামের উপর সন্ধিনী শক্তির প্রভাব। চিচ্ছক্তি-প্রকটিত নাম-ধামের উপর সম্বিজ্জক্তির প্রভাবে পঞ্চরসে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য—এই সম্বন্ধ-জ্ঞান। চিচ্ছক্তি-প্রকটিত নাম-ধামের উপর হ্লাদিনী শক্তির প্রভাবে মধুর রসে গোপীজনাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাস-বিলাস ও তদুচিত পরমানন্দপূর্ণ প্রেমানন্দামৃত-সাগরের প্রেমতরঙ্গ। তদ্রূপ বাৎসল্য-রসে নন্দ-যশোদার গোপালের সেবায় বাৎসল্য প্রেমানন্দামৃতরস-সমুদ্রের উদ্ভব। তদ্রূপ সখ্য রসে সখ্যপ্রেম, দাস্য রসে দাস্য-প্রেমের উদয়, শান্তরসে কৃষ্ণ-নিষ্ঠা ও কৃষ্ণেতর কৃত্যত্যাগ-ধর্ম্ম।

তটস্থ জীব-শক্তিতে সন্ধিনী-প্রভাবে জীবের সত্তা বিস্তার, জীবের নাম ও ব্রহ্মধাম। তটস্থ শক্তিতে সম্বিজ্জক্তির প্রভাবে জীবের ব্রহ্মজ্ঞান। তটস্থ শক্তিতে হ্লাদিনীর প্রভাবে জীবের ব্রহ্মানন্দ। কিন্তু তটস্থ-শক্তি-প্রসূত জীবসত্তায় জীবের ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দ স্থির থাকিতে পারে না; কারণ,

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে, কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

(চৈঃ চঃ মধ্য)

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

(ভাঃ ২।৩।২২)

আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।'
ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা,
নিরন্তর বেদ উঠে ঘোষণ॥

আশ্রয়-বিগ্রহ চিচ্ছক্তি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্ম-সেবা ছাড়িয়া তটস্থ জীবশক্তির ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মানন্দ লাভেও পতন অবশ্যম্ভাবী। কৃষ্ণদাসের প্রেমানন্দসিন্ধুর সহিত ব্রহ্মানন্দেরও তুলনা খদ্যোতকসম।

মায়াশক্তি বা জড়শক্তিতে সন্ধিনী শক্তির প্রভাবে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা, মনোধর্ম্মী বদ্ধজীবের দেহ-মনের সত্তা, দেবতাগণের সত্তা, ইন্দ্রিয়গণের সত্তা-বিস্তার।

মায়াশক্তির উপর সম্বিজ্জক্তির প্রভাবে বদ্ধজীবের জড়ীয় জ্ঞান, জড়ীয় ভাব, জড়সম্বন্ধজ্ঞান। জড়ীয় জ্ঞানে যাবতীয় জড়ীয় প্রত্যক্ষাদির জড়ীয় ভাব। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—

"একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত ও তদভিন্ন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত যাহাতে জগতে সমস্ত গ্রন্থাগারের গ্রন্থরাশি পুড়িয়া গেলেও জগতের কোন ক্ষতি হইবে না।"

জড়শক্তি বা মায়াশক্তিতে প্রোক্তিনীয় ক্রিয়া—বদ্ধজীবের যত প্রকার ভোগানন্দের ক্রিয়া, জড়ীয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জড়জগতের যত প্রকারের কামের বা মনোধর্ম্মের তাণ্ডবনৃত্য। চতুর্দ্দশ ভুবনে যত প্রকার জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ, তাহাই মায়াশক্তির ক্রিয়া। অতএব গৌড়ীয়বৈষ্ণবমাত্রেরই চিচ্ছক্তি শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন শ্রীনাম সর্ব্বক্ষণ সংকীর্ত্তনমুখে আরাধনা করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্রীনাম-প্রভুর নিষ্কপট সেবা করেন না, তাঁহারা স্রোত-পথায় শ্রীল প্রভুপাদের বা শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট হইতে যে-সমস্ত সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন; আর তাঁহাদেরই হরিনাম, মন্ত্র, উপনয়ন-সংস্কার, কণ্ঠমালিকা, অর্চ্চন-বন্দন প্রভৃতি নববিধা ভক্তি, প্রসাদ-সম্মান, বার্ষিকতিথি-পালন, শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রভৃতি ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গ-যাজন—সমস্তই চন্তিপ্রধানের ন্যায় বৃথা। কারণ—

যস্য সাক্ষাদ্ ভগবতি জ্ঞানদীপ-প্রদে গুরৌ।
মর্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥

(ভাঃ ৭ম স্কঃ—শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি)

ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ—গৌড়ীয়-মিশন হইতে বিতাড়িত গুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষী পাষণ্ডী হিন্দুগণ শ্রীগুরুদেবকে শূদ্রবুদ্ধি এবং আচার্য্যদেবকে মাৎসর্য্যবশতঃ "আচার্য্যং মর্ত্ত্য বিদ্যা-নীয়াৎ"—এই ভগবৎবাক্য লঙ্ঘন-পূর্ব্বক মর্ত্যবুদ্ধি করিয়া নরক-যাত্রী হইয়াছে।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডলে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিরহ-সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব স্বয়ং মাধুকরী ভিক্ষা দ্বারা শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবা ও শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের নাম-চরিতাদি-সংকীর্ত্তনের আদর্শ প্রকট করিয়া সম্পাদন করিয়াছেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বাণী শ্রবণার্থ মন্ত্রদেশবাসী কএকজন শ্রদ্ধালু, সজ্জন ও ভক্ত, পাটনা হইতে শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিলাস বি-এ, শ্রীধাম-মায়াপুর 'শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্‌ষ্টিটিউটে'র প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল, শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, আসান-সোল হইতে 'শ্রীগৌড়ীয়'পত্রের সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীব্রজ-মণ্ডলে শ্রীল আচার্য্য-পদাম্বিকে গমন করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে গৌড়ীয়-সম্পাদক মহা-মহোপদেশক শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় শ্রীশ্রীব্রজ-মণ্ডল হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রদত্ত সন্দেশ লিয়ে বহন করিয়া কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, শ্রীপাদ সাগর মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দের নিকট প্রদান ও গৌড়ীয় মিশনের পরিচালক-সমিতির সভায় যোগদান করিয়া শ্রীগোদ্রুমে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীপাদ-পদ্মে কৃপা প্রার্থনা-পূর্ব্বক শ্রীকোলদ্বীপে শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন ও তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের সম্মুখে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নাম-গুণ-চরিতাদি কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার কৃপা-কটাক্ষ যাচ্ঞা করিয়াছেন। অবধূতবর সমাধিমগ্ন মহাপুরুষ শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ অতিশয় কৃপা বিতরণ-পূর্ব্বক গৌড়ীয়-সম্পাদককে দর্শন-দান ও অহৈতুকী অনুকম্পা প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাঁহার নিত্যারাধ্য শ্রীগৌর-নিতাইর জন্য কিছু ভোগ-সামগ্রী স্বেচ্ছায় যাচ্ঞা করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা মহাপুরুষের অযাচিতা পতিতপাবনী কৃপার নিদর্শন।

শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া গৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয় শ্রীধাম-মায়াপুরে গমন-পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরুবর্গের

শ্রীচরণ-বন্দনা ও শ্রীধামবাসী বৈষ্ণববৃন্দের দর্শন লাভ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের আদেশে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীচৈতন্যমঠস্থ সেবকগণের নিকট "ফল্গু বৈরাগ্য ও কৃষ্ণপ্রীতো-দ্যোগত্যাগ", "বিষয়ীর প্রায় ব্যবহার ও বৈষ্ণবপ্রায় ব্যবহারের পার্থক্য", "প্রকৃত আত্মমঙ্গলকামীর আচরণ ও অনুশীলন" এবং "অনুসরণ ও অনুকরণ" সম্বন্ধে শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত-সমূহ কীর্তন করিয়াছেন।

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের সাময়িক পত্র

আমরা শ্রীধাম-মায়াপুর ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-ইন্‌স্টিটিউট্ হইতে প্রকাশিত 'Thakur Bhaktivinode Institute Magazine' (১৯৪০) এর প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যা পাইয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলাম। ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট্ নিরীশ্বর শিক্ষার প্রগতির যুগে বিশ্বনাথ-বিহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে অভিনব বিদ্যায়তন। ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ যেরূপ তর্কতত সংশয়াচ্ছন্ন নিরীশ্বর চিন্তা-প্লাবিত যুগে শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত-ধারা বর্ষণ করিয়া উত্তপ্ত মরুকে প্রেমামৃত-প্লাবনে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃত্যুদ্ভাসিত শ্রীশ্রীল চৈতন্য-সরস্বতী-প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ বিদ্যায়তনও সেরূপ আদর্শ অনুসরণের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উক্ত পত্রের প্রারম্ভে শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের আশীর্ব্বাণী, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত, শ্রীশ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজের কৃপোপদেশ ব্যতীত কতকটি কোমলপ্রাণ বালকের লেখনী-প্রসূত প্রবন্ধ বর্ত্তমান যুগের ধারণায় ও সহযোগি-ছাত্রসমাজের চিত্তবৃত্তিতে বিপ্লব আনয়ন করিবে, সন্দেহ নাই। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান্ বনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "জীবে দয়া", দশম শ্রেণীর শ্রীমান্ শ্রীশ চন্দ্র মণ্ডল লিখিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের বৈশিষ্ট্য", দশম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ বসু লিখিত "A Gift to Young Generation" প্রভৃতি প্রবন্ধ সত্যপ্রাণ ছাত্রবৃন্দ ও সজ্জনগণের শিক্ষা ও আনন্দপ্রদ হইয়াছে।

শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল্ মহোদয়ের ন্যায় মহাপ্রাণ ও অহৈতুক-সেবাপ্রাণ ব্যক্তি যে বিদ্যায়তনের প্রধান শিক্ষক, তথায় যে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপাদৃষ্টি কণিকা ছাত্র ও শিক্ষক-সমাজে বর্ষিত হইবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? এই বিদ্যায়তন সাধারণ শিক্ষার দিক্ হইতেও ক্রমশঃই উন্নততর হইতেছে। গত ১৯৩৯ ও ১৯৪০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই বিদ্যায়তনের দুইটী ছাত্র বৃত্তি (Scholarship) প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা আশা করি, ঐ বিদ্যায়তন হইতে প্রতিবৎসর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব-তিথিতে এরূপ একটি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের অন্যান্য বিদ্যায়তনে পরা-বিদ্যার আলোক-সম্পাত করিতে সাহায্য করিবে।

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহোৎসব

শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-পীঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহোৎসবের অধিবাস-দিবস রাত্রিতে শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীনাম-গুণ-চরিতাদি-কথা কীর্তন করেন। বিরহোৎসবের দিন উষঃকাল হইতে আরাত্রিক, বন্দনা-গীতি, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ পাঠ ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রিয় গীতিসমূহ কীর্ত্তিত হয়। শ্রীভোগারাত্রিকের পূর্ব্বে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ 'গৌড়ীয়'-বিরহ-সংখ্যা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ সাগর মহারাজ সুদীর্ঘকাল শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ ও শিক্ষা-সম্বন্ধে আবেগভরে বহু হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীমথুরা হইতে শ্রীশ্রীল আচার্যদেব তারযোগে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-বাসরে তাঁহার হৈক্কোক্তি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের কৃপায় শ্রীপাদ সাগর মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহোৎসব সত্য-সত্যই শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের মনোঽভীষ্টানুযায়ী সুসম্পন্ন হইয়াছে।

বিভিন্ন স্থানে প্রচার

চট্টগ্রামে—উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী চট্টগ্রাম-সহরের বিভিন্ন স্থানে প্রচার-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া গত ২১-২২শে ডিসেম্বর দিবসদ্বয় কদুরখিল-নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত নীরদবরণ চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে যথাক্রমে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর দিবস ব্রহ্মচারীজী স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ চৌধুরী মহো-দয়ের আলয়ে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের চরিত-গাথা কীর্ত্তন করেন। প্রত্যহ নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে শ্রদ্ধালু শিক্ষিত-সজ্জনের সমাগম হইত।

ব্রহ্মদেশে—বেঙ্গল শ্রীসৌড়ীয়মঠের কতিপয় সেবক গত ১১-১২ই ডিসেম্বর ব্রহ্মদেশের শেগু-নামক-স্থানে সি-ডব্লিউ-ডি অফিসের হেড্ ক্লার্ক মিঃ কে, এম, সেন ও স্থানীয় সরকারী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান-শিক্ষক মিঃ ডি, সি, সেন মহোদয়দ্বয়ের বাসভবনে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর দিবস সন্ধ্যায় তাঁহারা স্থানীয় উকিল মিঃ এন্, কে. মিত্র মহাশয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'নামে-ব্যাধ-সংবাদ' পাঠ করেন।

গত ১৪ই ডিসেম্বর প্রচারকগণ শেগু-সহরের প্রচার-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া পেটন্-নামক স্থানে আগমন-পূর্ব্বক মিঃ ডি, এন্, দত্ত বি-এ, বি এল; মিঃ এস্, এম্, ঘোষ এম্-এস্-সি, বি-এল; ডাঃ এইচ, ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি শিক্ষিত সজ্জনবৃন্দের আলয়ে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ-পাঠমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করেন। পেটন্ হইতে তাঁহারা মৌলমিন-সহরে উপনীত হইয়া গত ১৬ই ও ১৭ই ডিসেম্বর প্রসিদ্ধ উকিল মিঃ এস, এম্, ঘোষ এম্-এস্-সি, বি-এল ও টিম্বার-মার্চ্চেণ্ট মিঃ ডি, এন্, দত্ত মহোদয়ের ভবনে ক্রমান্বয়ে 'শ্রীচৈতন্যমতামৃত' গ্রন্থ ও 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর দুইদিবসও সেবকগণ স্থানীয় মিউনিসি-প্যালিটির সেক্রেটারী মিঃ পি, ভৌমিক এম্-এ ও ডিষ্ট্রিক্ট অডিটার মিঃ বি, বি, চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের বাসভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে পর পর শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ ও 'শ্রীনামক-ব্যাধ-সংবাদ'-বিষয়ে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলাবিহারের পঞ্চম বর্ষের প্রথম দিবসে অর্থাৎ ১লা জানুয়ারী (১৯৪১) প্রয়াগস্থ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে গৌড়ীয় মিশনের পরিচালকসমিতির অধিবেশন বসিয়া মহামান্য কোর্ট রায় প্রদান করিয়াছেন। সেইদিন শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গান ও সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীমঠসেবকগণ শ্রীমঠে প্রবেশ করিয়াছেন।

শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব বি-এ ও শ্রীগৌড়ীয়-সঙ্ঘপ্রচারের পরিচালক-সমিতির অন্যতম সেবকবৃন্দ শ্রীমঠে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীমুখতো সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিকথা প্রচার করিতেছেন। প্রয়াগ—শ্রীরূপ-শিক্ষাক্ষেত্র। এই স্থান শ্রীরূপপাদুগ-গণের বন্দনীয় পীঠ। এ স্থানে কুরূপগণের অধিষ্ঠান নাই; শ্রীরূপানুগ-গণ এই স্থান হইতে শ্রীভক্তিবিনোদামৃতসিন্ধু ও শ্রীভক্তিসন্দর্ভের বাণী শ্রীরূপানুগবর শ্রীআচার্য্যবৃন্দের আনুগত্যে সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছেন। শ্রীরূপশিক্ষায় ক্রম-শুদ্ধপ্রবণের উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥

উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায়।
'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' 'পরব্যোম' পায়॥
তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন।'
'কৃষ্ণচরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥

তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেম-ফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণ কীর্ত্তনাদি-জল॥
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তা'র শুখি' যায় পাতা॥

তাতে মালী যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম॥
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত, অসংখ্য তা'র লেখা॥

'নিষিদ্ধাচার', 'কুটীনাটী', 'জীবহিংসন'।
'লাভ,' 'পূজা', 'প্রতিষ্ঠাদি' যত উপশাখাগণ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥

প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন॥
'প্রেমফল পাকি' পড়ে, মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি' মালী 'কল্পবৃক্ষ' পায়॥

তাহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন॥

(চৈঃ চঃ ম ১৯।১৫১-১৬৪)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

প্রণামাস্ত্র বিধেয়ং দণ্ডবদ্ভূমিশায়িনঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তিরহিত সম্বন্ধযুক্ত
বিষয়মাত্র সকলি ভাল।

THE GAUDIYA MISSION

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
'নিত্য' বলিয়া জ্ঞান হউক।

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৭শে পৌষ, ১৩৪৭ ; ১১ই জানুয়ারী, ১৯৪১ | ২৫শ সংখ্যা

ফল্গুবৈরাগ্য

কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও তাঁহার মনোহভীষ্ট-সংস্থাপক পার্ষদপ্রবর শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ভক্তি সাহিত্যে 'ফল্গুবৈরাগ্য'-পরিভাষাটির ব্যবহার করিয়াছেন। 'ফল্গু'-শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ—'তুচ্ছ' বা 'অসার'।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে 'ফল্গুবৈরাগ্যে'র এইরূপ সংজ্ঞা পাওয়া যায়,—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২য় লঃ ১২৬ শ্লোক)

মুক্তিকামিগণের দ্বারা প্রাকৃত বুদ্ধিতে ভগবৎসম্বন্ধি-বস্তুর পরিত্যাগকেই 'ফল্গুবৈরাগ্য' কহে।

উক্ত শ্লোকের 'দুর্গমসঙ্গমনী'-টীকায় শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বলিতেছেন,—"অথ ফল্গুবৈরাগ্যম্ তদ্ভাগুপযুক্তং বস্তুদেব জ্ঞেয়ম্। তচ্চ ভগবদ্বহির্মুখানামপরাধিনাং স্যাদিত্যাহ—প্রাপঞ্চিকতয়েতি। হরিসম্বন্ধিবস্তুন তৎপ্রসাদাদিঃ। তস্য পরিত্যাগো দ্বিবিধঃ—অপ্রার্থনা প্রাপ্তানঙ্গীকারশ্চ ; তত্রোত্তরস্য সুতরামপরাধ এব হেতুঃ, 'প্রসাদোহপ্যুপেক্ষা বা'-ত্যাদিবচনেষু তস্যুক্তত্বাৎ।"

'ফল্গুবৈরাগ্য' ভক্তির অনুপযুক্ত। ভগবদ্বহির্মুখগণ ভগবৎসম্বন্ধি-বস্তুকে প্রাপঞ্চিক বিষয় বলিয়া ধারণা করে ; এজন্য তাহারা নামাপরাধী। হরিসম্বন্ধি-বস্তু বলিতে শ্রীভগবৎপ্রসাদাদি। ইহার পরিত্যাগ দুই প্রকার—(১) প্রসাদ গ্রহণ করিতে প্রার্থনা না করা, (২) প্রাপ্ত প্রসাদ স্বীকার না করা। অতএব ভগবৎপ্রসাদ অনঙ্গীকারও অপরাধ-মধ্যে গণ্য। 'বিষ্ণুর প্রসাদ অগ্রহণ'-ইত্যাদি শাস্ত্র-বচন হইতেও ইহা জানা যায়।

শ্রীরূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ উক্ত শ্লোকের এইরূপ পদ্যানুবাদ করিয়াছেন,—

শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল।
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

শ্রীভগবদ্‌সেবার অনুকূল বিষয় পরিত্যাগকেই 'ফল্গু-বৈরাগ্য' বলে। শ্রীভক্তির প্রতিকূল বর্জন ও অনুকূল গ্রহণই স্বরূপগত শুদ্ধভক্তের নিত্য প্রতিষ্ঠা।

শ্রীহরিসম্বন্ধি-বস্তুকে শ্রীহরিসেবার অনুকূলরূপে বরণই—'যুক্তবৈরাগ্য'। যুক্তবৈরাগ্যই 'ভক্তি'। যুক্তবৈরাগ্যের বিরোধী ফল্গুবৈরাগ্য—অভক্তি বা নির্ব্বিশেষবাদ। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু যুক্তবৈরাগ্যের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২য় লঃ ১২৫ শ্লোক)

অনাসক্ত হইয়া স্বভক্তি-নির্ব্বাহের উপযুক্ত-মাত্র কৃষ্ণ-সম্বন্ধি-বিষয়-স্বীকারকেই—'যুক্তবৈরাগ্য' বলে। যে বিষয় কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ না হয় ও যাহা ভক্তি-নির্ব্বাহের অনুকূল না হয়, তাহাকে 'যুক্তবৈরাগ্য' বলা যায় না। শ্রীশ্রীল গৌরসুন্দরের কথিত,—

মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৬।২৩৮)

অথবা—

যুক্তবৈরাগ্যস্থিতি সব শিখাইল।
ফল্গুবৈরাগ্য-জ্ঞান সব নিষেধিল॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৩।৯৯)

—প্রভৃতি বাক্য ফল্গুবৈরাগ্য-পরিহার ও যুক্তবৈরাগ্য-বরণের উপদেশ করিতেছে। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু-কৃত যুক্তবৈরাগ্য-সংজ্ঞাসূচক শ্লোকের পদ্যানুবাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এইরূপ করিয়াছেন,—

আসক্তিরহিত সম্বন্ধ-সহিত।
বিষয়সমূহ সকলই মাধব॥

অনাসক্তিহীন অথচ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যে বিষয়, তাহা সকলই—'মাধব' অর্থাৎ আরাধ্য বস্তু; তাহা ত্যাগের বস্তু নহে। শ্রীমাধবের প্রসাদ ও শ্রীমাধব অভিন্ন। শ্রীঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্র—শ্রীমাধবের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ-জ্ঞানে অর্থাৎ শ্রীমাধবের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সমস্ত বিষয়-গ্রহণের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন; ইহাই যুক্তবৈরাগ্য। কনক বা জাতরূপ কলির প্রধান স্থান বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে; কিন্তু যে কনকের দ্বারা শ্রীমাধবের সেবা হয়—কনক যখন শ্রীমাধবের-সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়, তৎপ্রতি জীবের যখন ভোগাসক্তি বা ত্যাগাসক্তি থাকে না, তখনই তাহা ভক্তির অনুকূল বিষয়। ঐরূপ বিষয়-স্বীকারকেই 'যুক্তবৈরাগ্য' বলে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'শরণাগতি'তে গাহিয়াছেন,—

আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই।
তুমিই আমার মাত্র পিতা, বন্ধু, ভাই॥
বন্ধু-দায়ং-মুক্ত-মুক্তা তব দাসী হয়ে।
সেই ত' সম্বন্ধে সবে আমার প্রয়াস॥
ধন, জন, গৃহ, যার তোমার বলিয়া।
রক্ষা করি' আমি মাত্র সেবক হইয়া॥
তোমার কার্য্যের তরে উপার্জ্জিব ধন।
তোমার সংসার-ব্যয় করিব বহন॥
ভালমন্দ নাহি জানি, সেবা-মাত্র করি।
তোমার সংসারে আমি বিষয়-প্রহরী॥
তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয়-চালনা।
শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন, বাসনা॥
নিজ-সুখ-লাগি, কিছু নাহি করি আর।
ভক্তিবিনোদ বলে, তব সুখ সার॥

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভক্তির অনুকূল বিষয় নিরূপণ করিবার একটি কষ্টিপাথর নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

তুয়া ভক্ত-অনুকূল যাহা যাহা করি।
তুয়া ভক্তি-অনুকূল বলি' তাহা ধরি॥

অর্থাৎ শ্রীমাধবের শ্রীভক্তের সেবার আনুকূল্যে যাহা যাহা সম্পাদন করা যায়, তাহাই শ্রীভক্তির অনুকূল। বহির্ম্মুখ বা অনর্থযুক্ত জীবের রুচির অনুকূল বা প্রেয়োবিষয়—ভক্ত্যনুকূল নহে; শুদ্ধভক্তের চরণরেণুই ভজনের অনুকূল—শুদ্ধভক্তের সেবাই পরম-সিদ্ধি ও প্রেমলতিকার মূল।

শুদ্ধভক্তের সেবার অনুকূল বিষয় পরিত্যাগে 'ফল্গু-বৈরাগ্য' হয়। এই 'ফল্গুবৈরাগ্য'কে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ 'মর্কট-বৈরাগ্য', 'শ্মশান-বৈরাগ্য', 'অহির্ব্বৈরাগ্য' বা 'শুষ্কবৈরাগ্য' প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"জগৎকে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে ব্যবহার করিলেই যুক্তবৈরাগ্য হয়,

জগৎকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ত্যাগ করিলেই শুষ্কবৈরাগ্য হয়।
('শ্রীঅমৃতপ্রবাহ'ভাষ্য চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৯)

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই ফল্গু-বৈরাগ্য বা মর্কট-বৈরাগ্য-সম্বন্ধে বলিয়াছেন;—"ভোগ-বুদ্ধিবিশিষ্ট মানবগণ যেরূপ গৃহাদি অথবা বস্ত্রাদি-বর্জ্জিত হইয়া বাহ্যদর্শনে বিরাগ-বিশিষ্ট পুরুষের সহিত সমান বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, অথচ ইন্দ্রিয়তর্পণ হইতে নিবৃত্ত হয় না, তাদৃশ লোক-দেখান বৈরাগ্যকেই—'মর্কট-বৈরাগ্য' বলে। যে বৈরাগ্য **শুষ্কভক্তি হইতে তৎসহ-জাতরূপে উৎপন্ন না হইয়া কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি কামনার বা বাসনার ব্যাঘাত হইতে জাত, যাহা শুষ্কভক্তির অনুকূল-রূপে যাবজ্জীবন স্থায়ী না থাকিয়া 'ক্ষণিক' বা 'ফল্গু',** তাহা শ্মশান-বৈরাগ্য বা মর্কট-বৈরাগ্য। **কৃষ্ণসেবা-কল্পে নিতান্ত অপরিহার্য্য-বিষয়ের ভোগ স্বীকার-মাত্র করিয়া তদ্ব্যতিরিক্ত বিষয়ে অভিনিবেশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বাস করিলে মানব কর্ম্মফলাধীন হয় না।** ভঃ রঃ সিঃ—পূঃ-বিঃ ২য় লহরী ধৃত নারদীয় বচন—'যাবতা স্যাৎ স্ব-নির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাত্তাবদর্থবিৎ। আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ॥' এই শ্লোকের 'স্বনির্ব্বাহঃ'-শব্দে শ্রীশ্রীজীব-প্রভু স্বীয় 'দুর্গমসঙ্গমনী'-টীকায় **'স্ব-স্ব ভক্তি-নির্ব্বাহঃ'** বলিয়াছেন।"—(অনুভাষ্য চৈঃ চঃ মঃ ১৬।২৩৮)

বৈরাগ্য প্রদর্শনকে অনেকে 'আচরণ' বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে। বস্তুতঃ বৈরাগ্যের প্রদর্শনী উন্মোচন—'আচরণ' নহে। যুক্তিবাদী বৈরাগ্যকে বহুমানন করে ও চরমে নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়ে। ভক্তি, পরেশানুভব ও **বিরক্তি**—এই তিনটি যুগপৎ হইবে। এ স্থানে **'বিরক্তি'** বলিতে **ব্রহ্মাণ্ড ও বিরজার অন্তিত্বা অতিক্রম।** যদি তাহা না হয়, অথচ শারীরিক ব্যায়াম-মাত্রে বৈরাগ্য পর্য্যবসিত হয়, তবে তাহাই 'ফল্গুবৈরাগ্য'। শুষ্কভক্তগণ কখনও ফল্গুবৈরাগ্যকে আদর করেন নাই ও করেন না। শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়'-পত্রের ললাটদেশে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু-কথিত 'যুক্তবৈরাগ্য' ও 'ফল্গুবৈরাগ্যে'র নির্দ্দেশক শ্লোকদ্বয় নিত্য অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। উহাই শ্রীগৌড়ীয়গণের মূল-নীতি।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন, ফল্গুবৈরাগ্য অপেক্ষা **ধরা-ভোগ বরং ভাল।** ফল্গুবৈরাগ্য রাজসিক বা তামসিক ধর্ম্মবিশেষ; তাহা কৃত-প্রেত-পিশাচের ধর্ম্ম, বা রাক্ষস-হিরণ্যকশিপুর ধর্ম্ম। উহাতে আত্মদ্রোহ, পরদ্রোহ ও জগদ্দ্রোহরূপ অনর্থ উপস্থিত হয়। যাঁহারা শুষ্কভক্ত—**যাঁহারা কৃষ্ণপ্রেমকেই 'প্রয়োজন'-রূপে বিচার করেন, তাঁহাদের নিকট বিশ্ব দুঃখাগার বা মায়াময় নহে। "বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে"—ইহাই তাঁহাদের চিত্তগত-ভাব—অতীষ্টদেবের পূর্ণ অনুভূতি তাঁহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা দেদীপ্যমান।** শুষ্কভক্ত Pessimist ('জগৎ নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়'—এই প্রকার মতবাদী) নহেন, তিনি পরিপূর্ণ Optimist ('সংসারের সমস্তই মঙ্গল-মণ্ডিত ও আনন্দময়'—এবম্প্রকার সিদ্ধান্তবিৎ)।

জ্ঞানি-যোগি-গণের ন্যায় চেষ্টা ভক্তের নাই। ঋষির তপস্যা ও হিরণ্যকশিপুর তপস্যার ভেদ আছে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা প্রাপ্তির পর জগাই-মাধাই যে তপস্যা করিয়াছিলেন, অথবা শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের কৃপা লাভ করিবার পর বেণ্যা যে তপস্যা করিয়াছিলেন, কিংবা শ্রীনারদের কৃপা-লাভের পর ব্যাধ যে তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন, তৎসহ পয়ঃপানকারী ব্রহ্মচারী বা নির্ব্বিশেষবাদিগণের তপস্যা এক নহে।

যাহাদের অন্তরে ভোগ-প্রবৃত্তির বীজ নিহিত হয় নাই, অথচ বাহিরে যাহারা কৃত্রিম বৈরাগ্য প্রদর্শন করে, তাহাদের বৈরাগ্যই—'ফল্গুবৈরাগ্য'; উহা মহা-তামসী। অনেকে শারীরিক কৃচ্ছ্রতা-সাধনকেই 'যুক্ত' মনে করে; তাহা ভূত-প্রেতের শ্মশানবাসিগণের পৈশাচিক ও আসুরিক বৈরাগ্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন,—

কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥
(গীতা ১৭।৬)

যে-সকল অবিবেকী ব্যক্তি শরীরস্থ পঞ্চভূতকে ও অন্তরে অধিষ্ঠিত আমাকে কৃশ করিয়া (শুকাইয়া) অশাস্ত্র-বিহিত উৎকট (ভয়ানক) তপস্যা করে, তাহাদিগকে আসুর-ধর্ম্মে পরিনিষ্ঠিত বলিয়া জানিবে।

"শরীরস্থ আরম্ভকত্বেন দেহে স্থিতং কৃতানাং পৃথিব্যাদীনাং গ্রামং সমূহং কর্শয়ন্তো **বৃথৈবোপবাসাদিভিঃ কৃশং কুর্ব্বন্তোঽচেতসোঽবিবেকিনঃ মাঞ্চান্তর্য্যামিতয়া অন্তঃশরীরস্থং দেহমধ্যে স্থিতং মদাজ্ঞালঙ্ঘনেনৈব কর্শয়ন্তো যে তপশ্চরন্তি তানাসুরনিশ্চয়ান্ আসু-**

রোহতিকুরো নিচ্চয়ো যেসং তান্ বিদ্ধি (শ্রীধরস্বামিপাদ)— সেই অবিবেকিগণ শরীরে উপাদানরূপে স্থিত পৃথিব্যাদি ভূতসমূহকে বৃথা উপবাসাদি দ্বারা কৃশ করিয়া এবং অন্তর্যামিরূপে শরীরের মধ্যে অবস্থিত আমাকেও আমার আদেশ লঙ্ঘন দ্বারা ক্লিষ্ট করিয়া থাকে। এইরূপে যাহারা তপশ্চরণ করে, তাহাদিগকে ক্রূর-স্বভাব জানিও। আসুর—অতিক্রূর নিশ্চয় (সঙ্কল্প) যাহাদের, তাহারা আসুর-নিশ্চয়—অতি-ক্রূর-স্বভাব।

প্রচ্ছন্ন রাজস ও তামস-স্বভাবযুক্ত ব্যক্তিগণের ধারণা যে, জ্ঞানচর্চা-দ্বারাই আত্মমঙ্গল লাভ করা যায়। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বা নির্ব্বিশেষবাদিগণের এই বিচার; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার এই,—

নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥
(ভাঃ ১২।৫।১২)

মহাভাগবত শ্রীভরতের রহূগণ রাজার প্রতি এই উপদেশে প্রথমেই তপস্যার নিরাস দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক পরে 'গৃহাশা'-শব্দের প্রয়োগ। একমাত্র মহাভাগবতগণের পদরেণুতে আত্মাভিষেক ব্যতীত তপস্যাদির দ্বারা জীবের মঙ্গল লাভ হইতে পারে না।

মহাভাগবতের স্বাভাবিক বৈরাগ্যের আদর্শ দেখিয়া তাঁহার অনুকরণ করিলে মঙ্গল-লাভ হয় না; তাঁহার চিত্তবৃত্তির অনুসরণ-ফলেই মঙ্গল-লাভ হইতে পারে। ভক্তি ও তদ্ভাব বৈরাগ্য ব্যক্তি-নিষ্ঠ। ইহা Class-discipline অর্থাৎ সঙ্ঘগত শাসন-প্রণালীরূপে গৃহীত হইলে কৃত্রিম হইয়া পড়ে। কেহ ছত্র ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছেন দেখিয়া সকলেই অনুকরণ করিয়া ছত্র পরিত্যাগ করা অভ্যাস করিলেই ভক্তিবৃত্তি জাগরূক হয় না। **সঙ্ঘবদ্ধভাবে কখনও বৈরাগ্য হয় না।** একজন যবহস্তে পাক করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন দেখিয়া যেখানে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বহু ভক্ত বাস করেন, তথায় প্রত্যেকে ঐরূপ আচরণের অনুকরণ করিলে এক একটি ভক্তসঙ্ঘারামে পঁচিশ-ত্রিশটি করিয়া পৃথক্-পৃথক্ চুল্লী জ্বালাইতে হয়। শ্রেণীবদ্ধভাবে বৈরাগ্যের অনুকরণ অনুসরণের পন্থা নহে। ভক্তির পুত্র, মিত্র বা অনুচররূপে স্বাভাবিকভাবে বৈরাগ্যের উদয় হইবে। লাঠি মারিয়া বৈরাগ্য বা প্রেম হয় না।

কৃচ্ছ্র-সাধন ও আলস্য—দুইটিই ভগবদ্ভক্তির বিনাশক। পয়ঃপানকারী ব্রহ্মচারীর আদর্শের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইয়াছেন যে, কন্থবৈরাগ্য ও তপস্যা 'ভক্তি' নহে। তপস্যা দ্বারা দেহ-পাত করিলে বা আত্মহত্যা করিলে ভক্তি লাভ হইবে না। ভগবদ্ভক্ত শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

তপস্তু তাপৈঃ প্রপতন্তু পর্ব্বতা-
দটন্তু তীর্থানি পঠন্তু চাগমান্।
যজন্তু যজ্ঞৈর্বিবিধৈস্তু বাহ্যৈ-
র্হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি॥
(ভাবার্থদীপিকা ১০।৮৭।২৭)

অর্থাৎ তাপ-ক্লিষ্ট হইয়া বহুবিধ তপস্যাই করুন, তৃণপাতেরই অনুষ্ঠান করুন (পর্ব্বত হইতে পতনের নাম 'তৃণপাত'), বহু-বহু তীর্থ বিচরণই করুন, বেদসমূহ অধ্যয়নই করুন, বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানই করুন, বহু তর্কই করুন, (অন্তঃকালে) হরিস্মরণ বিনা কেহই কখনও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

উৎকট বৈরাগ্য-দ্বারা দেহত্যাগাদির চেষ্টা যে অত্যন্ত বিগর্হিত তামসিক-ধর্ম্ম, তাহা পতিতপাবনবর শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশের দ্বারা কৃপা-পূর্ব্বক জগৎকে জানাইয়াছেন,—

দেহ-ত্যাগাদি যত, সব—তমো-ধর্ম্ম।
তমো-রজো-ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম॥
ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে 'প্রেমোদয়'।
প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয়॥
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥
দেহ-ত্যাগাদি তমো-ধর্ম্ম—পাতক-কারণ।
সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৪।৫৭-৬০)

তপস্যা উপায় বা উপেয় নহে, ভক্তিই উপায় ও উপেয়। তপস্যাকে প্রচ্ছন্নভাবেও প্রয়োজন বিচার করিলে গরিলা, ওরাঙ্-ওটাঙ্, মান্ড্রিল, বেবুন, কোল, ভিল, কুকি প্রভৃতিকে বড় বড় বৈষ্ণব বলিয়া কল্পনা করা হইবে; কারণ, তাহারা খালি গায়ে ও খালি পায়ে থাকিতে পারে।

বাহ্য আকার-পরিবর্ত্তনে বাস্তব মঙ্গল হয় না ; চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন আবশ্যক। জীবের চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তন করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ সাধুর চেতনময়ী বাণীর সঙ্গ একান্ত আবশ্যক। কেবলমাত্র বাহ্য অনুষ্ঠান বা পোষাক দেখিয়া সাধু বা অসাধু নির্ণয় করিতে হইবে না। কোন কোন লোক অত্যন্ত গর্হণের সহিত বিষয়-ভোগ করেন। তাঁহার তাহাতে ক্রম-মঙ্গল হইতে পারে। সেইরূপ ব্যক্তি গর্হণের দ্বারাই বিষয় ত্যাগ করিতেছেন ; কিন্তু তাহাকে হঠাৎ লাঠি মারিয়া তাহা ত্যাগ করাইতে গেলে সে হয় নিষ্কর্ম্মা হইয়া পড়িবে, না হয় গোপনে গোপনে দুষ্কর্ম্ম করিবে ও ভক্তিবিদ্বেষী হইয়া যাইবে ; তবে যাহাতে সে ভাবের ঘরে চুরি না করে, এজন্য তাহাকে প্রকৃত বিষয় জানাইতে হইবে। যদি ঐ সাধকের সুকৃতি থাকে, তবে তিনি বাঁচিয়া যাইবেন ; কিন্তু কাহারও অন্তরে ভোগবাসনার আগ্নেয়গিরিকে—প্রবৃত্তির প্রপাতের প্রবল বেগকে কৃত্রিমভাবে রুদ্ধ করিয়া দিলে, তাহার হৃদয়ে পুরুষাভিমান সংরক্ষণ করিয়া বাহিরে জোর করিয়া স্ত্রীসঙ্গ ছাড়াইয়া দিলে, তাহাকে অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও কুকর্ম্মেই পাতিত করা হইবে।

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই ফল্গুবৈরাগ্যের চিরদিনই নিরাস করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"মর্কট বৈরাগ্য একটি প্রধান হৃদয়দৌর্ব্বল্য। এইটীকে যত্ন-পূর্ব্বক দূর করিলে ভজনে শক্তির উদয় হয় ; তখন জীবের কাপট্য, লাঠ্য, তপস্তাশ্য প্রভৃতি বদ্ধমূল শত্রুবর্গ পরাজিত হয় এবং শুদ্ধভক্তি উদিত হইয়া জীবকে চরিতার্থ করে।"

(সজ্জনতোষণী ৮।১০)।

"কলহ, ক্লেশ, অর্থাভাব, পীড়া ও বিবাহের অঘটন-ঘটনতঃ ক্ষণিক বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহাদের বৈরাগ্য থাকে না। তাহারা অতি শীঘ্রই কপট-বৈরাগী হইয়া পড়ে।"

(শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৪।২)

"ভাগবতী রতিজনিত বিরক্ত হইতে না হইতেই যিনি বৈরাগ্য-চিহ্ন ধারণ করেন, তিনি অবশ্যই জগতের উৎপাত ও বৈষ্ণবধর্ম্মের কলঙ্ক-স্বরূপ।"—(সজ্জনতোষণী ২।৭)

"বিষয়-রাগকে দমন করিলেই যে বৈকুণ্ঠরাগ হয়, তাহা নহে। অনেক লোক বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া কেবল বিষয়-রাগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-রাগের সংবর্দ্ধনের চেষ্টা করেন না ; তাহাতে শেষে অমঙ্গলই ঘটে।"—(প্রেমপ্রদীপ ৪র্থ প্রঃ)

"প্রত্যাহার-ক্রমে ইন্দ্রিয়-সংযম সাধিত হইলেও যদি প্রেমাভাব হয়, তবে তাহাকেও শুষ্ক ও তুচ্ছ বৈরাগ্য বলি; যেহেতু পরমার্থের জন্য ত্যাগ বা গ্রহণ—উভয়ই তুল্য-ফলপ্রদ। নিরর্থক ত্যাগ কেবল জীবকে পাষাণবৎ করিয়া ফেলে।"—(প্রেমপ্রদীপ ২য় প্রঃ)

"বৈরাগ্য-বেশাদি ধারণ করিলেই যে, বিষয়হীন ভক্ত হওয়া যায়,—এরূপ নহে ; কেন না, অনেক স্থলে বৈরাগি-গণ বিষয়-অর্জ্জন ও বিষয়-সঞ্চয় করেন। পক্ষান্তরে অনেক বিষয়ি-প্রায়-ব্যক্তি হৃদয়ে যুক্তবৈরাগ্যের সহিত হরিভজন করেন।"—(সজ্জনতোষণী ১০।১১)

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব পুনঃ পুনঃ এই উপদেশই প্রদান করিয়াছেন যে, বৈষ্ণবপ্রায় না হইয়া বরং বিষয়ি-প্রায় হওয়া ভাল। বাহিরে তপস্তাচরণ দেখাইলে অনভিজ্ঞ লোকের নিকট যে 'বৈষ্ণব' বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়, তাহা বস্তুতঃ 'বৈষ্ণব-প্রায়' হইবারই প্রতিষ্ঠা। সেইরূপ তপস্তার প্রদর্শনী না খুলিয়া বাহিরে বরং বিষয়ি-প্রায় হইয়া অন্তরে 'পূর্ণ-ত্রিদণ্ডী' থাকিবার চিত্তবৃত্তিই অধিক আদরণীয় ও হরিজনের অনুকূল। জগৎকে বঞ্চনা করিবার জন্য বিষয়ি-প্রায় থাকা ভাল, কিন্তু অন্তরে পূর্ণ-ত্রিদণ্ডী অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুদেবতাত্মা ও শরণাগত থাকিতে হইবে ; ইহাই প্রকৃত যুক্তবৈরাগ্য। বৈরাগ্য তীর্থপাদের সেবায় ন্যস্ত না করিলে কেবলমাত্র শারীরিক ব্যায়াম, প্রতিষ্ঠার সম্ভার ও নির্ব্বিশেষবাদের জনক হইয়া পড়িবে। ফল্গুবৈরাগী নিজেকে 'ত্যাগী' বলিয়া অভিমান করে। শ্রীল প্রভুপাদ মনঃশিক্ষায় সাধকগণকে উপদেশ করিয়াছেন,—

যে ফল্গু-বৈরাগী　　করে নিজে ত্যাগী,
সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব।

মুখে শব্দের দ্বারা নিজেকে ত্যাগী বলিয়া প্রচার না করিয়াও উৎকট কৃত্রিম-বৈরাগ্য-প্রদর্শনের দ্বারা ত্যাগী বলিয়া জাহির করা হয়।

স্বজন-নির্ব্বাহের জন্য যথাযোগ্য বিষয়-মাত্র স্বীকার না করা অভক্তি,—ইহাই শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর উপদেশ। অত্যধিক ও অত্যল্প-গ্রহণ—কোনটিই মঙ্গলকর নহে। যথা-পণ-স্বীকারই ভক্তির অনুকূল। অতিভোগী ও অতিত্যাগী

হইলে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হইতে হয়। "আদিতো ন্যায়তাত্রাক চাবতে পরমার্থতঃ।"

যথাযোগ্য বিষয়-স্বীকার সকলের পক্ষে এক হইতে পারে না। সকলকে এক প্রকার নিয়মে ও শাসনাধীন করিলে সদ্যঃপ্রাপ্ত তপস্যার বিস্তারের উন্মুক্ত হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা চিত্তবৃত্তির কতটা পরিবর্ত্তন হইবে, তাহাতে সন্দেহ। যদি সকলকেই বাধ্য করিয়া শীতকালে উন্মুক্ত-দেহে রাখিবার অভ্যাস-যোগ-শিক্ষা দেওয়া যায়, কিংবা হরিদ্বারে, গঙ্গায় প্রাতঃস্নান বা নগ্নপদে হিমালয়ের পাদদেশে ধ্যানমগ্ন থাকিবার অভ্যাস করান যায়, তবে তদ্দ্বারা দৈহিক অভ্যাস-যোগ সাধিত হইতে পারে; কিন্তু উহা হঠযোগাদি-অভ্যাসের ন্যায় এক-প্রকার শরীর-চর্চ্চা। ইহা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দেহারামতা-ত্যাগ ও বস্তুবৈরাগ্য এক নহে। কঠোর তপস্বীর দেহাত্মবোধ দূর হইয়াছে, ইহাও নহে। ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থানে উলঙ্গ-প্রায় ও সম্পূর্ণ উলঙ্গ বহু সংসার-বিরক্ত ব্যক্তি সাধুর বেশে ভ্রমণ করিয়া থাকে। প্রয়াগ ও হরিদ্বারের কুম্ভমেলার সময় লক্ষ-লক্ষ উলঙ্গ ও উন্মুক্ত-গাত্র তপস্বী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের দেহাত্মবোধ দূর হইয়াছে, বলা যাইতে পারে না, অথবা ঐরূপ অভ্যাসের দ্বারা ক্রমে-ক্রমে দেহাত্মবোধ দূর হইবে, তাহাও নহে। পূর্ণচেতন যাঁহাকে যত আকর্ষণ করিবেন, তাঁহার ততই আনুষঙ্গিকভাবে অনায়াসে জড়ের আকর্ষণ বিধূরিত হইবে। যাহাতে পূর্ণ চেতনের প্রতি আকর্ষণ হয়, এজন্য সাধুসঙ্গে অভিনিবেশই আমাদের অধিক প্রয়োজন। চেতনে অভিনিবেশ উদিত হইলে দেহের ক্রিয়াদি অভ্যাসেই কৃত হইবে। দেহাত্ম-বোধকে লাথি মারিয়া বিতাড়িত করা যায় না। আরোহ-বাদীরা লাথি মারিয়া অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা দেহাত্মবোধ দূর করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু তাহাদের দেহাত্মবোধ দূর হয় না। অবরোহবাদী অর্থাৎ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপার আরাধনাকারী বৈষ্ণবের বিচার এই যে, শুদ্ধবৈষ্ণবে যত আসক্তি হইবে, ততই দেহাসক্তি ও দেহারামতা আনুষঙ্গিক-ভাবে অনায়াসে ছিন্ন হইবে। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে ও শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে যতটা অভিনিবেশ হইবে, ততটা দেহাভিনিবেশ বা দ্বিতীয়াভিনিবেশ বিধূরিত হইবে। তপস্যার প্রতি নিরর্থাগ্রহের দ্বারা দেহাভিনিবেশ দূর হয় না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "কল্যাণ-কল্পতরু"তে গাহিয়াছেন,—

বিমল বৈষ্ণবে রতি উপজিবে,
বাসনা হইবে ক্ষীণ॥
অন্তর-বাহিরে সম ব্যবহার,
অমানী, মানদ হ'ব।
কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে, শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে,
সতত মজিয়া রব।
এ-দেহের ক্রিয়া অভ্যাসে করিব,
জীবন-যাপন লাগি'।
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে অনুকূল যাহা,
তা'তে হ'ব অনুরাগী।
ভজনের বাধা, প্রতিকূল তাহা,
দৃঢ়ভাবে তেয়াগিব।
ভজিতে-ভজিতে, সময় আসিলে,
এ দেহ ছাড়িয়া দিব॥
ভক্তিবিনোদ এই আশা করি',
বসিয়া গোদ্রুম-বনে।
প্রভু-কৃপা-লাগি', ব্যাকুল অন্তরে,
সদা কাঁদে সঙ্গোপনে॥

জড়তা বা ক্লীবত্ব হরিভজন নহে। ক্লীবত্ব বা জড়তা অনেক সময়ে বৈরাগ্যের আকার ধারণ করে,—ইহা শ্রীঅর্জ্জুন কৃপা করিয়া শ্রীভগবানের শ্রীমুখোপদেশের দ্বারা শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। নির্ব্বেদের নাম করিয়া জাড্য ও ক্লীবতাকে পোষণ করিলে অথবা ঐরূপ জাড্যগ্রস্ত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের ছলনা ও স্ব-পর-মঙ্গল-সাধনে বিমুখতা বস্তুবৈরাগ্যের নিদর্শন। মনমরা-ভাব নির্ব্বেদ বা বৈরাগ্য নহে; আবার যুক্তবৈরাগ্যের নামে ভোগপ্রবণতাও ভক্তি নহে।

শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ এই—"গৃহব্রতগণ যেন গৃহস্থগণের প্রতি সহানুভূতি-বিহীন না হন। গৃহস্থ-বিদ্বেষ নির্ব্বেদ নহে। কেহ জাড্য বা আলস্য-নিবন্ধন সংসার পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, আর কোন গৃহস্থ হরিসেবাপর থাকিয়া কেবল-মাত্র কোনরূপে বাঁচিয়া থাকিয়া হরিভজন করিবার জন্য অর্থ অর্জ্জন করিতেছে দেখিয়া উক্ত গৃহস্থকে বিষয়ী ও ভোগী এবং অলস বৈরাগীকে ভজনানন্দী বিচার করা অত্যন্ত অন্যায় ও অভক্তির কার্য্য। হরিসেবোন্মুখ প্রদ্ধালু গৃহস্থের স্বজন-

উপযোগী সামান্য অর্থার্জ্জনকে পরিত্যাগ করাইলেই তাঁহার মঙ্গল করা হইবে না, তাঁহাকে শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতিবিশিষ্ট করাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। হরিকথা শ্রবণ করাইয়া তাঁহার হৃদয়কে শুদ্ধ-সত্ত্বে পরিণত করিতে হইবে। তাঁহার হৃদয়ে শ্রদ্ধাদেবীর উদয় হইলে শ্রীচৈতন্য-গুরুদেবই তখন তাঁহাকে বিষয়-পরিত্যাগ করাইবেন। শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্র উদিত হইলে তাঁহার হৃদয়ে এই বিচার উপস্থিত হইবে,—যে শ্রীগুরুদেবের সেবকানুসেবকও ব্রহ্মাদি অসংখ্য জীবকে ভরণ পোষণ করিতে পারেন, তাঁহার শরণাগত হইলে কি আমার সামান্য দেহটী রক্ষিত হইবে না? দেহের রক্ষা বা দেহজাত বস্তু-রক্ষার জন্য ভাবনা আমার কেন হয়? আমার ত' এক-মাত্র ধ্যানের বিষয়—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা। শ্রীল বাসু-দেব দত্ত ঠাকুর ও শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি নিজেদের ভরণ-পোষণ বা সঞ্চয়াদির জন্য চিন্তা করেন নাই। স্বয়ং বিশ্বম্ভর শ্রীগৌরহরি তজ্জন্য চিন্তান্বিত হইয়াছেন। তিনি শ্রীল শিবানন্দ প্রভুকে শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের সরকেল (তত্ত্বাবধায়ক) হইবার জন্য বলিয়াছেন—

শিবানন্দ সেনে কহে করিয়া সম্মান।
বাসুদেব দত্তের তুমি করিহ সমাধান॥
পরম উদার ইহ যেদিন যে আইসে।
সেই দিনে ব্যয় করে নাহি রাখে শেষে॥
গৃহস্থ হয়েন ইঁহ চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না করিলে কুটুম্ব ভরণ নাহি হয়॥
ইঁহার ঘরে আয়-ব্যয়, সব—তোমার স্থানে।
'সরকেল' হঞা ইঁহ তুমি করিহ সমাধানে॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১৫।৯৩-৯৭)

গৃহস্থ বাসুদেব ভিক্ষার অধিকারী নহেন বলিয়া তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতিহীন হইয়া তাঁহাদের স্বভক্তি-নির্ব্বাহের জীবনযাত্রার উপযোগী অর্থও অর্জ্জন করিতে দেওয়া হইবে না,—মঠবাসিগণ এইরূপ বিচার করিলে উহা অভক্তি-পর বিচার হইবে। ইন্দ্রিয়তর্পণের সঙ্গে অসহযোগ যেন গৃহস্থ-বিদ্বেষে পরিণত না হয়। উৎকট বৈরাগ্যের চেষ্টা বা মনোভাব থাকিলে তাহাকে কালীর উদরে প্রবেশ করিতে হইবে—বৌদ্ধদের মত প্রকৃতিতে লয় হইয়া যাইতে হইবে। শ্রীরূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"বৈরাগ্যের প্রবন্ধের সহিত ভক্তির কোন সম্বন্ধ নাই। কারণ, ভোগী ও ত্যাগীর বৈমুখ্য সমানই থাকে।"

যাহারা স্থূল-দর্শী, তাহারা হয় একদেশে ভোগ, না হয় এক-দেশে ত্যাগের কথা বুঝিতে পারেন। যখন শাস্ত্র, সাধু, গুরু ও মহাজন তাঁহাদের আচার-প্রচারের দ্বারা দেহারামতাকে নিরাস করেন, তখন একদেশদর্শী অবিবেকী ব্যক্তিগণ তপস্যা ও কৃচ্ছ্র বৈরাগ্যকেই সাধু, শাস্ত্র ও মহাজনের উপদেশের তাৎপর্য্যরূপে বুঝিয়া লইয়া উৎকট তপস্যার অভ্যাস করিতে থাকে; আবার যখন কৃচ্ছ্র-ত্যাগ, শুষ্কবৈরাগ্য, উৎকট পৈশাচিক তপস্যা প্রভৃতি তথোধর্ম্মকে নিরাস করেন, তখন দ্বিতীয় প্রকার একদেশদর্শী অবিবেকী ব্যক্তি ভোগকেই বহু-মানন করিতে থাকে, কিংবা যুক্তবৈরাগ্যের নাম করিয়া ভাবের ঘরে চুরি করে অর্থাৎ ভোগে প্রবৃত্ত হয়। বস্তুতঃ ভোগী ও ত্যাগী উভয়েই দেহারামী। তপস্বী, ব্রতী প্রভৃতিও —অন্যাভিলাষী দেহারামী। "জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্"—এই পদে "আদি" শব্দে তপস্যা-ব্রতাদিও নিরস্ত হইয়াছে।

মাৎসর্য্য-মর্দ্দন প্রবল হইলে কৃচ্ছ্র সাধ্য তপস্যা-প্রবৃত্তি ও অভক্তিমূলক বৈরাগি-গিরীর বহুমানন হয়। বৈষ্ণবকে মাৎসর্য্যদুষ্টেরা বিচার করিতে হইবে না। বাহ্যদর্শনে মহাভাগবতকে ভোগী বা আচরণহীন বিচার করিলে মহা-অপরাধ হয়। স্বয়ং শ্রীমতী হইয়া শ্রীগৌরাবতারে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু সমস্ত জীব-জগতের জন্য এই সতর্কবাণী প্রচার করিয়াছেন।

মহাভাগবত যে-কোন-রূপ আচরণ করুন না কেন, তাহাতেই তিনি আচরণশীল। শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহা-আচরণশীল ও লোকশিক্ষক ছিলেন। মহাভাগবতের অনুকরণ করিয়া ত্যাগ ও ভোগ কোন পথেই ধাবিত হইতে হইবে না। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য অর্থাৎ বিশ্বাতীতের অনুকরণ করিয়া তদনুগ ভক্তবৃন্দ একপল মাঠামাত্র ভোজনের আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই, অথবা শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির আদর্শের অনুকরণ করিয়া শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু কখনও জড়-বিলাসী (!) হন নাই।

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ নিজ শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল গৌরকিশোরের বা শ্রীল ভক্তিবিনোদের অনুকরণ করেন নাই, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তির পূর্ণ অনুসরণ

করিয়াছেন। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুও তাঁহার পূর্ব্ব গুরু শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর অনুকরণে করিয়া একপল আঠারোর ভোজন করিবার অভ্যাসের আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহাদের অপ্রাকৃত বৈরাগ্য সহজভাবে উদিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অনুকরণ করিয়া আমরা সকলেই যদি ব্রজমণ্ডলে গমন-পূর্ব্বক একবেলা মাধুকরী গ্রহণ করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে উহা সহজ অভিনয়ই বৈরাগ্যের বা কৃষ্ণপ্রেমজনিত বিপ্রলম্ভের প্রতি দুর্ব্বজ্ঞা করা হইবে। তাঁহার চিত্তবৃত্তি অনুসরণ করিবার চেষ্টা আমাদের নাই, তজ্জন্য অনুক্ষণ তাঁহার কৃপাবিন্দু প্রার্থনার চেষ্টা আমাদের নাই, কেবল বাহ্য আকারের বহুমানন আছে। এইরূপ দুর্দর্শনকারী আনুকরণিকগণের বিপদ এই যে, যদি কোন মহাপুরুষ আবার অন্যরূপ আচরণ করেন, তবে তাহাদের এই প্রকার শ্রদ্ধা-ভক্তি (?) একমুহূর্ত্তেই বিলীন হইয়া যায়।

কএক দিবস পূর্ব্বে আমরা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে কুলিয়ার চড়ায় শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণ-দর্শনে গমন করিয়াছিলাম। তিনি তখন অনুস্থলীলাভিনয় করিতেছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের কুশল সংবাদ প্রত্যহ শ্রীমায়াপুর হইতে তার করিয়া শ্রীমধুরায় জানাইবার জন্য উপদেশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে আমরা শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের কৃপাদৃষ্টি লাভের আশায় তথায় গমন করিয়া দেখিতে পাইলাম,—সেই মহাপুরুষ একটী খাটের উপর লেপ গায়ে দিয়া শয়ন-লীলা প্রকাশ করিয়া রহিয়াছেন। এদিকে দেহ উন্মুক্ত, অবয়ব-বর্দ্ধিত কেশ-শ্মশ্রু চতুর্দ্দিক আলুলায়িত হইয়া রহিয়াছে; খাটের সংলগ্ন স্থানে এক চুল্লী, তাঁহার চারিদেবার বহুসংখ্যক শ্রীবিগ্রহ, তৎসম্মুখে স্তূপীকৃত বিচিত্র ফল ও উপকরণ পড়িয়া রহিয়াছে, কোনদিকে দৃক্‌পাত নাই, সমাধিমগ্ন হইয়া নিজভাবে বিভোর রহিয়াছেন। তাঁহার সেবকগণের মধ্যে এক ব্যক্তি জানাইলেন যে, শ্রীল বাবাজী মহারাজ স্বয়ংই একদিন নবদ্বীপের এক কবিরাজকে ডাকিতে বলেন। কবিরাজ আসিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলে একদিন মাত্র ঔষধ ব্যবহার করিয়া আর ঔষধ ব্যবহার করিলেন না। শরীরে যথেষ্ট উত্তাপ ছিল, সে-দিকে দৃক্‌পাত নাই। তাঁহার অনেক সেবক শ্রীমায়াপুর হইতে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রসাদ কিছু মূলের ডাল, চাউল, শ্রীবাসজাত বেগুন ও শাকসব্জী লইয়া আসিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজ যেন অনুস্থলীলা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া প্রভূত যত্নের সহিত শ্রীগৌরনিতাইর ভোগ খেচরান্ন পাক করিতে বলিলেন এবং ডাল বাটা দিয়া বেগুনী ভাজিলেন ও শ্রীগৌরনিতাইএর ভোগ লাগাইয়া নিজে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় আমরা তথায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। একজন সেবককে আদেশ করিলেন,—"এখনই বাজার হইতে ছানা লইয়া আইস।" সেবক বাজারে গেলেন। চার-পাঁচ মিনিট পরেই উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ 'যুধিষ্ঠির' 'যুধিষ্ঠির' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। সেবক যুধিষ্ঠির ত' একেবারে নীরব! এত শীঘ্র ছানা বাজার হইতে কিরূপে আসিবে? আমাদের অনেক অনুরোধে শ্রীযুধিষ্ঠির শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট গিয়া বলিলেন,—"এখনও ছানা আসে নাই।" কিন্তু শ্রীল বাবাজী মহারাজ কি সেই কথা শোনেন। তিনি আবার চীৎকার আরম্ভ করিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যে ছানা আসিল। আসিতে-না-আসিতেই শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"রসগোল্লা চাই।" একটী সেবককে আবার দৌড়াইয়া বাজারে পাঠান হইল।

অবধূতগণের এইরূপ আচরণ দর্শন ও শ্রবণ করিয়া আমরা জড়ভোগপর বিচারে কি ধারণা করিতে পারি? যে মহাপুরুষের কোন দিকে দৃষ্টিপাত নাই, শরীর থাকুক কি যাউক, পৃথিবী আছে কি না আছে, কোনদিকেই যাঁহার দৃষ্টিপাত নাই, তিনি কি বেগুনী-ভাজা ও রসগোল্লার জন্য ব্যস্ত? তাঁহাকে নগ্ন ও রুক্ষ-বেশে দেখিয়া যদি তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার উদয় হয়, আর বেগুনী ভাজা ও রসগোল্লা ভোজন করিতে দেখিলে ভক্তি চলিয়া যায়, তবে কি জানিতে হইবে? তবে ইহাই নির্ণীত হইবে যে, আমরা তপস্যাকেই বহুমানন করি, কৃষ্ণৈকশরণতাকে বহুমানন করি না।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"সহস্রনামস্তোত্রে—

ন বাসুদেব-ভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ।

জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিভয়কাল্যুপলক্ষিতে। ইতি

যা তু সংসাধকস্য মনুষ্যদেহরিরক্ষিষা জায়তে, সাপ্যুপালনা-বুদ্ধিলোভেন ন তু দেহমাত্ররিরক্ষিষয়েতি। ন তথা চ ভক্তি-তাৎপর্য্যহানিঃ।" (ভক্তিসন্দর্ভ ১৫৯ অনুচ্ছেদ)

ভগবদ্ভক্তগণের কখনও অমঙ্গল এবং জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-বিষয়ক ভয় উৎপন্ন হয় না।

উত্তম সাধকগণেরও মনুষ্যদেহরক্ষার্থ যে বাসনা দৃষ্ট হয়, তাহা কেবলমাত্র উপাসনা-বৃদ্ধিবিষয়ক লোভেই জানিতে হইবে, পরন্তু কেবলমাত্র দেহরক্ষার্থ নহে, সুতরাং সেইরূপ দশায়ও ভক্তিতাৎপর্য্যের হানি হয় না।

নবীন সাধকগণ সাধু ও শাস্ত্রের সমস্ত উপদেশ একদেশ-দর্শিনী দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। এজন্যই সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ প্রয়োজন। সাধুসঙ্গফলে ভক্তিতে অভিনিবেশ হইলে যে স্বাভাবিক বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তাহাই আদরণীয়।

"যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।
রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ।
(ভাঃ ৩৭।১৯)

যেষাং মুমুক্ষূণাং মহাভাগবতানাং সেবয়া পরিচর্য্যয়া কূটস্থস্য নিত্যস্য ভগবতঃ পাদয়োঃ রতিরাসঃ প্রেমোৎসবো ভবেৎ। তীব্র ইতি বিশেষণং প্রসঙ্গমাত্রাৎ পরিচর্য্যায়াং বিশিষ্টং ফলং দ্যোতয়তি। আনুষঙ্গিকং ফলমাহ,—ব্যসনার্দ্দন ইতি; ব্যসনং সংসারঃ।"—(ভক্তিসন্দর্ভ ২৪৪ অনুচ্ছেদ)

যাঁহাদের সেবাদ্বারা কূটস্থ ভগবান্ মধুসূদনের পদযুগলে ব্যসনার্দ্দন তীব্র রতিরাস উৎপন্ন হইয়া থাকে।

'যাঁহাদের' অর্থাৎ যে মহাভাগবত আপনাদের 'সেবা' অর্থাৎ পরিচর্য্যাদ্বারা 'কূটস্থ' অর্থাৎ নিত্যস্বরূপবিশিষ্ট ভগবানের পদযুগলে 'রতিরাস' অর্থাৎ প্রেমোৎসব হইয়া থাকে। 'তীব্র' এই বিশেষণ পদটী প্রসঙ্গমাত্রেই ঐ পরিচর্য্যার বিশিষ্ট ফল প্রকাশ করিতেছে। 'ব্যসনার্দ্দন'-পদে আনুষঙ্গিক ফল বলিতেছেন। 'ব্যসন' শব্দের অর্থ—সংসার (অতএব ব্যসনার্দ্দন পদে সংসার বিনাশরূপ অর্থ উক্ত হইয়াছে)।

"ব্যতিরেকেণাহ,—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"
(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

ব্যতিরেকভাবে মহাভাগবতের পরিচর্য্যার উল্লেখ করিতেছেন—

যাঁহার ত্রিধাতুক কুণপে আত্মবুদ্ধি, কলত্র প্রভৃতিতে আত্মীয়বুদ্ধি, ভৌমে পূজ্যবুদ্ধি এবং জলে তীর্থবুদ্ধি হয়, পরন্তু অভিজ্ঞজনের প্রতি কখনও ঐরূপ বুদ্ধি হয় না, তাদৃশ পুরুষই গোখর।

"অথ মহাভাগবতসেবাদিদ্বারলক্ষণম্—

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্ত্যং
যে চাশ্বতঃ সুতসুহৃদ্গৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বন্নাম সকৃদাশ্রবণাভিধেয়
সৌগন্ধলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ॥ (ভাঃ ৪।৯।১২)

পরমপ্রিয়মপি মর্ত্ত্যং বন্ধুং। যে ত্বাং বন্ধুত্বেনাঙ্গীকৃতা সুতাদয়ো মর্ত্ত্যস্তে তানপি ন স্মরন্তি।" —(ভক্তিসন্দর্ভ ২৪৬ অনুচ্ছেদ)

অনন্তর মহাভাগবতগণের সেবায় সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ বলিতেছেন,—

হে পদ্মনাভ! যাঁহারা তবদীয় পাদপদ্ম-সৌরভ-লুব্ধচিত্ত সাধুগণের সঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহারা এই অতিপ্রিয় মর্ত্ত্যশরীর এবং ইহার অনুগত সুত, সুহৃৎ, গৃহ, বিত্ত এবং পত্নী—এই সকলের স্মরণ করেন না।

এই মর্ত্ত্য শরীর পরমপ্রিয় হইলেও তাহাকে স্মরণ করেন না, এবং ইহার 'অনুগত' অর্থাৎ ইহাকে লক্ষ্য করিয়া সুত প্রভৃতি যে-সকল পদার্থ বর্ত্তমান, তাহাদিগকেও স্মরণ করেন না।

অতএব অকপট সেবোন্মুখতার সহিত সাধুসঙ্গে অভিনিবেশই আমাদের প্রয়োজন। তৎফলে শ্রীকৃষ্ণসেবায় লোলা উদিত হইতে থাকিবে, আনুষঙ্গিকভাবে দ্বিতীয়াভিনিবেশ দূর হইবে, দেহগেহাসক্তি প্রভৃতির প্রতি স্বাভাবিক বিরক্তি আসিবে। ভক্তি ও পরেশানুভবের অনুগামিনী বিরক্তিই আদরণীয়া।

শ্রীল তীর্থ গোস্বামি-মহারাজের হরিকথার মর্ম্ম

[বিষয়—প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ ; স্থান—দুর্গাবাড়ী, ময়মনসিংহ ; সময়—২৪।১১।৭০ সোমবার, সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—"জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন।" শ্রীহরিকথায় কেবলই আনন্দ, নিত্য-আনন্দ ; তাহাতে কখনও নিরানন্দ নাই। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন আনন্দপ্রদ হইলেও বহির্মুখ অবস্থায় শ্রেয়ঃ নহে। ইহা শ্রেয়ঃ বস্তু। শ্রেয়োবস্তু শ্রেয়ঃ হইলেই মঙ্গল। উপনিষদ্ বলেন—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে।
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমান্ বৃণীতে॥

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—এই দুইটি মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু ধীর ব্যক্তি ঐ দুইটির তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়া একটি—মুক্তির কারণ, অপরটি—বন্ধনের কারণ,—এইরূপ বিচার করেন। তাঁহারা প্রেয়ঃ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়কে বরণ করেন ; আর বিবেকহীন মন্দ ব্যক্তি যোগ অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ ও ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধ বস্তুর সংরক্ষণ —এতদুভয়াত্মক প্রেয়কে প্রার্থনা করেন।

সুবুদ্ধিগণ নিজের ও জগতের মঙ্গলের জন্য শ্রেয়কে বরণ করেন ; আর মন্দমতিগণ নিজের ও জগতের অমঙ্গলের জন্য প্রেয়ঃপথ বরণ করে। শ্রেয়ঃ আপাত-কটুকর, কিন্তু পরিণামে সুখকর ; আর প্রেয়ঃ আপাত সুখকর, কিন্তু পরিণামে দুঃখকর।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ইন্দ্র ও বিরোচনের কথা আছে। কোন এক সময় দেবরাজ ইন্দ্র ও অসুররাজ বিরোচন আত্ম-বিদ্যা জানিবার নিমিত্ত ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই ৩২বৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক প্রজাপতির নিকট বাস করিলেন। ৩২ বৎসর অতীত হইলে ব্রহ্মা তাঁহাদিগের আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন,—"আমরা অমর, বিশুদ্ধ আত্মাকে জানিবার জন্য আপনার নিকট অবস্থান করিতেছি।" প্রজাপতি জলপূর্ণ পাত্রে প্রতিফলিত তাঁহাদের প্রতিবিম্ব ছায়াপুরুষকে আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, তাঁহারা উভয়েই ছায়াপুরুষকে আত্মা মনে করিয়া পুলকিতমুখে প্রস্থান করিলেন। প্রেয়ঃপন্থী অসুররাজ বিরোচন শরীরকেই আত্মা জ্ঞান করিয়া 'জড়-দেহের সুখই একমাত্র সার্থ'—এই বলিয়া অসুরদের নিকট দেহাত্মবাদ প্রচার করিতে লাগিল। ইন্দ্র কিন্তু ছায়াপুরুষ বা দেহই আত্মা—এইরূপ বিচার ভ্রমাত্মক মনে করিয়া পুনরায় ব্রহ্মার নিকট আসিলেন। তখন ব্রহ্মা বলিলেন,—"ছায়াপুরুষ আত্মা নহে, ইহাই আমার কথার তাৎপর্য্য। তুমি যখন বুদ্ধির দোষে তাহা বুঝিতে পার নাই, তখন আরও ৩২ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন-পূর্ব্বক অবস্থান কর।" ইন্দ্র পুনরায় ৩২ বৎসর অবস্থান করিলে ব্রহ্মা বলিলেন—"স্বপ্নপুরুষই আত্মা"। এই কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র প্রস্থান করিতে করিতে স্থির করিলেন—মিথ্যা-সুখ-দুঃখাদি-অভিভূত স্বপ্নপুরুষ কখনও আত্মা হইতে পারে না। তিনি এরূপ সন্দেহ লইয়া পুনরায় ব্রহ্মার নিকট গেলেন। ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্র পূর্ব্ববৎ ৩২ বৎসর ব্রহ্মচারী হইয়া বাস করিলে ব্রহ্মা তাঁহাকে উপদেশ দিলেন—"সুষুপ্তিকালে যাঁহার অন্তঃকরণ শোকশূন্য অবস্থায় থাকে ; তিনিই আত্মা। জ্ঞান ও আনন্দ-রহিত ব্যক্তিই আত্মা"—এই উপদেশও ইন্দ্রের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ না হওয়ায় তিনি পুনরায় ব্রহ্মার নিকট ফিরিয়া আসিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে আরও ৫ বৎসর অবস্থান করিতে বলিলেন। এইরূপে ১০১ বৎসর কাল ইন্দ্র ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া গুরুগৃহে অবস্থান করিলে ব্রহ্মা উপদেশ করিলেন—"দেহাত্মাভিমান পরিত্যাগকারী স্বরূপ-প্রাপ্ত জীবই আত্মা ; তিনি ব্রহ্মভূত হইয়া যে কিছু দর্শন-শ্রবণাদি করেন, তাহা সকলই আনন্দময়। কেন না, সেই কালে আত্মা পরমাত্মার সহিত নিত্যযুক্তভাবে থাকেন। তখন আত্মা ব্রহ্মলোকে অবস্থান করেন।"

পরম শ্রেয়োলাভ করিবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রকে পর্য্যন্ত ১০১ বৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্য পালন-পূর্ব্বক ব্রহ্মার নিকট বাস করিতে হইয়াছিল ; শ্রেয়কে লাভ করিতে হইলে বহু কষ্ট স্বীকার করিতে হয় এবং সহিষ্ণু হইয়া শ্রীগুরুদেবের বাণী শ্রবণ করিতে হয়। আমরা প্রেয়ের জন্য সামান্য সময়ও ব্যয় করিতে প্রস্তুত নহি। আজকাল জগতের অধিকাংশ লোকই

প্রেয়ঃপন্থী। কিন্তু প্রেয়ঃপথ গ্রহণ না করার দরুণ পাশ্চাত্য জগৎ ধ্বংসের দিকে প্রধাবিত হইতেছে। এই দেশেও তরুণদিগের মধ্যে প্রেয়ঃপথের আদর, নাস্তিকতা ও দেহাত্মবাদ যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতেও আত্মবিনাশের আশঙ্কাই অধিক। পরম সত্যের শ্রোতার সংখ্যা খুব কম। যে রোগীর ফোঁড়া বা বাত হইয়াছে, সে যদি চিকিৎসকের নিকট প্রলেপ বা বাতাল চায় এবং ফোঁড়ার উপর অস্ত্রোপচার করিতে মোটেই না দেয়, তাহা হইলে সে প্রেয়ঃপন্থী। যে ব্যক্তি সাধুর নিরপেক্ষ সত্যবাণী কীর্ত্তন-কালে ব্যথা অনুভব করে,—সাধুর শাস্ত্রযুক্তিরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্র তাহার আসক্তির স্থানে প্রয়োগ করিতে দেয় না, সে ব্যক্তিও প্রেয়ঃপন্থী। আর যে-ব্যক্তি আপাত কষ্ট অর্থাৎ অস্ত্রোপচার-যন্ত্রণা সহ করিয়াও চিকিৎসকের চিকিৎসা গ্রহণ করে, তাহারই রোগ সারে। যে চিকিৎসক রোগীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তিনি রোগীর হাজার অনুনয় ও চীৎকার অগ্রাহ্য করিয়াও রোগীর ফোঁড়ায় double edged lancet প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যে ছুরিকার দ্বারা অস্ত্রোপচার করা হয়, তাহার দুইদিকেই ধার থাকে, তদ্দ্বারা দুই দিকেই ক্ষত স্থান কর্ত্তিত হয়। সাধু যে double edged lancet প্রয়োগ করেন, তাহা শাস্ত্রযুক্তিরূপ তীক্ষ্ণধারযুক্ত বাক্যরূপ অস্ত্র। যে সাধু হরিকথারূপ অস্ত্রদ্বারা বদ্ধজীবের আসক্তিরূপ ফোঁড়া বা গ্রন্থি বর্ত্তন করিয়া প্রাণদান করেন, তিনিই প্রকৃত সাধু। দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে সাধুসঙ্গের ফল পাওয়া যায় না। রোগী চিকিৎসিত হইবার কালে চিকিৎসককে শত্রু মনে করিয়া অনেক নিন্দা করিতে পারে; কিন্তু যখন সুস্থ হয়—জীবন লাভ করে, তখন সে চিকিৎসকের গুণ কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারে না; তদ্রূপ সাধুর বাক্য-শ্রবণে যাহাদের অনর্থ-ব্যাধি দূর হয়, তাহারাই সাধুর চরণে চিরকালের তরে প্রণত থাকিয়া তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করে। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন :—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

আপনাদের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত উর্ব্বশী ও পুরূরবার উপাখ্যানের দ্বারা জড়াসক্তি যে জীবের কিরূপ মোহ ও বন্ধন উৎপাদন করে, তাহাই বলিব।

উর্ব্বশী মুনিকর্ত্তৃক শাপগ্রস্তা হইয়া রাজা পুরূরবার পত্নীরূপে অবস্থান করেন। তিনি পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে পুরূরবার কয়েকটি সন্তান-লাভের কারণ হইলে পুরূরবার প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় স্বর্গের পথে ধাবিত হইলেন। পুরূরবা উন্মত্তের ন্যায় একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি উর্ব্বশীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিলম্বমানভাবে দৌড়াইতেছিলেন। উর্ব্বশী যখন পুরূরবার কোনপ্রকার অনুনয়-বিনয় না শুনিয়াই স্বর্গে চলিয়া গেলেন, তখন পুরূরবার চিত্তে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল; তিনি ভাবিলেন,—আমি একটি অযথা নারীদেহের মোহে আমার সমস্ত লজ্জা, মান, দেহস্মৃতি জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছি, অথচ তিনি আমার প্রতি ফিরিয়াও তাকাইলেন না, এমন জড়-বিষয়ে আসক্ত না হইয়া যদি আমি নিত্যানন্দময় শ্রীহরিপাদপদ্ম আশ্রয় করিতাম, তাহা হইলে আমার জীবন সার্থক হইত। পুরূরবা তখন হইতেই রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া তপস্যার জন্য বনে গমন করিলেন।

কেহই নিজের চেষ্টায় মায়ার বন্ধন ছেদন করিতে পারে না। সাধুর চেতন-বাণী শ্রবণ না করিলে আমাদের হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হয় না। এ-জগতে কেহই কাম বা ভোগ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া ভোগানল নির্ব্বাপিত করিতে পারে না। যযাতি রাজা সহস্রবর্ষকাল কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা ভোগ করিয়াও পুত্রের আয়ুর্দ্বারা কামানল নির্ব্বাপিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার যখন ভোগ-প্রবৃত্তি প্রশমিত হইল না, তখন তিনি বলিলেন,—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

যযাতি রাজা নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া শেষজীবনে শ্রীহরি-ভজন করিয়াছিলেন। নহুষ রাজা স্বর্গের রাজ্যলাভ করিয়া এতই অহঙ্কারী হইয়াছিল যে, সে ইন্দ্রাণীকে পত্নীরূপে পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। শচীরাণী জানাইলেন,—নহুষ যদি দুর্ব্বাসা ও অষ্টাবক্র ঋষির দ্বারা তাহার দোলা বহন করাইতে পারে, তবেই সে নহুষের প্রার্থনা পূরণ করিতে পারে। নহুষ রাজা এতটা অহঙ্কারমদে মত্ত ও কামাতুর হইয়া পড়িয়াছিল যে, সে ব্রহ্মজ্ঞ দুর্ব্বাসা ও অষ্টাবক্রকে পর্য্যন্ত পাল্কীর বাহক হইবার জন্য আদেশ করিয়াছিল। কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণদ্বয়ের অভিশাপে দশহাজার বৎসরের জন্য তৎক্ষণাৎ তাহার সর্প জন্ম হয়। পরবর্ত্তিকালে নহুষরাজ যুধিষ্ঠিরের পাদস্পর্শে

মুক্ত হইয়াছিল। ভোগের দ্বারা কেহই ভোগানল নির্ব্বাপিত করিতে পারে নাই। রাবণের অহঙ্কার ও ভোগপ্রবৃত্তি এত অধিক হইয়াছিল যে, সে দেবতাদিগকে ঘৃণা করিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই। অবশেষে তাহার শ্রীরামচন্দ্রের গৃহিণী জগন্মাতা শ্রীসীতাদেবীকে হরণের দুর্বুদ্ধি হইল। রাবণ বিভীষণের কথা গ্রাহ্য করে নাই। বিভীষণ রাবণকে সদুপদেশ দিতে গেলে তাহাকে বলিয়া রাবণ তাঁহাকে পদাঘাত করিয়াছিল। দাম্ভিকতা ও ভগবদ্বিদ্বেষের ফলে রাবণ সবংশে নিহত হইল।

জাগতিক শ্রেয়ঃ ও নিত্য-শ্রেয়ঃ—এক নহে। লোকে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-লাভকেই শ্রেয়ঃ মনে করে; কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমধনলাভই জীবের পরম শ্রেয়ঃ। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

অনেক জন্মের পর এই মানবজন্ম লাভ হইয়াছে; সুতরাং ইহা সত্যই দুর্লভ। এই জন্ম অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ; অতএব ধীরব্যক্তি যে-পর্য্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হয়, তৎকালমধ্যে অল্পমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরম কল্যাণ লাভের জন্য চেষ্টা করিবেন।

ধন-জন-বিদ্যা—অর্থ বা প্রয়োজন বটে, কিন্তু ইহারা পরমার্থ নহে। ইহারা আমাদিগকে অনিবার্য্য মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে না।

পরমার্থই আমাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তু। সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ করিলে শ্রীহরি আমাদের হৃদয়ে অবরূঢ় হন। মনুষ্যেতর প্রাণিগণ কর্ণ লাভ করিলেও হরিকথা শ্রবণ করিতে পারে না। মনুষ্যদেহ যেরূপ হরিভজনের উপযোগী, দেবদেহ তদ্রূপ নহে। সত্যরূপ আলোক ও অবিদ্যারূপ অন্ধকার একত্র থাকে না। সত্যের দিকে অগ্রগতি হইলে বুঝিতে হইবে, আমাদের প্রকৃত শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতেছে। বাস্তব সত্যের উপাসক—নিরপেক্ষ ও নির্ভীক।

মৃত্যু হইলেই যে আমাদের মনুষ্য-জন্ম হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। আবার মনুষ্য-জন্ম পাইলেই যে শ্রীহরি-কথা শ্রবণে রুচি হইবে, তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। তাহা হইলে এজন্মেই কেন আমরা ভগবানকে লাভ করি না। হরিভজন ছাড়িয়া দিলে পশুর সহিত মনুষ্যের কোন ভেদ থাকে না। শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তনই জীবের পরমধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম যাহারা আচরণ করে না, তাহারা পশুতুল্য। শাস্ত্র বলেন,—

আহার-নিদ্রা-ভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

কিন্তু দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া নিঃশ্রেয়স-লাভের নিমিত্ত অনতিবিলম্বে যত্ন করিতে হইবে। কারণ, এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ কখন্ বিপন্ন হয়, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। তাই শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৯।২৯) বলেন,—

তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

মানুষ মনে করে, সংসারের কর্ত্তব্য শেষ করিয়া অথবা তাহার বহির্মুখ প্রবৃত্তিগুলিকে দমিত করিয়া সে নিশ্চিন্তে নির্জ্জনবাসে হরিভজন করিবে। কিন্তু মনুষ্যের আশার শেষ নাই। সুতরাং যাহারা জীবনের শেষমুহূর্ত্তে হরিভজন করিবে বলিয়া আশা করে, তাহাদের আর হরিভজন হয় না। প্রত্যেক বস্তুরই একটা গতি (momentum) অথবা পরিমাণ অনুসারে ভারও আছে। যে বস্তুটি যত উচ্চ হইতে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, তাহা তত অধিক আঘাত প্রাপ্ত হয়। সুতরাং আমাদের আয়ু দিন দিন যতই কমিয়া যাইতেছে, ততই মায়ার প্রতি গতি দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে। কোন জিনিষই মাঝপথে থাকে না। তাই, হয় আমাদিগকে ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে হইবে; না-হয়, তাহাতে ডুবিয়া মরিতে হইবে। আমরা ভবকূপে পড়িয়া হাবু-ডুবু খাইতেছি—'হে ভগবন্, উদ্ধার কর, উদ্ধার কর' বলিয়া চীৎকার করিতেছি; কিন্তু তিনি যে আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য কৃপারজ্জু ফেলিয়া দিয়াছেন, আমরা তাহা দু-হাত দিয়া কিছুতেই ধরি না। আমাদের কৃপা প্রার্থনা মৌখিক-মাত্র। ভবকূপ হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে কৃপা-রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধরিতে হইবে, ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, এবং নিম্নদিকে মোটেই তাকাইতে হইবে না। যে ব্যক্তি মনে করে, ভবকূপে পড়িয়া কিরূপ আনন্দ হয়, তাহা একবার অনুভব করিয়া লই, তাহার পর সুযোগ বুঝিয়া, না হয়, উদ্ধার-লাভের চেষ্টা করা যাইবে। যাহারা সংসারের সুখভোগ অর্থাৎ সংসারের অভিজ্ঞতা লাভের জন্য শতবৎসর আয়ুষ্কালের ৯১ বৎসর ২৩ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট পর্য্যন্ত বিষয়ের সেবা করে এবং ভাবে, যদি হরিভজন করিতে হয়, শেষ

মুহূর্ত্তে করিব, তাহারা কখনও হরিভজন করিতে পারে না। তাহারা আত্মবঞ্চনা ও পর-বঞ্চনা করিয়া নরকে লাভ করে।

পারস্যদেশের এক রাজা লোকমুখে শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে নারিকেল নামক একটি উত্তম ফল পাওয়া যায়। সেই অপূর্ব্ব ফলের গুণপনায় এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি ইহা না বলিয়া থাকিতে পারেন নাই,—"খোদা-তালাকো কেয়া মেহেরবানী হ্যায়, যো এক চিজ্‌মে ছুঠো কঠি আউর এক পেয়ালা পানি রাখ্‌ দিয়া হ্যায়।" ঐ রাজার নিকট কোন এক ব্যক্তি একটি নারিকেল ফল উপহার দিলে, রাজা ফলটিকে কি ভাবে খাইতে হয়, তাহা না জানার দরুণ প্রথমে দন্তের সদ্ব্যবহার করিয়া ছোবড়াই চিবাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে কিছুই রস পাইলেন না। নিকটে অবস্থিত মন্ত্রী মহাশয় রাজার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন "নারিকেল খাইবার ওরূপ উপায় নহে; প্রথমে নারিকেলের ছোবড়াগুলি ফেলিয়া দিতে হয়।" রাজা কিন্তু নারিকেলের ছোবড়া ফেলিয়া দিয়াও তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত কঠিনত্ব ও জল পাইলেন না। কারণ, তখনও কঠিন আবরণ বা মালা ছিল। মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে পারস্যরাজ যেই-মাত্র খড়্গের দ্বারা নারিকেলটি দ্বিখণ্ডিত করিলেন, তখনই তাঁহার বাঞ্ছিত অতি শুভ্র শাঁস ও সুমিষ্ট জল আস্বাদন করিয়া রাজা ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন এবং নিজের অনভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইলেন।

নারিকেলের সুমিষ্ট শাঁস-জল পাইতে হইলে প্রথমে যেরূপ ছোবড়া ও কঠিনাবরণ পরিত্যাগ করিতে হয়, তদ্রূপ আত্মরূপী নারিকেল ফলের আবরণস্বরূপ দেহের আসক্তি ছাড়াইয়া জ্ঞানরূপ খড়্গের দ্বারা মনের আসক্তিরূপ কঠিনাবরণকে বিনাশ করিতে হয়। যাহারা কর্ম্ম ও জ্ঞানের আবরণে আবৃত, যাহারা উহাকে ভেদ করিবার যত্ন করে না, তাহারা বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু হইয়া আত্মবৃত্তি ভক্তির সন্ধান কোন-দিন পায় না। আত্মা অতি শুদ্ধ আনন্দময় বস্তু। তাঁহার সাক্ষাৎকার পাইতে হইলে দেহ ও মনের আবরণ ভেদ করিতেই হইবে। আবরণ ও আভ্যন্তরীণ বস্তু, অথবা ছায়া ও বস্তু কখনই এক নহে। ছায়ার বাস্তব সত্তা নাই। আলোই বাধা-প্রাপ্ত হইয়া আমাদের নিকট ছায়ারূপে প্রতিভাত হয়। আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ব্যবধান বা ছায়া নাই। মেঘ কখনও সূর্য্যকে ঢাকিতে পারে না; কারণ, সূর্য্য পৃথিবী হইতেও কোটিগুণ বড়। মেঘ আমাদের দৃষ্টি-শক্তির উপরে একটি আবরণ আনিয়া দেয়। তজ্জন্যই আমরা মনে করি, সূর্য্য ঢাকা পড়িয়াছে। আমরা দেহ-মনের আবরণে সাধা-প্রাপ্ত হইয়া আত্মার পরমাত্মার দর্শন পাই না বলিয়া সর্ব্বভূতে আমাদের পরমাত্মার দর্শন হয় না।

জীব স্ব-স্বরূপ ও পর-স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া দেহ-মনকে 'আমি' মনে করিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় সর্ব্বদাই প্রধাবিত হইতেছে। কিন্তু মহাজন বলিয়াছেন,—

তোমার কনক, তোমের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল মাধব॥
* * *
আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ-সহিত,
বিষয়-সমূহ সকলই মাধব।

শ্রীনারায়ণই লক্ষ্মীর মালিক; সুতরাং অর্থ বা লক্ষ্মীকে নারায়ণের সেবায়ই নিয়োগ করিতে হইবে। কামিনী বা সকল শক্তিই শক্তিমান্ কৃষ্ণের ভোগ্যা। সুতরাং তাঁহা-দিগকেও কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে। নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেবই সকল প্রতিষ্ঠার মালিক। সকল প্রতিষ্ঠা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে দিতে হইবে। বিষয়গুলি—বিষ; কিন্তু আসক্তি-রহিত হইয়া বিষয়সমূহকে মাধবের সেবায় নিয়োগ করিলে তাহাই অমৃত হইয়া যায়। এই সংসারে চেতন ও অচেতন সকল বস্তুই ভগবানের সহিত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং যিনি সেই সমস্ত বস্তুর দ্বারা শ্রীজগন্নাথের সেবা করেন, তিনিই বুদ্ধিমান্। জীব যে-মুহূর্ত্তে ভগবান্‌কে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেন, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারেন।

হরিভজনের অনুকূল দেহ-মন, সদ্‌গুরুপাদপদ্ম, এবং শুদ্ধভক্তসঙ্গ লাভের অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়াও যদি হরিভজন না করি, তাহা হইলে আমরা আত্মঘাতী।

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

নৃদেহটি সকল ফলের মূল। অতএব আদ্য, সুলভ ও সুদুর্ল্লভ। ইহাই পটুতর নৌকা, গুরুই ইহার কর্ণধার। কৃষ্ণকৃপারূপ অনুকূল বায়ুর দ্বারা পরিচালিত এইরূপ নৌকা-খানি প্রাপ্ত হইয়াও যিনি এই সংসার-সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন, তিনি আত্মঘাতী।

মহাভাগবত প্রহ্লাদ পিতা হিরণ্যকশিপুকে এইরূপ বলিয়াছিলেন,—গৃহব্রত ব্যক্তিগণের চিত্ত গুরু হইতে অথবা আপনা হইতে কিম্বা পরস্পর হইতে—কোন প্রকারেই কৃষ্ণে নিযুক্ত হয় না। তাহারা অভিতেন্দ্রিয়, সুতরাং বারংবার এই ক্লেশময় সংসারে প্রবেশ করিয়া চর্ব্বিত বিষয়ই চর্ব্বণ করিতে থাকে। যাহারা শব্দ-স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাহ্যবিষয়-সমূহকেই বহুমানন করে, তাহারা সেই সকল বিষয়ে আসক্ত হইয়া স্বার্থের একমাত্র গতি শ্রীবিষ্ণুর তত্ত্ব জানিতে পারে না। অন্ধ যেরূপ অন্ধ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া গর্ত্তে পতিত হয়, প্রকৃত পথ জানিতে পারে না, সেইরূপ কর্ম্মিগণ ভগবানের বেদরূপ দীর্ঘ রজ্জুতে ব্রাহ্মণাদি-নামরূপ দাম-সমূহে আবদ্ধ হইয়া কাম্যকর্ম্মে নিযুক্ত হন।

আমরা স্বার্থপতি শ্রীবিষ্ণু-পাদপদ্ম পাইতে আশা করিলে তিনি আমাদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত ভক্তিবিগ্রহ শ্রীগুরু-দেবকে পাঠাইয়া দেন। শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে জড়াসক্তি-রূপ নোঙ্গর উঠাইতে উপদেশ করেন। জড়াসক্তিরূপ নোঙ্গর পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনোরূপ ছয়টি ইন্দ্রিয়রূপ অঙ্কুশ বা কাঁটা দ্বারা বিষয়কে আঁকড়াইয়া ধরে, কিছুতেই তাহা ছাড়িতে চাহে না। আমাদের দেহরূপ তরণী কনককামিনী ও প্রতিষ্ঠারূপ তিনটি পোতাশ্রয়ে আসক্তিরূপ নোঙ্গরের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া পড়ে। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় কোনও প্রকারে কনকপুর হইতে আসক্তি উঠাইতে পারিলেও অর্থাৎ ধনাভি-লাষ ছাড়িতে পারিলেও কামিনীপুর হইতে অর্থাৎ যোষিৎসঙ্গ-স্পৃহা হইতে আসক্তিরূপ নোঙ্গরকে উঠান কষ্টকর হইয়া পড়ে। আবার অতি কষ্টে কামিনীপুর হইতে আসক্তিরূপ নোঙ্গর উঠাইতে পারিলেও অর্থাৎ স্থূলতঃ বিষয়বন্ধন ত্যাগ করিলেও প্রতিষ্ঠাপুর হইতে অর্থাৎ যশোলিপ্সা হইতে আসক্তিরূপ নোঙ্গরকে কিছুতেই উঠাইতে পারা যায় না। প্রতিষ্ঠাশা সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিষয় বা বন্ধন। প্রতিষ্ঠা-লোলুপ ব্যক্তির আশা সর্ব্বগ্রাসিনী। যেমন বর্ত্তমান যুগে Hitlerism, যাহার দুরাকাঙ্ক্ষার সীমা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রতিষ্ঠা যতই পাওয়া যায়, কিছুতেই তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটে না। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভু প্রতিষ্ঠাশাকে বর্জ্জন করাইবার জন্য কিরূপ সুতীব্র ভাষায় মনঃশিক্ষা দিয়াছেন,—

প্রতিষ্ঠাশা দুষ্টা যদচ-রমণী যে হৃদি নটেৎ
কথং সাধুঃ প্রেম্না স্ফুরতি শুচিরেতস্মনু মনঃ।
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভু-হরিভ-সামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাস্য ত্বরিতমিয় তং বেপয়তি সঃ॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও ইহার মর্ম্মানুবাদে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

প্রতিষ্ঠাশা দুষ্টাধম, চণ্ডালিনী হৃদে মম,
যতকাল করিবে নর্ত্তন।
কাপট্য তহুপপতি, না ছাড়িবে মম মতি,
যদচিনী যাবে হয় দূর।
তদবধি যতন করি', প্রভু-শ্রেষ্ঠ-পদ ধরি',
সেবা তুমি করহ প্রচুর॥
তবে প্রভু সেনাপতি, বিক্রম করিয়া অতি,
যদচিনী-সঙ্গ ছাড়াইয়া।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমধনে, দিবে কবে অকিঞ্চনে,
বলে বিনোদ-সেবক কাঁদিয়া॥

সাধুসঙ্গের লভ্য কৃষ্ণপ্রেম প্রতিষ্ঠাশারূপিণী দুষ্টা চণ্ডালিনীর সহকারী অসাধু-হৃদয়ে থাকিতে পারে না। সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়াও সাধকের পক্ষে প্রতিষ্ঠারূপ বিষয় ত্যাগ করা বড়ই কঠিন। এই সর্ব্বানর্থকরী বিষয়ের হস্ত হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত সরলভাবে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীচরণে নিবেদন করিলে তাঁহারা কৃপা করিয়া আমাদিগকে প্রতিষ্ঠাশার হাত হইতে রক্ষা করিবেন। সেইজন্য শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের চরণে প্রার্থনা করিতে হইবে,—

(ওহে) বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর,
এ দাসে করুণা করি'।
দিয়া পদছায়া, শোধ হে আমারে,
তোমার চরণ ধরি॥
হয় বেগ ধরি', হয় দোষ শোধি',
হয় গুণ দেহ দাসে।
হয় সৎসঙ্গ, দেহ হে আমায়,
বসেছি সঙ্গের আশে॥
(শরণাগতি)

সংবাদপত্রের প্রতিধ্বনি

'শ্রীচৈতন্যদেব' গ্রন্থ সম্বন্ধে 'দেশ' নামক সাপ্তাহিক পত্রের অভিমত

(১৮ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৪৭ সন ; ৩রা আগষ্ট, ১৯৪০)

শ্রীচৈতন্যদেব

গৌড়ীয় মিশনের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'গৌড়ীয়ে'র সম্পাদক ও গৌড়ীয় মিশনের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-বিরচিত—দ্বিতীয় সংস্করণ। ঢাকা মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল্ কর্তৃক প্রকাশিত, ডবল ক্রাউন হোলপেজি সাইজে আইভরি-ফিনিস কাগজে প্রায় চারিশত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য পাঁচ সিকা। এই গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক অবস্থা, বঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা, সমাজ, সাহিত্য ও ধর্ম-জগতের অবস্থা, সমসাময়িক সমগ্র পৃথিবীর সহিত শ্রীচৈতন্য-দেবের আবির্ভাবের সময়ের তুলনা, নবদ্বীপের বহু তথ্য এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইতে তিরোভাব পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনাবলী ও তাহার প্রত্যেক শিক্ষা অতি মনোরম প্রাঞ্জল ভাষায় একশত অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থটি সভাসমিতিভাবে রচিত হয় নাই, ইহাতে যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে এই গ্রন্থটি রচিত হইয়াছে। ইহাতে কোনপ্রকার অসার কিম্বদন্তীসমূহ বা সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কথা স্থান পায় নাই। ইহাই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। পরিশিষ্টে শ্রীচৈতন্যদেবের রচিত 'শিক্ষাষ্টক' সংযুক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থে কয়েকটি স্থানচিত্র, শ্রীচৈতন্যদেবের পদাঙ্কিত বহু স্থানের চিত্র এবং পঁয়ষট্টিটি আলেখ্য সংযুক্ত হইয়াছে। অতি অল্পকালের মধ্যে গ্রন্থের দুইটি সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে।

শ্রীশ্রীমাধবীশায় নমঃ

শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসরং নিবেদনম্—

আগামী ২৯শে ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-নবদ্বীপ-মায়াপুরে **শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব**-উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নাম-সংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথি-সেবা ও যাত্রা-মহোৎসবাদি হইবে। ৩০শে ফাল্গুন, ১৪ই মার্চ্চ শুক্রবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সাধারণ-অধিবেশন হইবে। ঐ সময় **শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের** প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অদ্য সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গলাভে পরমানন্দিত হইবেন। **আগামী ২৮শে মাঘ, ১০ই ফেব্রুয়ারী সোমবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর জন্মোৎসবোপলক্ষে শ্রীনাম-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন। ১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ সোমবার হইতে ২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা হইবে।**

সজ্জন-কিঙ্কর

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

সম্পাদক, শ্রী-নবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী-সভা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর
৮ই পৌষ ১৩৪৭ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ সোমবার হইতে নয় দিবসকাল শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার পরিচালক সমিতির সেবোদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রম করা হইবে। মহাশয় কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন-ফল লাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা।

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মস্থিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবন)—১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, সোমবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সহরডাঙ্গা, পোলডাঙ্গা, বেথারচর, বেলপুকুর)—২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ্চ, মঙ্গলবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, রেপাড়া)—২১শে ফাল্গুন, ৫ই মার্চ্চ, বুধবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা)—২২শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গয়খালী, কোল ও চর, তেঘরির কোল, কোল-আমাল, কোলের দহ)—২৩শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ্চ, শুক্রবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির)—২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ, শনিবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, আয়নগর)—২৫শে ফাল্গুন, ৯ই মার্চ্চ, রবিবার (একাদশীর উপবাস)।

(৮) মোদ্রুমদ্বীপ (বামনপাড়ি, অর্কটিলা বা একডালা মাতাপুর)—২৬শে ফাল্গুন, ১০ই মার্চ্চ, সোমবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ, রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গের ডাঙ্গা)—২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার।

২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ বুধবার শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব ও ২৯শে ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার শ্রীগৌরপ্রকটপৌর্ণমাসী হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাত্মিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৫ই মাঘ, ১৩৮৭ ; ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৮১ | ২৫শ সংখ্যা

ঊনবিংশ বর্ষের পূর্ব্বার্দ্ধ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপাশক্তিসঞ্চারে ও তদীয় মনোহভীষ্টসংরক্ষক শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাশীর্ব্বাদে ঊনবিংশ বর্ষের 'গৌড়ীয়ে'র পূর্ব্বার্দ্ধ পূর্ণ হইল। এই সময়ের 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ একান্ত সত্যানুসন্ধিৎসুগণের নিকট বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে। প্রথম সংখ্যায় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ-অবলম্বনে রচিত 'মর্য্যাদা-লঙ্ঘন' ও 'সাধকের সতর্কতা' ; দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যায় 'অসদ্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা', 'মুক্তি ও ভক্তি', 'শ্রীল প্রভুপাদ ও বহির্ম্মুখ-মানব-সাধারণ' ; শ্রীশ্রীগুরুপূজা-সংখ্যায় প্রকাশিত 'যদি আচার্য্যভাস্কর উদিত না হইতেন ?', 'সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণের মঙ্গলের উপায়' ; শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-সংখ্যায় প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীল ঠাকুরের আয়ার-দশমূল', 'শ্রীগীতা-দশমূল', 'শ্রীমদ্ভাগবত-দশমূল' ও 'শ্রীচরিতামৃত-দশমূল' ; ষোড়শ ও সপ্তদশ-সংখ্যায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-লিখিত 'মাধুকরী ভিক্ষা', 'অতিথি-সেবা' ; চতুর্দ্দশ সংখ্যায় লিখিত 'সহায়ো যে মাত্রং বিতথ-ধ্বনী বৈষ্ণব-কৃপা' ; শ্রীল গৌরকিশোরবিরহ-সংখ্যায় লিখিত 'সর্ব্বনাশ হউক', 'আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহ' ; সপ্তদশ-অষ্টাদশ-সংখ্যায় প্রকাশিত 'শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত হইবার যোগ্যতা ও নিয়মাবলী' এবং 'শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের অপরিহার্য্য যোগ্যতা ও নিয়মাবলী'; ঊনবিংশ সংখ্যায় 'কেমন আছেন ?'; শ্রীল প্রভুপাদের চতুর্থ বার্ষিক বিরহ-সংখ্যায় 'শ্রীগুরুপদধূলি', 'অভিনিবেশ'; দ্বাবিংশ সংখ্যায় 'আচরণ'; ত্রয়োবিংশ সংখ্যায় 'আনুগত্য' ; চতুর্ব্বিংশ সংখ্যায় 'কনুইবেদনা' ও বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত 'সে গ্রামও নাই, সে আখোড়ও নাই' প্রভৃতি প্রবন্ধ শ্রীগুরুবর্গের আনন্দ বিধান করিয়াছে ও অকপট হরিজন-পিপাসুগণের ভজন-পথের আলোকস্তম্ভ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে প্রবন্ধ-লেখকের কোন কৃতিত্ব নাই। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মগণই ধন্য। ভ্রম-প্রমাদাদি-দুষ্ট জীব বিকল যন্ত্র-মাত্র। তাঁহাদের কৃপা-শক্তি-

সকারে সেই বিকল যন্ত্র সচল হইয়া যদি কখনও তাঁহাদের এক কণিকাও সন্তোষ বিধান করিতে পারে, তবেই যন্ত্রের সার্থকতা। যাহাতে শ্রীগুরুবর্গের কীর্ত্তিত বাণীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবার বল ও তাহা বাস্তব আচরণে প্রতিফলিত করিবার সতত অনুরাগ উদ্দীপিত হয়, এইজন্যই তাঁহাদের অহৈতুকী অনুকম্পা সকলে আকাঙ্ক্ষণীয়।

এই কয়েকটি প্রবন্ধ ব্যতীত 'গৌড়ীয়ে'র পূর্ব্বার্দ্ধে পাক্ষিক 'শ্রীগৌড়ীয়'-পত্রের সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যা-দাসের কাব্যতীর্থ বি-এ মহোদয়-রচিত বেদান্তের অধিকরণ-মালা-সম্বন্ধে সবেষণাপূর্ণ সুধীগ্য প্রবন্ধ-সমূহ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। উনবিংশ বর্ষের পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীশ্রীল বলদেব প্রভুর আবির্ভাব-বাসরে সচিত্র 'উপাখ্যানে উপদেশ'—দ্বিতীয় ভাগ, শ্রীশ্রীগুরুপূজা-বাসরে 'শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্য-সংবাদ,' শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ আবির্ভাব-উপলক্ষে 'দশীকা পরমাসতি', শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কৃত শ্রীবিশ্বনাথ, শ্রীবলদেব ও শ্রীভক্তিবিনোদের ভাষ্যাবলম্বনে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ, ইংরেজী ভাষায় রচিত শ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত, মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু-সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর', উৎকল ভাষায় প্রচারিত 'শ্রীগৌড়ীয়বাণী' প্রভৃতি প্রকাশিত গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব্বার্দ্ধে নবধা ভক্তির মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও পাদসেবন পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। বাকি পাঁচটি ভক্তি-বিষয়ক প্রবন্ধ উত্তরার্দ্ধে প্রকাশিত হইবে। এতদ্ব্যতীত 'শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত হইবার যোগ্যতা ও নিয়মাবলী'র (গৃহত্যাগী ও গৃহস্থসকলের জন্য) পূর্ব্বার্দ্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। উহার অবশিষ্টাংশ গৌড়ীয়ের উত্তরার্দ্ধে প্রকাশিত হইবে।

'গৌড়ীয়ে'র পূর্ব্বার্দ্ধে আমরা নিকপট বর্ত্মীয়ান্ ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী, আজন্ম ক্ষেত্র-সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজের নির্য্যাণে বহু শিক্ষা লাভ করিয়াছি। স্বয়ং শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে চরিতকথা শ্রবণ করিতে করিতে ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিবর অকপট-লীলা আবিষ্কার করেন এবং শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং শ্রীমাধুকরী ভিক্ষার দ্বারা শ্রীল ভাগবত মহারাজের বিরহ-সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব সম্পাদন করেন।

বর্ষার্দ্ধ-শেষে আমরা শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সংরক্ষক শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান পুরী গোস্বামী মহারাজের অকপট অনুগমণ্ডলী ও শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পরিচালক-সমিতির দ্বারা পরিচালিত ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও লণ্ডনস্থ শাখামঠ-সমূহের সেবকবৃন্দকে যথাবিহিত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, লণ্ডনস্থ শাখামঠালয়টী বিমানাক্রমণের ফলে বিধ্বস্ত হইয়াছে; কিন্তু সুখের বিষয়, সেই স্থানে গুরুবর্গের যে-সকল অর্চ্চা-মূর্ত্তি ছিলেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ অটুটভাবে রহিয়াছেন ও বর্ত্তমানে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। তথাকার ভক্তগণ এ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-মিশনের পরিচালক-সমিতির সভাপতি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও প্রবীণ সভ্য শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজের নিকট তড়িদ্বার্ত্তা ও পত্রাদি প্রেরণ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের পরিচালক-সমিতির পক্ষ হইতে লণ্ডন-গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দকে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাণী, শুভেচ্ছা ও ভগবন্নির্ভরতার উপদেশ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী করুণায় শ্রীরূপ-শিক্ষাস্থলীতে শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠে শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের পরিচালক-সমিতির শুদ্ধভক্তিপ্রচার ও পাঞ্চরাত্রিক সেবাপূজা পুনঃ সংস্থাপিত হইয়াছে।

"সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই!"

কতকগুলি লোকের শ্রীভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের জন্য যেন বড়ই বিরহ! যখনই আত্ম-সুখ, সুবিধা বা সম্ভোগের অভাব লক্ষিত হয়, তখনই তাহাদের হৃদয়ে ঐরূপ বিরহের (?) উদ্ভাস প্রকাশিত হয়! ইহা বিরহ, না সম্ভোগ-পিপাসা? 'শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীভগবান্ শ্রীশালগ্রাম কোথায় লুকাইলেন? তাঁহার দ্বারা যে আমার ভোগের বাসনা ভাঙ্গিতে পারিতেছি না!' শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পরও আমার এইরূপ চিত্তবৃত্তির উদয় হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের সময়ের সুখ-সুবিধা এখন কোথায়? কিরূপ নিশ্চিন্তভাবে জীবন-যাপন, কিরূপ নিত্য মহামহোৎসব—হাবার ডাল্না, কাণিকা,

বাগবাজারের রসগোল্লা, রসোমালাই, আইসক্রিম সন্দেশ, একাদশী-দিবস আরও অধিক পরিমাণে নানা উপচার-দ্রব্য বহুবার ভোজন, কত লোকের প্রদত্ত বুড়ি বুড়ি সম্মান, স্থানে স্থানে বায়ুপরিবর্ত্তনার্থে গমন, নানা দেশ-ভ্রমণ, শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রবণের নামে একটি জাতি-বিশেষের প্রবর্দ্ধন অথবা বৈদ্যুতিক বিজন-যন্ত্রের সুকৃতি উৎপাদন, দেহ-পরিচর্য্যা, দেহজাত স্বজনাদির পরিচর্য্যা, প্রভুপাদকে প্রশংসা করিবার ছলে স্ব-মাহাত্ম্য-প্রখ্যাপন প্রভৃতি এখন কিছুই নাই! 'সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।'

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যে-সকল কথা বলিতেন, তাহা ত' বাতাসে বিলীন হইয়া গিয়াছে, অথবা পুস্তক-পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ঐ সকলের কিছু বাস্তবতা নাই! তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া আমরা সুবিধাবাদের যে-সকল কায়ব্যূহ রচনা করিয়াছিলাম, তাহাই বাস্তব! কিন্তু এখন তাহা কোথায়? যদি কেহ পুনরায় সেই সকল সুবিধাবাদ প্রদান করিতে পারেন, তবেই তাঁহার আনুগত্য (?) করিতে পারি।

হরিকথার চিঁড়ে ভিজে না! হরিকথা প্রয়োজন নয়! উহা কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার্জ্জনের উপায় মাত্র! কনকাদিই ফল বা প্রয়োজন! দৈন্যের পরিবর্ত্তে দাম্ভিকতা, পরমার্থের পরিবর্ত্তে অনর্থ, প্রপত্তির পরিবর্ত্তে প্রবৃত্তি, বৈষ্ণবে শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে মাপিয়া লইবার পাশবিকতা প্রভৃতি অপরাধ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বিরহের নামে ঐরূপ সম্ভোগবাদ প্রকাশিত হয়।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর আমার হৃদয়কে ঐরূপ এক পাষণ্ডী পিশাচ গ্রাস করিয়াছে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বহুই কৃপা-পূর্ব্বক আমাকে সংশোধন ও শাসন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ততই আমি সেই কৃপাকে পরিহার করিবার জন্য "সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই"—এই বিলাপ-প্রতিম বক্র্য যুক্তি দেখাইয়া বৈষ্ণবানুগত্য পরিবর্জ্জন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছি। যাহারা (আমরা) শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ঐশ্বর্য্যে কিংবা গৌড়ীয়-ঔষধাগারের show-bottleএর শোভায় মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছিলাম, তাহারা (আমরা) ঠিক ঐরূপ দেবন করিবার বাস্তব পরীক্ষা প্রদানকালে ঐরূপ বিদ্রোহ-ব্যঞ্জক বিলাপ ব্যক্তভাবেই হউক, আর অব্যক্তভাবেই হউক, উত্থিত করিয়াছি।

সাধক-জীবনে এইরূপ চিত্তবৃত্তির উদয় হইলে তাহা সাধুসঙ্গের দ্বারা বিদূরিত হয়; কিন্তু সাধুর চরণে অপরাধযুক্ত চিত্তবৃত্তিতে যদি ঐরূপ বিচার উদিত হয়, তাহা হইলে হরি-ভজন হইতে চিরতরে বিচ্যুতি ঘটে। যিনি সর্ব্বদা আত্মমঙ্গল অভিলাষ করেন, তিনি নিজের ত্রুটী-বিচ্যুতিই সর্ব্বদা লক্ষ্য করেন। 'আমি ঠিক আছি, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের শক্তির অভাব হইয়াছে',—ইহা আত্মঘাতীর মনোভাব। জগতের বহির্ম্মুখ সম্ভোগবাদিগণ সকলেই এই বিচারে বাধিত। নিজের অযোগ্যতা ও শ্রীভগবানের নিরবচ্ছিন্ন কৃপার চিন্তা প্রবল হইলেই কৃপা লাভ করা যায়। কৃষ্ণ যখন যে বিধান করেন, তাহাকেই হরিজনের অনুকূলরূপে বরণ করিলে কৃপার অনুভব হয়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ চিরদিনই মাপিয়া লইবার চিত্তবৃত্তিকে নিরাস করিয়াছেন। মাপিয়া লইবার চিত্তবৃত্তিই নাস্তিকতা।

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যা-পুরীতে নিত্যকালই অবস্থিত আছেন। যাহারা অযোধ্যা-পুরীকে ভোগচক্ষে দর্শন করে, তাহাদের চিত্তবৃত্তি রাবণের ন্যায় সম্ভোগবাদে পরিপূর্ণ। শ্রীঅযোধ্যা-পুরীতে নিত্য শ্রীরামচন্দ্রের বিলাস যাহাতে দর্শন হয়, যাহাতে শ্রীঅযোধ্যা-পুরীকে দ্রষ্টৃরূপে ও আমাকে দৃশ্য-রূপে অনুভব করিতে পারি, সেইরূপ পরমার্থ-বুদ্ধির জন্য অনুক্ষণ অভিনিবেশ আবশ্যক।

অনর্থযুক্ত সাধক প্রতি-মুহূর্ত্তেই নিজেকে দৃক্ অভিমান করিতে ভুলিয়া যায়, ইহাই তাহার বিক্ষেপ। সেবোন্মুখতার সহিত নিত্য সাধুসঙ্গ করিলে এই বিক্ষেপ দূর হয় ও নিজেকে দৃক্ ও তদীয় বস্তুকে দৃশ্য বলিয়া অভিনিবেশ স্বতঃই উদিত হয়। শ্রীবিগ্রহ, শ্রীশালগ্রাম, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, শ্রীধাম, শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীগুরুদেবকে যখন আমরা আমাদের দৃশ্য বস্তু বিচার করি, তখনই তাঁহাদিগকে পুতুল, প্রস্তর, বৃক্ষ, জল, গ্রাম ও মনুষ্য বিচার করিয়া থাকি; আর যখন তাঁহাদের দ্রষ্টৃ-স্বরূপকে সর্ব্বতোভাবে বরণ করি, আমাদিগকে দৃশ্য বলিয়া উপলব্ধি করি, তখনই তাঁহাদের কৃপা লাভ করা যায়। স্বয়ং **'দ্রষ্টা' সাজিয়া অপ্রাকৃত বস্তুকে 'দৃশ্য' মনে করিলে কোটিজন্ম তাঁহাদের সন্নিধানে অবস্থানের অভিনয় করিলেও কৃপা লাভ করা যায় না, তাঁহারা আত্মসাৎ করেন না।** ইহা একটি নিত্যসিদ্ধ অবশ্যম্ভাবী সত্য। "সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই"—এই প্রকার চিত্তবৃত্তিতে

'শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব আমার দুষ্ট'—এইরূপ বিচার করিয়া তাঁহাদের কৃপা-সান্নিধ্য হইতে চিরদিনের তরে দূরে থাকিবার চেষ্টা হয়। এইরূপ আত্মোৎসর্গিগণের বিচার নিরাস করিয়া শুদ্ধভক্তগণ বিচার করেন,—

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥

যাঁহার যতটা নিজকে দুষ্ট বলিয়া অভিনিবেশ হইয়াছে, তিনি ততটা সকল অবস্থার মধ্যে শ্রীগুরুবর্গের লীলা, ইঙ্গিত ও কৃপা উপলব্ধি করিতে পারেন। এখনও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে কৃপা করিতেছেন। আমি তাঁহার একটি অধমতম দুষ্টাধার কুপুত্র। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে এই প্রার্থনা যে, তাঁহাকে আমার দুষ্টরূপে বিচার না করিয়া নিত্যকাল তাঁহাকে যেন ভ্রষ্টৃরূপে বিচার করিতে পারি। তিনি মদ্দ্রষ্টা, মদীশ্বর; অতি গোপনে, অতি নির্জ্জনে মনকে ফাঁকি দিয়া আমি যে-সকল কার্য্য করি, তাহাও তিনি দেখেন। তিনি আমার নিত্য-পালক ও নিয়ামক; তবে তিনি প্রেমময়, কৃপাময়, সর্ব্বমঙ্গলময়। তাঁহার সেই বাণীটী যেন না ভুলি,—যে বাণী তিনি কোন এক ভ্রষ্টৃ অভিমানী জীবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—"শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে আপনি কোন দিন দেখেন নাই; কোন দিন আপনি তাঁহার নিকট গীতা পড়েন নাই।"

তাঁহার এই বাণীটী প্রহেলিকা বা আজগুবী কথা নহে, ইহা বাস্তব সত্য। ভ্রষ্টৃ-অভিমানই—'পুরুষাভিমান'; ভ্রষ্টৃ-অভিমানই—'দাম্ভিকতা', ভ্রষ্টৃ-অভিমানই—'স্বতন্ত্রতা'; ভ্রষ্টৃ-অভিমানই—'অসূয়া', ভ্রষ্টৃ-অভিমানই—'আত্মহত্যা'। শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণ সেই আত্মহত্যার হস্ত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় আমাদিগকে যে চিত্তবৃত্তিতে সর্ব্বদা অভিনিবিষ্ট থাকিতে বলিয়াছেন, তাহা যেন এক মুহূর্ত্তও বিস্মৃত না হই,—

হরি হরি! বড় শেল মরমে রহিল।
পাইয়া দুর্ল্লভ তনু, শ্রীগুরুবৈষ্ণব বিনু,
জন্ম মোর বিফল হইল॥
ব্রজেন্দ্র-নন্দন হরি, নবদ্বীপে অবতরি',
জগৎ ভরিয়া প্রেম দিল।
মুঞি সে পামর মতি, বিশেষে কঠিন অতি,
তেঁই মোরে করুণা নহিল॥
স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ, ভট্টযুগ,
তাহাতে না হৈল মোর মতি।
দিব্য চিন্তামণিধাম, বৃন্দাবন হেন স্থান,
সেই ধামে না কৈনু বসতি॥
বিশেষ বিষয়ে মতি, মজিল বৈষ্ণবে রতি,
নিরন্তর থেহ উঠে মনে।
নরোত্তমদাস কহে, জীবার উচিত নহে,
শ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবা বিনে॥

(প্রার্থনা বৈষ্ণবোচিকা—৭)

হরি হরি! কি মোর করম অভাগ।
বিফলে জীবন গেল, হৃদয়ে রহিল শেল,
নাহি ভেল হরি-অনুরাগ॥
তীর্থস্নান, সুধাকর্ম্ম, জপ, ধ্যান,
অকারণে সব গেল মোর।
বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন,
বস্ত্রহীন অলঙ্কার দেহে॥
সাধুমুখে কথামৃত, শুনিয়া বিমল চিত্ত,
নাহি ভেল অপরাধ-কারণ।
সতত অসৎ-সঙ্গ, সকলি হইল ভঙ্গ,
কি করিব আইলে শমন॥

(ঐ—৮)

সাধুমুখে শ্রীহরিকথামৃত শ্রবণ করিয়াও যদি আমাদের চিত্ত বিমল না হয়; শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদয় না হয়; ভক্তি, পরেশানুভব ও বিরক্তির উদয় না হয়, তাহা হইলে সাধুর চরণে নিশ্চয়ই ভীষণ অপরাধ রহিয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সময় হইতে বর্ত্তমানকালেও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সমীপে আমরা ত' হরিকথা শ্রবণের অভিনয় কম করি নাই, তাঁহারা ত' হরিকথা-কীর্ত্তনে কোনও দিন কৃপণতা করেন নাই; তথাপি ত' চিত্ত বিমল হইতেছে না, বিরক্তি ও বৈরাগ্য আসিতেছে না! ইহাতে বুঝিতে পারিতেছি—সাধু-সঙ্গের অভিনয়ই সাধুসঙ্গ নহে। এ সম্বন্ধে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন,—

"অনেকে মনে করেন যে, যাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া স্থির করা যায়, তাঁহার পদসেবা, তাঁহাকে প্রণতি, তাঁহার চরণামৃত সেবন, তাঁহার প্রসাদ-সেবা এবং তাঁহাকে কিছু অর্থ দান করিলেই সাধুসঙ্গ হয়। সেই সমস্ত কার্য্যের দ্বারা সাধুর

সম্মান হয় বটে এবং তাহাতে কোন-না-কোন-প্রকার লাভও আছে। কিন্তু তাহাই যে সাধুসঙ্গ, তাহা নয়। • • কেবল শুদ্ধভক্ত-সাধুগণের স্বভাব ও সচ্চরিত্র বহু যত্নে অনুসন্ধান-পূর্ব্বক তাহা নিষ্কপটে অনুসরণ করিতে পারিলে বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। বিষয়িগণ সাধুর নিকট প্রণতি-পূর্ব্বক বলিয়া থাকেন,—'হে দয়াময়, আমাকে কৃপা করুন, আমি অতিশয় হীন-চীন, আমার সংসার-বৃদ্ধি কিরূপে দূর হইবে?' বিষয়ীর এই বাক্যগুলি কপট-বাক্য-মাত্র। তিনি মনে মনে জানেন যে, কেবল অর্থলাভই লাভ ও বিষয়-সংগ্রহই জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁহার হৃদয়ে স্ত্রী-মদ অহরহঃ জাগ্রত আছে। কেবল প্রতিষ্ঠা-লাভের বাসনা ও 'সাধুসঙ্গের লাভের দ্বারা আমার বিষয় ক্ষয় না হয়' —এই ভয় হইতে তাঁহার নিকট কপট-দৈন্য ও কপট-ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি ঐ সাধু তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন—'ওহে, তোমার বিষয়-বাসনা দূর হউক্ এবং ধন-জন তোমার ক্ষয় হউক্'; তখনই ঐ বিষয়ী বলিবেন—'হে সাধু মহারাজ! আপনি আমাকে এরূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন না। এরূপ আশীর্ব্বাদ কেবল শাপমাত্র, সর্ব্বথা অহিতজনক বাক্য।' এখন দেখুন, সাধুগণের প্রতি বিষয়িগণের এরূপ ব্যবহার নিতান্ত কপটতা-মাত্র। জীবনে অনেক সাধুজনের সহিত সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু আমাদের কপট-ব্যবহারে আমরা সাধুসঙ্গের কোন ফল লাভ করি না। অতএব সরল শ্রদ্ধার সহিত আমরা সংপ্রাপ্ত সাধু-মহাত্মার সচ্চরিত্র নিরন্তর যত্ন-পূর্ব্বক অনুসরণ করিতে পারিলে সাধুসঙ্গের দ্বারা আত্যন্তিক ভক্তি লাভ করি। এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া প্রকৃত সাধুর সন্নিকটস্থ হইয়া তাঁহার স্বভাব-চরিত্র অবগত হইব এবং যাহাতে আমাদের স্বভাব-চরিত্র তদ্রূপ গঠন করিতে পারি, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিব। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের শিক্ষা।"

—'সাধুসঙ্গের প্রণালী বিচার', সঙ্গিনী (ক্ষেত্রবাসিনী)
৮: ভো: ১৪।৩

"সাধুর নিকট গিয়া 'এ দেশে বড় গরম, সে দেশে শরীর ভাল থাকে, ঐ বাবুটি বড় ভাল, এ বৎসর চাউল, বাস্ত কিরূপ হইবে'? —ইত্যাকার মায়া-বিকারের প্রলাপ বকিলে সাধুসঙ্গ হয় না। সাধু স্বানুভাবানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া হয় ত' প্রশ্নকারীর কথার দু'একটি উত্তর দেন, কিন্তু তাহাতে কি সাধুসঙ্গ হয় বা কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়? সাধুর নিকট যাইয়া প্রীতি-সহকারে তাঁহার সহিত ভগবৎকথার আলোচনাই সাধুসঙ্গ, তাহাতেই ভক্তি লাভ হয়।"

—'সাধুজন-সঙ্গ', ৮: ভো: ১০।৪

অবধূতবর শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের নিকট আমরা অনেকেই সাধুসঙ্গ করিবার জন্য গমন করিতে উদ্যুক্ত হই। কিন্তু তিনি স্বানুভাবানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া হয় ত' স্বেচ্ছায় তৎকথা প্রহেলিকা-প্রতিম কিছু কিছু কথা বলেন, কিংবা দুই চার পাঁচ ঘণ্টা নিকটে বসিয়া থাকিলেও তাঁহার নিকট হইতে কোন প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যায় না। এইরূপ অবধূত মহাভাগবতের সঙ্গ করিবার প্রবৃত্তি সকল সময় সাধুসঙ্গে পর্য্যবসিত না হইয়া কৌতূহল-নিবৃত্তিরূপ অজ্ঞাতিলাষে পর্য্য-বসিত হয়। এজন্য আমার ন্যায় অত্যন্ত অনর্থযুক্ত ব্যক্তির অধিকারে যে মহাভাগবতের শ্রীগুরুপাদপদ্ম মধ্যমাধিকারের লীলা প্রকট করিয়া আমাকে শাসন ও সংশোধন করেন, তাঁহারই সঙ্গ অধিক মঙ্গলজনক। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতি পুরাতন শিষ্যাভিমানী 'অযাত্রা প—' অবধূতাগ্রগণ্য শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের সঙ্গ করিবার জন্য কুলিয়া নবদ্বীপে গমন করিত। সেই অবধূতবরের আচার, ব্যবহার প্রভৃতি দ্রষ্টৃ-অভিমানে দেখিয়া সেই ব্যক্তির এই দুর্বুদ্ধি হইয়াছিল যে, 'শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর বৈরাগ্য ও অধিকার অনেক উচ্চ, বিশেষতঃ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যখন শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে তাঁহার গুরুপদে বরণ করিয়াছেন, তখন শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্য ও সঙ্গ অপেক্ষাও শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর সঙ্গের দ্বারা অধিক লাভবান্ হওয়া যাইবে! শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রচারাদি কার্য্য করেন, বিষয়াদির কথা বলেন, কিন্তু শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু সর্ব্ব সময় স্বানু-ভাবানন্দে নিমগ্ন, অতএব তাঁহার সঙ্গের দ্বারা অধিক মঙ্গল হইবে!' সেই ব্যক্তি পরে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর বিকৃত আনুকরণিক হইয়া কাপালিক পাষণ্ডী হইয়া পড়িয়াছিল। অতএব কোন সময়ই দ্রষ্টৃ-অভিমানে সাধুসঙ্গ হয় না। এজন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'চৈতন্যশিক্ষে' বলিয়াছেন,—

"সাধুগণ চিরদিনই জগতে আছেন, কেবল অসাধুগণ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না বলিয়া সাধুসঙ্গ দুর্লভ হয়।" (চৈতন্যশিক্ষে ৭ম অধ্যায়)

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবৃন্দ সকলেই শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের অন্তরে নিরন্তর অবস্থান করিতেছেন। এই অভিমান ছাড়িয়া দৃঢ় অভিমানে আমাদের অভিনিবেশ হইলেই অর্থাৎ সেবোন্মুখতা ও অকপট শৈশু হৃদয়ে আসিলেই আমরা তাঁহাদের স্বেহময় কৃপানুভব লাভ করিতে পারি। এখনও সেই রাম আছেন, এখনও সেই অযোধ্যা আছেন। অসাধুতা, কুটিলতা, শৈথিল্য, মাৎসর্য্য প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তির নিকট 'সেই রাম' ও 'সেই অযোধ্যা'র অস্তিত্ব নাই। বস্তুতঃ সেবোন্মুখতা, সরলতা ও আত্মসমর্পণ-বরণে ঐকান্তিকতার নিকট 'সেই রাম ও সেই অযোধ্যা' নিত্যই প্রকাশমান। এজন্যই শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন,—"কাণ দিয়া সাধু দেখ।"

শ্রীল জয়দেব, শ্রীল উদ্ধারণদত্ত ঠাকুর ও শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর

আগামী কল্য ৬ মাধব, ৬ মাঘ, রবিবার কৃষ্ণা সপ্তমীতে অপ্রাকৃত-কবি-সম্রাট্ 'শ্রীগীতগোবিন্দ'-রচয়িতা শ্রীশ্রীল জয়দেব গোস্বামি-প্রভু, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ শ্রীশ্রীল উদ্ধারণদত্ত ঠাকুর ও 'শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল'-রচয়িতা মহাকবি শ্রীশ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের বিরহ-তিথি। এই তিন মহাপুরুষই শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে 'মহাজন' বলিয়া নিত্য-পূজিত। শ্রীশ্রীল জয়দেব গোস্বামি-প্রভুর 'শ্রীগীতগোবিন্দ' শ্রীরাধার ভাবকান্তি-অঙ্গীকারকারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামরায়াদি অন্তরঙ্গ ভক্তসঙ্গে নিত্য আস্বাদন করিতেন। আর শ্রীল উদ্ধারণদত্ত ঠাকুর শ্রীব্রজের গোপালের অন্যতম ব্রজের শ্রীবলদেবের শ্রীসুবাহু সখা—শ্রীবলরাম-নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ ভৃত্য। শ্রীচৈতন্য-লীলার অন্যতম ব্যাস মহাকবি শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-জগতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাবৃত্ত দান করিয়া নিত্য বন্দনীয় হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল জয়দেব গোস্বামি-প্রভুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"শ্রীজয়দেব একজন অপূর্ব্ব কবি। বীরভূমের অন্তর্গত 'কেন্দুবিল্ব'-গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া সাধুসঙ্গে অপ্রাকৃত কৃষ্ণতত্ত্বে তাঁহার বিশেষ রুচি হয়। গৃহত্যাগ-পূর্ব্বক তিনি প্রথমে নবদ্বীপ-সম্রাট্ লক্ষ্মণসেনের সভায় প্রধান কবিরূপে পূজিত হইয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীজয়দেব 'প্রসন্নরাঘব' বলিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ব্যাকরণ-শাস্ত্রে ও অলঙ্কার-শাস্ত্রে তিনি একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য অপেক্ষা তাঁহার কবিত্ব-শক্তি অধিক ছিল—ইহা সকলেই স্বীকার করেন। শ্রীনবদ্বীপ-সম্রাটের সভা পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত তীর্থ-ভ্রমণ-পূর্ব্বক অবশেষে তিনি শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে অবস্থান করেন। ঘটনাক্রমে তাঁহাকে পদ্মাবতীদেবীর পাণিগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তিনি 'শ্রীগীতগোবিন্দ' রচনা-পূর্ব্বক ভক্তভক্তগণের করকমলে অর্পণ করিয়াছিলেন।

গীতগোবিন্দ সর্ব্বত্র পরব্রহ্মের লীলা-প্রতিপাদক অপ্রাকৃত শৃঙ্গার-রসময় কাব্য-বিশেষ। জগতে এরূপ আর কাব্য-গ্রন্থ নাই। সাধারণ সমালোচকগণ প্রাকৃত রস ব্যতীত শৃঙ্গারের অনুভব করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাদের 'শ্রীগীতগোবিন্দে'র সমালোচনা কখনই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয় না। জয়দেব-কবি সেই সকল সমালোচককে তাঁহার নিজ গ্রন্থ সমালোচনার জন্য অর্পণ করেন নাই, বরং তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যাঁহারা অপ্রাকৃত ব্রজরসে অনভিজ্ঞ, তাঁহাদের জয়দেবের সম্বন্ধে কথা কহা নির্লজ্জতার পরিচয়-মাত্র। যে-সকল ব্যক্তি স্থূল-দেহগত সুখকে বহুমানন করতঃ চিন্ময়-দেহগত আনন্দ-বৈচিত্র্য অবগত হন নাই, তাঁহারা এ সব কথার প্রতি দৃষ্টিপাত, মনন ও আলোচনা করিবেন না। কেন না, তাহা করিলে ঐ সকল বর্ণনাকে মাংস-চর্ম্মগত ক্রিয়া মনে করিয়া হয় অশ্লীল বলিয়া নিন্দা করিবেন, নয় আদর করিয়া সহজিয়া-ভাবে অবঃপতন লাভ করিবেন। শ্রীজয়দেব লিখিয়াছেন যে,—

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুর-কোমলকান্ত-পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্॥

শ্রীশ্রীজয়দেব-কৃত শ্রীদশাবতার-স্তোত্র—যাহা 'শ্রীগীত-গোবিন্দে'র প্রারম্ভে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সাধারণের পাঠ্য ও কীর্ত্তনীয়। তাহাতে শ্রীল জয়দেব গোস্বামি-প্রভু শ্রীকৃষ্ণকেই অবতারি-রূপে কীর্ত্তন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তের অনুগমন করিয়াছেন। এজন্যই তাঁহার কবিত্বে শুদ্ধভক্তির আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা কৃপা-পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল জয়দেব গোস্বামি-প্রভু শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগ-পীঠের অনতিদূরে ও ঋতুদ্বীপান্তর্গত চম্পহট্টে অবস্থান করিয়া চম্পকপুষ্পের দ্বারা শ্রীরাধামাধবের সেবা করিতেন। 'শ্রীগীত-গোবিন্দে'র প্রথম শ্লোকে তিনি শ্রীরাধা-মাধবের যমুনাকেলির যে জয়গান করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীরাধা-মাধব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় তিনি যে উল্লাসিত হইয়াছিলেন, তাহারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শ্রীরাধা-মাধব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইয়া 'শ্রীগীতগোবিন্দে'র মঙ্গলাচরণে তাঁহার আগমনী গীতি গান করাইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলেন,—যদিও শ্রীমন্মহাপ্রভুদেবের বাহ্য প্রকাশ তখন হয় নাই, তথাপি শ্রীজয়দেব, শ্রীবিল্বমঙ্গল, শ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীবিদ্যাপতি, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ প্রভৃতি শুদ্ধ-ভক্তগণের হৃদয়ে মহাপ্রভুর ভাবোদয় ছিল।' শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীসোদ্রুম-বনে শ্রীগৌর-সদাবরের এই শ্রীরাধা-মাধব-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া স্বতঃআনন্দে মগ্ন থাকিতেন। তাই তিনি 'শ্রীকল্যাণকল্পতরু'র লালসাময়ী প্রার্থনায় গান করিয়াছেন,—

হা হা মোর গৌরকিশোর!
কবে বহা করি', শ্রীসোদ্রুমবনে
দেখা দিবে মনচোর॥
আনন্দ-সুখদ- কুঞ্জের ভিতরে
গঙ্গাবরে বাসে করি'।
কাঞ্চন-বরণ, চাঁচর-চিকুর,
নটন-সুবেশ ধরি'।
দেখিতে দেখিতে শ্রীরাধা-মাধব-
রূপেতে করিবে আলা।
সখীগণ-সঙ্গে করিবে নটন,
গলেতে মোহন মালা॥
অনঙ্গ-মঞ্জরী সঙ্গে হইয়া
এ দাসী-করেতে ধরি'।
দুঁহে নিবেদিবে দুঁহার মাধুরী,
হেরিব নয়ন ভরি'॥

শ্রীগীতগোবিন্দের উপসংহার-শ্লোকে শ্রীজয়দেব নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন,—

শ্রীভোজদেব-প্রভবস্য বামাদেবী*-সুত-শ্রীজয়দেবকস্য।
পরাশরাদি-প্রিয়বর্গকণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দকবিত্বমস্তু॥

ইহা হইতে জানা যায় যে, তাঁহার পিতার নাম—শ্রীভোজ-দেব ও মাতার নাম—বামাদেবী এবং তিনি পরাশর প্রভৃতি প্রিয়বর্গদিগকে তাঁহার শ্রীগীতগোবিন্দ-কাব্য উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীগীতগোবিন্দের তৃতীয় সর্গের,—

বসিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন।
কেন্দুবিল্ব-সমুদ্র-সম্ভব-রোহিণী-রমণেন॥

—এই শ্লোক হইতে শ্রীজয়দেবের আবির্ভাব-স্থান যে 'কেন্দুবিল্ব' ছিল, তাহা জানা যায়।

শ্রীজয়দেব-কবি-সম্বন্ধে নানাপ্রকার কিংবদন্তী সাহিত্যিক ও প্রাকৃত সাহজিকগণের মধ্যে প্রচলিত আছে; সেই সকল অতিশয় সতর্কতার সহিত গ্রহণ করা উচিত। পূজনীয়া শ্রীপদ্মাবতী-দেবীর সম্বন্ধে কতিপয় অপস্বার্থপর তথা-কথিত শিক্ষিত সাহিত্যিক যে-সকল কথা রচনা করিয়াছেন, তাহার কোন বাস্তব প্রমাণ নাই।

আমরা 'যথামতি কবি'র ও গ্রাম্য সাহিত্যিকের ঐ সকল কল্পিত ও সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া শ্রীশ্রীরাধাভাব-বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বারা সম্মানিত অপ্রাকৃত-কবিবরের শ্রীপাদপদ্মে এই নিবেদন জানাইতেছি যে, শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপা-কটাক্ষে কোনদিন আমাদের বিষয়-বাসনা ও অনর্থ বিদূরিত হইলে যেন শ্রীজয়দেব-সরস্বতীর প্রাণারাম শ্রীরাধিকা-মিথুনের সেবায় অকৃত্রিম লোলুপ উপস্থিত হয়।

---

* 'বামাদেবী'—এস্থ 'রামাদেবী', 'রাধাদেবী' প্রভৃতি বিভিন্নসাময়-পরিমুদ্রিত-পুস্তকে পাঠান্তর দৃষ্টব্য।

শ্রীল উদ্ধারণদত্ত ঠাকুর

উদ্ধারণদত্ত—মহা-বৈষ্ণব, উদার।
নিত্যানন্দ-সেবার ধরে অধিকার॥
—চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৭৪৩

মহাভাগবত—শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সরলভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥
—চৈঃ চঃ আঃ ১১।৪১

'শ্রীবাসাদি-চক্রবৃন্দ' বলিলে যাহা বুঝায়, শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল উদ্ধারণদত্ত ঠাকুরকেও তাহাই বুঝিতে হইবে। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে প্রেমধর্ম প্রচার করিবার জন্য গৌড়-সাম্রাজ্যে প্রেরণ করেন, তখন শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ-গণের প্রধান স্তম্ভ-স্বরূপ ছিলেন।

পুণ্য-জন্মের পাপফলে বহুত নীচকুলে জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু শ্রীল উদ্ধারণপ্রভু নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ। তিনি শ্রীবলদেবের নিত্যসঙ্গী। তিনি পাপফলে নীচকুলে উদ্ভূত হন নাই। শ্রীল উদ্ধারণপ্রভু মৃত্তিকা-নির্মিত বা পঞ্চভূতের গঠিত প্রাকৃত দুর্বল-বপিক মানুষ নহেন। ভগবানের সখা-গণ ও চতুর্ভুজ নারায়ণে তত্ত্বগত কোন ভেদ নাই, কেবল লীলাগত ও রসগত বৈচিত্র্য আছে। যাহারা আপনাদিগকে শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরের কুলোদ্ভূত জ্ঞান করিয়া স্বপ্নেও শ্রীল ঠাকুরকে তাহাদের সমজাতীয় দুর্বলবপিক বুদ্ধি করিবে, নিত্য-বৈকুণ্ঠ-অর্চ্যাবতার শ্রীগালগ্রামে প্রস্তরবুদ্ধি জ্ঞান করিবে, তাহারা শাস্ত্র-বিধানানুসারে নিশ্চয়ই নরক লাভ করিবে।

ইংরেজী ১৮৮৫ সালে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তদনুগমনে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর শ্রীল উদ্ধারণ-দত্ত ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীপাট সপ্তগ্রামে আগমন করিয়া-ছিলেন। তখন একটি ভগ্ন কুটিরে শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরের দারুময়ী শ্রীমূর্তি বিরাজিতা ছিলেন। যখন ইংরেজী ১৯২৫ সালে আমরা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা করিতে করিতে শ্রীল উদ্ধারণদত্ত ঠাকুরের শ্রীপাটে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন সপ্তগ্রামের শ্রীপাট হইতে শ্রীল ঠাকুরের সেই শ্রীমূর্তি স্থানান্তরিত হইয়া হুগলী সহরের নিকট 'বালি'-নামক গ্রামে মদনমোহন দত্ত মহাশয়ের ভবনে তাহা অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কলিকাতা হইতে ২১ মাইল দূরে 'ত্রিশবিঘা'-নামক ষ্টেসন। 'ত্রিশবিঘা'-ষ্টেসন হইতে সপ্তগ্রামস্থ শ্রীল উদ্ধারণদত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট প্রায় দেড় মাইল; পূর্বে 'সপ্তগ্রাম' বলিতে বাসুদেবপুর, বাশবেড়ে, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, শঙ্খনগর ও সপ্তগ্রাম—এই সাতটি গ্রামকেই একত্রে বুঝাইত। এই স্থানে শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুরের শ্রীপাট বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এক সময়ে এখানে পর্তুগীজগণ ব্যবসায়-সূত্রে দুর্গবপোতে আগমন করিতেন। 'কৃষ্ণপুর'-পল্লী সপ্তগ্রামের অন্তর্ভুক্ত। "দক্ষিণ বঙ্গ সপ্তগ্রাম-বিশিষ্ট নগর।" এই নগরে বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বররূপে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন বাস করিতেন। তাঁহাদের বাৎসরিক আয় তৎকালে বারলক্ষ মুদ্রা ছিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে নবদ্বীপ সমৃদ্ধ-নগর-বিশেষ থাকিলেও তথায় হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের আশ্রিত বিপ্রাদুশীলন-রত ব্রাহ্মণের বাসস্থান ছিল মাত্র। সেই বিপ্রগণ সপ্তগ্রামবাসী হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের প্রতিপাল্য থাকিয়া তাঁহাদেরই প্রদত্ত অর্থ-ভূমিদ্বারা অধ্যাপনা ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁহাদের অসাধারণ মর্য্যাদা ছিল এবং মুক্তহস্তে দান-বিষয়ে তাঁহাদিগের কোন প্রকার কুণ্ঠতা ছিল না।

সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্তঋষি-স্নান।
জগতে বিদিত সে 'ত্রিবেণীঘাট' নাম॥
সেই ঘাটে পূর্ব্বে সপ্ত-ঋষিগণ।
তপ করি' পাইলেন গোবিন্দচরণ॥
তিন দেবী সেই-স্থানে একত্র মিলন।
জাহ্নবী, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গম॥
প্রসিদ্ধ 'ত্রিবেণীঘাট' সকল ভুবনে।
সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয় যাঁ'র দরশনে॥
নিত্যানন্দ-প্রভুবর পরম-আনন্দে।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সকৃবৃন্দে॥
উদ্ধারণদত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন তথা প্রভু ত্রিবেণীর তীরে॥
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দের চরণ।
ভজিলেন অদ্বৈতবে দত্ত উদ্ধারণ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের সেবা-অধিকার।
পাইলেন উদ্ধারণ, কিবা ভাগ্য তাঁ'র॥
জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ-স্বরূপ ঈশ্বর।
জন্ম-জন্ম উদ্ধারণ—তাঁহার কিঙ্কর॥
যতেক বণিক্-কুল উদ্ধারণ হৈতে।

পবিত্র হইল, দ্বিধা নাহিক ইহাতে ॥
বণিক্ তারিতে নিত্যানন্দ-অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি-অধিকার ॥
সপ্তগ্রামে সব বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনে নিতাইচাঁদ কীর্ত্তনে বিহরে ॥
বণিক-সকল নিত্যানন্দের চরণ।
সর্ব্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ ॥
বণিক্-সবার ভক্তভজন দেখিতে।
মনে চমৎকার পায় সকল জগতে ॥
নিত্যানন্দ-প্রভুবর-মহিমা অপার।
বণিক্, অধম, মূর্খ যে কৈল নিস্তার ॥
সপ্তগ্রামে প্রভুবর নিত্যানন্দ-রায়।
গণসহ সংকীর্ত্তন করেন লীলায় ॥
সপ্তগ্রামে যত কৈল কীর্ত্তন-বিহার।
শতবৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার ॥
পূর্ব্বে যেন সুখ হৈল নদীয়া-নগরে।
সেই মত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম-পুরে ॥
রাত্রি-দিনে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাহি নিদ্রা, ভয়।
সর্ব্বদিকে হৈল হরি-সংকীর্ত্তনময় ॥
প্রতি ঘরে-ঘরে, প্রতি নগরে, চত্বরে।
নিত্যানন্দ-প্রভুবর কীর্ত্তনে বিহরে ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের আবেশ দেখিতে।
হেন নাহি, যে বিহ্বল না হয় জগতে ॥
অন্যের কি দায়, বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ ॥

—চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৪৪৪-৪৬৫

সপ্তগ্রামে শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ও স্বহস্ত-সেবিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ষড়্ভুজ-শ্রীমূর্ত্তি অদ্যাপি বিরাজিত। তাঁহার দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ ও বামে শ্রীগদাধর বিরাজিত। শ্রীরাধা-গোবিন্দ-মূর্ত্তি, শ্রীশালগ্রাম ও সিংহাসন-বেদীর নিম্নে শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর মহাশয়ের আলেখ্য অর্চ্চিত হইতেছেন। শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরের সেবিত শ্রীশালগ্রাম ঐ গ্রামে শ্রীনাথ দত্তের গৃহে আছেন।

ঠাকুর উদ্ধারণ কাটোয়া হইতে ১৯ মাইল উত্তরে নৈহাটী-গ্রামের রাজার দেওয়ান ছিলেন। নৈহাটী-ষ্টেশনের নিকট অদ্যাপি ঐ রাজসংশ্রবগণের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ঠাকুর রাজকার্য্য-উপলক্ষে যে-স্থানে বাস করিতেন, তাহা আজও 'উদ্ধারণপুর'-নামে অভিহিত। ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত এখানকার শ্রীনিতাই-গৌর-বিগ্রহ বনওয়ারীবাদের রাজ-বাটীতে নীত হইয়াছেন বলিয়া কথিত। এই স্থানের মন্দিরের পশ্চিমে (কাহারও মতে শ্রীবৃন্দাবনে) ঠাকুরের সমাধি বর্ত্তমান। কাহারও মতে ঠাকুরের পিতার নাম—শ্রীকর, মাতার নাম—ভদ্রাবতী এবং পুত্রের নাম—শ্রীনিবাস।

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য। তিনি 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে'র বহু স্থানে আপনাকে শ্রীল সরকার ঠাকুর মহাশয়ের অনুগ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে তিনি গাহিয়াছেন,—

ঠাকুর শ্রীনরহরি,　　দাসপ্রণ-অধিকারী,
যাঁ'র পদ-প্রতি আশে আশ।
অধমেহ সাধ করে,　　গৌরাঙ্গগুণ গাহিবারে,
এ ভরসা এ লোচন দাস ॥
তাঁ'র পদ-পরসাদে,　　গাহিব অনবসাদে,
—এই ভরসা অন্তর।
সে দু'খানি চরণ,　　ইষ্ট-সিদ্ধি কারণ,
হৃদয়ে ধরিব নিরন্তর ॥

—সূত্রখণ্ড, মঙ্গলাচরণ

আমার ঠাকুর—প্রভু নরহরি দাস।
প্রণতি-বিনতি করোঁ, পূর' মোর আশ ॥

—সূত্রখণ্ড ৬১ সংখ্যা

শ্রীলোচনদাস রাঢ়ীয় বৈদ্যকুলে বর্দ্ধমান-জেলার কাটোয়া-মহকুমার অন্তর্গত 'কো'-গ্রামে আবির্ভূত হন। তাঁহার রচিত 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে'র গীতিসমূহ অদ্যাবধি রাঢ়দেশের নানা স্থানে কুমুর বা রামায়ণ-গানের ন্যায় গীত হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল—পাঁচালী-জাতীয় গ্রন্থ অর্থাৎ ইহা পাঁচ প্রকার গীতি-ছন্দে রচিত গ্রন্থ।

শ্রীল লোচনদাস শ্রীমুরারিগুপ্তের 'শ্রীচৈতন্যচরিত'-অবলম্বনে তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' রচনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভে বলিয়াছেন,—

সেই সে মুরারিগুপ্ত বৈসে নদীয়ায়।
মহত্তত্ত্ব জানে সে প্রভুর অন্তরীণ।
গৌর-পদ-অরবিন্দে ভৃঙ্গের প্রবীণ।
তত্ত্ব হৈতে বালক-চরিত্র দেবা কৈল।
আদ্যোপান্তে যেই রূপে লোক প্রচারিল॥
দামোদর-পণ্ডিত সঙ্কল্প পুছিল তাহারে।
আদ্যোপান্ত যত কথা কহিল প্রকারে॥
শ্লোকবন্ধে কৈল পুঁথি—'গৌরাঙ্গচরিত'।
দামোদর-সংবাদ মুরারি-মুখোদিত॥
শুনিঞা আমার মনে বাড়িল পিরীত।
পাচালি-প্রবন্ধে কহোঁ গৌরাঙ্গ-চরিত॥

—চৈঃ মঃ সূত্রখণ্ড ৫১-৫৬ সংখ্যা

শ্রীগৌরসুন্দরের বাল্যলীলা—যাহা শ্রীমুরারিগুপ্ত দেবা 'শ্রীচৈতন্যচরিতে' লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎসমূহকে আকর-প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রচিত হয়। কিংবদন্তী এই যে, শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের কিছু পূর্ব্বে রচিত। এ-সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রথমে স্বীয় গ্রন্থকে 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'-নামে অভিহিত করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে-সময়ে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত রচনা করেন, সে-সময়েও এই চৈতন্য-মঙ্গল-নাম চলিয়া আসিতেছিল। প্রেমবিলাসের বচনিতার সকল কথা অবলম্বন করিতে পারা যায় না; তথাপি তাঁহার এই কথাটিতে কোন বিসম্বাদ দেখা যায় না। কথাটি এই যে, প্রথমে চৈতন্যমঙ্গল অন্যান্য তৎকাল-প্রচলিত গীত-কাব্যের ন্যায় মধ্যে মধ্যে পয়ার ও মধ্যে মধ্যে গীতদ্বারা পরিপূরিত ছিল। পরে শ্রীবৃন্দাবনের পণ্ডিত-বৈষ্ণবগণ ঐ গ্রন্থকে সমাজ-পাঠ্য-গ্রন্থ করিবার জন্য বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের রচিত গীতগুলি পৃথক্ করত পয়ার সমস্ত একত্র করিয়া শ্রীচৈতন্য-ভাগবত নাম দেন। * * * একটী প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, লোচনদাস ঠাকুরের চৈতন্যমঙ্গল দেখিয়া বৃন্দাবনদাস ঠাকুর আপনার গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করেন। এ প্রবাদটীর কোন মূল পাওয়া যায় না; বরং প্রবাদটীকে সম্পূর্ণরূপে অলীক বলিয়া বোধ হয়।"

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলেন,—

"শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের ঐতিহ্য-সম্বন্ধিনী উক্তি অনেকে গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ বোধ করেন,—কতকাংশ স্বপ্নমূলে সংগৃহীত, সকলক্ষেত্রে শুদ্ধভক্তি-তত্ত্বের সম্পূর্ণ আদর দেখা যায় না। শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলির প্রামাণিকতা-সম্বন্ধে কেহই সন্দেহ স্থাপন করিতে পারেন না। শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের ভাষা-লালিত্য, শ্রীগৌরের প্রতি হার্দ্দী প্রীতি দর্শন করিয়া যদিও কেহ কেহ তাঁহাকে শুদ্ধভক্তি-তত্ত্ব হইতে কিঞ্চিৎ অন্যত্র যাইবার প্রয়াসী বলিয়া থাকেন, আমরা সেরূপ বলিতে প্রস্তুত নহি; কেন না,—'বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়'।

ভ্রম-সংশোধন

২৩শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়' (১৯শ বর্ষ)এর ৩৫৭ পৃষ্ঠা ১ম স্তম্ভ ৩৪ পংক্তিতে "এইরূপ মনোভাব ..... অভিব্যক্ত হইয়াছে।" স্থলে "এইরূপ মনোভাব হইতে প্রাচীনকালের Despotism, Oligarchy প্রভৃতি মতবাদ আধুনিক Fascism, Democracy, Communism, Socialism প্রভৃতি নানা মতবাদে পর্য্যবসিত হইয়াছে।" এবং ৩৬৩ পৃষ্ঠায় [শ্রীধাম-মায়াপুর.....বুধবার] স্থলে [শ্রীধাম-মায়াপুর, ২২শে মে, ১৯৪০, বুধবার] হইবে।

২৪শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে'র ৩৭৪ পৃষ্ঠা ২য় স্তম্ভের ৭ম পংক্তিতে "পূর্ণ-অনুবৃত্তি" স্থলে "স্নিগ্ধ-অনুবৃত্তি" হইবে।

২৪শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে'র ৩৭৬ পৃঃ ১ম স্তম্ভ ২৪শ পংক্তিতে "তপস্যা" স্থলে "প্রতিষ্ঠাশা" এবং ৩৭৮ পৃঃ ১ম স্তম্ভ ১৩শ ও ২৪শ পংক্তিতে "সরকেল" এবং ২৬শ পংক্তিতে "(চৈঃ চঃ ... ৯৩-৯৭)" স্থলে যথাক্রমে "সরখেল" এবং "(চৈঃ চঃ মঃ ১৫।৯০-৯৬)" হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্বটৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিতা-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১২ই মাঘ, ১৩৮৭ ; ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৮১ | ২৬শ সংখ্যা

শ্রীভাগবতধর্ম্ম-শিক্ষার্থিগণের কর্ত্তব্য

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত]

ভাগবতধর্ম্ম-শিক্ষার্থী সর্ব্বতোভাবে মনোবেগ দমন করিবেন। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে কৃষ্ণেতর বস্তুতে আসক্তি থাকে না। তখন সমভাবাপন্ন জনগণের সহিত মিত্রতা, নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পূজা এবং নিজাপেক্ষা ন্যূন ব্যক্তিগণের প্রতি ভগবৎসেবার উপদেশ করিলেই মন নিয়ন্ত্রীত হইবে। কায়মনোবাক্যের হস্তগ্রহণফলে শম-দমাদিভাব আপনা হইতেই উদিত হয়। দম-শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ; শম-শব্দের অর্থ—ভগবানে নিষ্ঠা-বুদ্ধি। ত্রিদণ্ডগণের এই দম শম ফলরূপে উদিত হয়। তাঁহারা ভাগবত-শাস্ত্রের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হন এবং ভাগবত-বিরোধী মতসমূহের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া নিন্দা করেন না। যাঁহাদের ভাগবতের প্রতি দৃঢ়-শ্রদ্ধা, তাঁহাদের ত্রিদণ্ডগ্রহণাধিকার অবশ্যম্ভাবী। বহির্জগতের কৃষ্ণেতর সেবোপযোগী বস্তু হইতে পৃথক্ বুদ্ধি ও সেবাবিমুখ মানসভাব সমূহের অনাদর—এই উভয় প্রকার শুচিই শ্রীভাগবতাশ্রিত জনগণের অবশ্যম্ভাবী। বহির্জগতের বস্তুগুলি ভগবদ্বিমুখ জীবের ভোগ্য ;—এই বিচার পরিহার করাই বাহ্য শুদ্ধি। ভগবদ্বিমুখ স্মার্ত্তগণের মৃজ্জলাদিশুদ্ধি গৌণভাবে শৌচের আদর্শ হইলেও মুখ্যভাবে ভগবৎসম্বন্ধ-রহিত বস্তুই অশুচির আকর। অহঙ্কারাবলম্বনে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি বিকৃতা ও বিরুদ্ধভাব পোষণ-বিচারেই অন্তরের অশুদ্ধি আবদ্ধ।

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥

অন্তঃশৌচসাধনই ভাগবতজীবনের নিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রতীতি।

ভগবদ্ভক্ত স্বধর্মে অবস্থিত হইয়া সেবানুকূল-বিষয়-গ্রহণ ও সেবাবিমুখ-পদার্থের সহিত সঙ্গত্যাগকেই 'তপস্যা' বলিয়া জানেন। নতুবা সেবা-বিমুখের তপস্যার কোন মূল্যই নাই।

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

—এই বিচার আলোচ্য।

আগমাপায়ী অনিত্যবস্তুগুলির গ্রহণ ও ত্যাগাদির পিপাসা ভাগবত জীবনের অন্তরায়। প্রাকৃত ক্ষোভের কারণ হইলেও ক্ষুব্ধ না হওয়াই তিতিক্ষার লক্ষণ। ধারণাদি কুতর্ক-শাস্ত্রে আদর, ঔপাধিক-ইন্দ্রিয় পরিচালনমুখে বহির্জগতের বস্তু-সমূহের ভোগ-গ্রহণ-কল্পে কর্মকাণ্ড-শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনএবং যথেচ্ছাচারিতার উপযোগী বাক্য-বিন্যাস ইত্যাদি ত্যাগই ভাগবত জীবনের মৌনের লক্ষণ। স্বরূপবোধের অভাবে প্রাকৃত দুঃখে অভিভূত হওয়া, ইন্দ্রিয়-তর্পণপর হইয়া প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করা, কৃষ্ণেতর বস্তুতে অনুরাগ প্রদর্শন, দ্বিতীয়াভিনিবেশের জন্য হরিবৈমুখ্য সাধন প্রভৃতি মুনি-বৃত্তির ব্যাঘাতকারক। শব্দের বিকল্পবৃত্তি বৃত্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্তনই—মৌনব্রতের প্রশস্তি-কারক। কৃষ্ণেতর কথা হইতে নিবৃত্ত হওয়া বা প্রজল্পাদি ব্যাপারে ঔদাসীন্যই মুনির লক্ষণ।

সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞানাত্মক বেদশাস্ত্রানুশীলনই—'স্বাধ্যায়' শব্দবাচ্য। শ্রৌতপথের অনুগমনে হরিসেবানুকূলে বেদানুগ শাস্ত্রাধ্যয়নই সর্ব্বথা বিহিত। শ্রৌত-গৃহ্যাদি-সূত্রবিশেষে প্রমত্ত হইয়া কর্মকাণ্ডের আবাহন স্বাধ্যায়নিরত জনগণকে একায়ন পদ্ধতি হইতে বিপথ-গামী করে। ঐকান্তিক সেবা-প্রবৃত্তি লাভের জন্য শব্দের বিকল্পবৃত্তি আশ্রয় করিয়া যে-সকল সাহিত্য ও আগম-নিগমাদির মন্ত্রোপদেশ কথিত হইয়াছে, তাহা অবহিতচিত্তে-শ্রবণ ও গ্রহণ করাই স্বাধ্যায়ের লক্ষণ।

ভগবদ্বিমুখ জীবের সরলতা বলিয়া কোন বৃত্তি থাকিতে পারে না; ভগবৎসেবানিষ্ঠে জনগণই সর্ব্বতোভাবে সহজ পথের পথিক। প্রাকৃত-সাহজিকগণ কাপট্যবশে ভগবানের সেবা করিতে অসমর্থ হয়। প্রাকৃত সাহজিকগণের ক্রূরবুদ্ধি ও ভগবৎসেবাবিমুখতা আর্জ্জব হইতে বহুদূরে অবস্থিত।

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্ব-শৃগাল-ভক্ষ্যে॥

ঔপাধিক অহংমমভাব-বিশিষ্ট জনগণের কাপট্যই অবলম্বন। সেই ছলনা আশ্রয় করিয়া জীবের বহির্মুখ-ধর্ম-কাম-মোক্ষ—এই চতুর্বর্গে রুচি উৎপন্ন হয়; উহাই ভক্তিলতা। আত্মধর্ম্মে সরলভাবে ভগবৎসেবাই বিহিতা। ব্রহ্মজ, স্বাধ্যায়নিরত জনগণ স্বীয় কর্তৃত্বের লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াই সেবানুকূল-বিচারে ব্রহ্মপথে অবস্থিত হইতে পারেন; নতুবা ক্রূরতাবশে অধমবৃত্তিজীবী হইয়া পতিত হন এবং হরিজন-বৈমুখ্য সংগ্রহ করেন।

বৈষ্ণবের আচার-বর্ণনে মোহিনসঙ্গের আদর নাই। ভগবদ্বিমুখ জনগণ দ্বৈত হওয়ায় ও প্রকৃতি-প্রসূত জগতের ভোগের জন্য ইন্দ্রিয়-তর্পণে প্রমত্ত হওয়ায় ব্রহ্মচর্য্যরহিত। স্বাধ্যায় ব্যতীত ভগবানে কায়মনোবাক্যবৃত্তি নিযুক্ত হইতে পারে না। ব্রহ্মে বিচরণকারী ব্যক্তিই ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন। প্রাকৃত সাহজিক প্রাপঞ্চিক ভোগ্য বস্তু-সমূহে ভোক্তার অভিমানে ব্যস্ত হইয়া বৈকৃত, রাজস, তামস অহঙ্কারে নিযুক্ত থাকে। সেই সময় পরিচ্ছিন্ন, সসীম, খণ্ড ও হেয় বস্তুসমূহের পূজন-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করায় তাহার ব্রহ্মচর্য্যের অভাব হয়। শ্রীকৃষ্ণ-সেবানুকূলে অখিল-ইন্দ্রিয়-নিয়োগই ব্রহ্মচর্য্যের উচ্চ লক্ষণ এবং কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ বিচার গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইলেই ব্রহ্মচর্য্যের সাফল্য; নতুবা কেবল পশুশালার জীবসমূহ ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ হইলে এবং রাজদণ্ডে দণ্ডিত কারাবাসিগণের ইন্দ্রিয়তর্পণে বঞ্চিত হওয়াকেই যদি ব্রহ্মচর্য্য বলা যায়, তাহা হইলে অব্রহ্মে বিচরণ বা অবৈদিক হইবার আর কি অবশিষ্ট থাকিল? অশ্রৌত-পন্থী বা তর্কপন্থী কখনই ভাগবত বা ব্রহ্মচারী হইতে পারেন না। গৃহব্রতী বৈষ্ণবগণ নৈষ্ঠিকচর্য্যায় মিতাচার পরিহার করেন না।

বিষ্ণুভক্তিনিরত জনগণই নির্মৎসর। বৌদ্ধ ও জৈন-নীতি যদিও অহিংসাদি-বিচারের দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবার রুচি প্রদর্শন করে, তথাপি উক্ত নীতিবাদিগণ আত্মঘাতী। তাঁহাদের অনাত্মবিচার প্রবল হওয়ায় তাঁহারা আধ্যক্ষিক বিচারবশে জড়জগতের ভোক্তৃত্বে আপনাদের চেষ্টা নিয়োগ

করেন। ঐরূপ অনাত্মবিদ্গণের আত্মঘাতন হিংসাই প্রকার-ভেদ জানিতে হইবে।

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

—এই কথা যাঁহারা বুঝিতে না পারিয়া অহিংসার কৃত্রিম ব্যাখ্যায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা আত্মঘাতী বর্জ্জিয়া হরিসেবা-তাৎপর্য্যকেই 'অহিংসা' বলিয়া জানিতে পারেন না। বর্ব্বর-গণই হিংসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভাগবতগণের অহিংসা-প্রবৃত্তিকে বহুমানন করিতে পারেন না। বালকোচিত অধৈর্য্য তাঁহাদিগকে ভক্তিবিদ্বেষী করাইয়া হিংসারাজ্যে চতুর্বর্গাভিলাষী করিয়া ফেলে। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই যে বেদপ্রতি-পাদ্য প্রয়োজনতত্ত্ব, ইহা তাঁহারা বুঝিতে না পারিয়া মৎসর-স্বভাব গ্রহণ করেন।

প্রপঞ্চে বিপরীত ধর্ম্ম বিপরীত-রুচিবিশিষ্ট জনগণকে বিভিন্ন আলানে আবদ্ধ করে। কেহ কোন ব্যাপারবিশেষকে নীতিপুষ্ট মনে করিয়া তদ্বিপরীত ব্যাপারকে 'দুর্নীতিক' প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। নিজ নিজ অপস্বার্থ-পোষণোদ্দেশে ত্রিবিধাবস্থাযুক্ত ভগবদ্বিমুখজনগণ নিজ নিজ কৃতকার্য্যকে নীতিপুষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। এই পরস্পর বিবদমান বিপরীত ভাবসমূহ যাহার হৃদয়কে উদ্বেলিত না করে, তিনিই 'সমতা' লাভ করেন।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

নির্ব্বিশেষবাদী গীতার এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ; কেন না, তাঁহাদের ভক্তিবৈমুখ্য ত্রিবিধাবস্থার-রজ্জু-দ্বারা তাঁহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া সদ্যো উপনীত হইতে দেয় না। বদ্ধমোক্ষবিৎ পণ্ডিতগণই 'সমদর্শী' বলিয়া কথিত। তাঁহারা প্রাপঞ্চিক উচ্চাবচ-ভাবসমূহের সহিত, বাস্তবসত্তা, যিনি প্রপঞ্চসৃষ্টির পূর্ব্বেই এবং পরেও অবস্থিত থাকেন, তাঁহার বস্তুগত ভেদ কল্পনা করিয়া তাৎকালিক বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত ভগবদ্ভাব জগতের ভাব-সমূহে আবদ্ধ থাকায়, সমতা হইতে, অপ্রাকৃত হইতে, অভেদ হইতে অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচাররূপ সমত্বাভাবরূপ ভাববিশিষ্ট। ইন্দ্রিয়তর্পণতে আধ্যক্ষিক অধোক্ষজ-সেবা-বিমুখ হইয়া বৈষম্যে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদের প্রতিকূল-ভাববিশিষ্ট হইলেই ভাগবত-জীবনের সমতা বুঝিতে পারা যায়। মৃত জগৎকে ভগবদ্বিমুখ মনের ইন্দ্রিয়ভোগ্য ব্যাপার সিদ্ধান্ত না করিয়া সকল বস্তুই ভগবৎসেবোপকরণ-যোগ্যতা আছে এবং অন্তর্যামিসূত্রে ভগবদ্ভক্ত তাঁহাদের নিকট হইতে তত্তৎ আধ্যক্ষিক সেবা গ্রহণ করেন—এইরূপ দর্শনকারী হইয়া নিজ ভোগের আরোপ না করিয়া ভাগবত-জীবন লাভ করা উচিত। ভগবান্ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং ভগবদ্বিরোধি-জ্ঞানে প্রাপঞ্চিক বিষয়ত্যাগী মায়াবাদী বিবর্ত্তের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেইরূপ বিচার শুদ্ধাদ্বৈত-বিচারে ভাগবত-জীবনের অনুকূল নহে। শুদ্ধাদ্বৈত-বিচার-পরায়ণ শ্রীমদানন্দতীর্থপাদ দৃশ্য-বস্তুতে যে ভেদের বিচার করেন, সেই ভেদ-দর্শনে ভগবদানন্দ-বাধের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। জীব-বিচারে কেবলাদ্বৈতবাদী যেরূপ স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়ভেদরহিত জীবব্রহ্মৈক্যবাদ স্বীকার বা দর্শন করেন, ভাগবতের দর্শনে তদ্রূপ দর্শন স্বীকৃত হয় না। চিদ্বর্ণবিশিষ্ট জীব অচিদ্বপুতে প্রতিষ্ঠিত নহেন, অথবা নির্ভেদব্রহ্মে বিমূঢ় নহেন। জীবের স্থূল-সূক্ষ্ম-উপাধিতে আনন্দের বাধা বর্ত্তমান। উহাকেই বৃহজ্ঞানে ভোগপরায়ণ জীব জগন্মিথ্যাত্ববাদ স্বীকার না করিলেও জগতে চিদানন্দের স্বীকার করেন না। যে-কালে তিনি ভগবদ্ভক্তাবের প্রাপঞ্চিক-অধিষ্ঠান-উপলব্ধিপূর্ব্বক আত্মোৎকর্ষ-সাধনে সমর্থ হন, তৎকালে জীবের আনন্দাভাব থাকে না; অথবা জগতের প্রতি ভোগ্য-বিচার প্রবল হয় না। মৃত জগৎ ও বিভ্রান্তাবাপন্ন জীব, উভয়েই স্বতঃই ভগবানের চিৎসেবোপকরণ-বিচারে অন্তর্যামিসূত্রে আশ্রয় পাইয়া,—এই প্রকার বৈষম্যা-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেই তাহার সর্ব্বত্রই নিজপ্রভুর সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়। অধয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনই একমাত্র আকর্ষণ-ধর্ম্মে কৈবল্য সংরক্ষণ করেন,—এই দিব্যজ্ঞানের উদয়ে জীবের কেবলা ভক্তিই আত্মবৃত্তি বলিয়া অসন্দিগ্ধ-উপলব্ধি ঘটে। মহাভাগবত—অনিকেত, অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে যে তাঁহার নিত্য-আবাসস্থলী নাই, এই কথা বুঝিতে পারেন। গৃহে, শরীরে ও ভূতাকাশে সর্ব্বত্র ভগবৎসম্বন্ধ দর্শন করিয়া তাঁহার নিত্য-আবাসস্থলী ভগবৎপাদপদ্ম-ভূমিতে নিহিত,—এই কথা বুঝিতে পারিলে সাত্ত্বিক বনবাস, রাজসিক গ্রাম-বাস ও তামস দ্যূতক্রীড়াসদনরূপ জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ-পরতার নিবাস স্থাপন না করিয়া তিনি অনিকেত হন। আশ্রিত-ভক্তাংশের অংশবিশেষরূপ স্বরূপোপলব্ধিতে যে ভেদজ্ঞান প্রবল রাখিয়া নিত্য-অবয়জ্ঞান বস্তুর অচিন্ত্যে শক্তিতে

অবস্থিত, তাহা মায়িকভেদবিচারে অচিন্ত্যভেদের ব্যাঘাত করে; তাদৃশোপলব্ধিভ্রান্তরাহিত্যই মুক্তিকেহয়। প্রলয়ে অবস্থান-কালে সকল বদ্ধই যে ভগবৎসদৃশ সংস্থিই,—এই বিচার প্রবল হইলেই জীবের অনাদ্যারোপের কারণ থাকে না। তিনি তখন শুদ্ধভাবে লক্ষ্যাবলেপে অত্ত ব্যস্ত না হইয়া লোকদৃষ্টি হইতে স্বদেহকে বেদনাদির দ্বারা আচ্ছাদন করেন এবং ভগবৎসঙ্গিগণের নিত্য-সঙ্গে বাস করিবার অভিপ্রায়ে মায়া-বাদী, কর্ম্মী ও যথেচ্ছাচারীর সঙ্গ বর্জ্জন করেন।

ছঃসঙ্গলাভেচ্ছাময়ীর অহংগ্রহোপাসক-দল অথবা প্রবৃত্ত ভোগাকাঙ্ক্ষি-সম্প্রদায় যেরূপ বিচার-প্রণালীতে ভাগবত অধ্যয়ন করেন এবং অন্যান্য সাত্বতশাস্ত্র গ্রহণ করেন, তাদৃশী প্রশংসা ও নিন্দা শুদ্ধভক্ত প্রয়োজনীয় বোধ করেন না।

"অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে"

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিজ-জন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জীবের দুঃখে কাতর হইয়া 'কল্যাণকল্পতরু'তে গান করিয়াছেন,—

ভাল মন্দ খাই যেবা পরি চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি এ দেহ ছাড়িব কোন দিন॥

আমি কে, কিজন্যই বা এই জগতে আসিয়াছি, নির্দ্দিষ্ট পরমায়ুর কএকটী দিন যে কেবলমাত্র আমার পুনঃ স্বরূপ-প্রাপ্তির বা পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সাধনকল্পেই আমাকে প্রদত্ত হইয়াছে, আমি যে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিত্য-সেবকানুসেবক, নিত্য-স্বভাবসিদ্ধ সেবায় অধিষ্ঠানই যে আমার একমাত্র সত্তা, ইহা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়া নানাপ্রকার আগন্তুক ঔপাধিক কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। কখনও কর্ম্মফল-বশতঃ উত্তম ভোগ, কখনও বা উহার অভাব অনুভব করিয়া নিত্য-বস্তুর সন্ধানে বিমুখ হইয়া নিশ্চিন্তভাবে জীবন যাপন করিতেছি। আমাকে যে এই জীবন ছাড়িয়া দিতেই হইবে, তৎপূর্ব্বেই যে আমাকে প্রস্তুত হইতে হইবে, এতদ্ব্যতীত নিস্তার নাই,—এ কথা একবারও চিন্তা করি না। মোহমত্ত হইয়া একটানা-জীবন সুখ-দুঃখের আবর্ত্তের মধ্যে চালিত করিতেছি —চিন্তাহীন ভাবের ঘূর্ণিপাকে নিজেকে ভাসাইয়া দিয়াছি। দিন যাইতেছে, রাত্রি আসিতেছে; আবার রাত্রি যাইতেছে, দিন আসিতেছে; কত-কত উষা, কত-কত নিশীথ, কত-কত বিপ্লবের জীবনস্রোতের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছে; শীত যাইতেছে, বসন্ত আসিতেছে; বসন্ত যাইতেছে, গ্রীষ্ম আসিতেছে; গ্রীষ্ম যাইতেছে, বর্ষা আসিতেছে; বর্ষা যাইতেছে, কিছু সময়ের জন্য শরতের প্রাকৃতিক শোভা জগৎকে আকুল করিতেছে; আবার হেমন্ত আসিয়া পড়িতেছে; তৎপরে আবার শীত, আবার বসন্ত, আবার গ্রীষ্ম! কত পূর্ণিমা, কত অমাবস্যা, কত রবিবার, কত সোমবার চলিয়া গেল; কত যুদ্ধ, কত বিপ্লব, কত বিদ্রোহ, কত বিপ্লব জীবনের মধ্যে পরিদৃষ্ট হইল; কতবারই না এক পথ দিয়া হাটিলাম, সেই পচাপুকুরের পার, সেই ভাঙ্গা দালান, সেই পুরাতন শিব-মন্দির, সেই পথ, মাঠ, ঘাট! তথাপি পুরাতন বলিয়া মনে হইল না! কত লোকের জন্ম, কত লোকের মৃত্যু; কত লোকের শৈশব, কত লোকের যৌবন, কত লোকের প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য দৃষ্টিগোচর হইল; কতবার আম্রকাননে মুকুল ধরিল, কুল গাছে কুল, খেজুর গাছে রস, তাল গাছে তাল হইল; কতবার প্রকৃতির চক্র চক্ষুর সম্মুখে আবর্ত্তন করিল; কতবার সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকার উদয় হইল, আবার অস্তাচলে চলিয়া গেল; নিজের দেহের মধ্যেই কত পরিবর্ত্তনের প্রবাহ লক্ষিত হইল; কোথায় সেই শৈশব; যখন স্বচ্ছন্দ ক্রীড়া করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বেড়াইতাম; তৎপরে আসিল পাঠ্যাবস্থা, তখন যুগপৎ পাঠের ক্লেশ ও আনন্দ; তৎপরে যৌবন ও বিপুল চাঞ্চল্য; তৎপরে প্রৌঢ়াবস্থা ও সংসারে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের প্রচেষ্টা, অর্থচিন্তা, পরিবার-পরিপালন, পুত্র-কন্যার শিক্ষা, বিবাহাদিদানের ভাবনা; তৎপরে ভাবী জরাবস্থার আগমনীর আভাস; দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল—বার্দ্ধক্য ও জরা; ইহার মধ্যে কতবার ভোজন, কতবার শয়ন করিলাম; কতবার উদরাময়

কাশি, সর্দ্দি, জ্বর, প্রহার, সময়ে সময়ে কত কঠিন ব্যাধিতে ভুগিলাম ; কত লোকের সেবা গ্রহণ করিলাম ; কত দৈব-দুর্ব্বিপাক ; কত গ্রহ-বৈগুণ্য সহ্য করিলাম ; কতবার ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষাদি দর্শন করিলাম ; কখনও কখনও বা রাজা-প্রজার দ্বন্দ্ব, বিপ্লোহ, অরাজকতা, অশান্তি, পীড়ন, অথবা তথা-কথিত শান্তি, শ্রীনন্দ-উৎসব দেখিতে পাইলাম ; কত অর্থ অর্জ্জন করিলাম, আবার তাহা ব্যয়িত হইয়া গেল ; কত বা সঞ্চয় করিয়া রাখিলাম, তাহাও বিনষ্ট হইয়া গেল ; কত বা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি ও রাখিতেছি, তাহারও স্থায়িত্বের স্থিরতা নাই, তজ্জন্য চিন্তার বিরতি নাই ; এই কএক বৎসরে কত সহস্র সহস্র মণ চাউল, ডাল, শাকসব্জী, দুগ্ধাদি ভোজন করিলাম ; কত সহস্র-সহস্র-গজ বস্ত্র পরিলাম, তাহা সবই বিনষ্ট হইয়া গেল ; কত লোকের সঙ্গে আলাপ হইল ; কত লোকই বা বন্ধুতা ও শত্রুতা করিল ; কত বন্ধু শত্রু হইয়া গেল ; কত শত্রু বন্ধুতা করিবার জন্য আবার অগ্রসর হইল ; যে মাতা-পিতার ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইলাম, যাঁহারা এক মুহূর্ত্তের জন্য আমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না, তাঁহারাই বা কে কোথায় গেলেন ; যৌবনে গৃহিণীর পাণি-গ্রহণ করিলাম ; কত পুত্র-কন্যাদি লাভ করিলাম, অথবা পুত্রাভাবে খেদযুক্ত থাকিলাম। গৌড়ে যৌবনের মত্ততা হ্রাস হইল বটে, কিন্তু আসক্তি কমিল না ; আসক্তি প্রবল-মাত্রায় থাকিতে থাকিতেই সেই প্রাণাধিকা ভার্য্যা কোথায় চলিয়া গেল বা চলিয়া যাইবে, তাহার ঠিক নাই ; পুত্র-কন্যার মধ্যে কতকগুলি অকালে ঝড়িয়া পড়িল ; কতকগুলি বিদ্রোহী হইল ; কতকগুলি বন্ধুর নামে শত্রু হইয়া দাঁড়াইল ; আসিয়াছিলাম একা, হইলাম অনেক ; আসিয়াছিলাম উলঙ্গ, নিঃস্ব, কিন্তু হইলাম অসংখ্য আবরণে আবৃত, কত দ্রব্যের দ্বারা বেষ্টিত ! যখন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম, তখন কি খাইব, কি পরিব, তজ্জন্য চিন্তা করি নাই ; তখন আমার জন্য কে বা কাহারা চিন্তা করিয়াছেন, অথবা কাহার অনুপ্রেরণায়ই বা অপরে চিন্তা করিয়াছেন ? কিন্তু এখন কি খাইব, কি পরিব, কিরূপে দেহ-সম্পর্কিত জনকে খাওয়াইব, পরাইব,—এই চিন্তায় সর্ব্বক্ষণ বিব্রত। এইরূপ অবস্থায় আমি আমার স্বরূপ, আমার স্বদেশ, আমার স্বকার্য্য, আমার স্ব-প্রয়োজন আমার স্ব-বান্ধব সকলকেই ভুলিয়া নিশ্চিন্তভাবে কেবল "ভাল মন্দ খাই, সেরি পরি চিন্তাহীন"—এইরূপ এক মোহের আবর্ত্তে ভাসিয়া যাইতেছি ; ভাসিতে ভাসিতে কতদূর চলিয়া আসিয়াছি, সে-বিষয়ে আমার একটুও চিন্তা নাই ! যাঁহারা আমার স্বরূপের চিন্তার উদয় করাইবেন, তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা নাই ; আবার তন্মধ্যে কালগতি, স্থানগতি ও পাত্রগতি এইরূপ হইয়াছে যে, ঐরূপ নিশ্চিন্তভাবে থাকিবার জন্য সমগ্র শক্তি নিয়োগ-করাই বর্ত্তমানের কালধর্ম্ম ও গৌরব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যিনি স্বরূপ, স্ব-বান্ধব ও স্বদেশের চিন্তায় যতটা অমনোযোগী থাকিয়া বিরূপ, বিজাতীয় বস্তু ও বিদেশের চিন্তায় যতটা অধ্যবসায় প্রদর্শন করিতে পারেন, তিনি ততটা কালোপযোগী বীর ! সেইরূপ বিরূপাত্মবোধ, বিদেশাত্মবোধ ও বিজাতীয় বস্তুতে আত্মবোধ যাহার যত অধিক হইবে, তিনি বর্ত্তমান যুগের পাত্রগণের নিকট তত অধিক সম্মানিত হইবেন,—ইহাই পাত্রগতি। এই পাত্রদের সঙ্গে থাকিলে বিরূপের মোহ-নিদ্রা আরও অধিক বর্দ্ধিত হয়। সকলেই বিরূপের নিদ্রায় বিভোর, কাজেই কেহ নিদ্রা-ভাঙ্গাইবার কথা বলেন না, বা বলিতে পারেন না। এখান-কার স্থানগতিও তদ্রূপ, জীবকে কেবল চাকিয়া রেখে, অবিকতর আবৃত করে, অথবা কলির ব্রহ্মাণ্ডে আবদ্ধ করিয়া থাকে। অণ্ডের মধ্যে ভাবী জন্ম-জন্মান্তরের বীজ সংরক্ষণ করে, বাসনা-কোষে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

কলিযুগের কালগতি, স্থানগতি ও পাত্রগতির এইরূপ শোচ্যতম অবস্থা-দর্শনে কৃপালু হইয়া কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর এই যুগে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া শ্রীগোলোকের প্রেমধন শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও তাঁহাদের বিতরণকারিরূপে শ্রীপঞ্চতত্ত্ব, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, শ্রীশালগ্রাম, শ্রীরূপানুগবর গৌড়ীয় গুরুবর্গরূপ পাত্র, তাঁহার আবির্ভাবতিথি শ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমা, শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী শ্রীঅদ্বৈত-সপ্তমী, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী, শ্রীএকাদশী, শ্রীরাসলীলা, শ্রীপুরুষোত্তম-মাস, শ্রীরাসোদ্বরমাস প্রভৃতি অপ্রাকৃত কাল এবং শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ, কীর্ত্তনীয়া শ্রীগোদ্রুমকানন, শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম, শ্রীমথুরা, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীশ্যামকুণ্ড, শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন, শ্রীমানসী গঙ্গা প্রভৃতি স্থান বা শ্রীধাম এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ করাইয়াছেন ও জীবের ঐরূপ আত্ম-চিন্তাহীন সর্ব্বভুলা জীবনের গতি পরিবর্ত্তন করিবার জন্য সকলকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন,—

কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৮।২৮)

—শ্রীশ্রীল গৌরসুন্দর মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত লীলা আবিষ্কার করিবার পূর্ব্বে সকলকে এই উপদেশটী প্রদান করিয়াছিলেন। এই জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, এখানে কিছুই নিত্যকাল একভাবে থাকিবে না,—

চঞ্চল জীবন, স্রোত প্রবাহিত,
কালের সাগরে যায়।
গেল যে দিবস, না আসিবে আর,
এবে কৃষ্ণ কি উপায়?
(কল্যাণকল্পতরু)

জীবের হৃদয়ে যখন এইরূপ চিন্তার উদয় হয়, তখনই তাঁহার নিশ্চিন্ত-নিরপরাধ ভাব হইতে মুক্তি-লাভের পথ উন্মুক্ত হয় জীব তখন শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিবার জন্য সাধুর নিকটে উপস্থিত হন। প্রকৃত সাধু শ্রীগৌরসুন্দরের সেই বাণী-পীযূষ নির্দ্বেদগ্রস্ত জীবের কর্ণে ঢালিয়া দেন—

"অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে।"

শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা অহর্নিশ হওয়া আবশ্যক। অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণকথা শুনিলে ও বলিলে শ্রীকৃষ্ণজনের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণধামে অহর্নিশ বাস করিলে শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা শ্রীকৃষ্ণাভিনিবেশ, শ্রীকৃষ্ণ-ধারণা, শ্রীকৃষ্ণ-ধ্যান, শ্রীকৃষ্ণ-প্রবাহানুবৃত্তি স্বাভাবিক হইয়া পড়ে; তখন ভোজন করিবার সময়ও শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা হয়; শয়নকালেও শ্রীকৃষ্ণচিন্তা হইতে থাকে; নিদ্রার মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা হয়; নিদ্রা হইতে জাগরণের মুহূর্ত্তেও স্বাভাবিক-ভাবে শ্রীকৃষ্ণধ্যান ও অভিনিবেশ চিত্তসাম্রাজ্যকে অধিকার করিয়া রাখে। ইহা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় হয়, কোন-প্রকার কৃত্রিম উপায়ে ইহা হইতে পারে না। শ্রীনিত্যানন্দ-চরণের শ্রীপাদপদ্মে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আর্ত্তি জানাইলে, শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের, শ্রীবৈষ্ণবের শ্রীনামবিগ্রহের অকপট সেবা করিলে শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা-লাভ হয়, তখন অহর্নিশই শ্রীকৃষ্ণচিন্তা ও শ্রীকৃষ্ণধ্যান হৃদয়ে জাগরূক থাকে ও জিহ্বাতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে থাকে। শ্রীনাম-বিগ্রহের সেবা করিতে করিতে অর্থাৎ শ্রীগৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের অকপট আচার-প্রচার-সেবা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে অভিনিবেশ হইবেই হইবে, শ্রীমদ্ভাগবতই ইহার প্রমাণ—

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥
(ভাঃ ১১।১৪।২৭)

সদা-বিষয়-চিন্তারত ব্যক্তির চিত্ত যেমন বিষয়েই নিমগ্ন হয়, সেইরূপ আমার ধ্যানাসক্ত চিত্তও আমাতে তন্ময় হইয়া যায়?

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্॥
(ভাঃ ১২।১২।৫৫)

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অমঙ্গল অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে। তাঁহার শ্রীচরণ-স্মরণে অন্তঃকরণশুদ্ধি—এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ত প্রেম-লক্ষণা ভক্তি লাভ হয়।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু এক চঞ্চল-চিত্ত ক্ষত্রবন্ধুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া আমাদের ন্যায় চঞ্চল-চিত্ত জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন, যাহারা অন্য কোন অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ নহে, তাহাদের পক্ষেও শ্রীগোবিন্দের নামকীর্ত্তন মঙ্গলপ্রদ—

উত্ক্ষিপ্তা প্রপদাভ্যাং প্রস্থিতেন পলায়তা।
গোবিন্দেতি সদা বাচ্যং ক্ষুত্তৃট্প্রস্খলনাদিষু॥
(ভক্তিসন্দর্ভ ২৬৩ অনুচ্ছেদ)

ভূমি উত্থান, নিদ্রা, প্রস্থান, ভাবি-পতন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যে ও ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও প্রস্খলনাদি যে-কোন অবস্থায় সর্ব্বদা 'গোবিন্দ' এই নামোচ্চারণ করিবে।

কলিহত ও সর্ব্ব-বিষয়ে অযোগ্য দেহ-দেহারামী জীবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তির অধিকারী করিবার জন্য শ্রীগৌরজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী শ্রীনামহট্টের আচার-প্রচার করিবার আদেশ করিয়াছেন। ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের "অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে"—এই বাণীর শিক্ষা বরণ বা শ্রীগৌর-মনোহভীষ্ট-সংস্থাপন। শ্রীনামহট্টের সেবা করিতে করিতে দেহাত্মবোধ ও দেহারামতা আনুষঙ্গিকভাবে বিনষ্ট হইবে, তজ্জন্য পৃথক্ তপস্যাদির অভ্যাস করিয়া দেহারামতা দূর করিবার চেষ্টা করিলে শ্রীকৃষ্ণ-ধ্যানের পরিবর্ত্তে দেহ-ধ্যান বা অন্যাভিলাষের ধ্যান আসিয়া পড়িবার

সম্ভাবনা। শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশ্যে ভোগ-ত্যাগ করিয়া ও শ্রীভক্তির অনুকূল পঞ্চাঙ্গযুক্ত গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা শ্রীনামহট্টের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে ও প্রতিমুহূর্ত্তে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা উপলব্ধি করিতে হইবে।

কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে, শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে,
সতত মজিয়া রব।
এ দেহের ক্রিয়া, অভ্যাসে করিব,
জীবন-যাপন লাগি'।
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে অনুকূল যাহা,
তা'তে হ'ব অনুরাগী।
ভকতিবিনোদ, এই আশা করি'
বসিয়া গোদ্রুম বনে।
প্রভু কৃপা লাগি', ব্যাকুল অন্তরে,
সদা কাঁদে সঙ্গোপনে।

শ্রীনামহট্টের সেবা তাড়াটিয়ার দ্বারা হয় না, ইহা শ্রীগুরুপাদ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। 'তাড়াটিয়া' অর্থে—যাহার সেবায় স্বাভাবিক রুচি হয় নাই, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার বিনিময়ে সেবার অভিনয় করে অর্থাৎ অন্যাভিলাষী বা বণিক্। শ্রীপদ্যাবলীতে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীল রায়রামানন্দ-প্রভুর দুইটী শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

নানোপচার-কৃত পূজনমার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেয়ৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্য-পেয়ে॥
কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥

(পদ্যাবলী ১১-১২শ অন্তর্গত রামানন্দরায়-কৃত-শ্লোক)

যেমত জঠরে যে-পর্য্যন্ত তীব্র ক্ষুধা-পিপাসা থাকে, ততক্ষণই ভক্ষ্য-পেয় বস্তু সকল সুখদায়ক হয়, সেইরূপ আর্ত্ত-বন্ধুর নানা উপচারে পূজা হইলেও তাহা প্রেমযুক্ত হইলেই ভক্তগণের হৃদয় আনন্দে প্লাবিত হয়।

কোটিজন্মকৃত সুকৃতি দ্বারা যাহা পাওয়া যায় না, অথচ লোভরূপ একটি মূল্য দিয়া যাহা পাওয়া যায়, এরূপ কৃষ্ণ-ভক্তিরসভাবিত মতি যাহা হইতেই পাও, ক্রয় করিয়া লেও।

শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীরূপানুগ-জনের ভজন-প্রণালী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখ-বিগলিত একটি শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রকৃত ভজনবিজ্ঞানবিৎ সুমেধোগণ এই জগতে বা নানা বিষয়ের মধ্যে অবস্থান-রূপ লীলা প্রকাশ করিয়াও অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও শ্রীকৃষ্ণধ্যান করিয়া থাকেন, তাঁহারা শয়নে, ভোজনে ও জাগরণে সর্ব্বক্ষণই শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিতে পরিপূর্ণ, তাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বক্ষণই শ্রীকৃষ্ণের সেবা-প্রাপ্তির জন্য হাহাকার করিতেছে, হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ অন্তর্দাহ লাগিয়া রহিয়াছে, তাঁহারা এক মুহূর্ত্তও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারেন না।

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥

(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্তি-শ্লোক—চৈঃ চঃ ম ২।২১১)

পরপুরুষানুরক্ত রমণী গৃহকর্ম্ম-সকলে ব্যস্ত থাকিয়াও অন্তঃকরণে নূতন সঙ্গরস আস্বাদন করিতে থাকে।

শ্রীগৌরসুন্দর কেবল শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তার কথা বলেন নাই, তিনি 'বসন্ত' শব্দের দ্বারা কীর্ত্তনমুখে যে চিন্তা বা স্মরণ, তাহাই বলিয়াছেন। শ্রীহরি-কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া যে 'চিন্তা' বা 'স্মরণ', তাহা বিষয়-চিন্তা বা নির্ব্বিশেষ ভাবনা। শ্রীনাম-প্রভু সবিশেষ-বিগ্রহ, তাঁহার কীর্ত্তনমুখে চিন্তা বা স্মরণই শ্রীগৌরসুন্দরের উপদিষ্ট পদ্ধতি।

নির্ব্বিশেষবাদিগণ অহল্যা বাইএর সম্বন্ধে একটি গল্পের উল্লেখ করিয়া কীর্ত্তন ব্যতীত স্মরণের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া থাকেন। সেই গল্পটী এই—অহল্যা বাইএর স্বামী তুকাজী-রাও হোলকার কখনও রাম-নাম নিতেন না; ইহাতে অহল্যা প্রাণে বড় কষ্ট পাইতেন। অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া তিনি স্বামীকে অনেক সময় রাম-নাম লইতে অনুরোধ করিতেন; কিন্তু তুকাজী সব সময়ই নিরুত্তর থাকিতেন। একদিন প্রাতে অহল্যা রাজধানীর সর্ব্বত্র আনন্দোৎসব করিবার আদেশ দিলেন। উৎসবের কারণ কেহই বুঝিতে পারিলেন না। সকলেই বলিতে লাগিলেন,—"রাণী মাইকা হুকুম্" অর্থাৎ রাণীমাতার আদেশ। স্বয়ং তুকাজীও ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া শেষে অহল্যার নিকট গিয়া এইরূপ অকস্মাৎ সার্ব্বজনীন আনন্দোৎসবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অহল্যা প্রথমে কিছুতেই তাহা প্রকাশ করিতে চাহিলেন না। কিন্তু রাজা নিতান্তই ব্যাকুল হইয়া পড়িতে-ছেন দেখিয়া অবশেষে বলিলেন যে,—"গত রাত্রিতে আমার বহুদিনের মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছে। আমি তোমাকে

রাম-নাম উচ্চারণ করিবার জন্য কত সাধ্য-সাধনা করিয়াছি, কিন্তু তুমি একদিনও সেই নামটী বল নাই। গত রাত্রিতে স্বপ্নের মধ্যে সেই নামটী উচ্চারণ করিয়া ফেলিয়াছ, এজন্য আমি আজ রাত্রে জাগরোৎসব করিতেছি।" ইহা শুনিবা-মাত্র রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"হায় হায়! আমি এতদিন যেই ধন হৃদয়ের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, সেই ধন আমার বাহির হইয়া গিয়াছে।"

নির্ব্বিশেষ-চিন্তাস্রোতে আসক্ত ব্যক্তিগণ এই গল্পটীর উল্লেখ করিয়া বলেন, শ্রীহরিনাম উচ্চারণ করা অপেক্ষা শ্রীহরিকে প্রাণের ভিতর লুকাইয়া রাখা ভাল। ইহার মূলে অপ্রাকৃত শ্রীনাম, শ্রীগুণ, শ্রীরূপ, শ্রীপরিকর ও শ্রীলীলার অনিত্যবুদ্ধিরূপ অপরাধ ও সম্ভোগবাদ লুক্কায়িত আছে। নির্ব্বিশেষ-চিন্তাপর সম্ভোগবাদিগণ তাহাদের তথাকথিত ইষ্টদেবের প্রতি নির্জ্জনে ভক্তি বা প্রীতির নামে তাহাকে কিরূপ সম্ভোগ করিতে চাহে, তাহা নিম্নলিখিত বাক্যসমূহ হইতে প্রমাণিত হইবে।

"মন, তুমি দেখ, আর আমি দেখি,
আর যেন কেও নাহি দেখে।"

"ইচ্ছা ক'রে তোমায় নিয়ে দিবানিশি থাকি।
গোপনে লুকিয়ে তোমায় প্রাণে পুরে রাখি॥"

—"সেই মোদের পুতুলের ন্যায় সুন্দর যে তোমার প্রিয়তম, তাঁহাকে লইয়া যেখানে জনমানব নাই, এমন কোন লুকান স্থানে সুখে বস এবং সেই খানে প্রাণের সাধ মিটাইয়া তাঁহার নিকট হইতে নব নব চুম্বন গ্রহণ করিতে থাক।"

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কলিযুগের জীবের প্রতি অযাচিত কৃপা করিয়া ঐ সকল সম্ভোগবাদ-নিরাসের জন্য "বলহ বদনে" বা "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" উপদেশটী করিয়াছেন। কীর্ত্তনে সম্ভোগবাদ নাই, তথায় বিরহের মর্ম্মবাণী রহিয়াছে। শ্রীআশ্রয়বিগ্রহ-সমন্বিত শ্রীবিষয়বিগ্রহকে মুক্ত-স্বরে আহ্বান-মুখে যে সার্ব্বকালিক স্মরণ, তাহাই জীবের পক্ষে কল্যাণকর। শ্রবণ-কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া নবধা ভক্তির কোনটিই মঙ্গলপ্রদ হয় না। নবধা ভক্তির অন্তরঙ্গ অন্যান্য ভক্তির মধ্যে শ্রবণ ও কীর্ত্তন অনুস্যূত। কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া অর্চ্চন কখনও সুষ্ঠু হয় না, তাহা কর্ম্মকাণ্ডে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। শ্রীশ্রীল গৌরসুন্দর শ্রীপঞ্চরাত্র ও শ্রীভাগবতের সমন্বয় করিয়াছেন। শ্রীভাগবতধর্ম্মে সংকীর্ত্তনেরই প্রাধান্য।

জীবের ধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম

[শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজের বক্তৃতার মর্ম্ম ; স্থান—দুর্গাবাড়ী, ময়মনসিংহ ; কাল—১৪।১১।৪০ ইং রবিবার, সন্ধ্যা]

সুধীবৃন্দ সমবেত সজ্জন-মণ্ডলী ও স্নেহময়ী মাতৃমণ্ডলি! আমি আপনাদিগকে যথাযোগ্য বন্দনা করি। আমি আপনাদিগের নিকট যে-সকল কথা কীর্ত্তন করিব, তাহাতে আমার নিজের কোন কৃতিত্ব নাই। আমি শ্রীগুরুদেবের যন্ত্রের একটি যন্ত্র-মাত্র। তিনি আমাকে যেরূপ ভাবে নাচান, সেরূপভাবে আমি নাচি। বেহালার রাগ-রাগিণী উত্তম হইলে তজ্জন্য বেহালা প্রশংসার পাত্র নয়। যে ওস্তাদ ইচ্ছামত সেতার বা বেহালার ঘুটি কসিয়া দেয়, তাহাতে ছড়িদারও আঘাত করে, মনের ইচ্ছামত রাগরাগিণী ফলায়, তাহারই কৃতিত্ব। সুতরাং হরিকীর্ত্তন-শ্রবণদ্বারা আমার পরম পূজনীয় মহীয়ান্ শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি আকৃষ্ট হউন—ইহাই প্রার্থনা।

অধোক্ষজ-রাজ্য বৈকুণ্ঠ বা অপ্রাকৃত শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনের কথা জানিতে হইলে কর্ণই একমাত্র উপায় অর্থাৎ শ্রৌতপথই একমাত্র পথ। যেমন এ জগতে যে-ব্যক্তি নিজে লণ্ডনে গিয়াছে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে লণ্ডনের কথা বলিতে পারে; তদ্রূপ যিনি বৈকুণ্ঠে আছেন, তিনিই বৈকুণ্ঠের কথা বলিতে পারেন। সুতরাং জগতের লোক কেবল জগতের কথাই বলিতে পারে, বৈকুণ্ঠের কথা বলিতে পারে না। যত বড়ই হউন-না-কেন, তিনি প্রকৃতত্ত্ববেত্তা

হইতে পারেন না। কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন বা তাঁহার প্রকাশ-বিগ্রহ। শ্রীমন্মহাপ্রভু গুরুর লক্ষণ বলিতে গিয়া বলিলেন,—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয়॥

আচার্য্য বা জগদ্গুরু যে-কোন দেশ, কাল, পাত্র বা কুলে আবির্ভূত হউন-না-কেন, তিনিই কৃষ্ণতত্ত্ব বলিতে পারেন। যিনি পুরুষোত্তমকে জানেন, একমাত্র তিনিই পুরুষোত্তমের কথা বলিতে পারেন।

শ্রীগৌরসুন্দর কলিযুগ-পাবনাবতারী। তিনি একমাত্র শ্রীহরি-কীর্ত্তনদ্বারাই কলির প্রভাব ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। আপনারা শ্রীমদ্ভাগবতে পড়িয়াছেন,—পরীক্ষিৎ মহারাজ কলিকে নিগ্রহকরিয়াছিলেন। কলি শূদ্ররাজের বেশ ধারণ করিয়া বৃষরূপী ধর্ম্ম ও গাভীরূপা ধরিত্রীকে উৎপীড়ন করিতেছিল। পরীক্ষিৎ কলির ঐরূপ আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কলিকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। কলি নিরুপায় হইয়া পরীক্ষিৎ মহারাজের শরণাগত হইলে তিনি তাহাকে প্রাণে বধ করিলেন না, তবে তাঁহার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে বলিলেন। সর্ব্বত্র পরীক্ষিৎ মহারাজের রাজ্য দেখিয়া কলি পরীক্ষিৎ মহারাজেরই নিকট স্থান ভিক্ষা করিল। পরীক্ষিৎ মহারাজ কলিকে পাঁচটি স্থান দিলেন—দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা ও জাতরূপ বা কনক।

সত্যযুগে ধর্ম্মের চারিটি পাদ—শৌচ, তপঃ, দয়া ও সত্য পূর্ণভাবে ছিল। ত্রেতায় বস্তুবশতঃ শৌচরূপ পাদ নষ্ট হইলে তপস্যা, দয়া ও সত্যরূপ ত্রিপাদ অবশিষ্ট রহিল। দ্বাপরে ব্যভিচারদ্বারা শৌচ ও তপস্যা নষ্ট হইলে দয়া ও সত্য-ধর্ম্ম অবশিষ্ট রহিল। আর কলিতে জীবহিংসা ও মারকত্রব্য-সেবনের দ্বারা শৌচ, তপস্যা ও দয়া নষ্ট হইলে একমাত্র সত্যই অবশিষ্ট রহিল।

কলিতে জীবের প্রতি দয়া নাই—কেবল অপস্বার্থপরতা লইয়া মানবগণ পশুভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা মহামায়াকে জগদম্বা বা জগজ্জননী বলিয়া থাকি; কিন্তু তাঁহার নিকটে তাঁহার সন্তানকে—অসহায় ছাগ-মেষাদিকে বলি দিতে কুণ্ঠিত হই না। আমাদের নিজেদের সন্তানের প্রতি যদি কেহ ঐরূপ অত্যাচার করিত, তবে কি আমরা স্থির থাকিতাম? তবে কেন লক্ষ-লক্ষ জীবহত্যা হয়? আজকাল ধর্ম্মের নামে যে পাপ, ব্যভিচার ও দুষ্কার্য্য চলিয়াছে, তাহাও জীবহিংসা। লোককে সত্য হইতে বঞ্চিত করার ন্যায় জীবহিংসা আর নাই। কলির প্রাবল্যে পশুভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ কেবল জীবজন্তুর প্রতি হিংসা করিয়া ক্ষান্ত নহে, তাহারা সাধু-গুরুর প্রতি বিদ্বেষের অভিনয় করিয়া থাকে। জগাই-মাধাই, শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর প্রতি এবং যবনগণ ঠাকুর শ্রীহরিদাসের প্রতি নির্য্যাতন করিয়াছিল। পূর্ব্বে প্রহ্লাদ মহারাজ এবং পঞ্চপাণ্ডব কিরূপ ভাবেই-বা নির্য্যাতিত হইয়াছেন! ইহারা সকলেই আমাদের গুরুবর্গ; আমরা তাঁহাদের অনুসরণ করিব, আমরা শ্রীনাম-প্রভুর সেবার জন্য সকল সহ্য করিব। আমরা জানি, Truth is always persecuted—সত্য সকল সময়ই নির্য্যাতিত হয়। আমরা জানি—হরিকথা-কীর্ত্তনকারীর ন্যায় দয়ালু আর কেহই নাই। তিনি জীবের দুঃখে দুঃখী হইয়া নির্য্যাতিত, লাঞ্ছিত হইয়াও জীবের দ্বারে-দ্বারে হরিনাম বিতরণ করেন। আমরা ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়া আমাদের নিত্য-সেবিতপ্রদ বৈকুণ্ঠ হইতে এই ত্রিতাপ-পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে Transported (নির্ব্বাসিত) হইয়াছি। জগন্নাটকরূপ আন্দামানদ্বীপে সেবিত অপরাধী আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য মহাপুরুষগণ কৃপা-পূর্ব্বক আগমন করেন। তাঁহারা আমাদিগকে অপ্রাকৃত রাজ্যের কথা শুনাইয়া আমাদিগকে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠরাজ্যে লইয়া যান। সেই নিত্যধামে গমন করিলে জীবের আর পতন নাই। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম"।

আমরা এ জগতে আসিবার কালে সঙ্গে কিছু লইয়া আসি নাই এবং সঙ্গেও কিছু লইয়া যাইব না। যাঁহারা বুদ্ধিমান্ ও বুদ্ধিমতী, তাঁহারা সংসারে আসক্ত না হইয়া একমাত্র শ্রীহরিনামকে সম্বল করেন। যিনি শুদ্ধভাবে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিবেন, একমাত্র তাঁহারই ইহকাল ও পরকালে গতি হইবে। শ্রীহরিনাম-গ্রহণকারীর আত্মা ও পরমাত্মার সহিত নিত্যযোগ সাধিত হয়। আপনারা আমার পরমাত্মীয়, যেহেতু পরমাত্মা আমাদের সকলেরই নিত্য পিতা। আপনাদের নিকট সেই পরমাত্মার কথা—পরম সত্যের কথা বলিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। আমরা বন্ধু বা পতি-পত্নীকে পরমাত্মীয় বলি; কিন্তু আমরা পরমাত্মার সন্ধান করি

কৈ ? অনিত্য বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করি বলিয়া, সংযোগে সুখ ও বিয়োগে দুঃখ পাইয়া থাকে।

কলিযুগে শ্রীহরিনাম ব্যতীত অন্য ধর্ম নাই—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

মৌন হইলে হরিভজন হয় না। এই আমাদের জিহ্বাই বিষ ও অমৃত উদ্গীরণ করে। যাহাদের জিহ্বা অসংযত, তাহারা সর্ব্বদাই কলহ ও সংঘর্ষ সৃষ্টি করিয়া থাকে। আবার যাহারা মধুর ভাষী ও সংযতবাক্, তাহারা জগতে, প্রীতি ও আনন্দ সঞ্চার করে। জিহ্বার দ্বারা নামকীর্ত্তন করিলে জগদ্ধাসী অমৃত লাভ করে; আর জিহ্বার দ্বারা গ্রাম্যকথা, প্রলাপ বা নামাপরাধ কীর্ত্তন করিলে জগদ্ধাসী অনর্থ-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া বিনষ্ট হয়। শ্রীহরিকথাই অমৃত; আর ইতর কথাই বিষ। যাঁহারা জিহ্বাকে জয় করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই জিতেন্দ্রিয়।

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্।
ন জয়েদ্রসনং যাবজ্জিতং সর্ব্বং জিতে রসে॥
(ভাঃ ১১।৮।২১)

শব্দই প্রাণ, শব্দহীন ব্যক্তি মৃত। রসনার দুইটি কার্য্য—কথা বলা ও রস আস্বাদন করা। শ্রীমন্মহাপ্রভু জিহ্বার জন্য দুইটি বস্তু ব্যবস্থা করিয়াছেন—জিহ্বার দ্বারা হরিনাম-কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-আস্বাদন; সুতরাং রসনা জিত হইলে উদরের বেগ দমন ও উদরের বেগ জিত হইলে উপস্থের বেগ জিত হয়। ঔষধ ও পথ্য যুগপৎ গ্রহণ না করিলে কিছুতেই অসুখ সারে না। সদ্বৈদ্য কখনই রোগীকে কুপথ্য দেন না। আমাদের ভবরোগের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু দুইটি বস্তুর ব্যবস্থা করিয়াছেন, ঔষধ—শ্রীহরিনাম ও পথ্য—শ্রীমহাপ্রসাদ। যাহারা শ্রীভগবান্‌কে নৈবেদ্য নিবেদন করে না, তাহারা চোর। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণম্॥

যাহারা ভগবদুচ্ছিষ্ট গ্রহণ করে না, তাহারা পাপভোজনকারী বলিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন,—

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥

অর্থাৎ যাঁহারা যজ্ঞাবশেষ বা ভগবদুচ্ছিষ্ট ভোজন করেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হন। আর যে-সকল পাপী ব্যক্তি স্বীয় উদরোদর-পূরণের জন্য রন্ধন করে, তাহারা পাপই ভক্ষণ করিয়া থাকে।

এই জগতের মালিক শ্রীজগন্নাথ; সুতরাং তাঁহাকে নিবেদন না করিয়া ভোজন করিলে পাপতস্করূপ চৌর্য্যাপরাধ হয়। আমরা কেন চোর হইব ?

বর্ত্তমান যুগে আমরা কিরূপে কলির স্থান-পঞ্চকে প্রবৃত্ত আছি এবং কলির দ্বারা উপদ্রুত হইতেছি, তাহা মনোযোগের সহিত শুনিতে হইবে। দ্যূতক্রীড়া প্রবঞ্চনাময় ক্রীড়া, যেমন—ঘোড়দৌড়, লটারি, 'স্পেকুলেশন' প্রভৃতিতে লোকের কিরূপ সর্ব্বনাশ হইতেছে। পান-মাদকতা দ্বারা মানুষের কিরূপ চিত্তবিভ্রম ও পশুবৃত্তি বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাও প্রত্যক্ষের বিষয়। হে মানব! যদি নেশা করিতে হয়, তবে শ্রীহরিনামের নেশা কর-না কেন ? বর্ত্তমান যুগে কি গৃহস্থ, কি উদাসীন—অধিকাংশ লোকই স্ত্রৈণভাব ও অবৈধ যোষিৎসঙ্গ দ্বারা অধঃপতিত হইতেছে। যাহারা আনুষঙ্গিকভাবে সংসার-বিস্তার-কার্য্যে ব্যস্ত আছে, তাহারা অসুর-সংসার বিস্তার করিতেছে। শাস্ত্র বলেন,—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তো ভবেদ্দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥

বর্ত্তমান যুগে পাশবিক প্রবৃত্তির উত্তেজনাই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। তৎফলে গৃহমেধীরা আর দেব-সৃষ্টির সহায়তা না করিয়া অসুর-সমাজ সৃষ্টি করিতেছে। গার্হস্থ্যাশ্রম অপর তিন আশ্রমকে রক্ষা করিয়া থাকে। গৃহস্থের নিকট ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীকে আসিতে হয়। মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা ঋষিগণ পবিত্র গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু কলির প্রাবল্যবশতঃ সেই গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পশুধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমানে তাণ্ডবগণের প্রগতি ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে। তাহারা ভীষণ নাস্তিকতা ও বাভিচার-স্রোতে জীবন-তরণী ভাসাইয়া দিয়াছে। আমি চারি বৎসর পূর্ব্বে যখন পাশ্চাত্যদেশে ছিলাম, তখন তথাকার নাস্তিকতা, বাস্তিকতা ও পাশব-প্রবৃত্তি দেখিয়া বলিয়াছিলাম—বর্ত্তমান পাশ্চাত্য-সভ্যতার ধ্বংসই অনিবার্য্য ফল। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্যে যে মহা-মহাযুদ্ধ চলিতেছে—যে ধ্বংস-কার্য্য চলিতেছে—যে হাহাকার আর্ত্তনাদ উঠিতেছে—যে

অশান্তির দাবানল চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতেছে, তাহা অদূর ভবিষ্যতে যে আমাদের এই প্রাচ্য ভূমিকে আক্রমণ করিবে না, তাহার কি নিশ্চয়তা আছে? পাশ্চাত্যের অনুকরণে সনাতন ধর্ম্মের স্থান ভারতবর্ষেও কি বৃদ্ধ, কি তরুণ—সকলের মধ্যে যে পাপ-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহারও অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ধ্বংস। সুতরাং যাহারা হরিবিমুখ ও প্রত্যক্ষবাদী হইয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণের দিকে ধাবিত হইতেছে, তাহারা মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করিতেছে।

মৎসরতাই জীবহিংসার মূল কারণ। অন্যের উপর প্রভুত্ব করাই সেই মৎসরতার একটি ধর্ম্ম। কেবল নিজের সুখ-কামনা স্বার্থপরতা। আত্মীয় ও আত্মীয়তে, এমন কি, স্বামী ও স্ত্রীতে হিংসা চলিতেছে; কারণ, কেহই কাহারও নিত্য-মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করে না। শ্রীনারায়ণের উপাসনাই বর্ণ ও আশ্রমের মূল কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ব্যভিচার চলিতেছে। কিন্তু শ্রীনারায়ণ-সেবাই সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম ও বিধির মূল।

নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাধ্বরাঃ।
নারায়ণপরা মুক্তির্নারায়ণপরা গতিঃ॥

* * *

সকল জীবকে হরিকথা শ্রবণ করাইয়া দয়া করিতে হইবে। নিজে সনাতনধর্ম্ম পালন করিয়া সকলকে তাহা শিক্ষা দিতে হইবে। ভগবদ্বিমুখ বিষয়িগণ হরিকথায় বিমুখ; তাহারা আত্মমঙ্গল-বরণে অমনোযোগী। তাহা-দিগকে নিত্যমঙ্গলের কথা জানাইতে হইবে। গীতা বলিয়াছেন,—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

কলিস্নান যে কনক, তজ্জন্যই জগতে এত যুদ্ধ-বিগ্রহ। অর্থ পরমার্থের নিমিত্ত যুক্ত না হইলে অনর্থেরই সৃষ্টি করে। আবার, অর্থ পরমার্থের সেবায় নিয়োগ করিলে, অর্থই পরমার্থ হয়। অর্থকে অনর্থ বলে, যেহেতু উহার উপার্জ্জন, ব্যয় ও রক্ষণে—সর্ব্বক্ষণই কষ্ট।

প্রত্যেক জীবেরই একটি অমূল্য রত্ন আছে, তাহা আত্মা বা চেতন। সেই চেতন বা আত্মা পরমাত্মার অংশ; পরমাত্মাই উহার মালিক। সুতরাং পরমাত্মার বস্তু পর-মাত্মাকে অর্পণ করাই কর্ত্তব্য। শ্রীসৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম কায়মনোবাক্যে আশ্রয় করিলে প্রেমধন লাভ হইবে। অকিঞ্চনই শ্রীভগবান্‌কে ডাকিতে পারেন। যাহারা প্রাকৃত ধন-জন-মদে মত্ত, তাহারা শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ করিতে পারে না। শ্রীকুন্তীদেবী বলিয়াছিলেন,—

ভগৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥

শ্রীনামাশ্রিতের প্রতি যতই অত্যাচার হউক না-কেন, কেহই তাঁহাকে কিছুতেই নষ্ট করিতে পারে না। শ্রীপ্রহ্লাদকে কিছুতেই হিংসাকর্ষিপু বিনষ্ট করিতে পারে নাই; অধিকন্তু তাহাতে শ্রীপ্রহ্লাদের মাহাত্ম্যই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তের কখনই বিনাশ নাই। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়া-ছেন,—"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"। সর্ব্বস্ব-সমর্পণকারী বলি মহারাজ শুক্রাচার্য্যের কুপরামর্শ শ্রবণ করেন নাই। শ্রীবলি মহারাজ শ্রীবামনদেবকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছিলেন। শ্রীবামনদেবের দুই পদ দ্বারা যখন স্বর্গ ও মর্ত্ত্য পরিব্যাপ্ত হইল, তখন শ্রীবলি মহারাজ সহধর্ম্মিণী ভক্তিমতী শ্রীবিন্ধ্যাবলীর ইঙ্গিতে শ্রীবিষ্ণুর তৃতীয় পদ স্থাপনের জন্য স্বীয় মস্তক প্রদান করিলেন। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, পাদসেবনাদি নবধা ভক্তির নয়জন আচার্য্য জগতে শুদ্ধভক্তি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

শ্রীহরিনামই ত্রিকালসত্য নিত্যধন। যিনি শুদ্ধ হরিনাম করেন, তিনি কখনও কলিপক্ষের প্রশ্রয় দেন না। শুদ্ধ প্রেমধর্ম্মে বিন্দুমাত্রও কাম থাকিতে পারে না। দেখুন, যেখানে আলো, সেখানে অন্ধকার নাই। সতী কখনও অসতী বেশ্যার সহিত বন্ধুত্ব করে না। শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনকারী নামাপরাধকারী অসাধুগণকে ধরাইয়া দেন। সত্য ও অসত্যে কখনও Compromise হয় না। সত্য ত্রিকালেই সত্য। সত্য কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। "যত মত, তত পথ"—ইহা কখনও সত্য কথা নয়।

যাহাদের চিত্ত শুদ্ধ নয়—যাহাদের কর্ণে দীর্ঘকাল-যাবৎ বিষয়-কথা জমাট বাঁধিয়া আছে, তাহারা সেই সকল বিষয়-কথায় আসক্তি দূর ও চিত্তের নির্ম্মলতা লাভ না করা পর্য্যন্ত শুদ্ধ শ্রীহরিকথা ও শ্রীহরিনাম শুনিতেই পায় না। কোন কলসী যদি অপবিত্র বিষ্ঠার জলে পরিপূর্ণ থাকে, তবে সেই কলসীতে গঙ্গার জল প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিলে তাহাতে কিছুতেই

সমাধি-জল প্রবেশ করিবে না। শ্রীহরিকথারূপ গঙ্গাজল সাধু-মুখরূপ হইতে নিঃসৃত হইয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে পবিত্র করে। কিন্তু যাহার হৃদয় বিষয়রূপ বিষার জলে পরিপূর্ণ, তাহার হৃদয়ে সময় সময় শ্রীহরিনাম প্রবেশ করে না। শুশ্রূষু অর্থাৎ সেবোন্মুখ বা শ্রবণোন্মুখ হইয়া শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিলে শ্রীহরিকথারূপী শ্রীগুরু তাহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার সকল অনর্থ দূরীভূত করেন,—

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥
(ভাঃ ২।৮।৪)

যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গল কথা শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, শ্রীভগবান্ অতি শীঘ্রই স্বয়ং তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন।

পরিষ্টঃ কর্দমেনেব স্বানাং ভাব-সরোরুহম্।
যুনক্তি সমরৎ কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা পয়ঃ ॥

অর্থাৎ শরৎকালের আগমনে জলাশয়ের জলরাশি যেমন সহজেই নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শ্রীগুরুকথাও সেবোন্মুখ নরনারীগণের মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া তাঁহার ভাব-সমূহের অধিষ্ঠানস্বরূপ হৃৎপদ্মকে বিকশিত করেন।

লক্ষ বৎসরের অন্ধকার এক মুহূর্ত্তের আলোকে দূর হইয়া যায়। সদ্গুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া দিব্যজ্ঞান লাভ-মাত্র জীবের জন্মজন্মান্তরের অজ্ঞান-অন্ধকার-রাশি মুহূর্ত্তে দূরীভূত হয়। দেখুন, এই ঘরে switch off করা মাত্র সব অন্ধকার হইয়া গেল; আর on করা মাত্র সর্ব্বত্র আলো প্রসারিত হইল। তদ্দ্বারা আমরা নিজের স্বরূপ, অপরের স্বরূপ এবং জগতের স্বরূপ দেখিতেছি। তদ্রূপ দিব্য-জ্ঞানালোক লাভ করিলে আমরা স্ব-স্বরূপ, পর-স্বরূপ, ভগবৎ-স্বরূপ ও মায়ার স্বরূপ দেখিতে পাই। শ্রীহরির কথাই শ্রীহরির সম্বন্ধজ্ঞান প্রদান করে। সুতরাং শ্রীহরিকথা ব্যতীত আমাদের আর উপায় নাই। শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজ সাতদিন-মাত্র হরিকথা শ্রবণ করিয়া ভগবৎপাদপদ্ম লাভ করিয়াছিলেন। সুকৃতিসম্পন্ন শুশ্রূষুগণ ভগবৎকথা শ্রবণ-করামাত্র ভগবান্‌কে হৃদয়ে আবদ্ধ করেন। "সদ্যো হৃদ্যৈরুক্তেন কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ।" শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তনে আমার ব্যক্তিগত কোন যোগ্যতা বা কৃতিত্ব নাই। আমি শ্রীগুরু-পাদপদ্মের বাণীর পিঞ্জন-মাত্র। আপনারা কৃপা করিয়া প্রত্যহ কিছু কিছু সময় দিলে আমি শ্রীগুরুদেবের সেবা করিতে পারি।

যুক্তবৈরাগ্য

শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু যুক্তবৈরাগ্যের এই সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
(ভঃ রঃ সিঃ—পূঃ বিঃ, ২য়ঃ ১২৫ শ্লোক)

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু 'দুর্গমসঙ্গমনী'-টীকায় যুক্তবৈরাগ্যের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"ভক্তিপ্রবেশ-যোগ্যমেব বৈরাগ্যং বদন্নাহ—অনাসক্তস্যেতি। অনাসক্তস্য সতঃ যথার্হং স্বভক্ত্যুপযুক্তমাত্রং যথা স্যাত্তথা যস্য বিষয়ানুপযুঞ্জতো ভুঞ্জানস্য পুরুষস্য যদ্বৈরাগ্যং তদ্যুক্তমুচ্যতে। কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধঃ স্যাদিত্যর্থঃ।

অর্থাৎ অনাসক্তজনের ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তিপ্রবেশযোগ্য বৈরাগ্যের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। সাধকের স্বভক্তি নির্ব্বাহের উপযুক্ত-মাত্র বিষয়-গ্রহণে যে বৈরাগ্য, তাহাই 'যুক্তবৈরাগ্য'-নামে কথিত। তাহা কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তির যাহাতে বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ অভিনিবেশ ও প্রযত্ন-সহকারে কৃত।

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ উক্ত শ্লোকের এইরূপ পদ্যানুবাদ করিয়াছেন,—

যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ,
অনাসক্ত সেই, কি আর কহব।

আসক্তি-রহিত,　　সম্বন্ধ-সহিত,
বিষয়সমূহ সকলই মাধব।
সে যুক্ত-বৈরাগ্য,　　তাহা ত' সৌভাগ্য,
তাহাই অভ্যাসে হরির বৈভব।

যেখানে স্বভক্তি-নির্ব্বাহোপযোগী অনুকূল বিষয় গ্রহণ, তথায় কোন অনর্থ-পীড়া নাই। তাহাতে কৃষ্ণে সম্বন্ধ-জ্ঞানে ও বিষয়ে অনাসক্তি হইয়াছে; তথায় সমস্ত বস্তুই শ্রীমাধবের উচ্ছিষ্ট-জ্ঞানে গৃহীত হয়,—ইহাই যুক্তবৈরাগ্য। ইহার ন্যায় সৌভাগ্য আর কিছুই নাই। যুক্তবৈরাগী জগতে শ্রীহরির অপ্রাকৃত বৈভব লক্ষ্য করিতে পারেন; মায়াবাদীর ন্যায় ভক্তির অনুকূল-বিষয়কে প্রাপঞ্চিক বা মিথ্যা জ্ঞান করেন না। যুক্তবৈরাগীই যথার্থ শুদ্ধভক্ত; আর বিষয়-মুমুক্ষু অর্থাৎ অত্যন্ত বিষয়-বৈরাগী ও অত্যন্ত ভোগী—উভয়েই অবৈষ্ণব।

সেই অনাসক্ত,　　সেই শুদ্ধভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব।
বিষয়-মুমুক্ষু,　　ভোগের বুভুক্ষু,
দু'য়ে ত্যজ মন, দুই অবৈষ্ণব॥

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"'যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার কর'। এই আজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয়-প্রীতির জন্য বিষয় গ্রহণ করা উচিত নয়, কেবল আত্মার কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-স্থাপনের জন্য যতটা বিষয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা কর।"

—শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১।৭

"ভক্তিমিশ্রিত সম্বন্ধ-জ্ঞান ও ইতর-বৈরাগ্য স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে-স্থলে উহারা উৎপন্ন হয় না, সেস্থলে ভক্তির স্বভাব; সুতরাং তাহাকে 'কপটভক্তি' বলিতে হইবে। **বৈরাগ্যে—আত্মার তুষ্টি, সম্বন্ধজ্ঞানে—আত্মার পুষ্টি এবং ভক্তি-ক্রিয়ায়—কৃষ্ণবৃত্তি।**"

—শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা ১৪।১১৭

"কৃষ্ণসেবা-সম্বন্ধে দেহকে সিদ্ধির অনুকূল জানিয়া আদর করেন। দেহ-বিনা কৃষ্ণভজন হয় না, অতএব ভজনানুকূল দেহের সংরক্ষণে বিশেষ আদর করিয়াও ভজন-প্রতিকূল সমস্ত দেহ-গেহাদিকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। এই প্রকার ভাবই যুক্ত-বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা।"

—শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা ১৭।২১

'শ্রীপ্রেমবিবর্ত্তে' শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

যুক্তবৈরাগীর ভক্তি হয় ত' সুলভ।
কৃষ্ণভক্তিপূত বিষয় তা'র ঘটে সব॥
প্রকৃতির ষড়ধর্ম্ম তা'র চিত্ত ছাড়ে অনায়াসে।
চিৎ-আশ্রয়ে মজে নিত্য অপ্রাকৃত ভক্তিরসে॥
ভক্তিযোগে শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা পায়।
'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'-প্রতিজ্ঞা জানায়॥
প্রসন্ন হইয়া কৃষ্ণ যা'রে কৃপা করে,
সেই জন বস্তু এই সংসার ভিতরে॥
গোলোকের পরমভাব তা'র চিত্তে স্ফুরে।
গোকুলে গোলোক পায়, মায়া পড়ে দূরে॥
ওরে ভাই, শুদ্ধবৈরাগ্য এবে দূর কর।
যুক্তবৈরাগ্য আনি' সদা হৃদয়েতে ধর॥
বিষয় ছাড়িয়া ভাই, কোথা যাবে বল?
বনে যা'বে, সেখানেও বিষয়-জঞ্জাল॥
পেট তোমার সঙ্গে যা'বে, দেহের রক্ষণে।
কত লেঠা হ'বে, তাহা ভেবে দেখ মনে॥
অকারণে জীবনের শীঘ্র হ'বে ক্ষয়।
মরিলে কেমনে আর মায়া করিবে জয়॥
মরিও না মর, তবু হইবে দুর্ব্বল।
জ্ঞান-নাশ হৈলে কোথা জ্ঞানের সম্বল?
ঘরে বসি' সদাকাল কৃষ্ণনাম লঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
'যথা-যোগ্য'—এই শব্দ-দুইটীর মর্ম্মার্থ বুঝে যেই
কপটার্থ লঞা যেন দেহারামী না হও।
শুদ্ধভক্তির অনুকূল কর অঙ্গীকার।
শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল কর অস্বীকার॥
মর্ম্মার্থ ছাড়িয়া যে-বা শব্দ-অর্থ করে।
রসের বশে দেহারামী কপট-মার্গ ধরে॥
ভাল খায়, ভাল পরে, (করে) বহু ধনার্জ্জন।
যোষিৎসঙ্গে রত হঞা ফিরে রাত্রিদিন॥
ভাল শয্যা, অট্টালিকা খোঁজে অহর্নিশ।
দেহ-যাত্রার উপযোগী নিতান্ত প্রয়োজন।
বিষয় স্বীকার করি' কর দেহের রক্ষণ।
মাধিক-সেবন কর, কর আসব বর্জ্জন॥

সর্ব্বভূতে দয়া করি' কর উচ্চ-সংকীর্ত্তন ॥
হেনসেবা-ছল করি' বিষয় নাহি কর।
বিষয়েতে রাগ-দ্বেষ সদা পরিহর ॥
পরহিংসা, কপটতা, অন্য মনে রৈব।
কভু নাহি কর ভাই, যদি মোর থাকা ধর ॥
নির্জ্জনে সুদৃঢ়-ভক্তি কর আলোচন।
কৃষ্ণসেবার সম্বন্ধে দিন করহ যাপন ॥
মঠ-মন্দির-দালান-বাড়ীর না কর প্রয়াস।
অর্থ থাকে, কর ভাই, যেমন অভিলাষ ॥
অর্থ নাই, তবে মাত্র সাত্ত্বিক-সেবা কর।
জল-তুলসী দিয়া গিরিধারীকে বক্ষে ধর ॥
তাহেতে কাঁদিয়া বল—"আমি ত' তোমার।
তব পাদপদ্ম চিন্তে হউক আমার ॥"
বৈষ্ণবে আদর কর প্রসাদাদি দিয়া।
অর্থ নাই, দৈন্য-বাক্যে তোষ বিনতি করিয়া ॥
পরিজন, পরিকর, কৃষ্ণ-দাস-দাসী।
আত্মসম-পালনে হইবে মিষ্টভাষী ॥
স্মরণ, কীর্ত্তন, সেবা, সর্ব্বভূতে দয়া।
এই ত' করিবে যুক্তবৈরাগী হইয়া ॥

যুক্তবৈরাগ্য-সম্বন্ধে উপরি-উক্ত উপদেশ-সমূহ বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। একদিকে যেরূপ কর্ম্মবৈরাগ্য অত্যন্ত অভক্তিপর, আর একদিকে যুক্তবৈরাগ্যের নামে ইন্দ্রিয়-চালনাও তদ্রূপ ভক্তির প্রতিকূল। যুক্তবৈরাগী শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় সর্ব্বদা সংযুক্ত। তাঁহার আহার, বিহার, নিদ্রা, অর্থোপার্জ্জন, প্রতি-পদবিক্ষেপ শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় যুক্ত। তথায় ভাবের ঘরে চুরি নাই। যুক্তবৈরাগী গোপনে-গোপনে কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠার ভিক্ষুক নহেন; শ্রীহরিসেবায় যুক্ত থাকিবার জন্যই তাঁহার অর্থার্জ্জন, তাঁহার দেহ-গেহ-রক্ষা, পরিবার-প্রতিপালন। তাঁহার সমগ্র জীবনীশক্তি শ্রীনাম-প্রভুর সেবায় যুক্ত।

কর্ম্মবৈরাগি-গণ যেরূপ শুদ্ধবৈষ্ণব-গৃহস্থকে ভোগী বলিয়া নিন্দা ও ঘৃণা করে, ভোগি-গণও সেইরূপ যুক্তবৈরাগ্যের নাম করিয়া কৃষ্ণ-প্রীতির উদ্দেশে ভোগ-ত্যাগকারী শুদ্ধভক্তকে নিন্দা করে ও সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে। এই দুইপ্রকার ব্যক্তি শ্রীভক্তিদেবীর কৃপা হইতে বঞ্চিত। যাঁহারা প্রকৃত শ্রীভক্তিযোগযুক্ত, তাঁহাদের হৃদয়ে মাৎসর্য্য, অসূয়া ও বিদ্বেষ নাই। বিদ্বেষী ও পরচর্চ্চকগণ প্রচ্ছন্ন কামুক। যাহাদের ভোগের প্রতি বিদ্বেষ, তাহারা প্রচ্ছন্ন ভোগী। যুক্তবৈরাগী সেবায় যোগযুক্ত। অতি আনুষঙ্গিকভাবেই তিনি বিষয়-ভোগ হইতে নির্ম্মুক্ত, তিনি অনুকূল বিষয় স্বীকার করিয়া তদ্দ্বারা যে স্ব-ভক্তি নির্ব্বাহ করেন, তাহাতে তিনি সাধারণের চক্ষে বিষয়ীর প্রায় প্রতিভাত হইলেও তাঁহার হরিভজনে কোন অসুবিধা হয় না।

যুক্তবৈরাগ্য আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। একজনের যুক্ত-বৈরাগ্যের আদর্শ আর একজনের অনুকরণীয় নহে। অনুকরণ করিলে অসুবিধার পতিত হইতে হয় অর্থাৎ কৃত্রিমতা আসিয়া পড়ে। স্বভাব কখনও কৃত্রিম হইতে পারে না। যুক্তবৈরাগ্যের মাপকাঠি নির্দ্দিষ্ট নাই। অনুকূল ও প্রতিকূলের পরিমাপও এক নহে। একজন শুদ্ধভক্ত পাঁচ সের দুগ্ধ পান করিয়া যুক্তবৈরাগ্যবিশিষ্ট থাকিতে পারেন; আবার অন্য একজন এক পল দোল পান করিয়াও যুক্তবৈরাগ্যের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতে পারেন। একজন হয় ত' একখানা সূতার চাদর গায়ে দিয়া শীতকালে হরিভজন করিতে পারেন, আর একজন হয় ত' লেপ গায়ে দিয়াও হরিভজন করেন। যদি দুই জনেই ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া প্রকৃত হরিভজন করেন, অর্থাৎ উভয়েই শ্রীহরির সহিত সতত যুক্ত থাকিয়া তাঁহাকে প্রীতিপূর্ব্বক ভজন করেন, তবে তাঁহাদের কোন দিন বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইবে না, তাঁহারা যুক্তবৈরাগী বলিয়াই গৃহীত হইবেন; অপরে ইহাদের অনুকরণ করিয়া একখানা মাত্র চাদর বা লেপ ব্যবহার করিলেই সেই পর্য্যায়-ভুক্ত হইবেন না। প্রকৃত কথা এই যে, শ্রীহরির সেবার সহিত যুক্ত থাকা চাই।

শ্রীহরির সেবা বলিয়াও আমরা অনেক সময় মনকে কাঁকি দেই। মহাজনগণের আচার, উপদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া যুক্তবৈরাগ্য ও হরিসেবার দোহাই দিয়া অনেক কিছু লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাপর কার্য্য করি। সেইরূপ আত্মবঞ্চনা বা বিপ্রলিপ্সা আত্মঘাতকর, তাহা যুক্তবৈরাগ্য নহে। মঠবাসী ও গৃহস্থ যিনিই হউন না কেন, যুক্তবৈরাগ্যের নামে কপট করিলে ভক্তিরাজ্য হইতে পতন অবশ্যম্ভাবী। অনেক সময় গৃহত্যাগী হইয়া যুক্তবৈরাগ্য বা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবার আনুকূল্যের নামে প্রচ্ছন্ন ভোগবুদ্ধিতে স্ত্রীমূর্ত্তির সহিত আলাপ-পরিচয়াদি করি; হরিসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহের

নামে অনেক প্রকার কপট ব্যবহার করি ; বহির্মুখ লোক-বঞ্চনা করিয়া চরিতার্থ করিবার নামে আত্মবঞ্চনা করিয়া ফেলি ; হরিসেবার উদ্দেশে আত্মমর্য্যাদা বা শ্রীগুরুবর্গের মর্য্যাদা সংরক্ষণের দোহাই দিয়া লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহ করি ; আবার যুক্তবৈরাগ্যের দোহাই দিয়া গৃহব্রত-ধর্ম্মে আসক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়চালনা ও স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদিতে আত্মবুদ্ধি করিয়া নরকভাগী হই ; যুক্তবৈরাগ্যের নামে দেহাত্মবোধ ও দেহাত্মবোধে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ি ; যুক্তবৈরাগ্যের নামে বিত্তশাঠ্য, সমগ্র জীবনীশক্তি শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় নিয়োগে কার্পণ্য ও নানাপ্রকার হৃদয়দৌর্ব্বল্যকে পোষণ ও পালন করিয়া থাকি ; যুক্তবৈরাগ্যের নামে অর্চ্চন-বিমুখ, বৈষ্ণবসেবাবিমুখ হইয়া শ্রীধামাদির সেবায় শৈথিল্য করিয়া থাকি, এই সকল যুক্তবৈরাগ্য নহে,—কাপট্য ও অন্যাভিলাষ-মাত্র। যুক্তবৈরাগী শ্রীহরিনাম, শ্রীহরিকথা ও শ্রীহরিধাম-সেবায় সতত যুক্ত। ইহাদের জন্যই তাঁহার প্রাণ-ধারণ ও যাবতীয় ইন্দ্রিয়-চালনা। ইহাদের সঙ্গ হইতে বিযুক্ত হইয়া তিনি এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারেন না। যুক্তবৈরাগীর হৃদয়ে কাপট্য ও দাম্ভিকতা নাই। যুক্তবৈরাগী কখনও ডুব দিয়া জল-পান করেন না। তিনি লোকের প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষু নহেন ; লোকে ভাল বা মন্দ বলিবে, এজন্য অনুকরণ করিয়া তিনি বৈরাগ্য বাহ্যভোগচেষ্টা প্রদর্শন করেন না। তিনি সর্ব্বদা স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃপা করিয়া জীবকে এই যুক্ত-বৈরাগ্যরূপ সৌভাগ্য প্রদানের জন্য শ্রীশ্রীগুরুবর্গের চরণে এইরূপ অকপট প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছেন,—

শ্রীরূপ গোস্বামী মোরে কৃপা বিতরিয়া।
উদ্ধারিবে ক'বে যুক্তবৈরাগ্য অর্পিয়া॥
কবে সনাতন মোরে ছাড়া'বে বিষয়।
নিত্যানন্দে সমর্পিবে হইয়া সদয়॥
শ্রীজীব গোস্বামী কবে সিদ্ধান্ত-সলিলে।
নিবাইবে ভক্তানল, চিত্ত যাহে জ্বলে॥
শ্রীচৈতন্য-নাম শুনে উদিবে পুলক।
রাধাকৃষ্ণামৃত-পানে হইব অশোক॥
কাঙ্গালের সুকাঙ্গাল দুর্জ্জন এমন।
বৈষ্ণব-চরণাশ্রয় যাচে অকিঞ্চন।

পরম করুণাময় শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপদেশ ও আচরণের কপট ও অনুকরণ করিয়া কতকগুলি লোক যুক্তবৈরাগ্যের নামে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুকরণ ও বৈষ্ণবা-চার্য্য-বিদ্বেষ করিয়া পামরী গৃহব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ইহাদের মঙ্গলের জন্য প্রকৃত যুক্তবৈরাগ্য-সম্বন্ধে স্বীয় আচারে ও প্রচারে অনেক মঙ্গলময় আদর্শ ও উপদেশ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য ! একশ্রেণীর ব্যক্তি শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অভিমর্ত্য যুক্তবৈরাগ্যের অনুকরণ করিয়া যেরূপ গুরুপরাধী হইল, আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের অনুকরণ করিয়া যেরূপ নির্ব্বিশেষবাদী হইল, অপর একশ্রেণীর ব্যক্তি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকরণ করিয়া ঔতোহবিক গুরুপরাধী ও প্রাকৃত সহজিয়াগণের অবমাধম, কেহ-বা নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িল। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিষ্য-অভিমানী জনৈক গৃহব্রত ব্যক্তি শ্রীল ঠাকুরের গুরু-পদের অনুকরণ করিয়া দুর্দ্দশা লাভ করিয়াছিল। শ্রীল গৌরকিশোরের অনুকরণ করিয়া এক অতিত্যাগী ব্যক্তি কাপালিক ও নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িয়াছে, আর সন্ন্যাসাদি বৈরাগ্যের বহু প্রকাশ করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুকরণ-কারী কেহ কেহ আত্মবঞ্চিত ও শুদ্ধবৈষ্ণব-বিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছে ! যুক্তবৈরাগ্যের নামে নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়চালনা, লোকবঞ্চনা, আত্মবঞ্চনাই ইহাদের অপ্রতিহত ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে ! ঠাকুর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীশ্রীল গৌর-কিশোর প্রভু, শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যদি কৃপা করিয়া এই ক্ষুদ্র দুর্ব্বলতম জীবকে এইরূপ বিপদে রক্ষা না করেন,—যাঁর মহান্ আচার্য্যরূপে শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ ক্ষুরধারের ন্যায় এই সুদুষ্কর পথে সাক্ষাদ্ভাবে আমাদিগকে পরিচালিত না করেন, সর্ব্বক্ষণ শাসন-দণ্ডাদির দ্বারা কৃপা না করেন, গুরুবর্গের শিক্ষার তাৎপর্য্য বুঝাইয়া না দেন, বিপদ হইতে কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক টানিয়া না রাখেন, সেই অমায়ায় কৃপা সর্ব্বতোভাবে বরণ করিবার সুবুদ্ধিযোগ ও শক্তি প্রদান না করেন, তবে আর রক্ষার উপায় নাই। যে বৈরাগ্য বহু ক্লেশে লাভ হয়, তাহাই আবার অযুক্ত হইলে জীবন শত্রু হইয়া যায়। অতএব শ্রীশ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ও শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস

গোস্বামী প্রভুর এই দুইটী প্রার্থনা-শ্লোকই আমাদের হৃদয়ের নিত্য আরাধ্য হউক,—

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজ-ভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক—৬.৭৪ অঙ্কাহ-ধৃত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য-কৃত শ্লোক)

বৈরাগ্য, বিদ্যা ও নিজভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপধারী একটী সনাতন পুরুষ সর্ব্বদা কৃপা-সমুদ্র, তাঁহাতে আমি প্রপন্ন হই।

বৈরাগ্যযুগ্ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্নামনতীঃ স্বয়ম্ভূঃ।
কৃপাম্বুধিঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥

(শ্রীল দাসগোস্বামিকৃত বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি, ৬ শ্লোক)

যিনি সর্ব্বদা পরদুঃখে কাতর ও দয়ার সাগর, আমি অনিচ্ছুক থাকিলেও যিনি বহুসহকারে অজ্ঞানান্ধ আমাকে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়াছেন, সেই সর্ব্বজ্ঞানদাতা শ্রীসনাতন প্রভুতে আমি প্রপন্ন হইতেছি।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'কল্যাণকল্পতরু'তে 'মুক্তবৈরাগ্য'-ময় জীবনের যে আদর্শ প্রচার করিয়াছেন, তাহাই অনুক্ষণ শ্রীল ঠাকুরের কৃপায় কায়মনে হইয়া আমাদের অনুসরণীয়—

আত্মাদি বিষয়েতে রাগদ্বেষহীন।
একমাত্র কৃষ্ণভক্তি জানি' সমীচীন॥
সাধুগণ-সঙ্গে সদা হরিলীলা-রসে।
যাপন করেন কাল নিত্যধর্ম্মবশে॥
সেই ধর্ম, সেই অর্থ, সেই কাম যত।
স্বীকার করেন দিন-যাপনের মত॥
তাহাতে জীবন-যাত্রা করেন নির্ব্বাহ।
জীবনের অর্থ—কৃষ্ণভক্তির প্রবাহ॥
অতএব নিরন্তর সদা সাধুজন।
বর্ণাতীত হ'য়ে করেন শ্রীকৃষ্ণ-ভজন।
যথা-তথা বাস করি', যে-সে বস্ত্র পরি'।
সুলভ-ভোজনদ্বারা দেহ রক্ষা করি'॥
কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণসেবা-আনন্দে মাতিয়া।
সদা কৃষ্ণপ্রেমরসে রহেন গাহিয়া॥

প্রচার-প্রসঙ্গ

ময়মনসিংহে—উপদেষ্টক শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী গৌড়ীয়-মিশনের পরিচালক-সমিতির নির্দ্দেশে কতিপয় মঠসেবক-সহ পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে শ্রীভক্তি-বিনোদ-গৌরবাণী-প্রচার করিয়া ময়মনসিংহ জেলার জঙ্গল-বাড়ী গ্রাম নিবাসী গুরুভক্ত শ্রীপাদ জগদানন্দ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর সৌজন্যে তাঁহার ভবনে ও বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা ও শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-প্রদর্শন মুখে বক্তৃতাদি প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত কিশোরগঞ্জে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সাহা, শ্রীউপেন্দ্রবিলাস দাসাধিকারী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের ভবনে এবং জমিদার শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন রায় মহাশয়ের ঠাকুর বাড়ীর প্রশস্ত নাট্য-মন্দিরে হরিকথা প্রচার করেন। বর্ত্তমানে তাঁহারা মেদিনীপুর সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন।

মেদিনীপুরে—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারীজী প্রমুখ গৌড়ীয় মিশনের কতিপয় সেবক মেদিনীপুর জেলার বিবিগঞ্জে একটী মঠাশ্রম উদ্বোধন করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী প্রচার করিতেছেন।

দার্জ্জিলিংএ—এই সহরের পশ্চিম প্রান্তে বিজনবাড়ী নামক স্থানে গত মাঘী-সংক্রান্তি-দিবসে একটী বিরাট্ মেলায় দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীকৃষ্ণজন দাসাধিকারী লাউড্ স্পিকারযোগে মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে হিন্দি-ভাষায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ডাক্তার কে, পি, গুহ এম বি মহোদয় তদ্দেশীয় পাহাড়ী আবাস ভাষা উপস্থিত সহস্রাধিক লোককে বুঝাইয়া দেন।

চট্টগ্রামে—চট্টগ্রাম শ্রীবিশ্বানিধি গৌড়ীয়মঠের সেবক-বৃন্দ চট্টগ্রাম জেলার কাঞ্চনগোপাড়ার ডক্টর আশুতোষ কলেজে বিদ্বজ্জন-মণ্ডিত একটী বিরাট্ সভায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

শুদ্ধিপত্র-প্রমাদ—১৯শ খণ্ড ২৪শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্রে ৩৮১ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের সর্ব্বশেষ লাইনে 'প্রেয়ঃপন্থী' স্থানে 'প্রেয়ঃপন্থী' হইবে, ৩৮২ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভে ২৪ পংক্তিতে 'ন জাতু' স্থানে 'ন জাতু' হইবে ও ৩৮৩ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভে ৩য় ও ৪র্থ পংক্তিতে যথাক্রমে 'নরায়ণম্' স্থানে 'নরায়ণম্' ও 'বর্ণেন' স্থানে 'বর্ণেণ' হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৯শে মাঘ, ১৩৪৭ ; ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ | ২৭শ সংখ্যা

শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের হরিকথার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম

(শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৪১)

মঠ সর্ব্বদা শ্রীহরিনামে মুখরিত থাকা দরকার। কেবল-মাত্র কতকগুলি নিয়মধারা কাজ সকলে মিলিয়া শৃঙ্খলার সহিত করিয়া গেলেই যে মঠের সেবা অর্থাৎ মঠে (শ্রীগুরু-পাদপদ্মে) অবস্থান করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা হইল, তাহা নহে। যদি মঠবাস করিয়াও কোন ব্যক্তির জিহ্বায় শ্রীহরিনাম স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, সেবা করিবার প্রবৃত্তিতে সে মঠে আসে নাই, নিশ্চয়ই অন্যাভিলাষ বা ইতর-বাসনাকে প্রশ্রয় দিতেছে। এত করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে,—এই যে মঠ, ইহা শ্রীচৈতন্যবাণীর ভাণ্ডার ; শ্রীগুরুদেব ইহার ভাণ্ডারী। শ্রীচৈতন্য-বাণীর আদেশ,—"কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে। অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥" শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-পরিপূরক। তিনি নাম ছাড়া আর কিছু জানেন না ; তাঁহার বাণীই তাঁহার প্রমাণ—"নাম বিনা কিছু নাহিক আর চৌদ্দ ভুবন মাঝে॥" কিন্তু তবুও ত' কই আমাদের মুখে শ্রীনামের আবির্ভাব হইতেছে না! যদি নামের আবির্ভাব না হয়, তাহা হইলে শ্রীনামপরায়ণ ভক্তবর্গের পরিচালিত ভাণ্ডারের অর্থাৎ মঠের সেবা কি করিয়া হইবে? যদি বল, সেবা-কার্য্য ত' আমি হাতে-কলমে ঠিক-ঠাকই করিতেছি, তাহা হইলে উত্তর দেওয়া হইবে—তুমি সেবা ক'রতেছ না ;—তুমি শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্রীচরণে অপরাধ করিতেছ। তিনি বলিয়াছেন,—"সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ"—সেবোন্মুখ হইলে তাহাকে ত' বলিয়া—শিখাইয়া দিতে হয় না, তাহার নিকট সকল তত্ত্ব আপনা-হইতেই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। আর

সেবা-কাজে নিযুক্ত থাকিয়াও, বলিয়া ও শিখাইয়া দিবার পরও যেখানে নামের স্ফূর্ত্তি নাই, সেখানে অপরাধ কতটা, সে-টা একবার চিন্তা করা দরকার নয় কি? যদি বল, 'মনে মনে নাম করি', তাহা হইলেও শ্রীল শ্রীজীব প্রভু এবং বিল্বমঙ্গল করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে বিশেষ অপরাধ হইবে। শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"বস্তুপাস্তা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তথা কীর্ত্তনাখ্যাভক্তিসংযোগেনৈব।" আর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"শ্রীহরিদাস, কীর্ত্তনেতে আশ, কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-রব।" শ্রীল প্রভুপাদের আশা অর্থাৎ মনোঽভীষ্ট কি?—উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন, বাড়ী, ঘর, দুয়ার, মাজেল-পাথরের মঠ-মন্দিরাদি, খাওয়া-খাওয়ান, ঢাকঢমক ইত্যাদি নয়। তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই কেবল বিষ্ণাবধূজীবন শ্রীনামসংকীর্ত্তন-যজ্ঞে আহুতি দিবার কৌশল। যদি নামকীর্ত্তন না থাকে, তাহা হইলে মঠের প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানগুলির সহিত সাধারণ গৃহস্থ ও অন্যান্য দেবালয়ের ক্রিয়াকাণ্ডাদির কি বৈশিষ্ট্য থাকায় থাকে? এখানে ছিঞ্জাদি হয়, ভোগ প্রস্তুত হয় এবং প্রসাদ-সম্মান হয়। অবৈষ্ণব গৃহস্থও অর্থোপার্জ্জন করে, রান্না-বান্না করে ও খায়-দায় থাকে। এখানে যে আরতি-অর্চ্চনাদি হয়, অন্য দেবালয়ের সহিত তাহার বৈশিষ্ট্য কোথায়? আমরা না হয়, প্রসাদ-সম্মানের সময় একবার "পঞ্চীর অবিদ্যাজাল" বলিয়া অনুভূতিহীন আবৃত্তি করি, অথবা আরতির সময় মহাজন-পদাবলী গান করি; কিন্তু তাহাদ্বারা হৃদয়ে শ্রীনামের স্ফূর্ত্তি হইতেছে কোথায়?

সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রাণ আসা দরকার। প্রাণ কি?—"প্রাণ মোর যুগলকিশোর"—ইহাই শ্রীগুরুবর্গের কথা। যুগলকিশোর-অর্থে যুগল-নাম (শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু)। যদি এই প্রাণের স্পন্দন অর্থাৎ শ্রীনামের অনুভূতি বা পরেশানুভূতি ও তজ্জন্য বিরক্তি যুগপৎ না আসে, তাহা হইলে কি আমরা শ্রীগুরুবর্গের সন্তোষ বিধান করিতে পারিব? ভক্তি, পরেশানুভূতি ও বৈরাগ্য—এককালে হওয়া দরকার। পরেশানুভূতি ও বৈরাগ্য শিক্ষা করা যায় না। ভক্তিবৃত্তিটি সহজ হইলেও শরণাগতিমূলা বলিয়া তাহা নিত্য শিক্ষণীয়। ভক্তি-অর্থে সেবা। প্রকৃত সেবকের সেবায় ত্রুটি না থাকিলেও সেব্যের প্রতি গাঢ় প্রীতি থাকায় তিনি সেবা করিয়া কখনই তৃপ্ত হইতে পারেন না; কাজেই নিজেকে তিনি কখনই নিখুঁত মনে করেন না; অতএব তিনি সর্ব্বদাই অন্য সেবকের নিকট সেবা শিক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন। এই জন্য ভক্তি-মার্গে শিষ্য ও গুরুর সম্বন্ধ নিত্য, মায়াবাদীর ন্যায় ক্ষণিক বা কাল্পনিক নহে। সেবা-কার্য্যে যত যত্ন ও অভিনিবেশ হইবে, ততই শ্রীনামের অনুভূতি ও ইতর বিষয়ে অর্থাৎ দেহ, মন বা ব্রহ্মাণ্ড-সম্বন্ধীয় বিষয়ে বৈরাগ্য আসিয়া যাইবে।

শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহ ভক্তি-শিক্ষা দিবার স্থান। এই শিক্ষালাভ করিয়া পরেশানুভূতি বা প্রাণের স্পন্দন হইতেছে কিনা—ইহাই লক্ষ্যের বিষয়। প্রত্যেক মঠবাসী শুষ্কবুদ্ধিতে নিজের ও অপরের মঙ্গল-কামনামূলে পরস্পর পরস্পরকে এই বিষয়ে সাহায্য করিবেন। ইহাই দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া অর্থাৎ শ্রীনামের অনুভূতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া চলিলে নিজেও সেবা-কার্য্যের নামে কর্ম্মতাণ্ডবের আবাহন করিবেন এবং অপরকেও তাহাতেই প্রয়োচনা দিয়া নরকের যাত্রী করিবেন। যেমন ন··· ও মু··· প্রভৃতি করিয়াছে। শ্রীক্ষেত্রপাল উহাদিগকে চিরতরে বিরজা পার করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আবার যদি শুষ্ক বৈরাগ্য লক্ষ্যের বিষয় হয়, তাহা হইলে আরও বিপদ। কারণ তাহাতে ক্রমে সেবা-শিক্ষায় বৈরাগ্য আসিয়া যাইবে। তখন বিচার হইবে, আমিই গুরুবর্গের সেবা হইব, তাঁহাদের মায়ুকল্পীলব্ধ ত্রিবিধাদি গ্রহণ করিয়া আমি নিষ্ক্রিয় থাকিব এবং প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা মাখিব; যেমন স্বা·····র বিচার ছিল। তাহাকেও শ্রীক্ষেত্রপাল শিব ত্রিশূলাঘাতে বিরজা পার করিয়া দিয়াছেন—মায়ার কারাগারে নিত্য বন্দী করিয়াছেন। এইজন্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব প-এর পন্থানীতির আদর করেন নাই।

শিক্ষণীয় বিষয় বা লক্ষ্যের বিষয়—বৈরাগ্য নহে। সেবা-শিক্ষাদ্বারা শ্রীনামের উত্তরোত্তর অনুভূতি হইতে থাকিবে; কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—"সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ"। নিজের অনুভূতি হইল কিনা এবং সেবা-কার্য্যাদি সুষ্ঠুরূপে পরিচালনকল্পে অপরেরও এই অনুভূতি আসিল কিনা—এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের নিকট হইতে যাঁহারা শ্রীমঠের সেবা-কার্য্যাদি-পর্য্যবেক্ষকের সেবা-পদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের এই কার্য্যটি করিতে হইবে। এ-বিষয়ে উদাসীন

হইলে তাঁহার ভক্তিশিক্ষায় ব্যাঘাত হইবে—সেবায় বৈরাগ্য আসিবার আশঙ্কা তাঁহার পক্ষে খুব বেশী হইয়া পড়িবে। নিরপেক্ষতা বা ঔদাসীন্য ভজনানন্দিগণের আচরণে দেখা যায়। গোষ্ঠ্যানন্দী শ্রীগুরুবর্গের শ্রীপাদপদ্মে আসিয়া সাধক জীবের পক্ষে ভজনানন্দী গুরুবর্গের অনুকরণ করিলে শ্রীনিত্যানন্দের কৃপালাভের আশা সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। নিজের অনুভূতি না থাকিলে অপরের অনুভূতি বোঝা যায় না। কাজেই যদি ঐরূপ সেবাভারপ্রাপ্ত কোন সেবক বলেন যে, আমার অনুভূতি নাই, অতএব আমি উহা পারিব না, তাহা হইলেও তাঁহাকে সমর্থন করা যাইবে না; কারণ গুরুবর্গের নিকট 'আমার অনুভূতি নাই, অতএব আমি সেবা করিতে পারিব না'—এরূপ বলা শরণাগতি-শিক্ষার ফল নহে; পরন্তু "গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া, কর এই দাসে, তৃণাপেক্ষা অতি হীন। সকল সহনে, বল দিয়া কর, নিজ-মানে স্পৃহাহীন। সকলে সম্মান, করিতে শকতি, দেহ নাথ, যথাযথ। তবে ত' গাহিব, হরিনাম সুখে, (আমার) অপরাধ হ'বে হত। কবে হেন কৃপা, লভিয়া এজন, কৃতার্থ হইবে নাথ। শক্তি-বুদ্ধিহীন, আমি অতি হীন, কর মোরে আত্মসাথ। যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই, তোমার করুণা সার। করুণা না হ'লে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, প্রাণ না রাখিব আর।"—এই বলিয়া সেবাবল প্রার্থনা করাই প্রকৃত শরণাগতি-শিক্ষা। সেবায় বাধা আছে, অতএব সেবা করিব না—এই কথা না বলিয়া 'সেবাই করিব' বলিয়া সেবার প্রতিকূলাবস্থাও শ্রীগুরু-কৃপাবলে অনুকূল করিয়া শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মের তলে পড়িয়া এই মুহূর্ত্ত হইতেই তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইয়া সুদৃঢ় চিত্তে শ্রীগুরুবর্গের অর্পিত সেবাভার বরণ করি না কেন?

কিন্তু এই সকল কথা বলিলে কি হইবে? ক্ষুধাতৃষ্ণা-হীনের নিকট আহার্য্য ও পানীয়ের যেমন আদর নাই, তেমনই অভ্যাভিলাষ, কপট কুবুদ্ধি কুমি ও প্লীহাগ্রস্ত ক্ষুধাতৃষ্ণাহীন অর্থাৎ হরিভজনে প্রবৃত্তিবিহীন এই সকল লোকেরও ইহাতে আদর হইতেছে না। কি করা যাইবে? আমি আপনাদের যথাসাধ্য সেবা করিতে প্রস্তুত; এখন আপনারা কৃপা করিলেই হয়। আমি ত' শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্যদেবের বাণী তাঁহাদের বিশ্বাসী—উচ্ছিষ্টভোজী কুকুররূপে সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করিবার ক্ষীণ প্রয়াস করিতেছি। শ্রীল আচার্যদেব আদেশ দিয়াছেন,—'যাহাতে শ্রীমঠসমূহ সর্ব্বদা শ্রীনামে মুখরিত থাকে, তজ্জন্য আপনি যত্ন করিবেন।' কিন্তু আমি ত' দুর্ব্বল, আপনারা যদি আমাকে সঙ্গদান করেন, তাহা হইলেই আমি এই সেবাকার্য্যে বল পাইব। কতকগুলি লোক আমরা একসঙ্গে বলিলে অথবা কথা শুনিলেই কি সঙ্গ হয়? যদি আপনারা আমার কথাগুলিকে শ্রৌতবাণী বা শ্রীগুরুবর্গের বাণী বলিয়া কৃপাপূর্ব্বক হৃদয়ে সাদরে স্থান দেন, এবং তদনুসারে চলিবার চেষ্টা করেন, তবেই আমি আপনাদের সঙ্গলাভ করিয়া নিজেকে সেবায় বলবান্ জ্ঞান করিতে পারিব। কারণ, "একাকী আমার, নাহি পায় বল, হরিনামে-সংকীর্ত্তনে। তুমি কৃপা করি', শ্রদ্ধা-বিন্দু দিয়া, দেহ কৃষ্ণনাম-ধনে॥" আপনারা যদি শ্রৌতবাণীতে শ্রদ্ধা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তররূপে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আপনাদের সঙ্গফলে আমারও শ্রদ্ধালাভ হইবে।

ক্ষুধাটা লাঠি মারিয়া তৈয়ারী করিয়া দেওয়া যায় না; উহা ব্যক্তিগত। ক্ষুধাটা যেমন ব্যক্তিগত, তৃপ্তিবৃত্তিও সেই প্রকার ব্যক্তিগত। তুষ্টি, পুষ্টি,—সমস্তই সেই প্রকার। তেমনই আবার সেবোন্মুখতা বা ভক্তি, পরেপ্সানুভূতি ও বৈরাগ্য—সবই ব্যক্তিগত। তবে এইমাত্র বলিয়া দেওয়া যায় যে, 'অবিদ্যাপিত্তদোষে আহারে অর্থাৎ শ্রবণানুযায়ী আচরণে তোমার রুচি নাই, তুমি আদরের সহিত হরিনাম-রূপ নিত্যোপল প্রত্যহ গ্রহণ কর এবং নিষ্ঠার সহিত বৈষ্ণব-সেবা বা বিপ্রপদ-সেবারূপ বিশুদ্ধ জলবায়ু সর্ব্বদা সেবন কর, তাহা হইলে অবিদ্যাদোষ দূরীভূত হইবে। সর্ব্বক্ষণই কীর্ত্তন-যজ্ঞের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে। বৈষ্ণব-সেবা ও অর্চ্চনাদি করিবার সময় কীর্ত্তন ও মন্ত্রোচ্চারণ করিতে হইবে। এইজন্য দণ্ডবৎ করিবার সময় "বাঞ্ছা-কল্পতরুভ্যশ্চ"-শ্লোক বলিবার জন্য আমি এত অনুরোধ করি। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত্তি না হওয়ার দরুণ তুলিয়া যায় অথবা আমার উৎরোধে বা শাসনভয়ে মুখে আবৃত্তি করে। আমি এইরূপ প্রাণহীন অনুষ্ঠানের কথা বলি নাই। আমি 'সর্ব্বত্র বাঞ্ছা-কল্পতরু বৈষ্ণব-দর্শন আপনাদের হউক এবং আপনাদের সেই দৃষ্টির দ্বারা আমার অবৈষ্ণব-দর্শন দূর হউক'—এই আকাঙ্ক্ষাই করিয়াছিলাম। প্রসাদ-সম্মানের পূর্ব্বে কেবল "শরীর অবিদ্যাজাল" বলিলেই হইবে না। প্রসাদ

পাইবার সময় এইরূপে সর্ব্বক্ষণই প্রসাদের প্রসাদ প্রার্থনা করিতে হইবে যে, "আপনি রসবস্তু, অত্যন্ত করুণাময়; আমি ভোগবুদ্ধির বশে এই সময় আপনার কৃপায় প্রাপ্ত-জন্মের সুযোগ পাইয়াও আরও অধিকতররূপে প্রপঞ্চে আসক্ত হইতেছি—আপনাকে বস্তু-সামান্য জ্ঞান করিয়া কখনও ভাল কখনও মন্দ বিচার করিতেছি। আপনি এইবার এই অধমকে কৃপা করুন।" প্রসাদ কাহার ?—পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীনাম-প্রভুর প্রসাদ। কে দিয়াছেন ?—সদাশয় শ্রীগুরুদেব। অতএব প্রসাদ-সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের উপাসনা হওয়া উচিত। গুরুবর্গ যদি আদেশ করেন, তবে নিজের অযোগ্যতার দিকে না তাকাইয়া পাঠ-কীর্ত্তনাদি করিতে হইবে। তবে যেন 'কীর্ত্তনকারি'-অভিমান, নিজের বাহাদুরী অথবা লোকরঞ্জনকারিণী যোগ্যতা-অর্জ্জন-চেষ্টা প্রভৃতি না থাকে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে শ্রোতৃরূপে সময়ের গুরুবর্গের সেবা যেন আমার দ্বারা হয়,—এই বলিয়া শ্রীগুরুবর্গের নিকট সেবাবল ভিক্ষা করিতে হইবে। সাধক-মাত্রেই মনে রাখিবেন যে, পাঠ-কীর্ত্তনে যে তাঁহাদের অধিকার দেওয়া হয়, তাহা কেবল তাঁহাদের সংশোধনের জন্য। শ্রৌতপন্থী তাঁহারা কিরূপ ধরিতে পারিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের কীর্ত্তনে ধরা পড়িবে। তাঁহাদের গলদ শ্রীগুরুদেব ধরিয়া দিবেন। চুপ্ করিয়া থাকিলে সে সুবিধা হইবে না। পরীক্ষা দিতে হইবে। মুখস্থ বিদ্যার বিদ্যাবধূজীবনের—বিদ্যাহরনের পরীক্ষায় পাশ করা যায় না। প্রত্যেকে পাঠ-কীর্ত্তনের পূর্ব্বে মাটিতে মাথা দিয়া প্রণত হইয়া আত্মসংশোধনের সুযোগ বরণ ও শ্রোতৃ-গুরুবর্গের সেবা করিবার জন্য শ্রীগুরুবর্গের নিকট সেবাবল প্রার্থনা করিবেন। প্রার্থনা নিষ্কপট হইলে তাঁহারা যাহা বলাইবেন, তাহাই বলা যাইবে।

শ্রীনাম, শ্রীধাম ও শ্রীকাম ছাড়া জগতে চৌথি (চতুর্থ) বস্তু নাই। শ্রীকাম-অর্থে সেবা বা ভক্তি। হৃদয় হইতে নিষ্কাম শ্রীনামের স্বতঃস্ফূর্ত্তিই শ্রীপরেশানুভব এবং অন্যত্র বৈরাগ্যই শ্রীনামে, শ্রীধামে অবস্থিতি ও শ্রীনামের বিলাস। শ্রীধামে অবস্থিতিই স্বরূপাবস্থিতি। "অন্যথা রূপং বিত্বা স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ"—ইহাই মুক্তি বা শ্রীধামে অবস্থান। অন্যরূপ বা বিরূপ-ত্যাগই বৈরাগ্য। স্বরূপে—শ্রীধামে বাস না হইলে তাহা সম্ভব নয়। বৈরাগ্য বলিতে কেবল প্রয়োজন-সঙ্কোচ ও শুষ্কত্যাগ বুঝায় না; আসক্তি-ত্যাগই—'বৈরাগ্য'। যদি পরেশানুভূতি না হয়, তবে ইতরাসক্তি যাইবে না। পরেশানুভূতির বস্তুবিহীন বৈরাগ্য-চেষ্টা কেবল মর্কট-বৈরাগ্য। গীতা (৩।৬) এই প্রকার কপট-বৈরাগ্য-চেষ্টাকেই "কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্। ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥" বলিয়া গর্হণ করিয়াছেন। অক্ষির বাধা অর্থাৎ শ্রীগুরুবর্গ বা মহান্ত গুরুদেবের মনোহরীত-পুরুষের বাধাস্বরূপ দৈহিক ও মানসিক ভোগ ও ত্যাগ-পিপাসাকে পর্য্যন্ত দূর করা দরকার। পরেশানুভূতির লক্ষণ সেবাপ্রাণতা। সেবক যখন সেব্যের অনুভূতি লাভ করেন, তখন কি হয় ?—তাঁহার সেবোন্মাদনা জাগিয়া উঠে না কি ? নিষ্কপট সেবকের হৃদয়ে যতই পরেশানুভূতি হইবে, ততই সেবার প্রেরণা জাগিবে। সেবা শিক্ষা করিবার জন্য প্রবল পিপাসা হওয়ার লক্ষণ আর্ত্তি ও মনোযোগের সহিত সেবাশিক্ষাদাতা শ্রীগুরুবর্গের বাণী শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি তাহা হৃদয়ে গাঁথিয়া লইবেন। সেবার পিপাসা প্রবল হওয়ায় নিজের দেহ-গেহ ভুলিয়া যাইবেন, তখন তাঁহার সেই বৈরাগ্য-শ্রী শ্রীগুরুপাদপদ্মের নীরাজন করিতে পারিবে।

অদ্য পরবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী পরমা সরস্বতী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াজীই শ্রীগৌর-সুন্দরের বিপ্রলম্ভলীলায় নামভজন-শিক্ষাদাত্রী আদর্শ আচার্য্যস্বরূপিণী। তিনি শুষ্ক বাক্ বা অপ্রাকৃত শ্রীনামভজন-নামানুশীলনে স্ফূর্ত্তি প্রদান করিয়া জীবকুলের নিত্যমঙ্গল বিধান করেন।

নবধা ভক্তি

(৫) অর্চ্চন

আগমোক্ত আবাহনাদি-ক্রমবিশিষ্ট কৃত্যই "অর্চ্চন"-নামে কথিত হয়। 'আগম' বলিতে বেদানুগ সাত্বত পঞ্চরাত্রাদি-শাস্ত্র।

'আ'গতং শিববক্ত্রেভ্যো 'গ'তঞ্চ গিরিজাশ্রুতৌ।
'ম'তঞ্চ বাসুদেবস্য তস্মাদাগমমুচ্যতে॥

অর্থাৎ ইহা শ্রীশিবের মুখ হইতে আগত, শ্রীপার্ব্বতীর কর্ণগত এবং শ্রীবাসুদেবের সম্মত বলিয়া, 'আগত', 'গত' ও 'মত'—এই তিন শব্দের আদি অক্ষরত্রয়যোগে নিষ্পন্ন।

আবাহনাদি বলিতে (১) আবাহন, (২) সংস্থাপন, (৩) সন্নিধাপন, (৪) সন্নিরোধন, (৫) সকলীকরণ, (৬) অবগুণ্ঠন, (৭) অমৃতীকরণ, ও (৮) পরমীকরণ বুঝায়। আবাহনের অর্থ শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত আগমবাক্যে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

আবাহনঞ্চাদরেণ সংমুখীকরণং প্রভোঃ।
ভক্ত্যা নিবেশনং তস্য সংস্থাপনমুদাহৃতম্॥
তবাস্মীতি তদীয়ত্বদর্শনং সন্নিধাপনম্।
ক্রিয়াসমাপ্তিপর্য্যন্তং স্থাপনং সন্নিরোধনম্॥
সকলীকরণঞ্চোক্তং তৎসর্ব্বাঙ্গপ্রকাশনম্।
আনন্দঘনতাত্যন্তপ্রকাশো হ্যবগুণ্ঠনম্॥
অমৃতীকরণং সর্ব্বৈরেবাদ্যৈরবরুদ্ধতা।
পরমীকরণং নাম্নাভীষ্টসম্পাদনং পরম্॥

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস, ৬ষ্ঠ বিলাস ১৬ সংখ্যা)

সাদরে প্রভুর অভিমুখীকরণকে 'আবাহন' বলে। ভক্তির সহিত স্থাপনের নাম—'সংস্থাপন', 'আমি তোমার'—এই বলিয়া আপনাকে তদীয় দাসরূপে উপলব্ধির নাম—'সন্নিধাপন', অর্চ্চনসমাপ্তিকাল-পর্য্যন্ত স্থাপনকে 'সন্নিরোধ', তদীয় সর্ব্বাঙ্গ প্রকাশের নাম—'সকলীকরণ', অতীব গাঢ় আনন্দ-প্রকটনকে 'অবগুণ্ঠন', নিখিল অঙ্গের দ্বারা অবরুদ্ধ করাকে 'অমৃতীকরণ' ও অভীষ্ট-সম্পাদনকে 'পরমীকরণ' কহে।

'অর্চ্চন'-মার্গে অধিকার ও প্রক্রিয়া-বিচার অনেক। "শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে নিযুক্ত হইয়াও যদি অর্চ্চন-মার্গে শ্রদ্ধা উদিত হয়, তাহা হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়পূর্ব্বক মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করতঃ অর্চ্চন-প্রক্রিয়া করিবে। দেহাদি-সম্বন্ধে জীব কর্ত্তব্য বিষয়ে বিক্ষিপ্তচিত্ত হওয়ায় সেই চিত্ত-সঙ্কোচকরণাভিপ্রায়ে মধ্যমাধিকার-মার্গে সমস্তার্চ্চন-বিধি নিরূপিত হইয়াছে। বিষয়ী লোকের পক্ষে দীক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে সিদ্ধ-সাধ্য-সুসিদ্ধারী-বিচারের * প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষাই জীবের পক্ষে অত্যন্ত সুখকর। জগতে যত মন্ত্র আছে, সকল মন্ত্র অপেক্ষা কৃষ্ণমন্ত্র প্রবল।

সদ্‌গুরুর নিকট মন্ত্রলাভ করিবা-মাত্র অধিকারী জীবের কৃষ্ণবল লাভ হয়। শ্রীগুরুদেব জিজ্ঞাসুকে অর্চ্চনাঙ্গসকল বলিয়া থাকেন। * * * সংক্ষেপতঃ ইহাই জ্ঞাতব্য যে, শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম, কার্ত্তিক-ব্রত, একাদশী-ব্রত, মাঘ-স্নানাদি—সকলই অর্চ্চন-মার্গের অন্তর্গত। **কৃষ্ণার্চ্চন-বিষয়ে একটী বিশেষ কথা আছে—কৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণভক্তের অর্চ্চনও নিতান্ত প্রয়োজনীয়।**"—(বৈষ্ণবধর্ম্ম ১৯শ অধ্যায়)

"সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত শ্রীমূর্ত্তি-সেবা করিতে হইলে কৃষ্ণ-পূজা ও ভক্তসেবা—দুইই এককালীন হওয়া উচিত।"—(ঐ ৮ম অঃ)

শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বলিতেছেন, —"যদিও শ্রীভাগবতমতে অর্চ্চন বাস্তবিক পরমাগতি প্রভৃতির যে কোন একটি-দ্বারাই পুরুষার্থ-সিদ্ধি-কথনহেতু পঞ্চরাত্রাদির ন্যায় অর্চ্চনমার্গের আবশ্যকতা নাই, তথাপি শ্রীনারদাদি-মহাজনগণের মার্গানুশীলনে যে সকল পুরুষ ভগবানের সহিত শ্রীগুরু-কর্ত্তৃক দীক্ষাবিধানদ্বারা সম্পাদিত

---

* শ্রীহরিভক্তিবিলাসের প্রথম বিলাসে ২১-২৭ সংখ্যায় 'সিদ্ধ-সাধ্য-সুসিদ্ধারী'-সম্বন্ধে বিচার দ্রষ্টব্য।

সম্বন্ধবিশেষ স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা দীক্ষা-মুহূর্তের পর অবশ্যই অর্চন করিবেন। যেহেতু আগমে উক্ত হইয়াছে যে, দীক্ষাক্রিয়া পুরুষকে দিব্যজ্ঞান প্রদান-পূর্ব্বক তদীয় পাপক্ষয় করে বলিয়া তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক উহা 'দীক্ষা'-নামে উক্ত হইয়াছে। অতএব গুরুকে প্রণাম এবং সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়া যথাবিধি দীক্ষা ও বৈষ্ণবমন্ত্র গ্রহণ করিবেন।" **'দিব্যজ্ঞান'-শব্দে শ্রীমন্ত্রে শ্রীভগবৎ-স্বরূপজ্ঞান ও তদ্দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ-বিশেষ-জ্ঞান উক্ত হইয়াছে।**

যাঁহারা সম্পত্তিশালী গৃহস্থ, তাঁহাদের পক্ষে অর্চনমার্গই মুখ্য। শ্রীবসুদেবের প্রতি মুনিগণও এরূপ বলিয়াছেন যে,—"বিশুদ্ধ সত্ত্ববিগ্রহধারী প্রভু-সহকারে শ্রীহরির অর্চনই গৃহস্থ দ্বিজগণের পক্ষে মঙ্গললাভের মার্গ-স্বরূপ হইয়া থাকে।" তাহা না করিয়া নিষ্কিঞ্চন পুরুষের ন্যায় কেবল স্মরণাদিনিষ্ঠ হইলে বিধিপাঠ্যাপরাধ উপস্থিত হয়। **অপরদ্বারা অর্চন সম্পাদন করিলে নিজের বিষয়াদি-ব্যবহারে নিষ্ঠা বা আলস্যই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে।** অতএব অপ্রত্যয় বলিয়া তাদৃশ অর্চন নিকৃষ্টই জানিতে হইবে। এইরূপ ভগবদর্চন গৃহস্থধর্ম্মোচিত শাখাপল্লবাদি-সেচন-স্থানীয় দেবতা-যাগের মূল-সেচনস্বরূপ বলিয়াও তাহার অনুষ্ঠানে মহাদোষ ঘটে। স্কন্দপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন,—"হে রাজন্! যাহার গৃহে শ্রীহরির অর্চা প্রতিষ্ঠিত নাই, তাহার অন্ন কদাপি ভোগ্য নহে; যেহেতু তাহা অন্নকাতুল্য কথিত হইয়াছে।" দীক্ষিতগণের অর্চন না করিলে নরকগতি হয়। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত হইয়াছে,—"পুরুষ দিবসে এক, দুই বা তিনবার শ্রীহরির পূজা করিবেন। তাঁহার পূজা না করিয়া ভোজন করিলে নরকগমন হইয়া থাকে।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৮৩ অনুচ্ছেদ)

স্থূলবুদ্ধি ও বিষয়িগণকে কৃপা করিবার জন্যই পরম করুণাময় শ্রীঅর্চাবতার। জড়মতি ব্যক্তিগণের স্থূল বস্তু ব্যতীত ইন্দ্রিয়-চালনা, কোন প্রকার প্রচেষ্টা, অভিনিবেশ, ও আসক্তি উপস্থিত হয় না। মাংসদৃক্ স্থূলদর্শী ব্যক্তিগণ এজন্যই স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, গৃহ, ভূমি, অর্থ, বিত্ত প্রভৃতি বিষয়ে চেষ্টান্বিত হইয়া থাকে; কেননা, তাহা স্থূল দ্রব্য। শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন বা স্মরণাদি সেই প্রকার স্থূল ব্যাপার নহে। এইরূপ স্থূলবুদ্ধি বিষয়িগণের প্রতি কৃপা করিবার জন্যই গোলোকবিহারী স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার গোলোকস্থ শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীশালগ্রাম, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা প্রভৃতিকে স্থূল-প্রতিম অর্চ্চাবতাররূপে জগতে প্রকটিত করিয়াছেন। যেমন, শব্দের অর্চা—অক্ষর, সেইরূপ নামী শ্রীভগবানের অর্চ্চাবতার শ্রীমূর্ত্তি। এজন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১১।৩৭ সংখ্যাধৃত শাস্ত্রবাক্য)

হে ভরতবংশাবতংস! যিনি শত শত পূর্ব্বজন্মে সম্যক্‌রূপে বাসুদেবের অর্চন করিয়াছেন, তাঁহার মুখেই শ্রীহরির নামসমূহ নিত্যকাল বিরাজমান থাকেন।

সম্পত্তিশালী গৃহস্থগণ বহু ভৃত্যাদি রাখিতে পারেন কিংবা তাঁহারা শারীরিক কঠোরতা সহনে অপটু বলিয়া যে, ভাড়াটিয়ার বা অপরের দ্বারা অর্চন করাইবেন, তাহা নহে। নিজেরাই স্বহস্তে অর্চন করিবেন। জমিদার, রাজা, সম্রাট্ প্রভৃতি সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণের পক্ষেও নিজহস্তে অর্চন বিধেয়। মহারাজ পৃথু, অম্বরীষ প্রভৃতি সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হইয়াও স্বহস্তে শ্রীহরির মন্দির-মার্জনাদি-সেবা করিয়াছেন, শ্রীবৈষ্ণবগণের সেবা করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার গৃহস্থলীলায় স্বহস্তে শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীতুলসীর অর্চন করিয়াছেন; শ্রীশচীদেবী, শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীঅদ্বৈতগৃহিণী শ্রীসীতাদেবী—সকলেই অর্চন করিয়াছেন। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ভার্য্যা কেবলমাত্র বেড়াইয়া বেড়াইবেন বা বিলাসে ব্যস্ত থাকিবেন, অথবা অনভ্যাসবশতঃ ভাড়াটিয়া পাচকের দ্বারা ভগবন্নৈবেদ্য রন্ধন করাইবেন, তাহা নহে। **নৈবেদ্য-রন্ধনও অর্চনের একটি অঙ্গ** স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীসীতাদেবী, শ্রীপার্ব্বতী, শ্রীদ্রৌপদী, শ্রীশচীদেবী, শ্রীপদ্মাবতী শ্রীলক্ষ্মীদেবী, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, শ্রীজাহ্নবাঠাকুরাণী প্রভৃতি শ্রীবিষ্ণু ও বৈষ্ণব-শক্তিগণ সকলেই স্বহস্তে নৈবেদ্য রন্ধন করিয়াছেন। ভাড়াটিয়া পাচক-ব্রাহ্মণ বা ভৃত্যের দ্বারা নৈবেদ্যাদির রন্ধন করান অত্যন্ত অপরাধজনক।

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রধান প্রচারক ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজকে লণ্ডনে ১৯।১০।৩৩ ইং তারিখের এক পত্রে এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—

"The service of cooking is meant for the Supreme Lord **Sree Krishna** and His devotees like 'ব্রজগোপী" who uttered 'গেহং জুষাম্' etc., and that the cooking should be done as far as possible by 'দীক্ষিত' in as much as it forms a part of 'অর্চন'। A devotee is a co-sharer of the remains of **Krishna's** dish, while the worldly affairs of His devotees are also isolated for His service."

যে গৃহস্থের ভবনে শ্রীঅর্চাবিগ্রহ নাই, তথায় কোন বৈষ্ণব-অতিথি গমন করেন না। ইহার ন্যায় গৃহস্থের আর দুর্ভাগ্যের কথা কিছুই নাই। গৃহস্থের যদি বৈষ্ণব-অতিথি-সেবার সৌভাগ্য না হইল, তবে সেইরূপ গৃহস্থ পশু-পক্ষী হইতেও অধম। তাঁহার মঙ্গলের কোন উপায় নাই। মহারাজ পৃথু অর্চনপর ছিলেন বলিয়াই তাঁহার প্রাসাদে নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত সনৎকুমারাদি ঋষিগণ সমন করিয়াছিলেন। মহারাজ পৃথু তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

অধুনা অপি তে ব্রহ্মঃ সাধবো গৃহমেধিনঃ।
যদ্‌গৃহা বাহর্বিষ্যাম্ভূণভূমীশ্বরাবরাঃ॥
বালালয়ক্রিয়া যৈ তেঽপ্যরিক্তাখিলসম্পদঃ।
যদ্‌গৃহাস্তীর্থপাদীয়-পাদতীর্থ-বিবর্জিতাঃ॥

(ভাঃ ৪।২২।১০-১১)

যাঁহাদিগের গৃহে আপনাদের ন্যায় পূজ্যতম সাধুগণের সেবাযোগ্য জল, তৃণ, ভূমি, গৃহস্বামী ও ভৃত্যাদি-সেবাসম্ভার বর্ত্তমান থাকে, তাঁহারাই প্রকৃত গৃহস্থ ও নির্ধন হইলেও ধন্য। যে সকল গৃহ তীর্থপাদ মহাভাগবতগণের পাদোদক-বর্জ্জিত, সেই সকল গৃহ অখিল সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইলেও সর্পগণের আবাসস্থান বৃক্ষসদৃশ মৃত্যুভয়প্রদ।

যাহার গৃহে অর্চামূর্ত্তি নাই, সে বৌদ্ধ ও জৈনতুল্য পাষণ্ডী ও নাস্তিক। অনেক সময় আমরা গৃহের বৈঠক-খানা সাজাইবার জন্য মহাপুরুষগণের চিত্র কিংবা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ, শ্রীপঞ্চতত্ত্ব প্রভৃতির আলেখ্য ও তৈলচিত্র প্রভৃতি সংরক্ষণ করিয়া থাকি, কিন্তু গ্রন্থপাঠ্য ও বিত্তশাঠ্যহেতু তাঁহাদের অর্চন করি না। ইহা বিশেষ অপরাধের নিদর্শন। শ্রীঅর্চামূর্ত্তিকে প্রাকৃত দৃশ্য ও চিত্রপটের ন্যায় বৈঠকখানা সাজাইবার উপকরণরূপে পরিণত করা অত্যন্ত অপরাধ। তবে যে-স্থানে সংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীআলেখ্যার্চার সেবা হয়, সেইরূপ কীর্ত্তনসঙ্ঘায়ত্তে আলেখ্য অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। আলেখ্যের সম্মুখে শয়ন, ভোজন, পাদ-প্রসারণাদি অপরাধজনক। শ্রীঅর্চা-মূর্ত্তির সম্মুখে শ্রীমহাপ্রসাদ, এমনকি শ্রীচরণামৃত-সেবাও নিষিদ্ধ। কোন কোন পাষণ্ডী প্রাকৃতসহজিয়া লোকানে, বৈঠকখানা প্রভৃতি স্থানে আলেখ্য সাজাইয়া তাঁহাদের সম্মুখে তামাকুট-সেবন, পাদ-প্রসারণ, গ্রাম্যকথার সংলাপ, শয়ন-ভোজনাদি সমস্তই করিয়া থাকে, অথচ সন্ধ্যাকালে শিশুবৃন্দিকর সংকীর্ত্তনের (?) অভিনয়ও করে। ইহার ন্যায় অপরাধ আর নাই। আলেখ্যাবতার বা অর্চাবতারকে অচেতন পদার্থ মনে করিলেই এইরূপ পাষণ্ড ও ঔদাসীন্য প্রকাশিত হয়। গোলোকের শ্রীবিগ্রহ এই জগতে অবতীর্ণ হন। "প্রতিমা নহ, তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন"—ইহাই শ্রীঅর্চাবতার-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচার।

শ্রীবিগ্রহ মানুষের কল্পিত বা মানুষের নির্ম্মিত কিংবা প্রস্তর, লৌহ, কাষ্ঠ প্রভৃতি উপাদানের দ্বারা গঠিত—এইরূপ দুর্বুদ্ধি তখনই উদিত হয়, যখন আমরা শ্রীঅর্চাবতারকে আমাদের দৃশ্য বস্তু মনে করি। বস্তুতঃ শ্রীঅর্চাবতার স্বয়ং স্রষ্টা, জীব তাঁহার সৃষ্ট,—এইরূপ সেব্যোন্মুখ বিচারের সহিত শ্রীঅর্চাবতারের সম্মুখীন হইলে শ্রীবিগ্রহ কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। শ্রীমূর্ত্তি জাগতিক বস্তুর দ্বারা গঠিত বা জীবের দ্বারা নির্ম্মিত নহেন। জীব ভগবানের সৃষ্টিকর্ত্তা নহে, ইহা বুঝাইবার জন্যই 'অর্চাবতার'-শব্দটীর প্রয়োগ হইয়াছে। শ্রীঅর্চা অবতীর্ণ হন, সৃষ্ট হন না। ইহা পৌত্তলিক পঞ্চোপাসক ও নির্ব্বিশেষবাদী, পৌত্তলিক আর্য্য-সমাজী ও ব্রহ্মবাদী, পৌত্তলিক চিজ্জড়সমন্বয়বাদী ও ষড়-বাদিগণ বুঝিতে পারেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সত্ত্বগুণের বিকার নহেন, তাহা সাক্ষাৎ পূর্ণ সচ্চিদানন্দ ভগবদ্বস্তু। যাহারা মুখে বেদ মানিয়াও শ্রীবিগ্রহকে গোলোকের নিত্য শ্রীভগবদ্রূপের অবতার বলিয়া স্বীকার করেন না, তাহারা গ্রন্থের নাস্তিক।

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ—সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥

শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ড॥
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ে নাস্তিকবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥

(চৈঃ চঃ ম ৩।১৬৬-১৬৮)

শ্রীভগবানের অর্চামূর্তি আট প্রকার। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥

(ভাঃ ১১।২৭।১২)

(১) শিলাময়ী, (২) কাষ্ঠময়ী, (৩) লৌহ, স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতুময়ী, (৪) মৃন্ময়ী, (৫) চিত্রপটময়ী, (৬) বালুকাময়ী (৭) মনোময়ী, (৮) মণিময়ী।

পঞ্চোপ-অর্চন বা শ্রীবিষ্ণুযজ্ঞের কথা শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে —

শ্রীবিষ্ণু-যজ্ঞ-পদের দ্বারা ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গল-জাগরণাদি হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রিতে শয়ন-পুষ্পাঞ্জলি-পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের যাবতীয় সেবা-কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হয়। এই যজ্ঞের পাঁচটি অঙ্গ,—অভিগমন, উপাদান, যোগ, স্বাধ্যায় ও ইজ্যা। অভিগমন-অর্থে—শ্রীভগবন্মন্দিরাদি-মার্জ্জন, উপলেপন, নির্ম্মাল্য-দূরীকরণ প্রভৃতি; উপাদান-অর্থে—গন্ধ-পুষ্পাদি বিবিধ সেবোপকরণের সংগ্রহ; যোগ-অর্থে—জড় দেহ-মনের অতীত শুদ্ধ চিন্ময় আত্মস্বরূপে অকৃত্রিমভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাসরূপে ভাবনা (অর্থাৎ ভূতশুদ্ধি)। স্বাধ্যায়-অর্থে—মন্ত্র ও নামের অর্থ চিন্তাপূর্ব্বক জপ-কীর্ত্তন, স্তুতি-স্তোত্রাদি-পাঠ, শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীভাগবতাদি সংসিদ্ধান্তপূর্ণ শাস্ত্রাদির আলোচনা ও ইজ্যা-অর্থে—নিজ উপাস্যদেবতার বিবিধ সেবা।

পাঞ্চরাত্রিকের নবেজ্যা-কথের কথা শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু সম্বন্ধে এইরূপ উদ্ধার করিয়াছেন,—

অর্চনং মন্ত্রপঠনং যোগো যাগো হি বন্দনম্।
নাম-সঙ্কীর্ত্তনং সেবা তচ্চিহ্নৈরঙ্কনং তথা।
তদারাধনকেজ্যা নবধা ভিদ্যতে শুভে॥

(১) অর্চন, (২) মন্ত্রপঠন, (৩) যোগ, (৪) যাগ, (৫) বন্দন, (৬) নামসঙ্কীর্ত্তন, (৭) সেবা, (৮) চিহ্নদ্বারা অঙ্কন, (৯) বৈষ্ণবারাধন,—এই নয়টী ইজ্যার ভেদ।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে এইরূপ অর্চন-বিধি বলিয়াছেন,—

হে উদ্ধব! বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র—এই ত্রিবিধরূপে আমার পূজা হইয়া থাকে; পুরুষ এই ত্রিবিধ-প্রকারের মধ্যে স্বীয় অভীষ্ট-বিধি-অনুসারে আমার অর্চ্চন করিবেন। পুরুষ দন্তধাবন-পূর্ব্বক দেহ-শুদ্ধিসহকারে প্রথমতঃ স্নান করিবেন; মৃত্তিকা-লেপনাদির দ্বারা বৈদিক ও তান্ত্রিক-মতানুসারে স্নান হইয়া থাকে। তদনন্তর নিয়ম-যুক্ত হইয়া বেদবিহিত সন্ধ্যোপাসনাদি-কর্ম্মানুষ্ঠান এবং যাহাতে কর্ম্মসমূহের পরিসমাপ্তি হয়, তাদৃশী মদীয় পূজার অনুষ্ঠান করিবেন। হে উদ্ধব! চলা ও অচলা—এই দ্বিবিধা প্রতিমায় তদ্বয়বিধান হইয়া থাকে। অচলা প্রতিমার আরাধনা করিলে আবাহন বা বিসর্জ্জন করিতে হয় না। প্রতিমাদিতে অত্যুত্তম দ্রব্যসমূহ-দ্বারা আমার আরাধনা হইয়া থাকে, কিন্তু নিষ্কাম ভক্তব্যক্তির যথালব্ধ দ্রব্য ও হৃদগত ভাবদ্বারাই মদীয় পূজা সাধিত হয়। অভক্ত-কর্ত্তৃক উপহৃত প্রভূত বস্তুও আমার তৃপ্তিজনক হয় না। ভক্ত যদি গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও অন্নাদি প্রদান করেন, তাহা হইলে আর বক্তব্য কি? পুরুষ পূজোপকরণ সংগ্রহ-পূর্ব্বক পূর্ব্বাগ্র কুশসমূহদ্বারা আসন কল্পনা করিয়া পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ অথবা স্থির প্রতিমার পূজাকালে তদভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া পূজা করিবেন। "নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ"—এই বিধি-অনুসারে অর্চ্চকের ভূত-শুদ্ধি সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। সুদর্শন, পাঞ্চজন্য, গদা, অসি, বাণ, ধনুঃ, হল, মুষল, কৌস্তুভ এবং শ্রীবৎস—ইহাদিগকে ক্রমে পূজা করিবেন। অনন্তর অষ্ট দিকে নন্দ, সুনন্দ, প্রচণ্ড, চণ্ড, মহাবল, বল, কুমুদ, কুমুদেক্ষণ—এই অষ্ট পার্ষদ এবং সম্মুখ-ভাগে গরুড়ের পূজা করিবেন। অনন্তর দেবতার অভিমুখে স্ব-স্ব স্থানে দুর্গা, বিনায়ক, ব্যাস, বিষ্বক্-সেন, গুরুগণ এবং ইন্দ্রাদি লোকপালগণের উদ্দেশে অর্ঘ্যাদি-দ্বারা পূজা করিবেন। ইহারা সকলেই শ্রীনারায়ণের আবরণ-দেবতা, বৈকুণ্ঠবাসী। ইহাদের পূজা শ্রীনারায়ণের অর্চ্চন-কালে অবশ্য কর্ত্তব্য। এই দুর্গা ও বিনায়ক (গণেশ)—দেবীধামের কাম ও অর্থ-(সিদ্ধি) দাতা দুর্গা ও গণেশ নহেন। যদিই বৈভব বর্ত্তমান থাকিলে প্রত্যহ স্বর্ণ-রত্নাদি-মন্ত্র, মহাপুরুষবিদ্যা, পুরুষসূক্ত-বাক্য এবং রাজন্-প্রভৃতি নাম-মন্ত্রে চন্দন, উশীর, কর্পূর, কুঙ্কুম এবং অগুরু-সুবাসিত জলদ্বারা অভিষেক করিবেন। মস্তক পুরুষ বস্ত্র, উপবীত, আভরণ, পত্ররচনা, মালা, গন্ধ ও অন্যান্য অনুলেপন-দ্রব্য

দ্বারা প্রীতির সহিত আমাকে যথাবিধি অলঙ্কৃত করিবেন। বৈষ্ণবমতে নৈবেদ্য-স্বরূপ গুড়, পায়স, ঘৃত, শষ্কুলী, আপূপ, মোদক, সংযাব, দধি ও সূপাদির ব্যবস্থা করিবেন। সেইরূপ, একাদশ্যাদি-পর্ব্বদিবসে অথবা প্রত্যহ অভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন, দর্পণ, দন্ত-ধাবন, পঞ্চামৃতাদি-স্নান, ভোজ্য, ভক্ষ্য, গীত ও নৃত্যাদির বিধান করিবেন। অনন্তর আচমনীয়-প্রদানপূর্ব্বক বিষক্‌সেনের উদ্দেশে নৈবেদ্য-ভোগ সমর্পণ করিয়া সুগন্ধযুক্ত তাম্বূলাদি-মুখবাস ও পুষ্পাঞ্জলিদ্বারা পূজা করিবেন। অনন্তর কিয়ৎকাল মদীয় চরিত-কথা-বিষয়ক গান, কীর্ত্তন, অন্যের নিকট বর্ণন, স্বয়ং শ্রবণ, মদীয় চরিতাভিনয় এবং নৃত্য করিয়া উৎসব-মগ্ন হইবেন। অতঃপর পূর্ব্বোক্ত স্তোত্র এবং স্ব-রচিত উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট স্তবসমূহদ্বারা স্তুতি করিয়া 'ভগবন্! প্রসন্ন হউন', এইরূপ উচ্চারণপূর্ব্বক দণ্ডবৎ-প্রণাম করিবেন। মদীয় পদযুগলে মস্তক সংস্থাপিত করিয়া দক্ষিণ ও বামবাহুর দ্বারা আমার দক্ষিণ ও বামপদ ধারণ-পূর্ব্বক—'হে প্রভো, মৃত্যুমুখরূপ সমুদ্র হইতে ভীত ও শরণাগত আমাকে রক্ষা করুন', এই বলিয়া প্রণাম করিবেন। পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনানুসারেই আমার প্রসাদ নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিবেন। মদীয় প্রতিমা সংস্থাপন-পূর্ব্বক সুদৃঢ় মন্দির, সুরম্য পুষ্পোদ্যান এবং পূজা-যাত্রা-মহোৎসবাদির স্থান কল্পনা করিবেন। মহাপর্ব্বসমূহে এবং প্রত্যহ নিত্য পূজাদি-নির্ব্বাহের জন্য যিনি দেবতার উদ্দেশে ক্ষেত্র, আরাম, পুর ও গ্রামাদির উৎসর্গ করেন, তিনি যৎতুল্য সম্পদ্ লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি স্ব-দত্ত বা পর-দত্ত দেবতা-ব্রাহ্মণের বৃত্তি হরণ করে, সে ব্যক্তি অযুত-অযুত বর্ষ-পর্য্যন্ত বিষ্ঠাভোজী কৃমি-ভস্ম লাভ করিয়া থাকে। ভগবদুদ্দেশে নিজের বা অপরের প্রদত্ত দ্রব্য নিজ-ভোগের জন্য পুনর্গ্রহণ করিলে গ্রহণকারী কীটের ন্যায় বৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া নরকগামী হয়।

যে গৃহস্থ সম্পত্তিবান্ নহেন, কিংবা অতি দরিদ্র, তিনি সামান্য জল-তুলসীর দ্বারা ভক্তিভরে অর্চ্চন করিলেই শ্রীভগবান্ তাহাতে সন্তুষ্ট হন,—

বিধিনা দেবদেবেশঃ শঙ্খচক্রধরো হরিঃ।
ফলং দদাতি সুলভং সলিলেনাপি পূজিতঃ॥
(শ্রীমদ্ধর্ম্মি-রচিত কৃষ্ণামৃতমহার্ণব)

কোনরূপ আয়োজন-বিশেষের সংযোগ-সামর্থ্য না থাকিলে, কেবলমাত্র সলিল-দ্বারাও সজ্জনানুমোদিত-বিধানে পূজিত হইলে শঙ্খচক্রধারী দেব-দেবেশ শ্রীহরি সন্তোষই ফল প্রদান করেন।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥
(ভাঃ ১০।৮১।৪ ও গীতা ৯।২৬)

বিশুদ্ধচিত্ত ভক্তগণ আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জল—যাহা দেন, তাহা আমি অত্যন্ত স্নেহপূর্ব্বক স্বীকার করি।

যদি শারীরিক অত্যন্ত অসুস্থতা-নিবন্ধন কিংবা কোনরূপ অসমর্থতা-নিবন্ধন কখনও স্বয়ং অর্চ্চন করিবার পক্ষে অসুবিধা ঘটে, তখন অর্চ্চনকারীর কি কর্ত্তব্য, তাহাও শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে বলিতেছেন,—

"অশক্তযযোগ্যাং প্রতিচ্ছায়ায়ে—
'পূজিতং পূজ্যমানং বা যঃ পশ্যেদ্ভক্তিতো হরিম্।
শ্রদ্ধয়া মোদয়েদ্ বাপি সোঽপি যোগফলং লভেৎ॥'
ইতি। যোগোঽত্র পঞ্চরাত্রোক্তঃ ক্রিয়াযোগঃ। ক্বচিত্তত্র মানসপূজা চ বিহিতাস্তি; তথা চ পাদ্মোত্তরখণ্ডে—
'সাধারণং হি সর্ব্বেষাং মানসেজ্যা নৃণাং প্রিয়ে' ইতি।"
(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৮৩ অনুচ্ছেদ)

অশক্ত ও অযোগ্য পূজকের সম্বন্ধে অগ্নিপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—'যিনি পূজিত শ্রীবিগ্রহ বা পূজাকালে ভক্তিসহকারে শ্রীহরির দর্শন করেন এবং যিনি শ্রদ্ধাদ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করেন, তিনিও যোগের ফললাভ করিয়া থাকেন।' এস্থলে 'যোগ'-শব্দের অর্থ পঞ্চরাত্রবিনির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াযোগ অর্থাৎ অর্চ্চন। অর্চ্চন-বিষয়ে কোনস্থলে মানসপূজাও বিহিত হইয়া থাকে; যথা—পদ্মপুরাণ-উত্তরখণ্ডে,—'হে প্রিয়ে! মানস-পূজা সমস্ত মানবগণের সম্বন্ধে সাধারণ জানিতে হইবে।

অর্চ্চন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বৈষ্ণব-সদ্গুরুপদাশ্রয় করিয়া তাঁহার নিকট পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত হইতে হইবে। এবিষয়ে শাস্ত্রের নির্দ্দেশ এই,—

বিধানমুপনীতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু।
যথাধিকারো নাস্তীহ তাচ্ছোপনয়নাদৃতে॥
তথাত্রাদৌক্ষিতানান্তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু।
নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদিজ্ঞানং শিবসংস্তুতম্॥
(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—২৮৩ অনুচ্ছেদ-ধৃত আগমবাক্য)

অনুপনীত দ্বিজগণের যেরূপ নিজ-কর্ত্তৃ অধ্যয়নাদিতে অধিকার হয় না এবং উপনয়নের পর যেরূপ তদ্বিষয়ে অধিকার হয়, তদ্রূপ অদীক্ষিত পুরুষগণের মন্ত্র ও দেবার্চ্চনাদিতে অধিকার নাই ; অতএব নিজেকে দীক্ষিত করিবে।

যাহারা কায়মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণুর অর্চ্চন করেন, শাস্ত্র তাঁহাদেরই বাক্য গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। যাহারা বিষ্ণু অর্চ্চন-বিমুখ, তাহাদের বাক্য গ্রহণযোগ্য নহে।

অর্চ্চন-সম্বন্ধে পূর্ব্বমহাজনগণ ও সৎসম্প্রদায়ের গুরু-পরম্পরায় যে-সকল বিধি আছে, তাহাই অনুসরণীয়।

অস্মিন্লোকেঽথবামুষ্মিন্ মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
দৃষ্টা যোগাঃ প্রযুক্তাশ্চ পুংসাং শ্রেয়ঃ প্রসিদ্ধয়ে॥
তানাতিষ্ঠতি যঃ সম্যগুপায়ান্ পূর্ব্বদর্শিতান্।
অবরঃ শ্রদ্ধয়োপেত উপেয়ান্ বিন্দতেঽঞ্জসা॥
তাননাদৃত্য যো বিদ্বানর্থানারভতে স্বয়ম্।
তস্য ব্যভিচরন্ত্যর্থা আরব্ধাশ্চ পুনঃ পুনঃ॥

—শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২৮৪ অনুচ্ছেদ ধৃত (ভাঃ ৪।১৮।৩-৫) শ্লোক

তত্ত্বদর্শী মুনিগণ ইহলোক বা পরলোকবিষয়ে মানব-গণের পুরুষার্থ-সিদ্ধির জন্য উপায়সমূহের দর্শন ও অনুষ্ঠান করিয়াছেন। পরবর্ত্তী যে পুরুষ শ্রদ্ধার সহিত সেই পূর্ব্ব-জন-প্রদর্শিত উপায়সমূহের সম্যক্ আচরণ করেন, তিনি সত্বর সেইসকল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিদ্বান্ বা অবিদ্বান্—যে-পুরুষ ঐ-সকল উপায়ের অনাদরপূর্ব্বক স্বয়ং পুরুষার্থসমূহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার আরব্ধ পুরুষার্থসমূহও বারম্বার অসিদ্ধ হইয়া থাকে।

শ্রীল গোপালভট্ট-প্রকৃত শ্রীহরিভক্তিবিলাস, শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রকৃত 'শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চন-দীপিকা', শ্রীল ধ্যানচন্দ্র গোস্বামিকৃত 'শ্রীধ্যানচন্দ্র-পদ্ধতি', শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত 'অর্চ্চন-কণ'-প্রভৃতি সৎসম্প্রদায়গত অর্চ্চন-বিষয়ক গ্রন্থ-রূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

দীক্ষিত ব্যক্তি পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত হইয়া অর্চ্চন করিয়া থাকেন। এ-সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

"লব্ধতাপ জীব গুরুদেবের পরীক্ষা-সময়ে অধিকতর তাপ প্রাপ্ত হয়। তাপ পূর্ণ হইলে গুরুদেব তাঁহাকে বিষ্ণুচক্রাদি-তাপদ্বারা অঙ্কিত করেন এবং শরীর থাকা-পর্য্যন্ত সেই অঙ্ক ধারণ করিবার বিধান করেন।"

"দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আস্রাণ, আস্বাদন, মনন, বিবেচন ও ক্রিয়া—এই সমুদায় কার্য্যদ্বারা পরমার্থ অনুশীলন করিবার জন্য যে দেবপূজা-পদ্ধতি বিহিত হইয়াছে, তাহারই নাম—'যাগ'। শালগ্রাম-পূজায় ভ্রূ-সমস্ত ব্যাপার পরমার্থ-কার্য্যে যোজিত হইয়াছে। শ্রীবিগ্রহসেবা-পদ্ধতিই—'বৈষ্ণব-যাগ'। সংসারে বর্ত্তমান থাকিতেই হইবে ; অথচ সমস্ত কার্য্য না করিলে দেহযাত্রার নির্ব্বাহ হইবে না ; অতএব ভক্তি-পূজক সমস্ত কার্য্য অর্চ্চন-বিধিদ্বারা শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া সমস্ত জীবন যাপন করাই মন্ত্রোপদিষ্ট জীবের কর্ত্তব্য কার্য্য। এই যাগবিধি উপদেশ করিয়া করুণাময় গুরুদেব শঙ্করকে সংসারসমুদ্র হইতে সম্যক্ উদ্ধার করেন।"

"ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের অন্য নাম—ঊর্দ্ধগতি। তপ্ত হইয়া জীব সংসার হইতে উচিত বৈরাগ্য স্বীকার করেন ; কিন্তু যে-পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র গ্রহণ না করেন, সে-পর্য্যন্ত তাপের ফল হয় না। এত ক্লেশ ! এত বৈরাগ্য ! এত বস্তুত্যাগ ! এত বিপু-নির্য্যাতন—এ সমুদায় কেবল পণ্ডশ্রম হয়, যদি তাহার পর কোন ঊর্দ্ধগতি স্বীকার না করা যায়। হরিমন্দির অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ বা হরিপাদপদ্ম অর্থাৎ সচ্চিদানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করার নামই জীবের ঊর্দ্ধগতি। তাহা আত্মায়, মনে ও দেহে প্রকাশিত হইয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র হয়। **সংসারে বিরক্ত হইয়া পরমেশ্বরে অনুরক্ত হওয়ার নামই 'তাপ ও পুণ্ড্র'।** বদ্ধজীবের এই অলঙ্কার-দুইটি অত্যন্ত আবশ্যক। **ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-শূন্য শরীর শবতুল্য ;** ইহা দৃষ্ট হইলে অনুতাপদ্বারা স্নাত হওয়া কর্ত্তব্য। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রশূন্য মন কেবলমাত্র ক্ষুদ্র বিষয়ে বিচরণ করে, ক্ষুদ্র বিষয়ে আসক্তি করে এবং ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বিষয়ের আলোচনা করে। হে তপ্ত জীব ! বিলম্ব না করিয়া শরীরে, মনে ও আত্মাতে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করতঃ পরম বৈষ্ণব-ধামের অভিমুখী হও। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রশূন্য আত্মার স্বরূপ বিলুপ্ত হইয়া থাকে ; অতএব ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ কর।"

"যে-সময়ে শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে দীক্ষা প্রদান করেন, সেই সময়েই তিনি কৃপা করিয়া তাঁহাকে একটি হরিভক্তি-সম্বন্ধসূচক নাম দিয়া থাকেন।"

(সজ্জনতোষণী—২।১)

"অতএব তত্ত্বজ্ঞাদি কতিপয় লোকের দীক্ষা-প্রসঙ্গ নাই বলিয়া দীক্ষা ত্যাগ করা বিষয়ী লোকের পক্ষে কর্ত্তব্য নয়। দীক্ষা জীবের পক্ষে প্রত্যেক জন্মেই নিত্যবিধি। কোন সিদ্ধ ব্যক্তির

জীবনে যদি দীক্ষা দেখিতে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে উদাহরণ-স্থল করা উচিত নয়। কোন বিশেষ অবস্থায় যাঁহার পক্ষে যাহা ঘটনীয় হয়, তাহার দ্বারা সাধারণ বিধির হানি হয় না। ধ্রুব মহারাজ এই পার্থিব শরীরেই ধ্রুবলোকে গমন করেন; তাহা দেখিয়া সকলেই কি সেই পন্থায় আশায় কালক্ষেপ করিবেন? জড় দেহ পরিত্যাগ করিয়া চিদ্দেহে জীব বৈকুণ্ঠে গমন করেন; ইহাই সাধারণ বিধি। সাধারণ বিধিই সাধারণের অবলম্বনীয়। অচিন্ত্যশক্তিবিশিষ্ট ভগবান্ যখন যাহা ইচ্ছা করেন, তখন তাহাই হয়। তাই বলিয়া আমাদের সাধারণ বিধি লঙ্ঘন করা কখনও উচিত হয় না।"

(শ্রীসজ্জনতোষণী—১১শ)

অর্চ্চন দ্বিবিধ—(১) কেবল ও (২) কর্ম্মমিশ্র। যিনি শীঘ্র সংসার-মোচন অভিলাষ করেন, তিনি পাঞ্চরাত্রিক বিধান-ক্রমে "শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরভিসেবনে"—এই বাক্যানুসারে শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় প্রীতির সহিত শ্রীহরির অর্চ্চন করিয়া থাকেন। ইহা কেবল-অর্চ্চন।

আর যাহাদের লৌকিক ব্যবহারে চেষ্টার আভিমুখ্য ও অনুরাগ আছে, দেহাত্মবোধ আছে, অর্চ্চনে লৌকিক শ্রদ্ধা-মাত্র আছে, কিন্তু প্রীতি নাই, তাহারা কখনও কখনও নিজেরাও অর্চ্চন করেন, কখনও বা অপরকে অর্চ্চন করিতে বলেন, তাহাদেরই অর্চ্চন কর্ম্মমিশ্র। তাঁহাদের সম্বন্ধেই শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোক উক্ত হইয়াছে,—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

(ভাঃ ১১।২।৪৭)

লৌকিক শ্রদ্ধানুসারে যিনি অর্চ্চামূর্ত্তিতে হরি-পূজা করেন, কিন্তু হরিভক্ত ও হরির আধারস্বরূপ অন্য জীবকে শ্রদ্ধা ও দয়া করেন না, তিনি 'কনিষ্ঠ'।

কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চন-ব্যবস্থা দুই প্রকার:—সর্ব্বত্র অন্তর্যামী শ্রীভগবানের দর্শন-সহকারে সর্ব্ব-আরাধন এবং বিষ্ণু-পাদোদক ও বিষ্ণুনৈবেদ্যের-প্রভৃতি-দ্বারা পিতৃতর্পণ ও দেবতান্তরে পূজা। শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রাদিতে সর্ব্বত্র অন্তর্য্যামী শ্রীভগবানের দর্শন-সহকারে সর্ব্ব-আরাধন লিখিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে শ্রীবিষ্ণুযামলাদিতে শ্রীবিষ্ণুপাদোদকের দ্বারাই পিতৃ-তর্পণ ও শ্রীবিষ্ণুনৈবেদ্যের-দ্বারাই দেবতান্তর-পূজার বিধি কথিত হইয়াছে। শ্রীভগবানের পীঠাবরণ-পূজায় গণেশ, দুর্গা-প্রভৃতি—যাঁহারা পূজারূপে বর্ত্তমান, তাঁহারা বিশ্বক্সেন-প্রভৃতির ন্যায় শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর নিত্য-সেবক। তাঁহারা মায়াশক্ত্যাত্মক গণেশ, দুর্গা-প্রভৃতি হইতে ভিন্ন। পদ্ম-পুরাণের উত্তরখণ্ডের বাক্য হইতে জানা যায় যে, সত্য, অচ্যুত, অনন্ত, দুর্গা, বিশ্বক্সেন, গরুড়, সচ্চিদানন্দ, পঞ্চনিধি-প্রভৃতি চতুর্থ আবরণ। পাদ্মোত্তরখণ্ডে উক্ত হইয়াছে যে, অবৈদিক দেবগণের অর্চ্চন এবং বৈদিক দেবগণেরও স্বতন্ত্র-রূপে অর্চ্চন (অর্থাৎ তাঁহাদিগকে শ্রীবিষ্ণুর ন্যায় ভগবান্, কেবল নাম, রূপ-ভেদ-মাত্র—এই বিচারে অর্চ্চন) পরিত্যাগ করিতে হইবে। বৈদিক দেবতাগণকেও শ্রীবিষ্ণুর সহিত সমান জ্ঞান করিলে ভীষণ অপরাধ হয়। নির্ব্বিশেষবাদিগণ অর্থাৎ যাঁহারা ভগবানের শ্রীনাম, শ্রীরূপ, শ্রীগুণ ও শ্রীলীলাকে অনিত্য বিচার করেন, তাঁহারা বৈদিক দেবতা-গণকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর-রূপে অর্চ্চন করিবার কথা বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সাত্বত-শাস্ত্র অবৈদিক দেবগণের অর্চ্চন ও বৈদিক দেবগণের স্বতন্ত্র-অর্চ্চন—উভয়ই পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। প্রথমতঃ ভগৎপূজা শ্রীনারায়ণের পূজা করিয়া তৎপরে তদীয় আবরণ-দেবতাসমূহের পূজা করাই কর্ত্তব্য। শ্রীহরির নৈবেদ্যাবশেষ তাঁহাদিগকে প্রদান করিতে হইবে ও তদ্ভক্তিদ্বারাই হোম করিতে হইবে—ইহাই শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি।

ভূতাদি-পূজা ভূতীয়াঙ্গ-পূজারূপে কথিত হইলেও তাহা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু তাহারা শ্রীবিষ্ণুর আবরণ-দেবতা-স্বরূপ নহে। শ্রীপদ্মপুরাণে ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। যক্ষগণ, পিশাচগণ ও মদ্যমাংস-ভোজী দেবগণের পূজা সুরাপান-তুল্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অবশ্য-পূজ্য অন্যান্য দেবগণের মধ্যেও যদি কেহ মদ্যাদি-সেবনে অভ্যস্ত থাকেন, তথাপি ঐ-সকল দ্রব্যের দ্বারা পূজা করিবে না; যেরূপ ভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণ মদ্যপানে অভ্যস্ত থাকিলেও পূজায় তাহা নিষিদ্ধ। কিন্তু ভগবৎপূজায় তাম্বূল-প্রদান অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রীসৎক্রিয়াসারদীপিকায় অর্চ্চনকারি-সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

শুদ্ধপূতঃ সদা কার্য্যঃ কৃষ্ণধ্যানপরিচ্ছিতঃ।
কাম-সঙ্কল্প-রহিতশ্চাস্তর্যাহ্যহর্নিশঃ॥
বৈষ্ণবো নাম বিবুধানর্চ্চয়েত্তাংশ্চ নো নমেৎ।
ন পশ্যেত্তান্ ন চেচ্ছেচ্চ ন নিন্দেন্ন স্মরেত্তথা॥

তেষাং ন ভক্তেরচ্যিমনস্তো নৈষ্ঠিকো মুনিঃ।
ন ভজনানাং দেবর্ষে সঙ্গং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ॥

(২০শ সংখ্যাধৃত পাদ্মবাক্য)

কৃষ্ণভক্ত সর্ব্বদা শুদ্ধ, পবিত্র এবং কুসঙ্গারণ্যবর্জ্জিত; যেহেতু, তিনি কাম-সঙ্কল্প-রহিত এবং অকিঞ্চনাদ্যে হরিময়। বৈষ্ণব অপর দেবতাকে অর্চ্চন করিবেন না, তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবেন না, তাঁহাদিগকে দর্শন করিবেন না, তাঁহাদিগের কথা গান করিবেন না, তাঁহাদিগের নিন্দাও করিবেন না এবং তাঁহাদিগকে স্মরণ করিবেন না। অনন্যনিষ্ঠ বৈষ্ণব-মুনি তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিবেন না। হে দেবর্ষে! সেই সকল অন্য দেবভক্তগণের সঙ্গও চেষ্টা করিয়া করিবেন না।

পীঠ-পূজার শ্রীভগবানের বামদেশে **শ্রীগুরু-পাদুকা পূজা** করা সঙ্গত। যে ভগবান্ ইহ-লোকে ব্যষ্টিভাবে ভক্তাবতার-বেশে শ্রীগুরুরূপে বর্ত্তমান, তিনি সমষ্টিরূপে স্বধাম-প্রদেশে সাক্ষাদবতাররূপে শ্রীপাদুকাকারে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। **শ্রীগুরুদেবের পাদুকা শ্রীগুরু পাদ-পদ্মের ন্যায়ই নিত্য অর্চ্চন করা কর্ত্তব্য।** তাহাতে কোন প্রকার প্রাকৃত-বুদ্ধি করিলে অপরাধ হয় অথবা **শ্রীভগবানের বামদেশে শ্রীগুরুদেবের পাদুকা** সংস্থাপন করিলে পাছে অপরাধ হইবে—এইরূপ আশঙ্কা করাও শ্রীগুরু-পাদপদ্মে মর্ত্যবুদ্ধির পরিচায়ক। শ্রীগুরুপাদপদ্ম অতিমর্ত্য বস্তু। তিনি শ্রীভগবানের প্রিয়তম নিজজন—শ্রীসেবক-ভগবান্।

অর্চ্চন করিতে হইলে কৃতশুদ্ধির একান্ত আবশ্যক। এ-সম্বন্ধে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন,—

"শুদ্ধভক্তানাং কৃতশুদ্ধ্যাদিকং যথাসম্ভিধ্যাখ্যাতে। তত্র কৃতশুদ্ধিনিমিত্তবিধিত-ভগবৎ-সেবোপযিক-তৎপার্ষদদেহভাবন-পর্য্যন্তৈব তৎসেবৈক-পুরুষার্থিভিঃ কার্য্যা নিষ্ঠানুকূল্যাৎ। এবং যত্র যত্রাত্মনো নিজাভীষ্ট-দেবতারূপত্বেন চিন্তনং বিধীয়তে তত্র তত্রৈব পার্ষদত্বে গ্রহণং ভাবাম্, অবংগ্রহোপাসনায়াঃ শুদ্ধভক্তৈকবিষয়ত্বাৎ। ঐক্যঞ্চ তত্র সাধারণ্যপ্রায়ত্বেব,—তদীয় চিচ্ছক্তিবৃত্তিবিশুদ্ধসত্ত্বাংশবিগ্রহত্বাৎ পার্ষদানাম্।

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৮৬ অনুচ্ছেদ)

শুদ্ধভক্তগণের কৃতশুদ্ধি-প্রভৃতি ক্রিয়া ব্যাখ্যাত হইতেছে। যাঁহারা ভগবৎসেবাই একমাত্র পুরুষার্থরূপে ইচ্ছা করেন, সেরূপ ভক্তগণ নিষ্ঠাকূল্যে ভগবৎসেবার উপযোগী তদীয় পার্ষদদেহ-ভাবনা-পর্য্যন্ত কৃতশুদ্ধিই করিবেন, যেহেতু তাহাই নিজের অনুকূল। এইরূপ যে-যে-স্থলে নিজাভীষ্ট-দেবতারূপে নিজের চিন্তা বিহিত হইয়াছে, তত্তৎস্থানেই পার্ষদরূপে চিন্তা জানিতে হইবে। যেহেতু অবংগ্রহোপাসনা শুদ্ধভক্তগণের অনভীষ্ট, সেইজন্য সেরূপস্থলে প্রায়শঃ উভয়ের তুল্যত্ব রক্ষা করিয়া ঐক্য অভিহিত হইয়া থাকে। কারণ, পার্ষদগণ তদীয় চিচ্ছক্তির বৃত্তিভূত বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশবিগ্রহস্বরূপ।

মানস-পূজাকে যাহারা কাল্পনিক মনে করে বা কল্পনায় পূজা করাই মানসপূজা—এরূপ যাহাদের বিচার, তাহারা নির্ব্বিশেষবাদী। মানস-পূজা কখনও কাল্পনিক নহে। এই সম্বন্ধে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

"মানসাদিপূজায়াং কৃতপূর্ব্বতৎপরিকরলীলাসংবলিতত্বমপি ন কল্পনাময়ং, কিন্তু যথার্থমেব; যতস্তত্র প্রাকট্যসময়ে লীলাতৎ-পরিকরাশ্চ যে প্রাগবর্ত্তবৃত্তাদৃশাশ্চাপ্রকটমপি নিত্যং তদীয়ে ধাম্নি সংখ্যাতীতা এব বর্ত্তন্তে। অনুরাস্তু ন তত্র চেতনাঃ কিন্তু স্মরণতৎপ্রতিমা-নিভা জ্ঞেয়াঃ।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৮৬ অনুচ্ছেদ)

মানসাদি-পূজায় শ্রীভগবানের পূর্ব্বোক্ত পরিকর ও লীলাদি—কোনটিই কাল্পনিক নহে; তাঁহারা বাস্তব। যেহেতু শ্রীভগবানের অবতার-কালে যে-সকল লীলা ও পরিকরসমূহ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার নিত্যধামে সেইরূপ অসংখ্য লীলা-পরিকরসমূহ অপ্রকটভাবেও নিত্যকাল বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তত্রত্য অনুচরগণ কিন্তু চেতন নহে, পরন্তু স্মরণের অনুরূপ-প্রতিমাতুল্য।

ভগবদর্চ্চন-প্রসঙ্গে যে অষ্টবিধা শ্রীমূর্ত্তির কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মনোময়ী শ্রীমূর্ত্তি অষ্টম-স্থানীয়া বলিয়া কোন স্থলে মানস-পূজা স্বতন্ত্ররূপেও হইয়া থাকে।

পূজাস্থান বিবিধ। শ্রীশালগ্রামে শ্রীহরির নিত্য অধিষ্ঠান। শ্রীগুরু-প্রভৃতির সম্বন্ধে শ্রীমথুরাদি-ক্ষেত্র মহা-অধিষ্ঠান-স্বরূপ। অভিন্ন-মথুরা শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-সুন্দরের মহাবিধান নিত্যসিদ্ধ। প্রেমিক ভক্তগণের চিত্তে পরমাশ্রয়স্বরূপ শ্রীহরি সর্ব্বব্যাপক হইলেও শ্রীশালগ্রামাদি তাঁহার বিশেষ প্রকাশ-স্থান বলিয়া শ্রীশালগ্রামাদিতে তাঁহার

নিষ্ঠাবান হইয়া থাকে। শ্রীস্কন্দপুরাণ বলিয়াছেন,—যে-স্থানে শালগ্রাম-শিলা অবস্থিত, তাহার যোজনত্রয়-পর্য্যন্ত তীর্থরূপে পরিগণিত। একাদশ প্রকার অনিষ্টানের কথাও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সূর্য্যে সূক্তানুবাকে উপস্থানাদির দ্বারা, অগ্নিতে ঘৃতধারা, ব্রাহ্মণে আতিথ্যদ্বারা, গোসমূহে তৃণাদির দ্বারা, বৈষ্ণবে বন্ধুযোগ্য সংকারের দ্বারা, হৃদয়াকাশে ধ্যানদৃষ্টির দ্বারা, বায়ুতে প্রাণদৃষ্টিদ্বারা, জলে তর্পণাদির দ্বারা, ভূমিতে রহস্যমন্ত্র-জাপদ্বারা, আত্মমধ্যে ভগবৎপ্রসাদের দ্বারা ও সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিদ্বারা ভগবৎপূজার অধিষ্ঠান হইয়া থাকে।

দীক্ষিত বৈষ্ণবমাত্রেরই অর্চ্চনে অধিকার আছে। ইহাতে স্ত্রীশূদ্রাদির বিচার নাই। যথা, শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ধৃত প্রমাণবাক্য,—

অথার্চ্চনাধিকারিনির্ণয়ঃ (ভাঃ ১১।২৭।৪)—

"এতদ্বৈ সর্ব্ববর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ সম্মতম্।
শ্রেয়সামুত্তমং মন্যে স্ত্রীশূদ্রাণাঞ্চ মানদ॥"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৯৮ অনুচ্ছেদ)

হে মানদ, এই অর্চ্চন সর্ব্ববর্ণ, সর্ব্ববিধাশ্রম এবং স্ত্রী-শূদ্রগণের সম্বন্ধেও উত্তম শ্রেয়োরূপে সম্মত মনে করি।

এতৎপ্রসঙ্গে পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু আরও লিখিয়াছেন,—

বিষ্ণুধর্ম্মে—

"দেবতায়াঞ্চ মন্ত্রে চ তথা মন্ত্রপদে গুরৌ।
ভক্তিরষ্টবিধা যস্য তস্য তুষ্টঃ প্রসীদতি॥
ভক্তজন-বাৎসল্যং পূজায়াং চানুমোদনম্।
সুমনা অর্চ্চনেত্যাদি তদর্থে দ্রব্যবর্জ্জনম্॥
তৎকথা-শ্রবণে রাগস্তদর্থে চাঙ্গবিক্রিয়া।
তদনুস্মরণং নিত্যং বস্তুন্যাত্মোপজীবতি॥
ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স মুনিঃ সত্যবাদী চ কীর্ত্তিমান্ স ভবেন্নরঃ॥"

ইতি। কিন্তু, তত্ত্বসাগরে—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৯৮ অনুচ্ছেদ)

বিষ্ণুধর্ম্মে,—"দেবতা, মন্ত্র, মন্ত্রপদগুরু—ইহাদের প্রতি যাঁহার অষ্টবিধা ভক্তি বর্ত্তমান, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্তজনে বাৎসল্য, পূজায় অনুমোদন, শুদ্ধচিত্তে সর্ব্বদা অর্চ্চন, তদ্বিষয়ে বস্তুপরিত্যাগ, ভগবৎকথা-শ্রবণে অনুরাগ, ভগবৎকথা-শ্রবণে অঙ্গবিকার, সর্ব্বদা তাঁহার স্মরণ এবং একমাত্র তদীয়-নামের আশ্রয়-গ্রহণ—এই অষ্টবিধ-ভক্তি যদি কোন ম্লেচ্ছপুরুষেও বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলেও তিনি মুনি, সত্যবাদী এবং যশস্বী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। তত্ত্বসাগরে উক্ত হইয়াছে,—রাসায়নিক প্রক্রিয়া-দ্বারা কাংস্য যেরূপ স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দীক্ষাবিধান-দ্বারা মানব-মাত্রেরই দ্বিজত্ব-প্রাপ্তি হইয়া থাকে।"

শাস্ত্রে শূদ্রাদি-পূজিত প্রতিমার পূজা-নিষেধ দৃষ্ট হয়। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণাভিমানে শূদ্রাদি-পূজিত প্রতিমাকে দণ্ডবৎ প্রণামাদি করেন না। কিন্তু যদি শূদ্রকুলে আবির্ভূত অথচ বৈষ্ণব-গুরুর নিকট দীক্ষিত সাক্ষাৎ অর্চ্চিত শ্রীমূর্ত্তি হয় তবে তথায় দণ্ডবৎপ্রণাম বা পূজা না করিলে অপরাধ হয়। এ-সম্বন্ধে শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভু বলিতেছেন,—

"অত্র শূদ্রাদিপূজিতার্চ্চা-পূজা-নিষেধ-বচনমবৈষ্ণব-শূদ্রাদি-পরমেব,—

'ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥' ইত্যুক্তেঃ

• • •

অন্যত্র তু, 'ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী' (ভাঃ ১০।৯।২১), 'নাহং সুখাপো ভগবান্' ইত্যাদৌ (ভাঃ ৯।৪।৬), 'মুক্তানা-মপি সিদ্ধানাম্' ইত্যাদৌ চ, ভক্তস্যৈব তত্তোঽপ্যুৎকর্ষঃ, কিমুত তদুপাত্তায়াঃ শ্রীমদর্চ্চায়াঃ। অতএব তামুদ্দিশ্যোক্তম্ —'নাদু ব্রজতি যো মোহাৎ' ইত্যাদি।"

—(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৮৩ অনুচ্ছেদ)

শূদ্রাদি-পূজিত প্রতিমার যে পূজা-নিষেধ দৃষ্ট হয়, তাহা অবৈষ্ণব শূদ্রাদি-সম্বন্ধেই জ্ঞাতব্য। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে—'ভগবদ্ভক্ত শূদ্র নহেন, তাঁহারা ভাগবতই হইয়া থাকেন। পরন্তু যাহারা শ্রীহরির ভক্ত নহে, তাদৃশ সর্ব্ব-বর্ণগত ব্যক্তিই শূদ্ররূপে জ্ঞাতব্য।' • • • অন্যত্র—'অভক্ত চতুর্ব্বেদীও আমার প্রিয় নহেন', 'এই ভগবান্ ভক্তগণের পক্ষে যেরূপ-সুখলভ্য' এবং 'মুক্ত সিদ্ধগণের মধ্যেও' ইত্যাদি-বাক্যে জ্ঞানি-অপেক্ষাও ভক্তের উৎকর্ষ উক্ত হইয়াছে। অতএব তৎকর্ত্তৃক উপাস্যা শ্রীমূর্ত্তির উৎকর্ষ-বিষয়ে আর বক্তব্য কি? এই হেতুই সেই শ্রীমূর্ত্তির সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—'যে

ব্যক্তি মোহবশতঃ বিষ্ণু-বিগ্রহের অনুগমন না করে, সেই ব্যক্তি স্নানাদির দ্বারা সকল কর্ম্ম শুদ্ধ করিলেও ব্রহ্মরাক্ষস বলিয়া পরিগণিত হয়।

আচার্য্য শ্রীরামানুজ বলেন,—

"ন প্রাকৃতৈঃ বিষ্ণুতীর্থং প্রাকৃতানাং গৃহেষু চ।
প্রাকৃতানাং নিবাসস্থান্ ন পশ্যেদ্বিষ্ণুবিগ্রহান্॥"

প্রাকৃত লোকের গৃহস্থিত শ্রীশালগ্রাম-শিলার চরণামৃত গ্রহণ করিবে না, প্রাকৃত ব্যক্তিদিগের গৃহস্থিত বিষ্ণুবিগ্রহের সেবা করিবে না।

শ্রীশ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যের এই উক্তির তাৎপর্য্য এই নহে যে, প্রাকৃত ব্যক্তিদিগের গৃহস্থিত বিষ্ণুবিগ্রহকে প্রাকৃত বুদ্ধি করিবে। যেরূপ প্রাকৃত ব্যক্তির উচ্চারিত শ্রীনামাক্ষর শ্রীনামাবভাস নহেন অর্থাৎ তথায় প্রাকৃত লোকের উচ্চারণরূপ অভিধেয়ে বা গ্রহণ-প্রণালীতে অপরাধ নিহিত রহিয়াছে, বিষয়তত্ত্বে বা বস্তুতত্ত্বে কোন অপরাধ স্পর্শ করিতে পারে না, তদ্রূপ শ্রীঅর্চ্চাবতারের সেবাদিনয়-প্রণালীতে অর্থাৎ অভিধেয়ে অপরাধ থাকায় সেই সেবার আদর করিতে হইবে না। নতুবা স্বয়ং নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত শ্রীবিষ্ণুচক্র শ্রীশালগ্রাম যে-স্থানেই অবস্থান করুন, তথায়ই তাঁহার অপ্রাকৃতত্ব অব্যাহত কিন্তু প্রাকৃত লোক সেই শালগ্রামের অর্চ্চনের ছলনা করিয়া যে চরণামৃত-প্রসাদাদি (?) প্রদান করে, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে না; কারণ তাহার চিত্ত, অপরাধপূর্ণ বলিয়া শ্রীভগবান্ ঐ প্রাকৃত লোকের অর্চ্চন বা নৈবেদ্যাদি গ্রহণ করেন না। বস্তুতঃ শ্রীশালগ্রাম, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা-প্রভৃতি অপ্রাকৃত বস্তু কখনও প্রাকৃত হন না।

এ-সম্বন্ধেও বিশেষ বিচার আছে। স্বয়ম্ভু-শ্রীবিগ্রহ শ্রীজগন্নাথদেব অবৈষ্ণবোজ্ঞী বা অনাচারী ব্যক্তিগণের দ্বারা অর্চ্চিত হইবার লীলা প্রকাশ করিলেও কিম্বা কোন কোন স্থানে প্রাকৃত সহজিয়া বা তাড়াচিয়াদ্বারা কোন কোন শ্রীবিগ্রহ পূজিত হইবার লীলা প্রকাশ করিলেও যখন স্বয়ং শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ-প্রভৃতি মহাজন-গণ সেই সকল স্থানে প্রসাদ-নির্ম্মাল্যাদি গ্রহণের আদর্শ প্রকট করিয়াছেন, তখন আমাদেরও মহাজনমার্গানুগমন করিতে হইবে। শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ যে কোন ব্যক্তির দ্বারা পাচিত বা প্রদত্ত হউক না কেন, তাহাই অপ্রাকৃত-বুদ্ধিতে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপদাঙ্কানুসরণ-বুদ্ধিতে গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি মহাজনগণের দ্বারা শ্রীজগন্নাথদেব আমাদিগকে এই শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রভৃতি মহাজনগণ অভক্ত বা প্রাকৃত লোকের পক্ষে তথাকথিত প্রসাদাদি কখনও গ্রহণ করেন নাই। এতৎসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—

"কোন বস্তু ভগবান্ গ্রহণ করেন নাই জানিলে, তাহা ভক্ত কখনই গ্রহণ করেন না। তাদৃশ বস্তু পরিত্যাগ করিলে কোন অপরাধ নাই। কোন পবিত্র সাত্ত্বিক বস্তু অভক্ত-কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে প্রচারিত থাকিলেও তাহা ভগবান্ গ্রহণ করেন নাই জানিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। **যাঁহারা প্রত্যহ লক্ষ্য নাম গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের প্রদত্ত কোন বস্তুই ভগবান্ গ্রহণ করেন না।** বিমুখজীব-ভোগ্য পবিত্র ও অপবিত্র—উভয় বস্তুই প্রাকৃত। সাত্ত্বিক বস্তু ভগবানে প্রদত্ত হইলে ভক্তগণ তাহার অপ্রাকৃতত্ব বুঝিতে পারেন; তখন সে বস্তু বদ্ধজীবভোগ্য নহে, পরন্তু ভগবৎ-প্রসাদ-বুদ্ধিতে সম্মাননীয়। অপবিত্র বস্তু ভগবান্ ব্যতীত অন্য নয়, দেব বা রাক্ষসের ভোগ্য। তাহা প্রাকৃত ও অপবিত্র।"

(পত্রাবলী—১ম খণ্ড, ৮৯ পৃঃ)

জরাসন্ধ বিষ্ণুপূজা করিত, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে মানিত না। বস্তুতঃ শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণে তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই। জরাসন্ধের প্রদত্ত বস্তুকে বৈষ্ণবধর্ম্ম শ্রীভীম বিষ্ণুপ্রসাদী-জ্ঞানে গ্রহণ করেন নাই। শ্রীযুধিষ্ঠির, শ্রীঅর্জ্জুন-প্রভৃতি বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠগণও জরাসন্ধকে বৈষ্ণব বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

শ্রীবিগ্রহ প্রত্যেক অধিকারীরই ভজনীয়। এ-সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জৈবধর্ম্মে বলিয়াছেন,—

"প্রতিমা-পূজা মানব-ধর্ম্মের ভিত্তিমূল। মহাজনগণ বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগে পরমেশ্বরের যে মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিপূত চিত্তে সেই শুদ্ধ চিন্ময়-মূর্ত্তির ভাবনা করেন। এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে যখন ভক্তচিত্ত জড়-জগতের প্রতি প্রসারিত হয়, তখনই জড়জগতে সেই চিৎস্বরূপের প্রতিফলন অঙ্কিত হয়। ভগবৎ-শ্রীমূর্ত্তি এইরূপে মহাজনকর্ত্তৃক প্রতিফলিত হইয়া প্রতিমা হইয়াছেন। সেই প্রতিমাই

উচ্চাধিকারীর পক্ষে সর্ব্বদাই চিন্ময়-বিগ্রহ, মধ্যমাধিকারীর পক্ষে মনোময়-বিগ্রহ এবং নিম্নাধিকারীর পক্ষে প্রথমতঃ জড়-ময়বিগ্রহ হইলেও ক্রমশঃ ভাবশোধিত বুদ্ধিতে চিন্ময়-বিগ্রহের উদয় হয়। অতএব সকল অধিকারীর পক্ষেই শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা ভজনীয়। কল্পিত মূর্ত্তির পূজার কোন আবশ্যকতা নাই, কিন্তু নিত্যমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা বিশেষ মঙ্গলময়।"

(বৈষ্ণবধর্ম্ম - ১১শ অঃ)

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গৃহস্থমাত্রেরই অর্চ্চনে আদর ও অর্চ্চানুশীলনের আবশ্যকতার কথা জানাইয়াছেন,—

"শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন করা গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য। তবে যে-সকল গৃহস্থ সম্বন্ধজ্ঞান-বিশিষ্ট হইয়া একান্ত-ভাবে নামাশ্রয় করেন, তাঁহারা অর্চ্চনকারী-দিগকেও আদর করেন। যাঁহারা গৃহস্থ হইয়া অর্থ বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে অর্চ্চন করেন না, তাঁহাদের বিত্তশাঠ্য-দোষ হয়। কদর্য্যচরিত্র, বিক্ষিপ্তমতি গৃহস্থগণের অর্চ্চন বিশেষ আবশ্যক।

(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী—২য় খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা)

একান্ত শ্রীনামপরায়ণ ব্যক্তিগণ পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়ার রত নহেন; একমাত্র শ্রীনাম-সেবার দ্বারাই তাঁহাদের সর্ব্বসিদ্ধি হয়। যাহাদের কর্ম্মমিশ্রা মতি আছে এবং যাহারা অর্চ্চনাদিনিষ্ঠ, সেইরূপ দীক্ষিত গৃহস্থ কখনও কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত-বিধানানুসারে প্রেতশ্রাদ্ধাদি করিবেন না, মহাপ্রসাদের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবেন। ইহা শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ৯ম বিলাসে বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে। স্বতন্ত্র-ভাবে অন্য দেবতা-পূজা বা প্রেতশ্রাদ্ধাদি করিলে সেবাপরাধ ও নামাপরাধ সংঘটিত হয়। এ-সম্বন্ধে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ লিখিতেছেন,—

"প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি সাগ্রং ভগবতেঽর্পয়েৎ।
তদ্ভোজেনৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং তদ্ভগবতো নরঃ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৮৩ সংখ্যাধৃত পদ্মপুরাণ-বাক্য)

ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি শ্রাদ্ধদিনেও প্রথমতঃ ভগবানকে অন্ন প্রদানপূর্ব্বক সেই নিবেদিত অন্নের শেষভাগ দ্বারাই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবেন।

কিং তস্যৈকদিনৈঃ-পিণ্ডৈর্গয়া-শ্রাদ্ধাদিভির্মুনে।
যৈরর্চ্চিতো হরির্ভক্ত্যা পিত্রর্থঞ্চ দিনে দিনে॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৯০ সংখ্যাধৃত স্কান্দবাক্য)

যে-সকল ব্যক্তি প্রতিদিন পিতৃগণের উদ্দেশে ভক্তি-সহকারে শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, গয়া-শ্রাদ্ধাদি বা বহু-বহু পিণ্ডদানে তাঁহাদের কি প্রয়োজন? অর্থাৎ তাঁহাদের গয়া-শ্রাদ্ধাদির কোনই আবশ্যক নাই।

কাহারও কাহারও ভ্রান্ত ধারণা এই যে, 'শ্রীসৎক্রিয়া-সারদীপিকা'-গ্রন্থে শ্রাদ্ধাদির বিধি আছে; পরন্তু তাহা নহে। বরং তাহাতে নামাশ্রয়ী একান্ত গৃহস্থ-বৈষ্ণবের শ্রাদ্ধ-কর্ম্মাদির আবশ্যকতা নাই, ইহাই উক্ত হইয়াছে।

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং দানং সঙ্কল্পমেব চ।
দৈবং কর্ম্ম তথা পৈত্রং ন কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবো গৃহী॥

(শ্রীসৎক্রিয়াসারদীপিকাধৃত সংহিতাবাক্য)

স গৃহী অনন্যশরণত্বেন কেবল-শ্রীবিষ্ণুপূজাদিকং বিনা নিত্যাদিকং কিঞ্চিৎ কর্ম্ম ন কুর্য্যাদিতি তাৎপর্য্যম্॥

(শ্রীসৎক্রিয়া সারদীপিকা, ১৯ সংখ্যা)

বিষ্ণুতে অনন্যশরণ গৃহস্থবৈষ্ণব নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, দান, সঙ্কল্প, দৈব এবং পৈত্র-কর্ম্ম (শ্রাদ্ধাদিও) করিবেন না।

পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিগণ কোনরূপ শোক-চিহ্ন ধারণ করিবেন না বা কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত-বিধানানুসারে শ্রাদ্ধাদি করিবেন না, করিলে অপরাধ ঘটে। এ-সম্বন্ধে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"শ্রীহরিনাম করিয়া পিতৃপুরুষগণকে প্রেত-জ্ঞান শাস্ত্রানু-মোদিত নহে। স্মার্ত্ত-মতে শ্রাদ্ধ করিলে পুনরায় মাতৃকুক্ষিতে গমন করিতে হয়। ভগবদ্ভক্তগণ তাহা কখনও স্বীকার করেন না। শ্রীহরিনামাশ্রিত বা দীক্ষিত ব্যক্তি আপনাকে পুত্র-বিচারে শোকের চিহ্ন ধারণ করিবেন না। ভক্তগণের শোক হয় না। তাঁহারা প্রত্যহ শ্রীমহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবেন। হবিষ্যান্ন-প্রভৃতি স্মার্ত্ত-বিধি গ্রহণ করিবেন না।"

(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী—৩য় খণ্ড, ৪১-৪২ পৃঃ)

ঐকাদশী, শ্রীকার্ত্তিকব্রত, শ্রীএকাদশী, মাঘস্নান-প্রভৃতি অর্চ্চনের অন্তর্ভুক্ত। জন্মাষ্টমী-সম্বন্ধে বিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে,—ভক্তজনগণ বিত্তশাঠ্য পরিহার করিয়া ভক্তির সহিত দেবকীনন্দনের তুষ্টির জন্য তদীয় জন্মাষ্টমী-ব্রত পালন করিবেন। কার্ত্তিক-ব্রত-সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—সমস্ত তীর্থ একদিকে, আর নিরন্তর বিষ্ণু-প্রীতিদায়ক কার্ত্তিকব্রত অপর দিকে বর্ত্তমান।

যে-ব্যক্তি ব্রত-রহিত-ভাবে দামোদর-প্রিয় কার্ত্তিক-মাস যাপন করে, সে সমুদয়-রহিত হইয়া তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে দীক্ষাদি-পর অনন্ত-কর্ত্তব্যসমূহের কথন-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—উভয় পক্ষেরই একাদশীতে ভোজন করিবে না, রাত্রিতে জাগরণ করিবে ও বিশেষভাবে শ্রীহরির অর্চ্চন করিবে। স্কন্দপুরাণে চন্দ্রশর্ম্মার এইরূপ প্রতিজ্ঞা উক্ত হইয়াছে,—আমি একাদশীতে ভোজন করিব না, ঐ দিন সর্ব্বদা জাগরণ করিব, এবং ভক্তিসহকারে আপনার পূজা করিব, অল্পক্ষণ-মাত্র কালদ্বারা দশমী বিদ্ধ হইলেও উক্ত দিবসে ব্রত পরিত্যাগ করিব ও আপনার প্রতি প্রীতিবশতঃ দ্বাদশীতে ব্রতসংযুক্ত অষ্টবিধ অনুষ্ঠান করিব। একাদশীতে বৈষ্ণবগণের নিরাহারত্ব বলিতে মহাপ্রসাদান্ন-পরিত্যাগই বুঝিতে হইবে। কোন কোন অসৎপ্রকৃতির ব্যক্তি শ্রীমহাপ্রসাদ পরিত্যাগ করিতে নাই বলিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে একাদশীতেও প্রসাদান্ন-গ্রহণের ছলনা করিয়া ভোগ করিয়া থাকে। কেহ কেহ বা মহাপ্রসাদ-সেবনের নামে অন্নাদি-ভোজন করিবার অভিলাষে পারিপার্শ্বিক স্থান হইতে শ্রীএকাদশী-দিবস শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু তাহাদের সেই ভোগোন্মুখী বুদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

"অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদান্ন-পরিত্যাগ এব,—তেষামন্নভোজনস্য নিত্যমেব নিষিদ্ধত্বাৎ।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২২৯ অনুচ্ছেদ)

এস্থানে বৈষ্ণবগণের নিরাহারত্ব-অর্থে মহাপ্রসাদান্ন-পরিত্যাগই জ্ঞাতব্য। যেহেতু অন্নভোজন তাঁহাদের সম্বন্ধে নিত্যকালই নিষিদ্ধ রহিয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীমহাপ্রসাদৈকভোজী ভক্তলোকনিষ্ঠ শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের একাদশীব্রত প্রদর্শনদ্বারা উহা অবশ্যই বৈষ্ণব-ধর্ম্মাঙ্গরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—'যাহারা শ্রীএকাদশী-দিবসে জাগরণ করে না, তাহাদের ও বৈষ্ণবনিন্দকগণের সুকৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে। যাহার একাদশী-তিথিতে জাগরণের ইচ্ছা না হয়, শ্রীহরির পূজায় তাহার অধিকার নাই। জনৈক ব্রাহ্মণ-কন্যার অনিচ্ছাকৃত ও শ্রীএকাদশীব্রত-প্রভাবে অসত্যভাষণফলে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী-পদপ্রাপ্তির কথা শ্রুত হইয়া থাকে।

"শ্রীএকাদশী-তিথিতে ভক্তগণ শ্রীমহাপ্রসাদ বা শ্রীমহা-মহাপ্রসাদ ত্যাগ করিয়া উপবাস করেন। মহাপ্রসাদ-প্রকৃতি কিছু প্রসাদ গ্রহণ করিলে উপবাস নষ্ট হয়, সুতরাং হরিবাসরের সম্মান থাকে না। শ্রীমহাপ্রসাদ-ত্যাগের নামই উপবাস বা তিথিপালন; তবে অসমর্থ-পক্ষে অনুকল্পাদির ব্যবস্থা তিথি-সম্মানের প্রতিকূল নহে।" (শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী—১ম খণ্ড, ৯ পৃঃ)

গরুড়পুরাণে মাঘমাস-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, এই দুর্লভ মাঘমাস বৈষ্ণব, দেবতা, ঋষি ও মুনিগণের, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয়। স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদকে বলিতেছেন,—"হে নারদ! পঞ্চপাপবিনাশ ও শ্রীকৃষ্ণসন্তোষ-লাভের জন্য প্রতিবর্ষে সর্ব্বদা মাঘস্নান করা কর্ত্তব্য।"

শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনকালকে নিম্নলিখিত সেবাপরাধসকল হইতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে,—

আগমোক্ত—(১) যান অর্থাৎ শিবিকাদিযোগে এবং কোন প্রকার পাদুকা-পরিধানপূর্ব্বক ভগবদ্‌গৃহে গমন, (২) ভগবৎপ্রীত্যর্থে ভগবানের জন্মাদি-যাত্রা-মহোৎসব না করা।

শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে—(৩) প্রণাম না করা, (৪) একহস্তে প্রণাম, (৫) প্রদক্ষিণ, (৬) পাদ-প্রসারণ, (৭) পর্য্যঙ্কবন্ধনপূর্ব্বক অর্থাৎ হস্তদ্বয়দ্বারা জানুদ্বয় বন্ধনপূর্ব্বক উপবেশন, (৮) শয়ন, (৯) ভোজন, (১০) মিথ্যাভাষণ, (১১) উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা, (১২) পরস্পর ইতরকথার আলোচনা, (১৩) রোদন, (১৪) কলহ, (১৫) কাহারও প্রতি নিগ্রহ, (১৬) কাহারও প্রতি অনুগ্রহ, (১৭) সাধারণের প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য ব্যবহার, (১৮) পরনিন্দা, (১৯) পরস্তুতি, (২০) অশ্লীল বাক্য ব্যবহার, (২১) অপানবায়ু পরিত্যাগ, (২২) অন্যকে অভিবাদন, (২৩) পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়া উপবেশন, (২৪) তাম্বূল-চর্ব্বণ, (২৫) উচ্ছিষ্ট-লিপ্ত দেহে ও অশুচি অবস্থায় শ্রীবিগ্রহের বন্দনাদি, (২৬) গোময়-কম্বল ধারণ করিয়া সেবাকার্য্যাদি করা, (২৭) সামর্থ্য-সত্ত্বেও অল্প উপচারে বা অল্প ব্যয়ে পূজা-উৎসবাদি করা অর্থাৎ বিত্তশাঠ্য, (২৮) অনিবেদিত বস্তু-গ্রহণ, (২৯) যে কালের যে ফল-শস্য প্রভৃতি দ্রব্য, তাহা সেই সেই সময়ে ভগবান্‌কে না দেওয়া, (৩০) আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অপরকে দিয়া অবশিষ্ট দ্রব্য ভগবান্‌কে দেওয়া, (৩১) গুরুদেবের অগ্রে স্তবাদি না করিয়া মৌনভাবে অবস্থান, (৩২) গুরুদেবের সম্মুখে নিজের প্রশংসা, (৩৩) দেবতানিন্দা।

বরাহপুরাণোক্ত—(৩৪) অন্ধকার-গৃহে শ্রীমূর্তি-স্পর্শ করা, (৩৫) বিনা-বাদ্যে শ্রীমন্দিরে দ্বার-উদ্ঘাটন, (৩৬) বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারে শ্রীহরির সেবা, (৩৭) কুক্কুরদৃষ্ট দ্রব্য ভগবান্‌কে নিবেদন, (৩৮) পূজাকালে মৌনী না থাকা, (৩৯) দন্তধাবন না করিয়া পূজা, (৪০) অযোগ্য পুষ্পে পূজা, (৪১) শ্রীদন্তোপরান্তে পূজা, (৪২) রজঃস্বলা-স্ত্রী-স্পর্শপূর্ব্বক পূজা, (৪৩) শবস্পর্শপূর্ব্বক পূজা, (৪৪) রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, অধৌত, অপরের ব্যবহৃত ও মলিন বস্ত্র পরিয়া পূজা,(৪৫) মৃত-দর্শনান্তে পূজা, (৪৬) ক্রোধ করিয়া শ্রীবিগ্রহ স্পর্শ ও সেবা করা, (৪৭) শ্মশানে গমন করিয়া শ্রীবিগ্রহ-সেবা, (৪৮) গাত্রে তৈল মাখিয়া শ্রীবিগ্রহের স্পর্শ ও সেবা, (৪৯) এরণ্ড-পত্রস্থ পুষ্পের দ্বারা পূজা, (৫০) ভূমিতে বা পীঠে উপবেশনপূর্ব্বক পূজা, (৫১) বাসী বা যাচিত পুষ্পের দ্বারা অর্চ্চন, (৫২) পূজাকালে নিষ্ঠীবন ত্যাগ, (৫৩) নিজে বড় পূজক বলিয়া অভিমান, (৫৪) তির্য্যক্ পুণ্ড্র ধারণ, (৫৫) পাদপ্রক্ষালন না করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ, (৫৬) স্নান করাইবার সময় বামহস্তদ্বারা শ্রীমূর্ত্তি-স্পর্শ, (৫৭) অবৈষ্ণব-পাচিত অন্ন শ্রীভগবানে নিবেদন, (৫৮) অবৈষ্ণবের সম্মুখে শ্রীবিগ্রহের পূজা, (৫৯) চর্ম্মাবৃতদেহে পূজা, (৬০) কাপালিককে দর্শন করিয়া পূজা, (৬১) নির্ম্মাল্য-উল্লঙ্ঘন, (৬২) ভগবানের নাম লইয়া শপথ, (৬৩) ভগবৎ-প্রতিপাদক শাস্ত্রে অনাদরপূর্ব্বক অন্য শাস্ত্রে সমাদর।

শ্রীবৈষ্ণবের চরণে অপরাধ থাকিলে শ্রীভগবান্ কখনও তাঁহার পূজা গ্রহণ করেন না,—

শ্রীহস্তামলকাদয়স্তু সর্ব্বনাশক ইত্যাহ (ভাঃ ৪।৩।২১)—

'ন্যস্তদণ্ডা মুনয়ো বিসৃজ্য কুশলানীহাং ন ইহ্যাং
হরিরনাত্মবদনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ।
প্রভবনকুলকর্ণপাং যদীর্য্যে
ক্ষিপতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু।'"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ৩০১ অনুচ্ছেদ)

মহাজনগণের অনাদর সর্ব্ববিনাশক—এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন শ্রী—"যাহারা শান্তজ্ঞান, ধন, সৎকুল এবং সৎক্রিয়া-জনিত গর্ব্বহেতু অকিঞ্চন সজ্জনগণের প্রতি পাপাচরণ করে, অথচ আত্মবদনপ্রিয়, রসজ্ঞ শ্রীহরি তাদৃশ কুমন্ত্রিগণের পূজা-গ্রহণ করেন না।"

যদি প্রমাদবশতঃ সেবাপরাধ হয়, তাহা হইলে পুনরায় ভগবৎপ্রসাদজনক কার্য্য করিবার আদেশ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তুলসী-রোপণ অবশ্য কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ তৎশ্রবণে শ্রীগুরুবৈষ্ণব শ্রীহরি সহস্র অপরাধের ক্ষমা করিয়া থাকেন। অপরাধের পর দ্বাদশবৎসর-মধ্যে তুলসীক্ষেত্র-নামক তীর্থ অথবা শ্রীমথুরার সেবা করিলে সেই সুকৃতি সুকৃত সহস্র-জন্মজনিত অপরাধসমূহ অনায়াসে পরিহার করিয়া ভক্তি লাভ করিতে পারেন। মহাজনগণের প্রতি অনুষ্ঠিত অপরাধ স্তুতিবাক্যের দ্বারা অথবা তাঁহাদের প্রীত্যর্থে সম্পাদিত নিরন্তর দীর্ঘকাল শ্রীভগবন্নাম-কীর্ত্তনাদির দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া ক্ষমা করাইতে হইবে। যেহেতু তাঁহাদিগের প্রসাদ-ব্যতীত উক্ত অপরাধের ক্ষমা নাই।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলেন,—

"ভক্তি-সাধনে দুইপ্রকার প্রবৃত্তি আছে; একটি—অর্চ্চন-প্রবৃত্তি, অপরটি—স্মরণ-কীর্ত্তন-প্রবৃত্তি। উভয় সমীচীন হইলেও স্মরণ-কীর্ত্তন-প্রবৃত্তিই ঐকান্তিক ভক্তদিগের মধ্যে প্রবলা। অনেক মহাজন নাম-মালাতেই কিয়ৎপরিমাণে স্মরণ ও কিয়ৎপরিমাণে নাম-কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কীর্ত্তনের বিশেষ লাভ এই যে, তাহাতে শ্রবণ, স্মরণ ও কীর্ত্তন—এই তিন অঙ্গেরই অনুশীলন হইতে থাকে।"

('ভজন-প্রণালী'—ঃ: চিঃ)

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে অর্চ্চনের বিবিধ বিধি উল্লিখিত হইবার পর উপসংহারে ঐকান্তিকগণের জন্য—হরিকীর্ত্তন ও স্মরণের বিষয় কথিত হইয়াছে। "অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে"—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ উক্তি। "ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি। তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন। নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।"—এই উক্তি-অনুসারে ঐকান্তিকগণ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনেরই সেবা করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা অর্চ্চনকারীদিগকেও আদর করেন, কখনও অর্চ্চনের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন না। কারণ, উহা বিশেষ অধিকারে বিশেষ মঙ্গল উৎপন্ন করে। মহাভাগবতগণের জীবসেবা ও কনিষ্ঠাধিকারীর অর্চ্চনের মধ্যে প্রভেদ জ্ঞানে জীবসেবার সাক্ষাদ্ভাবে অনুরাগের সহিত নিজাভীষ্টের সেবা হয়।

সংবাদ-পত্রের প্রতিধ্বনি

GITA INTERPRETED

SRIMAD BHAGAVAD GITA—Edited and translated in English by Tridandi Goswami Srila Bhakti Pradip Tirtha Maharaj, the senior-most Sanyasi of the Gaudiya Mission, in charge of its London Branch, published by Pandit Sri Sundarananda Vidyavinode, Secretary of the Gaudiya Mission, Calcutta, a book of 368 pages, Double Crown 16 mo. size, neatly printed in strong paper and well bound, price Rs 2/- only, to be had of Sri Gaudiya Math, P. O. Baghbazar, Calcutta.

The book contains a very illuminating foreword from the pen of the learned publisher giving a purport of his lectures on the Gita before the students of the Dacca University and a masterly introduction by the author himself, which provide the true background for the study of this sacred book. Every chapter opens with a very clear and concise summary and end in succint gist bearing upon the key-note of the *slokas* contained therein. Explainations have been posted in all appropriate places which will illumine the dark corners of the mind if one will only lay them bare. A very helpful glossary of technical words with their meaning and an index of *slokas* have been appended to the book.

Sri Krishna reveals Himself in proportion to one's love of Him. *Karmakandis* seek after personal gain—Bhog viz., *Dharma*, *Artha* or *Kama*. *Jnanis* too aspire for their individual good viz., *Mukti*, but none for Kaishna. It is reserved for the Bhaktas or devotees only to live and die for Krishna and, necessarily, they alone can win and know Him. Among the devotees, again, the Gaudiya Vaishnavas render the most intimate and confidential service to His Lotus Feet and have the closest touch with Him. None but a Gaudiya Vaishnab can deliver the goods belonging to Krishna in their true colour and perspective and resplendent with all 'Rasas'. The various available translations of the Gita do not give the world the true Vaishnava Interpretation. It was left for the present author, a Gaudiya Vaishnab Sanyasi who practises Gita in his daily life and is pre-eminently fitted to interpret the teachings of his Lord on the lines laid down by Sri Chaitanya Deva and explained by the three great Gaudiya Acharyas viz., Srila Visvanath Chakravarti, Srila Baladev Vidyabhusan and Srila Thakur Bhakti Vinode, to bring a light in an international language the 'ecstatic delight' enjoyed by the 'relishing devotional aptitude' of a true Gaudiya Vaishnab in the study of his Master's Voice. We are sure this book will do immense good to the sincere seekers of Truth and Love and we strongly recommend to all a close study of this wonderful book on the lines of this devoted saint.

[The Amrita Bazar Patrika—January 26, 1941. (Calcutta edition)]

সংকীর্ত্তনোৎসব-পঞ্জী

আগামী মাঘী শুক্লা সপ্তমী-তিথিতে (২১শে মাঘ, সোমবার) শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব—শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীঅদ্বৈতভবনে সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব।

আগামী মাঘী শুক্লা নবমী-তিথিতে (২৩শে মাঘ, বুধবার) শ্রীল শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব—শ্রীমধ্যগৌড়ীয়-মঠে সংকীর্ত্তন-মহোৎসব।

আগামী ২৬শে মাঘ, শনিবার শ্রীভৈমী-একাদশীর উপবাস ; ২৭শে মাঘ, রবিবার শ্রীবরাহ-দ্বাদশীর ব্রতোদ্যাপন। মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীতে (২৮শে মাঘ, সোমবার) শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব ও তদুপলক্ষে উপবাস। শ্রীধাম-মায়াপুরে সংকীর্ত্তনমহোৎসব।

আগামী ফাল্গুনী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে (৪ঠা ফাল্গুন, রবিবার) ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সপ্তষষ্টিতম-বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাবোপলক্ষে "শ্রীশ্রীব্যাসপূজা"—শ্রীচৈতন্যমঠে ও অন্যান্য শাখামঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অন্যতম-আচার্য্যবর্য্য গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রমাদপুরী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে সংকীর্ত্তন-মহোৎসব।

আগামী ফাল্গুনী কৃষ্ণা দ্বাদশীতে (৫ই ফাল্গুন, সোমবার) শ্রীল রামরায়ের তিরোভাব-তিথি-উপলক্ষে শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে ও কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-আবির্ভাব-সংখ্যা

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

THE GAUDIYA MISSION

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৬শে মাঘ, ১৩৯৭ ; ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ | ২৮শ সংখ্যা

শ্রীনিত্যানন্দরায়

শ্রীনামাবলী

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন নিজ-প্রভু শ্রীশ্রীনিত্যানন্দকে বহু নামে অভিহিত করিয়াছেন—'শ্রীনিত্যানন্দ অবধূত', 'শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র', 'শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু', 'শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুবর', 'প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ', 'শ্রীনিত্যানন্দ-ভগবান্', 'শ্রীনিত্যানন্দ-মহাপ্রভু', 'শ্রীনিত্যানন্দ মহাবীর', 'শ্রীনিত্যানন্দ-মহাবলী,' 'শ্রীনিত্যানন্দ-মহামতি', 'শ্রীনিত্যানন্দ মহাশয়', 'শ্রীনিত্যানন্দ-পঞ্চমহেশ্বর', 'শ্রীনিত্যানন্দরায়', 'শ্রীনিত্যানন্দরাই', 'শ্রীনিত্যানন্দমিশ্র', 'শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ' 'শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপ-গোসাঞী', 'শ্রীনিত্যানন্দ-মহামল্ল', 'মহাবহরায় নিত্যানন্দ', 'নিতাইচাঁদ', 'নিতাই-ঠাকুর', 'ঈশ্বর-নিতাই' 'অবধূতচন্দ্র' 'অবধূতবর', 'অবধূতমণি', 'অবধূত-মহাবল', 'অবধূত-মহাশয়', 'অবধূত রায়', 'অবধূতসিংহ'' 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রিয়ধাম', 'সংকীর্তনপিতা', 'বিশম্ভর', 'দুর্গমপথ-পালক', 'জগৎ-প্রিয়কর', 'শ্রীচৈতন্যপ্রিয়তম', 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের দ্বিতীয়বিগ্রহ', 'গৌড়েশ্বর' ইত্যাদি। শ্রীনিত্যানন্দের অনন্ত নাম, তথাপি শ্রীব্যাসাবতার তাঁহার প্রভুবরের যে সকল শ্রীনাম কীর্তন করিয়াছেন, তাহা অনুকীর্তন করিতে অধিকতর সুখোদয় ও মঙ্গলোদয় হয়। শ্রীনিত্যানন্দরায়ের শ্রীনাম-কীর্তনে শ্রীচৈতন্যের কীর্তি স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়।

পতিতের ত্রাতা

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু—'মহামহত্তম' অর্থাৎ সংকীর্তন-সেনাপতি। তিনি মহাবীর, মহাবলী, মহাশয়, মহামতি, মহামহেশ্বর। শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্ম পতিত দুর্গত দুষ্কৃতম জীবের বড়ই আশা-ভরসার স্থল। যাহাদের কোনপ্রকার যোগ্যতা, দক্ষতা, সাধুত্ব, সুকৃতি কিছুই নাই, তাঁহাদের নিকট শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শ্রীপাদপদ্মের আশাই সকল সুকৃতির শিরোমণিস্বরূপ; নিজের অযোগ্যতার উপলব্ধিতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মাশ্রয়ের জন্য যে আর্তি, তাহাই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ব্যতীত বিষয়িগণের উপর আর কাহারও এরূপ অহৈতুক-কৃপাদৃষ্টি পতিত হয় না; শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ব্যতীত অত্যন্ত পাপী, দুরাচার ও পতিতকে আর কেহই কোলাকুলি করিয়া উদ্ধার করেন না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ব্যতীত আর কেহই ত্রিতাপের কটাহে পতিত দুর্গত জীবকে উদ্ধার করিয়া নিজ কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীচরণতলে আশ্রয় প্রদান করেন না; শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ব্যতীত আর কেহই বিষয়-বাসনাকে তুচ্ছ-বোধ করাইতে পারেন না; 'অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কোটীশ্বরী' মহামায়ার [illegible] হইতে উদ্ধার করিয়া, বিষয়ের মোহ কাটাইয়া শ্রীনামের হাটেতে অধিকার, শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশের অধিকার ও শ্রীযুগল-সেবার অধিকার প্রদান করেন না। শ্রীনিতাই ঠাকুর পতিতের প্রতি এতটা উদার! এজন্যই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জীবের শিক্ষার জন্য গাহিয়াছেন,—

"জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয়॥
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ-ভিতরে॥'

(চৈঃ চঃ আঃ ৫।২০৪-২০৭)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু আরও বলিয়াছেন,—

প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
উত্তম, অধম, কিছু না করে বিচার॥
যে আগে পড়য়ে, তারে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিল মো-হেন দুরাচার॥
মো-পাপিষ্ঠে আনিলেন শ্রীবৃন্দাবন।
মো-হেন অধমে দিলা শ্রীচরণতল॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৫।২০৮-২১০)

শ্রীমাধব সদাচার, বংশ, বিদ্যা, ধন, কুল, পরাক্রম কিছুরই অপেক্ষা করেন না, কেবল ভক্তির দ্বারাই তিনি সন্তুষ্ট হন। তাই দাক্ষিণাত্যের কোন বৈষ্ণবকবি বলিয়াছেন,—

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিন্তং সুদাম্নো ধনম্।
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ॥

(পদ্যাবলী—৮)

ব্যাধের কি বা সদাচার ছিল, ধ্রুবের বয়সই বা কত হইয়াছিল, গজেন্দ্রের কি বা বিদ্যাবল ছিল, কুব্জার এমন কি সুরূপ ছিল, সুদামা বিপ্রের কি বা ধনবল ছিল, বিদুরের কি বা বংশমর্য্যাদা ছিল, যাদবপতি উগ্রসেনের কি বা পৌরুষ ছিল, কিন্তু শ্রীমাধব তাঁহাদের ভক্তিতেই তুষ্ট হইয়াছিলেন; তাঁহাদের কোনপ্রকার গুণের প্রতি তিনি লক্ষ্য করেন নাই। অর্থাৎ শ্রীহরি একমাত্র ভক্তিবশ, প্রাকৃত গুণে গুণী হইয়াও ভক্তি-হীন কোন ব্যক্তি তাঁহার প্রিয় হইতে পারে না।

অল্পযোগ্যতা না থাকিলেও যদি ভক্তি থাকে, তবেই শ্রীকৃষ্ণের কৃপা পাওয়া যায়, কিংবা শ্রীকৃষ্ণের এমনই বৈশিষ্ট্য যে, কেহ যদি বৈরানুবন্ধের (নিরন্তর শত্রুভাবের) সহিতও শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করেন, তথাপি তাহার মঙ্গল লাভ হয়।

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তজনতাকে প্রেমদান করিয়াছেন। বালঘাতিনী পূতনাকেও নিজ ধাত্রীর ন্যায় গতি প্রদান করিয়াছেন। ইহাই শ্রীকৃষ্ণভজনের বৈশিষ্ট্য। তাই শ্রীল উদ্ধব বলিয়াছেন,—

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥

(ভাঃ ৩।২।২৩)

অহো কি আশ্চর্য্য! বকাসুর-ভগিনী দুষ্টা পূতনা প্রাণ-বিনাশোদ্যতা হইয়া যাহাকে কালকূটমিশ্রিত স্তন পান করাইয়াও ধাত্রীগতি [illegible] কৃষ্ণের স্তন্যদাত্রী অধিকা-

তিনিধার প্রাপ্য গোলোকে) প্রাপ্তি লাভ করিয়াছিল. সেই পরম দয়ালু কৃষ্ণ বিনা আর কাহারই বা শরণাপন্ন হইব ?

কলিহত জীব এইরূপ সোচ্চারে যে, অনুকূল অনুশীলন করিবার ন্যায় অনুরাগ ত' জীবের নাই-ই ; কারণ জীব বিষয়ানুরাগে অত্যন্ত অভিনিবিষ্ট। প্রতিকূল অনুশীলনের অনুকরণ করিলেও অত্যধিক অপরাধ ব্যতীত অন্য কোনও অমঙ্গল লাভ হয় না। কারণ, অনুকরণ করিয়া কেহ অবিজ্ঞির বিদ্বেষী হইতে পারে না এবং উহাতে প্রতিকূলাচরণের স্বাভাবিক তীব্রতাও থাকে না। বেণ প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত-স্থল। শিশুপাল ও দন্তবক্র বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ সময় পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্বেষযুক্তই ছিল। কিন্তু বেণের শ্রীভগবানের প্রতি প্রাসঙ্গিকভাবে কেবলমাত্র নিষ্কাম্বক-শত্রুতা ছিল, অবিচ্ছিন্ন বৈরভাব হয় নাই। তীব্রধ্যানের অভাবহেতু তাহাতে পাপই প্রতিফলিত হইয়াছিল, এজন্য অতিশয় সামর্থ্যবান্ পুরুষগণও নিজের মুক্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৈরভাবানুষ্ঠানে সাহস করিবেন না। যে কোন উপায়ে কৃষ্ণে মনোনিবেশ করিতে হইবে, ইহার অর্থ এই—যে কোন যুক্তিতম উপায়েই শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। এজন্যই অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের কথা মহাজনগণ বলিয়াছেন, প্রতিকূল অনুশীলন অনুকরণীয় নহে।

কলিহত জীব অত্যন্ত শোচ্যতম অবস্থায় পতিত। ভক্তিবিহীন শ্রীভগবানের সেবা তাহার পক্ষে সুদুষ্কর। তাই কোন মহাজন বলিয়াছেন,—

দীনবন্ধুরিতি নাম তে স্মরন্
যাদবেন্দ্র পতিতোঽহমুৎসহে।
ভক্তবৎসলতয়া ত্বমি শ্রুতে—
দারুকং হৃদয়মাশু কম্পতে॥

(পদ্যাবলী—৬৪)

হে যাদবেন্দ্র ! আমি পতিত, তোমার "দীনবন্ধু" এই নাম স্মরণ করিয়া আমার উৎসাহ হইয়াছিল ; কিন্তু তুমি ভক্তবৎসল, ইহা শুনিয়া সম্প্রতি আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে।

কৃপা-বৈশিষ্ট্য

শ্রীগৌরভক্তগণ কলিহত জীবের এই সংকল্প বিদূরিত করিয়া তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিয়াছেন যে, জীব যতই পতিত হউক, যতই ভক্তিবিহীন হউক, তথাপি যদি একবার শ্রীনিত্যানন্দরায়ের শ্রীপাদপদ্মে নিজের পাতিত্যের কথা প্রাণ খুলিয়া নিবেদন করে, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের কৃপার কাঙ্গাল হয়, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সেই দুর্ব্বলতম জীবকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক উদ্ধার করেন ; ইহা প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্য, ইহা স্বপ্নবাদ বা কল্পনা নহে।

শ্রীগৌরসুন্দর মহাবদান্য ; কিন্তু যিনি শ্রীনিত্যানন্দের, শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকেই কৃপা করেন। যাহাকে শ্রীনিত্যানন্দ আত্মসাৎ করেন নাই, শ্রীগৌরসুন্দর তাহাকে কখনও কৃপা করেন না। এইজন্যই মহাজনগণ শ্রীবৈষ্ণব-চরণে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মের কৃপাই প্রার্থনা করেন। ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন গাহিয়াছেন,—

সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥
বৈষ্ণব-চরণে মোর এই মনস্কাম।
ভক্তি যেন জন্মে জন্মে প্রভু-বলরাম॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১।৭৭।৭৮)

আবির্ভাব-তিথি

মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর পতিত-পাবনী আবির্ভাব-তিথিরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণা হইয়াছিল। শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবতিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমার ন্যায় এই তিথিও জগন্মঙ্গল-বিধায়িনী ও পরমার্চ্চনীয়া।

পরম-পবিত্র-তিথি ভক্তি-প্রসবিনী।
যাঁহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি॥
নিত্যানন্দ-জন্ম মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র-প্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী॥
সর্ব্ব-যাত্রা মঙ্গল এ দুই পুণ্যতিথি।
সর্ব্ব-শুভ-লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি॥
এতেকে এ দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৩।৪৪-৪৭)

শ্রীচৈতন্যকে মানিয়া শ্রীনিত্যানন্দকে না মানিলে বা শ্রীনিত্যানন্দকে মানিয়া শ্রীচৈতন্যকে না মানিলে ভক্তিবিরোধ হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

দুই ভাই একতনু—সমান-প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান, তোমার হবে সর্ব্বনাশ॥

একতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান।
"অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব" তোমার প্রমাণ॥
কিম্বা, দোঁহা না মানিঞা হও ত' পাষণ্ড।
একে মানি' আরে না মানি,—এইমত ভণ্ড॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৭৫-১৭৭)

শ্রীস্বরূপের বন্দনা

শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভু শ্লোকচ্ছলে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দরায়ের এইরূপ বন্দনা করিয়াছেন,—

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী
গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যা-
নন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু॥
মায়াতীতে ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥
মায়াভর্ত্তাজোণ্ডসংঘাশ্রয়াত্মা
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥
যস্যাংশাংশঃ শ্রীল গর্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধামধাতু-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥
যস্যাংশাংশাংশঃ পরমাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১ম-পঃ-ধৃত শ্রীস্বরূপ গোস্বামি-কড়চা-বাক্য)

শ্রীসঙ্কর্ষণ, শ্রীকারণাব্ধিশায়ী, শ্রীগর্ভোদশায়ী, শ্রীপয়োব্ধি-শায়ী ও শ্রীশেষ যাঁহার অংশ ও কলা, সেই শ্রীনিত্যানন্দরাম আমার শরণস্বরূপ হউন।

মায়াতীত, সর্ব্বব্যাপক বৈকুণ্ঠলোকে শ্রীবাসুদেব, শ্রীসঙ্কর্ষণ, শ্রীপ্রদ্যুম্ন ও শ্রীঅনিরুদ্ধ,—এই পূর্ণ ঐশ্বর্য্যযুক্ত চতুর্ব্যূহমধ্যে যাঁহার শ্রীসঙ্কর্ষণাখ্যরূপ বিদ্যমান, সেই শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ রামের প্রতি আমি প্রপন্ন হই।

যাঁহার একটী অংশস্বরূপ মায়াভর্ত্তা, ব্রহ্মাণ্ডসমূহের আশ্রয়রূপ শ্রীকারণাব্ধিশায়ী, আদিদেব পুরুষাবতার, সেই শ্রীনিত্যানন্দরামকে আমি প্রপাদ করি।

যাঁহার নাভিপদ্মের নাল লোকস্রষ্টা বিধাতার সূতিকাধাম ও লোকসমূহের বিশ্রামস্থান, সেই গর্ভোদশায়ী যাঁহার অংশের অংশ, সেই শ্রীনিত্যানন্দরামকে আমি প্রপাম করি।

যাঁহার অংশের অংশ, তাঁহার অংশ—ক্ষীরোদশায়ী, অখিলপরমাত্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু; যাঁহার কলা পৃথ্বীধারী 'অনন্ত', সেই শ্রীনিত্যানন্দ-রামকে আমি প্রণাম করি।

পরিচয়

শ্রীবলদেবপ্রভু সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠ এবং সমস্ত জীব ও বিষ্ণুতত্ত্বের পিতা হইয়াও মৈথিল ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত পরমবিরক্তবৈষ্ণববর শ্রীহাড়াই পণ্ডিত বা শ্রীহাড়ো ওঝাকে পিতৃরূপে ও শ্রীহরিসেবাপরায়ণা শ্রীপদ্মাবতী দেবীকে মাতৃরূপে স্বীকার করিয়া রাঢ়দেশের একচাকা গ্রামে মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে অবতীর্ণ হন। মৈথিল ব্রাহ্মণের 'উপাধ্যায়' এই লৌকিক উপাধির অপভ্রংশই—'ওঝা' বা 'ঝা'।

ই, আই, আর লুপ-লাইনে মল্লারপুর ষ্টেশন হইতে প্রায় চারিক্রোশ পূর্ব্বদিকে বর্ত্তমান বীরচন্দ্রপুর গর্ভবাস প্রভৃতি গ্রামই পূর্ব্বে একচাকা বা একচক্র নামে পরিচিত ছিল। শ্রীনিত্যানন্দাত্মজ শ্রীবীরচন্দ্র বা শ্রীবীরভদ্র প্রভুর নামানুসারে পরবর্ত্তীকালে ঐ স্থানের নাম বীরচন্দ্রপুর বা বীরভদ্রপুর হইয়াছে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীপদাঙ্কানুসরণে ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনমাসে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-স্থানের পুণ্যতম রেণু আমাদের মস্তকে ধারণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। এই স্থানে শ্রীমন্নিত্যা-নন্দ প্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীবঙ্কিম রায় নামক শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ শ্রীসতীর সহিত অধিষ্ঠিত আছেন। প্রবাদ যে, শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বদিকে কদম্বখণ্ডীর ঘাটে শ্রীযমুনার জলে শ্রীবঙ্কিমদেবের শ্রীবিগ্রহ ভাসিতেছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সেই শ্রীবিগ্রহকে জল হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত করেন। বীরচন্দ্র-পুরের প্রায় অর্দ্ধ মাইল পশ্চিমে ভদ্রপুর নামক স্থানে শ্রীসতী প্রকাশিত হন। স্থানীয়সেবায়েতগণ বলেন, শ্রীবঙ্কিম

স্থানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া পরবর্ত্তিকালে তাঁহার দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দশক্তি শ্রীজাহ্নবামাতা স্থাপিত হইয়াছেন। শ্রীবীরভদ্রপুরের গোস্বামিগণ শ্রীগোপীজনবল্লভের সাধারণ।

শ্রীপদ্মাবতীদেবীও পরমা বৈষ্ণবশক্তিরূপে বৈষ্ণব ও অতিথির সেবায় সর্ব্বক্ষণ তৎপর থাকিতেন। একচাকা গ্রামের কিছুদূরে মৌড়েশ্বর শিব অধিষ্ঠিত ছিলেন। বৈষ্ণব-সেবার আদর্শ-সংস্থাপনের জন্য সর্ব্ববিষ্ণুবৈষ্ণবের আকর শ্রীনিত্যানন্দ মৌড়েশ্বর শিবের পূজা করিতেন। বৈষ্ণবের সেবা ব্যতীত কেহই শ্রীবিষ্ণুর কৃপা লাভ করিতে পারেন না। এই সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা প্রচারের জন্যই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শিবপূজা-লীলার আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলেন, শ্রীহাড়াই পণ্ডিতও বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভাগীরথীর শিবের পূজা করিতেন।

বাল্যলীলা

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবে সমস্ত রাঢ়দেশে সর্ব্ব-সুমঙ্গল ও অভ্যুদয় লক্ষিত হইতেছিল। দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য দেশ হইতে বিদূরিত হইল। দ্বাপরলীলায় শ্রীবলদেব যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কলিযুগেও সেইরূপ শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দ শ্রীগৌরহরির অগ্রজরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যখন শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দর আবির্ভূত হইলেন, তখন একচাকায় শ্রীনিত্যানন্দ আনন্দে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। ঐ হুঙ্কার শুনিয়া দেশবাসী জন-সাধারণ নানাপ্রকার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেহ বলিলেন, 'নিশ্চয়ই বজ্রপাত হইয়াছে'; কেহ বলিলেন, 'শ্রীভগবান্ গর্জ্জন করিয়াছেন'; কেহ বা বলিলেন, 'কোন দৈবদুর্ব্বিপাক অবশ্যম্ভাবী'। মায়ায় অভিভূত হইয়া নানা-প্রকার লোকে নানারূপ কথা বলিতে লাগিল। কেহই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে চিনিতে পারিল না। এদিকে শ্রীনিত্যা-নন্দ শিশুরূপে অপর সৌভাগ্যবন্ত শিশুদিগের সঙ্গে কখনও শ্রীকৃষ্ণলীলার অভিনয়, কখনও শ্রীরাম-লীলার অভিনয় করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একচক্রাগ্রামে 'বিশ্রামতলা' নামে একটি স্থান আছে। কিংবদন্তী এই যে, এই স্থানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বাল্যকালে সঙ্গিগণের সহিত ঐ সকল লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। শিশু কিরূপে ঐসকল লীলাকথা অবগত হইলেন, অন্য কোন খেলা না খেলিয়া কিরূপেই বা শ্রীবিষ্ণুর অবতারগণের লীলার অভিনয় করিতে শিখিলেন, ইহা ভাবিয়া শ্রীহাড়াই পণ্ডিত ও শ্রীপদ্মাবতী বিস্মিত হইলেন। একদিন শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীনৃসিংহের শক্তিখেলে পতন ও নৃসিংহের ন্যায় মূর্চ্ছাভিনয় করিলে তাহা দেখিয়া সঙ্গের শিশুগণ ক্রন্দন করিতে লাগিল। ইহাতে হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতী বিপদ ভাবিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দের শিক্ষাপ্রাপ্ত জনৈক শিশু হনুমানের-ভাবে পর্ব্বতাদন পর্য্যন্ত আনয়ন করিল ও অন্য শিশু বানর-বৈদ্য সুষেণের ভাবে সঞ্জীবনের নাসিকায় বিশল্যকরণী-প্রদানের ন্যায় অভিনয় করিলে শ্রীনিত্যানন্দ সংজ্ঞা লাভ করিলেন। ইহা দেখিয়া হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতী প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীশ্রীহাড়াই-পদ্মাবতীর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র হইলেও একমাত্র নয়নমণি ও প্রাণ ছিলেন। মাতাপিতা শ্রীনিত্যা-নন্দকে অল্প সময়ের জন্যও না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। কি হবিষ্যকার্য্যে, কি পৌরোহিত্যকার্য্যে, কি অন্যত্র গমনকালে, কি গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকাকালে সর্ব্বদাই হাড়াই পণ্ডিতের প্রাণ শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি পড়িয়া থাকিত।

"প্রাণ হৈলা নিত্যানন্দ, শরীর হাড়াই।"

—(চৈঃ ভাঃ মঃ ৩।৭৪)

সন্ন্যাসীর ভিক্ষা

শ্রীশ্রীহাড়াই-পদ্মাবতীর প্রাণ-পুতলী শ্রীনিত্যানন্দ বাল্যলীলা পূর্ণ করিলেন। একদিন এক পরিব্রাজক বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে করিতে একচক্রাগ্রামে উপস্থিত হইলেন। শ্রীহাড়াই পণ্ডিত শুদ্ধবৈষ্ণব জানিয়া তাঁহার গৃহে ভিক্ষা করিলেন। হাড়াই পণ্ডিত অত্যন্ত আনন্দের সহিত বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা করাইয়া সমস্ত রাত্রি সন্ন্যাসীর সহিত কৃষ্ণকথা আলাপ করিলেন। সন্ন্যাসী অন্যত্র গমন করিতে অভিলাষী হইয়া পরদিন প্রত্যূষে হাড়াই পণ্ডিতকে বলিলেন,—"তোমার নিকট আমার একটী ভিক্ষা আছে। আমি তীর্থ পর্য্যটন করিব। অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রন্ধনাদি কার্য্য করা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে। এজন্য তোমার এই সুলক্ষণযুক্ত পুত্রটি আমার সঙ্গে থাকিলে আমার পক্ষে ভগবানের নৈবেদ্য-পাকের সুবিধা হইবে। তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটীকে কিছুদিনের জন্য আমার সঙ্গে দাও। আমি ইহাকে নিজ প্রাণ হইতেও অধিক করিয়া দেখিব এবং তোমার পুত্রও আমার সহিত নানা তীর্থ দর্শন করিতে পারিবে।"

সন্ন্যাসীর এই অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত ভিক্ষার কথা শ্রবণ করিয়া হাড়াই ওঝার মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল—সন্ন্যাসীকে দান করিতে হইবে, এই ভয়ে নহে ; কিন্তু একমাত্র জীবাতু, যাহাকে এক মুহূর্ত্তও না দেখিয়া মাতাপিতা বাঁচিতে পারেন না, তাঁহাকে চক্ষুর অন্তরাল করিতে হইবে,—এই আশঙ্কায় তাঁহাদের চিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। প্রাণ ভিক্ষা করিলেও হাড়াই ওঝা এইরূপ বিহ্বল হইতেন না। তিনি কোটি প্রাণ দিয়া সকল প্রাণের প্রাণ শ্রীনিত্যানন্দরায়কে নিজ সমুখে সর্ব্বক্ষণ সাক্ষাৎরূপে রাখিবার জন্যই জীবন-ধারণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু এইরূপ অবস্থায়ও বৈষ্ণবধর্ম্ম হাড়াই পণ্ডিত সহিচার হারাইলেন না। তিনি বিচার করিলেন,—"পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ পূর্ব্বকালে সন্ন্যাসী ভিক্ষুকগণকে প্রাণ দান পর্য্যন্ত করিয়াছেন। দশরথের জীবাতু শ্রীরামচন্দ্রকে যখন বিশ্বামিত্র যাচ্ঞা করিয়াছিলেন তখন রাম ব্যতীত রাজা জীবন ধারণ করিতে না পারিলেও শ্রীদশরথ শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। আমার অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! এইরূপ ধর্ম্ম-সঙ্কটে আমাকে রক্ষা কর।" শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ নিবেদন জানাইয়া হাড়াই পণ্ডিত সহধর্ম্মিণীর নিকট উপস্থিত হইয়া আনুপূর্ব্বিক সকল কথা বলিলেন। শ্রীপদ্মাবতী সত্য সত্যই বৈষ্ণবী শক্তি। বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীকে যে কোনরূপ ভিক্ষা দিতে তাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ হইল না। পতিব্রতা জগন্মাতা পতির মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া বলিলেন,—"হে প্রভুবর! আপনার ইচ্ছার অনুসরণ করাই আমার ধর্ম্ম।"

পাঠক! এইরূপ আদর্শ পতি-পত্নী, এইরূপ বৈষ্ণবসেবা-তৎপর বৈষ্ণব গৃহস্থের আদর্শের কথা একবার চিন্তা করুন। আমরা অপরের ত্যাগের দৃষ্টান্ত বলিয়া তাহাতে কাব্যরস আস্বাদন করিতে পারি, কিন্তু নিজের জীবনে যখন সেইরূপ গৃহস্থের কর্ত্তব্য বা মাতাপিতার কর্ত্তব্যের পরীক্ষা দিবার সময় উপস্থিত হয়, তখন আমরা পশ্চাৎপদ হই, না হয় ভাবের ঘরে চুরি করিয়া আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা করি ; কিন্তু গৃহস্থের আদর্শ জীবন ও হৃদয় কিরূপ, তাহা আমাদিগকে শ্রীহাড়াই পণ্ডিত ও শ্রীপদ্মাবতীদেবী শিক্ষা দিয়াছেন। এইরূপভাবেই সমস্ত প্রাণ দান করিয়া বৈষ্ণবের সেবা করিতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবত যে, "প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা" এই উপদেশ করিয়াছেন, তাহার অন্তর সাক্ষা শ্রীহাড়াই পণ্ডিত ও শ্রীপদ্মাবতীদেবীর চরিত্রে দৃষ্ট হয়। প্রাণ-দানের মত দান নাই ; যিনি প্রাণ-দান করেন, তাঁহারই অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য কৃষ্ণ গ্রহণ করেন। প্রাণহীন দান কর্ম্ম-কাণ্ড। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীশ্রীহাড়াই-পদ্মাবতীর 'সমগ্র প্রাণ-স্বরূপ। সেই প্রাণ দান করিয়া তাঁহারা বৈষ্ণবসন্ন্যাসীর সেবা করিলেন,—ইহারই নাম প্রকৃত গৃহস্থের ধর্ম্ম। কোটি কোটি সন্ন্যাসী এইরূপ গৃহস্থের পদরেণু কামনা করেন। পৃথিবীর বিচার ও শ্রীশ্রীহাড়াই-পদ্মাবতীর বিচারের মধ্যে কতটা পার্থক্য দৃষ্ট হয়! প্রাণপুত্তলিস্বরূপ বালসর্ব্বস্বধন বালক, যাহাকে হাড়াই ওঝা "তিলার্দ্ধে শতেকবার উলটিয়া চায় ; ধরিয়া ধরিয়া পুনঃ আলিঙ্গন করে। মনীর পুতুলি যেন মিলায় শরীরে।"—সেই প্রাণপ্রিয়তম বস্তুকে এক অতিথি সন্ন্যাসি-ভিক্ষুকের পাচক-ব্রাহ্মণের কার্য্য করিয়া তীর্থযাত্রা ও পর্য্যটনের ক্লেশ সহ্য করিতে অনুমতি-দানের প্রবৃত্তি পৃথিবীর কোন ধর্ম্মভীরুরই হয় না। একমাত্র পূর্ব্ব মহাজন-গণের আচরণে সুদৃঢ় নিষ্ঠা ও বৈষ্ণবসেবায় স্বাভাবিক-প্রীতি ব্যতীত অন্য কোনরূপ ভয় বা কর্ত্তব্যাভাবোধ এইরূপ চিত্তবৃত্তি প্রকট করিতে পারে না।

শ্রীহাড়াই ওঝা সহধর্ম্মিণীর সানন্দ-সম্মতি লাভ করিয়া সন্ন্যাসীর স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নিজ পুত্রকে সন্ন্যাসীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দও বৈষ্ণব-সেবা ও তীর্থোদ্ধার-লীলা প্রকট করিবার জন্য সন্ন্যাসীর সঙ্গে চলিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এই গৃহত্যাগের প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস লিখিয়াছেন,—

স্বামীহীনা দেবদ্যুতি-জননী ছাড়িয়া।
চলিলা কলিল প্রভু নিরপেক্ষ হঞা॥
ব্যাস-হেন বৈষ্ণব জনক ছাড়ি' শুক।
চলিলা, উলটি নাহি চাহিলেন মুখ॥
শচী-হেন জননী ছাড়িয়া একাকিনী।
চলিলেন নিরপেক্ষ হই' ন্যাসি-মণি॥
পরমার্থে এই ত্যাগ—ত্যাগ কভু নহে।
এ সকল কথা বুঝে কোন মহাশয়ে॥
এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার-কারণে।
মহাকাষ্ঠ দ্রবে যেন ইহার শ্রবণে॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৩।১০১-১০৫)

এদিকে অপ্রাকৃত বাৎসল্যরস-রসিক হাড়াই ওঝা পুত্রের বিরহে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। ভক্তিরসে বিহ্বল হইয়া লোকলোচনে জড়সদৃশ পরিলক্ষিত হইতে লাগিলেন। অন্ন-জলাদি পরিত্যাগ করিয়া তিন মাস কাটাইলেন। জীবন থাকিল বটে, কিন্তু সর্ব্বক্ষণ 'শ্রীনিত্যানন্দ-পাগলপারা' হইয়া থাকিলেন।

হাড়াই ওঝার এই বাৎসল্যরস জড়পুত্রাসক্তি নহে। জড়পুত্রাসক্তি তাঁহার এই বাৎসল্যরসের একটী হেয় খণ্ডিত প্রতিবিম্ব। ভগবানের জন্য ভক্তের যে আসক্তি, তাহাই প্রেম এই প্রেমসিন্ধুর এক বিন্দু শ্রীহাড়াই পণ্ডিতের আনুসঙ্গে লাভ হইলে মুক্তিসুখও অতি তুচ্ছ বোধ হয়।

তীর্থপর্য্যটন

শ্রীনিত্যানন্দ বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়া তীর্থের মলিনতা দূর করিলেন ও অতীর্থ স্থান-সমূহকে তীর্থীকৃত করিলেন। বক্রেশ্বর, বৈদ্যনাথ, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, গোবর্দ্ধন, বৃন্দাবন, গোকুল, হস্তিনাপুর, দ্বারকা, সিন্ধুপুর, মৎস্যতীর্থ, শিবকাঞ্চী, বিষ্ণু-কাঞ্চি, কুরুক্ষেত্র, পৃথূদক, বিন্দুসরোবর, প্রভাস, সুদর্শন, ত্রিতকূপ, বিশালা, ব্রহ্মতীর্থ, চক্রতীর্থ, প্রভিরোভা, প্রাচীসরস্বতী, নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা, মূলবেরপুর, সরযূ, কৌশিকী, গৌলস্তাশ্রম, গোমতী, গণ্ডকী, গোপতীর্থ, মহেন্দ্রগিরি, হরিদ্বার, পম্পা, ভীমা, গোদাবরী বেণা, বিপাশা, মাদুরা, শ্রীশৈল প্রভৃতি স্থান পর্য্যটন করিয়া ব্যেঙ্কটনাথ, কামকোষ্ঠীপুরী, কাঞ্চী, কাবেরী, শ্রীরঙ্গম, হরিক্ষেত্র, ঋষভ পর্ব্বত, মাদুরা, কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, উত্তরা যমুনা, মলয়পর্ব্বত, কন্যাকুমারিকা, অনন্তপুর, গোকর্ণ, কেরল, ত্রিগর্ত্তদেশ, নির্ব্বিন্ধ্যা, পয়োষ্ণী, তাপ্তী, রেবা, মাহিষ্মতী, ব্রহ্মতীর্থ, সূর্পারক প্রভৃতি স্থান হইয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পশ্চিমভারতে ভ্রমণ-কালে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত অকস্মাৎ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের সাক্ষাৎকার হইল। প্রেমবিগ্রহ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-রস-রসিক অনুচরগণের সঙ্গে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতেছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীমাধবেন্দ্রের মিলনে উভয়ের প্রেমের সমুদ্র অধিকতর উদ্বেলিত হইল। উভয়েই প্রেমমূর্ত্তি দর্শন করিয়া শ্রীঈশ্বরপুরী প্রভৃতি শ্রীমাধবেন্দ্র-শিষ্যগণ প্রেম-ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে উভয়ে বাহ্যদশায় উপনীত হইয়া পরস্পর গলা ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন. কখনও বা কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। দুই প্রভুর নয়নে প্রেমনদী প্রবাহিত হইল, সমস্ত অঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার পরিলক্ষিত হইল, তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন,—

> • • যত তীর্থ করিলাঙ্গ।
> সম্যক্ তাহার ফল আজি পাইলাঙ।
> নয়নে দেখিনু মাধবেন্দ্রের চরণ।
> এ প্রেম দেখিয়া ধন্য হইল জীবন।

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৯।১৬৮-১৬৭)

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দ পুরী প্রভৃতি শ্রীপুরীপাদের শিষ্যবর্গও শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট হইলেন। শ্রীল মাধবেন্দ্র তাঁহার আদর্শ শিষ্যগণকে লইয়া তীর্থ পর্য্যটন করিতেছিলেন ; কিন্তু এ যাবৎ তীর্থযাত্রী তথাকথিত সাধুগণের মধ্যে কোথায়ও কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন দর্শন করিতে পান নাই। সকলেই অন্যাভিলাষী, কর্ম্মকাণ্ডী, জ্ঞানকাণ্ডী অথবা যোগী, ভক্তী, তপস্বী মাত্র। ঐ সকল তথাকথিত সাধুকে অতীব দুঃখের সহিত দুঃসঙ্গজ্ঞানে বর্জ্জন করিয়া তাঁহারা মনের দুঃখে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দর্শনে তাঁহাদের সেই দুঃখ দূর হইল। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুও শ্রীল মাধবেন্দ্রের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গানন্দে বনে বনে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ-লীলা প্রকট করিলেন।

শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরী

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের বিপ্রলম্ভপ্রেমের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। মেঘ দেখিলেই তাঁহার কৃষ্ণ-স্মৃতির উদ্দীপন হইত ও তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও শ্রীগোবিন্দের রসে মহামত্ত হইয়া কখনও ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়েন, কখনও বা অট্টহাস্য করেন, কখনও হুঙ্কার, কখনও গর্জ্জন করিয়া থাকেন। শ্রীমাধবেন্দ্রের সহিত শ্রীনিত্যানন্দের নিগূঢ় কৃষ্ণ-সংলাপ হইল। শ্রীল মাধবেন্দ্র শ্রীনিত্যানন্দের প্রেম দেখিয়া বলিলেন,—

> • • "প্রেম না দেখিনু কোথা।
> সেই মোর সর্ব্বতীর্থ, হেন প্রেম যথা।

জানিল কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ-হেন বন্ধু পাইনু সংহতি॥
যে-যে-স্থানে যদি নিত্যানন্দ-সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ বৈকুণ্ঠাদিময়॥
নিত্যানন্দ-হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে।
অবশ্য পাইবে কৃষ্ণচন্দ্র সেই ক্ষণে॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৯।১৮২-১৮৫)

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অসদ্‌গুরুগণের গুরু—সর্ব্বাচার্য্য-শিরোমণি হইয়াও লোকশিক্ষাচ্ছলে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদকে গুরুবুদ্ধি করিতেন। শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে যে গুরুপরম্পরা প্রচলিত ও লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে কেহ কেহ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদেরই শিষ্য-রূপে, কেহ কেহ বা শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থের শিষ্য অর্থাৎ শ্রীল মাধবেন্দ্রের সতীর্থরূপে নির্দ্দেশ করেন। সতীর্থবিচারও গুরু-বিচার হইতে পৃথক্ নহে। এজন্য ইতিহাস ও বর্ণনার কোন কোন-স্থলে পার্থক্য থাকিলেও উভয়ই একই তাৎপর্য্যপর।

এইরূপে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ ও শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু পরস্পর শ্রীকৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে দিবারাত্র আনন্দহারা হইয়া কয়েক দিন অবস্থান করিলেন। কিছুদিন পর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সেতুবন্ধের অভিমুখে গমন করিলেন এবং শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ সমধু ধর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। সেতুবন্ধ হইতে ধনুস্তীর্থে স্নান করিয়া রামেশ্বর ও বিভীষণদয় হইয়া মায়াপুরী, অবন্তী ও দোয়াবরী দর্শন করিয়া সিংহাচলে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে ত্রিকমলাই ও কূর্ম্মস্থান দর্শন করিয়া অবশেষে শ্রীপুরুষোত্তমে আসিয়া শ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করিলেন। শ্রীজগন্নাথ-দর্শনমাত্রে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রেম-মূর্চ্ছা ও সাত্ত্বিক বিকারসমূহ প্রকটিত হইল। কিছুদিবস নীলাচলে অবস্থান করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ গঙ্গাসাগর-তীর্থে আগমন করিলেন এবং সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া পুনরায় শ্রীমথুরায় আগমন করিলেন। শ্রীব্রজমণ্ডলে আসিয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমানন্দে বাস করিতে লাগিলেন। এই-স্থানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অবস্থা শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

নিরবধি বৃন্দাবনে করেন বসতি।
কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবারাতি॥
আহার নাহিক, কদাচিৎ দুগ্ধ-পান।
যেহ যদি অযাচিত কেহ করে দান॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৯।২০৫-২০৬)

শ্রীগৌরহরি

যখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এইরূপভাবে শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনবদ্বীপে প্রকটিত হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার দ্বিতীয়-দেহ শ্রীনিত্যানন্দকে না দেখিয়া হৃদয়ে দুঃখানুভব করিতেছিলেন। এদিকে শ্রীনিত্যানন্দও শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশকাল পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ মনে মনে বিচার করিয়াছিলেন যে, যখন মহাপ্রভু নিজের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিবেন, তখনই তিনি শ্রীনবদ্বীপে গমন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করিবেন। যদিও শ্রীনিত্যানন্দ সর্ব্ব-শক্তিধর, তথাপি শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীসংকীর্ত্তনৈশ্বর্য্য-প্রকাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিজ প্রেমভক্তি-প্রদানলীলা সঙ্গোপন করিয়া-ছিলেন। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

যদ্যপিহ নিত্যানন্দ ধরে সর্ব্বশক্তি।
তথাপিহ কারেহ না দিলেন বিষ্ণুভক্তি॥
যবে গৌরচন্দ্র প্রভু করিবে প্রকাশ।
তান যে আজ্ঞায় ভক্তিদানের বিলাস॥
কেহ কিছু না করে চৈতন্য-আজ্ঞা বিনে।
ইহাতে 'অভক্ত' নাহি পায় প্রভুগণে॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৯।২১১-২১৩)

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু দ্বাদশ বর্ষ গৃহে বাস করিয়া তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলেন এবং বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। যখন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু হৃদয়ে জানিতে পারিলেন যে, শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তখন তিনি অতি সত্বর শ্রীমথুরা হইতে অভিন্ন-মথুরা শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপে মহাভাগবতবর শ্রীমন্দনাচার্য্যের গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। শ্রীমন্দনাচার্য্য এক আজানুলম্বিতভুজ মহাজ্যোতিষ্মান্ অবধূতকে নিজ গৃহে উপনীত দেখিয়া ভক্তিভরে ভিক্ষা করাইয়া নিজ গৃহে রাখিলেন।

স্বপ্নদর্শন

এদিকে অন্তর্যামী শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনবদ্বীপে শ্রীনিত্যা-নন্দের আগমন জানিয়া অত্যন্ত আনন্দিতচিত্তে বৈষ্ণবগণের

নিকট ইঙ্গিত-বাক্যে বলিতে লাগিলেন,—দেখ ভাই, দুই তিন দিনের মধ্যে এই স্থানে কোন মহাপুরুষ আসিবেন। আমি আজ এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি। শ্রীল বলদেবের তালধ্বজ-রথ যেন আমার গৃহের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেই রথের মধ্যে এক বিশালকায় মহাপুরুষ, তাঁহার স্কন্ধে হল ও মুষল; তিনি নীলবসন-পরিহিত, বাম-হস্তে বেত্রনির্ম্মিত কমণ্ডলু। তিনি শ্রীকৃষ্ণবাণী, ব্রজবুলিতে সকলকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"এই বাড়ী কি নিমাই পণ্ডিতের?—এ মোকাম নিমাই পণ্ডিতকো হ্যায় কিঁ ও নেই?" আমি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"মাঁয়া তেরা ভাই হুঁ—আমি তোমার ভাই, আগামীকল্য আমাদের পরস্পর পরিচয় হইবে।" তাঁহাকে দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দের উদ্রেক হইল এবং তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহার অনুকরণে "আমিও যেন তিনিই" এইরূপ বিচার আসিল।

এইরূপ বলিতে বলিতে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবলদেবের ভাবে গর্জ্জন করিয়া 'মদ আন', 'মদ আন' বলিতে লাগিলেন। তখন শ্রীবাস পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন,—"তুমি যে মদ চাহিতেছ, সেই হরিরস-মদিরা একমাত্র তোমার নিকটেই আছে। তুমি যা'কে বিলাইবে, সেই তাহা পাইবে।"

শ্রীগৌরসুন্দরের ঐরূপ বাক্যের নিশ্চয়ই কিছু তাৎপর্য্য আছে, ভক্তগণ ইহা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর ক্রমে বাহ্যদশা লাভ করিলে শ্রীমুরারিগুপ্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বপ্নের তাৎপর্য্য ভক্তগণের নিকট ব্যাখ্যা করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ও শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতকে সেই স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষের অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। দুই মহাভাগবত মহাপ্রভুর আদেশে নবদ্বীপের সর্ব্বত্র তিনপ্রহরকাল অনুসন্ধান করিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া মহাপ্রভুর নিকট ফিরিয়া আসিলেন ও জানাইলেন যে, তাঁহারা নবদ্বীপের সর্ব্বত্র কি বৈষ্ণব, কি সন্ন্যাসী, কি গৃহস্থ, কি পাষণ্ডী সকলের গৃহই ভন্ন ভন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছেন, কেবলমাত্র নবদ্বীপের বাহিরের গ্রামসমূহ অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই; কিন্তু কোথাও শ্রীগৌরসুন্দরের স্বপ্নদৃষ্ট সেইরূপ কোন মহাপুরুষকে দেখিতে পাইলেন না।

মিলন

শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীহরিদাস ও শ্রীবাসের কথা শুনিয়া হাসিলেন ও ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, শ্রীগৌরসুন্দর যাঁহাকে জানান, তিনিই শ্রীনিত্যানন্দকে আনিতে পারেন। তখন শ্রীগৌর-সুন্দর তাঁহাদিগকে ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণকে লইয়া বরাহর শ্রীনন্দনাচার্য্যের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে শ্রীনিত্যানন্দের অদ্ভুতমূর্ত্তি দর্শনে বিস্মিত হইলেন, শ্রীনিত্যানন্দও একদিন পরে প্রাণের প্রভুকে দেখিতে পাইয়া প্রেমানন্দে বিহ্বল হইলেন ও একদৃষ্টে পরস্পর পরস্পরকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দকে নিস্পন্দ দেখিয়া শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাস পণ্ডিতকে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কৃষ্ণধ্যানের এই শ্লোকটী কীর্ত্তন করিতে বলিলেন,—

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনক-কপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ।

(ভাঃ ১০।২১।৫)

তৎকালে নটবরবপু শ্রীকৃষ্ণ চূড়ায় শিখিপুচ্ছভূষণ, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার-পুষ্প, পরিধানে কনকবর্ণ পীত-বসন এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিয়া অধরামৃত দ্বারা বংশীছিদ্র পূরণ করিতে করিতে শঙ্খচক্রাদিলক্ষণযুক্ত নিজ পাদপদ্মের দ্বারা লীলাস্থলী বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। তখন গোপগণ তদীয় মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ এই শ্লোক-শ্রবণমাত্রে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, এদিকে শ্রীবাসপণ্ডিত শ্রীগৌরসুন্দরকে পুনঃ পুনঃ ঐ শ্লোকটি পাঠ করিবার জন্য বলিলেন। কিছুকাল পরে সেই শ্লোক শুনিতে শুনিতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বাহ্যদশা লাভ করিলেন ও আনন্দ-ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ এই শ্লোক শ্রবণ করিয়া প্রেমোন্মাদ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। শ্রীনিত্যানন্দের সিংহনাদ শ্রবণে যেন ব্রহ্মাণ্ড ফাটিয়া যাইতে লাগিল। শ্রীনিত্যানন্দ পুনঃ পুনঃ এইরূপ আছাড় পাড়িল যে, মনে হইল যেন হাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। সাধারণ লোকের কথা আর কি, বৈষ্ণবগণেরও ত্রাস উপস্থিত হইল; 'কৃষ্ণ! রক্ষা কর! রক্ষা কর!' বলিয়া সকলে কৃষ্ণস্মরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ভূমিতে বিলুণ্ঠিত

হইতে লাগিলেন, প্রেমাশ্রুতে সমস্ত দেহ বিসিক্ত হইল, শ্রীগৌরসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ঘনশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কখনও নৃত্য, কখনও দণ্ডবদ্ধতি, কখনও লম্ফ এইভাবে প্রেমোন্মাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ শ্রীনিত্যানন্দকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। তখন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে ক্রোড়ে স্থাপন করিলে নিত্যানন্দ শান্তভাব অবলম্বন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীনিত্যানন্দ বাহ্যদশায় উপনীত হইলে ভক্তগণ আনন্দভরে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে বলিতে লাগিলেন,—"আজ আমার বড়ই শুভদিবস। আমি আজ চারিবেদসার প্রেম-ভক্তিযোগ প্রত্যক্ষ করিলাম। তুমি মূর্ত্তিমান কৃষ্ণ-প্রেম-ভক্তিধন। তিলার্দ্ধকালও যে ব্যক্তি তোমার সঙ্গ করে, কোটি পাপ থাকিলেও তাঁহাকে আর দুরাচার বলা যায় না। তোমাকে ভজনা করিলেই কৃষ্ণ-প্রেমধন লাভ হয়।"

গুহ্যালাপ

কোন্‌দিক হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শুভবিজয় হইয়াছে, ইহা শ্রীগৌরসুন্দর জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীনিত্যানন্দ বালকের ন্যায় সমস্ত কথা বলিতে লাগিলেন। শেষে শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন,—অনেক তীর্থ ভ্রমণ করিলাম, শ্রীকৃষ্ণের যত লীলাস্থান আছে, সমস্তই দর্শন করিলাম; কিন্তু স্থানমাত্র দেখিয়াছি, কোথায়ও শ্রীকৃষ্ণ দেখিতে পাই নাই। মহাভাগবত বৈষ্ণবগণের নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ গৌড়দেশে গমন করিয়াছেন। তিনি মাত্র কিছুদিন হইল গয়াতীর্থ করিয়া নদীয়াতে শুভবিজয় করিয়াছেন। পতিতপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনের সহিত নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছেন শুনিয়া এই পাতকী এই স্থানে আসিয়াছে।

পতিতপাবনশিরোমণি শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু এইরূপভাবে শ্রীগৌরসুন্দরকে স্তুতি করিলে মহাপ্রভুও বলিলেন,—"আমরা সকলেই মহাভাগ্যবান্; কেননা, এই স্থানে মহাভাগবতের আবির্ভাব হইয়াছে।" তখন মুরারিগুপ্ত হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন,—

• • • "তোমরা তোমরা।
উহা ত' না বুঝি কিছু আমরা সবারা।"

তখন শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত আবার বলিয়া উঠিলেন,—

• • • "উহা আমরা কি বুঝি?
মাধব-সদৃশ যেন দোঁহে দোঁহা পূজি॥"

তখন শ্রীল সদাশিব পণ্ডিত বলিলেন,—

• • • "ভাল বলিলা পণ্ডিত।
সেই বুঝি যেন রাম-লক্ষ্মণ-চরিত॥"

এইরূপভাবে এক একজন বৈষ্ণব দুই প্রভুর তত্ত্ব নানা ইঙ্গিতে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণকথার তরঙ্গে ভাসিতে লাগিলেন। একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আগামী কল্য পূর্ণিমা-তিথি—ব্যাসপূজার দিন। তুমি কোথায় 'ব্যাসপূজা' করিবে?" তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতকে হাতে ধরিয়া প্রভুর সম্মুখে আনিলেন ও পণ্ডিতকে দেখাইয়া বলিলেন,—'এই ব্রাহ্মণের গৃহেই ব্যাসপূজা হইবে।'

শ্রীবাস পণ্ডিত সানন্দিত চিত্তে 'শ্রীব্যাসপূজা'র সমস্ত ভার বরণ করিয়া লইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীব্যাস-পূজার সংকীর্ত্তনাধিবাস হইল। শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর শ্রীশ্রীবাস-মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া বাহিরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিতে আদেশ করিলেন, একমাত্র অনুগত জন ব্যতীত আর কেহই তথায় প্রবেশাধিকার পাইল না। উচ্চ সংকীর্ত্তনের মধ্যে দুই প্রভু ভক্তগণকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কত প্রেমের তরঙ্গ, প্রেমের বিকার, প্রেমের ভাবমুদ্রা প্রকাশিত হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের অজ্ঞই শ্রীগৌরসুন্দরের অবতার ইহা শ্রীগৌরহরি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ইঙ্গিতে জানাইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে স্থির করিয়া সেই রাত্রির মত নিজগৃহে গমন করিলেন। ভক্তগণও নিজ নিজ স্থানে চলিয়া আসিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবাস-মন্দিরেই অবস্থান করিলেন। কিছু-রাত্রে শ্রীনিত্যানন্দ হুঙ্কার করিয়া নিজ দণ্ড-কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। পরদিবস প্রাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীবাসের ভ্রাতা শ্রীরামাই পণ্ডিতের মুখে শ্রীনিত্যানন্দের দণ্ড-কমণ্ডলু ভঙ্গ করিবার বিষয় শুনিয়া শ্রীবাসগৃহে উপস্থিত হইলেন ও শ্রীনিত্যানন্দকে লইয়া গঙ্গাস্নানে গমন পূর্ব্বক গঙ্গায় দণ্ড স্থাপন করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে সঙ্গে হইতে উঠাইয়া শীঘ্র শ্রীব্যাসপূজা করিতে বলিলেন। শ্রীব্যাসপূজার

আচার্য্য শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীগৌরসুন্দরের আজ্ঞায় সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিলেন। শ্রীবাস দিব্য গন্ধ সহিত একটি সুন্দর বনমালা শ্রীনিত্যানন্দের হস্তে প্রদান করিলেন ও ঐ মালা শ্রীব্যাসদেবের গলায় পরাইয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীব্যাস-স্তব উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীব্যাসপূজা করিবার প্রার্থনা জানাইলেন।

শ্রীবাসপণ্ডিতের বাক্য শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দ মুখে 'হাঁ, হাঁ' করিলেন বটে, কিন্তু ধীরে ধীরে কি বলিলেন, কিছুই বুঝিতে পারা গেল না। তিনি মালা হাতে করিয়া পুনঃ পুনঃ চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত মহাপ্রভুকে ডাকিয়া বলিলেন,—"দেখ! তোমার এই শ্রীপাদ শ্রীব্যাসপূজা করিতেছেন না!" শ্রীবাসের কথা শুনিয়া শ্রীগৌরসুন্দর তৎক্ষণাৎ শ্রীনিত্যানন্দের নিকট গিয়া বলিলেন,—"তুমি শ্রীব্যাসের গলায় মালা পরাইয়া যথাবিধি শ্রীব্যাসপূজা সম্পাদন কর; ইহাতে বিলম্ব করিতেছ কেন?" শ্রীনিত্যানন্দ নিজ-সম্মুখে শ্রীগৌরসুন্দরকে দেখিতে পাইয়া অমনি হস্তস্থিত মালাটী শ্রীগৌরসুন্দরের গলায় পরাইয়া দিলেন। তখন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে 'ষড়্ভুজ-রূপ' প্রদর্শন করিলেন। তাহা দর্শন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রেম-মূর্চ্ছা লাভ করিলেন। তখন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন,—"নিত্যানন্দ! তুমি স্থির হও। যে কীর্ত্তন-প্রচারের জন্য তোমার অবতার, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। তুমি প্রেমভক্তিধনের ভাণ্ডারী; তাহা হইতে তুমি যদি লোককে কিছু দাও, তবেই তাহারা প্রেম লাভ করিতে পারে।" শ্রীনিত্যানন্দ বাহ্যদশা লাভ করিয়া প্রেম-ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন মহাপ্রভু সকলকে বলিলেন,—"আজ শ্রীব্যাসপূজা পূর্ণ হইল; তোমরা সকলে হরিকীর্ত্তন কর।" শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর একসঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীশচীমাতা নিভৃতে বসিয়া এইসকল রঙ্গ দেখিতে দেখিতে দুই প্রভুকে বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত করিলেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীব্যাসপূজার প্রসাদ সকলকে বিতরণ করিলেন।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত-মিলন

শ্রীব্যাসপূজার পর একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরামাই পণ্ডিতকে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিকট প্রেরণ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দের নবদ্বীপে আগমনের কথা জানাইলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীনবদ্বীপে শ্রীনন্দনাচার্য্যের গৃহে আসিয়া লুকাইয়া রহিলেন। সর্ব্বান্তর্যামী মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সঙ্কল্প বুঝিতে পারিয়া বিষ্ণুখট্টায় আরোহণপূর্ব্বক শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের হৃদয়ের ভাব সকলের সমক্ষে প্রকাশ করিয়া দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের মস্তকে ছত্র ধারণ করিলেন; ভক্তগণ নানাবিধ সেবা ও স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। রামাই মহাপ্রভুর দ্বারা পুনরায় আদিষ্ট হইয়া সত্বর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে লইয়া আসিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীনন্দন-প্রভুর শ্রীচরণ পূজা করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দকে দর্শন করিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য নানা ভঙ্গীতে তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

শ্রীবাসের নিষ্ঠা

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস-মাধাপুরে শ্রীবাসের গৃহেই অবস্থান করিলেন। শ্রীশ্রীবাস-সহধর্ম্মিণী মালিনীদেবী নিজ পুত্রভাবে শ্রীনিত্যানন্দের সেবা করিতেন। একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাসকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন,—"অজ্ঞাতকুলশীল শ্রীনিত্যানন্দের সহিত তোমার এত মিশা-মিশি ভাল নয়; যদি জাতি-কুল রক্ষা করিতে চাও, তবে নিত্যানন্দকে অন্যত্র যাইতে বল।" তখন শ্রীবাস পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন,—"প্রভো! আমাকে এইরূপভাবে পরীক্ষা করা তোমার উচিত নহে। নিত্যানন্দ তোমারই দেহ। ভগবানের দেহ-দেহী ভেদ নাই।

> মদিরা-যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
> জাতি-প্রাণ-ধন যদি মোর নাশ করে॥
> তথাপি মোহার চিত্তে নহিবে অন্যথা।
> সত্য সত্য তোমারে কহিনু এই কথা॥
>
> (চৈঃ ভাঃ মঃ ৮।১৫-১৬)

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাসের কথা শুনিয়া শ্রীগৌরসুন্দর বড়ই আনন্দিত হইলেন ও তাঁহাকে অযাচিতভাবে বর দিয়া বলিলেন যে, সাক্ষাৎ শ্রীলক্ষ্মীদেবীকেও যদি নগরে নগরে ভিক্ষা করিতে হয়, তথাপি শ্রীবাসের কোনও দিন কোনও প্রকার অভাব হইবে না। শ্রীবাসের বাড়ীর বিড়ালকুকুর পর্য্যন্ত ভক্তিরসে

আপ্লুত হইবে। শ্রীনিত্যানন্দের সমস্ত ভার শ্রীবাসপণ্ডিতের উপরই থাকিল।

একদিন শ্রীশচীমাতা স্বপ্নে দেখিলেন,—শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই সাক্ষাৎ ব্রজের কানাই-বলাই। নিতাই শচীমাতাকে 'মা' বলিয়া ডাকিয়া অভিক্ষা করিতেছেন। শচীমাতা নিতাইকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজগৃহে নিমাইর সহিত একসঙ্গে ভোজন করাইলেন।

একদিন একটি কাক শ্রীবাস-গৃহের বিষ্ণু-পূজার একটি ঘৃতপাত্র মুখে লইয়া পলায়ন করিল। শ্রীবাসপণ্ডিত ইহা শুনিলে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইবেন জানিয়া শ্রীমালিনীদেবী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীনিত্যানন্দ ঐ কাককে অবিলম্বে ঘৃতপাত্র প্রদানের আদেশ করিলে কাকটি তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিল।

অবধূত

একদিন শ্রীগৌরহরি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সেবা গ্রহণ করিতেছিলেন। এমন সময় শ্রীনিত্যানন্দ বাহ্য-জ্ঞানহীন-ভাবে দিগম্বর হইয়া শ্রীগৌর-গৃহের অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে বহুই ঐরূপ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, শ্রীনিত্যানন্দ ভাবাবেশে কেবল বিপরীত উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। অবশেষে মহাপ্রভু স্বহস্তে নিত্যানন্দকে কাপড় পরাইয়া দিলেন। শচী-দেবী নিত্যানন্দের শিশুভাব দর্শনে হাসিতে লাগিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ বর্ষাকালেও শ্রীনবদ্বীপের কুলীয়াদি-পরিপূর্ণ গঙ্গায় নির্ভয়ে সন্তরণ করিতেন। প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া তিন চারি দিন অচেতন থাকিতেন। একদিন শ্রীনিত্যানন্দ বাল্যভাবে দিগম্বরবেশে "আমার প্রভু নিমাই পণ্ডিত" বলিয়া হুঙ্কার করিতে করিতে শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট আগমন করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর হাস্য করিয়া নিজ-মস্তকস্থিত বস্ত্র শ্রীনিত্যানন্দকে পরাইয়া দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে দিব্য গন্ধাদি-লেপন ও মাল্য প্রদান করিয়া আসনে বসাইয়া তাঁহার স্তুতি করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দের নিকট হইতে এক কৌপীন চাহিয়া লইয়া উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্তগণের মস্তকে বন্ধন করিবার আদেশ দিলেন। মহাপ্রভুর আদেশে ভক্তগণ শিব-ব্রহ্মাদির দুর্লভ শ্রীনিত্যানন্দ-চরণামৃত পান করিলেন।

আজ্ঞা

একদিন অকস্মাৎ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা'॥
ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা।
দিন-অবসানে আসি' আমারে কহিবা॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১০৩৮-১০)

জগাই-মাধাই

নবদ্বীপের লোক শ্রীহরিনাম-প্রচারের এইরূপ অদ্ভুত প্রণালী দেখিয়া নানাপ্রকার কটাক্ষ ও কুৎসা করিতে লাগিল। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞাবলে তাহাতে বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শ্রীহরিনাম-বিতরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ প্রচার-কার্য্য করিবার কালে তাঁহারা পথে মহাপাপিষ্ঠ জগাই, মাধাই নামক দুই মদ্যপায়ীকে দেখিতে পাইলেন। ইহারা ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও সর্ব্বপ্রকার অবজ্ঞতম পাপাচরণ করিতেছিল, কেবল বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই। শ্রীনিত্যানন্দ লোকের নিকট হইতে জগাই-মাধাইর সম্বন্ধে সমস্ত ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। ভাল ভাল লোক সকলেই ঐ দুই মদ্যপের নিকট যাইতে শ্রীনিত্যানন্দকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন। কিন্তু পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ তাহাদের নিষেধ না মানিয়া 'দুই মদ্যপায়ী যাহাতে শুনিতে পায়'—এইরূপ স্থানে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহাদের নিকট মহাপ্রভুর আজ্ঞা বলিলেন,—

বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ-নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥
তোমা-সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।৮০-৮৪)

ঐরূপ উচ্চ রব শ্রবণ করিয়া দুই মদ্যপায়ী আরক্ত-লোচনে দুইজন সন্ন্যাসীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল ও ক্রোধ-

ভরে তাঁহাদের প্রতি ধাবিত হইল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুর উচ্চরোলে গৌড়াইতে গৌড়াইতে শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট আসিয়া দিবসের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকে বলিলেন,—"তুমি কিসের এত বড়াই কর? ধার্ম্মিক লোককে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করান ত' সহজ কথা, যদি জগাই-মাধাইর ন্যায় পাপিষ্ঠকে উদ্ধার করিতে পার, তবেই জানিব তোমার পতিতপাবন নাম সার্থক।" তখন শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—"শ্রীনিত্যানন্দ যাঁহার মঙ্গল চিন্তা করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মঙ্গল বিধান করিয়াছেন, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

আর একদিন শ্রীনিত্যানন্দ নদীয়ানগরে শ্রীহরিদাসের সহিত শ্রীহরিনাম প্রচার করিয়া নিশাকালে যখন মহাপ্রভুর গৃহের অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন সেই মদ্যপায়ী জগাই-মাধাই শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসকে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। অমনি মাধাই শ্রীনিত্যানন্দের মস্তকে একটী ভাঙ্গা হাঁড়ির টুক্‌রা ছুঁড়িয়া মারিল। ইহা দেখিয়া জগাই মাধাইকে নিবারণ করিল। লোক-পরম্পরায় এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু সেই ঘটনাস্থলে আসিয়া পড়িলেন এবং ঐ দুই মদ্যপায়ীকে দণ্ডদানের জন্য সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করিলেন। তখন পরম করুণাময় পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরকে বলিলেন,—"মাধাই মারিতে উদ্যত হইলেও জগাই তাহাতে বাধা দিয়াছে। অতএব তুমি কৃপা করিয়া ইহাদিগকে ক্ষমা কর, এই দুইজনের শরীর আমাকে ভিক্ষা দাও।" ইহা শুনিয়া শ্রীগৌরসুন্দর জগাইকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"তুই নিত্যানন্দকে রক্ষা করিয়া আমাকে কিনিয়া ফেলিয়াছিস্, তোর আজ হইতে প্রেমভক্তি লাভ হইবে।" শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরের কৃপায় জগাইর ঐরূপ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিয়া মাধাইরও চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল। মাধাই শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে শরণ গ্রহণ করিল। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীমাধাইর সকল অপরাধ ক্ষমা করিলেন। তাহারা আর কখনও কোনরূপ পাপ করিবে না,—এই প্রতিজ্ঞা করিয়া শ্রীনিতাই-গৌরের চরণে একান্তভাবে শরণ গ্রহণ করিল। দুই মদ্যপায়ী মহাভাগবত হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দের কৃপার এই ঘোষণা করাইলেন। শ্রীনিত্যানন্দের আদেশানুসারে মাধাই প্রত্যহ সজল-নয়নে আর্ত্তির সহিত 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে গঙ্গাঘাটের সেবা, ওখায় সমাগত বৈষ্ণবগণকে দণ্ডবৎ-প্রণাম ও তাঁহাদের নিকট অকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

দারী সন্ন্যাসি-গৃহে

একদিন শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের ভবনে গমন করিবার পথে এক সন্ন্যাসীর গৃহে উপনীত হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলে সন্ন্যাসী 'ধন, জন, সুন্দরী কামিনী ও বিদ্যা লাভ হউক'—এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—'কৃষ্ণের কৃপা লাভ হউক'—'কৃষ্ণ-ভক্তি হউক'—এই প্রকার আশীর্ব্বাদ প্রদান করাই সন্ন্যাসীর পক্ষে কর্ত্তব্য ও ইহাই প্রকৃত আশীর্ব্বাদ।' ইহাতে ঐ সন্ন্যাসি-নামধৃক্ ব্যক্তি নিমাই পণ্ডিতকে একটি নির্ব্বোধ বালক বলিয়া কটাক্ষ করিতে লাগিল। শ্রীনিত্যানন্দ দেখিলেন, ঐরূপ ভোগী ব্যক্তিকে সত্যকথা বলিলে সে কিছুতেই তাহা গ্রহণ করিবে না। তিনি ঐ তথাকথিত সন্ন্যাসীকে খুব সম্মান দিয়া বঞ্চনা করিলেন ও বলিলেন,—"আমরা তোমার বিশেষ কার্য্যের জন্য অন্যত্র যাইব। আমাদিগকে কিছু ভিক্ষা দাও।" ঐ সন্ন্যাসীর অনুরোধে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দর গঙ্গাস্নান করিয়া তথায় দুগ্ধ, আম্র, কাঁঠালাদি কৃষ্ণ-নৈবেদ্য গ্রহণ করিলেন।

ঐ-ব্যক্তি একজন বামাচারী দারী সন্ন্যাসী ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া ও শ্রীনিত্যানন্দ সন্ন্যাসীর মতে মত দিতেছেন দেখিয়া শ্রীনিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শ্রীপাদ, আপনার জন্য কিছু 'আনন্দ' আনিব?" শ্রীগৌরসুন্দর 'আনন্দ'-শব্দের অর্থ কি, জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীনিত্যানন্দ জানাইলেন যে—বামাচারিগণ মদ্যকে 'আনন্দ' বলিয়া থাকে। ইহা শুনিবা-মাত্র শ্রীগৌরসুন্দর 'বিষ্ণু-বিষ্ণু' স্মরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ গঙ্গায় ঝম্প প্রদান করিলেন ও সন্তরণ করিতে করিতে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু—পতিতপাবন। পতিত দারী সন্ন্যাসীকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি তাঁহার গৃহে ভোজন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণবনিন্দক ও মায়াবাদিগণ অত্যন্ত নাস্তিক ও বিষ্ণু-বৈষ্ণবাপরাধী বলিয়া সেইরূপ পতিতপাবনশিরোমণিরও কৃপা হইতে বঞ্চিত। দারী সন্ন্যাসীর

এক জন্মে না হউক, অন্ত জন্মেও মঙ্গল হইতে পারে ; কিন্তু মায়াবাদী সন্ন্যাসীর কোনদিন মঙ্গল হইবে না।

সন্ন্যাসী হইয়া মন্দ শিখে, স্ত্রী-দঙ্গ আচরে।
তথাপি ঠাকুর গেলা তাহার মন্দিরে॥
বাক্যাবাক্য কৈলা প্রভু, শিখাইল ধর্ম্ম।
বিশ্রাম করিয়া কৈলা সেবকে-র কর্ম্ম॥
না হয় এ জন্মে ভাল, হৈব আর জন্মে।
সবে নিন্দকেরে নাহি বাসে ভাল-মর্ম্মে॥
দেখা নাহি পায় যত অভক্ত সন্ন্যাসী।
তার সাক্ষী যতেক সন্ন্যাসী কাশীবাসী॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৯।৯৬-৯৯)

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দকে নিজ গৃহে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। শ্রীঅদ্বৈত-পত্নী শ্রীসীতাদেবীর পাচিত অন্ন ভোজনের পর শ্রীনিত্যানন্দ বালকের আবেশে সমস্ত ঘরে অন্ন ছড়াইতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত ক্রোধ-লীলা প্রকাশচ্ছলে অবধূত শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা ভক্তগণের নিকট ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।

কাজি ও পাষণ্ডী হিন্দু

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন প্রচার করিতেন। অহিন্দু কাজি লোক-পরম্পরায় এ-সকল কথা শুনিয়া ও স্বয়ং সংকীর্ত্তনের বাদ্য-কোলাহল শ্রবণ করিয়া সংকীর্ত্তনের মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন। নবদ্বীপবাসী পাষণ্ডী হিন্দু-সম্প্রদায়ও কাজির পক্ষ সমর্থন করিয়া নিমাই ও নিতাইকে 'ভণ্ড' প্রভৃতি বলিয়া উক্তি করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল,—"নিত্যানন্দের নগর-কীর্ত্তনের আনন্দ-রঙ্গ শীঘ্রই কাজি খামাইয়া দিবে।" এইসকল কথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট বলিলে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ ও সকল বৈষ্ণবের সহিত নবদ্বীপে এক সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির করিয়া কাজি-দলন করিলেন।

আর একদিন শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু নদীয়ায় ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময় মহাপ্রভু শ্রীবাসের ভবনে বিশ্বরূপ প্রকাশ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ অন্তর্যামি-সূত্রে ইহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীবাস পণ্ডিতের দ্বারে আসিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে নিজ অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-রূপ প্রদর্শন করিলেন।

নিমাইর সন্ন্যাস-সঙ্কল্প

নবদ্বীপবাসী পড়ুয়া পাষণ্ডিগণ নানাভাবে শ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীচরণে অপরাধ সঞ্চয় করিতেছিল। তাহারা মহাবদান্যবতার শ্রীগৌরসুন্দরের করুণা বুঝিতে না পারিয়া নানাপ্রকারে তাঁহার নিন্দা ও নির্য্যাতন করিবার ষড়যন্ত্রাদি করিতেছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐসকল ব্যক্তিরও মঙ্গলের জন্য সন্ন্যাস-লীলা করিবার সঙ্কল্প হিঁয়ালিচ্ছলে ভক্তগণকে জানাইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ ব্যতীত আর কেহই প্রভুর হিঁয়ালি বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের সুন্দর কেশের অন্তর্ধান হইবে জানিয়া দুঃখিত হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে নির্জ্জনে ডাকিয়া লইয়া নিজ সন্ন্যাস-গ্রহণের কারণ ব্যক্ত করিলেন। শ্রীল নিত্যানন্দ-প্রভুও শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্কল্পে বাধা প্রদান না করিয়া ভক্তগণের নিকট তাহা জানাইলেন। শ্রীগৌর-বিরহে শ্রীশচী মাতার অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ নিস্পন্দ হইলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগদাধর, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য ও শ্রীব্রহ্মানন্দের সহিত মহাপ্রভু শ্রীকেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস-লীলা প্রকট করিবার জন্য কাটোয়ায় আসিলেন। যখন নাপিত শ্রীগৌরসুন্দরের চাঁচর-চিকুর কেশে ক্ষুর প্রদান করিল, তখন শ্রীনিত্যানন্দ ভূমিতে পড়িয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন।

দণ্ডভঙ্গলীলা

শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস-লীলা প্রকট করিয়া অবন্তীনগরীর বিরক্তি-ভিক্ষুর গান করিতে করিতে রাঢ়দেশে তিন দিন ভ্রমণ করিলেন ও শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে গমনে উদ্যত হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন পথে গোপবালকদিগকে শ্রীবৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করিয়া চলিতেছিলেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দের শিক্ষামত বালকগণ মহাপ্রভুকে নবদ্বীপের পথকেই শ্রীবৃন্দাবনের পথ বলিয়া দেখাইয়া দিল। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর চাতুরীতে পড়িয়া শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে আসিলেন। তথায় নবদ্বীপবাসী ভক্ত ও শ্রীশচীমাতার সহিত প্রভুর সাক্ষাৎকার হইল। শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীমুকুন্দাদি ভক্তগণকে সঙ্গে করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন। পথে গমনকালে

ক্ষেমুণা গ্রামে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের নিকট শ্রীঈশ্বরপুরী-কথিত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর ক্ষীরচোরা গোপীনাথের কথা ও কটক-নগরে পৌঁছিলে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু সাক্ষীগোপালের কথা কীর্ত্তন করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর কটক হইতে শ্রীভুবনেশ্বরে শিব দর্শন করিয়া কমলপুরে ভার্গী-নদীর তীরে যখন কপোতেশ্বর-শিব দর্শন করিতে গেলেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দের হস্তে স্বীয় দণ্ডটি রাখিয়া গেলেন। ইত্যবসরে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের দণ্ডটিকে তিন খণ্ড করিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিলেন। এই দণ্ডভঙ্গ-লীলাদ্বারা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু জগৎকে জানাইলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু বাহ্যে একদণ্ড-গ্রহণের লীলা প্রকাশ করিয়াও প্রকৃত-প্রস্তাবে ত্রিদণ্ড-গ্রহণের লীলাই করিয়াছিলেন। সেই ত্রিদণ্ডও ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের ধারণের কোন আবশ্যকতা নাই। কারণ তিনি বর্ণাশ্রমাদির চিহ্নহীন অবধূত পরমহংসগণেরও প্রভু —পরমেশ্বর।

নীলাচলে

শ্রীনিত্যানন্দের সহিত ভক্তগণ শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে আসিয়া প্রেমোন্মত্ত শ্রীগৌরহরির দর্শনলাভ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও শ্রীচৈতন্য-রসোন্মত্ত হইয়া শ্রীজগন্নাথ-দেবকে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হইয়াছিলেন। একদিন সুবর্ণ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া শ্রীবলরামকে আলিঙ্গন ও শ্রীবলরামের গলার মালা লইয়া নিজের গলায় ধারণ করিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর একাকী দক্ষিণদেশে গমনের সঙ্কল্প করিলে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগমন করিতে চাহিলেন। কিন্তু কিছুতেই শ্রীগৌরসুন্দর তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় অবশেষে শ্রীগৌরসুন্দরের কৌপীন, বহির্বাস ও জলপাত্র বহন করিবার জন্য কৃষ্ণদাস-নামক এক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে দিয়া দিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়া যখন আলালনাথে আসিলেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণকে আনিবার জন্য কৃষ্ণদাস বিপ্রকে পুরীতে পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরসুন্দরের মিলনে প্রেমের তরঙ্গ পুনঃ প্রবাহিত হইল। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কৃষ্ণদাস বিপ্রকে মহাপ্রসাদাদি-সহ শ্রীনবদ্বীপে পাঠাইয়া শ্রীশচীমাতার নিকট শ্রীগৌরসুন্দরের নীলাচল-প্রত্যাবর্ত্তনের কথা জানাইলেন।

শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভু শ্রীল রায় রামানন্দ ও শ্রীল ঠাকুর হরিদাস নীলাচলে শ্রীনিত্যানন্দের চরণ বন্দনা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে চারিটি সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায় রচনা করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। এই চারি সম্প্রদায়ের চারি জন মহান্ত হইয়াছিলেন—(১) শ্রীনিত্যানন্দ, (২) শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, (৩) শ্রীবক্রেশ্বর ও (৪) শ্রীবাস পণ্ডিত। যখন শ্রীগৌরসুন্দর লোক-শিক্ষার্থ শ্রীপ্রতাপ-রুদ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন না বলিয়া জানাইলেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বৈষ্ণববর প্রতাপরুদ্রের বৈষ্ণবতা ও গাঢ় অনুরাগের কথা শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণে নিবেদন করিয়া শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে কৃপা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ সেবক গোবিন্দের নিকট হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের একখণ্ড বহির্বাস যাচ্ঞা করিয়া লইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের দ্বারা উহা রাজার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। রাজা 'মহাপ্রভু'-জ্ঞানে ঐ বস্ত্রের পূজা করিতেন। শ্রীগৌরসুন্দর যখন গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন-লীলা আবিষ্কার করিলেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দও শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত শ্রীমন্দির মার্জ্জন করিয়া ছিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের রথের অগ্রে শ্রীনিত্যানন্দ সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের নেতৃরূপে নৃত্য করিয়াছিলেন। নীলাচলে জন্ম-মহোৎসবের দিন শ্রীনিত্যানন্দ গোপবেশে লগুড় আলোড়ন করিয়াছিলেন।

নিভৃতে পরামর্শ

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে নিভৃতে ডাকিয়া তাঁহার সহিত গোপনে পরামর্শ করিলেন। শ্রীগৌরহরি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়দেশে অনর্গল প্রেমভক্তি প্রচার করিবার আজ্ঞা দিলেন এবং তাঁহার প্রচারের সহিকরূপে শ্রীঅভিরাম ও শ্রীদাস গদাধরকে প্রদান করিলেন। তিনি সর্ব্বদা অলক্ষিতে থাকিয়া শ্রীনিত্যানন্দের নৃত্য দর্শন করিবেন, ইহাও বলিয়া দিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য আবির্ভাব-স্থান-চতুষ্টয়ের সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

(১) পঞ্চার মন্দিরে আর (২) নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে
(৩) শ্রীবাস-কীর্ত্তনে আর (৪) রাঘব-ভবনে।
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা 'আবির্ভাব'।
প্রেমাবিষ্ট হয়,—প্রভুর সহজ-স্বভাব॥

(চৈঃ চঃ আঃ ২।৩৪-৩৫)

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের আজ্ঞায় গৌড়দেশে আগমন করিয়া পরিব্রাজক-বেশে সর্ব্বত্র শ্রীনামপ্রেম প্রচার করিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু—

যা'রে দেখে, তা'রে করে দন্তে তৃণ ধরি'।
আমারে কিনিয়া লহ, ভজ গৌরহরি॥
• • •
প্রেম-প্রচারণ আর পাষণ্ড-দলন।
—দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥

রামচন্দ্র খাঁ

যশোহর জেলার বেনাপোলের জমিদার রামচন্দ্র খাঁ অত্যন্ত বৈষ্ণববিদ্বেষী পাষণ্ডী ছিল। সে বৈষ্ণবের প্রতিষ্ঠা সহ্য করিতে পারিত না। সে মৎসরতাবশতঃ শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের নিকট একটী যুবতী বেশ্যা পাঠাইয়া ঠাকুরের ধর্ম্ম নষ্ট করিবার আশা পোষণ করিয়াছিল। কিন্তু যখন বেশ্যাও শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের কৃপায় পরম মহাভাগী হইয়া পড়িল, তখন রামচন্দ্র খাঁর ঈর্ষানল আরও বর্দ্ধিত হইল। একদিন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু রামচন্দ্র খাঁর গৃহে আসিয়া তাহার দুর্গামণ্ডপে উপবেশন করিলেন। রামচন্দ্র খাঁর নিকট বাসস্থান যাচ্ঞা করিলে ঐ দাম্ভিক ব্যক্তি লোকের দ্বারা জানাইল যে, গোশালার ভিতরে গরুর সহ নিত্যানন্দ থাকিতে পারেন, অন্য স্থান হইবে না। ইহা শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিতে লাগিলেন যে, রামচন্দ্র খাঁর ঘর বৈষ্ণবগণের যোগ্য নহে, ইহা প্রকৃত সত্য কথা, ম্লেচ্ছ ও গোঘাতকগণেরই ইহা উপযুক্ত বাসস্থান বটে। ইহা বলিয়া 'অক্রোধ পরমানন্দ শ্রীনিত্যানন্দ রায়' বৈষ্ণববিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধলীলা প্রকাশ করিয়া সেই স্থান ও গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। এদিকে পাষণ্ডী রামচন্দ্র খাঁ তাহার ভৃত্যকে আজ্ঞা করিল,—"দুর্গামণ্ডপের যে স্থানে নিত্যানন্দ বসিয়াছিলেন, সেই স্থানের মাটি খুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া গোময়-জলদ্বারা তাহার পবিত্রতা বিধান কর।" অসদ্ভক্ত-নিরোমণির শ্রীচরণে অপরাধের ফল অচিরেই ফলিল। ম্লেচ্ছ রাজার উজীর কর আদায় করিবার জন্য ঐ দুর্গামণ্ডপে বাসা গ্রহণ করিল এবং রামচন্দ্র খাঁকে তাহার স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত বাঁধিয়া লইয়া গেল। ম্লেচ্ছ উজীর বেনাপোলে তিনদিন থাকিয়া সমস্ত গ্রাম লুটপাট করিল ও রামচন্দ্র খাঁর ঘরের মধ্যে উঠিয়া তিনদিন নিষিদ্ধ ঘাসে রন্ধন করিল। রামচন্দ্র খাঁর জাতি, ধন, জন—সমস্তই বিনষ্ট হইল।

শ্রীল রঘুনাথ দাস

পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যখন গৌড়দেশে পানিহাটি-গ্রামে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের গৃহে প্রেমের প্লাবন প্রবাহিত করিয়া অপার সকলকে প্রেমবারিতে অভিষিক্ত করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীল রঘুনাথদাস প্রভু পিতার আজ্ঞা লইয়া পানিহাটি-গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শ্রীনিত্যানন্দরায় গঙ্গার তীরে একটি বৃক্ষমূলে পীঠোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন ও নিম্নে বহু ভক্ত প্রভুকে বেষ্টন করিয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীল রঘুনাথকে স্নেহময় ভাবে ডাকিয়া বলিলেন,—

• • • "চোরা দিলি দরশন।
আয়, আয়, আজি তোরে করিমু দণ্ডন॥"
(চৈঃ চঃ অঃ ৬।৩৭)

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীরঘুনাথকে নিকটে টানিয়া আনিয়া স্বীয় কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীচরণকমল শ্রীরঘুনাথের মস্তকে স্থাপন করিলেন ও ভক্তগণকে দধি-চিড়া-মহোৎসবে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য আদেশ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ধ্যান-যোগে শ্রীগৌরসুন্দরকে পানিহাটিতে আনয়ন করিয়া শ্রীরঘুনাথদাসের দধিচিড়া-মহোৎসব গ্রহণ করাইলেন। শ্রীনিত্যানন্দের চরণে শ্রীরঘুনাথ শ্রীচৈতন্যচরণ-লাভের প্রার্থনা জানাইলে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বলিলেন যে, মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথকে আত্মসাৎ করিবার জন্য অলক্ষ্যে মহোৎসবে আগমন করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার সমস্ত বিঘ্ন দূরীভূত হইয়াছে।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু পানিহাটি-গ্রামে শ্রীরাঘব পণ্ডিত ও শ্রীমকরধ্বজ কর প্রভৃতি ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনীয়া মাধব ঘোষের গানে নৃত্য করিয়াছিলেন। তথায় তিনি বিষ্ণু-খট্টায় উপবেশন করিলে শ্রীরাঘব পণ্ডিতপ্রমুখ পার্ষদগণ শাস্ত্রবিহিত অভিষেক করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীরাঘব পণ্ডিতকে অবিলম্বে কদম্বের মালা আনয়নের জন্য আদেশ করিলেন। 'অসময়ে কদম্বফুল পাওয়া অসম্ভব' পণ্ডিত ইহা করজোড়ে নিবেদন করিলেন। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দের ইচ্ছায় শ্রীরাঘবের গৃহে অধীরের বৃক্ষে কদম্বফুল প্রস্ফুটিত হইল। শ্রীরাঘব সেই

কদম্বফুলের মালা রচনা করিয়া শ্রীনিত্যানন্দের গলায় পরাইলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আর একটি ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া দশদিক্ দমনক-পুষ্পের গন্ধে আমোদিত করিলেন, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু জানাইলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব দমনক-পুষ্পের মালা পরিধান করিয়া নীলাচল হইতে নৃত্যদর্শনার্থ আগমন করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ সকলকে আদেশ করিলেন, তোমরা সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিজ দেহ-গেহ ভুলিয়া কেবল সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকীর্ত্তন কর।

এতেকে তোমরা সর্ব্বকার্য্য পরিহরি'।
নিরবধি 'কৃষ্ণ' গাও আপনা' পাসরি॥
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-রসে।
সবার শরীর পূর্ণ হউ প্রেমরসে॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।২৯৮-২৯৯)

গৌড়মণ্ডলে

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তিনমাস কাল পানিহাটিতে অবস্থান করিয়া প্রেমের তরঙ্গ প্রবাহিত করিলেন। একদিন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অলঙ্কার পরিধানের ইচ্ছা হইল। ইচ্ছা-মাত্র অপরিমিত প্রকার অলঙ্কার উপস্থিত হইল। তিনি সেই সকল অলঙ্কার পরিধান করিয়া গোপবেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। গঙ্গার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে ভক্তগৃহে পর্য্যটন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীহরিকীর্ত্তন প্রচার করিলেন। শ্রীপদাধর দাসের শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহার পূজিত শ্রীবালগোপাল-মূর্ত্তিকে বক্ষে ধারণ করিলেন, শ্রীমাধবানন্দ ঘোষের দানখণ্ড-লীলা-গানে নৃত্য করিলেন, শ্রীশচীদেবীর দর্শনার্থ শ্রীমায়াপুরে আসিলেন ও তৎপরে খড়দহ হইয়া সপ্তগ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় ত্রিবেণীতে স্নান-লীলা প্রকাশ করিয়া নিত্য পার্ষদ ভক্ত শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের সেবা অঙ্গীকার করিয়া সর্ব্বত্র শ্রীনাম-প্রেম প্রচার করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপায় তথানীন্তন ধনিককুল অন্ধ ও মূর্খ হইলেও প্রেমভক্তি লাভ করিলেন। বিষ্ণুদ্রোহী যবনও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তৎপরে শান্তিপুরে আসিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সহিত সংকীর্ত্তন-বিলাস ও পুনরায় শ্রীমায়াপুরে আসিয়া শ্রীশচীমাতাকে সান্ত্বনা প্রদান ও কীর্ত্তন-বিলাস করিলেন, শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় শত শত দুর্জ্জন চোর-দস্যুরও মঙ্গল লাভ হইল।

দস্যুদলপতি-উদ্ধার

নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণপুত্র চোর-দস্যুর সেনাপতি হইয়াছিল। শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে বহু মূল্যবান্ অলঙ্কার দেখিতে পাইয়া ঐ দস্যু-দলপতি ব্রাহ্মণের লোভ হইল। সেই দস্যু শ্রীনিত্যানন্দের অনুসরণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিতে লাগিল। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নবদ্বীপে শ্রীহিরণ্য পণ্ডিতের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন নিশাভাগে দস্যুদলপতি সদলে অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া হিরণ্য পণ্ডিতের গৃহ বেষ্টন করিয়া ফেলিল। শ্রীনিত্যানন্দ ভক্তগণের সহিত শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন। দস্যুগণ মনে করিল—ইহারা কীর্ত্তন নিদ্রিত হইয়া পড়িলে তাহারা শ্রীনিত্যানন্দের শরীর হইতে এক একজন এক একটি অলঙ্কার অপহরণ করিবে। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দের ইচ্ছায় অচিরেই দস্যুগণের চক্ষে নিদ্রার আবির্ভাব হইল, যখন কাকরবে পরদিন প্রাতঃকালে দস্যুগণ জাগরিত হইল, তখন তাহারা সসম্ভ্রমে গুপ্তস্থানে অস্ত্র-শস্ত্র রাখিয়া সস্নানে চলিয়া গেল ও পরস্পর দোষারোপ করিতে লাগিল। অদ্যদিন মদ্য-মাংসের দ্বারা চণ্ডীপূজা করিয়া আবার নানা অস্ত্র-শস্ত্র ও পোষাক-পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক শ্রীনিত্যানন্দের বাসস্থান বেষ্টন করিল। কিন্তু সেইদিন দেখিতে পাইল ঐ বাড়ীর চতুর্দ্দিকে অনেক অস্ত্রশস্ত্রধারী প্রহরী হরিনাম করিতে করিতে সেই স্থান রক্ষা করিতেছে। ইহা দেখিয়া দস্যুগণ বড়ই বিস্মিত হইল। ঐ সকল প্রহরীকে এড়াইবার জন্য তাহারা অন্যত্র দুইদিন আর ঘরের বাহির হইল না। তৎপরে চতুর্থদিবস মহাঘোর নিশা দেখিয়া তাহারা শ্রীনিত্যানন্দের বাসস্থানের নিকট আগমন করিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! বাড়ীর ভিতর প্রবিষ্ট হইবামাত্রই সকলে অন্ধ হইয়া গেল, কেহ আর কিছুই দেখিতে পাইল না। কেহ উচ্ছিষ্ট-পাত্রে, কেহ কাঁটার উপরে, কেহ আস্তাকুঁড়ে পতিত হইল। এমন সময় অত্যন্ত ঝড় ও শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় দস্যুগণের কষ্টের সীমা থাকিল না। তখন দস্যু-সেনাপতির হৃদয়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অতিথ্য ঐশ্বর্য্যের কথা স্মরণ হইল। সেই ব্রাহ্মণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরণে পড়িয়া ক্ষমাভিক্ষা ও স্তব করিতে লাগিল। পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় দস্যু-সেনা-পতির সহিত দস্যুগণের সমস্ত অপরাধ দূর হইল ও প্রেমভক্তি লাভ হইল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দস্যু-সেনাপতির

মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম স্থাপন করিয়া তাহাকে কৃপা করিলেন। সেই কৃপাশক্তির প্রভাবে যাবতীয় চোর-দস্যু ধর্ম্মপথে আসিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের শরণ গ্রহণ করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

ডাকা চুরি পরাহিংসা ছাড়ি' অনায়াসে।
সবে লইলেন অতি সাধু-ব্যবহার॥
সবেই বলেন হরিনাম লক্ষ লক্ষ।
সবে হইলেন বিষ্ণুভক্তিযোগে দক্ষ॥
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, কৃষ্ণগান নিরন্তর।
নিত্যানন্দপ্রভু যেন করুণা-সাগর॥
অন্ত অবতারে কেহ কাঁট নাহি পায়।
নিরবধি নিত্যানন্দ 'চৈতন্য' লওয়ায়॥
যে ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দ-স্বরূপ না মানে।
তাহারে লওয়ায় সেই চোর-দস্যুগণে॥
যোগেশ্বর-সবে বাঞ্ছে যে প্রেমবিকার।
যে অশ্রু, যে কম্প, যে বা পুলক, হুঙ্কার॥
চোর ডাকাইতে হইল যেন ভক্তি।
হেন প্রভু নিত্যানন্দস্বরূপের শক্তি॥

—চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৬৯৭-৭০৩

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন এইরূপ নানা অলঙ্কার গন্ধমাল্য প্রভৃতি পরিধান করিয়া ও তাম্বূলে অধর রঞ্জিত করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের নাম প্রচার করিতেছিলেন, তখন শ্রীগৌর-সুন্দরের পূর্ব্ব-সহাধ্যায়ী শ্রীনবদ্বীপবাসী এক ব্রাহ্মণের হৃদয়ে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি শ্রীগৌরসুন্দরকে খুব ভক্তি করিতেন, কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দের ঐরূপ আচার-ব্যবহার দর্শন করিয়া তৎপ্রতি সংশয়যুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট শ্রীনিত্যানন্দের চরিত্র-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছিলেন যে, উত্তমাধিকারীর আচরণ সাধারণ বিধিবাধ্য নহে। তাঁহার আচরণ সাধারণের অনুকরণীয়ও নহে। অপরে রুদ্রের কালকূট-পান অনুকরণ করিলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। উত্তমাধিকারী অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য করিবার অভিনয় করিলেও উহার নিন্দা করা দূরে থাকুক, তাহাতে হাস্য করিলেও বিনাশপ্রাপ্ত হইতে হয়।

পুনরায় নীলাচলে

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীশচীমাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শনের জন্য পুনরায় নীলাচলে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। যদিও শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে নীলাচলে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন, কেবলমাত্র গৌড়দেশে থাকিয়াই প্রেমভক্তি-প্রচারার্থ-আদেশ দিয়াছেন, তথাপি গৌরবিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পুনরায় নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ নীলাচলে আসিয়া একটি পুষ্পোদ্যানে অবস্থান করিলেন। তথায় শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দের সহিত একাকী সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন ও শ্রীনিত্যানন্দকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নিম্নলিখিত শ্লোকে শ্রীনিত্যানন্দের স্তুতি করিলেন।

গৃহীতাদ্ যবনীপাণিং বিশেদ্ বা শৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দ-পদাম্বুজম্॥

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দের স্তুতি করিয়া বলিলেন যে, শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে যে স্বর্ণ, মণি, মুক্তা, হীরক, রৌপ্যাদি অলঙ্কার, তাহা সাক্ষাৎ নববিধা ভক্তি। অন্য লোক ইহা ধারণা করিতে পারে না। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীনিত্যানন্দের পার্ষদগণ ব্রজের শ্রীবলদেব ও শ্রীবলদেবের সখাবৃন্দ।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে আধ্যক্ষিকগণের বিচার নিরাস করিয়া এই কয়েকটি মূল্যবান্ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন,—

"সকল আচার্য্যের আচার্য্য শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অবধূত হইলেও কখনই নিজ-চরিত্রে কোন দুষ্টাচার দেখান নাই। এমন নির্ম্মলচরিত্র প্রভুকে যাহারা দুষ্টাচারী বলিয়া নিন্দা করেন, তাঁহাদের জীবনে ধিক্। অসদাচারী ব্যক্তিগণ আচার্য্যচরিত্রে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া আপনাদের দোষকে গুণ বলিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন! হা কলি! তুমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা করিলে! অনেকগুলি ব্যক্তি কপট বৈষ্ণব হইয়া শ্রীনিত্যানন্দকে ভক্ত-মাংসাশী বলিয়া নিন্দা করেন, আবার ধর্ম্মমূর্ত্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যোষিৎসঙ্গ-দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে নব-রসিক মধ্যে গণন করেন! নির্ম্মল-চরিত্র শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীরামানন্দ প্রভৃতির সম্বন্ধে মিথ্যা স্ত্রীসঙ্গ-দোষ রটনা করিয়া জগৎকে বঞ্চনা করেন।"

—সজ্জনতোষণী ৮।৯

শ্রীশিবানন্দ-সেন

শ্রীনিত্যানন্দের নীলাচলে গমনের পথে এক ঘটনা ঘটিয়াছিল। শ্রীশিবানন্দসেন ভক্তগণের পথকর প্রদান করিয়া তাঁহাদের সেবা করিতেন। শিবানন্দের উড়িষ্যার পথেও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। একদিন তিনি সমস্ত ভক্তকে ঘাটে রাখিয়া কার্য্যান্তরে একাকী অন্তত্র গমন করিয়াছিলেন। এদিকে শিবানন্দের অভাবে কাহারও বাসস্থান ঠিক হয় নাই। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বাসস্থান না পাইয়া ও অপ্রাকৃত ব্রজগোপালের ভাবে ক্ষুধায় কাতরতার অভিনয় করিয়া শ্রীশিবানন্দকে অভিশাপ দিয়া বলিলেন,—'এখনও শিবা ফিরিল না। বাসাও পাইলাম না, ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, শিবার তিন পুত্র মরুক।' এই অভিশাপ শ্রবণ করিয়া শ্রীশিবানন্দ-পত্নী ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অচিরেই শ্রীশিবানন্দ উপস্থিত হইলেন ও পত্নীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বলিলেন,—"শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বালাই লইয়া তোর তিন পুত্র মরুক্, তাহাতে ক্ষতি কি?" শ্রীশিবানন্দ উপস্থিত হইবামাত্রই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ক্রোধ-লীলার অভিনয় করিয়া শ্রীশিবানন্দের অঙ্গে পদাঘাত করিলেন। শ্রীশিবানন্দ শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীপাদপ্রহারকে অত্যন্ত সৌভাগ্যের লক্ষণ বলিয়া বরণ করিলেন। তিনি নিত্যানন্দ প্রভুকে নির্জ্জনচিত্ত গৃহে আনিয়া স্তব করিয়া বলিলেন,—

আজি মোরে কৃপা করি' অঙ্গীকার কৈলা।
যেমন অপরাধ ভৃত্যের, যোগ্য ফল দিলা॥
'শান্তি'-ছলে কৃপা কর,—এ তোমার 'করুণা'।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন্ জনা?
ব্রহ্মার দুর্লভ তোমার শ্রীচরণ-রেণু।
হেন চরণ-স্পর্শ পাইল মোর অধম তনু॥
আজি মোর সফল হৈল জন্ম, কুল, কর্ম্ম।
আজি পাইনু কৃষ্ণভক্তি, অর্থ, কাম, মর্ম্ম॥

—চৈঃ ভাঃ অঃ ১২।২৭-৩০

শ্রীটোটাগোপীনাথে

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে গমন করিয়া অদ্ভুত প্রেম বিকার প্রদর্শন করিলেন ও তথা হইতে টোটায় শ্রীগদাধর পণ্ডিত-ভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীগোপীনাথ-শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীভাগবত-পাঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীনিত্যানন্দ সমীপে আগমন করিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। গৌড়দেশ হইতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আনীত দেবভোগ্য সূক্ষ্ম তণ্ডুল ও একখানি সুন্দর রঙ্গীন বস্ত্র শ্রীল গদাধর পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথের সেবায় প্রদান করিলেন। এমন সময় শ্রীগৌরসুন্দরও শ্রীগদাধরের ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দের প্রদত্ত তণ্ডুল ও পণ্ডিতের পাকের প্রশংসা করিতে করিতে শ্রীগৌর-সুন্দর শ্রীগোপীনাথের প্রসাদ-ভোজন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভক্তগণ শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-গদাধরের অবশেষ-পাত্র লুণ্ঠন করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে পুনঃ পুনঃ নীলাচলে আসিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন,—"তুমি গৌড়দেশে থাকিয়াই আমার মনোহভীষ্ট প্রচার কর। তথায়ই আমার নিত্যকাল সঙ্গ পাইবে।"

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসে গাহিয়াছেন,—

নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে সকল সংসার।
অদ্যাপিহ গায় শ্রীচৈতন্য-অবতার॥

—চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।২২০

শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

শ্রীচৈতন্য—সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ—রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম॥
নিত্যানন্দ-মহিমাসিন্ধু, অনন্ত, অপার।
এক কণা স্পর্শি মাত্র,—সে কৃপা তাঁহার॥

—চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৪৬-১৪৭

শ্রীনিত্যানন্দের মহিমাসিন্ধু স্পর্শ করিবার শক্তি ক্ষুদ্র জীবের দূরে থাকুক, স্বয়ং সহস্রবদনও তাঁহার সহস্র শ্রীমুখে অনন্তকাল বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারেন না।

হলধর-মহাপ্রভু প্রকাণ্ড-শরীর।
চৈতন্যচন্দ্রের যশোমত্ত মহাবীর॥
অতোধিক চৈতন্যের প্রিয় নাহি আর।
নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার॥
তাঁহার চরিত্র সেবা জনে শুনে, গায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—তারে পরম সহায়॥

মহাপ্রীত হয় তাঁরে অশেষ-পাশ্চাত্তী।
কিম্বার স্থুখরে তাঁর ভক্তি সমবতী ॥
—চৈঃ ভাঃ আঃ ১।১৬-১৯

শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন,—

"শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীবলদেব তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ; শ্রীবলদেব স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু। শ্রীবলদেব হইতেই মহাবৈকুণ্ঠে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর রূপ শ্রীসঙ্কর্ষণ বিরাজ করেন। তিনি কারণবারিতে ঈক্ষণ করিয়া স্বীয় মহাবিষ্ণুলীলা প্রকটিত করেন; গর্ভবারিতে উত্থিত হইয়া সমষ্টি মহাবিষ্ণুর লীলা প্রদর্শন করেন এবং ক্ষীর-বারিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ব্যষ্টি বিষ্ণুর লীলাদ্বারা জীব-সমূহের কল্যাণ বিধান করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শেষশায়ী ভগবান্ রূপে শয্যা, আসন প্রভৃতি দশ প্রকারে কৃষ্ণের সেবা করেন। অনাদি, সর্ব্বাদি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দ সর্ব্ব-কারণ-কারণ কৃষ্ণ উপর লীলা প্রকট করাইয়া যে কালে কৃষ্ণ-প্রেম প্রদান করিতেছিলেন, সেই কালে শ্রীবলদেব প্রভু তাঁহার প্রেম-প্রদানলীলার সেবার জন্য স্বীয় শ্রীনিত্যানন্দবিগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার নিত্য আশ্রিত জীব গৌরপার্ষদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কারণবারিতে অধিষ্ঠিত বিগ্রহ হইতে শ্রীগোলোক বৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠ, জীবশক্তি প্রকটিত যাবতীয় অণুচৈতন্য জীবপুঞ্জ, তথা চতুর্দ্দশ ভুবন সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ড প্রকটিত হইয়াছে। তাঁহা হইতে জগতের উপাদান-কারণাদ্যধামী শ্রীঅদ্বৈত বিগ্রহ। শ্রীরামনৃসিংহাদি নৈমিত্তিক অবতারাবলী তাঁহা হইতে নিত্য প্রকটিত। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং বিষ্ণুতত্ত্ব, সুতরাং যাবতীয় শক্তির প্রভু। সকল শক্তির প্রভু হইলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির সহিত সন্নিচ্ছক্তিমানের সন্ধানপ্রদর্শক অনুগত সেবক। অর্থাৎ তিনি সন্ধিনী-শক্তিমান্ বিগ্রহ।

"এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুই জন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে বিষ্ণুতত্ত্ব আবদ্ধ। তিনি স্বয়ং অভিন্ন-বিষ্ণুতত্ত্ব হইলেও, বিষ্ণুপারতন্ত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেও শ্রীগৌরাঙ্গের সেবক। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর—শ্রীমহাপ্রভু; শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সেই মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অর্থাৎ বৈভবপ্রকাশ-বস্তু। তিনি শক্তিমত্তত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব নহেন।

মহাবিষ্ণুর মূলকারণ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বিশ্রম্ভাত্মক তত্ত্ব। তিনি আশ্রয়জাতীয় গোপীগণের সহিত রাসক্রীড়া প্রদর্শন করিয়াছেন। সেব্যবস্তুকে আলম্বারিকগণ বিষয় বলেন, সেবককে আশ্রয় বলেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু প্রকৃতির অধীশ্বর। তাঁহার কোন অংশই প্রাকৃত নহে। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ প্রকৃতির অতীত উপাদানে নিত্য প্রকটিত। তিনি শক্তিমান্ বিষ্ণুতত্ত্ব, তাঁহার অপ্রাকৃত-শক্তি শ্রীবসুধা ও শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণীদ্বয়।

বদ্ধজীবের ন্যায় অপ্রাকৃত বিষ্ণু বা পার্ষদ-দেহে দেহ-দেহী ভেদ নাই অর্থাৎ যাঁহার দেহ এবং যিনি দেহী তদুভয়ের মধ্যে মায়াধ ব্যবধান নাই। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রপঞ্চে প্রাকট্য আমাদের ন্যায় কর্ম্মফলবাধ্য যন্ত্রণাময় নহে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলা গোলোকে নিত্য প্রকটিতা। মূলবিষ্ণুতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আমাদের ন্যায় জড় দেহ ছিল না এবং তিনি অপর জড় দেহের সহিত প্রাকৃত সম্ভোগ করেন নাই বা তিনি প্রাকৃত বিগ্রহরূপ জড়রসে মগ্ন হন নাই। শ্রীবসুধার স্তনন্ধয় শ্রীক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু শ্রীবীরভদ্রপ্রভু নামে নিত্যকাল প্রসিদ্ধ আছেন। অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে অপ্রাকৃত জনের অবগতির জন্য শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় উহার উল্লেখ দেখা যায়। অপ্রাকৃত দৃষ্টি হারাইলেই আমরা এই সকল কথা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হই। গুরুর কৃপায় অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ করিলে আমাদের অপ্রাকৃত বুদ্ধির জ্ঞেয়-বস্তুরূপে ঐ সকল নিত্য বর্ণন পরিস্ফুট হয়। যে সকল ব্যক্তি প্রাকৃত বিচার অবলম্বন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে প্রাকৃত বদ্ধ মানবের সহিত সমজ্ঞানে বহুবুদ্ধি করেন, তাঁহারা শ্রীনিত্যা-নন্দ-দর্শনে অসমর্থ। আমাদের বদ্ধ-বিচারে প্রাকৃত জড়েন্দ্রিয়ের তাণ্ডবনৃত্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আনন্দ-বিধান করিতে কোনকালেই সক্ষম হয় না।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিহার নিত্য। শ্রীবীরভদ্র প্রভুর আবির্ভাব নিত্য। তাহাতে জড়ের গন্ধ নাই।

শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী শ্রীনিত্যানন্দশক্তি—অনঙ্গমঞ্জরী। শক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শক্তির সহিত অভিন্ন বলিয়া তিনিও শ্রীমতীঠাকুরাণীর কনিষ্ঠা সহোদরা—শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী।"

শ্রীনিত্যানন্দপার্ষদবৃন্দ

শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্মের মধুপানকারী পার্ষদগণের চরিতও পরমাদ্ভুত ও পরমানন্দময়।

নিত্যানন্দস্বরূপের পারিষদগণ।
নিরবধি সবেই পরমানন্দমন।
কারো কোন কর্ম্ম নাই সঙ্কীর্ত্তন-বিনে।
সবার গোপালভাব বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণে॥

—চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।৭১২-৭১৩

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আত্মস্বরূপে শ্রীবীরভদ্র গোস্বামিপ্রভু শ্রীবসুধাগর্ভাদিরূপে অবতীর্ণ হন। তিনি ব্যষ্টি বিষ্ণু বা শ্রীক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু। গোলোকে তাঁহার নিত্যকাল প্রাকট্য আছে। তিনি শ্রীজাহ্নবাঠাকুরাণীর শিষ্য। শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপ্রভু তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

ঈশ্বর হইয়া কহায় মহাভাগবত।
বেদ-ধর্ম্মাতীত হঞা বেদধর্ম্মে রত॥
অন্তরে ঈশ্বর-চেষ্টা, বাহিরে নির্দ্দম্ভ।
চৈতন্যভক্তি-মণ্ডপে তিঁহো মূলস্তম্ভ॥

—চৈঃ চঃ আঃ ১১।৯-১০

হুগলি জেলার অন্তর্গত খামটপুরগ্রাম-নিবাসী শ্রীসূর্য্যদাস আচার্য্যের ঔরসে বিদ্যুৎ-মালার গর্ভজাত কন্যা শ্রীমতী ও তাঁহাদের পালিতকন্যা শ্রীনারায়ণীকে শ্রীবীরভদ্র প্রভু বিবাহ করেন। তাঁহাদের কোন সন্তান-সন্ততি হয় নাই। পালিত পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র খড়দহে বাস করেন। তিনি পাশ্চাত্য-গোত্রীয় শুদ্ধ শ্রোত্রীয় বটব্যাল। জ্যেষ্ঠ শ্রীগোপীজনবল্লভ বর্ত্তমান জেলার মানকরের নিকট লতাগ্রামে ও মধ্যম শ্রীরামকৃষ্ণ মালদহের নিকট গয়েশপুরে বাস করেন।

শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীগোপীজনবল্লভ—এই তিনজন যে শ্রীবীরভদ্র প্রভুর পুত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে, তথায় পুত্র-শব্দে শিষ্যই জানিতে হইবে। যেহেতু তাহাদের গাঁই পৃথক্ পৃথক্। শ্রীবীরভদ্র প্রভুর যার সঙ্গে নেড়া-ও তের সঙ্গে নেড়ী—সকলেই সংযত ছিলেন। পরে নেড়া নেড়ীর দলে ব্যভিচার উৎপন্ন হয়, মৎস্যাদি ব্যবহারের প্রচলন হয় ও অনেকেই লোকের ঘৃণাস্পদ হইয়া পড়ে।

দ্বাদশগোপাল

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ—যাঁহারা ব্রজের সখা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই দ্বাদশগোপাল নামে খ্যাত। তাঁহারা সকলেই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পাত্রবর্গের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। (১) শ্রীসূর্য্যদাস ঠাকুর, (২) শ্রীকৃষ্ণদাস ঠাকুর, (৩) শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই, (৪) শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, (৫) শ্রীপরমেশ্বরীদাস, (৬) শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত, (৭) শ্রীমহেশ পণ্ডিত, (৮) শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিত, (৯) শ্রীকালাকৃষ্ণ দাস, (১০) শ্রীপুরুষোত্তম, (১১) শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর ও (১২) শ্রীঈশ্বর। ইহারাই দ্বাদশ গোপাল নামে পরিচিত। শ্রীচৈতন্যলীলায় ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর সর্ব্বশেষ ভৃত্য বলিয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দের গণ অনন্ত।

শ্রীনিত্যানন্দ-জয়!

আমরা শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীনিত্যানন্দ-গণের শ্রীচরণে তাঁহাদের শ্রীনিত্যানন্দপ্রীতি-সিন্ধুর এক কণিকা প্রার্থনা করিয়া মহাজনগণের অনুসরণে শ্রীনিত্যানন্দের জয় ঘোষণা করিতেছি,—

জয় জয় নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ-রায়।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন-বাস॥
জয় জয় নিত্যানন্দ, জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ সনাতনাশ্রয়॥
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ-মহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয়॥
সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তিরসপ্রান্ত॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ॥

—চৈঃ চঃ আঃ ৫।২০০-২০৪

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু আরও বলিয়াছেন,—

নিত্যানন্দ-অবধূত সবাতে আগল।
চৈতন্যের দাস্য-প্রেমে হইল পাগল॥

শ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

নিতাই-পদকমল　　কোটিচন্দ্র-সুশীতল
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই,　　রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যা'র,　　বৃথা জন্ম গেল তা'র,
সেই পশু বড় দুরাচার।

নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার-সুখে,
বিদ্যাকুলে কি করিবে তা'র ॥
অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা, নিতাই-পদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি' মানি।
নিতাইএর করুণা হ'বে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাই-চরণ দু'খানি ॥
নিতাই-এর চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর আশ।
এ অধম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

জগৎ মাতায় নিতাই প্রেমের বাদলাটে।
পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে ॥
কবে নবদ্বীপে, সুরধুনী-তটে,
গৌর-নিত্যানন্দ বলি' নিষ্কপটে।
নাচিয়া গাহিয়া, বেড়াইব ছুটে,
বাতুলের প্রায় ছাড়িয়া বিচার ॥
কবে নিত্যানন্দ, মোরে কৃপা করি,
ছাড়াইবে মোর বিষয়ের যারা।
দিয়া মোরে নিজ, চরণের ছায়া,
নামের হাটেতে দিবে অধিকার ॥

শ্রীমঠ-পরিদর্শন

গৌড়ীয়মিশনের সেক্রেটারী মহোদয়ের নির্দেশমতে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীমঠ-পরিদর্শন-কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়া উক্ত সেবাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। তিনি বিগত ১৩ই মাঘ তারিখে ঢাকা হইতে রওনা হইয়া ১৭ই মাঘ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়াছেন। অপরদিবস শ্রীধাম-মায়াপুর যাত্রা করেন এবং পথিমধ্যে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল বংশীবদন বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন করেন।

শ্রীযোগাদ্যা-মঠ

১৮ই মাঘ—সেবক শ্রীশচীতনয় দাসাধিকারী ও শ্রীশ্রীনাথ ব্রহ্মচারী। সেবাকার্য্য—মাধুকরী ভিক্ষা; সেবাসদন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা-বিষয়ে তথাকার সেবকগণকে পণ্ডিত মহাশয় যথোপযুক্ত উপদেশ দিয়াছেন। ভোগ-রান্না-গৃহ স্থানান্তরিত হওয়া আবশ্যক। তথায় সেবাকার্য্য অধিকতর সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য আরও দুই একজন সেবকের প্রয়োজন। উষঃকীর্ত্তন, পূজা, ভোগরাগ, ইষ্টগোষ্ঠী, আরাত্রিক, পাঠ-কীর্ত্তন ও সদাচারাদি-পালনবিষয়ে যেখানে যেখানে ত্রুটী লক্ষিত হইয়াছে, তাহা সংশোধনের জন্য পণ্ডিত মহাশয় মৌখিক উপদেশ প্রদান এবং প্রয়োজনমতে তত্তৎকার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। সেবাকার্য্যাদি এবং ভক্তাঙ্গ-যাজন-বিষয়ে সেবক দুইজনের সংশয় ও সমস্যাদির কথাও শ্রবণ করিয়া ইষ্টগোষ্ঠীতে প্রশ্নোত্তরমুখে আলোচনা করিয়া মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। আশা করা যায়, তথাকার সেবকগণ এখন হইতে গৌড়ীয়ের ১৭শ-১৮শ সংখ্যায় প্রকাশিত "শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত হইবার যোগ্যতা ও নিয়মাবলী" সর্ব্বতোভাবে পালন করিতে যত্নবান্ হইবেন।

শ্রীনবদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

১৯শে মাঘ—বর্ত্তমান সেবক শ্রীপ্রহ্লাদদাস ব্রহ্মচারী ও ভক্ত কৃষ্ণদাস।

উক্ত উভয় সেবকের সেবাকার্য্যে উৎসাহ দর্শনে পণ্ডিত মহাশয় আনন্দিত হইয়াছেন। মাত্র দুইজন সেবক উক্ত মঠের যাবতীয় কার্য্য সুন্দররূপে সম্পাদন করিতেছেন। তথাকার নূতন শ্রীমন্দিরের কার্য্য শীঘ্রই সম্পন্ন করাইবার চেষ্টা হইতেছে। শ্রীপাদ অমৃতানন্দ সেবাবিলাস প্রভু এই মন্দিরের কার্য্য পরিদর্শন করিয়া সম্পন্ন করাইতেছেন।

অতঃপর শ্রীপাদ বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীধাম নবদ্বীপের বিভিন্ন মঠ, কুঞ্জকুটীর, একাদশমঠ, শ্রীমদ্বেদ পণ্ডিতের পাট ক্রমশঃ পরিদর্শন করিবেন জানিয়া আনন্দিত হইলাম।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৩রা ফাল্গুন, ১৩৪৭ ; ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ | ২৯শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদ ঘোর তর্কযুগে কি জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ?

তর্কপথ ও শ্রৌতপথ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই কলিযুগকে 'তর্কযুগ' বলিতেন। কুতর্ক করাই এই যুগের ধর্ম্ম। শ্রীল প্রভুপাদের ব্যবহৃত 'তর্কপথ' ও 'শ্রৌতপথ', 'আরোহবাদ' ও 'অবরোহবাদ', 'অক্ষজজ্ঞান' ও 'অধোক্ষজ-জ্ঞান' প্রভৃতি শব্দ এই যুগের গতি ও শ্রীল প্রভুপাদের বিচারের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতেছে। শ্রীল প্রভুপাদ 'অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি-পথকে' 'তর্কপথ' বা 'আরোহপথ' বলিতেন এবং শুদ্ধভক্তিপথকে 'শ্রৌতপথ' বা 'অবরোহপথ' বা 'অবতারসিদ্ধাবের পথ' বলিতেন।

তাঁহার প্রত্যেক চরিতকার মধ্যেই 'অক্ষজ' ও 'অধোক্ষজ'-শব্দদ্বয়ের ব্যবহার দৃষ্ট হইত এবং তিনি সকলকেই 'অধোক্ষজ'-শব্দটির তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যামুখে বলিতেন যে, যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়ের-জ্ঞান তিরস্কৃত হইয়াছে, তাহাই 'অধোক্ষজ-তত্ত্ব'। তিনি 'কর্ণ' দিয়া সাধু দেখিতে বলিতেন, চক্ষু দিয়া সাধু দেখিতে নিষেধ করিতেন। ইহাও তাঁহার তর্কপথে অনাদর ও শ্রৌতপথের প্রতি ঐকান্তিকী নিষ্ঠার পরিচায়ক। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ভ্রান্তির দ্বারা বিচলিত না হইলে তর্কের আবাহন করে, ইহা তিনি সকল সময়ই বলিতেন। তিনি সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম হইতে আহরণ-দ্বারা প্রদর্শন করিয়া শ্রৌতপথের বিচার প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত প্রত্যেক গ্রন্থে, প্রবন্ধে, নিবন্ধে শ্রৌতপথের আদর ও তাঁহাকে আহরণ-পারম্পর্য্যে প্রতিষ্ঠিত কীর্ত্তনকারিরূপে দেখা যায়। তিনি তাঁহার আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীব্যাসপূজার প্রচলন করেন। তিনি সেই শ্রীব্যাসপূজায় যে 'প্রতিসন্ধাবণ' প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি শ্রৌতপথে সংকীর্ত্তনকারী গৌড়ীয়াচার্য্যের মূর্ত্তবিগ্রহরূপে দৃষ্ট হন। তিনি সর্ব্বপ্রথম পত্রিকাতেই বলিয়াছেন,—"কিন্তু বলিবার পূর্ব্বে আমি শ্রৌতপথাবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অচিন্ত্যভেদাভেদ-প্রকাশ আমার শ্রীগুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণতি জানাইতেছি।" আবার তিনি 'প্রতিসন্ধাবণে'র মধ্যে বলিয়াছেন,—"শ্রীব্যাসের অনুগমনে বঞ্চিত হওয়ায় ভক্তিসিদ্ধান্ত-রহিত হইয়া অবিদ্যার আবাহনে অহঙ্কারবিমূঢ় প্রাকৃত লোকা যা বিচারক-সূত্রে শ্রৌতপথ পরিহার করিতেছি; তজ্জন্যই অবৈধিক হইয়া কর্ম্ম-বিচারকে বহুমানন করিতে দিয়া বৈষ্ণবচরণে অপরাধ করিতেছি।" তিনি এই বিচারেই 'অভ্যাস' অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—'বেদান্তাচার্য্য আমাকে তর্কপথের সঙ্কট হইতে শ্রৌত-ন্যায় প্রদর্শন করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। পরিদৃশ্য জগতের নাথ অক্ষিজ-আশ্রয়-মূর্ত্তিতে আমার অক্ষজ-চেষ্টায় বাধা দিয়া প্রকটিত হইয়াছিলেন। সেই আশ্রয়-জাতীয় কৃষ্ণ-বিগ্রহ শ্রীভক্তিবিনোদ লেখনী ও আচরণ প্রভৃতি বিষয়াশ্রয়দ্বারা আমাকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মূর্ত্তিমদ্-বিগ্রহরূপে অক্ষিজ-ব্রজভূমি শ্রীনবদ্বীপের শ্রীব্রজপত্তনে আশ্রয় দিয়াছেন। আমি প্রাপঞ্চিক ভৌমভূমি জ্ঞানে সেই ব্রজভূমি-শোভাদর্শনে বাহ্যচেষ্টার বাধিত হইতে গেলে আমার পতন ঘটিবে জানিয়া শ্রীগৌরকিশোর-বিগ্রহ আমাকে তাঁহার পদরেণুতে অভিষিক্ত করিয়াছেন।" আবার তিনি বলিয়াছেন,—"আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, সুতরাং আমার নিত্যারাধ্য আনন্দতীর্থের আনুগত্য যেন কোনদিন বিস্মৃত না হই।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরম অন্তীষ্টের কথা শ্রীব্যাসপূজার 'প্রতিসন্ধাবণে'র উপসংহারে দৃষ্ট হয়,—

"আমার বড় ভরসা,—শ্রীগৌরসুন্দরের সনাতন-ধর্ম্ম-প্রচারক তাঁহার দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীদামোদরের অভিন্ন-বান্ধব শ্রীরূপের অনুগ মূর্ত্তিময় আমাকে শ্রীরূপানুগ-কিঙ্কর-জ্ঞানে তাঁহাদের পদতলে নিত্যকাল স্থান প্রদান করুন।"

'শ্রীশ্রীগুরুগৌরাদ্বৈতগতি' শ্রীবার্ষভানবীকরিতদাস প্রভু-বরের এই 'প্রতিসন্ধাবণ'টী যতই পাঠ করা যায়, ততই তাঁহার প্রত্যেক শব্দটীর মধ্যে তাঁহার শ্রৌতপন্থার আনুগত্য ও অধোক্ষজ-সিদ্ধান্তের প্রতি অকৃতপূর্ব্ব-নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। এরূপ সিংহ-হুঙ্কারে শ্রৌতপথ ও অধোক্ষজ-তত্ত্বের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা আর কে শিক্ষা দান করিয়াছেন? তাঁহার এই 'প্রতিসন্ধাবণে'র মধ্যে এই তর্কহতযুগে তাঁহার ভুবন-মঙ্গল আবির্ভাবের কারণ পাওয়া যায়। তিনি কিজন্য এই তর্কহতযুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন?

বাল্যলীলায় শিক্ষাদান

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বাল্যলীলায় দেখিতে পাই, তাঁহার মত তার্কিক আর দ্বিতীয় নাই। তাঁহার ছাত্রজীবনে তিনি প্রতি অপরাহ্ণে কলিকাতার বিদ্বন্-উদ্যানে তাঁহার সহপাঠী ছাত্র, এমন কি, বয়োধিক ব্যক্তিগণের সমক্ষে জগতের সর্ব্বপ্রকার অসত্যের সমালোচনা করিয়া বহু ঘণ্টা ব্যয় করিতেন। শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিতে আসিলে, সেই ব্যক্তি সামাজিক বা জাগতিক বিচারে যত বড়ই হউক না কেন, শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ঐরূপ ব্যক্তিকে পরাস্ত না করিয়া কিছুতেই সেই স্থান ত্যাগ বা জলগ্রহণ করিতেন না। বিদ্বন্-উদ্যানে এইরূপে যে কত রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে, তাহা গণনা করা যায় না। প্রবেশিকা-পরীক্ষার মাত্র পাঁচ-ছয় দিন পূর্ব্বেও তাঁহাকে বিদ্বন্-উদ্যানে ঐরূপ তর্কযুদ্ধে নিযুক্ত দেখিয়া তাঁহার সহপাঠিগণ তাঁহাকে আসন্ন পরীক্ষার কথা

স্মরণ করাইয়া দিলে তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমি ত' এখন পর্য্যন্ত পরীক্ষার পড়া আরম্ভ করি নাই। এই জড়বিদ্যার অন্ত সময় নষ্ট করা অপেক্ষা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী জগতে প্রচার করা আমি অধিক প্রয়োজনীয় মনে করি। লোকের হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যদেব ও সনাতনধর্ম্মের সম্বন্ধে যে সকল ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল ও সংস্কারগত হইয়া রহিয়াছে, তাহা অপনোদন করিবার জন্যই আমি আমার এই জীবন দান করিব।" শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বিদ্যুন্-উদ্যমান্বিত তাঁহার প্রাত্যহিক আলোচনাসঙ্ঘকে ইংরেজী ১৮৯১ সালে "August Assembly" নামে অভিহিত করেন। সেই সভায় শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর যাবতীয় মনোধর্ম্ম-প্রসূত মতবাদ ও তর্কপথে প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় মতবাদ খণ্ডন করিতে বিন্দুমাত্রও পশ্চাৎপদ হইতেন না।

যখন শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত দিনাজপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন সেই সময় একজন ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার অতিথি-রূপে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাসায় আসিয়াছিলেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলেন,—"তার্কিক ব্যক্তিরাই 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' 'বিদ্যাসুন্দর' প্রভৃতি পদাবলী পাঠ করিয়া থাকে।" শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ছাত্র হইলেও প্রাকৃত নীতিবাদী স্কুল-ইন্‌স্পেক্টারের এই মতবাদের তীব্র প্রতিবাদ করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হন নাই। শ্রৌতপথের মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকে সহ্য করা শ্রীসরস্বতী ঠাকুরের কোষ্ঠীতে কোনদিনই ছিল না।

ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ ওয়ার্থ বলিয়াছেন,—"Morning shows the day"—জীবনের প্রাতঃকাল সমগ্র ভাবী জীবনের গতির ইঙ্গিত প্রদান করিয়া থাকে। শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপে যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি যে গৌড়ীয়ানন্দী আচার্য্যবর্য্য, সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে কৃষ্ণ-আরাধনাকারী সুমেধোগণের অগ্রণী, তিনি যে সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, হোতা ও উদ্গাতা, তাহার পরিচয় তাঁহার বাল্যলীলায়ই পাওয়া গিয়াছে। তিনি শ্রৌতপথে সমগ্র জীবের পরিচালনাকারী; তিনি কোটি জিহ্বার তর্কপথের নিরাসকারী। এই তর্কযুগে তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের 'মিশন' অর্থাৎ অভীষ্ট-পরিপূরণের জন্য একমাত্র গৌড়ীয়ানন্দী সংকীর্ত্তনকারী আচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সেবায় তিনি স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বারা ভারপ্রাপ্ত ও ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের অনুপ্রেরণা ও শিক্ষা-দীক্ষাদ্বারা অনুপ্রাণিত। এজন্য তথাকথিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বা পৃথিবীর জনসাধারণ তাঁহাকে অত্যন্ত তার্কিক ও বিচারপ্রিয় বলিয়া মনে করিতেন। সাধারণের ধারণা যে, ভক্তিপথের পথিকগণ তর্কে প্রবিষ্ট হন না, তাঁহারা নীরবে নির্জ্জনে কেবল হরিনাম করেন, জ্ঞানিগণই বিচারক ও তর্কযোদ্ধা হইয়া থাকেন; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ শ্রীনবদ্বীপলীলায় তর্কের দ্বারা লোককে পরাস্ত করিয়া বেড়াইতেন এবং বহু ব্যক্তির সহিত অবস্থান করিতেন, শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন শ্রীল প্রভুপাদের চরিত্রেও বাল্য-কাল হইতেই সেইরূপ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। তিনি সর্ব্বদাই সঙ্ঘে অবস্থান করিতেন ও সর্ব্বক্ষণই তর্ক-পথের পথিকের জিহ্বা-স্তম্ভন ও শ্রৌতপথের সিদ্ধান্ত-স্থাপন-কল্পে নিজ সতী জিহ্বাকে নিযুক্ত রাখিতেন।

সঙ্ঘোপাস্ত শ্রীসরস্বতী

শ্রীব্যাসপূজার প্রথম আহ্বান-পত্রের পাঠে দুই হয়,—ঋষিকুলপ্রথম-সঙ্ঘোপাস্তপরবিদ্যাশ্রিতেষু। 'ঋষিকুল'—চ্যুত-গোত্রীয় গৃহস্থ বা কর্ম্মজড়াদির অবস্থান এবং 'প্রথম'—অচ্যুত-গোত্রীয় ভাগিরথীর যে সঙ্ঘ, তাঁহাদের উপাস্ত পরবিদ্যা যে শ্রীচৈতন্যসরস্বতী—তাঁহারই আশ্রিতবর্গ।

শ্রীশ্রীরূপানুগত্য

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময়ই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের এই শ্লোকটি কীর্ত্তন করিতেন,—

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥

অর্থাৎ যে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট পৃথিবীতে সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু কবে আমাকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের নিকটে স্থান প্রদান করিবেন? শ্রীল প্রভুপাদ প্রথম 'শ্রীব্যাস-পূজা'র প্রতিসন্দর্ভাবসানে উপসংহারে তাঁহার যে মনোঽ-ভীষ্টের কথাটি বলিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি; তাহা শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের বিচারেরই প্রতিধ্বনি। তিনি

তাঁহার অপ্রকটলীলাবিস্তারের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে কথা বলিয়াছেন ও সঙ্কল্প যে ভাবে প্রকাশ করিতেন, তাহাতেও এই কথাই প্রকাশিত হইয়াছে,—"শ্রীচৈতন্যদেবের মনোহভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীরূপের পাদপদ্মধূলি আমাদের জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু।"—"শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্ম-জন্মনি।"

শ্রীরূপের কার্য্য

শ্রীরূপের আনুগত্যেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট এবং শ্রীরূপ শ্রীচৈতন্যের মনোহভীষ্ট-সংস্থাপক হইলে শ্রীরূপ কি করিয়াছিলেন, তাহা দেখিতে হইবে। শ্রীরূপ কিভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের দাস্য করিয়াছেন? শ্রীরূপের বাণী ও শ্রীরূপানুগগণের বাণী হইতে জানা যায়,—

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোহহং বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য॥

(ভঃ রঃ সিঃ—পূঃ বিঃ, ১ম ভক্তিপ্রাপ্তিলহরীতে ২য় শ্লোক)

হৃদয়ে যাঁহার প্রেরণায়ত্ব সামান্য কাঙ্গালরূপ আমি ভক্তিগ্রন্থ-রচনে প্রবর্ত্তিত হইয়াছি, সেই শ্রীচৈতন্যদেব হরির পদকমল আমি বন্দনা করি।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন কি-ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীল কবিকর্ণপুর লিখিয়াছেন,—

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব-
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক ৯।১০৪)

কালে-বৃন্দাবনকেলি-বার্ত্তা লুপ্ত হইয়াছিল, সেই লীলা বিশেষ করিয়া বিস্তার করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেব কৃপামৃতের দ্বারা তথায় শ্রীরূপকে এবং শ্রীসনাতনকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।—(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

শ্রীল প্রভুপাদের স্ব-লেখনীতে দেখিতে পাই,—"আচরণকারিগণের দ্বারা কীর্ত্তনাখ্যা শুদ্ধা ভক্তির প্রচারই শ্রীগৌরাঙ্গের অমল দাস্য।"—(শ্রীসজ্জন-তোষণী-২১শ-বর্ষ ১ম সংখ্যা, 'নববর্ষ'-প্রবন্ধ)

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর প্রসঙ্গে মালদহে যে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন (৬ই ফাল্গুন, ১৩৩১ বুধবার শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমাকাল), তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন,—

"শ্রীরূপ-সনাতন প্রভুদ্বয় শ্রীচৈতন্যের মনোহভীষ্টের প্রচারক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি যেরূপ ভক্তি কর্ত্তব্য, তাহা হইতে একটু ন্যূন পরিমাণ ভক্তি যদি আমরা শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনে ও শ্রীজীবের প্রতি প্রদর্শন করি, তাহা হইলে আমাদের শুদ্ধভক্তিতে অধিকার হইবে না। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু ও শ্রীরূপ-সনাতন প্রভুদ্বয় অভিন্ন। শ্রীরূপ প্রভুকে গুরুপদে বরণ করিবার পরিবর্ত্তে যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে বরণ করি, তবে কখনও শ্রীসনাতন-রূপকে দর্শন করিতে পারিব না। **যিনি সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব।** শ্রীগুরুর এক মুহূর্ত্তের জন্যও হরিকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোনও কৃত্য নাই। সুতরাং যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার ব্যবধানরহিত শুদ্ধহরিকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীঠাকুর হরিদাস, শ্রীসনাতন প্রভু, শ্রীরূপ প্রভু, শ্রীজীব প্রভু প্রভৃতি আচার্য্য-বর্য্য এইরূপ গুরুদেবের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। **উচ্চৈঃস্বরে হরিনামকীর্ত্তনই পরোপকারের পরাকাষ্ঠা।** স্বার্থপর ব্যক্তিগণ জপ-ধ্যান-যোগাদি-প্রণালী গ্রহণ করেন। ঐরূপ প্রাকৃত চেষ্টাদ্বারা জীবের পরম-প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। নিরন্তর—একমুহূর্ত্তও বাদ না দিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিলেই জীবের সর্ব্ববিধ মঙ্গল হইতে পারে।"

শ্রীরূপানুগ-ভজন কি?

১৩৩২ বঙ্গাব্দে মেদিনীপুরের বাখরাবাদ-নামক স্থানে "শ্রীরূপানুগভজন-পথ"-শীর্ষক বক্তৃতায় শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন,—

"আমার কৃত্য-পরিচয়ে বলি যে, আমি যখন রূপানুগাভিমানিগণের ভৃত্য, তখন আমারও রূপানুগগণের পদাঙ্কানুসরণরূপ একটি কৃত্য আছে। **শ্রীরূপানুগগণ—প্রচারক।** শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী ও আজ্ঞা আমি শ্রবণ করিয়াছি (চৈঃ ভাঃ মধ্য ও চৈঃ চঃ আদি ও মধ্য),—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি-গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

• • •

"যা'রে দেখ, তা'রে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ।
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পা'বে মোর সঙ্গ॥"
"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥"

জগতে মায়ার কথা প্রবলবেগে চলিতেছে, হরিকথার বড়ই দুর্দ্দিন!"

শ্রীনিত্যানন্দ-জন্মোৎসবে শ্রীধামমায়াপুর-শ্রীযোগপীঠে ওঁ শ্রীল প্রভুপাদ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ২রা ফাল্গুন একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—

"আমরা সাধনভক্তি-পর্য্যায়ে (১) শ্রবণ, (২) কীর্ত্তন, (৩) স্মরণ, (৪) পাদসেবন, (৫) অর্চ্চন, (৬) বন্দন, (৭) দাস্য, (৮) সখ্য ও (৯) আত্মনিবেদন—এই নবধা ভক্তির কথা জানি। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যে চৌষট্টি-প্রকার ভক্তাঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, সে সকল এই নবধা ভক্তিরই বিস্তৃতি। উক্ত চৌষট্টি-প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে পাঁচটি শ্রেষ্ঠ সাধনরূপে উক্ত হ'য়েছে। এই শ্রেষ্ঠ সাধন-পঞ্চক বিচার করিলেও দেখা যায় যে, তন্মধ্যে 'শ্রীনাম-ভজনই' সর্ব্বমূল ও সর্ব্বোপরি অবস্থিত হইতেছেন। শ্রীনামপরায়ণ বা শ্রীনাম-কীর্ত্তনকারী সাধুগণের সঙ্গফলে শ্রীনাম-ভজনে রুচি উৎপন্ন করাইবার উদ্দেশ্যেই 'সাধুসঙ্গ'র কথা বলা হ'য়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে একমাত্র শ্রীনাম-ভজনই 'পরধর্ম্ম' বলিয়া কীর্ত্তিত হ'য়েছে (ভাঃ ৬।৩।২২ ও ১২।৩।৫১-৫২)। শ্রীমদ্ভাগবতের আদি, মধ্য ও অন্তে শ্রীনাম সংকীর্ত্তনের কথাই পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট হ'য়েছে। 'মথুরাবাস' অর্থাৎ শ্রীধামবাস-মূলেও নাম-ভজনের উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত আছে। নামাত্মক অপ্রাকৃতার ধাম বা যে-স্থানে সংকীর্ত্তনকারী সাধুগণের সমাগম হয়, সেই স্থানে বাসই 'শ্রীধাম-বাস'। ভগবন্নামাত্মক মন্ত্রের দ্বারাই এবং ভগবন্নাম-কীর্ত্তনমুখেই শ্রীমূর্ত্তির সেবা হয়, সুতরাং শ্রীনাম-কীর্ত্তনই সর্ব্বোপরি অবস্থিত হইতেছেন। একমাত্র শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন হইতেই সর্ব্বসিদ্ধি হয়। শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ সহস্র-প্রকার ভক্ত্যঙ্গ বা চৌষট্টিপ্রকার ভক্তির মধ্যে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা। নাম-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের দ্বারাই সর্ব্বমঙ্গল সাধিত হয়। নাম সংকীর্ত্তনের মধ্যে নবধা ভক্তি সমস্তই আছেন। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন প্রভৃতি সমস্তই শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত। অভিধেয়-বিচারে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-প্রচার-লীলাভিনয়কারী জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদ্‌গত অভিপ্রায় এই যে, 'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই একমাত্র অভিধেয়। যিনি কীর্ত্তনাখ্য-ভক্ত্যঙ্গ সাধন করেন, তাঁহারই সকল মঙ্গল সাধিত হয়। যিনি কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিবেন, পূর্ব্বে তাঁহার শ্রবণ করা আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্তই যে সকল প্রকার সাধন-প্রণালী,—ইহা যাঁহার অনুভূতি নিহার বিষয় হইয়াছে, তিনি জানেন,—'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই সাধন-শিরোমণি'। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সাধন-প্রণালী অন্তর্ভুক্ত। নবধা ভক্তির মধ্যে ভক্তিসন্দর্ভে ২৭৩ সংখ্যায়—'বহ্বপ্যস্তা ভক্তিঃ কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্যভক্তি-সংযোগেনৈব কর্ত্তব্যা।' বহু-অঙ্গ-সাধনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। যেখানে শাস্ত্র একাঙ্গ-সাধনের কথা ব'লেছেন, সেখানেও 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন'ই লক্ষিত বস্তু। 'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন' বাদ দিয়ে 'মথুরা-বাস', 'সাধুসঙ্গ' প্রভৃতি কোন অঙ্গই পরিপূর্ণ হয় না, কিন্তু যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন করি, তা হ'লে তা' দ্বারা মথুরা-বাসের ফল, সাধু-সঙ্গের ফল, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবনের ফল, সকলই লাভ হয়। নাম-ভজনে জীবের সর্ব্বসিদ্ধি। একাঙ্গ নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। "পাঁচের অনুসঙ্গে"র যে-কোন একটিতে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের কথা অন্তর্ভুক্ত আছে। শ্রীকৃষ্ণের বসতিস্থল শ্রীধামবাসে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য নাই। সাধুসঙ্গে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়—'নাম-সংকীর্ত্তন'। শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারা জীব অনর্থমুক্ত ও পরম-প্রয়োজন লাভের অধিকারী হন। মুক্তকুলেরও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ-কীর্ত্তন-চিন্তন-ফলে জীব মুক্ত হন। শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তন-ফলে জীব 'হরিসংকীর্ত্তন' করিতে শিক্ষা করেন, অর্চ্চনের দ্বারা (অর্চ্চনে যে নামাত্মক মন্ত্রের ব্যবস্থা আছে এবং মন্ত্রমধ্যে নামের সহিত যে চতুর্থ্যন্ত বিভক্তি প্রযুক্ত আছে, তদ্দ্বারা) জীব 'সংকীর্ত্তন' করিতে শিক্ষা লাভ করেন। যিনি মন্ত্রোচ্চারণকারী, তিনি নিজকে শ্রীনামের পাদপদ্মে অর্পণ করেন। যে-দিন তাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি হয়, সেইদিন তাঁহার মুখে হরিনাম সর্ব্বদা নৃত্য করিতে থাকেন। এই পৃথিবীতে হাজার হাজার, লাখ

নাম সাধন-প্রণালীর কথা লোকে বল্‌ছে। কেউ বল্‌ছে,—'হরিনাম করাটা মূর্খেরই কাজ; পণ্ডিতের কাজ—হরিনাম না ক'রে 'ব্রাহ্মণ' হয়ে থাকা।' তাই গৌরহরি বিমুগ্ধ সমাজকে শিক্ষা দিবার জন্য বল্‌ছেন,—"হে হরিনাম! তোমাতে আমার রুচি দিলে না—তোমার নামে আমার অনুরাগ হোলো না!!' 'শূদ্রেরা—মূর্খেরা 'হরিনাম' করে করুক, আমি পণ্ডিত, আমি ব্রাহ্মণ—আমি বেদ অধ্যয়ন কোর্‌বো, আমি অর্চ্চন কোর্‌বো': মহাপ্রভু বল্‌ছেন,—বদ্ধজীবের ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হয়। তাই তিনি লোক-শিক্ষকের লীলা-প্রদর্শনচ্ছলে বল্‌ছেন,—'হায়, ভগবানের নাম ব্যতীত অন্য কার্য্যে আমার রুচি হ'চ্ছে, সাক্ষাৎ (ব্যবধান-রহিতা) উপাসনায় আমার অরুচি হ'—(বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড ৮৪-৮৭, ৯৭ পৃঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের স্বরচিত "মনঃশিক্ষা"-সঙ্গীত, যাহা তাঁহার সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' ২৫শ বর্ষে (ইংরেজী ১৯২০ এপ্রিল, বঙ্গাব্দ ১৩২৬ চৈত্র) "নির্জ্জনে ভজন" এই নামে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং যাহা গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের নিত্য কণ্ঠভূষণ ও নিত্য পালনীয় প্রভুপদেশরূপে গৃহীত হইয়াছে, সেই সঙ্গীতের উপসংহারে শ্রীল প্রভুপাদ "ব্রজবাসী" বলিতে প্রচারক বা কীর্ত্তনকারী ও 'চেতন' বলিতে প্রচারককেই লক্ষ্য করিয়াছেন এবং উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনই তাঁহার নিজস্ব নিত্য সেবা, কীর্ত্তন-প্রভাবেই নিজস্বরূপে ভজন সম্ভব, ইহা জানাইয়াছেন। যাঁহারা শ্রীরাধা-নিত্যজন—শ্রীরাধার নিত্য দাস্যই যাঁহাদের একমাত্র অভীষ্ট, কীর্ত্তনই তাঁহাদের একমাত্র ধর্ম্ম। * নির্জ্জনে ধ্যান, পূজা প্রভৃতিতে স্বার্থপরতা ও প্রতিষ্ঠা মাত্র লাভ হয়, কিন্তু একান্তভাবে নিজের ও পরের উপকার সাধিত হয় না। শ্রীগৌরসুন্দর সকলকে পরোপকারী অর্থাৎ সংকীর্ত্তন-প্রচারক হইবার আদেশ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ সেই সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের সেনাপতিত্ব করিবার জন্যই যে এই হরিকীর্ত্তনমূর্ত্তিক-প্রপীড়িত কলিহত যুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমরা প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য তাঁহার ঐ সঙ্গীতটীতে পাওয়া যায়,—

রাধাদাস্যে রহি', ছাড় ভোগ-অহি.
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তন-গৌরব।
রাধানিত্যজন, তাহা ছাড়ি' মন,
কেন বা নির্জ্জনভজন-কৈতব॥
ব্রজবাসিগণ প্রচারক-ধন,
প্রতিষ্ঠা-তিমুক তারা নহে কভু।
প্রাণ আছে তা'র, সেহেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণ-আশা সবু॥
শ্রীহরিদাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সেকালে ভজন নির্জ্জনে সম্ভব॥

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার স্বলিখিত পত্রাবলীতে বলিয়াছেন,—"শ্রীগৌরসুন্দরের নির্জ্জনগণের আর কোন কৃত্য নাই, কেবল মহাবদান্যের কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানের পসরা লইয়া দ্বারে দ্বারে বিতরণ।—(পত্রাবলী—২য় খণ্ড, ১১৩ পৃঃ)

'শ্রীবৃন্দাবনের কেলিবার্ত্তা' অর্থাৎ শ্রীরাধামাধবের কথা, গুপ্ত হইলে যেরূপ শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন তাহা বিস্তারার্থ অর্থাৎ কীর্ত্তনার্থ শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছিলেন তদ্রূপ শ্রীশ্রীরাধামাধবমিলিততনু শ্রীগৌরহরির বার্ত্তাও নিভৃত ও গুপ্ত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরনিজজন শ্রীল ভক্তিবিনোদের দ্বারা প্রচার-আচার-কার্য্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ-মনোঽভীষ্ট-পরিপূরক

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদের মনোঽভীষ্ট ও সেই মনোঽভীষ্টপ্রচারে সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইবার কথা স্ব-হস্তলিখিত এক পত্রে বলিয়াছেন; তাহাতেও দেখিতে পাই যে, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল প্রভুপাদকে এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন,—

"শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারের অভাব হইতেই মেয়েলি কুসংস্কার ও কুশিক্ষাগুলি সহজিয়া, অতিবাড়ী প্রভৃতি সম্প্রদায়ে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে 'ভক্তি' বলিয়া সমর্থিত হইতেছে।

---

* পরং শ্রীমৎপদাম্ভোজসদাসঙ্গত্যপেক্ষয়া।
নাম-সংকীর্ত্তনপ্রায়াং বিশুদ্ধাং ভক্তিমাচর॥
(বৃঃ ভাগবতামৃত ২।৩।১৪৪)

(হে মন!) তুমি যদি (ভৃঙ্গের ন্যায়) ভগবৎপাদপদ্মের সদা সঙ্গলাভে অপেক্ষা কর, তবে তদীয় নামসংকীর্ত্তনবহুলা বিশুদ্ধা ভক্তির আচরণ কর।

তুমি ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার ও প্রকৃত আচার দ্বারা সেই সকল বিকৃত সিদ্ধান্ত সর্ব্বথা দলন করিও। শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপ-পরিক্রমা যত শীঘ্র পার, আরম্ভ করিবার যত্ন করিবে। এই কার্য্যেই জগতের সকলের কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে। শ্রীমায়াপুরের সেবাটী যাহাতে স্থায়ী হয়, দিন দিন উজ্জ্বল হয়, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিবে। ভূম্যাসন স্থাপন, ভক্তিগ্রন্থের প্রচার ও নামহট্টের প্রচার (নির্জ্জন ভজন নহে) দ্বারাই শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে। তুমি নিজের জন্য নির্জ্জন ভজন করিতে গিয়া প্রচারের বা শ্রীমায়াপুরের সেবার ক্ষতি করিও না। "শ্রীমদ্ভাগবত," "ষট্‌সন্দর্ভ", "বেদান্ত-দর্শন" প্রভৃতি গ্রন্থের শুদ্ধভক্তি-তাৎপর্য্যময়তা দেখাইবার আমার আন্তরিক যত্ন ছিল। সেই কার্য্যের ভার তুমি গ্রহণ করিবে। শ্রীমায়াপুরে বিদ্যাপীঠ স্থাপন করিলে শ্রীমায়াপুরের উন্নতি হইবে।"— (পত্রাবলী—২য় খণ্ড, ৪১-৪২ পৃঃ)

শ্রীভক্তিবিনোদধারা-সংরক্ষণকার্য্য

শ্রীল প্রভুপাদের উক্ত পত্র হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে, শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদের আদেশ অনুসরণ করিয়াই তাঁহার মনোহভীষ্টস্বরূপ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রচার-কার্য্যকেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশেই শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার মনোহভীষ্ট-পুরুষার্থ আচার করিয়া প্রচার করিয়াছেন অর্থাৎ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্ত্তৃক পুনরুজ্জীবিত শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবসভা ও শ্রীনামহট্টই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায় বা গৌড়ীয়মিশনরূপে প্রকটিত হইয়া বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য বিস্তার করিয়াছে। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীশ্রীসনাতন-রূপের দ্বারায় যে শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজ-সভার পাত্ররায়ের পদবীতে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটের পর তাঁহার আদেশে শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচারের জন্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সেই গাদিতেই বসিয়াছিলেন, ইহা শ্রীল প্রভুপাদের স্ব-লিখিত উক্তিসমূহই সুস্পষ্টভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকটের পরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বিভিন্ন স্থানে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় শুদ্ধভক্তগণের সঙ্গে শ্রীনামহট্টের প্রচার, শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচার, শ্রীমূর্ত্তির সেবা-প্রচার, বিভিন্ন গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ ইংরেজী ১৯১৮ সালের ২৭শে মার্চ্চের পূর্ব্বেও শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত সজ্জনতোষণীর ১৯শ বর্ষের ১ম সংখ্যায় (ইং ১৯১৬) "আমাদের কথা" শীর্ষক শ্রীল প্রভুপাদের স্ব-লিখিত প্রবন্ধে শ্রীগোদ্রুমে ও শ্রীধামমায়াপুরে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন-প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন স্থানে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনের বিস্তারের বর্ণনা ও সঙ্কল্পের কথা পাওয়া যায়। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"শুদ্ধ গৌড়ীয়গণ অনেকেই জানিতে পারিয়াছেন যে, শ্রীধাম-নবদ্বীপের অন্তর্গত গোদ্রুমদ্বীপে শ্রীআনন্দ-সুরধুনী-কূলে ও শ্রীধামমায়াপুর-শ্রীমন্দিরে শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-আসন সংস্থাপিত হইয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অমল ভজন-শিক্ষা প্রচারিত হইবে। গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ অনেকদিন হইতে শুদ্ধ ভজনশিক্ষা-মন্দিরের অভাব যারপরনাই অনুভব করিতেছেন। তাই এবার কতিপয় শুদ্ধভক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ প্রেরণায় প্রকৃতপ্রস্তাবে একটী গৌর-শিক্ষার আসন নানা বাধা অতিক্রম করিয়া দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ০ ০ যিনি শাস্ত্রার্থ সুকৃতি-সম্পন্ন জীবকে শ্রবণ করান, তিনি শ্রবণ-শিক্ষাগুরু বা বর্ত্ম-প্রদর্শকগুরু নামে অভিহিত হন। এই গুরুর বিপ্রলম্ভ-সেবাক্রমে জীব মহাভাগুরুর আসন দেখিতে পায় এবং তাঁহার নিকট হইতে অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া পঞ্চমপুরুষার্থ সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী হন। ০ ০ ভক্তিরস লাভ করিবার এই ক্রমপন্থা যাঁহারা উপেক্ষা করিয়া নিজ-নিজ অভিনব মতবাদ-প্রচারেই সচেষ্ট, তাঁহাদিগকে কখনই শ্রীরূপানুগ বলিয়া শুদ্ধভক্তগণ স্বীকার করিতে পারেন না। ০ ০ কতিপয় অশিক্ষিত ভক্তিমর্ম্ম অপ্রবিষ্ট—দুই ব্যক্তির দুষ্টফলে আজ অভক্তসমাজে ভক্তির গূঢ় সত্য কুজ্ঝটিকায় আচ্ছাদিত হইয়াছে। ০ ০ যাবতীয় অর্থ প্রভৃতি কৃষ্ণার্থে কৃষ্ণভক্তির উদ্দেশে ব্যয়িত হইলে ভক্তির অনুষ্ঠান হয়। ভূতভোগের উদ্দেশে ব্যয়িত হইলে জীবকে কৃষ্ণবিমুখ করিয়া ভক্তির বিরোধী অপরাধী করিয়া তুলে সুতরাং অনুষ্ঠান-কারিগণ নিজ ভোগ-তাৎপর্য্যে নিমূক অর্থাদি সঙ্কোচ করিয়া ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার-কল্পে ব্যয় করুন। ইহার তুল্য

বদ্ধজীব বা দয়া বা নিজ কল্যাণ আর নাই। ভক্তিশিক্ষার আসন-স্থাপন-বিষয়ে সকল শুদ্ধভক্তের একই লক্ষ্য। যাহাতে **শুদ্ধভক্তির প্রচার** হয়, যাহাতে **জীবের প্রকৃত কল্যাণ** হয়, তদ্বিষয়ে তৎপরতাতেই উৎকণ্ঠাযুক্ত। ০০ ভক্তিপ্রচারের প্রতিপক্ষে ইন্দ্রিয়তর্পণ কৃষ্ণবিমুখগণের প্রবল বাসনা আছে সত্য, তথাপি আমাদের সুবিনীত আবেদন, তাঁহারা আমাদের প্রতি সদয় হউন এবং নিজ-নিজ বিষয়-চেষ্টার কিয়দংশ বিষয় হইতে বিমুখ করাইয়া কৃষ্ণার্থে প্রদান করিলে ক্রমশঃ তাঁহাদের হৃদয়ে প্রকৃত কল্যাণরূপ শুদ্ধা গৌরভক্তি উদিত হইবে।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ইহার বহু পূর্বে শ্রীগুরুদেবরূপে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্জিত ভক্তিকুটীতে অবস্থানকালেও শ্রীল ঠাকুরের নির্দেশানুসারে সমুদ্রোপকূলে "সাত্তাসন" নামক শ্রীগুরুবর্গের 'আসনে'র সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীগুরুবর্গের আসনে ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, শুদ্ধভক্তের সঙ্গ স্থাপন করিয়া তাহাই তিনি পরবর্তিকালে 'মঠ' নামে অভিহিত করেন। "মঠন্তি বসন্তি ছাত্রা যস্মিন্"—ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের 'মঠ' শব্দের ব্যাখ্যা।

আসন ও মঠ

উপরি-উদ্ধৃত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উক্তি হইতে জানা যায় যে, শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবেশ-অনুসারে প্রচারকার্য্য করিবার জন্যই শিক্ষামন্দির বা আসন-সমূহ সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেই শিক্ষামন্দিরে প্রথম-শিক্ষাগুরুর কৃপায় মহাভাগুরুর আসন-দর্শন লাভের উদ্দেশ্যেই কীর্ত্তন বা প্রচার-কার্য্য। অতএব শিক্ষামন্দির বা আসন-সমূহ মহাভাগুরুদেবের বা শ্রীআচার্য্যের আসন বা পীঠ; তাহাই পরবর্ত্তিকালে শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা 'মঠ' নামে প্রকাশিত। এই সকল আসনের উদ্দেশ্যই পরবর্ত্তিকালে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রভৃতি সংস্থাপনের দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদ সিদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রীভক্তি-বিনোদ-আসন শ্রীচৈতন্যমঠরূপে এবং কলিকাতার শ্রীভক্তি-বিনোদ-আসন শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রকাশিত হইয়াছে। মহাভাগুরুদেব বা মহান্ত আচার্য্য ব্যতীত কখনও কোন আসন, আশ্রম বা মঠ থাকিতে পারে না। 'মহান্ত শ্রীগুরুদেবের আসন' বা 'শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন' প্রভৃতি কথাদ্বারা ইহাই প্রকাশিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা পুনঃপ্রকাশিত করিয়া উক্ত সভা বা আসনের পাণ্ডারাজরূপে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন ও সেই শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনেই শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সম্বন্ধে তদানীন্তন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেও জানা যায় যে, **শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অন্যতম আচার্য্যরূপে** হরি-কথা প্রচার করিয়া লোকের উপকারসাধনই শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদের 'মিশন' বা অভীষ্ট।

শ্রীমায়াপুরে যে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা 'শ্রীচৈতন্যমঠ'রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কার্য্যের আকরস্থান হইয়াছে। "আসনের কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে শুদ্ধভক্তি-প্রচার ও ভক্তিগ্রন্থাদি প্রচারের আনুকূল্যের জন্য আবেদন করিয়া হরিকথা-প্রচারে অর্থ নিযুক্ত করাই অর্থের সদ্ব্যবহার বলিয়া জানাইয়াছেন। তদানীন্তন অমৃত-বাজার পত্রিকায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদটী প্রকাশিত হইয়াছিল,—

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাসন

"At 1 Ultadingee Junction Road, Calcutta, Srimat Tridandi Swami **Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, successor of** Sreemad **Bhaktivinode Thakur**, the founder of the Sree Mayapur Temple, has recently founded the Calcutta **Bhaktivinode-Asana**. Here ardent seekers after Truth are received and listened to and solutions of their questions are advanced from a most reasonable and liberal Shastric stand-point of view. The day is divided into distinct periods during which the respective branches of the Shastras, viz. *the Vedas, the Vedangas, the Vedanta, Sreemad Bhagavata, Smritis* and standard treatises on *Bhakti* are cultured by the devotees in the constant presence of His

Holiness, the Swamiji"—(The Amrita Bazar Patrika—the 17th December, 1918).

আসন ও সভার কার্য্য

১৯১৮ সালের ১৯শে মে শ্রীল প্রভুপাদ গৌরপুর প্রপন্নাশ্রমে 'শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন', ইহারই কয়েক দিবস পরে মধুরভক্ত-ষ্টেটের কুয়াখারায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন, ১৯১৯ সালের ২০শে এপ্রিল রামজীবনপুরে শ্রীভক্তি-বিনোদ-আসন, তৎপরে বগোহর জেলায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় 'সাহিত্যাসন' 'ঐতিহ্যাসন', 'সম্প্রদায়-বৈভবাসন', 'ভক্তিশাস্ত্রাসন', 'ভজনাস্ত্রাসন', 'বেদান্তাসন' ও 'একায়নাসন' প্রকাশ করিয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি কার্য্যে বিস্তার করেন। এই সময় স্থানে স্থানে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভারও অধিবেশনের ব্যবস্থা হয়।

সভার প্রচার

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-সভার পুনরুদ্বোধন করিয়া তাঁহারই উত্তরাধিকারী আচার্য্যরূপে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহা উক্ত সভার প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণী (ইংরেজী ১৯১৯ জানুয়ারী হইতে ১৯২০ জানুয়ারী), যাহা ইংরেজী ভাষায় পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়—

"Sreemad Bhaktivinode Thakur refounded the Vishwa Vaishnava Raja Sabha thirty-four years ago and as its Patraraja, held before the world a portrait of a true Vaishnava and brought the intrinsic points of the Shastras—Amnaya, Sreemad Bhagabatam, Gita, Vedanta etc. and those of the Goswamis—within easy reach of men of average intelligence by proper elucidations, annotations, translations and simplifications. Now that His Holiness has left this world these five years, his functions have devolved on His Holiness our Agrani Mahodaya of this day, who is the present Patraraja, for there is none else living at present who really deserves to be one by the sanctity of his life, entire devotion to Sree Krishna in the lines laid down by Himself as Mahaprabhu, vast erudition and exact grasp of the Shastras. It His Holiness alone who, so far as we have been able to find after long investigations, is really competent for the function of a World-Teacher—practising in his own life the tenets of Sree Chaitanya Deva as explained by the said Goswamis and learned enough in the various Shastras to present a comparative aspect of the true Vaishnava Religion. In a teacher, both *Achar* (life of devotion) and *Prachar* (propagation of the same) are essentially necessary.

During the year under review, there were held twenty-six ordinary general meetings and three meetings of the Executive Committee, all held at Sree Bhaktivinode-Asana, Calcutta.

Special meetings in different parts of Bengal in connection with the preaching tours undertaken under the illustrious lead of His Holiness Paramahansa Paribrajakacharyya Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur as described in the following table :—

Places visited	Dates
Chandrakona (Midnapore)	
2. Ramjibanpur (Do)	19th, 30th April, 1919

	Jessore Daulatpur (Khulna) Lohagora (Jessore)	10th & 11th June, 1919
	Binodnagar (Do)	12th noon
	Naldi (Do)	12th evening
8.	Purulia (Do)	13th, 14th
9.	Khulna	15th June,
10.	Damurhuda (Nadia)	5th October, 1919
	Kushtia (Do	6th 1919
	Some members had visited Kushtia direct on the 5th	
	Pabna	7th, 8th
	Satberia (Pabna)	
	Sagarkandi (Do)	
	Belgachi (Faridpur)	
16.	Rajbari (Do)	
	Lohajang (Dacca)	
18.	Domesha (Faridpur)	
19.	Narayanganj (Dacca)	19th, 20th 1919
	Dacca	21st, 22nd & 23rd
	Abirpara (Dacca)	1919 24th, 25th Oct. „
	Kotchandpur (Jessore)	
	Maheshpur (Do)	
24.	Mamunshia (Do)	

শ্রীভক্তিবিনোদ-মনোঽভীষ্টানুসরণে মঠাদি স্থাপন

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশেই আত্মনিবেদনক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপে বাস করিয়া শ্রীমথুরাবাস ও শতকোটি-মহামন্ত্র-সংকীর্ত্তন-উদ্‌ঘাপনরূপ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের আচার ও প্রচার করেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আদেশানুসরণে শ্রীমায়াপুরের সেবার স্থায়িত্ব ও দিন দিন উজ্জ্বলতা বিধানের জন্যই তিনি শ্রীমায়াপুরে শ্রীস্বপত্তনে শ্রীমুদ্রাযন্ত্র-স্থাপন, শ্রীভক্তিগ্রন্থের প্রচার ও শ্রীনামহট্টের প্রচারের দ্বারা 'শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা' করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আদেশ অনুসরণ করিয়াই তিনি শ্রীমদ্ভাগবতাদি-গ্রন্থ-প্রচারের ভার-গ্রহণ ও শ্রীমায়াপুরে পরিষ্কাপীঠ স্থাপন করিয়া ভক্তিশাস্ত্রী, পঞ্চরাত্রাচার্য্য ও সার্ব্বভৌম-পরীক্ষাদির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সাক্ষাৎ আদেশ অনুসরণ করিয়াই তিনি বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অন্তর্ভুক্ত শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আসন, প্রপন্নাশ্রম, শুদ্ধভক্ত-সজ্জারাম বা মঠাদি স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি কানপুর হইতে ১১।২।২৭ তারিখে স্বহস্তে এক পত্রে লিখিয়াছেন,—"**শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভীষ্ট-পূরণ এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে শ্রীমদ্ভাগবতোদ্দিষ্ট কীর্ত্তন-কার্য্যেই যেন চিরদিন ব্রতী থাকি, এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন।** কুরুক্ষেত্রে বিপ্রলম্ভরসাধিষ্ঠানক্ষেত্রে শ্রীগৌরসুন্দর বসিয়াছেন, নৈমিষারণ্যে ভাগবত-ব্যাখ্যান-ক্ষেত্রেও শ্রীগৌরহরির সেবা আরম্ভ হইল। বারাণসী শিবক্ষেত্রেও শ্রীগৌরহরির সেবাবিষ্টান স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগৌরসুন্দর আগামী বৎসর বসিতে পারেন।" (পত্রাবলী—১ম খণ্ড, ৩৭ পৃঃ)।

"**কুরুক্ষেত্রে মঠ হওয়া আবশ্যক। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বহুদিনের ইচ্ছা ছিল।** • • মথুরা প্রদেশে একটী স্থান হইবার সম্ভাবনা আছে, পরে মাদ্রাজে ও বোম্বাই প্রদেশের কোন স্থানে দুইটি মঠ হওয়া আবশ্যক। **Devotion and Love**এর **Church (শুদ্ধভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেমের প্রচার-কেন্দ্র) ভারতের সর্ব্বত্র হওয়া আবশ্যক।** • • • আপনাদের বোধ হয় স্মরণ আছে, মহাপ্রভুর বাণী—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি-গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।

মহাপ্রভুর নীতির মধ্যে ক্ষাত্রনীতি, বৈশ্য, শূদ্র ও যবন-নীতি দেখিতে পাই না। তাঁহার প্রচারিত বাক্য হইতে বুঝিতে পারি, তিনি ধর্ম্মনীতির সর্ব্বোচ্চ পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমরাও সেই পদানুসরণে ব্রহ্মনীতি ভাগবতধর্ম্ম অবলম্বন করিব।" (পত্রাবলী—১ম খণ্ড, ২৬ পৃঃ) কীর্ত্তনই ভাগবতধর্ম্ম—শ্রীনামপ্রচারই—ভাগবতধর্ম্ম, সংকীর্ত্তনই—ভাগবতধর্ম্ম—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীপাদপদ্মাঙ্ক ও তাঁহার আদেশ অনুসরণ করিয়াই কলিকাতায় তাঁহার পুনরুজ্জীবিত শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবসভার পুনঃপ্রতিষ্ঠা কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই কথা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সম্পাদিত সজ্জনতোষণী—২১শ বর্ষ, ৮ম ও ৯ম সংখ্যা, ২৪৯-২৬২ পৃষ্ঠায় (ইংরেজী ১৯১৯ নভেম্বর, বঙ্গাব্দ ১৩২৬ কার্ত্তিক) ঘনিষ্ঠিত "শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা"-নামক প্রবন্ধে বর্ণন করিয়াছেন—

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা

"সম্প্রতি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-অন্তর্ধানের কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে বহু শুদ্ধভক্ত একত্রিত হইয়া শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা 'পুনঃসংস্থাপিত' করিয়াছেন। এই সভা নিত্যকাল অবস্থিত হইলেও রূপকে তিনবার অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের একাদশ বর্ষ পরে যখন বিশ্ব অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে আরম্ভ হইল, সেই সময়ে শ্রীব্রজমণ্ডলে ছয়টী পরমোজ্জ্বল তারকা উদিত থাকিয়া গৌরচন্দ্রের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। এই ছয়টী উজ্জ্বল তারা ব্যষ্টীক শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী, শ্রীকাশীশ্বর গোস্বামী প্রমুখ আরও কতিপয় মহাত্মা সেই শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভায় শোভমান হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের চতুঃষষ্টি শ্রীরূপন শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দ্বাদশটী সখা এই সভার শোভা সম্বর্দ্ধন করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নামহট্ট এই বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার একটী মূল অঙ্গ।

শ্রীশ্রীভগবৎ-কৃষ্ণচৈতন্যদেব কলিযুগপাবন। তিনি নিজ-ভজন-প্রণালী-শিক্ষক, তিনি ভক্তির অভিধেয়-নির্ণয়কারী অবতারী এবং তিনি কৃষ্ণপ্রেম-প্রয়োজনাবতারী। সেই গৌরভক্তগণের নামাশ্রয় চৈতন্যদেব-চরণানুচর। শ্রীচৈতন্য-দেবই বিশ্ববৈষ্ণবরাজ স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র! তাঁহার ভক্ত-গোষ্ঠী শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা, সেই সভার সভাজন পাত্ররাজ শ্রীরূপগোস্বামী এবং তাঁহার বরেণ্য শ্রীসনাতনদেব। যাঁহারা শ্রীরূপানুগ বলিয়া আপনাদিগকে বিশ্বাস করেন, তাঁহারাই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সভাজন। তাঁহাদিগের অগ্রণীই শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ শ্রীমৎ শ্রীজীব গোস্বামী এবং শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ শ্রীমদ্ দাসগোস্বামী। শ্রীগৌরচন্দ্র যে-কালে বিশ্ববাসীর দুর্ভাগ্যক্রমে অপ্রকটলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন, সেইকালে শ্রীমজ্জীবপ্রভু শ্রীরূপসনাতনানুশাসন শ্রীভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সভার অগ্রণী শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন যাঁহাদিগকে শিক্ষাগুরুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই সভাগ্রণী হন। শ্রীজীব প্রভুপাদ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সভাগ্রণী হইয়া যে শ্রীরূপের অনুশাসন সভায় দিয়াছিলেন, তাহাকেই ভাগবত-সন্দর্ভ বা ষট্‌সন্দর্ভ বলে। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সভাজনগণ সেই ষট্‌সন্দর্ভকে শ্রীরূপ-সনাতনানুশাসন জানিয়া হৃদিতলে করেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভাগ্রণী শ্রীমদ্ রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভু মহারাজ শ্রীরূপানুশাসন শিরে ধারণপূর্ব্বক যে বিশুদ্ধ অলৌকিক ভজন-প্রণালী দিয়াছেন, তাহাই শ্রীগৌরভক্তগণের একমাত্র আদরণীয়। শ্রীরূপ-রঘুনাথের শ্রীকমল-পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া রসিকভক্তকুল-রাজেন্দ্র শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সেই বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সভাগ্রণী ছিলেন। তাঁহার অপ্রাকৃত ভক্তকুল-মুকুটমণি শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহোদয় সভাগ্রণী-পদে বৈষ্ণবরাজ-সভার শিরোভূষণ হইয়াছিলেন। ক্রমশঃ শ্রীশ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-প্রমুখ শুদ্ধভক্ত-রাজেন্দ্রগণ এই সভায় জ্যোৎস্না বিস্তার করেন। সব সময় তমসাচ্ছন্ন ত্রিভুবনে ত্রিযামার তিমির আধিপত্য করিতে পারে না, সে-জন্য শ্রীগৌরচন্দ্রের উজ্জ্বল তারকা মধ্যে মধ্যে আমরা গগন-কক্ষায় দর্শন করিয়া থাকি।

কলিকাতায় পুনঃসংস্থাপন

১৯১৯ খ্রীচৈতন্যাব্দে বৈষ্ণব-বিশ্ব-গগনে একটি সমুজ্জ্বল তারকা উদিত হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভাকে পুনরালোকিত করেন। ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা মহানগরীতে অনেকেই সেই সভার আলোক পাইয়াছিলেন। সেই আলোক-কলেই আজ ৩৩ বৎসরের মধ্যে জগতে শ্রীগৌরচন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণ স্নিগ্ধ নয়নের দৃষ্টিপটে দেখা যাইতেছে। শারদ-অমল মেঘের ন্যায় যখন সমগ্রে ব্যাপ্ত হইয়া চন্দ্রিকা আবরণ করে, সেইরূপ বিদ্বান্ অবৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব সাজে সমাজে অপ্রাকৃত আলোকে বাধা দেয়। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজের চরণানুচর শ্রীরূপানুগাচার্য্য আজ চারি বৎসর হইল এই প্রপঞ্চ হইতে প্রস্থান করিয়াছেন এবং তাঁহার আলোক মধ্যে মধ্যে তুরোনিকাচ্ছন্ন হইতেছে দেখিয়া শ্রীরূপানুগ-পদোপজীব্যসম্প্রদায় প্রবল বাত্যার মধ্যে সাবধানে হরিকথালোকের সংরক্ষণ করিতে বদ্ধপরিকর।

শ্রীল ভক্তিবিনোদাধস্তন শ্রীল-প্রভুপাদ

যে অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম-পুষ্প শ্রীরূপানুগনাথ জীবপ্রমুখ আচার্যবৃন্দদ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে প্রেমপুষ্পের মুকুল জগৎকে দেখাইলেন, তাহা তাঁহার অপ্রকটের পর হইতে কুসুমিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীরূপানুগগণই সেই কুসুম-শোভা ও সুরভি চৌর্যবৃত্তিগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া গৌরপদ-কুসুমের ঘ্রাণের বিষয়ে সহায়তা করিবেন। আমরা এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য-মালাকারের প্রেমচেষ্টাসমূহ রসিক-ভক্তবৃন্দের রচিত চৈতন্যচরিত আদি নবম পড়িতে অনুরোধ করি।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার প্রতিকূলে যাঁহারা বদ্ধপরিকর আছেন, তাঁহাদিগের দ্বারা এই সভার সভ্যজন-গণের কোন সেবাই গৃহীত হইবে না। গৌরসুন্দর তাঁহাদের হৃদয়ে অঘ, বক, পূতনাসুরের ভাব প্রবল করাইয়া তাঁহাদিগকে বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার মধ্যে স্থান দিবেন না। আমরা তাঁহাদের জন্য বিশেষ দুঃখিত হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছি। যদি গৌরসুন্দরের এইরূপ অভিপ্রায় হইত যে, একমাত্র শ্রীরূপ গ্রন্থ ভিন্ন অন্য রূপানুগ ভক্ত আসিবেন না, অথবা নিতাই-চাঁদের নামটুকু ব্যতীত শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা থাকিবেন না, তাহা হইলে তিনি শ্রীরূপানুগের বহুত্ব বিধান করিতেন না।"

সভার বিভিন্ন মণ্ডলী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভাকে বিভিন্ন-মণ্ডলীতে বিভক্ত করিয়া প্রচারের বিভিন্ন সেবাভার প্রদান করেন। নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল—

বিভিন্ন বিভাগের নাম ও সেবা

আনন্দ-মণ্ডলী—যাঁহারা ভগবানের বা ভগবদ্ভক্তের প্রিয় সেবা-কার্য্য করিবেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের সেবার নির্দ্দেশক যোগ্য সম্মান প্রদান।

২। **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রচারমণ্ডলী**—

(ক) নাম-প্রচার-শাখা—বিভিন্ন স্থানে প্রচারকার্য্যের জন্য আচার্য্যের আনুগত্যে গমন এবং বক্তৃতা, পাঠ, ব্যাখ্যা, ইষ্টগোষ্ঠী, আলোচনা, দ্বারে দ্বারে হরি-কথা-প্রচার, নগর-সংকীর্ত্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবৎ-কথা বিস্তার।

(খ) শাস্ত্র-প্রচার-শাখা—সভার পাত্রত্রয়ের আনুগত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তসম্মত পুস্তিকা, গ্রন্থ প্রভৃতি মুদ্রণ ও প্রকাশ, লুপ্ত-গ্রন্থসমূহের উদ্ধার ও প্রচার।

(গ) শাস্ত্র-শিক্ষা-শাখা—নিয়মিতভাবে ভক্তিশাস্ত্র-অধ্যাপনা ও তজ্জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছাত্রগণকে শ্রেণী-বিভাগ করিয়া শিক্ষাদান এবং প্রতিবৎসর শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-উৎসবকালে ভক্তিশাস্ত্রের পরীক্ষা প্রবর্ত্তন।

৩। **জিজ্ঞাসা-মণ্ডলী**—কোন ব্যক্তিকে ভগবৎকার্য্যে বা প্রচার-কার্য্যে কিম্বা সঙ্ঘমধ্যে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার চরিত্র ও জীবন সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুধাবন এবং তাঁহার চিত্তবৃত্তি বুঝিবার জন্য অন্ততঃ তাঁহাকে 'বর্ষ-পরীক্ষা'।

৪। **পাষণ্ডদলন-মণ্ডলী**—কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় মাৎসর্য্যবশে শুদ্ধভক্তি, শুদ্ধভক্ত বা ভগবানের ব্যক্তিত্বকে কোন প্রকারে আক্রমণ করিলে অর্থাৎ বাস্তবসত্য ভাগবতধর্ম্ম কোন প্রকারে আক্রান্ত হইলে

তাহার যথোচিত প্রতিবাদের চেষ্টা। তদ্বিষয়ে বিপক্ষের প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত উত্তরপ্রদান, পুস্তিকা-প্রকাশ, সাময়িক পত্রে প্রতিবাদ ও সাধারণে তাহার সমালোচনা প্রবৃত্তি।

৫। **উৎসব-মণ্ডলী**—ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব ও অপ্রকট-উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন সেবা-কার্য্যের ভার-গ্রহণ।

৬। **ভক্ত্যনুষ্ঠান-মণ্ডলী**—আচার্য্যের আনুগত্যে পুস্তক-তীর্থ প্রভৃতি উদ্ধারের জন্য চেষ্টা, বিভিন্ন স্থানে মঠ-মন্দিরাদি প্রচারকেন্দ্র-স্থাপন এবং পূর্ব্বস্থাপিত শুদ্ধ-ভক্তি-প্রতিষ্ঠানের সেবা-সংরক্ষণে প্রযত্ন।

শ্রীল প্রভুপাদের স্বলিখিত উক্ত প্রবন্ধ হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীনামহট্ট, শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের "শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা" ও শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পুনঃসংস্থাপিত "শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-সভা" একই বস্তু। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রদর্শিত আম্নায়ে যে শ্রীগুরুবর্গের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পর পর নিত্যসূত্রে "শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা"র পাত্ররাজ-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া শ্রীরূপানুগবর আচার্য্যের কার্য্য বা শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের শিক্ষা ও কথা প্রচার করিয়াছেন। একমাত্র এই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার মধ্যে শ্রীরূপানুগধারা প্রবাহিত ও শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা সংরক্ষিত আছে। শ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময় বলিতেন যে, তিনি বাল্যকালে শ্রীরূপের শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু মন্থন করিয়া প্রতি রবিবারে শ্রীভক্তিবিনোদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ "শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-সভায়" গমন পূর্ব্বক শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর আলোচনা শ্রবণ করিতেন। সেই শ্রীরূপানুগবর শ্রীভক্তিবিনোদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবসভাকে শ্রীল প্রভু-পাদ কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে পুনঃসংস্থাপিত করিয়া পরে 'শ্রীগৌড়ীয়মঠ', 'শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়' বা 'গৌড়ীয়মিশন'-নামে ও লীলাবৈচিত্র্যে প্রকট করেন। প্রত্যেক প্রতিশব্দ এবং একই বস্তু বা বিষয়ের বিভিন্ন নাম যেরূপ অভিন্ন হইলেও বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য-প্রকাশক, তদ্রূপ শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভা, শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায় বা গৌড়ীয়-মিশন প্রভৃতি পর্য্যায়শব্দরূপে একই বস্তুকে অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির প্রচারকেন্দ্র বা শুদ্ধভক্ত-সঙ্ঘারাম বা সঙ্ঘকে লক্ষ্য করিলেও পরস্পর বৈচিত্র্য প্রকাশ করিতেছে। অবয়-বস্তুর লীলাবৈচিত্র্য স্বীকার্য্য।

শ্রীল ভক্তিবিনোদের আজ্ঞা

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীব্রজপত্তনে ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১৩ই চৈত্র অর্থাৎ ইংরেজী ১৯২৩ সালের ২৭শে মার্চ্চ শনিবার পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীচৈতন্যমঠ প্রকাশিত হন। ১৩২১ বঙ্গাব্দের ১ই আষাঢ় অর্থাৎ ইংরেজী ১৯১৪ সালের ২৩শে জুন, কলিকাতা ভক্তিভবনে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। শ্রীচৈতন্যমঠ-প্রতিষ্ঠার প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটলীলাবিষ্কারের অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে শয্যা-পার্শ্বে ডাকিয়া নিজ-মনোহভীষ্টরূপ শ্রীরূপের উপদেশ আচার করিয়া প্রচার করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। ইহাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্ত্তৃক শ্রীল প্রভুপাদকে তদীয় অধস্তন আচার্য্যপদে অভিষেক। ইহা শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরূপের উপদেশামৃতের 'অনুবৃত্তি'-নামক ভাষ্যের উপসংহারে (যাহা ১৩২১ বঙ্গাব্দের ১১ই ভাদ্র অর্থাৎ ১৯১৪ সালের ২৮শে আগষ্ট শুক্রবার শ্রীরাধাষ্টমী-দিবসে সমাপ্ত হয়) স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"রূপ-প্রদর্শিত পথ, আচরিত্রে যথাযথ,
জগৎ-জীবেরে দেখাইল।
ভক্তিবিনোদাশ্রিত, প্রেমভক্তি-সমন্বিত,
উপদেশামৃত তার হইল॥
কলির বৈকল্য হত, তাহে ভক্ত নহে রত,
প্রাকৃত করিয়া তাহে মানে।
রূপশিক্ষামৃত যেই, গৌরশিক্ষামৃত সেই,
অন্য শিক্ষা না শুনয়ে কাণে॥
শ্রীগৌরবিমুখ-ভাব, রাধাকৃষ্ণ-প্রেমাভাব,
ভক্তিবিনোদ দেখে যবে।
সংসারের দেখি' গতি, কৃষ্ণভক্তিহীন-মতি,
বাতুলাদি-ছলে মৌনী তবে॥
অবনতি' জড়ভাব, জড়ত্যাগে ব্রজলাভ,
অনুক্ষণ এই কথা মুখে।
কৃষ্ণভক্তিশূন্যবরা, দেখি' প্রকাশিল ত্বরা,
অবতীর্ণ ভজে সুখে॥

বিহারক-অভিমানে, মৃত্ লোক নাহি জা'
আপনার কৈল ভক্ত-প্রায়।
নিজ ক্ষুদ্র অধিকারে, চায় তাঁকে দেখিবারে,
অবশেষে আপনার হয়॥

জীবের দুর্গতি হেরি', কত অশ্রুপাত করি',
শুদ্ধভক্তি করিতে প্রচার।
আছেশিল ভক্তরাজ, কর গৌরহরি-কাজ,
এবে তুমি করিয়া আচার॥

ছলনে বলিল কেবা, দয়িতদাসের সেবা,
গোপীজন-কথার কীর্ত্তন।
'পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি', তা'র কর 'অনুবৃত্তি',
প্রচার করহ অনুক্ষণ॥

বিনোদের মনোধেনু, স্মরি' যবে আরম্ভিনু,
'অনুবৃত্তি' লিখিতে যখন।
অষ্টলোক হ'লে পর, ভক্তিবিনোদবর,
বিরহ করিল ব্রজবন॥"

'গোপীজন-কথা'র কীর্ত্তন

উক্ত পদ-সমূহেও শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন যে, "গোপীজন-কথার কীর্ত্তন" অর্থাৎ শ্রীগোপীর মন যে শ্রীকৃষ্ণ, বা শ্রীরূপানুগগণের মন শ্রীরূপমঞ্জরী, তিনি—গোপী-শিরোমণি শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর নিজজন, তাঁহার কথার কীর্ত্তনই শ্রীল প্রভুপাদের নিত্য সেবা। 'প্রচার করহ অনুক্ষণ"—ইহাই শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীরূপাভিধানের পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি আদেশ। সুতরাং শ্রীল ভক্তিবিনোদ-মনোহভীষ্ট-পরিপূরণরূপ "গোপীজন-কথার কীর্ত্তন" বা শ্রীহরিকথা-প্রচারই শ্রীল প্রভুপাদের মিশন, তাহাই গৌড়ীয়মিশন, গৌড়ীয়-সম্প্রদায়, শ্রীচৈতন্যমঠ বা শ্রীগৌড়ীয়মঠ। শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারায় সকলকে স্নাত করাইবার জন্যই শ্রীল প্রভুপাদের এই তর্কশতযুগে অবতার। শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যেকটী সেবাকার্য্য শ্রীল ভক্তিবিনোদের মনোহভীষ্ট-পরিপূরণকল্পে ও তাঁহার আদেশ-ক্রমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

শ্রীনামহট্টে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদ

"শ্রীনামহট্টের ঝাড়ুদার-পরিচয়ে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় যে অপ্রাকৃত-লীলার প্রকটাভিনয় করিয়াছেন, তাঁহার প্রপঞ্চমার্জ্জন-সেবার উপকরণরূপ-শতমুখী-সূত্রে আমাদের শত শত জনের মহাজনানুগমন এবং চঃসঙ্গাকরণ-বঞ্চন-কার্য্য জগতের অপ্রিয় হইলেও উহাই আমাদের চরম কল্যাণ উৎপন্ন করিবে।"

—(গৌড়ীয়-কণ্ঠহার-ভূমিকা)

শ্রীল প্রভুপাদের ব্রত

শ্রীল প্রভুপাদ ইংরেজী ১৯০৬ সালের ৮ই নভেম্বর তারিখের এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—

"আমরা কিছু জগতের কাঠ-পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই। আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর সিমেন্টমাত্র।"

তিনি তাঁহার অপ্রকট-লীলার অব্যবহিত পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—"এই দেহটাকে আমরা সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে আহুতি দিবার অপেক্ষা করিতেছি। ভক্তিবিনোদ-ধারা কখনও রুদ্ধ হইবে না। আপনারা আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত ভক্তিবিনোদ-মনোহভীষ্ট-প্রচারে ব্রতী হইবেন। সপ্তজিহ্ব শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের প্রতি যেন কখনও আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না করি। তা'তে একান্ত বর্দ্ধমান অনুরাগ থাকলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হ'বে। আপনারা শ্রীরূপানুগগণের একান্ত আনুগত্যে শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহে ও নির্ভীক কণ্ঠে প্রচার করুন।

শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র মানবজাতির নিত্য-উপকার, সকলকে শ্রীনামকীর্ত্তনে অধিকার ও শ্রীগুরুবর্গের সেবা করিবার জন্যই শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশে শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের পুনঃসংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে, তিনি সংস্থাপক বা প্রবর্ত্তক নহেন, তিনি পুনঃসংস্থাপকমাত্র। ইহাই শ্রৌতধারায় 'জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণব-সেবা'। তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে ১২ই চৈত্র একটী বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—

শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য

"জীবের বিপরীত রুচিকে পরিবর্ত্তিত করাই সর্ব্বাপেক্ষা দয়াময়গণের একমাত্র কর্ত্তব্য। মহামারীর দুর্গের মধ্য থেকে একটী লোককে যদি বাঁচাতে পার, তা' হ'লে অনন্তকোটি হাঁসপাতাল করা অপেক্ষা তা'তে অনন্তগুণে পরোপকারের কাজ হ'বে। গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের উদ্যান্ত-পরিশ্রমের ফলে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহার শেষ পাই পর্য্যন্ত জগতের (ভ্রান্তিজন্য ক্লেশের) ইন্দ্রিয়-তর্পণ বন্ধ ক'রে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথায় ব্যয়িত হয়।"

"ভোগীর ইন্দ্রিয়ের যোগান ও জ্ঞানীর বিষয়-বিরক্ত বিচারের অনুগমনের জন্য আমাদের মঠ স্থাপিত হয় নাই। কেবল দুই একটি টাকা দ্বারা মঠের উপকার পাওয়াই আমাদের একমাত্র সম্বল নহে, পরন্তু যদি কাহারও উপকার করিতে পার, তবেই সে কৃষ্ণসেবাময় মঠের সেবা করিবে।"

—(পত্রাবলী—৩য় খণ্ড, ৭০ পৃঃ)

'শ্রীমঠের সেবা'-অর্থে শ্রীল প্রভুপাদ কেবলমাত্র শঙ্খ-ঘণ্টার আলোড়ন বা মহাপুণ্য-মহোৎসবের অনুষ্ঠানকে কোনদিনই স্বীকার করেন নাই। যখন ঢাকায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ সংস্থাপিত হয়, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "ঢাকাকে প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় 'গুপ্ত বৃন্দাবন' বলে। এখানে শত শত ঠাকুরবাড়ী আছে। আর একটি নূতন ঠাকুরবাড়ী বৃদ্ধি করিয়া নিজেদের পেটপূজা করিবার জন্য শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ সংস্থাপিত হয় নাই। যাহাতে ঢাকাবাসী শুদ্ধভক্তির স্বরূপ অবগত হইয়া স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইতে পারেন, তজ্জন্যই পূর্ব্ববঙ্গের শুদ্ধভক্তির প্রচার-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। কর্ম্ম-কোলাহলমুখর রাজধানীতে, প্রত্যেক প্রদেশের মহা-নগরীতে মঠ স্থাপিত হইবার উদ্দেশ্যই—শুদ্ধভক্তি-প্রচারের দ্বারা আপামর বিশ্ববাসী সকলের মঙ্গল-সাধন, সংকীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ-বিদূরণ, বিকৃতধারণা, অসৎসিদ্ধান্ত প্রভৃতির নিরাস করিয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন। অতএব কেবল দুই-এক টাকা চাঁদা দ্বারা মঠের উপকার পাওয়াই গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সম্বল নহে, পরন্তু যদি কাহারও নিত্য উপকার করিতে পারা যায়, তবেই সে নিত্য কৃষ্ণ-সেবাময় মঠের সেবা করিবে।" শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠকে শুদ্ধভক্ত-সঙ্গাগার, শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্র, গৌড়ীয়-হাঁসপাতাল প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যেক মঠেই একটী ভ্রমণ-সদন প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, ভ্রমণ ও কীর্ত্তনই মঠবাসীর নিত্যধর্ম্ম। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীভক্তিমঠের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 'গৌড়ীয়ে' লিখিয়াছিলেন,—

শুদ্ধভক্তিমঠ-সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ

"শিক্ষা-মন্দিরের নাম মঠ। মধ্যযুগে মঠাদি হইতে বহু-শিক্ষা প্রদত্ত হইত। তবে শিক্ষাভেদে মঠগুলিও ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত ছিল। গৃহে অবস্থান করিয়া সুষ্ঠুভাবে দ্বিতীয় আশ্রম-পালন-কার্য্যই কর্ম্মমিশ্রের শিক্ষা-বিস্তারের কেন্দ্র ছিল। সাধারণ কর্ম্মিগণ চারিপ্রকার আশ্রম ব্যবস্থা করিয়া চাতুর্গৌত্রীয় গৃহস্থ-গুরু দ্বারাই আশ্রম-চতুষ্টয়ের কর্ম্মানুমোদিত শিক্ষা বিস্তার করিতেন। এই কর্ম্মমঠের চেষ্টায় বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড-শিক্ষা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এই কর্ম্মমঠের নানাপ্রকার শিক্ষার মতভেদ উপস্থিত হওয়ায় শাক্যসিংহ গৌতমবুদ্ধ শ্রমণগণের জন্য বিভিন্ন বিহার-সঙ্ঘারামের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঐগুলিও নানাধিক কর্ম্ম-বিস্তারক কেন্দ্র। জ্ঞানিগণের মধ্যেও কর্ম্ম-চেষ্টা ও প্রকৃতিবাদ নিরাসের জন্য গৃহব্যবস্থাতীত উদাসীনের মঠ হইয়াছিল। জ্ঞানমঠগুলি নানাধিক কর্ম্মমঠের অনুসরণে অক্ষজজ্ঞান-বিস্তারের অনুগমনে মঠের কার্য্য-প্রণালীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। কর্ম্মমঠ ও জ্ঞানমঠগুলি যাচ্যজ্ঞানে পরিচালিত হওয়ায় ভক্তিমঠের প্রচার-প্রণালীর সহিত তাহাদের মিল নাই। কর্ম্মশিক্ষা বা জ্ঞান-শিক্ষা—উভয়েই অক্ষজজ্ঞানের ভিত্তিতে স্থাপিত। এই দুই সম্প্রদায় অধিরোহবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। ভক্তিমঠে বৈদিক উপাসনাকাণ্ড আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। শুদ্ধসেবারহিত হইয়া এই কর্ম্ম ও জ্ঞান-পরিপন্থ সম্প্রদায়দ্বয়ের যেরূপ স্থূলিত পরিণাম বর্ত্তমানকালে দেখা যায়, তাহাতে ভক্তিমঠের পুনঃস্থাপন ব্যতীত পৃথিবীর অধিবাসিবৃন্দের আর অন্য কোনপ্রকার মঙ্গল নাই। কর্ম্ম-বিচারের ব্যভিচারক্রমে কর্ম্মকাণ্ড ক্লীবগ্রস্ত হইয়াছে, জ্ঞান-কাণ্ডের ব্যভিচারক্রমে ভক্তবিদ্বেষের অধিরোহপন্থাশ্রিত জ্ঞানী অনেক কাল, অরাদন্ধ সৃষ্টি করিয়াছে। অঘ, বক, পূতনা প্রভৃতি বিষ্ণুবিদ্বেষী অজ্ঞানকে জ্ঞান বলিয়া প্রতারণা করিতে আসিয়াও ভগবদ্ভক্তের ভজনীয় বস্তু-সারণাকে অক্ষজজ্ঞানে একেবারে বিলুপ্ত করিতে পারে নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের

প্রকটলীলার অব্যবহিত পরেই কয়েকটি ভক্তিমঠ ও আচার্য্যগৃহ ভক্তিপথের সংরক্ষণ-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, কিন্তু তাহারাও ভোগী ও ত্যাগি-সম্প্রদায়ের অত্যাচারে ভক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীরামানুজের প্রকটকালের অব্যবহিত পরে কতিপয় ত্রিদণ্ডি-যতি ভক্তিমঠের গৌরব রক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু আচার্য্যগণি তাঁহাদের মঠের গৌরব-সংরক্ষণে ব্যাঘাত করায় সেইগুলিও ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। ত্রিদণ্ডী শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য পরমার্থরাজ্যে শ্রীধরস্বামিপাদকে অধস্তনসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াও শুদ্ধ বিষ্ণুভক্তের সমাজ সংরক্ষণ করেন নাই। শ্রীমদ্ধ্বমুনি বিষ্ণুভক্তির অনুকূলে কতকগুলি আচার্য্যগৃহ স্থাপন করিয়াছিলেন বটে, তাহা দেশ-বিশেষেই আবদ্ধ আছে। শ্রীমদ্ধ্বমুনির উত্তরাধি মঠ আজও ভারতবর্ষে শ্রীমদ্গৌড়ীয়গণের পরমানন্দ-স্মৃতি বিধান করিতেছেন। তদ্ভিন্ন উদীপীস্থ কৃষ্ণপুর, পুত্তগী, সোদে, শেজাবর, অষনাড়ু, কনূড়, পলনাড়ু এবং কুদাবর চিক্কু, মনকল্লি প্রভৃতি মঠসকল কর্ম্মমঠ ও জ্ঞানমঠের অকর্ম্মণ্যতার ভোগে-স্বরূপ বর্ত্তমান। আচার্য্যের অভাবে কোন কোন স্থলে মঠের গৌরব বাধাপ্রাপ্ত হইলেও সেই পূর্ব্বস্মৃতির তাহা হইতে প্রচ্ছন্নভাবে উদ্দীপন হইতেছে। শ্রীনিম্বার্কীয় আখড়াগুলি নানাপ্রকারে উপদ্রুত হইলেও বৈষ্ণবাচার্য্যের ভক্তি-প্রচারের চিহ্ন রক্ষা করিতেছে। কর্ম্মী ও জ্ঞানী ভক্তিবিদ্বেষিগণ বলিতে পারেন যে, ঐ মঠগুলিও ন্যূনাধিক তাঁহাদের ভোগ ও ত্যাগের সমর্থন করিতেছে—শুদ্ধভক্তি-প্রচারে তাঁহাদের তাদৃশ যত্ন নাই। গৌড়ীয়বৈষ্ণব-নামধারী সমাজেও প্রাকৃত-সহজিয়াগণের আখড়াগুলিও সেইরূপ প্রশংসনীয় উপাদানে গঠিত হইতেছে না। সেগুলি নির্গুণ বিষ্ণু-নিকেতন না হওয়ায় মিছাভক্তগণের রাজস ও তামস বাসহেতু পরমার্থিগণের সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও মিছাভক্ত-মঠগুলির অকর্ম্মণ্যতা ও শুণাশ্রয় এবং নির্গুণ কৃষ্ণবসতির মহিমা সম্যগ্ রূপে পুনরায় জগতে প্রচার করিবার জন্যই শ্রীগৌড়ীয়মঠ কয়েক বৎসর যাবৎই কলিকাতায় বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। একমাসব্যাপী উৎসবে সর্ব্বক্ষণ হরিসেবায় আপনারা ব্যাপৃত থাকিয়া এবং আহূত সর্ব্বসাধারণকে কীর্ত্তন শ্রবণ করাইয়া মঠবাসিগণ শ্রীহরির সান্নিধ্যলাভের যত্ন করিয়াছেন। গৌড়ীয়মঠ কিছু ব্যক্তিবিশেষের বা দল-বিশেষের ইন্দ্রিয়তর্পণের কেন্দ্র নহে: যে বা যাহারা কিছুমাত্র স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণ বা হরিবিমুখিনী চেষ্টা প্রদর্শন করিবে, সে বা তাহারা কোনদিনই গৌড়ীয়মঠে আশ্রয় বা প্রশ্রয় পাইবে না। কারণ, যেখানে কৃষ্ণসেবা, তথায় মায়ার সেবা নাই; যেখানে মায়ার সেবা, তথায় কৃষ্ণসেবা নাই, জানিতে হইবে। গৌড়ীয়মঠ যে কেবল সংসার-বিরক্তগণের স্বায়ত্তীকৃত প্রতিষ্ঠান, তাহা নহে; পরন্তু কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি গৃহস্থ, কি অগৃহস্থ সকল বর্ণ, সকল আশ্রম-নির্ব্বিশেষে সকলেরই তথায় হরিসেবার অধিকার আছে। তথায় একমাত্র নিষেধ এই যে, মঠে কৃষ্ণভক্তিহীন অন্যাভিলাষী, কৃষ্ণভক্তি-হীন ফলভোগকামী কর্ম্মী, কৃষ্ণভক্তিহীন ফলত্যাগ-কামী মুমুক্ষু জ্ঞানীর আদর নাই। 'অন্তরে কৃষ্ণনিষ্ঠা এবং কৃষ্ণনিষ্ঠার অনুকূলে বাহ্যে সদাচার'—ইহাই মঠের একমাত্র বিশেষত্ব। মাসব্যাপী বিরাট্ ভগবৎ ও ভাগবত-সেবাযজ্ঞে দীক্ষিত বহু কীর্ত্তনকারী উদ্গাতা নিজ নিজ কামরূপ পশুকে বলি প্রদান করিয়া কৃষ্ণসেবামৃত-রস পান করিয়া আপনারা ধন্য হইয়াছেন এবং অপর বহু সুকৃতি-সম্পন্ন স্ত্রী-পুরুষকে সুযোগ প্রদান করিয়া ধন্য করিয়াছেন।"

গৌড়ীয়-হাঁসপাতাল

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লপাদ "গৌড়ীয়-হাঁসপাতাল" শীর্ষক একটী প্রবন্ধেও জানাইয়াছেন যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায় বা শ্রীগৌড়ীয়মিশন নিজের ও পরের উপকারার্থ পারমার্থিক শিক্ষা-মন্দির-বিশেষ। হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনই এই শিক্ষা-মন্দিরের মূল উদ্দেশ্য ও পরোপকার-প্রণালী।

"ইউরোপীয় রোগিগণের চিকিৎসার জন্য, ফিরিঙ্গিগণের চিকিৎসার জন্য, মাড়োয়ারিগণের চিকিৎসার জন্য, কুলিয়া-নবদ্বীপবাসীর চিকিৎসার জন্য, বিভিন্ন গ্রাম ও নগরবাসীর চিকিৎসার জন্য, দাতব্য-প্রার্থী দরিদ্রগণের চিকিৎসার জন্য, ট্রপিকাল ডিসিজ চিকিৎসার জন্য থাইসিস্ বা ক্ষয়কাশ-চিকিৎসার জন্য, কুকুর-শেয়ালে কামড়ান রোগীর চিকিৎসার জন্য, কুষ্ঠাদি চর্ম্মরোগীর চিকিৎসার জন্য, শিশু-চিকিৎসার জন্য, নারীচিকিৎসার জন্য লেডি-ডাফরিন্ হাঁসপাতাল এবং অন্যান্য সাম্প্রদায়িক বিভিন্ন চিকিৎসালয় স্থাপিত আছে।

কর্ম্মি-মঠের সেবকগণ নানাপ্রকারে জড় জগতের ইট, কাঠ, পাথরের নির্ম্মিত জড় চিকিৎসাগার স্থাপন করিয়া জড় ঔষধ দিয়া যান্ত্রিক চিকিৎসা-মিশন, সেবাশ্রিত মেডিক্যাল মিশন, ঘাসাঘাট-মিশন, রামকৃষ্ণ-মিশন, নিত্যানন্দ-মাতৃমন্দির প্রভৃতি হাঁসপাতালের স্থাপন ও রোগীর চিকিৎসা-শুশ্রূষাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু ভব-রোগের চিকিৎসাগার বা গৌড়ীয়-হাঁসপাতালে চিকিৎস্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপন্ন রোগিগণের জন্য তাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে না কেন? যাঁহারা গৌড়ীয়-হাঁসপাতাল স্থাপন করিতে চান বা পরোপকারমূলে সেই দরিদ্র-হাঁসপাতালে বিনামূল্যে ভবরোগীর চিকিৎসা করিতে উদ্যত হন, তাঁহাদিগের কার্য্যে বাধা দিবার জন্য উপরিলিখিত বিভিন্ন চিকিৎসাগারের শুভানুধ্যায়িবর্গ নানাপ্রকার ঔষধিপথ্য বিনামূল্যেও বিতরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পরোপকারবৃত্তি-ব্যাধির সান্নিপাতিক অবস্থায়ও তাঁহারা গৌড়ীয়-হাঁসপাতালের নিত্য পেট্রণ হন না। বরং তাঁহাদের এই ভবরোগ-চিকিৎসাগার-স্থাপনের বিরোধ-ভাব পোষণ করিতেই দেখা যায়। তাঁহাদের নিকট গৌড়ীয়-হাঁসপাতালের শুভানুধ্যায়ী হইতে বলিলে ভবরোগ-গ্রস্ত কর্ম্মী, জ্ঞানি-সম্প্রদায় ভূত ঘাড়াইতে গেলে যেরূপ রোজার উপর আক্রমণ করেন, সেইরূপ গৌড়ীয়গণের উপর ধাওয়া হইয়া উঠেন। এক্ষণে এই ভবরোগ-চিকিৎসার হাঁসপাতালে আমরা অনেকগুলি রোগী পাইয়াছি! রোগিগণের লক্ষণ না বলিলে হাঁসপাতালের চিকিৎসা-প্রণালী বুঝা যাইবে না। বিশেষতঃ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাতে লক্ষণ ধরিয়াই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। ভবরোগ-চিকিৎসায়ও সেই পথ, তবে ঔষধদাতা ভক্তই রোগে ভুক্তভোগী হইলেও সম্প্রতি চিকিৎসা-প্রভাবে ভক্তব্যাধি-নির্ম্মুক্ত ও ব্যাধি-বিমোচনে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার নিজ অভিজ্ঞতার ফল সকলকে মুক্তহস্তে বিতরণ করিতে প্রস্তুত। ঔষধ জড়ের দ্রব্য নহে এবং ডাইলিউশান প্রণালীতে প্রতিষ্ঠিত নহে। সাধারণ চিকিৎসা হইতে গৌড়ীয়-হাঁসপাতালের চিকিৎসা যে-যে অংশে পৃথক্, আমরা ক্রমশঃ চিকিৎসা-বিদ্যার্থীকে সেই সকল কথা লেক্‌চার দিব। মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালে যেরূপ প্র্যাক্‌টিক্যালি চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, গৌড়ীয়মঠ-হাঁসপাতালেও সেই সকল পদ্ধতি ন্যূনাধিক গৃহীত হইবে।"

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকের আদর্শ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"গৌড়ীয়মঠের নিঃস্বার্থ ভগবদ্ভক্তিশীল প্রত্যেক লোক এই মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির চিজ্জড়ীয় পুষ্টির জন্য দুই শত গ্যালন্ রক্ত ব্যয় করিবার জন্য প্রস্তুত থাকুক।" (বক্তৃতা—১২ই চৈত্র, ১৩৩৪, বক্তৃতাবলী ৪র্থ খণ্ড)

"গৌড়ীয়মঠের প্রচারের মত জগতের পারমার্থিক ইতিহাসে এমন মহাবিপ্লবের ইতিহাস আর ক'টা হ'য়েছে—পারমার্থিকগণ বিচার করিবেন। গৌড়ীয়-মঠের প্রত্যেক লোক আত্মোৎসর্গ ক'রেছেন—মানুষের কাছে যেটা প্রবল-মুখে সম্পূর্ণ অভিনব—কত বড় একটা বিপ্লব, সেইরূপ কথা প্রচার করছেন।"—(ঐ)

"গৌড়ীয়মঠ খাওয়া-দাওয়ার জন্য একটা আড্ডা নহে—মলমূত্রের মাত্রা বৃদ্ধি করার জন্য খাওয়া-দাওয়া বা ধূমপানের দোকান খোলা গৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য নহে। ধূমধামপ্রিয় কৃষ্ণভক্তি বিনা ইতরকার্য্যতৎপর ব্যক্তিগণকে সত্যকথা শুনিবার অবসর দিবার জন্য—তাদের মঙ্গল করিবার জন্য গৌড়ীয়মঠের উৎসবাদি।"—(ঐ)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আরও বলিয়াছেন,—

"মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে লিখিত 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্' গৌড়ীয়মঠের একমাত্র উপাস্য।"

—(পত্রাবলী—৩য় খঃ, ৩৮ পৃঃ)।

আবির্ভাবের প্রয়োজন

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এইরূপ অসংখ্য বাক্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই তর্কযুগ-যুগে, অদ্বৈতজ-বিশে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের জন্যই শ্রীচৈতন্যসরস্বতীরূপে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই ধরাকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি-গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবেক মোর নাম।'—এই শ্রীচৈতন্যবাণী সার্থক করিবার জন্য ও শ্রীচৈতন্য-নিজজন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মুকতরা আশা পূরণ করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবা করিবার জন্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই তর্কযুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখিতে পাওয়া যায়,—সত্যযুগে 'ধ্যান', ত্রেতায় 'যজ্ঞ', দ্বাপরে 'অর্চ্চন', কিন্তু সর্ব্বদোষনিধি কলিতে এক "শ্রীহরিকীর্ত্তন"ই

পরমমঙ্গলপ্রদ। তাই শ্রীল প্রভুপাদ বলিবার সভায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবেশে প্রচারকালে শ্রীমদ্ মাধ্ব-গৌড়ীয়সম্প্রদায়ের পূজ্যগুরু শ্রীব্যাসদেব ও শ্রীমন্মুনির বাণী উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

(ভাঃ ১২।৩।৫২)

সত্যযুগে বিষ্ণু-ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞকর্ম্ম ও দ্বাপরে অর্চ্চন—এই ত্রিবিধ উপাসনা-প্রণালী হইতে যে ফললাভ হয়, কলিকালে হরিকীর্ত্তন হইতেই তাহা লাভ হইয়া থাকে।

দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ।
কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ॥

(মুক্তকোপনিষদ্-ভাষ্যধৃত শ্রীনারায়ণসংহিতা-বাক্য)

দ্বাপরযুগের অধিবাসিগণ কেবল পঞ্চরাত্র-অবলম্বন-পূর্ব্বক শ্রীহরিপূজা করিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান কলিযুগে সেই দ্বাপরীয় উপাসনা-প্রণালীর পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র হরিনাম-দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরির পূজা হইয়া থাকে।

প্রচার-প্রমোদ শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচারের অভিলাষ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত উক্তি হইতেই প্রমাণিত হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ সেই উক্তি সফল করিবার জন্য লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-সংস্থাপন ও শ্রীভক্তিবিনোদ-শিষ্য ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজকে শক্তিসঞ্চার করিয়া পাশ্চাত্যদেশে প্রচারার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রচার-প্রমোদ শ্রীভক্তিবিনোদের বাণী নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"অহো! যেদিন ইংলণ্ডে ফ্রান্সে, জর্ম্মানীতে, রুশিয়ায় ও আমেরিকার অন্তর্দেশস্থ ভাগ্যবন্ত পুরুষসকল বিমান-ডঙ্কা-খোল-করতালাদি লইয়া মুহুর্মুহুঃ নিজ-নিজ-নগরে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর নাম উল্লেখপূর্ব্বক হরিনামকীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, সেদিন কবে হইবে! আহা! যেদিন একদিক্ হইতে বিলাতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষসকল "জয় শ্রীশচীনন্দন কী জয়" —এইরূপ ধ্বনি করত প্রসারিত-বাহু হইয়া অপরদিকে আমাদের দেশীয় গুরুবৃন্দের সহিত আলিঙ্গন-পূর্ব্বক ভ্রাতৃভাব করিবেন, সেদিন কবে হইবে! যেদিন তাঁহারা বলিবেন,—'হে আর্য্যভ্রাতৃগণ! আমরা প্রেম-সমুদ্র শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছি, এখন তোমরা কৃপা করিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন দাও', সেদিন কবে হইবে! যেদিন পবিত্র চিন্ময় বৈষ্ণবধর্ম্মেই সর্ব্বজীবের একমাত্র ধর্ম্ম হইবে এবং সমুদ্রে নদীগণের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম অনন্ত বৈষ্ণবধর্ম্মে আসিয়া মিলিত হইবে, সেদিন কবে হইবে।"

('নিত্যধর্ম্ম-সূর্য্যোদয়' সজ্জনতোষণী ৪।৩)

পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচার

পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-মনোহভীষ্ট শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিবার জন্যই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকাকে 'Harmonist' নামে প্রকাশ করেন। তিনি উক্ত পত্রিকার প্রথম সংখ্যার 'Fore-word'-এ লিখিয়াছেন,—

"It is a proof of the fact that Thakur Bhaktivinode's object is being carried out that a large number of highly educated and sincere souls have been accepting the principle of 'Suddha-bhakti.'"

THAKUR BHAKTIVINODE issued occasional English numbers of the 'Sajjana-toshani'. His object was to spread the message of 'Suddha-bhakti' in and outside Bengal. His object in regard to Bengali-knowing community has been taken up by the 'Gaudiya'-Editorial board. The 'Sajjana-toshani' thus finds herself in a position to cease her Bengali garb now on the appearance of the Gaudiya and array herself in English to make her appeals to the world at large.

This is in accordance with the desire of Mahaprabhu, as HE GAVE VENT TO PROSELYTISM. He did not limit His message to any narrow sect. On the contrary, His message is for the whole living world including be it remembered the world of animals and plants. For the purpose of spreading His message of the Divine Love He employs an infinite army of followers.

A passage in the 'Chaitanya Bhagavat' (Life of Sree Chaitanya by Thakur Brindabandas) clearly records the desire of Mahaprabhu,—

পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥
(চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।১২৬)

'My Name will be preached everywhere, in all the villages and towns of the whole world.'

The 'Harmonist' seeks to carry out the desire of the Lord. For the present she is appearing in English, Sanskrit and Hindi. But she does not by any means desire to confine herself to these languages only. THE LORD DESIRES HIS WORDS TO BE PREACHED TO ALL LIVING BEINGS. THE 'HARMONIST' STANDS FOR THIS DESIRE. She cherishes the faith that a day will come when His word will be preached everywhere all over the world through the medium of all the languages including the language of animals and plants when this will be practicable. She believes that GOURSUNDAR will in the fulness of time raise up fit preachers in every part of the world and in numbers amply sufficient for His Purpose. This is the message of the Harmonist."

শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আচার ও প্রচারের সর্ব্বত্রই তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপে দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যের বাণী-কীর্ত্তনই তাঁহার একমাত্র ব্রত, ধ্যান, জপ ও স্বজন ছিল, ইহা সকলে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি অরুণোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত-পর্য্যন্ত, আবার সূর্য্যাস্ত হইতে অরুণোদয়-পর্য্যন্ত আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, সন্ধ্যা, বন্দনা—কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কেবল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহা প্রত্যক্ষের বিষয়। অর্চ্চননিষ্ঠ ব্যক্তিগণ ত্রিসন্ধ্যায় সন্ধ্যা-বন্দনাদি সময়-মত করিবার জন্য ব্যস্ত হন, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ ত্রিসন্ধ্যা কেবল হরিকথা-কীর্ত্তনই করিয়াছেন। অষ্টপ্রহর হরিকথা-কীর্ত্তন ব্যতীত তাঁহার আর অন্য কোন কৃত্য ছিল না। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী প্রভুর প্রসিদ্ধ শ্লোকের আদর্শ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনে মূর্ত্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। হরি-কথাকীর্ত্তনমুখে অনুক্ষণ শ্রীশ্রীরাধামাধব-মিলিততনু শ্রীগৌর-সুন্দরের স্মরণ ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার ভজনের আদর্শ তাঁহাতে কেহ দর্শন করেন নাই।

সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভবতো ভোঃ স্নান তুভ্যং নমো
ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।
যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে॥
স্নানং তীর্থপয়ঃ ক্রিয়া চ ন ক্রিয়া সন্ধ্যা চ বন্ধ্যাস্তব-
ধ্যেয়ঃ ধ্যেয়পদাপ্তিসাধনপটুর্মন্ত্রোঽপ্যমন্ত্রোঽক্ষরঃ।
ধর্ম্মো নির্ম্মথনো মখাদিবিষয়ঃ প্রায়ঃ ক্ষয়ং প্রাপ্তবান্-
শ্চিত্তং চুম্বতি যাদবেন্দ্রচরণদ্বন্দ্বারবিন্দে মম॥
(পদ্যাবলীধৃত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-বাক্য)

হে সন্ধ্যাবন্দন! তোমার মঙ্গল হউক; হে স্নান! তোমাকে নমস্কার; হে দেবগণ! হে পিতৃগণ! এই তর্পণ-বিধিপালনে আমি অক্ষম, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করিবে। আমি যে-কোন স্থানেই হউক অবস্থানপূর্ব্বক যাদব-বংশা-বতংস কংসারি শ্রীকৃষ্ণকে কীর্ত্তনমুখে বারম্বার স্মরণ করিয়া সমস্ত পাপ নিবারণ করিব, অতএব অন্যান্য সন্ধ্যাবন্দনাদিতে আমার প্রয়োজন কি?

অনাদরহেতু স্নান ম্লান হউক, ক্রিয়াসমূহ ব্যর্থ হউক, সন্ধ্যা বন্ধ্যা হউক, বেদ মলিনতা লাভ করুন, শাস্ত্রসমূহ চিত্তে পরিস্ফুট থাকিয়াও বাহ্যে সম্পুটিত থাকুক, বিবিধ উপাসনার প্রতি লক্ষ্য না থাকায় ধর্ম্ম মর্ম্মহত হউক এবং অধর্ম্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হউক, কিন্তু আমার চিত্ত যাদবেন্দ্রচরণারবিন্দে স্থিরভাবে সংলগ্ন-সংশ্লিষ্ট থাকুক।

এই ঘোর তর্কযুগে সত্যযুগের ধ্যান, ত্রেতাযুগের যজ্ঞ ও দ্বাপরযুগের অর্চ্চনে লোকের নিষ্ঠা হইবে না জানিয়া এবং ঐ সকল সাধনবিষয়েও কুতর্ক উপস্থিত করিবে জানিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দ্বারা প্রেরিত শ্রীরূপানুগবিরুদ্ধাপ-সিদ্ধান্তধ্বান্তহারী শ্রীগৌরবাণীবিগ্রহরূপে কেবল শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত-কীর্ত্তন-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিবার জন্যই তাঁহার অবতার। কীর্ত্তন ব্যতীত কলিমল আর কিছুতেই বিনষ্ট হইতে পারে না। যত প্রকার সন্দেহ, সমস্যা, কুতর্ক, অপরাধ, পাষণ্ড, মনোধর্ম্ম, মতবাদ, গুরুবাদ,—সমস্তই পূর্ণচৈতন্যের কীর্ত্তনে তিরোহিত হয়। এজন্য শুদ্ধভক্তগণ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে এই বাক্যে নিত্য প্রণাম করেন,—

নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥

শ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলি

গত বৎসর শ্রীশ্রীব্যাসপূজার অব্যবহিত পরদিবস নিশান্ত-কালে শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সম্পাদকবর মহামহোপদেশক পরমপূজনীয় শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিপান্থী প্রভু শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের ভজনকুটীরের সংলগ্ন-স্থানে নিত্যলীলা আবিষ্কার করেন। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু ইতঃপূর্বেই শ্রীব্যাসপূজার একটি অঞ্জলি রচনা করিয়া মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা মাদ্রাজেই মুদ্রিত হয়। সেই ব্যাসপূজার অঞ্জলির সহিত তিনি নিজের প্রাণকে অঞ্জলি প্রদান করিয়া শ্রীগুরুদাস-রূপে তাঁহার এই পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সংযুক্ত ও দীক্ষিত হইবার আদর্শ প্রকাশ করিবার পর হইতেই তিনি তাঁহার সমগ্র জীবনকে শ্রীগুরুপূজার বা শ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলি করিয়াছিলেন। তাঁহার সমগ্র প্রাণ শ্রীগুরুপূজার অঞ্জলিরূপে সমর্পিত হওয়ায় অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য সমগ্রভাবে শ্রীগুরুসেবা ব্যতীত আর কিছুতেই নিযুক্ত হয় নাই। তিনি বাহিরে গৃহস্থ বা বিষয়ীর প্রায় থাকিয়াও অন্তরে ও আচরণে পূর্ণ-নিষ্কিঞ্চন ছিলেন। তিনি সারগ্রাহী মহাশয়ের বৈষ্ণবরূপে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অঞ্জলি হইয়া সর্বদা "প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণসাধা" গান করিয়াছেন। তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য', শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীশরণাগতি প্রভৃতি গ্রন্থের সেবা, 'হারমনিষ্ট'-পত্রের সেবা, শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের সেবা, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদকতা,

বিচারলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের সেবা, শ্রীধামাপুরের সেবা, স্ত্রীপুত্র-পরিজনকে শ্রীধামবাসে ও শ্রীধাম-সেবায় নিয়োগ, নিজের ভাবী সুখ-সুবিধার জন্য বিন্দুমাত্রও চিন্তা না করিয়া অর্থ, বিত্ত, পুত্র-পরিজন—সকলকে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবায় বলিদান, পাশ্চাত্যদেশে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোহভীষ্ট-প্রচারের প্রধান-উদ্যমরূপে আত্মনিয়োগ—সকলই তাঁহার প্রতিষ্ঠাশাহীন শ্রীব্যাস-পূজা। আমরা কোন বিশেষ তিথিতে বা বিশেষ অবসরে লোক-দেখাইয়া শ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলি-প্রদানের আনুষ্ঠানিক চেষ্টা করি, কিন্তু শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু প্রতি দিনে, প্রতি ক্ষণে, প্রতি কার্যে শ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন। তিনি যে শ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলির অকপট মূর্তবিগ্রহ, তাহা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে জানাইবার জন্যই তাঁহার ষষ্টিতম বর্ষপূর্তি-আবির্ভাব-তিথিপূজায় শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর দ্বারা প্রণামে শেষ অঞ্জলি প্রদান করাইয়া তাঁহাকে এই জগৎ হইতে নিজ শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়াছেন।

শ্রীল আচার্যদেব শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর অপ্রকটের পর এই কয়েকটি কথা আমাদিগকে উপদেশ করিয়াছিলেন,—"শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের কতটা প্রিয়, তাহা তাঁহার এই অপ্রকটলীলাদ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি শ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলি দান করিয়া নিজের আত্মাকে আহুতি দিলেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের লীলায় মিলিত

হইলেন—শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীগৌরসুন্দরের মিলন করাইবার জন্য। আমরা তাঁহার সঙ্গ আর এই জগতে বাহ্যকালে পাইব না,—যেমন শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গ হইতেও এখন আমরা বঞ্চিত; কিন্তু যদি শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর স্মৃতি অনুক্ষণ হৃদয়ে বহন করিয়া তাঁহার অনুসরণ করি, তাহা হইলে তিনি কৃপা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদপদ্মের ধূলিরূপে আমাদিগকে সংযোজিত করিবেন; তখন প্রভুপাদের কৃপায় শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তনবাসে আমরা যোগদান করিতে পারিব। শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তনে নিত্যকাল শ্রীনিত্যানন্দ ভূমা করিতেছেন; সেখানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু আছেন, শ্রীগদাধর আছেন, শ্রীভক্তিবিনোদ, শ্রীগৌরকিশোর, শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার পশ্চাতে শ্রীভক্তিসুধাকর প্রভু আছেন, আমরা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের রেণু হইতে পারিলে আমরা শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীগৌরের সংকীর্ত্তন-রাসে প্রবেশ করিতে পারিব। ১৯২৮ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু যে অসমোর্দ্ধ সেবাদর্শ প্রকট করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীরামানুজ শ্রীলক্ষ্মণজীর সেবা এবং শ্রীরামানুজাচার্য্যের আদর্শ সেবক শ্রীকুরেশাচার্য্যের সেবার ইতিহাস স্মৃতিপথে জাগরূক হয়।"

যিনিই শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর সেবা দর্শন করিয়াছেন, তিনিই শ্রীল প্রভুপাদের কথিত—

"প্রাণ আছে যা'র, সেহেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণ-কথা সার।"

—এই কয়েকটী কথার জলন্তমূর্ত্তিরূপে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুকে স্মরণ করিয়াছেন। তিনি সমগ্র প্রাণ, সমগ্র অর্থ, সমগ্র বুদ্ধি, সমগ্র বাক্য ও যথাসর্ব্বস্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় অঞ্জলি প্রদান করিয়াও কোনদিন কোন প্রকার দম্ভ প্রকাশ বা নিজের সেবার 'বিজ্ঞাপন' প্রচার করেন নাই। কোনদিন কোন শ্রীগুরু-সেবককে নিজাপেক্ষা হীন, ছোট, অযোগ্য, অনিপুণ বা নিজের সেবকরূপে বিচার করেন নাই। আমরা সামান্য একটু প্রাকৃত যোগ্যতা লইয়া সেবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালেই যেরূপ দম্ভ-প্রকাশ ও আত্মবিজ্ঞাপন প্রচার করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম, তৎপার্শ্বে ই আমরা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের একান্ত অনুগত নিত্য বিশ্রম্ভ নির্দ্দম সেবকরূপে একাধারে অদ্বৈতবর্য্যপ্রভৃতি-বিভূষিত পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর প্রতিষ্ঠাশাহীন সেবার আদর্শ দেখিতে পাইয়াছি। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পাশ্চাত্যদেশে শ্রীল ভক্তিবিনোদ-মনোহভীষ্ট দুইজন ত্রিদণ্ডী গোস্বামীর দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে প্রচার করাইয়াছেন—একজন শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-পুরীর নিত্য অনুগত অকৃত্রিম সরল বৈষ্ণববর ত্রিদণ্ডী গোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, আর একজন তাঁহাদেরই অনুগতাভিমানী গৃহস্থের বেশে ত্রিদণ্ডী গোস্বামী মহাবদান্যশেখর শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু। এতদ্ব্যতীত আর কয়েক জনকে শিক্ষানবীশ ও 'নো-ষ্টেট্‌স্'রূপে তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য অর্থাৎ নির্দ্দম-ভাব, অকৃত্রিম আনুগত্য ও সরলতা শিক্ষা করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু অসরাধগণ মতলবটীর উদয় হওয়ায় তাঁহাদের মঙ্গল হওয়ার পরিবর্ত্তে অজ্ঞাতিনাম, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা, নানাপ্রকার অসদাচার, শ্রীগুরু-পাদপদ্মে মহাবুদ্ধি, বৈষ্ণবে অসূয়া ও সর্ব্বোপরি স্ব-স্ব মহত্ত্বপ্রতিষ্ঠা নিরাদিত করিবার অদম্য পিপাসা ও আসুরিক পাণ্ডিত্যের উদয় হইল! কিন্তু শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিত্য অন্তেবাসিরূপে থাকিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যশক্তিসঞ্চারক্রমে শ্রীগৌড়মণ্ডল ও শ্রীক্ষেত্র-মণ্ডলে বসিয়াই পাশ্চাত্যদেশে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি কখনও নিজের জয়ঢক্কা নিনাদিত করেন নাই, নিজে বক্তৃতামঞ্চে সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইয়া, কিংবা পুস্তিকা ও পত্রিকার মধ্যে নিজের নাম মুদ্রিত করিয়া, অথবা নিজের আলেখ্য সংবাদপত্রের স্তম্ভে প্রচার করিয়া, প্রাকৃত অভিজ্ঞাতসম্প্রদায়ের করমর্দ্দন করিয়া, তাঁহাদের দ্বারা স্তুত হইয়া নিজের অমঙ্গল বাজান নাই। তিনি অতি নীরবে, গোপনে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অন্বিকে বসিয়া পাশ্চাত্যদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের সমস্ত উপকরণ, সমস্ত অনবদ্য নৈবেদ্য, বিচিত্র ও সুন্দর সম্ভার সরবরাহ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা তিনি বাহিরের লোককে জানিতে দেন নাই বা দাম্ভিক প্রচারকম্মন্য ব্যক্তিগণও এই কথা লোককে জানিতে দেন নাই; কারণ ইহাতে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার্জ্জনের ব্যাঘাত হইবে। কয়েকটী পত্র বর্ত্তমানে আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু পাছে স্বীয় প্রতিষ্ঠা প্রকাশিত হয়,—এই বিচারে হয়ত আমাদিগকে প্রদর্শন করেন নাই, তাহা হইতেও জানা যায় যে, পাশ্চাত্যদেশে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-প্রচারের যন্ত্রী যেমন শ্রীল প্রভুপাদ,

যখন যেখন শ্রীল আচার্যদেব, তখন তাঁহাও ছিলেন—'শ্রীল ভক্তিসুধাকর'।

যখন বার্লিনে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার হইতেছিল, তখন তথা হইতে W. 30, Eisenacherstrasse 29 I, Berlin den 20 December, 1934, তারিখের এক পত্রে তদানীন্তন প্রচারকের অভিনয়কারী কোন এক ব্যক্তি শ্রীশ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুকে লিখিয়াছিলেন,—

• • "I have utilised your articles in most of the Universities. WITHOUT YOUR ARTICLES IT WOULD HAVE BEEN VERY DIFFICULT FOR ME TO GIVE SUFFICIENT MATERIALS TO THE SCHOLARS OF THIS COUNTRY where people do not come to lectures only out of formalities and curiosities but who want to know something of India. • • YOUR PRESENCE IN THIS COUNTRY WILL BE OF THE GREATEST HELP TO THE PEOPLE HERE. • • You will be pleased to know that your lectures have been by far better appreciated in all these Universities than the lectures of Prof. ... ... Sarkar and Prof. Ayer of the Calcutta University."

২৪শ নবেম্বর, ১৯৩৪ তারিখের আর একটী পত্রে সেই স্থান হইতে উক্ত ব্যক্তি লিখিয়াছেন,—

• • "I have received your kind letter and the article together with the references. • • I am glad to mention that your Book "Sree Krishna Chaitanya" has been given to some of the so-called greatest men of the present world. The Ex-Kaiser of Germany Wilhelm II has been very pleased to get your book. All your articles will be of great use for the lectures. I shall make use of them as fully as possible. • • Please inform me anything of the subject of race and blood that may be acceptable in the field of religion.

What are your arguments that Jesus was antisemitic? And what are the points where Hegel and Plato do not agree with Aristotle?

Have you please written an article on "The conceptions of the WORLD-VIEW in the Indo-Aryan Philosophies and Religion"? • • Kindly send me a full lecture on this subject."

Regina Palast Hotel Munchen Maximiliansplatz 5 20th Nov. 1934— • • • "At Vienna I spoke in English on "India—her Religion and Culture." We had the best audience there. The lecture on "Maya" at Leipzig had a good effect. IT WAS YOUR ARTICLE, WORD FOR WORD."

Berlin W. 30 Eisenacherstrasse 29 I den 18. January, 1935— • • • "To-night I shall speak on "Why submission to Guru is a necessity?" **I shall literally follow your article** which has reached me in time.

Yes, **please write on all the subjects as Vasudev Prabhu has suggested. They will be of great use here.** In case I shall need any of those articles or any other subject besides them, I shall request you timely to send such articles earlier."

লণ্ডন হইতে উক্ত ব্যক্তিই শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুকে লিখিয়াছেন,—

39, Drayton Gardens, London S. W. 10. Sept. 1, 1933— • • "I was delighted to have your first article for me on the "Personality of the Absolute." I shall read that article at a very learned gathering of clergies who will assemble at Watermillock, Bolton in Lancashire on the 18th of this month. I have been invited to speak on the 17th and 18th on "India and Hinduism." • • I shall read out your article. I DON'T THINK I SHALL TELL THE AUDIENCE THAT THE ARTICLE HAS BEEN WRITTEN BY YOU !! I am sure the reading of the article will impress the audience sufficiently. • • I hope to receive your other

two articles, despatched by Vasudev Prabhu, by the next ordinary mail. They will be more for the book I hope to get published. • • Please send me more articles on various subjects."

39, Drayton Gardens, London S. W. 10. Nov. 10, 1933 • • "Now, please send me one article (for lecture) on "The Message of the Divine Name", and "The Life of Prabhupad", say 25 pages, for Sree-Vyas-Puja, which will be immediately printed and distributed to the audience on the occasion. Also for the Vyas-Puja, kindly send me by return-post direct English Translation of "শ্রীল প্রভুপাদের প্রণাম-মন্ত্র" (নম ওঁ বিষ্ণুপাদায়) and শ্রীগুর্বষ্টক (সংসার-দাবানল). I want them urgently, as I wish to get them printed along with the programme which will be sent out together with invitation cards which must be posted by the 1st week of December.

You will be glad that we had a successful lecture yesterday when Lieut-Col. Sir Francis Younghusband, K. C. S. I., K. C. I. E. presided. I had to speak on the 'Drama' and I MADE USE OF MOST OF WHAT YOU HAVE SENT ME."

সেই ব্যক্তিই লণ্ডন হইতে ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ তারিখে বঙ্গভাষায় স্বহস্তে লিখিয়াছেন,—"শ্রীশ্রীভাগবতচরণে অনন্যা সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বিকেয়ম্,—

পরমপূজ্যপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু, আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদিত পত্র পাইয়াছি। আপনি একটী article পাঠাইয়াছেন —শীঘ্রই পাইব। আরও কয়েকটি subject, যাহা বিভিন্ন University suggest করিয়াছে, তাহা পাঠাইয়াছি। ঐ রকমের subject এর নাম রাখিয়া আমাদের বক্তব্য বিষয়ে লিখিয়া দিবেন। অনুগ্রহ করিয়া যত সত্বর সম্ভব লিখিয়া দিবেন। আপনার অত্যধিক পরিশ্রম হইবে, কিন্তু আপনি না লিখিয়া দিলে আমার দ্বারা কিছু বলা সম্ভব নয়। Prof. Glasenerpp "ব্রহ্মচারী" সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহাতে আপনার গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া অনেক বিষয় বলিয়াছেন।"

আর একটি ব্যক্তি লণ্ডন হইতে ইং ০৩।১০।৩৪ তারিখে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুকে লিখিয়াছেন,—

• • "I am very glad to acknowledge the receipt of the instalment dealing with Srivasa. I have no language to express my gratitude to you for your unbounded affection for me. I shall never be able to repay even the hundredth part of your labour even if you kindly employ me in your eternal service as your most humble servitor. Let me simply send my humble gratitude and thanks and pray that you will accept me, whose whole hope and prospect of spiritual life lie at your feet. His Divine Grace has made me over to your care and service. My next instalment will be sent through Tirtha Maharaj who is likely to start on the 7th proximo. • • Let me again express my gratitude which is more deep than my any language could properly convey."

উক্ত ব্যক্তিই ২১শে জুন (১৯৩৫) তারিখে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুকে পুনরায় লিখিয়াছেন,—

• • "My examiners have asked me to elucidate more some of the technical terms of our Gaudiya vocabulary which I have greatly used in my thesis before I have the opportunity of publishing it. • • Your labour combined with the inspiration and blessings of our Sri Gurudeva • • is the cause of this success. This is my firm belief. **His Divine Grace has made me over to your care for my spiritual life,** so you must not withdraw your kindliness and favour from me with the success of examination. It is only the beginning of my real life at the back of which **I want you as my guide.**"

এইরূপ পত্র উদ্ধার করিবার কারণ এই যে, যাঁহারা বর্ত্তমানে দম্ভের ধৃষ্টতা নিবন্ধন করিয়া—তথাকথিত যোগ্যতা ও দক্ষতার ধ্বজা উত্তোলন করিয়া বলিতেছেন যে, তাঁহারাই গৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে, এমন কি, শ্রীল প্রভুপাদকেও জগতের সমক্ষে উচ্চ পদবীতে আরূঢ় করিয়াছেন, তাঁহাদের

চিন্তবৃত্তি ও শ্রীশ্রীল ভক্তিসুধাকরপ্রভুর চিন্তবৃত্তির মধ্যে কতটা আকাশ-পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে। শ্রীশ্রীলপরমুনাথের বাণী, শ্রীরূপের 'শ্রীউপদেশামৃত' ও 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু', শ্রীসনাতনের 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত', শ্রীরঘুনাথের 'শ্রীস্তবাবলী', বিশেষতঃ 'শ্রীমনঃশিক্ষা', শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা', শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'শরণাগতি', 'কল্যাণকল্পতরু', 'শ্রীসজ্জনতোষণী', 'শ্রীবৈষ্ণবধর্ম', শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'শ্রীসজ্জনতোষণী'র প্রবন্ধ, 'মনঃশিক্ষা', পত্রাবলী প্রভৃতি আলোচনা-কালে প্রত্যেক অকপট সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিই ধরিতে পারেন যে, দাম্ভিকতা ও লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-কামনা শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষত্ব, বৈভব বা সেবা নহে। গোস্বামিগণের বিচারধারা ও ভাবধারা হইতে মতের প্রভাবসমূহ কতটা দূরে, দুঃসঙ্গ-বর্জন ও গুরুবর্গের আনুগত্য-লাভের জন্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রতি যে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা, তাহা ঐরূপ মতবৈভবের বিকট চীৎকার হইতে কতটা পৃথক্, ইহা যে-কোন আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষীরই উপলব্ধির বিষয় হয়।

সেবার নামে ধর্ম-বীরত্বের প্রদর্শনী উন্মোচন করিয়া তাহার মাধ্যমরূপ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের চেষ্টা যখন শ্রীল ভক্তিসুধাকরপ্রভুর আদর্শের পাশাপাশি দেখা যায়, তখন বেশ বুঝিতে পারা যায়, শ্রীল প্রভুপাদের প্রকৃত শিষ্য কে? কে শ্রীব্যাসপূজার প্রকৃত অঞ্জলি দিয়াছেন? কাহার অঞ্জলিই বা শ্রীগুরুপাদপদ্ম গ্রহণ করিয়াছেন?

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আশীর্বাদ বা শুভাকাঙ্ক্ষাকে পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রের সুপারীশ-পত্রের মত ব্যবহার করিলে যে তথায় আশীর্বাদের শুভফল সংরক্ষিত না হইয়া তাহা অপরাধে পরিণত হয়, তাহা শ্রীল ভক্তিসুধাকরপ্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শিষ্যকে হিংসা বা বঞ্চনা করিবার জন্য আশীর্বাদ করেন নাই। কিন্তু যখন আমরা শ্রীল প্রভুপাদের ঐ-সকল আশীর্বাদকে প্রশংসা-পত্রের ন্যায় বৈষ্ণব-সমাজেই হউক, আর প্রাকৃত কর্মক্ষেত্রেই হউক, ব্যবহার করি, তখন তদ্দ্বারা আত্মহিংসা ও আত্ম-বঞ্চনাই করিয়া ফেলি। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আশীর্বাদের ফলে আমাদের লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-কামনার গুপ্ত ও সুপ্ত ভাবসমূহ বিদূরিত হইবে। আশীর্বাদের ফল এরূপ হইবে না, যাহা শ্রীরূপশিক্ষার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু অপরাধের ফলরূপে বর্ণন করিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীল প্রভুপাদের আশীর্বাদের দ্বারা অপরাধরূপ মত্তহস্তী ও তৎফলস্বরূপ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-কামনা বা দম্ভদৈন্যের আবির্ভাব হইবে না।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার বিতীয়স্বরূপ শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের কবিত নির্দিষ্ট সেবাদর্শ, মুক্তবৈরাগ্যের মূর্ত আদর্শ, শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদনের জলন্ত মূর্তিরূপে শ্রীল ভক্তিসুধাকরপ্রভু আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। দাম্ভিক ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে ত্যাগী অভিমান করিয়া শ্রীগুরুবর্গের শ্রীচরণেও অপরাধ করিয়া থাকে। গৃহব্রতগণকে "প্রচ্ছন্ন স্ত্রীসঙ্গী", ইহা বলিয়া ঐরূপ কোন দাম্ভিক কপটবৈরাগী শ্রীগৌড়ীয়মঠে কুতর্ক উপস্থিত করিয়াছিল এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের এই মতবাদকে নিরাস করিয়া শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার বিচার কীর্তন করিয়াছিলেন। তখন একদিকে যেমন তথাকথিত ত্যাগিগণের মনঃ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, অপরদিকে গৃহব্রতগণও ভোগকেই 'যুক্তবৈরাগ্য' ও গৃহব্রতধর্মকেই মঙ্গলপ্রদ মনে করিয়া বিবর্তগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তখন শ্রীল ভক্তিসুধাকরপ্রভু প্রকৃত গৃহস্থের আদর্শ প্রকট করিয়া অর্থাৎ শ্রীগুরুপূজার গৃহস্থ পূর্ণ ত্রিদণ্ডী ও গৃহস্থ-বৈরাগী উভয়েরই আদর্শরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া শ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলি রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "সর্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া পড়েছি তোমার ঘরে", "যাহা দেহ-গেহ যো কিছু মোর। অর্পিলুঁ তুয়া পদে নন্দকিশোর॥" বলিয়া যে শরণাগতির শিক্ষা দান করিয়াছিলেন, শ্রীল ভক্তিসুধাকরপ্রভু সেই রীতিতে স্বীয় প্রাণ অতিরিক্ত করিয়া শ্রীগুরুপূজার অঞ্জলি হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সমগ্র প্রাণকে শ্রীব্যাসপূজায় বলি প্রদান করিয়াছিলেন। কীর্তনই শ্রীব্যাসের আরতি। শ্রীব্যাস সঙ্কীর্তন-প্রিয়, সঙ্কীর্তনময়। বৈষ্ণবিকি-সম্প্রদায়ের ভজন-পূজনই শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন। শ্রীল ভক্তিসুধাকরপ্রভুর স্বলিখিত 'দিনপঞ্জী'তে দেখিতে পাই, তিনি বলিয়াছিলেন,—"আচরণই প্রচারের প্রাণ; কোন শব্দ উচ্চারণ না করিয়াও সর্বাপেক্ষা উচ্চ সঙ্কীর্তন হইতে পারে।" শ্রীল ভক্তিসুধাকরপ্রভু আচরণময় উচ্চ-সংকীর্তনের মুখে সমস্ত প্রাণ অঞ্জলি দিয়া শ্রীব্যাসপূজা—শ্রীগুরুপূজা করিয়াছিলেন।

শ্রীব্যাসপূজার সেই সেবকবরের কয়েকটী সর্ববাণী

উদ্ধার করিয়া আমরা শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-দিবসে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিতেছি,—

১। "সেবালাভ না হইলে তজ্জন্য অভাববোধ (বিরহ) সেবালাভের একমাত্র উপায়। অনর্থ-নিবৃত্তি অপেক্ষা অর্থ-প্রবৃত্তি অধিকতর প্রয়োজনীয়। অর্থ-প্রবৃত্তির দ্বারা অনর্থ-নিবৃত্তি হয়, অনর্থ-নিবৃত্তির দ্বারা অর্থ-প্রবৃত্তি হয় না।"

২। "শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্টের অনুসরণই একমাত্র প্রয়োজনীয়, ইহা নিষ্কপটভাবে অনুষ্ঠিত না হইলে অন্যাভিলাষিতার কবলে পতিত হইতে হইবে।"

৩। "সমস্ত উপাসনা-পদ্ধতিই মন্ত্রাত্মক। ভগবান্ সাধকের নিকট মন্ত্ররূপে প্রকাশিত। মহামন্ত্র—যুগল-নাম। মহামন্ত্র যুগপৎ নাম ও মন্ত্র।"

৪। "গুরুবৈষ্ণবের সাক্ষাৎসেবায় জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়েকটী নিযুক্ত থাকিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এই সুযোগ কায়মনোবাক্যে বরণ করাই একমাত্র কর্ত্তব্য।"

৫। "হরিনাম আশ্রয় করিয়া জীবনের বাকি দিবস যাপন করিতে হইবে, কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা না করিলে হরিনামের কৃপা-লাভ হইবে না।"

৬। "পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মের সন্তান-লাভের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবের সম্পূর্ণ আনুগত্যে সেবা-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিব।"

৭। "শ্রবণ সুষ্ঠু হইতে পারে না, যদি তৎপূর্ব্বে আত্ম-নিবেদন না হয়।"

৮। "গোড়ার কথাই এই যে, আমি সেবা ছাড়া আর কিছুই করিব না। এই সঙ্কল্প দৃঢ় হইলে শ্রবণাদি সম্ভব হয়। এই আত্মনিবেদন-বুদ্ধি সর্ব্বদাই জাগরূক রাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে।"

৯। "শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার অভিনয়—গুরুসেবা নহে। গুরুসেবক দাম্ভিক নহেন। তাঁহার আচরণ তজ্জন্যই আকৃত-গোচর হইবার যোগ্য নহে।"

১০। "গুরু-ভোগী বাহ্যদৃষ্টিতে গুরুসেবকের ন্যায় ; কিন্তু গুরুভোগী ও গুরুসেবক-ভেদীর স্বরূপ অবগত হওয়া শ্রেয়ঃ-প্রার্থী ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।"

১১। "শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধার লেশমাত্র হইল না ; প্রীতি ত' অনেক বড় কথা। কাহাকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলে, তাহা একবার ভালরূপ চিন্তা করিবারও অবসর খুঁজিয়া পাইলাম না।"

১২। "শ্রীগুরুদেবের কথা মস্তকে বহন করিয়া সকলের নিকট উপস্থিত করা একমাত্র লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগুরুসেবার মূর্ত্তবিগ্রহ। যুক্তবৈরাগ্য-আচরণই গুরুসেবা। অনুকূল আচরণদ্বারাই প্রকৃত ভক্তিবৃত্তির উত্তরোত্তর পরিবৃদ্ধি সাধিত হইবে। আচরণের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।"

১৩। "রাত্রিতে যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণ করিতে হইবে ; তাহা হইলে নিদ্রা কম হইবে ; সারারাত্রি শ্রীগুরুপাদপদ্মের চিন্তার অবসর পাওয়া যাইবে। সমস্ত রাত্রি তাঁহার পাদপদ্ম চিন্তা করিব ; যাহা চিন্তে উদয় করাইবেন, দিবাভাগে তাহাই লিখিব ও বলিব। শ্রীগুরুদেবের রচিত গ্রন্থসমূহ সর্ব্বদা নিয়মিতভাবে অনুশীলন করিব। নিঃসঙ্গ হইয়া নিজের ভজন করিব ; কেহই এই কার্য্যে বাধা দিবে না।"

১৪। "বাহিরের আচরণে পরিবর্ত্তন আবশ্যক নহে ; ভিতরের আচরণ সর্ব্বতোভাবে অনুকূল হইবে। তাহা হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত আশ্রয়ানুভূতি লাভ হইবে। 'তুমি ও' আমার, আমি ও' তোমার, কি কাজ অপর ধনে ?'—এই সিদ্ধান্তই চরম। আচারই প্রচার। আচরণ-হীন বাক্যের দ্বারা অনর্থ ই বৃদ্ধি হয়।"

১৫। "শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রকৃত আশ্রয় করিতে হইবে, আশ্রয় করিবার অভিনয় করিতে হইবে না। অন্তরনিষ্ঠা করিতে হইবে।"

১৬। "নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাইবার প্রবৃত্তি মৎসরধর্ম্মের একটী প্রধান বৈশিষ্ট্য। আধাক্ষিক চিন্তাস্রোত এই প্রকার মৎসরধর্ম্মের স্বপক্ষে অনন্তপ্রকার যুক্তির অবতারণা করে। যুক্তিবাদী তাহার এই সমুদয় যুক্তির অন্তঃ-সারশূন্যতা বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না। তাহার প্রধান এবং একমাত্র কারণ এই যে, যুক্তিবাদী মৎসরতাধর্ম্মকেই প্রীতি-ধর্ম্ম বলিয়া ধারণা করে।"

১৭। "যেখানে আছি, সেখানেই নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা যাইবে না। সেখানে গতিহীন অবস্থায় দাঁড়াইয়া নিজের অপেক্ষা অনুন্নত ব্যক্তিদিগের সহিত সঙ্গ করিলে অধঃপতন হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্য-দেব কোথায় আছেন, তাঁহারা কি করিতেছেন, তাহার

সন্ধানে আমাকে দ্রুত অগ্রসর হইয়া সেই স্থানে পৌঁছিতে হইবে। মাঝ-রাস্তায় অন্য প্রলোভনের পশ্চাতে সময় নষ্ট করিলে চলিবে না। যাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ করিতে হইবে, যদি সেই সম্বন্ধ আমার মূল উদ্দেশ্যের অনুকূল হয়, তবেই এবং কেবলমাত্র সেইরূপ ভাবেই করিতে হইবে। প্রতিকূল বিষয়ও এইরূপ বিচারের অনুকূলভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারিবে। প্রতিকূল বিষয়দ্বারাও কৃষ্ণানুশীলন করিতে পশ্চাৎপদ হইতে হইবে না।"

১৮। "শ্রীল আচার্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় যে ঐকান্তিকতাবে অনন্য আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, উহাই আমাদের সর্বক্ষণ স্মরণীয় হওয়া একান্ত কর্তব্য।"

১৯। "মিশনের সেবার সহিত বাহ্যতঃ সংস্রব থাকিবে, বরং উহা আরও ঘনিষ্ট দেখা যাইবে, কিন্তু অন্তরে বাহিরের মিশন হইতে পৃথক্ থাকিতে হইবে।"

২০। "শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার অখণ্ডত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি না হইলে পরিশ্রমই সার হইবে। তজ্জন্য 'ভিতর', 'বাহির' বিচার সর্বক্ষণ জাগ্রত রাখিতে হইবে।"

২১। "জীব কৃষ্ণ-ভোগ্য, ইহা উপলব্ধি না হইলে জীব জীবভোগ্য এইরূপ অবাস্তবিক ভীষণ অপরাধময় অস্মিতার দ্বারা স্বীয় চৈতন্যধর্ম সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত ও বিলুপ্ত হয়।"

২২। "ক্লেশের হস্ত হইতে উদ্ধার হইবার বাসনার দ্বারা ক্লেশমুক্ত হওয়া যায় না। কৃষ্ণান্বেষণ দ্বারা গৌণভাবে ক্লেশনিবৃত্তি হয়; কিন্তু ক্লেশ-নিবৃত্তি কখনই ভক্তের প্রার্থনীয় নহে। ক্লেশনিবৃত্তি প্রার্থনীয় হইলে কৃষ্ণসেবা-বৃত্তি লুপ্ত হয়।"

২৩। "দেহে আত্মবুদ্ধির হস্ত হইতে নিবৃত্তি পাওয়া আবশ্যক। কৃষ্ণবৃত্তি হইলে দেহাত্মবুদ্ধি নিরস্ত হয়। গুরুসেবা ও নিরপরাধে নিরন্তর সহকারে হরিনাম গ্রহণ—এই দুইটি কৃষ্ণশক্তি-লাভের পন্থা।"

২৪। "মৃত্যু পণ করিয়া শ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্য করিব, ইহা নিশ্চয়। ছলনই ত' নরক।"

২৫। "অন্যের নিকট কি প্রচার করিব? নিজের নিকটই প্রচার করিতে পারিলাম কই? প্রচারের নামে প্রতারণা হইবে।"

২৬। "শ্রীল আচার্যদেব বলিলেন যে, কৃষ্ণের স্বার্থ ও আমার স্বার্থ পৃথক্ হইলেই কৃষ্ণবিরোধ হইবে, কৃষ্ণের প্রতি একটী প্রতিযোগী ভাব আসিবে। দুইটী যদি কৃষ্ণেরই হয়, তাহা হইলে দুই ঘরের মধ্যে ব্যবধান থাকে না। নিজের পৃথক্ সংসার কিংবা সম্পত্তি হইলে কৃষ্ণের সংসার থাকে না। কৃষ্ণের সংসারে থাকিলে দুই ঘরই নিজের হয়। নচেৎ কৃষ্ণের ও নিজের মধ্যে একটী barrierএর সৃষ্টি হয়। নিজের কোন পৃথক্ সম্পত্তি থাকা উচিত নহে।"

২৭। "কাহারও সহিত সেবা-সম্বন্ধ ছিন্ন অন্য সম্বন্ধ আদৌ আবশ্যক নহে, ইহা সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। সর্বক্ষণ সেবা-চিন্তায় থাকিলে ইহা সম্ভব হইতে পারে। নিজের সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা কার্যতঃ না পালিত হইলে অপরকে উপদেশ দিবার অধিকার থাকা কখনও উচিত নহে।"

২৮। "চুরি করিলে চুরির ভিক্ত অভিজ্ঞতা অনুভবের দ্বারা উহা সম্যগ্‌ভাবে পরিত্যাগ করা সহজ হইবে—এইরূপ ধারণা ভীষণ অপরাধময়। নূতন করিয়া অনুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়া এবং উহাকেই চিদনুশীলনের অনুকূল বিচার করাই—নামবলে পাপাচরণরূপ ভীষণ অপরাধ।"

২৯। "শ্রীল আচার্যদেব শ্রীগুরুশ্রেষ্ঠ—অভিন্ন শ্রীগুরু-পাদপদ্ম। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনিয়াছি এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও তাহাই যে, শ্রীল আচার্যদেব নিত্যকাল আমাদিগকে শ্রীল প্রভুপাদের সেবা-সৌভাগ্য প্রদান করেন।"

৩০। "শ্রীহরিনামের সেবাই শ্রীগুরুসেবা। 'জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন। ইহা বই ধর্ম নাই, শুন সনাতন॥' তন্মধ্যে জীবে দয়া-প্রবৃত্তির অনুশীলনই—শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশিষ্ট সেবা।"

৩১। "The Guru is to be served in every entity. If the Guru is not served, none can be really served."

৩২। "আচারহীন প্রচারের দ্বারা প্রাকৃত-সহজিয়া-মতবাদগুলির উদ্ভব হইয়াছে। আচার ও প্রচার একই ব্যাপার না হইলে সেরূপ প্রচারের দ্বারা জগজ্জঞ্জাল মাত্র উপস্থিত হয়। আচারবান্ ব্যক্তিমাত্রই প্রচারক হইবার যোগ্য এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহারাই একমাত্র প্রচারক।"

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপীঠ—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর

শ্রীধামে শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-মনোঽভীষ্ট-পরিপূরক, শ্রীগৌরাঙ্গগুরুপ্রেষ্ঠ পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীরূপানুগ শুদ্ধভক্তসম্প্রদায় নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীপাদপীঠে শ্রীব্যাসপূজাবাসরে অঞ্জলি প্রদান করিবেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীব্যাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীনাম-রূপ-চরিত-সংকীর্ত্তন ও শ্রীল ভক্তিসুধাকরপ্রভুর বিরহতিথিতে তাঁহার শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবার কথা কীর্ত্তন করিবার জন্য শ্রীমথুরা হইতে অভিন্নমথুরা শ্রীমায়াপুরে গত ৬ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার রাত্রিতে শুভবিজয় করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সর্ব্বক্ষণ শ্রীচৈতন্যমঠে সপ্তজিহ্ব শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্টস্বরূপ সংকীর্ত্তনযজ্ঞ সম্পাদন করিতেছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর পরিব্রাজকাপীঠ
ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষার ফল

২য় বিভাগ

১। শ্রীহরেন্দ্রনাথ পণ্ডিত—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পাটনা
২। শ্রীতরুণসুন্দর পাড়ি—শ্রীমায়াপুর
৩। শ্রীপ্রণতকল্পদাস অধিকারী—
শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, ঢাকা

৩য় বিভাগ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী—শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ,
শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী—শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীধামমায়াপুর
৩। শ্রীবিষ্ণুচরণদাস—শ্রীচৈতন্যমঠ
৪। শ্রীত্রিভুবনমোহনদাস ব্রহ্মচারী—
শ্রীব্রজমাধব-গৌড়ীয়-ব্রহ্মণ-সদন
৫। শ্রীসতীশ চন্দ্র দাস—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পাটনা
৬। শ্রীচক্রধরদাস অধিকারী—মধুরভক্ত
৭। শ্রীগণপতি ধর—শ্রীমায়াপুর
৮। শ্রীনরবিগ্রহ ব্রহ্মচারী—শ্রীচৈতন্যমঠ
৯। শ্রীগুরুপদ ব্রহ্মচারী—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

ভ্রম-সংশোধন

১৯শ খণ্ড ২৮শ সংখ্যা গৌড়ীয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সংশোধন করিয়া পাঠকগণ কৃপাপূর্ব্বক পাঠ করিবেন,—

৪৩৫ পৃষ্ঠা ২য় স্তম্ভ ১৩শ ও ১৪শ পঙ্‌ক্তিতে 'সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড···পিতা' স্থলে 'মূলে সর্ব্বপিতা ও মূলসম্বর্ষণ', ৪৩৬ পৃঃ ১ম স্তম্ভের ৮ম পঙ্‌ক্তিতে 'সমস্ত বিষ্ণু বৈষ্ণবের আকর' স্থলে 'শ্রীশিবের নিত্যারাধ্য অভীষ্টদেব মূলসম্বর্ষণ', ৪৪০ পৃঃ ১ম স্তম্ভ ১ম পঙ্‌ক্তির 'দেখ ভাই,' শব্দদ্বয়ের পর ৩য় পঙ্‌ক্তির 'আমি আজ এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি।' ও ৩য় পঙ্‌ক্তিতে 'এ মোকাম' স্থলে 'ইএ মোকাম' হইবে; ৪৪১ পৃঃ ২য় স্তম্ভ ২২শ পঙ্‌ক্তিতে 'প্রভু অকলপকে' স্থলে 'প্রভুকে অকলপ্ত', ৪৪৬ পৃঃ ১ম স্তম্ভ ২১শ পঙ্‌ক্তিতে 'নিত্যানন্দ!' স্থলে 'শ্রীপাদ!', ৪৪৩ পৃঃ ১ম স্তম্ভ ২৩শ পঙ্‌ক্তিতে 'প্রেমানন্দে' শব্দের পূর্ব্বে 'কখনও,' ৪৪৫ পৃঃ ১ম স্তম্ভ ২১শ পঙ্‌ক্তিতে 'তনিয়া ও' স্থলে কেবল 'ও', ৪৫০ পৃঃ ২য় স্তম্ভ ১০শ পঙ্‌ক্তিতে 'তুমি' শব্দের পূর্ব্বে 'শ্রীপাদ!' বসিবে। ৪৫১ পৃঃ ১ম স্তম্ভ ১৫শ পঙ্‌ক্তিতে 'ভগবান্‌রূপে' স্থলে 'ভগবদ্‌রূপে' হইবে; ৪৫২ পৃঃ ১ম স্তম্ভ ২০শ পঙ্‌ক্তিতে 'বিদ্যুৎ-মালা'র পূর্ব্বে 'শ্রীমতী' ও 'শ্রীমতী' স্থলে 'শ্রীমতীকে' হইবে; ৪৫৩ পৃষ্ঠায় শ্রীমঠ-শ্রীবিগ্রহ-দর্শন-প্রসঙ্গের ১ম স্তম্ভ ৪র্থ পঙ্‌ক্তিতে '১৩ই মাঘ' স্থলে '১৬ই মাঘ' হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পারমহংস্যপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্ গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-
প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৯শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১০ই ফাল্গুন, ১৩৪৭ ; ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ | ৩০শ সংখ্যা

শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের হরিকথা

[শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা ; শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী]

আজ শ্রীবলদেবাভিন্নবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সন্ধিনী-শক্তিমদ্বিগ্রহ। তিনি নিখিল চিৎসত্তার আকর। শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেব শ্রীকৃষ্ণের বিলাসস্থলী শ্রীগোলোক-বৃন্দাবন প্রকট করেন। ধামগত সমস্ত বিচিত্র সেবোপকরণসমূহ, কৃষ্ণসেবকগণের সত্তা, কৃষ্ণনাম, রূপ, গুণ, কৃষ্ণবিগ্রহ—সমস্তই শ্রীবলদেবই প্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীবলদেব স্বয়ং দাস, সখা ও গুরুরূপে কৃষ্ণ-সেবা করেন এবং শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যরসের আশ্রয়বিগ্রহগণকে প্রকটিত করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ছত্র, পাদুকা, পীঠ, উপাধান, বসন, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র ও সিংহাসন—এই দশরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণের সেবার যাহা কিছু উপকরণ, তৎসমস্তই শ্রীবলদেব। সেই শ্রীবলদেবই শ্রীচৈতন্যলীলায় গুরুস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বীরভূম জেলার একচক্রা-নামক গ্রামে শ্রীহাড়াই ওঝা ও শ্রীপদ্মাবতীদেবীর পুত্ররূপে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে অবতীর্ণ হন। শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দ সকলের কারণ, মূলপুরুষ হইয়াও অচিন্ত্যশক্তিক্রমে লীলা-সম্পাদনার্থ শ্রীহাড়াই-পদ্মাবতীরূপ কারণকে আশ্রয় করিয়া জগতে প্রকটিত হইয়াছিলেন। শ্রীহাড়াই ওঝা ও শ্রীপদ্মাবতীদেবীই শ্রীব্রজলীলায় শ্রীবসুদেব ও শ্রীরোহিণী—শ্রীবলদেবের জনক-জননী।

শিশুকাল হইতেই শ্রীনিত্যানন্দ পরম ভগবান্ এবং সকলের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ; বিশেষতঃ মাতাপিতার তিনি

নয়নের মণি ছিলেন। বালাকালে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সঙ্গী শিশুগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাসমূহ অনুকরণ করিয়া খেলা করিতেন। মধ্যে মধ্যে তাঁর ভাবোদ্গম হইয়া পড়িতেন যে, মাতাপিতা ও অন্যান্য সকলেই তাহা দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইতেন। ক্রমে শ্রীনিত্যানন্দ যৌবনবয়সে পদার্পণ করিলে শ্রীহাড়াই ওঝার গৃহে একদিন একজন বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন।

এই বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী আর কেহ নহেন,—ইনিই শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামি-পাদ। কেহ কেহ বলেন, এই সন্ন্যাসী শ্রীল মাধবেন্দ্রের গুরুদেব শ্রীল লক্ষ্মীপতি তীর্থ গোস্বামী। যাহাই হউক, হাড়াই ওঝা পরম যত্নসহকারে অতিথির সেবা করিলেন। পরদিন যাইবার সময় সন্ন্যাসী শ্রীনিত্যানন্দকে ভিক্ষা চাহিলেন। সন্ন্যাসী তীর্থ-পর্য্যটন করেন, সেই তীর্থযাত্রার সঙ্গী করিবার জন্য তিনি শ্রীনিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন, এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র নিত্যানন্দ মাতাপিতার প্রাণাধিক প্রিয়তম। সেই পুত্রসহ বিচ্ছেদ হইবে জানিয়া শ্রীহাড়াই ওঝা ও শ্রীপদ্মাবতী অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন; তথাপি নিজসুখের জন্য তাঁহারা অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করিলেন না, তাঁহার হস্তে প্রিয়পুত্রকে সমর্পণ করিলেন। সাক্ষাৎ প্রেমময়স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দকে পাইয়া শ্রীল মাধবেন্দ্রের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীল পুরীপাদের সহিত ভারতের সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করিলেন। বিংশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তীর্থ-ভ্রমণ-লীলা প্রকাশ করিবার পর শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীমায়াপুরে তাঁহার প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া শ্রীনবদ্বীপে আসিলেন এবং শ্রীনন্দন-আচার্য্যের গৃহে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে অন্তর্যামী শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দের আগমন হইয়াছে জানিতে পারিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত ও হরিদাস ঠাকুরকে তাঁহার অনুসন্ধান করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন, কিন্তু শ্রীবাস পণ্ডিত ও হরিদাস ঠাকুর নবদ্বীপের সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া কোথাও তাঁহার দর্শন পাইলেন না, তাঁহারা অন্বেষণে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে জানাইলে শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণসহ নিজেই শ্রীনিত্যানন্দের অন্বেষণে বাহির হইয়া নন্দন-আচার্য্যের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মিলনে মহা-আশ্চর্য্য ও অপূর্ব্ব চমৎকারিতাময় প্রেমের বিলাস প্রকটিত হইল।

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছাক্রমে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া নগরের সর্ব্বত্র নামপ্রেম-প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিলেন। সেই সময় নবদ্বীপে জগাই ও মাধাই-নামে মহাপাপী দুইজন ব্রাহ্মণসন্তান বাস করিত। তাহারা অত্যন্ত অত্যাচারী ছিল এবং সর্ব্বদা মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া পথপার্শ্বে পড়িয়া থাকিত। তাহাদের ভয়ে শিষ্ট লোকদিগের সে পথে চলিবার উপায় ছিল না। একদিন রাত্রিকালে নিত্যানন্দ সেই পথদিয়া আসিতেছেন দেখিয়া উভয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার পথরোধ করিল। মাধাই ভাঙ্গা কলসীর মুটকি লইয়া শ্রীনিত্যানন্দের ললাটদেশে আঘাত করিয়া রক্তপাত করিয়া দিল। এই সংবাদ পাইয়া শ্রীগৌরসুন্দর ক্রুদ্ধ হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং জগাই-মাধাইকে সংহার করিবার জন্য সুদর্শনচক্রকে আহ্বান করিলেন। মাধাই শ্রীনিত্যানন্দকে আঘাত করায় জগাই তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিল এবং যাহাতে আর আঘাত করিতে না পারে, তজ্জন্য তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল। সেই কথা জানিতে পারিয়া শ্রীগৌরসুন্দর জগাইকে ক্ষমা করিয়া কৃপা করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ মাধাইকে ক্ষমা করিলেন এবং মাধাইর জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের প্রসন্নতা ভিক্ষা করিলে শ্রীগৌরসুন্দর তাহাকেও কৃপা করিলেন। এইরূপে শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় সেই মহাপাপিদ্বয়ের উদ্ধার হইল।

শ্রীনিত্যানন্দের ক্রিয়া-মুদ্রা অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর দার-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, বহুমূল্য বস্ত্র রত্নালঙ্কার প্রভৃতি অঙ্গে ধারণ করিতেন। তাহা দর্শন করিয়া কোন সরল ব্রাহ্মণের মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় তিনি তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট নিবেদন করিলে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিকট নিত্যানন্দ-তত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর ব্রাহ্মণকে বলিলেন যে, শ্রীনিত্যানন্দ বিধিবাধ্য জীব নহেন। তিনি স্বতন্ত্র-ঈশ্বর, স্বয়ং ভগবদ্বিগ্রহ। তাঁহার অলঙ্কারগুলি সমস্তই এক একটি ভক্ত্যঙ্গস্বরূপ। শ্রীনিত্যানন্দ যে সাক্ষাৎ কৃষ্ণভক্তি-বিগ্রহ, তাহা জানাইবার জন্যই তিনি নববিধা ভক্তিকে অলঙ্কাররূপে স্বীয় অঙ্গে ধারণ করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণের চিত্ত নির্ম্মল

হইল। তিনি তখন শ্রীনিত্যানন্দের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া ধন্য হইলেন।

শ্রীনিত্যানন্দই স্বয়ংপ্রকাশ-তত্ত্ব শ্রীবলদেব। তিনি সকল বিষ্ণুবিগ্রহগণের মূল-অংশী বা আকরবিগ্রহ। তাঁহা হইতেই বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ, আদি পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু, তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু ও শেষ বা অনন্ত প্রকটিত হন। প্রাকৃতপ্রকাশ, বৈভবপ্রকাশ, প্রাভববিলাস, বৈভববিলাস, স্বাংশ বা অবতার—সমস্ত তত্ত্বেরই মূল শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দ। শ্রীবন্ধু-নিত্যানন্দ ব্যতীত আর কেহ শ্রীগৌর-কৃষ্ণকে প্রকট করিতে বা জানাইতে পারে না। তাঁহার কৃপা ব্যতীত শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা লাভ হয় না। সেই শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দই জীবকে শ্রীগৌরকৃষ্ণসেবা প্রদান করিবার জন্য গুরুরূপে জগতে অবতীর্ণ হন। শ্রীগুরুদেব মনুষ্যমাত্র নহেন—জন্ম-মৃত্যুর অধীন প্রাকৃত বস্তু নহেন; তিনি সাক্ষাৎ শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দবিগ্রহ, শ্রীগৌরসুন্দর হইতে অভিন্ন।

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

(গুর্বষ্টক)

শ্রীগৌরসুন্দরের দুইটি অবতার—অর্চ্চারূপী ও নামরূপী। শ্রীগুরুনিত্যানন্দই শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চা ও নাম জগতে প্রকট করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের যে শ্রীবিগ্রহ, তাহা নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেব প্রকট করিয়াছেন। মানুষ কখনও শ্রীবিগ্রহ প্রকট করিতে পারে না। মানুষ যাহা সৃষ্টি বা স্থাপন করে, তাহা পুতুলমাত্র; তাহা জড় পদার্থ, তাহা কখনও শ্রীগুরুদেব-প্রকটিত শ্রীবিগ্রহের সহিত সমান নহে। বদ্ধজীবকে স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রীগৌর-কৃষ্ণের সেবাসৌভাগ্যের অধিকারী করিবার নিমিত্ত শ্রীগুরুদেব শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহ প্রকট করেন এবং নামী হইতে অভিন্ন শ্রীনামকে জগতের জীবের দ্বারে দ্বারে বিতরণ করেন। শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের নিকট হইতে নামমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়া জীব যদি নিষ্কপটে গুরুসেবা করেন, তাহা হইলেই তাঁহার সকল অনর্থ দূর হইয়া যায় এবং ক্রমে তাঁহার সেবোন্মুখ রসনায় শ্রীনাম স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হন।

শ্রীনিত্যানন্দ পরম কৃপাময়; পতিতের প্রতি এমন দয়ালু আর নাই। তাঁহার দয়ার পাত্রাপাত্র বা যোগ্যাযোগ্য-বিচার নাই। তিনি দ্বার দ্বারে প্রেম বিতরণ করেন,—এত বড় করুণাময়! যে অত্যন্ত পতিত, অধম, অত্যন্ত পাপিষ্ঠ, অপরাধী, তাহার একমাত্র নিত্যানন্দ ব্যতীত আর কোন গতি নাই।

জগাই-মাধাই হইতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ,
পুরীষের কীট হইতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই, তা'র পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তা'র পাপ হয়॥
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎভিতরে॥
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
উত্তম-অধম, কিছু না করে বিচার॥
যে আগে পড়য়ে, তা'রে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিল মো-হেন দুরাচার॥

(চৈঃ চঃ আ ৫।২০৫-২০৯)

জগাই-মাধাই অপেক্ষা আমি অধিক পাপিষ্ঠ। এমন কোন পাপকর্ম নাই, যাহা আমি সহস্র সহস্রবার করি নাই। আমি বিষ্ঠার কৃমিকীট অপেক্ষাও হেয়; কারণ, বিষ্ঠার কীট ত' হরিভজনের বা সাধুসঙ্গের কোন সুযোগ পায় নাই, কিন্তু আমি যে হরিভজনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুকূল মানবদেহ লাভ করিয়াও বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি; কাজেই আমি বিষ্ঠার কৃমি অপেক্ষাও ঘৃণ্য নহে কি? এ হেন অধম দুরাচার আমি,—আমার নাম শ্রবণ করিলেও লোকের সুকৃতি নষ্ট হয়। আমাকে একমাত্র পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ ব্যতীত আর কে দয়া করিয়া উদ্ধার করিবে? শ্রীনিত্যানন্দের নিকট উত্তম-অধম বলিয়া কোন কথা নাই। যে তাঁহার কৃপার প্রার্থী হয়, তিনি তাহাকেই দয়া করেন। ব্রাহ্মণ হউক, শূদ্র হউক, চণ্ডাল হউক, হিন্দু হউক, মুসলমান হউক,—যে যাহাই হউক না কেন, যে শ্রীনিত্যানন্দের নিকট শ্রীনামের প্রার্থী হয়, তাহাকেই তিনি নামরূপী শ্রীগৌরসুন্দরকে দান করেন। তখন আর পুরুষের জাতি-অভিমান থাকে না—আমি ব্রাহ্মণ, আর এ লোকটী শূদ্র অথবা চণ্ডাল, এ বুদ্ধি থাকে না; তখন সকলেই একত্র মিলিত হইয়া নাম-প্রেমামৃত-রস আস্বাদন

করিতে থাকে। এমন কৃপা, এমন রঙ্গ আর কে কবে কোথায় দেখিয়াছে?

শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় প্রথমতঃ বিষয়বাসনা দূরীভূত হয়। বিষয়ভোগপিপাসা দূর হইলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। তখন সেই শুদ্ধ মনে শ্রীভগবল্লীলাক্ষেত্র দর্শন হয়।

আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপসনাতন-পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল-পীরিতি॥

শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়—আমি গোপীভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসের দাসানুদাস, এই স্বরূপজ্ঞান লাভ হয়। গুরুনিত্যানন্দ আমার প্রভু, আমি জন্ম-জন্ম তাঁহার দাস—এই সম্বন্ধজ্ঞান যাহার নাই, সে ব্যক্তি পশুতুল্য। তাহার বিদ্যাকুল—সমস্তই বৃথা। যতদিন নিত্যানন্দের কৃপা লাভ না হয়, ততদিন সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয় না, ততদিন জড়াহঙ্কারবশতঃ অসত্যকে সত্য বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু মহাজন গাহিয়াছেন,—

নিতাই-চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর আশ।

আমি স্ত্রী, আমি পুরুষ, আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা আমি ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা যতি—এই সকল অভিমান নিত্য নহে। এ জগতে আজ যে আমার যত বড় আশ্রয়—যাহার উপর নির্ভর করিয়া আমি নিশ্চিন্ত আছি, সে-ও চিরদিন থাকিবে না, আর আমিও চিরদিন থাকিব না; কিন্তু সকল জগতের আশ্রয় নিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মই কখনও নষ্ট হইবে না এবং তাঁহার সেবকও কখনও বিনষ্ট হইবে না। এই অনিত্য সংসারে নিত্যানন্দ-গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মই একমাত্র সত্যবস্তু।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং ভগবান্। তিনি বিষয়বিগ্রহ-বিষ্ণু-পরতত্ত্ব। কিন্তু বিষয়বিগ্রহ হইয়াও তিনি ভক্তভাবে আশ্রয়বিগ্রহরূপে ভগবানের সেবা করেন। শ্রীনিত্যানন্দ-গুরুদেব ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু—ইহারা প্রভুতত্ত্ব এবং শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদেরও প্রভু অর্থাৎ সেব্য বলিয়া তিনি মহাপ্রভু।

এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥
চৈতন্যের দাস মুঞি, চৈতন্যের দাস।
চৈতন্যের দাস মুঞি, তাঁ'র দাসের দাস॥

—ইহাই শ্রীনিত্যানন্দের স্বরূপগত অভিমান। যতদিন শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপা না হয়, ততদিনই জীবের জন্মের অভিমান, রূপের অভিমান, পাণ্ডিত্য ও ধনের অভিমান প্রবল থাকে। যখন নিত্যানন্দের কৃপা হয়, তখন তাঁহার জড়াভিমান দূর হয় অর্থাৎ আমি কুলীন বা নীচবংশীয়, আমি ধনী বা নির্ধন, কুরূপ বা রূপবান্ অথবা পণ্ডিত কিংবা মূর্খ—এই সকল অহঙ্কার আর থাকে না। তখন তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণদাসাভিমান প্রবল হয়। আমি শুদ্ধ-কৃষ্ণের দাস—এই স্বরূপের পরিচয় উদিত হইবামাত্র কৃষ্ণদাস্য পাইবার জন্য আর্ত্তি আসে; তখন হৃদয়ে দীনতা আসে; তখন সে অনুতপ্ত হৃদয়ে এই বলিয়া প্রার্থনা জানায়,—

নৈতন্মনস্তবকথাসু বিকুণ্ঠনাথ
সম্প্রীয়তে দুরিতদুষ্টমসাধু তীব্রম্।
কামাতুরং হর্ষশোকভয়ৈষণার্ত্তং
তস্মিন্ কথং তব গতিং বিমৃশামি দীনঃ॥
(ভাঃ ৭।৯।৩৯)

তখন কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে না বলিয়া কৃপার প্রতি নির্ভরতা আসে।

কবে হেন কৃপা, লভিবা এজন,
কৃতার্থ হইবে নাথ।
শক্তিবুদ্ধিহীন, আমি অতি দীন,
কর মোরে আত্মসাথ॥

এই 'কবে'-শব্দটী বিপ্রলম্ভের সূচক এবং দ্বিতীয় পদটী অকিঞ্চনতার পরিচায়ক।

শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় সম্বন্ধজ্ঞান-দাতা শ্রীসনাতন ও অভিধেয়-প্রদাতা শ্রীরূপের কৃপা লাভ হয়।

জয় জয় নিত্যানন্দ, জয় দয়াময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয়॥

শ্রীসনাতনপ্রভু সম্বন্ধজ্ঞান দান করেন। তাঁহার কৃপা-ফলে অপ্রাকৃত নবীনমদন শ্রীমদনমোহনের সেবা লাভ হয়। মদনমোহনের কৃপা হইলে জড়ীয় কাম আর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥

শ্রীসনাতনের কৃপাফলে সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইলে অভিধেয়-প্রদাতা শ্রীরূপগোস্বামীর শ্রীপাদপদ্ম লাভ হয়। শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাই শ্রীরূপকৃপা পাইবার যোগ্যতা প্রদান করিয়া থাকে।

দিব্যদ্বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥

অভিধেয় সুদৃঢ় হইলে শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাক্রমে প্রয়োজন-তত্ত্বের আচার্য্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম লাভ হয়

জয় জয় নিত্যানন্দ, জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়॥
শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥

যখন নিজকে এই তিন প্রভুর শ্রীপাদপদ্মধূলি বলিয়া জ্ঞান হয়, তখন শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাক্রমে সাক্ষাৎ যুথেশ্বরী শ্রীললিতাদেবীর—শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামি-প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম লাভ হয়। তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের অযাচিতোদয়া দয়ার কথা এই একটি শ্লোকে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া।
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥

সেই শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীল স্বরূপদামোদরের শ্রীপাদপদ্মাশ্রয় লাভ একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাবলেই হইয়া থাকে।

জয় জয় নিত্যানন্দ, জয় দয়াময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয়॥

শ্রীস্বরূপের কৃপাকটাক্ষ লাভ হইলে তখন সাক্ষাৎ ব্রজলীলাযুগলের সেবা লাভ হয়—সেবাসিদ্ধি হয়। সেই চরম-পরম প্রয়োজন-লাভও শ্রীনিত্যানন্দ-পাদপদ্মেরই কৃপা-সাপেক্ষ।

জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ॥

তাই শ্রীনিতাইচাঁদের কৃপা ব্যতীত দীন-হীন, অধম, কাঙ্গালের আর অন্য গতি নাই। শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা হইলে বিষয়-বাসনা বিদূরিত হইয়া চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত হইবে, ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে। তখন পাষণ্ডনিন্দা করিবার প্রবৃত্তি থাকিবে না, অন্য দেবতার সহিত বিষ্ণুকে সমান জ্ঞান অথবা শ্রীবিষ্ণুর নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর ও ধামে পৃথক্ বুদ্ধি হইবে না, তখন নামপ্রেমপ্রদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মে মনুষ্য-বুদ্ধি বা জাতিবুদ্ধি—শূদ্রবুদ্ধিরূপ অসূয়া বা অবজ্ঞা করিবার দুর্ব্বুদ্ধি হইবে না, তখন শ্রীনাম-মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক শাস্ত্রে অনাদররূপ অপরাধ দূর হইবে, তখন শ্রীনামে অর্থবাদ বা নাম-মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি জ্ঞান করিবার ন্যায় পাষণ্ডতা থাকিবে না, অন্য শুভকর্ম্মের সহিত হরিনামকে সমান জ্ঞান হইবে না, নামবলে পাপবুদ্ধি দূর হইবে, নামগ্রহণকালে জাড্য ও বিক্ষেপ আসিবে না, অশ্রদ্ধধানে হরিনাম উপদেশ করিয়া ধনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের বাসনা থাকিবে না এবং দেহাত্মবুদ্ধি দূর হইয়া স্বরূপের উপলব্ধি হইবে; তখন তত্ত্ব-ভ্রম, অসতৃষ্ণা, হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ও অপরাধসমূহ দূর হইবে। তখন লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা, কুটিনাটি, নিষিদ্ধাচার, জীবহিংসা মুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা আর থাকিবে না; তখন কৃপণতা, সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্ব লাভ হইবে; তখন সেবোন্মুখ হইয়া হরিনাম-কীর্ত্তনের যোগ্যতা লাভ করিব।

শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্বটি বড় গূঢ়। তিনি অবধূত, শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রেমে সর্ব্বদা উন্মত্ত। তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের অত্যন্ত প্রিয়।

চৈতন্যচন্দ্রের প্রিয়-বিগ্রহ বলাই।
তান স্থানে অপরাধে নহে সর্ব্ব ঠাঁই॥

গৌরসুন্দরকে মানি, নিত্যানন্দকে মানি না অথবা নিত্যানন্দকে মানি, অথচ গৌরসুন্দরকে মানি না,—এই সমস্ত বিচারই শ্রীনিত্যানন্দ-পাদপদ্মে অপরাধের আবাহন করিয়া থাকে। নিত্যানন্দতত্ত্ব না বুঝিয়া বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তি বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু আমরা এইসকল বিবাদ বিসম্বাদ বা যুক্তিবিচারের মধ্যে যাইব না। আমরা

নিত্যানন্দ-পাদপদ্মকে সংসারসাগর হইতে উদ্ধার লাভের এবং শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাসৌভাগ্য-প্রাপ্তির একমাত্র উপায় জানিয়া অন্ধ-অন্ধ সেই পাদপদ্ম লাভের আশাই হৃদয়ে পোষণ করিব,—

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিতে ধরি নিরন্তর॥
সংসারের পার হইয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই-চাঁদেরে॥
কেহ বলে,—নিত্যানন্দ যেন বলরাম।
কেহ বলে,—চৈতন্যের অতি প্রিয়ধাম॥
কেহ বলে,—দয়াতেও অংশ-অধিকারী।
কেহ বলে,—কোনরূপ বুঝিতে না পারি॥
যে-তে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তবু সে চরণ-ধন রহুক হৃদয়ে॥
সহস্রবদন বর্ণে। প্রভু বলরাম।
যাঁহার সহস্র-মুখে কৃষ্ণ-যশোধাম॥
হলধর-মহাপ্রভু প্রকাণ্ড-শরীর।
চৈতন্যচন্দ্রের যশোমত্ত মহাবীর॥

তথোধিক চৈতন্যের প্রিয় নাহি আর।
নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার॥

সেই শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা পাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপার কারাগার হইতে হইবে; কারণ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা পাওয়া যায়; আবার শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা পাওয়া যায়; আবার বৈষ্ণবের কৃপায় শ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপা পাওয়া যায়। সেইজন্য প্রার্থনা,—

এই কৃপা কর,—মোরে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি।
নিত্যানন্দ সঙ্গে যেন তোমা না পাসরি॥
যেখানে সেখানে কেনে না জন্মি না মরি।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে যেন তোমা না পাসরি॥
যেখানে তোমার যাত্রা-মহোৎসব নাই।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই॥
বৈষ্ণব-চরণে মোর এই মনস্কাম।
ভজি যেন জন্মে জন্মে প্রভু-বলরাম॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের অপরিহার্য্য যোগ্যতা ও নিয়মাবলী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৮শ সংখ্যার পর)

৫৫। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থগণ শ্রীনামাপরাধ-পরিবর্জ্জন-ক্রমে বৈষ্ণবস্মৃতি-অনুসারে যে শ্রাদ্ধাদি-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহাও ভগবদ্ভজনের অঙ্গজ্ঞানেই করেন ও তাহাতে কোনপ্রকার বিত্তশাঠ্য করেন না। বৈষ্ণবস্মৃতি-অনুসারে শ্রীচৈতন্যমঠে বা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রাদ্ধ করিতে আসিয়া সামর্থ্যসত্ত্বে অথবা নিজকে সামর্থ্যহীন কল্পনা করিয়া যদি মঠ ও স্মার্ত্তসমাজ—উভয়কেই কেহ ফাঁকি দিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ঐরূপ পাষ্টোয়ারী বুদ্ধি কখনই আত্মাকে অহৈতুকী ভক্তি-যাজনের উপযোগী করিয়া তুলিবে না। উহাতে অন্যাভিলাষ ও বিষয়াসক্তি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে এবং শ্রীনামের চরণে অপরাধ ঘটিবে।

৫৬। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত-সমাজের সেবা করিবেন না বটে, কিন্তু নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুল ও তদনুগ শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজের সেবার জন্য অর্থ ও বিত্তের ভাণ্ডার সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিবেন। শ্রীনামপ্রভুই অর্থ-বিত্তের মালিক, গৃহের ভোক্তা বা কর্ত্তা। ঐ অর্থ-বিত্তের অর্জ্জনকারীর অভিমানী কোনও ব্যক্তি ও দেহ-সম্পর্কীয় স্ত্রীপুত্রাদি উহার ভোক্তা বা উত্তরাধিকারী নহে—এই বিচারটি সর্ব্বদা শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত হৃদয়ে বরণ করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ অর্থ-বিত্তাদি শ্রীনামপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত রাখিবার জন্য সর্ব্বদা উৎসুক থাকিবেন। ইহাতে দুর্ব্বলতা আসিলে অকপট-চিত্তে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনা করিবেন।

৫৭। শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণ অর্থাদির বিনিময়ে শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তন বা শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ করেন না জানিয়া গৃহস্থগণ যদি মঠসেবকগণকে গৃহে হরিকথা-কীর্ত্তনের জন্য আহ্বান করেন এবং সাংসারিক মঙ্গল বা প্রতিবেশী কিম্বা সামাজিকগণের নিকট ভক্তের প্রতিষ্ঠা-অর্জ্জনের জন্য ঐরূপভাবে হরিকীর্ত্তন করাইয়া, বিনা-পয়সায় আনন্দ-উপভোগ ও পাড়াপ্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন কিম্বা সামাজিক-গণকে আদর-আপ্যায়ন ও কীর্ত্তনাদির সুর-মান-তাল-লয়-সম্ভোগের সাহায্য করেন, তবে তাহা অন্যাভিলাষ বা কপটতাই পরিপোষক হইবে। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ ঐরূপ প্রচ্ছন্ন অন্যাভিলাষসমূহ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবা ও তাঁহাদের মঙ্গলময়ী বাণী-অনুসারে জীবন গঠনের জন্য যত্নবান্ হইয়া থাকেন।

৫৮। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময় বিষয়ী গৃহস্থাভি-মানিগণকে বলিতেন যে, লোহার সিন্দুকের চাবি কোমরে রাখিয়া "শ্রীগুরুদেব, সকলই আপনার" —এইরূপ যাহারা মুখে বলিয়া থাকে, তাহারা অত্যন্ত কপটী; তাহারা শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণকে বঞ্চনা করিতে প্রয়াসী; অতএব উহারা নিজেরাই বঞ্চিত হয়। তাহাদের বিষয়াসক্তি কখনও ছিন্ন হয় না, পরন্তু শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের সহিত ঐরূপ কপট করায় তাহারা অধিকতর নামাপরাধে পতিত হয় এবং নামাপরাধ-ফলে তাহারা অধিকতর বৈষয়িক সুখ প্রাপ্ত হইয়া ঐকৃষ্ণ-বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত ভক্ত-গৃহস্থ কখনও ঐ কপটনীতির প্রশ্রয়-দানকারী হইবেন না। নিজের দুর্জ্জনতা থাকিলে উহা যাহাতে শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় বিদূরীত হয়, তজ্জন্য অনুক্ষণ কৃপা-প্রার্থনা ও সাধুসঙ্গ করিবেন, কিন্তু, আত্মবঞ্চনারূপিণী পিশাচীকে কখনই হৃদয়ে পোষণ করিবেন না।

৫৯। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ মঠের সহিত কোন-প্রকারের বণিগ্‌বৃত্তির পরিচালনা বা সন্ধানীতির প্রশ্রয় দান করেন না। নিজের গ্রামে বা জমিদারীতে অপর পরিবের হরিসভা বা কোন ধর্ম্মসভা আছে, সুতরাং তাহাদের সহিত পাল্লা দিয়া নিজের প্রভুত্ব বা প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিতে হইলে আর একটি প্রতিযোগী হরিসভা বা ধর্ম্মসভার দরকার,—এই-রূপ অন্যাভিলাষ লইয়া যদি স্বগ্রামে বা স্বদেশে শ্রীচৈতন্যমঠের একটী শাখামঠ-স্থাপনের চেষ্টা হয় এবং মঠের সেবকগণকে বিনা-বেতনের আজ্ঞাবাহী পাচক, ভৃত্য বা সেবক অর্থাৎ একাধারে পূজারী, কীর্ত্তনীয়া, পাচক, পাঠক, বক্তা প্রভৃতি করিয়া বিনা-ব্যয়ে বা স্বল্প ব্যয়ে ভক্তিসর্ব্ব-স্বাঙ্গনের ছলনায় স্ব-স্ব বিষয়-ভোগ বা গৃহব্রতধর্ম্ম পরিপুষ্ট করা হয়, তাহা হইলে ঐরূপ অপরাধ হইতে আর নিস্তার নাই। এই জাতীয় গৃহব্রত-ধর্ম্মাবলম্বীর কোন দিনই হৃদয়ে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় না। ইহারা অবশ্যতম নামাপরাধী ও দুরারোগ্য গৃহব্রত; শ্রীচৈতন্য-মঠের ত্রিসীমানায়ও ইহারা উপস্থিত হয় নাই।

৬০। নানাপ্রকার বৈষয়িক জটিলতাযুক্ত ভূসম্পত্তি "উচ্ছো বৈ গোবিন্দায় নমঃ"—এই যুক্তি-অবলম্বনে শ্রীচৈতন্য-মঠে দান করিবার দুর্ব্বুদ্ধি শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের হয় না। বৈষয়িক কার্য্যে অনভ্যস্ত, কেবল হরিসেবাপর বৈষ্ণবগণ বৈষয়িক হাঙ্গামায় পতিত হউন, কিন্তু আমার বোঝা তাঁহাদের স্কন্ধে ন্যস্ত হউক—এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত গৃহস্থের নাই। শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় নির্ম্মল ও নিষ্কণ্টক বস্তুকেই সমর্পণ করিতে হইবে। যিনি শ্রীশ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবকে সকল বস্তু প্রদান করেন, তিনি কখনও সুনির্ম্মলা ভক্তি বা সুবিমল শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিতে পারেন না।

৬১। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ কোনও সর্ত্ত বা কোন হেতুমূলে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবার ছলনা করিয়া কোনও বস্তু বা বিষয়ের দাতার অভিমান করেন না। শ্রীনামপ্রভুর প্রচারোদ্দেশে মঠ, মন্দির কিংবা শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবার উদ্দেশে নলকূপ, কূপ, পথ-ঘাটাদির নির্ম্মাণ এবং কোনও গ্রন্থাদির প্রকাশের জন্য অর্থাদি দান করিয়া তদ্বিনিময়ে নিজের ইন্দ্রিয়-তোষণ বা প্রতিষ্ঠা-লাভের কামনায় গ্রন্থাদিতে দাতার নামোল্লেখ কিম্বা পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতিরক্ষাকল্পে দানের বিষয় উল্লেখ অথবা প্রস্তরফলকে নিজ নাম বা আত্মীয়-স্বজনাদির নামোল্লেখের আকাঙ্ক্ষা প্রচ্ছন্নভাবেও শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের থাকিবে না। ঐরূপ অন্যাভিলাষ হৃদয়ে যাহাতে গুপ্তভাবেও অবস্থান করিতে না পারে, তজ্জন্য শুদ্ধবৈষ্ণবের সঙ্গে অহৈতুকী সেবার কথা নিরন্তর শ্রবণ করিতে হইবে। কেহ কেহ শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা করিবার ছলে তাঁহাদের ব্যক্তিগত, জাতিগত বা তথাকথিত আত্মীয়, সমাজ ও স্বদেশ-গত প্রতিষ্ঠা-অর্জ্জনের জন্য কোনও বস্তু বা বিষয়-দানের পূর্ব্বেই নানা প্রকার সর্ত্তের তালিকা প্রদান করিয়া থাকেন। এইরূপ প্রবৃত্তি কু-বিষয়াসক্ত গৃহব্রতেই দৃষ্ট হয়। শ্রীচৈতন্য-

মঠাশ্রিত গৃহস্থ কখনই সেইরূপ বিচারে আসক্ত হইবেন না এবং কৃষিরূপী গৃহব্রতগণ যাহাতে ঐরূপ অন্যাভিলাষ ও বণিগ্‌বৃত্তি হইতে মুক্ত হইয়া নিষ্কাম হরিসেবার অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে প্রযত্ন করিবেন।

৬২। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ কখনও কল্পনায়ও মনে করেন না যে, তিনি শ্রীবিগ্রহ, শ্রীমন্দির বা কোনও মঠ বা ভক্ত-সঙ্ঘারামের দাতা। 'আমি অমুকপুরী পাথরের মূর্ত্তি অত টাকা দিয়া কিনিয়া দিয়াছি, আমি এক লক্ষ টাকা-ব্যয়ে মন্দির করিয়া দিয়াছি, সুতরাং স্ত্রী পুত্রাদির সহিত আমার তথায় অবাধ-প্রবেশাধিকার বা ভোগ-দখলের অধিকার আছে,'—এইরূপ বিচার প্রভুদ্রোহকারী কর্ম্ম-ভোগাকাঙ্ক্ষী কর্ম্মী গৃহব্রতের চিত্তেই উদিত হয়। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ বিচার করেন, শ্রীশ্রীগুরুদেব তাঁহার প্রাণধন শ্রীগোবিন্দকে ভুবনমঙ্গলের জন্য কৃপাপূর্ব্বক জগতে প্রকটিত করিয়াছেন। অর্চ্চাবতারকে কোনও বদ্ধ জীব নির্ম্মাণ বা প্রাকৃত দ্রব্যের দ্বারা ক্রয় করিতে পারে না। যাহাকে ক্রয় করা যায়, সেই বস্তু প্রাকৃত ও জীব-ভোগ্য। অপ্রাকৃত শ্রীঅর্চ্চাবতারকে শ্রীগুরুদেবই জগতে অবতারণ করাইতে সমর্থ; কারণ, শ্রীগোবিন্দ তাঁহার প্রিয়তমের প্রেমবাধ্য। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুই শ্রীগৌরসুন্দরকে অবতারণ করাইতে পারেন। অন্যের কা কথা, স্বয়ং মহাবিষ্ণুর অবতার—যিনি গৌরকে আনিলেন, তাঁহার পুত্রাভিমানিগণের কেহ কেহ পর্য্যন্ত যখন শ্রীগৌরসুন্দরে পরমেশ্বর-বুদ্ধি করে নাই, তখন প্রাকৃত বদ্ধ জীবের পুত্র-পৌত্র-আত্মীয়-স্বজনগণ যে অর্চ্চাবতারের প্রতি প্রাকৃত-বুদ্ধি করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অতএব শ্রীঅর্চ্চাবতার কোনও জীব-বিশেষের ভোগ্য-বস্তু হইতে পারেন না।

৬৩। শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর প্রাণধন শ্রীগোবিন্দদেবের সুবৃহৎ শ্রীমন্দির যিনি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই মহাত্মা মন্দিরের গাত্রে অনেক প্রস্তর-ফলক লাগাইতে পারিতেন, কিন্তু সেই মন্দিরে তাঁহার একটি প্রস্তর-ফলকও ন্যস্ত হয় নাই; কারণ, যিনি শ্রীগোবিন্দদেবের সেবা করেন, তিনি তাহার বিনিময়ে দৌকরী বিদ্যা গ্রহণ করিয়া বঞ্চিত হন না; তবে বৈকরী প্রতিষ্ঠা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়। তিনি তাহা শ্রীগুরুপাদপদ্মেই সমর্পণ করেন।

৬৪। কেহ উচ্চ মন্দির দান বা বহু বিষয় দান করিয়াছেন বলিয়াই যে তিনি শ্রীমন্দির বা তদ্ধ ভক্তিপ্রতিষ্ঠানের প্রভু হইয়াছেন, তাহা নহে। যদি তাঁহার হৃদয়ে অকপট দৈন্য ও অধিকতর সেবালোলুপ্য দেদীপ্যমান থাকে, তবেই তিনি শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সেবক-পদবাচ্য। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সেবক নিজকে শ্রীবিগ্রহ, শ্রীমঠ বা শ্রীমন্দিরের দাতা অভিমান করিয়া তজ্জন্য সম্মান বা প্রতিষ্ঠা আকাঙ্ক্ষা করেন না। শিষ্য শ্রীগুরুদেবকে বা জীব শ্রীভগবান্‌কে কিম্বা কোনও সেবক নিত্য-সেব্য বস্তুকে যাহা সমর্পণ করেন, তাহা দান-পদবাচ্য নহে। এক স্বত্বাধিকারীর বস্তু সত্ব ত্যাগ করিয়া অন্যকে অর্পণের নামই দান; কিন্তু শ্রীভগবান্ সকল বস্তুরই নিত্য স্বত্বাধিকারী; তাঁহার সেবায় তাঁহার বস্তু অর্পণ দান নহে; তাহা সেবা-বরণ। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ সর্ব্বদা এই সুবুদ্ধিযোগে প্রতিষ্ঠিত।

৬৫। টাকার পরিমাণ, কর্ম্মবীরত্ব বা দক্ষতার পরিমাণ-অনুসারে সেবা বা সেবকের গুরুত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয় না। কেহ কোটি টাকা দান করিয়াছেন বলিয়াই যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক, তাহা নহে। সেবা যতটা অন্যাভিলাষরহিতা ও অহৈতুকী হইবে, তাহা ততটা সেবা বলিয়া গৃহীত হইবে। অহৈতুকত্ব ও আনুকূল্যই সেবার স্বরূপ-লক্ষণ। অহৈতুকী সেবা পরিমাণে অতি ক্ষুদ্র হইলেও তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অতএব শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের হৃদয় অন্যাভিলাষরহিতা অহৈতুকী সেবার জন্যই সর্ব্বদা ব্যাকুল।

৬৬। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থবৈষ্ণবের আদর্শ শ্রীল ভক্তিসুধাকরপ্রভু শ্রীল আচার্য্যদেবের বাণী উদ্ধার করিয়া তাঁহার 'দিনপঞ্জী'তে বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণের স্বার্থ ও আমার স্বার্থ পৃথক্ হইলেই কৃষ্ণবিরোধ হইবে, কৃষ্ণের প্রতি একটি প্রতিযোগিভাব আসিবে। দুইটি যদি কৃষ্ণেরই হয়, তাহা হইলে দুই স্বত্বের মধ্যে ব্যবধান থাকে না। নিজের পৃথক্ সংসার কিম্বা সম্পত্তি হইলে কৃষ্ণের সংসার থাকে না। কৃষ্ণের সংসারে থাকিলে দুই স্বত্বই নিজের হয়; নচেৎ কৃষ্ণের ও নিজের মধ্যে একটি barrierএর সৃষ্টি হয়। নিজের কোন পৃথক্ সম্পত্তি থাকা উচিত নহে।"

৬৭। পুরুষাভিমান যাঁহার যতটা সঙ্কুচিত হইয়াছে, তিনি ততটা শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। একমাত্র পুরুষ শ্রীলীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের

সহিত প্রভুর প্রতিযোগিতায় স্পর্দ্ধারূপ পাষণ্ডই পুরুষাভিমান। শ্রীগুরুবৈষ্ণবপ্রতিযোগী কখনই শ্রীহরির ভক্ত নহে। তাহাকে যোষিৎসঙ্গী বা কৃষ্ণাভক্ত বলা যায়। পুরুষাভিমানে প্রমত্ত স্ত্রীর ভোক্তাভিমানী গৃহব্রত মনে করে,—আমার স্ত্রী পরম-ভক্ত বা বৈষ্ণবী; তিনি অমুক ব্যক্তিকে বা অমুক কার্য্যকে আদর করেন, সুতরাং তাঁহার বিচার-অনুসারেই আমার ভক্তি বা ভক্ত নির্ণয় করা প্রয়োজন। এইরূপ পুরুষা-ভিমানীর পুত্নী বা ভোগ্যা যদি বৈষ্ণবের নিকট হইতে যথেষ্ট সম্মান প্রাপ্ত না হন, তবে সেই স্ত্রী স্বৈণ পতির কর্ণে তাহা জ্ঞাপন করিলে পতি স্ত্রীর মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বৈষ্ণবগণকে অবৈষ্ণবরূপে দর্শন করে। এইরূপ স্ত্রী-ভক্ত পুরুষাভিমানী কখনও শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত বৈষ্ণব-গৃহস্থ নহেন।

৬৮। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের অভিমানকারী কেহ যদি এইরূপ স্ত্রীর মন্ত্রণায় দীক্ষিত হইয়া সেই চক্ষুতে বৈষ্ণব-দর্শন বা গুরু-দর্শন করিতে বাধিত হন, তবে তাঁহাকে অচৈতন্যাশ্রিত যোষিৎসঙ্গী বলিয়াই জানিতে হইবে। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের হৃদয়ে প্রচ্ছন্নভাবেও কখনও ভোগ্যবস্তুতে গুরুত্ব-আরোপ বা গুরুবস্তুতে ভোগ্যবুদ্ধি অথবা জগতে ভোগ্যবস্তুর অধিষ্ঠান-বিচার উদিত হয় না। ভোগ্য-বিচারে স্ত্রী-দর্শন করিয়া স্ত্রীর কল্যাণই হরিসেবার প্রবৃত্তি, সুতরাং স্ত্রীর সঙ্গকেই বৈষ্ণবসঙ্গ-জ্ঞান ও স্ত্রীর মতেই নিজের মতের পর্য্যবসান অর্থাৎ মহাস্বৈণতাকেই বৈষ্ণবতা বলিবার দুর্বুদ্ধির হস্ত হইতে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থগণ সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন।

৬৯। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থাভিমানী মহাস্বৈণ কেহ কেহ এরূপ দুর্বুদ্ধিতে পতিত হইয়াছে যে, তাহারা কাহাকে আচার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তৎসম্বন্ধার ও সংশয়-ভঞ্জনের জন্য স্ত্রীর মতামত সংগ্রহ করিয়াছেন। বিমুখতার প্রশ্রয়-দানই যে-সকল পুরুষাভিমানিগণের ধর্ম্ম, তাহারা স্ব-স্ব সুবিধাবাদের চক্ষে যাহাকে বৈষ্ণব বা অবৈষ্ণব বলিয়া নির্ণয় করিয়াছে, তাহাকেই মহাস্বৈণ পুরুষগণ বৈষ্ণব বা অবৈষ্ণব বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। কেহ কেহ বা এজন্য পুরুকন্যারও পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছে। আচার্য্যদেব বড়ই কৃচ্ছ্রসেবাপ্রী লোক, তাঁহার নিকট গেলে প্রতিষ্ঠা, আদর, আপ্যায়ন ও উত্তম ভোজনাদি লাভ হয় না; অতএব তাঁহার পক্ষ অবলম্বন না করিয়া যে পক্ষে সুবিধাবাদ আছে, সেই পক্ষেই থাকা ভাল,—স্ত্রী ও পুত্রের এইরূপ পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কোন কোন মহাস্বৈণ গৃহব্রত বৈষ্ণব-বিরোধী হইয়া পড়িয়াছে। স্বৈণের অবশ্যম্ভাবী ফল—বৈষ্ণব-বিদ্বেষের সৃষ্টা।

৭০। মহাস্বৈণ গৃহব্রত বা সুবিধাবাদী গৃহব্রতগণ মনে করে, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সময় কোন ব্যাপার বা অনুষ্ঠান—যদিও তাহা পূর্ব্বাচার্য্য সাধু-মহাজন-শাস্ত্র ও শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদের বাণীর বিরোধী, তথাপি যখন তাহা একবার প্রচলিত হইয়াছে, তখন উহাকে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমন্বিত ভক্ত্যঙ্গ বলিয়াই জানিতে হইবে; যেমন,—সাধারণ মহা-মহোৎসব বা অন্নকূটাদি উৎসবের সময় মহাপ্রসাদকে ভোগ্য ও দৃশ্য বস্তুরূপে অপ্রদর্শনান পাষণ্ডিগণের দ্বারা অবমানিত করিবার চেষ্টা, অথবা যাহাকে তাহাকে তাহাদের বহির্মুখ ইন্দ্রিয়-তর্পণ করাইবার জন্য মহাপ্রসাদ দান কিম্বা পরমমুক্ত পুরুষগণের অনুধ্যেয়া শ্রীবিলোললীলা, শ্রীরাসলীলাদি প্রহসনী-আকারে উদ্ঘোষন, গৃহস্থ ভক্তগণের স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া ঊর্দ্ধস্রোত-যাজনের ছলনায় শ্রীমথুরাদি ধাম-ভোগচেষ্টা ও যথেচ্ছ আহার-বিহার, বায়ু সেবন, বায়ু-পরিবর্ত্তন বা নানা-প্রকার অন্যাভিলাষ-পরিপোষণ যখন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সময় প্রচলিত হইয়াছে, তখন তাহা শ্রীল প্রভুপাদেরই অনুমোদিত; কিন্তু আত্মমঙ্গললাভেচ্ছুর বিচার এই যে,—'আমি ভাল হইব; আমি কামুক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণামোদী হইব না।' কষ্টি-পাথরে যদি ঐসকল আচার পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, তবে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐসকল অন্যাভিলাষকে শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বতোভাবে বিতাড়িত করিবার জন্যই অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন করিয়াছেন। সুবিধাবাদরূপ মূঢ়-মতবাদের অভি-সন্ধি হইতে 'তুমুণ্ডি চুপ, হামুণ্ডি চুপ'-নীতি অবলম্বনে যে-সকল অন্যাভিলাষ হরিসেবার ছলনায় প্রসারিত হইয়াছে, তাহা কখনই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুমোদিত সিদ্ধান্ত নহে। বারশত নেড়া ও তেরশত নেড়ী কৌবেরকশায়ী মহাবিষ্ণু শ্রীবীরভদ্র প্রভুর দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। যাঁহারা অকপট-ভাবে আত্মমঙ্গলের অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা ঐরূপ আবরণের মধ্যেও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী ও তাঁহার শ্রীভুবনমঙ্গল অবতারের অনুসরণ ও আরাধনা করিতে পারিয়াছেন।

৭১। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ কখনও মনে করেন না যে, শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রতি—শ্রীআচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মের

প্রতি যখন সুদৃঢ়া শ্রদ্ধা আছে, তখন অসৎসঙ্গ বা বৈষ্ণব-বিদ্বেষিগণের সঙ্গ কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না। আমি উহাদের সঙ্গ করিয়াও নিশ্চিন্ত ও শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদ-পদ্মে একনিষ্ঠ থাকিতে পারিব। প্রকৃত আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কখনই বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর সঙ্গ করিবেন না। তিনি যতই দৃঢ় হউন না কেন, তিনি নিজে বৈষ্ণববিদ্বেষীর সহিত আলাপ-সম্ভাষণ দূরে থাকুক, মুখ-দর্শনও করিবেন না। এমন কি, যদি নিজ স্ত্রীপুত্রাদি ঘনিষ্ঠ পরিজনও বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর সঙ্গ হইতে পৃথক্ না থাকে, তবে তাহাদেরও সঙ্গ করিলে তাহাকে পতিত হইতে হইবে। ইহাতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'স্ব-নিয়ম-বাধনকে'র উপদেশ লঙ্ঘন করা হইবে। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থগণ এবিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিবেন।

৭২। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ কখনও মনে করেন না যে, তিনি শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে সুদৃঢ় শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, অতএব নানা বৈষয়িক কার্য্যে বা গ্রাসাচ্ছাদন-সংগ্রহে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে হইলেও তাঁহার শ্রদ্ধার হ্রাস হইতে পারে না। এরূপ বিচারে গৃহব্রত-ধর্ম্ম প্রবল হইবে এবং ঐরূপ তথা-কথিত সুদৃঢ়া নিষ্ঠা বৈষ্ণববিদ্বেষিগণের একটী অঙ্গুলিহেলনে কিম্বা অজ্ঞাতসারে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে। যিনি যত বড়ই সুদৃঢ়নিষ্ঠ হউন না কেন, শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের সঙ্গ, বিষয়-সঙ্গ অপেক্ষা অধিকপরিমাণে না করিলে তাঁহার অজ্ঞাতসারে নানা-প্রকার মনোধর্ম্ম প্রবল হইয়া পড়িবে এবং সেই মনোধর্ম্মের বশ হইয়া শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কার্য্যকলাপ অজ্ঞজ্ঞানে সমালোচনা করিতে করিতে তাঁহার তথাকথিত সুদৃঢ় শ্রদ্ধার কপট প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। আত্মমঙ্গলকামী সর্ব্বদা মনে রাখিবেন—মায়াদেবী সর্ব্বক্ষণ তাঁহাকে কু-পরামর্শ দিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে। একমাত্র বৈষ্ণবের সঙ্গ ও কৃপা ব্যতীত মায়ার হস্ত হইতে নিস্তার-লাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। এই বিচার করিয়া তিনি আগন্তুক তথাকথিত অত্যল্প ক্ষতি স্বীকার করিয়াও নিত্যমঙ্গলের কোনও প্রকার ক্ষতি না হয় তজ্জন্য সচেতন থাকিবেন।

৭৩। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থগণ কখনও লৌকিক শিষ্টাচার লঙ্ঘন হইবে বলিয়া শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের বিরোধিগণের সহিত সম্ভাষণাদি করেন না। বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর সহিত কোনও প্রকার সম্ভাষণ করিব না,—এ বিষয়ে যাঁহার সুদৃঢ়তা নাই, তাঁহার শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতি একদিকে যেমন প্রীতির অত্যন্ত অভাব, অপরদিকে নিজের প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা বা লোকপ্রিয়তা-অর্জ্জনের স্পৃহা প্রচ্ছন্নভাবে হৃদয়কে আক্রমণ করিয়াছে। গুরুবৈষ্ণববিদ্বেষী ব্যক্তি যদি নিজে যাচক হইয়া নমস্কারাদি সম্ভাষণ করে, অথচ আমাদের নিত্য-আরাধ্য বস্তু শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিন্দা বা অংশলাবশতঃ তাহাদের নির্ম্মল, সুপবিত্র বৈষ্ণবচরিত্রে কলঙ্কারোপ প্রভৃতি করিয়া থাকে, তবে সেইরূপ ব্যক্তিকে প্রতিনমস্কারাদিদ্বারা সম্ভাষণাদি করিতে হইবে না। ইহাতে সৎসাহসের অভাব হইলে নিজেকেও সেই অপরাধে পতিত হইতে হইবে। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্ত সর্ব্বদা সৎসাহসী—সেবাধীর।

জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ, কৃষ্ণ নাহি পায়॥

—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্য গৃহত্যাগী ভক্তগণকে লক্ষ্য করিয়া কথিত হইলেও উহা গৃহস্থের পক্ষেও প্রযোজ্য। আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গৃহস্থ নিজ পত্নীকে তাঁহার ভোগ্যবস্তু জ্ঞান ও তাঁহার ইন্দ্রিয়-তর্পণের সামগ্রী-পরবরাহকারী মনে করিয়া যে যে বস্তুতে জিহ্বার তর্পণ হয়, সেইসকল বস্তু পত্নীর দ্বারা রন্ধন বা নির্ম্মাণ করাইয়া নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিবেন না। উহা শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণকেই যত্নের সহিত প্রদান করিবেন; তাহা হইলে তাঁহার জিহ্বা-লাম্পট্য বিদূরিত হইবে ও বৈষ্ণবের কৃপায় কৃষ্ণ-নামে রুচি হইবে। বিচিত্র মহাপ্রসাদ-বিশেষে কখনই ভোগবুদ্ধি করিতে হইবে না। শ্রীল প্রভুপাদের উচ্ছিষ্ট-ভোজনকালে উৎকৃষ্ট সামগ্রীসমূহ নিজে গ্রহণ করিবার পিপাসা হইলে প্রসাদে ভোগবুদ্ধি হইয়া যাইবে,—প্রসাদ বা মায়া জয় হইবে না।

৭৪। পরমহংসবর শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম বা বৈষ্ণবগণকে বা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কাহিনী, ছানার ডালনা কিম্বা কোন বিচিত্র ভোগ্য-সামগ্রী প্রদান করা হইয়াছে, ইহা মঠ হইতে দেখিয়া আসিয়া উহা নিজের গৃহে পত্নীদ্বারা প্রস্তুত করাইয়া নিজে উপভোগ করিবার অভিলাষ উদিত হইলে তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ বৈষ্ণবগুরুকেই উহা সম্পূর্ণভাবে প্রদান করিতে হইবে।

১৬। গৃহস্থ-ভক্তগণের ঘরে থাকিয়া স্বেচ্ছামত আহার-বিহারাদি করিবার সুযোগ আছে বলিয়া যাহা ইন্দ্রিয়ের রুচিকর, সেইরূপ বস্তুর অনুসন্ধান করিবার চিত্তবৃত্তি কাহারও মধ্যে থাকিলে তাহার কোনও দিন বিষয়াসক্তি ও ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব হইতে মুক্তি হইবে না। আসক্তির বস্তুমাত্রকেই শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবে অর্পণের কথা শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু উপদেশ করিয়াছেন।

১৭। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ কেবল ভূরি-ভোজনকে মহোৎসব মনে করেন না। তিনি শ্রীনাম—গোকুল-মহোৎসবকেই অর্থাৎ শ্রীহরিনামপ্রভুর তর্পণোৎসব বা শ্রীহরি-কথা-কীর্ত্তনোৎসবকেই মহামহোৎসব বলিয়া জানেন। আমাদিগকে মহোৎসবে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই, সুতরাং আমরা কেন মঠে যাইব, বা কেন মঠে ভিক্ষা দিব?—এইরূপ বিচার অত্যন্ত কু-বিষয়াসক্ত গৃহব্রতের বিচার। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ হরিকথা-শ্রবণের জন্য মঠবাসিগণের দ্বারা নিমন্ত্রিত হইবার অপেক্ষায় থাকেন না। যাঁহারা মঠের উৎসবকে সামাজিক ভূরি-ভোজনোৎসব মনে করেন, তাঁহারাই নিমন্ত্রণাদির ছল উঠাইয়া থাকেন।

১৮। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থকে মঠবাসিগণ নিমন্ত্রণ করিয়া সামাজিক কুটুম্ব বা অতিথির ন্যায় মঠে আনয়ন করেন না। আর গৃহস্থগণও কেবল শরীর প্রদর্শন করিবার জন্য বা বেশভূষায় বিভূষিত স্ত্রীপুত্রাদি আত্মীয়স্বজনকে ভূরি-ভোজনের সুযোগ দিবার বা সামাজিকতা করিবার জন্য মহোৎসবে মঠের আগন্তুক হন না। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ শ্রীনাম-প্রভুর প্রচারের আনুকূল্যে সর্ব্বপ্রকার আর্থিক, শারীরিক সেবা অযাচিতভাবে বরণ করিয়া থাকেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও কৃপণতা করেন না। তাঁহারা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীমুখ-বিগলিত শ্রীহরিকথামৃত ও সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের উচ্ছিষ্টের এক কণিকা মহাপ্রসাদ সর্ব্বশেষে মস্তকে গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ বোধ করেন। যদি বৈষ্ণবগণ কৃপা করিয়া আরও মহাপ্রসাদ প্রদান করেন, তবে তাহা বৈষ্ণব-যুক্ত চিত্তে গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু কখনও স্বপ্নেও এই দুর্ব্বুদ্ধি করেন না যে, মঠবাসিগণ আমাদিগের প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শন করিবেন বা আমাদিগের স্ত্রীপুত্রাদিকে আদর-যত্ন করিয়া উত্তম-উত্তম বিশেষ বিচিত্রতাযুক্ত প্রসাদাদি দিবেন না। যাহাদের প্রসাদে ভোগবুদ্ধি, যাহারা যাহা লাভ করিতে ইচ্ছুক নহে, সেইরূপ আত্মঘাতিগণেরই প্রসাদ-ভোগের দুর্ব্বুদ্ধি হয়।

১৯। কোনও গৃহস্থ নিজের দুর্ব্বলতাবশতঃ শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কথিত শ্রেষ্ঠ ও চরম আদর্শসমূহ পালন করিতে যদি কেবল উত্তরোত্তর দুর্ব্বলতাই প্রকাশ করেন, ঐ দুর্ব্বলতা পরিহারের জন্য সবল, সচেতন, শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের সঙ্গ না করেন, শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে অনুক্ষণ অকপটে আত্মনিবেদন না করেন, তবে তিনি কোনদিনই দুর্ব্বলতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না; বিশেষ যত্ন করিয়া সবল ও সচেতন সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে।

২০। দুর্ব্বলতাবশতঃ যদি কেহ কোনও আদর্শকে খর্ব্ব করিয়া প্রচার করেন বা কোনওরূপে তাহার অপ্রয় দান করেন কিম্বা শ্রীহরি-সেবার শুদ্ধত্ব-সংরক্ষণে গোঁজামিল দেন, তবে কেবল যে নিজে অধঃপতিত হইবেন, তাহা নহে, অপর ব্যক্তিগণকেও বঞ্চনা করার জন্য তাঁহাকে অধিকতর দায়ী হইতে হইবে। অতএব শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থগণ যাহাতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ সর্ব্বক্ষণ সম্মুখে রাখিয়া তাহার অনুসরণ ও তাহা নিজ-জীবনে আচরণ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে সর্ব্বক্ষণ সচেতন থাকিবেন।

২১। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ কখনও বলেন না যে, তিনি আদর্শ দেখিতে পান না, কাজেই আদর্শের অনুসরণও করিতে পারেন না। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—এই বাক্যানুসারে শ্রীভগবান্ অজ্ঞানিগণীর নিকট অজ্ঞানিলাষের আদর্শ, বিদ্ধ ও মিশ্র ভক্তিযাজীর নিকট তদ্রূপ আদর্শ এবং অজ্ঞানিলাষরহিত একান্ত সত্যা-শ্রিতাগণের নিকট তদুপযোগী আদর্শ নিশ্চয়ই প্রকট করেন। ইহা চন্দ্র-সূর্য্যের অস্তিত্ব হইতেও অধিকতর বাস্তব সত্য। যে মুহূর্ত্তে আমরা অকপটভাবে সত্যের অনুশীলন করিতে চাই, সেই মুহূর্ত্তেই নির্ম্মল সত্য আদর্শরূপে আমাদের নিকট অবতীর্ণ হন। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ সেই নির্ম্মল সত্যের অবতারের জন্য সর্ব্বদাই কৃপা প্রার্থনা করেন।

২২। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বিচার-স্রোত অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় সর্ব্বদা প্রবাহিত; তাঁহার সমগ্র জীবনকে সেই বিচার আত্মসাৎ করিয়াছে। যখনই হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও কোন অজ্ঞানিলাষ দূর হইতে উঁকি মারিতে চেষ্টা করে, তখনই

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের বিচার-ধারায় অবস্থিত সেই ভক্ত তাহা ধরিয়া ফেলেন এবং হৃদয় হইতে তৎক্ষণাৎ তাহা শ্রীবৈষ্ণবের শাসন-সিদ্ধান্তবাণীরূপ কৃপা-পাদুকার সহায়ের দ্বারা প্রত্যেক সহিত বিতাড়িত করিয়া দেন। [ক্রমশঃ]

শ্রীশ্রীব্যাসপূজার উপায়ন-সম্ভার

শ্রীশ্রীমদনগোপাল্লুপ্রবর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সপ্তষষ্টিবপূর্তি-আবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে তদীয় মনোহভীষ্টসম্পাদক ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোরী-পুরী-গোস্বামিপ্রভুর শুদ্ধ-সেবকবর্গের শ্রীব্যাসপূজার যে-সকল সংকীর্তন-উপায়ন চান করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী গ্রন্থ ও পত্রিকাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১। শ্রীশ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকরপ্রভু-প্রণীত **"Erotic Principle and Unalloyed Devotion"**-নামক পুস্তকের নব-সংস্করণ মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের লিখিত 'ভূমিকা' ও নূতন-সংস্করণ-প্রকাশক শ্রীলক্ষ্মণগুরুজন্ ভক্তবান্ধব এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের লিখিত 'গ্রন্থকারের পরিচয়' সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থটী পাঠ করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শতমুখে ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং বহু উল্লাসভরে ইহা গ্রন্থাকারে প্রচারের আদেশ ও কৃপা-পূর্ব্বক ইহার একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত যুক্তিবাদী, পণ্ডিতম্মন্য যে-সকল ব্যক্তি অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণলীলাকে অশ্লীল মনে করিয়া থাকে, অথবা প্রাকৃতসাহজিক-সম্প্রদায় যে অপ্রাকৃতলীলাকে কোনপ্রকারে স্পর্শ করিতে না পারিয়া কাচতা ও-সংরক্ষিত মধু পান করিবার ধৃষ্টতা-প্রদর্শনকারী মূর্খ মধুপের ন্যায় বঞ্চিত হয়, এই উভয় শ্রেণীর ব্যক্তির দুর্দশা ও অপ্রাকৃত রসিক-ভাবুক-কুলের আস্বাদ্য সেবানন্দ ও অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণলীলা-মাধুরীর চমৎকারিতার কথা পাশ্চাত্য-শিক্ষার শিখরদেশে সমাসীন আচার্যবান্ পূর্ণ-শরণাগত ভাগবতবরের লেখনীর দ্বারা ইংরেজী-ভাষায় সুনৈপুণ্যের সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণে পার্শ্ব-টীকা প্রভৃতি সংযুক্ত এবং গ্রন্থের আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হওয়ায় বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এই গ্রন্থটী একাধারে শ্রীল ভক্তিসুধাকরপ্রভুর শ্রীব্যাস-পূজার অঞ্জলি ও তাঁহার প্রথম-বার্ষিক বিরহ-স্মৃতির উদ্দীপক বস্তু হইয়াছে।

২। **শ্রীচৈতন্যদেব** (৩য় সংস্করণ)—শ্রীব্যাস-পূজার উপায়নরূপে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-মহোদয়-বিরচিত 'শ্রীচৈতন্যদেব'-গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তৃতীয় সংস্করণে বহু স্থান পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও মহাবদান্যতার কথা দুইটী পৃথক্ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি ১০২টি অধ্যায়ে ৯৮৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রাচীনতম তুলাপা দুইটী মানচিত্র—যাহা ওলন্দাজ বণিক্‌গণের নেতা ভেন্ ডেন্ ব্রুক্ ও ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মিঃ ভন্ বর্ণটন্ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যাহা লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ও ব্রিটিশ এ্যাড্‌মিরেল্‌টি-অফিসে সংরক্ষিত ছিল, সেই দুইটী মানচিত্র, ভল্‌গুয়েলের মানচিত্র ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অঙ্কিত শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের প্রাচীন মানচিত্র এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

৩। **শ্রীসচ্চিদানন্দ-বাণী**—শ্রীব্যাসপূজার উপায়ন-রূপে কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে 'শ্রীসচ্চিদানন্দ-গ্রন্থ-মালা'র দ্বিতীয় খণ্ডরূপে উৎকল-ভাষায় এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশক—শ্রীবক্তিশেখর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী। এই গ্রন্থে 'প্রকাশকের নিবেদনে' শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান শ্রীআচার্যপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী মহারাজের এই বাণী প্রকাশিত হইয়াছে,—"মানবজাতির জন্য এরূপ করুণা কি আর কেহ করিয়াছেন? জীবের দুঃখের জন্য এরূপ ব্যথিত আর কে হইয়াছেন? শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কি লীলাগ্রন্থ, কি রীতি-গ্রন্থ, কি সমালোচনামূলক গ্রন্থ, কি সিদ্ধান্ত ও তত্ত্বমূলক গ্রন্থসমূহের প্রকটন-কার্য্য—সমগ্র

বিশ্ববাসী কলিহত মানবজাতির প্রতি ঠাকুরের অনর্পিতচরী দয়ার অবিনশ্বর সাক্ষ্যরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।"

গ্রন্থটী ১৪টী প্রসঙ্গে বিভক্ত—প্রথম প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সংক্ষিপ্ত চরিত, দ্বিতীয় প্রসঙ্গে ধামাপরাধ, তৃতীয় প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকটলীলাধিষ্ঠানের কথা, চতুর্থে শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী, তন্মধ্যে ১৪০টী প্রশ্ন ও শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায় উত্তর, পঞ্চমে অভক্তিপর মতবাদ-নিরাস-কল্পে শ্রীশ্রীল ঠাকুরের কথিত ৩০টী শুদ্ধভক্তিবিরোধী মতবাদের উল্লেখ, ষষ্ঠে শ্রীশ্রীল ঠাকুরের রচিত 'দশমূলশিক্ষা', সপ্তমে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রীচণ্ডীদাস ও শ্রীবিদ্যাপতির পদাবলী ও শ্রীরামরায়ের নাটকগীতি—এই রসগ্রন্থপঞ্চক-পাঠের অধিকারনির্ণয়বিষয়ে শ্রীশ্রীল ঠাকুরের সিদ্ধান্ত, অষ্টমে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কথিত দ্বাদশটী মানব-হৃদয়োত্থ স্বাভাবিক জ্ঞান, নবমে শ্রীসচ্চিদানন্দবাহুবৃত্তি বা 'তত্ত্ববিবেক'-গ্রন্থধৃত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-দর্শনের তুলনামূলক বিচার ও আলোচনা, দশমে শ্রীল ঠাকুরের রচিত 'প্রেমপ্রদীপ'-উপন্যাসের শুদ্ধভক্তিবিষয়ক বিভিন্ন প্রসঙ্গ, একাদশে জড়বিজ্ঞান ও সভ্যতামূলক প্রসঙ্গ (শ্রীল ঠাকুরের 'জৈবধর্ম্ম' হইতে গৃহীত), দ্বাদশে শ্রীভক্তিবিনোদ-গ্রন্থাবলীর আলোচনা, ত্রয়োদশে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত বিবিধ ভাষ্য ও অনুবাদ-সম্বন্ধে আলোচনা, চতুর্দ্দশে 'বিজ্ঞপ্তি'-শীর্ষক প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত শ্রীনামতত্ত্ব-সম্বন্ধে সঙ্গীত উদ্ধার করিয়া গ্রন্থের সমাপ্তি হইয়াছে।

উৎকল ভাষায় এজাতীয় গ্রন্থ আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। আশা করা যায়, এই গ্রন্থ উৎকল পারমার্থিক সাহিত্যে নবযুগের সূচনা করিবে; কেবল তাহাই নহে, শ্রীচৈতন্যদেব ও শুদ্ধভক্তি-সম্বন্ধে ভ্রান্ত ও বিকৃত মতসমূহও শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাণী ও শিক্ষা-সম্পুটিত এই গ্রন্থাবতারের কৃপায় বিদূরিত হইবে। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসদেব। শ্রীব্যাসপূজাবাসরে আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশে এই গ্রন্থের আবির্ভাব বিবসংবর্ষের যুগে ভুবনমঙ্গলের সূচনা ও শ্রীব্যাসের আরতি সম্পাদন করিয়াছে, সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ ১২৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহাতে শ্রীগুরুবর্গের কয়েকটী আলেখ্য এবং শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীযোগপীঠের আলেখ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে।

৪। শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা "ভাগবত" মাসিক পত্র। সম্পাদক—শ্রীকমলবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ। পত্র-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। 'ভাগবত'-পত্রের সপ্তম বর্ষের প্রথম সংখ্যা শ্রীশ্রীব্যাসপূজাবাসরে প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রণতি, বর্ষারম্ভ, শ্রীব্যাসপূজা, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, অর্জ্জুন ও একলব্য, আশ্রয় ও বিষয়বিগ্রহ-শীর্ষক কয়েকটী তথ্যসিদ্ধান্তপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য সংযুক্ত হইয়াছে। 'ভাগবত'-পত্র প্রথমে শ্রীনৈমিষারণ্য হইতে প্রকাশিত হয়। এই পত্রের মলাটপটে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের তাঁহার পরমপ্রিয় এই শ্লোকটী লিখিয়া দিয়াছিলেন,—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত শ্রীঅধোক্ষজে শুদ্ধভক্তিযোগের বার্ত্তা-সম্পুটিত 'শ্রীভাগবত'-পত্র শ্রীগৌরসুন্দরের শীক্ষালীলাক্ষেত্র ও বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সংরক্ষক শ্রীআচার্য্য-শিরোমণির সন্ন্যাসলীলাক্ষেত্র শ্রীনবদ্বীপ ধাম হইতে পুনঃপ্রকাশিত হওয়ায়, হিন্দী-ভাষাবিৎ ভারতের লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির মহোপকার সাধিত হইবে। বর্ত্তমান যুগে হিন্দী-ভাষা সমগ্র ভারতের *Lingua franca* রূপে পরিণত হইয়াছে। এই ভাষায় অধোক্ষজ শ্রীভাগবত-ধর্ম্মের বহুল প্রচার আবশ্যক।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

(সংবাদ-দাতার প্রেরিত বিবরণ, ৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৪৭)

অদ্য শ্রীশ্রীব্যাসপূজাবাসর : প্রাতঃকালে শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক শ্রীশ্রীআচার্যবর্য্য শ্রীশ্রীভক্তিসৌরাঙ্গ-মনোঽভীষ্ট-পরিপূরক পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী ঠাকুর ও ত্রিদণ্ডিগোস্বামী পরমারাধ্য শ্রীল তীর্থ মহারাজ শ্রীধামবাসী বহু ভক্ত ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে একটী বিরাট্ নগর-সংকীর্তন-শোভাযাত্রা রচনা করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীযোগপীঠ ও শ্রীমুরারিগুপ্তের ভবন পরিক্রমা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্তন করেন। বেলা প্রায় ১১টার সময় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেব, শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ও সমবেত পুরুষ ও মহিলা ভক্তবৃন্দ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীসমাধিমন্দিরে উপস্থিত হইয়া আর্ত্তিভরে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গদণ্ডবৎপ্রণতি বিধান করেন। শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের কৃপাদেশানুসারে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণন্যায়তীর্থ প্রভু 'শ্রীগুরুচরণপদ্ম', 'শ্রীদশমূল', 'নিতাইপদকমল', 'শ্রীরূপমঞ্জরীপদ'—এই মহাজন-পদসমূহ যথাক্রমে কীর্তন করেন।

শ্রীশ্রীল আচার্যদেব সভায় উপস্থিত হইয়া শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা 'গৌড়ীয়' হস্তে যথোপযুক্তভাবে স্বয়ং সর্বলোকশিক্ষক ও সর্বনিয়ামক জগদ্গুরু হইয়াও লোকশিক্ষার্থ অতিমর্ত্য দৈন্যভরে 'বৈষ্ণবগণের আদেশেই তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে অঞ্জলি প্রদান করিতেছেন',—এইরূপ বলিয়া উক্ত 'গৌড়ীয়' শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীকরকমলে অর্পণ করেন এবং শ্রীব্যাসপূজাসংখ্যা 'গৌড়ীয়ে'র প্রথম হইতে শেষপর্য্যন্ত অতিশয় আবেগভরে দেড় ঘণ্টারও অধিক কাল পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বিভিন্নস্থান হইতে প্রাপ্ত গ্রন্থ ও পত্রিকাদিও শ্রীল আচার্যদেব 'শ্রীবৈষ্ণবগণের কৃপাদেশ-পালনপূর্বক শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে পৌঁছাইয়া দিতেছেন' বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদের করকমলে অর্পণ করেন। তৎপরে শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের কৃপাদেশানুসারে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে পুষ্পমাল্য ও শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। তদনন্তর শ্রীশ্রীল আচার্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া সকলকে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি-প্রদানের কৃপাদেশ করেন; তদনুসারে ও তাঁহার আনুগত্যে সকলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন। সমবেত ভক্তাবন্ত আবালবৃদ্ধবনিতাকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছে।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর পুনরায় শ্রীঅধিষ্ঠানরূপ-নাট্যমন্দিরে একটী বৈষ্ণবসভার অধিবেশন হয়। শ্রীশ্রীল আচার্যদেব সেই সভায় কৃপাপূর্বক উপস্থিত হইয়া শ্রীহরিকথা কীর্তন করেন। তদনবধিচ্ছা হইলে পরে উহা প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ সপার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত গুণমহিমার কথা কীর্তন করিয়া শ্রীব্যাসপূজার তাৎপর্য্য সকলকে বুঝাইয়া দেন।

শ্রীগৌরনিজজন শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রচারের প্রথম হইতে শেষপর্য্যন্ত উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস প্রভৃতি ছয়প্রকার লক্ষণের দ্বারাই তাঁহার প্রাণের একটী কথা ব্যক্ত করিয়াছেন—'অধোক্ষজসেবা'। শ্রীব্রহ্ম হইতে আরম্ভ-করার মধ্যে এই 'অধোক্ষজে'র কথা থাকিলেও এবং শ্রীমদ্ভাগবতে এই 'অধোক্ষজ'-শব্দের বহু প্রয়োগ দৃষ্ট হইলেও শ্রীল প্রভুপাদের ন্যায় আর কোন আচার্যই ঐ শব্দটীর উপর এত জোর দেন নাই। তর্কযুগের বিরূপপ্রস্ত প্রত্যক্ষবাদী আধ্যক্ষিক জীবগণকে স্বরূপের বৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদের নিত্য-মঙ্গল-বিধানের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রকটলীলার শেষপর্য্যন্ত এই 'অধোক্ষজ'-শব্দের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এইপ্রকার প্রচারের ফলে ১৩৪১ সালে শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দিরে স্বয়ম্ভু শ্রীভগবান্ শ্রীঅধোক্ষজ-শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ আবির্ভূত হইয়াছেন। 'অ' হইতে 'ক্ষ'-পর্য্যন্ত পৃথিবীর মানবজাতির যত প্রকার বিরুদ্ধ-

চিন্তাস্রোত, মতবাদ প্রভৃতি আছে,—সে সমস্তকে তিরস্কৃত ও অস্বিকৃত করিয়া যে 'অধোক্ষজ' ও 'অপ্রাকৃত' বস্তু, তাহার দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদ মানবজাতির চিত্তবৃত্তিকে বাস্তবসত্যের অনুসন্ধানে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অতিবড় পামরীও শ্রীল প্রভুপাদের ঐশ্বর্য্য-দর্শনে শ্রীল প্রভুপাদকে 'ঈশ্বর'-জ্ঞান করিতে বাধ্য হইত। ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব কোথায়?—

"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া।
(ভাঃ ১১।১৭।৬)

ঈশ্বর এই গুণজাত জগতে থাকিয়াও প্রকৃতির গুণে মুগ্ধ হন না, ইহাই তাঁহার ঈশিতা।

শ্রীভগানুগবর শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং 'রাধে! জয় জয় মাধব-দয়িতে' ও 'যশোমতীনন্দন'—এই দুইটী পদ কীর্ত্তন করিবার পর মহামন্ত্র-কীর্ত্তনান্তে রাত্রি প্রায় ১১টার সময় সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীব্যাসপূজার পরদিবস শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহোৎসব পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতঃকালে নাট্যমন্দিরে একটি সভায় শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে'র 'শ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলি'-শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর চরিত্র ও মহিমা কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্ণে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সভায় শুভাগমন-পূর্ব্বক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর চরিত্র ও অপরিসীম গুণাবলীর কথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর অননুকরণীয় Transcendental Paradox আচার ও প্রচারে প্রদর্শনের কথা, নিত্যাবস্থান-বাসিসূত্রে শ্রীবলি মহারাজের ন্যায় আত্মবলি, শুদ্ধভক্তির আনুকূল্য-প্রাতিকূল্য-বিচারে সতত সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি-সংরক্ষণ, শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বাত্মনিবেদন, সকলকে মানদান, গৃহব্রত-ধর্ম্ম হইতে উদ্ধারকল্পে অযাচিত সকলকে স্বীয় আচার-প্রচারের দ্বারা দয়া প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের কথা মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় বর্ণন করেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাদেশে শ্রীপাদ অবধূত ভক্তিসর্ব্বস্ব, শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীপাদ শচীনন্দন ভক্তিপ্রমোদ প্রভু ও মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভৃ যথাক্রমে উক্ত সভায় শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন।

কলিকাতায়

শ্রীপাদ ভবমর্দ্দন ভক্তিসৌরভ প্রভু, মহোপদেশক শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিমধুর প্রভু, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীপাদ নন্দবিলোল ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব ও শ্রীভক্তিসুধাকর-বিরহোৎসব সমস্ত দিবস শ্রীহরি-সংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। সমাগত বহু শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ঢাকায়

শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-প্রবণ-সদনে প্রত্যূষে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও গুরুপরম্পরাদি কীর্ত্তনের পর মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীমাল্যভাষ্য, শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও শ্রীভক্তিসন্দর্ভ হইতে শ্রীগুরুমাহাত্ম্যসূচক প্রসঙ্গ পাঠ ও শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম-বার্ষিক শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা 'গৌড়ীয়' হইতে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সেবকগণের অগ্রণীরূপে পতিতপাবনশিরোমণি পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকর্ত্তৃক রচিত 'শ্রীভক্তিপুষ্পাঞ্জলি' ও শ্রীল প্রভুপাদকৃত প্রদত্ত 'প্রতিসন্ধাবণ' পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে শ্রৌতপথের বৈশিষ্ট্য ও শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র-গাথা-কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করেন। অন্যান্য সেবকগণ শ্রীল প্রভুপাদের 'শ্রীবক্তৃতাবলী' 'শ্রীপত্রাবলী' ও 'শ্রীনরত্তী-সংলাপ' প্রভৃতি পাঠ করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর একটী বহতী সভার অধিবেশনে শ্রীপাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভু বক্তৃতামুখে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম-সেবার অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্য, বৈশিষ্ট্য ও শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর আদর্শের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করেন। সমবেত বহু শ্রদ্ধালু ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার যাবতীয় শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠান-সমূহে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে গৌড়ীয়-মিশনের পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীব্যাসপূজা ও শ্রীভক্তিসুধাকর-বিরহ-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

THE GAUDIYA MISSION

(Registered under Act XXI of 1860)

{Gram : 'Gaudiyamath' Calcutta.
{Phone : B. B. 4115.

NOTICE.

The first annual General Meeting of the members of the Gaudiya Mission (Society registered under Act XXI of 1860) will be held at 8 A.M. on Thursday, the 13th March, 1941 (Gaur-Janmotsab-Day) at Sree Chaitanya Math, Sree Mayapur, Nadia.

All members are respectfully requested to be present.

The following subjects will be taken up for consideration.

AGENDA

1. Allegiance and Homage to Srila Acharyadev.
2. Report of the Governing Body.
3. Report regarding the Visva Vaishnab Raj-Sabha.
4. Report regarding the Nabadwip Dham Prachafini Sabha.
5. Accounts.
6. Appointment of Auditor.
7. Working of the Governing Body.
8. Byelaws and Regulations for the administration of the Society.
9. Any other subject that may be transacted at the Congregation.

Sundaranand Vidyavinode

Secretary,

THE GAUDIYA MISSION.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব-সংখ্যা

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

এবমাচার্য্য বিনয়ং ব্যাখ্যাস্যত্যুত্তরং।
নির্বন্ধং দুষ্করঞ্চৈব ত্যক্ত্বা বিদ্যাশ্রুতং মম॥
আত্মতত্ত্বাহি সম্বন্ধমাত্রে
বিদ্যাশ্রুতং সকলি ব্যর্থ।

প্রাপ্তিস্বীকার মূল্য ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য।
পুস্তকাদি পরিচালনা বিষয়ক দ্রষ্টব্য।
শ্রীবিগ্রহের ধারা প্রভৃতি
'বিজ্ঞাপন' বিভাগে দ্রষ্টব্য।

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৮শে ফাল্গুন, ১৩৭৭ ; ৮ই মার্চ্চ, ১৯৭১ | ৩১শ-৩২শ সংখ্যা

"পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্"

শ্রীগৌরশিক্ষার মূলমন্ত্র

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমুখে স্বয়ং জীবকে যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনেরই সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিলাসের কথা গীত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন বিশেষভাবে জয়যুক্ত হউন,—ইহাই 'সংকীর্ত্তনপিতা' শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষার মূলমন্ত্র। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমুখে তাঁহার অবতারের উদ্দেশ্য বলিয়াছেন,—

সংকীর্ত্তন-আরম্ভে আমার অবতার।
করিমু সর্ব্বদেশে কীর্ত্তন প্রচার॥

(চৈঃ ভাঃ আ ৫।১৪১)

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টস্থাপকের কৃত্য

সর্ব্বদেশে কীর্ত্তন প্রচার করিয়া সর্ব্বজীবের নিত্যোপকার সাধন করাই শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট। সেই শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট যিনি ভূতলে সংস্থাপন করেন তিনি শ্রীরূপের অনুসরণে 'শ্রীগুরুদেব'। শ্রীস্বরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীজীব, শ্রীল কবিরাজ, শ্রীল নরোত্তম, শ্রীল বিশ্বনাথ, শ্রীল বলদেব, শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রভৃতি শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্রবৃন্দগণ এই শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট ভূতলে স্থাপনকল্পে সর্ব্বক্ষণই হরিকীর্ত্তন করিয়াছেন।

এজন্যই শ্রীগৌরনিজজন শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

"শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজনগণের আর কোন কর্ত্তব্য নাই,—কেবল মহাবদান্যের কৃষ্ণপ্রেম প্রদানের পন্থা লইয়া দ্বারে দ্বারে বিতরণ।" (পত্রাবলী ২য় খণ্ড ১১৪ পৃঃ)

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উপাস্য

শ্রীগৌরসুন্দর শিক্ষা দিয়াছেন,—"পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্" আর শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী শিক্ষা দিয়াছেন,—"মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে লিখিত **'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্'ই গৌড়ীয়মঠের একমাত্র উপাস্য।**"

(পত্রাবলী ৩য় খণ্ড ৩৮ পৃঃ)

মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ ও মহার্চ্চন

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

হরির কীর্ত্তন হ'লে সমস্ত কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয়। সত্যযুগে ধ্যানের কথা বর্ণিত আছে। বর্ত্তমান কলিকালে বিক্ষিপ্ত মনে ধ্যানের কথা পালিত হ'তে পারে না; এজন্য মহাধ্যানের কথা বর্ণিত হ'য়েছে। হরিকীর্ত্তন—মহাধ্যান। কৃতযুগে স্বল্প ধ্যানের কথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু তা'তে ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন হ'ত না; এজন্য কলিকালে মহাধ্যান। ধ্যানে দোষ প্রবেশ করেছিল ব'লে ত্রেতায় যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হ'য়েছিল। এজন্য কলিতে **মহাযজ্ঞ**—সংকীর্ত্তনের বিধি। যজ্ঞে দোষ আরোপিত হওয়ায় দ্বাপরে অর্চ্চনবিধি প্রবর্ত্তিত হ'ল। **কলিতে মহা-অর্চ্চন-বিধি। মহা-অর্চ্চন-শ্রীনাম-কীর্ত্তন।** সমস্ত চিকিৎসায় নিরাশ হ'য়ে অন্তিম-কালে যেমন অত্যন্ত মুমূর্ষু রোগীকে বিষবড়ি খাইয়ে দেয়—তা'তে খুব শক্তি (Potency) আছে ব'লে,—সেরূপ কলি-কালে জীবের দুর্দ্দশার চরম দেখে শ্রীনাম-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হ'য়েছে। শ্রীনাম-কীর্ত্তনে সর্ব্বশক্তি সমর্পিত হ'য়েছে—সকল শক্তি পূর্ণ মাত্রায় আছে। **কীর্ত্তনই—মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ, মহার্চ্চন। কৃষ্ণের ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চ্চন—সাধারণ মাত্র। কৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ মহাধ্যানে, মহাযজ্ঞে, মহা-র্চ্চনে তত্তদ্বিষয়ের পরিপূর্ণতা।** যখনই মানুষের বিচার এসে উপস্থিত হয় যে, সত্য হ'তে বিচ্যুত হ'য়েছি, তখনই যজ্ঞ ক'রবার অবকাশ হয়। শ্রীনামভজনেই মহার্চ্চন, মহাযজ্ঞ, মহাধ্যান। মহাধ্যানে অন্তমনস্ক হওয়া উচিত নয়। যখনই অন্তমনস্ক হ'ব, তখন বল্‌ব,—সত্যযুগে ফিরে যাই; কিন্তু এখন যে কলিযুগ। সুমেধোগণ এই মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ ও মহার্চ্চন করেন, আর কুমেধোগণ অন্যান্য পথ স্বীকার করেন, তা'তে তাঁ'দের মঙ্গল-লাভ হয় না।" (শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা, শ্রীধামমায়াপুর, ২৪শে মাঘ, ১৩৩৭, গৌড়ীয় ৯ম খণ্ড ৪০শ সংখ্যা ৬৬২ পৃঃ)

কীর্ত্তনেরই মুখ্যতা

'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্'ই শ্রীগৌড়ীয়মঠের উপাস্য। ইহাই প্রকৃত সনাতন শ্রীগৌরসুন্দরের আরাধনা। শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত এই,—

"শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। **শ্রীগৌড়ীয়-মঠে কীর্ত্তনের অনুগত অর্চ্চন;** কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া অর্চ্চনের আদর্শ নাই। **শ্রীগৌড়ীয়মঠের সকল আচার প্রচারই শ্রীচৈতন্যকীর্ত্তন-বিস্তারের জন্য।** যে মঠ বা মন্দির হরিকীর্ত্তনের কেন্দ্র, নিষ্কপট হরিকীর্ত্তনকারীর আবাসস্থলী নহে, তাহাতে আপাততঃ অর্চ্চনের ঘটা থাকিলেও তাহা অচিরেই প্রাণহীন বস্তু হইয়া পড়ে। **হরি-কীর্ত্তনই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রাণবস্তু—ইহা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সমস্ত চেষ্টায় প্রতিফলিত।** শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রদর্শনী, শ্রীগৌড়ীয়মঠের আনুকূল্য-সংগ্রহ, শ্রীগৌড়ীয়মঠের গ্রন্থ-প্রচার, সাময়িকপত্র-প্রচার, শ্রীগৌড়ীয়-মঠের আপাত-দর্শনে গৌণী-প্রতিষ্ঠা বিষয়-চেষ্টা—**সকলই সাক্ষাৎ হরিকীর্ত্তনকে 'কেন্দ্র' করিয়া অবস্থিত।**

শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূলমন্ত্র

অসৎসঙ্গ অর্থাৎ হরিকীর্ত্তনের বিদ্বেষীর সঙ্গ পরিত্যাগ-রূপ উপেক্ষা এবং অজ্ঞতাক্রমে হরিকীর্ত্তনবিরোধী হইলে প্রকৃত বিষয় শ্রবণ করাইয়া তাহাদিগকে কৃপা, নিষ্কপট হরি-কীর্ত্তনকারিগণের সঙ্গে মিত্রতা, হরিকীর্ত্তন-গুরু মহাভাগবত আচার্য্যের কীর্ত্তন-প্রবণেচ্ছারূপ শুশ্রূষাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূলমন্ত্র। "(শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা—কে কিরূপ বুঝিয়াছি ?" গৌড়ীয় ১১শ খঃ ৪র্থ সং ৬১ পৃঃ)

অর্চ্চন ও কীর্ত্তন

ইংরেজী ১৯২৭ সালের ১৬ই অক্টোবর অর্থাৎ প্রায় চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌরজন শ্রীল প্রভুপাদ জয়পুরে অবস্থানকালে প্রসিদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের অনুগত

গীলগড়ের জমিদারবর শ্রীমান্ ঠাকুর সাহেব কুশল সিংজীর সহিত শ্রীমদ্ভাগবতপ্রভুর শিক্ষানুসারে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভজন বা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংকীর্ত্তন প্রচারের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। ইহা গৌড়ীয় ৬ষ্ঠ বর্ষ ১৩শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

"কুশলসিংজী বলিলেন,—নববিধ ভক্তির প্রত্যেকটীই সমমর্য্যাদায় গণিত ; সুতরাং স্ব স্ব রুচি অনুসারে কেহ অর্চ্চন-তৎপর, কেহ বা কীর্ত্তনাদি তৎপর। কেবল কীর্ত্তনকেই শ্রেষ্ঠ বলা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ?

শ্রীল প্রভুপাদ তখন শ্রীমদ্ভাগবত-প্রোক্ত শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়া বলিলেন,—

'অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ।'

(ভাঃ ১১।২।৪৭)

যিনি লৌকিকী শ্রদ্ধা অনুসারে অর্চ্চা মূর্ত্তিতে হরিপূজার চেষ্টা করেন, কিন্তু হরিভক্ত এবং হরির অধিষ্ঠানস্বরূপ অন্য জীবকে শ্রদ্ধা ও দয়া করেন না তিনি 'প্রাকৃত ভক্ত'—শুদ্ধভক্ত নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

যিনি এই মূলশরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্ববুদ্ধি, মৃন্ময়াদি অস্থায়ীবস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি এবং জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতা, পূজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোনটীই করেন না, তিনি গো-খরবাহী গর্দ্দভ অর্থাৎ অতিশয় নির্ব্বোধ।

"অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্॥"

(ভাঃ ৩।২৯।২১)

"যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥"

(ভাঃ ৩।২৯।২৩)

আমি অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বদাই, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসাদি প্রাণ-বৃত্তিহীন (সুপ্ত-চেতন) ভগবদ্বিমুখ জীব হইতে আরম্ভ করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণকারী (উদ্বুদ্ধ ও অনাবৃত চেতন) জীব পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিত। যে মর্ত্যবাসী মানব প্রাণিসমূহে আমার অধিষ্ঠান দর্শন অর্থাৎ কার্য্-বুদ্ধির অভাবে আমারই অবজ্ঞাপূর্ব্বক (প্রাকৃত বুদ্ধিতে) আমার অর্চ্চামূর্ত্তি প্রতিমাদি পূজা করে, সে উহার বিড়ম্বনা অর্থাৎ অবজ্ঞাই করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি "এই প্রতিমাটী প্রস্তরময়ী, এটী কাষ্ঠময়ী"—এরূপ মূঢ়বুদ্ধি-প্রযুক্ত সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান পরমাত্মা ঈশ্বর-স্বরূপ আমাকে ত্যাগ করিয়া কেবল লৌকিক-রীতি-দৃষ্টিতে আমার অর্চ্চামূর্ত্তির পূজা করে, সে ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদান করে মাত্র, অর্থাৎ তাহার তাদৃশ অর্চ্চনার কোন ফলোদয় হয় না।

"বহূপৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নিঃশমপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নি-সূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥"

(ভাঃ ৫।১২।১২)

হে রহূগণ! মহাজনের পদরজে অভিষেক ব্যতীত 'ভগবদ্ভক্তি' তপস্যা দ্বারা, বৈদিক অর্চ্চনাদির দ্বারা, সন্ন্যাস-পালন দ্বারা, গার্হস্থ্যধর্ম্ম-পালন দ্বারা, বেদ-পাঠ দ্বারা অথবা জলাগ্নি-সূর্য্যের দ্বারা কখনও লভ্য হয় না।

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্য প্রকাশক যে সকল শুদ্ধভক্ত-বর্গের প্রীতি-উৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যা নিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ আমাতে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমান্ কুশলসিংজী বলিলেন,—"তাহা হইলে কি আপনারা শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন স্বীকার করেন না ?" প্রভুপাদ তদুত্তরে বলিলেন,—"প্রাকৃত ভক্ত কেবল লৌকিক রীতিতে ভগবানের অর্চ্চার পূজার চেষ্টা প্রদর্শন করেন মাত্র। তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবানের নিকট পর্য্যন্ত পৌঁছে না, প্রাকৃত ভক্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম অভিমান পরিচরণ করেন বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে জ্ঞানকর্ম্ম-মিশ্র-ভাব বর্ত্তমান থাকে। দিব্যজ্ঞান-লাভের অভাবে তাহা দূরীভূত

হয় না, তাহাতেই শুদ্ধ অর্চ্চন হয় না। শ্রীগুরুদেবের দ্বারা পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই সংযত হইয়া অবশ্য অর্চ্চন করিবেন; বিশেষতঃ যে-সকল গৃহস্থ সম্পত্তিশালী তাঁহাদের পক্ষে অর্চ্চনমার্গই মুখ্যভাবে বিহিত। তাঁহারা যদি নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভজনের ন্যায় কেবলমাত্র শ্রবণাদি বিষয়েই আসক্ত থাকেন, তাহা হইলে তাদৃশ সম্পত্তিশালী গৃহস্থের পক্ষে বিড়ম্বনাবশে দোষ প্রতিপন্ন হইবে।

শ্রীল ভক্তি সোম্বামিপাদ বলেন,—অর্চ্চনাদি যাবতীয় ভক্তাঙ্গই কীর্ত্তন-সহযোগে সাধিত হওয়া কর্ত্তব্য। 'তাৎ কর্ম্মাদি কৃষ্ণীত'—এই শ্লোক হইতেও শুদ্ধার্চ্চনকারী (শুদ্ধভাবে অর্চ্চন করিতে গিয়া) অর্চ্চাবিগ্রহকে পরিত্যাগ করিবেন না—ইহাই বলা হইয়াছে। কনিষ্ঠাধিকারগত নিষ্ঠার ভক্তিরাজ্যে অর্চ্চনের ব্যবস্থা আছে।"

শ্রীরূপ-সনাতন ও অর্চ্চন

শ্রীমান্ কুলসিংহ প্রভুপাদের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"শ্রীরূপ-সনাতনাদি ত' অর্চ্চন করিয়াছেন।" শ্রীল প্রভুপাদ উত্তরে বলিলেন,—"শ্রীরূপ-সনাতনাদি 'অর্চ্চন' করেন নাই। শ্রীল সনাতন প্রভু বলেন,—

'জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
বিরমিত-নিজধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদিযত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥'

শ্রীল রূপপ্রভু বলেন,—

'নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালা-দ্যুতিনীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥'

[নিখিল বেদের সারভাগ উপনিষৎ-রত্নমালার প্রাভাবিকের দ্বারা তোমার পাদপঙ্কজের সেবনীয়া নীরাজিত হইয়াছে এবং নিবৃত্তকৃষ্ণ মুক্তকুল নিরন্তর তোমার উপাসনা করিতেছেন, অতএব হে হরিনাম, আমি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিতেছি।]

ভজনাঙ্গ অর্চ্চন ও সমগ্র সাধকাদৃ ভজন-সংকীর্ত্তন

নবধাভক্তিমূলে ভজন সম্ভাবিত হইলেও অর্চ্চনাঙ্গের অন্তর্গত হওয়ায় উহাকে 'ভজনাঙ্গ' বলিয়া গৃহীত হয়। 'সমগ্র ভজন ও 'ভজনাঙ্গ' একতাৎপর্য্যাপর নহে। সম্বন্ধজ্ঞানসহ অর্চ্চোর উপাসনায় 'অর্চ্চন' সাধিত হয়। উপচারসহ প্রপঞ্চগত বিচারে মর্য্যাদামূলে ভগবৎসেবা 'অর্চ্চন' নামে অভিহিত। বিপ্রলম্ভ-সেবায় গৌরব-জ্ঞানের প্রখর রশ্মি ক্ষীণপ্রভ প্রতীত হইলেও স্নিগ্ধ কমনীয় চন্দ্রিকালোকের মাধুর্য্যোৎকর্ষ কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। অর্চ্চনে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরগত সম্বন্ধ ন্যূনাধিক বিজড়িত; ভজনরাজ্যে স্থূল ও সূক্ষ্মাতীত শরীরী ভগবানের সাক্ষাদ্ভাবে সেবাহত। সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত ভজনশীলের ইন্দ্রিয়-সমূহের প্রতীতিগতভাব প্রাপঞ্চিক মাত্র নহে; তাহা ভাবনা-পথের অতীত অন্বয়জ্ঞানের সাক্ষাৎ সান্নিধ্যবশে কালাতীত হইয়া অতীন্দ্রিয়-সেবাপর। নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভজনপরায়ণ পুরুষ সংসারমুক্ত হইয়া যখন কৃষ্ণেতর বাসনাবদ্ধ জনসঙ্গ হইতে মুক্ত হন, তখনই তাঁহার অষ্টকাল বা সর্ব্বকাল সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয়। সকল সময়ই সর্ব্বতোভাবে ঐকান্তিক নিষ্ঠাসহ কৃষ্ণভজন বৈষ্ণবেরই সম্ভব। ইতরাশিষ্টায় সার্ব্বকালিক ভজন সম্ভবপর হয় না। লক্ষ্যস্বরূপ ভজনপর বৈষ্ণবগণই অষ্টকালে বা নিরন্তর কৃষ্ণসেবনপর।"

শ্রীরাধাদাস্যাভিলাষিগণের ভজন—নামসংকীর্ত্তন

শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বশেষে বলিলেন, "মহাজনগণ বলেন,—

'পরং শ্রীযুৎপদাম্ভোজ সদা সঙ্গত্যপেক্ষয়া।
নামসংকীর্ত্তনপ্রায়াং বিশুদ্ধাং ভক্তিমাচর॥'

(বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৪৪)

—তুমি যদি শ্রীযুৎ কৃষ্ণপদকমলের অপেক্ষা কর, তবে নামসংকীর্ত্তনবহুলা, কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-বিনির্ম্মুক্তা, বিশুদ্ধা-ভক্তির আচরণ কর।

'যে সর্ব্বনৈরপেক্ষ্যেণ রাধাদাস্যেচ্ছবঃ পরম্।
সংকীর্ত্তয়ন্তি তত্রাথ তাদৃশপ্রিয়তাশয়াঃ॥'

(বৃঃ ভাঃ ২।১।২০)

—যাঁহারা সমস্ত সাধন ও সাধ্যে অপেক্ষারহিত, কেবল মাত্র শ্রীনন্দনগোপালদেবের পরম-মহাপ্রিয়তমা শ্রীবার্ষভানবীদাস্যের অভিলাষী, তাঁহারাই সর্ব্বতোভাবসাধারণী পরমপরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তা অনির্ব্বচনীয়া স্বাভাবিকী প্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীনামচিন্তকের নাম উচ্চৈঃস্বরে সম্যক্ অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইহার দ্বারা রাধাপদাম্ভোজ-

সেবাদাস্যাভিলাষিগণের লক্ষণ বলিলেন, অর্থাৎ তাঁহারা নিরন্তর নামসংকীর্ত্তনপর।"

(গৌড়ীয় ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৬ সংখ্যা ২৪ -২৫০ পৃঃ)

আস্তিকতা ও নাস্তিকতার কষ্টিপাথর

"পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্"ই শ্রীগৌড়ীয়মঠের একমাত্র উপাস্য। কি শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'Harmonist' পত্রে, কি সজ্জনতোষণী-পত্রিকায়, কি গৌড়ীয়, কি নদীয়াপ্রকাশ, কি শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, বক্তৃতাবলী, প্রবন্ধাবলী সর্ব্বত্রই ঐকতানে সেই এক কথা—"পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্"।

Harmonist বলেন,—

There is no other dharma of the Jiva except Kirtan (singing God). To the extent that one disbelieves 'Bhakti' 'devotion' as denoted by Kirtan or the Holy Name—in other words those who think that all wants cannot be fulfilled by Kirtan—to that extent are such people 'nastik' 'atheistical'. The degree of help one gives in the propagation of Bhakti as denoted by Kirtan is the sole measure of one's belief in God. On the otherhand a man is a 'nastik' 'disbeliever' to the extent that he obstructs Kirtan. As the Name has to be taken every moment even while eating or sleeping, as Bhakti denoted by Kirtan is the only dharma of the Jiva, as there is no other dharma except this, where is then time for getting rid of flood or famine or founding hospitals? Those who claiming to be positivists are forgetful of the greatest of all facts viz. death,—those who being fallen, like the blind man led by the blind, under the spell of the enchantress, loiter about like travellers without an objective,—it is such people that have time for work other than Hari-kirtan (singing Hari). All other efforts with the exception of Hari-kirtan are the cause of 'sansar' the worldly sojourn—the road leading not to the East but in the opposite direction; on the other hand all-time Harikirtan is turning away from every other direction to face the East, or journey Home-ward.

The Gaudiya Math is the Missionary of this all-time kirtan.

(Harmonist Vol. 25, June 1927, Page No. 12).

"The 'bhagavaj-jnanam' 'Divine knowledge' associated with 'bhakti' 'devotion' denoted by 'sraban, kirtan' etc. (listening to, singing etc.) is assuredly the unswerving fruit of work that are performed in this world for pleasing God.

—It is this that is the subject of the propaganda of the **Sree Gaudiya Math.**"

(Harmonist Vol. 25, June 1927, Page No. 14).

"Other forms of devotion to God are weak, the devotion denoted by kirtan is strong. Once the protection of the strong 'Bhakti' is secured it gives to Jivas the highest good with little effort on their part. Therefore, by preaching kirtan at all times to induce, by right of the highest kinship, the whole of the Jiva to turn Homeward is true universal love, true help of others, true kindness and the true duty of life. The Gaudiya Math embracing all without exception the inhabitants of the universe, in sadness calling upon all to turn their face towards God to be preachers of this Bhakti denoted by kirtan, says,—

"হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্।"

Ye, the righteous, bidding good-bye to everything from a distance, offer the devotion of your hearts to the Feet of **Chaitanya-chandra.**"

(Harmonist Vol. 25, June 1927, Page No. 15).

হার্ম্মনিষ্ট শব্দের তাৎপর্য্য

'Harmonist' শব্দটীর সহিত 'সংকীর্ত্তন' শব্দের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। 'Harmonist' শব্দের অর্থ 'কীর্ত্তনজ্ঞ', সঙ্গীতজ্ঞ বা ঐকতানজ্ঞ ব্যক্তি। 'Harmony' বলিতে একতানে প্রত্ত বিভিন্নশ্রেণীর শব্দসমূহের সমবায় বা ঐকতান বুঝায়। সংকীর্ত্তনের অর্থও তাহাই। 'Harmonist' বৈষ্ণব অর্থাৎ ঐকতানযুক্ত সংকীর্ত্তনকারী, তাহাই 'শ্রীসজ্জনতোষণী'। এই সংকীর্ত্তন-প্রচারের উদ্দেশ্যেই শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা ও শত শত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই সজ্জনতোষণী সম্বন্ধে তাঁহার সম্পাদকীয় স্তম্ভে বলিয়াছেন,—

কীর্ত্তনবিগ্রহ নামরূপী শ্রীগৌরসুন্দর-আরতিই শ্রীসজ্জনতোষণীর সেবা

"বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাস্থিতা পরমহংসকান্তরা তোষণী সঙ্কীর্ত্তনই কৃষ্ণের প্রকৃষ্ট সেবা জানিয়া বর্দ্ধিতোৎসাহে প্রবল-বেগে স্বীয় প্রাণনাথের অশোক-অভয়-অমৃতময়ী কথা নানা-রাগে নানাছন্দে গাহিয়া কৃষ্ণবিমুখ মানবকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। • • বিষয়-কথার ধার না মিশাইয়া খাঁটী হরিকথা কীর্ত্তনে একমাত্র সজ্জন-তোষণীই ব্যাপৃতা। • • অকল্যাণের কথা—হিংসার কথা তোষণী জানেন না, কাজেই তিনি যাহা কীর্ত্তন করেন, তাহাতে কুহক-ছলনা কপটতা নাই,—দ্বিধা বা সঙ্কোচ নাই বা ইন্দ্রিয়রসায়ন নাই, আছে কেবল শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির কথা, আছে কৈতববিধ্বংসিনী নিত্যসিদ্ধপ্রেমোদ্দীপিনী, চরম কল্যাণ-দায়িনী হরিকথা মাত্র। • • সব কপট ভণ্ডের হস্তে বহু কোমলহৃদ্য লোকের দুর্দ্দশা দর্শনে তোষণী বজ্র-কঠোর-বাক্যে পাষণ্ডের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করিয়া প্রভাসু জনের দুঃসঙ্গজনিত হৃদয়ের অভদ্রগ্রন্থিনিচয় সমূলে ছেদন করেন; কিন্তু এই কঠোর বাক্যের অন্তরালে তাঁহার সেই চিরন্তন করুণাময় কল্যাণ-কামনার মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহ-মানা। এই শুদ্ধ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াই তোষণী নিত্য-কাল হরিজনগণের আনন্দদায়িনী। এই কথা স্মরণ করিয়া,—কণ্টকরাজি উন্মূলিত করিয়া ভক্তিমার্গে কুসুম আস্তীর্ণ করিয়া দেওয়াই তোষণীর নিত্যব্রত। • • পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কথা আছে, এই জন্য তোষণী পরা পত্রী। এখন তোষণী নিত্য-কাল কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া প্রাণনাথ কীর্ত্তনবিগ্রহ নামরূপী গৌরসুন্দরের নীরাজন সেবা করিতে করিতে জয়যুক্তা হউন।"

(সজ্জনতোষণী ১৪।১ 'নববর্ষ' শীর্ষক প্রবন্ধ)

প্রচার-প্রমোদ শ্রীল ভক্তিবিনোদের বাণী

"শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কথিত 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্' এই শিক্ষা-প্রচারের জন্যই প্রচার-প্রমোদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সকল জীবকে আহ্বান করিয়া-ছিলেন এবং স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক প্রচার করিয়া সেই প্রচার-সেবার সমস্ত ধুরা অধিতীয়-কীর্ত্তন-প্রচার-ধুরন্ধর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের উপর সমর্পণ করিয়াছিলেন। প্রচার-প্রমোদ শ্রীল ভক্তিবিনোদের ভাষায় তাঁহার সেই সংকীর্ত্তনশিক্ষা শ্রীগৌরসুন্দরের একমাত্র সংকীর্ত্তনমুখে উপাসনার কথা উদ্ধার করিতেছি,—

"নগরে নগরে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন ও শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষা প্রচার করুন। • • আপনারা হস্তে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত লইয়া দ্বারে দ্বারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম ও শিক্ষা প্রচার করুন। মহাপ্রভু যেরূপ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসকে আজ্ঞা-টহল প্রচার করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, আপনারাও সর্ব্বদেশে শ্রীগৌরাঙ্গের দাস হইয়া শ্রীনামটহল-প্রচারে সৎপাত্র নিযুক্ত করুন। প্রচারকার্য্য অসৎপাত্রের দ্বারা হয় না। আমাদের বিবেচনায়, আপনারা অবিলম্বে একটী বৈষ্ণব-চতুষ্পাঠী করুন। কতকগুলি নিঃস্বার্থ সচ্চরিত্র লোকদিগকে সেই চতুষ্পাঠীতে শিক্ষিত করিয়া নগরে-নগরে ও পল্লীতে-পল্লীতে শ্রীনামটহল-প্রচারের ভার অর্পণ করুন।" (সজ্জনতোষণী ১১।৩, 'শ্রীগৌরাঙ্গসমাজ' প্রবন্ধ।

"পূর্ব্বতন বৈষ্ণব ও গোস্বামিপাদেরা কেহ কেহ ভক্তি-গ্রন্থ-প্রকাশ, কেহ কেহ নামাপরাধ-পরাবলী, কেহ কেহ বা ধর্ম্ম-প্রচার ও হরিসংকীর্ত্তন এবং কেহ কেহ আপনাদের পবিত্র চরিত্র ও অনুপম বৈষ্ণবতার দ্বারা বিশুদ্ধ সনাতনবৈষ্ণবধর্ম্মা-লোকে জগৎ আলোকিত করিয়া রাখিতেন। কাল প্রভাবে নানা উপধর্ম্ম-অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন হওয়ায় মহাপ্রভু আবার নিজ শিক্ষা ও প্রেম-বিস্তার এবং প্রকৃত বৈষ্ণব-আচার-ব্যবহার প্রচার করিবার কারণ অধুনা অনেকের মন আকর্ষণ এবং কোন কোন ভক্তহৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিতেছেন।"

(সজ্জনতোষণী ২।১, 'বৈষ্ণবসভা তথা বৈষ্ণবধর্ম-প্রচার'-শীর্ষক প্রবন্ধ।)

"কলিযুগপাবনাবতার অপার কৃপা-পারাবার শ্রীমদ্ গৌরচন্দ্র সন্ন্যাস করিয়া জগতে সর্ব্বত্র হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। প্রভু স্বয়ং শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে বসিয়া উৎকলবাসী ও দাক্ষিণাত্যবাসীদিগকে পরমার্থ বিতরণ করেন। বঙ্গদেশে শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীমদ্ অদ্বৈত-প্রভুকে শ্রীনাম ও ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশ করিবার অধিকার প্রদান করেন। পাশ্চাত্য ভূমিতে শুদ্ধভক্তি ও নাম-মহিমা প্রচার করিবার জন্য শ্রীমদ্ রূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবৃন্দকে প্রেরণ করেন। শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আজ্ঞা লাভ করিয়া শ্রীধামবৃন্দাবনে অবস্থিত হইয়া শুদ্ধনাম, শুদ্ধভক্তি ও শ্রীনাম-মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন। সেই নামরসাচার্য্য গোস্বামিপ্রবর যে নাম-মহিমাষ্টক রচনা করেন, তাহা অদ্য আপনাদের নিকট আমি গান করিতেছি; কৃপা পূর্ব্বক শ্রবণ করত শ্রীহরিনামের মহিমা অনুভব করুন।"

('নাম-মহিমা', শ্রীবৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালা ৪র্থ গুটী)

শ্রীনামহট্টের ঝাড়ুদারের লীলাভিনয়-কারী শ্রীল ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে এই শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন। ব্যতিরেকভাবে অর্থাৎ হরিকথা-প্রচার-প্রণালীতে যে-সকল দূষিত বিচার প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা অপনোদন করিবার জন্য তিনি শ্রীনামহট্টের পরিমার্জ্জক বা ঝাড়ুদারের লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি এই আজ্ঞাটীও প্রচার করিয়াছিলেন,—

"নদীয়া-গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ॥"

শ্রদ্ধাবান্ জন হে!

প্রভুর কৃপায়, ভাই, মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা॥
অপরাধশূন্য হৈয়া লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম—সর্ব্বধর্ম্মসার॥"

('নাম-প্রচার' শ্রীবৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালা ৬ষ্ঠ গুটী)

অনাচার পরিত্যাগ করাইয়া সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে দীক্ষিত করিবার জন্য শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বয়ং আচার করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহার সম্পাদিত "শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকার উদ্দেশ্য" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছেন,—

"শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট ও আচরিত পবিত্র ধর্ম্মপুষ্পে যে-সকল কীট প্রবেশ করিয়াছে, সেই সকল অনিষ্টকারী কীটদিগকে ঐ ধর্ম্মপুষ্প হইতে দূরীকৃত করিবার জন্য যত্ন করাও আমাদের উদ্দেশ্য। ঐ সকল কীট ধর্ম্মপুষ্পের কেবল যে সৌরভই হরণ করিতেছে, এমত নয়; উহারা উক্ত পুষ্পকে ক্রমশঃ কাটিয়া কাটিয়া নিঃসেষিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, প্রভু-নিত্যানন্দ এবং তৎপুত্র প্রভু-বীরচন্দ্র বৈষ্ণব-সংসার পত্তন করিবার জন্য যে-সকল পবিত্র উপদেশ-বীজ রোপণ করিয়াছিলেন তাহা কোথাও বা উষর-ক্ষেত্রে পতিত হইয়া নিষ্ফল হইয়াছে, কোথাও বা অযথা ভূমিতে প্রোথিত হইয়া অযথা বৃক্ষরূপে হইয়া উঠিয়াছে।

(সঃ তোঃ ২।৪)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ধারায় শ্রীবিগ্রহ-সেবা-স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারের উদ্দেশ্যেই লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও শ্রীবিগ্রহ-সেবা-স্থাপনাদির আদেশ ও অভীষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। সেই আদেশ ও অভীষ্টানুসারেই অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত বিস্তার করিয়া জগজ্জীবকে অমর ও "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্"—এই শ্রীচৈতন্যবাণীর উপাসনার্থই পরবর্ত্তিকালে শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-স্থলীতে মঠ-স্থাপন, সেবা-স্থাপন, শ্রীনামপীঠ-স্থাপন প্রভৃতি কার্য্য করিয়াছেন;

"শ্রীপ্রয়াগক্ষেত্রে দশাশ্বমেধ-ঘাটে (যেখানে শ্রীমন্মহা-প্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেইখানে) ভক্তগণ একটী সেবা প্রকাশ করিবার যত্ন করিতেছেন; এই কার্য্যটি যদি হইতে পারে, তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভালরূপ প্রচার করা হয়। আবার শুনিলাম যে, শ্রীগয়া-ক্ষেত্রে যে-স্থলে মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বর পুরীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ফল্গুতীর্থের উপকণ্ঠে একটি সেবা প্রকাশ করিবার জন্য অন্যত্র কোন প্রভু-সন্তান বিশেষ যত্ন

করিতেছেন।০০ এখন কাশীধামে চন্দ্রশেখর-ভবন (যেখানে মহাপ্রভু সনাতনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন) কোথায় আছে, তাহা স্থির করিয়া কোন মহাত্মা তথায় একটী সেবা প্রকাশ করিবার যত্ন করুন।"

(সজ্জনতোষণী ৮।১
'অবধৌ বিগত হর্ষের আলোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধ)

শ্রীভক্তিবিনোদ-মনোহভীষ্ট ও শ্রীমদ্ভাগবতোদ্দিষ্ট কীর্ত্তন

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই আদেশের সহিত যখন শ্রীল প্রভুপাদের স্বলিখিত পত্রাবলী ও বাণীসমূহ আমরা আলোচনা করি, তখনই স্পষ্টই দেখিতে পাই,—"পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্"—ইহাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের বা শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের একমাত্র উপাস্য। শ্রীল প্রভুপাদ কানপুর হইতে ১।১২।২৭ তারিখে স্বহস্তে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন,—

"শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভীষ্টপূরণ এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে শ্রীমদ্ভাগবতোদ্দিষ্ট কীর্ত্তন-কার্য্যেই যেন চিরদিন ব্রতী থাকি, এরূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন। কুরুক্ষেত্রে—বিপ্রলম্ভরসাধিষ্ঠানক্ষেত্রে শ্রীগৌরসুন্দর বসিয়াছেন, নৈমিষারণ্যে—ভাগবত-ব্যাখ্যান-ক্ষেত্রেও শ্রীগৌরহরির সেবা আরম্ভ হইল। বারাণসী শিবক্ষেত্রেও শ্রীগৌরহরির সেবাধিষ্ঠান স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগৌরসুন্দর আগামী বৎসর বসিতে পারেন।"

(পত্রাবলী—১ম খঃ ৩৭ পৃঃ)

মঠ শুদ্ধভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেমের প্রচারকেন্দ্র

"কুরুক্ষেত্রে মঠ হওয়া আবশ্যক। শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের বহুদিনের ইচ্ছা ছিল।০০ মথুরা-প্রদেশেও একটী স্থান হইবার সম্ভাবনা আছে, পরে বোম্বাই প্রদেশে এবং মান্দ্রাজের কোনও স্থানে দুইটী মঠ হওয়া আবশ্যক। Devotion and Love এর Church (শুদ্ধ-ভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেমের প্রচার-কেন্দ্র) ভারতের সর্ব্বত্র হওয়া আবশ্যক।০০০ আপনাদের বোধ হয় স্মরণ আছে, মহাপ্রভুর বাণী,—

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি-গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

(পত্রাবলী ১ম খণ্ড, ২৬ পৃঃ)

শ্রীচৈতন্যমঠে কীর্ত্তনকারি-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্যচতুষ্টয় ও নৃত্যকীর্ত্তনরত শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত সাবরণ শ্রীগৌরসুন্দর

পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের উদ্দেশ্যেই শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির কেবলমাত্র উপচারবুদ্ধে অর্চ্চ্য শ্রীবিগ্রহের মন্দির নহে, তাহা সংকীর্ত্তনপিতা শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমন্দির; তাহার চতুর্দ্দিকে কীর্ত্তনকারী অর্থাৎ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রচারক আচার্য্যগণ অবস্থান করিতেছেন, তাহারই মধ্যস্থলে সংকীর্ত্তন-নৃত্যপরায়ণ শ্রীমূর্ত্তি—শ্রীগৌরসুন্দর, আর তৎসঙ্গে শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের তত্ত্ব প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সহিত শ্রীগোবিন্দ—শ্রীবিনোদ-প্রাণবল্লভ নামে প্রকটিত। প্রচার-প্রযোজ শ্রীবিনোদের প্রাণই শ্রীগোপীনাথ। এজন্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবিগ্রহের নাম 'শ্রীবিনোদপ্রাণ' রাখিয়াছেন। শ্রীভক্তি-বিনোদ—নিত্যসিদ্ধ শ্রীব্রজবাসী; ব্রজবাসিগণ—প্রচারকগণ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন-প্রচারই—তাঁহাদের প্রাণ। বিরহবিধুরা শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর প্রাণও—শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন। সেই শ্রীবিনোদপ্রাণবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যমঠে নিত্য প্রকাশিত। যাঁহার ভবনে সর্ব্বপ্রথম কৃষ্ণভোগপর ব্রজমতের গৌরচন্দ্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল, যাঁহার ভবনে শ্রীগৌরসুন্দর সপার্ষদে নৃত্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, যিনি শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাস-লীলার সেবা করিয়াছিলেন, সেই আচার্য্য চন্দ্রশেখরের ভবন বা ব্রজপত্তনে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ মনোহভীষ্টানুযায়ী শ্রীচৈতন্যমঠ সংস্থাপন করিয়াছেন। সেই শ্রীচৈতন্য-মঠের মূলমন্ত্র—'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্।'

শ্রীচৈতন্যমঠ—শ্রীচৈতন্যকথাকীর্ত্তনপীঠ

"শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীচৈতন্য-মঠ বর্ত্তমান যুগে সমগ্র বিশ্বে চৈতন্যকথা প্রচারের একমাত্র আকর-প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্য-

ধর্ম্ম বা অন্য-ধর্ম্মের প্রকারান্তর বিচিত্র মনোধর্ম্ম এবং কেহধর্ম্ম অচর্চ্চিত ও প্রসারিত রহিয়াছে। এই অচৈতন্য বিশ্বে সর্ব্বতোভাবে চৈতন্যকথার মহাপ্লাবন আনয়ন করিবার জন্য পরম-কারুণিক গৌরজন এই শ্রীচৈতন্যমঠের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এইস্থান হইতেই সমগ্র জগতে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইতেছে। এই আকরমঠরাজ বিশ্বের বিভিন্নস্থানে বহু বহু চৈতন্য-প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রকাশ করিয়া বিশ্বময় চৈতন্যকথা বিলাইতেছেন। এই চৈতন্যমঠ বাস্তব-বিজ্ঞান-বিগ্রহমন্দির বা গৌরবাণী-বিনোদকুঞ্জ। বিশ্বের জীবকুলকে অচৈতন্য জগতের লক্ষ-লেলিহান-জিহ্ব-দাবাগ্নি হইতে কল্যাণকল্পতরুর সুশীতল শান্তি-ছায়ায় আনয়নের জন্য চৈতন্য-আবির্ভাবভূমিতে এই মঠরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। আচার্য্যের অনুক্ষণ কীর্ত্তিত চেতনময়ী বাণী অচৈতন্য জাড্যগ্রস্ত জীবহৃদয়ে চেতনতার বিজলী সঞ্চার করিয়া চৈতন্যপ্রাণপুরুষের চির-প্রতিষ্ঠা করিতেছে। 'সমগ্রবিশ্বের চরমশ্রেয়ঃকামী ও বাস্তব সত্যানুসন্ধিৎসু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সকলেই এই শ্রীচৈতন্যমঠের পাদপীঠে আসিয়া তাঁহাদের মস্তক অবনত করিবেন'—লোকোত্তর মহাপুরুষের এই ভবিষ্যদ্বাণী আজ সফল হইতে চলিয়াছে।

উনত্রিংশ চূড়ার মন্দির—এই মন্দিরের চারিদিকে শাস্ত্র-পুরাণশাস্ত্রকথিত শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক—এই সেব্য সংসম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের আচার্য্যবর্গের অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদাচার্য্য শ্রীপাদ রামানুজ, শুদ্ধাদ্বৈত বা তত্ত্ববাদাচার্য্য শ্রীপাদ আনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্ব, শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীপাদ বিষ্ণু-স্বামী এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীপাদ নিম্বাদিত্যের শ্রীবিগ্রহ-সমন্বিত চতুষ্কোণবিশিষ্ট মন্দির এবং সকলের কেন্দ্রস্থলে উক্ত সেব্যবান-চতুষ্টয়কে ক্রোড়ীকৃত করিয়া ব্রহ্মসূত্রের যে একমাত্র প্রতিপাদ্য নিগম-কল্পতরুর গলিতফল, বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দিষ্ট অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব —তৎপ্রবর্ত্তক সাধ্যবরণ বিষ্ণুতত্ত্ব শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি এবং সজ্জন-নয়নমনোভিরাম শ্রীশ্রীবিনোদপ্রাণজিউর শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত রহিয়াছেন। এই মন্দিরের শিখরপ্রদেশে কলিযুগপাবন স্বজন-বিজন-প্রয়োজনাবতারী শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের মহামহিমময়ী বিজয়-বৈজয়ন্তী রূপানুগ সুসিদ্ধান্তসংরক্ষক সুদর্শন সুশোভিত থাকিয়া—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।"

—এই শ্রীচৈতন্যভূবনিশেতবাণীর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।

(গৌড়ীয় ৭ম বর্ষ ৩১ সংখ্যা ৪৮০ পৃঃ)

শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ কাহাকে বলা যায় ?

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের আটটী শ্লোক যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনেরই জয়-ঘোষণার বিবৃতি, সেইরূপ শ্রীচৈতন্যমঠ বা শ্রীগৌড়ীয়মঠ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনেরই মহাযজ্ঞবেদী শ্রীনামহট্ট-প্রবণসদন। শ্রীকৃষ্ণের উল্লাসই এই স্থানের নিত্য ব্রত, উল্লাসতাই এই স্থানের আচার্য্যবর্য্য এবং তাঁহার অনুকীর্ত্তন-কারিগণই এই মঠের অধিবাসিবৃন্দ। যাঁহারা "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"-মন্ত্রে দীক্ষিত অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টা কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন,—সার্ব্বকালিকী শ্রীআচার্য্যসেবা করেন, তাঁহারাই এই মঠের নিত্য অধিবাসী; অন্যান্য ব্যক্তি যাঁহারা সাময়িক সেবা করেন, তাঁহারা আগন্তুক। মঠমন্দির প্রয়াসাদির প্রকৃত উদ্দেশ্য, যাহা গৌড়ীয়মঠ গ্রহণ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ এইরূপ জানাইয়াছেন,—

"শ্রীগৌড়ীয়মঠের মঠ-মন্দির-দালান-বাড়ী প্রভৃতি নির্ম্মাণ ও প্রসারের চেষ্টা বিষয়ীর ঠাকুরবাড়ী বা ইট্-পাট্-কেলের স্তূপ-প্রসারের ন্যায় প্রাণহীন চেষ্টা নহে। হরিভক্তি-প্রচার ও হরিকীর্ত্তনকারিগণের সঙ্ঘ বা সংসঙ্ঘের সুলভার্থ ও হরিভজন-সমৃদ্ধির স্থান প্রসারের উদ্দেশ্যেই এই সকল মঠমন্দির। শ্রীচৈতন্যবাণী ঐ সকল মঠ-মন্দিরের অধিদেবতা বা প্রাণস্বরূপ। যে স্থান যখন ঐ উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হয়, সে স্থানে তখন শ্রীচৈতন্য-মঠ বা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অস্তিত্ব নাই। (গৌড়ীয় ১২শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ৬২৬ পৃঃ, "মঠমন্দিরাদির প্রয়াস" শীর্ষক প্রবন্ধ)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহামন্ত্রোপদেশ

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীতপনমিশ্রকে উপদেশচ্ছলে এই বিবাদ বা দ্বৈধিনী-যুক্তিবহুল যুগের একমাত্র ধর্ম্মের কথা জগজ্জীবকে জানাইয়াছিলেন,—

কলিযুগ-ধর্ম্ম হয় নাম-সংকীর্ত্তন।
চারি যুগে চারি ধর্ম্ম যুগের কারণ॥
অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
সাধ্য-সাধনতত্ত্ব যে-কিছু সকল।
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১৩৭, ১৩৯-১৪০, ১৪৩)

তর্কমূলে ধ্যান, যজ্ঞ বা অর্চ্চনের শুদ্ধতা সংরক্ষণ করা সম্ভব নহে। অন্য কোন ভাবেই সার্ব্বকালিক ও সাক্ষাৎ হরিভজন সম্ভব নহে। এজন্য পরমকৃপাময় শ্রীনামী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনামপ্রভুরূপে কলিকালে অবতীর্ণ হন।

শাস্ত্রের ত্রিসত্য

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ-নিস্তার॥
হার্দ্দ লাগি' 'হরের্নাম'-উক্তি তিনবার।
জড় লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'-কার॥
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি কর্ম্ম-নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি—তিন উক্ত 'এব'-কার॥

(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২২-২৫)

উপক্রম-উপসংহার-অভ্যাসাদি লক্ষণে শ্রীগৌরসুন্দরের একমাত্র শিক্ষা

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর চন্দ্রগ্রহণচ্ছলে সকলের মুখে শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন করাইয়া অকলঙ্ক শ্রীনবদ্বীপচন্দ্ররূপে গৌড়দেশের পূর্ব্বশৈলে উদিত হইয়াছিলেন। গয়া হইতে আসিয়া আত্ম-প্রকাশলীলা-প্রদর্শনকালেও সমস্তই কৃষ্ণনামময় অর্থাৎ শব্দের বিষয়ভূতির কথা জগতে জানাইয়াছিলেন। সন্ন্যাসলীলা-প্রকটনকালেও সংকীর্ত্তনারম্ভে শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীনামরূপে তাঁহার আরও দুইটী অবতারের কথা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং সকলকে নিজের গলার মালা প্রদান করিয়া এই উপদেশ দিয়াছিলেন,—

"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না ভাবিও আন॥
যদি আমা' প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার।
তবে কৃষ্ণ-ব্যতিরিক্ত না গাহিবে আর॥
কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বদন বচনে॥"

(চৈঃ ভাঃ ম ২৮।২৬-২৮)

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার অন্ত্যলীলায় যে দিব্যোন্মাদ প্রকট করিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার পরমশ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ শ্রীস্বরূপ ও শ্রীরামানন্দের সঙ্গে "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্" এই রীতি গান করিয়াছেন,—

"হর্ষে প্রভু কহেন,—শুন স্বরূপ-রামরায়।
নাম-সংকীর্ত্তন—কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নামসংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব-শুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥
সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তি-সাধন-উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥"

(চৈঃ চঃ অ ২০।৮, ৯, ১১, ১৩, ১৪)

সপ্তজিহ্বাবান্ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন

বর্ত্তমান সময় হইতে ঠিক দশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসবের অধিবাস-দিবস শ্রীচৈতন্যমঠের অবিষ্ঠাতৃরূপ নাট্যমন্দিরে সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী শ্রীগৌরনিজজন শ্রীচৈতন্যমঠে কিরূপ সর্ব্বক্ষণ সপ্তজিহ্বাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনাদির সার্ব্বকালিক যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা প্রাণ-স্পর্শিনী অমিয়ময়ী ভাষায় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধার করিয়াই আমরা শ্রীশ্রীগৌরজনের শ্রীপাদপদ্মস্মৃতি অনুসরণ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাবের আরতি করিতেছি,—

"গৌরজন্মস্থলী শ্রীমায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠের প্রথম সীমায় 'ভক্তিবিজয়তে' এই বাণীটি লিখিত থাকিবে। মধ্যে অবিদ্যাহরণ সারস্বত নাট্যমন্দিরের নিকট 'সংকীর্ত্তনং বিজয়তে-তরাম্' বাণী লিখিত থাকিবে, আর সেই স্থানে প্রতিপদে

চেতোদর্পমার্জ্জন, প্রতিপদে ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণ, প্রতিপদে শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণ, প্রতিপদে বিদ্যাবধূজীবন, প্রতিপদে আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধন, প্রতিপদে পূর্ণামৃতাস্বাদন, প্রতিপদে সর্ব্বাত্ম-স্নপন—এই সপ্তজিহ্বাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনাগ্নির একটী কুণ্ড নিরন্তর প্রজ্বলিত থাকিবে, যেন শ্রীচৈতন্যমঠে মহাপ্রলয়েও সেই শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনাগ্নি নির্ব্বাপিত না হয়, নিরন্তর যেন শ্রীচৈতন্য-মঠে সঙ্কীর্ত্তনাগ্নিতে ঘৃতাহুতি থাকে, আর সেই কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনাগ্নিকুণ্ড হইতে কৃষ্ণমন্ত্র-মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিগণের সংস্কার এবং বৈষ্ণব-গৃহস্থগণের যাবতীয় সংস্কার সাধিত হইতে পারে, তাহা হইলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণতা এবং গৃহমেধার পরিবর্ত্তে মঠমেধা বা-সঙ্কীর্ত্তন-মেধা সঞ্জীবিত থাকিবে। শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীরাধা কুণ্ডের নিকট নিহিত থাকিবে,—'প্রেমা বিজয়তেতমাম্।' এখানে কাম বা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছার কোন গন্ধ থাকিবে না। শ্রীরাধাগোবিন্দের পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়তর্পণই এখানে সর্ব্বোপরি বিজয় লাভ করিবে। সঙ্কীর্ত্তনাগ্নির চেতোদর্পণ-মার্জ্জনময়ী শিখা প্রজ্বলিত না থাকিলে আমাদের পরস্পর অন্যাভিলাষ, ছিদ্রান্বেষণ, মৎসরতা, কপটতা, বিদ্বেষ প্রভৃতি অনর্থধূলি-কণাসমূহ নির্ম্মল দর্পণ-সদৃশ চিত্তকে আবরণ করিয়া রাখিবে এবং নানাপ্রকার উপশাখা প্রভৃতি বিস্তারে যে অনর্থ-অবস্থানী সৃষ্টি হইবে, তন্মধ্যে কেবল ভবমহা-দাবাগ্নিই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। এই জন্য শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য—যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ-রূপে শ্রীস্বরূপদামোদর, সেই শ্রীস্বরূপপ্রভু সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্য-বাণীমূর্ত্তির অনন্যোপাসক-বর্য্য দ্বারা প্রেমার শ্রীবৃন্দাবনের চেতোদর্পণের অনর্থধূলি-কলুষ নীরাজীকরণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

যেরূপ শাস্ত্রে করালী, ধূমিনী, শ্বেতা, লোহিতা, নীল-লোহিতা, সুধূম্রা ও স্ফুলিঙ্গিনী এই সপ্তজিহ্বাযুক্ত অগ্নির কথা রহিয়াছে, তদ্রূপ শ্রীগৌরসুন্দর চেতোদর্পণ-মার্জ্জনাদি সপ্ত-জিহ্বাশালী সংকীর্ত্তনাগ্নির কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সংকীর্ত্তনাগ্নি প্রজ্বলিত না হইলে কখনও ভবের মূলোৎপাটন এবং অপুনর্ভবের চরমফল প্রেমা উদিত হইতে পারে না। শ্রীগৌরসুন্দর এই সংকীর্ত্তনাগ্নির সপ্তজিহ্বাকে সাতটী উপমা দ্বারা উপমিত করিয়াছেন। চিত্তকে দর্পণের সহিত, ভবকে মহাদাবাগ্নির সহিত, শ্রেয়ঃকে কুমুদের বা শ্বেতোৎপলের শুভ্রত্বের সহিত, বিদ্যাকে বধূর সহিত, আনন্দকে সাগরের সহিত, প্রেমকে অমৃতের সহিত, কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তিকে অবগাহন-স্নানের সহিত তুলনা করিয়াছেন। 'প্রতিপদং' ক্রিয়াবিশেষণটী এই সাতটী বিশেষণের প্রত্যেকটীর পূর্ব্বেই ব্যবহৃত হইবে। এই কৃষ্ণসংকীর্ত্তনাগ্নি অন্যত্রের যাবতীয় অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপঃ—সমুদয়কে ভস্মীভূত ও আত্মসাৎ করিয়া সর্ব্বোপরি বিজয় লাভ করিবে। বিশ্বের যেখানে যত সুসেবা হইয়াছেন ও হইবেন, সকলেই কৃষ্ণচৈতন্য-সংকীর্ত্তনের সর্ব্বোপরি বিজয় উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কৃষ্ণযোগিগণ অঙ্গ সাধন ও সাধ্যরূপে স্বীকার করেন; কিন্তু সুযোগিগণ সংকীর্ত্তনযজ্ঞে অকৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং (ত্বিষা-সুন্দরদ্যুতি কৃষ্ণবর্ণ (কান্তবর্ণ) মহাপুরুষের আরাধনা করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং', 'যোগং সদা পরিভবয়মকীর্ত্তিযোগেন,' 'ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীম্' প্রভৃতি শ্লোকে প্রচ্ছন্নাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের বন্দনা করিয়াছেন। সুযোগিগণের সপ্তজিহ্বাযুক্ত সংকীর্ত্তন-বহ্নি শ্রীচৈতন্যমঠে নিরন্তর প্রজ্বলিত থাকুক, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংকীর্ত্তন হইলেই সত্যযুগের মহাধ্যান, ত্রেতার মহাযজ্ঞ, দ্বাপরের মহার্চ্চন যুগপৎ সাধিত হইবে। সত্যযুগে চারিপাদ ধর্ম্ম পূর্ণভাবে থাকিলেও ধ্যানমাত্র হইত, ত্রেতায় ত্রিপাদ ধর্ম্মে যজ্ঞমাত্র হইত, দ্বাপরে দ্বিপাদ ধর্ম্মে অর্চ্চনমাত্র হইত; কিন্তু কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবে সুকীর্ত্তন আবিষ্কৃত হইলে যুগপৎ মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ, মহার্চ্চন সাধিত হইবার সুযোগ প্রদত্ত হইয়াছে। সংকীর্ত্তন ব্যতীত শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিথুনতত্ত্বের সেবা হয় না, অর্চ্চনের দ্বারা শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা হয় না; মহার্চ্চন—সংকীর্ত্তন আবশ্যক। যোগিগণের সাধন—ধ্যানে গোপীকাগণ তুল্য হইতে পারেন না, দূরের জিনিষ—অপ্রাপ্ত জিনিষ—আবৃত জিনিষ ধ্যানের যোগ্য, আপনার হইতে আপনার জিনিষ, সহজ সম্ভব জিনিষ, নিত্য আলিঙ্গিত বস্তু দূরের বস্তুর ন্যায় ধ্যানের যোগ্য নহে—

"চিত্ত কাড়ি' তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
যত্ন করি, নারি কাড়িবারে।

তা'রে ধ্যান শিক্ষা করাহ, লোক হাসাঞা মার,
স্থানাস্থান না কর বিচারে ॥
নহে গোপী যোগেশ্বর, পদকমল তোমার,
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ।"
(চৈঃ চঃ মঃ ২৪।১৪০-১৪১)

ব্যষ্টৈশ্বর্য্য, যষ্টৈশ্বর্য্য, অষ্টৈশ্বর্য্যের আভাসেও গোপীর বিরাগ। আচার্য্য শ্রীরামানুজ অষ্টৈশ্বর্য্যের কথা জগতে প্রচার করিয়া বহু অর্চ্চন-বিমুখ অনর্থপীড়িত ব্যক্তির মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। যে আচার্য্য রামানুজ মায়াবাদরূপ হস্তীকে প্রবলবেগে দলিত করিয়া জগতে মহাবরণীয় বৈষ্ণবাচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন—এরূপ মহাবৈষ্ণবও সঙ্কীর্ত্তনৈকলভ্য কৃষ্ণপ্রেমের মধুরিমা বুঝিতে পারেন নাই। এই শ্রীধাম-মায়াপুরে সেনবংশীয় রাজগণের সভা-কবি জয়দেব একদিন ইহাকে খানিকটা গৌরাবির্ভাবের গৌরচন্দ্রিকা গান করিয়া শ্রীগীতগোবিন্দের মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন। শ্রীজয়দেব-সরস্বতী গৌরাবির্ভাবের আগমনী এরূপভাবে গান করিয়াছেন,—

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ ॥"

[হে রাধে! নভোমণ্ডল নিবিড় ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, বনভূমিও তমাল-তরুনিকরে কৃষ্ণবর্ণ, নিশাভাগে শ্রীকৃষ্ণ ভীরু, একাকী গমনে সমর্থ হইবে না; সুতরাং তুমি শ্রীকৃষ্ণকে নিজ সমভিব্যাহারে লইয়া গৃহে যাও!—নন্দের এইরূপ আদেশে বৃষভানু-নন্দিনী হরির সহিত মিলিত হইয়া পথপ্রান্তবর্ত্তী কুঞ্জতরুর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এই রাধামাধবমিলিত-যুগলের যমুনাকূলে বিরল কেলি জয়যুক্ত হউন।]

পূজারী গোস্বামী উক্ত শ্লোকের যে টীকা করিয়াছেন, তাহাতে তাহা সকল কথা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় নাই। মহানুভব বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে শ্রীজয়দেব সরস্বতী এই গৌরচন্দ্রিকা যেভাবে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীধাম মায়াপুরের মহাযোগপীঠের এক প্রকোষ্ঠে শ্রীরাধা-মাধব ও অন্য প্রকোষ্ঠে-রাধামাধবমিলিততনু গৌরসুন্দরের প্রকট লক্ষিত হয়। পারমার্থিক আকাশ নানামতবাদরূপ নিবিড় ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে, বৃন্দাবিপিনের তরুনিকরের মাধুর্য্যময়ী সুষমা নানাপ্রকার আবরণে লোক-লোচনে অন্ধকারময় প্রতিভাত হইয়াছে, দ্বাপরের নিশাভাগে অর্থাৎ দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া 'মামেকং শরণং ব্রজ,' 'অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ' প্রভৃতি যে সকল সাক্ষাদ্বাণী নিজোদ্দেশে বলিয়াছিলেন, নাস্তিকতার নিশা ও নেশা প্রবল হইলে জীবকুল স্বরাট্ পুরুষোত্তমের সেই সকল বাণীকে আসুর-বুদ্ধিতে দুষ্টমতী বিচার করিয়া মঙ্গলের পথ হইতে বিচ্যুত হইতেছে; সুতরাং এ সময় শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে গমন করিলে কেহ তাঁহার কথা শ্রবণ করিবে না। লোকলোচনে শ্রীকৃষ্ণের এই ভীরুতা প্রতীতিকে প্রশমিত করিবার জন্য বৃষভানুনন্দিনীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলিত হইয়া আবির্ভাব আবশ্যক, সুতরাং 'গৃহং প্রাপয়' অর্থাৎ 'গৌরগৃহং মহাযোগপীঠং প্রাপয়'। গৌরগৃহ মহাযোগপীঠে রাধামাধবমিলিততনু হইয়া গমন কর—নবগৃহ বা পুরন্দর-জগন্নাথগৃহ যোগপীঠে গমন কর। নন্দের অপর এক নাম—বসুদেব, যদিও আমরা চতুর্থ স্কন্ধে 'সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবসংজ্ঞিতং' শ্লোকে খানিকটা ঐশ্বর্য্যমার্গের বিচার দেখিতে পাই, তথাপি বিশুদ্ধসত্ত্বেই বাসুদেবের আবির্ভাব। রাধামাধব-মিলিততনুর আবির্ভাবের অধিবাসোৎসব সংকীর্ত্তনমুখে সাধিত হউক, অন্য সমস্ত চিত্তাস্রোত সঙ্কীর্ত্তনাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যাউক, কৃষ্ণ-কামাগ্নি, কৃষ্ণ-নামাগ্নি, কৃষ্ণ-ধামাগ্নিতে বিশ্বের নিখিল চেতন ইন্ধন হউক্। অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন আবির্ভূত হওয়ায় শ্রীযমুনার সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছেন যে গঙ্গাদেবী, তৎকূলে রাধামাধব-মিলিত যুগলের রহঃ কেলি যে সঙ্কীর্ত্তনরাস, তাহা জয়যুক্ত হউক্।

(গৌড়ীয় ৯ম বর্ষ, ৩০শ সংখ্যা ৫০৬-৫০৮ পৃঃ)

শ্রীশ্রীগৌরসঙ্কীর্ত্তনরাস-রসিক শ্রীগুরুকুল

শ্রীচৈতন্যলীলায় যাঁহা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীনারায়ণী দেবীর শ্রীমুখে শ্রীবাস-ভবনে শ্রীগৌর-সুন্দরের সংকীর্ত্তন-রাসের কথা শ্রবণ ও সহজ-সমাধিতে দর্শন করিয়া 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' সেই শ্রীরাসলীলা বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীনারায়ণী শ্রীশ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী। শ্রীশ্রীবাস-ভবন শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য সংকীর্ত্তন-রাসস্থলী। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সেই সংকীর্ত্তন-রাসলীলার প্রধান সহায়। শ্রীগৌর-সুন্দর ষট্-তত্ত্বরূপে সংকীর্ত্তন বিলাস করেন। শ্রীচৈতন্যলীলার অন্যতম ব্যাস শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মঙ্গলাচরণে সেই ষট্তত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সংকীর্ত্তন-বিলাসের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। (১) মন্ত্রগুরু ও শিক্ষাগুরুরূপে, (২) ঈশভক্তরূপে, (৩) ঈশাবতাররূপে, (৪) ঈশ-প্রকাশরূপে, (৫) ঈশ-শক্তিরূপে ও (৬) স্বয়ং ঈশরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্ত্তনরাসলীলা করিয়া থাকেন। এই জন্য তিনি সাবরণে শ্রীভক্তিরসরাজ্ঞিনর্ত্তক—সংকীর্ত্তনরাস-বিলাসী। শ্রীল মুরারি গুপ্ত ঠাকুর সেই সংকীর্ত্তনরাস-নায়ক সাবরণ শ্রীগৌরসুন্দরের এইরূপ জয়গান করিয়াছেন,—

স জয়তি বিশুদ্ধবিক্রমঃ কনকাদ্রিঃ কমলায়তেক্ষণঃ।
ধৃতজানুবিলম্বি-ষড়্ভুজো বহুধা ভক্তিরসাজ্ঞিনর্ত্তকঃ॥
জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো
জয়তি জয়তি কীর্ত্তিস্তস্য নিত্যা পবিত্রা।
জয়তি জয়তি ভূতাস্তস্য বিশ্বেশমূর্ত্তে-
র্জয়তি জয়তি নৃত্যং তস্য সর্ব্বশ্রিয়াপাদ্॥

বিশুদ্ধবিক্রম, হেমকান্তি, পদ্মপলাশলোচন, সুন্দর জানু-পর্য্যন্ত বিলম্বিত-ষড়্ভুজযুক্ত, কীর্ত্তনকালে ভক্তিরসপরিপ্লুত-চিত্তে বিবিধ প্রকারে নৃত্যবিলাসশীল শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন।

লীলাময় বরাট্ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র জয়যুক্ত হউন; তাঁহার সনাতনী পবিত্রা কীর্ত্তি জয়যুক্তা হউন, জয়যুক্তা হউন; সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্বজগৎপ্রভু সাক্ষাৎ চিদ্বিগ্রহ (অথবা, সকল ঈশ্বরগণের প্রভু) শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তবৃন্দ জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন এবং তাঁহার নিখিল প্রিয়পরিকরগণের নৃত্য জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন।

শ্রীসংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীগৌরসুন্দরের নিজবংশই—শ্রীগৌড়ীয় গুরুবর্গ—শ্রীস্বরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ শ্রীরঘুনাথ, শ্রীজীব প্রভু, শ্রীকৃষ্ণদাস, শ্রীবিশ্বনাথ, শ্রীবলদেব, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীভক্তিবিনোদ, শ্রীগৌরকিশোর, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ প্রমুখ আচার্য্যবৃন্দ, ইঁহারা শ্রীগৌরসংকীর্ত্তনরাস-রসিক শ্রীগুরুকুল। ইঁহাদিগকে লইয়াই শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন-রাস। আমাদের পূর্ব্বগুরু অপ্রাকৃত রসিককুলশিখামণি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই গুরুকুলের সম্বন্ধে এইরূপ গান করিয়াছেন,—

যদ্যাপ্রভোঃ কীর্ত্তন-নৃত্য-গীত-বাদিত্রমাদ্যন্মনসো রসেন।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গ-ভাজো বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তন, নৃত্য, গীত ও বাদ্যদ্বারা যাঁহার চিত্ত মত্তভাবপ্রাপ্ত এবং প্রীতির উদ্রেক-হেতু যিনি পুলক, কম্প ও অশ্রুপ্রবাহে পরিব্যাপ্ত, সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মকে আমি বন্দনা করি।

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাবের কথা স্মরণ হইলেই শ্রীগৌরাঙ্গের নিজবংশস্বরূপ শ্রীসংকীর্ত্তনরাস-রসিক শ্রীগুরুকুলের কথা স্মরণ-পথে উদিত হয়। শ্রীব্রজস্থিত শ্রীগৌরধামের সহিত আমাদের শ্রীগুরুকুল অবিচ্ছিন্নভাবে সম্বন্ধবিশিষ্ট। তাঁহারা সকলেই শ্রীগৌরনাম, শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরকামের নিত্য-সিদ্ধ সেবকবর। তাঁহারা কেহ গুপ্ত শ্রীগৌরধামের পুনঃ প্রকাশক, কেহ প্রচারক, কেহ সেবোজ্জ্বল্য-বিস্তারক, কেহ বা নিত্যসেবক; তাঁহারা সকলেই শ্রীধামাশ্রিত অপ্রাকৃত শ্রীব্রজবাসী। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ হইতে শ্রীল পুরী গোস্বামী মহারাজ পর্য্যন্ত সকলেই শ্রীধামে নিত্য বসতি

স্থাপন করিয়াছেন। সকলেরই শ্রীধামোৎপন্ন প্রবো, শ্রীধাম-বাসিজনে ও শ্রীধামসেবায় অপ্রতিবন্ধিনী প্রীতি। তাঁহারা সর্ব্বজীবকে সেই শ্রীধাম-প্রীতিতে আকর্ষণ করিয়াছেন। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী মহারাজের

শ্রীগৌরধাম-নির্দ্দেশ, শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সর্ব্বতোভাবে শ্রীগৌরধাম-প্রকাশ ও প্রচার, শ্রীধাম-পরিক্রমা-প্রবর্ত্তন, শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীধামের মহিমা প্রচার ও সর্ব্বতোভাবে শ্রীধামের চৈতন্য-বিধান, ধামাপরাধ হইতে জীবকুলকে রক্ষা, শ্রীল পুরী গোস্বামী মহারাজের একান্তভাবে শ্রীধাম আশ্রয়পূর্ব্বক ভজনের আদর্শ ও পূর্ব্বগুরু-কুলের আদর্শ আচার অনুসরণ করিবার জন্য অকপট সত্যানুসন্ধিৎসুগণকে প্রয়োচনা শ্রীগৌরজন্মোৎসবের স্মৃতির সহিত নিত্যকাল বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। তাই আমরা শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের শ্রীগৌরচন্দ্রিকা তাঁহার শ্রীসংকীর্ত্তনরাসরসিক শ্রীগুরুকুলের মহিমা-কীর্ত্তনমুখে সম্পাদন করিতেছি। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটলীলাকালে এই শ্রীধামসেবকগণের যে-সকল অনুকূল আদর্শের কথা শ্রুত হইয়াছিল, আমরা তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতেছি। মঠবাসিগণ শ্রীচৈতন্যসারস্বত-তীর্থের ছাত্র; আমরা তাঁহাদের ছাত্রানুছাত্র। পুনরাবৃত্তি ছাত্রগণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। পুনরাবৃত্তির দ্বারা বিস্মৃতি বিদূরিত হয়, শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-পদারবিন্দে অবিস্মৃতির উদয় হয়; যাবতীয় অভদ্রের বিনাশ হয়।

গত ১৫ই ফাল্গুন বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী মহারাজের বিরহতিথি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ২২শে ফাল্গুন সোমবার শ্রীগৌরপঞ্চমী হইতে শ্রীনামসেবনাখ্য-ভক্তির অন্তর্গত শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমার প্রারম্ভমুখে আত্মনিবেদনক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীআচার্য্যানুগতো সংকীর্ত্তনোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ২১শে ফাল্গুন শ্রীকীর্ত্তনাখ্য শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে শ্রীসংকীর্ত্তনরাস-রসিক শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শুদ্ধ অনুগমণ্ডলীর জীবানুস্মরণ শ্রীসংকীর্ত্তন-মহাযজ্ঞ সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নবধা ভক্তির পীঠের মধ্যে যে দুইটী স্থানকে বিশেষভাবে স্বজন-স্থান বলিয়া বরণ করিয়াছেন, তন্মধ্যেও গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে—একটী অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর বা আত্মনিবেদনক্ষেত্র, আর একটী কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তির পীঠ শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ। কীর্ত্তনাখ্য-দ্বীপের পদ-প্রান্ত বিধৌত করিয়া সরিদ্বরা সরস্বতী প্রবাহিতা। শুদ্ধনোমুখ অপ্রাকৃত নেত্রে এই সরস্বতীতে শ্রীরাধাসরসী দর্শন হয়। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগৌরকীর্ত্তন-রস পুনঃ প্রবাহিত করিবার জন্য এই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাই

তিনি আত্মনিবেদন বা শরণাগতির সহিত যে কীর্ত্তন, তাহা প্রচারের মূর্ত্তিমান্ শ্রীবিগ্রহরূপে শ্রীযোগমায়াপুর ও শ্রীকীর্ত্তন-পীঠ শ্রীগোদ্রুমে স্বীয় ভজনলীলা প্রকট করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল

গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ আত্মনিবেদনক্ষেত্র শ্রীধামমায়াপুরের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি ও শ্রীপাদসেবনাখ্য-ভক্তিপীঠ শ্রীকোলদ্বীপ আশ্রয় করিয়া ভজনলীলা প্রকট করিয়াছেন। কলিতে গ্রামপরিক্রমা, গ্রাম্যকথার পরিক্রমা, নিরয়বর্ত্ম গৃহের পরিক্রমায় স্পৃহা; শ্রীধাম, শ্রীসঙ্গ, শ্রীতুলসী প্রভৃতির সেবায় প্রতি বিতৃষ্ণা ও

বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে; শ্রীধামবাসী মহদ্‌গণের সেবায় উদাসীনতা উপস্থিত হইয়াছে। ঐ তিন ঠাকুর শ্রীগুরব-ব্রাহ্ম-পরিক্রমা, শ্রীধামসেবা ও শ্রীধামবাসী মহদ্‌গণের সেবারূপ শ্রীপাদসেবনাখ্যা ভক্তি প্রচারের জন্য শ্রীপাদ-সেবনাখ্যদ্বীপ-আশ্রয়ের লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। মহা-ভাগবতবরগণের সর্ব্বত্র ভগবদ্ভাব-দর্শনের আদর্শই আত্ম-মঙ্গলেচ্ছু জীবের আদর্শ হওয়া কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ শ্রীধামবাসিজনের স্বভাবতঃই সাধু, গঙ্গা, তুলসী ও শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের শ্রীচরণে রতি দৃষ্ট হয়। যেখানে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে দ্রোহ, ক্রোধ, অশিষ্টাচার, বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ, শুদ্ধ বৈষ্ণব ও অতিথি-সেবার প্রতি বিতৃষ্ণা ও বিরোধ, তথায় রাজস ও তামস ভক্তিছলনা ব্যতীত আর কিছু নাই—তথায় সংকীর্ত্তন-ধর্ম্মের অমানিত্ব ও মানদত্বের অবকাশ নাই—এই শিক্ষা প্রচারের জন্য ধর্ম্মব্যবসায়ী, কুটিল ও ক্রূরচরিত্র ব্যক্তিগণের পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বাহ্য দৃষ্টিতে অবস্থানের লীলা প্রকাশ করিয়াও এই সকল মহাজন শ্রীপাদ-সেবনাখ্য ভক্তির অন্তর্গত শ্রীধামসেবা ও ওতপ্রত ভাবে সর্ব্বত্র শ্রীধামবাসিদর্শনের আদর্শ এবং ব্রজমণ্ডলে শ্রীগৌর-সুন্দর সেবপাদি-দর্শনে যে বিপ্রলম্ভময়ী চিত্তবৃত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাই এই গুরুবর্গ শ্রীপাদসেবন-লীলাক্ষেত্রে প্রকট করিয়াছিলেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আত্মনিবেদনাখ্য অন্তরীপ শ্রীধামমায়াপুর ব্রজপত্তন আশ্রয় করিয়া কীর্ত্তনাখ্যভক্তিপীঠ শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-দর্শনের লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। কীর্ত্তনের মধ্যেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শনলাভ হয়। সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বারাই—প্রতির দ্বারাই সাধু-গুরুদর্শন হয়,—এই লীলায় সেই শিক্ষাই জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপে আশ্রয়বিগ্রহগণের সহিত তাঁহাদের সেব্য বিষয়বিগ্রহগণকে সংকীর্ত্তনমুখে আরতি করিবার জন্য যে বিপ্রলম্ভময়ী চিত্তবৃত্তি প্রকট করিয়াছিলেন, তাহা আমরা তাঁহার ভাষায় এইরূপ দেখিতে পাই,—

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মহারাজ

"যোগমায়ার কৃপায় তাঁহার পুরপীঠে কি কীর্ত্তনের অভাব হইবে? গোদ্রুমবিহারী হুতবহবিহারে তাঁহার যে কল্পবর্ষের

বিপ্রলম্ভলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা কি সেই শ্রুতির ব্যাখ্যার আলোকিত হইতে পারিব না? "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।" সেই আধ্যক্ষি-

কতা ঘুচাইয়া আমরা কি অধোক্ষজ সুবর্ণবিহারীর সেবক হইতে পারিব না? গোক্রমবিহারী কি আমাদের শুষ্কমুখে ভাগবতার্থ দিয়া নিগমকল্পতরুর গলিত ফলের কথা কর্ণের দ্বারা পান করাইবেন না? অন্তর্দ্বীপে একদিন ব্রহ্মা যে 'গোবিন্দস্তব' করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মসংহিতার গোবিন্দ-স্তবের গান কি আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে না? সেইদিন কি আমরা পরমেশ্বরের অনাদিত্ব, আদিত্ব, সর্ব্বকারণকারণত্ব, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব ও স্বয়ংরূপত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব না? **কেবলই কি আমরা বৃথা বাগাড়ম্বরে ব্যস্ত থাকিয়া মৌখিক কৃপানুগত্য প্রদর্শন করিয়া আত্ম-বঞ্চনা করিতে থাকিব?** শ্রবণাধ্য গৌরবিজয়প্রভু কি আমাদিগকে শ্রবণে অধিকার দিবেন না? মধ্যদ্বীপ-বিহারী গৌরমূর্ত্তি অধোক্ষজ সেবামূর্ত্তি দেখাইয়া আমাদিগকে কি প্রহ্লাদানুগতো 'ভাল আমি' হইয়া স্মরণ করিতে দিবেন না? ভক্তবৎসল নৃপকান্ত আমাদিগকে কি বিষ্ণুস্বামীর আনুগত্য ভুলাইয়া দিবেন? আমরা কি কোলদ্বীপে লক্ষ্মীদেবীর আনুগত্যে সেবপরীর পদসেবনে অসমর্থ হইব? মহাকারুণিক শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপানুগসেবক আমাদিগকে যে শ্রীগোড়-বিহারীর সেবা করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন, শ্রীলক্ষ্মীর প্রসাদে আমরা কি তাহাতে প্রবেশ করিতে চিরদিনই বাধা-প্রাপ্ত হইব? দীর্ঘ বকারদ্বয়ের প্রথম বকারে গোলোকো-পরিস্থিতি বুঝিতে না পারিয়া কি কেবল বাধাই পাইতে থাকিব? দ্বিতীয় দীর্ঘ বকারের আকর্ষণ বা আকর্ষণী আমাদিগের স্কন্ধে আরোপিত হইয়া গরুড়বাহনের কৃপাক্রমে বাধা অতিক্রম করাইয়া মায়াধীশীর প্রভু-সাজ হইতে আকর্ষণ করিয়া কি রাধারাণীর পরম সৌন্দর্য্যময়ী পদনখশোভায় মুগ্ধ করিবে না? কৃষ্ণকর্ণামৃতের আদিম শ্লোক কি আমাদের বোধগম্য হইবে না? পদসেবা করিতে করিতেই ত' অন্তর্দ্বীপে আমাদের পৃথু মহারাজের গৌরব-পূজন ছন্দের অধিকার করিবে। তখন কি আমরা জহ্নুদ্বীপে অক্রূরের পাদ-পদ্মাশ্রয়ে কৃষ্ণ-সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিব না? পাদ-সেবন, অর্চ্চন ও বন্দনপরিণতি কৃষ্ণাপ্তি কি আমাদের সুদূর-পরাহত বিষয় হইবে? মোদদ্রুমদ্বীপে কপিলপতির দাস্য ও রুদ্রদ্বীপে ষাড়শগোপালের সখ্য কি আমাদিগকে অন্তর্দ্বীপে আত্মসমর্পণে বলির চরণানুগত্য হইতে বঞ্চিত করিয়া ইতর পিপাসায় ধাবিত করাইবে? আমরা কি যোগমায়ার পুরপীঠের সন্নিহিত প্রদেশে কুণ্ডতীরবাসে চিরবঞ্চিত হইব?

শুনিয়াছি—আধ্যক্ষিকগণ-বঞ্চিত ব্যক্তিরই কৃষ্ণপ্রাপ্তি সহজলভ্য। আমরা কি ক্ষেত্রমণ্ডলের শোভায় জগন্নাথ-মন্দিরের লেখকের রাধাগোবিন্দ-মিলনের কথা বুঝিতে পারিব না? দৃঢ়ভাবে জানিয়াছি যে, "অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগ-মধোক্ষজে।" সুতরাং **শ্রীরামসেবা কি শ্রুতিমৌলি-রত্নমালাদ্যুতিনীরাজিত পাদপঙ্কজান্ত হরিনাম হইতে পৃথক্ বস্তু? তাহা ত' নহে!!** নবধা ভক্তির অঙ্কুর বিষ্ণুপুরী হইতে মাধবেন্দ্রপুরীর প্রেমাঙ্কুর শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম-কল্পবৃক্ষের প্রণত ফল পাওয়া যায়। অন্য প্রকারে কৃষ্ণপ্রীতির কোন সুগম পথ বা বর্ত্মের কথা কেহই আবিষ্কার করিতে পারিবে না। সুতরাং শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয়েই শিক্ষামন্ত্রের তৃতীয় মন্ত্র লাভ করিয়া ভগবদ্দর্শনে আশাবন্ধ-অবস্থা আমাদিগের নিত্যকল্যাণ বিধান করুক। **আমি বড় হ'ব না, ভাল হ'ব, তবেই ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণ বুঝিতে পারিব—শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে। সুতরাং সুবর্ণবিহারীর জয়-গান—ভাগবতার্কমরীচিমালা আমাদের অবলম্বনীয় হউন।"**

("গৌড়ীয় ১৯শ খণ্ড ২৬শ সংখ্যা ৩৯৪-৩৯৫ পৃষ্ঠা)

সর্ব্বতোভাবে শ্রীগৌরনাম, শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরধাম-সেবার জন্য যে-সকল শ্রীগৌরসংকীর্ত্তন-রসিক শ্রীগুরুবর্গের চিত্তবৃত্তি জগজ্জীবের শিক্ষার আদর্শস্বরূপ হইয়া বিরাজিত রহিয়াছে, সেই গুরুবর্গের কএকটী কথা শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভাষায়-ই নিম্নে উদ্ধার করিতেছি,—

"বর্ত্তমানকালে যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের দাস বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন, তাঁহারা সকলেই বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথের শ্রীচরণাশ্রিত। শ্রীল জগন্নাথদাস শ্রীগৌরজন্মস্থানের নির্দ্দেশক ও শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার প্রাক্তন মূলপুরুষ। তাঁহার শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি অনুরাগ, মানবজাতির কোন প্রতিভা বর্ণন করিতে পারে না। বাংলা ১৩০০ সালে শ্রীল জগন্নাথ-দাস শ্রীগৌরজন্মভূমির নির্দ্দেশ করিয়া বর্ষদ্বয়ের মধ্যেই নিজ প্রকটলীলা সঙ্গোপন করেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে এই প্রপঞ্চে জীবোদ্ধারকল্পে প্রেরণ করিয়া স্বীয় প্রকৃত জন্মস্থান নির্দ্দেশ করাইয়া দিয়াছেন। শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মপ্রচারে তাঁহার যে উৎসাহ তাহার পরিচয় তাঁহার অনুগত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরে সমুজ্জলিত আছে। সকল সদ্‌গুণ শ্রীল জগন্নাথ-দাসকে প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছে।

বর্ত্তমানকালে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূলপুরুষ শ্রীমদ্ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর মহাশয় গৌড়দেশে শতাধিক ভক্তিগ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় রচনা করিয়া গৌড়দেশবাসীর হৃদয়সিংহাসনে গৌড়-দেশের নিত্য গৌরবের বস্তু—অপ্রাকৃত রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লোকাতীত মহিমা সংস্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারই প্রচারফলে অদ্য বিশ্বের নানাস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গের কথা প্রচারিত হইয়াছে। মহাপুরুষ শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটকালীন শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভা ৩৯৮ শ্রীচৈতন্যাব্দীতাব্দে কলিকাতা মহা-নগরীতে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-সভা নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। পূর্ব্বকালে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থসকলের সাময়িক প্রচারের অভাব ছিল। কালে-ভদ্রে কেহ এই সকল গ্রন্থের শ্রবণ পঠনাদি করিতেন। এই লোকাতীত মহাপুরুষের কৃপার ফলে সেই শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচরিতামৃতের অসামান্য সমৃদ্ধি জগতে শ্রীসজ্জনতোষণী নাম্নী সাময়িক পত্রিকায় প্রচারিত হইয়াছে। ইহার দ্বারাই প্রাচীন লেখক শ্রীপরমানন্দদাস-প্রমুখ জনগণের শ্রীনবদ্বীপের প্রাচীন বিবরণসমূহ ও শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তিরত্নাকর, পরিক্রমা প্রভৃতি আকর-গ্রন্থ ও তাঁহার তাৎকালিক বিশ্বাসযোগ্য নিত্যসংবাদসমূহ-সংবলিত আকর হইতে সাধারণের বোধোপযোগী করিয়া বর্ত্তমান গৌড়-দেশে শ্রীধাম সেবার অলৌকিক সৌন্দর্য্য-মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ, ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দ-রচিত শ্রীনবদ্বীপ-শতকের গৌড়ীয় ভাষার পদ্যে অনুবাদ-প্রচার, তাঁহার শ্রীধাম-মাহাত্ম্যের প্রমাণসমূহ হইতে অনেকবার বঙ্গাক্ষরে প্রচারিত হইয়াছে। কতকগুলি বিষয়মদমত্তজন নানা উপাধিতে মণ্ডিত হইয়া নিজ নিজ ঈর্ষানলের ইন্ধনসংগ্রহে ব্যস্ত হইলেও সত্যের অপলাপের কোনদিনই সম্ভাবনা নাই। এই মহাত্মা শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণীসভার কার্য্যপতি ও শুদ্ধভক্তি-সংরক্ষণে শ্রীচৈতন্যদেব-প্রেরিত ও তদাদিষ্ট লোকাতীতজ্ঞান-সম্পন্ন ও লৌকিকজ্ঞানের সম্পূর্ণভাবে দূরস্থ শিক্ষক। তাঁহার শ্রীচৈতন্য-সেবাভীষ্ট-প্রচারফলে শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার প্রাকট্য এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পুনঃসঞ্জীবন-কার্য্যে যে সকল গৌরসেবাপরায়ণ ভক্ত গৌড়ীয়-সমাজের গ্লানি অপনোদনে সচেষ্ট, তন্মধ্যে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনের অন্তর্গত শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থিত ত্যক্তগৃহ নিষ্কপট ভক্তসম্প্রদায় শ্রীধাম-সেবার জন্য অনুক্ষণ কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত।

সেই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার চৌকিদার শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নামহট্টের ঝাড়ুদার শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অতীষ্ট-কার্য্যের সহচরেরই আরাধ্যদেব শ্রীমদ্গৌরকিশোর।

যে লোকাতীত মহাপুরুষ ভগবৎসেবানিপুণ, শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন, বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পুনঃসঞ্জীবক ভারতের বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তিপ্রচারকেন্দ্র শুদ্ধভক্তিমঠসমূহের সংস্থাপক ও পুনরুদ্ধারকারক, তাঁহারই আরাধ্যদেব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রকাশক শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটকালীন শ্রীদাসগোস্বামীর অভিন্ন আচারের নিগূঢ় রহস্য জগদ্বাসনের অব্যক্ত-প্রচারকারি-সূত্রে তিনি ব্যক্ত প্রচারকারীর গুরুদেব।"

('গৌড়ীয়' ৬ষ্ঠ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা 'অহৈতুক বাসসেবক' শীর্ষক প্রবন্ধ ; 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ' ২৭শে চৈত্র, ১৩৩৪, 'বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ' নামক প্রবন্ধ।

এই শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীগৌর-সংকীর্ত্তনরসোন্মত্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মচতুষ্টয়ের শ্রীপাদপদ্মাঙ্কিত পথের যিনি অধিতীয় অনুসরণকারী হইয়া একান্তভাবে শ্রীগৌড়ীয়মঠমাধ্যমে লীলা প্রকট করিয়াছেন, সেই শ্রীভক্তিবিনোদধারা-সংরক্ষণকারী আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর বপুশ্চতুষ্টয় পূর্ব্বে শ্রীগৌরধাম-বাসরেই (১২ই চৈত্র, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ, ৪৫০ গৌরাব্দ) আচার্য্য-ভাস্করূপে উদিত হইয়াছিলেন। এই আচার্য্যভাস্করের উদয়ে পেচকবন্দী

ব্যক্তিগণ স্বেচ্ছার বিকট কলরব আরম্ভ করিলেও শ্রীগৌর-সুন্দরের সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ইচ্ছাই জয়যুক্ত হইয়াছে। যাঁহারা বলেন,—কতিপয় ব্যক্তি অভিলম্বিমূলে জীবে দয়ারূপ ভুবনমঙ্গল কার্য্যের উদ্বোধন (আচার্য্য-প্রাকট্য) করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারাই শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর প্রেরণায় প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অব্যবহিত পূর্ব্বে 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে সেই আচার্য্যভাস্করের যে অসম্পূর্ণ মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাহা পাঠ করিয়া 'নদীয়াপ্রকাশে'র কোন কোন সাধারণ পাঠক তাহা যেরূপ সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়াছিলেন, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের স্তম্ভ হইতে দশ বৎসর পরে তাহারই আমরা পুনরাবৃত্তি করিতেছি। শ্রীল আচার্য্যদেব তখন বহ্নের দ্বারা সূর্য্য আচ্ছাদন করিবার চেষ্টার ন্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের লিখিত প্রবন্ধে নিজের যে আচার্য্য-জ্যোতিষ্ক-স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা আচ্ছাদন করিবার চেষ্টা করিলেও নদীয়াপ্রকাশ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। পেচকগণের শত শত কলরব বিভীষিকা, শত শত উৎপাত-ঝটিকা, চক্রান্ত-যবনিকা, সেই অতিমর্ত্য ভাস্করের দ্যুতিকে আচ্ছাদন করিতে পারে নাই। দশ বৎসরের পূর্ব্বে এই আচার্য্যভাস্করের সম্বন্ধে যে সকল কথা সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল।

"শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু

অনন্ত কোটী বিশ্বে অনন্ত সেবাবিস্মৃত অনন্তকোটী জীব অনন্তসেব্য অপ্রাকৃত কামদেবের আসন পরিগ্রহার্থ লুব্ধ হইয়া মোহময় কটাহে নিক্ষিপ্ত হইতেছে এবং নিয়ত কামাগ্নিতে আত্মাহুতি প্রদান পূর্ব্বক অনন্তপ্রভাব ক্লেশের আবাহন করত অপার দুঃখ-জলধির অতল-তলে নিমজ্জিত হইতেছে। এই সকল স্বরূপ-বিস্মৃত দুর্ভাগ্য জীববৃন্দের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদিগকে দুঃখসমুদ্র হইতে উত্তোলনার্থ শ্রীঅনন্তদেব গুরুরূপে সপার্ষদে ধরণীতে অবতীর্ণ হন। মাদৃশ পতিত জীবকে তাঁহাদের পদনখচন্দ্রিকার আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া চরণ-প্রান্তে আকর্ষণার্থ তৎকালে সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি এবং তাঁহার পারিষদবর্গ মানবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। তাই বলিয়া তাঁহারা মায়া মিশাইয়া আসেন না—তাঁহাদের দেহ মায়ুষ বদ্ধজীবের দেহের ন্যায় হাড়-মাংসের থলে নহে, পরন্তু অপ্রাকৃত—চিন্ময়। অবনীতে আগমন করিয়া আমার সুকৃতি সম্পাদনার্থ তাঁহারা কোনও সময় অসুস্থ হইবার লীলা অভিনয় করিয়া আমাকে সেবা-সুযোগ প্রদান করিয়া থাকেন। নিষ্কপটে তাঁহাদের সেবা করিলে তাঁহাদেরই কৃপালব্ধ দিব্য দৃষ্টিতে আমি আমার নিজের প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করিতে পারি, তখন দেখিতে পাই যে, নিত্যকাল তাঁহাদের সেবা করাই আমার নিত্যধর্ম্ম এবং এই নিত্য-ধর্ম্মে অবস্থিতিতেই নিত্যানন্দের উদয়।

নিত্যমুক্ত ভগবৎপার্ষদগণ বিপ্রলম্ভলীলার পুষ্টিসাধনার্থ ভক্ত-বিরহব্যথা সন্দর্শন পূর্ব্বক "তখন না হৈল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম্ম" প্রভৃতি বিলাপকুসুমাঞ্জলি রচনা করিয়া থাকেন। দুর্ভাগ্য আমি 'এঁচড়ে পাকা'-বুদ্ধি লইয়া তাঁহাদের

অনুকরণ করিয়া বলিয়া থাকি,—"আহা! মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময় যদি জন্ম লাভ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে জীবন সার্থক হইত।" কিন্তু সেই সময় জন্মগ্রহণ করিলেও হয়ত' মহাপ্রভুকে "সর্ব্বেশ্বরেশ্বর" বলিয়া জানিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে "শচী পিসির ছেলে" মনে করিয়া তাঁহার সহিত একটা প্রাকৃত রক্তমাংসের সম্বন্ধ স্থাপনার্থ ব্যস্ত হইতাম। তাহাতে আমার নিরয়প্রাপিকা বুদ্ধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত। সুকৃতিসম্পন্ন জনগণ বর্ত্তমানকালে জন্মগ্রহণ করিয়া দেখিতে পাইতেছেন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জগৎকে শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-প্রদানার্থ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আর তাঁহার সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন তাঁহার পার্ষদবৃন্দ এবং তাঁহাদের অন্যতম শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু। বড়ই দুঃখের বিষয়, মাদৃশ অবিদ্যাবৃত অপরবিদ্যাভূষণ কোন রাসভেন্দ্রশেখর পরবিদ্যাভূষণপ্রভুকে সমপদবীর ব্যক্তি মনে করিয়া তাঁহার চরণে অপরাধ সঞ্চয়-পূর্ব্বক অনন্ত-নরকের পথ পরিষ্কার করিতেছে।

শ্রীমদ্ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর বীণা-যন্ত্র; এই বীণা ভক্তিসিদ্ধান্তরসমালায় সুশোভিত এবং এই বীণার তারে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী সর্ব্বদাই ঝঙ্কৃত হইতেছে। এক কথায়—শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু মূর্ত্তিমান্ ভক্তিসিদ্ধান্ত। ভক্তিসিদ্ধান্তে পারঙ্গত না হইতে পারিলে অখিল রসের খনি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের মধুপ হওয়া যায় না। তাই বিদ্যাভূষণ প্রভু সিদ্ধান্তের মূর্ত্তবিগ্রহরূপে অবনীতে আগমন করিয়া আমাদিগকে তাঁহার প্রাণ-নাথের সেবায় নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত ভক্তিসিদ্ধান্তের বিপণি বিস্তৃত করিয়াছেন। নিষ্কপট আর্ত্তিমূল্যে তিনি শ্রদ্ধাবন্ত জনগণের নিকট উহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধাহীনের ঐ বিপণির সম্মুখীন হইবার সামর্থ্য নাই।

সংসার-মরুতে ত্রাহ্যমানদুর্ভাগা মানব ত্রিতাপ-কালাতপে তপ্ত হইতে হইতে প্রাকৃত লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা-মরীচিকার অভিমুখে প্রধাবিত হইয়া ভগবৎ-সেবা-শান্তিবারির সন্ধান পাইতেছে না; পরন্তু অশান্তিনিবারক মহৌষধিকে অবজ্ঞা করত নিত্য নব-নব অভাবের সৃষ্টি করিয়া অশান্তির অনল ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতেছে। তাদৃশী দুরাশা-মরীচিকা কখনও বৈকুণ্ঠের সম্মুখীন হইতে পারে না। সুবিজ্ঞ বৈকুণ্ঠঠাকুরের সুদর্শনালোকের ভয়ে ভীত হইয়া মোহান্ধকার পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। আমরা বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীপাদ অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর আদর্শ-চরিত্রে এই চিরন্তন সত্যের সন্ধান পাই।

অনেক বক-ধার্ম্মিক অধিকতর প্রতিষ্ঠালাভাশায় লোক-দেখান প্রতিষ্ঠা-উপেক্ষার ভাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা-সরোবরের তীরে গুপ্তভাবে অবস্থান করেন, কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠাশাকূপ দুষ্ট যশঃসরস্বতীর আলিঙ্গন-প্রবৃত্তিটী বুদ্ধিমানের চক্ষে ধরা পড়িয়া যায়। এই শ্রেণীর ব্যক্তি শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ প্রভুর শ্রীচরণ হইতে অনন্তকোটী যোজন দূরে অবস্থান করিলেও বাসুদেব প্রভুর সুদর্শনের গতি তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার স্বরূপ প্রকাশ করত নিষ্কপট সরল ব্যক্তিগণকে তাহার সঙ্গ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন।

অনেক সত্য ঘটনা বাসুদেব প্রভুর প্রতিষ্ঠাশাহীনতার সুষ্ঠু প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছে। গত বৎসর অন্তর্দ্বীপ গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বাসুদেব প্রভুর আদর্শ বৈষ্ণব-চরিত্র জগদ্বাসীর উপকারার্থ নদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত করিবার জন্য স্বয়ং বাসুদেব প্রভুর সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখাইয়াছিলেন। শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ প্রভু কোনক্রমে তাহা অবগত হইয়া উহা মুদ্রিত হইতে দেন নাই। মাদৃশ ঘৃণিত ব্যক্তি কোনও গুণ না থাকা সত্ত্বেও অপরের প্রশংসা পাইবার নিমিত্ত সর্ব্বদা লালায়িত; আর অপরে শ্রীলপ্রভুপাদের প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া তাঁহার প্রশংসা করিবে,—এই স্বয়মাগত প্রতিষ্ঠাভরে শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ প্রভু যাহাতে উহা আমরা আমাদের জীবনে আর দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিতে না পারি, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। ঈদৃশ আদর্শচরিত্র দর্শনে স্বতঃই মনে হয়, শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু মাধবেন্দ্র-পুরীপাদেরই প্রকাশ-বিগ্রহ। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী স্বয়ং শ্রীমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন—বাসুদেবের মধ্যে কোথাও প্রতিষ্ঠাশার বিন্দুমাত্রও স্থান পায় নাই।

প্রবন্ধ বিস্তৃতির ভয়ে আর আর বিশেষ কিছু না লিখিয়া সুধী পাঠকবর্গের নিকট এই বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি যে, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব প্রভুর গলদেশে যেমন একদিকে

বৈষ্ণবোচিত বৈরাগ্যের প্রতিচ্ছবিখানা সুশোভিত এবং তদ্দ্বারা প্রতিষ্ঠাতীন বৈষ্ণবপ্রতিষ্ঠাকৌলতন্ত্রটি ঐ মালিকার শোভাবর্দ্ধন করিতেছে, অপরদিকে **শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্য তাঁহাকে সমলঙ্কৃত করিয়াছে।** 'আমি গুরু নিত্যানন্দ, গুরু যাতীত লঘু বস্তু আমার সেব্য নহেন, সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডও যদি আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়, তথাপি আমি একাগ্রমনে গুরুদেবের সেবা হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইব না; এমন কি, তেত্রিশ-কোটী দেবতাও আমাকে তাহা হইতে টলাইতে পারিবে না'—বৈষ্ণবোচিত অভিমানে তিনি সর্ব্বদাই অভিমানী।

যিনি শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ প্রভুর সহিত একবার আলাপ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার পরবিদ্যার অগাধ পাণ্ডিত্যের এবং সুরসিকত্বের পরিচয় পাইয়াছেন। তাঁহার সুললিত স্বরের তানলয়সমন্বিত ভজনগীতি শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছে, করিতেছে এবং করিবে। মুক্তাখচিত হস্তাক্ষর, সরল-সরস-হৃদ্য-অলঙ্কারাদিসমন্বিত সুগভীর তত্ত্বপূর্ণ সুমধুর বাক্যবিন্যাস এবং দ্রুত লিখনাভ্যাসগুণে **তিনি শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ।** ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের মহাদানের সম্যক্ সন্তান সংগ্রহের নিমিত্ত শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ প্রভুর চরণে প্রপন্ন হওয়া মাদৃশ ব্যক্তির একান্ত কর্ত্তব্য। তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করিলে দেখিতে পাইব, **তিনি কৃষ্ণকার্ষ্ণ-বিদ্বেষিজন-গণের কৃতান্তসদৃশ হইলেও কার্ষ্ণগণের নিকট তিনি কুসুম হইতেও কোমল।"**

—(নদীয়াপ্রকাশ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩য় পৃষ্ঠা)

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশের সম্পাদকীয় স্তম্ভে ইহা পাঠ করিয়া তদানীন্তন কোনও নিরপেক্ষ পাঠক তখন অযাচিত-ভাবে এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—

শ্রীশ্রীহরিশরণম্

২৭এ, পরপুকুর রোড,
ভবানীপুর, কলিকাতা

পরমপূজনীয়
শ্রীযুক্ত 'নদীয়াপ্রকাশ'-সম্পাদক মহাশয়
শ্রীচরণকমলেষু

আজ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর অতি সংক্ষিপ্ত চরিত-কথা নদীয়াপ্রকাশে পাঠ করিয়া পরমানন্দিত, ধন্য, তথা কৃতার্থ হইলাম।

আমার পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতির অভাবেই হইবে, শ্রীযুক্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ সার্ব্বভৌমপ্রভুর চরণধূলিলাভের সৌভাগ্য এই অভাব অধম ও অযোগ্য ব্যক্তির খুব কমই হইয়াছে। তথাপি ছই একবার তাঁহার চরণে প্রপন্ন হইবার সৌভাগ্যে বুঝিয়াছি, **বয়সে তরুণ হইলেও ইঁহার ন্যায় কঠোর বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তি, ইঁহার ন্যায় জ্ঞানী, ইঁহার ন্যায় ভক্ত অধুনা জগতে দুর্ল্লভ—অতিদুর্ল্লভ।**

শ্রীল বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর চরণে আমি কোটি কোটি প্রণাম করিয়া আপনাকেও শত শতবার ধন্যবাদ প্রদান করি, সাধুবাদ করি যে, আপনি এহেন অলোকসামান্য ব্যক্তির চরিত-কথা নদীয়াপ্রকাশে বাহির করিয়া মাদৃশ গৃহকূপস্থ ০ ০ ০ জীবের অশেষ কল্যাণসাধন করিতেছেন।

আপনি ঠিকই বলিয়াছেন—**সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীপরবিদ্যাভূষণ প্রভু অভিমর্ত্ত্য ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর বীণা-যন্ত্র সদৃশ।** সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতি কঠিন, অতি গুহ্য ও রহস্যপূর্ণ Extremely subtle and difficult উপদেশ ইনি যেরূপ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তদ্রূপ অল্প লোকই পারিয়াছেন। সুতরাং ঈদৃশ ব্যক্তির চরিত-কথা যেরূপ যতই আলোচিত ও প্রচারিত হয় ততই আমাদের মঙ্গল।

ইহা অতীব সত্য যে ইহাদের জীবনকালে ২।৪ জন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ভিন্ন জনসাধারণ ইহাদিগকে চিনিতে পারেন না—appreciate করিতে সমর্থ হয় না—বুঝিতে পারেন না। ইহা ত' ব্যবহারিক জগতের ইতিহাস। পাঠকমাত্রই বেশ অবগত আছেন। তা' তাঁ'রা নাই পারুন, মহাশয়ের ন্যায় পারমার্থিক সংবাদপত্র-সম্পাদকের অন্যতম কর্ত্তব্যই হইতেছে এইরূপ রত্ন জগদ্বাসীর সমক্ষে বাহির করিয়া দেখান, এইরূপ ব্যক্তিদের জগদ্বাসীকে চিনাইয়া দেওয়া ও জানাইয়া দেওয়া—বিশ্ববাসীকে ইহাদের সেবা করিতে বলা—ইহাদিগকে স্বীয় জীবনের আদর্শ করিতে আহ্বান করা। ইতি

প্রবন্ধপাঠে বিমোহিত-হৃদয় ভবদীয় দাস, ভৃত্য ও সেবকাভিমানী মন্দভাগ্য—শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়।"

উক্ত পত্রের নিম্নে এইরূপ সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল—

[পেচক-ধর্ম্মবিশিষ্ট জনগণ সর্ব্বদাই অজ্ঞানান্ধকারে থাকিতে ভালবাসে। বাস্তব সত্যসূর্য্য, শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রখর আলোক তাহাদের চক্ষুঃশূল উৎপাদন করে, তাই তাহারা এই সূর্য্যের উদয়ে বাধাপ্রদানের নিমিত্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীনদীয়াপ্রকাশ তাহাদের শত-সহস্র বাধা পদদলিত করিয়া নিশ্চল সজ্জন-হৃদয়াকাশ আলোকিত করিয়া থাকেন। সত্যসূর্য্য মৎসর দস্যু-তস্করের ভীতিপ্রদ হইলেও সজ্জনগণের কি প্রকার আনন্দপ্রদ হন তাহা রাজর্ষি রায়সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ রায় বেদান্ত-ভূষণ এম্.এ, প্রাক্ত, বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের পত্রখানা পাঠ করিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

সজ্জনমাত্রই ভগবজ্জ্ঞান-ভাণ্ডারের সন্ধানের নিমিত্ত ব্যস্ত। এই জ্ঞানভাণ্ডার গোবিন্দের ঐকান্তিক ভক্তের হৃদয়ে সংরক্ষিত; সুতরাং তাঁহার হৃদয় জগৎসমক্ষে যতই প্রকাশিত হইবে জগদ্বাসীর ততই মঙ্গল। বাদৃশ অতি অনিপুণ হস্তে অঙ্কিত বিশ্বচুলবরেণ্য পণ্ডিতাগ্রগণ্য গুরু-গৌরাঙ্গৈকগতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পর-বিদ্যাভূষণ প্রভুর অতি অস্পষ্ট ও অতি সংক্ষিপ্ত চরিত-চিত্র-দর্শনেও রাজর্ষি মহোদয়ের হৃদয়ে যে বিমল আনন্দের উদয় হইয়াছে তাহা তাঁহার মহদন্তঃকরণের পরিচয় সন্দেহ নাই। —নঃ প্রঃ সঃ]

—নদীয়া প্রকাশ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা, ৩য় পৃষ্ঠা।

এই সকল কথা পাঠ করিয়া আধ্যক্ষিক যুক্তিবাদী কেহ কেহ বলিতে পারে,—এইরূপ প্রশংসা বা ইহা অপেক্ষাও অতিশয়োক্তিসমূহ দৈনিক নদীয়া প্রকাশ বা "গৌড়ীয়ের" স্তম্ভে কিছু বিরল নহে। অনেকেরই সম্বন্ধেই ত' শ্রীল প্রভু-পাদের প্রকটকালে, এমন কি, তৎসমুখে, তাঁহার সভা-পতিত্বে এইরূপ অতিশয়োক্তি করা হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের স্থান বর্ত্তমানে কোথায়?

এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আমরা সকলকেই সম-পর্য্যায়ে ও সমান আসনে স্থান প্রদান করিবার জন্য মায়াজাল বিস্তার করিতে পারি। কিন্তু এইরূপ শত-শত যুক্তির দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা ভেদ করিয়াও বাস্তব সত্যের ভাস্বর জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়। যিনি যখন কোন গৌরপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, মহাভাগবতবর শ্রীগৌরজন অধিতীয় মানদবররূপে স্বয়ং বা তাঁহার মানদমণ্ডলীর দ্বারা মানদান করিয়াছেন। ইহা সার্ব্বকালিক কীর্ত্তনকারী আচার্য্যের নিত্য-ধর্ম্ম ও ভজনকৌশল; কিন্তু মহাভাগবতবরের সেই মানদান বা তাঁহারই নির্দ্দেশে মানদমণ্ডলীর দত্ত সেই মানকে যিনি বা যাঁহারা আশীর্ব্বাদরূপে বরণ করিবেন, শ্রীগৌরসুন্দরও তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে বরণ করিবেন অর্থাৎ তিনিও মহাভাগবতবররূপে সঙ্কল্প প্রতিষ্ঠাশাহীন শ্রীগৌরগাথা কীর্ত্তন করিবেন। তাঁহার সঙ্কল্পে অপর জীবের প্রতিষ্ঠাশা, প্রভুত্বকামনা, পুরুষাভিমান, অসৎসিদ্ধান্তে অভিনিবেশ প্রভৃতি বিদূরিত হইবে। যাঁহার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাশাগৃধ্নু-খলচ-রমণী নৃত্য করে, তিনি কখনও শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনৈকব্রত থাকিতে পারেন না, কীর্ত্তনে তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস নাই। কীর্ত্তনে আন্তরিক বিশ্বাস বলিতে পূর্ণ শরণাগতি বুঝায়। পূর্ণ শরণাগত না হইলে কীর্ত্তনকে শব্দাড়ম্বর মাত্র মনে হয়; কীর্ত্তনাঙ্গ অপেক্ষা অন্যান্য প্রাকৃত মূল অঙ্গগুলিকে অধিক কার্য্যকরী মনে হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব আত্মপ্রকাশ করিলে শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদের শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্যের অনন্ত-গোপাল তত্ত্বের মঙ্গলাচরণে কথিত "বাসুদেব-অনন্তদাস্যে থাকিয়া ও' সদা লহ নাম" পদের ব্যাখ্যা গৌড়ীয়ে প্রচারিত হইয়াছিল; তখন কেহ কেহ ইহাকে স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা যে স্বকপোলকল্পিত বা সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা নহে, তাহার প্রমাণ এই যে, শ্রীধাম-মায়াপুরে ঠিক বার বৎসর অর্থাৎ একযুগ পূর্ব্বে (১২ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৫ শ্রীগৌরাবির্ভাব-মহোৎসবের দ্বিতীয় দিবস) শ্রীগৌরজন্মোৎসবের সময়ই **শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে** বহু শুদ্ধবৈষ্ণবমণ্ডলীর সমক্ষে এই ব্যাখ্যা হইয়াছিল, তাহা আমরা অবিকল নিম্নে উদ্ধার করিতেছি,—

"শ্রীগৌড়ীয়মঠে একদিন—একদিন কেন, বহুদিন শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, বোধ হয় দু' একদিনের বার-তারিখও আমার ডাইরীতে লিপিবদ্ধ আছে, কৃষ্ণেতর-বিষয়-সঙ্গ-ধূৎকৃতি ও তৎসঙ্গে কৃষ্ণবিষয়গণকদেশ-আবৃত্তি যদি কাহারও বিশেষভাবে থাকে, তাহা হইলে সেটী পরবিদ্যাভূষণ শ্রীবাসুদেব প্রভুতে বর্ত্তমান। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে আরও শুনিয়াছি,—"বাসুদেব আমার কথা যেরূপ সম্পূর্ণভাবে—আমি যাহা বলিতে চাই, ঠিক

সেইটী পূর্ণভাবে বুঝিতে পারেন, এমন আর কেহই পারে না।" শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে আরও একটী কথা শুনিয়াছি, মহাপ্রভুর সময়ে শ্রীল স্বরূপাদি কয়েকজন ভক্ত, তৎপরে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতি কয়েকজন সঙ্গীতবিদ্যায় অতুলনীয় হইয়াও বৈষ্ণবচূড়ামণি ছিলেন। কিন্তু তৎপরবর্ত্তিকালে অধিকাংশ সঙ্গীতনিপুণ ব্যক্তিই চরিত্রভ্রষ্ট হইয়া, না হয় ইন্দ্রিয়-তর্পণপরায়ণ নানা-প্রকার আয়েন্দ্রিয়তৃপ্তিকর অনুষ্ঠানাদি, কনকাদিনী-প্রতিষ্ঠাদির তাণ্ডব নৃত্যই দেখা যাইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান-যুগে একমাত্র অনন্তবাসুদেব প্রভু সঙ্গীতবিদ্যায় পরমনিপুণ হইয়াও বৈষ্ণবতায় সুপ্রতিষ্ঠিত। আর একটী কথা, শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীবাসুদেব দা'র পাণ্ডিত্যের অলৌকিকতার কথা শ্রীচৈতন্যমঠে ও শ্রীগৌড়ীয়মঠে একাধিকবার শুনিয়াছি, আমরাও একথা জোরগলায় বলিতে পারি যে, এই বাসুদেব প্রভুর মত পরবিদ্যার অনুসরণ-কারী, শুদ্ধা সরস্বতীর অনুগমনকারী জগতে আর দ্বিতীয় নাই। বহু বহু মহামহোপাধ্যায়, বহু বহু প্রাকৃত বিদ্যার বরপুত্রগণ তাঁহার অপ্রাকৃত পাণ্ডিত্যপ্রতিভার নিকট পরাস্ত ও ম্লান হইয়াছেন—ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। অদূর ভবিষ্যতে অনেকেই চোখ থাকিলে এই বাস্তব বাণীর সত্যতা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। বাসুদেব দা'র নিকট কাহারও সিদ্ধান্তবিরোধী বাক্য বলিয়া পার পাইবার উপায় নাই। যে-কোন প্রকার সিদ্ধান্তবিরোধী বাক্য বা কার্য্য তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে ধরিয়া ফেলেন। বাসুদেব দা'র চরিত্রের আর একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তিনি যে সেবা করেন, তিনি তাঁহার সেই সেবার কখনও advertise করিয়া বেড়ান না। তিনি নীরবে, একান্তভাবে সহিষ্ণু হইয়া তাঁহার হৃদয়ের আরাধ্যদেবের সেবা করিয়া যান। অল্পপ্রতিষ্ঠার কোন প্রভাব কোনদিনই তাঁহার নিকট বিন্দুমাত্রও আস্ফালন দেখাইতে পারে না। আমার কোন কার্য্য কোনদিনই এই নিত্যমুক্ত পুরুষ-প্রবরের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারে না। আমরা অনেক সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বাসুদেবদা' আমাদের অনেকের বিভিন্নপ্রকার খুঁৎগুলি ধরাইয়া দিয়া থাকেন এবং বন্ধুজনের ভিতর দিয়া আমাদের সেই অনর্থগুলি এরূপভাবে চিহ্নিত করেন যে, আমরা তখন আমাদের দোষগুলি মূর্ত্তিমন্তরূপে দেখিতে পাই। বাসুদেবদা'র ঐরূপ কার্য্যে এত কৃপা, স্নেহময়ী শিক্ষা ও মঙ্গলোপদেশ নিহিত রহিয়াছে যে, তাহা গ্রহণ করিলে আমরা অচিরেই অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারি। যাঁহারা বাসুদেবদা'র ঐরূপ স্নেহময় শিক্ষাদান ও শাসন-প্রণালীকে 'হিংসা' মনে করেন, তাঁহারা চিরতরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহা-বদান্যতা হইতে বঞ্চিত হন—একথা নিশ্চয়। নিজে নির্খুঁত—খাঁটী না হইলে অপরের খুঁৎ ও অনর্থ ধরাইয়া দিবার সাহস ও সামর্থ্য আসিতে পারে না। বাসুদেবদা' সম্পূর্ণ নির্খুঁত ও খাঁটী। শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র জগৎকে আহ্বান করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয়-ভাষ্যে বলিয়াছেন,—"বাসুদেব অমন্তমান্তে থাকিয়া ত' সদা লহ নাম।" পরবিদ্যাভূষণ শ্রীবাসুদেবের আনুগত্যে সকলে সর্ব্বদা শ্রীনাম-কীর্ত্তনে রত হও, তাহা হইলেই শুদ্ধনাম জিহ্বাগ্রে উদিত হইবেন।"

(গৌড়ীয় ৭ম বর্ষ, ৩৩শ সংখ্যা, ৫১৮-৫১৯ পৃষ্ঠা)

ঠিক একযুগ পূর্ব্বে যে কথা শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌরজন্মোৎসববাসরে বিঘোষিত করাইয়া-ছিলেন, তাহা কি বর্ণে বর্ণে সত্য হয় নাই? এইরূপ অনন্তকরীয় শুদ্ধাসরস্বতী কি অন্য কাহারও সম্বন্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল?

আধ্যক্ষিক যুক্তি এই যে, যখন একজনের বা বহুজনের সম্বন্ধে কোন প্রশংসা-বাক্য পরবর্ত্তিকালে ব্যর্থ হইয়াছে, তখন বাস্তব সত্যেরও কোন বাস্তব প্রশংসা বা প্রতিষ্ঠা নাই। প্রতি বৎসর শ্রীগৌরজন্মবাসরে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদ-প্রাপ্ত বহু ব্যক্তি অপাদান্ত শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-লাভের অধিকারীর অভিনয় করিয়াও শ্রীধামবিদ্বেষী, শ্রীগুরুবিদ্বেষী, এমন কি, ধর্ম্মান্তর-গ্রাহী হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মহাপুরুষগণের কথা ও আশীর্ব্বাদের কোনই মূল্য নাই, কোথাও বাস্তব সত্য নাই,—এই ধারণা কোন আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তি পোষণ করেন না। সত্যের নিত্য প্রতিষ্ঠা আছে। কোন যুক্তি, উপমা বা নজিরের দ্বারা সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না, তাহা স্বয়ং-সিদ্ধ, প্রাণবান্। শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে আগত অনেকের অনেক প্রশংসার কথা আছে। শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বোত্তম

হইয়াও তাঁহাদিগকে আশাতিরিক্ত মান দান করিয়াছেন বা করাইয়াছেন, কিন্তু শ্রীনামপ্রভুর সেবা আর কাহারও আনুগত্যে করিবার জন্য আর কোথাও শুষ্কতর্কমতবাদকে আহ্বান করেন নাই, আর কোথাও কাহারও আনুগত্যে থাকিয়া সর্ব্বদা শ্রীবার্ষভানবীর দাস্য-কামনাকারিগণের একমাত্র ভজন শ্রীনামসংকীর্ত্তনবহুলা ভক্তি-যাজনের কথা বলেন নাই। ইহা যুক্তি বা তর্কের দ্বারা বুঝাইবার নহে, অন্ধবিশ্বাস, ধর্ম্মোন্মত্ততা বা উদ্ভট কল্পনা বা আরোপ প্রভৃতির দ্বারাও বুঝিবার নহে, বাস্তব সত্য অনুভবের বিষয় ও স্বয়ং-প্রকাশ। আমরা কেবল শ্রৌতপথে ইহাই বুঝি, আমাদের শ্রীগুরুবর্গ শ্রীগৌরসংকীর্ত্তন-রসোন্মত্ত—তাঁহারা শ্রীগৌরধামবাসী—তাঁহারা শ্রীব্রজবাসী—তাঁহারা ভক্তিরসাভিনর্ত্তক শ্রীগৌরসুন্দরের সপ্তজিহ্বাবান্ সংকীর্ত্তনাগ্নির উপাসক। যিনি বা যাঁহারা আমাদের হৃদয়ে **সংকীর্ত্তনাগ্নি প্রজ্বলিত করাইয়া আমাদের অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত করাইতে পারেন, তিনি বা তাঁহারাই শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা শ্রীগুরুকুল**—তাঁহারাই শ্রীগৌরজন্মোৎসবের সংকীর্ত্তন-মহাযজ্ঞের নিত্য ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা ও উদ্গাতা।

শ্রীশ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যত্ব

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত "The Hindu" নামক ইংরেজী দৈনিক পত্রিকার গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৪১) রবিবারের সংস্করণে মিঃ কে, ভি, রামস্বামী "Gopala Bhatta—Tamil Gossain of Chaitanyas" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সম্প্রতি আমরা উহা সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি।

এইরূপ প্রবন্ধ লিখিবার কৌতূহল উক্ত লেখকের কি কারণে হইল, তাহা বুঝা যায় না; তবে মনে হয়, তিনি শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুকে দাক্ষিণাত্যবাসী হিসাবে বিচার করিয়া প্রাকৃত দেশগত, প্রাকৃত সাম্প্রদায়িক প্রীতি (?) প্রদর্শনকল্পে হয়ত' এই প্রবন্ধ লিখিয়া থাকিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি স্বপ্রদেশ হইতে অনুসন্ধান করিয়া ঐ প্রবন্ধে কোনই মৌলিক তথ্য বা কোন ঐতিহাসিক সত্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই; বরং বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বৈষ্ণব ইতিহাসে সম্পূর্ণ অপ্রামাণিক বঙ্গদেশীয় একজন প্রাকৃত সাহিত্যিকের ভ্রান্ত মত উদ্ধার করিয়া স্বদেশবাসী ও সত্যকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুকে "তামিল ব্রাহ্মণ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য তাহা নহে। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু তামিল ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হন নাই।

তিরুমলই, শ্রীবেঙ্কট ও শ্রীপ্রবোধানন্দ নামক তিন ভ্রাতা এবং মধ্যম বেঙ্কটের পোষ্যপুত্র শ্রীগোপালভট্ট মহীশূর প্রদেশ হইতে আসিয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বাস করেন। বস্তুতঃ ইহারা আন্ধ্র বা উত্তর প্রদেশের অধিবাসী। এই মধ্যম ভ্রাতা শ্রীবেঙ্কটের আত্মজই—শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু। শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪৩৩ শকাব্দে শ্রীরঙ্গে শুভবিজয় করিয়া উক্ত ভ্রাতৃত্রয় ও শ্রীগোপালভট্টের নিকট শ্রীকৃষ্ণভজনের তারতম্যের বিষয় কীর্ত্তন করেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৯ম পরিচ্ছেদে ৮২-৮৬ সংখ্যায় শ্রীবেঙ্কটভট্টের ও তৎপুত্র শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর বিষয় বর্ণিত আছে। শ্রীভক্তিরত্নাকর ১ম তরঙ্গে ৮১-৮৩ সংখ্যায়ও শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশীয় কোন গ্রাম্য সাহিত্যিক, তাহার পুস্তকে প্রাকৃতসহজিয়াগণের কল্পিত পুঁথি হইতে যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া মিঃ রামস্বামী শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর শিষ্যগণের মধ্যে বরেণ্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ও গোস্বামিবৃন্দের অপ্রকটের পর গৌড়ীয়-বিশ্বের উজ্জ্বলতম আচার্য্যভাস্কর, শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর শিক্ষা-শিষ্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীশ্যাম-

নন্দের সহিত বৈষ্ণবসাম্রাজ্য-সংরক্ষণের ভারপ্রাপ্ত আচার্য্য-শিরোমণি শ্রীশ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর সম্বন্ধে কতকগুলি অপ্রামাণিক অলীক কথা উদ্ধার করিয়াছেন। "প্রেমবিলাস" নামক একটী অর্ব্বাচীন পুস্তকের প্রক্ষিপ্ত অংশে বর্ণিত আছে যে, মনোহরদাস নামক বিষ্ণুপুরবাসী এক ব্যক্তি শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর নিকট শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর বিষয়াসক্তির (!) কথা জানাইয়াছিল। তাহা শুনিয়া শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুও মনোহরদাসের মতে মত দিয়াছিলেন! বস্তুতঃ মনোহরদাস পরবর্ত্তিকালের বিষ্ণুপুর-বাসী প্রাকৃতসহজিয়াগণের কোন কল্পিত আচার্য্যবিরোধী ব্যক্তি হইবে অথবা ঐ ব্যক্তি শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর কন্যা পরমপূজনীয়া শ্রীল হেমলতা ঠাকুরাণীর দ্বারা বহিষ্কৃত রূপকবিরাজের দলের কোন মৎসর ও নির্ব্বিশেষবাদী পাষণ্ডী হইবে। সেই প্রসঙ্গ উদ্ধার করিয়াই বঙ্গদেশীয় কোন সাহিত্যিক নির্ব্বিশেষবাদের প্রলাপোক্তি করিয়া বৈষ্ণব-সমাজের অজ্ঞ দরদ দেখাইয়াছেন! আমরা সেই সকল উক্তি উদ্ধার করিয়া গৌড়ীয়ের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি না।

বৈষ্ণব-ইতিহাস অনুধাবন করিলে জানা যায়, চাখন্দী-নিবাসী শ্রীচৈতন্যগতপ্রাণ শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য, 'শ্রীচৈতন্যদাস' নামে পরিচিত হন। তাঁহারই আত্মজরূপে শ্রীল শ্রীনিবাসা-চার্য্য প্রভু অবতীর্ণ হন। শ্রীনিবাস অতি শিশুকাল হইতেই শ্রীচৈতন্যসেবানুরক্ত মাতা ও পিতার নিকট শ্রীগৌরগাথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীনিবাস শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর নিকট মন্ত্র গ্রহণানন্তর শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর নিকট অধ্যয়ন করেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীনিবাসকে শ্রীশ্রীরাধাদামোদরের শ্রীচরণে সমর্পণ করেন। একদিন শ্রীনিবাস "উজ্জ্বলনীলমণি"র একটী শ্লোকের হৃদিস্পর্শপূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর অতিশয় প্রীতিবর্দ্ধন করেন; তাহাতে শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীবৃন্দাবনবাসী সমস্ত শুদ্ধবৈষ্ণবের অনুমতি লইয়া শ্রীনিবাসকে 'আচার্য্য' পদবী প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজীব প্রভু শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য শ্রীল নরোত্তমকেও 'ঠাকুরমহাশয়' নামে বিভূষিত করিয়াছিলেন। আচার্য্য শ্রীল শ্রীনিবাস প্রভু ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর বাহুযুগল বলিয়া বৈষ্ণব-মহাজনগণের ভাষায় বর্ণিত হইয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রমুখ বৈষ্ণবমণ্ডলের আদেশে শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু গৌড়দেশে ভক্তিসিদ্ধান্ত-গ্রন্থসম্পুট লইয়া আগমন করেন। গৌড়দেশের পথে বনবিষ্ণুপুরে তত্রত্য দস্যু-স্বভাব রাজা বীরহাম্বীরের অনুচর-গণ প্রাকৃত ধনসম্পুট মনে করিয়া উহা রাজার নিকট লইয়া যান; কিন্তু সেইরূপ দস্যু-স্বভাব রাজার চিত্তকেও শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশের দ্বারা পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর কৃপায় আত্মগ্লানির অন্তর্দাহে বীর-হাম্বীরের হৃদয় শোধিত হয় এবং তিনি শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর কৃপালাভ করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারে নিজ ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করেন।

শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু পরিণত বয়সে দুইটী বিবাহ করিয়াছিলেন দেখিয়া রূপকবিরাজীর মতপোষক যেসকল নির্ব্বিশেষবাদী আচার্য্যকে "খণ্ডিতপদ" বলিয়া কল্পনা করে, তাহারা নিজেরাই অত্যন্ত পতিত ও দুরাচার। "কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ"—এই ন্যায়ানুসারে তাহারা ছাগ-ধর্ম্মাসক্ত। পরমেশ্বরতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সন্ন্যাসলীলা প্রকটন করিবার পর বিবাহলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীব্রজলীলার শ্রীমণিমঞ্জরী শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীশ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু অধিক বয়সে দারপরিগ্রহলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহারা আচার্য্য হইতে পারেন না, যাহারা এইরূপ পাষণ্ড মত পোষণ করে, তাহারা আচার্য্যত্বের স্বরূপই অবগত নহে। এই প্রসঙ্গে কোন এক প্রাকৃত সাহিত্যিক লিখিয়াছেন,—"পরে স্বয়ং শ্রীনিবাসের দেবমূর্ত্তিখানিও যেন বিলাসপঙ্ক-সংযোগে মলিন হইয়া পড়িল। তিনি বীরহাম্বীরের প্রদত্ত বহুসংখ্যক অর্থ গ্রহণ করিয়া ধনী হইলেন ও পরিণত বয়সে এক স্ত্রী বর্ত্তমানে শুধু অনুরোধ-রক্ষার্থে দ্বিতীয়বার পরিণয় করিলেন। নরহরি চক্রবর্ত্তীর উৎসাহসূচক বর্ণনা সেই স্থলে আমাদের কর্ণে বাজিয়াছে। যাঁহারা ভক্তিরাজ্যে দেবতা ছিলেন, তাঁহাদিগের দেহেও যেন সাংসারিক সুখের মৃদু বায়ু বহিতে লাগিল। ইহার কিছু পূর্ব্বে গোপালভট্ট, লোকনাথ প্রভৃতি আচার্য্যগণ কৃষ্ণদাস কবিরাজকে তাঁহাদের জীবনচরিত লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইহাদের সাংসারিকতা ও গৌরবস্পৃহা একেবারেই ছিল না।"

আধ্যক্ষিক ও নির্ব্বিশেষবাদিগণের এইরূপই বিচার। তাঁহারা শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি অপেক্ষা শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভৃতি বা শ্রীলোকনাথ, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভৃতিকে বড় মনে করেন; আবার শ্রীরামচন্দ্র পুরীর ন্যায় মহাপ্রভুকে অধিক ভোজনপ্রিয়, পতিতপাবন-শিরোমণি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে দুরাচারী (!) দুষ্কৃতি কল্পনা করিয়া থাকে—এতদুভয়ই মনোধর্ম্ম। শ্রীগোপালভট্ট ও শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভৃতি বা শ্রীরূপ, শ্রীসনাতনের বৈরাগ্যের বাহ্য আকার আধ্যক্ষিকচক্ষে প্রতিভাত হয়, তদ্দ্বারা কোনদিনই তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম-নখশোভাদর্শন বা তাঁহাদের অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের আভাসও অনুভূত হইতে পারে না। আধ্যক্ষিকগণ যাহাকে বৈরাগ্য মনে করে, তাহা মায়া বা প্রকৃত স্বরূপ দর্শনের পক্ষে যবনিকা। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীলোকনাথ, শ্রীপুণ্ডরীক ও শ্রীরামানন্দের অপ্রাকৃত বৈরাগ্যে কোন ভেদ নাই। শ্রীরামানন্দ ও শ্রীপুণ্ডরীকের বিষয়চেষ্টা কৃষ্ণসুখকর, ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভু, প্রচ্ছন্ন মিশ্র ও শ্রীল সার্ব্বভৌম পণ্ডিত গোস্বামীর দ্বারা আধ্যক্ষিক জীব-জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন; তথাপি জীবের এমনই দুর্দ্দৈব যে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরুর শিক্ষা তাহারা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে।

বিরক্তশিরোমণি শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর একনিষ্ঠ শিষ্যবর অপ্রাকৃত বৈরাগ্যবান্ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার 'প্রার্থনা'র নিজ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও ষড়্‌গোস্বামীর কৃপালাভের জন্য প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুরও কৃপা প্রার্থনা করিয়া শ্রীনিবাসাচার্য্যকৃত শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গ যাচ্ঞা করিয়াছেন,—

হা হা স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ।
ভট্টযুগ, শ্রীজীব, হা প্রভু লোকনাথ॥
কৃপা কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র-সঙ্গ মাগে নরোত্তমদাস॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর বিরহে ব্যথিত হইয়া তাঁহার সম্বন্ধে গাহিয়াছেন,—

যে আনিল প্রেমধন করুণা-প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের এই সকল উক্তি বিশ্বাস করিব, না 'প্রেমবিলাসে' মনোহরদাসের কল্পিত কথোপকথনকে প্রামাণিক মনে করিব? শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও তচ্ছিষ্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের সহিত শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল পরিক্রমা করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর আদেশে গোবর্দ্ধন-নিবাসী শ্রীরাঘব গোস্বামী শ্রীল শ্রীনিবাস ও শ্রীল নরোত্তমকে লইয়া শ্রীব্রজমণ্ডলের লীলাস্থানসমূহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর তিনজন শিষ্যের কথা শ্রুত হয়—শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীগোপীনাথ পূজারী ঠাকুর ও হরিবংশ। হরিবংশকে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীগুরুদেব ও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর আদেশে আচার্য্য-পদে অভিষিক্ত হইয়া গৌড়দেশে প্রেমভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। রূপ-কবিরাজ নামক এক ব্যক্তি নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর চরণে অপরাধ করায় পরিত্যক্ত হইয়াছিল। শ্রীআচার্য্য-দুহিতা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণী রূপ-কবিরাজের গলায় কণ্ঠী ছিঁড়িয়া দিয়াছিলেন। উহাই রূপ পরবর্ত্তিকালে 'প্রেমবিলাস'-নামক একটী পুঁথির আদ্যন্ত রচিয়া বা পরবর্ত্তিকালে ঐ পুস্তকে কতকগুলি প্রক্ষিপ্ত পয়ার প্রদর্শন করিয়া তৎসমজাতীয় আধুনিক গ্রাম্য সাহিত্যিক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। "মধিমন্থমন্থিরে লিপ্সীলিকাঃ পন্থানি ছিদ্রন্"—ন্যায়ানুসারে গুর্ব্বপরাধী পাষণ্ডীর কল্পিত মত গ্রাম্য সাহিত্যিকগণের আদরের বস্তু হইয়াছে এবং ঐ সকল কল্পিত পাষণ্ড মত বঙ্গভাষা হইতে ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হইয়া আধ্যক্ষিক-সমাজের আকর্ষণের বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। তাই মাদ্রাজ হইতে প্রচারিত "The Hindu" নামক পত্রিকাতেও শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটকালের "পাষণ্ডী হিন্দু-গণে"র বিচারের ন্যায় পরমবংশশ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণের অতিমর্ত্য সুবিমল চরিত্র সম্বন্ধে সমালোচনা করিবার অনধিকার-চর্চ্চা প্রবেশ করিয়াছে।

প্রেমবিলাসে অনেক প্রকার বিকৃত কিম্বাকার প্রাকৃত-সাহজিক সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, উহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, ঐ পুঁথিটী প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়ের মনোধর্ম্মের দ্বারা লিখিত হইয়াছে। 'প্রেমবিলাসে'র এক স্থানে লিখিত আছে যে, শ্রীশ্রীনিবাস শ্রীনবদ্বীপে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর নিকট উপনীত হইলে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতা আসনের পরিবর্ত্তে চাউল দিয়া শ্রীনিবাসের শক্তি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস

ঐ আখড়ের চাউল পাক করিয়া দশজন বৈষ্ণবকে আকণ্ঠ ভোজন করাইয়াছিলেন এবং স্বীয় উদর পরিপূর্ত্তি করিয়া শক্তি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই জাতীয় ভোগৈশ্বর্য্য ও ত্যাগৈশ্বর্য্যের দ্বারা যে-স্থানে বৈষ্ণবতা ও আচার্য্যত্বের পরিমাপ করিবার বিচার উপস্থিত হইয়াছে, তাহা যে প্রাকৃত-সহজিয়াগণের সমাদৃত সিদ্ধান্ত, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি ?

বর্ত্তমান যুগে তত্তদ্ভক্তিস্রোতঃ পুনঃপ্রবাহের মূলপুরুষ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধার করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি,—

"শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনরোত্তমদাস ও শ্রীশ্যামানন্দ—এই তিন মহাত্মা কিছুদিন শ্রীজীব গোস্বামীর শিক্ষা-শিষ্যরূপে অবস্থিতি করেন। শ্রীজীব গোস্বামীর অনুমোদনে ইঁহারা কীর্ত্তন-পদ্ধতির ব্যবস্থা করিলেন। তিনজনই সঙ্গীত-শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় ছিলেন। তিনজনই পরস্পর একপ্রাণ, একাত্ম ও হৃদয়-বন্ধু। শ্রীজীবগোস্বামীর অনুমোদনে উৎসাহিত হইয়া শ্রীআচার্য্যপ্রভু আপন আপন প্রদেশে গমন করিলেন। ঐ তিন মহাত্মা গৌরভূমির অলঙ্কার। তাঁহারা রসজ্ঞ-জ্ঞানে পরিপক্ক, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে পারঙ্গত ও গান-বিদ্যায় বিশারদ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর বৈষ্ণব-জগতে একটু উপপ্লব হইয়াছিল। প্রভু-বংশে উপযুক্ত পাত্র না থাকায় এবং নানা মতবাদ প্রবেশ করায় গৌড়ভূমি আচার্য্যশাসন-রহিত হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর স্বতন্ত্র-স্বভাববশতঃ সমস্ত গৌড়ভূমিকে তিনি আয়ত্তাধীন করিতে পারেন নাই। শ্রীল অদ্বৈত-সন্তানের মধ্যে তখন বড় গোলযোগ। মহাপ্রভুর পার্ষদ-মহাত্মগণ ক্রমে ক্রমে অপ্রকট হইতে লাগিলেন। এই সুযোগে বাউল, সহজিয়া দরবেশ, সাঁই প্রভৃতি কুপন্থী প্রচারকগণ স্থানে স্থানে আপন আপন প্রথা প্রচার করিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-নামে সাধারণের বিশেষ বিশ্বাস। স্বীয় স্বীয় কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্য তাঁহাদের দোহাই দিয়া উহারা দুর্ভাগা জীব-দিগকে কুপথ্য শিখাইতে লাগিল। শ্রীজীব গোস্বামী তখন একমাত্র বৈষ্ণবাচার্য্য। তিনি ব্রজবাসী থাকায় গৌড়মণ্ডলের শোচনীয় অবস্থা-শ্রবণে দুঃখিত হইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে গৌড়-ভূমির ধর্ম্ম-সংস্কারক আচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রভু-পরিকরকৃত সিদ্ধান্ত-গ্রন্থসকল গৌড়ভূমিতে প্রেরণ করিলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছায় ঐ সমস্ত গ্রন্থ পথিমধ্যে অপহৃত হইল। প্রেরিত প্রচারকগণ নিরুদ্যম হইয়া নিজ-নিজ-ভজনবলে আপন আপন রীত-পদ্ধতি অবলম্বন-পূর্ব্বক শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের অপরিহার্য্য যোগ্যতা ও নিয়মাবলী

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩০৮ সংখ্যার পর)

৮৩। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের সেবাবৃত্তি ব্যতীত মুহূর্ত্তকালও অবস্থান করিতে পারেন না। অন্য বৃত্তি তাঁহাকে কোটি বৃশ্চিক-দংশনের ন্যায় পীড়া দান করিয়া থাকে। তিনি যে-সকল বৈষয়িক কার্য্য করেন, তাহাও শ্রীচৈতন্যমঠের সেবার অনুকূল হইলেই করিয়া থাকেন; নতুবা নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য কোন কার্য্যেই তাঁহার স্বভাবতঃ রুচি হয় না এবং তাদৃশ্য চিত্ত লাভের হইতে চায় না। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবাকার্য্যে তাঁহার স্বাভাবিক অভি-নিবেশ ও প্রসাদ আসিয়া উপস্থিত হয়।

৮৪। শ্রীল ভক্তিসুধাকরপ্রভু তাঁহার দিন-পঞ্জীতে লিখিয়াছেন,—"কাহারও সহিত সেবা-সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য সম্বন্ধ আদৌ আবশ্যক নহে, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। সর্ব্বক্ষণ সেবা-চিন্তায় থাকিলে ইহা সম্ভব হইতে পারে। নিজের সম্বন্ধে এই অবস্থা কার্য্যতঃ না পালিত হইলে অপরকে উপদেশ দিবার অধিকার থাকা কখনও উচিত নহে।"

৮৫। "যেখানে আছি, সেখানেই নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা যাইবে না। সেখানে গতিহীন অবস্থায় দাঁড়াইয়া নিজের অপেক্ষা অনুন্নত ব্যক্তিদিগের সহিত সঙ্গ করিলে

অধঃপতন হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্যাদেব কোথায় আছেন, তাঁহারা কি করিতেছেন, তাহার সন্ধানে আমাকে দ্রুত অগ্রসর হইয়া সেই স্থানে পৌঁছিতে হইবে। মাঝ-রাস্তায় অল্প প্রলোভনের পশ্চাতে সময় নষ্ট করিলে চলিবে না। যাহাদের সহিত সম্বন্ধ করিতে চাইবে, সেই সম্বন্ধ যদি আমার মূল উদ্দেশ্যের অনুকূল হয়, তবেই এবং কেবলমাত্র সেইরূপভাবেই করিতে হইবে। প্রতিকূল বিষয়ও এইরূপ বিচারে অনুকূলভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারিবে; প্রতিকূল বিষয় আবার কৃষ্ণানুশীলন করিতে পশ্চাৎপদ হইতে হইবে না।"

৮৬। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ যখন নিজের দুর্দৈবের কথা স্মরণ করেন, নিজের অনর্থ বা অন্তাভিলাষের ছবি চিত্ত-দর্পণে দেখিতে পান, তখনও তাঁহাকে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা বলিয়াই বিচার করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা এখনও আমার উপর বর্ষিত হইতেছে বলিয়াই আমি আমার হৃদয়ের অনর্থসমূহ ধরিতে পারিতেছি, শ্রীনিত্যানন্দ-কৃপা-বঞ্চিত হই নাই,—এই বলিয়া তিনি শ্রীগুরুবৈষ্ণববর্গের শাসন অনন্ত-বস্তুকে ধারণ করিয়া তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে হৃদয় হইতে অনর্থসমূহ বিদূরিত করেন।

৮৭। পৃথিবীর কেহ কেহ বিষয়ে সমৃদ্ধ হইতেছে অথবা ভক্তাভিমানীর মধ্যে কেহ কেহ একসঙ্গে বিষয়াসক্তি ও ধর্মের ছলনা সংরক্ষণ করিয়া ধর্মবীরের প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন দেখিয়া শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের সেইসকল আদর্শের অনুসরণে লোভ হয় না। শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের পাদুকা-সেবায় শরণাগত বৈষ্ণবের চরিত্র-অনুসরণেই তাঁহাদের লোভ হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ অদোষদর্শী। তিনি সকল বস্তু হইতেই অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে শিক্ষা বরণ করেন। তাঁহার হৃদয়ে মক্কিকাবৃত্তি বা মাৎসর্য্য, পৈশুন্য প্রভৃতি ভক্তিবিরোধী বৃত্তিসমূহ বাস করিতে পারে না।

৮৮। কোন কোন গৃহমেধী ব্যক্তির ছলনা এরূপ কুটিল যে, তাহারা সাধুগণের সহিত অধিক দিন বা বেশীক্ষণ বাস করিতে পারে না। তাহারা দূর হইতে সাধুর ঐশ্বর্য্য দেখিতে ও শুনিতে ভালবাসে, কিন্তু সাধুর শ্রীপাদপদ্মে অনুক্ষণ থাকিয়া তাঁহাদের সঙ্গ করিতে গেলেই তাহাদের সাধুর প্রতি মর্ত্যবুদ্ধি ও অসূয়া উপস্থিত হয়; তখন তাহারা সাধুগণের নানাপ্রকার ছিদ্র দর্শন ও দোষ প্রদর্শন করিতে থাকে। তাহারা সাধুর সম্মুখে কিছু না বলিলেও অথবা ভিজা বিড়ালের মত সাধুর নিকট সৌম্য হইয়া থাকিলেও অন্তরে সাধুর বিরুদ্ধে সর্ব্বক্ষণই বিদ্রোহ করিয়া থাকে অর্থাৎ সাধুর ছিদ্র-দর্শন ও তাঁহাতে মর্ত্যবুদ্ধি তাহাদের ধ্যানের বিষয় হয়। ইহা শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তের স্বভাব নহে,—অচৈতন্যাশ্রিত গৃহব্রতের পৈশুন্য-স্বভাব।

৮৯। অচেতনের সঙ্গে অস্বাভাবিক ঘনিষ্ঠতা হইলে ঘৃণার উদ্রেক হয়। "Too much familiarity breeds contempt"—এই প্রবাদ-বাক্যটী অচেতন বস্তুর পক্ষে প্রযোজ্য, কিন্তু যেখানে চেতন সাধুর বা তাঁহার চেতনময়ী বাণীর সহিত অস্বাভাবিক ঘনিষ্টতা হয়, তথায় উত্তরোত্তর প্রীতি, আসক্তি ও সাধুর হরিসেবার আদর্শের প্রতি লোলুপই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সাধুর সঙ্গে অধিক সময় থাকিলে তাঁহার দোষগুলি চোখে পড়িবে,—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বা এইরূপ ছল উঠাইয়া গৃহব্রত-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ সাধু-সঙ্গ হইতে দূরে থাকে ও জড় বস্তুর সঙ্গে ঘনিষ্টতা করে; বস্তুতঃ সাধুর সঙ্গেই সর্ব্বক্ষণ দেওয়া-নেওয়া, গোপনীয় কথা বলা ও শোনা, খাওয়া ও খাওয়ান প্রভৃতি ছয়প্রকার সঙ্গ বা ঘনিষ্টতা করিতে হইবে। চেতনের সহিত চেতনের সঙ্গ হইলে কখনও অন্যের দোষ প্রকাশ পায় না।

৯০। কোন কোন গৃহব্রত ব্যক্তি সাধুসঙ্গকে নানা কৌশলে ও ছলে পরিহার করিবার চেষ্টা করে। ইহারা আত্মঘাতী। সাধুকে অর্থের কাঙ্গাল বা প্রতিষ্ঠার ভিক্ষুক মনে করিয়া তাহারা কিছু অর্থ-ভিক্ষা দিয়া বা সাধুর নিকট আসিয়া তাঁহার প্রশংসাদি করিয়া সাধুর ভিক্ত শাসন ও দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইতে চাহে। সাধুকে অর্থ-ভিক্ষা দিয়া বা উত্তম ভোজন করাইয়া কিম্বা কপটতা করিয়া সাধুর প্রতিষ্ঠা-গান গাহিয়া তাহারা সাধুর মুখ বন্ধ করিতে চেষ্টা করে। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ এরূপ আত্মমঙ্গল-বিমুখ কপটী নহেন। তিনি অত্যন্ত স্বার্থপর অর্থাৎ তাঁহার স্ব-পর-মঙ্গলের ইচ্ছা খুব প্রবল। তিনি সাধুর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া নিজেকে সংশোধন করিবার জন্য সতত ইচ্ছুক। তিনি কোন ছলেই সাধুর সঙ্গ হইতে নিজেকে দূরে রাখিতে চেষ্টান্বিত নহেন।

৯১। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ সর্ব্বগুণে গুণী ও সর্ব্বোত্তম হইয়া মঠে বাস বা অধিক সময় বা সকল সময় মঠের সেবা করিলেও 'মঠের গৃহত্যাগী সেবকগণ' হইতে কনিষ্ঠ হইবেন না,

তাঁহাদিগকে সেবকগুরু ও নিজেকে তাঁহাদের প্রকৃতগুরু বলিয়া স্বপ্নেও চিন্তা করেন না। তিনি নিজকে অত্যন্ত নিগৃহীত, মঠবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবকীট বলিয়াই মঠের নিষ্কিঞ্চন সেবকগণের যথাযথ আদর, সম্মান ও শুশ্রূষা করিবার জন্য ব্যস্ত থাকেন। তিনি কখনও মঠের সেবকের দ্বারা অলক্ষ্যেও নিজের সেবা করাইবার জন্য ব্যস্ত নহেন। তথাপি মঠ-সেবকগণ তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার সেবা করিলে তিনি নিজেকে ধিক্কার প্রদান করিতে থাকেন এবং কি করিয়া তিনি মঠবাসিগণের সেবা করিবেন, এরূপ অকপট চিত্তবৃত্তির সহিত বাস করেন। বাহ্য দৃষ্টিতে তাঁহার অজ্ঞাতসারে মঠবাসিগণের দ্বারা সেরূপ সেবিত হইলেও তিনি চিত্তবৃত্তিতে কাহারও সেবা গ্রহণ করিবার দুর্বুদ্ধি পোষণ করেন না। তিনি অত্যন্ত দীনচিত্ত হইয়া মঠবাসিগণের সেবার জন্য সর্ব্বদা উন্মুখ থাকেন।

২২। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ গৃহব্রতগণের ন্যায় দিনান্তে বা সপ্তাহান্তে কিম্বা বৎসরান্তে একবার মালিকা ছত্তে করিয়া সাধুগণকে নিজের হরিনাম-পরায়ণতা দেখাইবার অভিসন্ধিতে মঠে আসিয়া বিশ্রামসুখ-উপভোগ ও সাধুগণের সহিত খোস-গল্প করিয়া সময় কাটাইয়া দেওয়াকেই সাধুর সঙ্গ মনে করেন না। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যমঠের অনুগ কোনও-না-কোন শুদ্ধভক্তিপ্রতিষ্ঠানে বা যে স্থানে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ আছেন, সেরূপ কোনও স্থানে অপত্রিত-ভাবে অভিগমন করিয়া দণ্ডবৎপাতি হইয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্টানুকূল কোনও-না-কোন সেবা করেন এবং সাধুর নিকট নিজ দুঃখ ও অনর্থরাজির কথা অকপটে নিবেদন করিয়া তাঁহার শাসন, উপদেশ ও তাহা পরিপালনে বল ভিক্ষা করেন। নিশ্চিন্ত হইয়া খোস-গল্প করিতে করিতে সাধুর সঙ্গ হয় না। সম্ভোগময় চিত্তবৃত্তি থাকিতে থাকিতে সাধুর সঙ্গ হয় না—অনুদ্বিগ্ন উপস্থিত না হইলে সাধুর সঙ্গ হয় না—হৃদয় অত্যন্ত সেবা-পিপাসাতুর না হইলে সাধুর সঙ্গ হয় না। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত সেইরূপ আর্ত্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠের সাধুর সঙ্গ করেন; কাজেই সাধুর ছিদ্রানুসন্ধানের পরিবর্ত্তে তিনি সাধুর কৃপানুসন্ধান করিতে পারেন।

২৩। সাধুর সঙ্গ করিতে হইলে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার আবশ্যক। অস্থির, অল্পমনস্ক, অল্পাভিলাষী, আত্মমঙ্গললাভে উদাসীন, অনিচ্ছুক ব্যক্তি সাধুর নিকট কিছুক্ষণ শরীর দেখাইয়া অধৈর্য্য হইয়া পড়ে এবং কি করিয়া অনভিবিলম্বে গৃহব্রত-ধর্ম্মে গিয়া অভিনিবিষ্ট হইবে, তজ্জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়ে। সাধুর কাছে আসিয়া কিছুই ত' পাওয়া গেল না, এইসকল কথা ত' ঘরে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিলেই জানা যায়, আমিও এই সকল উপদেশ পরকে দিতে জানি,—এইরূপ নানা কথা বলিয়া গৃহব্রত ব্যক্তি সাধুর নিকট হইতে সরিয়া পড়ে, তাহার সাধুর সঙ্গে রুচি হয় না। গৃহ-মেধযজ্ঞের খুঁটিতে তাহার মন সর্ব্বক্ষণ বাঁধা রহিয়াছে বলিয়া সাধুসঙ্গের অভিনয় করিতে যাইয়াও অধৈর্য্য হইয়া পড়ে, আর যদি সাধু তীব্র শাসনপূর্ণ কোন বাক্য বলেন, তবে ত' কথাই নাই, সাধুকে অসভ্য, ক্রোধী, ধার্ম্মিক, রূঢ় এবং সাধুর কথাকে অপ্রাসঙ্গিক-উক্তি প্রভৃতি বলিয়া তৎপ্রতি নানাবিধ দোষারোপ করিয়া সাধুর নিকট হইতে সরিয়া পড়ে। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থভক্তের চিত্তবৃত্তি এরূপ নহে। তিনি ধৈর্য্যসহকারে, অত্যন্ত সহিষ্ণু হইয়া জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত সাধুর দণ্ড মস্তকে বরণ করিবার জন্য সতত উন্মুখ। সাধু আমা হইতে বয়সে ছোট, প্রাকৃত বিদ্যা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতায় কম, ইহা মনে করিয়া তিনি বৈষ্ণবের বার্ত্তা, শিক্ষা ও শাসন অগ্রাহ্য করেন না।

২৪। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধানকে বা আত্মমঙ্গলানুসন্ধানকে অবাস্তব হেঁয়ালী ও গৃহব্রতধর্ম্মের সংরক্ষণকে চিরন্তন সত্য বলিয়া মনে করেন না। যাহাদের গৃহব্রত-ধর্ম্মটি কখনও পুরাতন বলিয়া বোধ হয় না অর্থাৎ তাহাতে বিরক্তি আসে না, হরিভজনকেই একঘেয়ে বলিয়া মনে হয়, উহা অবাস্তব কাল্পনিক ব্যাপার বা কতকগুলি বিকৃত মস্তিষ্কের ধারণা-বিশেষ বলিয়া মনে হয়, তাহারা কোনও দিন গৃহব্রতধর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত বৈষ্ণবগৃহস্থ কৃষ্ণানুসন্ধানকে পরম-বাস্তবসত্য বলিয়া উপলব্ধি করেন এবং তাঁহারা তজ্জন্য সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে উৎসাহভরে প্রযত্ন করিয়া থাকেন। যেরূপ ছাত্রগণ মেস্ বা বোর্ডিংএ থাকিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য জীবন পণ করিয়া থাকে, সেইরূপ কোন একটি সাময়িক পান্থাবাস বা মেস্ বোর্ডিংএর ন্যায় গৃহে অবস্থান করিয়া তাঁহার মূল উদ্দেশ্য কৃষ্ণানুসন্ধানের জন্য কায়মনোবাক্যের সমস্ত প্রয়াস নিয়োগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন, এই পান্থাবাস

ছাড়িয়া তাঁহাদিগকে চলিয়া যাইতে হইবে। তাঁহারা যে ক্রিয়াব্রত আরম্ভ করিয়াছেন, কি করিয়া তাঁহার উদ্‌যাপন হইবে, সেইজন্য তাঁহারা মেলাপোরের ন্যায় অভিনিবিষ্ট থাকিয়া আত্মমঙ্গলের অনুসন্ধান করেন। তাঁহারা অভ্যাসে দেহের ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন; কিন্তুযে দিবা-রাত্রি চলিয়া যাইতেছে, সেদিকে তাঁহাদের দৃক্‌পাত করিবার সময় থাকে না, তাঁহারা হরিসেবারূপ-ঘরিয়া-পানে সতত প্রমত্ত।

৯৫। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের বিশেষত্ব এই যে, তিনি শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বিশ্ববমঙ্গী বাণীকে আগন্তুক আধ্যক্ষিক বিচারের তৌলদণ্ডের বিচার ও সত্য হইতে কোটিগুণ অধিক বাস্তব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। ১+১ =২ এই প্রাকৃত বিজ্ঞানের অকাট্য সত্য কখনও বা ব্যর্থ হইতে পারে, কিন্তু শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী ১+১=২ মত আপাত দৃষ্টিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সত্য বলিয়া মনে না হইলেও নিত্যপারমার্থিক জীবনে সেই শ্রৌত বাণীরই একমাত্র যাথার্থ্য আছে। শরণাগত জীবনে ইহা বুঝা যায়, আধ্যক্ষিক বহির্মুখ জীবনে ইহার উপলব্ধি হয় না। এইরূপ শরণাগত জীবনই শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের একমাত্র আদর্শ। ইহা অবৈধ গোঁড়ামি বা অবৈধ-ধর্ম্মোন্মত্ততা (fanaticism) নহে।

৯৬। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ"—মহাভাগবতের সর্ব্বত্র ভগবদ্ভাব-দর্শনের এই উপলব্ধিকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করেন। এজন্য তিনি নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে কখনও দ্রোহ, ক্রোধ, অশিষ্টাচার প্রভৃতি মানবধর্ম্মের বিরুদ্ধ কার্য্য, কিংবা অতিথিসেবা, বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণসেবা-বিরোধ, বা কোনপ্রকার ভূতোদ্বেগের বিন্দুমাত্রও প্রশ্রয় দেন না। দেহাত্মবোধে ও দেহারামতার পাথেয় লইয়া সংসারপথে বিচরণ করিলে ভূতোদ্বেগ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে; তখন মহাভাগবতের আদর্শ অনুসরণ করিবার কোন প্রবৃত্তিই থাকে না। শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত গৃহস্থের সহিত প্রাকৃত নীতিবিৎ বা কর্ম্মিগণের অন্ত জীবকে সম্মান-দানের আদর্শে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে। বহির্মুখ কর্ম্মবীর তথাকথিত গৃহস্থ জীবসেবা (?) করিবার নামে নিজের ও পরের প্রচ্ছন্ন হিংসা করিয়া থাকে, সেখানেও বণিগ্‌বৃত্তি অবলম্বন করে; অপস্বার্থের ঘর-কষাকষি করিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ বৈষ্ণবোত্তম মহাভাগবতের সর্ব্বত্র ভগবদ্ভাব-দর্শনরূপ পূর্ণ আন্তিকতার আদর্শ অনুসরণকল্পে মহাজন ও শাস্ত্রাদেশের অনুসন্ধান করিয়া অচিরেই দেহ-গেহাসক্তি হইতে মুক্ত হন।

৯৭। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের অর্চ্চন ও বৈষ্ণবনাম-ধারী অন্যান্য ব্যক্তির অর্চ্চন-কার্য্যের সঙ্গে পার্থক্য আছে। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ শ্রীশ্রীল আচার্য্যবর্য্যের নিকট শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর শ্রীশ্রীভাগবতসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছেন—

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্।
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥

(ভাঃ ৩.২৯।২১-২৮)

হে মাতঃ, আমি অন্তর্যামিরূপে সকলেই সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিত; যে মর্ত্যবাসী মানব প্রাণিসমূহে আমার অধিষ্ঠান দর্শন অর্থাৎ কার্ষ্ণবুদ্ধির অভাবে আমারই অবজ্ঞা-পূর্ব্বক (প্রাকৃত বুদ্ধিতে) আমার অর্চ্চামূর্ত্তি (প্রতিমাদি) পূজা করে, তাহার অর্চ্চন—বিড়ম্বন (কৃত্রিম অনুকরণ) মাত্র। যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে অবস্থিত অন্তর্যামী পরমাত্মা ঈশ্বরস্বরূপ আমাকে মূঢ়তাবশতঃ ত্যাগ করিয়া (কেবল লৌকিকী রীতি অনুসারে প্রাকৃত-বুদ্ধিতে) আমার অর্চ্চা মূর্ত্তির (প্রতিমার) পূজা করে, সে ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদান করে মাত্র (অর্থাৎ, তাহার তাদৃশ অর্চ্চনায় কোন ফলোদয় হয় না।

৯৮। পৃথিবীর লোক পরচর্চ্চা ও পরনিন্দায় কাল-হরণ করিয়া থাকে। এই ভূতনিন্দা ভূতবিদ্বেষ অপেক্ষাও অধিকতর দূষণীয়। কোন প্রাণীকে দ্বেষ বা হত্যা করিলে যে অন্যায় হয়, তাহা অপেক্ষাও আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে পরের নিন্দা করিলে অধিক অনর্থ ঘটিয়া থাকে, বৈষ্ণব-নিন্দার ত' কথাই নাই, উহাতে আত্মার বৃত্তি চিরতরে আবৃত হয়। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে ভূতনিন্দা করেন না, তবে শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে নিজে আচরণ করিয়া মঙ্গলের কথা কীর্ত্তন করেন। তিনি কখনও পরের মঙ্গল করিবার ছলে, নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াও ভূতোদ্বেগ প্রদান করেন না। অথবা নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-মূলা ভূতনিন্দাকে পরোপকার-বৃত্তি বলিয়া সমর্থন করেন না। তাঁহার অন্তরে-বাহিরে সম

ব্যবহার; তিনি অমানি মানদ; সকল জীবে কৃষ্ণাধিষ্ঠান আছে বিচার করিয়া সকল যথাযোগ্য সম্মান করেন, অথচ আনুষঙ্গিক প্রাকৃতসহজিয়াগণের ন্যায় সম্মান প্রদর্শনের জন্য নামে কপট করেন না বা বিষয়ীর বিষয়-চেষ্টার সঙ্গ করেন না। তাঁহার সমস্ত বৃত্তিই শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়-প্রীতিমূলা।

১৯। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনাভিমুখ হইতে যাবতীয় সংসার গ্রহণ করিয়া গৃহসেবার পরিবর্তে সর্বক্ষণ সংকীর্তনযজ্ঞের সহায়ীভূত থাকেন। সদ্ভক্তিযুক্তবান্ সংকীর্তনাভির দ্বারা সর্বক্ষণ আচার্য-ভক্তিকের আত্মগতো হোম করেন বলিয়া শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত গৃহস্থের ভবের মূল অতি সহজেই উৎপাটিত হইয়া যায়। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ কেবল গতানুগতিকভাবে অনুকৃতিরীন অর্জনমাত্রেই নহেন, তিনি মহার্জন, মহাযজ্ঞ ও বৈরাগিক সম্প্রদায়ের আনুগতো মহাযজ্ঞে দীক্ষিত জন। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের আদর্শ শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত, যাঁহার গৃহে শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যসংকীর্তনলীলা হইয়া থাকে; যাঁহার গৃহের দাসদাসী শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য সেবক, যাঁহার সকল ভ্রাতা শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য আজ্ঞাবাহী, যাঁহার ভ্রাতৃসুতা অভিমন্যুমহালক্ষ্মীগর্ভা। শ্রীবাস-জননী, যাঁহার গৃহের কুকুর-বিড়ালেও ভক্তিমান, যাঁহার সাংসারিক বিষয়ে অনেক নাই, যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার জন্য জাগতিক গৌরব-পারগণের সঙ্গকেও বিসর্জন করিতে পারেন, যিনি মহাপ্রভুর সেবার জন্য সমস্ত বহির্মুখ নবদ্বীপবাসীর গঞ্জনা, শাসকের ভর্ত্সনার সঙ্গ করিতে পারেন, যিনি শ্রীবাসবাস ব্যতীত অন্য কোথায়ও বাস করেন না, যাঁহার গৃহে নিত্য বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ ও অতিথির সেবা হয়, যিনি সকলের সেবা করেন, সর্বতো-ভাবে বৈষ্ণবগণের সেবা করেন, যাঁহার গৃহে পঞ্চরত্নের নিত্যাবির্ভাব, সেইরূপ সংকীর্তনময় শ্রীকৃষ্ণ-সংসারের সংসারী শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের আদর্শ।

১০০। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ শ্রীশ্রীআচার্যপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী উভয়কেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদর্শ অনুসরণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন, তদ্দ্বারা ঠাকুর জানাইয়াছেন যে, গৃহস্থগণ মহাপ্রভুর আদর্শ অনুসরণ করিয়া (অনুকরণ করিয়া নহে) সামরিক গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিলেও সর্বতোভাবে নিষ্কিঞ্চন হইবার জন্য মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার অনুসরণ করিবেন। মহাপ্রভু চিরকাল গৃহে থাকিবার জন্যই উপদেশ দেন নাই, বা স্বয়ং সেই আদর্শও প্রদর্শন করেন নাই। তাই রামানন্দ মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ হইলেও শ্রীমন্-মহাপ্রভুর সহিত অনুরূপ অবস্থানের জন্য বিষয়-ত্যাগ-লীলার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যাঁহারা দারাবর্তন করেন নাই, মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে বিবাহ করিবার জন্য প্রয়োচিত করেন নাই। এজন্য তিনি শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামী প্রভুকে দার-পরিগ্রহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, আর পারমার্থিক জীবনের নবীন প্রভাতে যে বহির্মুখ মানবের প্রতিষ্ঠাশা-জনিত স্বল্পত্যাগের পিপাসা আগ্রহ হয়, তাহা প্রতিরোধ করিবার আদর্শ স্থাপন করিবার জন্য তিনি নিত্য-সিদ্ধ পার্ষদ প্রবর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুকে "কন্থ বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া। যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া।"—প্রভৃতি উপদেশ প্রদান করিবার কিছুদিন পরেই শ্রীল রঘুনাথকে সর্বতোভাবে গৃহত্যাগ-লীলার অভিনয়কারী ও অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের চরম আদর্শরূপে প্রকট করিয়াছিলেন।

১০১। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের বিচার এই যে, গৃহস্থাশ্রমে পতনের আশঙ্কা নাই মনে করিয়া গৃহসেব-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হইয়া যাওয়া পার-মার্থিকের আদর্শ নহে, বা গৃহে থাকিয়া কৃষ্ণের সংসার করিতেছি, কৃষ্ণের দাসদাসী সৃষ্টি (?) করিতেছি, এইরূপ ছলনা করিয়া প্রাকৃতসহজিয়ার ন্যায় ভাবের ঘরে চুরি করিলেও কোন দিনই আত্মমঙ্গল হইবে না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিত্য-সিদ্ধ গৌরজন হইয়াও তাঁহার অন্ত্যলীলায় তিনি কৌপীন-গ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারাও তাঁহার অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় ও বাণীর তাৎপর্যের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে।

১০২। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় গৃহব্রত থাকিয়া ত্যাগি-সম্প্রদায়ের দ্বারা আপনাদিগকে পূজা করাইয়া লইবার উচ্চ আশা পোষণ করেন। ত্যাগিগণের দ্বারা যদি গৃহব্রত-সম্প্রদায় তাঁহাদের স্ব-স্ব পূজা, বন্দনা, চরণার্চন প্রভৃতি সেবা করাইয়া লইতে পারেন, তবে তাঁহারা তাঁহাদের গৃহব্রতধর্মকে আরও উচ্চতর শিখরে স্থাপন করিবার সুযোগ

পান। এজন্য ঐরূপ গৃহব্রতগণের একশ্রেণী পরমহংস-বেষী অর্থাৎ কৌপীনাদি বেষ-গ্রহণকারী (বাবাজী নামধারী সম্প্রদায় দ্বারা) অনেক সময় শুশ্রূষার যাবতীয় কার্য্য যথা—বালকের কার্য্য, তামাক-পান-সাজাইবার কার্য্য, জল-সংগ্রহ, তৈল-মর্দ্দনাদি-কার্য্য, এমন কি, স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের কার্য্যাদিও করাইয়া লন। তদাকর্ষিত পরমহংস-বেষিগণ (আধুনিক কালের কৌপীনধারী বাবাজী নামে পরিচিত কোন কোন ব্যক্তি) ঐসকল গৃহব্রতকে সাদরে প্রণাম করেন, প্রত্যুত্তরে গৃহব্রতগণ আশীর্ব্বাদাদি করিয়া থাকেন। কখনও বা পুরস্কার করিয়া তদ্রূপতা-রক্ষক প্রতিনমস্কারটুকু নিয়া থাকেন। সাধু সাবধান! আমাদের গৃহব্রত-বর্গকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সনন্দের মধ্যে সসম্মানে স্থাপনের জন্য যেন ঐরূপ কৌশল অবলম্বন না করি; আর ভাগীর অভিমান করিয়াও যেন আমাদিগকে গৃহব্রত-সম্প্রদায়ের প্রতিযোগী করিয়া না তুলি।

১০৩। **শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ জানেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় কৌপীন-বরণ ও মাধুকরী ব্রতে অন্তরকে দীক্ষিত করাই ভজনের আকাঙ্ক্ষা।** একদিন না একদিন সকলকেই এই ভজন বরণ করিতেই হইবে। এই কৌপীন ফল্গুত্যাগী মায়াবাদীর "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ"—বাক্যের উদ্দিষ্ট কৌপীন নহে, বা মাধুকরী ভিক্ষা 'পেট ভিখারী'র উদরবেগোত্থ অভাব-বোধের তাড়নাও নহে। **গৌড়ীয়ের কৌপীন-গ্রহণ—শ্রীস্বরূপ-রূপের কৈঙ্কর্য্য, তাহা গোপীর আনুগত্য বা স্বরূপানুভূতি অর্থাৎ ভোক্তা বা পুরুষ অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক গোপীর কিঙ্করী অভিমান, আর মাধুকরী—নিষ্প্রপঞ্চ বা ভজনের সর্ব্বোত্তম অবস্থায় অবস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধান, তাহা উদর-বেগের ভোগ্য সামগ্রীর অনুসন্ধান নহে।**

১০৪। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকে সেবা-পথে প্রবেশের মুখে যেন একটা প্রবল প্রপাতের গতিশীলতা প্রদর্শন করিয়া সেবায় (?) ঝাঁপাইয়া পড়ে। কিছুকাল সেইরূপ গতিশীলতা দেখাইবার পর তাহাতে আবার সেবা-শুন্যভাব আসিয়া উপস্থিত হয়; প্রারম্ভ সময়ের গতিশীলতা আর তাহাতে লক্ষিত হয় না। ক্রমে সেই ব্যক্তি নিরুৎসাহিত ও শুষ্কহৃদয় হইয়া পড়ে। যেখানে এইরূপ সাময়িক উত্তরঙ্গায়িত ভাব ও ভজনের অবসান লক্ষিত হয়, সেখানে জানিতে হইবে, প্রকৃত সহজ আত্মবৃত্তির উদয় হয় নাই। কর্ম্মক্ষেত্রের আপাত বিরক্তি ও তাপ তাহার হৃদয়ে সুখ-প্রাপ্তিজন্যাদিক আকাশ-কুসুম প্রস্ফুটিত করিয়া তাহাকে কৃত্রিম উচ্ছ্বাস-তরঙ্গে প্রবোচিত করিয়াছে মাত্র। সাময়িক উচ্ছ্বাসের উদ্বেলন কিছুকালের মধ্যেই শান্ত হইয়া গেলে তাহার সেই সেবা-চেষ্টোদ্যমও শুষ্ক হইয়া যায়। দেহ-মনের আবরণে আবৃত হইয়া তাহাতে যে সাময়িক উচ্ছ্বাসময় সেবা-ভাব লক্ষিত হইয়াছিল, তাহা উত্তেজনা হারাইয়া শুষ্কভাব অবলম্বন করে। গুরুগণ ভাড়াগ্রস্ত হইয়া যেন মনে না করেন, শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবান্ বা প্রচারের জন্য অনেক ও' করিলাম, এখন একটু পেন্সন্ লওয়া যাউক। এইরূপ মনোভাব উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ সাধুসঙ্গের দ্বারা তাহা বিতাড়িত করিতে হইবে।

১০৫। কল্যাণকামী সাধক প্রত্যহ আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তাঁহার সেবা-বৃত্তি গতিশীলতা-প্রাপ্ত হইতেছে, কি হ্রাস হইতেছে, অথবা হ্রাস ও গতি-শীলতার মধ্যবর্ত্তী শুষ্ক-ভাব অবলম্বন করিতেছে। সেবা-শুষ্কভাব অনেকটা তটস্থ ভাবের ন্যায়। তটস্থাবস্থায় কাহারও অবস্থান হইতে পারে না। যদি সেবা শুষ্কাকৃতিপথে পরিবর্দ্ধিত না হয়, তাহা হইলে ঐরূপ সাময়িক শুষ্কভাব ক্রমশঃ সেবা-পরাক্-গতিতে অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে একান্ত সেবাবিমুখতায় পরিণতি লাভ করিবে। কাজেই সেবা-শুষ্কভাবটী সাধকের পক্ষে বড়ই আশঙ্কাজনক। প্রতি মুহূর্ত্তে সেবাবল্লরীকে গুরুকৃপায় শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলসেকে সমৃদ্ধ, পল্লবিত, বিকচিত ও পত্র-পুষ্প-ফলে সুশোভিত না করিতে পারিলে সাধকের পরিত্রাণ নাই। সাধক সর্ব্বদা আপনার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া—গুরুবৈষ্ণবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির নিকট পরীক্ষিত হইয়া সেবা-পদ্ধতির উত্তরোত্তর প্রকর্ষের পথে বিচরণ করিবেন; মুহূর্ত্তের তরেও যেন সেবা-শুষ্কভাব হৃদয়ে উদিত হইয়া সেবাবিমুখতার দিকে গতিশীলতা আনিয়া না দেয়। সৎসঙ্গাধারের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবার একটী অমোঘ ফল এই যে, সেখানে সর্ব্বক্ষণ সেবাপ্রগতি ও সেবাবিরতির পরীক্ষার সুযোগ উপস্থিত হয়। বহির্ম্মুখ-সঙ্গে বা নির্জ্জনে বাসকারী ব্যক্তি সেবাগতির ও সেবা-শুন্যের পরীক্ষার সেরূপ সুযোগ-প্রাপ্ত হন না। অনেক সময়ে সেবাশিথিলতাকে বা সেবার বিপরীত ভাবকে সেবাগতি-শীলতা ও সেবাত্মরিক্তভাব বলিয়া ভ্রান্ত হন। তাঁহারা আত্মার

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বার্থ অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা যাহাতে সেবাবিমুখভাব কখনও উদিত হইতে না পারে—এইরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে নিরন্তর অবস্থান ও তদনুকূল বিষয়-সমূহ গ্রহণ করিয়া সেবাপথকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করিবেন। বহু-সৌভাগ্যফলে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ হওয়া যায়। এরূপ সজ্জনসমাজের সহিত সংযুক্ত থাকিবার সৌভাগ্য পৃথিবীর আর অন্য কোন গৃহস্থের নাই। অন্যান্য গৃহস্থগণ কত ক্লেশ স্বীকার করিয়া তীর্থ-পর্য্যটন ও সাধুবৈষ্ণবের অনুসন্ধান করিয়াও শুদ্ধভক্তির আচার ও প্রচার সাক্ষাদ্ভাবে দর্শন, শ্রবণ ও অনুশীলন করিবার কোনই সুযোগ লাভ করিতে পারে না।

১০৬। পরস্পর প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাকামনামূলে শ্রীব্যাস-প্রচারিণী-সভার কপটতা করিয়া পরস্পরের স্তব-স্তুতি করাও শ্রীগুরুবর্গের অভীষ্ট-সেবা বা ভক্তাঙ্গ নহে। মহাভাগবত গুরুবর্গ শ্রীব্যাস-প্রচারিণী-সভায় কাহাকেও সৌরাণিকবাদ-প্রধান বা কাহারও বহু সেবাকে বহুমানন করিয়া—বিষ্ঠা-ভোজী শূকরকে বিষ্ণুসেবামৃতপানকারী মহদ্ভক্তের পদবী দান করিয়া তাহাদের কৃষ্ণসেবার প্রতি আসক্তিরই পরিচয় প্রদান করেন। কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণের জন্য তাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদা এতই ব্যাকুল যে, কৃষ্ণসেবার জন্য কেহ পরোক্ষেও অতি সামান্য চেষ্টা করিলে তাঁহারা পরমোল্লসিত হইয়া ঐরূপ ব্যক্তিকে বহুমান দান করেন, উহা কৃপাকণি সুনীচ হরিকীর্ত্তন-কারী মানদ মহাভাগবতগণের কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের প্রতি পূর্ণ আসক্তিরই প্রচ্ছন্ন পরিচায়ক। তাঁহারা তদ্দ্বারা কোন মাৎসর্য্যপিশাচের বহুমানন বা কাহারও বহির্মুখী কর্ম্মকাণ্ডকে স্বীকার করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচ্ছন্ন কামনা হন না। তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব বুঝিতে ভুল করিয়া বা উহার অবৈধ অনুকরণ করিতে গিয়া অনেকের সর্ব্বনাশ হয়। শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত গৃহস্থ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদকে স্বপ্নেও বাণিজ্যের সামগ্রীরূপে পরিণত করেন না।

১০৭। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থগণের আদর্শ শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁহার দিনপঞ্জীতে বলিয়াছেন,—"আচারহীন প্রচারের দ্বারা প্রাকৃতসহজিয়া মতগুলির উদ্ভব হইয়াছে।" শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর এই উপদেশের অনুসরণ করিবেন। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত কোন গৃহস্থই প্রাকৃতসহজিয়া গৃহস্থগণের ন্যায় "সভ্যাং বৈষ্ণবো ঘতঃ"—অর্থাৎ বৈষ্ণবতার বাহ্য পোষাক মাত্র ধারণ করিয়া অন্তরে সম্ভোগবাদ, অনাচার, অভ্যভিলাষ বা ছলনা-কৌশলের দ্বারা গ্রস্ত হইবেন না। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ছলনা-কৌশলাই শোষণ করিয়া রাখিতে হইবে, আচারে, প্রচারে ও বাস্তবতায় কোন দিনই শ্রীচৈতন্যবাণীর আদর্শ অনুসরণ করা যাইবে না,—এইরূপ নাস্তিকতা কখনও শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের হৃদয়ে স্থান পায় না।

১০৮। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বিশেষ করিয়া যে উপদেশটি কীর্ত্তন করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন, অথচ যাহাতে আমরা অমনস্ক, তাহা শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থগণের মধ্যে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুই পূর্ণভাবে অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন,—"জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন। ইহা বই ধর্ম্ম নাহি শুন সনাতন॥' তন্মধ্যে **'জীবে দয়া' প্রবৃত্তির অনুশীলনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশিষ্ট সেবা।'** যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ-জনগণের মধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের **'জীবে দয়া' প্রবৃত্তি অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে নিজের আচরণের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে।** কারণ, আচরণ না থাকিলে 'জীবে দয়া' করা যায় না। যেখানে আচরণ ও বাণী পৃথক্ নহে সেখানে আচরণই বাণী। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু বলিয়াছেন,—"আচরণেই প্রচারের প্রাণ। কোন শব্দ উচ্চারণ না করিয়াও সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ সংকীর্ত্তন হইতে পারে।' শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন, শ্রীরূপের ন্যায় আচার ও প্রচারের মধ্যে অসামঞ্জস্য নাথাকের চরিত্রে একচেটিয়া করিতে গেলে শ্রীগৌরসুন্দরের ঔদার্য্যময়ী আচার্য্যলীলার সেবা হইতে—শ্রীচৈতন্য বাণী হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হইতে হইবে।' শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থগণ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর উক্ত অমূল্য উপদেশ অনুক্ষণ হৃদয়ে দেদীপ্যমান রাখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অধঃক্ষোক্ষজবাণীর অবতার শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীআজ্ঞা পালন করিবেন—

'প্রভুর আজ্ঞায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
অপরাধ শূন্য হৈয়া লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
'জীবে দয়া', 'নামে রুচি' সর্ব্বধর্ম্মসার॥'

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়গৌরব-গ্রন্থমালা

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত—

SREE CHAITANYA MAHAPRABHU—His Life and Precepts—পঞ্চম-সংস্করণ। গ্রন্থের বিষয় নির্দ্দেশ, গ্রন্থকারের পরিচয় ও সূচী প্রভৃতির সহিত গৌড়ীয়মিশন হইতে প্রকাশিত রাজসংস্করণ। শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া অধিষ্ঠিত হইবার তিনবৎসর পর অর্থাৎ ১৩০৩ বঙ্গাব্দে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সংস্কৃতভাষায় শ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্র ও ইংরেজীভাষায় শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর চরিত ও উপদেশ গ্রন্থাকারে প্রচার করেন। তখন হইতে ইংরেজীভাষাভিজ্ঞ জনসাধারণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সংক্ষেপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত ও প্রকৃত শিক্ষার সন্ধান পাইয়া আসিতেছেন। এই গ্রন্থের একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীগৌরজন্মবাসরে পুনঃ প্রকাশিত হইল।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা-স্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা-স্মরণ-মঙ্গলস্তোত্র পাঠে বিশেষ মুগ্ধ হইয়া শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধা-রমণ মেবার বিখ্যাত পণ্ডিত স্বধামগত মধুসূদনদাস গোস্বামী মহোদয় হিন্দীভাষায় উহার একটী সুললিত পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানযুগে হিন্দীভাষা আন্তর্জাতিক ভাষা-রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর মনোহভীষ্টপরিপূরক শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের অভীষ্টানুসারে ইংরেজী ও হিন্দী—উভয় আন্তর্জাতিক ভাষায়ই শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয়মিশন হইতে শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থটী দেব-নাগর অক্ষরে মাদ্রাজ হইতে মুদ্রিত হইয়াছে।

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীশ্রীল ঠাকুর সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদের 'শরণাগতি'-গীতির অমূল্য দানের পূর্ব্বেও 'কল্যাণকল্পতরু'র মহাদান জগতে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'কল্যাণকল্পতরু'র পাঞ্চজন্য উপনীত হইবার পর শরণাগতির শিক্ষায় প্রবেশের যোগ্যতা লাভ হয়। অতিশয় সাধবী, সাধু, অন্যাভিলাষী, অনার্য্য, অশান্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়ও 'কল্যাণকল্পতরু'র মুক্তিতত্ত্ব ছায়ায় সুশান্ত হইয়া প্রকৃত কল্যাণের সন্ধান পাইতে পারে। শ্রীশ্রীল ঠাকুরের প্রকাশিত 'কল্যাণকল্পতরু'র প্রথম সংস্করণের 'ভূমিকায়' ঠাকুর কৃপাপূর্ব্বক ইহাই জানাইয়াছেন,—"বৃথা তর্ক, বৃথা জল্পনা, ইন্দ্রিয়সুখ, আলস্য ও নিদ্রায় মানবের জীবনের অধিকাংশ অপহৃত হয়, সেইরূপ ব্যক্তির জীবনের কোন কোন সময়ে, মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে সময়ে সময়ে বিদ্যুল্লতার ক্ষণিক আলোকের ন্যায় বরাভয় চমকিত হইবার ন্যায়, সাধু ও কৃষ্ণকৃপাক্রমে ভক্তিদেবীর কটাক্ষ-কিরণ পড়িয়া থাকে। ঐ সময়ে যে-সকল উপদেশ ও শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে যে-সকল প্রার্থনা ও নিবেদন করা যায়, তাহাই 'কল্যাণ-কল্পতরু'-গ্রন্থে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আদেশানুসারে তদীয় অন্যতম আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে 'পরিমল' ভাষ্যসহ 'কল্যাণকল্পতরু'র একাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যপাদ শ্রীমধ্বাচার্য্যের পদাঙ্কানুসরণে 'পরিমল' ভাষ্যে শ্রৌতপথ ও মহাজনগণের প্রমাণবাক্য উদ্ধার করিয়া 'কল্যাণকল্পতরু'র প্রত্যেক পদ ও সিদ্ধান্ত যে শ্রৌতপন্থায় লিখিত, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীশ্রুতিরত্নমালা

ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক এই দশটী উপনিষদসহ 'শ্বেতাশ্বতরোপ-নিষৎ' সাধারণতঃ 'একাদশোপনিষৎ' নামে বিখ্যাত। আচার্য্য শঙ্কর উক্ত একাদশ উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য, গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি শুদ্ধবেদান্তাচার্য্য-গণও এই একাদশটী উপনিষদের মন্ত্র তাঁহাদের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে উদ্ধার করিয়াছেন। এই একাদশটী উপনিষৎ ব্যতীত 'কৌষীতকি' উপনিষৎকেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য 'শ্রীভাষ্য'কার শ্রীরামানুজ, গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু,

এমন কি, আচার্য্য শঙ্করও তাঁহার সূত্রভাষ্যে উহার উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত বাক্যটী উপনিষৎ "শ্রীশ্রীপ্রতিসন্দর্ভমালা" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডরূপে প্রকাশ করিবার অভিলাষে আমাদের পরমপূজ্যপাদ সতীর্থ ভ্রাতা অধ্যাপকবর মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ মহোদয়ের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহা শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সতীর্থ ভ্রাতৃগণের প্রবন্ধে নিত্যধামগত শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহ-স্মৃতি-পূজা-বাসরে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংস্করণের একটী বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে প্রত্যেক উপনিষদের কথারম্ভ, সমস্ত প্রসিদ্ধ মন্ত্রের, বিশেষতঃ আচার্যাগণ যে-সকল মন্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাদের একটী বিস্তৃত সূচী ঝাড়কাক্রমে সংযুক্ত হইয়াছে। শ্লোকের প্রয়োজনীয় সমস্ত পাদের সূচী ইহাতে আছে। ইহা শাস্ত্র ও তাত্ত্ব আলোচনাকারী ব্যক্তিগণের বিশেষ সহায়ক হইবে।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীগৌরসুন্দর-প্রবর শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুরের রচিত (১) 'শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্' ও শ্রীশ্রীগৌরগণ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত (২) শ্রীনবদ্বীপ-শতকের পদ্যানুবাদ, তথা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শিষ্য বিপ্র শ্রীজগন্নাথের আত্মজ শ্রীনরহরিদাস চক্রবর্ত্তী বা শ্রীঘনশ্যামদাস ঠাকুর-কৃত (৩) 'শ্রীভক্তি-রত্নাকর' গ্রন্থের দ্বাদশ-তরঙ্গ-ধৃত 'শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা' ও তদনুচিন্তিত (৪) 'শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা-পদ্ধতি' নামক পৃথক্ পদ্যগ্রন্থ, শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত (৫) 'শ্রীনবদ্বীপভাব-তরঙ্গ, 'শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য'—(৬) 'পরিক্রমা-খণ্ড' ও (৭) 'প্রমাণখণ্ড'—এই গ্রন্থ-সপ্তক সম্পুটিত 'শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা" শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীরুদ্রদ্বীপে শ্রীবিগ্রহের প্রবেশোৎসব

গত ১৪ই ফাল্গুন (১৩৪৭) মঙ্গলবার শ্রীরুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয় মঠের পুরাতন শ্রীমন্দির হইতে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীরুদ্রদ্বীপেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধাগোবিন্দজীউ শ্রীমূর্ত্তির প্রবেশোৎসব শ্রীশ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও গৌড়ীয়মিশনের পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে হরিসংকীর্ত্তন-মুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীরুদ্র-দ্বীপে স্বাধনগোপালের সঙ্গে জীবকুলকে কিরূপে অন্তর্দ্বীপে আত্মসমর্পণের যোগ্যতা প্রদান করে তদ্বিষয়ে সজ্জনমণ্ডলীর নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। বেলা ১১টা হইতে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত সমাগত শত শত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

স্বধাম-প্রাপ্তি

গত ২০শে ফাল্গুন (১৩৪৭), মঙ্গলবার বেলা প্রায় ৯ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীনবদ্বীপবাসী ব্রহ্মচারী ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের নাম-সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে অপ্রকট হইয়াছেন। তিনি আসামদেশীয় ভক্ত ছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ত্রিপুরা অঞ্চলে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের সহিত হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতেছিলেন।

শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে, শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। আগামী ২৯ গোবিন্দ, ২৯ ফাল্গুন, ১০ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-সংকীর্ত্তনোৎসব। সেই দিন হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীগৌরাবির্ভাব-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ৩০শে ফাল্গুন, ১৪ই মার্চ্চ শুক্রবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমার্থিতা-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

THE GAUDIYA MISSION

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৫ই চৈত্র, ১৩৪৭; ২৯ মার্চ্চ, ১৯৪১ | ৩৩শ-৩৪শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার

৪৭তম বার্ষিক অধিবেশন-বিবরণ ও

গত ১ বিষ্ণু (৪৫৫ শ্রীগৌরাব্দ), ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ, ১৫ই মার্চ্চ, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে শুক্রবার শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার ৪৭তম বার্ষিক অধিবেশন বিশেষ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ভাগবতপুরাণরত্নতীর্থ মহোদয় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীপঞ্চতত্ত্বের শ্রীশ্রীনাম-গুণ-লীলাত্মক উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার বর্ত্তমান সার্ব্বভৌম, শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের কৃপা-প্রস্তাবানুসারে ও পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যারত্নপ্রভৃতির সমর্থনে বদীয়ান্ তুমুলরবের পণ্ডিত শ্রীযুৎ ত্রিপুরাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত অধিবেশনে সভাপতির পদে বৃত হন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং সভায় উপস্থিত না থাকিতে পারায় তাঁহারই কৃপা প্রস্তাব বলে করিয়া গৌড়ীয়মিশনের পরিচালক-সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল্ মহোদয় সভায় ঐ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন।

ময়মনসিংহের অলোয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় ত্রিদণ্ডিপাদাচার্য্য শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের ও শ্রীযুৎ ত্রিপুরাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গলদেশে পুষ্পমালা প্রদান করেন। সভাপতিমহোদয় অতিশয় ধৈর্য্যভরে একটী মাতিদীর্ঘ অভিভাষণ-প্রদানমুখে বলেন,—

জনৈক সংবাদপত্র-সম্পাদক কর্ত্তৃক লিখিত ও প্রেরিত।

"ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস আচার্যবর্য ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাদেশানুসারে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তদ্বিজ-জনগণের সেবার কিঞ্চিৎ অধিকার লাভ করিয়া নিজেকে কৃতকৃতার্থ, ধন্যাতিধন্য ও পরমসৌভাগ্যান্বিত মনে করিতেছি। আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকে সভাপতির আসনে স্থাপনের উদ্দেশ্য বিচার করিলে ইহাই স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, অযোগ্যতম ব্যক্তিকে অমানি-মানদের শ্রীগুরুবর্গ দান দান করিয়া সেবায় নিযুক্ত করিবার সুকৌশলই প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে আমার অযোগ্যতা ও দুর্বলতা অধিকতরভাবে স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে আমাকে যেন কেন আকর্ষণ করিয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অকপট সেবায় উন্মুখ করাইয়া দিতেছে। আমি পঙ্গু ও মন্দবুদ্ধিবিশিষ্ট, অথবা আমাতে তদপেক্ষা হীনবৃত্তি অর্থাৎ মক্ষিকাবৃত্তি বা মাৎসর্য্য বিরাজিত। নির্মৎসর শ্রীআচার্য-পাদপদ্ম ও তদনুগ সেবকমণ্ডলীর শ্রীপাদপদ্মের মকরন্দ আমি কি করিয়া আস্বাদন করিব? তাই আজ অতি কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেছি, যেন শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট-পরিপূরকা গুণী পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেব, তদনুগ উপস্থিত শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ও বৈষ্ণব-বৃন্দের নিত্য আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এই জীবন উৎসর্গ করিতে পারি। জগতের সূর্য্য বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ ও ভূত-পাত্রের অন্ধকার দূর করে; কিন্তু শ্রীল আচার্যদেব-তাঁহার দিব্যজ্ঞানের আলোকের দ্বারা নিত্যকাল আমাদের অজ্ঞানান্ধ-কার দূর করিতেছেন। শ্রীল আচার্যদেব অন্য বস্তু নহেন, তিনি সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ; তিনি শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর শ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সেবক। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—'আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ', 'গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।' শ্রীশ্রীল আচার্যদেব আমার নিত্যবান্ধব ও অহৈতুক মঙ্গলের উপদেষ্টা। শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের কৃপাকেই আমি শ্রীকৃষ্ণকৃপা জানি।

আমি পণ্ডিত নহি, আমি দেহাদিতে 'অহং'-বুদ্ধিকারী মূর্খ। মার্কণ্ডেয়পুরাণে কথিত আছে, চণ্ডিকা যে মহিষা-সুরকে বধ করিয়াছেন, তাহা বিষ্ণুরই শক্তি-প্রভাবে। দেবতাগণ অসুরের ভয়ে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে শ্রীবিষ্ণু অসুর-দলনের জন্য শক্তিকে প্রেরণ করেন। শক্তির তাহাতে আত্মশ্লাঘা উপস্থিত হয় নাই। তদবধার প্রকৃতিতে ও দেবতা-গণের শক্তি যে পরব্রহ্মেরই শক্তি, দেবতাগণের স্বতন্ত্র শক্তি নাই, তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। আমরাও নিজের শক্তিতে অহঙ্কারী না হইয়া যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের শক্তিতে বিশ্বাস করি, তবে নিশ্চয়ই যে-কোন প্রতিকূল অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মঙ্গল লাভ করিতে পারিব। শ্রীগুরুদেব দিব্যজ্ঞানের দ্বারা আমাদের জড়াসক্তি ও জড়াভিনিবেশ দূর করেন। 'গুরু' শব্দের নিরুক্তি হইতে জানা যায়—যিনি জীবের অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। আমি যদি সম্পূর্ণ শরণাগত না হই, অথচ বৈষ্ণবের আসনে অধিষ্ঠিত হইবার অভিনয় করি, তবে অসতী নারীর কপালে 'সতী-লোভনা' নাম্নী সিন্দুর-রেখার ন্যায় উহা অবৈধভাবে ব্যবহারেরই দুষ্টতা করা হয়। বৈষ্ণব অন্তর্যামী ও সর্ব্বোপ-কারক। দুই বৎসর পূর্ব্বে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু আমাকে শ্রীবৃন্দাবনের মঠ হইতে তারযোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আনাইয়া এই দুইটী উপদেশ ও সতর্কবাণী প্রদান করিয়াছিলেন—'মুহুস্তি যৎ সুরয়ঃ', 'ত্রিসর্গো মৃষা' বা 'ত্রিসর্গোঽমৃষা'। সবে যখন বিষ্ণুর আচার্য্য-বিরোধিদলের কোন কোন ব্যক্তি তাহাদের কপট ক্রন্দনের দ্বারা আমার ভাস্তাভিমান বা দেহাত্মবোধ জাগাইয়া বিপথের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তখন আমি শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর সেই অহৈতুকী কৃপার কথা বুঝিয়াছিলাম। আজ পরমারাধ্যতম পতিতপাবনবর শ্রীশ্রীল আচার্যদেব মাদৃশ পতিতাধম অযোগ্য ব্যক্তিকেও শ্রীশ্রীধামপ্রচারিণী-সভার সভাপতিরূপে সেবাকার্য্যে নিয়োগ করিয়া আমার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার শ্রীচরণের কৃপা-আশীর্ব্বাদই উপলব্ধি করিতেছি। আমি এই কৃপা জীবনের অবশিষ্ট কাল যেন শ্রীধামে সাধুসঙ্গে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত থাকিয়া যাপন করিতে পারি, তাহাই শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করিতেছি। উপস্থিত সজ্জনবৈষ্ণবের শ্রীচরণে ও সপার্ষদ শ্রীধামেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণে পরমাগতি ও সেবাবল প্রার্থনা করিতেছি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥"

সভাপতিমহোদয়ের অভিভাষণের পর তাঁহার নির্দ্দেশা-নুসারে মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু

১৮শ বর্ষ ৩৫শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়' হইতে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার ৪৮তম বার্ষিক অধিবেশন-বিবরণী পাঠ করেন। শ্রীপাদ শিবদাসব্রহ্মবিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি-এ মহোদয়ের প্রস্তাবে ও পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণতীর্থ মহোদয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত সভ্যগণ বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার সদস্যপদে বৃত হন—

(১) শ্রীযুক্ত উমাকান্ত চক্রবর্ত্তী এম্-এ, বি-এল্, ব্যারিষ্টার-এট্-ল, হাইকোর্ট, (২) শ্রীযুক্ত রতনরঞ্জন রায়চৌধুরী (চট্টগ্রাম), ও (৩) শ্রীযুক্ত রেবতীকান্ত দে, অ্যাসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন-মাষ্টার সিংভূমি, ময়মনসিংহ।

অতঃপর মহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস ভক্তিসুধাকর প্রভু 'গৌড়ীয়' ১৯শ বর্ষ ২৯শ সংখ্যা হইতে শ্রীধামমায়াপুর পরমহংসপীঠের 'ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষার' ফল পাঠ করেন।

ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষার ফল

শ্রীগৌরাব্দ ৪৫৪

২য় বিভাগ

১। শ্রীহরেন্দ্রনাথ পালিত
২। শ্রীব্রজসুন্দর পাড়ি
৩। শ্রীপ্রণতকল্প দাসাধিকারী

৩য় বিভাগ

১। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী
২। শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী
৩। শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস
৪। শ্রীত্রিভুবনমোহনদাস ব্রহ্মচারী
৫। শ্রীসতীশচন্দ্র দাস
৬। শ্রীচক্রধর দাসাধিকারী
৭। শ্রীগণপতি দত্ত
৮। শ্রীরসবিগ্রহদাস ব্রহ্মচারী
৯। শ্রীগুরুপদ ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে শ্রীপাদ কিশোরী-মোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল্ মহোদয় নিম্নলিখিত স্বনামধন্য গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের নাম ও সেবার কথা উল্লেখ করিয়া বিরহ প্রকাশ করেন।

(১) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজ, (২) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাসাধিকারী (কটকের শ্রীযুক্ত যতীন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী উকিল), (৩) শ্রীজীবনকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী।

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠের বর্ত্তমান রক্ষকবর শ্রীযুক্ত ত্রিদণ্ডিগোস্বামী, শ্রীধামের অহৈতুক সেবক, সর্ব্ববৈষ্ণবগণ-বিকৃষিত শ্রীল ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজের অপ্রকটে সকলেই হৃদয় বিরহ-ব্যথিত থাকায় এবৎসর শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে কোন উপাধি-পত্র প্রদত্ত হয় নাই।

শ্রীপাদ ভক্তিবৈষ্ণব নাগর মহারাজ নিম্নলিখিত সজ্জন-গণকে শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরনাম প্রচারের সেবাকার্য্যের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন,—

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বেরমী (জমিদার, গুপ্তপুর); শ্রীযুক্ত নৃপতি উপ্তরা (মেদিনীপুর); ডাঃ শ্রীযুক্ত সনৎকুমার দাসাধিকারী; শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দাসাধিকারী; ডাঃ শ্রীযুক্ত শ্যামলাল দাসাধিকারী; শ্রীযুক্ত বলাই দাসাধিকারী; শ্রীযুক্ত অধিবর দাস (চব্বিশ পরগণা); শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত পাড়ি বি, এ (গঞ্জাম), শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম কর (মেদিনীপুর)।

শ্রীপাদ শচীনন্দন ভক্তিপ্রবোধ প্রভু নিম্নলিখিত সজ্জন-গণের সেবাকার্য্যের উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন,—

হাইকোর্টের সুযোগ্য এডভোকেট্ শ্রীযুক্ত গিরিজা-প্রসন্ন মজুমদার; শ্রীযুক্ত নৃপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্; শ্রীযুক্ত উমাকান্তদাস চক্রবর্ত্তী এম্-এ, বি-এল্; মিঃ টি, আর, রুকন্ (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ক্যাথিড্রিয়েল প্রেস); মিঃ জোগি-লাল গিরিধারিলাল (মাষ্টার বয়দা হাউস); শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র-নাথ সরকার; ডাঃ এস্, কে, সেন, এম-বি, বি-এস্; মিঃ উমেশ রায়; পুরীর জেলা-কালেক্টর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু; পুরীর আয়ুর্ব্বেদ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আনন্দ মহাপাত্র, শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু পট্টনায়ক, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম্-এ।

শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু নিম্নলিখিত সজ্জনগণকে তাঁহাদের সেবাকার্য্যের উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করেন,—

শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ রায়চৌধুরী, শ্রীপতিতপাবন বিশ্বাস, (দিনাজপুর); শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলেশ্বর দাসাধিকারী (রংপুর); শ্রীমহেশ চন্দ্র দাস (রংপুর); শ্রীবলাই চাঁদ খাড়া (মেদিনীপুর); শ্রীনৃপতি চন্দ্র উপ্তরা (মেদিনীপুর); শ্রীজীবনকৃষ্ণ মাইতি (মেদিনীপুর); শ্রীযতীন্দ্রনাথ সিংহ (মেদিনীপুর)।

শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার অধিবেশনকালে দিল্লী শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে তারযোগে তথাকার ভারপ্রাপ্ত সেবক শ্রীপাদ অপ্রমেয় ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর নিম্নলিখিত সংবাদটী পাওয়া যায়—

New Delhi,
15th, March, 1941

Srila Acharyyadev,
Sri Mayapur
Advent Anniversary through Your Divine Grace unprecedented success,

Aprameyadas

সভাভঙ্গের পূর্ব্বে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ সভায় দণ্ডায়মান হইয়া সর্ব্বসমক্ষে অশ্রুপূর্ণ-লোচনে অত্যন্ত অনুতাপ-সহকারে স্বীয় ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বলেন,—"আমি দ্বিতীয় আচার্য্য-বিদ্রোহিদলের কবলে পতিত হইয়া ঐ বিকৃপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রী-শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান পুরী গোস্বামী মহারাজের ও তদীয় অনুগত বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণে অত্যন্ত অপরাধ করিয়াছি। আমার মত পতিত মহাপাপ জগতে আর নাই। নীচের কৃপরের সহিত সঙ্গ করিয়া আমি অত্যন্ত পতিত হইয়াছি। আমার মত মহাপাপ, পাপিষ্ঠ, পাষণ্ড এজগতে আর নাই; সেইজন্য অসৎসঙ্গে পতিত হইয়া আমাকে পতিতপাবনের শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিন্দা শুনিতে হইয়াছে। এ অপরাধে আমাকে কোন্ অন্ধতামিস্রে গমন করিতে হইবে, জানি না! শ্রীমন্মহাপ্রভু জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, দুর্দ্ধান্ত মাধাই পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীঅঙ্গে আঘাত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। মাদৃশ পতিতাধম তাহাদের অপেক্ষাও শতকোটিগুণে অপরাধী। কারণ, অভিন্নশ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীসেবক-ভগবান্ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণ-কমলে আমি শত-শত বিষাক্ত বৃশ্চিকের মত দংশন করিবার চেষ্টা করিয়াছি! তবে একটী ভরসা আছে,—আমি যেরূপ পাতকী, নারকী ও অপরাধী, শ্রীল আচার্য্যদেবও সেইরূপ পতিতপাবন, অহৈতুক করুণাময় ও অক্রোধ পরমানন্দ। সপার্ষদ শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণে আমার কাতর নিবেদন, ভগবদ্-গুরুদেবের শ্রীচরণে অপরাধী এই ব্যক্তিকে কৃপা করিয়া ক্ষমা করুন, যেন স্বপ্নেও ঐসকল পাষণ্ডীদের মুখ দর্শন করিতে না হয়, যেন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণ-সেবার অধিকার পাই। শত সহস্রবার কাতরকণ্ঠে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার এই ভয়ঙ্কর অমার্জ্জনীয় অপরাধ সপার্ষদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব নিজ মহাবদান্যতাগুণে ক্ষমা করিয়া তাঁহার কোটি-চন্দ্রসুশীতল শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় প্রদান করুন। শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণ কল্পতরুস্বরূপ, তাহাই একমাত্র আমার ভরসা; নতুবা এ পতিতাধমের আর অন্য কোন উপায় দেখিতেছি না। কেবল শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপা পাইবার আশা চরমাব্ধি তৃষিত চাতকের মত চাহিয়া থাকিলাম, নতুবা আমাকে দেবীধামের ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতেই হইবে —রক্ষার আর অন্য উপায় নাই।

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা করিবার পর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে প্রচারোদ্দেশ্যে দার্জ্জিলিং মঠে গমন করি। কিছুদিন পরে পাষণ্ডী বি···ও নৃ ..এর সঙ্গে দেখা হয়। উহারা অতি কদর্য্য-ভাষায় শ্রীল আচার্য্যদেবের তীব্র নিন্দা করিতে থাকে। আমি বলি, শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটাবস্থায় শ্রীল আচার্য্যদেবের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গুণগরিমা ও একমাত্র নির্দ্দোষ পবিত্রতম চরিত্রের কথাই সর্ব্বক্ষণ শ্রবণ করিয়াছি, ইহা কৃ-প্রভৃতির যোগে ষড়যন্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বি—র প্রভাবে পতিত হইয়া আমি মায়াদেবীর কুপরামর্শ শ্রবণ করিলাম, দুষ্ট মন শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিল না। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তের মালিক শ্রীল স্বরূপদামোদরের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট সরলভাবে প্রশ্ন করিয়া প্রকৃত বিষয় জানিয়া লইলে মনের কোন প্রকার চাঞ্চল্য উপস্থিত হইত না। কপাল মন্দ, তাই পাষণ্ডীদের ষড়যন্ত্রের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া উহাদের কথায় কতকটা বিশ্বাস হইল—কি জানি হইলেও হইতে পারে! এইরূপ সংশয়াত্মক চিত্তবৃত্তি আমার সর্ব্বনাশ করিল। অকালে এইরূপ সংশয়ের কুপকাষ্ঠে মায়াদেবীর নিকট অনেক কোমলশ্রদ্ধের বলি হইয়া গিয়াছে। বহু লোকের দুর্ব্বলতা, অল্পাভিলাষ, সিদ্ধান্তে অনভিজ্ঞতা ও সুদৃঢ়তার অভাবের সুযোগ লইয়া ঐসকল চক্রান্তকারী ব্যক্তিগণের কএকটী পাত্তা বৈষ্ণবাপরাধ, গুর্ব্বপরাধ ও আচার্য্যবর্গের চরণে স্বপরাধের আবাহন করিয়া যে কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহা এখন বুঝিতেছি, তখন মায়ামুগ্ধ হইয়া বুঝিতে পারি নাই।

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার লীলা-সম্বোপনের দুই দিবস পূর্ব্বে আমাকে শ্রীগোবর্দ্ধনে থাকিয়া মাধুকরী করিয়া ভজন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে আমি কোন সন্ন্যাসিনামধারী ব্য—র সহিত বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম। সেই ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে শ্রীগুরু-বর্গের নিকট পত্র লিখিয়া ভ্রমমণ্ডল হইতে বিতাড়িত করে, যাহার ফলে আমি দার্জ্জিলিং আসি। দার্জ্জিলিংএ শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞার ছলনায় নির্জ্জন-ভজনে উদ্যোগী হইয়া পুনরায় শ্রীব্রজমণ্ডলের দিকে গমন করি। গৌড়ীয়মিশনের সম্পাদক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর একটী টেলিগ্রাম পাইয়া শ্রীসঙ্কেতবিহারী মঠ হইতে কুরুক্ষেত্রে গমন করি। সঙ্কেতে থাকিবার সময় কলিকাতা হইতে কু—র গুপ্তচর পাষণ্ডী হ— আমার নামে গোবর্দ্ধনে কোন এক অসৎ ও পলায়িত ব্যক্তির ঠিকানায় একখানি পত্র পাঠায়। ঐ ব্যক্তি ঐ পত্রটী আমাকে সঙ্কেতের ঠিকানায় পাঠাইয়া দেয়। তাহাতে হ— আমার সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য লিখিয়াছিল,—"আশ্রম মহারাজ! আপনারা পুরাতন সন্ন্যাসী, আপনাদের দর্শন আমাদের বাঞ্ছনীয় ইত্যাদি।" অর্থাৎ আমাকে পুরাতন সন্ন্যাসী ও জাতিতে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বলিয়া আচার্য্যবিদ্বেষি-গণের দলে আকর্ষণ করিয়া কলিকাতায় নিয়া কুপরামর্শ দেওয়াই তাহাদের মৎলব ছিল। কিন্তু আমি তখন কলিকাতায় না গেলেও আচার্য্যবিরোধিদলের সঙ্গ ও মিষ্টভাষণপূর্ণ পত্রাদি পাঠ করিয়া মায়াতে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। কতকটা নিরপেক্ষ ও নিম-ভজনে মগ্ন থাকিবার অভিনয়ে মায়াদেবীর গণেই প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। কুরুক্ষেত্রে একমাস থাকিয়া একবৎসর পূর্ব্বে মাঘ মাসে আমি শ্রীগোবর্দ্ধনে ফিরিয়া যাই। শ্রীল আচার্য্যদেব বা শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর অনুমতি না লইয়া আসাতে আর কোন মঠেই আমি প্রবেশাধিকার পাই নাই।

গৌড়ীয়মিশন হইতে পলায়িত আচার্য্যবিরোধিগণের অন্যতম ও নি—র বন্ধু ম—র আশ্রয়ে আমি গোবর্দ্ধনে থাকিলাম; কিন্তু দেখিলাম, আমার জন্য তাহার কিছু খরচ করিতে হইবে বলিয়া আমাকে স্থান দিবার তাহার ইচ্ছা নাই। এজন্য বাধ্য হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে আর একটী স্বতন্ত্র ও আচার্য্যবিরোধিদলের বন্ধু রাধাবল্লভ সন্ন্যাসিব্রুব ব—; গৃহে আশ্রয় লইয়া উঠিলাম। কিন্তু সেখানে পাঁচমাস থাকিবার পর তাহার নানাপ্রকার অবৈধ আচার দেখিয়া আমি গোবর্দ্ধনে শ্রীহরিদেবের মন্দিরের নিকট এক ব্রজবাসীর গৃহে থাকি। যখন ঐ অবৈধ স্বৈরাচারী সন্ন্যাসি-নামধারী ব্যক্তির গৃহে ছিলাম, তখন গৌড়ীয়মিশনের—র সঙ্গে দেখা হয়। ম—, গৌ—, স্বা— প্রভৃতি সকলেই এইরূপ শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের নিন্দা করিয়াছিল যে, তাহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত ছিল। গত কার্ত্তিক মাসে শ্রী— ঊর্জ্জাব্রত-পালনের ছলনায় গোবর্দ্ধনে ম—র কুটীতে একমাস অবস্থান করিয়াছিল। তাহার সঙ্গে চি—, কৃ—, স্বা— প্রভৃতি ছিল। ইহারা সকলেই হরিজনদ্বেষী বৈষ্ণব-নিন্দাকেই ভজন ও সর্ব্বস্ব করিয়াছে। ঊর্জ্জাব্রত সমাপ্ত হইলে শ্রী— স্বা—র ওখানে থাকে। স্বা— শ্রী—কে চর্ব্ব্য-চুষ্য দিয়া ভোজন করায় এবং বিদায়ের সময় পাঁচ টাকা ও কাপড় দেয়। ইহারা সকলেই পাষণ্ডী ও অসৎ। ইহাদের সঙ্গে পতিত হইলে যে কি সর্ব্বনাশ হইতে পারে, তাহা শ্রীল প্রভুপাদের কি জানি কি অহৈতুকী কৃপায় এখন বুঝিতে পারিতেছি। এখন তীব্রণ অনুতাপ উপস্থিত হইয়া অন্তর্দাহ হইতেছে।

আমি শ্রীগোবর্দ্ধনে যখন মাধুকরী করিয়া অবস্থান করিতেছিলাম, তখন ঐ সকল নিন্দক পাষণ্ডীর অসদাচার, হরিজনহীনতা ও আমারও তৎপ্রভাবে প্রভাবান্বিত হইবার কথা শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় সময় সময় হৃদয়ে উদিত হইত। প্রকৃত সত্য বস্তু আশ্রয় করিবার জন্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে সময় সময় কাতর নিবেদন জানাইতাম। শ্রীধাম-পরিক্রমার পনর দিন পূর্ব্বে শেষ রাত্রে শ্রীগোবর্দ্ধনে এক স্বপ্ন দেখি যে, শ্রীল আচার্য্যদেব কৃপা করিয়া তাঁহার শ্রীচরণ আমার মস্তকের উপর ধারণ পূর্ব্বক কৃপাশীর্ব্বাদ করিতেছেন। স্বপ্ন-ভঙ্গের পরে স্তম্ভিত হইয়া থাকি। স্বপ্ন অনুলক চিন্তা-স্রোতমাত্র, ইহাতে কি করিয়া বিশ্বাস করা যায়? কিন্তু কে যেন ভিতর হইতে প্রবলবেগে বলিয়া দিতে লাগিলেন,—'এই স্বপ্ন মিথ্যা নহে'। শ্রীধাম-পরিক্রমাপূর্ব্বে আসিবার পূর্ব্বে বর্ষাণ, সঙ্কেত ও নন্দগ্রামে যাই। সঙ্কেতে শ্রীপাদ সুদর্শন প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে স্বপ্নের কথা বলি। তিনি আমাকে এই স্বপ্নের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া বলেন যে, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আপনার সরলতার জন্য সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাঁহার নিত্য পার্ষ-

পদে আকর্ষণ করিয়াছেন। আমি তখন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে যে-সকল অপরাধ করিয়াছি, তাহা নিষ্কপটে তাঁহার নিকট জানাইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিবার জন্য শ্রীধাম-পরিক্রমার প্রাক্কালে পূর্ব্বে এই স্থানে উপস্থিত হই। আজ পতিতপাবনশিরোমণি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও তদনুগ শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল সাগর মহারাজ, শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রভৃতি পার্ষদভক্তের শ্রীচরণ ধরিয়া শতসহস্র কাকু করিয়া বলিতেছি, যেন আর স্বপ্নেও শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম ছিন্ন ঐ সকল পাষণ্ডীর কথাই কর্ণপাত, তাহাদের সঙ্গ করিবার কোন প্রকার অভিপ্রায় কিংবা মনস্কাঙ্ক্ষা উপস্থিত না হয়। জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যেন অকপটে অভিন্ন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে তাঁহাদের সেবার অধিকার লাভ করিতে পারি। শ্রীল আচার্য্যদেবের পার্ষদবৃন্দ কৃপা করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণে আমাকে স্থান প্রদান করুন, আপনাদের পতিতপাবন নাম সার্থক করুন।"

অসৎসঙ্গে পতিত হইয়া আশ্রম মহারাজের যে কিরূপ অপরাধপ্রবণ চিত্তবৃত্তি হইয়াছিল, তাহা তিনি সর্ব্বসমক্ষে স্বেচ্ছায় সভামধ্যে জ্ঞাপন করিলে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ বলিলেন,—"আশ্রম মহারাজকে আমরা সরল বলিয়া জানিতাম। তিনি বিদ্বেষিগণের কথায় সন্দেহযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তিনি সরলভাবে আমাদিগকে জানাইলে আমরা তাঁহার বন্ধুত্বের কার্য্যই করিতাম, শত্রুতা করিতাম না। আমি তখনবিজ্ঞ না হইলেও অন্ততঃ বয়োবৃদ্ধ হিসাবেও তিনি আমাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলে তাঁহার হরিগুরুবৈষ্ণবের অমূল্য সময় ও জীবনকে নাস্তিক নির্ব্বিশেষবাদী, পাষণ্ডী, নাবলিগণের কবলে কবলিত করিতে হইত না। যাহা হউক, শ্রীল প্রভুপাদের অপার করুণায় বর্ত্তমানে তাঁহার সুবুদ্ধি লক্ষিত হইতেছে; যদি তিনি নিষ্কপটে 'আর নারে বাপ' বলিয়া এইরূপ চিত্তবৃত্তি ও দুঃসঙ্গকে অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বতোভাবে চিরতরে পরিত্যাগ করেন, তবেই তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপার ভাজন হইবেন, তবেই আমরা তাঁহাকে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাপাত্র ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী বলিয়া পুনরায় গ্রহণ করিব। শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিগণের মধ্যে রাবণের ন্যায় ভোগ ও ত্যাগবৃত্তি অর্থাৎ সম্ভোগবাদ ও নির্ব্বিশেষবাদের আবাহন নাই। যাহারা সম্ভোগবাদী, তাহারা যেরূপ ত্রিদণ্ডিপদবাচ্য নহে, যাহারা নির্ব্বিশেষবাদী, তাহারাও সেইরূপ ত্রিদণ্ডিনামের যোগ্য নহে। দণ্ডে বেণু (বংশদণ্ডময়) বহন করিলেই ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে ইহা বলিয়াছেন,—"বেণুর্দ্দি অবেদ যতিঃ" (ভাঃ ১১।১৮।১৭)। গেরুয়া বা সাদা কাপড়, তিলক, কৌটা, মালা, শিখা, উপবীত ধারণ, নিরামিষ ভোজন, পান-তামাকাদি বর্জ্জন ও শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে হরিনাম বা মন্ত্র গ্রহণের অভিনয় করিলেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের বা শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য বা আশ্রিত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা গৃহস্থ বলা যাইবে না। যাঁহাদের অন্যাভিলাষরহিতা, অকপট-আনুগত্যময়ী ও অপরাধনির্ম্মুক্তা কেবলা ভক্তির অনুশীলনের জন্য প্রযত্ন আছে, তাঁহাদিগকেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য বা শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত বলা যাইবে। যেরূপ সম্ভোগবাদী গৃহব্রত বৈষ্ণব-গৃহস্থপদবাচ্য নহে—শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত শিষ্য নহে, তদ্রূপ নির্ব্বিশেষবাদী গৃহত্যাগী ব্যক্তিগণও শ্রীচৈতন্যমঠবাসী নহে। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবে অকপট শরণাগত নিত্য সেবকগণই শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত।

আচার্য্যবিরোধিদল কেবল শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে দীক্ষা বা শ্রীহরিনামগ্রহণের অভিনয়কারী ব্যক্তিমাত্রকেই—সে ব্যক্তি যতই অন্যাভিলাষী বা যতই শ্রীল প্রভুপাদের বক্ষে শেল বিদ্ধ করিবার চেষ্টা করুক না কেন, যতই শ্রীশ্রীল হরিগুরুবৈষ্ণবের সহিত অপবৈষ্ণবনীতি পরিচালনা করুক না কেন, যতই অন্যাভিলাষী, অসদাচারী, ও বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের তোষামোদকারী, অপচ শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট আনুগত্যস্বীকারে সম্মান বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা করিয়া বৈরাচারী থাকুক না কেন,—শ্রীল প্রভুপাদের পদাশ্রিত বলিবার ধৃষ্টতা করিয়া কতকগুলি অন্যাভিলাষী দলের সৃষ্টি করিতেছে। আমরা সেইরূপ দলে প্রবেশ করিব না। শ্রীল প্রভুপাদ কোনও দিন প্রাকৃতসহজিয়াগণের ন্যায় বাহ্য অভিনয় বা আকারকে বৈষ্ণবতা বা ব্রাহ্মণতা বলিয়া স্থাপন করেন নাই। ঐরূপ প্রাকৃতসহজিয়াবাদ নিরসন করিবার জন্যই তিনি শত শত গ্যালন চিদ্রক্ত ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি

পত্রে আকর্ষণ করিয়াছেন। আমি তখন শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে যে-সকল অপরাধ করিয়াছি, তাহা নিষ্কপটে তাঁহার নিকট জানাইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিবার জন্য শ্রীধাম-পরিক্রমার প্রাক্কালে পূর্ব্বে এই স্থানে উপস্থিত হই। আজ পতিতপাবনশিরোমণি শ্রীশ্রীল আচার্যদেব ও তদনুগ শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল দামোদর মহারাজ, শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রভৃতি পার্ষদ-বৃন্দের শ্রীচরণ ধরিয়া শতসহস্র কানু করিয়া বলিতেছি, যেন আর জন্মেও শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম হিত ঐ সকল পাষণ্ডীর কুথায় কর্ণপাত, তাহাদের সঙ্গ করিবার কোন প্রকার অভিপ্রায় কিংবা মনস্কাঙ্ক্ষা উপস্থিত না হয়। জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যেন অকপটে অভিন্ন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যে তাঁহাদের সেবার অধিকার লাভ করিতে পারি। শ্রীল আচার্যদেবের পার্ষদবৃন্দ কৃপা করিয়া শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীচরণে আমাকে স্থান প্রদান করুন, আপনাদের পতিতপাবন নাম সার্থক করুন।"

অনংসঙ্গে পতিত হইয়া আশ্রম মহারাজের যে কিরূপ অপরাধপ্রবণ চিত্তবৃত্তি হইয়াছিল, তাহা তিনি দর্শনমাত্রে বেদান্তের সভামধ্যে জ্ঞাপন করিলে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ বলিলেন,—"আশ্রম মহারাজকে আমরা সরল বলিয়া জানিতাম। তিনি বিদ্বেষিগণের কথায় সন্দেহযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তিনি সরলভাবে আমাদিগকে জানাইলে আমরা তাঁহার বন্ধুত্বের কার্য্যই করিতাম, শত্রুতা করিতাম না। আমি তখনবিজ্ঞ না হইলেও অন্ততঃ বয়োবৃদ্ধ হিসাবেও তিনি আমাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলে তাঁহার হরিভজনের অমূল্য সময় ও জীবনকে নাস্তিক নির্ব্বিশেষবাদী, পাষণ্ডী, নারকিগণের কবলে কলঙ্কিত করিতে হইত না। যাহা হউক, শ্রীল প্রভুপাদের অপার করুণায় বর্ত্তমানে তাঁহার সুবুদ্ধি লক্ষিত হইতেছে; যদি তিনি নিষ্কপটে 'আর নারে বাপ' বলিয়া এইরূপ চিত্তবৃত্তি ও দুঃসঙ্গকে অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বতোভাবে চিরতরে পরিহার করেন, তবেই তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের কৃপার ভাজন হইবেন, তবেই আমরা তাঁহাকে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাপাত্র ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী বলিয়া পুনরায় গ্রহণ করিব। শ্রীল প্রভুপাদের অনুকল্পিত ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিগণের মধ্যে রাবণের ন্যায় ভোগ ও ত্যাগবৃত্তি অর্থাৎ সম্ভোগবাদ ও নির্ব্বিশেষবাদের আবাহন নাই। যাহারা সম্ভোগবাদী, তাহারা যেরূপ ত্রিদণ্ডিপদবাচ্য নহে, যাহারা নির্ব্বিশেষবাদী, তাহারাও সেইরূপ ত্রিদণ্ডিনামের যোগ্য নহে। কন্থা বেণু (বংশদণ্ডত্রয়) বহন করিলেই ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। শ্রীরুদ্র শ্রীউদ্ধবকে উহা বলিয়াছেন,—"বেণুর্ভির্ন ভবেদ্ যতিঃ" (ভাঃ ১১।১৮।১৭)। গেরুয়া বা সাদা কাপড়, তিলক, কৌটা, মালা, শিখা, উপবীত ধারণ, নিরামিষ ভোজন, পান-তামাকাদি বর্জ্জন ও শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে হরিনাম বা মন্ত্র গ্রহণের অভিনয় করিলেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের বা শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য বা আশ্রিত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা গৃহস্থ বলা যাইবে না। যাঁহাদের অন্যাভিলাষরহিতা, অকপট-আনুগত্যময়ী ও অপরাধ-নির্ম্মুক্তা কেবলা ভক্তির অনুশীলনের জন্য প্রযত্ন আছে, তাঁহাদিগকেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য বা শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত বলা যাইবে। যেরূপ সম্ভোগ-বাদী গৃহব্রত বৈষ্ণব-গৃহস্থপদবাচ্য নহে—শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত শিষ্য নহে, তদ্রূপ নির্ব্বিশেষ-বাদী গৃহত্যাগী ব্যক্তিগণও শ্রীচৈতন্যমঠবাসী নহে। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবে অকপট শরণাগত নিত্য সেবক-গণই শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত।

আচার্য্যবিরোধিদল কেবল শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে দীক্ষা বা শ্রীহরিনামগ্রহণের অভিনয়কারী ব্যক্তিমাত্রকেই—সে ব্যক্তি যতই অন্যাভিলাষী বা যতই শ্রীল প্রভুপাদের বক্ষে শেল বিদ্ধ করিবার চেষ্টা করুক না কেন, যতই শ্রীশ্রীল ভক্তিবৈষ্ণবের সহিত অবৈষ্ণবনীতি পরিচালনা করুক না কেন, যতই অন্যাভিলাষী, অসদাচারী, ও বহির্ম্মুখ ব্যক্তি-গণের তোষামোদকারী, অথচ শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট আনুগত্য-স্বীকারে সম্মান বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা করিয়া বৈরাচারী থাকুক না কেন,—শ্রীল প্রভুপাদের সমাশ্রিত বলিবার ধৃষ্টতা করিয়া কতকগুলি অন্যাভিলাষী দলের বৃদ্ধি করিতেছে। আমরা সেইরূপ দলে প্রবেশ করিব না। শ্রীল প্রভুপাদ কোনও দিন প্রাকৃতসহজিয়াগণের ন্যায় বাহ্য অভিনয় বা আকারকে বৈষ্ণবতা বা ব্রাহ্মণতা বলিয়া স্থাপন করেন নাই। ঐরূপ প্রাকৃতসহজিয়াবাদ নিরসন করিবার জন্যই তিনি শত শত গ্যালন চিদ্রক্ত ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি

ব্রহ্মচারী, শ্রীঅবধূতানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাঘবচৈতন্য ব্রহ্মচারী, শ্রীগোস্বামিচরণ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন (কলিকাতা), শ্রীপাদ শিবরামকিঙ্করবিগ্রহদাস অধিকারী বিদ্যারত্ন বি-এ (ময়মনসিংহ), শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি-এ উকিলবিলাস, শ্রীশচীনাথ রায়চৌধুরী (জমিদার অনোরা), শ্রীনীলেশচন্দ্র দে (সম্পাদক, স্বাধীনশাসন পত্রিকা, ঢাকা), শ্রীমদনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (ঢাকা), ডাঃ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাসাধিকারী (বিক্রমপাছা বলোচর), ডাঃ শ্রীরাধাগ্রাম দাসাধিকারী (গয়া), শ্রীসহজানন্দ দাসাধিকারী, ডাঃ নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এম্-বি (বাগেরহাট), ডাঃ শ্রীহরবল্লভ দাসাধিকারী (ঢাকা), শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী, শ্রীপ্রফুল্লনাথ সরকার (বিহার), শ্রীআশ্রয়বিগ্রহ দাসাধিকারী (কলিকাতা), শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী এম্-এ বি-এল্ ব্যারিষ্টার-এট-ল (কলিকাতা), শ্রীবৃন্দাবনলাল পাল বি-এ, শ্রীবিজয়কুমার রায় (ত্রিপুরা), শ্রীহরনন্দন রায়চৌধুরী (চট্টগ্রাম), শ্রীজীবনকৃষ্ণ রায়-চৌধুরী (চট্টগ্রাম), শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বস্তিদার (চট্টগ্রাম), শ্রীচিত্তরঞ্জন চৌধুরী (চট্টগ্রাম), শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্রহ্মদেশ), শ্রীসৌরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা), শ্রীঅশ্বিনীকুমার বিশ্বাস (দার্জ্জিলিং), শ্রীকেশবচন্দ্র দাসাধিকারী (রসানি), শ্রীসতীশ চন্দ্র দত্ত, ফুলেশ্বর (খুলনা), ডাঃ শ্রীসনৎকুমার সরকার (আমি: টাউন), শ্রীহরীশচন্দ্র দাস (বাগেরহাট), শ্রীহৃষীকেশ প্রামাণিক (পাটনা), শ্রীহৃষীকেশ দাসাধিকারী (কলিকাতা), শ্রীমনমোহন পেঠ (২৪ পরগণা), শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় ষ্টেশন মাষ্টার, শ্রীমন্মথনাথ সেন (কলিকাতা), শ্রীনিত্যগোপাল ঘোষ (কলিকাতা), শ্রীরাখালচন্দ্র বসু (কলিকাতা), শ্রীযোগিনীমোহন সরকার (শ্রীরামপুর), শ্রীবিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (২৪ পরগণা), শ্রীহরেন্দ্রনাথ পালিত (পাটনা), শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী (খুলনা), শ্রীজগমোহন দাসাধিকারী, শ্রীনগেন্দ্রলাল নন্দী (চট্টগ্রাম), শ্রীশচীকৃষ্ণ শর্ম্মা (ময়মনসিংহ), শ্রীরঘুনাথ মহাপাত্র (মধুরভঞ্জ), শ্রীবাসুদেব উপাধ্যায় (মধুরভঞ্জ), শ্রীরামচন্দ্র দাসাধিকারী, লালা মদনমোহন রায় (মধুরভঞ্জ), শ্রীভাগবত চন্দ্র পাণ্ডা (মধুরভঞ্জ), শ্রীশ্যামসুন্দর পড়িয়া (মধুরভঞ্জ), শ্রীদীনবন্ধু মিশ্র (মধুরভঞ্জ), শ্রীকৃষ্ণমোহন দাসাধিকারী (মধুরভঞ্জ), শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দাসাধিকারী (মধুরভঞ্জ), শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী (বালেশ্বর), শ্রীরামকৃষ্ণ পাণ্ডা (বালেশ্বর), শ্রীসুরেন্দ্রমোহন পাণ্ডা (মধুরভঞ্জ), শ্রীপ্রসন্ন কুমার সেনাপতি (বালেশ্বর), শ্রীগঙ্গাদাস সেনাপতি (বালেশ্বর), শ্রীনবকৃষ্ণ দাসাধিকারী (মধুরভঞ্জ), শ্রীবৃন্দাবন দাস (মধুরভঞ্জ), শ্রীবামামোহন দাসাধিকারী (মধুরভঞ্জ), শ্রীনরসিংহ সাহু (গুলপুর), শ্রীরামেশ্বর পট্টনায়ক (গুলপুর), শ্রীপুরুষোত্তম পট্টনায়ক (গঞ্জাম), শ্রীদত্তাবাদী সাহু (গঞ্জাম), শ্রীপরশুরাম পট্টনায়ক (গঞ্জাম), শ্রীনারায়ণ পাণ্ডা (গুলপুর), শ্রীশঙ্কর দাস (গঞ্জাম), শ্রীবাঞ্ছানিধি সাহু (গঞ্জাম)। শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর মণ্ডল বি, এস্-সি-বিটি (ময়মনসিংহ), শ্রীনরেশচন্দ্র রায় (চাঁদপুর), শ্রীপালনচন্দ্র মণ্ডল (ভায়মণ্ড হারবার), শ্রীমধুসূদন সাহা (ময়মনসিংহ), শ্রীশাশ্বতপদ দাসাধিকারী (কিশোরগঞ্জ), শ্রীসনাতন দাসাধিকারী (গোয়ালপাড়া, আসাম), শ্রীরামকৃষ্ণ দাস (চট্টগ্রাম), শ্রীউপেন্দ্র দাসাধিকারী (হুমরোগ), শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র দাসাধিকারী (২৪ পরগণা), শ্রীরসময় দাসাধিকারী (২৪ পরগণা), শ্রীযগেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী (২৪ পরগণা), শ্রীহরেন্দ্র নাথ ভৌমিক (খুলনা), শ্রীসতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (ময়মনসিংহ), শ্রীরামকৃষ্ণ দাস (চট্টগ্রাম), শ্রীবিশ্বনাথ কুণ্ডু (খুলনা), শ্রীহরাদেবচন্দ্র রায় (সিরাজগঞ্জ), শ্রীমধুসূদন দেবনাথ (চাঁদপুর)

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবোপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় গত সপ্তাহে অর্থাৎ ১লা চৈত্র, ১৫ই মার্চ্চ তারিখে "গৌড়ীয়" প্রকাশিত হয় নাই।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণ

গত ১২ই মার্চ্চ ১৯৪১, বুধবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠে অধিষ্ঠানমন্দির-নাটমন্দিরে অপরাহ্ণ ৩৷৷ ঘটিকার সময় গৌড়ীয়মিশনের কাউন্সিলের সভ্যগণের একটি সভার অধিবেশন হয়; তাহাতে বর্ত্তমান গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান পুরী গোস্বামী ঠাকুর কৃপাপূর্ব্বক সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নিম্নে তাঁহার অভিভাষণের মর্ম্ম প্রকাশিত হইল।

"আমাদের নিত্যারাধ্যবিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনযজ্ঞের অনুষ্ঠানমুখে নবধা ভক্তি-যাজন শুদ্ধভক্তিসম্ভারাগমের একমাত্র উদ্দেশ্য, উপায়, প্রণালী, সাধন ও সাধ্য। সেই শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ-নামপ্রভুর সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা সার্ব্বকালিক অনুশীলন শুদ্ধভক্ত-সম্ভারাগমের মুখ্য লক্ষ্য থাকিবে। তাহা যিনি যতটুকু নিরপরাধে নিরন্তর সর্ব্বতোভাবে অনুশীলন করিবেন, তিনি ততটা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতিভাজন হইবেন। সেই উদ্দেশ্যকে পুরোভাগে, পশ্চাতে, উত্তরে, দক্ষিণে দশ দিকে রাখিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। ইহাতে কোন বহির্ম্মুখ জীবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির চেষ্টা থাকিবে না। কেবল মুখে বলিলে চলিবে না, আচরণে প্রদর্শন করিতে হইবে। পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করিয়া যোগ ও ক্ষেম উভয়ের প্রতি নিজের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে হইবে। **শ্রীভগবান্ বা শ্রীভাগবতগণের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে হইবে না**; ভগবৎসম্বন্ধীয় বিষয়েও নিশ্চিন্ত হইতে হইবে না; কিন্তু **নিজের যোগ ও ক্ষেমে** অর্থাৎ অন্নাদি-আহরণ ও তৎসংরক্ষণে **নিশ্চিন্ত** হইয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কথিত "নিজের পোষণ কভু না ভাবিব, রহিব ভাবের ভরে। ভকতিবিনোদ তোমারে পালক বলিয়া বরণ করে॥"—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগতাভিমানীর ভোগ ও ত্যাগ করিবার অধিকার নাই। হরিসম্বন্ধী বস্তু সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্য যে বৈষয়িক লোকের ক্রিয়াকলাপের মত বাহ্যে প্রদর্শন করিতে হয়, তাহা বস্তুতঃ বিষয়-ভোগ বা বিষয়-ত্যাগ নহে। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট যদি কায়মনোবাক্যে লক্ষিত বস্তু থাকে, তাহা হইলে কোনও দিন বিপদ্ স্পর্শ করিতে পারে না। যদি অহৈতুকী সেবার জন্য ভক্তিযোগযুক্ত ক্রিয়াকলাপ হয়, তাহা হইলে সেইগুলি সাক্ষাদ্ভাবে ভক্তি না হইলেও শুদ্ধভক্তির পোষণ করে বলিয়া ভক্তির প্রতিকূল হইবে না। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট পরিপূরণার্থ কায়মনোবাক্যে নিজেকে আহুতি দিবার জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার। তৎফলে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতি অর্জ্জন করিতে পারা যায়, তাহা শ্রীল প্রভুপাদ নানাভাবে নানাস্থানে ব্যক্ত করিয়াছেন। দেহে আত্মবোধজনিত জাড্যের প্রতি অভিনিবেশে অভিনিবিষ্ট হইয়া হরিভক্তিকে কেবল বাক্যবাগীশতায় পর্য্যবসিত করিলে মঙ্গল হইবে না। আচরণের দ্বারা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণের জন্য যেন চিত্ত সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। আরামকেদারায় বসিয়া বাস্তব হরিসেবা-ব্রতটিকে যেন বাগ্-বৈখরীতে পর্য্যবসিত করা না হয়। **শ্রীভগবানের কৃপার প্রথম নিদর্শন—দেহাত্মবোধত্যাগ। ভগবৎকৃপা হইলে বিষয়ের প্রতি আসক্তির মূল যে দ্বিতীয়াভিনিবেশ ও তজ্জনিত যে ভয়, তাহা কমিয়া যাইবে—প্রমাদ, অন্যাভিলাষ প্রভৃতি কমিয়া যাইবে।** উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত কায়মনোবাক্যকে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে। আমাদের এক-বৎসরের যাহা অভিজ্ঞতা, তাহাতে ইহা বলা যাইতে পারে যে, উদ্যম ও উৎসাহযুক্ত হইয়া নিজের ভোগ ও ত্যাগ কামনা পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রদায় ও শ্রীসম্প্রদায়াধীশ্বরের প্রতি আন্তরিক সেবাবৃত্তি রক্ষা করিতে পারিলে আমরা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণার্থ নিশ্চয়ই তাঁহাদের কৃপা লাভ করিতে পারিব। মূল উদ্দেশ্যে মূল বা শূন্যের সঙ্গ নাই। আমাদের মূল উদ্দেশ্যই ভগবৎসেবারূপ চিন্ময়ী বৃত্তি—স্থূল ইন্দ্রিয়চালনামাত্র নহে—সেবোন্মুখ চিত্তে সেবার সর্ব্বতোভাবে অনুশীলন, তাহা যেন ভোগাভাবে দুঃখিত অন্তর হইয়া বিকৃতা বা শুষ্কজ্ঞানের লক্ষণরূপ নির্ব্বেদে পরিণত না হয়। ফলের অভিসন্ধি সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

সকলে সমবেত হইয়া যাহাতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিতে পারি—সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে কামমনোবাক্যকে আহুতি দিবার জন্য উন্মুখ থাকিতে পারি, তজ্জন্য প্রস্তুত থাকিতে পারিলে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্ম নিশ্চয়ই আমাদিগকে আকর্ষণ করিবেন। ভোগপ্রবৃত্তি ও ত্যাগপ্রবৃত্তি যেন আমাদের চিত্তবৃত্তিকে আবৃত না করে। **অন্যমনস্কতা ও স্মৃতিরাহিত্য যাহাতে না আসে, তজ্জন্য তীব্র দৃষ্টি** থাকা দরকার। **কৃষ্ণস্মৃতিরাহিত্য অনর্থের মূল।** স্মরণের অস্ফূর্ত্তি হইলেই কৃষ্ণসেবায় স্মৃতিরাহিত্য ঘটে। সর্ব্বক্ষণ সেবাস্মৃতির মধ্যে থাকা আবশ্যক। **সেবাস্মৃতির মধ্যে থাকিলে সেবা-বস্তুই বুদ্ধিযোগ প্রদান করিবেন।** মতিকে মোহগ্রস্ত না করিয়া কৃষ্ণের অনুকম্পাবরণপূর্ব্বক **শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবার জন্য সর্ব্বথা প্রস্তুত** থাকিতে হইবে। পোষাকে আদর অর্থাৎ দেহের প্রতি অভিনিবেশ প্রয়োজনীয় নহে। পোষাক কালগতিতে জীর্ণ হইবে, মলিন হইবে। **দেহ-সর্ব্বস্ব না হইয়া** কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি হিংসা, শৈথল্য বা মাৎসর্য্যরহিত হইয়া **দীনতার উপলব্ধি-সহকারে সকল জীবের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতিবিশিষ্ট** হইয়া সেবায় অগ্রসর হইলেই মঙ্গল হইবে। **অকৃতকার্য্যতা বা কৃতকার্য্যতা** যেন সেবার অগ্রগতির ব্যাঘাত-কারক না হয়। **ফলভোগের মালিক—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ।** তাঁহারা যেরূপভাবে চালিত করেন, সেইরূপভাবেই চালিত হইতে হইবে; তাঁহাদের **সেবোপকরণে যেন ব্যষ্টিভাবে বা সমষ্টিভাবে কোনওরূপ ভোগাসক্তি না থাকে।** এইরূপ পথে চলিলেই আমরা শুদ্ধভক্তির পথে প্রগতি লাভ করিতে পারিব।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়ের প্রথম-বার্ষিক অধিবেশন

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে (২৯ গোবিন্দ ৪৫৪), ২৯ ফাল্গুন ১৩৪৭, ১৩ই মার্চ্চ ১৯৪১, বৃহস্পতিবার প্রাতে গৌড়ীয়মিশনের (১৮৬০ খৃষ্টাব্দের আইনানুযায়ী রেজিষ্টীকৃত) সভ্যবৃন্দের সম্মিলিত প্রথম-বার্ষিক সাধারণ সভা শ্রীচৈতন্য-মঠের শ্রীঅবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীগুরু-বর্গের জয়ধ্বনি ও বন্দনা-কীর্ত্তনমুখে সভার মঙ্গলাচরণ হয়। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাপূর্ব্বক সভায় উপস্থিত হওয়ায় সভ্যবৃন্দ সকলেই উৎসাহিত হন। শ্রীপাদ শচীনন্দনদাস অধিকারী ভক্তিপ্রমোদ প্রভু সভার বিজ্ঞাপনটী পাঠ ও কার্য্যতালিকা বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া উহার তাৎপর্য্য সকলকে জ্ঞাপন করেন। গৌড়ীয়মিশনের সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ কার্য্যতালিকার প্রথম প্রস্তাবটী ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীআচার্য্যানুগত্যের কথা কীর্ত্তন করেন। তিনি বলেন, শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের মূল ভিত্তি, প্রাণ, কেন্দ্র, প্রথম ও চরম সিদ্ধান্তই—শ্রীশ্রীআচার্য্যানুগত্য; তাহা কৃত্রিম, বাধ্যবাধকতা বা অনুরোধ-উপরোধ-জনিত অথবা লোক-দেখান ভাবুকতা নহে বা আধ্যক্ষিকতার দ্বারা প্রতিহত হইবার যোগ্য আগমাপায়ী কোন ধর্ম্ম নহে; তাহা স্বাভাবিক, সরল, অচল, অকপট, অনাবৃত ও অনবদ্য আত্মধর্ম্ম। 'শ্রীশ্রীল আচার্য্যের আনুগত্য' শব্দের দ্বারা যেন কেহ মনে না করেন, কাহাকেও অনুরোধে বা উপরোধে পড়িয়া কিংবা ব্যবহারিকতা (formality) মাত্র প্রদর্শন-করে, অথবা অন্তরে অশ্রদ্ধার আভাস প্রচ্ছন্ন রাখিয়া আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য প্রলোভিত করা হইতেছে। সেই-রূপ আনুগত্যের ছলনা মহাপুরুষগণ ধরিয়া ফেলেন ও পাষণ্ডি-বিবের ন্যায় সেই কৃত্রিমতা একদিন না একদিন প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আনুগত্যাভিনয় কিন্তু আনুগত্য নহে। কৌটিল্য ও মাৎসর্য্য আনুগত্যের পরিপন্থী। আনুগত্যের মধ্যে প্রেমবিরোধী মাৎসর্য্য থাকিতে পারে না; আধ্যক্ষিকতা-পিশাচী আনুগত্যের অকৃত্রিম নিত্যজীবনকে বিনাশ করিতে পারে না। তর্কচ্ছলে কেহ কেহ বলেন, আনুগত্যই বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলমন্ত্র, ইহা স্বীকার করিলাম; কিন্তু কাহার প্রতি আনুগত্য করিব? কোথায়ও ত' আনুগত্য প্রদর্শন করিবার পাত্র দেখিতে পাই না। সকলেরই একটা না একটা খুঁৎ আছে। আবার কেহ বলেন, আমার শ্রীগুরু-দেব, যিনি আনুগত্যের যথার্থ পাত্র ছিলেন, তিনি জগৎ

হইতে চলিয়া যাইবার পর তাঁহার উদ্দেশে আনুগত্য প্রদর্শন করা ব্যতীত অন্য কোন বৈষ্ণব দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহাকে বিশ্বাস করা যায় বা যাহার প্রতি নির্ব্বিরোধে আনুগত্য প্রদর্শন করা যায়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, অনেক ব্যক্তি কোন ব্যক্তিবিশেষের সাময়িক প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিয়া থাকে, কিন্তু পরবর্ত্তিকালে যখন সেই ব্যক্তিবিশেষের 'পতন' প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তখন আর সেই ব্যক্তিবর্গের প্রতি তাহাদের আস্থা থাকে না। অতএব আনুগত্য না করিয়া নিরপেক্ষ থাকাই ভাল। কি জানি, কোন ব্যক্তিবর্গের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিতে গেলে পরে আবার ভক্তিকেই 'ভ্রান্তি' বলিয়া মানিয়া লইতে হয়! আবার কেহ বলেন, কোন কোন মহাপুরুষের সুপারিশপত্র দেখিয়া যাহাদিগের প্রতি আনুগত্য করা যায়, তাহারাও যখন পরবর্ত্তিকালে অবৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত হয়, তখন কাহার কথাই বা বিশ্বাস করিয়া কাহাকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া স্থির করিব ও তাহার প্রতি অচল আনুগত্য প্রদর্শন করিব? আবার কেহ বলেন, যে মুখে কোন ব্যক্তিকে পরমবৈষ্ণব বলা হইয়াছে, শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে, সেই মুখেই যখন সেই ব্যক্তিকে অবৈষ্ণবের চরম নরাধম, পাষণ্ডী বলা হয়, তখন সেই মুখের কথা বিশ্বাস করিয়া কাহাকে নিত্য বৈষ্ণব বলিব, কাহার প্রতিই বা নিত্যানুগত্য প্রদর্শন করিব?

যখনই অবরোহ-সিদ্ধান্তে আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত না হয় ও আরোহবাদের বিচার-তর্কে সদ্বস্তুকে অবৈষ্ণবভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হয়, তখন এই সকল আধ্যক্ষিক যুক্তি, সংশয়, ও সমস্যার উদ্ভব হয়। বাস্তবসত্যে শরণাগতি হইতে যে আনুগত্যধর্ম্ম অনাবৃত আত্মার সহজবৃত্তিতে প্রকাশিত হয় এবং তাহাতে যে স্বাভাবিক দীনতা ও প্রীতি অনুস্যূত থাকে, তন্মধ্যে এই সকল সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। হরিবৈমুখ্য ও আধ্যক্ষিকতা-পিশাচী আরোহবাদের পেষণযন্ত্রে জীবকে আকৃষ্ট করিয়া নানাপ্রকার সংশয় ও সমস্যার অতল গর্ভে সমাধিস্থ করিয়া থাকে; তখন সহজজ্ঞানকে তর্ক-বিচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হয়। কুটিল ও সৎসঙ্গ কখনও অনুগত হইতে পারে না। শরণাগত ব্যক্তি শরণাগত হইবার পূর্ব্বেই কোন্ পাত্রে শরণাগতি প্রদর্শন করিবে, কেই বা তাহার উপযুক্ত ভাজন, এইরূপ বিচার করেন না। ইহা শরণাগতি প্রদর্শন করিবার ছলে অশরণাগত থাকিবারই সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা। অকৃত্রিম শরণাগতিই কাহার প্রতি শরণাগত হইতে হইবে, তাহা শিক্ষা দিয়া থাকে। শরণাগতি চেতনের বৃত্তি, সুতরাং তাহার স্বতঃকর্ত্তৃত্ব আছে। শরণাগত ব্যক্তি কোথায়ও ভ্রান্ত হন নাই বা হন না। তাঁহার ভ্রান্তির অভিনয়ের মধ্যেও মঙ্গল নিহিত আছে। কাজেই শরণাগতিই কাহার প্রতি শরণাগত হইতে হইবে, কোন্ পাত্রে আনুগত্য করিতে হইবে, তাহা অভ্রান্তভাবে প্রদর্শন করিয়া থাকে। অশরণাগত থাকিয়া শরণাগতির উপযুক্ত পাত্রকে যাচিয়া লওয়া যায় না—তাহার থাকিয়া দাঁতার শিক্ষা করা যায় না। পৃথিবীর সকলেরই একটা না একটা খুঁৎ আছে—এই কুযুক্তি সম্বল করিয়া শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মকে মাপিতে গেলে কোনদিনই বাস্তবসত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বোত্তমোত্তম, সর্ব্বকারণকারণ, উপাস্যবিগ্রহ বলিয়া থাকেন; কিন্তু এ বিষয়ে যদি পৃথিবীর লোকের মত সংগ্রহ করা যায় অর্থাৎ কাহারা অকৃত্রিমভাবে অন্তরে শ্রীগোপীবল্লভের শ্রীপাদপদ্মকেই উপাস্যপরাকাষ্ঠাতত্ত্ব বলিয়া বরণ করেন, উহার একটা 'আদমসুমারী' করা যায়, তবে কএকজন মুষ্টিমেয় ব্যক্তিব্যতীত শ্রীকৃষ্ণভজনকারীর দলে পাওয়া যাইবে। পৃথিবীর অধিকাংশ বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত ব্যক্তিগণই শ্রীকৃষ্ণকে হয় 'লম্পট', না হয় শ্রীকৃষ্ণকে একজন 'মহামানব', কিংবা শ্রীকৃষ্ণলীলাকে রূপক বলিয়া বিচার করিবেন। পৃথিবীর কোটী কোটী লোকের সিদ্ধান্তানুসারে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র অতিমানুষিক হইলেও নির্দ্দোষ নহে। অধিক কি, যে একপত্নীব্রতধর জগদ্গুরু শ্রীরামচন্দ্র জগতে সুনীতির পরাকাষ্ঠা শিক্ষা দান করিয়াছেন, সেই শ্রীরামচন্দ্রকেও পৃথিবীর লোক 'দ্বৈণ' বলিয়া করনা করিতে বিরত হয় নাই। আধ্যক্ষিকতার নিকটও যাহা অপ্রতিদ্বন্দ্বী নিখুঁৎ, তাহাতেও আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় খুঁৎ বাহির করিয়াছে। "অনিমমরন্দিরমধ্যে পিপীলিকা পশ্যতি ছিদ্রম্"—ইহাই আধ্যক্ষিক ও নির্ব্বিশেষবাদীর চিরন্তন ধর্ম্ম। অকলঙ্ক শ্রীনবদ্বীপসুধাকরের চরিত্রে নবদ্বীপবাসী পড়ুয়া পাষণ্ডী, আদর্শ সন্ন্যাসিশিরোমণির লীলাভিনয়কারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চরিত্রে নির্ব্বিশেষবাদী রামচন্দ্রপুরী, আধ্যক্ষিক অযোধ প্রভৃতি ছিদ্র (?) দর্শন করিতে ত্রুটি করে নাই! শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ

তৃতীয় শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়ে নিত্যানন্দ-নিন্দককে কৃপাপূর্ব্বক তীব্রভাবে নিন্দা করিয়াছেন। ইহাতে জানা যায়, সর্ব্বাচার্য্যশিরোমণি শ্রীনিত্যানন্দের অকলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্কারোপ ও তাঁহার আনুগত্যের বিরোধী লোকের অসদ্ভাব ছিল না। অধিক কি গৌর-অংশা ঠাকুর স্বয়ং শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর আনুগণের মধ্যেও কেহ কেহ শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-নামের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সৌন্দর্য্য আধ্যক্ষিক চক্ষে দর্শন করিতে না পারিয়া তৎপ্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে নাই। শ্রীঅদ্বৈত-বংশজাত ব্যক্তিগণের কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেও তাঁহারা গৌড়দেশে শুদ্ধবৈষ্ণবরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; কারণ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেই শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবতা প্রকাশিত ছিল; অথচ সেইরূপ মহাবিষ্ণুর অবতারের মধ্যে যাহারা আবৈষ্ণব লালিত পালিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু, যাঁহার প্রতি অকপট অচল আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তৎপ্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিতে পারে নাই। অতএব যাহাদের চক্ষে সর্ব্বদা খুঁৎ ভাসিতেছে, তাহারা সর্ব্বদা খুঁৎই দেখিতেছে, তাহারা অকলঙ্ক শ্রীশ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবকেও নিখুঁৎ দেখিতে পারে না— "কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ"। কতকগুলি লোক নিজের মনকে ঠকাইয়া মনে করেন যে, তাঁহারা সর্ব্বত্রই যে খুঁৎ দেখেন তাহা নহে; কারণ তাঁহারা গুরুলীলায় করেন, নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীগুরুপাদপদ্মের উদ্দেশে আনুগত্য প্রদর্শন করেন। কিন্তু শ্রীগুরুদেবের অপ্রকটের পর বৈষ্ণব বা গুরু আর জগতে দেখিতে পান না! এইরূপ বিচার একদিকে যেরূপ আত্মবঞ্চনামূলক, অপর দিকে সেইরূপ মৎসর ও কপট-বুদ্ধিপ্রসূত। ইহারা শ্রীগুরুদেবের প্রকটকালে বা অপ্রকটকালে কোন সময়ই বস্তুতঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মে অকপট আনুগত্য প্রদর্শন করেন নাই, আনুগত্যের অভিনয়ে অন্যাভিলাষ-চরিতার্থ বা অপবৈষ্ণব-নীতি পরিচালনা করিয়াছেন। তবে যেরূপ আধ্যক্ষিক জগতে কোন ব্যক্তির পরলোক-গমনের পর তাহার ত্রুটী-বিচ্যুতি ভুলিয়া গিয়া তৎপ্রতি একটী মুকুলেশ ও পূরকালগত ভোগময়ী শ্রদ্ধার আভাস লক্ষিত হয়, অপ্রকট-লীলায় অবস্থিত মহাপুরুষগণের প্রতিও আধ্যক্ষিকগণের সেইরূপ আনুগত্যাভিনয় বা শ্রদ্ধাভিনয় প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ঐরূপ আনুগত্যাভিনয়ের মধ্যে মৌখিকতা বা ব্যবহারিকতা, আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনামূলক কপট থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা প্রকৃত অকৃত্রিম আনুগত্য নহে। **শরণাপত্তির মাত্রান্তর আনুগত্য।** যেখানে শরণাপত্তি নাই, তথায় আনুগত্যও নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে, অথবা ষড়্-গোস্বামীকে আমরা খুব শ্রদ্ধা করি, তাঁহাদের প্রতি আমাদের যথেষ্ট আনুগত্য আছে,—এইরূপ মুখে বলিয়া থাকি বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রকটাবস্থায় দেখিলে তখন হয় ত' আমাদের অমোঘ, রামচন্দ্রপুরী, রামচন্দ্র খাঁ, বাউলিয়া বিশ্বাস প্রভৃতির ন্যায়, অথবা অভিরাড়ী জগন্নাথ, শঙ্করদেব, জনৈক দিগ্বিজয়ী প্রভৃতির ন্যায় আধ্যক্ষিক বুদ্ধির উদয় হইত। যেহেতু তাঁহারা আমাদের চক্ষুর অন্তরালে, সেই হেতু দূর হইতে তাঁহাদের কথা স্মরণ করিয়া আপনারা শরণাগতিহীন মৌখিক প্রশস্তি বা অনুমোদনমূলক যে ভাব লক্ষিত ও প্রদর্শিত হয়, তাহাকে প্রকৃত শ্রদ্ধা বা আনুগত্য বলা যায় না। **আত্মনিবেদন বা বাস্তব শরণাগতির কষ্টিপাথরে আনুগত্যের কৃত্রিমতা ধরা পড়ে।**

প্রকৃত আনুগত্যধর্ম্ম আগমাপায়ী বা অস্থির ভাবমাত্র নহে। কোন ব্যক্তিবিশেষের সাময়িক প্রতিভা-দর্শনে যে আনুগত্যাভিনয় প্রদর্শিত হয়, তাহা অহৈতুক বাস্তব আনুগত্য নহে। কাহারও পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য্য, বিদ্বত্তা, প্রতিভা, নিরপেক্ষতা, কঠোরতা, বাগ্মিতা, ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস প্রভৃতি দর্শনে যে আনুগত্যাভিনয়, তাহা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির ঐশ্বর্য্য-দর্শনে সাময়িক বিহ্বলতার ন্যায় অন্যাভিলাষময়ী বৃত্তিবিশেষ। উহাকে কখনও আত্মার অহৈতুকী অপ্রতিহতা সহজবৃত্তি বলা যায় না। যাহা অহৈতুক, অপ্রতিহত ও অকৃত্রিম তাহা কখনও অস্থির বা আগমাপায়ী নহে। শ্রীআচার্য্যে অহৈতুক, অহৈতুক, অপ্রতিহত ও অকৃত্রিম স্বাভাবিক শ্রীগুরুধর্ম্মযুক্ত আনুগত্যই প্রকৃত আচার্য্যানুগত্য বলিয়া স্বীকৃত। সেইরূপ অকৃত্রিম আনুগত্যকারী যদি দুই একটী ব্যক্তিও থাকে, তদ্দ্বারাই প্রকৃত আদর্শ সংরক্ষিত ও বিশ্বমঙ্গল সাধিত হইতে পারে। সহস্র সহস্র কৃত্রিম আনুগত্যকারী আত্মমঙ্গল ও জগন্মঙ্গলের পরিবর্ত্তে আত্মহত্যা ও জগজ্জঞ্জাল সাধন করিয়া থাকে। মনে একটী, মুখে আর একটী ভাব রাখিয়া ভোগামোদ করিলে আনুগত্য হয়

না। তোষামোদ কখনও আনুগত্য নহে। যে ব্যক্তি অভিনন্দন বা অধিক গদ্য-পদ্য রচনা করিয়া, বা অধিক উচ্চ চীৎকারে জয় ঘোষণা করিয়া নানাপ্রকার অভিনয় দেখাইতে পারে, তাহারই আচার্য্যে অধিক আনুগত্য আছে, স্বীকার করা যাইবে না। আচার্য্যের সহিত যাঁহার সমচিত্ত-বৃত্তি ও শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে যিনি অহৈতুকভাবে জীবনে-মরণে শরণাগত, তাঁহারই প্রকৃত আনুগত্য হইয়াছে। অতএব আনুগত্যধর্ম্মের পরিশোষক। আনুগত্যধর্ম্মে 'ইতি' বা 'বিরতি' নাই। আনুগত্যধর্ম্মে স্বাভাবিকী প্রীতি আছে, কেবল ঐশ্বর্য্যবোধ মাত্র আনুগত্যধর্ম্মের জীবন নহে।

আনুগত্যের বিপরীতভাব নিরপেক্ষতা। নিরপেক্ষতা তটস্থভাবের দিঙ্‌নির্দ্দেশকারী বটে, কিন্তু তটস্থভাবে কোনও অবস্থান নাই। তটস্থাশক্তি-প্রসূত জীব হয় শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বৈষ্ণবপাদপদ্মের আনুগত্য করিবে, না হয় তাহাকে মায়ার আনুগত্য করিতেই হইবে, উহার মাঝামাঝি কোন অবস্থা নাই। যাহারাই শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যহীন হইয়া নিরপেক্ষতার সাময়িক মুখোস পরিয়াছে, তাহাদিগকেই দুইদিন পরে মুখোস খুলিয়া ফেলিয়া আনুগত্যহীন ব্যক্তি-গণের দলে কোন না কোনপ্রকারে নাম লেখাইতে হইয়াছে। আনুগত্যের অপর নাম ভক্তি বা শরণাগতি; নিরপেক্ষতার অপর নাম নির্ব্বিশেষবাদ বা আত্মবঞ্চনা।

অকৃত্রিম আনুগত্য-প্রদর্শনকারী ব্যক্তিকে ভ্রান্তিতে পতিত হইতে হয় না। আনুগত্যই তাঁহাকে প্রকৃত পথ ও বাস্তব সত্যের আলোক প্রদর্শন করিয়া থাকে। বহির্ম্মুখ লোকের নিকট আপাত ভ্রান্তি ও আপাত অসামঞ্জস্যকর মনে হইলেও অকৃত্রিম ও অকপট আনুগত্যকারী কখনই ভক্তির স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হন না।

মহাপুরুষগণের সুপারীসপত্র দেখিয়া কোন ব্যক্তি-বিশেষকে বৈষ্ণব বা অবৈষ্ণব বিচার করার মধ্যেও মহা-পুরুষের কৃপাশক্তিরই একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্বীকার করিতে হইবে। মহাপুরুষের সুপারীসপত্রের তাৎপর্য্য আত্মপ্রভুত্বের দ্বারা অর্থাৎ আবাক্ষিক বা অক্ষজ জ্ঞানের দ্বারা মাপিয়া লওয়া যায় না। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীল শ্রীজীব প্রভুকে কোন দিগ্বিজয়ীর প্রসঙ্গে শাসন করিয়াছিলেন, এই ছল উঠাইয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুকে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর অরসিক ও তৃণাদপি সুনীচ-ধর্ম্মের লঙ্ঘনকারী বলিয়া স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। আবার অতিবাড়ী জগন্নাথের দল শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুপারীস-পত্র দেখাইয়া তাহাদের নায়ককে শ্রীরাধার অবতার (!) বলিবার চেষ্টা করিয়াছে। বঙ্গদেশীয় অতিবাড়ী রূপ-কবিরাজের দল শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর দোহাই দিয়া শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর বিরোধী হইয়াছে ও নিজ-দিগকে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর প্রিয় বলিয়া স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। হরিবংশিদল শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর দোহাই দিয়া তাহাদের নায়ককে শ্রীরাধিকার প্রিয়তম বলিয়া স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। আবার শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামি-প্রভুর প্রকৃত অনুগত সম্প্রদায় সেই দলকে শ্রীল গোস্বামি-পাদের বিরোধী বলিয়াই অবগত হইয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্বহস্তলিখিত সুপারীসপত্র দেখাইয়া কেহ কেহ শ্রীনামহট্টের বাড়ুলাবের আসন অধিকার ও নিজকে শ্রীভক্তিবিনোদ-শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলে শ্রীল প্রভুপাদ ঐরূপ বিচারকে অরিষ্টাসুরের মনোভাব বলিয়া শুদ্ধভক্তমণ্ডলীর নিকট জ্ঞাপন করিয়াছেন। অতএব মহাপুরুষগণের সুপারীসপত্র যখন আত্মশ্লাঘা বা অপবৈষ্ণব-নীতি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তখন মহা-পুরুষের সেই আশীর্ব্বাদই অভিশাপে পরিণত হইয়া থাকে। মহাপুরুষের কৃপাই আত্ম-বঞ্চনাকামী ব্যক্তির নিকট বঞ্চনা-রূপে প্রকাশিত হয়, আর মহাপুরুষের অভিশাপও শরণাগত আত্মমঙ্গলকামীর নিকট আশীর্ব্বাদরূপে পরিণত হইয়া থাকে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের কথিত "তোমার সর্ব্বনাশ হউক" এই উক্তি বিষয়ী ভোগীর নিকটই অভিশাপ বলিয়া বিবেচিত ও ভীতি-সঞ্চারক হইয়াছিল, আর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ ও সংসার-ভীতি-নিবারক মহাবাক্য বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকামীর নিকট শুদ্ধভক্তির কৃত্যসমূহও উপজীবিকারূপে পরিণত হয়। শ্রীগুরুদেবের প্রদত্ত মন্ত্র ও শ্রীনামকীর্ত্তন স্বয়ং ভগবদ্বস্তু, যাঁহার ভাগ্যে পরমধন আর কিছুই নাই, তাঁহাও অপবৈষ্ণবনীতির নিকট পরাজিত হইয়া পড়ে। প্রাকৃতসহজিয়াগণের দ্বারা শ্রীগুরু ও গোস্বামিবর্গের প্রভু, শ্রীনামশ্রেষ্ঠ, শ্রীমন্ত্রশ্রেষ্ঠ, শ্রীশচীসুত, শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীসনাতন-রূপাদি গোস্বামি-

বর্ণ, শ্রীমথুরা, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীগিরিরাজ-গোবর্দ্ধন, শ্রীরাধাকুণ্ড, ও শ্রীরাধিকা-মাধবরূপার অভিন্নত সমস্তই কি পণ্যদ্রব্যে পরিণত করিবার চেষ্টা হয় নাই? মহাপুরুষের শ্রেষ্ঠা কৃপাই কি বৈদুখ্য ও কাপট্যের নিকট বন্ধনার স্থান অধিকার করে নাই? ফলের দ্বারাই কারণ নির্ণীত হয়। **মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদের ফল—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষকামনায় প্রীতি ও অনুরাগ নহে।** খণ্ডপণ্ডিতে ও শ্রীগুরুবর্গের সেবাদর্শের প্রতি কতটা অকৃত্রিম লোলা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়াই আশীর্ব্বাদের ফলোন্মুখতা নির্দ্দেশ করিতে হইবে, কেবল মহাপুরুষের কৃপাবিসপত্রের আঙুলী ভঙ্গিবের কৃপ দেখিয়া ও দেখাইয়া মহাপুরুষের কৃপার পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইতে পারে না।

কোন ব্যক্তিকে বা কয় ব্যক্তিকে যদি কেহ বক্তৃতায় বা প্রবন্ধে 'পরম বৈষ্ণব' বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, আবার তিনিই যদি সেই ব্যক্তিকে পরবর্ত্তিকালে 'অবৈষ্ণব' বলেন, তবে তথায় বাস্তব সত্য-নির্দ্ধারণের ধৈর্য্য থাকে না,—এইরূপ যুক্তিও সমীচীন হইতে পারে না। সেবোন্মুখের নিকট সর্ব্বদাই বাস্তবসত্য প্রকাশিত। সমস্যার প্রহেলিকা কোনদিনই সেবোন্মুখকে মুহ্যমানিত্ব করিতে পারে না। সেবোন্মুখ না হইলে সমস্যাবিহীন সরল শ্রৌত বাক্যসমূহের তাৎপর্য্যও উপলব্ধি হয় না। কোন শ্রুতি প্রথম মন্ত্রে নির্ব্বিশেষবাদ স্থাপন করিয়া সবিশেষবাদের নিন্দা করিয়াছেন, আবার সেই শ্রুতিই পরবর্ত্তী মন্ত্রে নির্ব্বিশেষবাদের নিন্দা করিয়া সবিশেষবাদ স্থাপন করিয়াছেন। অধিক কি, যে শ্রীব্যাসদেব শ্রুতির এই আপাত-বিরোধ সমন্বয়ের জন্য ব্রহ্মসূত্র রচনা করিলেন এবং তাহাতে আবার যে সমস্যার উদয় হইল, তজ্জন্য এবং তাঁহারই দ্বারা যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব হইল, সেই ব্রহ্মসূত্রে ও শ্রীমদ্ভাগবতের একই অধ্যায়ের ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে ও শ্লোকে পরস্পর মতভেদ দৃষ্ট হয়। এরূপ স্থলে একমাত্র সেবোন্মুখ না হইলে আধ্যক্ষিক পাণ্ডিত্য বা তথাকথিত সরল বুদ্ধির দ্বারা বাস্তব সত্যের অনুভব হইতে পারে না। একই শ্রুতির বিভিন্ন মন্ত্রে নির্ব্বিশেষবাদ ও সবিশেষবাদ সিদ্ধান্তের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হইলে সবিশেষবাদেরই প্রাবল্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই সম্বন্ধে নির্ব্বিশেষবাদিগণের মত প্রশ্ন করিলে তাহারা হয় ত' তাহা স্বীকার করিবেন না। আর্য্যসমাজী, ব্রাহ্মসমাজী অথবা রূপকবাদী, নির্ব্বিশেষবাদী বা পৃথিবীর আধ্যক্ষিক শত শত দর্শনসম্প্রদায়ের নিকট শ্রীকৃষ্ণলীলার অপ্রাকৃতত্ব ও শ্লীলতা সম্বন্ধে অভিমত গ্রহণ করিলে কি বাস্তবসত্যে উপনীত হওয়া যাইবে? শ্রীগুরু বা আচার্য্যবিরোধিগণের নিকট শ্রীগুর্ব্বানুগত্য বা আচার্য্যানুগত্যের অভিমত সংগ্রহ করিয়া, অথবা বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের দল, না বৌদ্ধ ও নির্ব্বিশেষবাদী মায়াবাদীর দল, কোন্ দল ভারী হয়, দেখিয়া পরে আনুগত্য করা যাইবে,—এইরূপ বিচার করিলে কি কোনওদিন বাস্তব সত্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে? শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাদি বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের অনুগমণ্ডলীর সহিত শ্রীশঙ্করাচার্য্যের আনুগত্যাভিমানী নির্ব্বিশেষবাদী—মায়াবাদী দলের বিবাদ কি কোনদিন প্রশমিত হইয়াছে বা হইবে? এক শ্রেণীর ব্যক্তি দূরে থাকিয়া উভয় দলের মধ্যে আপোষ করাইতে চাহেন। ইঁহারা শান্তিকামী হইতে পারেন, কিন্তু বাস্তব সত্যে বিশ্বাসী নহেন। চেতন ও জড়ে কখনও সমন্বয় হয় না। আলোক ও অন্ধকারের সমন্বয় করিতে গেলে তথায় সন্ধ্যা হইয়া যায়। উজ্জ্বল দিবালোক থাকে না।

আমাদিগকে অনেকেই অনেক সময় জিজ্ঞাসা করেন, আপনাদের উভয় দলের মধ্যে মিট্-মাটের কি হইল? কিন্তু ইঁহারা অন্তঃপুরের মূল কথাটীতে প্রবেশ করিতে পারেন না বলিয়াই মনে করেন যে, বাহ্য ছোপ্য বিষয় লইয়া দুই দলের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহা নহে; চিত্তবৃত্তির তারতম্য অর্থাৎ আনুগত্য বা শুদ্ধভক্তির মূলমন্ত্র লইয়াই বিবাদ। যেখানে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপ্রকাশ-বিগ্রহের আবির্ভাবের নিত্যত্ব ও তাঁহার আনুগত্যের নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় না, তথায় শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বই নাই। প্রাণহীন দেহ যেরূপ, আচার্য্যানুগত্য-হীন অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানও সেইরূপ। এজন্য সর্ব্বাগ্রে আচার্য্যানুগত্যের কথা। আনুগত্যের পাত্র-নির্দ্দেশে স্বতঃকর্তৃত্ব-শক্তিবিশিষ্ট একমাত্র আনুগত্যই শক্তিশালী। আধ্যক্ষিক যুক্তি-বিচার তথায় নিঃশক্তিক পঙ্গুতুল্য। অতএব আনুগত্য দ্বারাই আনুগত্যের পাত্রের প্রকৃত স্বরূপ, ভক্তির দ্বারাই ভক্তের স্বরূপ উপলব্ধি হইবে। অভক্ত থাকিয়া ভক্তের স্বরূপ যাচিয়া লইয়া পরে তাঁহাতে ভক্তি বা আনুগত্য প্রদর্শন করিব, এরূপ অভক্তিময় বিচারের সহিতই

মূলতঃ ভেদ উপস্থিত হইয়াছে।

নির্ব্বিশেষভাবে আনুগত্য হয় না। শ্রীপুরুষোত্তমবাদ স্বীকৃত না হইলে আনুগত্যের কল্পনা 'শশ-শৃঙ্গের' ন্যায় নিরর্থক। অদ্বয়জ্ঞানে পুরুষোত্তমবাদ প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে জড়ভেদ নাই। 'যা'র যা'র গুরু তা'র তা'র কাছে' এইরূপ উদয়ভেদমূলক গুরুভেদে আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। 'শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মের আনুগত্য করিলে ষড়্ গোস্বামীর আনুগত্য হয় না, বা শ্রীল ভক্তিবিনোদের আনুগত্য হয় না,'—এরূপ যাহারা মনে করে, তাহারা জড়-ভেদবাদী বা উদয়ভেদবাদী সম্বৎসর। শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্য দ্বারাই শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্য পুষ্ট হয়; শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্য দ্বারাই শ্রীল ভক্তিবিনোদের আনুগত্য পুষ্ট হয়; শ্রীল ভক্তিবিনোদের আনুগত্য দ্বারাই শ্রীস্বরূপ-রূপের আনুগত্য পুষ্ট হয়। এই আনুগত্যাবর্শ অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। অদ্বয়জ্ঞানে বিচিত্রতা ও বিলাস আছে, কিন্তু গুড ভেদ নাই। এইরূপ আচার্য্যানুগত্যই সংসম্প্রদায়ের মূলমন্ত্র।

গৌড়ীয়মিশনের সম্পাদকমহাশয় শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মে শ্রীআচার্য্যানুগত্যের এইরূপ বৈশিষ্ট্যের কথা নিবেদন করিয়া সভামধ্যে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গপ্রেষ্ঠ শ্রীভগবৎ-প্রকাশ-বিগ্রহ বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রদীপ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণে অকপট আনুগত্যের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে সভ্য-মণ্ডলীর সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন ও আচার্য্যানুগত্য প্রদর্শন করিলেন।

মিশন-পরিচালনা সম্বন্ধে গভর্ণিংবডির বার্ষিক বিবরণ, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা ও শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী-সভার বিবরণ প্রথমে শ্রীপাদ শচীনন্দন ভক্তিপ্রমোদ প্রভু ইংরাজী ভাষায় পাঠ করেন এবং তাহা শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃৎ ভক্তিবান্ধব এম্-এ, বি-এল্ মহোদয় সরল বাংলায় অনুবাদ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন। শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তি-বান্ধব বি-এল্ মহোদয়ও এই সকল বিবরণ-প্রসঙ্গে সভামধ্যে একটী বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ উপস্থিত সভ্য-বৃন্দের এ বিষয়ে কোনও বক্তব্য বা প্রশ্ন থাকিলে তাহা সভায় ব্যক্ত করিতে বলেন। কিন্তু এসম্বন্ধে কাহারও বক্তব্য ও প্রশ্ন না থাকায় এবং সকলেই ঐ বিষয়ে পরিতৃপ্ত বলিয়া প্রকাশ করায় শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি-এ মহাশয় মিশনের হিসাবপত্রাদির সম্বন্ধে গভর্ণিংবডি যে বিচার অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা অনুমোদন করিবার জন্য একটী প্রস্তাব আনয়ন করেন। ময়মনসিংহের ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুক্ত নিবেদনাথ রায়গুপ্ত বি এ ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এম্-বি মহাশয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। শ্রীপাদ উদ্ধবদাস অধিকারী মহোদয় গৌড়ীয় মিশন ও ইহার শাখা-প্রতিষ্ঠানসমূহের ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের হিসাব পরীক্ষার জন্য হিসাবপরীক্ষক নিযুক্ত করিবার বিষয়ে যে প্রস্তাবটী উত্থাপন করেন, শ্রীযুক্ত রাখাল চন্দ্র বসু মহাশয় তাহা সমর্থন করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল কাব্যতীর্থ বিদ্যাসাগর বি-এ মহোদয় অন্য একটী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন যে, গৌড়ীয়মিশনের সভ্যবৃন্দের বর্ত্তমান সভা গভর্ণিংবডির সভা-বৃন্দ ও তাঁহাদের কার্য্যকুশলতার প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিতেছেন। সভর্ণিংবডির সভ্যবৃন্দ যেরূপ নিষ্কপটভাবে ও শুদ্ধতার সহিত মিশনের বিধিবদ্ধ নিয়মানুযায়ী ও শুদ্ধ গৌড়ীয়বৈষ্ণব ধর্ম্মের শিক্ষা, আচার ও বিচার-প্রণালীর অনুসরণে নানাপ্রকার বাধাবিপত্তির মধ্যেও সুষ্ঠুভাবে সেবা ও মিশনকে শুদ্ধভাবে সহিত পরিচালনা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয় এবং ইহাতে সভার সভ্যবৃন্দের পূর্ণতম সন্তুষ্টি, অনুমোদন ও সমর্থন আছে। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিমধুর প্রভু এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন এবং সমস্ত সভ্যবৃন্দ একযোগে অনুমোদনসূচক নিপুল হর্ষধ্বনি করিতে থাকেন।

অতঃপর গৌড়ীয়মিশনের সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যা-বিনোদ মহাশয় একটী বাগ্মিতাপূর্ণ অভিভাষণ প্রদানমুখে গভর্ণিংবডি যাহাতে শ্রীসম্প্রদায়ের শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মে পূর্ণ শরণাগত হইয়া মিশন-পরিচালনারূপ অর্চ্চন-কার্য্য আরও সুষ্ঠুভাবে করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য উপস্থিত বৈষ্ণবমণ্ডলীর নিকট কৃপা প্রার্থনা করেন। শুদ্ধবৈষ্ণব-কৃপাতেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়।

সম্পাদকমহোদয়ের অভিভাষণের পর আরও কএকটী বিষয় আলোচিত হয়। শ্রীশ্রীআচার্য্যবর্য্যের সম্বন্ধে জয়ধ্বনির পর শ্রীনামসংকীর্ত্তনমুখে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত হইবার যোগ্যতা ও নিয়মাবলী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৭শ-১৮শ সংখ্যার পর)

৫৫। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সেবক সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে, লাল কাপড় বা দাদা কাপড়ের সহিত গৌড়ীয়ের কোন সম্বন্ধ নাই। সেকরা কাপড় পরিধান বা উপবীত ধারণ করিলেই যে 'গৌড়ীয়' হইয়া গেলেন, তাহা নহে। বস্তুতঃ যিনি শ্রীশ্রীস্বরূপদামোদর-গৌর-সেবকানুসেবক, যিনি শ্রীশ্রীগদাধর-গৌর-সেবকানুসেবক, যিনি শ্রীশ্রীবক্রেশ্বর-গৌর-সেবকানুসেবক, যিনি শ্রীশ্রীসনাতন-গৌর-সেবকানুসেবক, যিনি শ্রীশ্রীরূপ-গৌরসেবকানুসেবক, যিনি শ্রীশ্রীরঘুনাথ-গৌর-সেবকানুসেবক, যিনি শ্রীশ্রীজীব-গৌর-সেবকানুসেবক, যিনি শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস গৌর-সেবকানুসেবক, যিনি শ্রীশ্রীনরোত্তম-গৌর-সেবকানুসেবক, যিনি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ-গৌর-সেবকানুসেবক, যিনি শ্রীশ্রীবলদেব-গৌর-সেবকানুসেবক, যিনি শ্রীশ্রীমধুসূদন-গৌর-সেবকানুসেবক, যিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথ-গৌর-সেবকানুসেবক, যিনি শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সেবকানুসেবক, যিনি শ্রীশ্রীগৌরকিশোর-গৌর-সেবকানুসেবক, যিনি শ্রীশ্রীমাধী-গৌর-সেবকানুসেবক, যিনি শ্রীশ্রীপুরী-গৌর-সেবকানুসেবক, তিনিই প্রকৃত 'গৌড়ীয়'। শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে যিনি দীক্ষা, হরিনাম, সন্ন্যাস বা বেষাদি গ্রহণের অভিনয়মাত্র করিয়াছেন, অথচ যাহাতে অন্যাভিলাষরহিতা কেবলা ভক্তির অনুশীলন দৃষ্ট হইতেছে না, তাহার ঐরূপ যাত্রার দলের নারদের ন্যায় ভক্ত বা দীক্ষিতের অভিনয় দেখিয়াই তাহাকে 'গৌড়ীয়' বলা হইবে না।

৫৬। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তির বিচার এই নহে যে, হরিনাম ছোট, দীক্ষামন্ত্র বড়। যিনি দীক্ষামন্ত্র লাভ করিয়াছেন, তিনি উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, আর যিনি হরিনাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি নিম্নতর সোপানে আছেন, তাহা নহে। শ্রীহরিনামে সর্ব্বশক্তি নিহিত। মন্ত্রদ্বারা সংসার-মোচনমাত্র হয়। শ্রীহরিনামে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেম লাভ হয়।

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
(চৈঃ চঃ আ ৭।৭৩)

মন্ত্রে শ্রীনাম আছে বলিয়াই তাহার মন্ত্রত্ব সিদ্ধ হয়। অতিমর্ত্য মহাপুরুষগণের কৃপাশক্তি শ্রৌতপারম্পর্য্যে মন্ত্রে নিহিত আছে বলিয়াই মন্ত্রের বীর্য্য। অতএব শ্রীমন্ত্রে ও শ্রীহরিনামে কোনপ্রকার ভেদ কল্পনা করিয়া যেন উদ্ভাবচ বিচারের আবাহন না করা হয়।

৫৭। 'দীক্ষার পর সংস্কার লাভ করিয়া আর গৌ-সেবা, বৈষ্ণব-সেবা করিতে হইবে না, যথা—বৈষ্ণবগণকে জল-পাতা দিতে হইবে না, তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট পাতা ফেলিতে হইবে না, ঘুটে দেওয়া, কাঠ চেরা বা মাথায় করিয়া কোন জিনিষ লেওয়া, ঝাড়ু দেওয়া, উচ্ছিষ্ট বাসন মাজা—এই সকল করিতে হইবে না; যাহারা হরিনাম গ্রহণ করে নাই অথবা যাহাদের দীক্ষা হয় নাই, কেবল তাহারাই এই সকল কার্য্য করিবে,—যাহারা স্বপ্নেও এইরূপ ভাবনা করে, তাহারা পাষণ্ডীর পরাকাষ্ঠা; শ্রীচৈতন্যমঠের চতুঃসীমানায়ও তাহাদের স্থান নাই। যে মনে মনে ভাবিবে সংস্কার লাভ করিবার পর 'আমি বড় হইয়া গিয়াছি', অথবা 'আমি ব্রাহ্মণ হইয়া গিয়াছি', সে অত্যন্ত দাম্ভিক, শয়তান, সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপবীত, শিখা, মালা প্রভৃতি কাটিয়া দেওয়া উচিত। সে গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের পরম শত্রু। শ্রীভগবানের কথিত 'মামকী তনু' ব্রাহ্মণকে ত্যাগ্যচাইবার জন্য, শ্রীভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য সে দীক্ষার অভিনয় করিয়াছে, সে কখনও হরিভজন করিতে আসে নাই।

৫৮। কাণে 'ফু' দেওয়াই দীক্ষা বা মালা টানাই নামাশ্রয় নহে। যিনি প্রকৃত দীক্ষিত ও শ্রীনামাশ্রিত হইয়া হরিভজন করিতে চাহেন, তাঁহার পক্ষে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কথিত 'দশমূল-নির্য্যাসে'র শিক্ষা হইতে একচুল তফাৎ হইলে অসুবিধা হইবে। যতদিনেরই পুরাতন লোক হউন না কেন, তিনি সন্ন্যাসি-বেশধারীই হউন না কেন, 'দশমূল-নির্য্যাসে'র শিক্ষার অনুসরণ ও অনুশীলনের তারতম্য দেখিয়া তাঁহার হরিভজনের অগ্রগতিহতা নিরূপণ করিতে হইবে।

৫৯। ব্যক্তিগত ভোগ ও ক্ষেত্রের জন্য অর্থাৎ নিজের দেহযাত্রোপযোগী অপ্রাপ্ত বস্তু প্রাপ্তির চেষ্টা ও প্রাপ্ত বস্তু রক্ষার জন্য ব্যস্ততা থাকিলে হরিভজন হইবে না। তাহার প্রভাব লক্ষণই উপস্থিত হয় নাই, ভক্তি ত' সুদূর পরাহত। ইহা গৃহস্থ ও ত্যক্তগৃহ উভয়েরই প্রবোধয়ের পাপকাঠি। কেবল বাহিরের দিকে ভোগ ও ক্ষেত্রের জন্য উদাসীনতার অভিনয় দেখাইয়া অন্তরে উহার ধ্যান করিবার কপট চেষ্টা নহে, অথবা 'অপর বৈষ্ণব আমার কেন পরিচর্য্যা করিলেন না,' তজ্জন্য তাঁহার প্রতি আন্তরিক দুষ্টভাব প্রদর্শন বা অভিমান করিয়া অভিনয় বৈরাগ্য প্রদর্শন, দেহের কপট প্রবৃত্তি কপট হরিভজনের বিঘ্নকারক।

৬০। বিদ্বিভক্তের বিচারপ্রধান মার্গ, আর রাগানুগ ভক্তের রুচিপ্রধান মার্গ। বিচারের দ্বারা বিরুদ্ধসিদ্ধান্ত নিরসন ও সৎসিদ্ধান্তে অভিনিবেশ হয়, ইহারই নাম 'মনন'। স্বাভাবিক রুচির দ্বারা নিত্যসিদ্ধ সেবকগণের সেবার আদর্শের প্রতি লোভ উদিত হয়। শ্রৌত শিক্ষার উপদেশ মনন করিতে করিতে শ্রদ্ধাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাঙ্গসেবার স্ফূর্ত্তি ও তৎসেবায় অভিনিবেশ হয়। প্রত্যেক সাধকেরই হয় বিচারপ্রধানমার্গে মনন, না হয় রুচিপ্রধানমার্গে লোভময় স্বরূপবৃত্তি থাকিবে। যাহার বিচারও নাই, রুচিও নাই, সে ব্যক্তি ভক্ত ও অনুকরণীয়। বিচারপ্রধানমার্গে সর্ব্বক্ষণ মনন আবশ্যক। মনন না থাকিলে মনোধর্ম্ম আসিয়া গ্রাস করিবে ও ভোগবুদ্ধিতে অভিনিবিষ্ট করাইয়া হরিভজনকে অসম্ভব ব্যাপারবিশেষ মনে করাইয়া দিবে।

৬১। শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণনামপ্রভুর রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার প্রতি অশ্রদ্ধা কিম্বা ঔদাসীন্য প্রদর্শন, অথবা 'তাহাতে আমাদের অধিকার নাই' মনে করিয়া শ্রীরূপ-গুণ-পরিকর-লীলাদীন নামের অনুশীলনের অভিনয় মাত্রমাত্র। স্ফূর্ত্তি এক কথা, আর শ্রবণ-কীর্ত্তন আর এক কথা। 'আমরা নামের অনুশীলন করি, সুতরাং রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার কথা শ্রবণ করিব না',—এইরূপ বিচার নির্ব্বিশেষবাদীর বিচার। শ্রীরূপ-গুণাদির শ্রবণকীর্ত্তন নিষেধ করা হয় নাই, স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি না হইলে কৃত্রিমভাবে শ্রীরূপাদির স্ফূর্ত্তি হইয়াছে বলা হরিভজনের ক্রমপথের বিরুদ্ধে অভিযান, ইহাই বলা হইয়াছে। নামশ্রবণে অন্তঃকরণ শুদ্ধি, তৎপরে যথাক্রমে রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার স্ফূর্ত্তির কথা শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (২৪৬ অনুচ্ছেদ) শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহা স্ফূর্ত্তিবিষয়ক বিচার; কিন্তু শ্রীগৌরকৃষ্ণের রূপ, গুণ, পরিকর বা লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে হইবে না; তাহা নহে। 'কল্যাণকল্পতরু'তে প্রথমে নামকীর্ত্তন, তৎপরে রূপকীর্ত্তন, তৎপরে গুণকীর্ত্তন ও লীলাকীর্ত্তনের প্রমাণ দৃষ্ট হয়। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদধারার এই বিচার উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজের বাহাদুরী দেখাইবার জন্য নামের সহিত রূপ-গুণের ভেদবুদ্ধি করিয়া শুধু নামকীর্ত্তনের অভিনয় মায়ামাত্র। কপটরহিত হইলে শ্রীনামাদির স্ফূর্ত্তি হয়। অনর্থযুক্ত সাধকেরও নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা অভেদবুদ্ধিতে সেবোন্মুখ চিত্তে শ্রবণ করিতে হইবে। উহা শ্রবণ-কীর্ত্তনকালে হয় মনন হইবে, না হয় তাহাতে লোভ হইবে। সাক্ষাৎকার বা স্ফূর্ত্তি আর একটি কথা। সিদ্ধির প্রতিপদেই পূর্ণামৃতাস্বাদন হয়। সাধকের পক্ষে শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের নাম, শ্রীগৌরসুন্দরের রূপ, শ্রীগৌরসুন্দরের গুণ, শ্রীগৌরসুন্দরের পরিকর, শ্রীগৌরসুন্দরের লীলার কথা শ্রবণ করিতে হইবে। 'শ্রীগৌর মানিব শ্রীকৃষ্ণ মানিব না, অথবা শ্রীকৃষ্ণ মানিব শ্রীগৌর মানিব না'—এইরূপ ভেদময় বিচারে নহে। অনর্পিতচর-প্রেমপ্রদাতা শ্রীগৌরসুন্দরের দয়া বদ্ধজীবের প্রতি অধিক। আবার শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রাপ্ত হইতে হইলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় আবশ্যক। শ্রীগৌর ও শ্রীনিত্যানন্দ একই বস্তু, কেবল দেহ পৃথক্। **অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হইলে শ্রীশ্রীরূপ-গুণ-লীলা-স্মরণ কেন, শ্রীনাম-স্মরণ করিবারও উপায় নাই।**

৬২। শ্রীহরিভজনের মূল—হরিকথায় রুচি। "কথারুচেঃ সর্ব্বত্রৈবোত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্বাচ্চ" (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৪র্থ অনুচ্ছেদ)—শ্রীহরিকথায় রুচি সর্ব্বত্রই মূল ও শ্রেষ্ঠ। সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইলে সৎসঙ্গে হরিকথায় রুচি হয়। যদি হরিকথায় রুচি না থাকিয়া কেবল শারীরিক বা মানসিক ব্যায়ামের দিকে অধিক দৃষ্টি থাকে, যেমন কর্ম্মকাণ্ডীদের দেখা যায়, সেইরূপ হইলে চেতনের বৃত্তির উন্মেষ হইবে না। এইরূপ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে—শ্রীমঠে বা সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণে যাহাদের দ্বারা বৎসরের মধ্যেও 'টিকি' দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহারাও বার্ষিক মহোৎসবের দিন আসিয়া স্বেচ্ছাসেবকের অভিনয় ও খুব হাত-পা

নাড়াচাড়া করিয়া থাকে। কি হরিকথা হইতেছে, কি জন্ম উৎসব হইতেছে, সে-দিকে দৃক্‌পাতও নাই ; হরিকথা বা কীর্ত্তনকে একঘেয়ে মামুলী বাক্য বা রাগ-রাগিনী মনে করিয়া ঐ দিকে মনই দেয় না। আবার কেহ কেহ আসক্তির নোঙ্গরটি গুঁড়িয়া রাখিয়া শরীর দেখাইবার জন্ম হরিকথা শ্রবণের অভিনয় করে। ইহারা কেহই শ্রীচৈতন্যমঠের সেবক নহে। যদি ইহারা গেরুয়া কাপড়ও পরিধান করেন, কিম্বা সংসারও ত্যাগ করেন, অথচ হরিকথায় স্বাভাবিক রুচি না থাকে, তবে তাহাদের জড়াসক্তি কিছুতেই বিনষ্ট হইতে পারে না।

৬৩। হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে জীবন-মরণের সমস্যার সমাধান হইয়াছে। উহা চা-পানের টেবিলের গল্পগুজব নয়, কিংবা রেস্তোরাঁ বা বিশ্রাম্ভি-ভবনের আলস গল্প নহে, তাহা জীবের সত্তা। যাহারা হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনকে সেইরূপভাবে বরণ না করিবে, নোঙ্গর তুলিবার প্রয়ত্ন লইয়া হরিকথা শ্রবণ না করিবে, শাস্ত্রাবতার, গুর্ব্ববতার, বৈষ্ণবাবতার, শ্রীহরিনামাবতার, শ্রীধামাবতার কেহই তাহাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবেন না।

৬৪। যাহারা হরিকথা শ্রবণ করিবার সময় আলস্য, জাড্য, তন্দ্রা, অন্যমনস্কতা, অনবধান, বিক্ষেপ, স্মৃতিভ্রংশ, মোহ, অমনোযোগ ও বিকৃত অবস্থা প্রভৃতির উদয় হয়, তাহারা বাহিরে যতই "কাজের লোক" হউক না কেন, শত শত সেবার ভাণ বা অভিনয় প্রদর্শন করুক না কেন, দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়াকলাপের তৎপরতা, বুদ্ধিমত্তা, দক্ষতা ও বিচক্ষণতা প্রদর্শন করুক না কেন, তাহারা শ্রীচৈতন্য-বাণী বা শ্রীচৈতন্যমঠ আশ্রয় করে নাই। তাহারা শ্রীগুরু-প্রভুপাদ বা শ্রীচৈতন্যমঠের আশ্রিতের অভিনয়কারী হইলেও কিংবা বাহিরে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রতি প্রচুর অভিনয় দেখাইলেও, লোকদেখান আচার্য্য-বিরোধী না হইলেও তাহারা অন্তরে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অত্যন্ত বিরোধী। **শ্রীহরি-কথায় রুচি শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণীর শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয়ের ও শ্রীচৈতন্যমঠে প্রবেশের একমাত্র প্রাথমিক মূল লক্ষণ ও প্রয়োজন।** যাহাতে সেই মূল লক্ষণটী নাই, সে ব্যক্তি বাস্তবভাবেই হউক বা ভণ্ডভাবেই হউক, নিশ্চয়ই শ্রীগৌরকৃষ্ণের বিরোধী। শ্রীহরিকথাশ্রবণকালে যাহার তন্দ্রা বা নিদ্রা উপস্থিত হয়, সে ব্যক্তি পূর্ব্বেই হউক আর পরেই হউক একদিন শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠের আশ্রয়ের অভি-নয়ও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেই হইবে।

৬৫। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীমুখবিগলিত শ্রীহরিকথায় 'রুচি' থাকা আবশ্যক। কেবলমাত্র মনকে শাসন করিয়া কোনরূপে দেহটী সেই স্থানে রক্ষণ করা মাত্র সার হইলে হরিকথার তাৎপর্য্য হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবে না। অথবা কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার জন্য নূতন নূতন বিস্ময়কর কথা কিছুদিন শ্রবণ করিবার পরে ঐ সকল কথাকে পুরাতন ও 'একঘেয়ে' মনে করিয়া তৎপ্রতি অন্যমনস্ক হইলেও হরিকথা-রূপী শ্রীভগবান্ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবেন না। হরিকথা শ্রবণের জন্য স্বাভাবিকী রুচি, পিপাসা, প্রবল, আর্ত্তি, আকাঙ্ক্ষা, প্রীতি আবশ্যক। হরিকথা শ্রবণের ফলে সাধুগণের আচরণের প্রতি লোভ হইবে। সেই লোভ যে-পর্য্যন্ত না উদিত হইতেছে, সে পর্য্যন্ত শ্রীহরিকথা কর্ণে শ্রবণ করে নাই জানিতে হইবে।

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বাসুদেবকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥"
(ভাঃ ১।২।৮)

পুরুষগণের ধর্ম্ম সুষ্ঠু অনুষ্ঠিত হইলেও যদি শ্রীবাসুদেব-কথায় তাহাদের রতি না জন্মে, তাহা হইলে উহা কেবল শ্রমমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়।

৬৬। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সেবক শ্রীরূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর শ্রীভক্তিসন্দর্ভের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া কিভাবে হরিকথায় রুচি হইতে পারে তজ্জন্য আর্ত্তি ও দৈন্যভরে মহদ্‌গণের কৃপা প্রার্থনা করিবেন। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন,—

"তত্র কথারুচির্নশ্বভাগ্যানাং চ ন জায়ত ইত্যাশঙ্ক্য, তত্র সুগমোপায়ং বদন্ তামারভ্য নৈষ্ঠিকীপর্য্যন্তাং ভক্তিমুপদিশতি পঞ্চভিঃ (ভাঃ ১।২।১৬)—

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ ॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১১শ অনুচ্ছেদ)

হতভাগ্যগণের এবংবিধ হরিকথায়ও রুচি জন্মে না, এই আশঙ্কায় তৎপ্রাপ্তির সুলভ উপায় বলিতে হরিকথারুচি-বিষয় আরম্ভ করিয়া "শুশ্রূষোঃ" হইতে "এষ প্রসন্নমনসঃ" পর্য্যন্ত পরের পাঁচটী শ্লোকে নৈষ্ঠিকী ভক্তি পর্য্যন্ত উপদেশ

করিতেছেন,—"হে বিপ্রগণ, ভগবদ্ভাবসেবাফলে দৈবাৎ সুকৃতিক্রমে মহৎকৃপাজনিত মহতের সেবা হয়। সেই মহতের সেবাফলে ভাগ্যবান্ পুরুষ সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় করিতে সমর্থ হন। সদ্‌গুরুর নিকট শ্রবণফলেই বাসুদেবকথায় রুচি উৎপন্ন হয়।"

"তত্রশ্চ (ভাঃ ১।২।১৭)—

শৃণ্বতঃ স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥

কথাদ্বারা অন্তঃস্থো ভাবনাপদবীং গতঃ সন্ হৃদি অভদ্রাণি বাসনাঃ॥"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১২শ অনুচ্ছেদ)

তাহার পর বাসুদেবকথায় রুচি হইলে সাধুগণের সুহৃৎ, হরিকথায় শ্রবণ ও পরে কীর্ত্তনকারীর সুকৃতিপ্রদ কৃষ্ণ নিজকথা-শ্রবণকারিজনের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া হৃদয়ের অসৎ বাসনা বিনষ্ট করেন অর্থাৎ জীবের হরিকথা ক্রমপন্থায় শ্রবণফলে কীর্ত্তন, কীর্ত্তনফলে অনর্থনিবৃত্তি, অনর্থনিবৃত্তি হইলে তৎপরে ভগবান্ স্বরূপীর বস্তুরূপে উদিত হন। কৃষ্ণ স্বীয় কথা দ্বারা জীবের অন্তঃস্থিত হইয়া অর্থাৎ চিন্তাপথে আসিয়া হৃদয়ের অভদ্র অর্থাৎ বাসনাসমূহ ধ্বংস করেন।

৬৭। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সেবকের প্রধান লক্ষণই এই যে, তিনি হরিকথাশ্রবণের জন্য প্রাণ পরিত্যাগেও পশ্চাৎপদ হন না অর্থাৎ তাঁহার প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য সমস্তই তিনি হরিকথা-শ্রবণার্থ নিয়োগ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। শ্রীহরিকথা-শ্রবণের দ্বারা সময় নষ্ট হইতেছে কিংবা ইহা দ্বারা আর এমন কি লাভ হইবে; অন্যান্য সমস্ত দৈহিক ধর্ম্ম পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়া অবসর সময়ে কিম্বা বিশ্রামসুখ উপভোগকালে হরিকথা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য; সকল সময়ে হরিকথা শ্রবণ করিলে অন্যান্য কার্য্য কোন সময় করা যাইবে; 'কথায় ত' আর চিঁড়া ভিজিবে না', টাকাপয়সা, চা'ল-ডা'ল কোথা হইতে আসিবে,—এই সকল আধ্যক্ষিক ও নাস্তিকের বিচার শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সেবকের মনে স্বপ্নেও উদিত হয় না। কারণ তিনি শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামি-প্রভুর নিম্নোক্ত শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিয়াছেন,—

"সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য॥

(ভাঃ ১২।৪।৪০)

'অন্তঃ প্লব শ্রীহরিনামাদিকং ন ভবেৎ, উপায়ান্তরাসম্ভবাৎ তৎকথাশ্রবণমেব যথাশক্তি নিষেব্যম্" (শ্রীধরটীকা)

অন্যান্যমপি ভক্তীনাং তৎপূর্ব্বকত্বেনৈব প্রবৃত্তে-
রুপায়ান্তরাসম্ভবত্বং যুক্তম্।

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৮৫ অনুচ্ছেদ)

বিবিধ-দুঃখদাবানলপীড়িত, অতিদুস্তর সংসারসাগরের পরপারগমনাভিলাষী ব্যক্তির ভগবান্ পুরুষোত্তমের **লীলা-কথারস (কর্ণপুটে) সেবন ব্যতীত** এই ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার **আর অন্য কোন উপায় নাই।**

শ্রীধরটীকা—"অন্য প্লব অর্থাৎ উত্তরণোপায় থাকিতে পারে না, অতএব সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবার অন্য উপায়ের অসম্ভাবনাহেতু হরিকথাশ্রবণই যথাশক্তি পালন বা যাজন করা কর্ত্তব্য।"

অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গসমূহেরও শ্রবণাখ্যা ভক্তিমূলেই প্রবৃত্তি বলিয়া শ্রবণাখ্য-ভক্তি-ব্যতীত অন্যান্য উপায়ের দ্বারা সংসারোত্তরণের অসম্ভাবনা যুক্তিযুক্ত।

৬৮। পরিচর্য্যা প্রবৃত্তিতে বৈষ্ণবতা প্রতিষ্ঠিত। প্রীতির সহিত শ্রীবিগ্রহের সেবা ও শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তনকারী শ্রীবৈষ্ণবের সেবা করিতে হইবে। কেবল গৃহস্থগণই অর্চ্চন করিবেন, মঠবাসিগণ শ্রীমূর্ত্তির সেবায় প্রীতিবিশিষ্ট হইবেন না বা উহাকে কনিষ্ঠাধিকারীর কৃত্য মানিয়া তাহাতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিবেন, তাহা নহে। গৃহস্থগণ সর্ব্বতো-ভাবে, সর্ব্বপ্রযত্নে প্রীতির সহিত শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিবেন। মঠবাসিগণও প্রীতির সহিত 'যথাবৈভব' শ্রীবিগ্রহের সেবায় যত্নবিশিষ্ট থাকিবেন। শ্রীমূর্ত্তিসেবায় অধিক ব্যয় হইতেছে, কেবল নিম্ন নিম্ন উদরের ব্যবস্থা করিয়া স্ব স্ব দেহরক্ষাই প্রয়োজন, এইরূপ প্রচ্ছন্ন ভোগপ্রবৃত্তি লইয়া মঠসেবক শ্রীমূর্ত্তির যথাবৈভব সেবায় বাধাপ্রদান করিবেন না। **পরি-চর্য্যাপ্রবৃত্তিতে কোনপ্রকার কামনা বা মোড়লী প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না।**

৬৯। শ্রীবিগ্রহ, শ্রীতুলসী, শ্রীবৈষ্ণব প্রভৃতির জন্য কালোচিত নৈবেদ্যসম্ভারাদি আহরণ ও প্রীতির সহিত তদ্দ্বারা তাঁহাদের সেবা প্রত্যেক মঠসেবকের লক্ষ্যের বিষয়

থাকিবে। গীতকালে শ্রীতুলসীমঞ্চ বা শ্রীতুলসীকাননের উপর ছায়া প্রদানের ব্যবস্থা, শীতল জলাধার প্রদান, শ্রীমূর্ত্তির শ্রীঅঙ্গস্পর্শকালে মলয়জ-চন্দনলেপ, সুগন্ধি সুশীতল জলাদি দ্বারা স্নান করান, ছিন্ন পুষ্পের দ্বারা সুন্দর, ছিন্ন ফল ও পানীয় প্রভৃতি ভোগপ্রদান, দিবাভাগে ও রাত্রিকালে তালবৃন্ত বা ব্যজনাদির দ্বারা সেবা করিতে হইবে। নিজের শরীরে তালবৃন্ত বা বৈদ্যুতিক ব্যজনযন্ত্রের পরিচালনা অপেক্ষা শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীমূর্ত্তির শ্রীঅঙ্গে উহা দ্বারা সেবা করিলে ভোগ ও ত্যাগপ্রবৃত্তিরূপ অনর্থ সহজেই বিদূরিত হইবে। সর্ব্বদাই মহতের পরিচর্য্যার প্রতি সতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দুষ্ট মন নৈসর্গিক স্বভাববশতঃ নিজের শরীরের সেবা ও তৃপ্তি অনুক্ষণ অনুসন্ধান করিলেও সেই দুষ্ট মনকে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা দ্বারা শাসন করিয়া তাঁহাদের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিবার জন্য আবিষ্টচিত্ত হইতে হইবে।

৭০। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সেবক শ্রীচৈতন্যবাণীর নিকট, শ্রীচৈতন্যমঠের নিকট, আত্মনিবেদনক্ষেত্র শ্রীধামের নিকট সর্ব্বক্ষণ সকাতরে কৃপা প্রার্থনা করিয়া বলিবেন,—

"ধরিতে ইন্দ্রিয়রথে না পারিনু নাথ।
তনমাত্র নাহি মোর সর্ব্বদোষোৎপাত॥
কোথা যা'ব, কি করিব, গতিহীন আমি।
নবদ্বীপে স্থান দিয়া কৃপা কর, স্বামি॥
জাতি, প্রাণ, মন, ধন, ধর্ম্ম আমার।
আজ হউ, সকলে সকল তিরস্কার॥
ব্যাধি-জীর্ণ কলেবর পাউক দুর্গতি।
নবদ্বীপ তথাপি ত্যজিতে নহ মতি॥
• • • •
সর্ব্বদোষাকর আমি গুণলেশহীন।
দুর্লভ পদার্থ মাগি সর্ব্বাধম দীন॥
কবে সে উজ্জ্বলভক্তিসার-জীবরূপ।
গৌড়াটবী লভি' হ'ব পূর্ণরসকূপ॥
শুদ্ধোজ্জ্বল প্রেমরস অমৃত অপার।
সাগর অপূর্ব্ব অংশ রাধাকৃষ্ণসার।
গৌরাঙ্গ কানন হয় অদ্ভুত এ ভবে।
সেই বন কত দিনে হবে॥
সকল সাধনহীন চইয়াও নর।
করে যদি নবদ্বীপ-বনমাঝে ঘর॥
ধামের বিচিত্র শক্তি হঠাৎ তাহারে।
রাধাকৃষ্ণরাগোৎসবে রতি দিতে পারে॥
শ্রীরাধার বনে নবদ্বীপ মহাধন।
তাহাতে বসিতে রাধা করেন যে মন॥
মাতা, পিতা, বন্ধু, সখা, মিত্র, গুরু আর।
কোনই সম্বন্ধ নাহি আমার তাহার॥
কলুষ-স্বরূপ আমি এ ভাগ্য কি পাব।
মরণান্তে শ্রীগোদ্রুমে বসতি করিব॥
ছেঁড়া কাঁথা, কৌপীন পরিয়া আমি কবে।
দিবসান্তে ফলমূল-ভোজন-গৌরবে॥
নবদ্বীপ-বনমাঝে রাধাকৃষ্ণ-কথা।
গাইয়া জীবন মোর কাটাইব যথা॥
গৌরকৃপে লোকধর্ম্ম দেহ গেহ ভুলি'।
ভুলা নিন্দাস্তুতি, সুখদুঃখে কুতূহলী॥
উন্মাদ প্রেমেতে মত্ত গতপ্রস্থ মন।
বিচরিব কতদিনে করি' পাপবন॥
কৃপামূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-শিক্ষা অনুসারে।
করে কৃষ্ণ রাম নাম সিদ্ধ মন্ত্রাক্ষরে॥
মহামন্ত্র নামাবলী গাইতে গাইতে।
কবে কৃতার্থ হ'ব এ গৌড়মণ্ডলীতে॥
অনিত্য দুঃখদ পত্নী পুত্র বিত্ত ছার।
মুক্তিকথা, বৈকুণ্ঠে পিপাসা নাহি আর॥
রাধাভাবদ্যুতিযুক্ত কৃষ্ণলীলাবনে।
এক বিন্দু রতিমাত্র যাচি নিজ মনে॥
নবদ্বীপে বিশুদ্ধ মধুর-ভক্তজন।
পদে কৃমি ভস্মি, লোভ হয় অনুক্ষণ॥
সংসার-বাসনার্ণবে আমি নিপতিত।
কাম-ক্রোধ-আদি নক্রগ্রস্ত অতি ভীত॥
দুর্ব্বাসনাশৃঙ্খলে আবদ্ধ নিরাশ্রয়।
গৌরধাম, দেহ মোরে কৃপার আশ্রয়॥"

(শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মহিমা)

শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ

অভিন্নষ্ঠা অবধূতবর শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীধাম নবদ্বীপান্তর্গত শ্রীকোলদ্বীপস্থ স্বীয় ভজনকুটীরে কিছুদিন অবস্থান করিয়া গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪১) সোমবার অমাবস্যাতিথিদিবসে শ্রীধাম-বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করেন। শ্রীকোলদ্বীপে অবস্থানকালে তিনি কৃপাপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীআচার্য্যানুগ গুরু-সেবকবৃন্দের সেবা সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল আচার্যদেব যখন শ্রীব্রজ-মণ্ডলে অবস্থান করিতেছিলেন তখন শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীনবদ্বীপে অদ্ভুতভাবে লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল আচার্যদেব প্রত্যহ তারযোগে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের সংবাদ লইতেন। শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজও অহৈতুকী কৃপা বিস্তার করিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের সেবার উপাদানাদি সাদরে স্বীকার করিতেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের সহিত শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের বয়ঃ আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীব কিছু ধারণা করিতে না পারিলেও উভয়ের সমচিত্তবৃত্তির বহু ইঙ্গিত পাইয়া আমরা বহু চমৎকৃত হইয়াছি। শ্রীশ্রীল আচার্যদেব শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের মায়াম্য কীর্ত্তন ও নিষ্কপট সেবকগণকে তাঁহার সেবায় উৎসাহান্বিত করিয়া অভিন্নষ্ঠা মহাপুরুষের কৃপাকটাক্ষভাজন করিয়াছেন। নির্ম্মৎসর সাধু-ভাবাননে নিমগ্ন শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের ক্রিয়া-মুদ্রার লেশমাত্রও উপলব্ধি করিবার শক্তি বিদ্যা, বুদ্ধি বা কোন-প্রকার বাহ্যিকতার দ্বারা সম্ভব নহে। শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের কৃপাদৃষ্টি তাঁহার কীর্ত্তিত বাণীর মধ্যে সেই মহাপুরুষের চিত্ত-বৃত্তির আভাস পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীধাম বৃন্দাবন-যাত্রার পথে কাটোয়ায় দুইদিন অবস্থান করেন। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে নিজস্ব সংবাদদাতা তারে জানাইয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীগয়াধামে ৩রা মার্চ্চ শুভবিজয় করেন এবং তথায় তিনদিন অবস্থান করিয়া গত ৬ই মার্চ্চ কাশী শ্রীদশাশ্বমেধঘাটে শুভবিজয় করিয়াছিলেন, ইহাও কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ হইতে তারযোগে জানা গিয়াছে। শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ কাটোয়ায় দুইদিন, ভাগলপুরে চারি দিন ও গয়াতে তিনদিন অবস্থান করিয়া ৬ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার বেলা প্রায় ১ ঘটিকার সময় কাশী দশাশ্বমেধ ঘাটে শুভবিজয় করেন। কাশী শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের দর্শনার্থ গমন করিয়া জানিতে পারেন যে, শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীসনাতনশিক্ষা শ্রবণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তদনুসারে শ্রীসনাতনগৌড়ীয়-মঠের সেবকগণ শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদ গ্রহণ

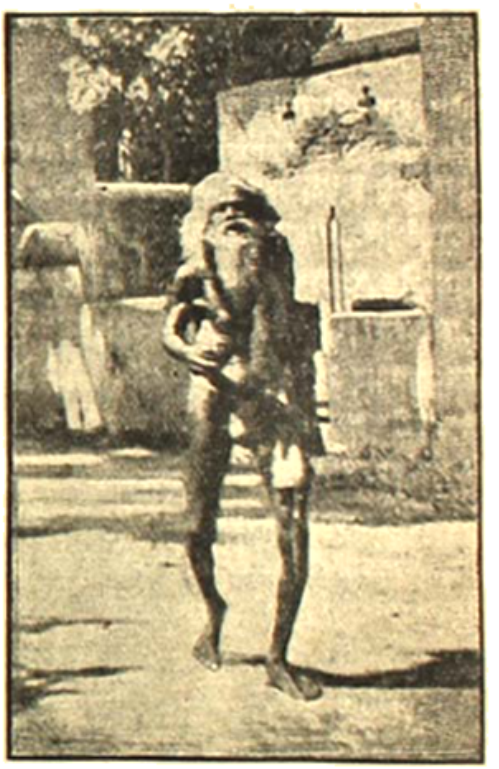

করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২০শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ করেন। পাঠ শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ অঝোর নেত্রক্রন্দন করিতে থাকেন। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল শ্রীগঙ্গার তীরে একই অবস্থায় উপবেশন করিয়া তিনি শ্রীসনাতনশিক্ষা-শ্রবণের লীলা করেন। তাঁহার পরিধানে একটীমাত্র কৌপীন ব্যতীত বহির্বাস বা গাত্রাবরণ কিছুই ছিল না। গঙ্গার উপরে চতুষ্পার্শ্ব

শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীবিগ্রহগণকে সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। গতকল্য শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ কদম্বনদীর তীরে অবস্থান করিয়াছিলেন। যখন বিভিন্ন লোক নানাপ্রকার দ্রব্যসম্ভার প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিয়াছিলেন যে, তথায় আর থাকা যাইবে না। তিনি শ্রীমঠের সেবকদিগকে সমস্ত জিনিষ নদীতে ভাসাইয়া দিতে আদেশ করেন। ৮ই মার্চ্চ শনিবার দিবস তিনি সকাল ৯টা হইতে বৈকাল ৫টা পর্য্যন্ত নৌকায় অবস্থান করিয়াছিলেন এবং প্রখর রৌদ্রে নৌকায় উপরে স্বহস্তে ভোগরন্ধন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা ৬টার ট্রেণে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ অযোধ্যা গমন করেন। শ্রীমায়াপুরগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজকে অযোধ্যার ট্রেণে উঠাইয়া দিয়া আসিয়াছিলেন। ১০ই মার্চ্চ তারিখে এলাহাবাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে মঠসেবক শ্রীপাদ কৃপাবিলাস প্রভু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট শ্রীধাম-মায়াপুরে তারযোগে জানাইয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ ১১ই মার্চ্চ (১৯৪১) প্রয়াগে শুভবিজয় করিয়া ত্রিবেণীতে গঙ্গার তীরে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশ হইলে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের সেবা করিয়া শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ কৃতার্থ হইতে পারেন। ঐ টেলিগ্রাম পাইয়াই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব তৎক্ষণাৎ তারযোগে জানাইয়াছিলেন যে, শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের সেবার আগ্রহের কথা শ্রবণ করিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। তাঁহারা সেই মহাপুরুষপ্রবরের অহৈতুকী সেবা বরণ করিয়া ধন্যাতিধন্য হউন।

শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ ত্রিবেণীতে ১০দিন স্বানুভাবানন্দে অবস্থান করিয়া গত ২১শে মার্চ্চ তথা হইতে যাত্রা করিয়া ২২শে মার্চ্চ মথুরায় শুভাগমন করিয়াছেন। মথুরা হইতে এই সংবাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে তারযোগে জ্ঞাপন করা হইলে শ্রীশ্রীল আচার্য্য দেব শ্রীব্রজমণ্ডলের অষ্ঠাদশী বৈষ্ণবকুলকে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের সর্ব্বতোভাবে সেবা বিধান করিবার উপদেশ প্রদান করেন। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ বর্ত্তমানে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধাবাগে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ স্বহস্তে রন্ধনলীলা প্রকাশ করিয়া তাঁহার শ্রীবপুঃ শ্রীব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের ভালসেবা করিতেছেন। মহাভাগবতবরের স্বানুভাবানন্দাবস্থা কেহ কোনও দিন অজ্ঞজ্ঞানে বুঝিতে পারিবে না। ঐরূপভাবে বুঝিবার বা মাপিবার চেষ্টা করিলে অপরাধে পতিত হইবে। অতএব সাধু সাবধান। শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ বেদোপজীবী প্রাকৃত কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী, আধাক্ষিকগণের অন্তরের ভাব জানিতে পারিয়া সময় সময় শাসন-তিরস্কারাদির দ্বারা তাঁহাদিগকে কৃপা করিতেছেন। যথা—

বৈষ্ণবের দয়া-দত্ত, কভু না বুঝয়ে ভণ্ড,
নীচ চিত্ত করিয়া গোপন।

শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-সেবার জন্য যে তীব্র রতি রাসসিদ্ধ তাহার একবিন্দু পাইলে জীব কৃতকৃতার্থ হইতে পারে। সেজন্য আর্ত্ত হইয়া যাহাতে তাঁহার কৃপাকটাক্ষের অপেক্ষা করিতে পারি, ইহাই শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে প্রার্থনা।

নির্য্যাণ

গত ৭ই চৈত্র (১৩৪৭), ২১শে মার্চ্চ (১৯৪১) শুক্রবার কৃষ্ণনবমী তিথি প্রাতঃ ৬ ঘটিকায় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত, শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের স্বল্পসংখ্যক নিষ্কপট সেবকবৃন্দের অন্যতম, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলস্থিত শ্রীগৌরং-কৃপাতিষিক্ত আর্ত্তাশ্রমের পরমোৎসাহী সেবকাগ্রণী শ্রীযুৎ কানাইলাল ভক্তিমহিম প্রভু শ্রীহরিসংকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীআত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীধামরজঃ লাভ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব যখন শ্রীমথুরায় কার্ত্তিক-ব্রত-উদ্‌যাপনোপলক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শ্রীপাদ ভক্তিমহিম প্রভু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট এক আবিপত্রে নিবেদন করেন যে, তিনি (শ্রীভক্তিমহিম প্রভু) শ্রীআলাল-

নাথ হইতে শ্রীহরিকীর্ত্তন ও শ্রীমাধুকরী-ভিক্ষা করিতে করিতে শ্রীনবদ্বীপধামপরিক্রমার পূর্ব্বে শ্রীগৌরধামে উপস্থিত হইবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব অতীব প্রীতির সহিত একটী অনুমতিদান-পত্র প্রেরণ করেন। তদনুসারে শ্রীভক্তিমহিম প্রভু কতিপয় সঙ্গীর সহিত বন্যা, বারিপদা, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি স্থানে হরিকথা প্রচার করিতে করিতে শ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মে উপনীত হন এবং পরিব্রজনসহকারে হরিজনদের অনেক মঙ্গলময় উপদেশ লাভ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ যখনই শ্রীমায়াপুরে শুভবিজয় করিতেন, তখনই আমরা শ্রীভক্তিমহিম প্রভুকে আর্ত্তাশ্রমের অন্যান্য সেবকগণের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হইয়া নানাপ্রকার ভজনবিষয়ক পরিপ্রশ্ন ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবার জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রযত্ন করিতে দেখিয়াছি। হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনে, বিশেষতঃ আত্মমঙ্গল-বরণে তাঁহার অসাধারণ অকৃত্রিম উৎসাহ ছিল। তিনি বাহ্যদর্শনে কোন প্রারব্ধ ভোগের অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাতে অকপট দৈন্য ও জীবনের বাস্তব-সন্ধান ও দুর্দ্দৈবগ্রস্ত অন্যান্য জীবের মঙ্গলের জন্য আন্তরিকী চেষ্টা পরিলক্ষিত হইত। তিনি নিজের ও পরের উদ্ধারের জন্য অকৃত্রিম চেষ্টাপরায়ণ ছিলেন বলিয়াই অতি সত্বর শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অবলম্বনময়ী কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। পরমপূজনীয় শ্রীপাদ ভক্তি-সুধাকর প্রভুর প্রতি তাঁহার স্বাভাবিকী প্রীতি ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা বিরাজিত ছিল। আমরা অনেক সময়েই তাঁহাকে শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর কৃপোপদেশ লাভ করিতে দেখিয়াছি।

শ্রীল প্রভুপাদের কৃপোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীভক্তি-মহিম প্রভু শ্রীপুরুষোত্তমে ও শ্রীআলালনাথের আর্ত্তাশ্রমের সেবকগণের ভগবৎসেবাবৃদ্ধির জন্য নানাভাবে প্রযত্ন করেন। এই আর্ত্তাশ্রম শ্রীনিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের পতিতপাবনী কৃপার নিদর্শনস্বরূপ। তথাকথিত পরার্থিতা হইতে যে-সকল সেবাশ্রম (?), আর্ত্তাশ্রম (?) প্রভৃতি কর্ম্মিসম্প্রদায়ের মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে এই আর্ত্তাশ্রমের আদর্শ সম্পূর্ণ ভিন্ন। শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়ের এই আর্ত্তাশ্রমে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীভক্তিবিনোদের শ্রীনামহট্টের অবতার সেবোন্মুখ-নয়নে দৃষ্ট হয়। শ্রীরূপের শ্রীনামহট্টের এই শ্লোকটির তাৎপর্য্য আর্ত্তাশ্রমের আদর্শের মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ ব্যক্ত করিয়াছেন,—

যদ্ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অদৈতি নাম স্ফুরণেন যস্য
প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥

(শ্রীরূপগোস্বামীকৃত শ্রীকৃষ্ণনামস্তোত্র)

অবিদ্যার তৈলধারার ন্যায় ব্রহ্মচিন্তা দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কার লাভ করিয়াও যে প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ ব্যতীত নষ্ট হয় না, কিন্তু হে নাম! জিহ্বাগ্রে তোমার স্ফূর্ত্তিমাত্রেই সেই কর্ম্মবীজ ধ্বংস হইয়া যায়,—বেদ ইহা তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন।

ফলভোগকামনারূপ আর্ত্তি হইতে ভগবদ্বিস্মৃতি বর্দ্ধিত হয়, আর শ্রীভগবৎকৃপা-লাভের আর্ত্তি হইতে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি বা ভক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। জগতের আর্ত্তাশ্রম প্রকৃতিতে ফলভোগ-কামনারূপ অনর্থই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সেইরূপ আর্ত্তিকবাদ শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপার জন্য আর্ত্তি প্রকাশিত হইলেই সমূলে উৎপাটিত হইয়া থাকে। আত্ম-স্বরূপ আগ্রত করিবার জন্যই শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আর্ত্তাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর্ত্তাশ্রমের সেবকগণ শ্রীভক্তিমহিম প্রভুকে অগ্রণী করিয়া তাঁহাদের কায়, মন ও বাক্যকে শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণনামপ্রভুর অনুশীলনে নিযুক্ত রাখিবার অপূর্ব্ব সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে আর্ত্তাশ্রমের সেবকবৃন্দ প্রারব্ধ-কর্ম্মফলজাত ব্যাধির চিন্তায় অভিনিবিষ্ট বা গ্রাম্য প্রজল্পাদিতে রত থাকিবার সুযোগ পান নাই; সকলেই শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-পুরীর শিক্ষা-দীক্ষার অনুশীলনে মন ও বাক্যকে নিয়োগ এবং শ্রীহরিসেবার নানাবিধ উপাদানের আনুকূল্যে দেহকে নিয়োগ করিতে পারিয়াছিলেন। প্রারব্ধ কর্ম্মফলে যে ব্যাধিগ্রস্ত দেহ লোকচক্ষে অত্যন্ত অনাদৃত, পতিতপাবনবর শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীনামপ্রভুর কৃপাভিষেকে সেই দেহ দ্বারাও ভগবৎসেবোপযোগী নানাপ্রকার শাকসব্জী, ফল-মূল প্রভৃতি আর্ত্তাশ্রমে উৎপন্ন হইয়া শ্রীপুরুষোত্তমমঠ ও শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়-মঠের নিত্যসেবায় নিয়োজিত হইয়াছে।

শ্রীভক্তিমহিম প্রভু উৎকলদেশীয় ভক্ত ছিলেন। তিনি যাজপুরের নিকটবর্ত্তী পুরুষোত্তমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহার নিষ্কপটতা ও শ্রীহরিনামে রুচি আদর্শস্থানীয়। তিনি শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল পরিক্রমা করিতে করিতে শ্রীগৌড়মণ্ডলে আসিয়া শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করিয়া আত্মনিবেদন-ক্ষেত্রে সর্ব্বাত্মনিবেদনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে নিত্যধামে আরোহণ করেন। অপ্রকটের পূর্ব্বে তাঁহার স্মৃতিশক্তি প্রবল ছিল। শুদ্ধ নির্ম্মল চিত্তেই এরূপ সম্ভব। প্রারব্ধকৃত আধিব্যাধি যে অন্যাভিলাষরহিতা অপ্রতিহতা শুদ্ধভক্তির কোনরূপ প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, তাহার আদর্শ তিনি স্থাপন করিয়াছেন।

অপ্রকটের দিবসই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ও তাঁহার সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে তাঁহার বিরহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীধামবাসী গুরুবর্গ ভক্তবৃন্দ এবং শিক্ষক ও ছাত্রগণের নিকট হইতে তাঁহার নির্য্যাণ-মহোৎসবের জন্য মাধুকরী-ভিক্ষা সংগ্রহ করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠানরূপ-নাট্যমন্দিরে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক ঐ সভায় শুভাগমন করিয়া শ্রীপাদ ভক্তিসহিদ প্রভুর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবাভিমূলক গুণাবলী কীর্ত্তন করেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাদেশে আর্ত্তপ্রবন্ধের লেখক শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারীজী শ্রীপাদ ভক্তিসহিদ প্রভুর সেবাদর্শের কথা বর্ণন করিয়াছিলেন। অতঃপর বৈষ্ণববৃন্দকে হরিকীর্ত্তনমুখে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

সংবাদপত্রের প্রতিধ্বনি

GITA'S MESSAGE TO HUMANITY

UNCONDITIONAL SURRENDER TO GOD.

[*The Sunday Times, Madras—March 9, 1941*]

SRIMAD BHAGAVAD GITA. edited and translated in English With text in Sanskrit by Tridandi Goswami Srila Bhakti Pradip Tirtha Maharaj the senior most sanyasi preacher of the Gaudiya Mission in charge of its London branch is an unique interpretation of the Gita based on the lines laid down by Sri Chaitanya Mahaprabhu.

Absolute and unconditional surrender as pointed by the Lord in the 66th sloka of the 18th Chapter is the sum and substance of the whole text of the Gita and is the gateway of the Transcendental realm where the most confidential and highest loving service can be rendered to the supreme Lord Krishna. This is the most confidential teaching of the Lord revealed in the Gita.

The process of attainment of this devotion—the **summum bonum** of human life which is dealt with in the present book—is unique in its character. It has no object of encouraging fruitive actions in extricating out the variegated transcendental eternal situation. It is sure that this book will do immense good to the sincere seekers of truth and love.

Neatly bound and nicely got up, the book is priced Rs 2 and can be had from Sri Gaudiya Math, Royapettah, Madras.

দ্রষ্টব্য :—শ্রীদোল-পূর্ণিমার পর হইতে ঢাকার নানাপ্রকার দুর্য্যোগবশতঃ প্রেসের কর্তৃপক্ষ প্রেসের কার্য্যপরিচালনা বন্ধ রাখিতে বাধ্য হওয়ায় তথা হইতে 'গৌড়ীয়'-মুদ্রণ-কার্য্য কিছুদিন স্থগিত থাকায় তাহা প্রকাশে বিলম্ব হইল।

কার্য্যাধ্যক্ষ, 'গৌড়ীয়'।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৯শে চৈত্র, ১৩৪৭; ১২ই এপ্রিল, ১৯৪১ | ৩৫শ-৩৬শ সংখ্যা

প্রশ্নোত্তরমুখে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম *

স্থান—শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-প্রাঙ্গণ, শ্রীধাম মায়াপুর।

কাল—২৪শে ফাল্গুন (১৩৪৭), ৯ই মার্চ্চ (১৯৪১), রবিবার।

প্রশ্ন—সংখ্যা-নাম কি নির্দ্দিষ্ট ক'রে ক'রতে হ'বে?

উত্তর—অন্ততঃপক্ষে লক্ষনাম গ্রহণ ক'রতে হ'বে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ব'লেছেন—লক্ষনাম গ্রহণ না ক'রলে—চিত্তে শ্রীনামের উদয় না হ'লে শ্রীগৌরসুন্দর বা শ্রীকৃষ্ণ তাঁ'র গৃহে কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন না। যদি শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীকৃষ্ণই গ্রহণ না করেন, তবে ইন্দ্রিয়গুলি থেকে লাভ কি? দেহ-ধারণ ক'রে কি লাভ? এ প্রাণও থাকবার কোন প্রয়োজনই থাকে না। জগতের যত কিছু উপাদান বা উপকরণ আছে, তা'র এবং আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিসমূহের একমাত্র সার্থকতা হয় যদি তা' শ্রীগৌরকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হয়, নতুবা তা' সর্ব্বতোভাবে ব্যর্থ হয়। আমাদের ইন্দ্রিয়ের চেষ্টা গ্রহণ ক'রবেন কে? যদি শ্রীনামপ্রভু আমাদের জগতে উদিত হ'য়ে আমাদিগকে আত্মসাৎ না করেন, যদি আমাদের সংযেন্দ্রিয়ে তাঁ'র পারাধাসিংহাসন স্থাপিত না হয় অর্থাৎ ভোক্তা প্রভুই যদি না আসেন, তবে ভোগ ক'রবে কে? শ্রীগৌরসুন্দরই শ্রীকৃষ্ণ—তিনিই শ্রীনাম। শ্রীনাম যখন আমাদিগকে আত্মসাৎ করেন, তখনই তাঁ'র আবির্ভাব হয়। লক্ষনাম হয় না কখন? যখন অন্য বিষয়ে আমাদের কালাতিপাত হয়। অন্য বিষয়ে মনোযোগ হ'লেই ব্যবধান এসে গেল। ভোগ্য আমার ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ এবং ভোক্তা শ্রীনামের মধ্যে barrier সৃষ্টি হ'য়ে গেল। মন চেতন ও অন্তঃকরণ থা'কলেই নির্জ্জন রক্ষা করা যায় না

* জনৈক শ্রোতা কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও নিম্নভাষায় মন্মাত্র লিখিত।

নিরপরাধে—সমস্ত রকমের ব্যবধান ছেড়ে দিয়ে নির্দ্বন্দ্বের সহিত শ্রীনাম গ্রহণ ক'রলে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁর সেবা গ্রহণ ক'রবেন। একলক্ষ নাম গ্রহণ না ক'রলে ত' মহাপ্রভুর নিকট সেবা লাভের জন্য প্রার্থনা জানানই যা'বে না। শ্রীনাম নিরন্তর হ'লে ক্রমে নামসংখ্যা আরও দিন দিন বৃদ্ধি পা'বে। প্রভুর সঙ্গ কোন্ দাস আকাঙ্ক্ষা করেন?

প্রঃ—যে-কোন প্রকারে ধামে বাস ক'রে মঙ্গল হয় কি?

উঃ—শ্রীধামে ভোগবুদ্ধি না ক'রে—শালগ্রাম দিয়ে নিজের ভোগের বাসনা ভাঙ্গবার চেষ্টা না করলেই হ'বে; তাঁর চিত্তবৃত্তি দেখতে হ'বে, সে সরল নিষ্কপট কি না? অল্প কিন্তু সরল যদি হয়, তবে শ্রীধামের মাহাত্ম্য শুনলে সে প্রভাবিত হ'বে—তখন তাঁর মঙ্গল হ'বে। শ্রীধামে বাস ক'রে জড় ব্যবসায়াদি করা অপরাধ। অপরাধ করতে হ'বে না। শ্রীধামবাস ও ধামাপরাধ এক নয়। শ্রীধাম ভগবানের অঙ্গ বা বৈভব। শ্রীভগবানের সহিত অভিন্ন। শ্রীভগবানের নিকট শরণাগত না হ'লে কৃপা পাওয়া যায় না। যদি শ্রীধামকে ভগবানের বৈভব ব'লে জ্ঞান ক'রে—নিজেকে শ্রীধামের অনুগত অর্থাৎ ভোগ্য বা দৃশ্য অর্থাৎ ধামের ধূলি জ্ঞান ক'রে, ধামের ভোক্তা বা দ্রষ্টা জ্ঞান না ক'রে ধামের ও ধামবাসীর কৃপাভিখারী হ'তে পারি, তা'হ'লে হ'বে। যখনই নিজেকে ধামের দ্রষ্টা বা ভোক্তা জ্ঞান হ'বে, তখনই ত' দেখবে অন্যান্য প্রাকৃত স্থানের মত এখানেও জল, মাটি, কাদা ইত্যাদি, তখন "ভৌম ইজ্যধীঃ" হ'য়ে যা'বে। শ্রীধাম সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু। শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির সন্ধিনীবৃত্তির পরিণতিই শ্রীধাম। সন্ধিনীশক্তিদ্বয়বিগ্রহই শ্রীবলদেব বা শ্রীনিত্যানন্দ। শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দ গৌরকৃষ্ণের সেবা-বিগ্রহ। তিনি শ্রীধামরূপে কায়বিস্তার ক'রেছেন। শ্রীধামকে ভগবৎ-সম্বন্ধি-বস্তু—শ্রীভগবানের ন্যায় অখণ্ড, স্বতন্ত্র ব'লে উপলব্ধি করতে হ'বে। শ্রীধাম খণ্ড বা ব্যাপ্য নহেন; ভগবান্ যেরূপ ব্যাপক, ভগবদ্ভক্তির শ্রীধামও তদ্রূপ ব্যাপক বা বিভুবস্তু। এইরূপ শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রীধামে বাস করতে হ'বে; যে কোন অবস্থায়, যে কোন সময়ই থাকুক না কেন, বিরোধ না করলেই হ'বে। শ্রীধামের ভূমি, জল, বায়ু দ্বারা জড়েন্দ্রিয়ের পোষণ করবার দুর্বুদ্ধি না হয়, তা'হ'লে শ্রীধামকে ভগবদ্বস্তু জ্ঞান করা হ'ল না। জড়েন্দ্রিয়ের সাহায্যে ধামবাস হয়, এই বিচার হ'লে প্রকৃতির অতীত বস্তুকে প্রকৃতির অন্তর্গত বলে মনে করা হ'য়ে গেল—মায়াতীত বস্তুকে মায়িক জ্ঞান করা হ'ল—তা'হ'লে ধামের স্বরূপের সহিত বিরোধ করা হ'ল। শ্রীধাম ইন্দ্রিয়াতীত, মায়াতীত, অপ্রাকৃত; এই অপ্রাকৃতবুদ্ধিতে বাস করলে মঙ্গল হ'বে। শ্রীধাম পরিক্রমা করাও শ্রীধামের সেবা। শ্রীভগবানের অর্চ্চিত হ'লেও শ্রীধামে পাদস্পর্শে দোষ হয় না, পাদ দ্বারা সেবা হয়। নবধাভক্তির অন্যতম অঙ্গ পাদসেবনের অন্তর্গত ধামবাস বা অর্চ্চিয়ে বাস (শ্রীধাম অধোক্ষজ বা স্বতঃকর্তৃত্বধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তু, তিনি পাদতাড়িত হ'বার যোগ্য নহেন)। শ্রদ্ধা অথবা রুচির সহিত শ্রীধাম বা শ্রীমন্দিরকে আরাধ্য-জ্ঞানে তথায় অবস্থান করলেই শ্রীধাম বা শ্রীমন্দিরে বাস হয়। **দৈন্য ও আর্ত্তি-সহকারে বাস করতে হ'বে। শ্রীধামের কৃপা ও নিজের অযোগ্যতার জন্য প্রবল দৈন্য উপস্থিত হ'বে।** পরছিদ্রানুসন্ধান, কলহ ইত্যাদির অবসর থাকবে না,—দৈন্য উপস্থিত হ'লে। শ্রীধামের তৃণগুল্মাদিরও দাসত্ব প্রার্থনা ক'রে নিজের অযোগ্যতার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে হ'বে। দৈন্য ও আর্ত্তি ব্যতীত—নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা অধম, অযোগ্য ও সকলের কৃপার ভিখারী ব'লে উপলব্ধি না হ'লে শ্রীধামবাস হ'তে পারে না। শ্রীধামের কৃপার আভাসেও মঙ্গল হয়, অর্থাৎ শ্রীধামের চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি না হ'লেও যদি শাস্ত্র ও মহাজনের এই বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করি, কুতর্ক ক'রে বিরোধ না করি এবং শ্রীধামের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও শ্রীধামের সন্ন্যাসাজ্ঞা ক'রে কার্পাসপতিকে দূরেও থাকি, তা' হ'লেও মঙ্গল হয়। শ্রীধামে কোনপ্রকার জড়বুদ্ধি না হয় অর্থাৎ সহর অপেক্ষা এই স্থানের স্বাস্থ্য ভাল, আবহাওয়া ভাল বা বেশ নির্জ্জন আরামপ্রদ ইত্যাদি জ্ঞান না হয়। জল, মাটি, কাদা জ্ঞান ক'রে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুতে জড়বুদ্ধি না হয়, এ বিষয়ে আমাদিগকে সতর্ক থাকতে হ'বে।

প্রঃ—সঙ্গে স্ত্রী থাকলে কি শ্রীধাম-বাস হয়?

উঃ—স্ত্রী সঙ্গে থাকলেও হ'তে পারে; পরস্পরের মধ্যে ভোগবুদ্ধি ছেড়ে দিয়েই বাস করবেন, তাঁ'রই হ'বে। যদি রজোগুণতাড়িত হ'য়ে গ্রামবাসের বুদ্ধিতে বাস করি, তা'হ'লে বিষয়বুদ্ধি প্রবল হ'য়ে যা'বে, নিজেকে ভোক্তা

অভিমান ক'রে আমার ভোগ্যবস্তু আছে—এই জ্ঞান হ'বে ; তখন ইন্দ্রিয়সুখ লাভ করব, এরূপ স্পৃহা জাগ্‌বে। এই বুদ্ধি নিয়ে শ্রীধাম বাস হয় না। আগেই বলা হ'য়েছে—দীন না হ'লে, অকিঞ্চন না হ'লে শ্রীধাম-বাস হয় না। যা'র জ্ঞান আছে যে, আমার ভোগ্য কিছু আছে, সে ত' অকিঞ্চন হ'তে পার্‌ল না। কাজেই সে ত' শ্রীধামে বাস করতে পার্‌ল না। তা'র গ্রামবাস হ'য়ে গেল। অকিঞ্চনেরই শ্রীধামবাস হয়, কারণ তাঁ'র ইন্দ্রিয়-সুখ লাভের স্পৃহা নাই, তিনি ইন্দ্রিয়কে শ্রীধাম ও শ্রীধামেশ্বরের সেবায় উৎসর্গ ক'রেছেন। অকিঞ্চন হ'লে গৃহে ধাম দর্শন হয়। যদি ভোগ-বুদ্ধি থাকে, তবে শ্রীধামবাসের অভিনয়ে গ্রামবাস হয়। অকিঞ্চন হওয়া দরকার। মেনে নেওয়া, বয়ে নেওয়া বা কল্পনার কথা নয় ; মনে ভোগবুদ্ধি পুষে রেখে গৃহে থেকে ধামবাস কর্‌ছি অথবা গৃহ ছেড়ে ধামবাস কর্‌ছি এই মিথ্যা আচারের কাজ নয়। যাঁ'রা শ্রীধামবাসী অর্থাৎ ভক্ত, সাধু, বৈষ্ণব, তাঁ'দের সঙ্গ অর্থাৎ প্রচেষ্টাসহকারে তাঁ'দের কীর্ত্তিত কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ অথবা তাঁ'দের গুরু শ্রবণাদি এবং পরিচর্য্যা কর্‌লে শ্রীধামবাস হয়।

প্রঃ—ভৌম ধামের বৈশিষ্ট্য কি ?

উঃ—পুরুষাভিমানীর নিকট শ্রীধাম জড়বৎ বা মাটির মত প্রতীত হ'লেও তিনি প্রাকৃত বস্তুর সঙ্গে মিশেন না। প্রাকৃত ভোগীর নিকট শ্রীধাম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু মনে হ'লেও তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, তিনি ইন্দ্রিয়াতীত অধোক্ষজ বস্তু ; ইহাতে তাঁহার কল্পনার আদিক্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়। ভৌম ধামের বিচিত্রতা বেশী—চমৎকারিতা বেশী। তাঁ'র নাম গোকুল, বৃন্দাবন, শ্বেতদ্বীপ বা নবদ্বীপ। চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড বা প্রপঞ্চের অতীত বিরজা, বিরজার পরপারে ব্রহ্মলোক, তদূর্দ্ধে বৈকুণ্ঠ। প্রপঞ্চে ইহাদের অবতরণ নাই। কিন্তু তদূর্দ্ধে অবস্থিত গোলোক-বৃন্দাবন বা শ্বেতদ্বীপ এবং শ্বেতদ্বীপ হ'তে অভিন্ন শ্রীনবদ্বীপধাম প্রপঞ্চে প্রকট থেকেও বৈকুণ্ঠের উপরে বিরাজমান। ভৌম-নামে মর্ত্য (যা'কে ইংরাজীতে mortal বলে) অর্থাৎ মানুষের ন্যায় লীলা চতুর্দ্দশে লীলার প্রকট ও অপ্রকটে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই ভৌম-লীলার চমৎকারিতা বেশী।

প্রঃ—হরিনাম-গ্রহণকালে একটি আঙ্গুল বাহিরে রাখা হয় কেন ?

উঃ—একটি আঙ্গুল মানে তর্জ্জনীকে বাহিরে রাখা হয়। তর্জ্জনী দ্বারা শাসন বা নিয়মন করা হয়। শ্রীহরিনাম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, কাজেই তাঁ'কে নিয়মিত করা যায় না। তর্জ্জনী দ্বারা বস্তু নির্দ্দেশ করা হয়। যে পরিদৃশ্যমান জগৎকে তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করে, সেটা জীবের বন্ধনস্থল—কারাগার। শ্রীহরিনাম ব্যতীত আর সবই কারাগার, ইহাই তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করে এবং এই সঙ্গে আরও জানায় যে, কারাগার হ'তে মুক্ত হ'তে হ'লে বৈকুণ্ঠনামের আবির্ভাব দরকার। তর্জ্জনী দ্বারা 'ইদং' বস্তুকে দেখান হচ্ছে। 'ইদং' বস্তু বৈকুণ্ঠ নহে, প্রাকৃত বা মায়িক। ব্রহ্মের নাম 'সেদম্' ; শ্রুতি বল্‌ছেন—"সেদম্ মদিদমুপাসতে" অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তু 'ইদং' বা এই বস্তু নহেন। তিনি 'তৎ' বা সেই বস্তু। তিনি 'ইদং'ও নহেন 'ত্বং' বস্তুও নহেন। "ত্বং" অর্থাৎ তুমি। 'ত্বা' বস্তুও 'ইদং' নহে। তর্জ্জনী জানাইতেছে 'তৎ' বস্তু তুমি 'ইদং' এর নও, তুমি 'তৎ' বস্তুর। তর্জ্জনী 'ইদং' বস্তুর পরিমাপক বা নির্দ্দেশক, সে 'তৎ' বস্তুকে স্পর্শ ক'রতে পারে না। যাঁ'কে ধারণা যায় না তিনি অধোক্ষজ, ইন্দ্রিয়াতীত, বৈকুণ্ঠ বস্তু। তাঁ'কে ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা যায় না। অধোক্ষজ অর্থাৎ তৃতীয় মান হ'তে অন্য মানের বস্তু। তৃতীয় মানের বস্তু মানব-সেবার ধারণাযোগ্য নহে, যদিও কোন কোন বৈজ্ঞানিক এসম্বন্ধে কল্পনা ক'রেছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু-মাত্রেই তিনটি মানবিশিষ্ট অর্থাৎ দ্রব্যতা, দৈর্ঘ্য ও পরিমণ্ডল অথবা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতাবিশিষ্ট। এই অঙ্গুলী নির্দ্দেশ ক'র্‌ছে যে, 'ইদং' বা এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব ঐরূপ তিনটি মানবিশিষ্ট। শ্রীহরিনাম ঐরূপ তৃতীয় মানের বস্তু নহেন, তুমিও ঐ তিন মানের মধ্যে আবদ্ধ থাকিও না।

প্রঃ—সাধন-ভজন কি প্রকারে হ'বে ?

উঃ—সাধুসঙ্গে সাধন-ভজন হ'বে।

প্রঃ—যে-সমস্ত লোক ধামে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য কর্‌ছে, তা'রা মঙ্গল লাভ করবে কি ?

উঃ—আরাধ্য বা উপাস্য বস্তুকে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নিযুক্ত কর্‌লে অপরাধ হ'বে। সেব্য বস্তুর সেবা ক'রতে হ'বে। সেব্যের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই সেবা। সেবক বা উপাসক নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি চা'ন না ; চাইলে সেবার পরিবর্ত্তে ভোগ হ'য়ে গেল।

প্রঃ—"যাবতা স্যাৎ স্বনির্বাহঃ কীকুর্যাত্তাবদর্থবিৎ" এই বিচারে কৃষ্ণকেও কি ভোগ ক'রে যা'বে ?

উঃ—'স্বনির্বাহ' শব্দের অর্থ কি ? 'স্ব' শব্দে দেহ নয়। 'স্ব' অর্থে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের সহিত তদীয় সেবকের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় যাহা দ্বারা সেই ভক্তি। স্বনির্বাহ অর্থে ভক্তি-নির্ব্বাহ। ভক্তির অনুকূল দেহেন্দ্রিয়াদির জন্য যতটুকু অর্থ বা সুবিধাদির প্রয়োজন ততটুকু গ্রহণই "যাবতা স্যাৎ স্বনির্বাহঃ" শ্লোকের অর্থ। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগসূত্রই 'স্ব'-শব্দবাচ্য ভক্তি। ভক্তি অর্থে রাগ, টান বা প্রীতি। ভগবানের প্রতি রাগ বা টান উপস্থিত হ'লে তবে ত' তা'র নির্ব্বাহ। রাগ যা'র না হ'য়েছে তা'কে কি ক'রে বোঝান যা'বে ? যা'র সন্তান নাই, তা'কে সন্তানের মাতার কি করতে হয়, কি ক'রে বোঝান যায় ? যখন রাগ উপস্থিত হয়, তখন সেবোর সুখের জন্য যে দেহ-ধারণ, তাহা ভক্তির ব্যাঘাত-কারক নয়। যাহা ভক্তির অনুকূল, ততটুকু গ্রহণ করলে অপরাধ হ'বে না, এটা শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশ। যিনি যখন যোচন ক'রে নিজের আত্মার আত্মাকে দিয়ে দেন, সেই ধাম ও ধামবাসীকে দিয়ে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করতে হ'বে না। শ্রীবরবিপ্র ব'লে একজন ভক্ত এখানে বাস করতেন।—তিনি খোড়মোচা বিক্রী ক'রে দিনাতিপাত করতেন। তাঁর বাড়ীতে জল পান করার একটি শতছিদ্র লৌহপাত্র মাত্র ছিল। পরিধানে অতিজীর্ণ বস্ত্র ও ঘরের চালে খড়ও প্রায় ছিল না। মহাপ্রভু তাঁর দ্রব্য কেড়ে নিয়েছেন। তিনি নিজের অবস্থার উন্নতির কোন চেষ্টা করেন নাই। শ্রীবাস পণ্ডিত এখানে পরিবারবর্গ নিয়ে থাকতেন। স্ত্রী-পুত্র, চারি ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্রী ইত্যাদি বহু পরিজন তাঁর। পরিজন পালনের জন্য কোন প্রকার চেষ্টা করতেন না। মহাপ্রভু তাঁকে উপার্জ্জনের কথা বললেন, কিন্তু তিনি কৃষ্ণই রক্ষক ও পালক জেনে শরণাগতির চরম আদর্শ দেখালেন, কোন চেষ্টা করতে চাইলেন না। মহাপ্রভু তখন বললেন যে, সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীরও যদি অভাব হয়, তবুও শ্রীবাসের কোনদিন অভাব হ'বে না। যিনি নারায়ণের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের মালিক, সেই লক্ষ্মীকান্ত গৌর-নারায়ণ বলছেন—লক্ষ্মী উপবাসী থাকতে পারেন, কিন্তু তুমি কখনও উপবাসী থাকবে না। ভক্ত, লক্ষ্মী এমন কি স্বীয় আত্মা হ'তেও ভগবানের প্রিয়। সম্পূর্ণভাবে শ্রীধামের শরণাগত হ'য়ে থাকতে হ'বে। **যোগ অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা এবং ক্ষেম অর্থাৎ প্রাপ্ত বস্তু রক্ষা ক'রবার জন্য উদ্বেগ ছেড়ে দিতে হ'বে।** কায়মনোবাক্যে নিষ্কপটে শরণাগত হ'তে হ'বে। আমাদের দিক্ থেকে কায়মনোবাক্য সমর্পণ করা ছাড়া আর কিছুই কৃত্য নেই। যাঁ'কে গোপ্তৃত্বে বরণ করতে হ'বে তিনিই সমস্ত ব্যবস্থা করবেন। **আহারে জিয়, বা না জিয়, সেটা তাঁর চিন্তার বিষয়, আমার চিন্তার বিষয়—আত্ম-সমর্পণ ক'রে সেব্যের সেবা লাভ করা।**

প্রঃ—"ধামবাসিজনে প্রণতি করিয়া মাগিব কৃপার লেশ", এই ধামবাসী কাঁহারা ?

উঃ—শ্রীধামবাসী শ্রীধামের ন্যায় সচ্চিদানন্দ-বস্তু, প্রাকৃত, খণ্ড, বা জড় বস্তু নহেন। শ্রীধাম ইন্দ্রিয়ভোগ্য গ্রাম নহেন, শ্রীভগবানের ন্যায় সচ্চিদানন্দ বিভু বস্তু। শ্রীধাম ও শ্রীধাম-বাসী শুদ্ধবৈষ্ণব তদীয় বা বৈষ্ণব বস্তু। শ্রীধামে থাকা মানেই ধামবাসীর কৃপা লেশ ভিক্ষা করা। শ্রীধামে থাকা বা ধামবাসীর কৃপালেশ প্রার্থনাই ভগবৎ-সমীপে বাস বা ভগবানের কৃপা-ভিখারী হওয়া। শ্রীধামবাসী শ্রীধামের বৈভব। নরদেহ বা নারীদেহধারী দূরে থাকুক, এখানে কীটপতঙ্গাদি সকলই শ্রীধামের বৈভব। সূর্য্য যেমন, কিরণ ছাড়া নহেন, সেইরূপ শ্রীধামও কখনই বৈভববিহীন হন না। ধামে থেকে ধামবাসীর কৃপা লাভ না হ'লে ধাম-বাস হ'ল না। সূর্য্যের নিকট বাস করা মানেই যেমন সূর্য্যের আলোর নিকট বাস করা, তেমনই ধামে বাসকরা মানেই ধামবাসীর সঙ্গ করা। **শ্রীধাম ও শ্রীধামবাসী গুরু-বর্গের প্রতি ঐকান্তিক শরণাগতিবিশিষ্টজনই শ্রীধামবাসী।** শ্রীধামবাসীর নিজের দেহের চিন্তা নাই। তিনি বিক্রীত পশুর ন্যায়। বিক্রীত পশু অথবা বিক্রেতা নিজে ভরণপোষণের চিন্তা করে না ; সে চিন্তা ক্রেতার। **শ্রীধামবাসী দেহটাকে ক্রেতা শ্রীধামের কাছে—ধামের মালিক বিষ্ণুচৈতন্য কৃষ্ণকে সমর্পণ ক'রেছেন।** এখানে পাটোয়ারী বুদ্ধি নাই। কৃষ্ণকে দিয়ে চাকরী করিয়ে নেবার ইচ্ছা নেই।

প্রঃ—ধামের কীটপতঙ্গকৃপশুপ্রাদিকেও কি অতি সাবধান বিচার করতে হ'বে ?

উঃ—অতি ভাগ্যবান্ কেন? তাঁরা ব্রহ্মারও দুর্লভ ভাগ্যের অধিকারী। ব্রহ্মা শ্রীধামের কীটপতঙ্গাদি হ'তে চেয়েছেন। শ্রীমদ্ভাগবত এই কথা ব'লেছেন,—

"তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥

(ভাঃ ১০।১৪।৩০)

ধামের কীট-পতঙ্গ, তৃণ-গুল্মাদি মহা-মহা-সৌভাগ্যবান্। ব্রহ্মা স্বয়ং সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পিতা স্রষ্টা হয়েও শ্রীধামের কীট-পতঙ্গ, এমন কি 'তৃণ' হ'বারও প্রার্থনা ক'রেছেন; এইরূপ দর্শন হওয়া চাই। সর্ব্ব বস্তুতে সেব্যের অধিষ্ঠান দর্শন হ'লে তবে ত' এইরূপ দর্শন হ'বে। তিনি ধামবাসী ছাড়া আর কিছু দর্শনই করেন না।

প্রঃ—এইরূপ দর্শন যাঁর হ'য়েছে, তাঁর ত' গৃহে ও ধামে কিছু প্রভেদ নাই। তিনি ত' গৃহে থেকেও মঙ্গল লাভ কর্‌তে পারেন।

উঃ—তাঁর 'গৃহেতে গোলোক ভাই'। গৃহে ও ধামে সর্ব্বত্র তাঁর চিত্ত সর্ব্বদা ধামবাসীর পাদপদ্মে অভিনিবিষ্ট থাকে, তিনি সর্ব্বতোভাবে ধাম আশ্রয় করেন, গৃহে আবদ্ধ হন না এবং শ্রীধাম ছেড়ে গৃহাভিমুখে দৌড়ান না। তিনি ধামের বিরহে কাতর হ'য়ে পড়েন। যিনি এইরূপ চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অনুসরণ করেন, তাঁর মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। অনায়াসভাবে সংসার করায় তাঁর কোন অসুবিধা হয় না। তিনি অনুকূল শ্রীধাম-স্মৃতি লইয়াই শ্রীহরিজনগণের গৃহে বাস করেন।

প্রঃ—শাস্ত্রে পাই—বিষ্ণুর রূপ সব চতুর্ভুজ, কিন্তু তাঁর সেবকের চতুর্ভুজ রূপ কিরূপ?

উঃ—আড়াইটি রসের দ্বারা যেখানে প্রীতি সেখানে সারূপ্য দেখি। বৈকুণ্ঠে ভগবান্ চতুর্ভুজ, দ্বারকায় কখনও চতুর্ভুজ, কখনও দ্বিভুজ। দ্বারকার সেবকগণের দুই প্রকার ভক্তি দেখা যায়—প্রেমসেবোন্মুখা ও সুখৈশ্বর্য্যোন্মুখা। প্রেমসেবোন্মুখাতে মুক্তিবাঞ্ছা নাই, কেবল সেব্যের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিবিধানরূপ সেবার ইচ্ছা আছে। সুখৈশ্বর্য্যোন্মুখাতে ভাগবতধর্ম্মের সহিত সাষ্টি, সারূপ্য, সালোক্য ও সামীপ্য এই চারি প্রকার মুক্তির কথা আছে। আচার্য্য শ্রীনাথ মাধবাদ্বয় ও শ্রীমধ্ব এই মুক্তির আদর ক'রেছেন।

প্রঃ—চেষ্টা কর্‌লে ধামে বাস হয় কি?

উঃ—শ্রীধাম ও শ্রীধামবাসীর কৃপায় হয়। তবে সেই কৃপা গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হওয়া দরকার, যত্ন ও চেষ্টা করা দরকার। জাগতিক বস্তু লাভের জন্য আমাদের কত চেষ্টা! আর পারমার্থিক মঙ্গল লাভের জন্য কি চেষ্টা হ'বে না? চেষ্টা দুই প্রকারে হয়। শ্রীধামে প্রীতি উপস্থিত হ'লে শ্রীধামবাসের জন্য স্বতঃ চেষ্টার উদয় হয়। প্রীতির প্রথমেই শ্রদ্ধা হয়। প্রথমে শ্রীধামের প্রতি বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা হয়, ক্রমশঃ ধামবাসীর সঙ্গ হয়। তৎপরে ধামবাসের চেষ্টাফলে ক্রমশঃ ধামকে একান্তভাবে কায়মনোবাক্যে আশ্রয় করাই প্রীতির লক্ষণ হয়। অন্য প্রকার—নিষ্ঠাগণের অনুকৃতি ক'রে ধামবাসের প্রবৃত্তি হয়। যেমন কোন ব্যক্তি যদি রৌদ্রতাপে আকুল হ'য়ে থাকে, সে জলের নিকট দৌড়ায়, তেমনই যে বুঝ্‌তে পারে যে, আমি জলতে আছি, আমি জলকের ক্লেশে ক্লিষ্ট হচ্ছি, তা'র ভগবদ্ধামে বাসের প্রবৃত্তি হ'বে। গ্রামের ক্লেশ অনুভূতি হওয়ায় যা'র মনে হৈত্য আসে যে, আমি কি ধামে বাস কর্‌তে পার্‌ব? শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগুরুরূপে এঁদের তা'র স্বরূপ, ধামের স্বরূপ শিক্ষা দেন। স্বরূপে অবস্থান ও শ্রীধামবাস একই কথা। যতই স্বরূপের উদ্বোধন বা শ্রীধামের সঙ্গ হয়, ততই চিত্ত নির্ম্মল ও প্রীতিযুক্ত হয়। শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় বিষয়-বাসনা সমাগ্‌ভাবে দূর হ'লে শ্রীধামে বাস হয়।

প্রঃ—লক্ষ নাম গ্রহণ না ক'রে শ্রীগুরুদেবকে বা শ্রীগুরুকে কোন উপচার নিবেদন করা যায় কি না?

উঃ—কি ক'রে যা'বে? যিনি গ্রহণ কর্‌বেন তিনিই স্বমুখে প্রকৃপদেশ দিয়ে বল্‌বেন যে, লক্ষ নাম গ্রহণ না কর্‌লে তাঁর নিকট গ্রহণ কর্‌ব না। তিন রকম উপদেশ আছে। প্রভুপদেশ, মিত্রোপদেশ ও কান্তোপদেশ। প্রভুপদেশে বল্‌তে জোর ক'রে লাঠি মেরে বেটা বোঝানো হয়; মিত্রোপদেশে বন্ধুর মত বুঝিয়ে যে উপদেশ দেওয়া হয়, আর কান্তোপদেশে আদর বা আব্দারের সহিত স্বামি-স্ত্রীর ন্যায় উপদেশ দেওয়া হয়। প্রভুপদেশই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। যিনি নিরপরাধে নাম গ্রহণ করেন, তাঁরই মনোভীষ্ট দ্বারা

নিবেদিত বস্তু ভগবান্ গ্রহণ করেন। নাম থাকাতেই বস্তুর মধ্যে শ্রীনামই পূর্ণচেতন পুরুষোত্তম-বস্তু। যজ্ঞে শ্রীনামাত্মক চতুর্থ্যন্ত পদ ও নমঃ, স্বাহা প্রভৃতি শব্দ আছে। সেখানে শ্রীনামপ্রভুর প্রতি অবজ্ঞা, সেখানে যজ্ঞ ও শ্রীনামী সকলের প্রতিই অবজ্ঞা। শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ না কর্‌লে প্রসাদ হ'বে না। সাধকের চিত্তে যদি শ্রীনামপ্রভু আবির্ভূত না হন, তবে কে গ্রহণ কর্‌বে? নামিপ্রভু শ্রীনামপ্রভুরূপে এ' জগতে সেবা গ্রহণ করেন। সেই নামিপ্রভুই বল্‌ছেন—নামনাম গ্রহণ কর্‌লে তবে সেবা গ্রহণ করেন। তবে কেবল সংখ্যা পূরণ কর্‌লেই হ'বে না, নিরপরাধে নাম গ্রহণ কর্‌তে হ'বে। ভগবানের নাম আর প্রসাদ একই বস্তু। ভগবান্ ও তাঁ'র স্বরূপশক্তি একই বস্তু। শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবদ্বিগ্রহ থেকে পৃথগ্ বস্তু ন'ন্। অর্চ্চনকালে মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারাও শ্রীনামগ্রহণ হয় এবং পৃথগ্‌ভাবে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর কীর্ত্তন দ্বারাও হয়। শ্রীনাম-গ্রহণ দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি—বৃত্তশুদ্ধি হয়। ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরকে মহামন্ত্র বলা হয়। শ্রীনাম-গ্রহণের দ্বারাই অর্চ্চন হয়, আবার পৃথগ্‌ভাবে অর্চ্চন প্রক্রিয়ার দ্বারাও অর্চ্চন হয়। **মহামন্ত্র গ্রহণ না কর্‌লে কেবল অর্চ্চনের দ্বারা ভগবানের পূর্ণ কৃপা লাভ হয় না—অর্চ্চনও শুদ্ধ হয় না।** শ্রীনামতত্ত্বজ্ঞের নিকট অভিগমন কর্‌লে—শরণাগত হ'লে তিনি সম্বন্ধজ্ঞান দান করেন, নামাপরাধ, নামাভাস ও শুষ্ক নামের কবলটী ঘুচিয়ে দেন।

প্রঃ—অজামিলের নামাভাস কি প্রকার?

উঃ—উহা সাঙ্কেত্য নামাভাস। আজীবন ছেলেকে নারায়ণ ব'লে ডাক্‌তে মরণের সময় তাঁ'র নারায়ণের স্মৃতি এসেছিল। কিন্তু এটা কিছু নজীর নয়। সকলের পক্ষে এটা প্রযুক্ত হ'বে না। সকলেরই আজীবন ছেলের নাম ক'রে মরণের সময় নারায়ণের স্মৃতি উচিত হ'বে না। নামাভাস চা'র প্রকার—সাঙ্কেত, পরিহাস, স্তোভ ও হেলা। কুটিলতা বা হেলা থাক্‌লে হ'বে না। সাঙ্কেতে, পরিহাসে বা স্তোভে বিষ্ণুস্মৃতি হ'লে হ'বে। সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত নামোচ্চারণ শুদ্ধ নাম। সম্বন্ধজ্ঞান-রহিত হ'য়ে নিরপরাধে নাম গ্রহণ কর্‌লে নামাভাস হয়। নামের শুদ্ধাশুদ্ধি নাই। নামে অপরাধাদি নাই। নাম সর্ব্বদাই নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত ও চৈতন্যস্বরূপ। **শুদ্ধাশুদ্ধি—গ্রহণকারীর।** নাম কিছু অশুদ্ধ হ'য়ে যান না। গ্রহণকারী অপরাধবশে অশুদ্ধোচ্চারণের অভিনয় করে মাত্র।

প্রঃ—'অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর ম'—এখানে এই স্ত্রীসঙ্গী কা'কে বলে?

উঃ—স্ত্রীসঙ্গী বল্‌তে যে কেবল স্ত্রীদেহধারীর সঙ্গকারী পুরুষদেহধারীকেই উদ্দেশ করা হয়, তাহা নয়। স্ত্রীদেহধারীও স্ত্রীসঙ্গী হ'তে পারে। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুমাত্রেই স্ত্রী বা যোষিৎ। তাঁ'র প্রতি সমাসক্তরূপে প্রীতি অথবা সমাসক্তরূপে অভিনিবেশ বা ধ্যান অথবা চিত্তেতে তাঁ'কে সম্পূর্ণরূপে আধিপত্য কর্‌তে দেওয়ার নাম সঙ্গ। জীবের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুমাত্রেই জড়, অচেতন, তা'কে মাপা যায়। স্ত্রীদেহধারীই হ'ক্ আর পুরুষদেহধারীই হ'ক্, সকলের দেহই জড়, অতএব স্ত্রী বা যোষিৎ। স্ত্রীদেহধারী বা পুরুষদেহধারী যখন ভোগবুদ্ধি নিয়ে জড়দেহে অভিনিবিষ্ট হয়, তখন তা'রা স্ত্রীসঙ্গী হয়। **যে ফল কামনা করে সেই স্ত্রীসঙ্গী।** সেই স্ত্রীসঙ্গীও দুই প্রকার—বৈদ ও অবৈদ। বৈধ কর্ম্মীও যদি হরিভজন না করে তবে পুণ্যকর্ম্ম ক'রেও সে স্ত্রীসঙ্গী। "চাতুর্বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥" সাধারণ স্ত্রীসঙ্গ শব্দের যে অর্থ তাহাও এই ব্যাপক অর্থের অন্তর্গত। ওটা প্রতিপক্ষ অর্থ, আর এটা ব্যাপক অর্থ। **গৃহস্থ বৈধভাবে স্ত্রীসঙ্গ কর্‌লেও যদি হরিভজন না করে, তবে ভাগবতের বিচারে তাহা অবৈধ।** বিধিলঙ্ঘন হয় যা' ক'র্‌তে তা'ই নিষেধ। বিধি কি? "সর্ব্বদা সর্ব্বদং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥"

প্রঃ—ভক্তের গৃহে অভক্তপুত্র হয় কেন?

উঃ—যেখানে নিজের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার হয়, সেখানে ভক্তিযাজনের সুযোগ পেয়েও অভক্ত হয়। পূজার পাত্রকে নিজের সৌভাগ্যকে অবমাননা কর্‌লে যে সুযোগ সে পেয়েছিল তা' বিফল হ'য়ে যায়। বহু সুকৃতির ফলে বৈষ্ণবের গৃহে জন্ম হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ব'লেছেন "ভক্তগৃহে জনি জন্ম ছউ মোর॥" শ্রীআলবন্দারু স্বামিও ভক্তগৃহে কীট-জন্ম প্রার্থনা ক'রেছেন। জীব তটস্থ, সে তা'র সুযোগের অপব্যবহার ক'র্‌তে পারে, তা'র জন্য সুযোগ তিনি দিয়েছেন, তিনি দায়ী ন'ন্। Law break down হ'য়ে থাকে king

বা law-makers দায়ী ন'ন। ব্রহ্মা বৈকবাচার্য্য ; তাঁর পুত্র মরীচি কর্ম্মযোগীর আদর্শ। তাঁর পুত্র কশ্যপ, সবিশেষ বিষ্ণুর উপাসক ব্রাহ্মণ ; তাঁকে কর্ম্মমিশ্র ভক্ত বলা যায়। তাঁর পুত্র হিরণ্যকশিপু—নির্ব্বিশেষবাদী, বিষ্ণুবিদ্বেষী। তাঁর পুত্র প্রহ্লাদ ভক্তরাজ মহাভাগবতোত্তম। তাঁর পুত্র বিরোচন অদ্বয়বাদী—বিষ্ণুবিরোধী। তাঁর পুত্র বলি, আত্মনিবেদনের আদর্শ, পরমভাগবতোত্তম। তাঁর পুত্র বাণ, তাঁর সহস্রটা বাহু নিয়ে সে কৃষ্ণের সঙ্গে লড়াই ক'রেছিল : বাণ শিবের পরম ভক্ত ছিল। শিব তাঁর হ'য়ে কৃষ্ণের সঙ্গে লড়াই করলেন। পরে বিষ্ণুর সুদর্শনে তাঁর ন'শ' ছিয়ানব্বইটা হাত যখন কাটা গেল, তখন সে বিষ্ণুর কাছে শরণাপন্ন হ'ল—এইরকমই সব ইতিহাস পাওয়া যায়।

প্রঃ—গৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য কি ?

উঃ—ভগবৎ-পাদপদ্মের সহিত সাক্ষাৎকারই গৌড়ীয় মিশনের সকল কার্য্যের মূল। যতই পাঠ, বক্তৃতা, কবিনাম্বের অভিনয় বা অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ডাদি করুন না কেন, ভগবৎপাদপদ্মের সাক্ষাৎকারের জন্য যিনি ইচ্ছাবিশিষ্ট নহেন, যিনি আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই সেবা না করেন, তিনি গৌড়ীয়মিশনের লোক ন'ন, ঐরূপ লোকের সঙ্গ বা স্থান গৌড়ীয়মিশন বা গৌড়ীয়মঠ নহে।

প্রঃ—"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য।" এখানে কৃষ্ণ কি সকলকে নাচাচ্ছেন ?

উঃ—কৃষ্ণ নিজেই একথার উত্তর দিয়েছেন। 'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন ! তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।' শ্রীনারায়ণরূপে স্বয়ংসঙ্কর্ষণ—পুরুষাবতারকে নাচাচ্ছেন। শ্রীকারণার্ণবশায়ী মায়াকে ও জীবশক্তিকে, গর্ভোদশায়ী আধিক ব্রহ্মাণ্ড ও বদ্ধজীবসমষ্টিকে এবং ক্ষীরোদশায়ী ব্যষ্টিবদ্ধ প্রত্যেক জীবকে নাচাচ্ছেন। কৃষ্ণ বলদেবকে, বলদেব সঙ্কর্ষণাদি চতুর্ব্যূহ, স্বাংশ, বৈভব, যুগাবতার, শক্ত্যাবেশাবতার, প্রকাশ, বিলাস, স্বরূপশক্তি, তটস্থশক্তি, মায়াশক্তি সকলকে নাচাচ্ছেন, নিজেও নাচ্ছেন, ভক্তকেও নাচাচ্ছেন।

প্রঃ—ভক্তকে নাচাচ্ছেন, কিন্তু বদ্ধজীবকেও কি নাচাচ্ছেন ?

উঃ—জীব ভগবচ্ছক্তি। তাকে স্বতন্ত্রতা দেওয়া হ'য়েছে, তার পাপ বা অপরাধ হচ্ছে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার। স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করলে তার ফলভাগী জীব হয়। ভগবান্ আদেশ বা নির্দ্দেশ করেন কখনও শাস্ত্রমুখে, কখনও অন্তর্যামিরূপে বিবেকবুদ্ধি বা অনুপ্রেরণা দ্বারা। সেই আদেশ পালন করা বা না করার ক্ষমতা জীবের আছে। যদি কোন জীব ভগবানের আইন লঙ্ঘন করে, তবে তাকে আইন-অনুযায়ী শাস্তি পেতে হ'বে। কেহ যদি আইন লঙ্ঘন ক'রে বলে যে, আইন না করলেই ভাল ছিল, তা'হ'লে আর আইন-ভঙ্গের জন্য শাস্তি পেতে হ'ত না। এ'কথাটা ঠিক্ নয়। আইন পালনের জন্য আইন করা, আইন ভঙ্গ করার জন্য আইনের ব্যবস্থা হয় নাই। স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করলে পরম মঙ্গল হ'বে, আর অপব্যবহার করলে নিজেই ফলভোগ করবে। ক্রিয়ার দুই প্রকার কর্ত্তা দেখা যায় ; প্রযোজককর্ত্তা ও হেতুকর্ত্তা। যে করায় সে প্রযোজককর্ত্তা, যে করে সে হেতুকর্ত্তা। জীব হেতুকর্ত্তা, প্রযোজক কর্ত্তা ভগবান্।

প্রঃ—মাধুকরী ভিক্ষা কেহ অশ্রদ্ধা ক'রে দিলে নিতে হবে কি ?

উঃ—কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করবার পর যদি তাতে শ্রদ্ধালু হ'য়ে কেহ কিছু দেন, তাহাই মাধুকরী ভিক্ষা। যিনি মাধুকরী ভিক্ষা দেন, তিনি যদি শ্রীনামপ্রভু বা শ্রীহরিনামের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ না হন, তবে ভিক্ষা দিলেও নিতে হ'বে না। স্বামীর সঙ্গে বিরোধ অথচ স্ত্রীকে সোহাগ দেখাতে চায়, তা'কে স্ত্রী আদর করে কি ? মাধুকরী ভিক্ষা-সংগ্রহকারী কৃষ্ণসেবা করছেন, কৃষ্ণসেবা-বিধানকারীর মালিক কৃষ্ণ, ভক্তিদেবী তাঁর ঈশ্বরী—আরাধ্যা—উপাস্যা। জীবের খেয়ালমত সেবা বা ভক্তি হ'তে পারে না। জীব বা উপাসক উপাস্যবস্তুকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। যেখানে কৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, সেখানে যে ভিক্ষা বা সেবা, তাহা দ্বারা ভক্তিদেবীর যাজন কি প্রকারে সম্ভব ? ভক্তিদেবী ঐরূপ চেষ্টাকে ভক্তির যাজন ব'লে স্বীকার করবেন কেন ? যেখানে কৃষ্ণকথায় শ্রদ্ধা হ'ল না, সেখানে ত' কৃষ্ণ এলেন না। মাধুকরী ভিক্ষার দাতা ত' স্বয়ং কৃষ্ণ। শ্রদ্ধারূপে কৃষ্ণ জীবের হৃদয়ে উদিত হ'য়ে যাহা দেন, তাহাই মাধুকরী। যেখানে কৃষ্ণ এলেন না, সেখান হ'তে মাধুকরী

ভিক্ষা কি ক'রে আনবে? যদি মাধুকরী ভিক্ষা হয়, তবেই সদ্গুরুর কৃপায় বহু পাবেন, এই বিচারে গ্রহণ করবে কৃষ্ণ তা' গ্রহণ করবেন।

প্রঃ—মাধুকরী শব্দের অর্থ কি?

উঃ—মধুকর যেমন ঘুরে ঘুরে বহু জায়গায় বেড়ে গুণ্ গুণ্ ক'রে বহু রকম ফুল থেকে মধু আহরণ করে, তেমনই বহু স্থানে যে'য়ে বিভিন্ন লোকের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন ক'রে উপায়ন আহরণ করবে—মাধুকরী ভিক্ষাগ্রহণ। মধুকরের বৃত্তি, স্বভাব বা ক্রিয়াকলাপই মাধুকরী। মধুকর যখন মধুচক্রে মধু সংরক্ষণ করে, তখন তা'র কোন ব্যক্তিগত দাবী সে তা'তে রাখে না, তেমনই যদি মঠের ব্রহ্মচারী কেবলমাত্র কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের সেবার জন্য নৈবেদ্য সংগ্রহ করেন, তাহাই মাধুকরী। ফুলের সর্ব্বস্বই মধু—মধুকর ফুলের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করে।

প্রঃ—শ্রীমতে অহংগ্রহোপাসক, প্রতীকোপাসক ও ভগবদুপাসক এই ত্রিবিধ ভক্ত বলা হ'য়েছে. পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার উপাসক ভক্তশ্রেণীতে গণ্য হ'তে পারেন কি?

উঃ—এক অদ্বয়জ্ঞান পরতত্ত্ববস্তু ভগবানের ত্রিবিধ প্রতীতি—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্। সবিশেষ ভগবদুপাসকই ভক্ত। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা ভগবান্ হ'তে পৃথক্ নহেন, ঐকই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব'লে ব্রহ্মোপাসক ও পরমাত্মোপাসকও ভক্তরূপে উক্তিষ্ট হ'য়েছেন। পরতত্ত্ববস্তু যেখানে যাঁর স্বরূপশক্তির বিলাসময়, সেখানে সবিশেষ ভগবৎ-প্রতীতি। যা'রা তা' স্বীকার করে না, তা'রা প্রতীকোপাসক, অহংগ্রহোপাসক, নিজেকে ঈশ্বর ভাবে। অহংগ্রহোপাসক ও অদ্বৈতবাদীতে পার্থক্য আছে। অদ্বৈতবাদী পরতত্ত্ব ও নিজের অস্তিত্বে পার্থক্য একেবারেই স্বীকার করে না; অহংগ্রহোপাসক ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও নিজের অস্তিত্বের পার্থক্য স্বীকার ক'রেও নিজেকে ঈশ্বর ব'লে ভাবনা করে। যেমন সৌত্রক ইত্যাদি। ব্রহ্মের রূপকল্পনাকারী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মোপাসকগণও প্রতীকোপাসকের অন্তর্গত। বস্তুতঃ বা জড়বস্তুর প্রতি যে ঈশ্বরজ্ঞান তাহাই প্রতীক। বস্তুর সাদৃশ্য বা চিহ্নকে প্রতীক বলে।

প্রঃ—বিশ্ব উপাসক কি?

উঃ—প্রকৃতির স্থূলরূপে মুগ্ধ হ'য়ে যাঁ'রা তা'র স্তব করেন, অন্তরের আদর, অভিবাদন, শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন তাঁ'রা বিশ্বোপাসক। জড়সাহিত্যিকগণের সাহিত্য, চিন্তাস্রোত বা চিন্তনীয় বিষয় সকলই বিশ্বের অন্তর্গত। জড়বৈতজ্ঞান যেখানে আছে, তা'ই বিশ্ব। এই বিশ্বের অন্তর্গত বস্তুরূপে যা'রা অধোক্ষজকে খাপ্‌তে যায়, তা'রা আধ্যক্ষিক। নিত্য-সচ্চিদানন্দ নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকে যা'রা বিশ্বের নাম, রূপ, গুণাদি-সাম্যে বিচার করে—তা'রা আধ্যক্ষিক। তা'রা বিশ্বের অন্তর্যামীর দর্শন পায় না। বাহিরের রূপ, বিরাট্ দর্শন বা স্থূল দর্শনে আবদ্ধ। ঐ দর্শনে মোক্ষলাভ হ'বে না।

প্রঃ—শাস্ত্রে পাওয়া যায়, মাতৃগর্ভে ভগবানের দর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু দর্শন পেয়ে আবার বিস্মৃতি কি প্রকারে হয়?

উঃ—শাস্ত্রে অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে একত্রিংশ অধ্যায়ে সপ্তম মাসে গর্ভস্থ জীবের ভগবদ্দর্শনের কথা বর্ণিত আছে। এই দর্শন সকল জীবের হয় না, কোন কোন সৌভাগ্যবান্ জীবের হয়। যা'র অজ্ঞাতসুকৃতি আছে, তা'র হ'বে। যা'র প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ হ'বে, তার হ'বে, যা'র প্রতি অনুগ্রহ নেই তা'র হ'বে না। ব্যাপারটা অহৈতুক, হৈতুক হ'লে—condition থাকলে—আর যাই হোক্ বলা চ'ল না। সম্রাট কা'কেও সম্মান ক'রে দিলেন, কা'কেও করলেন না; কেন করলেন প্রশ্ন হ'তে পারে না। ভগবান্ সম হ'য়েও ভক্তপক্ষপাতী, কেন তিনি ভক্তপক্ষপাতী, এ'র কোন যুক্তি নেই।

প্রঃ—জীবের মূল অপরাধ বলতে কি বুঝায়?

উঃ—কৃষ্ণবিস্মৃতিই জীবের মূল অপরাধ। জীব তটস্থ-শক্তি, তা'র কৃষ্ণস্মৃতি ও কৃষ্ণবিস্মৃতি উভয় যোগ্যতা আছে, তাই জীবের মধ্যে মুক্ত ও বদ্ধ দেখি। এ'র ইতিহাস নেই। জীব কৃষ্ণবিস্মৃত হ'লে তা'র জন্য মায়িক জগৎ হ'য়েছে। কাল মায়িক জগতের অন্তর্গত। কাজেই জীবের বদ্ধতার ইতিহাস পাওয়া যায় না। কারণার্ণবশায়ী মায়াকে ক্ষোভিত করবার পর মহদাদির সৃষ্টি হ'য়েছে। জীবের কৃষ্ণবিস্মৃতি মায়াকে ক্ষোভিত করবারও পূর্ব্বের কথা।

প্রঃ—শ্রীচৈতন্যভাগবত যে বলেছেন, "এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম সবারে প্রণতি" ইহা কি কেবল মহাভাগবতের জন্য, না সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য?

উঃ—এটা রাগমার্গের কথা। রাগানুগ সাধকের এই রকম দর্শন হ'বে। রাগের গতি অতিশয় তীব্র। বিধির গতি অত্যন্ত মন্থর। রাগ ইলেকট্রিসিটির ন্যায়, বিধির গতি শামুকের মত। রাগানুগভক্তির যাজনকারী সমস্ত বস্তুতে স্বীয় ইষ্টদেবের আবির্ভাব দর্শন করেন। "যাঁহা তাঁহা তাঁর মূর্ত্তি। সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি।" "বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।" পণ্ডিত বল্‌তে জ্ঞানীও বুঝায়। জ্ঞানীর সমদর্শন ও রাগভক্তের সমদর্শন এক নয়। জ্ঞানী জানে—সবই মিথ্যা, অস্তিত্বহীন, অতএব সমান; আর ভক্তের সমদর্শন মানে ইষ্টদেব-দর্শন। 'সম' অর্থাৎ 'মা'—'রাধা (স্বরূপশক্তি) সহ বর্ত্তমানঃ সঃ' এই দর্শনই সমদর্শন। 'মা' শব্দের অর্থ স্বরূপশক্তি, যথা 'মাধব'। 'ধব' মানে স্বামী, 'মা' শব্দে স্বরূপশক্তি। এই সমদর্শন রাগানুগ ভক্তের অর্থাৎ রাগাত্মিক ভজনকারীর—কৃষ্ণানুশীলনকারীর ভাবের দ্বারা যিনি অনুপ্রেরণা লাভ ক'রেছেন, তাঁর উদ্দেশে গীতায় কীর্ত্তিত হ'য়েছে। সাধারণভাবে বলা হ'বে যে, সর্ব্বত্র একই আত্মা বিরাজ কর্‌ছেন, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। জ্ঞানী বল্‌বে—এরা কিছু নয়, মিথ্যা, সবই ব্রহ্ম। সাধারণ-ভক্তিতে ব্রহ্ম বল্‌তে ব্রহ্মজাতীয় জীবাত্মাবিষ্ঠানের বিচার হ'বে। রাগানুগ-ভক্তিতে ইষ্টদেবের বিলাসের অধিষ্ঠানক্ষেত্র দর্শন হয়। সেখানে বহির্ম্মুখ মায়িক দর্শন, সেখানে কুকুর, বিড়াল, গাধা ইত্যাদি বাহিরের খোলস দর্শন; আর সেখানে অতীষ্টদেবের দর্শন, সেখানে অচেতন দর্শনের বিষয় সম্পূর্ণরূপে বাদ প'ড়ে যায়। কারণ, তিনি অতীষ্টদেবের দর্শনে আবিষ্টচিত্ত; তিনিই অতীষ্টের বিলাসবৈভবদর্শনের মধ্যে প্রকৃত আত্মদর্শন করেন। এটা রাগানুগা ভক্তির কথা। সেখানে হাতী, বিড়, কীট দর্শন নেই। অতীষ্টদেবের বিলাস বা লীলা দর্শনে যাঁর রুচি নেই, সে ত' বর্ণাশ্রমী। ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীকে প্রণাম কর্‌লেই তিনি 'দাসোঽস্মি' বলেন, তিনি তাঁ'কে গুরুরূপে দর্শন করেন। তিনি বলেন, তুমি আমায় প্রণাম ক'রে আমার আনুগত্য বা ভক্তি শিক্ষা দিচ্ছ, এজন্য তুমি আমার গুরুদেব—প্রণম্য, আমি তোমার দাস। রাগানুগ ভক্তিকেই 'এই সে বৈষ্ণব ধর্ম্ম' ব'লেছেন। সকলের ভিতর সর্ব্বভূতের অতীষ্টদেবের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রত্যক্ষ কর্‌ছেন। জাগতিক উদ্ভব, স্থিতি বা প্রলয় তিনি দেখ্‌ছেন না; পিতার শুক্র ও মাতার শোণিতে যে দেহের জন্ম, তা' তিনি দেখ্‌ছেন না। তিনি সর্ব্বত্রই অতীষ্টদেবের বিলাস দেখ্‌ছেন। "আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দম্ অভিসংবিশন্তি", "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" আনন্দ বলিতে স্বরূপশক্তি অথবা নন্দনন্দন। নন্দনন্দন ও স্বরূপশক্তির বিলাসই আনন্দ। প্রত্যেক আত্মাতে বিলাস দর্শনই গুরুদর্শন—"যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে"। ভগবৎ-প্রেমেই এই দর্শন হয়। বিষয়-রাগ চিত্তকে মলিন রাখে, কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি হয় না। বিষয়-রাগ দুস্পার, দুর্জ্জয়। বিধির গতি শামুকের মত, আর বিষয়রাগযুক্ত মন বায়ুর ন্যায় চঞ্চল। কাজেই রাগ বা ভাবের দ্বারাই চিত্ত নির্ম্মল হয়, শোধিত হয়। রাগ উপস্থিত না হ'লে বিধি-পথে চল্‌তে হ'বে। ভক্তের বিশেষ কৃপা হ'লে রাগ উদিত হ'বে। যা'র কৃষ্ণ-ভজনের ইচ্ছা উদিত হ'য়েছে, সে ব'সে থাক্‌বে না। সে যেখানে কৃষ্ণ-কথা হয়, সেখানে ছুটে যা'বে, তা'র কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি হ'বে; শ্রীনামপ্রভুর রূপ গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলাশ্রবণ-কীর্ত্তনে চিত্ত আকৃষ্ট হ'বে।

প্রঃ—কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে মুক্তি দিয়া।

কভু ভক্তি না দেন, রাখেন লুকাইয়া॥
কৃষ্ণ কহে, 'আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে,—এই বড় মূর্খ॥
আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব॥

—এই দুইটি বাক্যের সামঞ্জস্য কি?

উঃ—কৃষ্ণ বৈধভক্তিযাজীকে মোক্ষ প্রদান করেন। মোক্ষ বল্‌তে কেবল সাযুজ্যই বুঝায় না। সালোক্য প্রভৃতি যে প্রকার মোক্ষ যিনি চা'ন, কৃষ্ণ তা'কে তাহা দান করেন। আর যাঁ'রা রাগমার্গ অবলম্বন ক'রে প্রেমের ভিখারী হন, তাঁ'দের প্রেম দান করেন। শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে এই বিষয়টি নিয়ে বিচার ক'রেছেন। রতি বা প্রেমের দিকে যাঁ'দের লক্ষ্য নাই, তাঁ'রা মোক্ষকামী। শ্রীধ্রুব অর্থাদি লাভের আশায় কৃষ্ণভজন ক'রলেও শেষে ব'লেছেন—

কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে।

আমি, কাঁচ খুঁজতে খুঁজতে চিন্তামণি পেয়েছি, সুতরাং অন্য কিছু আর চাই না। ব্রজবাসীর ভাবে—রাগানুগা ভক্তিতে কাযে লোভ হ'লে তিনি মোক্ষের অতীত রতি বা প্রেমভক্তিকে লাভ ক'রবেন। ভগবানের নিজস্ব সম্পত্তি —তৎপাদপদ্মের প্রতি রতি, সেটি তিনি সকলকে দেন না। বৈধী ভক্তি যাজন ক'রলে সাধারণতঃ মোক্ষ পর্য্যন্ত দেন, প্রেমভক্তি লুকিয়ে রাখেন। বৈধী ভক্তির গতি—চতুর্ব্বিধ মুক্তি লাভ। ভগবানের সেবাফলে এবং রাগাত্মিক ভক্তি-যাজী ব্রজবাসিগণের অহৈতুকী কৃপা হ'লে তবেই তাঁর রাগানুগভক্তিতে প্রবৃত্তি হয়। হ্লাদিনী-শক্তির বিশেষ কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণরতি লাভ হয় না, নারায়ণের সান্নিধ্য বা চতুর্ব্বিধ মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ হ'তে পারে। হ্লাদিনীশক্তির—আনন্দময়ী শক্তির কৃপা হ'লে প্রেমভক্তি লাভ হ'বে। যাঁরা প্রেমভক্তিতে রুচিবিশিষ্ট হন, তাঁরাও বাহিরে বৈধী ভক্তি গৃঢ়ভাবে অনুশীলন করেন।

প্রঃ—মোক্ষ লাভ হ'বার পরও কি পতন হয়?

উঃ—ভগবৎসাক্ষাৎকার যদি না হয়, কাল্পনিক মুক্তি যদি হয়, তা'হলে পতন হ'বে।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

(ভাঃ ১০।২।৩২)

হে অরবিন্দলোচন শ্রীকৃষ্ণ! যাঁরা নিজেদের বিমুক্ত ব'লে অভিমান করে, অথচ 'ত্বয়ি' তোমাতে 'অস্তভাবাৎ'—ভাব অর্থাৎ রতি না থাকায় জন্য, যাঁদের বুদ্ধি শুদ্ধ নয়, তাঁরা 'কৃচ্ছ্রেণ'—বহু ক্লেশ স্বীকার ক'রে, 'পরং পদং' প্রকৃতির অতীত ব্রহ্মপদবী লাভ ক'রলেও তোমার পাদপদ্মকে অনাদর করায়, তোমার বিগ্রহ স্বীকার না করায় পুনরায় অধঃপতিত হয়। ব্রহ্ম হ'বার দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করায় তাঁদের বুদ্ধি শুদ্ধ হয় না। 'আমি ব্রহ্মভূত হ'য়ে গিয়েছি' এই অভিমানই তাঁদের পতনের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। ভগবানের পাদপদ্মকে প্রকৃতপক্ষে আশ্রয় ক'রে ভগবানের সঙ্গে যোগযুক্ত না হ'লে পতন হ'য়ে যাবে; কিন্তু যাঁরা চতুর্ব্বিধ মুক্তি লাভ করেন, তাঁদের পতন হয় না। ভক্তির আশ্রিত হ'লে মোক্ষকামীর প্রকৃত মুক্তি লাভ হয়।

প্রঃ—জ্ঞানশূন্যা ভক্তি কি?

উঃ—বিষ্ণুপাদপদ্ম যাঁর হৃদয়ে অবস্থান করছেন, এমন কোন মহতের কৃপা যাঁর উপর পতিত হয়, তাঁর জ্ঞানশূন্যা ভক্তি লাভ হয়।

প্রঃ—জ্ঞান ও সিদ্ধান্তে পার্থক্য কি?

উঃ—যে বিষয় নিয়ে কেহ কোন প্রকার বাদ-প্রতিবাদ করতে পারে না, বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সঙ্গতি ও সিদ্ধান্ত এই পঞ্চাঙ্গ ন্যায়ের মধ্যে যেটি সর্ব্বশেষ অঙ্গ বা স্থাপিত বস্তু, তা'কে সিদ্ধান্ত বলা যায়। শ্রীনামপরায়ণ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করলে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। ভগবজ্জ্ঞান—অভিধেয়, আর সিদ্ধান্ত—অনুভূতি, অর্থাৎ ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের সাক্ষাৎকার। একই বস্তুর দর্শনভেদে তিন প্রকার উপলব্ধি যা'র হ'চ্ছে, তা'র ভগবজ্জ্ঞান লাভ হ'চ্ছে। এই জ্ঞানকে অভিধেয় বলা যেতে পারে; আর সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন বিষয়ে যখন বিচার ঠিক হ'য়ে গেছে, তখন সেটা সিদ্ধান্ত। সম্বন্ধের বিষয়—জীব, মায়া ও শ্রীভগবান্। ভগবানের সঙ্গে জীবের ও মায়ার এবং জীবের সঙ্গে মায়ার যে সম্বন্ধ, তদ্বিষয়ক জ্ঞানই সম্বন্ধবিষয়ক জ্ঞান। তত্ত্ব বা উপলব্ধির বিষয় হ'চ্ছেন ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্। যখন তাঁ'দের স্বরূপসাক্ষাৎকার হয়, তখনই তাঁ'দের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয়। বৈধী ভক্তি শাস্ত্রপ্রধান। ভগবানের লীলা-পারিষদগণের ভাবে লোভবশতঃ তদনুসরণই রাগানুগভক্তি। এ পর্য্যন্ত জানার নাম জ্ঞান; আর যখন সেই সেই ভক্তিতে প্রবৃত্তি হয়, তখন তা'কে সিদ্ধান্ত বলা যায়। বৈধী ভক্তি বিধিসাপেক্ষ ব'লে তা'র গতি ধীর। ভগবদ্‌বিস্মৃতি খুব প্রবল হওয়ায় যখন জোর ক'রে ভক্তিপথে প্রবর্ত্তিত ক'রতে হয়, তখন তা'কে বৈধী ভক্তি বলা যায়; আর যদি স্বাভাবিকভাবে রাগমার্গে অর্থাৎ রাগাত্মিক ব্রজবাসিগণের ভাবে লোভ বা অনুরাগ হয়, তা'হ'লে তা'কে রাগানুগা ভক্তি বলা যায়। রাগমার্গে প্রথমমুখে কিছু অনর্থ থাকলেও শীঘ্রই সেটা দূর হ'য়ে যায়।

প্রঃ—রাগানুগা ভক্তিতে যে লোভ, তা'তে কি কোন কারণের অপেক্ষা আছে?

উঃ—হ্লাদিনী শক্তির কৃপা হ'লে রাগানুগা ভক্তিতে লোভ হয়। এটা সাধকের ভাগ্য; এ ভাগ্য অতি দুর্লভ।

সাধারণ সুকৃতিবলে শ্রদ্ধার উদয় হয়; আর রাগমার্গের কোন ভক্তের বিশেষ কৃপা হ'লে লোভের উৎপত্তি হয়। শ্রীগুরু ও ভক্ত-কারুণ্যই এই লোভের একমাত্র হেতু, এ কথা শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু ব'লেছেন।

প্রঃ—সুষ্ঠুভাবে বৈধভক্তি-যাজনকারীকে কি শুদ্ধভক্ত বলা যা'বে?

উঃ—কর্ম-জ্ঞানমিশ্রা বা আরোপসিদ্ধা ভক্তি যদি না হয়, কোন কামনা যদি না থাকে, তা'হলে তা'কে শুদ্ধভক্ত বলা যা'বে।

প্রঃ—বৈধভক্তি-যাজকের চতুর্ব্বিধ মুক্তিলাভ হয় কি?

উঃ—সুখ বা ভোগ চাইলে চতুর্ব্বিধ মুক্তি পান; কিন্তু যিনি কিছুই চান না, কেবল কৃষ্ণের সেবামাত্র চান, তিনি সেবা ব্যতীত আর কিছু যদি কৃষ্ণ দিতেও আসেন, তা'হ'লেও তা' গ্রহণ করেন না।

প্রঃ—সাযুজ্য-মুক্তির স্বরূপ কি?

উঃ—ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তিতে ব্রহ্মে লয়প্রাপ্তি হয়, তখন ভক্ত, ভগবান্ বা ভক্তির পৃথক্ উপলব্ধি থাকে না, ত্রিপুটী বিনাশ হয়।

প্রঃ—অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্। এখানে 'তীব্র' শব্দের অর্থ কি?

উঃ—তীব্র বলিতে এখানে দৃঢ়ভক্তি বোঝাচ্ছে। টাকা, পয়সা, সুখ, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যত প্রকার কাম আছে, তৎসমস্তই এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্তও চাইলেই কৃষ্ণ দিয়ে দেন। কেবল যিনি তাঁর সেবামাত্র চা'ন, তিনিই শুদ্ধ-ভক্তির অধিকারী। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন—'তীব্র' শব্দের অর্থ 'দৃঢ়'; দৃঢ় শব্দের অর্থ—যাহা অন্য কোন বাধাবিঘ্ন দ্বারা প্রতিহত হয় না।

প্রঃ—'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্'—এই শ্লোকে যে জ্ঞানের কথা বলা হ'য়েছে, সেটি কিরূপ জ্ঞান?

উঃ—উহা নির্ব্বিশেষ বা নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান। অদ্বৈত-মতে চরমে সেব্য বা ভজনীয়, ভক্ত বা ভজনকারী এবং ভজন বা ভক্তি কিছুই থাকবে না। এই প্রকার চিন্তাস্রোতঃ হৃদয়কে শুষ্ক, কঠিন ক'রে দেয়, ভগবৎসম্বন্ধি-বস্তুতে পর্য্যন্ত বিরাগ জন্মিয়ে দেয়। যেমন ঔপাধিক অর্থাৎ গান, নৃত্য ও বাদ্যকে জ্ঞানিগণ তাঁ'দের অষ্টাঙ্গ-লাভের পরিপন্থী জেনে বর্জ্জন ক'রে থাকে; কিন্তু পরমার্থের বিচারে ভগবানের সম্বন্ধে অর্থাৎ তাঁ'র সুখের জন্য নৃত্য, গীত, বাদ্য হওয়া উচিত। যদি এগুলিকে প্রাপঞ্চিক দৃষ্টিতে দর্শন করা যায়, তা'হ'লে চিত্ত কঠিন হ'য়ে যা'বে। যে জ্ঞান হৃদয়কে এরূপ কঠিন, শুষ্ক ক'রে দেয়, আরোহপন্থায় জড়মায়ার নিরসন করতে করতে যাবার প্রতি, অভেদ উপলব্ধির প্রতি অভিযান করায়, সেই জ্ঞানের কথাই এখানে বলা হ'য়েছে।

প্রঃ—আধ্যাত্মিক বিচার কা'কে বলে?

উঃ—যে বিচারকে সাময়িকভাবে ভক্তিসম্মত ব'লে মনে হয়, কিন্তু পরিণামে সে রূপ তা'র থাকে না, তদ্রূপ বা আধ্যাত্মিক বিচার বেটা, নিজের মাটিয়া বুদ্ধিদ্বারা সংগৃহীত ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানই যেখানে বিচারের মানদণ্ড, তা'কেই আধ্যাত্মিক বিচার বলা যায়। 'জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্'—এখানে যে জ্ঞানের কথা বলা হ'য়েছে, সেই জ্ঞানে চরমে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, সেব্য, সেবক ও সেবা নষ্ট হ'য়ে যায়। অসুর-মোহনের জন্য এই জ্ঞানের প্রচার হ'য়েছিল। এই নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের হাত থেকে বাঁচা'বার জন্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যা'তে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার নিত্যত্ব রক্ষিত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা ক'রেছেন। কেবল চিন্মাত্রজ্ঞান হ'চ্ছে ব্রাহ্মণতা, বৈষ্ণবগণ তা'কেও মান্য ক'রেছেন; কিন্তু যখন ভক্তিকে কর্ম্মসাধ্য বা কামক্রোধাদি বৃত্তির অনুরূপ ব'লে স্থাপনের চেষ্টা হ'য়েছে, তখনই বৈষ্ণবগণ সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রেছেন। চিন্মাত্রজ্ঞান যেখানে ভগবজ্জ্ঞানে—সচ্চিদানন্দানুভূতিতে পর্য্যবসিত হয়, সেখানে সেটা খারাপ নয়। 'কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তমা ব্যক্তিং বহুজ্ঞানিনঃ' —কর্ম্মী অপেক্ষা জ্ঞানিগণ হরির অধিকতর প্রিয়। কিন্তু নির্ব্বিশেষজ্ঞানের দোষ হ'চ্ছে এই যে, সেখানে সচ্চিদানন্দের আনন্দময়তার সন্ধান পাওয়া যায় না; ভগবান্‌কে আপন-বোধ বা প্রিয়ত্বের উপলব্ধি সেখানে নাই। শ্রুতি ব'লেছেন—'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।' "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশে আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি। অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু" ইত্যাদি। অর্থাৎ যদি সেই "আকাশ"—"আ" সমাক্, "কাশতে" প্রকাশয়তি অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশশীল, স্বয়ংরূপ পরব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ না

হ'তেন, তা'হ'লে কে-ই বা সাধারণ ক'রত, কে-ই বা জগতের জন্য চেষ্টা ক'রত ?

এ জগতে সুখলাভের জন্যই সকলের সব চেষ্টা ; সকলের মূলে র'য়েছে সুখানুসন্ধান। সেই সুখের আকরবস্তু যিনি, তাঁ'র স্বরূপভূত আনন্দের বিকৃত প্রতিফলনরূপ জড়সুখলাভের আশায় বহুলোকের যতকিছু প্রয়াস, যদি সেই মূলবস্তু না থাকতেন, তা'হ'লে জগতে কিছুই থাকত না। আনন্দের অনুভব হ'লে রতির উদয় হয়। সেই আনন্দময়ের নামের সঙ্কীর্তনদ্বারাই আনন্দের উপলব্ধি হয়। এইজন্য শ্রুতি ব'লেছেন—"আনন্দময়াভ্যাসাৎ" অর্থাৎ আনন্দময়ের নাম, রূপ, গুণ, লীলাই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি ক'রতে হ'বে। তাঁ'র কেশ থেকে পদনখ পর্য্যন্ত সমস্তই আনন্দময়।

প্রঃ—অর্চ্চামূর্ত্তি কা'কে বলে ?

উঃ—মূর্ত্তিটি শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি হওয়া চাই। যে কেউ একটা কল্পনা ক'রলেই তা'কে অর্চ্চামূর্ত্তি বলা যা'বে না। ভগবদ্ভক্তের শুদ্ধ, শুদ্ধসত্ত হৃদয়ে, সমাধিমগ্ন অবস্থায় ভগবানের যে শ্রীমূর্ত্তি প্রতিভাত হন, তিনি কোন ভাস্কর, চিত্রকর, শিল্পী বা ক্রীতদাসের মস্তিষ্কে প্রেরণা প্রদান ক'রে বহির্জগতে প্রকাশিত হন। মহাভাগবতের সমাধিলব্ধ যে ভগবদ্রূপ, তিনিই অর্চ্চা ; এতদ্ব্যতীত বাজারে যা' কিনতে পাওয়া যায়,—সেটা পুতুলমাত্র, অর্চ্চা নহে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সাক্ষীগোপালের উপাখ্যান পাওয়া যায়। দুই বিপ্র তীর্থ ক'রবার জন্য গিয়েছিলেন। বৃন্দাবনে গিয়ে বড় বিপ্র ছোট বিপ্রের সেবায় সন্তুষ্ট হ'য়ে তাঁ'কে কন্যা দিতে চাইলেন ; ছোট বিপ্র গোপালকে সাক্ষী ক'রলেন। দেশে গিয়ে বড় বিপ্র নিজের প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেলেন। তখন ছোট বিপ্র বৃন্দাবনে এসে গোপালকে নিয়ে গেলেন—সাক্ষ্য দেবার জন্য। তাঁ'রা দু'জন বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ; সেজন্য সেই ভক্তের ভক্তিতে বশ হ'য়ে ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁ'দের নির্ম্মল হৃদয়ে যে রূপে প্রতিভাত হ'য়েছিলেন, সেই রূপেই ছোট বিপ্রের পিছনে পিছনে বৃন্দাবন থেকে কটকে এসে উপস্থিত হ'য়েছিলেন। ইনি অর্চ্চারূপে পূজিত হ'তে পারেন। শাস্ত্র শ্রীভগবানের রূপ যে ভাবে বর্ণন ক'রেছেন, যে বিগ্রহ মহাভাগবতের হৃদয়ে আবির্ভূত হন, সেই বিগ্রহকে অর্চ্চাবিগ্রহ বলা হ'বে। প্রাকৃত শিল্পী রাধাকৃষ্ণকে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা জ্ঞান ক'রে যে চিত্র অঙ্কন করে, তা' অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহ নয়।

প্রঃ—সাধারণ ঠাকুরবাড়ীতে যে বিগ্রহ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সে কি অপ্রাকৃত বিগ্রহ ?

উঃ—শাস্ত্র-লক্ষণান্বিত হ'লে শ্রীমূর্ত্তি বলা হ'বে। দর্শনটি ঠিক হওয়া চাই। যদি আপনি কনিষ্ঠাধিকারী হন, ভূতলাদি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ব্বর্ত্তী লোকসমূহ যদি আপনার আধার হয়, শ্রীবিগ্রহের সমভূমিকায় যদি না থাকেন, যদি দ্রব্যের প্রতি অভিনিবেশ থাকে, তা'হ'লে আপনার কাছে সবই পুতুল বলে বোধ হ'বে। তখন ভগবানের উপাদান কি, তা' জান্‌বার জন্য কৌতূহল হ'বে। শ্রীবিগ্রহকে ভগবদ্বস্তুর জ্ঞান না ক'রে তাঁ'কে জড় জগতের দ্রব্যবিশেষ মনে করা পাষণ্ডতা।

প্রঃ—মহাপ্রভু যে শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ ক'রেছেন, তা' অপ্রাকৃত। বিদ্বেষী বা বিধর্ম্মী কি ক'রে তা' ধ্বংস করে ?

উঃ—সচ্চিদানন্দ বিভুকে পাথর এবং তাঁ'র আধারকে যখন পাথরের যন্ত্রির দর্শন হয়, তখনই সেটা ভাঙ্গবার চেষ্টা হয়। যখন ভগবান্, ভক্তি ও ভক্তকে মাটিয়া ব'লে মনে হ'বে, তখন সে শ্রীরূপবিরোধী, শ্রীবিগ্রহবিরোধী হ'য়ে যা'বে। তখনই তা'র কল্পনার বিগ্রহ বা মন্দির ধ্বংস ক'রবার জন্য তা'র মধ্যে একটা চেষ্টা দেখা যা'বে।

প্রঃ—অর্চ্চক অন্যান্য সাধারণ ঠাকুরমন্দিরের প্রসাদ পাবেন কি ?

উঃ—অর্চ্চকের চিত্তবৃত্তির দোষগুণ দেখেই তা'র বিচার হ'বে। হৃদয় যদি ভক্তির দ্বারা সম্যক্ শোধিত হ'য়ে থাকে, তা'হ'লে কোন জিনিষ দেখে নিষ্কপটের প্রসন্নতা ও অপ্রসন্নতার তারতম্য দেখেই তিনি সেটি প্রসাদ কি অপ্রসাদ তা' বিচার কর্‌তে পার্‌বেন।

প্রঃ—গঙ্গাজল বিষ্ণুপাদোদক ; কিন্তু যা'রা গঙ্গাতীরে বাস করে, তা'রা গঙ্গাজল দ্বারাই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করে। এতে কি তা'দের অপরাধ হয় ?

উঃ—ভজনীয় সেব্য বস্তুকে নিজের ভোগের কাজে লাগা'লে অপরাধ হ'বে। আর যদি বিষ্ণুর সেবার জন্য ব্যবহার করা হয়, তা'হ'লে বিষ্ণুভক্তি লাভ হ'বে। বিষ্ণুর চরণামৃতের সঙ্গ হ'লে মঙ্গল হয়। গঙ্গাকে জল-সামান্য-বুদ্ধিতে ভোগ কর্‌তে গেলে অপরাধ হয়, কারণ সাক্ষাৎ

ভুবনেশ্বর বিশ্বের যাঁ'কে পূজাজ্ঞানে মস্তকে ধারণ ক'রেছেন, তাঁ'কে ভোগ কর্‌বার চেষ্টা মহা পাষণ্ডতা। ভগবানকে দেখা যায় না; কিন্তু তাঁ'র চরণামৃত স্বয়ং জীবকে উদ্ধার ক'রবার জন্য জগতে প্রকট হ'য়েছেন। তাঁ'র আরাধনা ক'রলে নিশ্চয়ই নিত্যমঙ্গল লাভ হ'বে।

প্রঃ—গঙ্গার মাহাত্ম্য না জেনে যদি কেউ গঙ্গাজল নিজকার্য্যে ব্যবহার করে, তার কি অপরাধ হ'বে?

উঃ—অজ্ঞ ব্যক্তি ক'রলে তাঁ'র মঙ্গল লাভ হ'তে দেরী হ'বে। আর মাহাত্ম্য জেনেও যদি কেউ শৌচাদি কার্য্যে গঙ্গাজল ব্যবহার করে, বিশেষতঃ যাঁ'রা গঙ্গাতীরবাসী নয়, অথচ অন্য সময়ের জন্য গঙ্গাতীরে এসে গঙ্গাজল নিয়ে নিজের সেবা করিয়ে নেয়, তাঁ'রা অত্যন্ত অপরাধী। গঙ্গা মহা উদারা। যাঁ'রা বিষ্ণুর সেবক, বিষ্ণুসেবার জন্যই যাঁ'দের সব চেষ্টা, তাঁ'দের গঙ্গা দয়া করেন; তাঁ'দের অপরাধ হয় না। কিন্তু গঙ্গা যাঁ'র শ্রীচরণামৃত, তাঁ'র সেবা না ক'রলে অপরাধ হ'বে। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি গঙ্গার মাহাত্ম্য প্রদর্শন ক'রেছেন। বহু ভাগ্যফলে শ্রীগঙ্গাতীরে বাস ক'রবার সৌভাগ্য যাঁ'রা লাভ ক'রেছেন, তাঁ'রা যদি শ্রীবিষ্ণুর সেবা করেন, তা'হ'লেই শ্রীগঙ্গার কৃপা লাভ করেন।

প্রঃ—নিকটে যদি অন্য কোন জলাশয় না থাকে, তা'হ'লেও গঙ্গাজল ব্যবহারে দোষ হ'বে কি?

উঃ—জল যদি না থাকে, তা'হ'লে কূপ কিংবা পুষ্করিণী তৈরী ক'রে নিতে পারে। দশ মাইল হেঁটে গিয়ে যদি জল আন্‌তে হয়, তা'ও ভাল, তবু ভোগ্যবস্তুরূপে গঙ্গাজল ব্যবহার ক'রতে হ'বে না।

প্রঃ—মৃত ব্যক্তির অস্থি গঙ্গায় ফেল্‌লে কি তা'র সদ্গতি হয়?

উঃ—রোগীকে তিক্ত ঔষধ খাওয়াবার জন্য যেমন লাড্ডু দেখাবার দরকার হয়, বেদও সেই রকম নানাপ্রকার পুণ্য-ফলের প্রলোভন দেখিয়েছেন।

যদ্‌ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম স্ফুরণেন তস্য
প্রারব্ধ-কর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥

(শ্রীরূপগোস্বামিকৃত শ্রীকৃষ্ণনাম-স্তোত্র)

শুদ্ধনামের স্ফূর্ত্তি হ'বার আগেই ভক্তির আভাসে সমস্ত অনর্থ দূর হ'য়ে যায়। গঙ্গাকে যদি শ্রীবিষ্ণুপাদোদক জ্ঞান হয়, তা'হ'লে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে রুচি হ'বে।

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

গঙ্গাজলে যা'র জল-বুদ্ধি, সে গরুর মধ্যে গাধা অর্থাৎ অত্যন্ত নির্ব্বোধ। কর্ম্মকাণ্ডী ব্যক্তিমাত্রেই মূর্খ। শ্রীভগবানের শ্রীচরণামৃত আর শ্রীভগবান্ একই বস্তু। অস্থিটা কার? দেহের সঙ্গে অপ্রাকৃত আত্মার কি সম্বন্ধ আছে যে, অস্থি গঙ্গায় ফেল্‌লে আত্মার কল্যাণ হ'বে? অস্থিটা ত' জড়, শৃগাল-কুকুরের ভক্ষ্য জিনিষ; তা'র সঙ্গে আত্মার কি যোগাযোগ থাকতে পারে? তবে যে কর্ম্মকাণ্ড-প্রতিপাদক বেদ নানাপ্রকার পুণ্যের প্রলোভন দেখিয়েছেন, সে কেবল যা'রা বেদবিরোধী অসত্য, তাঁ'দের সত্য ক'রবার জন্য।

প্রঃ—প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ কা'কে বলে?

উঃ—যে কর্ম্ম ফলোন্মুখ অর্থাৎ যা'র ফল ফল্‌তে আরম্ভ হ'য়েছে, সেটা প্রারব্ধ। যা'র ফল এখনও ভোগ হয়নি, তা'কে অপ্রারব্ধ বলা যায়।

প্রঃ—কৃষ্ণ ভক্তবৎসল হ'য়েও ব্রজবাসী স্বজনগণকে বিচ্ছেদ-দুঃখ সহ্য করিয়েছিলেন কেন?

উঃ—শ্রীনন্দনন্দন বা গোপীনাথ কখনও ব্রজ ত্যাগ ক'রে অন্যত্র যান না। মথুরায় যাঁ'র অবস্থান দৃষ্ট হয়, তিনি বসুদেব-দেবকী-নন্দন। মথুরায় গমন, কংসবধ প্রভৃতি কার্য্য দেবকীনন্দন ক'রেছেন, যশোদানন্দন করেন নি।

প্রঃ—বসুদেবনন্দন ও যশোদানন্দনে পার্থক্য কি?

উঃ—পার্থক্য প্রকৃতপক্ষে কিছু নাই, বস্তু একই। তবে সম্ভ্রম বা ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিতে উপাস্য বস্তু বসুদেবনন্দনরূপে প্রকাশিত হন, আর যেখানে কেবল মাধুর্য্যময় গুরুরূপের অবস্থান, সেখানে উপাস্য শ্রীনন্দনন্দন। সাধকের ভাবের তারতম্য অনুসারে উপাস্য বিভিন্ন নিত্যস্বরূপে প্রকাশিত হন। স্বরূপে সমস্তই এক তত্ত্ব।

প্রঃ—মায়া কি বস্তু? তা'র থেকে নিস্তার পা'বার উপায় কি?

উঃ—ভগবানের চিচ্ছক্তির দ্বারা মায়া যায়। ভগবদ্-ভক্তের শরণাপন্ন হ'লেই মায়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, এ ছাড়া মায়া জয় ক'রবার আর কোন উপায় নেই।

প্রঃ—ভগবদ্‌রাজ্যে যেতে হ'লে কি বাণীই সম্বল?

উঃ—শব্দব্রহ্ম বা নামব্রহ্মের সম্যক্ কীর্ত্তন ব্যতীত মঙ্গল হ'বে না। স্বয়ং ভগবান্ বেদব্যাস ও অন্যান্য মহদ্-ব্যক্তিগণের দ্বারা আবির্ভাবিত এবং মহানুভব ব্যক্তির কীর্ত্তিত শব্দের আরাধনাই মঙ্গললাভের একমাত্র উপায়। নিগমকল্পতরুর গলিত ফল শ্রীমদ্ভাগবত স্বয়ং রসময় বস্তু; তা'র উপর আবার মহানুভব শ্রীল শুকদেবের উচ্ছিষ্ট, তাঁ'র শ্রীমুখের অপ্রাকৃত দ্রব অর্থাৎ লালাসংযুক্ত হওয়ায় সেটি আরও উপাদেয় হ'য়েছে। সেই শব্দরূপী শ্রীভগবদবতার শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ, পঠন ও বিচার দ্বারা সর্ব্বার্থসিদ্ধি হ'বে; বাণী দুই প্রকারে প্রকটিত হন। এক প্রকার—ভক্তকর্ত্তৃক আবির্ভাবিত, যেমন শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি। দ্বিতীয় প্রকার—মহতের শ্রীমুখকীর্ত্তিত। শ্রীমদ্-ভাগবত শ্রীবেদব্যাসের লেখনীমুখে প্রকটিত, আবার শ্রীল শুকদেব কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত। এই শ্রীমদ্ভাগবত যদি কোন মহতের শ্রীমুখে শ্রবণ করা যায়, তা'হ'লে তা'র যে ফল হয় তা' অবর্ণনীয়।

প্রঃ—অপরাধ কি প্রকারে যায়?

উঃ—অপরাধ আর যা'তে না হয়, সেজন্য সতর্ক হ'তে হ'বে। পূর্ব্বকৃত অপরাধের ফল সহিষ্ণু হ'য়ে ভোগ করতে করতে সর্ব্বক্ষণ ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদন করতে হ'বে। ভোগ-ত্যাগ ও ত্যাগ-ত্যাগের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হ'বে। যাঁ'র কাছে অপরাধ হ'য়েছে, তাঁ'র স্তবস্তুতি ক'রে তাঁ'কে প্রসন্ন ক'রতে হ'বে। কারণ যাঁ'র কাছে অপরাধ হয়, তিনি ক্ষমা না ক'রলে আর কোন উপায় নেই। কা'র কাছে অপরাধ হ'য়েছে, যদি জানা না থাকে, তা'হ'লে একান্তভাবে শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে হ'বে। নিরন্তর শ্রীনামগ্রহণ ক'রলে সকল অপরাধ দূর হ'য়ে যা'বে।

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তি-প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥

(পদ্মপুরাণ)

অবিরাম নামগ্রহণ করা দরকার। দ্বিতীয়কে বিশ্রাম না দিয়ে অনবরত শ্রীনামগ্রহণ ক'রলে আর অপরাধ কর্‌বার অবকাশ থাকবে না, তখন নিরপরাধে নাম হ'বে।

মঙ্গলোপদেশ

(শ্রীচৈতন্যমঠ, ১৪।৩।৪০, প্রাতঃকাল)

কৃপা ছাড়া গতি নাই। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপালাভের জন্য সর্ব্বক্ষণ তাঁ'দের নিকট সন্তাপনে কাঁদতে হ'বে। শরণাগতি থাকা চাই, নতুবা হ'বে না। আত্মনিবেদনের অপর নাম শরণাগতি। আত্মনিবেদন না হ'লে শ্রবণ-কীর্ত্তন হ'বে না। আমি গুরুদেবের চেয়ে ছোট, আমি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের পদধূলি, এরূপ অভিমান বা দীনতা থাকলে শ্রীনাম নিজই কৃপা ক'রবেন। যে মনে করে, 'আমি ব্রাহ্মণ, আমি পণ্ডিত, আমি বলিষ্ঠ, আমার অনেক গুণ আছে, তা'কে কৃষ্ণ চা'ন না। কাঙ্গাল বড় সুন্দর। তাঁ'র এ-জগতের কিছু নাই। শ্রীকৃষ্ণই তাঁ'র সর্ব্বস্ব। কৃষ্ণ এরূপ কাঙ্গালকেই চা'ন।

সর্ব্বক্ষণ কেঁদে কেঁদে স্পষ্ট স্পষ্ট ক'রে হরিনাম করতে হ'বে। হরিনামেই সর্ব্বসিদ্ধি হ'বে। শ্রীনামের প্রতি যা'র শ্রদ্ধা বা রুচি হয়, তিনি নিজই কৃষ্ণসাক্ষাৎকার পান। যেখানে নামে রুচি নাই, হরিকথায় শ্রদ্ধা নাই, সাধুসঙ্গের জন্য আগ্রহ নাই, সেখানে কোটিজন্ম অর্চ্চন ক'রেও কিছু হ'বে না।

সত্য জিনিষ পাওয়া চাই। ইহা কল্পনা নহে। হরিনামই

সত্যবস্তু। হরিনামের মধ্যেই সব আছে। হরিনামের মধ্যে ভগবদ্রূপ ও গুরুবর্গের রূপ আছে। নামে রুচি হওয়া দরকার। রুচি না হ'লে মঙ্গল হ'বে না। দেহারামটা ভাল নয়, এটা দেহাত্মবুদ্ধি। দেহারামত্ব বা দেহাত্মবুদ্ধি থাকলে হরিনাম হ'বে না। সাধুসঙ্গের দ্বারা দেহাত্মবুদ্ধি যা'বে।

দিব্যজ্ঞান-লাভের নাম দীক্ষা, শুধু মন্ত্র পাওয়ার নাম দীক্ষা নহে। দৃঢ় নিয়মের নাম দীক্ষা। যা'র দীক্ষা হ'য়েছে, তিনি কৃষ্ণকে ছাড়া আর কাউকে চা'ন না। আমাদের প্রত্যেকেরই দীক্ষা লাভ করা দরকার। দীক্ষা বা সম্বন্ধ-জ্ঞান না হ'লে হরিভজন হ'বে না। যা'রা হরিভজন করেন, তাঁ'রা যে কেবল একলা গৌরকে চা'ন এরূপ নয়। তাঁ'রা গৌরের সঙ্গে নিত্যানন্দ, গদাধর প্রভৃতিকেও চান। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর শ্রীবাসাদির কৃপায় গৌরকে পাওয়া যায়। তাঁ'দের আনুগত্যে গৌর-সেবা হয়। তাঁ'দের কৃপা না হ'লে গৌরের কৃপা পাওয়া যায় না। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত—ইহারা নিজেরা ঈশ্বর হ'লেও ইহাদের সেবক অভিমান। শ্রীবাস শুদ্ধভক্ত। এখানে গৌরব ও ঐশ্বর্য্য বেশী; আর গদাধর মধুর রসে সেবা করেন। সেখানে কেবল মাধুর্য্য। শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগদাধর, শ্রীশ্রীবাসাদি এঁরা সকলেই গুরু; এঁদের কৃপা হ'লেই গৌরকে পা'ব। নিত্যকাল তাঁ'দের পশ্চাতে থেকে সেবা করতে হ'বে। এরূপ সৌভাগ্য আমাদের কবে হ'বে—এই বলে হরিনামের নিকট কাঁদতে হ'বে, তা' হ'লেই নামের কৃপা হ'বে।

আমরা গৌরধামকে যা' দেখ্‌ছি গৌরধাম তা' ন'ন। গৌরধাম চেতন, গৌরধাম অমাটিয়া, ধামের কৃপা হ'লে ধাম-দর্শন হ'বে। নবদ্বীপধাম বা এখানকার মাছপালা অন্যদেশের ন্যায় নয়। শ্রীধাম মাটিকে স্পর্শ ক'রেও মাটির সঙ্গে মিশেন না। ভোগ্যদৃষ্টিতে জল, কাদা, মাটি দর্শন বা বড়-ছোট বা ভাল-মন্দ দর্শন হয়। শ্রীধাম আমাদের মেপে নেবার বস্তু ন'ন। তিনি অধোক্ষজ বস্তু।

যত দীন হ'বে—মনে যত দীনতা আস্‌বে, যত কাঙ্গাল হ'বে, যত শরণাগত হ'বে, ততই কৃপা পা'বে। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুই শ্রীধামরূপে প্রকটিত। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপাই শ্রীধামের কৃপা।

আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে।
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥

—এরূপ প্রার্থনা আমাদের হওয়া দরকার।

গুরুবর্গকে প্রণাম বা তুলসীকে প্রণাম করলে বা তাঁ'দের প্রতি টান থাকলে হরিভক্তি হ'বে। তুলসী দেখে যদি সুখ না হয়, তবে মঙ্গল হ'বে না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব'লেছেন—'তুলসী দেখি' জুড়ায় প্রাণ মাধবতোষণী জানি'। প্রীতি বা টান না থাকলে কি দর্শনে আনন্দ হয়? যেখানে অশ্রদ্ধা বা অনাদর সেখানে অপরাধ। সুতরাং কৃষ্ণভক্ত তুলসীকে অনাদর করতে হ'বে না, বিশেষভাবে পরমাদরের সহিত তাঁ'র সেবা করতে হ'বে। অনাদর করলে সর্ব্বনাশ হ'বে। শ্রীতুলসী বৃক্ষ নহেন, তিনি আশ্রয়-বিগ্রহ, শ্রীবৃন্দাবনের Gate-keeper। তাঁ'র কৃপা ছাড়া কৃষ্ণকৃপা হ'বে না। তাঁ'র খাতায় নাম না লেখাতে পারলে শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশাধিকার হয় না। কৃষ্ণকে তুলসীকে মানে না। যে তুলসীকে মানে না, সে কৃষ্ণবিদ্বেষী, তা'র সঙ্গ করতে হ'বে না।

হরিনাম করতে হ'বে, হরিকথা শুনতে হ'বে, হরিসেবা করতে হ'বে। ভক্তের সেবা ও ঠাকুর-সেবায় যেন উদাসীনতা না আসে। রোজ পরিক্রমা করা দরকার। মনটাকেও ভগবানের সেবায় লাগাতে হ'বে। মন যদি পৃথিবী-ভোগের জন্য ব্যস্ত হয়, তা'হ'লে হরিভজন হ'ল না। শ্রবণই মনকে নিয়মিত করবে। সাধুসঙ্গে শ্রবণ না করলে কৃষ্ণে মতি হ'বে না। হরিভজন করতে এসে যা'তে আমার সুখ হয়, এরূপ কাজে যদি অভিনিবেশ যায়, তা'হ'লে হরিভজন হ'বে না। তা'তে যাত্রার দলে নারদ সাজার মতন হ'ল।

সর্ব্বক্ষণ সজাগ থাকতে হ'বে। একটু অন্যমনস্ক হ'লেই মায়া এসে ধর্‌বে। কৃষ্ণকে সর্ব্বক্ষণ মনে রাখতে হ'বে—নতুবা কৃষ্ণ নহে যা', মনে তা'ই আস্‌বে। প্রত্যেক জিনিষ বা ব্যাপার কৃষ্ণের ইচ্ছায় আমার নিকট এসেছে বা আস্‌ছে জানতে হ'বে। কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে, তিনিই কর্ত্তা,—এ বিশ্বাস যেন সর্ব্বক্ষণ থাকে; নতুবা অসুবিধা হ'বে।

এখন মহাদেবের বন্দনা আমাদিগকে কৃষ্ণ দেখতে দিচ্ছে না। সদ্গুরু কৃপায় আবরণটা সরে গেলেই বামরূপী হলধরের কৃপায় আমরা রামের স্বরূপ দেখতে পা'ব। তবে দর্শন হ'লে কৃষ্ণ দর্শন হ'বে। নিত্যানন্দের কৃপা হ'লেই নিত্যানন্দের প্রভু গৌরকে পা'ব, আর বেশী সৌভাগ্য হ'লেই গদাধরপ্রভুর গৌরকে পা'ব—রাসমাঝের গৌর-গদাধরের সেবা লাভ হ'বে।

যা'রা ভাবে, আমাদের এই গুণ আছে, আমরা অনেক কিছু করতে পারি, তা'দের হরিভজন হ'বে না। তা'রা বঞ্চিত। আর যা'রা বলে, আমার কেউ নাই, আমি কাঙ্গাল, তোমার কৃপা ছাড়া গতি নাই, তা'দের হরিভজন হ'বে। যা'র যা' গুণ আছে, সে যদি তা' শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় না লাগায়, তা'হলে ক্ষতি হ'বে। নিজের যোগ্যতা, দক্ষতা, গুণকে নিজের ভোগে লাগাতে হ'বে না, সব কৃষ্ণ-সেবায় লাগাতে হ'বে। সমস্ত জীবনটা হরিসেবায় লাগাতে হ'বে। যদি এ বিষয়ে কেউ কৃপণতা করেন, তবে হরিভজন হ'বে না। মূল্যটা দিতে হ'বে। সব দিতে বিন্দুমাত্র কৃপণতা কর্‌লে হরিভজনের আশা নাই।

হিংসা কর্‌লে হরিভজন হ'বে না। হরিভজন ও হিংসা বিপরীত জিনিষ। মায়ার মধ্যে কৃষ্ণ নাই। যেখানে ভক্তি, সেখানে মৎসরতা থাকতে পারে না। সুতরাং কেউ হিংসা কর্‌লে প্রতিহিংসা ক'রে তা'র প্রতিশোধ নিতে হ'বে না।

কোন দেবতার নিন্দা করা উচিত নয়। বিদেবিগণের আলোচনা করতে হ'বে না। আলোচনা করতে গেলে সঙ্গ হ'য়ে যা'বে; চিন্তা কর্‌লেই সঙ্গ হ'য়ে যা'বে। দেবতা বা দেবীর চিন্তা করতে হ'বে না; তা'তে হরিভজন হ'তে ছুটী হ'য়ে যায়।

জড় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বগাদির দ্বারা যা' দেখা যায়, শুনা যায়, শুঁকা যায়, আস্বাদন করা যায় বা স্পর্শ করা যায়, তা' সবই মায়া। সেরূপ মায়িক বস্তুর সঙ্গ কর্‌তে হ'বে না। তা'র সঙ্গ কর্‌তে গেলেই বঞ্চিত হ'তে হ'বে। যেখানে নিজের সুখ, সেখানেই বঞ্চনা। জড়াহঙ্কার নিয়ে যে চিন্তা বা বিচার, সেখানে বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নেই। সেরূপ দার্শনিকের সহিত ভক্ত, সৌভাগ্যবান বৈষ্ণবের কোন সম্বন্ধ নেই।

যা'র যা' যোগ্যতা আছে, সেটা ভগবৎসেবায় লাগান দরকার। যা'র যা' যোগ্যতা আছে, সেটা যদি গুরুসেবায় না লাগান হয়, তবে অপরাধ হ'বে। সব দিয়ে ভগবানের সেবা কর্‌তে হ'বে। পঞ্চক্লেশ থেকে মুক্ত হ'লে তবে হরিভজন হ'বে। অস্মিতা, অবিদ্যা, অভিনিবেশ, রাগ ও দ্বেষ—এই পঞ্চক্লেশ। দেহাত্মাভিমানই অস্মিতা। তুচ্ছ বস্তুতে আসক্তি হ'বার জন্য এটা হ'য়েছে। অতি বড় দার্শনিকও তুচ্ছ বিষয়ের আসক্তি ছাড়তে পারে না—দেহটাকে জীব মনে করে; কি বিবর্ত! এই পঞ্চক্লেশ থেকে মুক্ত হ'য়ে ব্রহ্মানন্দ, ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মানুভূতি লাভ। এই ব্রহ্মানন্দকেও তুচ্ছ ক'রে কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের প্রতি যেখানে আদর, সেখানেই সেবা। শ্রীকৃষ্ণ নিজ সৌন্দর্য্যবলে সকলকে পরাভূত ক'রে যে রূপে থাকেন, সেই শ্রীমূর্ত্তির সেবা কর্‌লে মঙ্গল হয়।

ভক্তির কথা শুনা—মেধা বা পাণ্ডিত্যের কর্ম্ম নয়। সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত পাণ্ডিত্যের কোন সম্বন্ধ নাই। পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যা'বে না—তা'তে মূর্খত্ব বা পাণ্ডত্ব বাড়তে পারে। যে নাম লিখতে পারে না, সেও প্রকৃত সিদ্ধান্তবিৎ হ'লে ব্রহ্মা তা'কে করজোড়ে বন্দনা করেন। সেরূপ ভক্তের আত্মপ্রীতিবাঞ্ছা নাই। যেখানে বাহাদুরী, সেখানেই নির্ব্বিশেষবাদ। Law is not the respector of persons or any personality. ভগবান্ এ'লেও নির্ব্বিশেষবাদী বল্‌বে, "তুমি আমার আসামী।" তা'রা কৃষ্ণভক্তকে পর্য্যন্ত same dockএ দাঁড় করা'তে চায়। এই ত' জগতের অবস্থা! সমস্ত জগৎই কৃষ্ণকর্ণপন্থী। সমস্ত জগৎ আরোহপন্থা অবলম্বন ক'রেছে, এটা আত্মহত্যা।

এই জগৎটা নিত্যস্থায়ী নয়। এখানে কেবল দুঃখ। মনে হয় জগৎ নিত্য, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তা' নয়। জগৎটা মায়া। এই মায়ার উপর প্রভুত্ব কর্‌বার ইচ্ছা থেকেই যত অসুবিধা হ'চ্ছে।

ভগবদ্ভক্তই মহৎ। মহজ্জন বা ভগবদ্ভক্তিদেবীর কাছে অপরাধ হ'লে হরিকথায় রুচি হয় না। ভক্ত ও ভক্তির নিকট অপরাধ হওয়াতে আমাদের অসুবিধা হ'য়েছে। যে প্রবৃত্তি ভগবানকে দিয়ে দেয়, তাহাই ভক্তি। স্বরূপের বৃত্তি—হরিকথায় রুচি। সৌভাগ্যের প্রথম পরিচয়—

ভগবৎকথায় রুচি থাকা। যা'র ভগবৎকথায় রুচি হ'য়েছে, বুঝতে হ'বে—তা'র প্রতি ভগবানের নজর প'ড়েছে। ভগবৎ-কৃপা হ'লে অনর্থনিবৃত্তিরূপা মুক্তি হ'বে। স্বরূপভ্রম, অসত্কৃপা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য ও অপরাধ—এইগুলি অনর্থ। নিজেকে ভগবৎসেবক ব'লে না জানাই স্বরূপভ্রম। ধর্ম্মার্থকাম এগুলি অসত্কৃপা। প্রতিষ্ঠাশা, কুটিনাটি, মাৎসর্য্য, তুচ্ছ বিষয়ে আসক্তি, এগুলি হৃদয়দৌর্ব্বল্য। নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—এ তিনের চরণে অপরাধ, তদীয় শ্রীমদ্ভাগবত, মথুরা, তুলসী ও প্রসাদের প্রতি অপরাধ এবং জীবের প্রতি অপরাধ হ'য়ে থাকে। জীবকে হরিকথা না বলা, তা'কে সেবোন্মুখ ক'রবার জন্য যত্নবিশিষ্ট না হওয়া জীবের প্রতি অপরাধ।

দেহাত্মবোধ হ'লে মহতের কাছে ও ভক্তিদেবীর কাছে অপরাধ হয়। দেহজ্ঞান যত হ'বে, তত অসুবিধা কমবে। 'আমি নিত্যদাস'—এটা জীবের শুদ্ধ অহঙ্কার; এটা দরকার। যত স্বরূপভ্রম দূর হ'বে, তত দৃঢ়তা বাড়বে।

সাধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ন'ন—আমার অধীন ন'ন। তাঁ'র শিক্ষা, তাঁ'র উপদেশ ও তাঁ'র স্মরণে তাঁ'র সহিত সাক্ষাৎকার হয়। তাঁ'র স্বতন্ত্রতা অবনতমস্তকে স্বীকারেই সঙ্গ।

ভক্তিবিজ্ঞানবিৎ—অভিজ্ঞ। তিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ। তাঁ'র প্রতি আত্মবুদ্ধি না হ'লেই অসুবিধা। সাধুতে আপনবুদ্ধি না ক'রে যদি দেহে আত্মবুদ্ধি বা পুত্রাদিতে আপনবুদ্ধি হয়, সেটা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। চেতন আবৃত হ'লে এরূপ হয়। মর্ত্যে বৈকবুদ্ধি এবং বৈষ্ণবে মর্ত্যবুদ্ধি করতে হ'বে না। মূর্খতার মধ্যে অপরাধ না থাকতে পারে, কিন্তু অপরাধের মধ্যে মূর্খতা আছেই। কনিষ্ঠাধিকারী মূর্খ, অপরাধী নয়, কিন্তু পাষোপাসক অপরাধী। যা'রা উপাস্যকে পরে ফেলে নিজে উপাস্য হ'তে চায়, তা'রাই পাষোপাসক। তা'দের প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাস হয়। কপটমাত্রেই অপরাধী। সেইজন্য প্রথমেই অকপট ও নির্ব্বালীক হওয়া দরকার।

স্ব-শৃগালতুল্য দেহে 'আমি-আমার'-বুদ্ধি নাই যা'দের, তা'দের ভগবান্ দয়া করেন। দয়ার লক্ষণ কি? লক্ষণ—সর্ব্বাত্মা দ্বারা যে ভগবান্‌কে আশ্রয় ক'রেছে। বালীক—বিশেষরূপে বলীক অর্থাৎ ছলনা। নির্ব্বালীক—যেখানে ছলনা নাই, যেখানে আদৌ কপটতা নাই। যা'রা ভগবৎকথা আশ্রয় করেন, তাঁ'রা দুরত্যয় দৈবী মায়াকে অতিক্রম করতে পারেন। তাঁ'দের বাধাবুদ্ধি থাকে না। শরণাগত হ'লে ভগবান্ নিজেই কৃপাপূর্ব্বক প্রকাশিত হন।

দুষ্কৃতিসুকৃতিবাহী—কপটতা, কৈতব বা বালীক। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেম ব্যতীত ধর্ম্মার্থকাম বা মোক্ষের প্রতি অরুচি আসে না। কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুর প্রতি যেখানে রুচি, সেখানে অনর্থ হওয়া গেল না। ইতরাভিলাষই দুষ্কৃত বা কপটতা; এ যাঁ'র নাই, তাঁ'র মঙ্গল হ'য়ে যা'বে। তাঁ'র বাহিরের লক্ষণ—দেহে আত্মবুদ্ধি নাই, মায়া অতিক্রম করছেন।

"কৃষ্ণকথায় রুচি যা'র সেই ভাগ্যবান্।"

কেউ না এ'লে নিজে নিজে আলোচনা করতে হ'বে। যেমন মহাপ্রভুকে এখন দেখা যাচ্ছে না, তাঁ'কে কি ক'রে পা'ব? গৌরসুন্দর অনাদি, সকলের আদি তিনি। তাঁ'র আদিও নাই, অন্তও নাই। তাঁ'কে এখন কোথায় পা'ব। তাঁ'র উপদেশের মধ্যে, তাঁ'র শিক্ষামৃতের মধ্যে তাঁ'র দর্শন হ'বে। তিনি শব্দাকারে আছেন।

সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচনা করতে হ'বে। সাধুসঙ্গে কীর্ত্তনপ্রভাবে নিরন্তর কৃষ্ণচিন্তা যদি হয়, তখন কৃষ্ণ মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। তখন অনর্থ আপনিই দূর হ'য়ে যায়।

একশ' জপ অর্চ্চন করতে করতে তবে মুখে হরিনাম আসে। শ্রীবিগ্রহই তখন সদয়রূপে জিহ্বায় আসেন। সেবাপরাধ হ'লে অর্চ্চনের ফল হ'বে না। নাম আছে ব'লে মন্ত্রের মন্ত্রত্ব। নামের দ্বারা সংসার-মোচন ও নামীকে পাওয়া যা'বে। মন্ত্রের দ্বারা ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। কৃষ্ণমন্ত্র হ'তে সংসার নিবৃত্তি হয়।

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পা'বে কৃষ্ণের চরণ॥

নামের ফল কেবল অবিদ্যাধ্বংস নয়, নাম কৃষ্ণপ্রেম দেয়। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গ করতে হ'বে, নতুবা উন্নত হওয়া যা'বে না। কনিষ্ঠাধিকারী যদি মধ্যমাধিকারীর সঙ্গে না থাকে তবে পাষোপাসক হ'য়ে যেতে পারে। সাধুশাস্ত্রের প্রতি অবিশ্বাস এলে সর্ব্বনাশ। শ্রীমূর্ত্তির প্রতি অবজ্ঞা এলে কলির চরের মধ্যে পড়ে যেতে হয়। যা'রা বাস্তিক, তা'রা ভক্তের কৃপায় মাথা হেঁট করে না। এদের সঙ্গ

শ্রদ্ধার সহিত দান (আত্মনিবেদন) করিবে, শ্রদ্ধোদয় না হইলে শ্রদ্ধাদানের (আত্মনিবেদনের) ছলনা না করাই কর্ত্তব্য।

শ্রুতিতে 'উপাসনা', 'অর্চ্চন' প্রভৃতি ভক্তির পর্য্যায়-শব্দের বহু প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। উপাসনা ও ভক্তি একই তাৎপর্য্যপর। মুণ্ডকোপনিষৎ (৩।১।১০) বলিতেছেন,—

"তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ॥"

যদলেচ্ছু ব্যক্তি ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে আন্তরিক সেবা করিবেন।

"স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্মধাম
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে
শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ॥" (মুঃ ৩।২।১)

তিনি অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সকলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় যে পরব্রহ্ম, যাঁহাতে সমস্ত বিশ্ব নিহিত আছে এবং যিনি (বিশুদ্ধসত্ত্বে) স্বীয় শুভ্র স্বরূপ প্রকাশ করেন, তাহা অবগত হন। যে সকল নিষ্কাম ধীর ব্যক্তি সেই পুরুষোত্তমের উপাসনা করেন, তাঁহারা শৌক্রশুক্রপরিগ্রহাদিক্লেশনির্ম্মুক্ত হন।

"তদুপাস্ব তদুপচরস্ব তেভ্যঃ শৃণু হি তে ব্রূয়ুরন্ধ।"

(৩।৩।৪৭ সংখ্যক ব্রহ্মসূত্রে শ্রীমাধ্বভাষ্যধৃত পৌষায়ণ-শ্রুতিবাক্য)

ভগবদ্ভক্তগণের উপাসনা কর, তাঁহাদিগের সেবা কর, তাঁহাদিগের নিকট হইতে শ্রবণ কর, তাঁহারা তোমাকে রক্ষা করিবেন।

"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।" (বৃঃ ১।৪।৮)

আত্মাকেই (পরমাত্মা শ্রীভগবান্‌কেই) প্রিয়বুদ্ধিতে উপাসনা করিবে।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" (বৃঃ ৪।৫।৬)

হে মৈত্রেয়ি! পরমাত্মারই সাক্ষাৎকার কর্ত্তব্য, তাঁহারই বিষয় শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, তাঁহারই বিষয় মনন করা কর্ত্তব্য ও তাঁহারই উপাসনা করা কর্ত্তব্য। ('নিদিধ্যাসনম্ উপাসনম্'—ভক্তিসন্দর্ভ, ৭ম অনুচ্ছেদ)।

"সর্ব্বৈরনুপাসীত যাবদ্দ্বিমোক্ষমুষ্মাৎ ত্বপি হ্যেতদুপাসতে।" (৪।১।১২ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীমাধ্বভাষ্যধৃত সৌপর্ণ-শ্রুতি-মন্ত্র)

সর্ব্বদা শ্রীহরির উপাসনা করিবে, যাবৎ মুক্তিলাভ হয়, তাবৎ উপাসনা করিবে; মুক্ত পুরুষেরাও উপাসনা করেন।

"স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ আদিত্যে পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি। তং হোবাচাজাতশত্রুর্মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ। বৃহন্ পাণ্ডরবাসা অভিষ্ঠাঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মূর্দ্ধেতি বা অহমেতমুপাস ইতি। স যো হৈতমেবমুপাস্তে অভিষ্ঠাঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মূর্দ্ধা ভবতি॥" (কৌষীতকি ৪।২)

বালাকি বলিলেন,—"যে পুরুষ আদিত্যমণ্ডলে বাস করেন, আমি তাঁহার উপাসনা করি।" অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, "আমাকে এই পুরুষের বিষয় শিক্ষা দিবেন না, (কারণ আমি ইহা জানি, আমি ইহাকে) মহান্ শুভ্রবস্ত্র, সকলের ঊর্দ্ধে স্থিত এবং সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ বলিয়া উপাসনা করি। যিনি তাঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি সর্ব্বোচ্চ ও সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ হন।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ (৬।২৩) বলেন,—

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

যাঁহার শ্রীভগবানে পরা ভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমন যাঁহার শ্রীগুরুদেবেও ঐকান্তিকী ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকটই শ্রুতির গূঢ়রহস্য প্রকাশিত হইয়া থাকে।

এই পরা ভক্তিকে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ 'উত্তমা ভক্তি', 'শুদ্ধা ভক্তি', 'অব্যভিচারিণী ভক্তি', 'অহৈতুকী ভক্তি', 'কেবলা ভক্তি' প্রভৃতি বলিয়াছেন।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু উত্তমা ভক্তির এই লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।৯)

অন্যাভিলাষশূন্য, জ্ঞানকর্ম্মাদির আবরণের দ্বারা অনাবৃত অনুকূলভাবে যে কৃষ্ণের অনুশীলন, তাহাই উত্তমা ভক্তি। অন্তরে সর্ব্বদা প্রিয়বোধে শ্রীকৃষ্ণের জন্য দেহ, মন ও বাক্যের সর্ব্বতোভাবে নিয়োগ—শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মকে প্রিয়তমজ্ঞানে তাঁহার সন্তোষের জন্য দেহদ্বারা সাষ্টাঙ্গ প্রণতি, ভক্তদের সেবা, সাধুসঙ্গার্থ তাঁহার তীর্থাদিতে গমন, বাস, হরিবিষয়ক

ব্রতাদি-ধারণ, পরিক্রমা প্রভৃতি দেহগত যাবতীয় অনুশীলন, বাক্যকে শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্তের নাম-রূপ-গুণ-লীলার অনুবর্ণনে (শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণের পর বর্ণন) নিয়োগ, চিত্তকে সর্ব্বদা শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপা, স্মৃতি ও প্রীতিতে অভিষিক্ত রাখিয়া শ্রীভগবানের শ্রীনাম, শ্রীধাম ও শ্রীধামের ভজনই শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন। শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনের আদি মূলই—সর্ব্বোত্তম শুদ্ধভক্তের শ্রীপাদপদ্মাশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম সেবকবরই শ্রীগুরুদেব। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম, শ্রীকৃষ্ণের নিজ-জন, এই জগতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি, শ্রীকৃষ্ণের প্রেরিত—তিনি সেবক ভগবান্। তাঁহার শ্রীপদাশ্রয় ব্যতীত ভক্তির অনুশীলন আরম্ভই হইতে পারে না। তাঁহার কৃপাতেই ভগবৎকৃপা বা ভক্তিলাভ হয়। এজন্য ভক্তিরাজ্যের প্রথম কথা "আদৌ শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ঃ" অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রেই শ্রীকৃষ্ণের প্রেরিত নিজ-জনের শ্রীপাদপদ্মে আত্মবিক্রয় করিতে হইবে। অতএব শ্রীগুরুপাদাশ্রয় হইতেই শ্রীকৃষ্ণানুশীলন আরম্ভ হয়।

অন্তরে অকৃত্রিম স্বাভাবিক প্রীতি না থাকিলে কায়, মন ও বাক্যের চেষ্টাসমূহ কেবল দৈহিক ও মানসিক ব্যায়াম-মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। অতএব স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত যে অনুশীলন, তাহাই প্রকৃতপ্রস্তাবে ভক্তি।

প্রত্যেক জীবহৃদয়েই স্বভাবতঃ এই প্রীতির নিত্য অধিষ্ঠান আছে। তাহা বর্ত্তমানে মুগ্ধ ও বিপথগামী অর্থাৎ জড় -অনিত্য প্রাকৃত বস্তুতে নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রেরিত নিজ-জনের সহিত কোন ভাগ্যে সাক্ষাৎ-কার লাভ হইলে তাঁহার বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ করিতে করিতে নির্ম্মল আত্মার স্বাভাবিকী প্রীতি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সেই প্রীতির বিষয়ই শ্রীকৃষ্ণ—স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম।

ভক্তির কয়েকটী প্রাথমিক ও প্রধান প্রতিজ্ঞা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—

১। ভক্তির বিষয়, নির্ব্বিশেষ ভাব নহে; তাহা সবিশেষ অধিতীয় বস্তু।

২। সেই অধিতীয় তত্ত্ব প্রাকৃত ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট বা নিরিন্দ্রিয় নহে। তাহা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়বান্।

৩। তিনি ক্লীব বা স্ত্রী নহেন অর্থাৎ পুরুষত্বহীন বা প্রকৃতি-জাতীয় নহেন। তিনি শ্রীপুরুষোত্তম—নিত্য বিলাসী—স্বেচ্ছাচারী—সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র—নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়।

৪। তিনি এক অধিতীয় বস্তু হইয়াও বহু আশ্রয়ের বা শক্তিবর্গের সহিত তাঁহাদের নিত্য নায়করূপে নিত্য বিরাজমান।

৫। তিনিই একমাত্র অধিতীয় ভোক্তা। তিনি কাহারও ভোগ্য নহেন। সকলেই তাঁহার ভোগ্য বা যোষিৎ।

৬। তাঁহার নিত্যনাম, নিত্যকাম, নিত্যধাম, নিত্যরূপ, নিত্যগুণ, নিত্যপরিকর, ও নিত্যলীলা আছে।

৭। তিনি জন্মমৃত্যুর অধীন নহেন অর্থাৎ তিনি কর্ম্ম-ফলের অধীন নহেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি অচিন্ত্য-শক্তিবলে অজ হইয়াও জন্মলীলা প্রকট করেন। তাঁহার সেই তনু নিত্য। গোলোকে তাঁহার যে নিত্য শ্রীবিগ্রহ নিত্যকাল বিরাজমান, তাঁহার যে সকল পরিকর ও ধামাদি নিত্যকাল বিরাজমান, তাহাই অচিন্ত্য-শক্তিবলে এই জগতে অবতীর্ণ হন; অথচ যুগপৎ গোলোকেও তাঁহার সেই নিত্য শ্রীবিগ্রহ, শ্রীধাম, শ্রীপরিকর ও শ্রীলীলাদি বর্ত্তমান থাকে। ইহাই তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিমত্তা। এইজন্যই তাঁহার নাম শ্রীভগবান্।

৮। তিনি যখন কৃপাপূর্ব্বক জগতে অবতীর্ণ হন, তখন কোন অনাম, অরূপ বস্তু নাম ও রূপ পরিগ্রহ করেন, এরূপ নহে। তাঁহার দেহ পঞ্চভূতের গঠিত দেহবিশেষ নহে অথবা তিনি মায়া মিশাইয়া জগতে আগমন করেন না। যখন তিনি এই জগতে প্রকটলীলা প্রকাশ করেন, তখন প্রাকৃত নেত্র যে তাঁহাকে প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় আগমাপায়িরূপে দর্শন করে, তাহা প্রাকৃত দ্রষ্টারই দর্শনজনিত ভ্রান্তি। বস্তুতঃ তিনি গোলোকের যে নিত্য শ্রীবিগ্রহ লইয়া অবতীর্ণ হন, তাহা লইয়াই আবার অপ্রকটপ্রকাশে আরোহণ করেন। সেবোন্মুখ নেত্রে শ্রীভগবৎকৃপায় সেই শ্রীবিগ্রহ প্রত্যক্ষ করা যায়।

৯। শ্রীভগবদ্বস্তু অধোক্ষজ বা অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব। ব্রহ্মার সৃষ্ট কোন প্রাণীর ইন্দ্রিয় অথবা 'অ' হইতে 'ক্ষ' পর্য্যন্ত বর্ণ-মালার জাত জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। আধ্যক্ষিকজ্ঞানরূপিণী মায়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইতে পারে না। এজন্য তাঁহাকে অধোক্ষজ-তত্ত্ব বলা হয়। যেরূপ সূর্য্যের রশ্মির দ্বারা সূর্য্যদর্শন হয়, দর্শনকারী জীবের নিজের

স্বরূপ-দর্শন হয় ও আনুষঙ্গিকভাবে অন্যকার বিদূরিত হয়, তদ্রূপ শ্রীভগবানের কৃপাতেই তাঁহাকে জানা যায়। এই অধোক্ষজে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা সেবাবৃত্তিই ভক্তি।

১০। ভক্তি সেই অধোক্ষজের স্বরূপশক্তির বৃত্তি-বিশেষ। উহা দেহ ও মনের ধর্ম নহে, আরোপ, কল্পনা, উচ্ছ্বাস বা ভাবুকতা নহে। তাহা নির্মল আত্মার নিত্যসিদ্ধা বৃত্তি। উহার সহিত অচেতনের কোন সম্পর্ক নাই। সেই আত্মবৃত্তি শ্রীপুরুষোত্তমের অপ্রাকৃত কামের সর্বপ্রকার তৃপ্তিবিধায়িনী। জীবের কাম বা তৃষ্ণার তৃপ্তি, শান্তি প্রভৃতি চেষ্টা ভক্তি নহে, তাহা মুক্তি বা মুক্তিকামনা অর্থাৎ ভক্তির বিপরীত ধর্ম। স্বরাট্-লীলাপুরুষোত্তমের কামের তৃপ্তিবিধানের জন্য সর্বতোমুখী চেষ্টাই ভক্তি।

১১। শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনের নামই ভক্তি। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষপ্রদায়ী দেবতাগণের অনুশীলনের নাম অভক্তি বা বলিবৃত্তি।

১২। রাবণ, শিশুপাল, দন্তবক্র প্রভৃতি অদৈবপ্রকৃতি ব্যক্তিগণের বিদ্বেষভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণাদি—প্রতিকূল অনুশীলন, তাহা ভক্তি নহে।

১৩। অন্যান্য সাধনচেষ্টা ভক্তিরই সপত্নী—এইরূপ চিন্তাড়ম্বরের মতবাদ ভক্তি নহে, উহা সম্পূর্ণ অভক্তিবাদ। ভক্তি স্বতন্ত্রা, কেবলা, সরলা, অধিষ্ঠীয়া ও অব্যভিচারিণী। একমাত্র ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে জীবের চরম প্রয়োজন শ্রীভগবৎপ্রেম লাভ হয় না। অন্যান্য উপায়ে ধর্মার্থকামাদি-লাভ সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু ভক্তি ব্যতীত কিছুতেই শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম লাভ হয় না। অতএব নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান ও স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদি ক্রিয়া, বৈরাগ্যযোগ, সাংখ্যযোগাদি চেষ্টা হইতে নির্মুক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত অন্য সমস্ত অভিলাষশূন্য অনুশীলনই ভক্তি।

১৪। ভক্তিতে ভজনীয় বস্তুর অনুসন্ধান বা সম্বন্ধজ্ঞান অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত তৎসেবকের কি সম্বন্ধ তদ্বিষয়ক জ্ঞান এবং ভজনীয় বস্তুর পরিচর্যাদিরূপ কর্ম অর্থাৎ সেবা-চেষ্টাসমূহ আছে। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কার্য—ফলভোগপর কর্ম বা ফলত্যাগপর নিষ্কাম-কর্মজাতীয় চেষ্টা নহে।

১৫। ভক্তির স্বরূপলক্ষণে আনুকূল্য ও কৃষ্ণানুশীলনতা আছে। বিদ্বেষের সহিত অনুশীলন প্রতিকূল অনুশীলন। ব্রহ্মানুশীলন বা পরমাত্মানুশীলন কিম্বা নানাদেবতানুশীলন ভক্তির স্বরূপলক্ষণ নহে। কারণ যে তত্ত্বের নিত্য ইন্দ্রিয় নাই, যাহার নাম-রূপ-গুণ-লীলার নিত্যত্ব নাই, তাহাতে ভক্তিরও নিত্যত্ব নাই।

ভগবান্ শ্রীকপিলদেব শ্রীমদ্ভাগবতে নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ বলিতেছেন,—

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে।
মনোগতির্অবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
স এষ ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥

(ভাঃ ৩।২৯।১১-১৪)

আমার গুণশ্রবণমাত্র সর্বচিত্তনিবাসী যে আমি, আমাতে সমুদ্রপ্রবিষ্ট গঙ্গাজলের ন্যায় যে মনের অবিচ্ছিন্না অবস্থার উদয় হয়, তাহাই নির্গুণ-ভক্তিযোগের লক্ষণ। পুরুষোত্তম-স্বরূপে আমাতে সেই ভক্তি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা। অহৈতুকী—হেতুরহিতা, স্বতঃসিদ্ধা, অব্যবহিতা—ব্যবধান বা অন্যান্য-ফলানুসন্ধান-রহিতা।

সালোক্য (বৈকুণ্ঠবাস), সার্ষ্টি (ঐশ্বর্যসম্পত্তি), সারূপ্য (চতুর্ভুজাকার), সামীপ্য (নৈকট্যলাভ), একত্ব (সাযুজ্য বা অদ্বৈতগতি) প্রভৃতি হইলেও ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না; যেহেতু আমার অপ্রাকৃত সেবা ব্যতীত তাঁহাদের আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই।

এতাদৃশী ভক্তিকেই 'আত্যন্তিক-ভক্তিযোগ' বলা যায়। সেই ভক্তিযোগ দ্বারা জীব গুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করিয়া আমার বিমল প্রেম লাভ করেন।

এই শুদ্ধা ভক্তি জীবমাত্রের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, তাহার দ্বারাই আত্মার সম্যক্ প্রসন্নতা লাভ হয়। তাহা নরকের ভয়, কর্তব্যবুদ্ধি বা শ্রীভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা-বুদ্ধি কিংবা সুনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি বা কোনরূপে ফলপ্রাপ্তির আশার কৃত হয় না বলিয়া অহৈতুকী; কোটি কোটি বিঘ্ন, বিপদ, প্রতিকূল অবস্থার দ্বারাও তাহা বাধাপ্রাপ্ত হয় না বলিয়া তাহা অপ্রতিহতা; ইহাই অনাবৃত বা নির্মল আত্মার

স্বাভাবিক বৃত্তি বা ধর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবত (১।২।৬) ভক্তির সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন,—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণের প্রবণাদি-লক্ষণা কলাভিসন্ধানরহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত হইবার যোগ্যতা ও নিয়মাবলী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৩শ-৩৪শ সংখ্যার পর]

৭১। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থান ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যেরূপ অতিমর্ত্ত্য দৈন্যাতিশিক্ত প্রকট করিয়াছেন, তাহার এক কণা-প্রসাদ প্রাপ্ত হইবার জন্য শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সেবকের অনুক্ষণ লোভ উপস্থিত হইবে; নতুবা কোনও দিন শ্রীচৈতন্য-ধামের কৃপা, শ্রীচৈতন্যমঠের স্বরূপ ও শ্রীচৈতন্যবাণীর তাৎপর্য্য হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হইবে না। বাস্তিকতা দ্বারা শ্রীধামের স্বরূপ, শ্রীনামের স্বরূপ বা শ্রীবৈষ্ণবের স্বরূপ উপলব্ধি বা তাঁহাদের কৃপা লাভ হয় না। অকপট সুদৈন্যই কৃপাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। যাঁহার হৃদয় যতটা দীন, তাঁহার হৃদয় ততটা কৃপার জন্য উন্মুক্ত। মুখে 'কৃপা কৃপা' উচ্চারণ করিয়া হৃদয়ে যদি শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের প্রতি আধ্যক্ষিকতা ও বাস্তিকতা পোষণ করি, তবে কোটি-কল্পেও কৃপা পাইব না। কারণ, ঐরূপ মৌখিক কৃপার প্রার্থনা কৃপার প্রতি কৃপাণ ধারণ করিবারই প্রচেষ্টা।

৭২। শ্রীএকাদশী, শ্রীমহাদ্বাদশী, শ্রীজন্মাষ্টমী ব্রত যথা—শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, শ্রীগৌরপূর্ণিমা, শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী, শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী, শ্রীবরাহ-দ্বাদশী, শ্রীরামনবমী প্রভৃতিতে উপবাস করিয়া হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। অপ্রতিহতভাবে সংখ্যা-নাম গ্রহণ, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত, বৈষ্ণবধর্ম্ম, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি মহাজন-গ্রন্থরাজি শ্রদ্ধার সহিত অনুশীলন ও ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতিতে সমস্ত সময় নিয়োগ করিতে হইবে। উপবাস-জনিত ক্লান্তি যেন আমাদিগকে নিদ্রা, আলস্য ও আদ্যে অভিভূত করিয়া না ফেলে। শ্রীমাধবতিথি-সমূহের উপবাসাদি ব্রতকে যেন অন্যান্য ব্রত-সামান্য বিচার করা না হয়। শ্রীহরিকথায় রুচি বা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরসুন্দরের সন্তোষ বিধানকেই ফলরূপে না জানিয়া কেবল রুক্ষতা বা বীরশৈবগণের ন্যায় তামসিক ও পৈশাচিক বৈরাগ্য প্রদর্শনকল্পে শরীর-শোষণের চেষ্টায় প্রচুর আভাস থাকিলেও শ্রীমাধবতিথিগণের শ্রীচরণে অপরাধ হইয়া যাইবে। যদি শ্রীহরিই আরাধিত না হইলেন, কথারম্ভী শ্রীহরির সমীপেই যদি না হইল, তবে বৃথা তপস্যায় কি লাভ? বরং ঐরূপ বৃথা কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা শরীরকে অপটু করিয়া—হরিসেবাপরায়ণ বৈষ্ণবগণের গলগ্রহ হইয়া পড়িতে হইবে। একান্ত অসমর্থ পক্ষে কিছু অনুকল্প ('পানীয় প্রভৃতি) গ্রহণ করিয়াও যদি হরিকথায় নিবিষ্ট থাকিবার সুযোগ হয়, তন্দ্রা, জাড্য, বিক্ষেপ, দেহচিন্তা, ক্ষুৎপিপাসার ধ্যান হইতে মুক্ত হইয়া হরিকথায় অভিনিবেশ হয়, তবে তাহাই কর্ত্তব্য। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে 'অনুকল্পে'র নামে যেন উদর পরিপূর্ণ করিয়া ভোজন বা বহুবার জলযোগ করিবার প্রচুর কৌশল বা কাপট্যের আশ্রয় গ্রহণ করা না হয়। সমর্থ-পক্ষে নিরম্বু উপবাসের সহিত ব্রত-পালনই বিধি, তবে জোর করিয়া সামর্থ্য দেখাইবার চেষ্টা বা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দুর্ব্বলতা, লোভ বা জাড্য-বশতঃ অসমর্থের ন্যায় অভিনয় উভয়ই হরিভক্তির প্রতিকূল। অনুরাগময় সুদৃঢ়তা ও প্রতিষ্ঠাশাপূর্ণ কৃত্রিমতা দুইটি পৃথক্ বস্তু।

৭৩। শ্রীচৈতন্যমঠ সমগ্র বহির্ম্মুখ মানবজাতির চিত্ত-বৃত্তির বিরোধী—শরীরগত বিরোধী নহেন। চিত্তবৃত্তি বা বৃত্তিভঙ্গী পরিবর্ত্তিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ হইলেই

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সেবক হওয়া যায়। সুতরাং গার্হস্থিক কোন প্রকার লক্ষণ-যা লাল কাপড়, দাদা কাপড় প্রভৃতি বাহ্য পোষাকের দ্বারা শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিতের স্বরূপ-নির্ণয় হয় না। শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত ব্যক্তি কিছু চা'র পাঁচ হাত উর্দ্ধে আরোহণ বা বিচরণ করিবেন, কিম্বা অমানুষিক চেষ্টা প্রদর্শন করিবেন, তাহা নহে; তাঁহার চিত্তবৃত্তি বা দৃষ্টিভঙ্গী ভোগ ও ত্যাগের দ্বারা বিচারণ না করিয়া অহৈতুকী অপ্রতিহতা অধোক্ষজ-সেবার দ্বারা প্রতিমুহূর্ত্তে অগ্রসর হইবে।

১৩। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য বা সৌন্দর্য্যাদির তারতম্যের দ্বারা বৈষ্ণবতার বা শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত-সেবকের যোগ্যতার পরিমাপ হয় না। 'আমি মিশন সৃষ্টির পূর্ব্ব বা আদি হইতে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত বা দীক্ষিত (?) আছি, সুতরাং time-scale অনুসারে seniority must be observed,—এইরূপ বিচারপরায়ণ বয়োবৃদ্ধগ্রস্ত ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যমঠের কেহ নহেন। কারণ তিনি শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আত্মার সহজ বৃত্তিকে জন্ম-পরিণাম-বৃদ্ধি-শীলতার মধ্যে পতিত করিতে চাহিতেছেন—ভক্তিবৃত্তিকে কাম-ক্রোধাদির বৃত্তির ন্যায় মনে করিতেছেন। মিশন সৃষ্টির পূর্ব্বে বা আদি হইতে মিশনে থাকিলেই অথবা বয়োবৃদ্ধ হইলেই কিম্বা সন্ন্যাস-বেশধারী বা শৌক্র ব্রাহ্মণকুলজাত হইলেই যে তিনি বৈষ্ণবতার শ্রেষ্ঠ হইবেন, তাহা নহে। হয় ত' এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে একান্তভাবে আত্মনিবেদন করিয়া যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম মহাজনের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়াছেন, তিনি প্রকৃত শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত হইতে পারেন, আর যিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট সকলের পূর্ব্বে আসিবার অভিনয় করিয়াছেন, তিনিও অভ্যাভিলাষরহিত, জ্ঞানকর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত শুদ্ধভক্তির অনুশীলন না করিলে, আসক্তির নোঙ্গর জড়ের মধ্যে পুঁতিয়া রাখিলে, সেইরূপ এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের শরণাগত সেবকের শ্রীগুরুপাদপদ্মের ঘনিষ্ঠতারও যোগ্য না হইতে পারেন। অতএব বয়োবৃদ্ধ ভক্তিরাজ্যে শ্রেষ্ঠত্বের হেতু নহে।

১৪। যিনি সংস্কৃত বা ইংরাজী বেশী জানেন, অথবা খুব ভাল বক্তৃতা দিতে পারেন, সর্ব্বোত্তম সাহিত্য লিখিতে পারেন, অথবা বহু বহির্ম্মুখ লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারেন, কিম্বা সর্ব্ব বিষয়ে অধিক দক্ষতা বা পটুতা প্রদর্শন করিতে পারেন, অথচ যদি তাঁহার নোঙ্গর পুঁতিয়া রাখিবার আসক্তি দূর ও নিজ স্বরূপ-বিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি না হয়, সাধুসঙ্গ, শরণাগতি ও অভ্যাভিলাষশূন্য হরিভজনের প্রতি চিত্তাকর্ষণই না হয়, তবে কেবল time-scaleএ কাহারও গুরুত্ব নির্দ্ধারিত হইবে না।

১৫। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত কোন সেবক কখনও মনে করেন না যে, তিনি নির্দ্দোষ, তিনি বৈষ্ণব, তিনি আচারবান্, তিনি আদর্শ আর অন্যান্য ব্যক্তি সকলেই ন্যূনাধিক দোষযুক্ত বা অবৈষ্ণব। প্রকৃত শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তির অভিমান এই যে, 'আমি শত দোষযুক্ত, আমার কোনই যোগ্যতা নাই, আমার মত নরাধম পৃথিবীতে আর কেহ নাই, আমাতে বৈষ্ণবতার লেশমাত্রও উপস্থিত হইল না', এইরূপ মনে করিয়া তিনি সর্ব্বদা দৈন্যভরে অকপটে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের কৃপা প্রার্থনা করিতে থাকেন। দৈন্যের মধ্যে কাপট্য থাকিলে কৃপালাভ হয় না, মৌখিক দৈন্যের দ্বারা মানুষকে ভুলান যায়, অন্তর্যামীকে বঞ্চনা করা যায় না।

১৭। মঠসেবকের নাম করিয়া যাহারা কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ-পূর্ব্বক প্রথম শ্রেণীর কর্ত্তৃপক্ষকে ভোগময়ে বা উত্তম উত্তম দ্রব্যাদি ভোজনের আনুকূল্য প্রভৃতি করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে দলভুক্ত রাখিবার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট, তাহাদের কর্ম্মক্ষমতা ও দক্ষতা থাকিলেও তাহাদের হৃদয় হলাহল অপেক্ষাও তীব্রতর মাৎসর্য্যবিষে বিষাক্ত। ইহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে পরিবর্জ্জন করিতে হইবে।

১৮। কর্ম্মব্যস্ততা ও সেবাময়তা দুইটী পৃথক্ ব্যাপার। কর্ম্মব্যস্ত জীবন নানাপ্রকার অভ্যাভিলাষ ও ফলকামনাযুক্ত। অভ্যাভিলাষরহিত সেবাময় জীবনে প্রতিমুহূর্ত্তে চিন্নবীনতা হইতে আলোক পাওয়া যায়। স্বরূপশক্তির দুই চিদালোকে সেবক সমস্ত বিষয় দর্শন করেন। প্রতিমুহূর্ত্তেই শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত শুদ্ধ সেবক অধোক্ষজে অহৈতুক তীব্র রতিরাগ-সিন্ধুর তটে উপনীত হইবার ইঙ্গিত প্রাপ্ত হন। যেখানে সেইরূপ অভ্যাভিলাষরহিতা শরণাগতিময়ী অহৈতুকী সেবার প্রতি আর্ত্তি নাই, তথায় মায়ামিশ্রিত নানাপ্রকার কল্পনা ও আরোপাদি চেষ্টা মস্তিষ্কে আসিয়া স্থান গ্রহণ করে। ঐরূপ অভ্যাভিলাষময়ী চিত্তবৃত্তি হইতে কাল্পনিক ও আনুকরণিক অবতারবাদ, নবগৌরাঙ্গবাদ, গৃহিগৌরাঙ্গবাদ, কৃতপ্রেমবাদ, গৌরনাগরীবাদ, গৌরিভজনবাদ, কাল্পনিক পঞ্চতত্ত্ববাদ,

বা-দাদাবাদ, বা-গোস্বামিবাদ, গুরু-ভ্রমবাদ, ঈশ্বরভ্রমবাদ, কর্ত্তাভজাবাদ, গুরুকৃপা-হি-কেবল-বাদ প্রভৃতি অসংখ্য মনোধর্ম্মোত্থ কাল্পনিক মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অন্তর্দ্ধানকাল ও তৎপরবর্ত্তিকালে ঐরূপ বহু মতবাদ মনোধর্ম্মের অংশ কল্পনার বহুত্ব পথায় পরিব্যাপ্ত হইতে পারে, তাহার সাক্ষ্য দিয়াছিল ও এখনও বহুরূপিণী মূর্ত্তিতে দৃষ্ট হইতেছে। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সময় কতিপয় পাষণ্ডী মনোধর্ম্মী ব্যক্তি কল্পনা-প্রভাবে নিত্যসিদ্ধকে 'যদুপ্রভু' (!) 'নিত্যানন্দপ্রভু' (!) ও 'অদ্বৈতপ্রভু' (!) প্রভৃতি সাজাইয়া শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী হইতে বসিলে শ্রীশ্রীল ঠাকুর উহাদের পাষণ্ডতাকে সর্ব্বতোভাবে নিরাস করিয়াছিলেন। 'গুরুকৃপা হি কেবলম্' এই বাক্যের দোহাই দিয়া একটি মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণের বা বিষয়-বিগ্রহের কোন প্রয়োজন নাই; কারণ 'গুরু কৃষ্ণরূপ হন, শাস্ত্রের প্রমাণে', অতএব গুরুদেবের চরণে তুলসী দেওয়া যায়! গুরুদেবের মস্তকে ময়ূরপুচ্ছশোভিত বক্রচূড়া, হাতে বংশী, পায়ে নূপুর, এমন কি তাঁহাকে কদম্বতরুর উপর আরোহণ পর্য্যন্ত করান হইয়াছে! 'গুরু-কৃপা হি কেবলম্'এর এতদূর পর্য্যন্ত গতি হইয়াছিল! শ্রীগুরুদেবকে বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বা শ্রীবার্ষভানবীতত্ত্ব সাজাইয়া তাহাতে অতিভক্তি প্রদর্শনের অভিনয় চলিবে যখন গুরুকৃপাই একমাত্র প্রয়োজন, তখন আর বৈষ্ণবের কৃপার আবশ্যকতা নাই অথবা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় বৈষ্ণব নাই—এই সকল কল্পনা ও মতবাদ অত্যন্ত পাষণ্ড। যাহারা কোনরূপে এই সকল মনোধর্ম্মের কল্পনার কুটীসাধন বা প্রশ্রয়দাতা করিবেন, তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের সর্ব্বপ্রধান শত্রু। অতিবাড়ি হওয়া শুদ্ধভক্তির লক্ষণ নহে। গোলোকরাজা চিদ্বিলাসের ধাম। শ্রীগৌরকৃষ্ণ একমাত্র বিলাসী ও অনন্য শ্রীআশ্রয়বিগ্রহ সেই শ্রীঅধোক্ষজতত্ত্বের বিলাসের উপকরণ। 'শ্রীগুরুদেবে অতিভক্তি দেখাইতে গিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অস্বীকার করাও একটি নির্ব্বিশেষবাদবিশেষ। 'সর্ব্বদেবোময়ো গুরুঃ'—এই বাক্যের অর্থ ইহা নহে যে, শ্রীগুরুদেবের প্রীতির জন্য অন্যান্য বৈষ্ণবের সেবা করা অপরাধ ও অনাবশ্যক। শ্রীগুরুদেবও অন্যান্য বৈষ্ণবকে নিজ শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই বৈভবরূপে দর্শন করিয়া তাঁহাদের সহিত একযোগে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন করেন। যাঁহারা কেবল 'গুরু মানিব, বৈষ্ণব মানিব না' অন্তরেও এইরূপ প্রচ্ছন্ন মত পোষণ করেন, তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন-ধর্ম্মের বিরোধী। কারণ, "বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সংকীর্ত্তনম্।" বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব বহু বৈষ্ণবের সঙ্গে সংকীর্ত্তন যজ্ঞের দ্বারা সংকীর্ত্তন-পিতা শ্রীগৌরসুন্দরের আরাধনা করেন। 'বহবো হি সুমেধসঃ', 'সতাং পরং ধীমহি', 'সন্তুষ্টি বং সুরয়ঃ'—সর্ব্বত্রই বহুবচনের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সম্প্রদায় বা সঙ্ঘকে লইয়া শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণপ্রিয়তমের শ্রীগুরুলীলা। অতএব তাঁহার পারিপার্শ্বিকতাকে অস্বীকার করিয়া 'শ্রীগুরুকৃপা হি কেবলম্'-বাক্যে অতিভক্তি দেখাইলে তাহা নির্ব্বিশেষবাদীর অতিবাড়ি-কর্ম্ম হইয়া যাইবে। প্রকৃত শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সকলেই এই সিদ্ধান্তে অভিজ্ঞ।

সংবাদপত্রের প্রতিধ্বনি

[*Hindusthan Standard—Sunday, the 9th March, 1941*]

SRIMAD BHAGAVAD GITA :—Edited and translated in English by Tridandi Goswami Srila Bhakti Pradip Tirtha Maharaj, 368 pages, neatly printed in strong paper and well-bound, Price Rs 3/-, only; to be had of Sri Gaudiya Math, P. O. Baghbazar, Calcutta.

Srimad Bhagabad Gita or the Lord's song, contains the teachings of the Absolute Person, Sri Krishna. Being the song of the Lord

Himself it is so wonderful. But though wonderful, it is unapproachable to the emperic enterprise of man, however learned he may be. The Gita being, however, a 'Purpose Tree' man does not hesitate to derive benefit out of it, in the way which he thinks serves him best. Some people enamoured of their own views and notions of things, formed by the poor and miserable enterprise of their pigmy brains think that, they are entitled to distort the transcendental Teachings of the Lord in the Gita to support them. Such an approach of the Gita is an offence. The Gita never discloses itself in its true phase to such people. There are others who try to understand the Gita unaided by any practice of Sadhan and Bhajan under the guidance of a 'Sadguru'. Such process results in making confusion worse confounded. The Gita can be understood only by the three-fold process of absolute surrender, honest enquiry and sincere service to the Absolute Person. Srila Tirtha Goswami Maharaj has acquired his acquaintance with the Gita by adopting the above process only. So his exposition of the Gita presents the teachings of the invaluable gem of spiritual literature of that name in their true colour. His esoteric submissiveness in his study of the Gita to the three great Gaudiya Acharya commentators of the said book viz., Srila Viswanath Chakravarti, Srila Baladev Vidyabhusan and Srila Thakur Bhakti Vinode, has enabled him to produce an exposition soft and rich in the flavour of the beauty and sweetness of the commentaries by all of them. The book is an invaluable companion to the English knowing public. This book will, however, amply repay study and is recommended to every English knowing man and woman.

['মেদিনীপুর হিতৈষী', ২৩শে চৈত্র, ১৩৪৭ ; ৭ই এপ্রিল, ১৯৪১ ।]

শ্রীচৈতন্যদেব—শ্রীচৈতন্যদেবের এই চরিত গ্রন্থটী পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি। পুস্তকটীতে—একাধারে সমসাময়িক যুগের একটা নিখুঁত প্রামাণিক ইতিহাস ও বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রয়োজনীয় তথ্য, দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও উপদেশপূর্ণ শাস্ত্র বলা যাইতে পারে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক পার্ষদ শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর, শ্রীশিবানন্দ সেনের পুত্র শ্রীকবিকর্ণপুর ও শ্রীচৈতন্যদাস এবং শ্রীবিদ্যানন্দ প্রভৃতি নিত্য আদি কবি শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীলোচনদাস ঠাকুর ও তৎপরবর্ত্তী শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি গৌড়ীয়াচার্য্যগণের প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে প্রবীণ লেখক শ্রীচৈতন্যচরিত সংগ্রহ করিয়া এক্ষণে ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপ সম্বন্ধে বহু ভৌগোলিক তথ্য ও প্রমাণ বিশেষতঃ ডাক্তার ফুরার নেল্ সেথুল্, ডেন্‌ডেন্ ক্রুক-কৃত বঙ্গের প্রাচীনতম মানচিত্র (১৬৬৮—১৬৬৯ খৃষ্টাব্দ) বৃটিশ হইতে ইণ্ডিয়া অফিসের জন্ বর্ণটনের প্রকাশিত বঙ্গের মানচিত্র (১৬৯৫ খৃঃ) ইন্‌গ্রেন্-সাহেবের মানচিত্র (১৭৬৫ খৃঃ), এতদ্ব্যতীত নবদ্বীপের আরও দুইটী মানচিত্র, ভক্ত চাঁদ কাজির সমাধি প্রভৃতির চিত্র এবং শ্রীচৈতন্যদেব উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের যে যে স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন, সেই সকল স্থানের বহু চিত্র এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে শ্রীচৈতন্যদেবের স্বরচিত শিক্ষা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রামাণিক গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৩ই বৈশাখ, ১৩৪৮; ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪১ | ৩৭শ-৩৮শ সংখ্যা

যুক্তি ও প্রীতি

যে-স্থানে প্রীতি নাই, তথায়ই নানাপ্রকার যুক্তি ও বিতর্কের অবতারণা হইয়া থাকে। মাতা যে পুত্রকে স্নেহ করেন, তাহাতে তিনি যুক্তির কোন অপেক্ষা করেন না, হৃদয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণ হইতেই মাতার স্নেহ পুত্রে উচ্ছলিত হইয়া থাকে। যখন বিমাতা, বন্ধ্যা নারী বা নিরপেক্ষা কোনও মহিলা অপরের পুত্রকে লালনপালনাদি করিবার জন্য নিযুক্তা হন, তখনই তথায় নানাপ্রকার যুক্তি কিংবা কোন না কোন আকারে পরিচর্য্যার মাশুলের কথা উত্থিত হয়, ইহাই 'পন্যনীতি'। পন্যনীতিতে যুক্তি আছে, প্রীতি নাই। প্রাকৃত জগতে গর্ভধারিণী ও তৎপুত্রের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাও সর্ব্বতোভাবে অহৈতুক নহে। অতএব এই দৃষ্টান্ত অপ্রাকৃত প্রীতির সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য না হইলেও কিঞ্চিৎ নিদর্শনমাত্র করিয়া থাকে। মূল তাৎপর্য্য এই যে, যে-স্থানে স্বাভাবিকী প্রীতির অভাব, তথায়ই যুক্তিজাল রচিত হয়।

'পরমেশ্বরকে কেন ভক্তি করিব, কেন ভজন করিব, কেন তাঁহার নাম গ্রহণ করিব?'—যখনই এইরূপ 'কেন' হৃদয়ে উদিত হয়, তখনই জানিতে হইবে যে, পরমেশ্বরে প্রীতি নাই, পরমেশ্বরের সহিত আমার সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাব হইয়াছে। সুতরাং যাহা আমার নিত্য স্বভাব বা সহজ ধর্ম্ম তাহাকে যুক্তিজালে আবৃত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। 'জল কেন তরল, অগ্নি কেন দহন করে?'—এইরূপ প্রশ্ন স্বভাবকে যুক্তির কারাগারে আনয়ন করিবার চেষ্টা ব্যতীত আর কি? শ্রীভগবান্‌কে ভজন করাই জীবের নিত্য স্বভাব, সেই স্বভাব-সম্বন্ধে আর যুক্তি চলিতে পারে না।

যুক্তির পাদুকা দূরে রাখিয়া ভক্তির মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। শ্রীভক্তিদেবীর মন্দিরে স্বভাব ব্যতীত কৃত্রিমতার প্রবেশাধিকার নাই। স্বভাবে উন্নীত হইবার পূর্ব্বেই না-না প্রকার যুক্তিজালের কৃত্রিমতা জীবকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে।

আধ্যক্ষিকতাই যুক্তির জননী। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া অতীন্দ্রিয় তত্ত্বকে পরিমাপ করিবার যে দুর্ব্বাসনা, উহারই তৃপ্তি বিধানের জন্য যুক্তি বহুবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাকে। আধ্যক্ষিকতার অন্বয় পিপাসাকে যুক্তি পরিতৃপ্ত করিতে না পারিলেও আধ্যক্ষিকতার যুক্তি ব্যতীত আর অন্য আশ্রয়ণীয় বস্তু নাই। আধ্যক্ষিকতার আসক্তি যুক্তির পরিচর্য্যায় ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হয়, কখনও শান্ত হয় না। আধ্যক্ষিকতা রক্তবীজের মত সহস্র সহস্র যুক্তি প্রসব করে ও অবশেষে জ্বালা জুড়াইবার জন্য নির্ব্বিশেষবাদের উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়া থাকে। যেখান হইতে আধ্যক্ষিকতার উৎপত্তি, সেখানেই উহা বিলীন হয়, অর্থাৎ নির্ব্বিশেষবাদ হইতেই আধ্যক্ষিকতার উদ্ভব, কিছুকাল যুক্তি প্রসব করিতে করিতে তাহার স্থিতি বা সাময়িক জীবন ও অন্তিমে নির্ব্বিশেষবাদে লয়।

অতএব নির্ব্বিশেষবাদের নপুংসী (নাস্তিনী) যুক্তি কোন ক্রমেই ভক্তি বা প্রীতির সহচরী হইতে পারে না। যদিও শ্রৌত-যুক্তি অর্থাৎ শব্দপ্রমাণের অনুগত যুক্তিসমূহ কিয়ৎ-পরিমাণে শ্রীভক্তিমন্দিরের দ্বারের বহির্দেশে থাকিয়া দূর হইতে শ্রীভক্তিদেবীর গৌণী সেবা করিতে পারে, কিন্তু শ্রুতিবিরোধিনী স্বৈরিণী যুক্তি কোনক্রমেই শ্রীভক্তিদেবীর মন্দিরের প্রাকারের চতুঃসীমানায়ও আসিতে পারে না, তবে ব্যতিরেকভাবে শ্রীভক্তিদেবীর গৌরব প্রচার করিয়া থাকে।

প্রীতিই স্বাভাবিক তত্ত্ব; তাহা পূর্ণচেতন শ্রীসচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ। প্রীতি অপার্থিবরসবতী, আর যুক্তি রসহীনা বা আপাত-ইন্দ্রিয়তর্পণবিধানকারিণী বিরসদয়ী। তাই যুক্তিতে প্রীতি নাই, আর প্রীতিতে যুক্তি নাই।

'শ্রীকৃষ্ণকে কেন প্রাণবল্লভ বলিব?'—ইহার যুক্তি শ্রীগোপীগণ কখনও স্বপ্নেও অনুসন্ধান করেন না। কিন্তু যাহাদের অবিদ্যাদশাসম্ভূত শ্রীকৃষ্ণে প্রীতির একান্ত অভাব, সেরূপ ব্যক্তিগণই বলিয়া থাকে, 'শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়েশ্বর না বলিয়া দেহ দ্রবিণ জনতা অথবা জড়শক্তি, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-কামকেই হৃদয়-দেবতা বলাই শ্রেয়ঃ, কেননা, তাহা যুক্তি-সহ।' শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীহরিনাম, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা প্রভৃতি নিত্যতত্ত্বসমূহের অপ্রাকৃতত্ব যুক্তিসহ নহে বলিয়া বহুজীবের তাহাতে শ্রদ্ধার উদয় হয় না। ভগবান্‌কে কি কেহ দেখিয়াছেন? ভগবান্ আছেন, কি না আছেন, এ বিষয়েই যখন সন্দেহ, তখন কেন তাহাতে ভক্তি করিব? তুলসী বৃক্ষবিশেষ, তাহাকে কেন পূজা করিব? গঙ্গা ত' জলপ্রবাহমাত্র, আমাদের ভোগ্য (?) বস্তু, তাহার কেন সেবা করিব? গো ত' পশুবিশেষ, তাহাকেই বা কেন শ্রদ্ধা করিব? গোময়, শঙ্খ—এই সকল বস্তু ত' বিষ্ঠা ও মৃত্তিকা মাত্র, উহাদিগকে কেনই বা পবিত্র বলিব? পিতাকে কেন জনক বলিব? এইরূপ সহস্র সহস্র "কেন" যুক্তিবাদীর হৃদয়কে প্রীতিহীন করিয়া রাখে। যুক্তিসহা লৌকিকী শ্রদ্ধার আভাস কখনও কখনও বহুজীবে পরিদৃষ্ট হইলেও তাহাতে অহৈতুকী স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায় না।

যাহারা যুক্তিবাদী, তাহাদের চিত্ত ব্যাধের ন্যায় নির্ম্মম। তাহারা জরা ব্যাধের ন্যায় যুক্তি-শরের দ্বারা অপ্রাকৃতত্ব বা অপ্রাকৃততত্ত্ব-সমূহকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিবার (?) দুরাশা পোষণ করে। বস্তুতঃ যুক্তিশর কখনও অপ্রাকৃত তত্ত্বের পরস্পর্শ করিতে পারে না। অপ্রাকৃত-তত্ত্বে প্রাকৃত বিবর্ত্ত হওয়ায় যুক্তি-বাদিগণ অতীন্দ্রিয় তত্ত্বকে ইন্দ্রিয়গম্য তত্ত্ব মনে করিয়া তৎপ্রতি যুক্তিবাণ নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু ঐ বাণ প্রতিহত হইয়া তাহাদেরই গলে আসিয়া বিদ্ধ হয়।

বৃহস্পতি বলেন,—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

অর্থাৎ কেবলমাত্র শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া কোন কার্য্য করা উচিত নহে, কারণ যুক্তিশূন্য বিচারে ধর্ম্মহানি হইয়া থাকে।

দেবগুরু বৃহস্পতির এই যুক্তির প্রতিধ্বনি আধ্যক্ষিক-গণের চিত্তবৃত্তির মধ্যে পাওয়া যায়। তবে শাস্ত্র-প্রমাণ বা শব্দ-প্রমাণের নাম করিয়া যেখানে মনোধর্ম্মের তাণ্ডবনৃত্য

দূষিত হয়, সেই সকল তথাকথিত শাস্ত্র বা তথাকথিত মহাজনের বাক্য লঙ্ঘন করিয়াও প্রকৃত যুক্তিসহ বিচারের দ্বারা কর্ত্তব্য নির্ণয় করাই শ্রেয়ঃ।

প্রীতিতে যুক্তি নাই বলিয়া তাহা অযৌক্তিক বা উচ্ছৃঙ্খল নহে। প্রীতিতে স্বতঃসিদ্ধ যুক্তির চরম ফল নিহিত রহিয়াছে। এজন্যই উচ্ছৃঙ্খলতাকে 'প্রীতি' বলা যায় না। প্রীতিতে সর্ব্বতোমুখী সুশৃঙ্খলতা ও সুসমন্বয় আছে। স্বতঃসিদ্ধ যুক্তির পরাকাষ্ঠা প্রীতির পদনখে শোভা পাইতেছে।

দ্বিতীয় শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবাদিরাজস্বামী "শ্রীযুক্তিমল্লিকা"-নামক পঞ্চ সৌরভ বা অধ্যায়বিশিষ্ট একটি অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; তাহাতে তিনি পরমেশ্বরে প্রীতিরহিত বৌদ্ধ, জৈন, চার্ব্বাক, মায়াবাদী প্রভৃতি নানামতাবলম্বী ব্যক্তিগণের কুযুক্তিসমূহ সুযুক্তি ও শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা নিরাস করিয়া শ্রীবিষ্ণু-প্রীতির গৌরব স্থাপন করিয়াছেন।

ঐশ্বর্য্যরসে শ্রৌতযুক্তির অবকাশ আছে, কিন্তু মধুর রস স্বাভাবিক অনুরাগোত্থ বলিয়া উহা শাস্ত্রযুক্তিরও অপেক্ষা করে না। শ্রীভগবান্ পরমৈশ্বর্য্যশালী, সর্ব্বশক্তিমান্, অশেষ-কল্যাণগুণৈকবারিধি এবং তিনি সালোক্য, সার্ষ্টি ও সামীপ্য মুক্তির প্রদাতা বলিয়া ঐশ্বর্য্যরসের রসিকগণ শ্রীবিষ্ণুতে প্রীতি করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রজজনগণ মুক্তি-সুখপ্রদাতা বা ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি-বিশিষ্ট হন না, শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বে তাঁহাদের স্বাভাবিকী প্রীতি নিত্যকাল বিরাজিতা। ঐশ্বর্য্যরূপ উপাধি দ্বারা তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে অনুরাগী নহেন। ব্রজজনগণের নিকট ঐশ্বর্য্য শ্রীকৃষ্ণে প্রীতির হেতু নহে, শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের মধুরিমাই তাঁহাদের স্বভাবকে নিত্য আকর্ষণ করিয়া থাকে; এজন্য তাঁহাদের প্রীতি উপাধিরহিতা। এইজন্য শ্রীসনাতন-শিক্ষায় উক্ত হইয়াছে,—

"শাস্ত্র-যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি।"

(চৈঃ চঃ ম ২২।১৪৯)

আরূঢ়রুচি ভক্তগণ স্বভাবক্রমেই শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ; তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ রুচির বিরুদ্ধে অন্য ব্যক্তি শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শন করিতে আসিলে তাঁহারা তাহা স্বীকার করেন না। অধিক কি, যাঁহাদের হৃদয়ে প্রীতির উদয় হইয়াছে, তাঁহাদের চিত্তের ভাব এইরূপ,—

"চিত্ত কাড়ি' তোমা (কৃষ্ণ) হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
বল করি, নারি কাড়িবারে।
তারে ধ্যান শিক্ষা করাও, লোক হাসাঞা মার,
স্থানাস্থান না কর বিচারে॥"
"কর্ম্ম, তপ, যোগ, জ্ঞান, বিধি-ভক্তি জপ, ধ্যান,
ইহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণে অনুরাগে,
তাঁ'রে কৃষ্ণ-মাধুর্য্য সুলভ॥"

(চৈঃ চঃ ম ১৩।১৪০, ২১।১১৯)

কৃতজ্ঞতামূলা যে শ্রদ্ধা, যাহার অন্তরে যুক্তির প্রতি আসক্তি রহিয়াছে, তাহা অত্যন্ত প্রাকৃত। যে প্রীতির নিকট বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যমূলা ভক্তিও বহুমানিত হয় না, সেই প্রীতির নিকট শ্রীভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা বা কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া লৌকিকী শ্রদ্ধা প্রদর্শনের চেষ্টা যে কত হেয়, তাহা সারগ্রাহী পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবে যাঁহার স্বাভাবিকী প্রীতি নাই, সেরূপ ব্যক্তিকে যুক্তি দ্বারা ভক্ত করা যায় না। শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের আরাধনা যুক্তিমূলা শ্রদ্ধার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিরূপ ফল অর্জ্জন করিতে পারে না। এইজন্য শ্রীহরিকথায় যাহাদের রুচি নাই, শ্রীমদ্ভাগবত তাহাদিগকে 'ব্যাধ' বলিয়াছেন, অর্থাৎ তাহারা পশুঘাতিগণের ন্যায় হৃদয়হীন। সাধুগণ শ্রীহরির হৃদয়, আবার কথারূপী শ্রীহরিও তাঁহাদের হৃদয়। শ্রীভগবৎকৃপা শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তনকারী সাধুগণকে বাহন করিয়াই জীবে সঞ্চারিত হয়। সেই সাধু বা শ্রীবৈষ্ণবের প্রতি স্বাভাবিকী প্রীতি না হইলে কোনরূপ যুক্তি বা যুক্তির সাহায্যে তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা আনয়ন করা যায় না। যাহাদের শ্রীহরিকথায় প্রীতি নাই, তাহাদের সাধুতেও প্রীতি নাই; যাহাদের সাধুতে প্রীতি নাই, তাহাদের শ্রীহরিকথায়ও প্রীতি নাই। যুক্তির স্বভাবই দোষ বা ছিদ্র অন্বেষণ, আর প্রীতির স্বভাব অদোষদর্শন। "গৌরের আমার সব ভাল"—ইহাই প্রীতির চক্ষে শ্রীগৌরভক্তগণ দর্শন করেন; আর "গৌরের সব মন্দ বা কিছুটা ভাল, কিছুটা মন্দ",—যুক্তিবাদী, পড়ুয়া, পাষণ্ডী হিন্দু, কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী ও মায়াবাদী সর্ব্বদাই ইহা দেখিয়া থাকে। যুক্তির চক্ষে সর্ব্বদোষবিমুক্ত, প্রেমময়মূর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দরকেও নির্দ্দোষ ও নির্ম্মল দেখিতে পাওয়া যায়

নাই, অপরের কা কথা। যুক্তিবাদী অমোঘ, রাঘবেন্দ্র পুরী, পড়ুয়া পাণ্ডিত্যগণ শ্রীগৌরসুন্দরকে আধ্যক্ষিক দৃষ্টিতে দর্শন করিবার চেষ্টা করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধ করিয়াছিল ও এখনও করিয়া থাকে। যাবতীয় যুক্তিবাদী শ্রীগুরুচরিত্রের অপ্রাকৃতত্ব ও অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে নাই, যুক্তিবাদের নিকট শ্রীগুরু লম্পট ও নানাদোষ-দুষ্ট; আবার যখন যুক্তি দ্বারা উহা খণ্ডন করিয়া যুক্তিবাদীদিগকে প্রবোধ দেওয়া যায়, তখন তাহাদের মুখ বন্ধ হইলেও হৃদয়ে শ্রীগুরুর প্রতি স্বাভাবিকী প্রীতির উদয় হয় না, কারণ যুক্তি কখনও স্বভাবকে উদয় করাইতে পারে না, উহা আধ্যক্ষিকতার প্রলাপকে সাময়িকভাবে নিরস্ত করিলেও অন্তরে 'অব্যক্ত বাগ্‌বেগ'রূপে সুপ্তভাবে বিরাজ করে।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের মাহাত্ম্যও তদ্রূপ যুক্তিদ্বারা স্থাপন করা যাইতে পারে না। প্রীতি না হইলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পদনখের সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয় না। যুক্তিবাদীর চক্ষু শ্রীগুরুবৈষ্ণবে নানাপ্রকার অসামঞ্জস্য দর্শন করিয়া থাকে, সময় সময় যুক্তিদ্বারা কিছু সাময়িক সান্ত্বনা লাভ করিলেও অন্তরে সংশয় ও সন্দেহ প্রায়ই 'উঁকিঝুঁকি' দিতে থাকে; কেবল যুক্তির দ্বারা নিরস্ত বা শাস্ত্রের অনুশাসনে শৃঙ্খলিত হইয়া অন্তরের সংশয় প্রকাশ করিতে পারে না—এইমাত্র বিশেষ। অতএব স্বাভাবিকী প্রীতির উদয় না হইলে যুক্তি দ্বারা শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধা বা ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ হয় না।

সাধুসঙ্গে প্রীতি না হওয়ায় সাধুর কথাকে কর্কশ, রূঢ়, শিষ্টাচারবিরুদ্ধ, অসভ্য, বর্ব্বরোচিত বলিয়া মনে হয়। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীভক্তিসন্দর্ভে গরুড়পুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া এজন্যই বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণাক্ষরন্তু শৃন্‌ন্ বৈ তথা ভাগবতেরিতম্।
প্রণামপূর্ব্বং তৎ কার্য্যা যো যদেদ্ বৈষ্ণবো হি সঃ॥
(ভক্তিসন্দর্ভ ২৪৭ অনুচ্ছেদ)

যিনি ভগবদ্‌ভক্ত কর্ত্তৃক উচ্চারিত কৃষ্ণবচন শ্রবণ করিয়াও সহিষ্ণুতাসহকারে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার সম্ভাষণ করেন, তিনিই বৈষ্ণবনামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

বৈষ্ণবে স্বাভাবিকী প্রীতির উদয় না হইলে শাস্ত্রের এই সকল প্রমাণ বা শাসন অথবা যুক্তির দ্বারাও ভক্তি করান যায় না। তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণবপদবাচ্য, যিনি বৈষ্ণবে স্বাভাবিকী প্রীতিবিশিষ্ট হইয়া তাঁহার কৃষ্ণবচনকে মঙ্গলজনক বলিয়া বরণ করেন এবং বৈষ্ণবের অতিশয় কর্কশ ও রূঢ় বাক্য শ্রবণ করিয়াও বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা ও প্রীতি অটুট রাখিয়া থাকেন। কেবল অটুট নহে, বৈষ্ণবে তাঁহার প্রীতি আরও বর্দ্ধিত হয় ও বৈষ্ণবকে পরমকারুণিক পরমবন্ধু বলিয়া উপলব্ধি হয়। পৃথিবীর সকলেই, আসক্তিক তথাকথিত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, চেতন-অচেতন সমস্ত জগৎ আমাদের বিমুখতা-পোষণেই সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু একমাত্র পরমকারুণিক বৈষ্ণবঠাকুর আমাদের অনন্তজন্মার্জ্জিত অসৎসঙ্গকে সুতীক্ষ্ণ উক্তি-কৃপাণের দ্বারা অতিশয় কৃপাপূর্ব্বক ছেদন করেন। তাঁহার সেই কৃপাকে যে ব্যক্তি সাদরে বরণ করিয়া তাঁহাতে প্রীতিবিশিষ্ট না হয়, সেই ব্যক্তি পশুর ন্যায় বা আত্মঘাতী ব্যতীত আর কি? বিবাদযুগে এইরূপ পাষণ্ডীরও অভাব নাই, যাহারা বৈষ্ণবের মঙ্গলজনক কর্কশ বাক্যকে অপমানজনক বলিয়া গ্রহণ করে ও অবৈষ্ণব যুক্তিবাদীর বিচারাধীনে বৈষ্ণবের বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা করিয়া থাকে।

সাধুতে প্রীতি না থাকিলে কেবল যুক্তির দ্বারা সাধুর সঙ্গ ও তাঁহার কথায় রুচি হয় না। যুক্তিবাদী সাধুর কথায় নানাপ্রকার দোষারোপ করিয়া মঙ্গলময়ী হরিকথা শ্রবণ হইতে বঞ্চিত হয়। পরদুঃখদুঃখী সাধু হৃদয়গ্রন্থিছেদক যে-সকল কথা কৃপা করিয়া বলেন, তাহাতে সে অশ্লীলতা ও অসভ্যতাদোষ আরোপ করিয়া শ্লীলতা ও সভ্যত্বের নামে নানাপ্রকার গুপ্ত ব্যভিচারে রত থাকিবার সুযোগ অন্বেষণ করে। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে অনেক সময় সুতীব্র ভাষায় আমাদের মঙ্গলের জন্য শাসন করিবার পর বলিতে শুনিয়াছি,—"এইরূপ 'মিষ্টকথা' (প্রেমে) শুনিয়া তোমাদের অন্তরাত্মা বা 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' বলিতে ইচ্ছা হয় কি? না, অসভ্য, অভদ্র, ধার্ষ্টিক বলিতে ইচ্ছা হয়?" ইহা দ্বারা তিনি আমাদের দুষ্ট মনের গুপ্ত চিত্রটি বাহিরে প্রকাশ করিয়া দেন অর্থাৎ যখন সাধু আমাদের যুক্তিসহ, আমাদের মনের মত কথা বলেন, তখনই আমরা তাঁহার জয় গান করি, তাঁহাকে গুরু, আচার্য্য ও বৈষ্ণব বলিয়া থাকি; কিন্তু অত্যন্ত রুক্ষ ও কর্কশ শাসনবাক্য শুনিলে তাঁহার উপর আর শ্রদ্ধা থাকে না, তাঁহাকে একটি প্রতিযোগী দলের নেতা, প্রতিষ্ঠাকামী, প্রভুত্বকামী, ধার্ষ্টিক প্রভৃতি মনে করিয়া থাকি।

শ্রীব্যাসদেব, যিনি জীবের মঙ্গলের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র বিস্তার করিয়াছেন, তিনি বিরূপ দৃষ্টীর দ্বারায় জীবের হৃদয়গ্রন্থিসমূহ ছেদন করিয়াছেন, তাহা বিচার করিলে আধুনিক তথাকথিত সভ্যসমাজ তাঁহাকে অসভ্য বলিয়া দোষারোপ করিতে বিরত হইবে না। যাহাদের হৃদয়ে কামুকতা বা অসভ্যতা আছে, তাহারাই সাধুদিগের হৃদয়-গ্রন্থিছেদনকারিণী বাণীতে অশ্লীলতা বা কামুকতার ছবি দেখিতে পায়; তবে নিষ্কিঞ্চন পরদুঃখদুঃখী সাধুগণের অনুকরণ করিয়া কাষাদি রিপুর অধীন বদ্ধজীবগণ সময় সময় অবৈধ-ভাবে সাধুর আসনে অধিরোহণ করিবার ধৃষ্টতা করিয়া শিষ্টাচারবিগর্হিত বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। উহাতে শ্রীব্যাসদেবের কোন চেষ্টা নাই, তাহা জীবব্রাহ্ম দ্বারা স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবার চেষ্টাবিশেষ। বস্তুতঃ জীবদুঃখদুঃখী নিষ্কিঞ্চন মহাজনগণ যে-সকল পরচর্চ্চা করেন, শরীর-ব্যবচ্ছেদকারীর ন্যায় জীবের অনর্থসমূহের বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের মঙ্গলের জন্য যে-সকল কথা বলেন, তাহাতে যে কর্কশতা, কর্কশতা বা আপাতপ্রতিম অশ্লীলতা দৃষ্ট হয়, তাহা অত্যন্ত জীবদুঃখকাতরতারই অভিব্যক্তি।

অভিজ্ঞ চিকিৎসককে "পরপুরুষ" জ্ঞান করিয়া কি তাঁহার নিকট পতি পতিব্রতাকে চিকিৎসার জন্য উপস্থিত করিবেন না? প্রয়োজন হইলে সতীর অঙ্গের গোপনীয় স্থানসমূহ প্রদর্শন করিবেন না? চিকিৎসাশাস্ত্রে গোপনীয় অঙ্গসমূহের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ কি অশ্লীল বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে? একজন মাতাল বা লম্পটের নিকট হইতে যে-ভাবে সতী স্ত্রীকে গোপনে রাখা হয়, সেই ভাবে কি পতি তাঁহার পত্নীকে চিকিৎসকের নিকট হইতে দূরে রাখিবেন, অথবা লম্পট ও সুচিকিৎসককে সমজাতীয় বিচার করিবেন? চিকিৎসক যদি গোপনীয় অঙ্গসমূহের বিষয় না জানাইয়া দেন, তাহা হইলে চিকিৎসা সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে না। যে পরমাগত বৈষ্ণবের পুরুষাভিমান নাই, তিনি লোকের উপকারের জন্য অশ্লীল-প্রতিম যে-সকল কথা বলেন, তাহাকে যুক্তিবাদী কামুকগণ 'অশ্লীল' বলিয়া মনে করে ও সেই বৈষ্ণবের নিকট হইতে হরিকথা-শ্রবণে বিরত হইয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণপরা গ্রাম্যকথা অথবা সাধুর নামে যে-সকল ব্যক্তি কেবল লোকরঞ্জক বাক্যের দ্বারা বঞ্চনা করে; হৃদয়গ্রন্থিছেদন করিতে পারে না, তাহাদেরই সঙ্গে প্রীতিবিশিষ্ট হয়, প্রকৃত সাধুর শ্রীপাদপদ্মে প্রীতি করিতে পারে না। যুক্তিবাদের স্বভাবই প্রকৃত সাধুর ছিদ্র দর্শন।

'যস্মৈধুনাদিগৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্।' (ভাঃ ৭।৯।৪৫) অর্থাৎ হস্তদ্বয়ের কণ্ডূয়নের (চুলকানির) ন্যায় অত্যন্ত দুঃখদায়ক স্ত্রীসম্ভোগাদি তুচ্ছ গৃহমেধিসুখ প্রভৃতি বাক্য বালক শ্রীপ্রহ্লাদ কি করিয়া ইষ্টদেব শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট বলিতে পারিয়াছিলেন? বালকের মুখে এইরূপ অশ্লীল বাক্য শ্রীভগবানের নিকট বলা কি শিষ্টাচারসম্মত? বিশেষতঃ শ্রীপ্রহ্লাদ ঐশ্বর্য্য-রসের উপাসক। ঐশ্বর্য্যরসে সর্ব্বদাই সম্ভ্রমবুদ্ধি রহিয়াছে। এইরূপ শত শত উদাহরণ শ্রীমদ্ভাগবতে রহিয়াছে; কারণ শ্রীমদ্ভাগবত হৃদ্‌রোগগ্রস্ত জীবের হৃদয়গ্রন্থিছেদক শাস্ত্র; নিষ্কিঞ্চন সাধুগণও সেইরূপ। যাহাদের শ্রীমদ্ভাগবতে বা শ্রীভক্ত-ভাগবতে প্রীতি নাই, তাহারাই যুক্তিজাল রচনা করিয়া শ্রীভাগবতগণের অহৈতুকী কৃপার দোষ-দর্শন করিয়া থাকে।

যে স্থানে শ্রীগুরু ও বৈষ্ণবে প্রীতি, তথায় যুক্তি কখনও অহৈতুকী শ্রদ্ধা ও প্রীতিকে বিনষ্ট করিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।১।২৯-৩১) বর্ণিত আছে,—এক সময় ব্রতপরায়ণ ঋষিগণ নিজ তেজে সমস্ত অন্ধকার বিনাশ ও দিক্‌সমূহ উদ্ভাসন করিয়া জগদ্গুরু শ্রীমহাদেবকে দর্শন করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা জগদ্গুরুর নিকট উপস্থিত হইবামাত্র দেখিতে পাইলেন, পরমহংসশিরোমণি শ্রীল মহাদেব উলঙ্গ হইয়া ক্রোড়দেশে বিবস্ত্রা পার্ব্বতী দেবীকে স্থাপন পূর্ব্বক উপবিষ্ট রহিয়াছেন। অকস্মাৎ ঋষিগণকে দর্শন করিয়া পার্ব্বতী দেবী লজ্জিতা হইলেন। ঋষিগণ জগদ্গুরুর এই আচরণ দেখিয়া চিত্রকেতুর ন্যায় যুক্তিবাদীর আদর্শ প্রদর্শন করিলেন না; কারণ তাঁহারা ভক্তিতে প্রীতিবিশিষ্ট ছিলেন। জগদ্গুরুর আচরণ জীব-মঙ্গলের জন্য। ক্ষুদ্র জীব তাহা কি করিয়া উপলব্ধি করিবে? সর্ব্বজ্ঞ-স্বতন্ত্র জগদ্গুরুদেব যদি লোকশিক্ষার্থ এইরূপ লীলা না দেখাইতেন, তাহা হইলে পরমহংসকেও কামী জীবগণ তাহাদেরই ন্যায় কামক্রোধাদিতে আসক্ত বিকারযুক্ত ক্ষুদ্র জীব মনে করিয়া বহু সত্যানুসন্ধানু জীবের অমঙ্গল সাধন করিত। এজন্য মহর্ষিগণ শ্রীশ্রীমহাদেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া, নরনারায়ণাশ্রমে চলিয়া গেলেন। যুক্তিবাদের

দ্বারা পরমহংসচূড়ামণি শ্রীগুরুদেবের আচরণের সমালোচনা করিবেন না।

যে ব্যক্তি মহাদেবের ন্যায় শক্তিশালী নহে, সেইরূপ বহুজীব ইবার অনুকরণ করিলে সমূহ অমঙ্গলে পতিত হইবে। সেইরূপ ব্যক্তি গুরুপদবাচ্যই নহে। সেইরূপ পাষণ্ডী নারকীকে মহাদেবের সমান মনে করিয়া তৎপ্রতি অবৈধ বুদ্ধোন্মত্ততা প্রদর্শন করিলে অর্থাৎ তাহাকে মহাদেব-তুল্য জগদ্গুরু বলিয়া বিশ্বাস করিলে তাহা কখনই অহৈতুকী শ্রদ্ধা বা প্রীতি-পদবাচ্য হইবে না। কিন্তু সর্ব্বতোভাবে পরমার্থজ্ঞ, নিষ্কিঞ্চন পরমহংসদেবের শ্রীপাদপদ্মে আধ্যক্ষিকতাপ্রসূত যুক্তির বাণ প্রয়োগ করিয়াও নিজ অমঙ্গল বরণ করিতে হইবে না। তাঁহার শ্রীচরণে অহৈতুকী প্রীতি উদিত হইলে সমস্ত অমঙ্গলমূহ উদ্ঘাটিত হইবে। বিষয়-বিগ্রহ শ্রীভগবানে যেরূপ প্রীতি, আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবেও সেইরূপ প্রীতি থাকিলে শাস্ত্রের রহস্য, ভজনের রহস্য আত্মপ্রকাশ করিবে। শ্রুতি "ন মেধয়া বা বহুনা শ্রুতেন" প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা জীবকে যুক্তিবাদী হইতে নিষেধ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবে প্রীতিবিশিষ্ট হও, শাস্ত্রে প্রীতিবিশিষ্ট হও, তবেই মঙ্গল হইবে। যুক্তিবাদ পেষণ করিয়া কেহ কখনও মঙ্গল লাভ করিতে পারে নাই। এই-জন্যই শ্রুতি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—

"আচার্য্যদেবো ভব।"

(তৈত্তিরীয় ১।১১।২)

অর্থাৎ শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে অনুরক্ত হও।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

(শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩)

যাঁহার শ্রীভগবানে পরা ভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমন শ্রীগুরুদেবেও উত্তমা ভক্তি, সেই মহাত্মার নিকট শ্রুতির রহস্য প্রকাশিত হয়।

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

(ভাঃ ১১।১৭।২৭)

(শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন,—) হে উদ্ধব, শ্রীগুরুদেবকে মৎস্বরূপ (আমার প্রকাশ-বিগ্রহ) জানিবে, কখনও তাঁহার অবমাননা করিবে না। গুরুদেব—সর্ব্বদেবময়, ঔপাধিক জড়-দেশকালপাত্রাবচ্ছিন্ন বুদ্ধি দ্বারা মর্ত্য হইয়া তাঁহাকে অসূয়া করিবে না।

শ্রীগুরুদেবে ও শ্রীবৈষ্ণবে অসূয়া ও মর্ত্যবুদ্ধি যুক্তিবাদ হইতে উদিত হইয়া থাকে। যুক্তিবাদী শ্রীবিগ্রহকে 'সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন,' শ্রীগুরুদেবকে 'সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানের প্রকাশবিগ্রহ বা সেবক ভগবান্', শ্রীবৈষ্ণবকে 'শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত শক্তি বা চিদানন্দস্বরূপ' বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে না। মহতের কৃপারূপ অত্যন্ত সৌভাগ্য থাকিলেই হৃদয়ে প্রীতির আবির্ভাব হয় ও প্রীতিমূলে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব, শ্রীভগবদ্ধাম, শ্রীভগবৎ-পরিকর, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, শ্রীমহা-প্রসাদ প্রভৃতি অপ্রাকৃত বস্তুর স্বরূপ স্ফূর্ত্তি হয়। এইজন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥"

এই স্বল্পপুণ্যবন্ত ব্যক্তিগণই যুক্তিবাদী। যাঁহাদের হৃদয়ে বৈষ্ণবে প্রীতির আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহারাই সুকৃতি-শালী। দুরন্ত বৈষ্ণবাপরাধ হইতেই যুক্তিবাদ হৃদয়ে প্রবল হইয়া হৃদয়কে শুষ্ক পাষাণ করিয়া দেয়। দুরন্ত বৈষ্ণবা-পরাধের ফলে জীব কিরূপ যুক্তিবাদী হইয়া পড়ে, তাহা শাস্ত্রের প্রমাণ ও প্রাচীন ইতিহাসের দ্বারা শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু প্রদর্শন করিয়াছেন।

"স্কান্দে প্রহ্লাদসংহিতায়াং দ্বারকামাহাত্ম্যে,—
পূজিতো ভগবান্ বিষ্ণুর্ব্বর্ষাণামযুতৈরপি।
প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাবমানিতে॥

স্কান্দে এবাত্রৈব মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে,—
দৃষ্ট্বা ভাগবতং দূরাৎ সম্মুখো নোপযাতি যঃ।
ন গৃহ্ণাতি করিষ্যন্ত পূজাং যাদসবাধিকীম্॥
দৃষ্ট্বা ভাগবতং বিপ্রং নমস্কারেণ নার্চ্চয়েৎ।
যেহিনন্তস্য পাপস্য ন চ বৈ ক্ষমতে হরিঃ॥ ইতি।

এবমেব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শতধনুর্নামো রাজ্ঞো ভগবদারাধন-তৎপরতাপি বেদবৈষ্ণব-নিন্দকাসদ্ভাবেনৈব কুক্কুরাদিযোনি-প্রাপ্তিরুক্তা।"

(ভক্তিসন্দর্ভ ১৪৩ অনুচ্ছেদ)

তাৎপর্য্য—স্কন্দ-পুরাণান্তর্গত প্রহ্লাদসংহিতা দ্বারকা-মাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে, শত শত অব্দে ভগবান্ বিষ্ণু পূজিত

হইলেও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয় শ্রীবৈষ্ণবঠাকুর যদি অবমানিত হন, তাহা হইলে বিদ্যাবধূধনী শ্রীহরি কখনও প্রসন্ন হন না।

ভবিষ্যপুরাণে অন্যত্র মার্কণ্ডেয় ভগীরথ-সংবাদে যথা,—

যে ব্যক্তি দূর হইতে ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট অভিগমন করে না, ভগবান্ শ্রীহরি তাহার যুগব্যাপিনী পূজাও গ্রহণ করেন না। যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণবকে নমস্কার দ্বারা পূজা করে না ভগবান্ শ্রীহরি সেই কৃতেহধারীর পাপ কখনও ক্ষমা করেন না।

বিষ্ণুপুরাণেও এরূপ কথিত আছে, শতধনু নামক রাজা ভগবদারাধনতৎপর হইলেও বেদ-বৈষ্ণব-নিন্দকের সহিত অতি অল্প সম্ভাষণদোষে কুক্কুরাদি যোনি লাভ করিয়াছিলেন।

"ভগবদ্ভক্তব্যতিরেকেণ সাধারণস্যাপ্যারব্ধকর্ম্ম ন ভবিতুমর্হতি দুর্ব্বলত্বাৎ। অতঃ প্রাচীনাপরাধাত্মকমেব তন্নাশয়তি ইন্দ্রদ্যুম্নাদিনামিবেতি।" (ভক্তিসন্দর্ভ ১৫৭ অনুচ্ছেদ)

সাধারণ প্রারব্ধকর্ম্ম দুর্ব্বলতাবশতঃ ভগবদ্ভক্তির বিঘ্ন-জননে সমর্থ হইতে পারে না; অতএব ইন্দ্রদ্যুম্নাদির ন্যায় পূর্ব্বজন্মের প্রবল অপরাধই বিঘ্নজনকরূপে লব্ধ হইতেছে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষ্ণুব্রতপরায়ণ পাণ্ড্যদেশীয় বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন। ইনি মলয়াচলে আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক ঐকান্তিক-ভাবে শ্রীভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। একদিন অগস্ত্য ঋষি বহু শিষ্যের সহিত তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হন। ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষ্ণু পূজায় রত থাকিয়া অভ্যুত্থানাদি দ্বারা বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণের আরাধনা না করায় গুরুমতি হস্তিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই সকল প্রমাণের দ্বারা শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু দেখাইয়াছেন যে, শ্রীভগবানের আরাধনা করিয়াও যাহাদের শ্রীবৈষ্ণবঠাকুরে প্রীতি নাই, তাহারা দুরন্ত অপরাধে পতিত হইয়া যুক্তিবাদকেই বহুমানন করিতেছে। এইজন্যই তাহাদের শ্রীহরিনাম-গ্রহণে ও শ্রীহরিকথায় প্রীতি হয় না। অতএব যাহাতে শুদ্ধবৈষ্ণবে প্রীতির উদয় হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা অকপটে তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপাকণার প্রার্থী থাকিতে হইবে। স্বপ্নেও যুক্তিবাদের দ্বারা বৈষ্ণবকে মাপিবার চেষ্টা যেন হৃদয়ে উদিত না হয়। বৈষ্ণবে প্রীতি স্বভাবরূপে প্রকাশিত হইলেই শ্রীনাম ও শ্রীনামী প্রভু উভয়েই কৃপা করিয়া হৃদয়ে আবদ্ধ হইবেন।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

[শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের জয়কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ]

পরমপূজনীয় 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর শ্রীচরণেষু—

প্রভো, কৃপাপূর্ব্বক নিম্নলিখিত বিষয়-সম্বন্ধে প্রকৃত সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিয়া উত্তর দান করিলে কৃতকৃতার্থ হইব।

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে ও অন্যান্য সমস্ত শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজন ও গুরুবর্গ হইতে অদ্যতন বৈষ্ণববৃন্দ পর্য্যন্ত যে জয়প্রদানের প্রথা আছে, তদনুসারে যদি আমরা আরাত্রিক, পাঠ ও কীর্ত্তনাদির পর অন্বয়সম্প্রদায়ের নিত্যধামগত কোন বৈষ্ণব ও প্রকট-লীলাকারী কোন কোন শুদ্ধবৈষ্ণবের তথা শ্রীশ্রীআচার্য্যানুগ নিখিল বৈষ্ণবের জয় প্রদান করি, তাহা হইলে কি সেইরূপ কার্য্য শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ হয়? তাহা কি আমাদের পালনীয় নহে? আমার এই কথাটি আরও স্পষ্ট করিয়া লিখিতেছি। যদি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বগুরুবর্গ ও মহাজনগণ পর্য্যন্ত জয় প্রদানের পর তদনুগত সেবকসূত্রে নিত্যধামগত পরমপূজনীয় শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর জয়, শ্রীল ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজের জয়, শ্রীল ভক্তিসর্ব্বস্ব ভাগবত মহারাজের জয় কিংবা প্রকটকালীন বৈষ্ণবের মধ্যে শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের জয়, শ্রীপাদ সাগর মহারাজের জয় ও শ্রীশ্রীআচার্য্যানুগ শুদ্ধবৈষ্ণববৃন্দের জয় প্রদান করি, তবে কি তাহাতে কোনরূপ ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য হয়? সকল বৈষ্ণবের শ্রীনাম উল্লেখ করিয়া জয় প্রদান করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে সম্ভব না হইলে যদি শ্রীআচার্য্যানুগ কোন

কোন নিকপট বৈষ্ণবের শ্রীনাম উল্লেখ করিয়া জয় দেওয়া হয়, যেমন—শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীল ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজ, শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ প্রভৃতি ও তৎসঙ্গে 'নিখিল শুদ্ধ-বৈষ্ণবের জয়' বলিয়া যদি উল্লেখ করা হয়, তাহা হইলে কি যে-সকল অনন্ত কোটি বৈষ্ণবের শ্রীনাম উল্লেখ করা হইল না, তাঁহাদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা করা হইল, কিংবা তাঁহাদের জয় বাদ পড়িয়া গেল? অথবা কোন বৈষ্ণবেরই নাম উল্লেখ না করিয়া একেবারে নির্ব্বিশেষভাবে নিখিল বৈষ্ণবকুলের জয় বলাই কি শ্রেয়ঃ? কারণ, নির্ব্বিশেষভাবের প্রতি অর্থাৎ নাম-রূপ-গুণের উল্লেখ না করিলে কাহারও অশ্রদ্ধা বা ক্ষোভের কারণ থাকে না। ইহার মধ্যে কোন্‌টী ভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত তাহা কৃপাপূর্ব্বক জানাইলে কৃতার্থ হইব।

এতৎপ্রসঙ্গে আর একটী জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি প্রকট-কালীন মহাভাগবতবর শ্রীশ্রীল বংশীদাস গোস্বামী মহারাজের জয় প্রদান করি, অথচ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী মহারাজ পর্য্যন্ত জয় প্রদান করিয়া শ্রীল মধুসূদন, শ্রীল বলদেব, শ্রীল বিশ্বনাথ, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতি শ্রীগুরুবর্গের নাম পৃথগ্‌ভাবে উল্লেখপূর্ব্বক জয় প্রদান না করি, তাহা হইলে কি পূর্ব্বোক্ত গুরুবর্গের জয় বাদ পড়িয়া গেল? শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল বংশীদাস গোস্বামী মহারাজের শ্রীনাম উল্লেখপূর্ব্বক জয়প্রদান আমাদের সম্প্রদায়ে আমার বিমুখ কর্ণের গোচরীভূত হয় নাই; অথচ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে সংকীর্ত্তন-মহোৎসবাদির সময় হরিসেবার বা প্রচারের আনুকূল্যকারী কোন কোন সেবোন্মুখ সাধারণ ব্যক্তিরও জয় প্রদান করা হইয়াছে। ঐরূপ জয় প্রদানের দ্বারা কি তাঁহাদিগকে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের সমকক্ষ বলিয়া স্থাপন বা পূর্ব্বগুরুবর্গের শ্রীচরণে অপরাধ করা হইয়াছে? অধুনা যদি মহাভাগবতবর শ্রীশ্রীল বংশীদাস গোস্বামী মহারাজের জয় প্রদান করা হয়, তাহা হইলে কি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ কার্য্য করা হইবে? কেহ কেহ বলেন,—"যখন নাম ধরিয়া জয় প্রদান করিলে অন্য লোকের তাহাতে আপত্তি ও ক্ষোভের কারণ হয়, তখন কোন নাম না ধরিয়া সাধারণভাবে 'সর্ব্ব-গুরুবৈষ্ণবের জয়' —এইরূপ উল্লেখ করিয়া জয় দিলেই আর বাদানুবাদের কারণ থাকে না, সকলেরই মন সন্তুষ্ট হয়।" আবার কেহ কেহ বলেন,—"জয় লইয়া এত মারামারি কেন? বাহিরে জয় না দিয়া যাঁহার প্রতি যাঁহার শ্রদ্ধা তাঁহার সেই বৈষ্ণবকে মনে মনে জয় দেওয়াই ভাল।" কৃপাপূর্ব্বক এই সকল বিভিন্নমতের প্রকৃত মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত জানাইতে প্রার্থনা।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী

উত্তর—শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সেবক অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের উপাসক। তিনি শ্রীগুরু-পাদপদ্ম বা শ্রীবৈষ্ণব-পাদপদ্মকে জড়ীয় খণ্ডবস্তু বা জড়ভোগরাজ্যের অন্তর্গত কোন বস্তুবিশেষ বলিয়া কল্পনা করেন না। 'যা'র যা'র গুরু, তা'র তা'র কাছে', 'যা'র যা'র বৈষ্ণব, তা'র তা'র কাছে'—এইরূপ উপরভেদমূলক গুরুভেদ বা বৈষ্ণবভেদের অভিসন্ধি মনোধর্ম্মিগণের কল্পনার কারখানায় রচিত হইয়া থাকে। যিনি শ্রীগুরুদেব, তিনি সর্ব্বজগতেরই শ্রীগুরুদেব; যিনি বৈষ্ণব, তিনি নিখিল জগতেরই প্রভাই বৈষ্ণব, কেহ মানুক, আর না-ই মানুক; যে মানিবে না তাহার সেই অপরাধে সর্ব্বনাশ হইবে, এইমাত্র বিশেষ। অতএব যেমন ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া নিত্যারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব পর্য্যন্ত যে-কোন জগদ্‌গুরুর পূজা বা বন্দনা করিলে অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বে সমাশ্লিষ্ট সমস্ত জগদ্‌গুরুগণের শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা ও বন্দনা হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত যে-কোন শুদ্ধবৈষ্ণবের আরাধনা বা বন্দনা করিলে সমগ্র শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজ পূজিত ও বন্দিত হইয়া থাকেন। পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের 'জয়'-প্রদান বা নামকীর্ত্তন করা হয়। ইহা দেখিয়া কেহ মনে না করেন,—"শ্রীশ্রীবাসাদি শ্রীগৌরভক্তের জয় প্রদান করা হইল, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে অন্তরঙ্গ পার্ষদ, যাঁহারা মধুর রসের রসিক সেই শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীরায় রামানন্দ বা শ্রীসনাতন, শ্রীরূপাদি ষড়্‌গোস্বামীর জয় প্রদান করা হইল না। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত ঐশ্বর্য্যরসের সেবক, তিনি গৃহস্থ। তাঁহার নামকে গৌরভক্তবৃন্দের অগ্রণী করা উচিত হয় নাই। যে শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ—গৌড়ীয়ের মূল পুরুষ, যে শ্রীরায় রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর

সেবার জন্য রাজৈশ্বর্য্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গে ছিলেন, যে ষড় গোস্বামী সমস্ত শ্রীগৌড়-পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া সর্ব্বপ্রকারে ভূতলে শ্রীগৌরমনোহভীষ্ট সংস্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের নামকে শ্রীগৌরভক্তবৃন্দের অগ্রণী না করিয়া পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীনামকীর্ত্তনে শ্রীগৌরভক্তবৃন্দের মধ্যে শ্রীশ্রীবাসের নাম কেন অগ্রণী করিয়া উচ্চারণ করা হয়?" যাঁহারা অজ্ঞতেরবাদী, তাঁহাদের মনেই এইরূপ প্রশ্নের মাৎসর্য্যমূলক অজ্ঞতের বিচার উপস্থিত হয়; বস্তুতঃ শ্রীশ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের মধ্যে সর্ব্বত্র শ্রীগুরুবর্গ ও শ্রীগৌরভক্তের জয় হইয়া থাকে। কেবল শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটকালীন ভক্তের জয় নহে, তাহাতে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের জয়, শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর জয়, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর জয়, শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের জয়, শ্রীগোকুল ভট্টাচার্য্য প্রভুর জয়, শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর জয়, শ্রীল বিশ্বনাথ, শ্রীল বলদেব, শ্রীল মধুসূদন, শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ, শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু ও তাঁহাদের দাসানুদাসবর্গেরও জয় হইয়া থাকে। কারণ, বিষয়টী অধয়জ্ঞান, তাহাতে অজ্ঞতেদের জগতের ন্যায় উপরভেদ বা পশুত্বের বিচার নাই। যেখানে উপরভেদ দর্শন বা খণ্ডদর্শন, তথায় শুদ্ধ-দর্শন বা বৈষ্ণব-দর্শন নাই। শ্রীগৌরভক্তবৃন্দের নামকীর্ত্তন কেহ নিষ্কপটভাবে সেবোন্মুখচিত্তে করিলে তাহাতে জোট-লঘু-ক্রম-বিপর্য্যয়েরও আশঙ্কা নাই। যেহেতু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলেন,—

চৈতন্য গোসাঞির যত পারিষদচয়।
লঘু-গুরু-ভাব তাঁর না হয় নিশ্চয়॥
অতএব তাঁ-সবারে করি নমস্কার।
কেহ করিবারে নারে জ্যেষ্ঠ-লঘু-ক্রম॥
নাম মাত্র করি, দোষ না লবে আমার॥

(চৈঃ চঃ আঃ ১০।৪-৬)

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন "বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টং তস্য সর্ব্বপ্রিয়াণাম্", "আগে শ্রীচৈতন্যপ্রিয় গোষ্ঠীর চরণে। অশেষ প্রকারে মোর দণ্ড পরণামে॥"—প্রভৃতি বাক্যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় গোষ্ঠী বা গৌরভক্তগণের সম্মান ও পরতত্ত্ব প্রণাম করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতি পূর্ব্ব মহাজনগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও গৌড়ীয়গণের অর্থাৎ বৈষ্ণবসমূহের সম্মান ও বন্দনা তাঁহাদের গ্রন্থের আদি ও অন্তে সর্ব্বত্রই প্রচার করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন,—

"মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।
তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন॥"

—(চৈঃ চঃ আঃ ১।৩৫)

মন্ত্রগুরুদেবের সহিত শিক্ষাগুরুবৃন্দের বন্দনা তাঁহারা সকলেই শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু তাঁহার "শ্রীশ্রীগুরুপ্রণাম-মন্ত্রে" জানাইয়াছেন যে, তিনি শ্রীগুরুদেবের কৃপায় শ্রীশিক্ষাগুরুদেববৃন্দকে লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। অতএব শিক্ষাগুরুদেববৃন্দ ও মন্ত্রগুরু অভিন্নবস্তু বা অন্বয়জ্ঞান। অন্বয়জ্ঞানে ভক্তভেদ কল্পনা করিলে পাষণ্ডিত্ব অনিবার্য্য। যাঁহারা কেবল মন্ত্রগুরু স্বীকার করিতে চাহেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও যুক্তি এই যে,—'শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় বা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর সময়, অথবা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সময়, যে-সকল শিক্ষাগুরুদেবের নাম শুনা যায়, তাঁহারা সকলেই মন্ত্রগুরুবৎ বৈষ্ণবতায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন; তাঁহারা কেহই অনর্থযুক্ত জীব ছিলেন না; কিন্তু এখন সেরূপ অনর্থনির্মুক্ত বা নিষ্কপট শিক্ষাগুরুদেবগণকে পাওয়া যায় না। অতএব অনর্থযুক্ত ব্যক্তির বন্দনা করিলে তাহাতে মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলই হইবে।' এইরূপ যুক্তিপ্রদানকারিগণের প্রতি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ইহাই বলেন যে, হৃদয় মাৎসর্য্যযুক্ত হইলেই হরিসেবোন্মুখগণের অনর্থ ও ছিদ্র দৃষ্টিপথে পতিত হয়। যিনি অকপট শিক্ষাভিমানে নিজের অনর্থ মোচনের জন্য আর্ত্তি ও অধ্যবসায়যুক্ত, তিনি কখনও বৈষ্ণবের অনর্থ দর্শন করেন না; কিংবা পৃথিবীতে সকলেই যখন ন্যূনাধিক অনর্থযুক্ত, তখন পৃথিবীতে আর বৈষ্ণব নাই,—এইরূপ বিচারেও বাধিত হন না। তিনি নিজের অনর্থ ও ছিদ্রের প্রতিই সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া তাহা মোচনের জন্য সকলের

→ উপরিবিধ শুদ্ধ একতত্ত্ব-বিচারে একবচন ব্যবহার।

৭৫ (অকৃত্রিমভাষ্য)

নিকট হইতেই কৃষ্ণভক্তি যাচ্ঞা করেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে এক অবধূত ও যদু'র উপাখ্যান বলিয়াছিলেন। যদু এক ব্রাহ্মণকে পরমসুখে স্বানুভবানন্দে পর্য্যটন করিতে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের অপূর্ব্ব সন্তোষের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহাতে ব্রাহ্মণ তাঁহার চব্বিশ জন শিক্ষাগুরুর কথা বর্ণন করেন,—(১) পৃথিবী, (২) বায়ু, (৩) আকাশ, (৪) জল, (৫) অগ্নি, (৬) চন্দ্র, (৭) সূর্য্য, (৮) কপোত, (৯) অজগর, (১০) সমুদ্র, (১১) পতঙ্গ, (১২) মৃগ, (১৩) মাতঙ্গ, (১৪) মধুকর, (১৫) হরিণ, (১৬) মীন, (১৭) পিঙ্গলানাম্নী বেশ্যা, (১৮) কুররপক্ষী (কুরর পাখী), (১৯) বালক, (২০) কুমারী, (২১) বাণ-নির্ম্মাতা লৌহকার, (২২) সর্প, (২৩) মাকড়সা ও (২৪) কুমারিকা পোকা—এই চব্বিশ গুরুর নিকট অবধূত শিক্ষা করিয়াছিলেন যে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই মনুষ্যদেহ থাকিতে থাকিতে বিষয়ভোগে রত না হইয়া একমাত্র নিত্যমঙ্গলের জন্য যত্ন করিবেন। একমাত্র মনুষ্যজন্ম ব্যতীত আর অন্য কোন জন্মে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় নিত্যমঙ্গল-বিষয়ক জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রের প্রমাণ দ্বারা বলিতেছেন,—"বৈষ্ণবং জ্ঞান-বন্তারং যো বিদ্যাদ্ বিষ্ণুবৎ গুরুম্। পূজয়েদ্ যত্নতঃ সাক্ষাৎ স ন ভাগবতঃ স বৈষ্ণবঃ। শ্লোকপাদন্তু বক্তাপি যঃ পূজ্য স সদৈব হি। কিং পুনর্ভগবদ্বিদ্যো স্বরূপং বিত্তনোতি যঃ॥" (ভক্তিসন্দর্ভ ২৩৭ অনুচ্ছেদ)—যিনি জ্ঞানোপদেষ্টা বৈষ্ণব-গুরুকে বিষ্ণুতুল্য জ্ঞান এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহার পূজা করেন, তিনিই যথার্থ বৈষ্ণবপদবাচ্য হইয়া থাকেন। যিনি এক শ্লোকের চতুর্থাংশও উপদেশ করেন, তিনিও সর্ব্বথা পূজনীয় হইয়া থাকেন; সুতরাং যিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপ প্রদান করেন, তাঁহার সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? এই নিত্যসত্যানুসারে যাঁহার নিকট হইতে শ্লোকের এক চতুর্থাংশ উপদেশ অর্থাৎ নিত্যমঙ্গলসম্বন্ধে অত্যল্প উপদেশও লাভ করা যায়, তাঁহাকেও পূজা করা কর্ত্তব্য; সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপপ্রদাতা পরব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথা আর কি বলিব? এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু লিখিতেছেন,—"শ্রীগুরুজনস্য তত্তদেকদাধিক্যেন চ অল্পত্বমপি বৈষ্ণবানাং পূজনত্ব হেতুঃ। ... অথ সর্ব্বত্রৈব ভাগবত-চিহ্নধারিণাঞ্চ যথাযোগ্যং সেবা-বিধানম্। তত্র ত্রয়াণাং ভাগবতসেবা বিধিনা—প্রশ্নরূপা, পরিচর্য্যারূপা চ।"

(ভক্তিসন্দর্ভ ২৩৮ অনুচ্ছেদ)

শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায় ও তাঁহার সেবায় অবিরোধে অন্যান্য বৈষ্ণবগণেরও পূজা মঙ্গলকর। অতএব ভাগবত-চিহ্নধারী সকলেরই যথাযোগ্য সেবা বিধান করিতে হইবে। তন্মধ্যে প্রশ্নরূপা অর্থাৎ শ্রীহরিকথা-শ্রবণাদিমুখে প্রকৃষ্ট নম্র ও পরিচর্য্যারূপা অর্থাৎ তাঁহাদের নানাবিধ সুখবিধান দ্বারা মহাভাগবতের সেবা করিতে হইবে।

গত ২রা বৈশাখ (১৩৪৮), শ্রীহরিবাসরতিথিতে বেলা প্রায় ১১টার সময় শ্রীচৈতন্যমঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীভক্তিসন্দর্ভের ২৩৭ অনুচ্ছেদ-ধৃত শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রের উপর্য্যুক্ত শ্লোক ও ২৬৪ অনুচ্ছেদ-ধৃত নিম্নলিখিত কূর্ম্ম-পুরাণের শ্লোকটি ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে জ্ঞানবক্তা শ্রীগুরুদেব অর্থাৎ শ্রবণগুরুর কায়মনোবাক্যে পূজা না করিলে যে ভীষণতম অপরাধ ঘটে, তাহা অতীব সুতীব্র ভাষায় কীর্ত্তন করেন। কূর্ম্মপুরাণের শ্লোকটি এই,—

দেবদ্রোহাদ্গুরুদ্রোহঃ কোটি কোটি গুণাধিকঃ।
জ্ঞানাপবাদো নাস্তিক্যং তস্মাৎ কোটিগুণাধিকম্॥

অর্থাৎ দেবদ্রোহ অপেক্ষা গুরুদ্রোহ কোটি কোটিগুণে অপরাধজনক এবং গুরুদ্রোহ অপেক্ষাও জ্ঞানাপবাদরূপ নাস্তিক্য কোটিগুণে অধিক অপরাধজনক।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলেন, শ্রীগুরুর স্বভাব এই যে, তিনি জীবের অন্য সেবাকেও বহুমান করেন,—

"ঈশ্বর-স্বভাব—ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্পসেবা বহু মানে আত্মপর্য্যন্ত প্রসাদ॥
ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরুন্নপি নাপরাধান্
সেবাং ফলাম্যপি মনাগহহাদ্রিয়তে।
আত্মীকরোতি শিশুনেষপি নাত্মসাম্যাৎ
শীলেন নির্ম্মলমতিঃ পুরুষোত্তমোঽয়ম্॥"

(চৈঃ চঃ অ৯।১০৭-১০৮)

অর্থাৎ এই ভগবান্ পুরুষোত্তম—নির্ম্মলমতি, শীলস্বভাবের দ্বারা ইনি ভৃত্যের এক অপরাধজনকও দৃষ্টি করেন না, অতি অল্পসেবাকে বহু জ্ঞান করেন এবং আত্মনিষ্ঠাকারী শিশুর প্রতিও অসূয়া প্রকাশ করেন না।

শ্রীগুরুদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপও নমস্কারিত। যাঁহার যতটা ভক্তি হইয়াছে, তিনি বিশ্বপ্রভুর নিকপট সেবকের অন্য সেবকেও ততটা বহুমানন করেন। কীটাদি-জীবের প্রতি ব্যাধের অহিংসভাব-দর্শনে শ্রীনারদ এবং বাহ্যদৃষ্টে নাস্তিক বুদ্ধি বিপ্রের সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠদেখে রুদ্র দ্বারা তদ্রূপ করাইবার আদর্শ,—যাহা নবধিধা ভক্তির কোনটিরই অন্তর্গত নহে, অথচ জীবের প্রতি মৈত্রীভাব বলিয়া ভক্তির অনুকূল,—তদ্রূপ কার্য্যদর্শনেও শ্রীমন্মহাপ্রভু মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কারণ, শ্রীভাগবতধর্ম্মে মাৎসর্য্য নাই; শ্রীভাগবতগণ সর্ব্বদা নির্ম্মৎসর। শ্রীগুরুর প্রতি উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য যিনি যতটা যত্ন করেন বা করিয়াছেন, তাহা কখনই ক্ষুণ্ণ হইতে না দেন,—কারণ লোকে তাঁহার আদর না করা ভীষণ পাপজনিত। কোন ফলাকাঙ্ক্ষী জীব যেন সেইরূপ পাষণ্ডীর মুখদর্শন বা সঙ্গ না করেন। অবশ্য তাই বলিয়া যাহারা আমার শ্রীগুরুদেবের দ্বেষ বা বৈষ্ণবের বিদ্রোহাচরণ করে, তাহাদিগকে আদর করিব না। নির্ম্মৎসর বৈষ্ণবকে দর্শন করিলে যাহাদের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে না থাকে, তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিবার জন্য যাহাদের স্বাভাবিকী প্রীতি না হয়, যাহাদের অন্য কীর্ত্তন করিতে হৃদয়ে সঙ্কোচ ও দ্বিধা উপস্থিত হয়, তাহাদের যে মহতের চরণে পূর্ব্বসঞ্চিত কত দুরন্ত অপরাধফলে এইরূপ চিত্তবৃত্তি হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইহা রাবণ ও হিরণ্যকশিপুর মত চিত্তবৃত্তি। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীরূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

"হরিং নিন্দতি যৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্ নাভিনন্দতি।
কৃষ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ২৬৪ অনুচ্ছেদ-ধৃত স্কন্দপুরাণোক্তর্গত শ্রীমার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বৈষ্ণবগণের প্রতি হিংসা, নিন্দা, দ্বেষ, অনভিনন্দন (প্রীতির সহিত দণ্ডবৎ-প্রণাম বা জয়াদি দান না করা), ক্রোধ ও দর্শনে নিরানন্দ (মন-মরা ভাব) প্রকাশ করে, তাহার এই ষড়্‌বিধ অপরাধ পতনের কারণ হইয়া থাকে।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু আরও বলিয়াছেন,—

"কুলং শীলমথাচারমবিচার্য্য গুরুং গুরুম্।
ভজেত শ্রবণাদ্যর্থী সরলং সাধু-সাগরম্॥
সরলত্বাদিকং বাহ্যমন্তরেবাস্তু—
কামক্রোধাদিদুষ্টোঽপি কৃপণোঽপি বিষাদবান্।
শ্রদ্ধা বিকাশমাত্রেণ স বক্তা পরমো গুরুঃ॥

"এবম্ভূতগুরোরভাবাৎ মুক্তিভেদবুভুৎসয়া বহুমন্যমানেষু কেচিৎ, যথা (ভাঃ ১১।৯।৩১)—

ন হ্যেকস্মাদ্‌গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলম্।
ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ॥"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ২০৩ অনুচ্ছেদ-ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত-বচন)

অর্থাৎ "কুল, শীল, আচার প্রভৃতির শ্রেষ্ঠত্ব বিচার না করিয়া শ্রবণাদিবিষয়ে অভিলাষী পুরুষ সরল ও সারসাগর গুরুর ভজন করিবেন।" সরলত্বাদি-ধর্ম্ম শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণেই অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে; যথা,—"কাম-ক্রোধাদিযুক্ত, কৃপণ এবং বিষাদশীল পুরুষও যাঁহার উপদেশ শ্রবণে উৎফুল্লচিত্ত হয়, সেই বক্তাই পরমগুরু।" এইরূপ গুরুর অভাবে নানাবিধ মুক্তিজ্ঞানার্থ কেহ কেহ বহু গুরু স্বীকার করিয়া থাকেন; যথা শ্রীমদ্ভাগবতে,—"এক গুরু হইতে সুপ্রচুর জ্ঞান নিশ্চীকৃত হইতে পারে না, যেহেতু এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকেই ঋষিগণ অনেকরূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।"

যাহার যত বেশী সেবোন্মুখতা বিকশিত হইবে, যত বেশী শ্রীহরিপ্রীতি বর্দ্ধিত হইবে, ততই তিনি অপরের অল্পসেবাকে বহুমানন করিয়া 'নিজে কিছুই সেবা করিতে পারিলাম না'—এইরূপ অকপট চিত্তবৃত্তিতে সকল জগৎ দর্শন করিবেন। চেতন সম্পূর্ণ বিকশিত হইলে ও প্রেমের পরাকাষ্ঠা উদিত হইলে, অচেতন প্রাণীতে পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবদ্ভক্তের সেবা করিবার জন্য চিত্তবৃত্তি বাধিত হইবে, তখন ব্রজের ধূলি, তৃণগুল্ম-লতারূপে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য লালসা হইবে; তৃণ-গুল্ম-লতাকে পর্য্যন্ত নিজাপেক্ষা কোটিগুণে শ্রীগুরুর প্রিয়, শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবকরূপে দর্শন হইবে। "শ্রীব্রজের ধূলি, শ্রীগ্রামের ধূলি, তৃণ-গুল্ম-লতা শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠা শ্রীগোপীগণের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করিতেছেন; কিন্তু আমার শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবায় একটুও রতি হইল না।"—শ্রীউদ্ধব এই বিচারে ব্রজের গুল্মলতা হইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, ব্রজের তৃণগুল্মাদি শ্রীগোপীজনের শ্রীপাদপদ্মরেণুস্পৃষ্ট হইয়া কিরূপ সৌভাগ্য লাভ করিতেছেন, আমার সেই সৌভাগ্য কবে হইবে? অথচ

তৃণ-গুল্ম-লতা কিন্তু শাশ্বরসের রসিক। যে শ্রীউদ্ধব যাদবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তিনি শাশ্বরসের সেবকগণের সৌভাগ্য কামনা করিতেছেন। তাঁহার এই বিচার হইতেছে না যে, 'আমি উত্তম অধিকারী, আমি কেন নিম্নাধিকারী হইতে যাইব?' তিনি দেখিতেছেন, ব্রজের তৃণ-গুল্ম-লতা ও ওষধিসমূহ শ্রীগোপীপাদপদ্মের ধূলি মিশ্রা শিরোভূষণ করিয়া শ্রীব্রজেন্দ্রের নিয়ত সেবা করিতেছেন। আমার ত' সেইরূপ সৌভাগ্য হইল না!

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু,—যিনি শ্রীল গোস্বামিপ্রভুর সাক্ষাৎ শিষ্য, যিনি রাগাত্মিক শ্রীব্রজজন, মধুর রসের নিত্যসিদ্ধ শিক্ষাগুরুদেব, তিনি তাঁহার সম্বন্ধে অসংখ্যবার শ্রীরামানুজাচার্য্যকে 'শ্রীভগবৎসম্প্রদায়' অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুপাদ কি মনে করিয়াছিলেন যে, "আমি স্বয়ং শ্রীব্রজরাজকুমার শ্রেষ্ঠ, শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর সাক্ষাৎ শিষ্য, মধুর রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী; যাঁহার মধুররসের প্রতি কোন আদর নাই, যিনি বৈকুণ্ঠের আড়াই রসের মাত্র উপাসক, তাহাকে আমি 'শ্রীভগবৎসম্প্রদায়' বলিব কেন? আমি শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য হইয়া কেন অপর সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে গুরুদেব বলিব বা তাহার জয় প্রদান করিব?"

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীভক্তি-সন্দর্ভের নিম্নলিখিত বাক্যটী কীর্ত্তন করেন,—

"বোধঃ কলুষিতস্তেন দৌরাত্ম্যং প্রকটীকৃতম্ গুরুণেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পূজা হরিঃ।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ২০৭ অনুচ্ছেদ-ধৃত বচন)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি গুরু পরিত্যাগ করিয়াছে, তৎকর্ত্তৃক জ্ঞান কলুষিত ও দৌরাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে, তৎকর্ত্তৃক শ্রীহরি পূর্ব্বেই পরিত্যক্ত হইয়াছেন।

যাহার জ্ঞানপ্রদাতা শ্রীগুরুদেবে স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা ও প্রীতি নাই, তাহার জ্ঞান বা চিন্তাস্রোতঃ সকলই কলুষিত, তাহার হৃদয়ে শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইতে পারে না। সে নিজেকে মধ্যমাধিকারী মনে করিয়া কল্পনাকে পোষণ করিতে করিতে বৈরিণী যুক্তি প্রভৃতির দ্বারা যে-সকল আধ্যক্ষিকতা বিস্তার করে, তাহা দৌরাত্ম্য-মাত্র; তাহার হরিভজন কিরূপে হইবে? যাহার শ্রীগুরু ও শ্রীবৈষ্ণবে অকপট শ্রদ্ধা নাই, শ্রীহরি তাহাকে বহু পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীবৈষ্ণবগণকে অকপট প্রীতির সহিত অভিবন্দন প্রদান করিতে যাহাদের হৃদয় অগ্রসর হয় না, শ্রীবৈষ্ণবদর্শনে চিত্তে উল্লাস হয় না, তাহাদিগকে কৃষ্ণ বহু পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করিয়াছেন।

শ্লোকের একপাদ অর্থাৎ একচতুর্থাংশের বক্তাকেও কায়মনোবাক্যে সর্ব্বথা পূজা করিতে হইবে, যিনি সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপ প্রদান করেন, তাঁহার সম্বন্ধে ত' আর কথাই নাই। ইহা সাক্ষাৎ শ্রীরূপানুগবর প্রভুর সিদ্ধান্ত; যিনি একমাত্র সিদ্ধান্তের মালিক, ইহা তাঁহারই প্রভুপদেশ।

"বৈষ্ণবং জ্ঞানদাতারং যো বিদ্যাদ্ বিষ্ণুবদ্গুরুম্।
পূজয়েদ্ বাঙ্মনঃকায়ৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ॥"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২৩৯ অনুচ্ছেদ)

"এখানে 'পূজয়েৎ' শব্দের দ্বারা কেবল জ্ঞানোপদেষ্টা বৈষ্ণব-গুরুকে বিষ্ণুতুল্য মাত্র জানিয়া রাখিবে তাহা বলা হয় নাই, তাঁহার প্রতি অভিবেয় যাজন করিতে হইবে। যদি কেহ বলেন, 'আমি তাঁহার প্রতি মনে মনে ভক্তি করিতেছি, মুখে জয়াদি প্রদান করিব না,'—এইজন্য বলিলেন 'বাঙ্মনঃকায়ৈঃ পূজয়েৎ'। কেবল মনের দ্বারা করিব, বাক্যের দ্বারা বা কায়ের দ্বারা করিব না,—অর্থাৎ মুখে তাঁহার বন্দনাদি ও কায়ের দ্বারা দণ্ডবৎপ্রণামাদি করিব না, অথবা কায়ের দ্বারা দণ্ডবৎপ্রণামাদির ব্যায়াম-প্রদর্শনী উন্মোচন করিয়া বা মুখে জয়প্রদানাদির ছলনা দেখাইয়া মনে মনে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা ও মৎসরীতি পোষণ করিব, তাহা হইলে উহা শঠতা হইয়া যাইবে। যে শয়তান, সে কেবল কপট করিয়া মনে মনে বা কেবল মুখে অথবা কেবল দেহদ্বারা অভিনয় করিয়া থাকে। বস্তুতঃ অকপট শ্রদ্ধালু আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি বাক্, মন ও কায়ের দ্বারা শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবের পূজা করিবেন।

যাঁহার হৃদয়ে মাৎসর্য্য ও পৈশুন্যবশ আছে, সেইরূপ ব্যক্তিরই কোন বৈষ্ণবের জয় প্রদান করিলে প্রাণে দুঃখ ও জ্বালা উপস্থিত হয়। সেইরূপ ব্যক্তি শ্রীভাগবতধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিদ্বেষী ও বিরোধী। সেই ব্যক্তি বাহিরে কপট করিয়া 'তৃণাদপি সুনীচ'-ভাব দেখাইলেও ভিতরে অত্যন্ত দাম্ভিক। যে ব্যক্তি বলে, 'আমি শ্রীভগবানের পূজা করি, তাহার মধ্যেই ত' ভক্তের পূজা হইয়া যায়'—এইরূপ ছল করিয়া ভক্তগণের পূজা করে না, শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী

প্রভু শ্রীপরমানন্দ ও শ্রীমহাপ্রভুর বাক্য উদ্ধার করিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, তাঁহারা ত' 'ভাগবত'-পদবাচ্য নহেই, তাঁহারা "কেবল দাম্ভিক" ও "দো-গর্দ্দভ"। শ্রীকৃষ্ণও স্বয়ং বলিয়াছেন যে, যাহারা কেবল তাঁহার ভক্ত বলিয়া অভিমান করে, তাহারা কখনও তাঁহার ভক্ত নহে। যাঁহারা তাঁহার ভক্তের-ভক্ত, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ ভক্ত।

আমরা আর কতটা বিষ্ণুর পূজা করিতে পারি? শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, মহারাজ শতধনু সর্ব্বক্ষণ শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাতৎপর হইয়াও অন্তকালে বেদও বৈষ্ণবে আধ্যক্ষিকবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির অত্যল্প সন্দেহফলে কুক্কুরযোনি লাভ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা যখন বিষ্ণুর পূজায় নিমগ্ন ছিলেন, তখন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি আসন হইতে উঠিয়া তাঁহার পূজা না করায় তিনিও গুরুমতি হস্তি-যোনি লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল প্রমাণ উদ্ধার করিয়া শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে (১৫০-১৫৭ অনুচ্ছেদে) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শত শত জন্ম ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু পূজিত হইলেও শ্রীবিষ্ণু-প্রিয় শ্রীবৈষ্ণবঠাকুর যদি অবমানিত হন, তাহা হইলে শ্রীহরি কখনও প্রসন্ন হন না। মূর্খও বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া যদি নমস্কার ও বন্দনাদির দ্বারা তাঁহার পূজা না করা যায়, তাহা হইলে ভগবান্ শ্রীহরি সেই কুদেহধারীর পাপ কখনও ক্ষমা করেন না। সাধারণ প্রারব্ধকর্ম্ম ভগবদ্ভক্তির বিঘ্ন জন্মাইতে সমর্থ হয় না; কিন্তু বৈষ্ণবাবমাননারূপ কিঞ্চিৎ অপরাধ থাকিলে শ্রীভগবানে ভক্তি হয় না।

শ্রীপঞ্চতত্ত্বের শ্রীনাম-কীর্ত্তন বা জয়াদি-ধ্বনকালে কোনও শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞ বৈষ্ণব কি এইরূপ বিচার করেন যে, পঞ্চতত্ত্বের নামে শ্রীনারদের অবতার শ্রীবাসপণ্ডিতের নাম রহিয়াছে, অথচ শ্রীগৌরসুন্দর যাঁহাকে 'পিতা' বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন, যিনি ব্রজলীলার শ্রীবৃষভানুরাজ ও যিনি শ্রীল পরমেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর গুরুদেব, সেই শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নামের উল্লেখ নাই,—শ্রীগুরুদেবের নাম নাই, অথচ তাঁহার শিষ্যের (শ্রীগদাধরের) নাম আছে, সুতরাং তাহা কীর্ত্তিত হওয়া সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের শিষ্যসম্প্রদায়, শ্রীবক্রেশ্বর প্রভুর শিষ্য শ্রীগোপালগুরু ও তদ্ভিন্ন শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীলোকনাথ গোস্বামিপ্রভুর শিষ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীল মুকুন্দ সরকার ঠাকুরের শিষ্য শ্রীলোচনদাস ঠাকুর, শ্রীহরিদাসঠাকুরের অনুগত কুলীনগ্রামের শ্রীরামানন্দ, শ্রীযদুনাথ, শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীশঙ্কর প্রভৃতি অথবা শ্রীরূপানুগগণ কি শ্রীল করিবেন যে, পঞ্চতত্ত্বের নামে শ্রীবাসের নাম প্রধানরূপে উক্ত হইয়াছে, সুতরাং পঞ্চতত্ত্বের কীর্ত্তনে তাঁহাদের গুরুবর্গের নাম না থাকায় তাহা কীর্ত্তনীয় নহে? শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কি পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে শ্রীলোকনাথ গোস্বামিপ্রভুর নাম দেখিতে না পাইয়া (?) শ্রীপঞ্চতত্ত্বের নাম কীর্ত্তন করেন নাই? 'শ্রীবাসাদি' বলিতে শ্রীবাসপ্রমুখ, অর্থাৎ শ্রীবাসকেই প্রধান বা অগ্রণী করিয়া বলা হইয়াছে। অধয়জ্ঞানে অভেদপ্রতীতি নাই বলিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বা শ্রীল রূপানুগ বৈষ্ণবগণ প্রাকৃত উপরভেদমূলক সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করেন নাই।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসদেব শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে অভেদমূলক চিত্তবৃত্তিকে পুনঃ পুনঃ গর্হণ করিয়া বলিয়াছেন,—

অদ্বৈতেরে ভজে, গৌরচন্দ্রে করে হেলা।
সূত্র হৈতে অদ্বৈতের, তবু শিষ্য গেলা॥
(চৈঃ ভাঃ অ ৪।১৮৩)

সর্ব্ব-ভাগবতের বড়ত্ব অনাদি'।
অদ্বৈতের সেবা করে, নহে শ্রীহরি॥
(চৈঃ ভাঃ ম ১০।১৪৫)

ইহাতে যে এক বৈষ্ণবের পক্ষ লয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সে-ই যায় ক্ষয়॥
সর্ব্বভাবে ভজে কৃষ্ণ, কা'রে না যে নিন্দে'।
সেই সে গণনা পায় বৈষ্ণবের বৃন্দে॥
অদ্বৈতের পক্ষ লঞা নিন্দে গদাধর।
সে পাপিষ্ঠ কভু নহে অদ্বৈত-কিঙ্কর॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২৩।৫২৯-৫৩০, ৫৩৩)

'বিষ্ণু' আর 'বৈষ্ণব' সমান দুই হয়।
'শাস্ত্রতী নিন্দক' ইহা বুঝে বিপর্য্যয়॥
সকল বৈষ্ণব-প্রতি অদ্বেষ দেখিয়া।
যে কৃষ্ণচরণ ভজে, সে যায় তরিয়া॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২৩।১০০-১০১)

এই মত অদ্বৈতের চিত্ত না বুঝিয়া।
বোলায় 'অদ্বৈত-ভক্ত' চৈতন্য নিন্দিয়া॥

না মানে অদ্বৈত কিছু স্বভাব কারণে।
না ধরে বৈষ্ণববাক্য, মরে ভাল মনে॥

(চৈঃ ভাঃ ম ১০।১৪১-১৪২)

৫

হেন অদ্বৈতেরও তত্ত্ব মহাপ্রভু কয়।
যে হয় সুকৃতি সে পরমানন্দে লয়॥
তান বাক্যে অনাদর অনাস্থা যাহার।
তা'রে শ্রীঅদ্বৈত হয় অগ্নি-অবতার॥
যদপি অদ্বৈত কোটিচন্দ্র-সুশীতল।
তথাপি চৈতন্য-বিমুখের কালানল॥
সকৃৎ যে জন বলে 'শিব' হেন নাম।
সেই কোন প্রসঙ্গে না জানে তত্ত্ব তান॥
হেন 'শিব'-নাম শুনি' যা'র দুঃখ হয়।
সেই জন অবশ্যই সমূলে বিনশ্য॥

(চৈঃ ভাঃ অ ৪।৩৭৩-৩৭৬, ৩৭৮)

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন এইরূপ শত শত বাক্যে শ্রীশ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের উপরজেদ্বাদীদিগকে কশাঘাত করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের অভিমানী শিষ্যক্রবগণের মধ্যে যাহারা বিচার করিয়াছিল যে, 'আমরা শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অনুগান করিব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগান করিব না', অথবা যাহারা মনে করে, 'আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগান করিব, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে স্বতন্ত্র ভগবত্তত্ত্বরূপে তাঁহার স্তবস্তুতি করিব না', তাহাদিগের পাষণ্ডিত্বের প্রতিই শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের ঐরূপ নির্ম্মম বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। যে সকল অদ্বৈতানুগজ্ঞব্য ব্যক্তি বলিয়া থাকে যে, 'শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীনিত্যানন্দের শিষ্যের লিখিত, উহাতে শ্রীল বৃন্দাবনদাস নিজের গুরু অনুচাকে বাড়াইয়াছেন, তাহাতে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর মহিমা বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হয় নাই; সুতরাং আমরা উহা পাঠ করিব না, আমরা অন্য কোনও পুস্তকে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর গুণাবলী প্রকাশ করিয়া তাহার প্রচার করিব'; তাহারা জড় উপরজেদ্বাদী পাষণ্ডী। তাহারা অবরজ্ঞানে জড়-গুণভেদ, অথচ তত্ত্বে গুণ বিচার, অবর-জ্ঞানের সিদ্ধান্তানুবাদিতে ভেদবিচার দ্বারা আনন্দ করিতে চাহিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবতত্ত্বে এইরূপ উপরজে দর্শন করার আধুনিক তথাকথিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সমর্থকগণের মধ্যে এক প্রকার নির্ব্বিশেষবাদমূলক সমন্বয়বাদের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহারা শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের নাম করিয়া অথবা বা জয়কীর্ত্তনাদি না করিয়া নির্ব্বিশেষভাবে "শ্রীগুরুবৈষ্ণব কী জয়"—এইরূপ বলিয়া থাকেন; অর্থাৎ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নাম করিলেই যখন তাঁহাদের গুরুত্ব বা বৈষ্ণবতা সম্বন্ধে বাদ-প্রতিবাদ বা বিতর্ক উপস্থিত হয়, তখন কাহারও নাম উল্লেখ না করিয়া "শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের জয়" বলিলেই যা'র যা'র গুরু ও যা'র যা'র বৈষ্ণবের জয় তা'র তা'র নিকট হইল, আর কাহারও কোনও ক্লেশের কারণ থাকিল না; তাহারা এইরূপ বিচার করিয়া থাকেন। কোন কোন সম্প্রদায়ে 'ঈশ্বরের জয়', 'ব্রহ্মের জয়' প্রভৃতি বলা হয়; কারণ কৃষ্ণ, বিষ্ণু, রাম প্রভৃতি নামোচ্চারণ করিয়া জয় দিলেই বিতর্ক উপস্থিত হইবে। কেহ বলিবে, আমার ঈশ্বর কৃষ্ণ; কেহ বলিবে, আমার ঈশ্বর রাম; কেহ বা বলিবে, আমার ঈশ্বর শিব; কেহ বলিবে—কালী, কেহ বা সূর্য্য, কেহ বা গণেশ ইত্যাদি; সুতরাং 'ঈশ্বর' বা 'ব্রহ্ম' বলিলে অর্থাৎ নামরূপের অজ্ঞান না থাকিলে সকলকেই সন্তুষ্ট করা হইল। এইরূপ তথাকথিত সমন্বয় বা লোকতোষণপর মতবাদের মূলে নির্ব্বিশেষবাদ রহিয়াছে। বস্তুতঃ যেখানে অধোক্ষজোপলব্ধি বা সমচিত্তবৃত্তি নাই, সেরূপ পাঁচমিশালী মতবাদের ফলে কখনই শুদ্ধভাবে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের শ্রীনাম-রূপ-গুণাদির সংকীর্ত্তন হইতে পারে না, তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমার শ্রীগুরুদেবের নাম উচ্চারণ বা জয় কীর্ত্তন করিলে অন্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ শেষকথন প্রকাশ করিবে অথবা তাহারা ক্ষুব্ধ হইবে,—এইরূপ ভয়ে ভীত হইয়া প্রাণ খুলিয়া অভিন্নতত্ত্ব শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের শ্রীনাম-রূপের জয়কীর্ত্তন-রূপ সাক্ষাৎ ভক্তিযাজনে যদি কুণ্ঠিত হইয়া পড়ি, তবে সেরূপ স্থান বা সঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া যে সঙ্গে শুদ্ধভক্তির অনুশীলন করিতে পারি সেরূপ সঙ্গকেই বরণ করিতে হইবে। কিন্তু দেখিতে হইবে যে, মনোধর্ম্মের ছাঁচে বা অবৈধ ধর্ম্মোন্মত্ততার (fanaticism) গোঁড়ামীতে আমাদিগকে সদ্গুরু, পাষণ্ডীকে বৈষ্ণব, কামুককে প্রেমিক বলিয়া স্থাপন করিয়া ও উহাতেই সুদৃঢ় বিশ্বাস করিবার অভিনয়ে অভিসন্ধিযুক্ত অথবা মনোধর্ম্মিগণের ছলনাকে অনুকূল সঙ্গ বলিয়া বিচার করা না হয়। মনোধর্ম্ম বা অন্তরে পাঠ্য ও কপটতা থাকিলে বঞ্চিত হইতে হইবে।

পরবর্ত্তিকালে প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজে বিভিন্ন "পরিবারের"-মধ্যে শ্রীগুরু ও শ্রীবৈষ্ণবের ভেদ ও তাঁহাদের মর্য্যাদা-দান প্রভৃতি লইয়া নানাপ্রকার বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। ইহা শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার শ্রীসজ্জনতোষণীতে ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার বিভিন্ন শ্রীহরিকথার মধ্যে অনেকবারই বলিয়াছেন। যেখানে "শ্রীস্বরূপশক্তির পরিবার" না হইয়া জড়ভোগ বা উপরভেদের পরিবার হইয়াছে, তথায়ই মাৎসর্য্যদর্শন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। শ্রীবিষ্ণুর অনপায়িনী, অখণ্ডজ্ঞানস্বরূপা শ্রীস্বরূপশক্তির বৈচিত্র্যরূপ লীলার পরিবর্ত্তে মাৎসর্য্যচক্ষুর জড় উপরভেদ-দর্শন নানাপ্রকার অমঙ্গলাদি উপস্থিত করিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমঠের মূল শ্রীগর্ভমন্দিরে, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দিরে, শ্রীব্যাসাসন নাট্যমন্দিরে, শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ভবনে, শ্রীভক্তিবিনোদ-ভবনে একই বৈদ্যুতিক আলোক জ্বলিতেছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে ভিন্ন ভিন্ন bulb [তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি (power) থাকিতে পারে] আছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠের ভিন্ন ভিন্ন bulb দেখিয়া যদি কেহ বলেন, "শ্রীগর্ভমন্দিরের ও শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ভবনের আলোক পৃথক্, শ্রীমন্দিরের আলোককে আলোক বলিব, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির বা সাম্প্রদায়িক আচার্য্যচতুষ্টয়ের শ্রীমন্দিরের আলোক বা শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ভবনের আলোককে 'আলোক' বলিব না; শ্রীমন্দিরের আলোকের অবদান করিব, ভজনশালার আলোকের অবদান করিব না"; তাহা হইলে উহা যেরূপ মূর্খতা, তদ্রূপ এক শ্রীস্বরূপশক্তির কৃপাই যখন বিভিন্ন আধারে প্রকাশিত হয়, তখন তাহাতে জড়ভেদ আনয়ন করা হয় অজ্ঞতা, না হয় মাৎসর্য্য। অজ্ঞতা হইলে তাহা সৎসিদ্ধান্ত শ্রবণে অচিরেই বিদূরিত হইবে, কিন্তু যেখানে মঠতামূলক অভিসন্ধি, তাহা কিছুতেই দূর হইবে না; তাহা নানাপ্রকার গুপ্ত অভিসন্ধিযুক্ত প্রচারের দ্বারা বহু লোকের সর্ব্বনাশ করিবে। অনেক সহরবিলাসী অজ্ঞ কোনপ্রকার ব্যক্তি ঐরূপ অভিসন্ধিযুক্ত কাল্পনিক মতবাদসমূহের কবলে কবলিত হইয়া শুদ্ধভক্তিরাজ্য হইতে চিরকাল দূরে হইয়াছে। ঐ সকল অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তি নিজশিষ্যের পরম-বৈষ্ণব, মহাভাগ্য, শ্রেষ্ঠ ঈশদেব বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেও অন্তরে দৌর্ব্বল্য, দৌরাত্ম্য, অশ্রদ্ধা, মাৎসর্য্য প্রভৃতি থাকায় তাহাদের আত্ম-স্বরূপ ও বাহিরে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রতি পূজনাদির প্রহসন অভিনয় কৌটিল্যে পর্য্যবসিত হয়।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

"বাহ্যবিকারাদ্যভাবাদ্ভক্তাভাসাপরাধযোগেন শ্রীগুরাদি-শ্রীগুরৌ অন্তঃকরণাদিভি চাবজ্ঞানাবহেলাদ্যপি প্রতি বহিরন্তর্নানাবস্তুকৌটিল্যাৎ।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৫৩ অনুচ্ছেদ)

অর্থাৎ শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াও আধুনিক কোন কোন লোকের অপরাধ-দোষে শ্রীভগবান্, শ্রীগুরুদেব ও শ্রীভগবদ্ভক্তগণের প্রতি অন্তরে অনাদর-সত্ত্বেও বাহিরে তাঁহাদের প্রতি যে পূজনাদি প্রহসন, তাহা সমস্তই কুটিলতামাত্র।

শ্রীভগবান্, শ্রীগুরুদেব ও শ্রীভগবদ্ভক্তগণের প্রতি অন্তরে অনাদর ও অশ্রদ্ধা গোপন করিয়া বাহে যদি তাঁহাদিগকে লোক দেখাইবার জন্য খুব দণ্ডবৎপ্রণাম, অভিনন্দনাদি প্রদান, উচ্চৈঃস্বরে জয়গান, কিংবা খুব স্তব-স্তুতি প্রভৃতি করিয়া পূজনাদির প্রহসন দেখান হয়, তবে তাহা কুটিলতা ও অপরাধ বলিয়াই গণিত হইবে।

'আমরা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কত ভক্ত, কত সেবা করিয়া থাকি, তাঁহাদের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছি, গোপার্জ্জিত বহু অর্থ দান করিয়াছি বা লক্ষ লক্ষ টাকা ভিক্ষা করিয়া আনিয়া দিয়াছি, প্রতিষ্ঠানের কত সেবা করিয়াছি,'—এইরূপ উক্তি প্রভৃতি গর্হিত অভিমান শ্রীবৈষ্ণব-অবমাননাদি অন্যান্য অপরাধসমূহের জনক। বর্ত্তমান জগতে শ্রীবৈষ্ণবাপরাধ ঘটিলে পরমার্থেও ঐ অপরাধের বীজ বিনষ্ট হয় না। তাই শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"অথ ভক্ত্যাদিকৃতাভিমানবস্তুকাপরাধকৃতমেব বৈষ্ণবাবমানাদি-লক্ষণাপরাধান্তরজনকত্বাৎ; যথা লক্ষত প্রাক্তন-শ্রীশিবাপরাধেন প্রাচেতসদক্ষাবজ্ঞয়াৎ শ্রীনারদাপরাধজন্যাপি দৃশ্যতে।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৫১ অনুচ্ছেদ)

অর্থাৎ ভক্তি-প্রভৃতিকল্পিত অভিমান বৈষ্ণবাবমাননাদি অন্যান্য অপরাধসমূহের জনক বলিয়া বহুস্থলে কোন অপরাধের ফলস্বরূপেই উৎপন্ন হইয়া থাকে; যেরূপ দক্ষের

পূর্ব্বজন্মে শ্রীহরির প্রতি সংঘটিত অপরাধফলেই প্রাচেতস-হৃদয়েও শ্রীনারদের প্রতি অপরাধসংঘটন হই হইয়াছে।

কেবল মুখে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'শরণাগতি' বা 'কল্যাণকল্পতরুর' পদ কীর্ত্তন করিয়া অন্তরে বৈষ্ণবের প্রতি শৈথিল্য ও শঠতা প্রদর্শন করিলে শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা পাওয়া যাইবে না। শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপার ফল বৈষ্ণবের পাদপদ্মে আশ্রয়লাভ,—

"কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।"
কবে আমি পাইব বৈষ্ণবপদ-ছায়া॥
কবে আমি ছাড়িব এ বিষয়াভিমান।
কবে বিষ্ণুজনে আমি করিব সম্মান॥
গলবস্ত্র করাঞ্জলি বৈষ্ণব-নিকটে।
কবে তৃণ করি' বেড়াইব নিষ্কপটে॥"

(কল্যাণকল্পতরু)

এই জগতে কি কেবল সকলের ছিদ্রই দর্শন করিব, অদোষদর্শী পতিতপাবন শ্রীবৈষ্ণবাবতার কি আমার নয়নপথের পথিক হইবেন না? শ্রীবৈষ্ণব কি কেবল আকাশকুসুমের ন্যায় কাল্পনিক বস্তু থাকিবেন? কখনও কি বিষয়াভিমান পরিত্যাগ করিয়া অকপটে বিষ্ণুজনের প্রতি সম্মান দেখাইতে পারিব না? শ্রীবৈষ্ণবের নিকট কি গলবস্ত্রকৃতাঞ্জলি হইয়া দন্তে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক নিষ্কপটে দাঁড়াইতে পারিব না? হায়, হায়, অপরাধফলে হৃদয় পাষাণ হইতেও পাষাণ হইয়াছে! কোথায় সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান দর্শন করিব, সকলকে শ্রীকৃষ্ণদাস বলিয়া সম্মান প্রদান করিব, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে দম্ভ ও মাৎসর্য্য হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে।

স্বরূপতঃ সকলেই বৈষ্ণব। কিন্তু যাঁহাতে উন্মুখতা প্রকাশিত, তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া সম্মান করিতে হইবে। তবে উন্মুখতার বিচারের মাপকাঠি বিমুখকে দেওয়া হয় নাই। যে বিষ্ঠাভোজী, সে কিরূপে নিরপেক্ষভাবে স্থির করিতে পারিবে,—পরমান্ন শ্রেষ্ঠ, না বিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ? বিষ্ঠা-ভোজী শূকর বলিবে, 'পরমান্নকে যে শ্রেষ্ঠ বলিতেছ, উহা তোমার ব্যক্তিগত মনের কথা। মনুষ্যের দল পরমান্নকে শ্রেষ্ঠ বলে, আমরা শূকরের দল বিষ্ঠাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি।' এই উভয় দলের বিবাদ মিটাইবার জন্য তথাকথিত ঐকদল 'সমন্বয়বাদী' আসিয়া বলিবে, শূকরজাতি বিষ্ঠা ভোজন করিয়া যেরূপ তৃপ্তিলাভ করে, মনুষ্যজাতি পরমান্ন ভোজন করিয়াও সেইরূপই তৃপ্তিলাভ করে। অতএব তৃপ্তির দিক্ দিয়া যখন উভয় বস্তুই মূল্য সমান, তখন বিষ্ঠা ও পরমান্ন এক। শূকর তাহার মুখে বিষ্ঠা লেপন করিয়া উহাকেই সুগন্ধযুক্ত বস্তু জ্ঞান করে ও উহাতেই সুখানুভব করে, আর ভক্ত শ্রীভগবানের শ্রীমুখে শ্রীচন্দন লেপন করিয়া আনন্দানুভব করেন, সুতরাং বিষ্ঠা ও চন্দন উভয়ই সমান! এইরূপ নির্ব্বিশেষ-সমন্বয়বাদীর উপর শ্রীবৈষ্ণবের বিচারের মাপকাঠি দেওয়া হয় নাই।

উন্মুখ ব্যক্তির হৃদয়ে সহজ ও সরল সিদ্ধান্ত স্ফূর্তিলাভ করিবে। তিনি কল্পনাবাদী বা যুক্তিবাদী নহেন। তিনি মুখে 'কবে বিষ্ণুজনে আমি করিব সম্মান' বলিয়া অন্তরে ভাক্তিকতার হিমালয়—গর্ব্ব-পর্ব্বত সংরক্ষণ করেন না। তিনি 'গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব-নিকটে' মুখে বলিয়া ভিতরে শৈথিল্য ও ছিদ্রদর্শন, 'তৃণের প্রতিজ্ঞাও ভঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু আমার অপরাধ পোষণ করিবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে না'—এইরূপ অভিসন্ধির আশ্রয় গ্রহণ করেন না।

কেহ কেহ বলেন, 'যেরূপ শ্রীগুরুপরম্পরাতে শ্রীগুরু-বর্গের নাম বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনাতেও নাম বাঁধিয়া দেওয়া হউক; তাহা হইলে সর্ব্বত্রই এক নিয়মে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বন্দনা হইবে।' এইরূপ বিচার শুদ্ধ নহে। কচির বাঁধিয়া দেওয়ার স্বাভাবিকী বৃত্তি ভক্তি বা প্রীতির যাজন হয় না। যে-স্থানে স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা বা প্রীতি নাই, সে-স্থানেই যুক্তি, বিতর্ক, সন্দেহ ও বিবাদ উপস্থিত হয়। 'শ্রীকৃষ্ণকে কেন স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিব,' 'শ্রীশিব কিসে কর্ত্তা?' আর এক শ্রেণীর লোক বলিবে, 'শক্তি কিসে কর্ত্তা? নিমাই পণ্ডিতকে কেন 'শ্রীভগবান্' বলিয়া পূজা করিব? শ্রীগোস্বামিগণকে কেন জগদ্গুরু বলিয়া মানিব? তাঁহারা ত' কোন সম্প্রদায় বা দল-বিশেষের গুরু! অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য ও হিন্দুধর্ম্মের বহু বহু মার্গিক যুক্তি তাঁহা-দিগকে 'জগদ্গুরু' বলিয়া স্বীকার করেন না। সুতরাং আমরা কেন জগদ্গুরু বলিব?—এইরূপ যুক্তি, বিতর্ক বা অশ্রদ্ধা শ্রীতির অভাব হইতেই উদিত হয়। এইরূপ পাষণ্ডিগণ যাহা যাহা অন্যের 'অপরাধের কথা' প্রভৃতি বলিয়া সহজ ও সরল ঘটনাদিকে যুক্তিরূপে প্রকাশিত হইবে, তাহাকে

প্রতিরোধ করিয়া তথায় কৃত্রিম বিধিব্যবস্থা হইতে পারে না। শ্রীগুরুপরম্পরাতে শ্রীগুরুবর্গের যে-সকল নামোল্লেখ আছে, তদ্ব্যতীত কি অন্য নাম আর শ্রীগুরুপরম্পরার অন্তর্গত হইবে না, বা তাহাতে নামোল্লেখ নাই বলিয়া তাঁহারা আমাদের শ্রীগুরুবর্গ নহেন, তাঁহাদের বন্দনা পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাও নহে।

শ্রীগুরুপরম্পরার মধ্যে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভু, শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নাম নাই। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের পর শ্রীবিশ্বনাথ আছেন, কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথের শ্রীগুরুবর্গ শ্রীরাধারমণ, শ্রীকৃষ্ণচরণ, শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নাম নাই; শ্রীবলদেবের পর শ্রীজগন্নাথ আছেন, কিন্তু শ্রীজগন্নাথের শ্রীগুরুবর্গ শ্রীমধুসূদনাদির নাম নাই, তজ্জন্য কি তাঁহারা বন্দনার বাহির পড়িয়া গিয়াছেন, বা তাঁহাদের বন্দনা বা জয়দান করিতে হইবে না—ইহা প্রমাণিত হয়? শ্রীল গৌরকিশোরের পর শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের নাম নাই বলিয়া কি তাঁহার বন্দনা বা জয়দান করিতে হইবে না? কটিন বাঁধিয়া না দিলে, অথবা একজন পিছনে লাঠি লইয়া না দাঁড়াইলে কাহারও মুখ হইতে কি তাঁহাদের বন্দনা বা জয়ধ্বনি বাহির হইবে না? আর যদি কেহ শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর জয়, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর জয়, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর জয়, শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভুর জয়, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর জয়, শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের জয়, শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর জয়, শ্রীল রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রভুর জয়, শ্রীল রসিকানন্দ মুরারি প্রভুর জয়, শ্রীউদ্ধবদাস বাবাজী মহারাজের জয় বা শ্রীল মধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজের জয় প্রদান করেন, তবে সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কার্য্য হইয়া যাইবে বা তাহাতে মাৎসর্য্য কিংবা দংশের উদয় হইবে—এই সকল বিচার প্রাকৃত অপরাধকৃত পাষণ্ডিত্ব। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভুর শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গ যাচ্ঞা করিয়া যে পদ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা কি অন্য বৈষ্ণবের কীর্ত্তনীয় হইবে না?

একত্রপ্রসঙ্গে শ্রীল আচার্য্যদেব বলেন, ইংরেজী ১৯১৯ সালে পাবনাতে শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং শ্রীল আচার্য্যদেবকে বলিয়া শ্রীগুরুবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক বৈষ্ণবগণের জয়গান করাইয়াছিলেন।

নিষ্কপটে, সুদৃঢ়ভাবে, অকৈতবে হরিজনে প্রসূত ব্যক্তিগণেরই জয় দিতে হইবে। যিনি তাঁহাদের জয় দিবেন, তিনি তাহাতে ধন্য হইবেন। 'বৈষ্ণবের জয়দান করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়া দিলাম' যে ব্যক্তি এইরূপ দুর্বুদ্ধি পোষণ করে, অথবা বৈষ্ণবাভিমানে যে জয় প্রার্থনা করে, জয় না দিলে যাহার হৃদয়ে দুঃখ হয়, অন্যের জয় কীর্ত্তন শুনিলে যাহার হৃদয়ে মাৎসর্য্যের উদয় হয়, অথবা ইন্দ্রিয়তোষণ পণ্যদ্রব্যের ন্যায় অপস্বার্থসিদ্ধির জন্য দলবিশেষের দ্বারা অভিসন্ধিমূলে যে জয়ধ্বনি প্রভৃতি প্রার্থনা করে, তাহার জয় ব্যতীত জয় নাই। ঐরূপ ব্যক্তির জয় দিতে হইবে না। শুদ্ধভক্তের জয় হইবে, অন্যাভিলাষীর, কপটীর, মৎসরের জয় হইবে না। একদিকে যেরূপ বৈষ্ণবাভিমানে নিজে জয় প্রার্থনা করা বা স্তাবকদলবিশেষের দ্বারা জয় কামনা করা পাষণ্ডিত্ব, অপরদিকে হিংসা বা মৎসরমূলে শুদ্ধ শ্রীবৈষ্ণবের জয় দিতে কুণ্ঠিত হওয়াও তেমনি ভীষণ পাষণ্ডিত্ব ও অপরাধ। এই উভয়ই দুঃসঙ্গ। 'জয় দিলে বৈষ্ণব হইবেন, জয় না দিলে বৈষ্ণব বলিয়া গণিত হইবেন না'—এইরূপ চিন্তাস্রোতও পাষণ্ডিত্ব। আবার এই বাক্যের সুযোগ লইয়া স্ব স্ব দৈন্যত্ব ও মাৎসর্য্যবৃত্তিকে গোপন করিবার অভিসন্ধিমূলে শ্রীবৈষ্ণবের জয়দান হইতে বিরত থাকা অধিকতর পাঠ্য ও কাপট্যপূর্ণ পাষণ্ডিত্ব।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যলীলার চতুর্থ অধ্যায়ের মঙ্গলাচরণে "জয় জয় শ্রীচৈতন্যের ভক্ত-সমাজ" ও বহু স্থানে "ভক্তগোষ্ঠিসহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়" প্রভৃতি জয়ধ্বনির আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও বা ভক্তগণের নামোল্লেখ করিয়াও জয়-প্রদান-প্রণালী দৃষ্ট হয়। সেইরূপভাবে শ্রীচৈতন্যের শ্রীভক্তসমাজের জয় বা সপরিকর শ্রীগৌরসুন্দরের জয়, সগোষ্ঠী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের জয়, সগোষ্ঠী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জয়, সগোষ্ঠী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের জয় দেওয়া যাইতে পারে। তাহাতে যদি কেহ মনে করেন, আমার দলের অমুক ব্যক্তির জয় হইল না, অথবা যদি কোন শুদ্ধ বৈষ্ণবের নাম উল্লেখ করিয়া জয় প্রদান করিলেই কেহ শ্লেষবদন প্রকাশ করেন বা অন্তরে মাৎসর্য্যানলে জর্জ্জরিত হইয়া পড়েন, কিংবা হৃদয়ে কোনপ্রকার দ্বিধা, সন্দেহ বা

স্বাভাবিক উন্নাদের অভাব অনুভব করেন, তবে ঐরূপ উভয়-প্রকার বৃত্তির মধ্যেই বৈষ্ণবাপরাধ-জনিত পার্থক্য রহিয়াছে। দুই ক্ষেত্রেই শ্রীবৈষ্ণববৃন্দের শত শত পাঠকাপ্রহারের দ্বারা শোধন করিয়া অবিলম্বে এরূপ চিত্তবৃত্তিকে পরিহার করিতে হইবে। শ্রীবৈষ্ণবের নিকট অকপটে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া কোটিকণ্ঠে সর্ব্বক্ষণ তাঁহার জয় গান করিতে হইবে; তাহা না হইলে নিষ্কৃতি নাই।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, যে শ্রীবৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হয়, যদি সেই শ্রীবৈষ্ণবকে কোনরূপে তুষ্ট করা না যায়, বা কোন্ বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হইয়াছে, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা না যায়, তাহা হইলে শ্রীবৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ যে শ্রীনামপ্রভু তাঁহার নিরন্তর অনুশীলন ও কৃপাভিক্ষা করিলেই শ্রীকৃষ্ণনামৈকজীবন শ্রীবৈষ্ণবঠাকুর সন্তুষ্ট হন ও অপরাধীকে ক্ষমা করেন। এই সিদ্ধান্তের সুযোগ লইয়া কোন কোন্ প্রতি পাষণ্ডী ব্যক্তি, যেন যা— অনুক্ষণ শ্রীনামের অনুশীলন করিবার অভিনয় দেখাইয়াছিল। অন্তর্যামী পতিতপাবন, শ্রীবৈষ্ণবঠাকুর কৃপা করিয়া যখন তা—কে আত্মসাৎ করিলেন, তখন তাহার [illegible] হইল। সে যে পূর্ণমাত্রায় শ্রীবৈষ্ণবঠাকুরের শ্রীচরণে অপরাধ পোষণ করিয়া অজ্ঞামিলের চরিতার্থ করিবার জন্য নামানুশীলনের (?) অভিনয় করিতেছে, তাহা ধরা পড়িয়া গেল। 'শ্রীবৈষ্ণবঠাকুরের প্রতি আধ্যক্ষিকতাজনিত সংশয় অর্থাৎ অপরাধ পূর্ণমাত্রায় হৃদয়ে পোষণ করিয়া নিরন্তর শ্রীনামানুশীলনের অভিনয়ের দ্বারা অপরাধ মোচন করিব'—এইরূপ পাষণ্ডোদ্ভাবী বুদ্ধি বা শঠতা শঠশিরোমণি শ্রীনামপ্রভু ধরিয়া ফেলেন।

বৈষ্ণবের নিন্দা চালাইতে থাকিব বা ভিতরে তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতে থাকিব ও ঐ অপরাধের প্রতিষেধকরূপে হরিনামকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিব—এইরূপ দুর্বুদ্ধি থাকিলে অনন্তকোটী হৃদয়ে নামাপরাধ ঘটিয়া থাকে। এইজন্যই শ্রীচৈতন্যভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

ঠাকুর চৈতন্য বলে,—"শুন সর্ব্বজন।
সকৃৎ মুরারি-নিন্দা করে যেই জন॥
কোটি-গঙ্গাস্নানে তা'র নাহিক নিস্তার।
গঙ্গা-হরি-নামে তা'রে করিব সংহার॥"
(চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।২৯-৩০)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে 'প্রেমধ্বনি' লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি পঞ্চতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বশেষে "শ্রীনামক-শ্রোতা-ভক্তবৃন্দ কী জয়" বলিয়া জয় প্রদান করিয়াছেন। সঙ্কীর্ত্তনের শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে সকলেই যে মহাভাগবত-বৈষ্ণব বা সম্পূর্ণ অনর্থমুক্তপুরুষ সর্ব্বদা থাকিবেন, তাহা নহে; কিন্তু যাঁহারা শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে রুচি প্রদর্শন করেন, সেরূপ সেবোন্মুখ ব্যক্তিগণও জয়যুক্ত হউন, ইহাই এই স্থানে জয়-প্রদানের উদ্দেশ্য। সাধকগণের মধ্যেও যদি কাহারও জয় প্রদান করা যায়, তাহাতেও কোন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধকই এইরূপ মনে করেন না যে, তদ্দ্বারা তাঁহাকে বৈষ্ণববৃন্দ পূজা করিতেছেন; বরং বিচার করেন যে, 'আমার মঙ্গল হউক' বলিয়া বৈষ্ণববৃন্দ আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন,—

ছোট বড় ভক্তগণ,

২৩)

শ্রীল [illegible] এই ব্যাখ্যায় অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"ভজনবিজ্ঞ, ভজনশীল ও কৃষ্ণনামে দীক্ষিত কৃষ্ণনামকারী—এই ত্রিবিধ ছোট বড় ভক্ত সকলেই আমাকে কৃপা করুন।"

সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
এই সব সিদ্ধান্ত শুন, করি' এক মন॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥
(চৈঃ চঃ আ ২।১১৬-১১৭)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীগৌরভক্তবৃন্দের জয় কীর্ত্তন করিয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের শ্রোতৃবৃন্দেরও জয় ঘোষণা করিয়াছেন,—

জয় শ্রোতাগণ, শুন করি' এক মন।
(চৈঃ চঃ ম ২০।৩)

শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, ভক্তবৃন্দ,
আর যত শ্রোতা ভক্তগণ।
তোমা-সভার শ্রীচরণ, করি শিরে ভূষণ,
যাহা হৈতে অভীষ্ট-পূরণ॥
(চৈঃ চঃ ম ২৫।৭৩)

দন্ত করি' বলি, শ্রোতা, না করিহ রোষ।
তোমা-সবার চরণ ধূলি করিনু বন্দন।
তাতে চৈতন্য-লীলা কৈনু যে কিছু লিখন॥
* * *
সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
যাঁ-সবার চরণ-কৃপা শুভের কারণ॥
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁর চরণ ধুঞা করোঁ মুঞি পানে॥
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তক-ভূষণ।
তোমরা এ অমৃত দিলে সফল কৈল শ্রম॥

(চৈঃ চঃ অ ২০।১০০-১০১, ১৪০-১৪২)

শ্রীকৃষ্ণদাসপ্রবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ছোট বড় সকল ভক্তকে বন্দনা করিয়া ও শ্রোতৃবৃন্দের জয় ঘোষণা করিয়া কি ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন? শ্রোতৃগণের মধ্যে কি সকলেই মহাভাগবত বা তাঁহার পূর্ব্ব গুরুবর্গ? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অসংখ্য ও অগণিত শ্রোতা ভবিষ্যৎ-কালে যাঁহারা প্রকটিত হইবেন বা যাঁহারা বর্ত্তমানকালে আছেন, সকলেই কি অনর্থনির্ম্মুক্ত মহাভাগবত? এদিকে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রোতৃবৃন্দকে মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ ও সিদ্ধান্ত-বিষয়ে আলস্য পরিত্যাগ করিবার আদেশ ও উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক গুরুদেবের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন, আবার তাঁহাদিগের বন্দনা ও জয় ঘোষণাও করিতেছেন।

শ্রীগুরুদেবও শিষ্যকে 'তুমি জয়যুক্ত হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে পারেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যখন মেদিনী-পুরে বালিঘাই সভার গমনের প্রাক্কালে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীচরণকমলপ্রান্তে আসিয়াছিলেন, তখন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল প্রভুপাদকে "তুমি যে বৈষ্ণব-সেবার কার্য্যে যাইতেছ, তাহাতে তোমার জয় হউক"—এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। সুতরাং গুরুদেবও শিষ্যের জয় দিতে পারেন; কেবল শিষ্যই যে গুরুদেবের জয় দেন, তাহা নহে।

প্রত্যেক শুদ্ধবৈষ্ণবসম্প্রদায়েই দেখিতে পাওয়া যায়, কোন স্থানে যাত্রাকালে, উপস্থিতিকালে, কোন সেবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার প্রাক্কালে বা কোন কার্য্যের সমাপ্তি-কালে সাধক যে-প্রকার শ্রীগুরুবর্গের জয় প্রদান করেন, শ্রীগুরুবর্গও তদ্রূপ শিষ্যের জয় প্রদান করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন। কাজেই সাধকের জয় প্রদান করিলে তিনি যে নিজের সমান হইয়া গেলেন, এরূপ আশঙ্কা হয় অজ্ঞতা, না হয় মাৎসর্য্যমূলা।

মহাভাগবতবর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বংশীদাস গোস্বামী মহারাজের জয়-প্রদান শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে হয় নাই, ইহাও একটী অভিযোগমূলক মতবাদ। যখন শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরাদুগ বৈষ্ণবগুরুর জয় দেওয়া হইয়াছে, তখন তন্মধ্যেই শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজেরও জয় দেওয়া হইয়াছে। আমার পৃথগ্‌ভাবে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া জয় দিলেও তাহা ভক্ত্যনুকূল সেবাবিশেষ। এইরূপ বিচার নহে যে, পূর্ব্বে শ্রীল বাবাজী মহারাজের জয় দেওয়া হয় নাই, এখন নূতন করিয়া দেওয়া হইতেছে, বা পৃথগ্‌ভাবে নামোল্লেখ হয় নাই বলিয়া তাঁহার জয় হয় নাই অথবা নামোল্লেখ করিলেই মাৎসর্য্যের আবাহন করিতে হইবে। শ্রীগুরুবর্গ ও শ্রীবৈষ্ণবগুরুর জয় যতই অধিক দেওয়া যায়, ততই মাৎসর্য্যবৃত্তি ও নিজের জয়ঢাক বাজাইবার প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত হয়।

নিত্যধামগত পরমপূজনীয় শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান প্রভু, শ্রীল ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিসর্ব্বস্ব ভাগবত মহা-রাজ প্রভৃতি শুদ্ধবৈষ্ণবগুরুর জয় দিতে কাহার হৃদয়ে না উল্লাস হয়? তাঁহাদের জয় প্রদানের সময় তাঁহাদের সেবা-মূর্ত্তি আমাদের হৃদয়ে উদিত হয় ও আমাদের সেবোন্মুখতাও বর্দ্ধনশীল হয়। শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব ও শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সর্ব্বত্র স্বসম্প্রদায়স্থ নিত্যধামগত বৈষ্ণবগুরুর পূজা ও তাঁহাদের বিরহ-তিথিসেবার আদর্শ দৃষ্ট হয়। শ্রীপাদ ভাগবতজনানন্দ প্রভু ও শ্রীপাদ জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন প্রভুর নির্য্যাণকালে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গুরুবর্গ প্রদানলীলার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া নিজ শিষ্যের গুরুভক্তির লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন,—ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণের পর শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে অঙ্কে স্থাপন করিয়া নৃত্য, তাঁহার সমাধি-পীঠ পরিক্রমা ও 'জয় জয় হরিদাস' বলিয়া জয়ধ্বনি ও নৃত্য করিয়াছিলেন,—

"জয় জয় হরিদাস বলি' করে হরিধ্বনি।"
এত বলি' মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥

সবে গায়,—'জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যেঁহ করিল প্রকাশ॥'
(চৈঃ চঃ অ ১১।৯৮-৯৯)

লোকশিক্ষক শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর ও শ্রীল ভক্তিসর্ব্বস্ব জাগবত মহারাজের নির্য্যাণ ও বিরহসংকীর্ত্তনমহামহোৎসবের সময় তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন, জয়ধ্বনি ও স্বয়ং মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া তাঁহাদের বিরহ-মহামহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, বিরহ-তিথি প্রভৃতির ন্যায় কোন নৈমিত্তিক উৎসবাদি উপলক্ষে সেই বৈষ্ণব-বিশেষের জপগান ও বন্দনাদি সমীচীন হইলেও ত্রিসন্ধ্যা বা নির্দ্দিষ্টভাবে এক-মাত্র শ্রীগুরুপরম্পরা ব্যতীত অন্য বৈষ্ণবের বন্দনাদি করিবার কোন আবশ্যকতা বা তৎসম্বন্ধে সংসাম্প্রদায়িক সদাচার ও শাস্ত্রের কি প্রমাণ আছে?

উক্তি—নিত্যধর্ম্ম। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির ন্যায় তাহা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম নহে। শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীবৈষ্ণবপূজা, শ্রীবৈষ্ণবসেবা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ নিত্য বা সার্ব্বকালিক আত্ম-ধর্ম্ম। তবে ইহাও নহে যে, অন্তরে কাপট্য ও পাঠ্য সংরক্ষণ করিয়া মুখে ত্রিসন্ধ্যা শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার অভিনয় করিলেই তাহা 'নিত্য আত্মধর্ম্ম' বলিয়া গণিত হইবে। মূল কথা এই যে, যিনি অকপটে সেবোন্মুখতা ও শরণাগতির জন্য আর্ত্ত, শ্রীভগবান্ তাঁহাকে কখনও দুর্দ্দৈবের মধ্যে পতিত করেন না। প্রকৃত সৎসিদ্ধান্ত শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় তাঁহার হৃদয়ে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে শুদ্ধভক্তিপথে পরিচালিত করেন। শ্রীকৃষ্ণভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ের তালিকা সকল সময় দেখিয়া দেওয়া যায় না, দেখিয়া দিলেও তাহা সকল সময়েই যে ঠিক থাকিবে তাহা নহে। অনেক সময় আপাত-প্রতিকূল কার্য্যসমূহও অনুকূল ও আপাত-অনুকূল কার্য্যসমূহও শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল হইতে পারে। এজন্য তমসাচ্ছন্ন বিবাদযুগে সর্ব্বদা গুরুবৈষ্ণবের কৃপাবেই একতারা করিয়া কোটিকণ্টকাকীর্ণ শ্রীভক্তিমার্গে একমাত্র শ্রীভগবৎ-শ্রীতিবিধানের উদ্দেশে অগ্রসর হইতে হইবে।

মনোধর্ম্মের কল্পনাকে কখনও শ্রীভক্তিরাজ্যে স্থান দিতে হইবে না। পরমপূজনীয় শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু অধিক সময়ই স্বয়ং শ্রীচৈতন্যভাগবত আলোচনা এবং অন্যান্য মঠসেবকগণকেও শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিতেন। কিছুদিন পূর্ব্বে যখন বৈশাখ মাসে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকপিল-দেবহূতি-সংবাদ, শ্রীব্যাস-নারদ-সংবাদ, শ্রীপ্রহ্লাদচরিত্র বা শ্রীউদ্ধব-গীতা প্রভৃতি পাঠ করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে একটি ঘোষণাপত্র প্রেরিত হইয়াছিল, তখন কোন স্থান হইতে এক প্রশ্ন আসিল,—"শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁহার প্রকটকালে আমাদিগকে কেবল শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠের উপদেশ দিয়াছেন। আমরা যদি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করি, তাহা হইলে কি অপরাধ হইবে না?" এইরূপ মনোধর্ম্মের বিচার শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে ভেদবুদ্ধি হইতে জাত অথবা শ্রীমদ্ভাগ-বতের নাম শ্রবণ করিবামাত্রই শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে প্রাকৃত-সহজিয়াগণের বিচারের রাস-লীলা বা ফেল চৌর্য্য-লীলা প্রভৃতি পাঠ হইতে বিরতির জন্য অতিসাবধানতার নামে তদ্বিষয়ে অত্যন্ত প্রাকৃত অভিনিবেশের ফল।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়ে যদি বিশেষভাবে শ্রীতুলসীর সেবা বা শ্রীগঙ্গার সেবার প্রবল দৃষ্ট না হইয়া থাকে, কিন্তু পরবর্ত্তিকালে যদি শ্রীতুলসীর সেবায় বা শ্রীগঙ্গার সেবায় প্রবল হয়, তাহা হইলে কি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রদর্শিত পথের লঙ্ঘন বা প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্র-দায়ের আচারের অনুকরণ হইয়া যাইবে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের প্রকটকালে তাঁহার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতি প্রদান করিয়া ব্যাসপূজার আদর্শ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রদর্শন করেন নাই; সুতরাং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ব্যাসপূজার আদর্শ প্রবর্ত্তন করিয়া শ্রীগুরুদেবকে লঙ্ঘন করিয়াছেন, অথবা শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "ওঁ বিষ্ণুপাদ, পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী মহারাজ কী জয়" এইরূপভাবে শ্রীগুরুদেবের জয়দান করেন নাই, কিংবা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ত্রিসন্ধ্যা লোক দেখাইয়া "ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ কী জয়" বা 'ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কী জয়" এইরূপভাবে শ্রীগুরুদেবের নাম ধরিয়া জয় প্রদান করেন নাই; সুতরাং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যত্বও "ওঁ বিষ্ণুপাদ" শব্দের সহিত শ্রীগুরুবর্গের শ্রীনামোচ্চারণ করিয়া শ্রীগুরু-দেবের আচরণের বিপরীত কার্য্য করিতেছেন, এইরূপ

কু-সাহাবাদ মনোধর্ম্মপ্রসূত, অথবা অলস ও দুর্ব্বল সেবা-বিমুখ মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত অসৎ মতবাদ। এই সকল দুর্ব্বলমস্তিষ্কজাত কল্পনা হইতেই শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বন্দনা বা জয়াদিদান সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিতর্ক, সন্দেহ ও দ্বিধা উপস্থিত হয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে যখন 'সটীকা শরণাগতি' ও 'সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু'র টীকা ও ভাষ্যের মঙ্গলাচরণে ও উপসংহারে শ্রীদীক্ষাগুরু, শ্রীশিক্ষাগুরু ও বর্ত্মপ্রদর্শক শ্রীগুরুগণের শ্রীনাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের বন্দনা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তখন কেহ কেহ এরূপও উপদেশ প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, প্রকট শ্রীআচার্য্যের লীলাকালে অপ্রকট শ্রীআচার্য্যবৃন্দের বা অন্যান্য বৈষ্ণববৃন্দের বন্দনা করা অসঙ্গত; কারণ, তদ্দ্বারা প্রকট শ্রীআচার্য্যের অবমাননা করা হয়। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, যেরূপ শ্রীগুরুদেব সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে তাঁহার নিকট উপস্থিত অন্যান্য শ্রীবৈষ্ণববৃন্দকে দণ্ডবৎপ্রণামাদি করা অপরাধজনক, তদ্রূপ প্রকট শ্রীআচার্য্যের বন্দনাকালে অন্যান্য শিক্ষাগুরুগণের বন্দনা করাও অপরাধ। কেহ কেহ আবার এইরূপ যুক্তিও দিয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবতিথিতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে অঞ্জলি প্রদানাদিও সঙ্গত নহে; কারণ, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগত সেবকমণ্ডলী শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীআবির্ভাবতিথিতে শ্রীশ্রীল ঠাকুরের শ্রীচরণে ঐরূপ অঞ্জলি প্রভৃতি প্রদান করেন না, কেবল প্রকট শ্রীআচার্য্যের পূজারই আদর্শ প্রদর্শন করেন।

এই সকল মতবাদ উৎকট ভক্তি বা অতি ভক্তির ভাণে দুর্ব্বল ও অলস মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তাস্রোতঃ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যুক্তি ও প্রমাণের অপব্যবহার করিলে তদ্দ্বারা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের সহজ অবতার হয় না।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীদীক্ষাগুরুদেবের আদেশ লইয়া অন্যান্য শ্রীবৈষ্ণববৃন্দেরও যখন পূজার বিধি প্রদান করিয়াছেন, তখন পূর্ব্ব শ্রীগুরুবর্গের পূজা যে সদাচারসম্মত, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কারণ, আমাদের শ্রীশিক্ষাগুরুদেব শ্রীদীক্ষাগুরুদেবের পূজার বিধি স্বয়ংই প্রদান করিয়াছেন। তিনি শ্রীধাম-মায়াপুরে সকল শ্রীবৈষ্ণবকে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে শ্রীবৈষ্ণবের আনুগত্যে অঞ্জলি প্রদান করিবার আদর্শ প্রকট করিয়াছেন। তাঁহার সেই অনুমোদিত ও প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া তাঁহারই-নিত্য আনুগত্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পূজা বিহিত।

পূর্ব্বাচার্য্যগণ, যেমন শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণ তাঁহাদের গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে একসঙ্গে দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুবর্গের বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সর্ব্বপ্রথম শ্লোকে ও অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম শ্লোকে এইরূপ বন্দনা করিয়াছেন,—

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য-
সংজ্ঞকম্॥
বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং
শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং
তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং
কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-
শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥

উপরি-উক্ত বন্দনার 'গুরূন্' শব্দের অর্থ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু স্বয়ং এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ "বর্ত্ম-প্রদর্শক-মন্ত্রদাতৃ-শিক্ষাদাতৃন্ গুরুগণান্" অর্থাৎ "বর্ত্মপ্রদর্শক শ্রীগুরুদেব, মন্ত্রদাতা শ্রীগুরুদেব ও শিক্ষাদাতা শ্রীগুরুবৃন্দকে" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব মন্ত্রগুরুদেব ও শিক্ষাগুরুদেবের সহিত বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুদেবের বন্দনা শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত-সম্মত। শ্রীগুরুদেবের প্রকটকালেও তাঁহার সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া "বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ"—এইরূপ বন্দনা করা ভক্তির প্রতিকূল কার্য্য নহে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সম্মুখে শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সকলেই শ্রীদীক্ষাগুরু, শ্রীশিক্ষাগুরু, শ্রীবর্ত্মপ্রদর্শক-গুরুদেব এবং শ্রীবৈষ্ণববৃন্দের বন্দনা করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন। উপরি-উক্ত শ্লোকে "বৈষ্ণবান্" শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ 'চতুর্যুগোদ্ভূতান্ ভাগবতান্'—এইরূপ বলিয়াছেন, অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই-চারিযুগের শ্রীবৈষ্ণববৃন্দের বন্দনা, কেবল কলিকালোদ্ভূত

বা কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বের বা বর্ত্তমানকালের শ্রীবৈষ্ণব-বৃন্দের বন্দনা নহে, 'হইয়াছেন ও হইবেন প্রভুর যত ভক্ত-বৃন্দ'—সকল বৈষ্ণবের বন্দনা।

শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামী প্রভু তাঁহার 'মনঃশিক্ষা'র প্রথম শ্লোকে যে শ্রীগুরুদেব, শ্রীব্রজবাসিগণ, সুজন ও কুব্রজ-গণের প্রতি বস্তু পরিত্যাগ করিয়া সম্বন্ধ অত্যন্ত অনুকূল রতি বিধান করিবার কথা বলিয়াছেন, উহার 'ভজনদর্পণমিশ্র' ভাষ্যে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিতেছেন,—

"শ্রীগুরু—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। ব্রজবাসিগণ—শ্রীগুরুসেবার জন্য যে সমস্ত ভক্তজীব ব্রজে বাস করেন। ভক্তত্বপ্রাপ্তেই ব্রজবাসী, যেহেতু তাঁহারা নবীনে বা মানসে ব্রজে বাস করেন। ইহারা উত্তম-ভাগবত। সুজন—যে সম্প্রদায়ভুক্তই হউন, বস্তুতঃ ব্রজে বাস করেন নাই, এরূপ শাস্ত্রোপাধিক ও ভগবদ্ভক্তগণ। ইহারা মধ্যম-ভাগবত। কুব্রজগণ—বর্ণাশ্রমনিষ্ঠ বৈষ্ণবধর্ম্মশিক্ষক ব্রাহ্মণগণ। ইহারা কনিষ্ঠ-ভাগবত।" ইহার ব্যাখ্যায় শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ বলিতেছেন,—"এই নীতি করিয়া দীক্ষা ও শিক্ষা-গুরুগণকে আত্মরতির দ্বারা পূজা কর। গুরুকে মূর্ত্তিবুদ্ধিসহকারে কেবল সম্মান না করিয়া নিজের বন্ধু বলিয়া জান। বিবিধ বৈষ্ণবগণকে যথাযোগ্য প্রীতি ও বন্ধুসৎকার কর।"

অতএব যেখানে শ্রীগুরু ও বৈষ্ণবগণের প্রতি আত্মরতি বা প্রীতির অভাব, শ্রীগুরুবর্গে বন্ধুজ্ঞানের অভাব, তথায়ই নানাপ্রকার যুক্তি ও আধ্যক্ষিকতা-বাদের দ্বারা তাঁহাদের অপ্রাকৃত শ্রীচরণকমল বিদ্ধ করিবার পাষণ্ডিত্ব বা ব্যাধবুদ্ধি ফুটে হয়।

শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু 'পদ্যাবলী'তে বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে শ্রীমাধবসরস্বতীপাদের নিম্নলিখিত শ্লোকটী চয়ন করিয়াছেন,—

"মীমাংসারহসা মলীমসধিয়াং ভাবন্ন মীমাংসয়ে
সর্ব্বোর্ব্ব-কুতর্ক-কর্কশধিয়াং যুষ্মদ্বহিঃ বার্ত্তা হরেঃ।
জানন্নোঽপি ন জানতে প্রতিমুখং শ্রীহস্তিনস্নায়তে
স্বপ্নাস্থং পরিবেষ্টয়ন্তাপি রসং শুনী ন দষ্টী স্পৃশেৎ॥
(পদ্যাবলী ৫৭ সং শ্লোক)

মীমাংসা অর্থাৎ অপ্রেত যুক্তি ও বিতর্কের ধূলিতে যাহাদের চক্ষু মলিন বা অন্ধ হইয়াছে, তাহাদের বুদ্ধি ঈশ্বর-বস্তুতে প্রবেশ করে না। গর্ব্বই যাহার চরম ফল, এরূপ কুতর্কে যাহাদের বুদ্ধি কর্কশ হইয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে শ্রীহরির কথা অতিদূরবর্ত্তিনী। বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণও রতি ব্যতীত তত্ত্ববস্তু জানিয়াও জানিতে পারেন না। উৎকৃষ্ট দর্ব্বী (হাতা) যেরূপ সুস্বাদু রস পরিবেশন করিলেও সেই রস আস্বাদন করিতে পারে না, তদ্রূপ যুক্তি, আধ্যক্ষিকতা, পাণ্ডিত্য প্রভৃতির দ্বারা শ্রীভগবান্ ও শ্রীভাগবতগণের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। তাঁহাদের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও স্বাভাবিকী প্রীতিই তাঁহাদের কৃপা আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের স্বরূপ উপলব্ধি করাইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই জন্যই প্রত্যেক সাধকের দুষ্ট মনকে দমন করিবার জন্য শ্রীগুরুবর্গ ও শ্রীবৈষ্ণবগণের শ্রীনামগান-কীর্ত্তন শিক্ষা দিয়াছেন।

"ভজ রে ভজ রে আমার মন অতি মন্দ।
(মন) রূপানুগ সাধুজন ভজন আনন্দ।"

রূপানুগ সাধুজনের ভজনে দুষ্ট মন অসূয়া, মাৎসর্য্য, দৈন্যত্ব, কাপট্য ও পাষণ্ডের নাট্য প্রকাশ করিয়া থাকে। এজন্য ঐ পদের অব্যবহিত পরেই শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইহা শিক্ষা দিয়াছেন,—

"ভাবনা ভাবনা মন, তুমি অতি দুষ্ট।
(বিষয়-বিষে আছ হে)
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদাদি-আবিষ্ট॥
(রিপুর বশে আছ হে)
অসদ্বার্ত্তা-মুক্তি-মুক্তি-পিপাসা-আকৃষ্ট।
(অসৎকথা ভাল লাগে হে)
প্রতিষ্ঠাশা-কুটীনাটী-শঠতাদি-পিষ্ট॥
(সরল ত' হ'লে না হে)
বিরিঞ্চি তোমারে চাই, এ সব অনিষ্ট॥
(এ সব ত' শক্ত হে)
এ সব না ছেড়ে কিসে পা'বে রাধাকৃষ্ণ।
(বদনে ছাড়, ছাড় হে)
সাধুসঙ্গ বিনা আর কোথা তব ইষ্ট?
(সাধুসঙ্গ কর হে)
বৈষ্ণবচরণে নম, ঘুচিবে অনিষ্ট॥
(একবার ভেবে দেখ হে)
(গীতাবলী, ৭নং গীতি)

শ্রীশ্রীল আচার্যদেব আমার "প্রতিষ্ঠাশা-কুটীনাটী-শঠতাদি-পিষ্ট" দুই মন ও শ্রীবৈষ্ণবের প্রতি অশ্রদ্ধা ও একান্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শনে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া শ্রীশ্রীগুরু-পরম্পরা ও শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা কীর্ত্তন করিবার পর প্রত্যহ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই গীতিটি কীর্ত্তন করিবার কৃপাদেশ প্রদান করিয়াছেন। ইহা মুখস্থমাত্র না করিয়া অন্তরস্থ করিয়া সর্ব্বদা অকপটে কীর্ত্তন করিতে করিতে আমার দুর্বুদ্ধি বিদূরিত হইতে পারে। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই সঙ্গীতটীতে আমার জীবনের নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন,—

"আমার জীবন, সদা পাপে রত,
নাহিক পুণ্যের লেশ।
পরের উদ্বেগ, দিয়াছি যে কত,
দিয়াছি জীবের ক্লেশ॥
নিজসুখ-লাগি, পাপে নাহি ডরি,
দয়াহীন স্বার্থপর।
পর সুখে দুঃখী, সদা মিথ্যাভাষী,
পর দুঃখ সুখকর॥
অশেষ কামনা, হৃদি মাঝে মোর,
কোথা দয়াপরায়ণ।
মদমত্ত সদা, বিষয়ে মোহিত,
হিংসাগর্ব্ব-বিভূষণ॥
মিত্রদ্রোহ রত, দুষ্কার্য্যে বিরত,
অকার্য্যে উদ্যোগী আমি।
প্রতিষ্ঠা লাগিয়া, শাঠ্য আচরণ,
লোভহত সদা কামী॥
এ হেন দুর্জ্জন, সজ্জন-বর্জ্জিত
অপরাধী নিরন্তর।
শুভকার্য্যশূন্য, সদানর্থময়,
নানা দুঃখে জর জর॥
বান্ধবো এখন, উপায়-বিহীন,
তা'তে হীন অকিঞ্চন।
বিনোদ সেবক প্রভুর চরণে,
করে দৈন্য নিবেদন॥"

সংবাদপত্রের প্রতিধ্বনি

[*The Sunday Amrita Bazar Patrika, (Calcutta Edition), April 13, 1941*]

SREE CHAITANYA DEV

(IN BENGALI)

Edited by Mahamahopadeshaka Pandit Sripad Sundarananda Vidyabinode B. A., Editor, 'Gaudiya', Published by Srijut Supati Ranjan Nag M. A., B. L., Puran Paltan, P. O. Ramna, Dacca.

A book running in the 3rd Edition, containing 410 pages with one tri-colour picture, 60 blocks pictures of sacred sites, temples and Srimurties of different places in India connected with the Leela of Sriman Mahaprabhu, 4 maps excepting one of 1916, the other three are rare and old, one of Mattheus Vanden Broucke (Dutch) of 1658-64, another of John Thorton of 1675 A. D. and the other of J. Z. Holwell printed in 1765, London, showing the correct geographical position of ancient Nadia, neatly bound, valued Rs. 1-8-0 only per copy.

As an introduction to the Life and Teachings of the Lord Sri Chaitanya Dev the

present treatise will be of very great assistance. The book opens with a pen-picture of the dark background in which the Lord gradually, like the rising sun, made His Appearance and describes how the gloom slowly faded away before His austere character and personality. Most of the educated Bengal know Sri Chaitanya Dev as a Reformer only and that mostly on the social side. What a misfortune! We ask them all to read this jewel of a book which will surely open their eyes to the great truth that Mahaprabhu was no other than the Lord Himself in the guise of a Devotee to teach the universal religion of the soul.

At the present time when the western horizon is ablaze with incendiary bombs and our allurements of the western civilisation have been rudely shocked, let us pause and turn to our own home. Here you read the present book, full of anecdotes of our Lord in Nabadwip-mandal, Kshetra-mandal and Braja-mandal and you realise for the time being and if fortune favours you, for all-time to come, that a Jiva soul as you are, the war, strife and discord-pangs, penuries and riches alike, have no hold on you and that your real-self can join the ever-cheerful service of the Lord.

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বিরহমহোৎসব

গত ৮ই বৈশাখ সোমবার গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের সাক্ষাৎ উপস্থিতি ও নিয়ামকত্বে শ্রীব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব শ্রীনবদ্বীপধামান্তর্গত শ্রীমোদদ্রুম-দ্বীপস্থ তদীয় শ্রীপাট শ্রীমোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠে শুদ্ধহরিকথা কীর্ত্তন ও বহু প্রদ্ধালু সজ্জনকে মহাপ্রসাদ বিতরণমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে বিরহোৎসবের অধিবাস-দিবস গত বৈশাখ রবিবার শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীযোগপীঠ হইতে কতিপয় ভক্ত শ্রীল ঠাকুরের শ্রীপাটে গমনপূর্ব্বক সন্ধ্যায় শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবমাহাত্ম্যসূচক গীতিসমূহ কীর্ত্তন এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত আদিলীলা ১ম অধ্যায় পাঠ করেন।

সোমবার দিবস প্রত্যূষে শ্রীবিগ্রহগণের মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, শ্রীগুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব-নাম ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। অতঃপর শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-পারায়ণ চলিতে থাকিলে পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকায় পণ্ডিত-পাবন শ্রীল আচার্য্যদেব কতিপয় ভক্তসহ শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাটে শুভবিজয় করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাদেশে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর", "কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর", "বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর", "এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি", "কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া", "নিতাই পদকমল কোটিচন্দ্র-সুশীতল" প্রভৃতি মহাজনগীতি কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের অসামান্য দয়া, তাঁহার শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মনিষ্ঠা ও তদ্বিরচিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্যের কথা কীর্ত্তন করেন।

মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর উপস্থিত বহু ভক্ত ও প্রদ্ধালু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তগণসহ শ্রীল প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত-মোদদ্রুম ক্ষেত্রের স্থল ও শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের পূজিত শ্রীমদনগোপাল শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও হরিকথা কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীঅন্তর্দ্বীপ-গৌড়ীয়মঠে হইয়া সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিতা-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

THE GAUDIYA MISSION

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৭শে বৈশাখ, ১৩৪৮; ১০ই মে, ১৯৪১ | ৩৯শ-৪০শ সংখ্যা

গ্রন্থ ও নির্গ্রন্থ

'গ্রন্থ'-শব্দ ধনে, সম্বর্ভে ও বর্ণসংগ্রহণে ব্যবহৃত হয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু 'বিশ্ব'-নামক কোষগ্রন্থ হইতে এই অর্থ উদ্ধার করিয়াছেন,—

"গ্রন্থো ধনেঽথ সন্দর্ভে বর্ণসংগ্রহণেঽপি চ।"

কেহ কেহ বলেন, প্রাচীনকালে পুঁথিসমূহকে ডোরিকা-দ্বারা গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া রাখা হইত বলিয়া উহা 'গ্রন্থ' নামে অভিহিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীল কবিরাজগোস্বামিপ্রভু এইরূপ করিয়াছেন,—

'নির্গ্রন্থ'-শব্দে কহে, অবিদ্যা-গ্রন্থি-হীন।
বিধি-নিষেধ-বেদশাস্ত্র-জ্ঞানাদি-বিহীন॥
মূর্খ, নীচ, ম্লেচ্ছ আদি শাস্ত্রবহির্মুখ।
ধনলক্ষ্মী—নির্গ্রন্থ, আর যে নির্ধন॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৪।১৬-১৭)

শ্রীমদ্ভাগবতের (১।৭।১০) "আত্মারাম" শ্লোকে যে 'নির্গ্রন্থ'-শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহার টীকায় শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"নির্গ্রন্থাঃ গ্রন্থেভ্যো নির্গতাঃ। তদুক্তং গীতাসু (২।৪২)—যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতি-তরিষ্যতি। তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ইতি। যদ্বা গ্রন্থিরেব গ্রন্থঃ, নিবৃতঃ ক্রোধাদয়োঽরয়ো যেষাং তে নিবৃতষড়রয়ঃ ইত্যর্থঃ।"

শ্রীল স্বামিপাদের অনুগমন করিয়া শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন,—"নির্গ্রন্থা বিজ্ঞাদিতগ্রন্থেভ্যো নির্গতাঃ। যদুক্তম্ (গীতা ২।৪২)—যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতি-তরিষ্যতি। তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ইতি। যদ্বা গ্রন্থিরেব গ্রন্থঃ। নির্গতাহঙ্কারগ্রন্থয়ঃ। যদুক্তং (ভাঃ ১২।২১)—ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিরিতি। যদ্বা বিধিনিষেধ-গ্রন্থা-ভীতাঃ। যদুক্তং (ভা ১১।১৮।২৮) চরেদবিধিগোচর

ইতি।" তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা হৃদয়ে পরমতত্ত্ব অবধারণ করায় বাহিরে শাস্ত্রগ্রন্থাদির অপেক্ষাহীন, তাঁহারাই নির্গ্রন্থ। যেহেতু শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ শ্রীঅর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, যখন বেদবাদিতে, আত্মবুদ্ধিরূপ গহনকে (দুর্গকে) তোমার বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি সমস্ত শ্রোতব্য ও শ্রুতফলে নির্ব্বেদ লাভ করিবে। অর্থাৎ গ্রন্থিই গ্রন্থ। যাঁহাদিগের জ্ঞেয়াহঙ্কারাদিরূপ গ্রন্থি নিযুক্ত হইয়াছে, তাঁহারাই নির্গ্রন্থ। যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।১১) উক্ত হইয়াছে, আত্মদর্শন হইলেই অবিদ্যারূপ হৃদয়ের গ্রন্থিসকল বিনষ্ট হয়। যাঁহারা বিধিনিষেধরূপ গ্রন্থির অতীত, তাঁহারাই নির্গ্রন্থ।

শ্রীভগবান্ সাধু, শাস্ত্র ও গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন। শাস্ত্র ও গুরু ভিন্ন নহেন। শ্রীগ্রন্থ-ভাগবতই—শাস্ত্র, শ্রীগুরুদেবাশ্রিতই—শ্রীগুরুদেব ও শ্রীসাধু। শ্রীগুরুদেব শ্রীগ্রন্থভাগবতেরই আচার ও প্রচার করেন। যেরূপ শ্রীআচার্য্যদেবে মর্ত্যবুদ্ধি থাকিলে শ্রীআচার্য্যদেবের স্বরূপ উপলব্ধি হয় না, শ্রীআচার্য্যতত্ত্ব হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করে না, তদ্রূপ শ্রীগ্রন্থভাগবতে কোনরূপ মর্ত্যবুদ্ধি থাকিলে তাঁহার প্রতিপাদ্য তত্ত্বসমূহ হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করে না। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বেদানন্দ পণ্ডিতকে উপলক্ষ করিয়া আমাদিগকেই শিক্ষা দিয়াছেন,—

গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার।
মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে সার।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা, তপ, প্রতিষ্ঠায়।
'ভাগবত বুঝি' হেন যা'র আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ।
ভাগবতে অচিন্ত্য-ঈশ্বরবুদ্ধি যা'র।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ-ভক্তিসার।

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২১।১৪, ২৩-২৫)

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিতেছেন,—শ্রীগুরুপাদপদ্ম সাক্ষাৎ শ্রীভাগবতস্বরূপ—

ভাগবত-রূপ—নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।
ইহা জানে যে, সে পরম ভাগ্যবন্ত।

(চৈঃ ভাঃ অ ৩।৩৫)

যাহাদের শ্রীগ্রন্থভাগবতে ভোগবুদ্ধি, তাহারা বহু শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন, এমন কি সন্ন্যাসাদি আশ্রম গ্রহণ করিয়াও শ্রীভাগবতের নিন্দক হইয়া থাকে। ঐরূপ গুরুবৈষ্ণবাপরাধ-ফলে তাহাদের শ্রুত্যাদি পাঠ নিরর্থক হয়,—

গ্রন্থ পড়ি', শ্রুতি স্মৃতি' কা'রো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে যাইবেক নাশ॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৩।১৭৩)

বেদাগ্যাহুস্তা নিত্যং নিত্যং বৈ যজ্ঞযাজকাঃ।
অগ্নিহোত্রেরতা নিত্যং বিষ্ণুধর্ম্মপরাঙ্মুখাঃ।
নিন্দন্তি বিষ্ণুভক্তাংশ্চ বেদবাহ্যা মুরেশ্বরী॥

(পাদ্মোত্তরে ৫০ অধ্যায়)

বেদৈঃ পুরাণৈঃ সিদ্ধান্তৈর্ভিন্নৈর্বিভ্রান্তচেতসঃ।
নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছন্তি কিং তত্ত্বং কিং পরং পদম্॥

(নারদ-পঞ্চরাত্র ৪।২৬)

এই সকল শ্রীব্যাসবাক্যের তাৎপর্য্য শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস সরল পদ্যানুবাদে এইরূপ বলিয়াছেন,—

যেবা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।
তাহারাহ না জানে সব গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যমপাশে ডুবি' মরে॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ২।৬৭-৬৮)

শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম, অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে।
পড়িঞা-শুনিঞা লোক গেল ছারে-খারে।
কৃষ্ণমহামহোৎসবে বঞ্চিলা তাহারে॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১।১৫৮-১৫৯)

'গ্রন্থানুভব' অর্থাৎ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য তাঁহারই নিকট প্রকাশিত হয়, যিনি শাস্ত্রের প্রতি ভোগ ও ভাগবুদ্ধি না করিয়া তাঁহাকে নিত্যসেব্যবস্তু জ্ঞান করিয়া থাকেন।

শ্রুতিও এই কথাই বলেন,—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।২৩)

এই সকল গ্রন্থ আমার সম্পত্তিবিশেষ, এই সকল আমার অধিকারে থাকিবে, ইহার ফল আমি ভোগ করিব বা ইহা-দ্বারা আমি পণ্ডিত হইয়া লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিব, এইরূপ অভিসন্ধি থাকিলে তাহা গ্রন্থ ভোগ করিবার দুর্ব্বুদ্ধিতে পর্য্যবসিত হয়। অভিমন্ত্য দেবাতত্ত্ব কখনও

ভোক্তাভিমানীর নিকট আত্মপ্রকাশ করেন না। গ্রন্থরূপী গুরুবর্গ কৃপাবশতঃ বিশ্বমঙ্গলের জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সুতরাং সেইরূপভাবেই তাঁহাদের সেবা করিতে হইবে। গৃহ, বিত্ত, বন্ধু, অলঙ্কার, মালা, পত্নী, পুত্র প্রভৃতির ন্যায় গুরুরূপী গ্রন্থরাজিকে নিজস্ব সম্পত্তিবিশেষ মনে হইলে গৃহ, পত্নী, পুত্র, অর্থাদি পরিত্যাগ করিয়াও জড়ে আসক্ত হইয়া যাইতে হয় ও তাহা হইতে ক্রমশঃ "ঘীতার সংসার" পর্য্যন্ত বিস্তার-লাভ করে। আসক্ত ব্যক্তির নিকট কখনও সত্য আত্মপ্রকাশ করেন না। গ্রন্থচর্চ্চা প্রায়ই সাহিত্যিক বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-লোলুপ জাগতিক পণ্ডিতগণের ন্যায় কৌতূহল-পরিতৃপ্তি বা প্রতিষ্ঠাশাদি অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য কৃত হইলে তদ্দ্বারা আত্মমঙ্গলরূপ ফল লাভ করা যায় না।

'নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদের নামে জগতে বহুপ্রকার ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির উপায় ও উপকরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। 'বহুগ্রন্থকলাভ্যাস' তন্মধ্যে অন্যতম। শ্রীভক্ত-ভাগবত-গণের কীর্ত্তিতা অনর্থ-বিধ্বংসিনী বাণী-শ্রবণে যাহাদের রুচি নাই, অথচ নানাপ্রকার গ্রন্থাদি চর্চ্চার জন্য আগ্রহ, যত্ন ও অধ্যবসায় আছে, তাহাদের গ্রন্থাদি অনুশীলনের অভিনয় ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা অর্থাৎ কৌতূহলপরিতৃপ্তি বা প্রতিষ্ঠাদি অন্যাভিলাষ পরিপূরণের প্রচেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীহরির কথা শ্রবণ করিবার সময় যাঁহারা অন্যমনস্ক বা নিদ্রালু হইয়া পড়েন, অথচ বড় বড় গ্রন্থ-সংগ্রহ ও পুস্তকাগার সাজাইবার জন্য যাঁহাদের অস্বাভাবিক চেষ্টা ও আগ্রহ দৃষ্ট হয়, তাঁহারা যে গ্রন্থরূপী আচার্য্যগণকে ভোগ্যবস্তু বা ইন্দ্রিয়-তর্পণের উপকরণ বলিয়া বিচার করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কোন কোন 'গৃহস্থ'-নামধারী গৃহব্রত ব্যক্তিতেও এইরূপ চিত্তবৃত্তি অধিক লক্ষিত হয়। তাঁহারা স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত প্রভৃতির ন্যায় শাস্ত্রগ্রন্থাদিকেও ভোগ্য সম্পত্তিবিশেষ মনে করেন—মুখে না বলিলেও কার্য্যতঃ ঐরূপই আচরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীগীতা বা শ্রীভাগবতাদির মর্ম্ম-গ্রহণের প্রতি অধিক মনোযোগী না হইয়া নির্ব্বিশেষবাদী কোন কোন সম্প্রদায়ের ন্যায় "গ্রন্থ-সাহেবের" পূজা অর্থাৎ কেবল ফুলচন্দনাদিদ্বারা গ্রন্থের অর্চ্চনমাত্র করিয়া থাকেন, কিন্তু শব্দব্রহ্মাবতারের অসমোর্দ্ধ কৃপা মহান্ শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখবিগলিত বাণীসমূহ হইতে গ্রহণ করেন না। শ্রীগ্রন্থভাগবতের কৃপা আমরা শ্রীভক্ত-ভাগবতপ্রবর শ্রীব্যাস, শ্রীশুক, শ্রীসূতগোস্বামী প্রভৃতি মহাজনগণের শ্রীমুখামৃত হইতে প্রাপ্ত হই।

শ্রীগ্রন্থভাগবত বহির্ম্মুখ গৃহব্রতধর্ম্মের আসক্তিকে উন্মূলিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণোন্মুখ ব্রত হইবার কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাঁহারা 'ঘরে বসিয়া সাধুসঙ্গ করিব' অর্থাৎ গৃহব্রতধর্ম্মের লোভ কোনদিনই উন্মূলিত করিব না, মৃত্যু পর্য্যন্ত ও তৎপরেও অন্তরঙ্গভাবের উহা সংরক্ষণ করিব,—এইরূপ প্রজল্প দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থপাঠের জন্য প্রয়াস করেন, কিন্তু নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুলের শ্রীপাদপদ্মের সম্মুখে উপনীত হইয়া তাঁহাদের পদরেণুতে অভিষিক্ত হইতে প্রস্তুত হন না, তাঁহারা কখনও শাস্ত্রগ্রন্থানুভব লাভ করিতে পারিবেন না। কারণ তাঁহাদের গ্রন্থে কেবলমাত্র লৌকিক বা বৈদিক অর্থাৎ কাপট্যপূর্ণ পূজাবৃদ্ধির অভিনয় থাকিলেও গ্রন্থরূপী আচার্য্যগণে আত্মনিবেদনের বুদ্ধি নাই, তাঁহারা শ্রীগ্রন্থভাগবত ও শ্রীভক্তভাগবতে অন্তরে ভেদবুদ্ধি করেন। মহান্ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম বা শ্রীভক্তভাগবতের শাসন ও দণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য শ্রীগ্রন্থভাগবতকে অচেতন ও নিষ্ক্রিয় বস্তু মনে করিয়া কোন না কোনরূপ অন্যাভিলাষ চরিতার্থ অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি অর্জ্জনের আশায় গ্রন্থভাগবতের পূজার (?) অভিনয় করেন।

মঠবাসিগণের মধ্যেও যাহারা শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবে সর্ব্বতো-ভাবে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত নহেন, নিজ নিজ স্বতন্ত্রতাকে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে আনুগত্য করিবার জন্য অকপটে উন্মুখ নহেন, তাঁহারা যে গ্রন্থাদিপাঠেই প্রবৃত্ত করেন, তাহাও ভক্তভাগবত ও গ্রন্থভাগবতে ভেদবুদ্ধি হইতে জাত কাপট্যবিশেষ। ভক্তভাগবতের কৃপায় গ্রন্থ-ভাগবতের শিক্ষা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়।

শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামি-মহারাজ স্বয়ং নিগ্রন্থ অবধূতশিরোমণি হইয়াও শ্রীগোদ্রুমের শ্রীবামনস্থলস্থকুঞ্জে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট প্রত্যহ উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন। শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরপ্রভু কিছুদিন শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগ-পীঠে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখে "শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে"র ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ নিগ্রন্থ হইয়াও কিছুদিন

পুরে শ্রীকাশীধামে শ্রীসনাতনশিক্ষাশ্রমে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের মুখে শ্রীসনাতন-শিক্ষা-শ্রবণের অহৈতুকী করুণাময়ী লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নির্গ্রন্থ মহাভাগবতগণের এইরূপ লীলার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীগ্রন্থভাগবত শ্রীভক্তভাগবতের নিকটই অনুশীলন করিতে হয়। শ্রীসদ্ভাবতারের কৃপা শ্রীমহাভক্তের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইতে হয়। গ্রন্থ দেখিয়া যদি কেহ মহামন্ত্র বা মন্ত্র শিক্ষা করেন ও তাহা কীর্ত্তন ও জপ করিতে আরম্ভ করেন, অথবা যদি কোন ব্যক্তি গুরুর নিকট হইতে শ্রীনৃসিংহমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া অপরকে কোন গ্রন্থ দেখিয়া শ্রীনারায়ণমন্ত্র প্রদান করেন, বা শ্রীমহাভাগবতের নিকট শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া গ্রন্থ দেখিয়া অন্য বিষ্ণুমন্ত্র শিক্ষা করিয়া তাহা অপরকে প্রদান করেন, তবে তাহা পাষণ্ডিত্ব বলিয়া পরিগণিত হইবে। শ্রীমহাভাগবতের শ্রীমুখনিঃসৃত মন্ত্রোপদেশ ব্যতীত গ্রন্থ দেখিয়া মন্ত্রোপদেশলাভ বা সেই মন্ত্র অপরকে প্রদান করিয়া গুরু সজ্ঞা-গ্রহণ করা যায় না।

মহান্ শ্রীগুরুদেব বা শ্রীভক্তভাগবত ব্যতীত নিজে নিজে শ্রীগ্রন্থভাগবতের কৃপা অর্জ্জন করা যায় না। এজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।"

(চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৩১)

মঠবাসিগণের মধ্যে যাঁহারা সংস্কৃত বা অধিক বিদ্যাকুশল নহেন, তাঁহারা সংস্কৃত মূল শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীষট্‌সন্দর্ভ, শ্রীসর্ব্বসম্বাদিনী, শ্রীগীতাভাষ্য, শ্রীবাধবভাষ্য, শ্রীগোবিন্দভাষ্য বা শ্রীগোস্বামিপাদগণের রচিত সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ পাঠ করিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইলে তাঁহাদিগের সেইরূপ কৌতূহলকে গুরুবর্গ প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত হন না দেখিয়া তাঁহারা যেন মনে না করেন যে, তাঁহাদিগকে 'মূর্খ' ভাবিয়া তাঁহাদিগের প্রতি হিংসা করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীগোস্বামিবর্গের সিদ্ধান্ত ও উপদেশ-লাভে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করা হইতেছে; কিংবা কেহ যেন ইহাও না ভাবেন যে, জাগতিক পাণ্ডিত্য অর্জ্জন না করিলে গুরুবর্গের কৃপা, গুরুসৃষ্টি ও তাঁহাদের নিকট সমাদর-লাভ হয় না। শ্রীগুরুবর্গকে এইরূপ আধ্যক্ষিক বিচারে দেখিতে গিয়া কেহ কেহ অপরা বিদ্যা অর্জ্জনে মনোনিবেশ করিয়া দুরন্ত অপরাধে যাবজ্জীবন হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মা শ্রীভগবানকে বলিয়াছেন,—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৪।৩)

হে ভগবন্! জ্ঞানের প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া সাধুগণের শ্রীমুখবিগলিত আপনার কথা যাঁহারা নিজ নিজ স্থানে স্থিত হইয়া শ্রবণ করেন ও কায়মনোবাক্যে আত্মনিবেদন করিয়া জীবন-ধারণ করেন, ত্রিলোকের মধ্যে আপনি দুর্জ্জয় ও অজিত হইলেও তাঁহাদের নিকট জিত ও সুলভ হইয়া থাকেন।

এই শ্লোকে স্থানে স্থিত, কায়মনোবাক্যে নমস্কার-বিধান করিয়া শ্রীসাধুমুখবিগলিত শ্রীহরিকথা-শ্রবণ ও জ্ঞানের প্রয়াস সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ—এই কয়েকটি বাক্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। জ্ঞানে প্রয়াস কোনদিনই শুদ্ধভক্তি বা শরণাগতি-পথের অনুকূল নহে। যাঁহারা জ্ঞান-প্রয়াসের প্রচ্ছন্ন অভিলাষ অন্তরে পোষণ করিয়া শাস্ত্রীয় গ্রন্থ-পাঠের প্রচেষ্টা করেন, তাঁহাদের কোনদিন গ্রন্থানুভব হইতে পারে না।

স্বয়ংশিক্ষিত বা অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ "স্থানে স্থিতাঃ" ও "নমন্তঃ" কথা দুইটি ভুলিয়া যদি শ্রীগোস্বামিপাদগণের দুরূহ সংস্কৃতগ্রন্থসমূহ কিংবা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীশ্রীধরস্বামীর টীকা, শ্রীগোবিন্দভাষ্য, শ্রীগীতাভাষ্য প্রভৃতি পাঠ করিবার জন্য প্রয়াস ও অত্যাগ্রহ প্রকাশ করেন, তবে "স্বল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী" এই ন্যায়ানুসারে তাহাদের দ্বারা সম্প্রদায়ে নানাপ্রকার অমঙ্গল উপস্থিত হইবে; "ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্"কে 'ভূতত্রিতয়', 'বিদ্বুরকাষ্ঠ'পদকে বিদগ্ধ-কাষ্ঠ প্রভৃতি বিকৃত অর্থ করিয়া অশিক্ষিত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ আউল-বাউল-সহজিয়াদলের পুষ্টিসাধন করিতে থাকিবেন। যাহারা স্বয়ংশিক্ষিত তাহাদিগকে "গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে" সমাহৃত সংস্কৃত শ্লোক বা উপনিষদের মন্ত্রসমূহ কণ্ঠস্থ করিতেই হইবে, অথবা সংস্কৃত শ্রীমদ্ভাগবত বা ষট্‌সন্দর্ভ ব্যাখ্যা করিয়া লোকসমাজে তাহা প্রচার করিতেই হইবে, নতুবা নিজের ও পরের হরিভক্তি হইবে না; 'কল্যাণকল্পতরু', 'শরণাগতি', 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' বা শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা'-মাত্র

কীর্ত্তন করিলে লোকে অশিক্ষিত বলিয়া অসম্মান করিবে—এরূপ বিচার অভিপ্রতিষ্ঠা-কামনারূপ অজ্ঞাতিলাষ হইতে উত্থিত। ইহাকে সর্ব্বতোভাবে দূর করিতে হইবে। কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, কোন শিক্ষিত ব্যক্তি আসিলে কোন কোন স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠের পরিবর্ত্তে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগীতা প্রভৃতির সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া সেই শিক্ষিত শ্রোতার মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা এই যে, শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিলে লোকে পাঠককে "বাঙ্গালা গ্রন্থের লোক" মনে করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণববর্গের প্রতি অশ্রদ্ধা (অথবা পাঠককে স্বল্পশিক্ষিত ভাবিয়া তৎপ্রতি অশ্রদ্ধা অর্থাৎ তাহাকে স্বল্প-প্রতিষ্ঠাদান) প্রকাশ করিবে। কিন্তু অশুদ্ধ ও বিকৃত উচ্চারণ করিয়া সংস্কৃত পাঠ করা অপেক্ষা শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত বা শ্রীগুরুরাজ খাঁর "শ্রীকৃষ্ণবিজয়", শ্রীভাগবতাচার্য্য প্রভুর "শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী", শ্রীল জগন্নাথের "প্রেমবিবর্ত্ত", শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের "প্রার্থনা" ও "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা", শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের "শরণাগতি" ও "কল্যাণকল্পতরু" পাঠ করিলে যে নিজের ও পরের অধিক উপকার হইতে পারে, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। যাহারা এইরূপ গ্রন্থের প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী তাহাদের নিকট শাস্ত্র-গ্রন্থের তত্ত্ব কখনই স্ফূর্ত্তিলাভ করে না। ইহারা 'প্রচারক' নামের অযোগ্য। ইহাদের কেহ কেহ এইরূপ যুক্তি প্রদান করিয়া বলেন যে,—

"মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১১।১০৮ সংখ্যা-ধৃত শাস্ত্রবচন)

এইরূপ যুক্তি যদি শুদ্ধভক্তের জন্য প্রদত্ত হয়, তবেই তাহা শোভা পায়; নতুবা নিজের জন্য বা পরশীল অপরের জন্য প্রদত্ত হইলে তাহাতে গ্রন্থের প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষারই সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ধৃষ্ট সহায় করিয়া মূর্খতা করিলে তাহা লৌকিক ও পারমার্থিক উভয় সমাজেই নিন্দার কারণ হয়।

বর্ত্তমান যুগের শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস পরমকারুণিক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার "শরণাগতি", "কল্যাণ-কল্পতরু" প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীগোস্বামিপাদগণের ও বেদ-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতের মূল শিক্ষা ও সিদ্ধান্তের নির্য্যাস আমাদের ন্যায় মূর্খ ও তদ্রূপ ব্যক্তিগণের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। একমাত্র "কল্যাণকল্পতরু" ও "শরণাগতির" উপদেশ জীবনে পালন করিলে শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদগণের যাবতীয় গ্রন্থের মূল শিক্ষা লাভ করা যায়। তবে ইহাও বক্তব্য নহে যে, শ্রীশ্রীগোস্বামিপাদগণের বা বেদাদ্যাদি শাস্ত্রের চর্চ্চা ও অনুশীলন হইতে সকলেই বিরত থাকিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবল একই প্রকার ব্যক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করিবেন। শ্রীশ্রীগুরুবর্গের দ্বারা যাঁহারা সম্প্রদায়-বৈভব-বিস্তারের অধিকার লাভ করিয়াছেন বা করিবেন, তাঁহারা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট-প্রচার-কল্পে সংস্কৃতশাস্ত্র-গ্রন্থ অনুশীলন করিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু "মায়াবাদিভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ" ইহা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ ও তাঁহার বৈভব-বিস্তারের জন্য শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু, শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রভৃতি আচার্য্য-গণ শঙ্কর-ভাষ্য পাঠ করিয়া উহার অপসিদ্ধান্তসমূহ খণ্ডন ও সৎসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ অসুর-মোহনপর মায়াবাদ-ভাষ্য পাঠ করিয়া তাহা খণ্ডনপূর্ব্বক সৎসম্প্রদায়ের গৌরব সংরক্ষণ করিয়াছেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের 'ভজনানন্দীয়' নামে স্বল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহারা উপনিষদ্, বেদান্ত প্রভৃতির নাম শুনিলেই উহাদিগকে দুঃসঙ্গ বা অবৈষ্ণবসঙ্গ মনে করিতেন। স্বল্প-শিক্ষার দুর্ব্বলতাকে আবৃত করিবার উদ্দেশ্যে অথবা স্বল্পশিক্ষার দোষে তাঁহারা এরূপ ভক্তির ছলনা গ্রহণ করিতেন। ইহার ফলে যদিও তাঁহাদিগকে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের "প্রার্থনা" বা অন্যান্য কবির "হাটপত্তন", বৈষ্ণব-বন্দনা প্রভৃতি কীর্ত্তনাদি করিতে শুনা যাইত, তথাপি শিক্ষার অভাবে, বিশেষতঃ প্রকৃত সাধুর সঙ্গাভাবে তাহাদিগের মধ্যে নানাপ্রকার কু-সিদ্ধান্ত ও ব্যভিচারের স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছিল। আবার কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-পণ্ডিতগণের অনুকরণ করিয়া সম্প্রদায়-রক্ষার নামে কোন কোন ব্যক্তি গ্রন্থাদি-চর্চ্চা ও অনুশীলনের প্রবর্ত্তনী উন্মোচনপূর্ব্বক তাড়াটিয়া বক্তা

ও পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিল। বস্তুতঃ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী, দেহ-সেবাসক্ত বহু 'তীর্থো'পাধিক পণ্ডিতম্মন্য ভাড়াটিয়া বক্তা ও পাঠক প্রাকৃত পাণ্ডিত্যবলে গোস্বামি-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও তাঁহাদের টীকাটিপ্পনী রচনায় 'অভিনয়' করিয়াও সম্প্রদায়-রক্ষা করিতে পারেন নাই; কারণ, তাঁহারা 'সরাগ বক্তা'। 'বিরাগ বক্তা' না হইলে লোকের উপকারে করা যায় না। লোকরঞ্জন ও লোকোপকার এক নহে। "লোকসংগ্রহ"-অর্থে লোকের প্রতি কৃপা—জীবে দয়া। যাঁহারা অন্নোদর-উদরের জন্য অথবা দেহসম্পর্কিত স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণপোষণের পিণ্ড-সংরক্ষণের জন্য, অথবা প্রতিষ্ঠাদি-সংগ্রহের আশায় শ্রীমদ্ভাগবত বা গোস্বামি-শাস্ত্রের অনুশীলনকারী, ব্যাখ্যাতা বা বক্তার অভিনয় করেন, সেই সকল অর্থাভিলাষী, কুবিষয়ী 'সরাগ বক্তা' কি করিয়া লোকোপকার করিবেন?

শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে "দাসকূট" ও "ব্যাসকূট"-নামে দুইটি বিভাগ হইয়াছিল। যাঁহারা সংস্কৃতশাস্ত্রাদি চর্চ্চা অপেক্ষা কীর্ত্তন-ভজনাদির প্রতি অধিক রুচিবিশিষ্ট তাঁহারা 'দাসকূট'-নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। দাসকূট-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ যে শাস্ত্রসিদ্ধান্তে অজ্ঞ ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহারা তাঁহাদিগের সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত অবগত হইয়া ভজনাদিতেই বিশেষ রুচিবিশিষ্ট ছিলেন। দাসকূট-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণেরও রচিত বহু গ্রন্থাদি আছে। তাহা তাঁহাদিগের মাতৃভাষা অর্থাৎ কন্নড়ভাষায় রচিত ও অধিকাংশই পদ্যাত্মক। শ্রীকনকদাস প্রভৃতি দাসকূট-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ব্যাসকূট-সম্প্রদায় সংস্কৃত-শাস্ত্রগ্রন্থাদি আলোচনা করিয়া তাহা আচার ও প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারা সম্প্রদায়-সংরক্ষক আচার্য্যপরবীতে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ইহা নহে যে, শ্রীকনকদাস প্রভৃতি 'আচার্য্য'-পদবাচ্য নহেন। শ্রীকনকদাস শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের দ্বারাও সম্মানিত। তবে শ্রীব্যাসকূট-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থের সর্ব্বত্র প্রচার হইয়াছে। শ্রীব্যাসরাজস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণ "যুক্তিমল্লিকা", "ভারতীয়"-টিপ্পনী প্রভৃতি গ্রন্থ-রচনা এবং সর্ব্বত্র প্রচার ও দিগ্বিজয় করিয়া "দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য"-নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি ব্যাসকূট-সম্প্রদায়ের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত।

অতএব যাঁহারা স্বয়ংসিদ্ধিত তাঁহারা দাসকূট সম্প্রদায়ের ন্যায় অধিক পাণ্ডিত্যপ্রদর্শনী উদ্ঘোষন করিবার চেষ্টা না করিয়া সমস্ত পাণ্ডিত্যের সার "কল্যাণকল্পতরু" ও "পরমাগতি"র শিক্ষায় অধিষ্ঠিত হন, তাহা জীবনে আচার ও প্রচার করেন, আধ্যক্ষিক-জ্ঞানের প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া স্থানস্থিত হইয়া "কায়মনোবাক্যে" শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ-নিগলিত বাণীর সেবা করেন, তবেই মঙ্গল হইতে পারে। জগতে প্রতিষ্ঠা-লাভ বা 'পণ্ডিত' বলিয়া লোকের নিকট খ্যাতিলাভের আশা কিছু হরিভজনেচ্ছা নহে।

যাঁহারা অর্থাভিলাষরহিত, হরিসেবোন্মুখ, অথচ যাঁহাদের তীব্র মেধা ও পাঠাদির প্রতি রুচি আছে, তাঁহাদিগকে পরবিদ্যাপীঠে শাস্ত্রগ্রন্থাদি-চর্চ্চায় সুযোগ দিতে হইবে। তাঁহারা ভবিষ্যতে সম্প্রদায়ের সেবা করিতে পারিবেন। কিন্তু অর্থাভিলাষযুক্ত ব্যক্তি তীক্ষ্ণধী হইলেও তাঁহাকে গ্রন্থচর্চ্চায় অভিনিবিষ্ট করাইয়া তাঁহাকে অধিকতর দাম্ভিক ও অর্থাভিলাষী করিতে হইবে না।

এরূপ একাধিক সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে যে, যাঁহারা হরিভজন পরিত্যাগ করিয়া পতনের পিচ্ছিল পথে পদনিক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইয়াছে, যাঁহারা মঠ-জীবন পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থ-জীবন-যাপনে উন্মুখ হইয়াছে, সন্ন্যাসী হইতে বাস্তবিক হইবার সংকল্প করিয়াছে, বৈষ্ণবসেবা পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব-বিদ্বেষকার্য্যের অভিযান আরম্ভ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহারা সর্ব্বাগ্রেই গ্রন্থসমূহকে ভোগ্যসম্পত্তিবিচারে ঐসকল যে-কোন উপায়ে মঠ হইতে স্থানান্তরিত বা অপহরণ করিবার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করে নাই। যে-স্থানে বৈষ্ণবে **শ্রদ্ধা নাই, ভক্তভাগবতে প্রীতি নাই, শ্রীগুরুদেবে ভক্তি নাই, শ্রীগুরুগৃহের প্রতি আসক্তি নাই, অথচ গ্রন্থ-সংগ্রহে আসক্তি আছে,** তথায় গ্রন্থসমূহকে ভোগ্যসম্পত্তিরূপে বিচার করিবার প্রবৃত্তি ব্যতীত হৃদয়ে আর কি থাকিতে পারে?

কাহারও কাহারও আবার গ্রন্থের প্রতিপাদ্য-বিষয়ে গবেষণের চেষ্টা অপেক্ষা গ্রন্থের বাহ্যরূপটির সৌন্দর্য্যের প্রতি অত্যাসক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। নানাপ্রকার রঙ-বিরঙের কাপড়, সোণার জলের বর্ডার ও নাম-খোদাই করিয়া সাজাইবার জন্য যেরূপ বহু দেখা যায়, গ্রন্থের প্রতিপাদ্য-বিষয় অনুশীলন ও তাহা নিজ আচরণে প্রতিপালন করিবার জন্য সেরূপ অল্প শতকরা একভাগও দেখিতে

পাওয়া যায় না। এই সকল অভাভিলাষ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইরূপ অভাভিলাষ থাকিলে প্রভুপাদ আচার্য্য কৃপা করেন না। তখন ভক্তভাগবত যদি কৃপা করিয়া আমাদের সেই অভাভিলাষ প্রদর্শন করেন এবং আমরা তাঁহাদিগকে শত্রু না ভাবিয়া পরমবন্ধুবিচারে তাঁহাদিগের সেই উপদেশ প্রতিপালন করি, তবেই আমাদের মঙ্গল হইতে পারে।

মঠবাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা পরিব্রাজক সন্ন্যাসী—ইহারা সর্ব্বতোভাবে নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চন হইবেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'শরণাগতির'—

"সর্ব্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া,
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমি ত' ঠাকুর, তোমার কুকুর,
বলিয়া জানহ মোরে॥
• • •
নিজের পোষণ, কভু না ভাবিব,
রহিব ভাবের ভরে॥"

—এই গীতির আদর্শ প্রত্যেকের চরিত্রে প্রতিফলিত হইবে। কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা দ্রবিণ অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় আশ্রয়স্থল আছে—এইরূপ কল্পনাও হৃদয়ে থাকিলে কখনও শরণাগতির বিচার আসিবে না। মঠবাসিগণের ব্যক্তিগতভাবে কোন গ্রন্থাদি থাকিবে না। অধিক কি, পরিধেয় বস্ত্রটি পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত ভোগ্য সম্পত্তি নহে—উহা শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের প্রসাদ,—এইভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। যদি কেহ হরিসেবা না করেন, তবে তাঁহার সেই প্রসাদ বা মাধুকরী-ভিক্ষার একটি তণ্ডুলও গ্রহণ করিবার অধিকার নাই। মঠবাসী যদি গৃহস্থের ন্যায় ব্যক্তিগতভাবে সঞ্চয় করেন, বা অসময়ের জন্য কিছু অর্থাদি—যত সামান্যই হউক না কেন, "নিজের (?) ভরিবেন" রক্ষা করেন, তাহা হইলে তিনি শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মকে নিত্য-রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া বরণ না করিয়া প্রাকৃত দ্রবিণে অধিক বিশ্বাসী হইয়া পড়িলেন। ইহা শরণাগতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। শরণাগত ব্যক্তি কখনও 'আমার শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কিছু আছে'—স্বপ্নেও এইরূপ বিচার করেন না; অতএব মঠবাসীর সর্ব্বতোভাবে নিষ্কিঞ্চন হইয়া বিচরণ করাই কর্ত্তব্য।

মঠবাসিগণ মঠের গ্রন্থাগার হইতে অধিকার ও প্রয়োজনানুরূপ গ্রন্থ পাঠ করিতে পারিবেন। প্রচারকগণ যাঁহারা নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া হরিকথা প্রচার করেন, তাঁহাদিগের সহিত আবশ্যক গ্রন্থ থাকিতে পারে, কিন্তু 'নীরাগ-বক্তাই'—'প্রচারক'-পদবাচ্য। 'সরাগ-বক্তার' আচার ও প্রচার এক নহে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন,—

বক্তা সরাগো নীরাগো বিধিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সরাগো লোলুপঃ কামী তদুক্তং হৃদয়ং ন সংস্পৃশেৎ॥
উপদেশং করোত্যেব ন পরীক্ষাং করোতি চ।
অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং যৎ লোকনাশায় তদ্ভবেৎ॥
(ভক্তিসন্দর্ভ, ২০৩ অনুচ্ছেদ)

অর্থাৎ বক্তা দ্বিবিধ—সরাগ ও নীরাগ। সরাগবক্তা লোলুপ ও কামী। তাঁহার বাক্য হৃদয় স্পর্শ করে না। তিনি কেবল উপদেশই প্রদান করেন; কিন্তু নিজের জীবনে কখনও উপদিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষা করেন না। পরন্তু পরীক্ষা না করিয়া উপদেশ প্রদান করিলে তাহা লোকনাশার্থই হইয়া থাকে।

যাঁহারা সরাগবক্তা তাঁহারা 'প্রচারক'-পদবাচ্য নহে। তাঁহাদের নিকট কোনও গ্রন্থ থাকিবে না, কারণ তাঁহারা গ্রন্থে ভোগ্যবুদ্ধি করিয়া থাকে। ঐ গ্রন্থই তাঁহাদের গ্রন্থি অর্থাৎ বন্ধন বা আসক্তির বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে।

কেবল মঠবাসী নহেন, 'গৃহস্থ'-নামধারী গৃহব্রতধর্ম্মাভিমানিগণ যাঁহারা হৃদয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তিবিশেষ মনে করেন, যাঁহারা নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুলের সঙ্গ করেন না, যাঁহাদের হৃদয়ে পরোপকার-প্রবৃত্তি নাই, যাঁহারা হরিকথা-বিমুখ আত্মঘাতী, যাঁহাদের বৈষ্ণবে প্রীতি নাই, কেবলমাত্র নিজ শৃগালকুক্কুরতুল্য দেহে ও দেহসম্পর্কিত স্ত্রীপুত্রাদিতে আত্মীয়-বুদ্ধি, তাঁহাদিগের গ্রন্থই গ্রন্থির কারণ হইয়া থাকে। নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুলের প্রসন্নতা ও পরিচর্য্যারূপা সেবা-ব্যতীত কখনও হৃদয়গ্রন্থির ছেদন হইতে পারে না। যাঁহারা সেইরূপ বৈষ্ণবের সঙ্গে অবস্থান করিয়া নিরন্তর তাঁহাদের সেবা করিতে করিতে সেবাবৃদ্ধিতে গ্রন্থের অনুশীলন করেন এবং নিজের ও জগতের উপকার করিবার জন্য সতত ব্যস্ত,

যাঁহারা অন্তহীন, অন্তাভিলাষরহিত, নিষ্কপট সেইরূপ বৈষ্ণব-গৃহস্থগণের সেবাই প্রথমেই আচার্য্যগণ স্বীকার করিয়া থাকেন।

আচার্য্যগণের সকলেই শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি প্রীতি ও আসক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। শে-আল্‌বর্, তিরুমঙ্গৈ-য়িরান-আল্‌বর্, সম্রাট্ শ্রীকুলশেখর পেরুমাল্‌তিরুমড়ি আল্‌বর্, আণ্ডাল প্রভৃতি আচার্য্যগণ শাস্ত্রগ্রন্থ-সংগ্রহ ও সংরক্ষণে অতিশয় আসক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। আণ্ডাল বা শ্রীগোদা-দেবী স্ত্রীমূর্ত্তিধারিণী হইলেও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করিয়া-ছিলেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য 'সারদা-পীঠ' (বৃহদ্ব্রহ্মে) হইতে 'বোধায়ন-বৃত্তি'-সংগ্রহের জন্য কত ক্লেশই না স্বীকার করিয়াছিলেন! শ্রীমদ্ভাচার্য্য যখনই যেস্থানে গমন করিতেন, শত শত শাস্ত্র-গ্রন্থের মলুষ্যমূহ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইত। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে কত যত্নের সহিত "শ্রীব্রহ্মসংহিতা" ও "শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের" পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। গোস্বামিপাদগণ এক এক বৃক্ষের তলে এক এক দিন শয়ন ও একবার বিরক্ত হইলেও তাঁহাদের শাস্ত্র-গ্রন্থের অভাব ছিল না। তাঁহারা তাঁহাদের রচিত গ্রন্থে যে শত শত শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা হইতেও তাঁহাদের শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি প্রীতির প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রমুখ আচার্য্যবৃন্দকে বহু গ্রন্থ প্রদান করিয়া গৌড়দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শত-শত-গ্রন্থপূর্ণ মলুষ্যকে ধনরত্ন-পূর্ণ সিন্দুক মনে করিয়া বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর দস্যু-গণের দ্বারা তাহা অপহরণ করাইয়াছিলেন। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়, শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়, শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রভৃতির বিরাট্ গ্রন্থাগার এখনও ঐসকল সম্প্রদায়ের মঠাদিতে দৃষ্ট হয়। মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের বিরাট্ গ্রন্থাগার হইতে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অনেক গ্রন্থ স্বহস্তে লিপি করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ যখনই যে-স্থানে গমন করিতেন, তখনই সে-স্থানের গ্রন্থাগার হইতে প্রাচীন গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিতেন। অধিক কি, তাঁহার সম্পাদিত বৈষ্ণব-মলুষ্য-সমাজভিতে পুরীর গোবর্দ্ধন-মঠের গ্রন্থাগারের একটি গ্রন্থ-তালিকা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। যখন শ্রীল প্রভু-পাদের সহিত শ্রীল আচার্য্যদেব ও আমরা জয়পুরে ছিলাম, তখন স্থানীয় একটি প্রাচীন গ্রন্থাগার হইতে "বৈষ্ণব-মলুষ্য"র জন্য শ্রীল প্রভুপাদ অনেক উপকরণ সংগ্রহ করাইয়াছিলেন। মহীশূরের মহারাজের সংস্কৃত গ্রন্থাগার ও উড়্পীর বিভিন্ন মঠের গ্রন্থাগার, পলিমাবাদের শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গ্রন্থাগার, জয়পুরে শ্রীগোবিন্দজীউর শ্রীমন্দিরের গ্রন্থাগার হইতে শ্রীল প্রভুপাদ পুঁথিবিবরণ-সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যখন তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থান করিতেছিলেন, তখনও শ্রীল প্রভুপাদ পুরীর বিভিন্ন মঠের গ্রন্থাগার ও দক্ষিণদেশে ভ্রমণ-কালে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গ্রন্থাগার হইতে বহু বহু যত্নে বহু সাম্প্রদায়িক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমাকালে যখনই যে-কোন শ্রীপাটে শ্রীল প্রভুপাদ উপস্থিত হইতেন, তখনই শ্রীল আচার্য্যদেবকে ও তদনু-গতো আমাদিগকে শ্রীপাটস্থ গ্রন্থাগারের অনুসন্ধান ও গ্রন্থাদির বিবরণ সংগ্রহ করিতে বলিতেন। শ্রীল প্রভু-পাদের অনুসরণে যখন আমরা শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন শ্রীপাটস্থ গোস্বামিবৃন্দ শ্রীবিশ্ব-রূপানন্দ গোস্বামিপ্রভুর গ্রন্থাগারের সমস্ত গ্রন্থ শ্রীল প্রভু-পাদকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে বহু সাম্প্রদায়িক গ্রন্থরাজি প্রদর্শিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবেও সেই আদর্শ পরিপূর্ণভাবে দৃষ্ট হয়। শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থাগার হইতে তিনি পূর্ব্বাচার্য্যগণের গ্রন্থসমূহ সংগ্রহের জন্য বিশেষ উৎসাহ ও প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিছুদিন পূর্ব্বেও তাঁহারই কৃপাদেশানুসারে আমরা শ্রীব্রজমণ্ডলে পণ্ডিতবর শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর প্রভুর সহিত শ্রীগোস্বামিপাদগণের গ্রন্থাগার হইতে বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের অনুসন্ধান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। শ্রীরাধা-মাধবজীর মন্দিরের গ্রন্থাগার, শ্রীরাধাদমন-ঘেরার পরলোকগত পণ্ডিতবর সখালাল ও গোপীলাল গোস্বামীর গ্রন্থাগার দর্শন ও তাহা হইতে বহু গ্রন্থ লিপি করা হইয়াছিল। মহাজনগণ যে গ্রন্থ-সংগ্রহে প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা কি গ্রন্থতাত্ত্বিক বা সাহিত্যিকগণের ন্যায় ইন্দ্রিয়াসক্তি বা কৌতূহল-পরিতৃপ্তির প্রচেষ্টাবিশেষ? পরমারাধ্যতম শ্রীল শ্রীল প্রভুপাদের চরিত্রে ও সেইরূপভাবে শ্রীল আচার্য্যদেবের চরিত্রেও দেখিয়াছি যে, তাঁহারা যে-কোন ব্যক্তিকে অর্থ যে-কোন বস্তু প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন না, কিন্তু তাঁহাদের

গ্রন্থকে তাঁহারা কখনও কাহারও হস্তে প্রদান করেন না। গ্রন্থসমূহ যেন তাঁহাদিগের প্রাণ। ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোডে যখন শ্রীগৌড়ীয়মঠ অবস্থিত ছিল, সেই সময় একবার সাধারণ উৎসবের পূর্ব্বদিবস শেষরাত্রে মঠের এক পার্শ্বে হঠাৎ আগুন ধরিয়া গিয়াছিল। তখন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বাগ্রে গ্রন্থরাজিকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। আচার্য্যগণের এইরূপ গ্রন্থপ্রীতি তাঁহাদের পূর্ব্বগুরুবর্গের প্রতি প্রীতি ও জীবের প্রতি করুণা বা পরদুঃখদুঃখিতারই প্রকৃষ্ট সাক্ষ্যস্বরূপ। তাঁহাদিগের গ্রন্থপ্রীতি দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ইঁহারা অপরকে নির্গ্রন্থ হইবার উপদেশ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা বিষয়ীর ন্যায় গ্রন্থের প্রতি অত্যধিক আসক্তি প্রদর্শন করিতেছেন; তাঁহারা যাহা প্রচার করিতেছেন, তাহা আচার করেন না।

অন্যাভিলাষী অভক্তসঙ্গ জীব আচার্য্যগণের হৃদয়ের ভাব অবধারণ করিতে সমর্থ না হইয়া ঐরূপ কল্পনা করিতে পারে। বস্তুতঃ আচার্য্যগণ শ্রীসম্প্রদায়েশ্বরের সেবা, শ্রীসম্প্রদায়ের বৈভব প্রকাশ, শ্রীগুরুবর্গের মনোহভীষ্ট প্রচার তাঁহাদের বাণী সংকীর্ত্তন ও জীবের প্রতি অহৈতুকী অধোক্ষজদয়া দ্বারা বিশ্বাসের জন্যই এইরূপ গ্রন্থপ্রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। অন্যাভিলাষী জীবের নিকট যাহা গ্রন্থি বা বন্ধনের কারণ হয়, আচার্য্যগণের নিকট তাহাই শ্রীনামে রুচি, শ্রীবৈষ্ণবসেবা ও জীবে দয়ার পরাকাষ্ঠা বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব সম্প্রদায়ের সেবার জন্যই সমস্ত গ্রন্থ সংরক্ষিত থাকিবে। মঠবাসী কাহারও কোন ব্যক্তিগত গ্রন্থ বা কোনপ্রকার ব্যক্তিগত দ্রব্যাদি থাকিবে না। তাঁহারা শরণাগতির মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবাময় জীবন যাপন করিবেন।

শ্রীভক্তিমল্লিকা

দ্বিতীয় সৌরভ

যুক্তিবাদ, শক্তিবাদ, ভুক্তিবাদ, মুক্তিবাদ ও ভক্তিসিদ্ধান্ত

[ভক্তি অন্যান্য বাদের অন্যতম নহে—তাহা সহজসিদ্ধান্ত—যুক্তি দুই প্রকার—অহৈতুকী ও ঔৎপাতী—ঔৎপাতী যুক্তি ভক্তিপথে স্বীকার্য্য, অপ্রৌঢ়যুক্তি তর্কপথ বলিয়া শ্রুতিশাস্ত্রে নিন্দিত—অতীন্দ্রিয় ও নির্গুণ-তত্ত্বে তর্কের অবকাশ নাই—এ বিষয়ে শাস্ত্র-প্রমাণ—জড়প্রতিভা বা শক্তির দ্বারা ভক্তিতত্ত্বের উপলব্ধি হয় না, উহা নির্ম্মল আত্মার প্রত্যক্ষের বিষয়, অন্ধবিশ্বাস নহে—ভুক্তি ও মুক্তি ভক্তির অনুচরী, কিন্তু ভক্তের ভুক্তি-মুক্তিতে স্পৃহা নাই, এবিষয়ে শাস্ত্র, পূর্ব্বমহাজন ও গুরুভক্তগণের আদর্শের প্রমাণ—নরকবাঞ্ছা হইতেও মুক্তিবাঞ্ছা নিন্দিত—গো-বিপ্রঘাতী অসুরগণের প্রাপ্য মুক্তি কখনই চরমমঙ্গলপ্রার্থী নির্ম্মৎসর ভক্তগণের কাম্য হইতে পারে না—মোক্ষাভিসন্ধিরহিত ধর্ম্মই সর্ব্বভূতে দয়াবিশিষ্ট সাধুগণের ধর্ম্ম—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা হইতেও মোক্ষবাঞ্ছা নিন্দিত ও সর্ব্বপ্রধান কৈতব]

ভুক্তিবাদ বা মুক্তিবাদাদির ন্যায় 'ভক্তি' একটি 'বাদ'-বিশেষ নহে। যাহার বাদী ও প্রতিবাদী আছে, তাহাই 'বাদ'। বাদের অপর নাম 'বিতর্ক'। ভক্তির কোন বাদী ও প্রতিবাদী থাকিতে পারে না; তাহা নির্ম্মল চেতনের প্রত্যক্ষীভূত স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান। যাহা অনাবৃত চেতনের প্রত্যক্ষ, তদ্বিষয়ে কোন বাদ বা প্রতিবাদ চলিতে পারে না। 'ভক্তি'-সম্বন্ধে নানাপ্রকার ভ্রান্তধারণামূলে কেহ কেহ তাহাকে 'ভক্তিবাদ' বলিয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

যুক্তি দুই প্রকার—হৈতুকী ও প্রৌঢ়ী। হেতু-মূলা যুক্তির দ্বারা সত্যের নির্ণয় হয় না। যুক্তির পাদুকা বহির্দেশে রাখিয়া পরা ভক্তিকে প্রবেশ করিতে হয়। 'প্রৌঢ়ী যুক্তি' অর্থাৎ শ্রুতি বা মহাজনগণের সিদ্ধান্ত, প্রমাণ, আচরণ ও বাক্য প্রভৃতি দ্বারা সমর্থিত যুক্তি ভক্তির পোষণকারিণী, তাহা কখনও ভক্তির বিরোধী হয় না। প্রৌঢ়ী যুক্তি ও তর্কে ভেদ আছে; কিন্তু চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বগাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় বা তাহাদের নিয়ামক বহির্মুখ মনের দ্বারা যখন ইন্দ্রিয়াতীত নির্মল আত্মার বৃত্তিকে মাপিয়া লইবার চেষ্টা হয়, তখনই তাহাকে হৈতুক যুক্তি-বাদ বা কুতর্ক, বিতর্ক প্রভৃতি বলা হয়। ইন্দ্রিয় কখনও ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুকে মাপিয়া লইতে পারে না। ভক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ। উহা কাম ক্রোধ, ভাবুকতা, ইচ্ছাদি প্রভৃতির ন্যায় দেহ বা মনের কোন বৃত্তি নহে। ক্ষুদ্র জীব ভ্রম-প্রমাদগ্রস্ত ইন্দ্রিয়ের যুক্তিদ্বারা কিরূপে ভক্তিকে মাপিয়া লইতে পারিবে? অতএব যুক্তি-বাদ ভক্তির নিকট নিতান্ত অকর্মণ্য। ভক্তির পরিচারিকা-রূপে তাঁহার পদানুসরণ করিলে অর্থাৎ অনুকূল যুক্তিরূপে পরিণত হইলে যুক্তির কিছু সার্থকতা হয়। এজন্যই শ্রীশ্রুতি, শ্রীব্রহ্মসূত্র, শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র একবাক্যে বলিয়াছেন,—

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া"

(কঠ ১।২।৯)

হে নচিকেতা! তুমি ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপিণী মতি লাভ করিয়াছ, শুষ্ক তর্কের দ্বারা তাহাকে প্রদান করা উচিত নহে।

"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ"

(ব্রঃ সূঃ ২।১।১১)

তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই বলিয়া তর্কের দ্বারা কখনও অতীন্দ্রিয়ের বিষয় অবগত হওয়া যায় না।

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥

(ভীষ্মপর্ব ৫।১২)

যাহা প্রকৃতির অতীত অর্থাৎ অধোক্ষজ, তাহাই অচিন্ত্যতত্ত্ব। সেই অচিন্ত্যতত্ত্বসমূহকে নিশ্চয়ই তর্কের অন্তর্গত-করা উচিত নয়।

যদ্যপি ঋচিরেষ ত্বাত্মক্তিতত্ত্বাবধারণায়।
যুক্তিস্তু কেবলা নৈব যতস্তা অপ্রতিষ্ঠিতা॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।৩২)

শ্রীমদ্ভাগবতাদি শব্দপ্রমাণে জানা যায় যে, ভক্তাভাসীন দাক্ষারাহুসারে ভগবদ্বিষয়ে রুচি অল্প পরিমাণ হইলেও তদ্দ্বারাই অধোক্ষজ-ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশিত হয়; কিন্তু কেবল শুষ্কযুক্তি অবলম্বন করিলে ভক্তিতত্ত্বের উপলব্ধি হয় না, কারণ যুক্তির প্রতিষ্ঠা নাই।

যত্নেনাপাদিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ।
অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপাদ্যতে॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।৩৩)

তর্কনিপুণ কোন ব্যক্তি তর্কদ্বারা অতি যত্নে একটি সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু প্রবীণতর অন্য তার্কিক এক ব্যক্তি অনায়াসে তাহা খণ্ডন করিয়া থাকেন।

কঠোপনিষদ (১।২।৩) বলিয়াছেন,—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

এই পরমাত্মাকে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা লাভ করা যায় না, ধারণাশক্তি বা বহু শাস্ত্র-শ্রবণের দ্বারাও লাভ করা যায় না। যে ব্যক্তি তাঁহাকেই 'একমাত্র প্রভু' বলিয়া বরণ করেন, সেই ব্যক্তির নিকটই তিনি স্বীয় অপ্রাকৃত স্বরূপ প্রকাশ করেন। সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥

(ভাঃ ১০।১৪।২৯)

হে দেব! যাঁহারা আপনার পাদপদ্ম-যুগলের কৃপালেশ-মাত্রও প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল আপনার মাহাত্ম্য জানিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুমানের দ্বারা শাস্ত্রবিচার-পূর্ব্বক অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই সে তত্ত্ব জানিতে পারেন না।

ভক্তি-সিদ্ধান্তের নিকট যুক্তিবাদ যেরূপ অকর্মণ্য ও অসার, শুষ্কবাদও তদ্রূপ। দৈহিক-শক্তি, মানসিক-শক্তি, প্রজ্ঞাশক্তি, গণশক্তি, সমস্তই জড়শক্তি। আভিজাত্য, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ও সৌন্দর্য্যের জড়শক্তির দ্বারা স্বরূপশক্তির

বৃত্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। অনেক সময় অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন, পৃথিবীর বহু লোক অর্থাৎ গণশক্তি ভক্তির নিকট মস্তক অবনত কেন করেন না? আভিজাত্য-সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ জড়-পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কবি, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক প্রভৃতি জড়প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ভক্তি অপেক্ষা কর্ম-জ্ঞানাদিকে অধিক আদর করেন কেন? ইহার কারণ এই যে, জড়শক্তির আবরণের নিকট স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি আত্মপ্রকাশ করেন না। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, সেবাবৃত্তিবিশিষ্ট একান্ত শ্রদ্ধালু ও শরণাগত ব্যক্তির নিকটই ভক্তির স্বরূপ প্রকাশিত হয়।

শক্তিবাদ—জড়বাদবিশেষ। সর্ব্বপ্রকার জড়বাদের নিকট নিগুণ চেতনের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অপ্রকাশিত থাকে। রাবণ যেরূপ ছায়াসীতাকে হরণ করিয়া 'প্রকৃত সীতা হরণ করিয়াছি' মনে করিয়াছিল, বস্তুতঃ স্বরূপশক্তি শ্রীসীতা ঠাকুরাণীকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে রাবণ দেখিতেই পায় নাই; সেইরূপ কোন প্রকার জড়শক্তিবাদ পরাভক্তিদেবীর শ্রীবিগ্রহ স্পর্শ করা দূরে থাকুক, ভক্তিকে পরিমাপ করা দূরে থাকুক, ভক্তির স্বরূপই অবগত হইতে পারে না।

অজাপি যচ্চরণপঙ্কজপোবিদ্যাসমাধিভিঃ।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি পশ্যন্তং পরমেশ্বরম্॥

(ভাঃ ৪।২৯।৪৪)

যাচঞ্চাতিশয় তপস্যা, বিদ্যা ও সমাধিদ্বারা সতত অনুসন্ধান করিয়াও সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে অদ্যাপি জানিতে পারেন নাই।

ভুক্তি অর্থাৎ ভোগ-কামনা ও মুক্তি অর্থাৎ নির্ব্বাণ কামনা—এই দুইটী বৃত্তিকে 'পিশাচী' বলা হইয়াছে। এই দুই কামনা থাকিলে কিছুতেই ভক্তি-সুখের উদয় হইতে পারে না।

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২য় লঃ ১৫ শ্লোক)

ভুক্তিস্পৃহা ও মুক্তিস্পৃহা—এই দুইটী পিশাচী; যে-পর্য্যন্ত ইহারা কোন ব্যক্তির হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, সে-পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে ভক্তিসুখের অভ্যুদয় হইতে পারে না।

মুক্তি প্রভৃতি সম্পত্তি ভক্তি-সম্পত্তির অনুচরী; যেরূপ অধীশ্বরী যেখানে গমন করেন, দাসীও বিনা আহ্বানে তথায় উপস্থিত হয়, সেইরূপ যিনি শুদ্ধভক্তি লাভ করেন, তিনি না চাহিলেও মুক্তি প্রভৃতি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে। ভক্তিতেই ভগবদ্ভক্তের সর্ব্বমনোরথ সিদ্ধি হয়, সুতরাং তাঁহার আর অন্য বিষয়ে অভিলাষ থাকে না। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে,—

হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্ব্বাঃ মুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ঃ।
ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ॥

(শ্রীবিলাসার্ণব ১৯ অনুচ্ছেদধৃত শ্রীনারদপঞ্চরাত্রবাক্য)

মুক্তি প্রভৃতি সিদ্ধিসকল, অদ্ভুত ভুক্তি (ভোগসকল) দাসীর ন্যায় শ্রীহরিভক্তি মহাদেবীর অনুগামিনী।

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে শ্রীবিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন,—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭ শ্লোক)

হে ভগবন্, তোমাতে যদি আমাদের ভক্তি স্থিরতরা থাকে, তাহা হইলে তোমার দিব্যকিশোরমূর্ত্তি স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে উদিত (স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত) হয়। তখন (ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গ ও মুক্তিরূপ অপবর্গ-প্রার্থনার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না; কেননা) স্বয়ং মুক্তিই কৃতাঞ্জলিপুটে (দাসীর ন্যায় পূর্ব্ব হইতেই আনুষঙ্গিক ভাবে অবিদ্যামোচনরূপ অবান্তর ফল-দ্বারা) আমাদিগের সেবা করিতে থাকিবে। আর ভুক্তি (অমিতা স্বর্গভোগাদি) ধর্ম্মার্থকামের ফলসমূহ (যখন যেমন প্রয়োজন, তখন সেইরূপভাবে তোমার চরণ-সেবার নিমিত্ত আমাদিগের) আদেশকাল প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে।

ব্রজের প্রতি ইন্দ্রের উক্তি—

যস্য ভক্তির্ভবতি হরৌ নিঃশ্রেয়সেশ্বরে।
বিক্রীড়তোঽমৃতাম্ভোধৌ কিং ক্ষুদ্রৈঃ খাতকোদকৈঃ॥

(ভাঃ ৮।১২।২২)

পরম-মঙ্গলাধিপতি ভগবান্ শ্রীহরিতে যাঁহার ভক্তি রহিয়াছে, তিনি অমৃতসাগরে ক্রীড়া করিতেছেন, ক্ষুদ্র-খাতোদকতুল্য স্বর্গাদিতে তাঁহার কি প্রয়োজন?

ভক্তভক্তগণ সর্ব্বত্রই মুক্তি-কামনাকে তিরস্কার করিয়াছেন।

শ্রুতিগণ শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন,—

তরবশমাত্মতত্ত্বনিগমায় তবাত্ততনো-
শ্চরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্তপরিশ্রমণাঃ।
ন পরিলষন্তি কেচিদপবর্গমপীশ্বর তে
চরণসরোজহংসকুলসঙ্গবিসৃষ্টগৃহাঃ॥

(ভাঃ ১০।৮৭।২১)

হে ঈশ্বর, জীবকুলকে দুর্ব্বোধ আত্মতত্ত্ব-জ্ঞাপনের জন্য প্রকটিতমূর্ত্তি তবদীয় চরিতরূপ মহামৃত-সমুদ্রে যাঁহারা অবগাহন-দ্বারা শ্রান্তি দূর করিয়াছেন এবং আপনার পাদপদ্মে হংসতুল্য বিচরণশীল ভক্তগণের সঙ্গবশতঃ গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তাদৃশ মহাপুরুষগণ মুক্তিপদও কামনা করেন না।

নৈকান্ততাং যে স্পৃহয়ন্তি কেচি-
ন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি॥

(ভাঃ ৩।২৫।৩৪)

অনন্তর কপিলদেব মুক্তি হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন,—যাঁহারা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমার পদসেবারত, যাঁহারা আমার জন্য অখিলচেষ্টাযুক্ত, যাঁহারা পরস্পর সম্মিলিত হইয়া আমারই মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে রাগ বোধ করেন, তাদৃশ ভাগবতগণ আমার সহিত একাত্মতারূপ সাযুজ্য-মুক্তির স্পৃহা করেন না।

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥

(ভাঃ ১১।২০।৩৪)

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—যেহেতু ধীর সাধু ভক্তগণ কেবলমাত্র আমার প্রতিই প্রীতিযুক্ত, সেইজন্য তাঁহারা মৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত আত্যন্তিক মোক্ষও কোনরূপেই গ্রহণ করেন না।

নৈবেচ্ছত্যদিতিঃ কাপি ব্রহ্মর্ষেমোক্ষমপ্যুত।
ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেশ্বরে॥

(ভাঃ ১২।১০।৬)

শ্রীশঙ্কর বলিলেন,—অয়ি দেবি! এই ব্রহ্মর্ষি অব্যাহতপুরুষ ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি পরমভক্তি লাভ করিয়াছেন, অতএব স্বর্গাদিলোকবিষয়ক অভ্যুদয় কিম্বা মোক্ষ পর্য্যন্ত ইনি কামনা করেন না।

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥

(ভাঃ ৬।১৭।২৮)

নারায়ণ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ কোথা হইতেও ভয়প্রাপ্ত হন না। তাঁহারা স্বর্গ, মুক্তি ও নরককে সমানভাবে দর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীউদ্ধব শ্রীভগবানকে বলিতেছেন,—

কো নাম তে পাদসরোজভাজাং
সুদুর্লভোঽর্থেষু চতুর্ষ্বপীহ।
তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্
ভবৎপদাম্ভোজনিষেবণোৎসুকঃ॥

(ভাঃ ৩।৪।১৫)

হে পরমেশ্বর, যে-সকল ব্যক্তি আপনার শ্রীচরণ-কমলের সেবক, এই সংসারে তাঁহাদিগের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই পুরুষার্থচতুষ্টয় মধ্যে কোনটিই দুর্লভ নহে। তথাপি হে প্রভো! ভবদীয় শ্রীপাদপদ্মসেবোৎসুক আমি আপনার শ্রীচরণকমল-সেবা ব্যতীত অন্য কিছুই প্রার্থনা করি না।

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥

(ভাঃ ১১।১৪।১৪)

যিনি আমার প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, তাদৃশ পুরুষ আমা-ব্যতীত ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সার্ব্বভৌমপদ (অর্থাৎ প্রিয়ব্রত প্রভৃতির ন্যায় মহারাজ্য) পাতালরাজ্যাধিপত্য, অণিমাদি যোগসিদ্ধি অথবা মোক্ষপদ-লাভে ইচ্ছা করেন না, আমি তাঁহার প্রিয়তম।

বৃত্রাসুর শ্রীভগবানকে বলিয়াছিলেন,—

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।

ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে ॥
(ভাঃ ৬।১১।২৫)

হে সমঞ্জসৌভাগ্যনিধে! আমি তোমাকে ত্যাগ করিয়া ত্রিলোক, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীর একচ্ছত্র আধিপত্য এবং অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, এমন কি মোক্ষপ্রাপ্তিও ইচ্ছা করি না।

নাগপত্নীগণ শ্রীভগবানকে বলিয়াছেন,—

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্ব্বভৌমং
ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥
(ভাঃ ১০।১৬।৩৭)

আপনার পদরজঃপ্রাপ্ত জনগণ স্বর্গলোক, সার্ব্বভৌমপদ, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীর আধিপত্য, যোগসিদ্ধি কিংবা মোক্ষ-পর্য্যন্তও বাসনা করেন না।

শ্রীপ্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে বলিতেছেন,—

ত্রয়ৈ চ তস্য কিমলভ্যমনন্ত আদ্যে
কিং তৈর্গুণব্যতিকরাদিহ যে স্বসিদ্ধাঃ।
ধর্ম্মাদয়ঃ কিমগুণেন চ কাঙ্ক্ষিতেন
সারং জুষাং চরণয়োরুপগায়তাং নঃ ॥
(ভাঃ ৭।৬।২৪)

সকলের আদি এবং অনন্তগুণ ও সর্ব্বকারণস্বরূপ সেই ভগবান্ পরিতুষ্ট হইলে ভক্তগণের কি আর কিছু অপ্রাপ্য থাকে? সত্ত্বাদিগুণের পরিণামবশতঃ যে-সকল ধর্ম্মাদি নিষ্পন্ন হয়, তদ্দ্বারাই বা কি ফল হইবে? তদীয় পদারবিন্দ-সেবারত, তদ্গুণ-কীর্ত্তনকারী ও সারগ্রাহী আমাদের পক্ষে ঈশ্বরে সাযুজ্য-মোক্ষেই বা প্রয়োজন কি?

শ্রীশুকদেবগোস্বামী শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিতেছেন,—

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্।
নৈচ্ছন্ পতত্ত্রচিতং মহতাং মধুদ্বিট্
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ ॥
(ভাঃ ৫।১৪।৪৪)

রাজর্ষি ভরত যে দুস্ত্যাজ্য রাজ্য, পুত্র, কলত্র, ধন, এমন কি, যিনি সকলে তাঁহার অনুগ্রহ লাভের জন্য সুযোগাপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই সুরজন-প্রার্থনীয় লক্ষ্মীকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার উপযুক্ত কার্য্যই বটে; কারণ যে সকল মহাপুরুষের চিত্ত সর্ব্বদা শ্রীমধুসূদনের চরণ-সেবায় ব্যাকুল, তাঁহাদের নিকট মোক্ষও নিতান্ত নগণ্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

ইন্দ্র শ্রীভগবানকে বলিতেছেন,—

কালপ্রস্তঃ কিয়দিদমহো নাথ যুষ্মৎপ্রতীপ্তে
মুক্তিস্তেষাং নহি বরমতো নারসিংহাপরৈঃ কিম্ ॥
(ভাঃ ৭।৮।৪২)

হে নাথ! আপনার শত্রুবর্গের পক্ষে ঐ কালগ্রস্ত ঐশ্বর্য্য অতি তুচ্ছ, এমন কি, (পরমপুরুষার্থ) মুক্তিও তাঁহাদের বহুমত নহে। হে নারসিংহ! অন্য প্রয়োজন-বিষয়ে বক্তব্য কি?

শ্রীরুদ্র প্রচেতোগণকে বলিতেছেন,—

ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥
(ভাঃ ৪।২৪।৫৭)

যে সকল পুরুষ ভগবৎসহচর, যদি ক্ষণার্দ্ধকালও তাঁহাদের সাহচর্য্য লাভ হয়, তাহা হইলে আমরা রাজত্ব প্রভৃতি মর্ত্যলোকের সুখের কথা দূরে থাকুক, স্বর্গ, এমন কি, মোক্ষকেও তুচ্ছ জ্ঞান করি।

প্রচেতোগণ শ্রীভগবানকে বলিতেছেন,—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥
(ভাঃ ৪।৩০।৩৪)

ভগবৎসঙ্গী ভাগবতগণের অত্যল্পকাল মাত্র সঙ্গদ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গল হয়, তাহার সহিত স্বর্গ, এমন কি, মোক্ষেরও তুলনা করিতে পারি না। মরণ-ধর্ম্মশীল প্রাকৃত মানবগণের রাজ্যভোগাদি সুখের কথা আর কি বলিব?

পদ্যাবলীতে শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীশিবযোনীর এই শ্লোকটী উদ্ধার করিয়াছেন,—

ভক্তিঃ সেবা ভগবতো মুক্তিস্তৎপদলঙ্ঘনম্।
কো মূঢ়ো দাসতাং প্রাপ্য প্রাভবং পদমিচ্ছতি ॥

ভগবানের সেবার নাম ভক্তি, আর তাঁহার পাদপদ্মসেবা-লঙ্ঘনের নাম মুক্তি। কোন্ মূঢ় দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়া সালোক্যাদি মুক্তিপদ ইচ্ছা করে।

অই শ্রীহনূমান্ বলিয়াছিলেন,—

ভবন্তমেবৈতমলং বিমুক্তয়ে ন মুক্তয়ে।
ভবান্ প্রভুর্নঃ পতি ইতি যন্ত বিলুপ্যতে ॥

যে মুক্তিতে (কেবলমাত্র) সংসারবন্ধন ছিন্ন হয়, যে মুক্তিতে 'আপনি প্রভু আমি দাস' এই সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ মুক্তিলাভে আমার স্পৃহা নাই।

কোনও মহাজন গাহিয়াছেন,—

হয় চিন্নীহতে মিত্র পৃথা তাবয় মানসম্।
শিববিরোধিনি যে কুণ্ঠাকৃষ্ণাভক্তিষ্বে সদে ॥

হায়! যে সকল বিবেকী পুরুষ মোক্ষের প্রতি স্পৃহা করেন, হে সখে! তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া আমার মন অতিশয় বিস্মিত হইতেছে।

কা ত্বং মুক্তিকপাগতাসি ভবতী কস্মাদকস্মাদিহ
শ্রীকৃষ্ণস্মরণেন দেব ভবতো দাসীপদং প্রাপিতা।
দূরে তিষ্ঠ মনাগনাগসি কথং কুষ্যাদনার্য্যং যথি
স্মরণানাস্মিজনস্য চন্দনরসালেপস্য লোপো ভবেৎ ॥

কোন ভক্ত মুক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?' 'আমি মুক্তি আসিয়াছি'; 'তুমি কি কারণবশতঃ অকস্মাৎ এখানে?' 'হে দেব! শ্রীকৃষ্ণস্মরণে আমি আপনার দাসীপদ প্রাপ্ত হইয়াছি'। 'দূরে থাক, এই নিরপরাধিজনের প্রতি কেন অনার্য্যের আচরণ করিতেছ? তোমার স্পর্শে আমার ভগবদ্দাসনামরূপ চন্দনরসের আলেপ বিলুপ্ত হইবে।'

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ ॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১৭)

যে শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষ-সম্পদে সম্পত্তিশালী শ্রীগৌরভক্তগণের নিকট যোগিজনবাঞ্ছিত কৈবল্য বা ঈশ্বর-সাযুজ্য নরকতুল্য, সকাম স্বর্গবাসিজনের বাঞ্ছিত বা লব্ধ ক্ষণ অবস্থায়ী আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক, কালসর্পরূপ দুর্দান্ত ইন্দ্রিয়সকল উৎপাটিত-বিষদন্ত অহিকুলের মত, পরিপূর্ণমান্ বিশ্ব পূর্ণসুখময় ধাম অর্থাৎ কৃষ্ণসেবানন্দময় এবং ব্রহ্ম-রুদ্রেন্দ্রাদির পদবীও কীটপদবীবৎ প্রতীত হয়, সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে আমরা স্তব করি।

শ্রীল সনাতনগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

অহো প্রাপ্যঃ কথং মোক্ষো দৈত্যানামপি দুস্ত্যজে।
যৈরেব শাস্ত্রনিন্দায়ে যে গোবিপ্রাদিঘাতিনঃ ॥

(শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত, ২য় খণ্ড, ৩০শ শ্লোক)

যে দৈত্যগণকে শাস্ত্রে গো-বিপ্রাদিঘাতী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, সেই কংসাদি দৈত্য যে সাযুজ্য-মোক্ষ লাভ করিয়াছে, সেই মোক্ষকে কিরূপে প্রাপ্য বলা যায়?

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ প্রকটরূপে মোক্ষাভিসন্ধিরহিত ধর্ম্মকেই ভাগবতধর্ম্ম বা শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম বলিয়াছেন। যাহা সকামভূতে দয়াবিশিষ্ট সাধুগণের ধর্ম্ম, তাহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মুক্তিকামনার কোন অভিসন্ধি নাই।

"'প্র'-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি কৈতবং নিরস্তমিতি।"

(শ্রীমদ্ভাগবত ১।১।২ শ্লোকের শ্রীধরস্বামি-টীকা)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীমদ্ভাগবতে সেই বিচারানুসারে মোক্ষকামনাকে সর্ব্বপ্রধান 'কৈতব' অর্থাৎ কপটতা বলিয়াছেন,—

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব ॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ১।৯০, ৯২)

অজ্ঞানান্ধকারের নাম—কৈতব। সেই অজ্ঞানান্ধকার বা কৈতব চারি প্রকার—(১) ধর্ম্ম অর্থাৎ পুণ্যের কামনা, (২) অর্থের কামনা, (৩) স্ত্রীপুত্র-পরিজন বা ভোগসুখের কামনা ও (৪) মোক্ষের কামনা। এই চারি প্রকার কৈতবের মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছাই সর্ব্বপ্রধান কৈতব। কারণ, ইহা হইতে কৃষ্ণভক্তি অন্তর্হিত হয়। ধর্ম্ম, অর্থ বা কামবাঞ্ছার অসারতা ও তুচ্ছতা সাধারণ লোকেও বুঝিতে পারে; কিন্তু মুক্তিকামনা যে চেতনের বৃত্তির ধ্বংস-সাধন করে, ইহা পণ্ডিত ব্যক্তিও বুঝিতে পারেন না। শুদ্ধভক্তিধর্ম্মে এই মোক্ষ-কামনাকে ভোগকামনা হইতেও অধিক নিন্দা করা হইয়াছে। ভোগকামনার দ্বারা চেতনের বৃত্তি সাময়িকভাবে আবৃত হয়, কিন্তু মুক্তি-কামনায় নিত্য সেব্য-সেবকভাব বিলুপ্ত হয় বলিয়া তাহা

আত্মহত্যাতুল্য অর্থাৎ চেতনের নিত্যবৃত্তি যে ভগবানের সেবাপ্রাপ্তি, তাহা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ভুক্তি ও মুক্তিকে পিশাচী জ্ঞান করিয়া শুদ্ধভক্ত তাহা হইতে দূরে থাকেন; কেননা, ভুক্তি ও মুক্তি উভয়ই ভক্তির বাধক। কিন্তু কোন কোন সময় ঐকান্তিক শুদ্ধ-ভক্তকেও সৎসঙ্গ-কামনা এবং সংসার হইতে নিবৃত্তি ও সাযুজ্যাদি মুক্তির অভিলাষ করিতে দেখা যায়। পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণে স্বাভাবিক অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহারা শুদ্ধভক্তোত্তম। সেই পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠিরও ঐশ্বর্য্য অভিলাষ এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকট রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবার জন্য অনুমোদন প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীনারদ শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিয়া জানাইলেন যে, "পারমেষ্ঠ্যাভিলাষী যুধিষ্ঠির রাজসূয়যজ্ঞের দ্বারা আপনার সেবা করিতে অভিলাষ করিয়াছেন; আপনি তদ্বিষয়ে অনুমোদন করুন।"

যে শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য পারমেষ্ঠ্যপদ (ব্রহ্মার ঐশ্বর্য্য ও পদকেও) শুদ্ধভক্তগণ তুচ্ছ জ্ঞান করেন, যে যজ্ঞাদি কর্ম-কাণ্ড ভক্তগণের নিকট আদৃত নহে, শুদ্ধভক্তশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মহারাজ কেন সেইরূপ ঐশ্বর্য্য অভিলাষ করিলেন? কেনই বা রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রতি অধ্যবসায় প্রদর্শন করিলেন? ইহা কি তাঁহার ভক্তি ব্যতীত অন্যাভিলাষ বা ভোগৈশ্বর্য্য-কামনা নহে?

'পারমেষ্ঠ্য'-পদ বলিতে সাধারণতঃ ব্রহ্মার লোক অর্থাৎ সত্যলোকের সম্পত্তি বুঝায়। কিন্তু এ স্থানে 'পরমেষ্ঠী'-শব্দের অর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠপতি শ্রীকৃষ্ণ। পৃথুকোপাখ্যানে শ্রীকৃষ্ণ 'পরমেষ্ঠী' নামে অভিহিত হইয়াছেন (ভাঃ ১০।৮১।১০)। অতএব 'পারমেষ্ঠ্য'-শব্দে বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্য। যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে বারকার ন্যায় বিপুল-বৈভব অভিলাষ করিয়াছিলেন—তাহা নিজে ভোগ করিবার জন্য নহে, শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য ঐরূপ কামনা করিয়াছিলেন। কারণ শ্রীল রূপগোস্বামীর উক্তি (ভাঃ ১১।২।৩৬) হইতে জানা যায় যে, দেবতাগণের বাঞ্ছনীয় রাজলক্ষ্মীও শ্রীকৃষ্ণগতচিত্ত শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজের প্রীতি সম্পাদন করিতে পারে নাই। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির যেমন অন্ন ব্যতীত মালা-চন্দনাদি অন্য ভোগ্য-বস্তুতে চিত্ত প্রসন্ন হয় না, শ্রীযুধিষ্ঠিরেরও সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি যেরূপ চক্ষুর দ্বারই অন্যজনের অগোচর সম্পত্তিসমূহ অভিলাষ করে—এক মুহূর্ত্তও চক্ষু মুদ্রিত করিলে তাহার নিকট সেই সকল সম্পত্তি নিরর্থক হয়, শ্রীকৃষ্ণই যাহাদের একমাত্র জীবাতু ও পতি, সেইরূপ শুদ্ধভক্তের অবস্থাও তদ্রূপ। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্যই কখন কখন ঐশ্বর্য্যাদি অভিলাষ করেন। শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত না হইলে ঐ সকল সম্পত্তিকে তাঁহারা নিরর্থক মনে করিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরুক্মিণীদেবীকে বলিয়াছিলেন,—"তুমি ভক্তি-মাত্র অভিলাষী হইয়া আমার নিকট যে যে কাম্যবস্তু কামনা করিতেছ, আমাতে একান্ত ভক্তিমতী তোমার সেই সকল সর্ব্বদাই আছে" (ভাঃ ১০।৬০।৫০)। শ্রীরুক্মিণীদেবীর যে-কাম্যবস্তুর কামনা, তাহা শ্রীকৃষ্ণেরই সেবার জন্য। শ্রীশচীমাতা যে ষষ্ঠীপূজা করিয়াছিলেন, তাহা নিজের সুখ-ভোগের জন্য নহে—তদ্দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরে তাঁহার প্রীতি-পরাকাষ্ঠা বা ঐশ্বর্য্যগন্ধহীন অপূর্ব্ব বাৎসল্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়। একমাত্র শ্রীভগবানই যেখানে সম্বন্ধ, তথায় যে-কোন কামনা শুদ্ধভক্তি বা প্রীতিতেই পর্য্যবসিত হয়। যে-স্থানে শ্রীভগবানে স্বাভাবিক সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাব, তথায় সমস্ত কামনাই ভুক্তি ও মুক্তিকাম বলিয়া গৃহীত হয়, তথায় নিষ্কামভাবও প্রচ্ছন্ন আত্মসুখকামনার অন্তর্গত; অধিক কি, শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিব্যতীত রাগে গোপীগণের নিজদেহের প্রতি যে প্রীতি, তাহাও প্রেম অর্থাৎ কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সেবার উদ্দেশ্যে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সচ্চিদানন্দ দেহ উপভোগ করিয়া সুখী হইবেন, এজন্য তাঁহারা দেহের মার্জ্জন-ভূষণাদি করিয়া থাকেন।

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত।
সেহো ত' কৃষ্ণের লাগি, জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈলুঁ আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁ'র ধন, তাঁ'র এই সম্ভোগ-কারণ॥
এদেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন-ভূষণ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৮১-১৮৩)

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৮৪, আদিপুরাণবাক্য)

যে গোপীসকল তাঁহাদের নিজ-শরীর কৃষ্ণের ভোগ্য

বলিয়া তাহাতে যত্ন প্রকাশ করেন, হে পার্থ, সেই গোপীগণ অপেক্ষা আমার প্রেমভাজন আর কেহই নাই।

শুদ্ধভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-সাধিকা ইচ্ছা ব্যতীত অন্য কোন কামনা করেন না,—ইহাই ভক্তের লক্ষণ। জগতে এই কথা জানাইবার জন্য শ্রীভগবান্ ভক্তগণের নিকট সময় সময় বরাদির কথা উত্থাপন করেন। শুদ্ধভক্তগণ শ্রীভগবানের প্রলুব্ধ প্রলোভনেও শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি ব্যতীত অন্য বর প্রার্থনা না করিয়া দেখান যে, ভক্তগণ কখনও অন্যাভিলাষী নহেন—তাঁহারা কেবল সেবাভিলাষী।

এইজন্যই শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—

ত্বত্তো লব্ধপ্রশ্রয়োঽহমজিত কামেষ্বচোদয়ং।
ভবান্ সংসারবীজেষু হৃদ্গ্রন্থিষু প্রভো॥
(ভাঃ ৭।১০।৩)

হে প্রভো, আপনি ভক্তের লক্ষণ জিজ্ঞাসু হইয়া হৃদয়ের গ্রন্থি এবং সংসারের বীজস্বরূপ কামে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন!

মহাভক্তগণ প্রার্থনা না করিলেও তাঁহাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণসেবার অনুকূল সম্পত্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, যদি ভগবান্ সেই সম্পত্তি দান না করেন, তাহা হইলে সেই না দেওয়ার নিমিত্তও তাঁহাদের প্রীতির উল্লাস হইয়া থাকে; আর যদি সেইরূপ সম্পত্তি দান করেন, তবে সেই দেওয়ার জন্যও তাঁহাদের প্রীতির উল্লাস হয়। শ্রীরামবিপ্রের চরিত্র ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ ধন-দান করেন নাই দেখিয়া শ্রীরামবিপ্র বলিয়াছিলেন,—"ধন পাইলে আমি অতিশয় প্রমত্ত হইয়া পড়িব, তাঁহাকে আর স্মরণ করিব না, এই বিচার করিয়াই পরমকারুণিক শ্রীকৃষ্ণ আমাকে অল্প ধনও দান করেন নাই।" তাহার পর যখন দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছেন, তখন তিনি বলিলেন,—"আমি দুর্ভাগা, আমার এই সম্পত্তিলাভের কারণ মহা-ঐশ্বর্য্যশালী শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমার সখা শ্রীকৃষ্ণ কিছু না বলিয়াই মেঘের মত অসাক্ষাতে যাচ্ঞাকারীকে প্রচুর দান করেন। কারণ তিনি ইহলোকে ও পরলোকে নিজ-ভক্তবৃন্দকে উপভোগ্য ভোগ করাইয়া থাকেন। জন্মে-জন্মে তাঁহার সহিত আমার সৌহার্দ্য, সখ্য, মৈত্রী ও দাস্য হউক। শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তগণের সহিত আমার প্রকৃষ্ট সঙ্গ হউক।"

শ্রীমদ্ভাগবতে মুনিগণ শ্রীসূতোক্তিং মহারাজকে বলিয়াছেন যে, পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণের সখীপ্য লাভ করিবার জন্য রাজ-কিরীটসজ্জিত সার্ব্বভৌম-সিংহাসন অক্লেশে ত্যাগ করিয়াছেন। যে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য মুক্তি শ্রীভগবান্ প্রদান করিতে চাহিলেও শুদ্ধভক্তগণ গ্রহণ করিতে চাহেন না, পাণ্ডবগণ সেই সামীপ্যমুক্তির জন্য কেন লালায়িত হইলেন? অতএব তাঁহাদিগকে কি করিয়া শুদ্ধ-ভক্ত বলা যায়?

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু ইহার উত্তরে বলেন যে, পাণ্ডব-গণের শ্রীকৃষ্ণবিরহে আধিভৌতিক সর্ব্বজ্ঞতা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইলেও তাহাতে অতৃপ্ত হইয়া তাঁহার সামীপ্যলাভ এবং সামীপ্য-প্রাপ্তির বিষয়ক সংসারবন্ধন-ছেদক প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মাতা-পিতার স্নেহ সন্তানগণের একমাত্র সুখের নিদান। সেই স্নেহ লাভ করিয়া অতিশয় সুখী সন্তানগণ যদি দৈবাৎ বহু-দূরে অবস্থান করিতে বাধ্য হয়, তবে তাহারা মাতাপিতার নিকট আসিবার জন্য যেরূপ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণের সামীপ্যপ্রাপ্তির জন্য শ্রীযুধিষ্ঠিরাদির ব্যাকুলতাও তদ্রূপ হইয়াছিল। অন্যান্য ব্যক্তিগণ সংসারদুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য সামীপ্যমুক্তি বাঞ্ছা করেন; যুধিষ্ঠিরাদির সেইরূপ দুঃখের লেশমাত্রও ছিল না। তাঁহারা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণদেবানন্দে নিমগ্ন ছিলেন। তথাপি অতিশয় প্রীতিবশে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিসাক্ষাৎকারের জন্য সামীপ্যমুক্তি বাঞ্ছা করিয়াছিলেন।

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি হইতেও প্রমাণিত হয় যে, ভক্তগণ কখনও যদি মুক্তির বাঞ্ছা করেন, তাহাও ভগবৎ-সেবালাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াই করিয়া থাকেন। শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবকে বলিয়াছিলেন,—"হে নৃসিংহদেব! আপনি কবে প্রীত হইয়া আপনার পাদমূলে আমাকে আহ্বান করিবেন? শ্রীনৃসিংহদেব যে বর দিতে চাহিলেন, বালক শ্রীপ্রহ্লাদ সেই সমুদয় বরকে ভক্তিযোগের অন্তরায় জানিয়া 'প্রভু অদ্য আমাকে প্রলুব্ধ করিয়া আমার বুদ্ধি পরীক্ষা করিতেছেন' এইরূপ বিচার করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবকে বলিয়া-ছিলেন,—"ভগবদ্‌বিদ্বেষের দ্বারা যাহারা সকলকে ত্রাস করে, এরূপ অসুরগণের মধ্যে আমি নিক্ষিপ্ত হইয়াছি; অতএব আপনার বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া এই প্রার্থনা করিতেছি—কখন আপনি আমাকে আপনার সমুখে আহ্বান করিবেন?"

শ্রীপ্রহ্লাদই শ্রীভগবানকে বলিয়াছিলেন,—"হে প্রভো! নরত্ব সহস্র যোনির মধ্যে যখন যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সকল জন্মেই যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে অচলা ভক্তি থাকে।" শ্রীবসুদেবও বলিয়াছিলেন,—"আমি পূর্ব্বেই পুত্রার্থী হইয়া মুক্তিদাতা শ্রীঅনন্তকেই পূজা করিয়াছি। দৈবী মায়াতে মোহিত হইয়া মুক্তিলাভের জন্য তাঁহার পূজা করি নাই।" শ্রীবসুদেব যে বিবিধ দুঃখ ও ভয় হইতে মুক্তিলাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা ভোগের বিঘ্নকারক দুঃখ বা ভয় নহে। কারণ বিশুদ্ধসত্ত্ব শ্রীবসুদেবের নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিরূপ ভোগের কোন ব্যাপার নাই। সুখ, দুঃখ, ভয় বা ব্যাকুলতা সমস্তই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশেই তাঁহাতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদই তাঁহার নিকট দুঃখ এবং ব্রহ্মশাপে যদুবংশ ধ্বংস হইলে ভবিষ্যতে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ হইবে—এই আশঙ্কাই তাঁহার ভয়। এই জন্যই শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—"যে তু তৎপরিকর-বিশেষাভিমানিনস্তে খলু তত্তৎপ্রীতিবিশেষোৎকণ্ঠিতা যদা তদা তত্তৎসেবাবিশেষেচ্ছয়া প্রার্থয়ন্ত এব তৎসামীপ্যাদিকম্। তৎপ্রার্থনা চ প্রীতিবিলাসরূপৈব। মুক্তাপি চ ভামিতি যথা এব।" (শ্রীতিসন্দর্ভ ৫১ অনুচ্ছেদ)

শ্রীভগবানের পরিকরবিশেষাভিমানী ভক্তগণ যখন দাস্য-সখ্যাদি প্রীতিবিশেষে উৎকণ্ঠিত হন, তখন সেবাবিশেষের অভিলাষে তাঁহারা শ্রীভগবানের সমীপে গমন করিতে ইচ্ছা করেন। সেই প্রার্থনা প্রীতিরই বিলাসরূপ, তাহাতে সংশয় নাই। উহা মুক্তিকামী ব্যক্তির প্রার্থনার ন্যায় নিজের সুখ বা স্বস্তির উদ্দেশ্যে নহে। সেই প্রার্থনা প্রীতিকেই পোষণ করিয়া থাকে। এজন্য তাহা শুদ্ধ ব্যতীত দোষ নহে।

শুদ্ধভক্তগণ শ্রীভগবদ্ধামে অবস্থান করিয়া তাঁহার সেবার জন্য সালোক্য, অতিমর্ত্য ঐশ্বর্য্যের দ্বারা তাঁহার সেবা করিবার জন্য সার্ষ্টি ও সমীপে থাকিয়া শ্রীভগবানের সুখবিধান করিবার জন্য সামীপ্যমুক্তি গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা 'সারূপ্যমুক্তি' অর্থাৎ ভগবানের ন্যায় চতুর্ভুজাদিরূপ লাভ হয়, সেইরূপ মুক্তি স্বীকার করিবেন কেন? শ্রীভগবানের ন্যায় রূপ স্বীকার করা কি 'অহং ব্রহ্মাস্মি' অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম—এইরূপ মতবাদবিশেষ নহে। তদুত্তরে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু বলিতেছেন,—"সারূপ্যন্তু সেবোপকারিত্বং শোভাবিশেষেণ। লোকেঽপি কিশোরবিগ্রহযুক্তিতিপতিপুত্রৈঃ সমানরূপবয়সঃ সেবকাঃ সংগৃহীতা দৃশ্যন্তে ন্যায্যন্তে চ লোকৈঃ।"

(শ্রীতিসন্দর্ভ ৫১ অনুচ্ছেদ)

শোভাবিশেষের দ্বারাই সারূপ্যের সেবোপকারিতা। শ্রীবৈকুণ্ঠেও শ্রীভগবানের নিত্য সেবকগণ শোভাবিশেষের দ্বারাই তাঁহার সদৃশ। এই পৃথিবীতেও দেখিতে পাওয়া যায় কিশোরমূর্ত্তি বিত্ত রাজপুত্র তাঁহার সমান রূপ ও বয়স-বিশিষ্ট সেবক সংগ্রহ করিয়া থাকেন। লোকেও সেইরূপ সেবকেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবান্ তাঁহার সমান রূপবিশিষ্ট সেবক প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হন; এজন্যই কোন কোন শুদ্ধভক্ত সারূপ্যমুক্তি প্রার্থনা করেন। তাঁহারা শ্রীভগবান্ হইয়া গিয়াছেন—এরূপ বিচার কখনও তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। শ্রীভগবানের মননমনোরঞ্জনের জন্য তাঁহাদের চতুর্ভুজাদি অপ্রাকৃত রূপ-স্বীকার। কেবলমাত্র সাযুজ্যমুক্তিতে শ্রীভগবানের সেবা বিলুপ্ত হয় বলিয়া কোন শুদ্ধভক্ত তাহা স্বীকার করেন না। অতএব যে মুক্তিতে প্রীতি বা ভক্তির অভাব, সেরূপ মুক্তিই ভক্তগণের পরিত্যাজ্য, আর যে মুক্তিতে শ্রীভগবানের সেবোল্লাস বৃদ্ধি হয়, সেই সকল মুক্তি ভক্তগণের পরিচর্য্যার জন্য তাঁহাদের অনুগমন করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত হইবার যোগ্যতা ও নিয়মাবলী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ-৩৮শ সংখ্যার পর]

৭৯। শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর সেবকানুসেবক হইতে না পারিলে শ্রীচৈতন্যমঠানুগ সেবক হওয়া যায় না, অর্থাৎ শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু যেরূপ পাণ্ডিত্য-পর্ব্বতে কোনও দস্যু-দলপতির অত্যধিক যত্ন, আদর, সম্মানাদি-প্রদর্শন ও আতিথেয়তার অভিনয় প্রভৃতি দর্শন করিয়াই দস্যুর অন্তরের অভিসন্ধি বুঝিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেইরূপ 'বুদ্ধিতে স্ফুরতি'

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর কৃপায় অভিজ্ঞ হইয়া শ্রীমঠসেবক অন্যান্য সেবক ও জগতের সহিত ব্যবহার করিবেন। উত্তম ভোজন, উত্তম আসন, সম্মান কিম্বা কোনপ্রকার প্রভুত্বের আশায় প্রলোভনে মুগ্ধ হইলে মঠ-সেবকের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া যাইবে; মনোধর্ম ও বিপুলিপ বাহ্যাহি-কল্যাণের কবলে কবলিত হইয়া পারমার্থিক জীবন হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে। সেবাবুদ্ধিযোগ জাগতিক বুদ্ধির ন্যায় চতুরতা-বিশেষ নহে। যিনি যতটা শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মে সতত সংযুক্ত হইয়া প্রীতির সহিত তাঁহাদের ভজন করেন, তিনি ততটা বুদ্ধিযোগ লাভ করিতে পারেন। সুতরাং জাগতিক বিদ্যাবুদ্ধি, পাণ্ডিত্য বা দক্ষতা সেবা-বুদ্ধিযোগের কারণ নহে। শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবে অহৈতুকী প্রীতি ও অন্যাভিলাষরহিতা সেবার উন্মুখ থাকিলেই অবিচ্ছিন্ন-ধারায় কৃপাবৃষ্টি হইতে থাকিবেই। সেই কৃপাই সেবা-বুদ্ধি-যোগ দান করিবে।

৮০। মোহ বা দ্বিতীয়াভিনিবেশ থাকিলে হরিভজন হয় না। সতত শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মে সংযুক্ত থাকিয়া প্রীতির সহিত নৈষ্কাঞ্চনবুদ্ধিযুক্ত-হৃদয়ে সেবা করিলে মোহ ও দ্বিতীয়াভিনিবেশ দূর হয়। অপরের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইতে হইবে না সত্য, কিন্তু সেজন্য সর্বদাই হৃদয়কে সন্দেহ বা সন্দেহযুক্ত করিয়াও রাখিতে হইবে না। সংশয়াত্মার কখনও হরিভজন হয় না। কুটিল ও সংশয়াত্মা ব্যক্তি সতী মাতা ও বেশ্যা উভয়ের প্রতিই সন্দেহ দৃষ্টি করিয়া থাকে; শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবকেও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি মৎসর। তাহার হৃদয়ে প্রীতি নাই। সর্বদা অবিশ্বাস, আধ্যক্ষিকতা ও যুক্তিবাদ হইতে সে নির্বিশেষবাদী হইয়া পড়ে। মোহগ্রস্ত হইয়া কেহ সম্প্রদায়ের ক্ষতি করিলে দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে কায়মনোবাক্যে তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইলে কোন্‌টি ভক্তি, কোন্‌টি অভক্তি তাহা বুঝা যায়।

৮১। মঠসেবক স্বপ্নেও মনে করিবেন না যে, তিনি মঠের প্রভু বা রক্ষাকর্তা; অন্যান্য সেবকগণ তাঁহার অধীন সেবক-ভক্ত ও তিনি তাঁহাদের সেব্য-ভক্ত বা তাঁহাদিগের অপেক্ষা উচ্চাধিকারী বলিয়াই তাঁহাকে সকল সেবকের নিয়ামকের (?) পদবী প্রদান করা হইয়াছে। সেই মুহূর্তে তিনি শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মকে অসম্যোক্ত প্রভু ও নিয়ামক না জানিয়া নিজেকে 'নিয়ামক' বলিয়া কল্পনা করিবেন, সেই মুহূর্তেই তিনি মঠসেবকের পদবী হইতে ভ্রষ্ট হইয়া প্রভুত্ব-কামী অপরাধী জীব বলিয়া পরিগণিত হইবেন। তাঁহাকে সর্বক্ষণ অন্তরে বাহিরে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের পদরেণুর অকপট অভিমান সংরক্ষণ করিতে হইবে। মঠসেবক যদি অন্য কোনও সেবককে কোনরূপ শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধ আচারের অনুষ্ঠান করিতে দেখেন, তখন তিনি নিজে আচরণ করিয়া সহানুভূতির সহিত অপরের আচার শোধন করিবার চেষ্টা করিবেন ও অসূয়ারহিত হইয়া তাহা শ্রীশ্রীগুরুবর্গের নিকট নিরপেক্ষভাবে নিবেদন করিবেন। যদি কোন গুরুতর রোগ হইয়া পড়ে, তবে তাহাকে গৌড়ীয়-হাসপাতালের শিক্ষাগুরু বৈদ্যগণের নিকট অচিরে প্রেরণ করিবেন। মঠসেবকের হৃদয়েও যদি কোন প্রকার অমর্ষ-ব্যাধি উপস্থিত হয়, তৎক্ষণাৎ তিনি চিকিৎসিত হইবার জন্য সচেষ্ট হইবেন। মঠসেবক বলিয়া তাঁহার চিকিৎসার প্রয়োজন নাই, কেবল অন্যান্য সেবকগণেরই চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা আছে, এরূপ কল্পনা যেন হৃদয়ে স্থান না পায়। প্রয়োজন হইলে মঠসেবক তথাকথিত সর্বাপেক্ষা নীচ সেবা করিবেন। মঠসেবক উচ্ছিষ্টপাত্র মার্জন, মঠের প্রণালিকা (ড্রেন) প্রভৃতি পরিষ্কারকরণ, বৈষ্ণবগণের সেবা, গো-সেবা, মঠ বাগানের সেবা, সমস্তই স্বহস্তে করিবেন। ঐ সকল সেবা অন্যান্য আজ্ঞাবাহী সেবকগণের কর্তব্য, তিনি কেবল আজ্ঞাকর্তা—এইরূপ বিচার যেন মুহূর্তকালের জন্যও হৃদয়ে স্থান না পায়। আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে অভিমান রাখিতে হইবে যে, আমরা শ্রীল প্রভু ঠাকুরের সেবকানুসেবক। যাহার হৃদয়ে সেইরূপ অভিমান নাই, তিনি শ্রীচৈতন্যমঠের চতুঃসীমানায় থাকিতে পারিবেন না। 'মোড়লী করিবার জন্য মঠসেবকের অভিনয়, মোড়লী করিতে না পারিলে স্বতন্ত্র-জীবনযাপন বা নির্জন-ভজন করিবার ইচ্ছা'—মায়ার দাস, তাহা শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সেবকের ধর্ম নহে।

৮২। মোহ নানা-আকারে উপস্থিত হয়। কেবল কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠার আকারেই যে মোহ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা নহে। তথাকথিত সদুপদেশ, এমন কি, তথাকথিত হরিকথা, তথাকথিত বৈরাগ্য, সাধুত্ব, দৃঢ়তা, অভিনয় শুষ্কভক্তি, বৈষ্ণবভক্তি প্রভৃতির আকারেও মঠ-বাসিগণের নিকট মোহ উপস্থিত হইতে পারে, এজন্য

সর্ব্বদা শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের চিত্তবৃত্তির সহিত সংযুক্ত থাকিতে হইবে। তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি ও বিচার-দ্বারা হইতে যাহাতে এক বিন্দুও ভ্রষ্ট না হই, তজ্জন্য ব্যক্তিগত যাবতীয় অভাভিলাষ, মনোধর্ম্ম, মত, মুক্তবুদ্ধির নামে মনোধর্ম্মে একগুয়েমী প্রভৃতি অনর্থসমূহ পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়কে সর্ব্বতোভাবে সেবোন্মুখ ও কৃপালাভোন্মুখ রাখিতে হইবে। হৃদয় হইতে মনোধর্ম্মের বিষ্ঠা-জল সম্পূর্ণরূপে বাহির করিয়া না দিলে তথায় শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের চিত্তবৃত্তির সুনিষ্কাম-স্বর্গঙ্গা প্রবাহিতা হইবেন না। আত্মনিক্ষেপের অর্থই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায়—

গোপীনাথ, আমি ত' দুরন্ত অতি।
কিসে ভাল হয়, কভু না বুঝিনু,
তাই হেন মম গতি।
গোপীনাথ, তুমি ত' পণ্ডিতবর।
মূঢ়ের মঙ্গল, তুমি অন্বেষিবে,
এ দাসে না ভাব পর॥
গোপীনাথ, সকলি তোমার মায়া।
নাহি মম বল, জ্ঞান সুনির্ম্মল,
স্বাধীন নহে এ কায়া॥
গোপীনাথ, নিয়ত চরণে স্থান।
মাগে এ পামর, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
করহে করুণা দান॥

—এইরূপ চিত্তবৃত্তি থাকিলে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের চিত্তবৃত্তির সহিত সংযুক্ত থাকা যায়। এই সকল কথা কেবলমাত্র মুখে বলিলে হইবে না, যদি অন্তর সর্ব্বক্ষণ এইরূপ আত্মনিক্ষেপের ভাবে বিভাবিত থাকে, তবেই মোহ আসিয়া গ্রাস করিতে পারে না।

৮৩। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সেবক কখনও মানসিক কল্পনাকে ভক্তিসিদ্ধান্ত মনে করিবেন না। সেবা-বিমুখ, ভোগস্বভাব-গ্রস্ত দুর্ব্বলমস্তিষ্ক নানাপ্রকার উদ্ভট কল্পনার কারখানা-বিশেষ। ইহা হইতে অনেক মতিচ্ছন্ন সৃষ্টি হয়। নূতন নূতন অবতার, নূতন নূতন পঞ্চতত্ত্ব, ষট্‌তত্ত্ব, জয় জয় মহাপ্রভু, মহা-মহা-প্রভু, মহা-নাম, মহা-ধ্বনি-মন্ত্র, মহা-চৈতন্যভাগবত, মহাগুরুবাদ, মহা-গৌরবাদ, নিতাই-রাধা, গৌরশ্যামবাদ প্রভৃতি অসংখ্য বিকৃতমস্তিষ্ক-জাত মতবাদ জগতে প্রকাশিত হয়। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সেবক কখনও এইরূপ অচৈতন্য মনোধর্ম্মের চতুঃসীমানায় গমন করিবেন না। সতত সেবোন্মুখ থাকিলে পূর্ব্বগুরুবর্গের শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত স্বতঃই হৃদয়ে প্রকাশিত হইবেন। উহাতে কোন প্রকার কল্পনার আরোপ করিতে হইবে না। অথবা পূর্ব্ব গুরুবর্গের আনুগত্যের নাম করিয়া, কিম্বা—"অবিরত অবিকল, তুয়া গুণ কল কল" শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ের এই উক্তির বিকৃত অর্থ করিয়া "যো সম পতিত নাই, ত্রিভুবনে দেখ চাই, অতএব পাপহর-নাম ধর। অতএব বড় দুঃখী, নাথ মোরে কর সুখী"—এই সকল পদের মধ্যে "অতএব-পাপহর" স্থানে যদি "এ অধম-পাবন" বা "অতএব বড় দুঃখী" স্থানে "এ অধম বড় দুঃখী" বলা যায়, তাহা হইলে "সর্ব্বনাশ হইল"—"অবিরত অবিকল" শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের এই আদেশ অমান্য করা হইল, কেহ এইরূপ বিচার করিলে তাহা অতিবাড়ীর আনুগত্য বা অবৈধ-ধর্ম্মোন্মত্ততা (Fanaticism) ব্যতীত আর কি? "পাই যেন সতের সমাজে" এই পদটি ছাড়িয়া দিয়া "অবিরত অবিকল" শব্দের বিকৃত অর্থ করিলে তাহা মনোধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইবে। শ্রীগুরুবর্গের বা সাধুগণের সমাজে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নাম, গুণ অনুক্ষণ অবিকৃতভাবে সুকীর্ত্তন করিতে হইবে।

৮৪। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সেবক কি করিয়া শ্রীমধুসূদনের পদযুগলে ব্যসনার্দ্দন তীব্র-রতিরাস উৎপন্ন হইবে তদ্বিষয়ে তীব্র দৃষ্টি রাখিবেন। কেবল যন্ত্রের মত দৈনিক কার্য্যনির্ব্বাহ-মাত্র করিয়া নিশ্চিন্ত ও পরিতৃপ্ত হইয়া দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন কাটাইয়া দিলে হইবে না। মহাভাগবতের পরিচর্য্যার ফল শ্রীমধুসূদনের শ্রীপাদপদ্মে অনর্থ-বিনাশন তীব্র রতিরাস। সেই রাসোৎসবই জীবের জীবনের চরম প্রয়োজন। অহর্নিশ—অন্ততঃ প্রহর সেই রাসোৎসবে অভিসারের জন্য চিত্ত ব্যাকুল থাকিবে—এজন্য অহর্দ্দশা উপস্থিত হইবে। সেই অহর্দ্দশার মধ্যে যে শ্রবণ, কীর্ত্তন তাহাই নিত্যমঙ্গলসাধক। মহাভাগবতগণের সেবায় সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণ শ্রীধ্রুব এইরূপ (ভাঃ ৪।৯।১২) বলিয়াছেন,—

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্যং
যে চাদ্যঃ সুতসুহৃদ্‌গৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ-
সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ॥

হে পদ্মনাভ! যাঁহারা ভবদীয় পাদপদ্ম-সৌরভ-পুলুচিত সাধুগণের সঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহারা এই অভিপ্রিয় মর্ত্য শরীর এবং ইহার অনুগত সুত, গৃহ, সুহৃৎ, বিত্ত এবং পত্নী—এই সকলের স্মরণ করেন না। ইহা লোক-দেখাইবার জন্য বা প্রতিষ্ঠাদি-প্রাপ্তির আশায় আনুষঙ্গিক চেষ্টামাত্র হইলে উহাকে মহাভাগবত-সেবার সিদ্ধির লক্ষণ বলা যাইবে না, অথবা যদি মহাভাগবতের প্রকৃত সেবার অভিনয় করিয়াও ঐরূপ লক্ষণ দূর না হয় অর্থাৎ নিজ দেহ বা দেহানুগত বস্তুর প্রতি বিস্মৃতি ও শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দে অবিস্মৃতি এবং তীব্র-রতিরাস উদিত না হয়, তবে দুরন্ত বৈষ্ণবাপরাধ রহিয়াছে জানিতে হইবে: ঐ অপরাধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য পূর্ণ আত্মনিক্ষেপ ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। প্রীতি না হইলে আত্ম-নিক্ষেপ হইতে পারে না। যুক্তির দ্বারা কখনও বাসনা ক্ষীণ হয় না। এইজন্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

হরি, হরি, কবে মোর হবে হেন দিন।
বিমল বৈষ্ণবে, রতি উপজিবে,
বাসনা হইবে ক্ষীণ॥
অন্তর বাহিরে সম ব্যবহার,
অমানী মানদ হ'ব।
কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে, শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে,
সতত মজিয়া রব॥
এ দেহের ক্রিয়া, অভ্যাসে করিব,
জীবন যাবত লাগি।
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে অনুকূল যাহা,
তাহে হব অনুরাগী॥
ভজনের বাধা প্রতিকূল তাহা
দৃঢ়ভাবে তেয়াগিব।
ভজিতে ভজিতে সময় আসিলে,
এ দেহ ছাড়িয়া দিব॥

বিমল বৈষ্ণবে রতির উদয় হইলে বাসনা ক্ষয় হয়। মাংসচক্ষু সর্ব্বদাই বৈষ্ণবকে মাংসময় দর্শন করিতে চাহে। কিছুতেই বৈষ্ণবে অহৈতুকী শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিতে পারে না—বস্তুতঃ বৈষ্ণবের চরণে আসক্তি না হইলে জড়াসক্তি ছেদনের অন্য কোনই উপায় নাই। বাহ্যাকৃতি-দর্শনের আসক্তি জড়াসক্তি মাত্র, তাহা প্রীতি-পদবাচ্য নহে।

শ্রীবৈশাখব্রত ও শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগবর, শ্রীশ্রীগৌড়-ব্রজজন, পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার পূর্ব্ব হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান পূর্ব্বক স্নিগ্ধ ও শুশ্রূষু ভক্তমণ্ডলীর নিকট অনুক্ষণ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন, শ্রীমঠবাসি-গণকে সর্ব্বক্ষণ অন্যাভিলাষরহিত অনন্য শ্রীহরিভজনের প্রেরণা দান করিয়া আত্মোন্নতি লাভের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন।

তাঁহার আদেশানুসারে শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রত্যেক শুদ্ধভক্তিসম্প্রদায়ে বৈশাখব্রতসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিপালিত হইতেছে। শ্রীগঙ্গার সেবা, শ্রীগঙ্গাস্নান, শ্রীতুলসীর সেবা, শ্রীতুলসীকে জলদান, শ্রীতুলসীর উপর সুশীতল জলধারা-অভিষেক, শ্রীবিগ্রহের শ্রীচরণে শ্রীচন্দনাভিষেক, পুষ্পাভিষেক, সুশীতল পানীয়, স্নিগ্ধ-দ্রব্য ও ফলাদি ভোগদান এবং প্রসাদে ভোগবুদ্ধি বা ত্যাগবুদ্ধি না করিয়া বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, অতিথি প্রভৃতিকে বিতরণ, নিত্য শ্রীধাম-পরিক্রমা, সংকীর্ত্তন, সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ-প্রণতি, প্রীতির সহিত শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা, শ্রীহরিবাসর, শ্রীরামনবমী, শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশীতে অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনমুখে উপবাস, শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের আবির্ভাবতিথিতে তাঁহাদের চরিত্রানুশীলন প্রভৃতি শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক শিক্ষা-দান করিতেছেন। শ্রীধাম-সেবার নামে ধামভোগের দুর্ব্বাসনা প্রচ্ছন্নভাবে যাহাতে কাহারও হৃদয়ে

স্থান না পায়, তজ্জন্য তিনি ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ সকলকেই যথোচিত উপদেশ ও কৃপাশাসন করিয়া তাঁহাদের প্রতি অযাচিত করুণা বিতরণ করিতেছেন।

শ্রীহরিকথায় রুচিই শ্রীহরিভজনের মূল। হরিকথায় রুচি ব্যতীত কর্ম্মকুশলতা ও জ্ঞানবীরত্বের কোনও মূল্য নাই। আবার হরিকথায় রুচির নামে অলসতা ও হরিসেবাবিমুখ-স্বার্থে উদাসীনতা, অন্যমনস্কতা, অমনোযোগ, বিস্মৃতি প্রভৃতিও তমোগুণের লক্ষণ। রুচি না হইলে শ্রবণ হয় না। শ্রবণ না হইলে অনর্থ বিদূরীত হয় না। শ্রবণ-কীর্ত্তন সাক্ষাদ্‌ভক্তি—স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে—আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির বিচার করিয়াছেন। স্বভাবতঃ ভক্তিস্বরূপিণী না হইয়াও যে-সকল কর্ম্মাদি ভগবানে অর্পণহেতু ভক্তিত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাই আরোপসিদ্ধা ভক্তি। জ্ঞানকর্ম্মাদি যে-স্থানে ভক্তির সঙ্গে থাকিয়া ভক্তির সেবা করিতে করিতে ভক্তিত্ব লাভ করে, তথায় তাহাদিগকে 'সঙ্গসিদ্ধা' ভক্তি বলা হয়; আর বিষ্ণুর শ্রবণাদি নবধাভক্তি—স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি। আরোপ-সিদ্ধা ও সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি শুদ্ধভক্তিমাত্রকামা হইলেই জীবের চরম-মঙ্গলোদয় হয়। হরিকথায় যাহার রুচি নাই, সে পশু অথবা পশু হইতেও অধম পশুঘ্ন ব্যাধ। পশুঘ্ন ব্যাধের জীবন ভয়াবহ, তাহার জীবিত থাকিয়া বা মরিয়া কোন প্রকারেই সুখ নাই—"ব্যাধ যা জীব যা মর" (ভক্তি-সন্দর্ভ, ২৫২ অনুচ্ছেদ)। ব্যাধ বাঁচিয়া থাকিলে হিংসা করে, আর মরিলেও হিংসার ফলে অনন্ত নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে। পশুঘ্ন ব্যাধ মৃগাদি পশুর সৌন্দর্য্যাদিগুণের গণনা না করিয়া হিংসাই করিয়া থাকে। যাহাদের হরিকথায় রুচি নাই, তাহাদের বাঁচিয়া লাভ নাই, মরিলেও নরক-যন্ত্রণা, অতএব তাহাদের জীবন ভয়াবহ।

"যতো ভক্তিরধোক্ষজে" বাক্যে শ্রীমদ্ভাগবত যে অধোক্ষজে ভক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহা শ্রীহরিকথা-শ্রবণাদিতে রুচি—ইহাই শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর সিদ্ধান্ত —"তৎকথাশ্রবণাদিষু রুচিঃ" (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ৩য় অনুচ্ছেদ)।

শ্রীচন্দনযাত্রা

গত ১৬ই বৈশাখ শ্রীঅক্ষয় চন্দনযাত্রা-দিবস শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যেক শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠানে শ্রীবিগ্রহের শ্রীচরণে শ্রীচন্দনাভিষেক ও শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্দির-সরোবরে শ্রীগৌর-পার্ষদগণের অনুষ্ঠিত শ্রীচন্দনযাত্রা-লীলাপাঠের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। "গৌড়ীয়" ৭ম বর্ষ ৩৯ সংখ্যায় প্রকাশিত "শ্রীচন্দনযাত্রায় শ্রীল প্রভুপাদ" প্রবন্ধ পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যারত্নের দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীল তীর্থগোস্বামি-মহারাজ প্রতি রবিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীনামহট্ট-প্রবণ-সদনে সাধারণ-সভায় অভিভাষণ প্রদান করিতেছেন। "বর্ত্তমান জগতের প্রগতি কোন্ দিকে?" তাঁহার এই অভিভাষণটী বিশেষ শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল।

শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে ও শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অনুজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া বৈশাখমাসে শ্রীমদ্ভাগবতবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন।

প্রত্যেক শুদ্ধভক্তিসভাগারে বৈশাখ-মাসে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাদেশানুসারে প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও অপরাহ্ণে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বিভিন্ন সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে।

শ্রীজাহ্নবাদেবীর আবির্ভাবোৎসব

গত ২২শে বৈশাখ শ্রীজাহ্নবাদেবীর আবির্ভাব-তিথিতে জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তগণের নিকট শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীযোগপীঠের নাতিদূরে প্রবাহিতা শ্রীগঙ্গায় ভক্তগণ-সমভিব্যাহারে গমন করিয়া শ্রীজাহ্নবীস্নান করেন। শ্রীধাম-মায়াপুরবাসী মঠস্থ, গৃহস্থ ও "শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট"এর শিক্ষক, পণ্ডিত ও বহু ছাত্র শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে শ্রীগঙ্গা-স্নান করিতে করিতে শ্রীবিষ্ণুপাদোদ্ভবা শ্রীজাহ্নবীদেবীর নিকট শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণনামপ্রভুর শ্রীচরণে শুদ্ধা ভক্তি প্রার্থনা করেন। শ্রীজাহ্নবী ক্রমশঃই শ্রীযোগপীঠের সন্নিকটে আসিতেছেন। মনে হয়, কিছুকালের মধ্যেই তিনি পূর্ব্বের ন্যায় শ্রীগৌরগৃহের শ্রীপাদদেশ বিধৌত করিয়া প্রবাহিতা থাকিবেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে শ্রীযোগপীঠের শ্রীগঙ্গার ঘাটে বৈষ্ণব, অধ্যাপক ও ছাত্রগণের গঙ্গাস্নান-লীলাদর্শনে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের সময়ের লীলার স্মৃতি সহজেই উদ্দীপ্ত হয়।

যাঁহারা নিত্যকাল শ্রীনাম গ্রহণ করেন, শ্রীহরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করেন, সেইরূপ বৈষ্ণবগণের গঙ্গা-

স্নানাদির প্রয়োজনীয়তা কি ? শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ "ভোঃ স্নান তুচ্ছং নয়ঃ" (পদ্যাবলী ৭৯) বাক্যে ঐ এই সিদ্ধান্তই জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন, —"যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ" ইত্যাদৌ শ্রুতয়োঽপি স্নানাদিকমাচরন্তি। তৎকথং শ্রীমন্নারদব্যাসাদি-সংপরম্পরাচারগৌরবাদেব। অন্যথা তদতিক্রমেঽপ্যপরাধঃ স্যাৎ। তে চ তথা মন্যন্তে লোকস্য কদর্য্যবৃত্ত্যাদি-নিরোধায়ৈব স্নাপিতবন্ত ইতি জ্ঞেয়ম্। (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৭৩ অনুচ্ছেদ)।

'যিনি পুণ্ডরীকাক্ষের স্মরণ করেন, তিনি বাহ্য ও অভ্যন্তরে শুচি হইয়া থাকেন'—ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতিগণ হইয়াও ভক্তগণ পুনরায় যে স্নানাদির আচরণ করেন, তাহা কেবলমাত্র শ্রীনারদ, শ্রীব্যাস প্রভৃতি সজ্জনগণের প্রবর্ত্তিত আচারের গৌরব-রক্ষার্থে জানিতে হইবে। অন্যথা তাহার লঙ্ঘনেও অপরাধ হয়। যেহেতু লোকের কদাচারপ্রবৃত্তির নিবারণার্থই তাঁহারা ঐরূপ নিয়ম বিধান করিয়াছেন।

পাপাচারে দৃঢ়নিশ্চয় ব্যক্তিগণ গঙ্গাস্নানের বলে অধিকতর পাপে প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ পুণ্যের দ্বারা পাপের বিনাশ করিবার অভিসন্ধিমূলে পুনঃ পুনঃ পাপাচরণ করিয়া থাকে। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবে অপ্রাকৃত-শ্রদ্ধারহিত হইয়া তখনও বা তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়া সলিলে তীর্থবুদ্ধি করিবার অভিনয় প্রদর্শন করে। শুদ্ধভক্তগণ এই দুই প্রকার বিচার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তাঁহারা ভক্তিবলে পাপপ্রবৃত্তিরূপ অপরাধ অথবা শুদ্ধভক্তে শ্রীতিরহিত হইয়া গঙ্গাতে জলবুদ্ধি করিয়া তাহাতে তীর্থবুদ্ধির আরোপ করেন না। এই দুই শ্রেণীর ব্যক্তিই অপরাধী ও লোকধর্ম্ম বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে। যে বিষ্ণুপাদোদ্ভবিনী গঙ্গাকে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত শ্রীশিব মস্তকে ধারণ করিয়া 'শিবস্বরূপ" অর্থাৎ মঙ্গলময় হইয়াছেন, সেই শ্রীগুরুচরণামৃতকেই শুদ্ধভক্তগণ শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবে সুনির্ম্মলা শ্রীতিলাভের জন্য মস্তকে ধারণ করেন। কর্ম্মীর ন্যায় প্রাকৃত পুণ্যকামী, যোগীর ন্যায় দেহারামী বা জ্ঞানীর ন্যায় চিত্তশুদ্ধি-মাত্রকামী হইয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ শ্রীগঙ্গাস্নানাদি করেন না। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে যে বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই বিচারের অনুগমনে, অর্থাৎ কেবলমাত্র শ্রীনারদ-শ্রীব্যাসাদি মহাভাগবতগণের প্রবর্ত্তিত আচারের গৌরব-রক্ষা ও মহাজনগণের পদাঙ্কানুসরণে শুদ্ধভক্তি লাভের জন্য—শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণনাম-প্রভৃতে শ্রীতি লাভের জন্য তাঁহারা শ্রীগঙ্গা-স্নানাদি করিয়া থাকেন। শ্রীগঙ্গাস্নানাদি শ্রীহরিনাম ও শ্রীহরি-সেবার অনুকূল ভক্ত্যঙ্গ। এজন্যই শ্রীবাসপণ্ডিত স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী, শ্রীল ঈশ্বরপুরী প্রভৃতি সকলেই গঙ্গাতীরে বাস বা শ্রীগঙ্গাস্নানাদির লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইঁহারা গঙ্গাস্নানের জন্য বহু দূরদেশান্তর হইতে পদব্রজে আগমন করিতেন। কেহ কেহ স্ব-স্ব অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া আজীবন গঙ্গাতীরে বাসের চেষ্টা করিতেন। চট্টগ্রাম হইতে শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর, শ্রীহট্ট হইতে শ্রীজগন্নাথমিশ্র, শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি গঙ্গাতীরে বাস ও নিত্য গঙ্গাস্নানাদির জন্য শ্রীনবদ্বীপে আসিয়াছিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কথা অন্তরে জানিতে পারিয়া যে আনন্দের সহিত গঙ্গাস্নান করিয়াছিলেন, তাহা পুণ্যকামী কর্ম্মীর ন্যায় আচরণ নহে।

"সেই কালে বিদ্যানিধি, উঠিয়া অদ্বৈতরায়,
নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাস লঞা সঙ্গে, হুঙ্কার-কীর্ত্তন-রঙ্গে,
কেনে নাচে, কেহ নাহি জানে।
দেখি' উপরাগ ছলি, শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি',
আনন্দে করিল গঙ্গাস্নান॥"
(চৈঃ চঃ আঃ ১১।৯৯-১০০)

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু জনৈক পাষণ্ডী ছাত্রকে শ্রীনামের প্রতি অর্থবাদ করিতে শুনিয়া—

"সক্রোধে সঘনে গিয়া ধৈল গঙ্গাস্নান।
ভক্তির মহিমা তাহা করিল ব্যাখ্যান॥"
(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।৭৪)

শ্রীশচীমাতা যখন শ্রীগৌরসুন্দরের সুখের জন্য মহাপ্রভুর শ্রীপুরীধামে যাওয়ার কথা অনুমোদন করিলেন, তখন শ্রীশচী-মাতা বলিয়াছিলেন,—

"তুমি সব করিতে পার গমনাগমন।
গঙ্গা-স্নানে কভু তাঁ'র হবে আগমন॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৩।১৮৪)

শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীনবদ্বীপবাসী ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন,—

"কভু বা তোমরা করিবে নীলাদ্রি গমন।
কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গাস্নান॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৩।২০৮)

শ্রীল পরমানন্দ পুরী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন—

"পুরুষোত্তম দেখি' গৌড়ে যা'ব গঙ্গাস্নানে॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ৯।১৭১)

কেবল গঙ্গাস্নানের জন্য ইহারা দক্ষিণদেশ হইতে এত দূরে আসিতেন। যিনি 'প্রেমভক্তিকল্পতরুর মধ্যমূল' (চৈঃ চঃ আঃ ৯।১৬) সেই শ্রীপরমানন্দ পুরী প্রভুর আচরণ আমাদিগকে কি শিক্ষা দিতেছেন? শ্রীগৌরসুন্দরও যখন যে স্থানে যাইতেন, সে স্থানে গঙ্গা প্রবাহিতা থাকিলে অতি প্রেমভরে গঙ্গাস্নান করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীকৃষ্ণদাস বিপ্রের অনুরোধে মাঘস্নান উপলক্ষে সোরোক্ষেত্রে আসিয়া গঙ্গাস্নান ও প্রয়াগে আসিয়া মকরে গঙ্গাস্নান করিয়াছিলেন।

"সোরোক্ষেত্রে আসি' প্রভু কৈলা গঙ্গাস্নান।
গঙ্গাতীর-পথে কৈলা প্রয়াগে পয়ান।
এই মত চলি' প্রভু প্রয়াগ আইলা।
দশদিন ত্রিবেণীতে মকর-স্নান কৈলা॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ১৮।২১৪, ২২২)

শ্রীবাসাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের আচার সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বলিয়াছেন,—

"সেই নবদ্বীপে বৈসে পণ্ডিত শ্রীবাস।
যাঁহার মন্দিরে হৈল চৈতন্যবিলাস॥
সর্ব্বকাল চারি ভাই গায় কৃষ্ণনাম।
ত্রিকাল করয়ে কৃষ্ণপূজা, গঙ্গাস্নান॥"
(চৈঃ ভাঃ আঃ ২।১৯৬-৯৭)

শ্রীগৌরসুন্দরের অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপের আচরণ কি ছিল?—

"উষঃকালে বিশ্বরূপ করি' গঙ্গাস্নান।
অদ্বৈত-সভায় আসি' হয় উপস্থান॥"
(চৈঃ ভাঃ আঃ ৭।২৯)

স্বয়ং শ্রীগৌরহরি শ্রীগঙ্গার পূজা করিতেন—

"একদিন প্রভু চলিলেন গঙ্গাস্নানে।
তৈল, আমলকী চাহে জননীর স্থানে॥
'দিব্য-মালা, সুগন্ধি-চন্দন লেহ' মোরে।
গঙ্গাস্নান করি' চাও গঙ্গা পূজিবারে॥"
(চৈঃ ভাঃ আঃ ৮।১২৭-১২৮)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রাত্যহিক চরিত্র সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন—

"কতক্ষণে মহাপ্রভু করি' গঙ্গাস্নান।
আইলেন গৃহে ক্রীড়াময় ভগবান্॥
বিষ্ণুপূজা করি' তুলসীরে জল দিয়া।
ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া॥"
(চৈঃ ভাঃ আঃ ৮।১৬৫-১৬৬)

প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আশৈশব আচরণ সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন—

"শিশু হইতে দুই-তিন-বার গঙ্গাস্নান।
পিতৃ-মাতৃ-বিষ্ণু-ভক্তি বিনে নাহি আন॥"
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।৪৬)

শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি শ্রীগঙ্গাতীরে বাসের জন্য চট্টগ্রাম হইতে শ্রীনবদ্বীপ আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে; কিন্তু তিনি পাষণ্ডস্পর্শভয়ে গঙ্গাস্নান করিতেন না। শ্রীগঙ্গাদেবীর প্রতি তাঁহার কিরূপ ভক্তি ছিল তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবতকার এইরূপ জানাইয়াছেন—

"গঙ্গাস্নান না করেন পরস্পর-ভয়ে।
গঙ্গা দরশন করে নিশার সময়ে॥
গঙ্গায় যে-সব লোক করে অনাচার।
কুল্লোল, দন্তধাবন, কেশ-সংস্কার॥
এ সকল দেখিয়া পায়েন মনে ব্যথা।
এতেকে দেখেন গঙ্গা নিশায় সর্ব্বথা॥
বিচিত্র বিশ্বাস আর এক শুন তান।
দেবার্চ্চন-পূর্ব্বে করে গঙ্গা-জল পান॥"
(চৈঃ ভাঃ মঃ ৭।২৪-২৮)

জগাই-মাধাই শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-গৌরহরির কৃপা লাভ করিয়া শ্রীগঙ্গার সেবা, শ্রীহরিনাম ও আত্মশিক্ষার করিতে করিতে জীবন-যাপন করিয়াছিলেন—

"উষঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জ্জনে।
দুই লক্ষ কৃষ্ণনাম লয় প্রতিদিনে॥"
(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।৪)

"নিরবধি গঙ্গা দেখি' থাকে গঙ্গা-ঘাটে।
স্বতন্ত্রে কোথাকি লঙ্ঘ্য আপনেই খাটে॥
অদ্যাপিও চিহ্ন আছে চৈতন্য-কৃপায়।
'মায়াপুর ঘাট' বলি' সর্ব্বলোকে গায়॥"
(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৪।৯৩-৯৪)

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস-লীলা প্রকট করিয়া যখন রাঢ়দেশে প্রবেশ করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের বিরহে উচ্চ ক্রন্দন করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। পশ্চিমাভিমুখে যাইতে যাইতে হঠাৎ পূর্ব্বাভিমুখে গতি পরিবর্ত্তন করিলেন। ঐ সকল দেশ ভক্তিশূন্য ও তথায় শ্রীকৃষ্ণনাম-শ্রবণের একান্ত অভাব দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন এবং প্রাণ-পরিত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। এমন সময় হঠাৎ এক সুকৃতিমান্ রাখাল-বালকের মুখে হরিধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিচার করিলেন, নিশ্চয়ই নিকটে গঙ্গা প্রবাহিতা আছেন, নতুবা শ্রীহরিনামের প্রচার কিরূপে হইল?

"আচম্বিতে শিশু-মুখে শুনি' হরি-ধ্বনি।
কি হেতু ইহার, সবে কহ দেখি শুনি?"
প্রভু বলে—"গঙ্গা কত দূর এথা হইতে?"
সবে বলিলেন—"এক-প্রহরের পথে॥"
প্রভু বলে—'এ মহিমা কেবল গঙ্গার।
অতএব এথা হরিনামের প্রচার॥
গঙ্গার বাতাস আসিয়া লাগে এথা।
অতএব শুনিলাও হরি-গুণ-গাথা॥"
প্রভু বলে—"আজি আমি সফলা গঙ্গায়।
মজ্জন করিব" এত বলি' চলি' যায়॥
নিত্যানন্দ-সঙ্গে করি' গঙ্গায় মজ্জন।
'গঙ্গা গঙ্গা' বলি' বহু করিলা স্তবন॥
পূর্ণ করি' করিলেন গঙ্গাজল পান।
পুনঃ পুনঃ স্তুতি করি' করেন প্রণাম॥
"প্রেম-রূপস্বরূপ তোমার দিব্য জল।
শিব সে তোমার তত্ত্ব জানেন কেবল॥
সকৃৎ তোমার নাম করিলে শ্রবণ।
তা'র বিষ্ণুভক্তি হয়, কি পুনঃ মজ্জন॥
তোমার প্রসাদে সে 'শ্রীকৃষ্ণ' হেন নাম।
ক্ষুদ্রজীবের মুখে, ইথে নাহি আন॥
কীট পক্ষী কুক্কুর শৃগাল যদি হয়।
তথাপি তোমার যদি নিকটে বসয়॥
তথাপি তাহার যত ভাগ্যের মহিমা।
অন্যত্রের কোটীশ্বর নহে তা'র সমা॥
পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
তোমার সমান তুমি বই নাহি আর॥"
(চৈঃ ভাঃ, অঃ ১।১০৪-১০৭, ১০৯, ১১৩-১২০)

ভক্তশ্রেষ্ঠ জগদ্গুরু শ্রীনারদমুনি বলিতেছেন,—

যত্তাবলা দিবি যশঃ প্রথিতং রসায়াং
ক্ষ্মৌ চ তে ভুবনমঙ্গল দিক্ষিতানম্।
মন্দাকিনীতি দিবি ভোগবতীতি চাধো
গঙ্গেতি চেহ চরণাম্বু পুনাতি বিশ্বম্॥
(ভাঃ ১০।৭০।৪৪)

হে ভুবনমঙ্গলকর! স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতলে সুবিস্তৃত এবং দিগ্‌মণ্ডলের ভূষণস্বরূপ তবদীয় যশোরাশি এবং স্বর্গে 'মন্দাকিনী'-নামে, পাতালে 'ভোগবতী'-সংজ্ঞায় ও পৃথিবীতে 'গঙ্গা' নামে প্রসিদ্ধ তবদীয় শ্রীপাদপদ্ম-প্রক্ষালনবারি বিশ্বকে পবিত্র করিতেছে।

শ্রীভগীরথ গঙ্গাদেবীকে সংসার-নাশিনী অর্থাৎ জীবের অনর্থবিনাশকারিণী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

নহ্যেতৎ পরমাশ্চর্য্যং স্বর্দ্ধুন্যা যদিহোদিতম্।
অনন্যচরণাম্ভোজপ্রসূতায়া ভবচ্ছিদঃ॥
(ভাঃ ৯।৯।১৩)

শ্রীগঙ্গাদেবী ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেবের শ্রীপাদপদ্ম হইতে বিনির্গতা হইয়াছেন। সুতরাং সেই সংসার-নাশিনী গঙ্গার যে যাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইল, তাহা কিছু বিচিত্র নহে।

সপ্তর্ষিগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এমন কি আত্মজ্ঞান প্রভৃতিকে পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া শ্রীভগবান্ শ্রীবাসুদেবে ভক্তিযোগ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারাও শ্রীগঙ্গার সেবাকে তপস্যার আত্যন্তিকী সিদ্ধি বলিয়া বিচার করিতেন।

অতঃ সপ্তর্ষয়স্তৎপ্রভাবাভিজ্ঞা ইহ নহু তপস আত্যন্তিকী সিদ্ধিরেতাবতীতি তপসি সর্ব্বাত্মনি বাসুদেবেঽনুপরত-ভক্তিযোগলাভেনৈবোপেক্ষিতাত্মার্থাস্তদনুগ্রহো মুক্তিমিবানুগতাং মুমুক্ষব ইব সবহুমানমপ্যাদ্রিয়তে (ভাঃ ৪।১৭।৩)।

অর্থাৎ সপ্তর্ষিগণ গঙ্গার প্রভাব উত্তমরূপে অবগত আছেন। তাঁহারা এই তপস্যার আত্যন্তিকী সিদ্ধি, ইহা

অপেক্ষা অধিক আর নাই"—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অদ্যাবধি ঐ বারিধারাকে স্ব-স্ব জটাসমূহ দ্বারা ধারণ করিতেছেন। তাঁহারা সর্ব্বাত্মা ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে অবিচ্ছেদ ভক্তিযোগ লাভ করিয়া অন্যান্য পুরুষার্থ ও আত্মজ্ঞান প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিয়াছেন। মুমুক্ষুগণ যেমন মুক্তিকে বহুমাননা করিয়া থাকেন, সেইরূপ সন্তবিগণ শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মোদ্ভবা শ্রীগঙ্গাকেই পরমাদরে অঙ্গীকার করেন।

ভগবান্ শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন,—

যদ্ভৌচনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন
তীর্থেন মূর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ।

(ভাঃ ৩।২৮।১২)

অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণধৌতজল হইতে সমুৎপন্না সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার পবিত্র জল মস্তকে ধারণ করিয়া জগদ্গুরু শিবও শিবস্বরূপ অর্থাৎ মঙ্গলময় হইয়াছেন।

শ্রীল শুকদেবগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

ধাতুঃ কমণ্ডলুজলং তদুরুক্রমস্য
পাদাবনেজনপবিত্রতয়া নরেন্দ্র।
স্বর্ধুন্যভূত্তদিহ যা পততী নিমার্ষ্টি
লোকত্রয়ং ভগবতো বিশদেব কীর্ত্তিঃ॥

(ভাঃ ৮।২১।৪)

হে রাজন্! ব্রহ্মার কমণ্ডলু-জল উরুক্রম শ্রীবামনদেবের শ্রীপাদপদ্ম-প্রক্ষালনে অত্যন্ত পবিত্র হওয়ায় স্বর্গ-নদীরূপে পরিণত হইয়াছিল। ঐ নদী আকাশে প্রবাহিতা হইয়া শ্রীহরির বিমল কীর্ত্তির ন্যায় ত্রিলোক পবিত্র করিতেছেন।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু "শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে" বলিতেছেন,—

যোঽসৌ নিরঞ্জনো দেবশ্চিৎস্বরূপী জনার্দ্দনঃ।
স এব দ্রবরূপেণ গঙ্গাম্ভো নাত্র সংশয়ঃ॥

(শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ৬৮ অনুচ্ছেদ)

যিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্ব্বমলরহিত নির্গুণ শ্রীজনার্দ্দন তিনিই দ্রবরূপে গঙ্গাজল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতের উপসংহারে শ্রীব্যাসদেব বলিতেছেন,—

নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥

(ভাঃ ১২।১৩।১৬)

অর্থাৎ নদীগণের মধ্যে গঙ্গা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, দেবতাগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রীমহাদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং পুরাণগণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক শ্রীকৃষ্ণের চারিটি নিত্যসিদ্ধ-বিগ্রহ বিরাজিত।

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥
জীবজ্ঞান করিলে শ্রীমূর্ত্তি পূজ্য হয়।
'জড়-মাত্র এ চারি ঈশ্বর' বেদে কয়॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২১।১০৮২)

শ্রীগঙ্গার এইরূপ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া যদি কোন কোন ব্যক্তিতে কেবলমাত্র গঙ্গার প্রতি শ্রদ্ধা (?) অথচ শুদ্ধভক্ত ও তাঁহার শ্রীমুখবিগলিতা শ্রীহরিকথায় প্রীতি ও রুচি দৃষ্ট না হয়, তবে জানিতে হইবে তাহার গঙ্গা বা তুলসীর প্রতি ভক্তি মিছাভক্তিমাত্র। শ্রীমদ্ভাগবত উহাকেই "যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ", অর্থাৎ যে দেহাত্মবাদীর কৃমিজাত বস্তুতে পূজ্যবুদ্ধি ও সলিলে তীর্থবুদ্ধি আছে, অথচ শ্রীবৈষ্ণবে প্রীতি নাই, সে ব্যক্তি গো গর্দ্দভ—এইরূপ বলিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ঋষিগণ (ভাঃ ১।১।১৫) বলিতেছেন,—

যৎপাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ।
সদ্যঃ পুনন্ত্যুপস্পৃষ্টাঃ স্বর্ধুন্যাপোঽনুসেবয়া॥

হে সূত! শ্রীভগবানের পাদপদ্মাশ্রিত ভগবন্নিষ্ঠাপরায়ণ বৈষ্ণবগণের নিকট অভিগমন করিয়া সেবা করিলে তৎক্ষণাৎ অর্থাৎ তাঁহাদের দর্শনমাত্রেই মনুষ্যগণ পবিত্র হন, কিন্তু গঙ্গাসলিল স্পর্শন ও অবগাহনাদিদ্বারা সেবা করিবার পর পবিত্র করেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমহাশয়ও তাঁহার "প্রার্থনা"য় গাহিয়াছেন,—

গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—"নামের উচ্চারণই ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। ভগবানের নামোচ্চারণকারী ভক্ত গঙ্গাদির জল অপেক্ষা বদ্ধজীবের পক্ষে অধিক উপযোগী।"

শ্রীভগীরথ শ্রীগঙ্গাদেবীকে বলিয়াছিলেন,—

"নাথবো ভ্রাতিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ।
হরন্ত্যঙ্গ তেঽংহঃসঙ্গাৎ তেষাস্তে হ্যঙ্গভিদ্ধরিঃ॥

(ভাঃ ৯।৯।৬)

হে দেবি! কর্ম্মফলে অনাসক্ত ভোগবাসনা-রহিত বিশুদ্ধচিত্ত হেয়-বিচারে সুনিপুণ জগৎ-পবিত্রকারী সদাচার-সম্পন্ন সাধুগণ আপনার জলে স্নান করিয়া আপনার পাপ হরণ করিবেন। সাধুদিগের হৃদয়ে পাপনাশন শ্রীহরি সদা বিরাজমান।

শ্রীবিদুর নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীমুনিগণ মহারাজ তাঁহাকে এই শ্লোকের দ্বারা অভিনন্দন করিয়াছিলেন,—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥

(ভাঃ ১।১৩।১০)

আপনার ন্যায় ভাগবতগণ স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। তাঁহারা স্বীয় অন্তঃস্থিত ভগবানের পবিত্রতাবলে পাপিগণের পাপ-মলিন তীর্থসকলকে পবিত্র করেন।

শ্রীশুকদেব গোস্বামিপ্রভু দশম স্কন্ধের উপসংহারে বলিয়াছেন,—

তীর্থং চক্রে নৃপোনং যদুষু স্বঃ সরিৎপাদশৌচং
বিভ্রিচ্ছ্রিয়াঃ পরমং যদুদধিতপসা শ্রীধরার্চ্চদ্ভবস্তুঃ।
বন্দ্যোমঙ্গলদ্যং শ্রুতমথ পদিতং বৃষ্ণিভির্ব্বৃষ্ণিধর্ম্মঃ
কৃষ্ণস্যৈতন্ন চিত্রং ক্ষিতিভরহরণং কালচক্রায়ুধস্য॥

(ভাঃ ১০।৯০।৪৭)

হে রাজন্! সম্প্রতি যদুকুলে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তিরূপ যে তীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা গঙ্গারূপ স্বকীয় পাদশৌচ-জাত প্রাচীন তীর্থকেও লঘু করিয়া সর্ব্বতীর্থোপরি বিরাজিত হইয়াছেন। শত্রু-মিত্র সকলেই তৎস্বরূপ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যাঁহার কৃপা লাভ করিবার জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণেরও বাঞ্ছা ছিল, সেই শ্রীলক্ষ্মীদেবী অন্যের অপ্রাপ্য হইয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসেবায়ই রতা ছিলেন। যাঁহার নাম শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল নষ্ট হয় এবং যাঁহাকর্ত্তৃক বৃষ্ণিবংশ-সমূহে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হইয়াছে, সেই সর্ব্বমঙ্গলাকর কালমূর্ত্তি ও দুষ্টদলপ্রভাবযুক্ত চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এই পৃথিবীর ভার-হরণ-কার্য্য বিচিত্র নহে।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৬৮ অনুচ্ছেদে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত শ্লোক উদ্ধার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তি-তীর্থের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্য প্রখ্যাপন করিয়াছেন।

যাহারা এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকথাকীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবের নিন্দা করিয়া গঙ্গাস্নান বা শ্রীহরিনামগ্রহণের অভিনয় করে, কোটি কোটিবার গঙ্গাস্নান বা কোটি কোটিবার হরিনাম-গ্রহণের অভিনয়চ্ছলে নামাপরাধসহকারে তাহাদের নিস্তার হয় না। ভক্তভাগবতের চরণে অপরাধ থাকায় কোটি কোটি-বার গঙ্গাস্নান ও হরিনামগ্রহণের অভিনয় কেবল তাহাদের অপরাধের মাত্রাই বৃদ্ধি করে ও তাহাদিগকে নির্ব্বিশেষবাদী করিয়া তোলে।

ঠাকুর চৈতন্য বলে,—"শুন সর্ব্বজন।
সকৃৎ মুরারি-নিন্দা করে যেই জন।
কোটি-গঙ্গাস্নানে তা'র নাহিক নিস্তার।
গঙ্গা-হরি-নামে তারে করিব সংহার॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।২৯-৩০)

শ্রীবৈষ্ণবঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে অপরাকৃত বুদ্ধি ও তাহাতে প্রীতির উদয় না হইলে তাঁহার কীর্ত্তিত হরিকথায় রুচি হয় না। শ্রীগঙ্গা ও শ্রীতুলসীর সেবায় ফল বিমল বৈষ্ণবে রতি ও তাঁহাদের কীর্ত্তিত শ্রীহরিকথারূপী শ্রীকৃষ্ণাবতারের প্রতি রুচি। সাধুবৈদ্য তাঁহাদের বাণীরূপ যন্ত্রের দ্বারা আমাদের হৃদয়ের গ্রন্থি ছেদন করিয়া থাকেন। এজন্য বদ্ধজীবের পক্ষে শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তনকারী সাধুগণের সেবা শ্রীগঙ্গাদির সেবা অপেক্ষাও অধিকতর কল্যাণপ্রদায়ক ও উপযোগী। তবে ইহা নহে যে, সাধুতে প্রীতি হইলে শ্রীগঙ্গা ও শ্রীতুলসীসেবায় নিষ্ঠার হ্রাস হইবে, আর শ্রীগঙ্গা ও শ্রীতুলসীর সেবা করিলে শ্রীবৈষ্ণবঠাকুরে ও তাঁহাদের কীর্ত্তিত শ্রীহরিকথায় প্রীতি ও রুচি কমিয়া যাইবে। পরন্তু শ্রীগঙ্গা, শ্রীতুলসী প্রভৃতি তটীর বস্তুর সেবায় মহান্ শ্রীগুরুপাদপদ্মে ও শ্রীবৈষ্ণবে প্রীতি ও তাঁহাদের কীর্ত্তিত বাণীতে আসক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। সাধুসঙ্গে শ্রীহরিকথা-শ্রবণের ফলেই শ্রীগঙ্গা, শ্রীতুলসী প্রভৃতি তটীর বস্তুতে অহৈতুকী প্রীতি বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। শুদ্ধ-ভক্তসেবার ফলে শ্রীতুলসী দেবীর প্রাণ জুড়াইবে, শ্রীগঙ্গার বাতাস স্পর্শ হইবামাত্র জিহ্বায় শুদ্ধনাম ও শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের শ্রীনাম-গুণ-লীলা-গাথা নৃত্য করিতে থাকিবে। শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, শ্রীবৈষ্ণব-ঠাকুর অন্বয়জ্ঞান, তাঁহাদের মধ্যে জড়ত্বের বা উপরত্বের নাই।

শ্রদ্ধা ও শ্রীবৈষ্ণবে সমভাবে অপ্রাকৃতবুদ্ধি হইলেই শ্রীহরিনাম হৃদয়ে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইবে। এইজন্য শ্রীল রূপ-গোস্বামিপ্রভু তাঁহার "উপদেশামৃতে" বলিয়াছেন,—

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপদ্যৈ-
রেবংবিধৈরপগমচ্ছতি নীরধর্মৈঃ॥

(উপদেশামৃত, ৭ম শ্লোক)

অন্যান্য নদীর জলে বুদ্বুদ, ফেন, পঙ্ক প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, গঙ্গাতেও ঐসকল দৃষ্ট হয়; তজ্জন্য যেরূপ গঙ্গাকে অন্যান্য নদীর সহিত সমান জ্ঞান করা উচিত নহে, কারণ ঐরূপ বুদ্বুদ-ফেন-পঙ্কাদিদ্বারা গঙ্গার ব্রহ্মদ্রবত্ব অর্থাৎ অপ্রাকৃতত্ব নষ্ট হয় না। বৈষ্ণবের কোন স্বভাবজনিত বা বপুগত দোষ দর্শন করিয়া তাঁহাতে প্রাকৃতত্ব আরোপ করা উচিত নহে, কারণ ঐসকল তথাকথিত দোষের দ্বারা বৈষ্ণবের অতি-মর্ত্যত্ব অর্থাৎ কৃষ্ণৈকশরণত্বরূপ ধর্ম বিনষ্ট হয় না।

জগদ্‌গুরু শ্রীজাহ্নবাদেবী

শ্রীজাহ্নবা-দেবীর আবির্ভাব-তিথি-দিবস অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীল আচার্যদেব "গৌড়ীয়"-সম্পাদকের নিকট অহৈতুকী কৃপা বিস্তারপূর্বক শ্রীজাহ্নবাঠাকুরাণীর কথা কীর্তন করিয়া তাঁহা বৈষ্ণব-সভায় অনুকীর্তনপূর্বক আত্মশোধনার্থ কৃপাদেশ প্রদান করেন। তদনুসারে শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের বাণীর মর্ম অনুকীর্তন করিয়া বলেন,—শ্রীল জাহ্নবামাতা ঠাকুরাণী শ্রীনিত্যানন্দশক্তি—তিনি জগদ্‌গুরু। তিনি স্ত্রীরূপধারিণী হইলেও সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু। শ্রীনিত্যা-নন্দ প্রভুর সহিত তাঁহার ভেদ নাই। শ্রীজাহ্নবামাতা প্রেমভক্তির গুরু। তিনি শ্রীগোপীনাথের প্রিয়তমা। পুরীর শ্রীটোটা-গোপীনাথের শ্রীমন্দিরে ও শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোপী-নাথের দক্ষিণে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর অনুকাররূপে তিনি নিত্য বিরাজিতা। শ্রীগোপীনাথের বামে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী, দক্ষিণে শ্রীজাহ্নবাদেবী অর্থাৎ শ্রীমতীর অনুজা শ্রীমনঙ্গমঞ্জরী। তিনি শ্রীমতী রাধারাণী, শ্রীললিতা, শ্রীবিশাখাদেবীর অতিশয় প্রিয়া। শ্রীমনঙ্গমঞ্জরী যেরূপ শ্রীমতীকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত করাইয়া অত্যন্ত সুখী হ'ন, শ্রীমতীও তদ্রূপ অনুজা শ্রীমনঙ্গমঞ্জরীকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত করাইয়া সাতিশয় আনন্দ লাভ করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীজাহ্নবাদেবী সমগ্র শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীব্রজ-মণ্ডলের একচ্ছত্র অধিশ্বরী, সর্ববৈষ্ণবের শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে শোভিতা ছিলেন।

যখন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় খেতরীতে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লভীকান্ত, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত ও শ্রীরাধা-রমণ এই ছয় শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করেন, সেই সময় শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবাদেবী বহু ভক্তসহ খড়দহ হইতে খেতরীতে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরীর দর্শনের জন্য গ্রামে গ্রামে বহু লোকের সংঘট্ট হইয়াছিল এবং পথেও ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণ তাঁহার সহিত যোগ-দান করিয়াছিলেন। খেতরী যাইবার পথে শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী কোন কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তির গৃহে পদধূলিদান ও ভক্ত-গণের সহিত বিশ্রাম করিতে করিতে চলিয়াছিলেন। শ্রীজাহ্নবামাতা অম্বিকায় উপস্থিত হইলে শ্রীগৌরচৈতন্য ভক্তগণের সহিত শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরীকে নিজভবনে লইয়া আসিয়াছিলেন। সেই স্থানে বিপুল সংকীর্তন-মহোৎসব হইয়াছিল। শ্রীনবদ্বীপস্থ ভক্তগণ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দেশ্বরীকে শ্রীনবদ্বীপে লইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা পণ্ডিত শ্রীশ্রীপতি শ্রীজাহ্নবা-মাতাকে গঙ্গাস্নানের ছলে কিছু সময় তথায় অবস্থানের প্রার্থনা জানাইলে শ্রীঈশ্বরী কএকদিন নবদ্বীপে অবস্থান করিয়া তৎপরে শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাস-লীলা-স্থান কাটোয়াতে গমন করেন। তথায় স্বহস্তে রন্ধন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের ভোগ লাগাইয়া সংকীর্তন-মহামহোৎ-সব সম্পাদন ও তৎপরে খেতরীতে শুভবিজয় করেন। সপার্ষদ শ্রীজাহ্নবা-মাতার পদার্পণে শ্রীখেতরী আনন্দ-বন্যায় প্লাবিত হইল।

খেতরী-উৎসবে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমহাশয় শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্যপ্রভু-প্রমুখ আচার্যগণ ও বৈষ্ণবগণ একমাত্র শ্রীশ্রীল জাহ্নবামাতাঠাকুরাণীকেই সকলের নিয়ামক ও আচার্যরূপে বরণ করিয়া তাঁহারই আদেশ ও উপদেশানু-সারে সমস্ত ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আচার্যগণ শ্রীল জাহ্নবাদেবীর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শ্রীজাহ্নবাদেবী উত্তরীয়ে স্নান করিতেন ও জনৈক পরিচারিকা স্বহস্ত বসনের দ্বারা ঈশ্বরীর শ্রীঅঙ্গ মুছাইয়া দিতেন,—এই বর্ণনা শুনিয়া বঙ্গভাষার ইতিহাস-লেখক কোন সাহিত্যিক বৈষ্ণবের ও আচার্য্যের কেন এইরূপ বিলাসিতা থাকিবে' ?—এই প্রকার মতামত প্রকাশ করিতে ত্রুটি করে নাই। ইহাতে একদিকে যেমন প্রাকৃত সাহিত্যিকের অনধিকার-চর্চ্চা হইয়াছে, অপরদিকে তেমনই সম্পূর্ণ মূর্খতা ও অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভু যিনি এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি বাস করিতেন, তিনি তাঁহার শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড তৃতীয় অধ্যায়ের ৮৩-৮৭ শ্লোকে অনুরূপ আধ্যাত্মিক সন্দেহ ও অপরাধের মীমাংসা শ্রীপাণ্ডবগণের আচরণ হইতে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্রের একনিষ্ঠ সেবক, অখণ্ড-ব্রহ্মচর্য্যের শ্রীহনুমান্ 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে' বলিতেছেন,—"আমরা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যরূপ বৃহদ্ব্রত-ধারী এবং পাণ্ডবেরা গৃহধর্ম্মাবলম্বী ও সাম্রাজ্য-ব্যাপৃত —এইরূপ বিবেচনা করিয়া যেন আমরা আপনাদিগকে অপরাধী না করি। যাঁহারা পরমহংসগণেরও গুরু পাণ্ডবগণ তাঁহাদেরও পূজনীয়। উত্তম বসন, রুক্মচন্দনাদি বস্তু যেরূপ ক্ষুধাদিসন্তপ্ত ব্যক্তির সুখোৎপাদনে সমর্থ হয় না, সেইরূপ বহুবিধ দেবদুর্লভ রাজৈশ্বর্য্য ও ত্রিভুবন-ব্যাপ্ত অমল যশোরাশি রমণীললামভূতা সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা মহিষী কৃষ্ণপ্রেমানলে সতত দগ্ধচিত্ত রাজা যুধিষ্ঠিরের সুখ-সম্পাদনে সমর্থ হয় না। রাজসূয়, অশ্বমেধাদি যজ্ঞের মহাপুণ্যদ্বারা অর্জ্জিত বিষ্ণুলোকাদি এবং অপরাপর ভোগ্য বিষয়সকল কৃষ্ণের প্রসাদে উপস্থিত, কিন্তু সেই সকল বিষয়ে তাঁহার ভোগ্যদর্শন না থাকায় কোনরূপ প্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় নাই। দ্রৌপদীর প্রতি যে যুধিষ্ঠিরের প্রীতিতা দৃষ্ট হয়, তাহাও দেহসম্বন্ধযুক্ত বা বর্ণাদি চতুর্বর্গ সাধনের জন্য নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রেমসংরক্ষণতঃ।"

শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবামাতা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বিচ্ছেদাগ্নিতেই সর্ব্বদা দগ্ধ হইতেন, আমরা নিজেরা বিলাসী ও ভোগী বলিয়া 'কামনা'-যোগীর দর্শনের ন্যায় সর্ব্বত্রই যে বিলাসিতা ও কামুকতা দেখিতেছি, তাহার বিন্দুমাত্রও তাঁহাতে স্পর্শ করে নাই। পুত্রশোকাতুরা জননীকে কেহ স্নান করিয়া সাজাইয়া দিলে, বা উত্তম দ্রব্য আহার করাইলে তিনি কি তাহা রুচির সহিত ও তোষবুদ্ধিতে গ্রহণ করিবার অবসর পান ? তাঁহার সেই দিকে আদৌ দৃষ্টিপাতই থাকে না। অথচ যে ব্যক্তি সেই শোকসন্তপ্তা জননীর অন্তরের না জানে, সে মনে করে যে কেনই বা একটী পরিচারিকা ইহাকে এত আদর করিয়া—এত সাধ্য-সাধনা করিয়া বসন-ভূষণ পরাইয়া বা ভোজন করাইয়া দিতেছে ? বিশেষতঃ শ্রীজাহ্নবা-মাতা শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দের শক্তি। সাধারণ সাধক-জীবের বিচার তাঁহাতে আরোপ করা মূর্খতা ও অপরাধের পরাকাষ্ঠা।

শ্রীজাহ্নবা-মাতা খেতরী হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন। তিনি তথায় গোস্বামিবৃন্দ ও বৈষ্ণবগণের দ্বারা জগদ্গুরুরূপে সম্মানিত ও পূজিত হইতেন। শ্রীবসুধা-গর্ভসিদ্ধপ্রকটিত শ্রীনিত্যানন্দাত্মজ শ্রীবীরভদ্র গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীল জাহ্নবা-মাতার শিষ্যত্ব গ্রহণের লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীভক্তিবিনোদধারায় শ্রীজাহ্নবাদেবী

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদধারা শ্রীজাহ্নবাপাদপদ্মের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তৎসম্পাদিত "শ্রীসজ্জনতোষণী"তে (২।৪) বলিয়াছেন,—

"শ্রীশ্রীমতী জাহ্নবাদেবীর জন্মোৎসবের দিন শ্রীশ্রীচৈতন্যচরণপরায়ণ মহাভাগবতদিগের আনন্দের দিন। আনুমানিক ১৪০৯।১০ শকে জাহ্নবাদেবী অম্বিকা কালনায় মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের সৌভাগ্যশালিনী ভদ্রাবতী-নাম্নী পত্নী-গর্ভ হইতে আবির্ভূতা হয়েন। উপযুক্ত সময়ে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সর্ব্বগুণসম্পন্না জাহ্নবা ও তদীয়া জ্যেষ্ঠা সহোদরা শ্রীমতী বসুধাদেবীর যথাবিধি পাণিগ্রহণ করেন।

জাহ্নবাদেবী আনুমানিক ১৪৩৫ শকে শ্রীবংশীবদনানন্দ-পুত্র শ্রীচৈতন্যাত্মজ শ্রীরামচন্দ্রকে পাদপদ্ম-প্রণামান্তর দীক্ষা প্রদান করেন। প্রভু নিত্যানন্দ-শক্তি সাক্ষাৎ অনঙ্গমঞ্জরী জাহ্নবাদেবী যে-সকল অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণবমণ্ডলীর প্রায় অবিদিত নাই।"

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার কল্যাণকল্পতরুর পুষ্পিকায় পুনঃ পুনঃ শ্রীজাহ্নবাদেবী বা শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীকে আশ্রয়-বিগ্রহবিচারে তাঁহার কৃপাপ্রার্থনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন যেরূপ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম জানিয়া "আমার প্রভুর প্রভু,

শ্রীগৌরসুন্দর। এ বড় ভরসা চিতে ধরি নিরন্তর।"—এইরূপ গীতি গান করিয়াছেন, বর্ত্তমানযুগে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও তদ্রূপ শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবাদেবীকে সাক্ষাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম জানিয়া শ্রীগৌর-সুন্দরের বন্দনা গাহিয়াছেন।

"নিখিল বৈষ্ণবজন দয়া প্রকাশিয়া।
শ্রীজাহ্নবাপদে মোরে রাখহ টানিয়া॥"
(কল্যাণকল্পতরু, মঙ্গলাচরণ)

ভবার্ণবে প'ড়ে ঘোর আকুল পরাণ।
কিসে কূল পা'ব তা'র না পাই সন্ধান॥
না আছে হৃদয়-বল, নাহি জ্ঞান-বল।
যাগ-যোগ-তপোধর্ম্ম—না আছে সম্বল॥
নিতান্ত দুর্ব্বল আমি, না জানি সাঁতার।
এ বিপদে কে আমারে করিবে উদ্ধার॥
বিষয়-কুম্ভীর তাহে ভীষণ-দর্শন।
কামের তরঙ্গ সদা করে উত্তেজন॥
প্রাকৃত-বায়ুর বেগ সহিতে না পারি।
কাঁপিয়া অস্থির মন, না দেখি কাণ্ডারী॥
ওগো শ্রীজাহ্নবাদেবী! এ দাসে করুণা।
কর আজি নিজগুণে ঘুচাও যন্ত্রণা॥
তোমার চরণ-তরী করিয়া আশ্রয়।
ভবার্ণব পার হ'ব ক'রেছি নিশ্চয়॥
তুমি নিত্যানন্দ-শক্তি কৃষ্ণভক্তি-গুরু।
এ দাসে করহ দান পদকল্পতরু॥
কত কত পামরেরে ক'রেছ উদ্ধার।
তোমার চরণে আজ এ কাঙ্গাল ছার॥
(কল্যাণকল্পতরু, প্রার্থনা বৈষ্ণবমহিমা—৩)

কাকুতি মিনতি করি' বৈষ্ণব-সদনে।
বলিব ভকতি-বিন্দু দেহ এ দুর্জ্জনে॥
শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর চরণ-শরণ।
এ ভক্তিবিনোদ আশা করে অনুক্ষণ॥
(প্রার্থনা গীতমালা—১)

সিদ্ধ-দেহে নিজ-কুঞ্জে দাসীর চরণে।
নিত্যকাল থাকিয়া সেবিব কৃষ্ণধনে॥
এই সে প্রার্থনা করে এ পামর ছার।
শ্রীজাহ্নবা মোরে দয়া কর এই বার॥
(প্রার্থনা গীতমালা—৫)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কল্যাণকল্পতরুর বিজ্ঞপ্তিতে লোকশিক্ষাকল্পে শ্রীগোপীনাথের চরণে নিবেদন জানাইয়াছেন। ঠাকুর পুনঃ পুনঃ 'গোপীনাথ' বলিয়া সম্বোধন করিলেন কেন? "আমার প্রভুর প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভু" শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী গোপীর নাথ, আমার "শ্রীগুরু-পাদপদ্মের প্রাপ্যবস্তু" সুতরাং তাঁহার নিকট আমার দাবী আছে—

গোপীনাথ, আমার ভরসা তুমি।
তোমার চরণে, লইনু শরণ,
তোমার কিঙ্কর আমি॥

প্রেমভক্তির গুরুদেব সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপিণী সর্ব্বাচার্য্যশিরোমণি শ্রীশ্রীজাহ্নবাদেবীকে স্ত্রীমূর্ত্তিধারিণী বলিয়া যেন কেহ মর্ত্ত্যবুদ্ধি না করেন। শ্রীগুরুদেব স্ত্রী-পুরুষ, মানব-দানবী নহেন। তিনি গোপী, গোপীনাথের প্রিয়তম। শ্রীব্রজলীলায় গোপীগণ স্ত্রীমূর্ত্তিতেই প্রকটিত হইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীগৌরলীলার বৈশিষ্ট্য এই যে, ব্রজলীলার গোপীগণ কেহ বা পুরুষ-মূর্ত্তিতে, কেহ বা স্ত্রীমূর্ত্তিতেই অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেমন শ্রীললিতা, শ্রীবিশাখা—শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামরায়রূপে, বা শ্রীরূপমঞ্জরী—শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু প্রভৃতি স্বরূপে আবার শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী—শ্রীজাহ্নবাদেবীরূপে, শ্রীযশোমতী—শ্রীশচী-মাতারূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। ইহা শ্রীগৌরলীলার বৈশিষ্ট্য ও ঔদার্য্য। অপস্বার্থ ও অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তি বা বিকৃত-মস্তিষ্ক আধুনিক মনোধর্ম্মগত ব্যক্তিগণের ন্যায় কল্পনার কারখানায় এই সকল তত্ত্ব নির্ম্মিত হয় নাই! ইঁহারা বাস্তব সত্য ও নিত্যতত্ত্ব। প্রেমসমাধিযোগে ইঁহাদের তত্ত্ব শ্রীভগ-বৎপার্ষদগণ জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাকৃত অধ্যাপক, সাহিত্যিক বা পণ্ডিত ত্রিগুণান্বিত হইয়া এই বাস্তবসত্য উপলব্ধি করিতে পারিবে না।

শ্রীব্রজলীলায় গোপীগণের স্ত্রীমূর্ত্তিতে বা পুরুষ-মূর্ত্তিতে আবির্ভাব আনুকরণিক সখী-ভেকীগণের প্রাকৃত কল্পনাকে সমর্থন করে না। শ্রীমতীর কারুণ্যস্বরূপা শ্রীব্রজলীলার পরিকর, শ্রীনিত্যানন্দ-নিজজন শ্রীদাস গদাধরপ্রভু শ্রীগৌর-

লীলার পুরুষমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুকরণ করিয়া বহুজীব কল্পনা-পূর্ব্বক সখীভেক পরিধান করিলে পাষণ্ডিত্বমাত্র হইবে। শ্রীব্রজলীলার পরিকরগণ শ্রীগৌরলীলায় স্ত্রীবেষে সজ্জিত হন নাই। শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দরের চিত্তে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর ভাব প্রকাশিত, শ্রীগৌরলীলার পার্ষদগণের চিত্তে শ্রীব্রজলীলার গোপীগণের ভাব নিত্য প্রকাশিত ছিল। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু শ্রীমতীর ভাব বেষ পরিধান করেন নাই, বা ভক্তগণও শ্রীল গদাধরকে সেইরূপভাবে সজ্জিত করিয়া পূজা করেন না। শ্রীব্রজলীলার প্রত্যেক পরিকরের শ্রীমূর্ত্তি যেরূপ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ও নিত্য, শ্রীগৌরলীলার প্রত্যেক পরিকরের স্বরূপও সেইরূপ সচ্চিদানন্দময় ও নিত্য।

স্ত্রীমূর্ত্তিধারিণী গৃহস্থ-বেষধারী পরমহংস জগদ্গুরু হইতে পারেন না, এরূপ এক অতিবাড়ী মতবাদ প্রচারিত হইলে আচার্য্যগণ তাহা সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করেন। কৃষ্ণতত্ত্ব-বিৎই—জগদ্গুরু; তিনি যে কোন মূর্ত্তিতে, যে-কোনও বেষে, যে-কোনও আশ্রমে জগতে অবতীর্ণ হইবার লীলা প্রকাশ করুন না কেন, তিনিই জগদ্গুরু। শ্রীহনুমান্ পশুকুলে, শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীবলি অসুরকুলে, শ্রীল ঠাকুর হরিদাস অহিন্দুকুলে অবতীর্ণ হইয়াও নিত্যসিদ্ধ জগদ্গুরু। শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু-প্রমুখ গৌড়ীয়াচার্য্যগণ শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবাদেবীকে জগদ্গুরুর আসন প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দাদি আচার্য্যগণ সকলেই শ্রীজাহ্নবামাতাকে গুরু-দেবতা বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়ে শ্রীনিবাসাচার্য্য-দুহিতা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণী, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর শিষ্যা শ্রীল অনন্তাচার্য্যের প্রিয় শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্যা শ্রীগঙ্গামাতা আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্রীগঙ্গামাতা শ্রীক্ষেত্রে শ্রীভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন; শ্রীক্ষেত্রবাসী বৈষ্ণবমণ্ডলী, এমন কি উৎকলাধিপতি শ্রীমুকুন্দদেব তাহা শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেন।

শ্রীজাহ্নবাদেবী সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু। তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা পাওয়া যাইবে না। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা ব্যতীত আমাদের বিষয়-বাসনা, অন্যাভিলাষ বিদূরিত হইয়া মন শুদ্ধ হইতে পারে না। চিত্ত-শুদ্ধি না হইলে শ্রীব্রজবাসীর কৃপা, শ্রীরূপ-রঘুনাথের কৃপা লাভ হইতে পারে না। শ্রীরূপ-রঘুনাথের কৃপা না হইলে যুগলপ্রীতি অনুভূত হয় না। অতএব সকলের মূলে শ্রীভক্তিবিনোদের ঈশ্বরী শ্রীনিত্যানন্দশক্তি শ্রীজাহ্নবা-দেবীর কৃপা।

সংবাদপত্রের-প্রতিধ্বনি

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১শে বৈশাখ, রবিবার, ১৩৪৮ সাল)

শ্রীচৈতন্যদেব

(তৃতীয় সংস্করণ)

'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্রের প্রবীণ সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-বিরচিত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ, মেসার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা। এবং বাহাদুর ক্ষীরোদচন্দ্র সেন, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা। মূল্য—১৷০ টাকা।

শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক বঙ্গের ও সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারমার্থিক অবস্থার বিস্তৃত আলোচনা সহ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও অন্তর্ধান পর্য্যন্ত সমগ্র চরিতকথা এই গ্রন্থে প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহিভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার

পার্ষদগণের রচিত প্রস্তাবলীর পরিচয়, শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা, দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও অভিধেয় প্রেমের সম্বন্ধে মৌলিক আলোচনা এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই পুস্তকে কোনরূপ গৌড়ামী বা কল্পিত-মতবাদ স্থান পায় নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত সনাতন ধর্ম্মের যে-সকল পুনঃসংযোজন ও পুনঃসংস্থাপন-কার্য্য হইয়াছে, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বঙ্গদেশ ও নবদ্বীপের প্রাচীনতম মানচিত্র প্রভৃতি ৬৪ খানি আলেখ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ ভাল, বাঁধাই সুদৃশ্য। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

প্রচার-প্রসঙ্গ

মেদিনীপুরে—গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের পরিচালক-সমিতির নির্দ্দেশানুসারে উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী মেদিনীপুর জেলার ডিঙ্গল নামক স্থানে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দুই মহাশয়ের ভবনে গত ১১ই এপ্রিল হইতে দুই দিবস শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করেন। অতঃপর ১৩ই ও ১৫ই এপ্রিল তারিখে ব্রহ্মচারীজী ঝুকাগ্রাম-নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র বেরার আলয়ে সন্ধ্যায় সাধারণ-সভায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "কপিল-দেবহূতি-প্রসঙ্গ" পাঠ এবং ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-প্রদর্শন-মুখে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাহার পর দুইদিবস তিনি উক্ত গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত মতিলাল দত্ত ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহোদয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ১৮ই এপ্রিল তারিখে ব্রহ্মচারীজী মেদিনীপুর জেলার শিলদা নামক স্থানের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়-গৃহে শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের উদ্যোগে বিদ্বজ্জনমণ্ডিত একটী মহতী সভায় "মানব-জীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বক্তৃতাপ্রদান করিয়া ছায়াচিত্রে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা প্রদর্শন করেন। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বসু (জমিদার), শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস বি-এ, শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত সিংহ বি-এস্-সি, শ্রীযুক্ত মদনগোপাল সিংহ বি-এ, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত হরিপদ বসু, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বসু প্রভৃতি বহু শিক্ষিত সজ্জন সভায় উপস্থিত ছিলেন।

পাটনায়—পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারীজী কতিপয় মঠসেবক সহ গত ১৩ই এপ্রিল মিঠাপুর-নিবাসী কানুলাল বাবুর ভবনে সন্ধ্যায় হিন্দী-ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ১৮ই এপ্রিল ব্রহ্মচারীজী অসুস্থশরীর কণ্ট্রাক্টার শ্রীযুক্ত নিবেদন সহায় মহাশয়ের গৃহে সন্ধ্যায় হিন্দীভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। পরদিবসও ব্রহ্মচারীজী মিঠাপুরের শ্রীযুক্ত কামেশ্বর-প্রসাদ মহোদয়ের আলয়ে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ-প্রসঙ্গ হিন্দীভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

লক্ষ্ণৌতে—লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠালয়ের সেবকবৃন্দ গত ২২শে এপ্রিল রেকাবগঞ্জস্থিত শ্রীযুক্ত উপ্রসেন মিত্র বি-এস্-সি মহোদয়ের বাসভবনে বিদ্বজ্জনমণ্ডিত একটী বিরাট্ সভায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ করেন। গত ৩রা মে সেবকবৃন্দ নাজারবাগস্থ অধ্যাপক মিঃ পি, কে, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ হইতে কপিল-দেবহূতি-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সভায় বহু উচ্চশিক্ষিত সজ্জন উপস্থিত ছিলেন।

চব্বিশ পরগণায়—চব্বিশপরগণা জেলার বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারব্রত শ্রীপাদ ভাগবতানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রীজী গত ৩০শে এপ্রিল বাসিরহাট হইতে রওনা হইয়া ইটিণ্ডা-নিবাসী শ্রীযুক্ত নবীগোপাল ঘোষ মহাশয়ের আলয়ে আগমনপূর্ব্বক যথাক্রমে চারিদিবস-কাল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ফলতঃই উক্ত গ্রামের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পাঠ-শ্রবণার্থ আগমন করিতেন।

ইটিণ্ডার প্রচারান্তে ভক্তিশাস্ত্রীজী গত ২১শে বৈশাখ আড়বোলিয়া-নিবাসী শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীযুক্ত রূপলাল দত্ত মহাশয়ের ভবনে আগমন করেন। দত্ত মহাশয়ের অভ্যর্থনায় সেবকগণ তদীয় ভবনে পাঁচদিবস

অবলম্বনে করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে ক্রমান্বয়ে শ্রীসনাতনশিক্ষা, শ্রীরূপশিক্ষা প্রভৃতি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

কলিকাতায়—বিশ্বব্যাপ্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ গত ২রা মে শুক্রবার কলিকাতামহানগরীস্থিত মুক্তিদাত্রী হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভায় শুদ্ধভক্তির স্বরূপ বিষয়ে 'শুদ্ধভক্তি' সম্বন্ধে বহু শিক্ষিত সজ্জন-সমক্ষে তৌলদিভাবলম্বনে একটী হৃদয়-গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণে শ্রোতৃমণ্ডলী পরমানন্দিত ও উপকৃত হন। সভার আরম্ভে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

ভ্রম-সংশোধন

১৯শ বর্ষ ৩৭শ-৩৮শ সংখ্যা "গৌড়ীয়ে"র ৫৬৪ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ৩১-৩৪র্থ পংক্তিতে প্রতির ঘরটি এইরূপ হবে বসিবে,—

'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। (তৈঃ ৩।৬।১)

ঐ সংখ্যার ৫৬৫ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ৩০ পংক্তিতে 'ব্রহ্মা হ'বার দুরাকাঙ্ক্ষা' স্থানে 'ব্রহ্ম হ'বার দুরাকাঙ্ক্ষা' হইবে।

ঐ সংখ্যার ৫৬৭ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ১০ম পংক্তিতে 'আনন্দময়াভ্যাসাৎ' স্থানে 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' (ব্রঃ সূঃ ১।১।১২) হইবে।

ঐ সংখ্যার ৫৭২ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ২৫ পংক্তিতে 'মন্ত্রের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না' স্থানে 'শ্রীনামবিহীন মন্ত্রের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না' হইবে।

ঐ সংখ্যার ৫৭৩ পৃষ্ঠার 'শ্রীভক্তিমন্ত্রিকা'-শীর্ষক সন্দর্ভের ষষ্ঠ পংক্তিতে 'শ্রুতিতে 'ভজন', 'প্রজা', 'প্রপত্তি', 'শ্রদ্ধা' 'অর্চ্চনা' এই বাক্যের স্থানে "শ্রুতিতে 'ভজন', 'প্রজা', 'প্রপত্তি', 'প্রেমা', 'শ্রদ্ধা', 'অর্চ্চনা'" হইবে।

ঐ সংখ্যার ৫৭৪ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ২২ পংক্তির পরে নিম্ন-লিখিত বাক্য সংযোজিত হইবে,—"নতপথ শ্রুতি বলেন,—'স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্তং সুমনায়মানমুবাচ প্রোক্ষ্যণা হরিং ভজেতি।'—(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৩৩ অনুচ্ছেদ-ধৃত শ্রুতিবচন)

উক্ত যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ বলিয়াছিলেন,—'অতএব পুরুষ শ্রীতিমাত্রকামনায় যে আত্মবন্ধন, তদ্দ্বারা শ্রীহরির ভজন করিবেন।'

১৯শ বর্ষ, ৩৭শ-৩৮শ সংখ্যা "গৌড়ীয়ে"র ৫৯২ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ৩৪ পংক্তিতে 'শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু আরও বলিয়াছেন' স্থানে 'শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীগুরুপাদপদ্ম-দেবের সম্বন্ধে বলিয়াছেন' হইবে।

ঐ সংখ্যার ৫৯৩ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ২৩ পংক্তিতে 'গৌরাঙ্গ্যং প্রকটিতম্' বাক্যের পর পূর্ণচ্ছেদ হইবে অর্থাৎ ঐ পদটি শ্লোকাকারে মুদ্রিত হইবে।

ঐ সংখ্যার ৫৯৫ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ১৬ পংক্তিতে 'শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের উপরভেদবাদীদিগকে' স্থানে 'শ্রীশ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবে উপরভেদারোপকারীদিগকে' হইবে।

ঐ সংখ্যার ৫৯৬ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ৬ষ্ঠ পংক্তিতে 'বহিস্তদ-র্চনাভারস্তকৌটিল্যম্' স্থানে 'বহিস্তদর্চনাভারম্ভঃ কৌটিল্যম্' হইবে।

ঐ সংখ্যার ৬০০ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ১৮ পংক্তিতে 'শ্রীল সনাতনগোস্বামিপ্রভু শ্রোতৃবৃন্দকে' স্থানে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রোতৃবৃন্দকে' হইবে।

ঐ সংখ্যার ৬০৪ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের 'বিজ্ঞাপনপত্রের প্রতি-লিপি'-শীর্ষক ইংরেজী উদ্ধৃতাংশে 'John Thorton' স্থানে 'John Thornton' হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

THE GAUDIYA MISSION

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮; ২৪শে মে, ১৯৪১ | ৪১শ-৪২শ সংখ্যা

সরলতা ও বোকামী

অনেকেই বোকামীকে 'সরলতা' ও সরলতাকে 'বোকামী' বলিয়া ভুল করিয়া থাকেন। তথাকথিত ধর্ম্মের বাজারে অধিকাংশ স্থলেই বোকামীই 'সরলতা' বলিয়া ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে। যেস্থানে বোকামীকে সরলতা বলিয়া ভ্রান্তি হয়, তথায় সরলতাও বোকামী বলিয়া বিবেচিত হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নহে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শুদ্ধভক্তের স্বভাব-নির্ণয়ে বলিয়াছেন—"সরলতা, দৃঢ়তা ও একান্ততাই শুদ্ধভক্তের স্বভাব। সরলতাই বৈষ্ণবের জীবন।"

(সজ্জনতোষণী ৫।১০, ৮।১০)

কতকগুলি লোক এই সরলতাকে 'বোকামী' বলিয়া ধারণা করে এবং তদনুসারে শারীরিক ও মানসিক অপটুতাকে বৈষ্ণবতার পোষাকে সজ্জিত করিয়া থাকে। আবার আর এক শ্রেণীর কপট প্রকৃত সরল বৈষ্ণবকে বোকা মনে করিয়া আপনাদিগকে 'চতুর', সুতরাং 'বৈষ্ণব' বলিয়া অভিমান করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহারা মহাজনের বাণী প্রমাণরূপে উদ্ধার করে—

"যেই জন কৃষ্ণ ভজে, সে বড় 'চতুর'।"

এ স্থানে 'চতুর' অর্থ অপস্বার্থপর কপটী নহে,—ইহা বিমুখমোহিনী মায়া তাহাদিগকে বুঝিতে দেয় না। যাহারা 'পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিতে' বিশেষ দক্ষ, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তকে বঞ্চনা করিয়া তাঁহার সমস্ত স্বত্বভাগ আত্মসাৎ করিবার কৌশলে পটু, যাহারা 'কামারকে ইস্পাত ফাঁকি' দিবার গৌরবে গৌরবান্বিত, তাহারাই আপনাদিগকে 'চতুর কৃষ্ণভক্ত' অভিমান করিয়া প্রকৃত সরল বৈষ্ণবকে 'বোকা' মনে করে। উপরি-উক্ত দুই শ্রেণীর ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে বোকা। এক শ্রেণী মূর্খ-বোকা, আর এক শ্রেণী পণ্ডিতাভিমানী কপটী বোকা। মূর্খ-বোকা নিজের অজ্ঞতাকে সমর্থন

করিবার জন্য বোকামীকে 'সরলতা' মনে করিয়া থাকে, আর 'নতিতন্ত্র কপটী বোকা' কাপট্যকে পোষণ করিবার জন্য প্রকৃত সরলকে 'বোকা' মনে করিয়া নিজেই বোকামীর মূর্খপাকে পতিত হয়।

অনেকেরই ধারণা—"পৃথিবীতে যেখানে যত বোকার দল আছে, তাহারা সকলে একত্রিত হইয়া ভক্ত-সম্প্রদায় গঠন করে। বোকা না হইলে এই পৃথিবীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও অট্টালিকা পরিত্যাগ করিবে কেন—'তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু' হইবে কেন? হরির ন্যায় অবাস্তব (?) বস্তুর নাম-গুণ কীর্তন করিয়া পৃথিবীর কর্তব্যে উদাসীন হইবে কেন? যাহারা বুদ্ধিমান্, তাহারা সমস্ত পৃথিবীর ভোগ ও সুখ করায়ত্ত করিতে পারে। বোকা না হইলে ঐ সকল বস্তুকে তুচ্ছজ্ঞান করিবে কেন? নির্বীর্য, বিকৃতমস্তিষ্ক, সহায়-সম্পৎহীন, শক্তিহীন ও বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণ ভক্তির পথ আশ্রয় করিয়া থাকে! অতএব ভক্তি বোকা ও অবলাদেরই ধর্ম। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ কর্মবীর ও জ্ঞানবীর হইয়া থাকেন।"

যাহারা আপনাদিগকে 'চতুর' মনে করে, তাহারাই ভক্ত-সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে এইরূপ অভিযোগ করে; তাহাদের ধারণা—যে ব্যক্তি যতটা অপস্বার্থপর, সেই ব্যক্তি ততটা বুদ্ধিমান্ ও চতুর। পৃথিবীতে অপস্বার্থপরতাই বুদ্ধিমত্তা, কিন্তু সারগ্রাহিগণের বিচারে বিষ্ণু-স্বার্থপরতাই বুদ্ধিমত্তার পরাকাষ্ঠা। অপস্বার্থপরতা নির্বুদ্ধিতার চরম। অপস্বার্থ-পরগণের মত বোকা আর কেহ নাই। তাহারা মাকড়সার ন্যায় নিজের জালে নিজেই আবদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহাদিগের বুদ্ধিমত্তার চতুরতা নিজেদেরই ধ্বংসের কারণ হয়। 'বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরা'-নীতির সর্বশ্রেষ্ঠ সমর্থক হিরোসিমা, রাবণ ও হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি নিজেদের বুদ্ধিমত্তার নিজেরাই বিনষ্ট হইয়াছে। পৃথিবীতে যাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী, রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বীর বলিয়া বিখ্যাত, তাহারা ধূমকেতুর ন্যায় সাময়িকভাবে গণদৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও নিজদিগকে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারে নাই। তাহাদের প্রস্তাবিত মুক্তির পথ মানব-সমাজকে আরও কর্মশালায় আবদ্ধ করিয়া 'চোখ ঢাকা বলদে'র মত এই সংসারে 'ঘানির' মধ্যে ঘুরাইতেছে। বুদ্ধিমত্তার নামে এতটা বোকামী—পাণ্ডিত্যের নামে এতটা মূর্খতা—স্বার্থানুসন্ধানের নামে এতটা আত্মবঞ্চনা—মুক্তির নামে এতটা বন্ধন যদি বোকামীর চরম বলিয়া গৃহীত না হয়, তবে ইহা অপেক্ষা অধিক বোকামী আর কি আছে? অতএব চতুরম্মন্য অপস্বার্থ-পরায়ণগণ পণ্ডিত-মূর্খ বা পণ্ডিত-বোকা। ইহারাই জগতের অধিকাংশ স্থলে মনীষী, কর্মবীর ও জ্ঞানবীর বলিয়া প্রচারিত হইতেছেন ও তদ্দ্বারা পৃথিবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপস্বার্থ পরায়ণ বোকা গণগড্ডলিকাকে বোকামীর অতলগর্ভে নিমজ্জিত করিয়া দিতেছেন। অপস্বার্থপরতা কখনও পাণ্ডিত্য বা চাতুর্য হইতে পারে না। 'যেই জন কৃষ্ণ ভজে, সে বড় চতুর'—এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, ভক্তভজন-কারী ব্যক্তি কৃষ্ণস্বার্থানুসন্ধান করেন। যাঁহার স্বার্থে সমস্ত স্বার্থ সন্নিহিত, যাঁহার স্বার্থে সমস্ত স্বার্থ কেন্দ্রীভূত, তাঁহার স্বার্থানুসন্ধানেই প্রকৃত স্বার্থসিদ্ধি হয়। 'স্ব' অর্থে দেহ বা মন নহে। 'স্ব' অর্থ—আত্মা বা চেতন। চেতনের যাহা অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন, তাহাই নিত্য আত্মমঙ্গলজনক ও ভুবনমঙ্গলকর—তাহাই প্রকৃত সত্য, তাহাই প্রকৃত শিব ও প্রকৃত সুন্দর। পৃথিবীর সমস্ত বহির্মুখ গণগড্ডলিকা দেহ ও মনকে 'স্ব' মনে করিয়া উহার অর্থের জন্য অর্থাৎ উহার সাময়িক প্রীতি বা সুখের অনুসন্ধানে ব্যস্ত। ভোগবীর দেহের ও মনের সুখ এবং ত্যাগবীর নিরিন্দ্রিয়-সুখ অনুসন্ধান করিয়া যে স্বার্থসিদ্ধি করিতেছে, তাহা অপস্বার্থ। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত দেহ ও মনের অর্থ কিংবা নির্বিশেষবাদীর তথা-কথিত নিঃস্বার্থের অনুসন্ধান করেন না। তিনি কৃষ্ণের স্বার্থ অনুসন্ধান করেন বলিয়া তাঁহার স্বার্থপরতায় প্রকৃত নিঃস্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা আছে। অতএব তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত আর কে? দেহাদিতে 'আমি' বুদ্ধিকারীই মূর্খ এবং বদ্ধযোক্ষবিৎ-ই পণ্ডিত। কৃষ্ণস্বার্থপর ব্যক্তি বদ্ধযোক্ষবিৎ-গণের মধ্যে সর্বোত্তম। অতএব তাঁহাদের ন্যায় চতুর ও পণ্ডিত আর কে?

এইরূপ সর্বোত্তম পণ্ডিত ও সর্বোত্তম চতুর ভক্তের নিকট দুরন্ত অপরাধ করিয়া একশ্রেণীর ব্যক্তি যেমন ভক্ত-ভক্তের সরলতাকে বোকামী মনে করে, আর একশ্রেণীর ব্যক্তি সরলতার অবৈধ অনুকরণ করিয়া বোকামীকেই সরলতা মনে করে। অনেক কপটী, অনেক বোকা, অনেক পাপী, অনেক অসমর্থ ব্যক্তি তাহাদের অসামর্থ্য, জাড্য ও অজ্ঞতাকে বৈষ্ণবের সরলতার আবরণে পোষণ করিবার

চেষ্টা করে। বস্তুতঃ প্রকৃত বৈষ্ণব সর্ব্ববিষয়ে সমর্থ ও সর্ব্ব-গুণে গুণী হইয়াও সরলতায় বিভূষিত। তিনি কখনও বোকামী করিয়া স্বার্থলাভ করেন না অর্থাৎ কৃষ্ণস্বার্থানুসন্ধান হইতে বিরত হন না।

যাহারা জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে বৈষ্ণবের সরলতার অবৈধ অনুকরণ করিয়া থাকে, তাহাদের এই বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধান করা আবশ্যক—বোকামী কখনও শুদ্ধ-ভক্তের স্বভাবরূপ সরলতা হইতে পারে না। সরলতা চেতনের ধর্ম্ম, আর বোকামী দেহ ও মনের ধর্ম্ম। বোকামীতে কামুকতা এবং সরলতায় প্রেমিকতা নিবদ্ধ। পৃথিবীর মধ্যে যে যতই বোকা হউক না কেন, তাহার দেহাত্মবুদ্ধিটী পরিপূর্ণ মাত্রায় আছে। অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে বোকা বা নির্ব্বোধ হইলেও দেহাত্মবুদ্ধির বলে কেহই বুদ্ধিহারা বা নির্ব্বোধ নহে। অতিশয় বোকাও নিজের দেহটীকে সর্ব্বস্ব মনে করে। মহারাজ ভরত 'জড় ভরত'রূপে অভিনয় করিয়া রাজা রহূগণের নিকট দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট বোকা ও দেহাত্ম-বুদ্ধিহীন মহৎ-পাদরজোভিষিক্ত সরল ভক্তের পার্থক্য নিরূপণ করিয়াছেন। সরলতায় দেহাত্মবুদ্ধি নাই—মহত্তের পাদরজে আত্মবুদ্ধি আছে; আর বোকামীতে পরিপূর্ণ দেহাত্মবুদ্ধি আছে, কিন্তু মহত্তের পাদরজে আত্মবুদ্ধি নাই। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ-কামনারূপ কপট যাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না —একমাত্র কৃষ্ণস্বার্থপরতাই যাঁহার সমস্ত হৃদয়কে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তিনিই প্রকৃত সরল। হেথা হইতে আত্মবুদ্ধি হইতে ধর্ম্ম-অর্থ-কামবাঞ্ছার উদয় হয়। ঐ সকল কৈতব বা কপট। সেই সকল কপট যাহার হৃদয়ে বাসস্থান করিয়া রহিয়াছে, সেরূপ ব্যক্তি যদি বাহিরে সাংসারিক অনভিজ্ঞতা, অযোগ্যতা, অপটুতা, মূর্খতা, নানাপ্রকার অসমর্থতা ও বোকামীকে সরলতা বলিয়া বাহির করে, তবে সারগ্রাহিগণ তাহাকে কিছুতেই সরল বলেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ গাহিয়াছেন—

বৈষ্ণব ঠাকুর,　　অপ্রাকৃত সদা,
নির্দ্দোষ, আনন্দময়।
কৃষ্ণনামে প্রীত,　　জড়ে উদাসীন,
জীবেতে দয়ার্দ্র হয়॥
অভিমানহীন,　　ভজনে প্রবীণ,
বিষয়েতে অনাসক্ত।
অন্তর-বাহিরে　　নিষ্কপট সদা,
নিত্যলীলা অনুরক্ত॥
(কল্যাণকল্পতরু)

বোকা নিজের দেহটী লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত। কিন্তু প্রারব্ধবলে সেই দেহটীকে কদলীবৎ ত্যাগ করিবার কৌশলে অনভিজ্ঞ। এইজন্য লোকের নিকট 'বোকা' বলিয়া বিদিত। ত্যাগ করিবার কৌশলে অনভিজ্ঞতা বা প্রারব্ধকৃত ঐরূপ কর্ম্মফলভোগ শুদ্ধভক্তের স্বভাবরূপ সরলতা হইতে পারে না। শুদ্ধভক্ত সর্ব্বদা অপ্রাকৃত, নির্দ্দোষ, আনন্দময়, কৃষ্ণনামে প্রীতিবিশিষ্ট, জড়ে উদাসীন, জীবের-প্রতি দয়াময়, অভিমানহীন, বিষয়ে অনাসক্ত, অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বদা নিষ্কপট ও ভগবানের সুখানুসন্ধানে সর্ব্বদা অনুরক্ত; কিন্তু বোকার মধ্যে ঠিক ইহার বিপরীত দোষ-সমূহ রহিয়াছে। বোকা প্রাকৃত দোষযুক্ত, সর্ব্বদা নিরানন্দ-ময়, তাহার কৃষ্ণনামে প্রীতি নাই, সর্ব্বদা দেহেতে আসক্ত। নিজের মঙ্গলের চিন্তাই তাহার নাই, অপরের মঙ্গলের চিন্তা তাহার কি করিয়া থাকিবে? সে মঙ্গলামঙ্গলই বুঝিতে পারে না। তাহাতে দেহাত্মাভিমান প্রবল। তাহাতে ভজনের কোন চেষ্টা নাই, সে বিষয়ে আসক্ত; কেবল ইন্দ্রিয়ের অপটুতা-নিবন্ধন বিষয় ভোগ করিতে অসমর্থ। অসমর্থতা দ্বারা আসক্তিহীনতা প্রমাণিত হয় না। দরিদ্রের ধন নাই বলিয়া সেই ব্যক্তি অন্তরে ধনাঢ্যের ন্যায় আসক্ত নহে—তাহা নহে। সে ধনাঢ্য অপেক্ষাও অধিক বিষয়াসক্ত হইতে পারে। দেহটীই সমস্ত বিষয়ের ভাণ্ডার। বোকা অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বদাই কপটী। প্রারব্ধবশতঃ সে যে বোকামী-রোগ ভোগ করিতেছে, তাহাতে তাহার অন্তর ও বাহির সর্ব্বদা গ্লানিযুক্ত। তাই সর্ব্বদা প্রাকৃত কর্ম্মে অর্থাৎ দেহের কার্য্যে অত্যন্ত অনুরক্ত। সময় সময় বোকামী করিয়া সে যে তাহার দেহের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে, তাহাও তাহার দেহাত্মবোধরূপ রোগের উপসর্গ-বিশেষ। উহা দেহে অনাসক্তি নহে, পরন্তু জড়ভোগানু-সন্ধানের অভিযানের পথে একটী পদস্খলনবিশেষ। সময় সময় ঐরূপ পদস্খলিত হইয়া সে দ্রুতবেগে ভোগের সন্ধানে ছুটিয়া থাকে। অতএব বোকামী সরলতা বা বৈষ্ণবতা নহে।

বোকা কোন কোন সময় দৈহিক অপটু বা দুর্ব্বল এবং সকল সময়ই মানসিক দুর্ব্বল। বোকার হৃদয়-দৌর্ব্বল্যকে

অজ্ঞ বোকাগণ সরলতা বলিয়া মনে করে। কিন্তু সরল বৈষ্ণবের ছলনা-কৌশল নাই, তাঁহাতে দৃঢ়তা ও একান্ততা আছে। এই জন্যই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—"সরলতা, দৃঢ়তা ও একান্ততা শুদ্ধভক্তের স্বভাব।" বোকার দৃঢ়তা নাই। বোকা পাদচারণকের (ফুটবলের) ন্যায় বহির্মুখগণের কথায় প্রতিমুহূর্ত্তে বিতাড়িত হইয়া অস্থির জীবন যাপন করিতেছে। বোকার কোন স্থির সিদ্ধান্ত নাই, তবে বোকা সময় সময় একগুঁয়েমী দেখাইয়া অনর্থ-বিষয়ে অভিনিবিষ্ট থাকে। উহা কিন্তু দৃঢ়তা বা একান্ততা নহে। দৃঢ়তার মধ্যে যশ, অর্থ, কাম বা মোক্ষকামনার কৈতব নাই—কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার ছলনা নাই। কিন্তু বোকামীতে ঐ সকল কাপট্য প্রচ্ছন্নমূর্ত্তিতে বিরাজ করে। বোকা প্রচ্ছন্ন মৎসর, কিন্তু বৈষ্ণব সরল ও নির্ম্মৎসর। বোকা মাৎসর্য্য করিবার সময় বোকামী করে না, কিন্তু হরিভজন করিবার সময় অর্থাৎ নির্ম্মৎসর হইবার সময় বোকা সাজিয়া থাকে।

"জহুরী যে প্রকার কাচ ও হীরকের পার্থক্য ধরিতে পারে, প্রকৃত বৈষ্ণবগণও সেই প্রকার বৈষ্ণবস্বভাবরূপ সরলতা ও বহির্মুখ স্বভাবরূপ বোকামীর পার্থক্য অবধারণ করিতে পারেন। কেহ কেহ বালক-প্রকৃতির ন্যায়, কেহ কেহ বা সাধু ও অসাধুর বিচারে ঔদাসীন্য, কেহ কেহ বা ভক্তিসম্বন্ধী বিষয়েও অনাসক্তির ভাব প্রদর্শন করিয়া আপনাদিগকে সরল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করে। ইহা বস্তুতঃ সরলতা নহে, বিভিন্ন প্রকার অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার চালাকী বিশেষ।

অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে—যখন হরি-সেবার অনুকূল কোন বৈষয়িক কার্য্যে কাহাকে নিযুক্ত করা যায়, তখন কোন কোন ব্যক্তি অত্যন্ত বোকা সাজিয়া থাকে; কিন্তু সেই ব্যক্তিকেই যখন দেহেন্দ্রিয়াদির কার্য্যে অর্থাৎ যে-সকল অনিত্যবস্তুতে তাহার আসক্তি আছে, তদনুকূলকার্য্যে নিযুক্ত করা যায়, তখন সেই ব্যক্তি আর বোকা থাকে না—তাহাতে ঔদাসীন্যের পরিবর্ত্তে উৎসাহ ও বোকামীর পরিবর্ত্তে দক্ষতা প্রকাশ করে। এই জাতীয় বোকা সরল নহে, তাহারা কুটিল ও কপটী। চিদনুশীলনে আসক্তি যেরূপ সরলতার আবির্ভাব করায়, তদ্রূপ জড়াসক্তিও অনেক সময় বোকামীর অবগুণ্ঠন দিয়া উপস্থিত হয়। বোকা হরিসেবার আনুকূল্য সংগ্রহের সময় মেকী-মুদ্রা লইয়া ঠকিয়া আসে কিংবা মধুকরীর উপাদেয়সমূহ দুর্জ্জনগণের করলে কবলিত করিয়া থাকে, অথচ নিজের দেহটীতে কোন প্রকার আঁচড় না লাগে—এ বিষয়ে খুব সজাগ থাকে, তাহাতে আদৌ বোকামী করে না। এই সকল বোকা কোনদিন হরিভজনের রাজ্যে অগ্রসর হইতে পারে না।

চিচ্ছড়-সমন্বয়বাদী সম্প্রদায়ের কোন নায়ক বলেন,—"ভক্ত হ'বি ব'লে বোকা হ'বি কেন?" এই উক্তির মধ্যে আপাতপ্রতিম যুক্তি আছে, কিন্তু ভক্ত ও বোকার সম্বন্ধে নির্ব্বিশেষবাদীর যে ধারণা, তাহা বিকৃত ধারণাবিশেষ। শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিত্য আনুগত্যকে নির্ব্বিশেষবাদী 'বোকামী' মনে করে। যদি স্বরূপতাকেই বলি দেওয়া হইল, তবে আর থাকিল কি? কারণ, স্বতন্ত্রতাই বুদ্ধিমত্তার মেরুদণ্ড। আত্মনিবেদনকারীকে—বলিকে নির্ব্বিশেষবাদী অসুরকুলগুরু শুক্রাচার্য্য 'বোকা' মনে করিয়াছিলেন। বিষ্ণুকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিলে 'বোকা তুমি কি খাইবে?'—এইরূপ উক্তি শুক্রাচার্য্যের মুখেই শোভা পায়। বস্তুতঃ শুক্রাচার্য্য বৈষ্ণব বলিকে বোকা মনে করিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্য যে সর্ব্বাপেক্ষা বোকামী তাহার নিদর্শন জগতে স্থাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুকে "বৃদ্ধো বৃহস্পতি" বলিয়াছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু পাণ্ডড়া পর্ব্বতে দস্যুদলপতির নিকট যে বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা একান্ত হরিভজন-কারীতেই সম্ভব। অনর্থযুক্ত জীবের বুদ্ধি যতই প্রখর হউক না কেন, কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার প্রলোভনের নিকট তাহা খর্ব্ব হইয়া যায়। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষিগণ কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাশার নিকট বুদ্ধিহারা হইয়া পড়েন। কিন্তু "যেই জন কৃষ্ণ ভজে, সে বড় 'চতুর'।"—এই উক্তি অনুসারে সম্বন্ধজ্ঞানের আচার্য্যশিরোমণি শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু দস্যুদলপতির যত্ন ও প্রতিষ্ঠাদি-প্রদান দেখিয়া উহার অন্তরের ভাব বুঝিয়া লইয়াছিলেন। যে-স্থানে সুবিদ্বগণেরও বুদ্ধি মোহিত হয়, সেই স্থানে হরিভজনকারী চতুর হইয়া পড়েন।

যাহাদের শ্রীগুরুবৈষ্ণব-চরণে কোন অপরাধ থাকে, তাহাদের বিপরীত ভাব দৃষ্ট হয়। সংসারক্ষেত্রে যিনি পরম পণ্ডিত, বিচক্ষণ ও দক্ষ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেরূপ ব্যক্তিকেও হরিভজনের রাজ্যে প্রবেশ করিবার অভিনয় করিবার পর অত্যন্ত বোকা হইয়া পড়িবার আদর্শ দৃষ্ট হইয়াছে। এরূপ দৃষ্টান্ত একটী নহে, প্রায়ই দৃষ্ট হয়। শ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভু মহতের চরণে কোন অপরাধেই ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারণ, বোকামী কখন সরলতা বা ভক্তি নহে। উহা প্রাকৃতকৃত অনর্থ-বিশেষ। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—"এ জগতে চিচ্চিৎ-বিচার-চতুর পরমহংস-ভক্তগণই ধন্য। ভক্তগণই পণ্ডিত; কেননা, তাঁহারা জড়-জগতের মোহ-কলিলের পার পাইয়াছেন। ভক্তগণই ধনী; কেননা, মায়ার কুণ্ঠিত সত্তরজস্তমোগুণকে ভেদ করিয়া তাঁহারা বিশুদ্ধ-সত্ত্বগুণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভক্তগণই সুখী; কেননা, জড়গত সুখ-দুঃখ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা ব্রহ্মের চিৎসুখ লাভ করিয়াছেন। ভক্তগণই নির্ভয়; কেননা, মায়িক ভূত-ভবিষ্যদাত্মক কালকে অতিক্রম করিয়া তাঁহারা শুদ্ধ গোলোকবাসী হইয়াছেন।"

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী

গত ২৭শে বৈশাখ বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী-ব্রত শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ও শ্রীধামবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-বিশেষ ধর্ম্মোৎসাহ সহিত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী দিবস প্রাতে পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবকে অগ্রণী করিয়া শ্রীল তীর্থগোস্বামিমহারাজ, "গৌড়ীয়"-সম্পাদক, "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে"র সম্পাদক-সঙ্ঘ, "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"এর শিক্ষক, পণ্ডিত ও ছাত্রবৃন্দ এবং শ্রীধামবাসী সজ্জনবৃন্দ শ্রীধাম-পরিক্রমা করেন। পণ্ডিতবর শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণতীর্থ মহোদয় পঞ্চতত্ত্ব-নাম-কীর্ত্তন এবং "জয় নৃসিংহ, শ্রীনৃসিংহ, জয় জয় নৃসিংহ। প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্মভৃঙ্গ॥"—এই গীতিদ্বয় মূলগায়েনরূপে কীর্ত্তন করেন। পরিক্রমার পর শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীঅধিষ্ঠানরঙ্গ-নাট্য-মন্দিরে শ্রীল তীর্থগোস্বামি-মহারাজ শ্রীপ্রহ্লাদেশ শ্রীনৃসিংহ-দেবের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনমুখে বলেন,— "গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ মধুর রসের উপাসক হইয়াও কেন শ্রীনৃসিংহদেবের উপাসনা করেন? কেনই বা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদবৃন্দ সকলেই শ্রীনৃসিংহদেবের উপাসনা-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন? ইহার কারণ, শ্রীনৃসিংহদেব শুদ্ধভক্তিবিঘ্নবিনাশন। শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি-লাভের অভিলাষ-পথে যে-সকল বিঘ্ন উপস্থিত হয়, শ্রীনৃসিংহদেব তাহা হইতে রক্ষা করেন। আমরা দেখিয়াছি, শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গোদ্রুমে শ্রীবাসঙ্গনস্থকক্ষে প্রত্যহ প্রাতে শ্রীনৃসিংহ-নাম উচ্চারণ করিয়া তবে শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন করিতেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট শ্রীনৃসিংহ-মন্ত্র পাইয়াছিলেন। আমি যখন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপাদেশে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর প্রচার-কল্পে লণ্ডনে যাত্রা করিয়াছিলাম, তখন বোম্বাইতে শ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক এই দাসকে শ্রীনৃসিংহ-মন্ত্র প্রদান করিয়া তাহা প্রত্যহ জপ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। অপর দুই ব্যক্তি এই মন্ত্রের প্রতি আস্থা-স্থাপন না করায় এবং প্রাকৃত বিদ্যা, বুদ্ধি ও বলকে বহুমানন করায় হিরণ্য-কশিপুর পুরীষের কৃমি অর্থাৎ বৈষ্ণববিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্যদেশেও বর্ত্তমানে হিরণ্যকশিপুর রাজ চলিয়াছে। হিরণ্যকশিপু কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার প্রতীক। শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় এই শ্রীমায়াপুরেই তিনি দেখাইয়াছেন যে, যাহারা সংকীর্ত্তনের বিঘ্ন করে, শ্রীনৃসিংহদেব তাহাদের বক্ষ বিদারণ করিয়া থাকেন। শ্রীনৃসিংহদেব আমাদের নামাপরাধ-রূপ বিঘ্ন বিনাশ করেন। সিদ্ধিদাতা গণেশ তাঁহার মস্তকের কুম্ভযুগলের উপর শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীপাদপদ্ম ধারণ করিয়া-জগতের বিঘ্নবিনাশে সমর্থ হন।

(ব্রহ্মসংহিতা, ৫।৪০)

(১) বাক্যের বেগ, (২) মনের বেগ, (৩) কোপের বেগ, (৪) বিষয়ের বেগ, (৫) ঊর্দ্ধের বেগ ও (৬) উপস্থের বেগ—এই ছয় বেগ; (১) অভ্যাহার, (২) প্রজল্প, (৩) ভ্রমত্ব, (৪) বিপ্রলিপ্সা, (৫) জনসঙ্গ ও (৬) লৌল্য ভক্তিপথের এই ছয়টী কণ্টক এবং (১) ধর্ম্মবিভ্রম, (২) অসত্কতা, (৩) অপরাধ ও (৪) হৃদয়দৌর্ব্বল্য এই চারিটী অনর্থের প্রত্যেকটী আবার চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া ষোল প্রকার এবং বাইশ প্রকার মহাঅনর্থের অন্তরায়। এই পঞ্চাশ প্রকার বিঘ্ন-কীর্ত্তিবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপায় বিদূরিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের লীলায় এই পঞ্চাশ প্রকার বিঘ্নের প্রত্যেকগুলি শুদ্ধভক্তসঙ্গাভাব হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। তাই দেখিতেছি, এই ঘোরতর অনর্থাবরণ প্রবেশ করিয়া শ্রীবিগ্রহ-কীর্ত্তন-শ্রবণের প্রযোগ পাইতেছে, কিন্তু অপরিচ্ছন্নরূপে এই পঞ্চাশ প্রকার অনর্থের প্রত্যেকগুলির শ্রীধামে প্রবেশাধিকার নাই।"

শ্রীল তীর্থ গোস্বামি-মহারাজের বক্তৃতার পর শ্রীপাদ নরকিশোর ভক্তিশাস্ত্রীজী "গৌড়ীয়" চতুর্থ বর্ষ হইতে "শ্রীনৃসিংহ" প্রবন্ধ ও "গৌড়ীয়" অষ্টাদশ বর্ষ ১৭শ-১৮শ সংখ্যা হইতে "শ্রীবিহ্বলনৃসিংহ ও শ্রীপাষানৃসিংহ" প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুমত্যে সকলে শ্রীযোগপীঠের সন্নিকটস্থ শ্রীগঙ্গায় স্নানার্থে গমন করেন। পরদিবস শ্রীল আচার্য্যদেব বলেন যে, শ্রীচৈতন্যভাগবতে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তৎপার্ষদবৃন্দের যে গঙ্গাস্নান-কেলির কথা লিপিবদ্ধ আছে, প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় উহাকে সম্ভোগবাদ মনে করিয়া ভ্রান্ত হয়। 'কেলি'-শব্দের দ্বারা এস্থলে সম্ভোগ বুঝায় না। বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর তৎপার্ষদ ও তাঁহার কৃত্যাকৃত্যগণের কোন-দিনই কোনপ্রকার সম্ভোগবাদ নাই। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে বহন্তে সমাধি-প্রদান করিয়া যখন ভক্তগণসহ শ্রীমন্মহাপ্রভু সমুদ্রস্নানে আগমন করিলেন, সেই সময়ের বর্ণনা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু এইরূপে করিয়াছেন,—

তবে মহাপ্রভু কৈলা কীর্ত্তন, নর্ত্তন।
হরিধ্বনি-কোলাহলে ভরিল ভুবন॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তগণ-সঙ্গে।
সমুদ্রে করিলা স্নান-জলকেলি রঙ্গে॥

(চৈঃ চঃ অঃ ১১।৭০-৭১)

শ্রীগৌরজনের বিরহে যাঁহাদের চিত্ত কাতর হইয়াছে ও যাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদা বিপ্রলম্ভ-রসে বিভাবিত, তাঁহাদের স্নান-জলকেলি প্রভৃতিতে কোনপ্রকার সম্ভোগবাদের গন্ধ নাই।

ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাদি শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মপ্রবাহিনী শ্রীগঙ্গাদেবীর সেবায় শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণনামপ্রভু ও শ্রীশ্রীগৌরভক্তের স্মৃতিই শ্রীগৌর-ভক্তগণের জিহ্বায় ও হৃদয়ে উদিত হন। তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"চরণ-সীধু দেখিয়া গঙ্গা,
সুখ না সীমা পায়।"

সায়াহ্নে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-কালে শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ শ্রীযোগপীঠে সমবেত শ্রীশ্রীল তীর্থ গোস্বামি-মহারাজ-সমুখ ভক্ত ও বৈষ্ণববৃন্দের আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তম স্কন্ধ সপ্তম অধ্যায় হইতে দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ ও শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-কথা ও শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের শ্রীনৃসিংহ-স্তব ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীশ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশীর ন্যায় পতিতপাবনী-তিথি আর নাই। একমাত্র বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ব্যতীত সকলেই এই পতিতপাবনী-তিথির পরমোদারা কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারেন। বিরক্ত, চর্ব্বণ, পাষণ্ডি, মূর্খ, পতিত, নরাধম ব্যক্তিগণও জ্ঞাত ও অজ্ঞাতভাবে এই তিথির সেবা করিলে মহাভক্তি পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে। শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ভক্ত্যাভাসের ফলে শ্রীবিষ্ণুপদ-প্রাপ্তি, এমন কি, কোন কোন স্থলে মহাভক্তি-প্রাপ্তির উদাহরণরূপে শ্রীপ্রহ্লাদের পূর্ব্বজন্মে শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশীতে দৈবক্রমে উপবাস ও জাগরণের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন।

"তথা ভক্ত্যাভাসস্যাপি সর্ব্বপাপক্ষয়পূর্ব্বক-শ্রীবিষ্ণুপদ-প্রাপকত্বম্। ... কচিত্তত্র মহাভক্তিপ্রাপ্তিশ্চ, যথা বৃহন্নারসিংহপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদস্য তত্র প্রাগ্জন্মনি বৈশাখ্যা সহ বিবাদেন শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশ্যাং দৈবাদুপবাসঃ সন্ধ্যায়াং জাগরণঞ্চেতি।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ১৪২ অনুচ্ছেদ)

ভক্ত্যাভাসদ্বারাও সর্ব্বপাপক্ষয় হয় ও বিষ্ণুপদ-লাভ ঘটে। ... কোথাও কোথাও ভক্ত্যাভাসে মহাভক্তির

প্রাপ্তিও ঘটিয়া থাকে; যথা বৃহন্নারসিংহপুরাণে কথিত আছে যে, মহাভক্ত শ্রীপ্রহ্লাদের পূজাগ্রহণে বেত্রাঘাত সহিত বিষাদকালে দৈবক্রমে শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দশী-তিথিতে উপবাস ও রাত্রিজাগরণ ঘটিয়াছিল।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসের চতুর্দশ বিলাসে বৃহন্নারসিংহপুরাণের এই প্রসঙ্গটি আছে। কিন্তু এই দৃষ্টান্ত হইতে কেহ যেন ভক্ত্যাভাসবলে পাপ-প্রবৃত্তিরূপ অপরাধে নিরত হইবার দুর্বুদ্ধি না করে। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ নামবলে ও ভক্তি-বলে অধিকতর পাপে প্রবৃত্ত হয়। তাহাতে শুনিবার অপরাধ ঘটে এবং ভক্তি হইতে চিরতরে বিচ্যুত হইতে হয়।

শ্রীশ্রীল আচার্যদেব শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের একটি উক্তি 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' হইতে ব্যাখ্যা করিয়া একটি অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। আধ্যক্ষিকগণ মনে করিয়া থাকে, বিষয়ী ব্যক্তিগণ যেরূপ স্তব-স্তুতি প্রশংসা পাইলে বশীভূত হয়, শ্রীভগবানও সেইরূপ স্তব-স্তুতি প্রভৃতির দ্বারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন। তবে কি ভগবান্ একজন খুষরোয়?* ইহার মীমাংসা শ্রীনৃসিংহদেবের স্তবে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ এইরূপ করিয়াছেন,—

> দৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
> মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
> যদ্যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং
> তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ॥
>
> (ভাঃ ৭।৯।১১)

"অয়ং প্রভুরাত্মনো মানং পূজাং জনাদবিদুষঃ তত্ত্বতো নেচ্ছতি। তত্র হেতুর্নিজলাভ ভক্তস্যৈব লাভেন পূর্ণঃ পরম-সন্তুষ্টঃ; হেত্বন্তরং, করুণঃ, পূজার্থং তৎপ্রয়াসাদাবসহিষ্ণুঃ; কথঞ্চিত্তাজ্ঞানাদবিদুষঃ, পিতুরগ্রে বালকবৎ তত্তাগ্রে ন কিঞ্চিদপি জানতঃ; এষা স্বস্য তজ্জনৈকবর্গস্যেব দৈন্যোক্তিঃ; যথা, তথাবেশেনাহং কিঞ্চিদপি ন জানত ইত্যর্থঃ; উভয়ত্র পক্ষেঽপি তুচ্ছ অবিদ্বদ্বয় তত্র কারুণ্যহেতুরিতি ভাবঃ। তর্হি কিং তজ্জনস্তত্র মানং ন কুরুত এবেত্যাশঙ্ক্যাহ—যদিতি। স চ জনঃ যং যং মানং ভগবতি বিদধীত সম্পাদয়তি, স সর্বোঽপ্যাত্মার্থমেব,—তৎসম্মাননমাত্রেণৈব স্ব-সম্মাননাভিমাননাৎ সুখং মন্যমানস্তস্মানং করোত্যেবেত্যর্থঃ। তৎসম্মানমাত্রেণ স্বসম্মানশ্চ তত্রৈকজীবনস্য তজ্জনস্য যুক্ত এবেতি দৃষ্টান্তমাহ, —যথা মুখে যা শোভা ক্রিয়তে, তস্যাত্মনেব প্রতিমুখস্য শোভায়ৈব ভবতি, নান্যস্যেতি।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৬৭ অনুচ্ছেদ)

এই প্রভু নিজের "মান" অর্থাৎ পূজা, "জন" অর্থাৎ নিজভক্ত হইতে "বরণ" অর্থাৎ ইচ্ছা করেন না। যেহেতু তিনি নিজের লাভেই "পূর্ণ" অর্থাৎ পরমসন্তুষ্ট। অপর কারণ এই যে—তিনি "করুণ" অর্থাৎ পূজাদি-বিষয়ে ভক্তের যে কষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে অসহিষ্ণু। কিরূপ জনের নিকট হইতে প্রার্থনা করেন না, তাহা বলিতেছেন—"অবিদ্বান্" অর্থাৎ পিতৃসমীপে পুত্র যেরূপ অজ্ঞ, সেইরূপ তৎসমীপে যিনি অজ্ঞ, তাদৃশ জন হইতে। বরং তাদৃশ জনগণের একজাতীয় বলিয়া ইহা শ্রীপ্রহ্লাদমহারাজ দৈন্যোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। অথবা "অবিদ্বান" অর্থাৎ যিনি ভগবদ্ভক্তের-ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ই অবগত নহেন, তাদৃশ জন হইতে। উভয়প্রকার ব্যাখ্যাতেই এই অবিদ্বদ্ভাব ভগবানের কারণাহেতু হইয়া থাকে। তাহা হইলে কি মানবগণ তাঁহার পূজা করেন না? এ আশঙ্কায় বলিতেছেন যে, ভক্তজনগণ ভগবানের উদ্দেশ্যে যে-যে পূজার অনুষ্ঠান করেন, তাহা সমস্ত নিজের জন্যই হইয়া থাকে অর্থাৎ ভগবানের সম্মাননেতুই নিজসম্মানজ্ঞানে সুখ অনুভব করিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন।

ভগবদ্ভক্তপ্রধান পুরুষের পক্ষে ভগবানের সম্মানেই যে নিজের সম্মান সঙ্গত হয়, এবিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—মুখে যে-যে শোভা করা হয়, কেবলমাত্র তাহাই যেরূপ প্রতিমুখের (প্রতিবিম্বের) শোভার জন্যই হয়, পরন্তু অন্য কোন বস্তু সেরূপ প্রতিমুখের শোভাজনক হয় না।

শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃতে শ্রীনৃসিংহ-দেবের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

> ভবন্তি পুরুষা লোকে মদ্ভক্তাস্ত্বামনুব্রতাঃ।
> ভবান্ মে খলু ভক্তানাং সর্বেষাং প্রতিরূপভৃৎ।
>
> (ভাঃ ৭।১০।২১)

শ্রীনৃসিংহদেব শ্রীপ্রহ্লাদকে বলিলেন,—'ইহলোকে আমার ভক্তগণ তোমার অনুসরণ করিবে, যেহেতু আমার ভক্ত-সমূহের মধ্যে তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ।'

অতএব শ্রীনৃসিংহদেবের আরাধনার পূর্বে শ্রীপ্রহ্লাদের পূজা কর্তব্য। শ্রীপ্রহ্লাদের কৃপায় শ্রীপ্রহ্লাদের শ্রীনৃসিংহ-

দেবের কৃপালাভ হয়। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উক্ত হইয়াছে,—

"অগ্রে প্রহ্লাদঃ পূজনীয়ঃ। তথা চাগমে—

প্রহ্লাদশ্চেশনানাথ্যো হ্যহি পুণ্যা চতুর্দশী।
পূজয়েত্তত্র যত্নেন হরেঃ প্রহ্লাদমগ্রতঃ॥"

(১৪শ বিলাস, ১৫৪ সংখ্যা)

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু পদ্যাবলীতে বলিয়াছেন,—

প্রহ্লাদ-নারদ-পরাশর-পুণ্ডরীকা-
ব্যাসাম্বরীষ-শুক-শৌনক-ভীষ্ম-দালভ্যান্।
রুক্মাঙ্গদার্জ্জুন-বিভীষণ-কাঙ্কনাদীন্
পুণ্যানিমান্ পরমভাগবতান্নমামি॥

(পদ্যাবলী ৪২)

আমরাও শ্রীশ্রীরূপানুগগণের আনুগত্যে শ্রীপ্রহ্লাদাদি মহাজনগণকে বন্দনা করি।

পরদিবস অর্থাৎ শ্রীমাধবী-পূর্ণিমাতিথিতে শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর আবির্ভাববাসর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সকলে গঙ্গাস্নান করিয়া শ্রীযোগপীঠে সংকীর্ত্তনমহোৎসবে যোগদান করেন।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

পূজনীয় "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু—

কৃপাপূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রশ্ন কয়েকটির উত্তর "গৌড়ীয়"-পত্রে প্রকাশ করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিলে কৃতার্থ হইব।

১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট যে সাক্ষিগোপালের বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া একটি সন্দেহ উপস্থিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ অন্যাভিলাষ-রহিত নিষ্কিঞ্চন ভক্তের ধন। কিন্তু তিনি কি জন্য বিদ্যানগরের ব্রাহ্মণদ্বয়ের সাংসারিক কলহের মীমাংসা ও বিবাহোৎসুক "ছোট-বিপ্রে"র পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবন হইতে ছোট-বিপ্রের গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন? ইহাতে শুদ্ধভক্তির কি মাহাত্ম্য আছে? শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীমন্মহাপ্রভুই বা এইরূপ গ্রাম্য ও লৌকিক ব্যবহারকে এত আদর করিলেন কেন?

২। শ্রীমদ্ভাগবতে যে ব্রহ্মার মোহ ও মোহিনীরূপ-দর্শনে শ্রীমহাদেবের মোহপ্রাপ্তির কথা শুনা যায়, ইহারই বা তাৎপর্য্য কি? ব্রহ্মা ও শিব জগদ্গুরু। তাঁহাদের আবার মোহ কিরূপে উপস্থিত হয়?

৩। শ্রীশচীমাতার যে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নিকট ও শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর যে শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীচরণে অপরাধ ও আধ্যক্ষিক বিচারের উদয় হইয়াছিল, ইহার তাৎপর্য্য কি?

৪। তারকব্রহ্ম নামের ন্যায় পঞ্চতত্ত্বের নাম শ্রীতুলসী-মালিকার জপ ও কীর্ত্তন করা বিধি কি না?

শ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীনির্ম্মলকুমার সান্যাল

উত্তর

১। প্রথম প্রশ্নের উত্তর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুই স্বয়ং মধ্যলীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে প্রদান করিয়াছেন।

পদ্ভ্যাং চলন্ যঃ প্রতিমা-স্বরূপো
ব্রহ্মণ্যদেবো হি শতাহগম্যাম্।
দেশং যযৌ বিপ্রকৃতেঽদ্ভুতেহহং
তং সাক্ষিগোপালমহং নতোঽস্মি॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৫।১)

যে ব্রহ্মণ্যদেব প্রতিমারূপ হইয়াও ব্রাহ্মণের উপকারের জন্য শতদিবস চলিলে যে দেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথায় পদচালনপূর্ব্বক গমন করিয়াছিলেন, সেই অদ্ভুতচেষ্ট সাক্ষিগোপালকে আমি প্রণাম করি।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে "ব্রাহ্মণো মামকী তনুঃ" বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্বরূপ। গো-ব্রাহ্মণের হিতের জন্য ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ সমস্তই করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ গো-ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা-লীলা ও শ্রীগৌরলীলায় বিপ্র-পাদোদক-পান-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু যে

তৌষটি ভক্তাঙ্গ নির্দিষ্ট করিয়াছেন, তন্মধ্যেও "বাঞ্ছাসম্ব-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন" দশম অঙ্গরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ জ্ঞানী ভক্ত দুর্ব্বাসার ক্রোধ ও শাপাদি-প্রদানসত্ত্বেও দুর্ব্বাসার প্রতি দ্রোহাচরণ করেন নাই। কারণ, শ্রীভগবানের আজ্ঞা এই,—

বিপ্রং কৃতাগসমপি নৈব দ্রুহ্যত মামকাঃ।
ঘ্নন্তং বহুশপন্তং বা নমস্কুরুত নিত্যশঃ॥
(ভাঃ ১০।৬৩।৪১)

অর্থাৎ, হে যাদবগণ! ব্রাহ্মণ অপরাধী হইলেও তাঁহার প্রতি হিংসা করিবে না এবং তিনি হিংসা করিলে বা অভিশাপ প্রদান করিলেও সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রণাম করিবে।

শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিতেছেন,—

বিপ্রা গাবশ্চ বেদাশ্চ তপঃ সত্যং দমঃ শমঃ।
শ্রদ্ধা দয়া তিতিক্ষা চ ক্রতবশ্চ হ্রেস্তনূঃ॥
(ভাঃ ১০।৪৪।১৪)

ব্রাহ্মণ, ধেনু, বেদ, তপস্যা, সত্য, দম, শম, শ্রদ্ধা, দয়া, সহিষ্ণুতা ও যজ্ঞ এই সমস্ত শ্রীবিষ্ণুর শরীর।

তস্মাদ্ বৈ দেবদেবস্য হরের্যদ্যপ্যজোঃ প্রভোঃ।
ব্রাহ্মণাঃ প্রভবো দৈবং ন তেভ্যো বিদ্যতে পরম্॥
(ভাঃ ১০।৮১।১৩)

হে রাজন্! ব্রাহ্মণগণ দেবদেব প্রভু অজেশ্বর শ্রীহরির প্রভুস্বরূপ, তাঁহাদিগের অপেক্ষা পরম-দেবতা আর কেহ নাই।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

ব্রাহ্মণো জন্মনা শ্রেয়ান্ সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ।
তপসা বিদ্যয়া তুষ্ট্যা কিমু মৎকলয়া যুতঃ॥
ন ব্রাহ্মণৈর্মে ধবিতং রূপমেতচ্চতুর্ভুজম্।
সর্ব্ববেদময়ো বিপ্রঃ সর্ব্বদেবময়ো হ্যহম্॥
(ভাঃ ১০।৮৬।৫৩-৫৪)

ব্রাহ্মণগণ শৌক্রাদি ত্রিবিধ জন্মদ্বারা ইহলোকে নিখিল প্রাণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া থাকেন; অতঃপর যদি তপস্যা, জ্ঞান, তুষ্টি এবং মদীয় উপাসনা-যুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি?

মদীয় এই চতুর্ভুজরূপও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিক প্রিয় নহে। যেহেতু ব্রাহ্মণগণ সর্ব্ববেদময় এবং আমি সর্ব্বদেবময় বলিয়া তাঁহাদের দ্বারাই আমার স্বরূপ-নির্ণয় হইয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত "ছোট-বিপ্র" ও "বড়-বিপ্র" উভয়েই শ্রীকৃষ্ণে স্বাভাবিকী ও অহৈতুকী প্রীতিবিশিষ্ট। শ্রীবিগ্রহের সচ্চিদানন্দত্বে ও শ্রীকৃষ্ণভক্তের মহিমা-প্রকটনে উভয়ের অতুলনীয় বিশ্বাস ও অধ্যবসায় দৃষ্ট হয়। তাঁহারা অকুণ্ঠিত ও শ্রীকৃষ্ণপরায়ণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয়। কর্ম্মকাণ্ডীয় বহির্ম্মুখ ব্রাহ্মণক্রবগণের ন্যায় তাঁহারা নাস্তিক বা নির্ব্বিশেষবাদী নহেন অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তিকে পুতুল বা প্রতীকমাত্র বিচার করিয়া স্বার্থান্ধকামাদি-পূরণের জন্য সাময়িক বিদ্যাভক্তির আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। ইহা শ্রীচরিতামৃতের বর্ণনার প্রত্যেক ছত্রে পরিস্ফুট।

শ্রীল প্রভুপাদ "অনুভাষ্যে" লিখিয়াছেন, "কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ছোট বিপ্র ভগবদ্ভক্ত বড় বিপ্রের সেবা করিয়াছিলেন, তৎফলেই স্বভক্তের মান-রক্ষার্থ শ্রীগোপাল-ঠাকুর সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, নতুবা ছোট-বিপ্রের এইরূপ বড়-বিপ্রসেবা-ও তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণে সম্মতি-প্রাপ্তি প্রভৃতি ক্রিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণময় প্রাকৃত কর্ম্মকাণ্ড হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কখনই উহাকে আদর করিতেন না।"

ছোট-বিপ্র ও বড়-বিপ্রের শ্রীভগবদ্-বিগ্রহের প্রতি স্বাভাবিকী প্রীতি ও সুদৃঢ় বিশ্বাস, ইহাই তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ। ছোট-বিপ্রের বিবাহ করিবার ইচ্ছা বা বড় বিপ্রের নাস্তিক ও বহির্ম্মুখ স্ত্রী-পুত্রাদির বশীভূত হইয়া প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের ছল কেবল শ্রীভগবানের মহিমা বিস্তারের জন্য।

বড়-বিপ্রের মনে,—'কৃষ্ণ বড় দয়াবান্।
অবশ্য মোর বাক্য তিঁহো করিবে প্রমাণ॥'
• • •
তবে ছোট-বিপ্র কহে,—'শুন মহাজন।
এই বিপ্র—সত্যবাক্, ধর্ম্মপরায়ণ॥
• • •
ইহার পুত্রে কৃষ্ণে আনি' সাক্ষী বোলাইল।
তবে এই বিপ্রের সত্য প্রতিজ্ঞা রাখিল॥"
• •
"ব্রাহ্মণের তুমি—বড় দয়াময়।
দুইবিপ্রের ধর্ম্ম রাখ হঞা সদয়॥
কন্যা পা'ব,—মোর মনে ইহা নাহি সুখ।
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায়, এই বড় দুঃখ॥"
• • •

প্রতিমা নহ তুমি,—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বিপ্র লাগি' কর তুমি অকার্য্য-করণ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৪।৭১, ৮৩, ৮৪, ৮৮-৮৯, ৯৬)

এই সকল বাক্য হইতেই প্রশ্নের সমস্ত উত্তর পাওয়া যায়। শ্রীভগবান্ অকুটিল ও শরণাগত ভক্তের জন্য সমস্তই করিয়া থাকেন। আধ্যাত্মিক-বাহ্যদৃষ্টিতে যদি সেইরূপ ভক্তের অন্তাভিলাষাদিতে কিছু দোষ দৃষ্ট হয় (যেমন 'বড়-বিপ্রে'র নাস্তিক স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি আসক্তি-প্রভৃতির ভাব কিংবা 'ছোট-বিপ্রে'র বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রভৃতি), শ্রীভগবান্ উহাদিগকে দোষরূপে বিচার না করিয়া তাহাদের একান্ত সেবোন্মুখতাগুণটিকেই বহুমানন করেন। "প্রতিমা নহ তুমি, সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন"—এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস কখনও স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্ত বা প্রাকৃত-ব্যবহারে দক্ষ ব্যক্তির হৃদয়ে প্রকাশিত হইতে পারে না। ফলের দ্বারাই কারণ অনুমিত হয়। শ্রীলক্ষ্মি-গোপালদেব সাক্ষ্য দিবার পর সেই দুইবিপ্রকে বলিয়াছিলেন,—

"তুমি-দুই—জন্মে-জন্মে আমার কিঙ্কর।
দুঁহার সত্যে তুষ্ট হইলাঙ, দুঁহে মাগ' বর।"

(চৈঃ চঃ মঃ ৪।১১৩-১১৪)

তখন 'ছোট-বিপ্র' ও 'বড়-বিপ্র' কি অন্তাভিলাষিগণের ন্যায় স্ত্রীপুত্রাদির ভোগ-সুখ বা ধনধান্যাদি কামনা করিয়াছিলেন, না বলিয়াছিলেন,—

'যদি বর দিবে, তবে রহ এই স্থানে।
কিঙ্করের দয়া তব সর্ব্বলোকে জানে॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ৪।১১৫)

শ্রীভগবান্ তাঁহার শরণাগত দাসের নিত্যসেবা গ্রহণ করিবার জন্য নিজধাম শ্রীবৃন্দাবন হইতে ভক্তের গ্রামে উপনীত হইয়া গ্রামকে শ্রীধামে পরিণত করিলেও এই লীলা-দ্বারা শিক্ষা দিলেন যে,—

(১) শ্রীগুরুদেবের সেবা-পরায়ণ বৈষ্ণবের (বড়-বিপ্রের) সেবকই যথার্থ ব্রাহ্মণ। সেই ব্রাহ্মণ শ্রীগুরুদেবের পরমপ্রিয়।

(২) শ্রীগুরু তাঁহার ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন।

(৩) আধ্যাত্মিক-দৃষ্টিতে তাঁহার ভক্তের যে জড়াসক্তি বা দুরাচার দৃষ্ট হয়, তাহা দর্শন না করিয়া তাঁহার সেবোন্মুখতা দর্শন করিলেই জীবের মঙ্গল হয়।

(৪) শ্রীভগবান্ ভক্তের অকুটিলতা ও সহজ-প্রীতিতে বশীভূত হন।

(৫) শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীমন্দিরে, শ্রীবিগ্রহে যাঁহাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি, শ্রীগুরু কখনও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করেন না।

(৬) শ্রীবিগ্রহ প্রতিমা নহেন, তিনি সাক্ষাৎ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন।

(৭) ভক্তবশ হইয়া শ্রীভগবান্ আধ্যাত্মিক-বিচারসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট যাহা অসম্ভব, তাহাও সম্ভব করিয়া থাকেন।

(৮) কেবল যুক্তিদ্বারা ভক্তের মহিমা উপলব্ধি হয় না। শুদ্ধা প্রীতিই বৈষ্ণবের মহিমা উপলব্ধি করাইয়া থাকে।

২। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে ব্রহ্ম-বিমোহনের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয়ে পাওয়া যায়,—

এবং সম্মোহয়ন্ বিষ্ণুং বিমোহং বিশ্বমোহনম্।
স্বয়ৈব মায়য়াজোঽপি স্বয়মেব বিমোহিতঃ॥
তস্যাং তমোবদ্রৈহারং খদ্যোতার্চ্চির্দিবাহনি।
মহতীতরমাবৈষ্ণং নিহন্ত্যাত্মনি যুঞ্জতঃ॥

(ভাঃ ১০।১৩।৪৪-৪৫)

অর্থাৎ ব্রহ্মা মোহমুক্ত, বিশ্ববিমোহনকারী বিষ্ণুকে সম্মোহিত করিতে উপক্রম করিয়া নিজেই বিমোহিত হইয়াছিলেন। হিমজাত অন্ধকার যেরূপ তামসী-রাত্রির অন্ধকার বিনাশ করিতে পারে না, পরন্তু গাঢ়ই করিয়া থাকে, কিংবা দিবাভাগে খদ্যোতের আলোক যেরূপ সূর্য্যালোকের নিকট তিরস্কৃত হয়, সেইরূপ নিকৃষ্টা মায়া মহাপুরুষের প্রতি প্রযুক্তা হইয়া কিছুই করিতে পারে না, পরন্তু নিজেরই সামর্থ্য নাশ করে।

শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবানের নিত্যসেবক হইয়াও জগতে উপরি-উক্ত শিক্ষা প্রদর্শনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক আত্মবিমোহন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মায়াধীশ, তাঁহাকে কেহ বঞ্চনা বা মায়ার দ্বারা অভিভূত করিতে পারে না। তাঁহাকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিলে বঞ্চনাকারীকেই বঞ্চিত হইতে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে যে ব্রহ্মার দুরাচার-প্রতিম আচরণ এবং অষ্টম স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে যে মহাদেবের শ্রীকৃষ্ণের মোহিনীরূপদর্শনে মোহপ্রাপ্তির কথা শ্রুত হয়, তদ্দ্বারা জগদ্গুরু শ্রীব্রহ্মা ও শ্রীশিব আমাদের

ন্যায় ক্ষুদ্র জীবকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, অতি বিদ্বান্ ব্যক্তিগণকেও যে-কোন মুহূর্তে মায়াদেবী মোহিত করিতে পারেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মা বা শিবের ন্যায় জগদ্গুরুগণের 'কোন দুরাচার নাই। উহা সাধককে সতর্ক করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছায় জগদ্গুরুগণের লীলাচাতুরীবিশেষ। যদি তাঁহারা ঐরূপ লীলা-প্রকটন না করিতেন, তাহা হইলে কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, ব্রতী, তপস্বী প্রভৃতি নাস্তিক ব্যক্তিগণ আত্মসত্যবস্তু অপেক্ষা তপস্যা-বৈরাগ্যাদিকে অধিক শক্তিশালী বলিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া ভক্তিরাজ্যের সাধকদিগকে ভক্তিপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দিত। ব্রহ্মা ও শিবের ন্যায় তপস্যা ও অলৌকিক জ্ঞান-বৈরাগ্য-সম্পন্ন ব্যক্তিগণও কায়মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ ভগবানের শরণাপন্ন না থাকিলে যখন পতনোন্মুখ হইতে পারেন, তখন ক্ষুদ্র জীব কোন প্রকার 'আরোহ'-চেষ্টার উপর নির্ভর না করিয়া শ্রীব্রহ্মার উপদেশ পালন করিবেন। শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন,—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥
শ্রেয়ঃস্থতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥
পুরেষ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিন-
স্ত্বদর্পিতেহা নিজকর্মলব্ধয়া।
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া
প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে গতিং পরাম্॥

(ভাঃ ১০।১৪।৩-৫)

আরোহ-জ্ঞানের প্রয়াস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুসন্নিধানে অবস্থিত হইয়া যাঁহারা সাধুগণের মুখে স্বতঃ-উচ্চারিত এবং তৎসান্নিধ্যমাত্র আপনা হইতেই শ্রবণপথে প্রবিষ্ট ভবদীয় নাম-রূপ-গুণ-লীলাপরবাক্য মনীষা, মন ও বাক্যের দ্বারা সৎকার করিতে করিতে জীবন ধারণ করেন, তাঁহারা অন্য কোন কর্ম্ম না করুন, তথাপি ত্রিলোকে অন্যান্য ব্যক্তির অজিত আপনি তাঁহাদের দ্বারা জিত অর্থাৎ বশীভূত হন।

হে প্রভো, যে সকল জ্ঞানমার্গাবলম্বী ব্যক্তি নিজ স্বরূপ-লাভের পথস্বরূপ ভগবদ্ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল অর্থাৎ ভক্তিশূন্য জ্ঞান-লাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন, তাঁহাদের অন্তঃসারশূন্য স্থূল তুষাবঘাতীর ন্যায় ক্লেশমাত্রই লাভ হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না।

হে অপরিচ্ছিন্ন-স্বরূপ, হে অচ্যুত, পুরাকালে ইহলোকে বহু যোগিপুরুষ বর্ত্তমান ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা যোগমার্গে ফল লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া নিজ নিজ লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম আপনাতে সমর্পণ করেন। তৎফলে তাঁহারা ভবদীয় কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-রূপা ভক্তিদেবীর প্রভাবে আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া অনায়াসে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছিলেন।

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

(ভাঃ ১০।১৪।৮)

অতএব যিনি অনাসক্তভাবে আত্মকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে আপনার করুণার প্রতীক্ষায় কায়মনোবাক্যে প্রণতি-সহকারে জীবন ধারণ করেন, যিনি মুক্তিপদে দায়ভাগী অর্থাৎ অধিকারী হইয়া থাকেন;

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥
তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥

(ভাঃ ১০।১৪।২৯-৩০)

হে দেব, হে ভগবন্, যিনি আপনার পাদপদ্মযুগলের করুণাকণামাত্র লাভ করিয়াছেন, একমাত্র তিনিই আপনার যথার্থ মাহাত্ম্য জানেন, তদ্ব্যতীত দীর্ঘকাল অনুসন্ধান করিয়াও কেহ তাহা জানিতে সমর্থ হয় না।

হে নাথ, অতএব এই ব্রহ্মজন্মেই হউক কিংবা পশু-পক্ষী প্রভৃতি জন্মেই হউক, যাহাতে আমি ভবদীয় ভক্তগণের

অকৈতবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার পাদপদ্ম সেবা করিতে পারি, আমার তাদৃশ মহাভাগ্য লাভ হউক।"

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

শুন বিপ্র, মহা-অধিকারী যেবা হয়।
তবে তান দোষ শুধ কিছু না জন্ময়॥
ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্॥
(ভাঃ ১১।২০।৩৬)

পদ্মপত্রে যেন কভু নাহি লাগে জল।
এইমত নিত্যানন্দস্বরূপ নির্ম্মল॥
পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাহান শরীরে।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র, সর্ব্বদা বিহরে॥
অধিকারী বই করে তাহান আচার।
দুঃখ পায় সেইজন, পাপ জন্মে' তা'র॥
কৃষ্ণ বিনে অন্যে যদি করে বিষ-পান।
সর্ব্বথায় মরে, সর্ব্বপুরাণ-প্রমাণ॥
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥
ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ॥
(ভাঃ ১০।৩৩।২৯-৩০)

এতেকে যে না জানিঞা নিন্দে' তান কর্ম্ম।
নিজ দোষে সে-ই দুঃখ পায় জন্ম জন্ম॥
গর্হিতো করয়ে যদি মহা-অধিকারী।
নিন্দার কি দায়, তাঁ'রে হাসিলেই মরি॥
(চৈঃ ভাঃ অঃ ৮।২৬-৩৪)

তাঁহার আচার—বিধি-নিষেধের পার।
তাঁহারে জানিতে শক্তি আছয়ে কাহার॥
না বুঝিয়া নিন্দে' তাঁ'র চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তা'র বাধ॥
(চৈঃ ভাঃ অঃ ৬।১১৮-১১৯)

যদিয়া যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে॥
গৃহীত্বাপি যবনীপাণিং বিদ্যেত্ বা সৌত্তিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দ-পদাম্বুজম্॥
(চৈঃ ভাঃ অঃ ৬।১২৬-১২৮)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর টীকায় বলিতেছেন,—

"অতিবিদ্বষামতিবিবেকিনামপি কামজয়ো ন ভবেদতঃ কন্যাভগিন্যাদিভিঃ সহ রহসি ন বসেদিতি জ্ঞাপয়িতুমাহ" (ভাঃ ৩।১২।২৮, সারার্থদর্শিনী)।

"তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথেত্যাদিবচনাৎ (ভাঃ ১০।৩৩।৩০) স্বকন্যানুগামিনোঽপি ব্রহ্মণো মালিন্যং নাশঙ্কনীয়মিতি" (ভাঃ ৩।১২।৩৪, সারার্থদর্শিনী)।

পরমবিদ্বান্ ও অতিবিবেকিগণেরও কাম জয় করা সুকঠিন, এজন্য কন্যা-ভগিনী প্রভৃতিরও সহিত নির্জ্জনে বাস করিবে না, ইহা জানাইবার জন্যই শ্রীব্রহ্মার ঐরূপ লীলা।

সমর্থবান্ তেজস্বী পুরুষগণের ধর্ম্মমর্য্যাদা-লঙ্ঘন বা স্ত্রী-সম্ভাষণাদি আচরণ দুষ্ট হইলেও তাহা দোষাবহ নহে, যেরূপ অগ্নি সর্ব্বভুক্ হইয়াও দোষভাক্ হয় না। এই প্রমাণানুসারে নিয়ন্তার অনুগামী হইলেও ব্রহ্মার কোনও প্রকার মালিন্য আশঙ্কা করিতে হইবে না।

শ্রীব্রহ্মা এইরূপ লীলার দ্বারা মহা-অধিকারীর সামর্থ্য ও ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে সতর্কতা শিক্ষা দিয়াছেন। আবার সেই শ্রীব্রহ্মাই শ্রীগৌরলীলায় শ্রীকৃষ্ণ হরিদাসরূপে শ্রীরামচন্দ্র যাঁর প্রেরিত বেশ্যা ও মায়ার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া অনুক্ষণ শুদ্ধ-নামপরায়ণ হরিভজনকারীর নিকট মায়া তাহার কোন বিক্রমই প্রকাশ করিতে পারে না,—এই শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন।

মোহিনী-রূপ-দর্শনে শ্রীমহাদেবের মোহিত হইবার লীলার তাৎপর্য্য শ্রীভগবান্ ও শ্রীশিবের বাক্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীহরি শ্রীমহাদেবকে মায়া হইতে মুক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন,—

দিষ্ট্যা ত্বং বিবুধশ্রেষ্ঠ মায়াং মাদাত্মনি স্থিতঃ।
যন্মে স্ত্রীরূপয়া রৌদ্রং মোহিতোঽপ্যজয়া মায়য়া॥
কো নু মেঽতিতরেন্মায়াং বিষক্তস্ত্বদৃতে পুমান্।
তাংস্তান্বিদ্যজতীং ভাবান্ দুস্তরামকৃতাত্মভিঃ॥
সেয়ং গুণময়ী মায়া ন ত্বামভিভবিষ্যতি।
ময়া সংরেভতা কালে কালরূপেণ ভাগশঃ॥
(ভাঃ ৮।১২।৩৮-৪০)

শ্রীবিষ্ণু শ্রীমহাদেবকে কহিলেন, হে দেবশ্রেষ্ঠ, আপনি আমার শ্রীরূপা মায়াদ্বারা মোহিত হইয়াও স্বয়ংই ভাগ্যক্রমে স্বীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আপনি ব্যতীত কোন্ পুরুষ বিষয়-ভোগে আসক্ত হইয়াও অজিতচিত্তগণের দুস্তর তত্ত্ববিষয়-সৃষ্টিকারিণী আমার মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারে ?

সৃষ্ট্যাদিনিমিত্ত কালরূপী আমাকর্তৃক রজঃ প্রভৃতি অংশের সহিত বর্ত্তীভূতা সেই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া আপনাকে আর অভিভূত করিতে পারিবে না।

শ্রীমন্মহাদেবও শ্রীপার্ব্বতীদেবীকে বলিয়াছিলেন,—

অপি ব্যপাশ্রয়মমস্ত মায়াং
পরস্ত পুংসঃ পরদেবতায়াঃ।
অহং কলানামৃষভোঽপি মুহ্যে
যদাবশোঽন্যে কিমুতাত্মতন্ত্রাঃ॥

(ভাঃ ৮।১২।৪৩)

হে দেবি! অন্যরহিত পরদেবতা ও পরমপুরুষ ভগবানের মায়া অবলোকন করিলে? আমি তাঁহার অংশাবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াও যে মায়াদ্বারা মুগ্ধ হইয়াছিলাম, সুতরাং অন্যান্য ইন্দ্রিয়পরবশ লোকসকল যে মোহিত হইবে তাহাতে আর বক্তব্য কি ?

জগদ্গুরু শ্রীমহাদেবের এই উক্তি জীবের শিক্ষার জন্য। যদি তিনি এইরূপ আত্মমোহন-লীলা প্রকট না করিতেন, তাহা হইলে ক্ষুদ্র সাধক-জীব সতর্ক হইতে পারিতেন না ও সম্পূর্ণভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইতেন না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বিন্দুমাত্রও স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিলে জীবের পতন অনিবার্য্য,—ইহা প্রদর্শন করিবার জন্যই জগদ্গুরু শ্রীমহাদেব শ্রীহরির অনিচ্ছাসত্ত্বেও মোহিনীমূর্ত্তি-দর্শনের জন্য লালায়িত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ঐকান্তিক ভক্ত মোহিত হইবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াও কিরূপে তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাঁহার মায়ার প্রভাব কিরূপ—ইহা জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সুবুদ্ধি ব্যক্তি জগদ্গুরু শ্রীমহাদেবের এই লীলা হইতে শ্রীশ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবে একান্ত শরণাপত্তিই শিক্ষা করিবেন। জগদ্-গুরুর প্রতি কোনপ্রকার মর্ত্যবুদ্ধি করিয়া অধঃপতিত হইবেন না; অথবা শ্রীব্রহ্মা, শ্রীশিবও যখন মোহিত হন, তখন ক্ষুদ্র জীব আমরা কেন মোহিত না হইব, অর্থাৎ মোহগ্রস্ত হওয়াই আমাদের ধর্ম্ম হওয়া উচিত—এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি করিয়া জগদ্গুরুবর্গের প্রকৃত শিক্ষা-তাৎপর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইবেন না।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পতন বা মোহ নাই। শ্রীব্রহ্মা, শ্রীমহাদেব, শ্রীনারদ, শ্রীব্যাস, শ্রীপ্রহ্লাদাদি মহাজনগণের যে-সকল ত্রাচার-প্রতিম ব্যবহারের কথা শাস্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয়, তাহা ক্ষুদ্র জীবকে সতর্ক করিবার জন্য। শ্রীনারদের পূর্ব্বজন্মে দাসীপুত্ররূপে আবির্ভাব-লীলা বা শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের পূর্ব্বজন্মে শ্রীবসুদেব শর্ম্মা নামে জন্মগ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার কদাচারের অভিনয় দেখিয়া যেন তাঁহাদিগকে নিত্যসিদ্ধ শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা বৈষ্ণব-মহাজনরূপে বরণ করিবার পক্ষে কোনরূপ দ্বিধা ও সংশয় হৃদয়ে উপস্থিত না হয়। অকপটভাবে হরিভজন করিলে ও সদ্গুরুপাদপদ্মের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিলে এইসকল কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি হয়। কেবল যুক্তিদ্বারা সংশয়াত্মা, নির্ব্বিশেষবাদী ও অপরাধী হইয়া পড়িতে হয়। এইজন্য শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস বলিয়াছেন,—

ভাগবত হইতে এসব তত্ত্ব জানি।
তাহো যদি বৈষ্ণব-গুরুর মুখে শুনি॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৬।৩৬)

৩। শ্রীশচীমাতা বিশুদ্ধসত্ত্ব—সাক্ষাৎ প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী। শ্রীশচীমাতা না হইলে "শ্রীশচীনন্দন" নাম নিরর্থক হয়। অতএব শ্রীশচীমাতার কোনপ্রকার বৈষ্ণবা-পরাধ বা আচার্য্যাপরাধের আভাসও নাই। বিশেষতঃ স্বয়ংরূপ শ্রীভগবান্ যাঁহার অঙ্কাশ্রয় করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি শ্রীযশোমতি-স্বরূপিণী, যিনি শ্রীগৌরসুন্দর হইতে অভিন্ন, তাঁহার কখনও শ্রীমূলসংকর্ষণের অংশরূপ শ্রীকারণার্ণবশায়ীর অংশস্বরূপ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর শ্রীচরণে অপরাধ হইতে পারে না।

শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি শ্রীব্রজলীলায় শ্রীবৃষভানুরাজ ও শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীবৃষভানুনন্দিনী-স্বরূপা। উভয়ের মধ্যে নিত্যসিদ্ধা সেবাবৃত্তি ব্যতীত কোনপ্রকার আধ্যক্ষিক চিন্তাস্রোতঃ বা অভক্তিবৃত্তির অবকাশ নাই। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিজপার্ষদগণের দ্বারা কৃপাপূর্ব্বক ঐরূপ অভিনয় করাইয়া ক্ষুদ্র জীবের প্রতি অপার করুণা বিস্তার ও লোকশিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

৪। মদ্রই শ্রীতুলসীমালিকার নির্ম্মৎসরসহকারে জপ্য ও কীর্ত্তনীয়। পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীনাম-সংযুক্ত পঞ্চকীর্ত্তনীয় ও সংকীর্ত্তনীয়। তাহা মন্ত্র নহেন বলিয়া শ্রীতুলসীমালিকায়

জপ্য নহেন। শ্রীগৌরসুন্দর ও তৎপার্ষদবৃন্দ যাহা-যাহাকেই শ্রীতুলসীমালিকায় জপ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন।

(হরে) হরায় নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ১।৬০৭)

অথবা—

রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! পাহি মাম্।
কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! রক্ষ মাম্॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৯।৩৩)

প্রকৃতি শ্রৌতপরম্পরাগত পন্থা বা শ্লোক শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীতুলসীমালিকায় জপ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই, সংকীর্ত্তন বা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়ে পঞ্চতত্ত্বের নাম বা ষড়্গোস্বামীর নামের কীর্ত্তনবিধিই আছে, কোথাও শ্রীতুলসীমালিকায় জপাদি করিবার আদর্শ নাই। পঞ্চতত্ত্বের নাম কীর্ত্তন ও সংকীর্ত্তন করিতে হইবে। তারকব্রহ্ম নাম বা মহামন্ত্র শ্রীতুলসীমালিকায় জপ ও কীর্ত্তন করিতে হইবে।

শ্রীভক্তিমল্লিকা

তৃতীয় সৌরভ

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির তারতম্য

[শাস্ত্রে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তিরূপ বিভিন্ন সাধনের উল্লেখের কারণ—বিভিন্ন অধিকার প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—কর্ম্ম কাহাকে বলে?—কর্ম্মের প্রকার—অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম—অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও কাম্যকর্ম্ম তিনটীই হেয়—নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মই শুভকর্ম্ম-নামে পরিচিত ও কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত—নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্যই বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা—কর্ম্ম স্বরূপতঃ নিত্য নহে, ভক্তির উদ্দেশক বলিয়া ঔপচারিকভাবে নিত্য—পঞ্চপ্রকার জ্ঞান—ব্রহ্মজ্ঞান—ব্রহ্মজ্ঞানই 'জ্ঞানকাণ্ড' নামে অভিহিত—জ্ঞানকাণ্ডের স্বরূপ-বিশ্লেষণ—শুষ্কজ্ঞান ও ভক্তি একই তাৎপর্য্যপর, উহা নির্ভেদজ্ঞান হইতে ভিন্ন—যোগমার্গ—রাজযোগ ও হঠযোগ—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির অধিকারি-নির্ণয়—অধিকার বা যোগ্যতার তারতম্যের দ্বারা তাঁহাদের প্রাপ্য প্রয়োজনেরও তারতম্য, বিশেষতঃ ভক্তির প্রয়োজনের সহিত কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির প্রয়োজনের সম্পূর্ণ পার্থক্য—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-বিশ্লেষণ—ভক্তি একাধারে সাধন ও সাধ্য, উপায় ও উপেয়, কিন্তু কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিরূপ সাধন বা উপায় উহাদের সাধ্য বা প্রাপ্য ফলের সহিত ভিন্ন।]

বেদশাস্ত্রের কোন অংশে কর্ম্ম, কোন অংশে জ্ঞান ও কোন অংশে শ্রীতিরূপ ভক্তি আদিষ্ট হইয়াছে। মায়ামুগ্ধ জীবসকল নানা অবস্থাপন্ন। কেহ নিতান্ত মূঢ়, কেহ কিয়ৎ-পরিমাণে বিজ্ঞ, কেহ বা বহু বিষয়ে বিজ্ঞ। জীবের যেরূপ বুদ্ধির অবস্থা, শাস্ত্রে তাহার প্রতি সেইরূপ আদেশ। ইহার নাম অধিকার। অধিকার যদিও জীবের সংখ্যানুসারে অনন্ত, তথাপি সেই অনন্ত অধিকার প্রধান লক্ষ্যানুসারে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে অর্থাৎ কর্ম্মাধিকার, জ্ঞানাধিকার ও প্রেমাধিকার।

জীবন-ধারণপূর্ব্বক শরীর ও মনের দ্বারা যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম্ম। সেই কর্ম্ম দুই প্রকার—শুভ ও অশুভ। শুভকর্ম্মদ্বারা জীবের শুভফল ও অশুভ কর্ম্মদ্বারা অশুভফল হয়। অশুভ কর্ম্মকে 'পাপ' বা 'বিকর্ম্ম' বলে। শুভকর্ম্মের অবস্থাপককে 'অকর্ম্ম' বলে। বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম উভয়ই মন্দ।

শুভকর্ম ভাল। তাহা আবার তিন প্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। কাম্যকর্ম নিতান্ত স্বার্থপর বলিয়া হেয়। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম শাস্ত্রে উপদিষ্ট। হেয়ত্ব ও উপাদেয়তা বিচারপূর্ব্বক শাস্ত্র নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মকে 'কর্ম্ম' বলেন, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মকে 'কর্ম্ম' বলেন না। কাম্যকর্ম্মও যখন হেয় বলিয়া ত্যাজ্য হইয়াছে, তখন নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মই কর্ম্ম। শরীর, মন, সমাজ ও পরলোকের মঙ্গলজনক কর্ম্মকে 'নিত্যকর্ম্ম' বলেন। নিত্য-কর্ম্ম সকলেরই কর্ত্তব্যকর্ম্ম। যে-সকল কর্ম্ম কোন নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া যখন নিত্য কর্ম্মের ন্যায় কর্ত্তব্য হয়, তখন তাহাকে 'নৈমিত্তিক কর্ম্ম' বলে। সন্ধ্যা, বন্দনা, পবিত্র উপায় দ্বারা শরীর ও সমাজে সংরক্ষণ, সত্যব্যবহার ও পালা-পালন—এই সকল নিত্যকর্ম্ম। মৃত পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্যাচরণ প্রভৃতি ও পাপ উপস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্ত—এই সমস্তই নৈমিত্তিক।

এই নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম সুন্দররূপে যাহাতে জগতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, এইরূপ বিধান করিবার অভিপ্রায়ে শাস্ত্রকর্ত্তৃগণ মানবগণের স্বভাব ও স্বাভাবিক অধিকার বিচারপূর্ব্বক 'বর্ণাশ্রম' নামে একটী ধর্ম্ম ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার মর্ম্ম এই যে, কর্ম্মানুষ্ঠানযোগ্য মানবসমূহ স্বভাবতঃ চারি প্রকার অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। তাঁহারা যে অবস্থা অবলম্বনপূর্ব্বক সংসারে অবস্থিত হন, তাহাও চারি প্রকার, তাহার নাম—আশ্রম। গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীদিগের চারিটী আশ্রম। যাহারা অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মপ্রিয়, তাহারা অন্ত্যজবর্ণ ও নিরাশ্রম।

কর্ম্ম কখনই নিত্য নয়। কর্ম্ম যখন কর্ম্মযোগদ্বারা জ্ঞানকে অনুসন্ধান করে এবং জ্ঞান ভক্তিকে উদ্দেশ করে, তখনই কর্ম্ম ও জ্ঞান ঔপচারিকভাবে নিত্য বলিয়া অভিহিত হয়। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা-বন্দনাকে নিত্যকর্ম্ম বলিলে এইমাত্র বুঝায় যে, শারীরিক ভৌতিক ক্রিয়ার মধ্যে ভক্তিকে দূর হইতে উদ্দেশ করিবার যে পন্থা করা হইয়াছে, তাহা নিত্য সাধক বলিয়া নিত্য, বস্তুতঃ নিত্য নয়; ইহার নাম উপচার। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, অষ্টাঙ্গ-যোগ, সাঙ্খ্য ও তপস্যা সমুদয় নৈমিত্তিক। জীব যদি বদ্ধ না হইত, তবে ঐ সকল ধর্ম্মের আবশ্যকতা থাকিত না। জীব বদ্ধ হওয়ায় মায়াযুক্ত অবস্থাই এক 'নিমিত্ত'। এই নিমিত্তজনিত ঐ সকল ধর্ম্ম—'ধর্ম্ম' হইয়াছে। অতএব তাত্ত্বিক বিচারে সমস্তই নৈমিত্তিক ধর্ম্ম।

জ্ঞান পঞ্চ প্রকার, যথা—(১) ইন্দ্রিয়ার্থ-জ্ঞান, (২) নৈতিক-জ্ঞান, (৩) ঈশ্বর-জ্ঞান, (৪) ব্রহ্ম-জ্ঞান, (৫) শুদ্ধ-জ্ঞান।

ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবমাত্রেরই ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞান সম্ভব। বৃহযান (Railway), তড়িৎ-বার্ত্তাবহ (Electrical wire), অর্ণবপোত (Ships), গৃহনির্ম্মাণাদি (Architecture) এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞান ও তৎপ্রেরিত কর্ম্ম। দেশজ্ঞান অর্থাৎ ভূগোল-সমাচার ও কালজ্ঞান অর্থাৎ অব্দবোধ (Geography & Chronology), জ্যোতিষ (Astronomy) প্রভৃতি সমুদয়ই ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞান। পশুবৃত্তান্তজ্ঞান (Zoology) এবং পার্থিব বিজ্ঞান (Minerology) তথা অস্ত্রচিকিৎসা (Surgery) এ সমুদয়ই ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞান। যাঁহারা এই জ্ঞানে আবদ্ধ থাকিতে চাহেন, তাঁহারা এইরূপ জ্ঞানকে সাক্ষাৎ জ্ঞান বা Positive knowledge বলেন।

ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞানে জগতের মঙ্গলামঙ্গলবিচারপূর্ব্বক একটী নীতি-তত্ত্বকে যোগ করিলেই নৈতিক জ্ঞানের উদয় হয়। নীতি অনেক প্রকার, যথা—রাজনীতি (Politics), দণ্ডনীতি (Penal code), বণিক্‌নীতি (Laws of trade), প্রয়োজন-বিজ্ঞান (Utilitarianism), শ্রমবিভাগ (Division of labour), শারীর-নীতি (Rules of health), সংসারনীতি (Socialism), জীবন-নীতি (Rule of life), ভাবসাধন (Training and development of feelings) ইত্যাদি। কেবল নৈতিকজ্ঞানে পরলোকজ্ঞান বা ঈশজ্ঞান থাকে না। কোন কোন ব্যক্তি নৈতিকজ্ঞানকেও সাক্ষাৎজ্ঞান বলিয়া ইহাকে positivism বা নিশ্চয়জ্ঞান বলিয়া নাম দিয়া থাকেন, কিন্তু মানব-প্রকৃতিতে আরও উচ্চতর বৃত্তি থাকায় কেবল নৈতিকজ্ঞান দ্বারা মানবের তুষ্টি হয় না। নৈতিকজ্ঞানে নামমাত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য আছে ও তাহার শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ফলও আছে, কিন্তু মানবের মরণান্তে তাহার নিজের পক্ষে যশ বা অযশ ব্যতীত অন্য কোন ফল নাই এবং আশাও নাই।

জগতের সমস্ত বস্তুর গঠন, পরস্পর সম্বন্ধ ও পরস্পরের অভাব নির্ব্বাহের সংযোগ ও উন্নতিবিধান আলোচনা করিয়া

নবযুক্তি স্থির করেন যে, জগৎ স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইতে পারে না। কোন এক প্রধান জ্ঞানস্বরূপ তত্ত্ব হইতে ইহা নিঃসৃত হইয়াছে। তিনি জগতের পূজ্য; তিনি সর্বশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষ। কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে, তিনি মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, কৃতজ্ঞতাসহকারে তাঁহার পূজা করা উচিত; তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি আমাদের আরও অধিক সুবিধা করিয়া দিবেন; আমাদের সমস্ত অভাব নিবৃত্ত করিবেন। কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে, তিনি নিজ উচ্চ স্বভাববশতঃ আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া আমাদের সুখবৃদ্ধির সমস্ত উপায় করিয়া দিয়াছেন। তিনি আমাদের নিকট হইতে কোন প্রতিক্রিয়া আশা করেন না। এই প্রকার অনেক অস্থির সিদ্ধান্তের সহিত ঈশ্বরবিশ্বাস নৈতিক-জ্ঞানে সংযোগ করিয়া ঈশ্বরজ্ঞানের সংস্থাপন করিয়া থাকেন। কোন কোন সেশ্বর জ্ঞানবাদীর মতে কর্তব্যকর্ম-দ্বারা পুরস্কারস্বরূপ স্বর্গাদি ভোগ-প্রাপ্তি হয়, অকর্তব্যকর্ম-দ্বারা নরকাদি ক্লেশ হয়। বর্ণাশ্রমধর্ম, অষ্টাঙ্গযোগাদি-ক্রিয়া তপস্যা, দেশবিদেশের নানা-নামবিশিষ্ট ঈশ-সাধনরূপ ধর্ম-ব্যবস্থা ইত্যাদি ঈশ্বরজ্ঞানজনিত পৃথক্ পৃথক্ বিধান বলিয়া জানিতে হইবে।

ব্রহ্মজ্ঞানই চতুর্থজ্ঞান। ইহাই সাধারণতঃ জ্ঞান-যোগ নামে পরিচিত। ব্রহ্মজ্ঞান বলেন যে, এই জগৎ অবিদ্যাকল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা। বস্তু একমাত্র আছে, তাহার নাম ব্রহ্ম। জগদ্বিশ্বাস কেবল মায়ামাত্র। জীব অবিদ্যাশ্রিত ব্রহ্ম। অবিদ্যা দূর হইলে জীবই ব্রহ্ম। তখন তাহার শোক, ভয় ও মোহ থাকে না। ইহাকে মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদ বলিয়া থাকে। ইংরাজী ভাষায় এই মতকে প্যানথিজম্ (Pantheism) বলে। অদ্বৈতবাদে দুই প্রকার—(১) মায়াবাদ ও (২) বিবর্তবাদ। মায়াবাদে, কিছুই হয় নাই, কেবল মায়াদ্বারা জগৎ প্রতীত হইতেছে। বিবর্তবাদে কিয়ৎপরিমাণ কার্য স্বীকার আছে, তাহাও দুই প্রকার, অর্থাৎ (১) বিকার ও (২) বিবর্ত। তত্ত্বকে স্বীকার পূর্বক যে অন্যথা বুদ্ধি উদিত হয়, তাহার নাম বিকার; যথা—দুগ্ধকে স্বীকারপূর্বক অন্য বস্তুরূপ দধি বিকার-স্বরূপ উদ্ভূত হইয়াছে। তত্ত্বকে অস্বীকার পূর্বক যে প্রতীতি ভাসমান হয়, তাহার নাম বিবর্ত; যথা—রজ্জুতে সর্পজ্ঞান বা শুক্তিতে রজতজ্ঞান। মায়াবাদ ও বিবর্তবাদে আরও অনেক প্রকার জীববাদ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মত লক্ষিত হয়, কিন্তু কএকটী মূল কথায় উহাদের সকলের ঐক্য আছে।

১। ব্রহ্ম ব্যতীত বস্তু নাই। যাহা প্রতীত হইতেছে, তাহা সত্য নয়, ব্যবহারিক প্রতীতিমাত্র।

২। জীব নাই, যদি থাকে, তবে ব্রহ্মের বিকার বা বিবর্ত।

৩। জগৎ মিথ্যা।

৪। যিনি জীব বলিয়া অভিমান করেন, তিনি সেই অভিমান ত্যাগ করিতে পারিলেই ব্রহ্ম।

৫। মুক্তিই চরম প্রয়োজন।

৬। ব্রহ্ম নির্গুণ অর্থাৎ নিঃশক্তিক।

ব্যবহারিক প্রতীতিবিরুদ্ধ কোন কথা বলিতে গেলে বিশেষ সাবধান হইয়া বলিতে হয়, যেহেতু তাহা প্রমাণ করিতে না পারিলে প্রস্তাবককে উন্মত্তশ্রেণীভুক্ত হইতে হয়। জগৎকে সত্য বলিয়াই সহজে প্রত্যয় হয়। জীব যে একটী ক্ষুদ্র তত্ত্ববিশেষ, তাহাও সহজপ্রতীতি। ব্রহ্ম যে সকলের কর্তা, নিয়ন্তা ও পাতা, ইহাও যুক্তিসহকারে সহজে বিশ্বাস করা যায়। আমি নাই, যাহা দেখিতেছি সমস্ত এরূপ নয়। ভিতরে একটী সত্য আছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া তদ্রূপস্বরূপ এসমস্ত প্রতীত হইতেছে, এরূপ প্রস্তাব কে করে? যদি ভ্রান্তস্বরূপ জীব এরূপ প্রস্তাব করে, তাহা হইলে তাহার অন্যান্য প্রস্তাবের ন্যায় এ প্রস্তাবটীও মিথ্যা হইতে পারে। মাদক-ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবম্বিধ প্রস্তাব সর্বদাই করিয়া থাকে। কখনও কখনও তাহারা 'বাদসাহ' বা 'নবাব' বলিয়া আপনাদিগকে মনে করে এবং সেই অভিমানে কার্য করিতে প্রস্তুত হয়। তখন তাহারা যে আপনাকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া মনে করিবে, ইহাতে সন্দেহ কি? ভ্রান্তি অনেক প্রকার; তন্মধ্যে কুতর্কজনিত ভ্রান্তি, চিত্তপীড়াবশতঃ ভ্রান্তি ও মাদক-সেবন-দ্বারা ভ্রান্তি ইহারা প্রধান। কুতর্কহত হইয়া নরবুদ্ধিই এরূপ বিষম ভ্রমের জনক হইয়া পড়ে। ইউরোপদেশে পেন্থিষ্ট (Pantheist) বলিয়া যাহাদের পরিচয়, তাহাদেরও ঐ মত। তন্মধ্যে স্পিনজা (Spinoza) বলিয়া একজন পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি ঐ মতের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যে বিষয়ক্তি মত প্রচারিত হইয়াছে, তাহাও

অদ্বৈতবাদ। পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ যে মতের পোষকতা করেন, তাহাতে বিচারশক্তিরহিত ব্যক্তিগণ কাজে কাজেই অনুমোদন করিয়া থাকেন। অন্ধদেশে ভট্টাচার্য্য, অষ্টাবক্র ও শঙ্করাদি তর্কপ্রিয় পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ ঐ মত সময়ে সময়ে কিছু কিছু ভিন্নাকারে বিস্তার করিয়াছেন। আজকাল শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ব্যতীত অন্য সমস্ত মতই ঐ মতের অনুগত। প্রায়ই ঐ মত প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। এতদূর প্রচলিত হইবার হেতু এই যে, যে-কোন ভ্রান্ত মতের ব্যবস্থা জগতে আছে, সে সমুদয়ই অদ্বৈতমতের অধীন হইলে বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় কোন পশুকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে, সেও অদ্বৈতবাদের সাহায্য প্রাপ্ত হয়। অদ্বৈতবাদ তাহাকে অনুমত করিবার জন্য বলিয়া থাকেন যে, পশুতে ঈশ্বর বলিয়া মনোযোগ করিলেও চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদিত হইতে পারে ও সাধক অবশেষে সেই বিষয় হইতে চিত্তকে উঠাইয়া অদ্বৈত-তত্ত্বে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। এইরূপ ব্যবস্থাক্রমে সকলেই অদ্বৈত মতকে আপন আপন চরম উদ্ভাবনা বলিয়া পূজা করেন। মূলতত্ত্বের দোষগুণ অনুসন্ধান করেন না।

শুদ্ধজ্ঞান পাঁচ প্রকার অনুভবস্বরূপ—(১) পরোক্ষানুভব, (২) আপ্তানুভব, (৩) স্বধর্ম্মানুভব, (৪) ফলানুভব ও (৫) বিরোধানুভব। সমস্ত লৌকিক জ্ঞান একত্র করিলে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহাকে প্রাকৃত জ্ঞান বলা যায়। সেই প্রাকৃত জ্ঞানের অধিকৃত মূল জ্ঞানকে অপ্রাকৃত বা শুদ্ধ জ্ঞান বলা যায়। সেই শুদ্ধজ্ঞান ও ভক্তি পৃথক্ তত্ত্ব নহে।

বৈষ্ণব-মহাত্মগণ স্থানে স্থানে যে জ্ঞানকে নিন্দা করেন, তাহা শুদ্ধজ্ঞান নহে। যে-স্থলে জড়ীয় জ্ঞানের দ্বারা অচিন্ত্য পরমার্থের বিচার করা যায়, সেই স্থানেই জ্ঞানের নিন্দা। একজন চোরকে লক্ষ্য করিয়া যদি বলা যায় যে, "আমুই কি পাজি", তখন মনুষ্যমাত্রকেই 'পাজি' বলা হয় না, কেবল চোরকেই 'পাজি' বলা যায়। ভাবভক্তি ও শুদ্ধজ্ঞানের ঐক্য বিবেচনাতেই অশুদ্ধ জ্ঞানসকলকে 'জ্ঞান' বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে 'জ্ঞানে'র নিন্দা শুনা যায়। শুদ্ধজ্ঞানকে 'জ্ঞানকাণ্ড' বলা যায় না। শুদ্ধজ্ঞান বা ভক্তি কোন কাণ্ড বা বাদের অন্তর্গত নহে। শুদ্ধা ভক্তিকে 'ভক্তিকাণ্ড' বা 'ভক্তিবাদ' বলা অযৌক্তিক ও তত্ত্ববিরুদ্ধ।

যোগমার্গ সাধারণতঃ দুইপ্রকার—রাজযোগ ও হঠযোগ। দার্শনিক ও পৌরাণিক পণ্ডিতেরা যে যোগ অভ্যাস করেন, তাহার নাম 'রাজযোগ' এবং তান্ত্রিক পণ্ডিতেরা যে যোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার নাম 'হঠযোগ'। সমাধি রাজযোগের মূল অঙ্গ। সমাধি প্রাপ্ত হইবার জন্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান ও ধারণা এই কএকটী অঙ্গের সাধনা করিতে হয়। ইহাদিগকে যোগের অষ্টাঙ্গ বলা হয়। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ, এইগুলির নাম 'যম'। শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান, এই কয়টীর নাম 'নিয়ম'। স্বস্তিক ও পদ্ম প্রভৃতি শরীর-সংস্থান-বিশেষের নাম 'আসন'। শ্বাস-প্রশ্বাসাত্মক প্রাণের ক্রিয়াবিশেষের নাম 'প্রাণায়াম'। বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সকলের বিয়োজনের নাম 'প্রত্যাহার'। নাভিচক্র ও নাসাগ্র প্রভৃতি স্থানবিশেষে নির্ব্বিষয় চিত্তের স্থিরীকরণের নাম 'ধারণা'। প্রত্যয়ৈকতানতা অর্থাৎ বিষয়-বিশেষে চিত্তের একাগ্রতার নাম 'ধ্যান'। বিষয়ান্তর পরিবর্জ্জিত চিত্তদ্বারা লব্ধ সমাধির নাম 'সম্প্রজ্ঞাত সমাধি' এবং প্রমাণ, বিপর্য্যয়, সঙ্কল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পঞ্চবিধ চিত্তবৃত্তির নিরোধে যে সমাধি লাভ হয়, তাহারই নাম 'অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি'। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিই মুক্তি বা মুক্তির সাধক।

অষ্টাঙ্গ-যোগ, ষড়ঙ্গ-যোগ, দত্তাত্রেয়ি-যোগ, গোরক্ষপাথি-যোগ প্রভৃতি অনেক প্রকার যোগ প্রস্তাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তন্ত্রোক্ত হঠযোগ ও পাতঞ্জলোক্ত রাজযোগ জগতে অনেকটা আদৃত হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ হঠযোগের তত্ত্ব এই,—

১। সুকৃত-দুষ্কৃত-কর্ম্মদ্বারা জীবের শরীররূপ ঘট উৎপন্ন হইয়াছে। ঘটস্থ জীবের কর্ম্মবশে জন্ম-মৃত্যু হয়।

২। ঐ ঘট আমকুম্ভ-স্বরূপ অর্থাৎ দগ্ধীভূত হইয়া পক্ক হয় নাই; সংসার-সমুদ্রে সর্ব্বদা বিপৎপ্রবণ হইয়া আছে। হঠযোগ দ্বারা ঐ ঘট দৃঢ় হইয়া শোধিত হয়।

৩। ঘট-শোধন সপ্তবিধ—(১) শোধন, (২) দৃঢ়ীকরণ, (৩) স্থিরীকরণ, (৪) ধৈর্য্য, (৫) লাঘব, (৬) প্রত্যক্ষ, (৭) নির্লিপ্তীকরণ।

৪। ষট্‌কর্ম্মদ্বারা শোধন, আসনদ্বারা দৃঢ়ীকরণ, মুদ্রা-দ্বারা স্থিরীকরণ, প্রত্যাহারদ্বারা ধৈর্য্য, প্রাণায়ামদ্বারা

লাঘব, ধ্যানের দ্বারা প্রত্যক্ষ এবং সমাধিদ্বারা নির্দেশ সাধিত হয়।

৪। ধৌতি, বস্তি, নেতি, লৌলিকী, ত্রাটক এবং কপালভাতি এই ষট্‌কর্মদ্বারা ঘট শোধিত হয়।

৫। ধৌতি চারি প্রকার, অর্থাৎ অন্তর্ধৌতি, দন্তধৌতি, হৃদ্ধৌতি এবং মূলধৌতি।

বাতসার, বারিসার, বহ্নিসার এবং বহিষ্কৃতি এই চারি প্রকার 'অন্তর্ধৌতি'। ৫ক।

দন্তমূল, জিহ্বামূল, কর্ণরন্ধ্রদ্বয় ও কপালরন্ধ্র এই পাঁচটী ধৌতির নাম 'দন্তধৌতি'। ৫খ।

দণ্ডদ্বারা, বমনদ্বারা ও বস্ত্রদ্বারা তিন প্রকার 'হৃদ্ধৌতি'। ৫গ।

হস্ত, অঙ্গুলী ও জল দ্বারা মল শোধন করিবে। ৫ঘ।

৭। বস্তি দুই প্রকার—(১) জলবস্তি ও (২) শুষ্কবস্তি। নাভিদেশ জলে ডুবিয়া আকুঞ্চন প্রসারণ দ্বারা 'জলবস্তি' হয়।

৮। এক বিতস্তি পরিমাণ সূত্র নাক দিয়া প্রবেশ করাইয়া মুখের দ্বারা বাহির করার নাম 'নেতি'।

৯। অমন্দ বেগে মস্তককে উভয় পার্শ্বে ভ্রমণ করানর নাম 'লৌলিকী'।

নিমীলন ও উন্মীলন ত্যাগ করিয়া অঙ্গপাত পর্য্যন্ত কোন সূক্ষ্ম লক্ষ্য নিরীক্ষণ করার নাম 'ত্রাটক'।

১১। ব্যুৎক্রম, ব্যুৎক্রম এবং শীৎক্রম দ্বারা তিন প্রকার 'কপালভাতি' সাধিত হয়।

১২। আসন দ্বাত্রিংশৎ প্রকার উপদিষ্ট আছে। ঘট শোধিত হইলেই তাহার দৃঢ়ীকরণের জন্য আসনের ব্যবস্থা। ইহাই হঠযোগের দ্বিতীয় প্রক্রিয়া। সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, ভদ্রাসন, মুক্তাসন, বজ্রাসন, স্বস্তিকাসন, সিংহাসন, গোমুখাসন, বীরাসন, ধনুরাসন, মৃতাসন, গুপ্তাসন, মৎস্যাসন, মৎস্যেন্দ্রাসন, গোরক্ষাসন, পশ্চিমোত্তানাসন, উৎকটাসন, সঙ্কটাসন, ময়ূরাসন, কুক্কুটাসন, কূর্ম্মাসন, উত্তান-কূর্ম্মাসন, মণ্ডুকাসন, উত্তান-মণ্ডুকাসন, বৃক্ষাসন, গরুড়াসন, বৃষাসন, শলভাসন, মকরাসন, উষ্ট্রাসন, ভুজঙ্গাসন এবং যোগাসন।

১৩। আসন অভ্যাসদ্বারা ঘট দৃঢ় হইলে মুদ্রাসাধনদ্বারা উহা স্থিরীকৃত হয়। অনেকগুলি মুদ্রার মধ্যে পঞ্চবিংশতি মুদ্রা সর্ব্বত্র উপদিষ্ট আছে। যথা—মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা, উড্ডীয়ান, জালন্ধর, মূলবন্ধ, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, বিপরীতকরণী, যোনিমুদ্রা, বজ্রোলি, শক্তিচালনী, তড়াগী, মাণ্ডুকী, শাম্ভবী, অশ্বিনী, পাশিনী, কাকী, মাতঙ্গী ও ভুজঙ্গিনী। একটী একটী মুদ্রার একটী একটী বিশেষ ফল আছে।

১৪। মুদ্রার দ্বারা ঘট স্থিরীকৃত হইলে প্রত্যাহারদ্বারা ঘটের ধৈর্য্য সাধিত হয়। মনকে বিষয় হইতে ক্রমশঃ আকর্ষণ করত বশ করার নাম প্রত্যাহার।

১৫। প্রত্যাহারদ্বারা মন নিয়মিত হইলে ঘটের ধৈর্য্য সাধিত হয়। তাহা হইলে প্রাণায়ামদ্বারা শরীরকে লাঘব করিতে হয়, প্রাণায়াম করিতে হইলে তাহার দেশ ও কালের নিয়ম আছে। আহার সম্বন্ধে কতকগুলি বিধি আছে। প্রথমে নাড়ী-শুদ্ধির আবশ্যক। নাড়ী-শুদ্ধির পর কুম্ভক করিতে হয়। নাড়ী-শুদ্ধি-কার্য্যে প্রায় তিন মাস লাগে। কুম্ভক অষ্টপ্রকার, অর্থাৎ সহিত, সূর্য্যভেদী, উজ্জায়ী, শীতলী, ভস্ত্রিকা, ভ্রামরী, মূর্চ্ছা ও কেবলী। রেচক, পূরক ও কুম্ভকরূপ অভ্যাস নিয়মিতরূপে সাধিত হইলে শেষে কেবল কুম্ভক হইতে পারে।

১৬। প্রাণায়ামদ্বারা লাঘব হইলে সাধক ধ্যান, পরে ধারণা ও অবশেষে সমাধি লাভ করিতে পারেন।

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি—এই চারি প্রকার সাধন বা উপায়ের কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত যত প্রকার সাধনের কথা শুনা যায়, বা ভবিষ্যতে প্রকাশিত হইবে, সকলই ঐ সকল সাধনের কোন না কোন একটীর অন্তর্গত হইবে। 'হঠযোগ' বা 'রাজযোগ' কোথায় কোথাও পৃথগ্‌ভাবে স্বীকৃত হয় নাই, উহা কর্ম্ম ও জ্ঞানের অন্তর্গতরূপে বিবেচিত হইয়াছে; কোথায়ও বা পৃথগ্‌ ভাবে উক্ত হইয়াছে। শ্রীগীতায় কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি—এই চারি প্রকার উপায় বা সাধনের কথা দৃষ্ট হয়।

শ্রীউদ্ধব-গীতায় অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥

(ভাঃ ১১।২০।৬)

হে উদ্ধব! মানবের অধিকার-ভেদে শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) বলিবার অভিপ্রায়ে তিনটী উপায়-যোগ বলিয়াছি, অর্থাৎ

কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। এই তিনটী যোগ ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—এই তিনটী সাধন তিন প্রকার অধিকারীর জন্য কথিত হইয়াছে। কে কোন্ সাধনের অধিকারী, তদ্বিষয়ে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥
(ভাঃ ১১।২০।৭-৮)

এই ত্রিবিধ যোগের মধ্যে কর্ম্মফলবিরক্ত কর্ম্মত্যাগী পুরুষগণের পক্ষে জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মবিষয়ে দুঃখবুদ্ধিরহিত অবিরক্ত কামিপুরুষগণের পক্ষে কর্ম্মযোগ আদৃত হইয়া থাকে।

যে পুরুষ ভাগ্যক্রমে আমার কথায় আদরযুক্ত হইয়াছেন ও তিনি অতিশয় বিরক্ত বা অতিশয় আসক্ত নহেন, সেইরূপ পুরুষের পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে।

কর্ম্মযোগে ঈশ্বরারাধন-লক্ষণ না থাকিলে তাহা অধঃপতনের কারণ হয়। হরিকথায় রুচিই সর্ব্বতোভাবে মূল প্রয়োজন, তাহারই উপলক্ষণরূপে অন্যান্য সাধন। সেই রুচি-প্রকাশের কালবিলম্বকালে অন্যান্য অধিকার। এইজন্য শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥
(ভাঃ ১১।২০।৯)

যে-কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মবিষয়ে দুঃখজ্ঞান বা মদীয় কথাশ্রবণে শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হয়, তাবৎকালপর্য্যন্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসমূহের আচরণ করিবেন।

জীবের বিভিন্ন অধিকার বা যোগ্যতানুযায়ী বিভিন্ন সাধনের কথা উক্ত হইয়াছে। যেরূপ সকলেই সমস্তরে অবস্থিত নহে, তদ্রূপ তত্তদধিকারোচিত সাধনের ফলও সমান নহে। যে ছাত্র অতি অল্প মেধাবী, যে ছাত্র পাঠে অমনোযোগী ও যে ছাত্র অতিভাশালী কিংবা যে ছাত্র বর্ণপরিচয়শ্রেণীতে পাঠের উপযোগী, যে ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডক্টরেট্ উপাধির জন্য গবেষণা করিতেছেন, সেই সেই ছাত্রের অধিকার যেরূপ সমান স্তরে অবস্থিত নহে, তাঁহারা তত্তদধিকারে সাধন করিয়া যে ফল লাভ করিবেন তাহাও সেইরূপ সমান স্তরে অবস্থিত হইতে পারে না। স্থূল-পালান ছাত্রের অথবা অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধি ছাত্রের অধিকারে ক্রম-মঙ্গলের জন্য যে পাঠ দেওয়া হয়, হয় ত' তাহা কোনদিনই তাহাকে উচ্চতম সোপানে আরোহণ করাইতে পারিবে না। এখানে অনেকে ভুল করেন যে, অধিকার ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় সাধনের প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, কিন্তু সব সাধনে একই ফল বা চরম ফল পাওয়া যাইবে; বস্তুতঃ ইহা একটি সাধারণ বিরাট্ ভ্রম।

বেদশাস্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন বিচার করিয়াছেন। এক বস্তুর সহিত আর এক বস্তুর যে সম্যক্ বন্ধন বা সংযোগ-সূত্র, তাহাই 'সম্বন্ধ'। সম্বন্ধের পরে তাহার যে স্বাভাবিক কৃত্য, তাহাই 'অভিধেয়'। সেই কৃত্যের দ্বারা যে চরম ফল লাভ হয়, তাহাই 'প্রয়োজন'।

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি—এই চারি প্রকার সাধন বা অভিধেয় বা কৃত্যেরও সম্বন্ধ ও প্রয়োজনতত্ত্ব আছে। ইহাদের সম্বন্ধ ও প্রয়োজনতত্ত্ব বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ভক্তিসাধনের যাহা প্রয়োজন, স্বতন্ত্রভাবে কর্ম্ম জ্ঞানযোগাদি অভিধেয়ের তাহাই প্রয়োজনরূপে স্বীকৃত হয় না। তবে যদি কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি ভক্তির অনুচর হইয়া তাহাদের স্বতন্ত্রতাকে ভক্তিদেবীর চরণে বিক্রয় করে অর্থাৎ তাহারা ভক্তিতে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে, ক্রমশঃ আরোপসিদ্ধা * ও সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি হইতে স্বরূপ সিদ্ধা ভক্তিতে পর্য্যবসিত হয়, তবেই তাহা পরমপ্রয়োজন লাভ করিতে পারে। তখন আর কর্ম্মের কর্ম্মত্ব, জ্ঞানে স্বতন্ত্রতা বা যোগের খণ্ডত্ব থাকে না। তাহারা এক অখণ্ড স্বরূপবৃত্তিতে পর্য্যবসিত হয়।

পরবর্ত্তী বর্ণন হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের সম্বন্ধতত্ত্ব, অভিধেয়তত্ত্ব ও প্রয়োজনতত্ত্বের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও ভক্তির সম্বন্ধতত্ত্ব, অভিধেয়তত্ত্ব ও প্রয়োজনতত্ত্ব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যেমন কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ—এই তিনটীরই স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের সহিত সম্বন্ধ আছে। কর্ম্ম স্থূল শরীরের দ্বারা কৃত হয় জ্ঞানাদিরও অনুষ্ঠান মনের

* ইহাদের পৃথক্ ব্যাখ্যা ও আলোচনা পরে প্রদর্শিত হইবে।

দ্বারা কৃত হয়, কিন্তু ভক্তির অনুশীলন অনাবৃত চেতনের দ্বারাই হইয়া থাকে। এজন্য তাহা সাধনমাত্র নহে, তাহাই সাধ্য বা প্রয়োজন। কর্ম, জ্ঞান ও যোগ কেবল সাধন বা উপায়; ভক্তি একাধারে সাধন ও সাধ্য, উপায় ও উপেয়। ভক্তির দ্বারা যে চরম ফল লাভ হয়, তাহাও ভক্তি। ভক্তির পরিপক্কাবস্থায় 'প্রেম' বা 'প্রয়োজন-ভক্তি'; অপক্কাবস্থায় 'সাধনভক্তি'। কর্মী নিত্যনৈমিত্তিক কর্মকেই প্রয়োজন বা সাধ্যরূপে গ্রহণ করেন না। কর্মভোগাদিফল বা নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি ফল লাভ করিতে চাহেন। জ্ঞানীও ব্রহ্মপ্রাপ্তি, সন্ন্যাসাদিকেই সাধ্য বা প্রয়োজন মনে করেন না, বরং সর্বপ্রকার ভোগোপলব্ধি হইতে নিবৃত্তিই প্রয়োজনরূপে আকাঙ্ক্ষা করেন। হঠযোগী নানাপ্রকার বিভূতি ও রাজযোগী ঈশ্বর-সাযুজ্য ফলরূপে কামনা করেন, তাহা তাঁহাদের সাধন হইতে ভিন্ন; কিন্তু ভক্তিসাধক সাধন-কালে যে শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তির অনুশীলন করেন—শ্রীভগবানের সেবা করেন, প্রয়োজন-লাভেও অপ্রতিহতরূপে সেই শ্রবণ-কীর্তনাদি-লক্ষণা ভক্তিই প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হন। কর্মী, জ্ঞানী, যোগী মই দিয়া ছাদে উঠিয়া মই ভাঙ্গিয়া ফেলেন; কিন্তু ভক্তভক্তের ছাদে উঠিবার সোপান কিন্তু ছাদ হইতে ভিন্ন উপাদানে গঠিত নহে।

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্বের তারতম্য

সাধনের প্রকার	সম্বন্ধতত্ত্ব	অভিধেয়-তত্ত্ব	প্রয়োজন-তত্ত্ব	মন্তব্য
১। কর্ম্ম	স্থূলদেহ ও কর্মফলদাতা ঈশ্বর	নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম	চতুর্দশলোক-প্রাপ্তি বা চিত্তশুদ্ধি	কর্মের প্রয়োজন ও কর্মসাধন এক নহে
২। জ্ঞান	সূক্ষ্মদেহ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম	বৈরাগ্য, সন্ন্যাস ইত্যাদি	চিন্মাত্রোপলব্ধি বা ব্রহ্মসাযুজ্য	জ্ঞানের প্রয়োজন ও জ্ঞানের সাধন এক নহে
৩। যোগ	স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ ও পরমাত্মা	আসন-প্রাণায়ামাদি (রাজযোগে) নেতি, ধৌতি প্রভৃতি (হঠযোগে)	কৈবল্য বা ঈশ্বর-সাযুজ্য	যোগের সাধন ও যোগের ফল ভিন্ন
৪। ভক্তি	চিদ্দেহ বা নির্ম্মল আত্মা ও পূর্ণসচ্চিদানন্দবিগ্রহ স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম	শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তি	পঞ্চবিধমুক্তি-ধিক্কারী কেবলপ্রেম	ভক্তির সাধন ও সাধ্য এক

শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলে প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীশ্রীগৌড়ব্রজজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ গত ১২ই ফাল্গুন (১৩৪৭), ২৪শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪১), সোমবার, ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীধাম-নবদ্বীপান্তর্গত শ্রীকোল-দ্বীপ হইতে শ্রীধাম-বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিয়া কাটোয়া ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একটি বড় বটবৃক্ষতলে ছই দিন, তথা হইতে ভাগলপুর ষ্টেশনে নামিয়া ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একটী বটবৃক্ষের তলে একদিন অবস্থানপূর্ব্বক চারি দিন গঙ্গাতটে, তৎপরে গয়া-ষ্টেশনে নামিয়া শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মের নিকট ফল্গু-নদীর তীরে তিন দিন, তৎপরে শ্রীকাশীধামের শ্রীদশাশ্বমেধ-ঘাটে ও শ্রীগঙ্গার উপরে নৌকায় তিন দিন ভজনানন্দে নিমগ্ন ছিলেন। শ্রীকাশী হইতে শ্রীঅযোধ্যায় শুভবিজয় করিয়া শ্রীসরযূ-নদীর কূলে তিন দিন, তৎপরে তন্নিকটবর্ত্তী একটী বটবৃক্ষের তলায় এক পহরের কিছু অধিককাল থাকিয়া শ্রীপ্রয়াগাভিমুখে যাত্রা করেন। শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীত্রিবেণীতে দশ দিন স্বানুভাবানন্দে অবস্থান করিয়া গত ৮ই চৈত্র, ২২শে মার্চ্চ, শনিবার শ্রীমথুরায় শুভবিজয় করেন। শ্রীমথুরায় বিশ্রামঘাটের পূর্ব্বদিকে শ্রীযমুনার কূলে ছই দিন অবস্থান করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীবংশীবটে আট দিন স্বানুভাবানন্দে বিরাজ করেন। শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীবংশীবটে অবস্থান পর্য্যন্ত বিবরণ "গৌড়ীয়ে"র ৩৩শ-৩৪শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে তিনি শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাসস্থলীর শ্রীবংশীবট-তলায় চারি ঘণ্টা, লালাবাবুর কূলের নিকট নিম্ববৃক্ষের তলে তিন দিবস এবং মানস-সরোবরের তীরে তমালবৃক্ষ ও কেলিকদম্ব-বৃক্ষের তলে আট দিবস ভজনানন্দে নিমগ্ন ছিলেন। তথা হইতে শ্রীযমুনার তীরে মধ্যচড়ায় নয় দিন ও অপর পারের চড়ায় একদিন থাকিয়া শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরের নিকট একদিন, শ্রীকালীদহে কোন সমাধির নিকটবর্ত্তী দালান-ঘরে ছই দিন ও শ্রীনন্দ-গ্রামে শ্রীসূর্য্যকুণ্ডের পূর্ব্বপারে তমালবৃক্ষের তলায় আট দিন, শ্রীপাবন-সরোবরের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে ছই দিন, তাহার কিছু উপরের দিকে শিমুলগাছের তলায় চারিদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তথা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে বংশীবটের ঘাটে যমুনার চড়ায় ভীষণ দুর্য্যোগের মধ্যে নয় দিন স্বানুভাবানন্দে নিমগ্ন ছিলেন।

গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৪৮) মঙ্গলবার হঠাৎ শ্রীগৌড়মণ্ডলে প্রত্যাবর্ত্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রাতের ট্রেণে হাতরাস্ জংশনে অবতরণ করেন। তথা হইতে টুণ্ডলা হইয়া পুনরায় ট্রেণে উঠিয়া গয়া-ষ্টেশনে অবতরণপূর্ব্বক পাহাড়ের পার্শ্বে কয়েক ঘণ্টা থাকিয়া রাত্রি ৮টার ট্রেণে উঠিয়া গত ৯ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৪৮),

২১শে মে (১৯৪১), শুক্রবার কৃষ্ণত্রয়োদশী তিথিতে বেলা প্রায় সাড়ে দশ ঘটিকার সময় নবদ্বীপধাম-ষ্টেশনে (ই, আই আর) শুভবিজয় করিয়াছেন এবং ষ্টেশনের সন্নিকটে অবস্থান করিতেছেন। [১১ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার পর্য্যন্ত বিবরণ]

শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে প্রত্যহই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অনুজ্ঞানুসারে ৩ই বেলাই ভক্তগণ শ্রীধামোৎপন্ন শ্রীতপ্তগব্য-

সেবা-সম্ভারাদি লইয়া শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন ও বন্দন করিতেছেন। শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ স্বাস্থ্যোদ্ধারকল্পে বেল্লার শ্রীব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন বনের লীলা-কাহিনী, কখনও বা শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের বৈশিষ্ট্য, কখনও বা উচ্চৈঃস্বরে গান, কখনও অট্টহাস্য, কখনও বা উন্মত্তবৎ অনর্গল বাক্যাবলী কীর্ত্তন, কখনও বা মৌনভাবাবলম্বন, কখনও শ্রীবিগ্রহের সহিত আপন-মনে বিবিধ সংলাপ করিয়া স্বানন্দে নিমগ্ন থাকেন। ঠিক তিন মাস পরে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ পুনরায় শ্রীগৌরধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ফাল্গুনী ত্রয়োদশীতে শ্রীনবদ্বীপধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিয়া জ্যৈষ্ঠ ত্রয়োদশীতে শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

বিমানডাকে ১৬।৪।৪১ তারিখে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রাপ্ত

লণ্ডনবাসী জনৈক সেবকের পত্রের কিয়দংশ

(শ্রীল তীর্থগোস্বামি-মহারাজের নিকট লিখিত)

All Glory to Sri Sri Guru and Gauranga.

THE GAUDIYA MISSION.
SREE VASUDEVA GAUDIYA MATH,

44, Lancaster Road, Stroud Green,
LONDON, N. 4. *Feb. 24th 1941.*

My Beloved and Most Revered Swamiji,

Your affectionate letter of Dec. 31st 1940, came as the very breath of life to me for I was in a state of dejection. I offer my heartfelt thanks for your letter and for the infinite kindness I have received from you all—my Redeemers.

The long lapses between our communications cause me the utmost mental pain.

• • • • • • •

I earnestly hope that you received my humble homage offering in proper time for the 67th Advent Anniversary of His Divine Grace Om Vishnupad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Gosvami Prabhupad. The Auspicious Occasion was reverently and lovingly observed here. There were floral offerings and incense burnt. The little lamp of devotion was lit and glowed like a bright ruby.

I read from His Divine Grace's exquisite little work 'Shree Brahmasamhita'. It is a great favourite of mine and a jewel beyond price. The day passed peacefully and beautifully. I thought of you all in India and longed to be with you. The following day and the 1st Ascension Anniversary of Srila Bhaktisudhakar Prabhu was reverently observed and with loving memory of all his counsels of wisdom which I have sought, and still seek, and shall continue to seek at his holy feet. I placed at his sacred feet little basket of snow-drops, after first offering it at the Beautiful Lotus Feet of Sri Radha-Krishna (Sri Murti). I do not know whether snow-drops grow in India, but they are a sweet and delicate flower which bloom in winter and resemble little drops of snow. Courageous flowers these, for they blossom in the intense cold and when the earth is practically barren ;

they are so sweet and so pure and altogether lovely, symbolic of the beautiful soul of Srila Bhaktisudhakar Prabhu.

The flowers offered at the Holy Lotus Feet of His Divine Grace were yellow in colour. I always associate yellow with the Sun. Srila Prabhupad was, and is, a Brilliant Sun in the Transcendental World. These flowers exhaled a sweet and delicate perfume which symbolised the Leela of Sree Krishna, and I thought they were especially suitable as an offering to Srila Prabhupad.

The lamp was also lit for Srila Bhaktisudhakar Prabhu and incense burnt.

All your pictures are on the Altar which I have made here. I now have one of Srila Gaurkishore Prabhu for Whom I have deep attachment.

I always carry one of the little pictures of Your Revered Self about with me in a little case ; the other is on the Altar.

All the Sacred Things and Holy Works were saved and brought here from the former premises of the Math.

I have realised in my cart of hearts the deep pathos in separation-in-love for Sree Krishna **and it is absolutely due to the infinite causeless mercy of His Divine Grace Srila Acharya Dev for Whom I cherish eternal devotional love and deepest regard.**

I hug th Lord Sri Chaitanya in the inmost recesses of my heart. "The eternal connecting link that binds my soul with the Supreme Lord Sri Krishna and His Elect"—this is what I have so passionately and so ardently desired, O my nearest and dearest and best Beloved Ones—to be linked to You All eternally.

Mahaprabhu's Sublime Teaching transcends all others because it is unalloyed and absolute Truth. other teachings are half truths, part truths, relative truths, apparent truths and contain much that is deluding and erroneous.

Mahaprabhu's Teaching is the **Royal Road** that leads the aspirant to the realisation of the Absolute Reality—the summum bonum of human existence.

The future spiritual and material wellbeing of mankind depends upon the spread of the Lord Sri Chaitanya's Philosophy and I cannot emphasise too strongly the all important role that India has to play in Kali Yuga. **Mahaprabhu is the world Saviour of Kali Yuga.**

After the war, the people of all nations will be meeting in conference and this will present a great opportunity for the Gaudiya Mission. You should speak at the conference.

* * *

I pray that the two copies of your English translation of the Gita reach me safely. I am longing to study your beautiful work which will most certainly be read as directed by you. My deepest thanks for so kindly sending them.

I trust you are in receipt of Greetings telegram sent to you at Christmas also Calendar sent by ordinary mail.

* * * attends here regularly.
discourse.

I am happy to learn that the great soul and genius Srimad Sundarananda Prabhu is under the benign guidance of His Divine Grace Srila Acharyadev Who is always instructing him how to proceed and manage the affairs of the Mission **so as to lead them to the desired end of Transcendental Knowledge with devotional love for the Supreme Lord Sree Krishna.** Would you please offer Sripad Sundarananda Prabhu my affectionate and deepest regards? I have often thought about him and wished him exceedingly well.

I am also very happy to learn that broadcasts are being arranged from India. Is it at all possible to broadcast some of the Lord Sri Chaitanya's consummate wisdom to the jiva-souls of the world? I pray that it be made possible for the truly wise men of the East to speak i. e. those of the Gaudiya Mission.

The two cablegrams so kindly sent to us, one from His Divine Grace and the other from you, have been, and are, of the greatest support. I have them where I can always see them.

I offer my humble prostrated obeisances at the Lotus Feet of His Divine Grace and at your Holy Feet and my eternal love and devotion. Likewise my humble prostrated obeisances to all true devotees.

I am,

The most humble servitor of
the humble servitors of the Supreme Lord's Elect.

ভ্রম-সংশোধন

১৯শ বর্ষ, ৩৯শ-৪০শ সংখ্যা "গৌড়ীয়ে"র ৬১২ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের ৭ম পংক্তির পর নিম্নলিখিত বিষয়টি বসিবে, উহা ছাড় গিয়াছে :—

"কেবল পুঁথির আলোচনায় আবদ্ধ থাকিবেন না; সাধুবৈষ্ণবের চরণাশ্রয়ে সাধন, ভাবভক্তি ও প্রেম—এই সকল তত্ত্বের যথাযথ পার্থক্য অনুভব করিবেন। বৈষ্ণবধর্ম পুঁথিগত তত্ত্ব নয়। 'নির্গ্রন্থ'-শব্দের দ্বারা শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণকে প্রজ্ঞাতীত বলিয়াছেন; অতএব বৈষ্ণবতত্ত্ব—একটী রহস্য"। (ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ, 'সমালোচনা', সঃ তোঃ ৬।২)

ঐ সংখ্যার ৬০৮ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের ৩৩ পংক্তিতে 'সম্প্রদায়ের' স্থানে 'সম্প্রদায়ের' হইবে।

ঐ সংখ্যার ৬০৯ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের ২৮ পংক্তিতে 'বিরহ-কাষ্ঠ' স্থানে 'বিদূর-কাষ্ঠ' হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

THE GAUDIYA MISSION

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮; ৭ই জুন, ১৯৪১ | ৪৩শ-৪৪শ সংখ্যা

শ্রীউগ্রসেন ও শ্রীভীমসেন

যাদবপতি শ্রীউগ্রসেন ছিলেন শ্রীমথুরার রাজা। ইহারই পুত্র দুর্বৃত্ত কংস পিতাকে নির্বীর্য্য ভাবিয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করে। শ্রীউগ্রসেন এতটা কাপুরুষ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন যে, পুত্রের নিকটও তিনি নিজ ব্যক্তিত্ব সংরক্ষণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার 'উগ্রসেন' নাম যেন নিরর্থক হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কংসবধের পর শ্রীউগ্রসেনকে পুনরায় রাজা করিয়াছিলেন।

অপরদিকে শ্রীভীমসেন, যিনি মহাবীর পাণ্ডব নামে বিখ্যাত, তিনি সার্থকনামা ছিলেন। তিনি শৌর্য্যে, বীর্য্যে, পরাক্রমে ও গৌরবে প্রকৃতই ভীষণ, ভয়ানক বা উগ্র ছিলেন। বাল্য-ক্রীড়ার সময়ও সমবয়স্ক বালকদিগের মধ্যে শক্তিতে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। সেই সময় হইতেই শ্রীভীমসেনের অদ্ভুত বলবীর্য্য দেখিয়া দুর্য্যোধনের হিংসার উদ্রেক হইয়াছিল। গদাযুদ্ধে কেহই শ্রীভীমসেনের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। ভীমসেন মগধের রাজধানীতে গমনপূর্ব্বক জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রাণ-সংহার করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীম ভীমবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষের বহু সৈন্যের বিনাশ সাধন করেন। ইনি দুঃশাসনের রুধির পান ও দুর্য্যোধনের উরু ভগ্ন করিয়াছিলেন।

এই ভীমসেন শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ে শ্রীগুরু-পাদপদ্মরূপে নিত্য পূজিত হন। মাধ্বগণ শ্রীমধ্বাচার্য্যকে শ্রীহনুমান্, শ্রীভীম ও শ্রীবায়ুদেবের অবতার বলিয়া থাকেন।

শ্রীউগ্রসেন বাহ্যদৃষ্টিতে নির্বীর্য্য, অসমর্থ, অযোগ্য ও কাপুরুষ বলিয়া বিবেচিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীভীমসেনও তাঁহার সমস্ত শক্তি, সামর্থ্য, বল, বীর্য্য, পরাক্রম শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিত্যই ইহাদের প্রেমবশ।

পাণ্ডবগণ অপেক্ষাও যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের অধিক প্রিয়। তন্মধ্যে যাদবপতি শ্রীউগ্রসেনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ কৃপা ঘটিত হইয়াছিল। এজন্যই শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু "পদ্যাবলী"তে কোন প্রাচীন মহাজনের শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন,—

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিঞ্চন সুদাম্নো ধনম্।
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ॥

(শ্রীপদ্যাবলী, ৮ সংখ্যা)

ব্যাধের কি আচরণ ছিল, ধ্রুবেরই বা বয়স কত ছিল, গজেন্দ্রের কি বিদ্যা ছিল, কুব্জার কি সংসর্গযোগ্যতা ছিল, বিদুরের কি বংশমর্য্যাদা ছিল, যদুপতি উগ্রসেনেরই বা কি পৌরুষ ছিল, কুব্জার কি অধিক রূপ ছিল এবং সুদামা বিপ্রেরই বা কত ধন ছিল? অতএব ভক্তিপ্রিয় শ্রীমাধব কেবল ভক্তিদ্বারাই তুষ্ট হন, তিনি অন্যথা গুণে তুষ্ট নহেন।

হরিভজনোন্মুখ ব্যক্তিগণের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর ব্যক্তি নির্ব্বীর্য্য ও সংসারে অকর্ম্মণ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া হরিভজনের আশ্রয় গ্রহণ করিবার অভিনয় করে। শারীরিক ও মানসিক সমস্ত বলবীর্য্য, সহায়-সম্পত্তি সংসারের ভোগযজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া একান্ত অসমর্থ হইয়া পড়িলে তাহারা কোন ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানে বা আশ্রমে গিয়া 'শরণাগত' (?) জীবন-যাপনের অভিনয় করিয়া থাকে। ইক্ষুদণ্ডকে নিষ্পেষিত করিয়া তাহার সমস্ত রস 'নিঙড়াইয়া' লইয়া উহার 'ছিঁবড়ে' অপ্রয়োজনীয় বস্তুজ্ঞানে যখন ফেলিয়া দেওয়া হয়, তখন গো-গর্দ্দভাদিও উহাকে অখাদ্যজ্ঞানে পরিত্যাগ করে। মানব-জীবনে এইরূপ অবস্থা লাভ করিয়া অর্থাৎ সংসারের সেবার সমস্ত রস বা শক্তি নিঃশেষিত করিয়া কেহ কেহ হরিভজনের আশ্রয় গ্রহণ করিবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকে। 'অভিনয়'-শব্দ প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, এরূপ অবস্থাতেও অকপটে একান্তভাবে শরণাগত হইবার প্রবৃত্তি হয় না। 'Better late than never' —অর্থাৎ একেবারে কোনদিন হরিভজন না হওয়া অপেক্ষা বরং বিলম্বে হরিভজনোন্মুখ হওয়া ভাল,—এই নীতি অনুসারে বার্দ্ধক্য ও জরাজীর্ণ অবস্থায়ও হরিভজনের চেষ্টা প্রশংসনীয়। কারণ, ইহাই ভগবদ্ভক্তির বৈশিষ্ট্য যে, যে-কোন অবস্থাগতজীব ভক্তি যাজন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। কিন্তু কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি অনুষ্ঠানের পক্ষে সেরূপ দেশ-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ সুযোগ নাই। খট্টাঙ্গ রাজা মুমূর্ষু অবস্থায় মুহূর্ত্তকাল হরিভজন করিয়াও কৃতার্থ হইয়াছিলেন। 'দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্'—এই বাক্য ভক্তি-রাজ্যের পক্ষেই প্রযোজ্য। অতএব ভক্তিতে বল, বীর্য্য, পৌরুষ, পরাক্রমাদি কিছুরই অপেক্ষা নাই। কিন্তু ভক্তিটি অকৈতবা হওয়া চাই। যদি হৃদয়ে অন্যাভিলাষ ও কাপট্য থাকে, অথচ ভক্তির অভিনয়মাত্র হয়, তবে তথাকথিত দীনতা বা পরাক্রম কোনটীই আত্মমঙ্গল বিধান করিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনারদ প্রচেতোগণের প্রতি বলিতেছেন,—

তজ্জন্ম তানি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ।
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ॥
কিং জন্মভিস্ত্রিভির্বেহ সৌক্রসাবিত্রযাজ্ঞিকৈঃ।
কর্ম্মভির্বা ত্রয়ীপ্রোক্তৈঃ পুংসোঽপি বিবুধায়ুষা॥
শ্রুতেন তপসা বা কিং বচোভিশ্চিত্তবৃত্তিভিঃ।
বুদ্ধ্যা বা কিং নিপুণয়া বলেনেন্দ্রিয়-রাধসা॥
কিং বা যোগেন সাংখ্যেন ন্যাস-স্বাধ্যায়য়োরপি।
কিং বা শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিঃ॥
শ্রেয়সামপি সর্ব্বেষামাত্মা হ্যবধিরর্থতঃ।
সর্ব্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মাত্মদঃ প্রিয়ঃ॥

(ভাঃ ৪।৩১।৯-১৩)

মানুষের যে জন্মদ্বারা বিশ্বাত্মা শ্রীহরি সেবিত হন, সেই জন্মই 'জন্ম', যে কৃত্যদ্বারা শ্রীহরির সেবানুকূল্য হয়, সেই কৃত্যই একমাত্র 'কৃত্য', যে আয়ুদ্বারা শ্রীহরির সেবা হয়, তাহাই 'পরমায়ু', সেই মনই শুদ্ধ মন, সেই বাক্যই প্রকৃত বাক্য, যাহার দ্বারা বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর শ্রীহরি সেবিত হন।

মানুষের ত্রিবিধ জন্ম,—বিশুদ্ধ মাতাপিতা হইতে উৎপত্তির নাম 'সৌক্রজন্ম', উপনয়নদ্বারা 'সাবিত্র-জন্ম', সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনারূপ যজ্ঞদীক্ষাদ্বারা 'যাজ্ঞিক' বা 'দৈক্ষ্যজন্ম'। কিন্তু শ্রীহরির সেবা-ব্যতীত এই জন্মত্রয়ে কি ফল? আর হরিসেবা-ব্যতীত বেদ-প্রতিপাদ্য কর্ম্মসকল ও দেবতাগণের ন্যায় দীর্ঘায়ুতেই বা কি ফল?

শ্রীহরিসেবা-ব্যতীত বেদান্তাদি-প্রবল, তপস্যা, শাস্ত্রব্যাখ্যাদি বাগ্বিলাস, নানাশাস্ত্রার্থবিচারণসামর্থ্য, প্রখরা বুদ্ধি, বল, ইন্দ্রিয়পটুতাদ্বারাই বা কি ফল ?

প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গ-যোগ, দেবাদিদেবাতিরিক্ত আত্মজ্ঞান, এমন কি সন্ন্যাস ও বেদাধ্যয়ন এবং ব্রত ও বৈরাগ্যাদি অন্যান্য শ্রেয়ঃসাধন—যাহাতে শ্রীহরির ইন্দ্রিয়তোষণ হয় না, সেই সকল সাধনদ্বারাই বা কি ফল ?

সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃফলেরও পরাকাষ্ঠা পরমার্থতঃ একমাত্র আত্মাট—এই বিষয় নিশ্চিত। সকল প্রাণীরও আত্মা—শ্রীহরি। তিনি জীবের অবিদ্যা নিরাস করিয়া নিজস্বরূপ-প্রকাশক এবং (বলি প্রভৃতি আত্মসমর্পণকারী ভক্তগণের নিকট) **আত্মপর্য্যন্তপ্রদ ও পরমানন্দস্বরূপ।**

গাভী যখন আর বৎস প্রসব বা দুগ্ধ দান করিতে পারে না, তখন সেইরূপ অকর্ম্মণ্যা নিঃশেষিত-দুগ্ধা গাভীকে যেরূপ 'পিঁজরাপোলে' পরিত্যাগ করা হয়, সেইরূপ সংসারে অর্থার্জ্জনাদিতে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলে আত্মীয়-স্বজনগণ বা নিজেই যদি কোন ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান আশ্রয় করিয়া শেষ-জীবনে আহার-পরিচর্য্যাদির সন্ধান করিবার চেষ্টা করেন, আর ঐ মূল উদ্দেশ্যটী সাধন করিবার জন্যই অনন্যোপায় হইয়া 'শরণাগতের' ন্যায় ছল প্রদর্শন করেন, তবে উহাকে 'বিদ্ধা-ভক্তি' বলা হয় ; উহা প্রকৃত হরিভজনে উন্মুখতা নহে। অন্যাভিলাষ কখনও 'হরিভজন' নহে।

কেবল যে সংসারী অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধের পক্ষে এই কথা, তাহা নহে। কতকগুলি ব্যক্তি সংসার বা গার্হস্থ্যজীবনে প্রবেশ না করিয়াও নানাকারণে যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থাতেই নির্ব্বীর্য্য, অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ হইয়া পড়ে। ইহারা সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করিবার উপযুক্ত যোগ্যতা, সামর্থ্য ও দক্ষতা নাই বিবেচনা করিয়া এবং তাহাদিগের কল্পিত তথাকথিত ধর্ম্মরাজ্যে আলস্য ও জাড্যের গুপ্ত প্রশ্রয় পাওয়া যায় ভাবিয়া কখনও কখনও ভক্তিপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশের অভিনয় করে। তাহাদের ঐ অযোগ্যতা বা অসামর্থ্যও হরিভজনের অনুকূল হইতে পারে, কারণ হরিভজনে সর্ব্বাবস্থারই সমন্বয় হয় ; কিন্তু ঐরূপ অযোগ্যতার মধ্যে অন্যাভিলাষ ও কাপট্য প্রবেশ করায় তাহারা দেহ-মনের চিন্তার দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে। শারীরিক অক্ষমতা থাকিলেও তাহাদের মানসিক অবস্থা দুর্ব্বল হয় না। ফলে অকৈতব হরিভজনের জন্য অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হয় না। এরূপও একাধিক ক্ষেত্রে দৃষ্ট হইয়াছে, রাজদ্বারে রোগী হরিভজন করিবার অভিনয়ে গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধভক্তধামে আসিয়াছে। প্রতি পলে তাহাকে মৃত্যু গ্রাস করিতেছে, তাহাও বেশ বুঝিতে পারিতেছে,—তথাপি হৃদয়ের কুটিলতা, হার্দ্দিকতা, অন্যাভিলাষ, শৈথিল্য, মাৎসর্য্য, আধ্যক্ষিকতা, সন্দেহ, অবিশ্বাস, তর্কস্পৃহা, ভোগাশা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না, একান্ত-ভাবে শরণাগত ও সরল হইয়া হরিভজনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইতেছে না। তখনও কত কুতর্ক, নানাপ্রকার ছল চক্রান্ত করিতেছে। অথবা একান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়াও নানাপ্রকার 'বড় আমি'র দাবী পরিত্যাগ করিতেছে না !! কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সহিত হরিভজনের যে সুবর্ণ-সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এইরূপ শ্রেণীর ব্যক্তি গ্রহণ করিতে পারিল না।

যাহারা জাগতিক অযোগ্যতাকে হরিভজনের পূর্ণ অনুকূল করিতে পারেন, তাঁহারাই শ্রীউগ্রসেনের দাসানুদাস-রূপে সর্ব্বপুরুষহীন ও জাগতিক-চক্ষে অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ-রূপে পরিচিত হইয়াও শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপার ভাজন হইতে পারেন। ইহাই শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের ভাষায়—

যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ॥
বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে, ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৯।২৪০-২৪১)

শ্রীউগ্রসেনের দাসানুদাস না হইয়া তাঁহার বিকৃত ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব অর্থাৎ কেবলমাত্র জাগতিক বিষয়ে অকর্ম্মণ্য, অপটু, অপদার্থ, বলবীর্য্যহীন হইয়া ভক্তিধর্ম্ম-যাজনের অভিনয়কারী অন্যাভিলাষী কপটী হইলে এবং ঐসকল বৃত্তি পরিপোষণের জন্য ভক্তিপ্রতিষ্ঠানের আশ্রয়গ্রহণের অভিনয় করিলে কেবল কতকগুলি অকর্ম্মণ্য, মেধাহীন, অশিক্ষিত বা কুশিক্ষিত, অলস, জড়, সুতরাং নানাপ্রকার ব্যক্ত ও অব্যক্ত পাপের অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তির সংখ্যাই বৃদ্ধি হইবে। ঐ সকল ব্যক্তির সঙ্গ কখনও ব্যক্তিগত বা সমষ্টি-গত মঙ্গল আনয়ন করিতে পারে না। অতএব শ্রীউগ্র-সেনের বিকৃত আনুকরণিক না হইয়া যাহাতে অকৈতব হরিভজনের জন্য অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হয়, যাহাতে জন্ম-

অন্যাভিলাষের প্রারব্ধ-জনিত দোষ ও দুষ্কর অপরাধ বিনষ্ট হইয়া বিমল বৈষ্ণবে, শ্রীনামে রতি ও রুচির উদয় হয়, আত্মমঙ্গল ও জীবমঙ্গলের জন্য হৃদয়ে অকপট স্পৃহা উদিত হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ভক্তি দৈহিক পৌরুষ বা জাগতিক যোগ্যতাসাপেক্ষ নহে। যাঁহাদের ভগবদিচ্ছায় সেই সকল জাগতিক যোগ্যতা নাই, তাঁহারা ঐরূপ অযোগ্যতাকে মঙ্গলময় শ্রীভগবানের পরম অনুকম্পা বিচার করিয়া অনাসক্তভাবে আত্মকৃত কর্ম্মফলসমূহ ভোগ করিতে করিতে শ্রীভগবানে কায়মনোবাক্যে শরণাগত হইয়া শ্রীসাধু-মুখবিগলিত শ্রীহরিকথার সেবা করিতে করিতে জীবনধারণ করিলেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন; যে যোগ্যতার নিকট ব্রহ্ম, ইন্দ্র প্রভৃতির পদবী, এমন কি মোক্ষসাম্রাজ্যলক্ষ্মীও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয় তাহা অচিরে লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসম্পদের অধিকারী হইতে পারেন। অন্তরে দীনতা না আসিলে কিছুতেই কৃপা লাভ করা যায় না। যাঁহারা জাগতিক বিষয়ে অযোগ্য, তাঁহাদের হৃদয়ে সহজেই দীনতার উদয় হইতে পারে। তাঁহারা দম্ভদৈত্যের কবল হইতে অনায়াসেই নিষ্কৃতি পাইতে পারেন। কিন্তু অন্যাভিলাষরূপ মায়া আসিয়া গ্রাস করিলে জাগতিক অযোগ্যতার মধ্যেও অন্তরে যে দম্ভদৈত্যের উৎপত্তি হয়, তাহা ভয়াবহ। যোগ্যতা থাকিলে যে দম্ভ, পৃথিবীতে তাহার সার্থকতা আছে; কিন্তু জাগতিক যোগ্যতা না থাকিলেও অন্তরের অন্যাভিলাষ-জনিত যে প্রচ্ছন্ন দম্ভ, তাহার কোনরূপ সার্থকতাই নাই, বরং তদ্দ্বারা আরও অধিক জগজ্জঞ্জাল সৃষ্ট হইয়া থাকে।

জাগতিক অযোগ্যতা বা অক্ষমতার হৃদয়ে দীনভাবের আবির্ভাব অর্থে এইরূপ মনে করিতে হইবে না যে, 'জাগতিক যোগ্যতা লাভ হইল না' বলিয়া হৃদয়ে দুঃখানুভব বা তৎ-প্রাপ্তির জন্য আর্ত্তি। যদি জাগতিক অযোগ্যতা দূর করিবার জন্যই চিত্ত ব্যাকুল থাকে, তবে সেইরূপ অন্যাভিলাষ-কলুষযুক্ত হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকৃপাপ্রাপ্তির জন্য দীনতা অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য আকাঙ্ক্ষা কখনও উদিত হইতে পারে না। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেম অকিঞ্চনের ধন।

যাহারা প্রারব্ধবশতঃ অপটু-দেহ, অস্বাস্থ্য, সেবাহীনতা, অক্ষমতা, অযোগ্যতা প্রভৃতি লাভ করিয়াছে, যদি তাহাদের হৃদয়ে অকিঞ্চনতা না আসে, তবে শারীরিক দুঃখদৈন্যের দ্বারা দেহাভিনিবেশজনিত বহির্ম্মুখতা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। ইহা শিক্ষা দিবার জন্যই পরমকারুণিক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন;—

নিদ্রালস-হত, দুষ্কার্য্যে বিরত,
সৎকার্য্যে উদ্যোগী আদি।
প্রতিষ্ঠা লাগিয়া, শাঠ্য আচরণ,
লোভহত সদা কামী॥
এ হেন দুর্জ্জন, সজ্জন-বর্জ্জিত,
অপরাধী নিরন্তর।
গুরুকার্য্যশূন্য, সদানর্থমনা,
নানা দুঃখে জর জর॥
বার্দ্ধক্যে এখন, উপায়-বিহীন,
তা'তে দীন অকিঞ্চন।
ভকতিবিনোদ, প্রভুর চরণে,
করে দুঃখ নিবেদন॥

(শরণাগতি ৫)

কেবল "উপায়-বিহীন" হইলে হইবে না, "তা'তে দীন অকিঞ্চন" হওয়া চাই। পৃথিবীর বহির্ম্মুখ ব্যক্তিমাত্রই নানাভাবে উপায়-বিহীন হইয়াও অকপট, দীন ও অকিঞ্চন হইতে পারে না। ভক্তিধর্ম্মযাজনের অভিনয় করিতে আসিয়াও অনেকে দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্তরে দীন ও অকিঞ্চন হইতে পারে না, বরং নিজের প্রারব্ধজনিত দৈহিক ও মানসিক অযোগ্যতাকে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ কেন প্রশ্রয় দিতেছেন না, কেনই বা উহাদের পরিচর্য্যা করিতেছেন না, এজন্য শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণকে দায়ী করিয়া থাকেন। 'যদি আমাদের কুকর্ম্মজনিত প্রারব্ধ-ফল শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব আমাদের হইয়া ভোগ করিতেন ও আমরা ভোগবিলাসে দিন কাটাইতে পারিতাম, তবেই তাঁহাদের দয়ার পরিচয় পাওয়া যাইত'—আমাদের অন্তর্নিহিত এইরূপ মনোভাব কিছুতেই আমাদিগকে অন্তরে দীন হইতে দিতেছে না। এইজন্য পরদুঃখদুঃখী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

শৈশব যৌবনে, জড়সুখসঙ্গে,
অভ্যাস হইল মন্দ।
নিজকর্ম্মদোষে, এ দেহ হইল,
ভজনের প্রতিবন্ধ॥

বাঞ্ছিকা এখন,　　পঙ্গুরোগে হত,
কেমনে ভজিব বল।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া,　　তোমার চরণে,
পড়িয়াছি সুবিহ্বল॥
(শরণাগতি ১০)

অন্তর অকপট, দীন ও অকিঞ্চন না হইলে এইরূপ সহজ চিত্তবৃত্তির প্রকাশ হয় না। তখন 'পঙ্গুরোগে' হত হইয়াও পাঙ্কভৌতিক অহঙ্কারেই প্রমত্ত হইতে দেখা যায়। অকিঞ্চন অন্তরই শরণাগতির জন্য আর্ত্তিবিশিষ্ট হইয়া প্রার্থনা করিয়া বলে,—

কবে হেন কৃপা,　　লভিয়া এ জন,
কৃতার্থ হইবে নাথ।
শক্তিবুদ্ধিহীন,　　আমি অতি দীন,
কর মোরে আত্মসাৎ॥
যোগ্যতা-বিচারে,　　কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হ'লে,　　কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
প্রাণ না রাখিব আর॥
(শরণাগতি ১১)

পূর্ব্বে যে দ্বিতীয় শ্রেণীর হরিভজনোন্মুখ ব্যক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহারা আগন্তিক যোগ্যতাসম্পন্ন হইয়াও হরিভজনোন্মুখ। যদি আগন্তিক যোগ্যতা-সম্পন্ন হইয়া অকপটে হরিভজনোন্মুখ হন, তবেই প্রকৃত শ্রীভীমসেনের বা শ্রীহনুমান্‌জীর বা শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্যের দাস্য হইতে পারে। সকল যোগ্যতা ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও যে পূর্ণ শরণাগতি বা শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-সুখানুসন্ধান-তাৎপর্য্যময়তা, তাহাই শ্রীভীমসেনের দাস্য। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে রাবণ, হিরণ্যকশিপু, শিশুপাল, বিরোচন, জরাসন্ধ প্রভৃতি অসুরের দাস্য হইয়া যাইবে।

আগন্তিক যোগ্যতা থাকিলেই বদ্ধজীবের স্বভাবতঃই দম্ভের উদয় হয়। মায়ার এমনই মোহিনী শক্তি যে, যাহারা সামান্যও আগন্তিক যোগ্যতা বা শারীরিক ও মানসিক পটুতা লাভ করিয়াছে, তাহারা কিছুতেই সেই যোগ্যতাকে কৃষ্ণেন্দ্রিয়সুখতাৎপর্য্যে বলিদান করিতে ইচ্ছুক হয় না, উহাকে স্বীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত করিবার নানাপ্রকার উপায় অনুসন্ধান করিয়া থাকে। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

'কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান।'
(চৈঃ চঃ অঃ ৪।৬৮)

কেহ কেহ বলেন, যদি হিটলার, মুসোলিনি, ষ্ট্যালিন প্রভৃতি রাজনৈতিক নায়কগণ তাঁহাদের সুপ্রখর বুদ্ধিমত্তা লইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেন, তবে বড়ই সুখের বিষয় হইত। কিন্তু মায়াদেবীর এমনই মোহিনী শক্তি যে, আগন্তিক যোগ্যতার দম্ভ কিছুতেই জীবকে চরম-মঙ্গল বরণ করিবার সুবুদ্ধি দিতে পারে না। আগন্তিক যোগ্যতাসম্পন্ন বদ্ধজীবের বুদ্ধিমত্তা হয় ভোগবাদে না হয় ত্যাগবাদে বিলীন হইবে, কারণ শ্রীকৃষ্ণকে অদ্বিতীয় ভোক্তা বা স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম বলিয়া অনুভব না করা পর্য্যন্ত দম্ভদৈত্যের বিনাশ হইতে পারে না। যাহারা নিজেরাই শ্রীকৃষ্ণের সজ্জা গ্রহণ করিতে চাহে, তাহারা হয় ভোগবীর, না হয় ত্যাগবীর হইয়া পড়িবেই পড়িবে। ভোগী শ্রীকৃষ্ণের আসন গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত; ত্যাগীও সেইরূপ ব্রহ্ম হইবার জন্য ব্যস্ত। উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের আসন আত্মসাৎ করিবার জন্য সচেষ্ট। রাবণ যেরূপ ত্রিলোকে আধিপত্য বিস্তার করিয়া ভোগী, আবার শ্রীরামচন্দ্রের সজ্জা গ্রহণ করিবার অভিলাষী হইয়াও সেইরূপ নির্ব্বিশেষবাদী। অতএব শ্রীকৃষ্ণের প্রতিযোগী হইয়া কি করিয়া তাঁহাতে প্রেমবিশিষ্ট হইবে? দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, জরাসন্ধ প্রভৃতি ভোগবীর ও নির্ব্বিশেষবাদের প্রতীক। তাই ভক্তরাজ শ্রীভীমসেন তাহাদিগকে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধনাদি জগৎকে এই শিক্ষা দিয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভের সম্পূর্ণ সুযোগ পাইয়াও হৃদয়ে দম্ভ থাকিলে কখনই তাঁহাতে প্রীতির সঞ্চার হয় না। আর শ্রীভীমসেন বা শ্রীহনুমান্‌জীর যে দম্ভপ্রায় শুদ্ধ অহঙ্কার, তাহা শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীরামচন্দ্রের সুখোৎপাদক।

শ্রীসৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে কোন যাচ্ঞাহীন, উপায়-বিহীন ক্রিয়া যৌবনহীন ব্যক্তি হরিভজনার্থ প্রবেশ করিবার ইচ্ছা-প্রকাশের অভিনয় করিলে শ্রীগুরুবর্গের সন্দেহের কারণ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ এই বেকার-সমস্যার দিনে অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিগণ আহারাদির সংস্থানের জন্য হরিভজন করিবার

কৃত্রিম ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে বলিয়া মনে হয়; তদ্রূপ উত্তম জন্ম, ঐশ্বর্য্য, সংকোচ পাণ্ডিত্য ও স্বাস্থ্যযৌবনাদি-সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন ব্যক্তিকেও অকস্মাৎ হরিভজনলোলুপ দেখিলে সদ্বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে সন্দেহের উদ্রেক হইয়া থাকে। যাহাদের পৃথিবীতে সমস্ত ভোগ্যবস্তুলাভের সুযোগ রহিয়াছে, তাহারা কেন হরিভজন করিবে? তাহাদের যোগ্যতাকে তাহারা কি জন্যই বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার যূপকাষ্ঠে বলি দিবে? অনুসন্ধানে অনেক সময়েই জানিতে পারা গিয়াছে যে, হয় গৃহবিবাদ, না হয় কোনপ্রকার আপাতিক অসুবিধার জন্য তাহাদের ঐরূপ শ্মশান-বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে। অধিকাংশ সময়েই তাহারা সদ্বৈষ্ণবগণের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না। কিছুদিনের মধ্যেই তাহাদের নানাপ্রকার অন্তর্নিহিত ও কপট দৌরাত্ম্যের অভিসন্ধি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইহারা কখনও কখনও কোন কোন অতি কৃপাময় আচার্য্যের দ্বারা Show-bottleএর মত ভক্তিপ্রতিষ্ঠানের বহির্দ্বারে থাকিয়া বহির্মুখ লোকের বিস্ময় আকর্ষণ করিলেও অনতিবিলম্বেই তাহাদের নানাপ্রকার 'বড় আমি'ত্বের দম্ভ প্রকাশ করিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। তখনই শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটী অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়,—

ভক্তৈরর্থাপ্রতীক্ষিয়েধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ স্বামকিঞ্চনগোচরম্॥
(ভাঃ ১।৮।২৬)

যেরূপ 'অন্নবিদ্যা ভয়ঙ্করী', সেইরূপ স্বল্পজ্ঞতাও ভয়ঙ্করী। যাহাদের প্রকৃতপ্রস্তাবে অধিক যোগ্যতা আছে, তাহাদের অপেক্ষা, যাহাদের অল্পযোগ্যতা আছে, তাহারা আরও অধিক দাম্ভিক হইয়া থাকে। পৃথিবীর দাম্ভিকগণ 'ধরাকে সরা' জ্ঞান করে, আর ভক্তগণ ত্রিভুবনের সাম্রাজ্যপদ, এমন কি মোক্ষসাম্রাজ্যলক্ষ্মীকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকেন; আর শুদ্ধভক্তের বিকৃতপ্রতিফলন-স্বরূপ তাঁহাদের আনুকরণিক স্বল্পযোগ্যতাসম্পন্ন Show-bottlesসমূহ ভক্তপদবী বা কৃষ্ণপ্রেমকেও তুচ্ছ করিয়া থাকে। তাহাদের অহঙ্কারের মাত্রা এত উচ্চে আরোহণ করিবার দুরাশা পোষণ করে যে, তাহারা সেইস্থান হইতে পতিত হইয়া আত্মঘাতী নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়ে।

ইহাদের কোনদিন শ্রীভীমসেন, শ্রীহনূমদ্ভক্তী বা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের দাস্য লাভ হয় না। কারণ, এই তিন গুরুদেব নির্ব্বিশেষবাদের ধ্বংসকারী। যাঁহারা সমস্ত যোগ্যতা শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিয়া তদ্দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিভজন করেন, তাঁহারাই আমাদের শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম। বদ্ধজীব তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মের অনুসরণ করিলেই কৃতার্থ হইতে পারেন। অতএব শ্রীশৈল আচার্য্যদেবের উপদেশ—

"শ্রীউগ্রসেন বা শ্রীভীমসেনের বিকৃত প্রতিফলন না হইয়া তাঁহাদের দাসানুদাসের চিত্তবৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া শ্রীগুরুকৃপার প্রার্থী হও।"

নবধা ভক্তি

(৫) অর্চ্চন

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯শ খণ্ড, ২৭ সংখ্যার পর]

অর্চ্চনমার্গ অনন্ত ও অপার,—"ন হ্যন্তোঽনন্তপারস্য কর্ম্মকাণ্ডস্য চোদ্ধব" (ভাঃ ১১।২১।৭)। হে উদ্ধব, অনন্তপার পূজাবিধানের অন্ত নাই।

শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের শ্রীলোকাচার্য্য শ্রীঈশ্বরের পঞ্চ প্রকার স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীঅর্চ্চাবতার পঞ্চমস্বরূপ। তাঁহার সিদ্ধান্তানুসারে **অর্চ্চাবতার**—দাসগণের অভিমত নাম-রূপবিশিষ্ট উপাস্য-মূর্ত্তি, সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞপ্রায়, সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও অশক্তপ্রায়, পূর্ণকাম

হইয়াও সাপেক্ষপ্রায়, রক্ষক হইয়াও রক্ষ্যপ্রায়, স্বয়ং স্বামী হইয়াও ভক্তকে স্বামিরূপে স্বীকার করিয়া তাঁহারই মন্দিরে সেবা গ্রহণ করিবার জন্য বিরাজমান।

শ্রীঅর্চ্চাবতার প্রেমসমাধিযোগযুক্ত মহাভাগবতগণের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদের দ্বারা লোকহিতার্থে বাহিরে প্রকাশিত হন, অর্থাৎ মহাভাগবতগণ প্রেমাঞ্জনরঞ্জিত ভক্তিলোচনে হৃদয়ে যে নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-স্বরূপ দর্শন করেন, তাহাই তাঁহারা বাহিরে প্রকটিত করেন। যাঁহারা 'অন্তঃ-সাক্ষাৎকার' ও 'বহিঃসাক্ষাৎকার'-রূপ ভগবদনুভব করিয়া থাকেন, তাঁহাদের হৃদয়ের ধনস্বরূপ শ্রীমূর্ত্তিই—শ্রীঅর্চ্চাবতার। কল্পিত প্রতিমা বা প্রতীক-সমূহ শ্রীমূর্ত্তি-পদবাচ্য নহে। যে-কোন ব্যক্তি শ্রীনারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য বাস্তব অপ্রাকৃত রূপ কল্পনাবলে অঙ্কিত করিলেই তাহা শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের পূজ্য অর্চ্চাবতার হইবে না। যদি লেপ্যা-লেখ্যাদি প্রতিমা প্রেমসমাধি-যোগসিদ্ধ মহাভাগবতগণের হৃদয়ের শ্রীমূর্ত্তির অনুরূপ হয়, তবেই তাহা অর্চ্চাবতার-রূপে পূজিত হন। স্বয়ম্ভু বা স্বয়ংপ্রকাশিত শ্রীবিগ্রহগণও অর্চ্চাবতার, যেমন শ্রীজগন্নাথাদি শ্রীবিগ্রহসমূহ। মহা-ভাগবতগণ যদি স্বেচ্ছায় কোন লেপ্যা-লেখ্যাদি প্রতিমার নিকট দণ্ডবৎপ্রণামাদি করেন, তবে তাহাও অর্চ্চাবতার বলিয়া নিত্যকাল পূজিত হইবেন।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

"ততঃ প্রেমভক্তানামপি যচ্চিত্তস্থ পরমাশ্রয়রূপং তদভিব্যক্তেঃ সুতরামেবার্চ্চায়া আধিক্যমপি। এবং তদাশ্রয়-রূপস্য বিলক্ষণপ্রকাশস্থানত্বাদেব শ্রীবিষ্ণোর্ব্যাপকত্বেঽপি শালগ্রামাদিষু নির্দ্ধারণম্। তত্র পুরুষবরাস্তর্যামিদৃষ্ট্যপেক্ষং, কিন্তু স্বভাবনির্দ্দেশপরত্বেব। তদ্বিবাস-ক্ষেত্রাদীনাং মহা-তীর্থত্বাপাদনাদিনা কীটাদীনামপি কৃতার্থত্ব-কথনাৎ। তথা চ স্কান্দে—

শালগ্রামশিলা যত্র তত্তীর্থং যোজনত্রয়ম্।
তত্র দানং জপো হোম সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ॥

পাদ্মে—

শালগ্রামশিলাতোয়ং ক্রোশমাত্রং সমন্ততঃ।
কীটকেঽপি মৃতো যাতি বৈকুণ্ঠভবনং নরঃ॥ ইতি
তস্মাদর্চ্চায়া আধিক্যমেব হি স্থিতম্।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৯৪ অনুচ্ছেদ)

অতএব প্রেমভক্তগণেরও চিত্তের যাহা পরমাশ্রয়-স্বরূপ, সেই ভগবদ্বস্তুর অভিব্যক্তি-স্বরূপ বলিয়া অর্চ্চাবতার শ্রেষ্ঠ। এইরূপ প্রেমভক্তগণের চিত্তের পরমাশ্রয়-স্বরূপ শ্রীবিষ্ণু সর্ব্বব্যাপক হইলেও শ্রীশালগ্রামাদি তাঁহার বিশেষ প্রকাশস্থান বলিয়া শ্রীশালগ্রামাদিতে তাঁহার নির্দ্ধারণ হইয়া থাকে। এইরূপ নির্দ্ধারণ পুরুষের ন্যায় অন্তর্যামি-দৃষ্টির অপেক্ষায় নহে, পরন্তু স্বভাব-নির্দ্দেশপরই হইয়াছে, অর্থাৎ শালগ্রামশিলায় অন্তর্যামিরূপে শ্রীবিষ্ণু বিরাজিত—তাহা নহে। বস্তুতঃ শ্রীশালগ্রামই নিত্যসিদ্ধ বিষ্ণুস্বরূপ, তাঁহা শিলা নহেন; যেহেতু অপূর্ব্ব 'কীকট' নামক প্রদেশেও শালগ্রামের নিকটে চতুর্দ্দিকে ক্রোশ-পরিমিত ক্ষেত্রে মৃত্যু হইলে মনুষ্য বৈকুণ্ঠ-লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে আরও উক্ত হইয়াছে যে, যেখানে শালগ্রামশিলা অবস্থিত, তাহার তিন যোজন পর্য্যন্ত তীর্থরূপে পরিগণিত হয় এবং তৎস্থানে অনুষ্ঠিত দান, জপ ও হোমক্রিয়া কোটি-গুণ অধিক হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা অর্চ্চার শ্রেষ্ঠত্বই নির্ণীত হইয়াছে। শালগ্রাম—শিলা নহেন, তাঁহা সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভু সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে এই জগতে কৃপাবিতরণের জন্য অবতীর্ণ। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু "পদ্যাবলী"তে শ্রৌত-প্রমাণ উদ্ধার করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন,—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর-সমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥

(শ্রীপদ্যাবলী, ১১৫ সংখ্যা)

যাহার শ্রীশালগ্রামাদি অর্চ্চাবতার শ্রীবিষ্ণুতে শিলা-বুদ্ধি, শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি, শ্রীবৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, শ্রীবিষ্ণু ও বৈষ্ণবগণের কলিকলুষনাশন শ্রীচরণামৃতে জলবুদ্ধি, সমস্ত পাপনাশন শ্রীবিষ্ণুর শ্রীনাম-মন্ত্রে শব্দসামান্যবুদ্ধি ও সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীবিষ্ণুতে অন্য দেবতার সহিত সমান বুদ্ধি,—সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নারকী।

হত্যাং হরতি যদ্বিপ্র সজলতুলসীস্তোকেন তোয়ং পদে
নৈবেদ্যং বহুমন্নপানসহিতং শুদ্ধস্য নানাদ্যজম্।
শ্রীশালীনমতিঃ স্থিতির্হরিদিনে তত্তৎসদঙ্গং বিধিবৎ
শালগ্রামশিলা-নৃসিংহমহিমা কোঽপ্যেষ লোকোত্তরঃ॥

(শ্রীপদ্যাবলী ১১৬ ও হঃ ভঃ বিঃ ৫।২২০)

যে শ্রীশালগ্রামের শ্রীচরণসংলগ্ন তুলসী ব্রহ্মবধজনিত পাপ বিনাশ করে, যাঁহার শ্রীচরণামৃত স্বর্ণচৌর্য্যবৃত্তিজনিত পাপ হরণ করে, যাঁহার নৈবেদ্য ব্রহ্মস্বহরণজনিত ও গুরুপত্নী-গমনজনিত মহাপাতক ধ্বংস করে ও যাঁহার স্মরণ করিলে এবং যাঁহার ভক্তগণের সঙ্গ করিলে ঐ সকল পাতকিগণের সঞ্চয়জনিত মহাপাতক-সমূহও বিনষ্ট হয়, সেই শ্রীশালগ্রামশিলারূপী শ্রীনৃসিংহদেবের কি লোকোত্তর মহিমা!

শ্রীভক্তিবিলাসে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভু আরও বলিয়াছেন,—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতা।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥
শালগ্রামশিলায়ান্তু সাক্ষাৎ শ্রীহরিসেবনম্।
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র বাসুদেবো জগদ্গুরুঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৫।২১৮)

শিলাময়ী, কাষ্ঠময়ী, লৌহময়ী, লেপময়ী, লেখময়ী, বালুকাময়ী, মনোময়ী ও মণিময়ী এই অষ্টবিধা শ্রীমূর্ত্তি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। শ্রীশালগ্রামের অর্চ্চন করিলে সাক্ষাৎ শ্রীহরির সেবা হয়, যেহেতু জগদ্গুরু শ্রীবাসুদেব শ্রীশালগ্রামে নিত্যকাল অবস্থিত।

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভু বলেন,—

এষ শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ।
দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ॥

তথা স্কান্দে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে চাতুর্ম্মাস্যব্রতে শালগ্রামশিলার্চ্চাপ্রসঙ্গে—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং সঙ্কটে প্রাণসংশয়ে বা।
শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন॥

তত্রৈবান্যত্র—

পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভতে শাশ্বতং পদম্।
অতো নিষেধকং বক্ষ্যে বচনং শ্রূয়তে স্ফুটং।
অবৈষ্ণবপরং তত্ত্বদ্বিজেয়ং তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ, ৫।২২৩-২২৪)

টীকা—প্রথম লিখিতপ্রকারেণ শালগ্রামশিলাত্মকঃ তৎস্বরূপঃ শ্রীভগবানেবেতি তদ্ভজনে সর্ব্বেষামধিকারোঽভিপ্রেতঃ তদেবাভিব্যঞ্জয়তি সর্ব্বৈরিত্যাদিভির্জনৈঃ সম্যক্ পূজ্য ইতি। তত্র বিশেষমিতি ত্রিবর্ণৈর্বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যৈরিত্যর্থঃ। নমু ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং তচ্চরণাম্বুতেরপি। স্ত্রীশূদ্রকরসংস্পর্শো বজ্রপাতসমো মমেতি শালগ্রামশিলাপ্রসঙ্গে শ্রীভগবদ্বচনেন স্ত্রীশূদ্রাণাং তৎপূজা নিষিধ্যতে। তত্র লিখিতি ভগবতঃ পরৈরিতি। যথাবিধি দীক্ষাং গৃহীত্বা ভগবৎ-পূজাপরৈঃ সন্নিহিতার্থঃ॥২২৩॥ তদেব শ্রীনারদোক্ত্যা প্রমাণয়তি ব্রাহ্মণেতি। অতঃ বৈষ্ণবানাং শূদ্রাণাং ন শালগ্রামে শ্রীশালগ্রামশিলার্চ্চনে। অন্যেষামসতাং শূদ্রাণাম্ অতএব শূদ্রবিষ্ণুভক্ত্যোক্তং বায়ুপুরাণে। অযাচকঃ প্রদাতা তাং কৃষিং বৃত্ত্যর্থমাচরেৎ। পুরাণং পৃথুস্মৃতিত্বাৎ শালগ্রামক পূজয়েদিতি। এবং মহাপুরাণানাং বচনৈঃ সহ ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহমিতি বচনস্তু বিরোধাদ্বাস্যাপরৈঃ স্মার্ত্তৈঃ কৈশ্চিৎ কল্পিতমিতি মন্তব্যম্। যদি চ পূজ্যা সিদ্ধং সমূলং তাত্তর্হি চাবৈষ্ণবৈঃ শূদ্রৈস্তাদৃশৈশ্চ স্ত্রীভিস্তৎপূজা ন কর্ত্তব্যা, যথাবিধি গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকৈস্তৈঃ কর্ত্তব্যেতি ব্যবস্থাপনীয়ম্। যতঃ শূদ্রেষ্বপ্যজেষপি যে বৈষ্ণবাস্তে পূজ্যাদয়ো ন কিলোচ্যন্তে। তথা চ নারদীয়ে। শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিক ইতি। ইতিহাসসমুচ্চয়ে। শূদ্রযা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবমিতি। পাদ্মে চ। ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা নরাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে। • • • কিন্তু ভগবদ্দীক্ষাগ্রহণাভাবেন শূদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব। তথা চ তত্র যথা কাঞ্চনতাং যাতীত্যাদি। এতচ্চ প্রাগ্দীক্ষামাহাত্ম্যে লিখিতমেব। অতএব তৃতীয়স্কন্ধে দেবহূতিবাক্যম্। যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্ যৎ প্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ। শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ। ইতি। সবনায় যজনায় কল্পতে যোগ্যো ভবতীত্যর্থঃ। অতএব বিপ্রৈঃ সহ বৈষ্ণবানামেকত্বৈব গণনা। তথা চ হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীভগবদ্ভক্তসংবাদে। তীর্থানি স্বর্থতরবো গাবো বিপ্রাস্তথা স্বয়ম্। মদ্ভক্তাশ্চেতি বিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চৈতে ভুবনা ময়েতি। চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপৃথুমহারাজ-বর্ণনে। সর্ব্বব্রাহ্মণলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্। অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রত ইতি।

যথাবিধি পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ ভগবৎ-পরায়ণ হইয়া ব্রাহ্মণ, স্ত্রী, শূদ্র—সকলেই শালগ্রামশিলারূপী শ্রীভগবানের পূজা করিতে পারেন। স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মা ও শ্রীনারদ-সংবাদে চাতুর্ম্মাস্যব্রতে শ্রীশালগ্রাম-অর্চ্চনের প্রসঙ্গে

উক্ত হইয়াছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও সৎশূদ্রের শ্রীশালগ্রাম-পূজায় অধিকার আছে; এতদ্ব্যতীত অন্য কাহারও অধিকার নাই। যে ব্রাহ্মণের শ্রীবিষ্ণু ও বৈষ্ণবে ভক্তি নাই, তাহার শ্রীশালগ্রাম-পূজায় অধিকার নাই। 'সৎশূদ্র' শব্দে শূদ্রকুলোদ্ভূত বিষ্ণুদীক্ষিত ব্যক্তি। বায়ুপুরাণে সৎশূদ্রের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে—যে ব্যক্তি যাচ্ঞা করেন না, যিনি দান করেন এবং প্রাণমাত্র রক্ষার জন্য কৃষিকার্য্য করেন, প্রত্যহ পুরাণ শ্রবণ করেন; এইরূপ শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তি শালগ্রাম পূজা করিতে পারেন। অতএব 'আমি একমাত্র ব্রাহ্মণেরই পূজ্য'—এইরূপ উক্তির সহিত মহাপুরাণসমূহের বাক্যের যে বিরোধ, তাহা কতকগুলি মাৎসর্য্যপর স্মার্ত্তের কল্পনা বলিয়াই জানিতে হইবে। পদ্মপ্রকাশের কতকগুলি দেহাত্মবাদী স্মার্ত্ত পণ্ডিত নিজের প্রতিষ্ঠা রক্ষার জন্য ঐরূপ কল্পিত মত প্রচার করিয়াছেন। তবে অদীক্ষিত বা অবৈষ্ণব শূদ্র ও স্ত্রীলোকের শ্রীশালগ্রাম-পূজায় অধিকার নাই। যাহারা যথাবিধি বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, সেরূপ শূদ্রকুলোদ্ভূত পুরুষ বা স্ত্রীগণেরই শ্রীশালগ্রামপূজায় অধিকার। যেহেতু শূদ্র ও অন্ত্যজকুলেও যে-সকল বৈষ্ণব আবির্ভূত হন, তাঁহাদিগকে কখনও শূদ্রাদি অর্থাৎ তত্তজ্জাতিসামান্যে নির্দ্দেশ করা হয় না। শ্রীনারদপুরাণে উক্ত হইয়াছে—হে মহারাজ! চণ্ডালকুলে আবির্ভূত বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ। ইতিহাস-সমুচ্চয়ে উক্ত হইয়াছে—শূদ্র, নিষাদ, চণ্ডাল বা যে-কোন কুলে ভগবদ্ভক্ত আবির্ভূত হউন না কেন, যদি তাঁহাদিগকে কেহ সেই জাতি বলিয়া দর্শন করে অর্থাৎ বৈষ্ণবকে শূদ্র, নিষাদ বা চণ্ডাল প্রভৃতি নীচজাতি বলিয়া মনে করে, তবে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নরকে গমন করে। পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—ভগবদ্ভক্তগণ কখনও শূদ্র নহেন, তাঁহারা ভাগবত। যাহাদের শ্রীবিষ্ণুতে ভক্তি নাই, এইরূপ ব্যক্তি ব্রাহ্মণাদিকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহারাই শূদ্রপদ-বাচ্য। ভগবদ্-দীক্ষাপ্রভাবে শূদ্রাদিকুলজাত ব্যক্তিও ব্রাহ্মণের সমান হইয়া থাকেন। তদ্বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ—'কাংস্য' যেরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়াবিশেষের দ্বারা স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ যে-কোন কুলোদ্ভূত ব্যক্তি বৈষ্ণবী দীক্ষা-প্রভাবে বিপ্রতা লাভ করেন। শ্রীনরসিংহে উক্ত হইয়াছে—যে, কুক্কুরভোজী অন্ত্যজকুলোদ্ভূত ব্যক্তিও যদি শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ, অনুকীর্ত্তন, শ্রীবিষ্ণুকে নমস্কার ও স্মরণ করেন, তবে তিনিও তৎক্ষণাৎ সোমযজ্ঞের অধিকারী হন। আর যাঁহারা শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করেন, তাঁহাদের কথা আর কি? দুর্জ্জাতিত্ব দহন-সূত্রে অনধিকারের কারণ। সেই দুর্জ্জাতিস্বরূপ প্রারব্ধ শ্রীভগবানের নামের আভাসেই বিনষ্ট হয়। অতএব বিপ্রের সহিত বৈষ্ণবগণের একত্রেই গণনা হয়। শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীভগবান্ ও শ্রীব্রহ্মার সংবাদে উক্ত হইয়াছে—তীর্থসমূহ, অশ্বত্থবৃক্ষসমূহ, গাভীগণ, ব্রাহ্মণগণ ও আমার ভক্তগণ—এই পাঁচ প্রকার বস্তুকে আমার অঙ্গ বলিয়া জানিবে। শ্রীপৃথুমহারাজের দণ্ড সর্ব্বত্র নিয়োজিত হইত, কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবকুলের উপর তিনি কোন দণ্ডবিধান করিতেন না। ইহা দ্বারাও বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণের একইরূপ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-বিমুখ দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও যাঁহার শ্রীকৃষ্ণে মন, বাক্য, অর্থ, চেষ্টা ও প্রাণ অর্পিত হইয়াছে, এইরূপ চণ্ডাল-কুলোদ্ভূত ব্যক্তিকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। কেন না, সেইরূপ চণ্ডালকুলোদ্ভূত ব্যক্তি স্বীয় কুলকে পবিত্র করেন; আর অত্যন্ত গর্ব্বিত ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তি নিজেকেই পবিত্র করিতে পারে না, কুলকে কি করিয়া পবিত্র করিবে? (ভাঃ ৭।৯।১০)। এই ভাগবতীয় প্রমাণ হইতে বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ উভয়েই নীচজাতিতে উদ্ভূত হইলেও বৈষ্ণবগণেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইতেছে। অতএব 'পবিত্র হউক আর অপবিত্র হউক, ব্রাহ্মণই আমার পূজার অধিকারী। স্ত্রী ও শূদ্র হস্তের দ্বারা আমাকে স্পর্শ করিলে বজ্র অপেক্ষাও সুদুঃসহ বোধ হয়'—এই বাক্য তত্ত্বধর্ম্মিগণের দ্বারা অবৈষ্ণবপর বলিয়াই উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ যাহারা অবৈষ্ণব স্ত্রী, শূদ্র বা অন্ত্যজ, তাহাদের জন্যই আদেশ। বস্তুতঃ যে-কোন কুলোদ্ভূত বৈষ্ণব বস্তুসহকারে প্রাণতুল্য বিচারপূর্ব্বক শ্রীশাল-গ্রামশিলা ধারণ করিবেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে স্বয়ং ব্যক্ত ও বৈষ্ণবগণের দ্বারা প্রকটিত শ্রীমূর্ত্তিসম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

যস্মিন্ সন্নিহিতো বিষ্ণুঃ স্বয়মেব নৃণাং ভুবি।
পাষাণদার্বাদ্যারম্ভঃ স্বয়ং ব্যক্তং হি তৎস্মৃতম্॥
দুর্লভত্বাৎ স্বয়ংব্যক্তমূর্ত্তেঃ শ্রীবৈষ্ণবোত্তমঃ।
যথাবিধি প্রতিষ্ঠাপ্য স্থাপিতাং মূর্ত্তিমর্চ্চয়েৎ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৬।৩)

আচার্য্যের শ্রীবিষ্ণু স্বয়ংই এই প্রপঞ্চে পাষাণ, দারু বা মনুষ্যগণের নিকট যখন ইচ্ছায় সন্নিহিত হইয়া নিজস্বরূপ প্রকট করেন, তখন তাঁহাকে "স্বয়ং-প্রকাশিত শ্রীমূর্ত্তি" বলা যায়; যেমন—শ্রীরঙ্গনাথ, শ্রীশেষশায়ী বা শ্রীযাদবরায়পুরে শ্রীযোগপীঠে প্রকটিত অধোক্ষজ শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি প্রভৃতি। স্বাংব্যক্ত শ্রীমূর্ত্তি প্রপঞ্চে অতীব দুর্লভ। এজন্য বৈষ্ণব যথাবিধি অর্থাৎ মহাভাগবতগণের হৃদয়ে অভিব্যক্ত শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার অর্চ্চন করিবেন।

শ্রীশালগ্রামের অর্চ্চনে আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই।

উদ্বাসাবাহনে ন স্তঃ স্থাবরে বৈ যথা তথা।
শালগ্রামার্চ্চনে নৈব ত্বাবাহনবিসর্জ্জনে॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৬।১৪)

যেমন স্থাবরমূর্ত্তির আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই, তদ্রূপ শ্রীশালগ্রাম-অর্চ্চনেও আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই।

যাঁহারা সদ্গুরুপাদপদ্ম হইতে যথাবিধি পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষামন্ত্র প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারা স্বতন্ত্রেচ্ছাবশে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধিকা-গিরিধারীকে তুল-তুলসী বা ভোগাদি দান অর্থাৎ কোনপ্রকার অর্চ্চন-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবার অধিকারী নহেন। তাঁহারা শ্রীনামকীর্ত্তনমুখেই শ্রীভগবানের আরাধনা করিবেন। কারণ, শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু বলেন,—কিন্তাস্মিন্নর্চ্চনমার্গেঽধিকস্তু বিধিরপেক্ষণীয়-স্ততঃ পূর্ব্বং দীক্ষা কর্ত্তব্যা। অথ শাস্ত্রীয়ং বিধানঞ্চ শিক্ষণীয়ম্। দীক্ষা যথাগমে—

দ্বিজানামুপনীতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু।
যথাধিকারো নাস্ত্রীণাং তদ্বোপনয়নাদৃতে॥
তথাত্রাদীক্ষিতানান্তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু।
নাধিকারোঽতএবাদৌ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংযুতম্॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৮৩ অনুচ্ছেদ)

অর্চ্চনমার্গে নিয়তভাবে বিধির অপেক্ষা রহিয়াছে। অতএব পূর্ব্বে দীক্ষাগ্রহণ, অনন্তর শাস্ত্রীয় বিধানও শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। দীক্ষাবিষয়ে আগমে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—"অনুপনীত দ্বিজগণের যেরূপ নিজ কর্ম্ম অধ্যয়নাদিতে অধিকার হয় না এবং উপনয়নের পর যেরূপ তদ্বিষয়ে অধিকার হয়, সেইরূপ অদীক্ষিত পুরুষগণের মন্ত্র এবং দেবার্চ্চনাদিতে অধিকার নাই; অতএব নিজকে দীক্ষিত করিবেন।"

অর্চ্চনমার্গের এই বিশেষ মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে অপরাধ ঘটে। মর্য্যাদা-বিষয়ে শ্রীব্রহ্মযামল বলেন,—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥

(ভক্তিসন্দর্ভ ২৮৪ অনুচ্ছেদ-ধৃত শ্রীব্রহ্মযামল-বাক্য)

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি ও পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রোক্ত বিধি লঙ্ঘন করিয়া ঐকান্তিকী হরিভক্তির অভিনয় উৎপাতেরই কারণ হইয়া থাকে।

শ্রীভাগবতও এই সিদ্ধান্তই কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

অস্মিল্লোকেঽথবামুষ্মিন্ মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
দৃষ্টা যোগাঃ প্রযুক্তাশ্চ পুংসাং শ্রেয়ঃপ্রসিদ্ধয়ে॥
তানাতিষ্ঠতি যঃ সম্যগুপায়ান্ পূর্ব্বদর্শিতান্।
অবরঃ শ্রদ্ধয়োপেত উপেয়ান্ বিন্দতেঽঞ্জসা॥
তানবাদৃত্য যোঽবিদ্বানর্থানারভতে স্বয়ম্।
তস্য ব্যভিচরন্ত্যর্থা আরব্ধাশ্চ পুনঃপুনঃ॥

(ভাঃ ১১।৮।৩-৫)

ইহ ও পরলোকে পুরুষগণের পুরুষার্থসিদ্ধির জন্য তত্ত্বদর্শী মুনিগণ শাস্ত্র হইতে নানাবিধ উপায় নির্ণয় ও প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

অর্ব্বাচীন ব্যক্তিও যদি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পূর্ব্বজন মুনিগণের প্রদর্শিত উপায় সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও অনায়াসে পুরুষার্থ লাভ করিতে সমর্থ হয়।

পণ্ডিতব্যক্তিও যদি ঐসকল উপায় অনাদর করিয়া স্বতন্ত্র ইচ্ছানুযায়ী কল্পিত অর্থসমূহ অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলেও তাঁহার সেই সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হয় না। তিনি যতবার কার্য্য আরম্ভ করেন, ততবারই তাহা নিষ্ফল হয়।

শ্রীঅর্চ্চাবতারের অর্চ্চন-কালে প্রথমেই শ্রীগুরুপূজা বিধি।

প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥

(হঃ ভঃ বিঃ, ৪।১৩৪)

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুদেবের পূজা করিয়া তৎপরে আমার পূজা করিলেই সিদ্ধি লাভ হয়, নতুবা পূজা নিষ্ফল হইয়া থাকে।

অর্চ্চনকালে যখন নৈবেদ্য প্রদান করিতে হয়, তখন বিদ্ধপাঠ্য ও প্রদপাঠ্য পরিত্যাগ করিয়া যথাসম্ভব প্রদান

করা উচিত। যে-স্থানে শ্রীগুরুদেব, শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে নৈবেদ্য অর্পণ করা হয়, তথায় পূর্ব্বে শ্রীগৌরসুন্দরকে তৎপরে শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করিয়া তৎপরে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীগোবিন্দের প্রসাদ নিবেদন করাই বিধি। পূর্ব্বে শ্রীগুরুদেবের অর্চ্চন করিতে হইবে। ভোগ-প্রদানকালে শ্রীশ্রীশক্তিমত্তত্ত্বগণকে পূর্ব্বে ভোগ প্রদান করিয়া পরে সেই প্রসাদ শ্রীশক্তিতত্ত্বগণকে অর্পণ করিতে হইবে।

শ্রীঅর্চ্চাবতারসমূহ শ্রীবিষ্ণুকোটি ও শ্রীগুরুকোটি—এই দুইরূপে অবতীর্ণ। শক্তিমত্তত্ত্বগণ শ্রীবিষ্ণুকোটি ও শক্তি-তত্ত্বগণ শ্রীগুরুকোটি অর্চ্চাবতার। শ্রীবিষ্ণুকোটি অর্চ্চাবতার-গণের শ্রীপাদপদ্মে শ্রীতুলসী প্রদান করিতে হইবে, কিন্তু শ্রীগুরুকোটি অর্চ্চাবতারগণের শ্রীহস্তে শ্রীতুলসী প্রদান করা যায়, কারণ, শ্রীতুলসীও শ্রীগুরুকোটি অর্চ্চাবতারগণের অন্যতমা। প্রত্যেক শ্রীঅর্চ্চাবতারের শ্রীনাম-বৈশিষ্ট্য, শ্রীরূপ-বৈশিষ্ট্য, শ্রীগুণ-বৈশিষ্ট্য, শ্রীপরিকর-বৈশিষ্ট্য ও শ্রীলীলাবৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীনাম-বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গতরূপে শ্রীমন্ত্রাবতার-বৈশিষ্ট্য।

শ্রীগুরুদেবাদি গুরুকোটির নৈবেদ্যে শ্রীতুলসী প্রদান নিষিদ্ধ। যে-স্থানে শ্রীগৌরসুন্দর বা শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন করা যায়, তাহাতে পূর্ব্ব হইতেই শ্রীতুলসী থাকেন।

শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী বা শ্রীনৃসিংহানন্দ শ্রীনৃসিংহদেবের উপাসক ছিলেন। তিনি কুমারহট্টে শ্রীল শিবানন্দ সেনের ভবনে স্বহস্তে পাক করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেব, শ্রীজগন্নাথদেব ও তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীনৃসিংহদেবের জন্য তিনটী পৃথক্ ভোগ পরিবেশনপূর্ব্বক তিনজনকে পৃথগ্‌ভাবে সমর্পণ করিয়াছিলেন,—

জগন্নাথের ভিন্ন ভোগ পৃথক্ বাড়িলা।
চৈতন্যপ্রভুর লাগি' আর ভোগ কৈলা॥
ইষ্টদেব নৃসিংহ লাগি' পৃথক্ বাড়িলা।
তিনজনে সমর্পিয়া বাহিরে ধ্যান কৈলা॥

(চৈঃ চঃ অঃ ২।৬০-৬১)

শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীনৃসিংহদেব হইতে শ্রীগৌরসুন্দর ভিন্ন নহেন, ইহা জানাইবার জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐ তিনটী নৈবেদ্যই একাকী ভোজন করিয়াছিলেন।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্যগোসাঞি।
জগন্নাথ-নৃসিংহ-সহ কিছু ভেদ নাই॥
ইহা জানিবারে প্রদ্যুম্নের গূঢ় হৈল মন।
তাহা দেখাইলা প্রভু করিয়া ভোজন॥

(চৈঃ চঃ অঃ ২।৬৭-৬৮)

শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ইহা জানিলেও শ্রীইষ্টদেবে শ্রীতিবৈশিষ্ট্যবশতঃ বিচার করিলেন, শ্রীনৃসিংহদেব উপবাসী রহিয়াছেন। সুতরাং তিনি পুনরায় নৈবেদ্য রন্ধন ও পুনরায় শ্রীনৃসিংহদেবের ভোগ প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

"অথ নৈবেদ্যার্পণপ্রসঙ্গে যঃ ক্রমদীপিকাদর্শিতোঽনিরুদ্ধ-নামাত্মকো মন্ত্রস্তস্য স্থানে শ্রীকৃষ্ণৈকাত্মিকভক্তাস্তত্তন্মন্ত্র-মেবেচ্ছন্তি। তথা যচ্চ তত্তন্মন্ত্রজ্যোতিরনুগতত্বেন ধ্যানং বিধীয়তে, তত্তু ভোজনসময়ে তত্তৎপ্রসাদদেব মন্ত্রত্বে। ভোজনঞ্চ যথা লোকসিদ্ধত্বেন নরলীলত্বাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২৯৬ অনুচ্ছেদ)

নৈবেদ্যার্পণ-প্রসঙ্গে অনিরুদ্ধ-নামাত্মক যে মন্ত্র 'ক্রমদীপিকায়' প্রদর্শিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভক্তগণ তৎস্থানে মূল কৃষ্ণমন্ত্রই ইচ্ছা করেন। তাঁহার যে মূলজ্যোতিঃ অনুগতরূপে ধ্যান করিবার বিধান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও শ্রীকৃষ্ণভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের ভোজনকালীন শ্রীমুখের প্রসন্নতারূপেই বিচার করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ নরলীলাকারী বলিয়া তাঁহার ভোজন লোকপ্রসিদ্ধিক্রমেই জানিতে হইবে।

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু "পদ্যাবলী"তে নৈবেদ্যার্পণকালে কয়েকটি বিভিন্ন প্রাচীন আচার্য্যগণের বাক্য হইতে উদ্ধার করিয়াছেন,—

দ্বিজস্ত্রীণাং ভক্তে মৃদুনি বিদুষাং ভক্তসখাং
দরিদ্রীরে সখ্যুঃ-স্ফুটচিপিটিকে মুষ্টিরিপো।
যশোদায়াঃ স্তন্যে ব্রজযুবতিবর্গস্য মধুনি তে
বয়ং সীদামোদস্তমিমমুপহারেঽপি কুরুতাম্॥

(পদ্যাবলী ১১৭ সংখ্যা)

হে মুরারিপো! দ্বিজপত্নীগণের প্রীতির সহিত প্রদত্ত অন্নে, বিদুরের কোমল অন্নে, ব্রজাশ্রিত গোপীগণের দধি ও ক্ষীরে, সখা শ্রীদামাখ্য ব্রাহ্মণের ভগ্ন-চিপিটক-মুষ্টিতে, মাতা যশোদার স্তনদুগ্ধে এবং ব্রজযুবতিগণের প্রদত্ত মধুতে

তোমার যেরূপ আমোদ হইয়াছিল, মৎপ্রদত্ত এই উপহারেও সেইরূপ আমোদ প্রকাশ কর।

যা প্রীতির্বিদুরার্পিতে মুরবিপো কুন্ত্যার্পিতে বাদৃশী
যা গোবর্দ্ধনমূর্দ্ধি, যা চ পৃথুকে তল্পে যশোদার্পিতে।
যা যা তে মুনিভাবিনী-বিনিহিতেঽন্নেঽব্রাপি তামর্পয়॥

(পদ্যাবলী ১১৮ সংখ্যা)

হে মুরারে! বিদুরার্পিত অন্নে তোমার যে প্রীতি হইয়াছিল, কুন্তীর প্রদত্ত অন্নে তোমার যে প্রীতি, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন-দত্ত ফলমূলাদিরূপ অন্নে যে প্রীতি, যশোদার্পিত প্রচুর তল্পে যে প্রীতি, শ্রীরামরূপে ভরদ্বাজ-সমর্পিত অন্নে যে প্রীতি, শবর-কন্যাদত্ত অন্নে যে প্রীতি, ব্রজস্ত্রীগণের অন্নামৃতে যে প্রীতি এবং যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণপত্নীগণের প্রদত্ত অন্নে তোমার যে প্রীতি, এই অন্নের প্রতিও সেইরূপ প্রীতি অর্পণ কর।

ক্ষীরে শ্যামলার্পিতে কমলয়া বিস্রাণিতে কাপিতে
হরে লাজ্জুনি ভদ্রয়া মধুরসে সোমাভয়ালম্বিতে।
তৃপ্তির্যা ভবতস্তথাঃ শতগুণং রাধানিদেশাদয়া
তত্তেঽস্মিন্ পুরতস্তথর্পয় হরে রম্যোপহারে রতিম্॥

(পদ্যাবলী ১১৯ সংখ্যা)

শ্যামলার অর্পিত ক্ষীরে, কমলার প্রদত্ত কাপিতে (কেশি বাতাসায়), ভদ্রাদত্ত লাজ্জুতে এবং সোমাভার (চন্দ্রাবলীর) প্রদত্ত মধুরসে তোমার যেরূপ তুষ্টি হইয়াছিল, হে হরে! শ্রীরাধার নিদেশে আমি তোমার সমুখে যে ভোজ্যদ্রব্য অর্পণ করিয়াছি, সেই মনোরম উপহারে তদপেক্ষা শতগুণ রতি বিধান কর।

শ্রীগুরুদেবের উচ্ছিষ্ট ভোগ-পাত্র অন্যান্য আচার্য্যগণকে প্রদান করিতে হইবে না। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীকৃষ্ণের অবশেষ শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীরামানুজাদি আচার্য্য ও শ্রীষড়্‌গোস্বামী প্রভৃতি গুরুবৃন্দকে নিবেদন করা যাইবে। শ্রীগুরুদেবের উচ্ছিষ্ট অন্যান্য শিক্ষাগুরুবৃন্দকে নিবেদন বা তাঁহারা স্বয়ং তাহা প্রার্থনা না করিলে তাহা প্রদান করা উচিত নহে।

শ্রীগুরুদেব মহাভাগবতরূপে প্রকট-লীলায় শ্রীহরিবাসর-দিবস শ্রীমহাপ্রসাদে গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত থাকেন বা বৈরাগ্য-লীলা প্রদর্শন করিয়া তাম্বূলাদি গ্রহণ করেন না, অথবা "শুষ্ক চানা, অপক্ক চাউল" প্রভৃতি মাধুকরী গ্রহণ বা একবেলা আহার ও উপবাসাদি করিয়া থাকেন বলিয়া শ্রীগুরুবর্গের অর্চ্চাবতারের সমুখে নৈবেদ্য-অর্পণকালে শুষ্ক চানাদি প্রদান করা অনুচিত ও অপরাধজনক।

শ্রীগুরু, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীরাধিকা ও শ্রীগিরিধারী সকলকেই শ্রীএকাদশী, শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথী, শ্রীগৌরজন্মতিথী প্রভৃতি তিথিতে অন্নভোগ ও তাম্বূলাদি নৈবেদ্য প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু শ্রীএকাদশীতে অর্চ্চক বা সাধক কেহই সেই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবেন না এবং নিজের অযোগ্যতা-বিচারে একাদশী ব্যতীত অন্যদিবসও তাম্বূলাদি গ্রহণ করিবেন না। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু বলেন,—

"অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদান্ন-পরিত্যাগ এব,—তেষামন্নভোজনস্য নিত্যমেব নিষিদ্ধত্বাৎ।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২৯৯ সংখ্যা)

অর্থাৎ একাদশীতে বৈষ্ণবগণের 'নিরাহার' বলিতে মহাপ্রসান্নরূপপরিত্যাগকেই জানিতে হইবে, যেহেতু শ্রীমহাপ্রসাদব্যতীত ইতরবস্তু-ভোজন তাঁহাদের সম্বন্ধে নিত্যকালই নিষিদ্ধ রহিয়াছে।

মাঘস্নান, গঙ্গাস্নান, শ্রীরামনবমী, বৈশাখব্রতাদি, শ্রীতুলসীর সেবা প্রভৃতিও অর্চ্চনের অন্তর্গত। শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিপ্রভু শ্রীকৃষ্ণপূজার পূর্ব্বে গঙ্গাজল পান করিতেন।

'সেবার্চ্চন-পূর্ব্বে করে গঙ্গাজল পান॥'

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৭।২৮)

শ্রীমন্মধ্বপ্রভু স্বয়ং আচরণ করিয়া সকল জীবকে শ্রীবিষ্ণুপাদোদ্ভূতা শ্রীগঙ্গাদেবীর প্রতি ভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন।

শিক্ষাগুরু প্রভু সর্ব্বগণের সহিতে।
গঙ্গারে হইলা দণ্ডবৎ বহুমতে॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১৬১)

শ্রীগৌরসুন্দর গার্হস্থ্য-লীলায় প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চন করিতেন।

করি' বহুবিধ ক্রীড়া জাহ্নবীর জলে।
গৃহে আইলেন গৌরচন্দ্র কুতূহলে॥
যথাবিধি করি' প্রভু শ্রীবিষ্ণু-পূজন।
তুলসীরে জল দিয়া করেন ভোজন॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৮।৭২-৭৩)

তবে সুপ্রভাতে প্রভু করি' গঙ্গাস্নান।
আগে বিষ্ণু পূজি' গৌরচন্দ্র ভগবান্॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১০৯)

শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বলিতেছেন,—

গঙ্গাদীনাং তৎস্থপ্রাণিবৃন্দানাঞ্চ পরমভাগবতত্বমেবেতি পক্ষে তু তৎসেবাদিকং মহৎসেবাদাবেব পর্য্যবস্যতি। অতো গঙ্গাদিষ্বপি ভক্তিনিদানত্বং ভবেৎ। অতএব (ভাঃ ১।২।১৬)—"শৃণ্বতাং শ্রদ্দধানানাং বাসুদেবকথারুচিঃ। ভাদ্রহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥" ইত্যত্র পুণ্যতীর্থশব্দোক্তস্য গঙ্গাদেঃ পৃথক্ কারণত্বং ব্যাখ্যেয়ম্। যথা তৃতীয়ে (ভাঃ ৩।২৮।২২)—"যৎপাদনিঃসৃতসরিৎ-প্রবরোদকেন তীর্থেন মূর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ" ইতি। শিবত্বং নাম ত্রত্র পরমসুখপ্রাপ্তিরিতি টীকাকৃদুক্তম্। তাদৃশ-সুখত্বঞ্চ ভক্তাবেব পর্য্যবসিতম্। তত উর্দ্ধং সুখান্তরাভাবাৎ।

(ভক্তিসন্দর্ভ ২৮০ অনুচ্ছেদ)

গঙ্গা প্রভৃতি এবং তত্রত্য প্রাণিসমূহ পরমভাগবত বলিয়া পক্ষান্তরে তাঁহাদের সেবা প্রভৃতি মহৎসেবাদিতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। অতএব **গঙ্গাদিও ভক্তির কারণ** হইয়া থাকেন। এই জন্যই—"হে বিপ্রগণ! শ্রবণাভিলাষী শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির মহৎসেবা এবং **পুণ্যতীর্থসেবাহেতু** ভগবান্ **শ্রীহরির** কথাবিষয়ে রুচি জন্মিয়া থাকে।" এই শ্লোকে পুণ্যতীর্থশব্দে উক্ত গঙ্গাদির পৃথক্ কারণত্ব ব্যাখ্যা করিতে হয়। যথা তৃতীয় স্কন্ধে—"যাঁহার পাদপদ্মপ্রসূতা নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গাদেবীর সলিলরূপতীর্থ মস্তকে ধারণহেতু শিব 'শিব' হইয়াছেন।" টীকাকারের মতে এস্থলে "শিবত্ব" অর্থে পরমসুখপ্রাপ্তি অর্থাৎ শঙ্কর পরমসুখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাদৃশ সুখভাব একমাত্র ভক্তিতেই পর্য্যবসিত হয়, যেহেতু তদপেক্ষা অধিক সুখ আর নাই।

সংসারপাপবিচ্ছেদি গঙ্গানাম প্রকীর্ত্তিতম্।
তথা তুলস্যা ভক্তিশ্চ হরিকীর্ত্তিপ্রবক্তরি॥
(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৫০)

যেরূপ গঙ্গার নাম কীর্ত্তন করিলে সংসারের অনর্থ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ তুলসীর নামকীর্ত্তন ও হরিগুণকীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবে ভক্তি করিলেও সমস্ত অনর্থ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দুর্লভা তুলসীসেবা দুর্লভা সদ্গতিঃ সতাম্।
দুর্লভা হরিভক্তিশ্চ সংসারার্ণবপাতিনাম্॥
(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৫০)

সংসারসমুদ্রে পতিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে শ্রীতুলসীর সেবা, সাধুসঙ্গ ও হরিভক্তি দুর্লভ।

তুলসীকাননে নিত্যং কলৌ তিষ্ঠতি কেশবঃ॥
নিরীক্ষিতা নরৈর্যত্র তুলসী-বনবাটিকা।
অপরাধসহস্রাণি ক্ষমতে পুরুষোত্তমঃ॥
দেবালয়েষু সর্ব্বেষু পুণ্যক্ষেত্রেষু যো নরঃ।
রোপয়েত্তুলসীং পুণ্যাং ভক্তীর্থং চক্রপাণিনঃ॥
ঘটৈর্বাপ্যঘটাভিশ্চ সিঞ্চিতং তুলসীবনম্।
জলধারাভিরিপ্রেন্দ্র শ্রীণিতং ভুবনত্রয়ম্॥
প্রদক্ষিণং ভ্রমিত্বা যে নমস্কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ।
ন তেষাং দুরিতং কিঞ্চিদক্ষীণমবশিষ্যতে॥
(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৩৩)

কলিযুগে শ্রীবিষ্ণু নিত্যকাল তুলসীকাননেই বিরাজ করেন। যে-সকল ব্যক্তি তুলসীবন দর্শন বা বিধিপূর্ব্বক রোপণ করেন, তাঁহারাই পরমপদ লাভ করেন। যে ব্যক্তি দেবালয় বা পুণ্যক্ষেত্রে পবিত্র তুলসী রোপণ করেন, সেই স্থানই চক্রপাণি শ্রীবিষ্ণুতীর্থস্থান। হে দ্বিজেন্দ্র! ঘট বা ঘটির দ্বারা তুলসীবনে জলসেচন করিলে সেই জলধারার দ্বারা ত্রিভুবন পরিতৃপ্ত হয়। যাঁহারা শ্রীতুলসী পরিক্রমা করিয়া প্রতিদিন নমস্কার করেন, তাঁহাদের কোনপ্রকার অনর্থই অবশিষ্ট থাকে না।

তুলসী-ভক্ষণের ফলশ্রুতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে এইরূপ শ্রুত হয়,—

কৃত্বা পাপসহস্রাণি পূর্ব্বে বয়সি মানবঃ।
তুলসীভক্ষণাদ্যচ্চোৎ ভ্রুতমেতৎ পুরা হরেঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৩০)

প্রথম বয়সে মানব সহস্র সহস্র পাপে লিপ্ত হইয়াও যদি পরে তুলসী ভক্ষণ করে, তাহা হইলে সে সর্ব্বপাতক হইতে বিমুক্ত হয়।

পাপীয়সী বেশ্যা নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া শ্রীনামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের শরণ গ্রহণ করিলে, তিনি তাহাকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন,—

নিরন্তর নাম কর তুলসী সেবন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৩।১৩৬)

শ্রীনামাচার্য্যের আদেশে উক্ত বেন্তা—

তুলসী সেবন করে, চক্রণ, উপবাস।
ইন্দ্রিয়-দমন বৈল, সেমের প্রকাশ॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৩।১৪০)

অর্চ্চনসঙ্গে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীতুলসীমাহাত্ম্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রমাদবশতঃ অর্চ্চনে যে-সকল অপরাধ হয়, শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীতুলসীর কৃপায় সেই সকল অপরাধ অনায়াসেই দূর হয়। শ্রীতুলসীর সেবা করিলে শ্রীবিষ্ণু অর্চ্চকের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সমস্ত অজ্ঞাত অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন।

তত্রৈব বৈষ্ণবখণ্ডে—

দ্বাদশ্যাং জাগরে বিষ্ণোঃ পঠেত্তুলসীস্তবম্।
দ্বাত্রিংশদপরাধাংশ্চ ক্ষমতে তস্য কেশবঃ॥

তত্রৈবান্যত্র—

তুলস্যা রোপণং কার্য্যং শ্রবণেন বিশেষতঃ।
অপরাধসহস্রাণি ক্ষমতে পুরুষোত্তমঃ॥

তত্রৈবান্যত্র কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—

তুলস্যা কুরুতে যস্তু শালগ্রামশিলার্চ্চনম্।
দ্বাত্রিংশদপরাধাংশ্চ ক্ষমতে তস্য কেশবঃ॥
(ভক্তিসন্দর্ভ ৩০৩ অনুচ্ছেদ-ধৃত শাস্ত্রবচন)

স্কন্দপুরাণে বৈষ্ণবখণ্ডে—যিনি দ্বাদশীতে জাগরণপূর্ব্বক তুলসীস্তব পাঠ করেন, কেশব তাঁহার দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন। স্কন্দপুরাণে অন্যত্র—তুলসী-রোপণ অবশ্য কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ তজ্জন্য পুরুষোত্তম সহস্র অপরাধের ক্ষমা করিয়া থাকেন। স্কন্দপুরাণে অন্যত্র কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—যিনি তুলসীদ্বারা শালগ্রামার্চ্চন করেন, কেশব তাঁহার দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন।

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥

শ্রীকৃষ্ণকে যিনি জল-তুলসী দেন, তাঁহার ঋণ শোধ করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনার স্বরূপকে তদ্বিনিময়ে দিয়া ঋণ পরিশোধ করেন।

কৃষ্ণকে তুলসীজল দেয় যেই জন।
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
জল-তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন।
তবে আমা বেচি' করে ঋণের শোধন।
(চৈঃ চঃ আঃ ৩।১০৩-১০৬)

শ্রীসৌনক বলিয়াছেন,—

জীবন্নরো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণূন্
ন জাতু মর্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ
শ্বসঞ্ছবো যস্ত ন বেদ গন্ধম্॥ (ভাঃ ২।৩।২৩)

যে মরণশীল দেহী বৈষ্ণবচরণরেণু সর্ব্বতোভাবে দেহে ধারণ করে না, সে জীবনবিশিষ্ট দেহধারী হইয়াও মৃতদেহ-তুল্য এবং যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণসংলগ্ন তুলসীর ঘ্রাণ গ্রহণ করে না, শ্বাস-প্রশ্বাসবিশিষ্ট হইলেও শবের ন্যায় তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস নিরর্থক।

শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার গৃহস্থ-লীলায় প্রত্যহ শ্রীতুলসীর সেবার আদর্শ প্রকট করিয়াছেন,—

যথাবিধি করি' প্রভু শ্রীবিষ্ণুপূজন।
তুলসীরে জল দিয়া করেন ভোজন॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ৮।৭৩)

তুলসীরে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি'।
ভোজনে বসিলা গিয়া বলি' 'হরিহরি'॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১২।১০১)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের বন্দনাকালে তাঁহাকে শ্রীতুলসীসেবারত বলিয়া বর্ণনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়াছেন,—

প্রাতঃ শ্রীতুলসীনতিঃ সকরতস্তৎপিণ্ডিকালেপনং
তৎস্যাদ্যুত্থয়তঃ স্থিতিঃ স্মৃতিরথ স্বস্বামিনোঃ পাদয়োঃ।
তৎসেবার্থবিহ প্রসূনচয়নং নিত্যং স্বয়ং যস্য তং
শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যাবনৌ॥
(শ্রীল বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তীঠাকুর-কৃত 'শ্রীগুরুচরণ-স্মরণাষ্টকম্', ১ম শ্লোক)

যিনি প্রভাতে শ্রীতুলসীদেবীকে প্রণাম ও স্বহস্তে সেই তুলসীদেবীর বেদী লেপন করেন, অনন্তর তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত হইয়া আপন ইষ্টযুগলের (শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের) শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ এবং প্রতিদিন ইষ্টসেবানিমিত্ত বৃক্ষলতাদি হইতে বহুবিধ পুষ্প চয়ন করেন, সেই শ্রীরাধারমণ-নামে গুরুবরকে আমি ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া হর্ষভরে বন্দনা করিতেছি।

"সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ শ্রীঅর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবের প্রতি এই উপদেশটী প্রদান করিয়াছেন,—

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥
(শ্রীগীতা ৪।৪০)

এ স্থানে শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ 'অজ্ঞ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—"গুরূপদিষ্টার্থানভিজ্ঞঃ", শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর,—"পশ্বাদিবন্মূঢ়ঃ", শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু,—"পশ্বাদিবজ্জাস্ত্রজ্ঞানহীনঃ" 'অশ্রদ্দধানে'র অর্থে শ্রীস্বামিপাদ বলেন,—"স্বকিঞ্চিজ্ঞানে জাতেঽপি তত্র অশ্রদ্দধানশ্চ", শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর,—"শাস্ত্রজ্ঞানবত্বেঽপি নানাবাদিনাং পরস্পর বিপ্রতিপত্তিং দৃষ্ট্বা ন কাপি বিশ্বস্তঃ"; 'সংশয়াত্মা' শব্দের অর্থে শ্রীস্বামিপাদ বলেন,—"জ্ঞাতায়ামপি শ্রদ্ধায়াং মমেদং শ্রেয়ো বেতি সংশয়াক্রান্তচিত্তঃ", শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীল বলদেবপ্রভুও সেই অর্থই করিয়াছেন।

(১) 'অজ্ঞ' অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবের উপদিষ্ট অর্থে অনভিজ্ঞ অথবা পশু প্রভৃতি ন্যায় মূঢ় বা শাস্ত্রজ্ঞান-হীন; (২) 'অশ্রদ্দধান' অর্থাৎ যাহার কিঞ্চিন্মাত্র শাস্ত্রজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও বিভিন্ন বাদিগণের মধ্যে বিরোধ বা মতভেদ দেখিয়া কোন বিষয়েই শ্রদ্ধা নাই; (৩) শ্রদ্ধাবান্ হইলেও সংশয়াত্মা, অর্থাৎ আমার ইহাতে সিদ্ধি হইবে, কি না হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহাক্রান্তমতি, এই তিন জনেরই বিনাশ হইয়া থাকে। অজ্ঞ ও শ্রদ্ধাহীন অপেক্ষাও সংশয়াত্মা সর্ব্বপ্রকারে বিনষ্ট হয়। সংশয়াত্মার ইহলোক নাই, যেহেতু সে ধনার্জ্জন ও বিবাহাদি করিতে পারে না (অর্থাৎ পৃথিবীর কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারে না)। আবার তাহার পরলোকও নাই, কারণ সে ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছুই সম্পন্ন করিতে পারে না। আর সে সুখও লাভ করিতে পারে না, যেহেতু সংশয়বশতঃ ভোগও অসম্ভব। (শ্রীধর)

শ্রীভগবান্ অজ্ঞ ও শ্রদ্ধাহীন অপেক্ষাও সংশয়াত্মার অধিক দুর্দ্দশার কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি পশুর ন্যায় বিমূঢ় ও যাহার শ্রদ্ধা নাই, সেই ব্যক্তি ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিতেই পারে না। সেইজন্য তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু সেইরূপ মূঢ় ব্যক্তিরও সাধুর উপদেশে এবং শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিরও সাধুসঙ্গপ্রভাবে সংসিদ্ধান্তে শ্রদ্ধার উদয় হইতে পারে। কিন্তু যাহারা সংশয়াত্মা অর্থাৎ কেবল শ্রদ্ধাহীন নহে, সাধুর সাধুত্বকে, সাধুর আচরণকে, তাঁহার ভুবনমঙ্গল উপদেশাদিকে, নিজের প্রতি সাধুর কৃপাকে সর্ব্বদাই সংশয়ের চক্ষে দর্শন করে, সাধুর উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধা করিলে সিদ্ধি হইবে, কি না হইবে, তদ্বিষয়ে সংশয়যুক্ত, তাহাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী; তাহাদের কোনদিনই রক্ষা নাই।

যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীপুত্রাদির প্রতিও সন্দেহযুক্ত, তাহার জীবন কি ভয়াবহ! এইরূপ ব্যক্তি শ্রীগুরুদেব, শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীভগবান্, ভক্তি, ভগবদ্বস্তুদেব সকলের প্রতিই যে সন্দেহযুক্ত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ইন্দ্রিয়গম্য বিষয়-সমূহেই যাহাদের সংশয় রহিয়াছে, অতীন্দ্রিয় বিষয়সমূহে যে তাহাদের আরও অধিক সংশয় হইবে, এ বিষয়ে আর অধিক বলিবার কি আছে?

ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের অভিনয় করিয়াও অর্থাৎ গুরুপদেশ ও শ্রদ্ধাভাস প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়াও সংশয়াত্মা ব্যক্তিগণ নিজের ও অপরের ভীষণ অমঙ্গল আনয়ন করিয়া থাকে।

সন্দেহাত্মা ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবের আচরণকেও সন্দেহের চক্ষে দেখে। শ্রীগুরুদেব গোপনে কি করেন, কাহার সহিত নিভৃতে কথা বলেন, কাহাকে অধিক আদর করেন, কাহাকে অধিক স্নেহ করেন, কাহার সহিত অধিক সম্ভাষণ করেন,—এই সকল বিষয় লইয়া সন্দেহ পোষণ করিতে করিতে সংশয়াত্মা ব্যক্তি নিজে নিজেই হৃদয়ে অশান্তি অনুভব করে। বস্তুতঃ সন্দেহের কোনই বিষয় বা অবকাশ না থাকিলেও সংশয়াত্মা সরল, সহজ ও সাধারণ ব্যাপারকে সন্দেহের 'চশ্মায়' দেখিয়া উহাকে নানাপ্রকার জটিল ও কুটিল বৈষয়িক ব্যাপারে পরিণত করিয়া ফেলে। শ্রীগুরুদেব বা শ্রীবৈষ্ণবগণ হয়ত কোন ব্যক্তির সহিত নিভৃতে কথা বলিতেছেন দেখিয়া সংশয়াত্মা মনে করে, শ্রীগুরুদেব বা শ্রীবৈষ্ণব তাহারই (সংশয়াত্মারই) সমালোচনা করিতেছেন। বৈষ্ণবকে

হাস্য করিতে দেখিলে সংশয়াত্মা মনে করে, তাঁহারা তাহাকেই বিদ্রূপ করিতেছেন। সংশয়াত্মার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে সে মনে করে, তাঁহারা তাহার প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। বৈষ্ণবগণ স্ব-স্ব কার্য্যে ব্যস্ত বা নিরপেক্ষ থাকিলে সংশয়াত্মা মনে করে, তাঁহারা তাহাকে অনাদর বা অগ্রাহ্য করিতেছেন। নমস্কার করিলে সংশয়াত্মা মনে করে, তাহাকে অতিস্তুতি করিয়া তাহার প্রতি বিদ্রূপ করিতেছেন। নমস্কার না করিলে মনে করে, তাহাকে 'নরকের কীট' বলিয়া ঘৃণা করিতেছেন। শ্রীগুরুদেব বা শ্রীবৈষ্ণব কাহারও প্রশংসা করিলে সংশয়াত্মা মনে করে, তাহাকে লঘু করিবার জন্যই অপরের প্রশংসা করিতেছেন। অসাধুর নিন্দা করিলে সংশয়াত্মা মনে করে, তাহাকেই অসাধু, বিষয়ী, স্ত্রীসঙ্গী বলিয়া কৌশলে নির্দ্দেশপূর্ব্বক নিন্দা ও ঘৃণা করিতেছেন। শ্রীবৈষ্ণব বা সাধু অপরের সহিত সম্ভাষণ করিলে সংশয়াত্মা মনে করে, বৈষ্ণব তাহাকে (সংশয়াত্মাকে) 'অসম্ভাষ্য' জ্ঞান করিতেছেন। সাধু সংশয়াত্মাকে কৃপাপূর্ব্বক সম্ভাষণ করিলে সংশয়াত্মা মনে করে, নিশ্চয়ই ইহার ভিতরে কোন কৌশল বা অভিসন্ধি আছে। সাধু সংশয়াত্মাকে সন্দেহবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে বলিলে, তাহাতেও সংশয়াত্মা সন্দেহ করিয়া মনে করে, নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে বৈষ্ণবের নিকট অনেক কিছু লাগাইয়াছে; তাই সাধু অপরের কথায় পড়িয়া একদেশদর্শী বিচার করিতেছেন। বস্তুতঃ এইরূপ হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি সংশয়াত্মার বিরুদ্ধে সাধুর নিকট কিছু বলিবার সুযোগই প্রাপ্ত হয় নাই, অথচ সংশয়াত্মা অযথা সংশয়াপন্ন হইয়া অপরকে ও সাধুকে কত কি ভাবিতেছে! সংশয়াত্মার নিকট কাহারও নিস্তার নাই। তাহাকে সম্ভাষণ করিলেও বিপদ্, সম্ভাষণ না করিলেও বিপদ্; তাহার প্রতি তাকাইলেও বিপদ্, না তাকাইলেও বিপদ্; তাহাকে উপদেশ দিলেও বিপদ্, না দিলেও বিপদ্! সংশয়াত্মার হৃদয় সর্ব্বদা কাপট্য, মাৎসর্য্য, পৈশুন্য, কৌটিল্য, আধ্যক্ষিকতা ও অবিশ্বাসের রঙ্গভূমি। যাহার হৃদয়ে সংশয়রূপ অনর্থ আছে, তাহার হৃদয়ে সর্ব্ব-প্রকার পাপ ও অপরাধই রাজত্ব করিতেছে। সংশয়াত্মা নিজেকেও নিজে সন্দেহ করিয়া থাকে। সংশয়াত্মা নিজের কুযুক্তিসমূহকে অপরে প্রতিফলিত দেখিতে পায়। হৃদয়ে বৈষ্ণবাপরাধাদির ফলেই জীব সংশয়াত্মা হইয়া থাকে।

সংশয়াত্মার কোনদিনই হরিভজনের আশা নাই। সংশয়াত্মা কোনদিনই সরল হইতে পারিবে না। অজ্ঞ ও অশ্রদ্ধধান কোন না কোনদিন সংসঙ্গপ্রভাবে সরল হইতে পারে; কিন্তু সংশয়াত্মা সাধুগণের কৃপা কোনদিনই বরণ করিতে পারে না। সাধুগণের প্রত্যেক পদবিক্ষেপের প্রতি সংশয়াত্মার সন্দেহ। সুতরাং কি করিয়া ঐরূপ অপরাধী আধ্যক্ষিক সংশয়াত্মা হরিভজন করিবে?

যাহার শ্রদ্ধা নাই, সুদৃঢ় বিশ্বাস নাই, সেই ব্যক্তিই ত' সন্দেহযুক্ত; অথচ গীতায় অশ্রদ্দধান হইতে সংশয়াত্মাকে বিশেষ করিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন কেন?

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির সুদৃঢ় বিশ্বাস না হইলেও শাস্ত্র-শ্রবণে অধ্যবসায় আছে। শাস্ত্রের প্রতি তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন্‌টি স্থির সিদ্ধান্ত, তাহা বুঝিতে অক্ষম হওয়ায় সেই সিদ্ধান্তে দৃঢ় বিশ্বাস নাই। সংশয়াত্মার অবস্থা ইহা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। তাহার সর্ব্ব-ব্যাপারেই সন্দেহ লাগিয়া রহিয়াছে,—ভালতেও সন্দেহ, খারাপেও সন্দেহ; সাধুতেও সন্দেহ, অসাধুতেও সন্দেহ। সমগ্র জগৎকেই সংশয়াত্মা সর্ব্বক্ষণ সন্দেহের চক্ষে দর্শন করিতেছে। অবিশ্বাসী নাস্তিকও বিশ্বাসী আস্তিক হইতে পারে, কিন্তু সংশয়াত্মা নিজের অস্তিত্বের প্রতিই সন্দিহান। মাতার মাতৃত্ব, পিতার পিতৃত্ব ও পুত্রের পুত্রত্বের প্রতিই সন্দিহান। পিতাকে পিতা বলা যাইবে কি না, মাতাকে মাতা বলা যাইবে কি না, তাহাতেই তাহার সংশয় রহিয়াছে। সেই সংশয় কোনদিনই ভঞ্জন হইবে না। সংশয়াত্মা মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, বিষয়-বৈভবের প্রতি সংশয়যুক্ত হইয়া বিষয়ের তাপ নিবারণের জন্য হরিভজন করিবার ছলে বা উদ্দেশ্য লইয়া সাধু-গুরুর নিকট উপস্থিত হয়; তথায় আসিয়া কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই অথবা আসিবার দিন হইতেই সকলকেই সন্দেহের চক্ষে দেখিতে থাকে। শ্রীগুরুদেব যে শ্রীহরিনাম প্রদান করেন তাহাতেও তাহার সন্দেহ উপস্থিত হয়—ইহাতে যে সিদ্ধি লাভ হইবে তাহার কি নিশ্চয়তা আছে? শ্রীগুরুই যে ভগবান্ তাহারই বা কি সত্যতা আছে? ভগবান্ বলিয়া যে কোন বস্তু আছে, তাহারই বা কি প্রমাণ আছে? যদি বলা যায়—বহু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ভগবান্‌কে ভজন করেন, তাঁহারা ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তখন সংশয়াত্মা বলিয়া থাকে—'ইহা যে

তাহাদের চিত্তবিভ্রম নহে, তাহারই বা প্রমাণ কি ? পৃথিবীর অধিকাংশে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তায় সন্দিহান ; তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যদেবের ভগবত্তায় সন্দিহান ; তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক ব্যক্তি শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের ভগবত্তায় সন্দিহান ; তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক ব্যক্তি, সংশয়াত্মা যাহাকে শ্রীগুরুদেব বা শ্রীবৈষ্ণব বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের অতিমর্ত্যত্ব-বিষয়ে সন্দিহান। এইরূপেই সংশয়াত্মার "পিতাকে 'পিতা' বলিব কেন ?"—এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে। যদি সংশয়াত্মার মাতাও সাক্ষাদ্ভাবে পিতার নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তখন আবার সংশয়াত্মা মাতাকেই সন্দেহ করিতে থাকে। শ্রুতি-স্মৃতিপুরাণ মাতা সংশয়াত্মাকে শ্রীভগবানের নিত্য বাস্তবতা ও অপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে উপদেশ করিলে সেই সকল শাস্ত্রের প্রতিই সংশয়াত্মার সন্দেহ উপস্থিত হয়।

সংশয়াত্মা পৃথিবীর সকল বস্তুকে সন্দেহের চক্ষে দেখিলেও, এমন কি নিজের নিজত্বের প্রতি সন্দিহান হইলেও একটি বস্তুর প্রতি সন্দেহযুক্ত নহে, সেই বস্তুটি তাহার স্থূল-দেহ ও সূক্ষ্ম-দেহাভ্যন্তরস্থ মনোধর্ম্ম। অপর ব্যক্তি সংশয়াত্মার দেহ ও মনোধর্ম্মকে আক্রমণ করিবে, সেজন্যই সে সর্ব্বদা সন্দেহযুক্ত। এইপ্রকার সংশয়ই তাহার সত্তা। শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব কৃপাপূর্ব্বক তাহার এই অবাস্তব সত্তার ধ্বংস-সাধন করিতে উদ্যত হন বলিয়া তাঁহাদের প্রতি সে সর্ব্বদা সন্দেহযুক্ত।

সংশয়াত্মা অত্যন্ত কাপুরুষ ও কপটী। সংশয়াত্মা সরলভাবে সৎসাহস প্রদর্শন করিয়া কোন সত্যকথা বলিতে পারে না। সাধুগণের পশ্চাতে দুর্জ্জন ও কোমলশ্রদ্ধদিগের গুপ্তসভায় সে তাহার হৃদয়ের মাৎসর্য্যবহ্নির স্ফুলিঙ্গস্বরূপ নানাপ্রকার আধ্যক্ষিক চিন্তাস্রোত-প্রসূত সংশয়ের কথা প্রকাশ করিয়া নিজেই আরও অধিক সংশয়যুক্ত হইয়া থাকে, হৃদয়ে কখনও শান্তি পায় না। সংশয়াত্মা বৈষ্ণবকে আচরণহীনরূপে দেখিয়া থাকে। বৈষ্ণবের কথা ও কার্য্য এক নহে, আচার ও প্রচার এক নহে—ইহাই তাহার হৃদয়ে সর্ব্বদা দেদীপ্যমান থাকিয়া তাহাকে বৈষ্ণবের ছিদ্রান্বেষী ও চিরসংশয়াত্মা করিয়া রাখে। অধিক কি, কাহাকেও হরিভজনে অগ্রসর হইতে দেখিলেও, কাহাকেও শরণাগত দেখিলেও তাহাতে তাহার সন্দেহ ও মাৎসর্য্যের উদয় হয়। সংশয়াত্মা—বিঘ্ননিষ্ক, সর্ব্বদা পরচর্চ্চক ; নিজের দিকে তাহার আদৌ দৃষ্টি নাই। সংশয়াত্মার হৃদয় মরুভূমিতুল্য ; সংশয়াত্মা পশুঘাতক ব্যাধ অপেক্ষাও অধিক নিষ্ঠুর। সংশয়াত্মা যে-কোনও মুহূর্ত্তে জীবহত্যা ও আত্মহত্যা করিতে পারে। সে প্রতি মুহূর্ত্তে পরদ্রোহাচরণ করিবার জন্য জীবনধারণ করিতেছে। সংশয়াত্মা শ্রীগুরুদেব ও বিঘ্ন বৈষ্ণবের চরিত্রে সন্দেহযুক্ত। সংশয়াত্মা নির্ব্বিশেষবাদের অতল সাগরে আত্মহত্যা করিয়া শান্তিলাভ করিবার স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, বস্তুতঃ কখনও শান্তিলাভ করিতে পারে না। অনন্তকাল নরকে অবস্থান করা ভাল, দুরাচারী পাপীর জীবন যাপন করা বরং ভাল, তথাপি তথাকথিত সুনৈতিক সংশয়াত্মার ভারবহ জীবন কাম্য নহে।

সংশয়াত্মা অশ্রৌত যুক্তিবাদী, তাই হৃদয়ে কখনই শান্তি লাভ করিতে পারে না। সংশয়াত্মা সময় সময় সাধুর কথার সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য অসাধুর সাক্ষ্য গ্রহণ করে ও সাধুকে সাম্প্রদায়িক মনে করিয়া তাঁহার সত্য বাক্যকেও সন্দেহের চক্ষে দেখে। সাধু যদি ১+১=২ বলেন, তথাপি সংশয়াত্মা তাহা বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু অসাধু যদি ১+১=৩ বলে, তথাপি সে তাহা বিশ্বাস করিবে, কারণ তাহা সাধুর প্রতি সংশয়াত্মার যে সংশয়, সেই সংশয়কে অসাধুর ঐরূপ উক্তি সমর্থন করিয়া থাকে। আমরা বাস্তবক্ষেত্রে এরূপ দেখিয়াছি যে, গৌ—নামক এক ব্যক্তি স্বয়ং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যাহা বলিতেন, তাহাতেও সংশয়যুক্ত হইত। কিন্তু ম—নামক একটি অত্যন্ত অপ্রামাণিক ব্যক্তি বা কোন পথিক যাহা বলিত, উক্ত গৌ—তাহা বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত হইত না। ইহার কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যত্ব হইলেও গৌ— সংশয়াত্মা ছিল। সে মনে করিত, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বা তাঁহার নিজজনগণ যাহা বলেন, সমস্তই তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্তমূলক। কিন্তু ম— বা পথিক নিরপেক্ষ, সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে না বলিয়া অন্ততঃ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উক্তির বিরুদ্ধে তাহারা যাহা বলিবে, তাহা সত্য। সংশয়াত্মা শ্রীগুরুদেবকেও অসংসাম্প্রদায়িক বা সাপেক্ষধর্ম্মযুক্ত অথবা চক্রান্তকারিগণের নেতা বা অনুমোদনকারী মনে করিয়া থাকে। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ তাঁহাদের ভজনাদি পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা সংশয়াত্মারই

ধ্যান করিতেছেন, হরিকথা-প্রসঙ্গ ছাড়িয়া তাহারই বিষয় সমালোচনা করিতেছেন, তাহারই বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছেন—এইরূপ সন্দেহ করিয়া থাকে। কাজেই তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

সংশয়াত্মা বৈষ্ণবকে আভিজাত্যসম্পন্ন, ঐশ্বর্য্যবান্, বিদ্বান্ ও বলবান্ দেখিয়া মনে করে, তাঁহারা ঐ সকলের অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া সংশয়াত্মাকে সর্ব্বদাই ঘৃণা করিতেছেন; আবার বৈষ্ণবকে নিষ্কিঞ্চন দেখিলে মনে করে, বৈষ্ণব সংশয়াত্মাকে গৃহব্রত, বিদ্বেষী প্রভৃতি বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন। এইরূপ প্রতিমুহূর্ত্তেই শ্রীবৈষ্ণবের চরণে তাহার অপরাধপ্রবাহ প্রবাহিত থাকে, এই জন্যই তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

সংশয়াত্মার অবশ্যম্ভাবী বিনাশের আর একটী কারণ এই যে, তাহার হৃদয়ে সংশয়রূপ চাঞ্চল্য কিছুতেই তাহাকে শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে ধৈর্য্যযুক্ত হইয়া অবস্থান করিতে দেয় না। সে মনে করিয়া থাকে, কতক দিন বা কতক মাস বা কতক বৎসর যখন হরিকথা-শ্রবণ, সাধুসঙ্গ বা তাঁহাদের উপদেশানুসারে সাধনাদি করিয়া ফল পাওয়া গেল না, তখন ইহাতে যে কোনকালে সিদ্ধি হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলেন,—

"সাধন-সময়ে যে কাল-বিলম্ব হয়, তাহাতে অধৈর্য্য হইয়া কোন কোন ব্যক্তি পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হন। অতএব ফলের আশা করিয়াও যে ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তি ধৈর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহারই ফলপ্রাপ্তি হয়। **শ্রীকৃষ্ণ আমাকে অদ্য বা একশত বৎসরে বা কোন জন্মে অবশ্য কৃপা করিবেন; আমি দৃঢ়তাপূর্ব্বক তাঁহার চরণ আশ্রয় করিব, কখনই ছাড়িব না।** এইপ্রকার ধৈর্য্য ভক্তি-সাধকদিগের পক্ষে নিতান্তঁবাঞ্ছনীয়।"

('ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৪)

সংশয়াত্মা ভগবৎকৃপাকেও সংশয়ের চক্ষে দর্শন করে ও নিজবুদ্ধিকে বড় বলিয়া মনে করে। এজন্য সে অত্যন্ত দুর্ভাগা।

যেকালে ঈশ্বর যেই কৃপা বিতরয়।
ভাগ্যবন্ত জন তাহে বড় সুখী হয়॥
দুর্ভাগা-লক্ষণ এই জান সর্ব্বজন।
নিজবুদ্ধি বড় মানি' করয়ে গণন॥

(শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, ১ম অধ্যায়)

সংশয়াত্মার জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন 'পরিপ্রশ্ন' নহে অর্থাৎ তাহা সদ্গুরুচরণের সমীপে নহে; কারণ, পরিপ্রশ্ন হইলে তৎপূর্ব্বে প্রণিপাত ও তাহার উত্তর-স্বরূপে সেব এই বৃত্তি-দ্বয় থাকিবে। প্রণিপাত অর্থে নিজের বুদ্ধিকে অপরার্থ মনে করিয়া 'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্' অর্থাৎ 'আমি 'বর্ণনামুচ্চিত', 'আমি কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; অতএব আমার যাহা প্রকৃত মঙ্গল তাহা শ্রৌতপথে অবতীর্ণ হউক্, আমি আপনার যাবতীয় শাসন বরণ করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে শরণাপন্ন হইলাম'—এইরূপ চিত্তবৃত্তির সহিত আত্মনিক্ষেপ। এইরূপ শরণাপন্ন হইয়া পরিপ্রশ্নের উত্তর শ্রবণ করিলে সংশয় বিদূরিত হয়, তখন তিনি সেবক হইয়া পড়েন। ইহাই শ্রীঅর্জ্জুনের বাণীতে প্রকাশিত হইয়াছে,—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

(শ্রীগীতা ১৮।৭৩)

শ্রীঅর্জ্জুন করিলেন,—হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে আমার মোহ দূর হইয়াছে এবং জীব যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, ইহা পুনরায় স্মরণ করিতেছি। আমার সন্দেহ দূর হইয়াছে। তোমার শরণাপত্তিই যে সর্ব্বপ্রধান বৈধধর্ম্ম, তাহাতে আমি অবস্থিত হইয়া তোমার অনুমতি প্রতিপালন করিব।

(ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ)

এইরূপ প্রপন্ন ব্যক্তিই ভক্তিযোগ-প্রভাবে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। তখন—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

(মুণ্ডকোপনিষৎ ২।২।৯)

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি যদি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥

(ভাঃ ১১।২০।৩০)

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—হে উদ্ধব! আমি নিখিল বস্তুর আত্মা; ভক্তিযোগ-প্রভাবে আমার সাক্ষাৎকার লাভ

হইলে হৃদয়ের অহঙ্কারগ্রন্থির ছেদন হয়, সকল সংশয় বিনষ্ট হয় এবং প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ কর্ম্মফলভোগ ক্ষীণ হয়।

সংশয়াত্মার কখনও মোক্ষ বিনষ্ট হয় না। সে যে স্বরূপতঃ শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিত্যসেবক—এই স্মৃতির পুনরুদ্রেক হয় না, কাজেই সংশয়ও দূর হয় না। ভক্তিযোগ-প্রভাবে ভগবৎসাক্ষাৎকার না হইলে কখনই সংশয় দূর হইতে পারে না। এই বিবাদময় যুগে শ্রীসাধুমুখবিগলিত শ্রীহরিকথা ও শ্রীনামরূপে শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হন; তাহাতে রুচি, বিশ্বাস ও প্রীতি হইলেই সর্ব্ব-সংশয় বিদূরিত হয়। কলিযুগে কর্ণের দ্বারাই ভগবৎসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে—ইহাই শুদ্ধভক্তিযোগ অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনই শুদ্ধভক্তি। তাহাতে মোহ ও শ্রীকৃষ্ণবিস্মৃতি অনায়াসে বিদূরিত হয়, সর্ব্ব-সংশয় ছিন্ন হয়। নতুবা এ সংশয়ের যুগে আর রক্ষা নাই।

শ্রীভক্তিমল্লিকা

চতুর্থ সৌরভ

কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের প্রাপ্য বিভিন্ন লোক

[সকাম পুণ্যকারী গৃহী ও অগৃহিগণের প্রাপ্য লোক—সকাম-স্বধর্ম্মপরায়ণ ও নিষ্কাম-স্বধর্ম্মপরায়ণগণের প্রাপ্য লোক—বৈরাগ্যরহিত ক্রিয়াপর যোগী ও বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞানপর ব্যক্তিগণের প্রাপ্য গতি—পঞ্চবিধ বৈকুণ্ঠভক্ত—স্বর্গলোকের অবস্থান ও বর্ণন—মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোকের বর্ণন—শিবধাম—মহাকালধাম, সদাশিবলোক ও শ্রীহরিধাম—মহাকালপুরের বর্ণন—শ্রীবৈকুণ্ঠলোক—শ্রীঅযোধ্যা, শ্রীদ্বারকা, শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রাদি শ্রীবৈকুণ্ঠেরই প্রদেশবিশেষ—শ্রীঅযোধ্যা ও শ্রীদ্বারকার বর্ণন—শ্রীমথুরার বর্ণন—গোলোক, গোলোকপ্রেমের অসমোর্দ্ধত্ব—গোলোক ও গোকুল—বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা মথুরা, শ্রীমথুরা অপেক্ষা শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীবৃন্দাবন অপেক্ষা শ্রীগোবর্দ্ধন, তদপেক্ষা শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তরোত্তর চমৎকারিতা।]

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে বিভিন্ন প্রকার কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও বিভিন্ন প্রকার ভক্তের প্রাপ্য লোকসমূহের বিষয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত হইতে প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা সেই সিদ্ধান্তানুসরণে তাহা আলোচনা করিতেছি। সকাম পুণ্যকারী গৃহিগণ 'ভূঃ' অর্থাৎ পৃথিবী, 'ভুবঃ' অর্থাৎ অন্তরীক্ষ, 'স্বঃ' অর্থাৎ স্বরলোকে গমন করেন। পুণ্যকারী অগৃহস্থগণ (ব্রহ্মচারী, বনচারী ও সন্ন্যাসী) মহঃ, জন, তপঃ ও সত্যলোক প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মচারী দুইপ্রকার—(১) উপকুর্ব্বাণ,—যাঁহারা সাময়িক নির্দ্দিষ্টকাল গুরুকুলে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালনপূর্ব্বক পরে সমাবর্ত্তন অর্থাৎ সংসারে প্রবেশ করেন। (২) নৈষ্ঠিক—যাঁহারা আজীবন নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করেন। উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারিগণ মহর্লোক, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ জনলোক, বানপ্রস্থাবলম্বিগণ তপোলোক ও সন্ন্যাসিগণ সত্যলোক লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা সকাম স্বধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহারা ভোগক্ষয়ে পুনঃ পুনঃ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। আর যাঁহারা নিষ্কাম স্বধর্ম্ম-পরায়ণ, তাঁহারা দেহত্যাগের পর ক্রমান্বয়ে মহঃ, জন, তপঃ ও সত্যলোকে প্রাপ্ত হইয়া তত্তল্লোকে ভোগ করিতে করিতে পরিশেষে মহাপ্রলয়ে * ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হন।

---

* সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চতুর্যুগ সহস্রবার হইলে তাহাতে ব্রহ্মার এক দিন হয়। এই এক দিনের নাম এক কল্প। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে এক কল্প হয়। বিকিংদধিক এক সপ্ততি চতুর্যুগে এক মন্বন্তর হইয়া থাকে।

বৈরাগ্যরহিত ক্রিয়াপর যোগিগণ দেহান্তে অর্চিরাদি দেবতার দ্বারা নীত হইয়া তত্তৎস্থানের ভোগ্য বিষয়সমূহ ভোগ করিতে করিতে ক্রমমুক্তি লাভ করেন, আর সম্যক্ বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞানপর যোগিগণ দেহান্তে সদ্যমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, তাঁহারা সকাম হইলেও যেচ্ছানুসারে অখিল সুখ ভোগ করিতে করিতে অনুষ্ঠিত ভক্তির প্রভাবে শুদ্ধ হইয়া শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করেন। শ্রীবৈকুণ্ঠধাম সাম্রানন্দচিদাত্মক, অতএব মুক্তপুরুষদিগেরও দুর্লভ। নিষ্কাম ভগবদ্ভক্ত নির্বাণ লাভ করিবার পর সদ্যই শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে গমন করিয়া থাকেন। তথায় তিনি শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ-সেবাসুখ সর্ব্বদা বহু প্রকারে অনুভব করিয়া অবস্থান করেন। ঐ সেবাসুখের নিকট মুক্তিসুখও তুচ্ছ। যে-সকল ভগবদ্ভক্ত শ্রীবৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহারা প্রধানতঃ পঞ্চবিধ—(১) জ্ঞানভক্ত, (২) শুদ্ধভক্ত, (৩) প্রেমভক্ত, (৪) প্রেমপরভক্ত ও (৫) প্রেমাতুরভক্ত। 'জ্ঞানভক্ত' বলিতে জ্ঞানমিশ্রভক্তিযুক্ত। এখানে 'জ্ঞান'-শব্দের দ্বারা শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মসম্বন্ধিনী ভক্তির 'মহিমাদি'-জ্ঞান বুঝিতে হইবে ও 'ভক্তি'-শব্দের দ্বারা নববিধা ভক্তি বা সেবা বুঝায়। মহারাজ ভরত প্রভৃতি জ্ঞানভক্তের নিদর্শন। 'শুদ্ধভক্ত' বলিতে কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রভৃতির দ্বারা অনাবৃতা যে ভক্তি, তদ্যুক্ত অর্থাৎ ভক্তিমাত্রকাম—মহারাজ শ্রীঅম্বরীষাদি ভক্তগণ। 'প্রেমভক্ত' বলিতে শ্রীহনুমান্ প্রভৃতি। 'প্রেমপরভক্ত' বলিতে প্রেমৈকতাৎপর্য্যযুক্ত সৌহৃদ্যাদি গুণবশে সাবদ্ধ শ্রীযুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ। 'প্রেমাতুরভক্ত' বা প্রেমবিহ্বলভক্ত বলিতে সৌহৃদ্যাদি সম্বন্ধে আকৃষ্ট উদ্ধবাদি যাদবগণ। ইঁহারা সকলে ভক্ত হইলেও ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে তারতম্য আছে। সুতরাং ইঁহাদের প্রাপ্যলোকের মধ্যে সেবানন্দেরও নিত্য তারতম্য ও বিচিত্রতা রহিয়াছে।

পৃথিবী—(১) জম্বু, (২) প্লক্ষ, (৩) শাল্মলী, (৪) কুশ, (৫) ক্রৌঞ্চ, (৬) শাক, ও (৭) পুষ্কর—এই সাতটী দ্বীপযুক্ত। আমাদের বাসস্থান—এই জম্বুদ্বীপ। উহা আটবর্ষে বিভক্ত।

লবণজলধি জম্বুদ্বীপকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। প্লক্ষদ্বীপ জম্বুদ্বীপ হইতে দ্বিগুণ ও লবণজলধিকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত। পুষ্করদ্বীপের ঊর্দ্ধ সীমায় পৃথিবীর পরিভ্রমণকক্ষ, উহার নাম—'মানসোত্তরগিরি'। ইহা ভূর্লোকের শেষ সীমা। ইহার পর ভুবর্লোক। গ্রহ-উপগ্রহসকল এই ভুবর্লোকে অবস্থিত। ভুবর্লোক ভূর্লোককে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ভুবর্লোকের পর স্বর্লোক বা দিব্যস্বর্গ।

স্বর্গ তিন প্রকার—(১) বিলস্বর্গ, (২) ভৌমস্বর্গ ও (৩) দিব্যস্বর্গ। জম্বুদ্বীপের অভ্যন্তরস্থ পরপর সপ্তপাতাল-নামক সাতটী গর্ত্তই—'বিলস্বর্গ'। শ্রীভগবান্ শেষাদিমূর্ত্তি প্রকট করিয়া উক্ত বিলস্বর্গ অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছেন।

ইলাবৃতাদি বর্ষ ও প্লক্ষাদি দ্বীপসকল—ভৌমস্বর্গ। ভৌমস্বর্গবাসী লোকসকল ভিন্ন ভিন্ন বর্ষে ও ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজমান শ্রীবিষ্ণুর বিবিধ পূজা-মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

দিব্যস্বর্গ ভৌমস্বর্গের ঊর্দ্ধে বিরাজিত। ইহা অন্ত দুইটী স্বর্গ হইতে বিশেষ গুণযুক্ত। এখানে অদিতি-নন্দন বিষ্ণু উপেন্দ্র-নামে বিরাজমান। তিনি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইলেও তাঁহার দ্বারা অর্চ্চিত হন। তিনি গরুড়ে আরোহণ করিয়া অসুরবর্গকে বিনাশ করেন। এই স্থান মহানুভবময়। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে

এক-একজন মনুর অধিকৃত কালের নাম 'মন্বন্তর'। ব্রহ্মার একদিনের অবসানে ভূঃ, ভুবঃ ও স্বর্—এই তিন লোক বিনষ্ট হয় বলিয়া ঐ সময়কে "নৈমিত্তিক প্রলয়" বলে। ব্রহ্মার শতবর্ষ আয়ুর অবসানে যে প্রলয় হয়, তাহাকে "প্রাকৃতিক প্রলয়" বা মহাপ্রলয় বলে। মহাপ্রলয়ে স্বরূপশক্তি ও তদ্বিলাসকৃত স্বরূপবৈভবের দ্বারা যুক্ত পরব্রহ্মই বিদ্যমান থাকেন; তখন তাঁহাতে জীব ও প্রকৃতি প্রলয়প্রাপ্ত হইলে প্রাকৃত বৈভবে নামরূপাত্মক কোন বস্তুই বর্ত্তমান থাকে না। ঐ সময় নাম-রূপের দ্বারা প্রবিভক্ত কোন ভৌতিকপ্রাপ্ত না থাকিলেও ইহার শক্তিরূপ অপর প্রান্ত অব্যাকৃত অবস্থায় সশক্তিক পরব্রহ্মে একীভূত থাকে। অমুক জীবসমূহের মহাপ্রলয়ে প্রলীন অদৃষ্টের বা সুপ্ত কর্ম্মের উদ্বোধনের নিমিত্ত পরব্রহ্মের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা না হওয়া পর্য্যন্ত এই সংসার নাম-রূপরহিত অসদাকারেই অবস্থান করে। ভগবানের সৃষ্টি-লীলা—নৈমিত্তিক লীলামাত্র; উহা মায়াশক্তির সাহায্যে নির্ব্বাহ হইয়া থাকেন। মহাপ্রলয়ে উহার বিরাম ঘটে। কিন্তু শ্রীভগবানের নিত্যলীলা দেশ-কালাদিপরিচ্ছেদরহিত অনন্ত বৈভবে বিরাজমান—তাহার কোনকালেই বিরাম নাই।

ঐ লোক পাওয়া যায়। ভগবান্ শ্রীউপেন্দ্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ইন্দ্র এই স্থানের অধিপতি।

স্বর্গে দেবর্ষি নারদ বীণাযন্ত্রে মধুর গান করিয়া উপেন্দ্র-বিষ্ণুর প্রীতিবিধান করেন। তথায় কোনরূপ রোগ, শোক, পীড়া বা জরা নাই। ইন্দ্র প্রতিদিন অমৃত, পারিজাত প্রভৃতির দ্বারা উপেন্দ্র-বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। কিন্তু ইন্দ্রের কোন কোন সময়ে এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হয় যে, তিনি বলপূর্ব্বক কোন কোন মুনীন্দ্র-পত্নীর সতীত্ব হরণ করিয়া শাপভয়ে ও লজ্জায় মানস-সরোবরে কোন গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া থাকেন। আবার কোন কোন সময় ভগবান্ শ্রীউপেন্দ্রও প্রেয়সী লক্ষ্মীদেবীর সহিত তাঁহার অন্যকোন প্রিয়স্থানে গমন করিয়া থাকেন, তখন আর শ্রীভগবানের দর্শন হয় না।

দিবাবর্ষের উর্দ্ধদেশে মহর্লোক বিরাজমান। ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই ত্রিলোকের প্রলয়েও মহর্লোক নষ্ট হয় না। যেমন সাম্রাজ্যসুখ হইতে ইন্দ্রপদে কোটিগুণ সুখ, সেইরূপ ইন্দ্রপদ হইতে প্রাজাপত্যাদি পদে কোটিগুণ অধিক সুখ। ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ সেই প্রাজাপত্যপদে অবস্থিত। মহর্লোকে ত্রৈলোক্যে প্রচলিত যজ্ঞ হইতেও বৃহত্তর যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুকে পূজা করিয়া লোকসমূহ কৃতার্থ হন। মহর্লোকে ভৃগু প্রভৃতি সহস্র সহস্র মহর্ষিগণ যজ্ঞেশ্বরের পূজা করেন। প্রতিগৃহেই ভগবান্ যজ্ঞকুণ্ডে আবির্ভূত হইয়া স্বহস্তে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ না হইলে সেই ঋষিলোকে অবস্থান শোভিত হয় না। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে যজ্ঞেশ্বর অন্তর্হিত হন, পুনরায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে প্রাদুর্ভূত হন। ইহাতে মহর্লোকে সময় সময় মনস্তাপ ভোগ করিতে হয়। সহস্র চতুর্যুগ পরিমাণ ব্রাহ্ম দিনের অবসানে ত্রৈলোক্য দগ্ধ হয়। তখন ত্রৈলোক্যের নিকটবর্ত্তী মহর্লোকও তাপিত হইয়া থাকে। ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ উহাকে রাত্রি জানিয়া তাপভয়ে জনলোকে প্রস্থান করেন। তখন যজ্ঞ নিষারিত হয়; শ্রীযজ্ঞেশ্বরকে আর দর্শন করিতে পাওয়া যায় না। যজ্ঞেশ্বরের অদর্শনজনিত হৃদয়ে যে তাপ উপস্থিত হয়, তাহা শ্রীসঙ্কর্ষণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত ত্রিলোক-দাহ তাপ হইতেও উৎকট। মহর্লোক ও জনলোক প্রায় একপ্রকার, তবে মহর্লোকের ন্যায় জনলোকে প্রলয়তাপ অনুভূত হয় না, এইরূপ কিছু বিশেষ আছে।

জনলোকের উর্দ্ধে তপোলোক। তথায় মহাতেজোময়-তনু চিরস্থির পঞ্চবর্ষবয়স্ক বালকোপম সনৎকুমার, সনক, সনন্দন ও সনাতন—এই চারি ভ্রাতা 'চতুঃসন' নামে বিখ্যাত এবং কপি, হবিঃ, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন—এই নবজন মহাযোগী 'নব-যোগেন্দ্র' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া বাস করেন। ইহারা সকলেই ঊর্দ্ধরেতা। তপোলোক ঊর্দ্ধরেতাগণেরই বাসস্থান। এখানে প্রাজাপত্যসুখ হইতেও কোটিগুণ অধিক সুখ আছে। সনকাদি ঋষিগণ চতুর্ভুজ নহেন বা তাঁহাদের দেহে শ্রীবিষ্ণুর অসাধারণ চিহ্ন শঙ্খ-চক্রাদিও নাই, তথাপি তাঁহাদের দর্শনে হৃদয়ে অপার আনন্দের উদয় হয়। সকলেই আত্মারাম, অণিমাদিসিদ্ধি মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহাদের উপাসনা করিতেছেন। তপোলোকে ধ্যানযোগে ভগবানের দর্শন হয়।

তপোলোকের উপরিভাগে সত্যলোক। এই লোক ব্রহ্মাণ্ডশীর্ষার অভ্যন্তরে অবস্থিত। শতজন্মকৃত শুদ্ধ-সত্ত্বিক স্বধর্ম্মের দ্বারা সত্যলোক লাভ করা যায়। সত্যলোকে বৈকুণ্ঠলোকও অবস্থিত আছে। সেই বৈকুণ্ঠলোকে সহস্র-শীর্ষা নামে মহাবিষ্ণু অবস্থান করিতেছেন। তিনি সহস্র বক্ষ, সহস্র মস্তক ও সহস্র পদে সুশোভিত। তাঁহার বর্ণ নীলমেঘের ন্যায়। তাঁহার নাভিদেশ হইতে প্রস্ফুটিত কমল উত্থিত হইয়াছে। তিনি শেষ-নাগের ফণারূপ শয্যাতে শয়ান আছেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবী তাঁহার শ্রীচরণ সেবা করিতেছেন, গরুড় কৃতাঞ্জলি হইয়া আছেন। শ্রীনারদ নৃত্যগীতাদি দ্বারা প্রেম-ভক্তি প্রকাশ করিতেছেন। কমলাসন ব্রহ্মা সহস্র-শীর্ষা ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া উপবেশন করিলে শ্রীভগবান্ বেদার্থের সারভূত স্বভক্তিযোগ ব্রহ্মাকে উপদেশ করিতেছেন। এই স্থানে শোক, সন্তাপ বা দুঃখ নাই। পরমবিভূতি ও আনন্দব্যাপ্ত শ্রেষ্ঠতম স্থান বলিয়া জগতে সকলেই ইহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। চতুর্যুগ সহস্র-পরিমিত ব্রহ্ম-দিনের অবসানে রাত্রি হয়। তখন ত্রিলোক সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়। শ্রীভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মার সহিত শেষ-নাগের উপর শয়ন করেন। তখন জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোকবাসিগণ বিচিত্র বাক্যে ভগবানের স্তব করেন। সত্যলোকেও ব্রহ্মা দৈত্যভয়ে ভীত হন। কখনও বা ব্রহ্মা ভয়াতুর হইয়া পলায়ন করিলে বিষ্ণু স্বয়ং কোন উপযুক্ত পাত্রকে তথায় ব্রহ্মার পদে নিযুক্ত করেন। ব্রহ্মার কর্ত্তব্য সমুদ্রের ন্যায়

বিপুল। ব্রহ্মার আয়ুঃ দ্বিপরার্দ্ধকাল হইলেও ব্রহ্মা কালভয়ে ভীত হইয়া থাকেন। সত্যলোকবাসিগণ চতুর্মুখ ব্রহ্মাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকে বাস করিয়াও মুক্তির জন্য লালায়িত হন এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি যমের বশেই প্রশংসা করেন। ব্রহ্মলোকের পাঞ্চভৌতিকতা পরিত্যাগ করিয়া চরিত্রতল ভেদ করতঃ উর্দ্ধে গমনকালে পূর্ব্বোক্ত চতুর্মুখ লোক বহুদোষযুক্ত বিষাক্তমুখে দণ্ডিত এবং বস্ত্র ও মলোপরিস্থিত কৃমির ন্যায় অধীক বলিয়া মনে হয়। এইরূপভাবে উর্দ্ধে গমনকালে সত্যলোক হইতে উত্তরোত্তর কোটিগুণ সুখে ও বৈভবে শ্রেষ্ঠ আবরণসকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহারা ক্রমমুক্তি লাভ করেন, তাঁহারা ক্ষীরোদাদি পরিত্যাগ করিয়া লিঙ্গশরীর নামক কারণোপাধি অতিক্রম করিবার জন্য পৃথিব্যাদি ভূতনির্ম্মিত সুখ হইতে সাবকৃত সুখসমূহ যথেচ্ছ ভোগ করেন। কার্য্য হইতে কারণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কার্য্যজনিত সুখ অপেক্ষা কারণজনিত সুখ শ্রেষ্ঠ হয়। প্রথমেই পৃথিবীরূপ আবরণে মহাশূকররূপী প্রভু বিষ্ণুকে দর্শন করা যায়। তাঁহার প্রতি লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডবিভূতি পরিভ্রমণ করিতেছে ও ধরণীদেবী ব্রহ্মাণ্ড-ভর্ত্তৃ প্রভাসমূহের দ্বারা প্রভুর অর্চ্চন করিতেছেন। কারণরূপা পৃথিবীতে পৃথিবীরূপ উপাদান-নির্ম্মিত সমগ্র জগৎ লয়প্রাপ্ত হইতেছে। পৃথিবীরূপ আবরণের পর মহাভূতময় বারি, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার ও মহৎ—এই সপ্তটী আবরণে যথাক্রমে পূজিত শ্রীবৎসদেব, শ্রীসূর্য্যদেব, শ্রীপ্রদ্যুম্নদেব, শ্রীঅনিরুদ্ধদেব, শ্রীসঙ্কর্ষণদেব ও শ্রীবাসুদেব ভগবান্ বিরাজিত। পূর্ব্ব-পূর্ব্ববর্ত্তী স্কন্ধ কার্য্য হইতে উত্তরোত্তরবর্ত্তী কারণসমূহ পূজ্য, পূজক, ভোগ্য, প্রীতি ও মহত্ত্ব বিষয়ে ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠ। এইসকল আবরণ অতিক্রম করিয়া মহাজ্যোতির্ম্ময় প্রকৃতিরূপ আবরণ অবস্থিত। এইস্থানে প্রকৃতিদেবী স্বাবরণে বিরাজমান নিজ ঈশ্বরের পূজা করেন। তিনি মুক্তির দাত্রশক্তিরূপিণী বা বিষ্ণুর দাসী, ভগিনী বা শক্তি। বিষ্ণুর অধীনা বলিয়া তাঁহাকে বিষ্ণুর 'দাসী' বলা যায়, শ্রীবলোধার গর্ভে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে বিষ্ণুর 'ভগিনী' ও 'শক্তি' বলা যায়। প্রকৃতির আট আবরণের পর চিন্ময় অতিব্যাপক ভগবজ্জ্যোতিঃ। সেই তেজোপুঞ্জে লীয়মান হইবার যোগ্যতা-অধিকারও যাঁহাদের শ্রীভগবানের শ্রীনাসাপুটের নখকিরণচ্ছটায় ছিন্ন উদ্ভাসিত, তাঁহারা সেই বিষয় হইতে উত্তীর্ণ হন। যাঁহারা তদ্রূপ বিচারে অভিনিবিষ্ট হন, তাঁহাদের নিকট এই জ্যোতিঃপুঞ্জে বিলীন হওয়াই পরমফল বলিয়া মনে হয়। এই মহাকালপুরের নিকটস্থ হইলেই জীব তৎস্বভাববলে লীন হইয়া যায় কিন্তু শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণের এই তেজোপুঞ্জরূপ শ্রীঅঙ্গবানের অঙ্গকান্তি-দর্শনে সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শনের জন্য চিত্ত আরও ব্যাকুল হইয়া উঠে। হরিভক্ত বৈষ্ণবগণ বিরজা বা কারণবারি পার হইয়া এই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধামে আত্মলোপরূপ নির্ব্বাণ লাভ করেন। পরব্যোমধামের বাহিরে এই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধাম; তাহার বাহিরে কারণসমুদ্র। চিন্ময় জগৎটী কারণপূত, মায়া কারণময়ী। এই দুইএর মধ্যবর্ত্তী স্থলকে চিন্ময় জগন্নিবিশেষভাবে কারণবারিপূত বলা হইয়াছে।

প্রথমে দেবীধাম, ইহাতেই সত্যলোক পর্য্যন্ত চৌদ্দটী লোক আছে; তদুপরি শিবধাম। সেই ধাম মহাকালধাম নামে একাংশে অন্ধকারময়। সেই অংশ ভেদ করিয়া মহাআলোকময় সদাশিবলোক। তদুপরি শ্রীহরিধাম অর্থাৎ চিজ্জগৎ বৈকুণ্ঠলোক।

শিবধামে শ্রীমহাদেব কর্পূরের ন্যায় গৌরবর্ণ, ত্রিনয়ন, দিগম্বর, শিরোদেশে দীপ্তিমান্ অর্দ্ধচন্দ্র অঙ্গে সুন্দর পুরুষরূপে বিরাজমান। তাঁহার হস্তে ত্রিশূল, মস্তকে জটাকলী, গলদেশে অম্লান, গাত্রে ভস্মের অঙ্গরাগ, আর তিনি বৈকুণ্ঠচূড়ামণিগণের অঙ্ঘ্রিসমূহে মাল্য নির্ম্মাণ করিয়া তাহা কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন। গৌরাঙ্গী শ্রীগৌরী তাঁহার অঙ্কাশ্রিতা হইয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন। তিনি বিষয়-সঙ্গত্যাগী ও মুক্তকুল হইতেও শ্রেষ্ঠতম হইয়া ছত্রচামরাদি বিশ্বরাজোপচার করিতেছেন। ধর্ম্মপরিপালক পরমেশ্বর হইয়াও সদাচার লঙ্ঘন করিতেছেন, ইহাতে তাঁহার কোন দোষস্পর্শ নাই। কারণ, তিনি মুক্তিপদেরও উপরি বিরাজমান, মুক্তকুলেরও পূজ্য ও বৈষ্ণবগণের বন্দ্য। ইনি সর্ব্বদাই নৃত্যগীত, ভগবন্নামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমরোদন প্রভৃতি কৌতুক বিস্তার করিয়া নিজ ভক্তগণকে ভক্তিরঙ্গস্থ শ্রীহরিকে ভক্তিশিক্ষা দিতেছেন। ইনি জগতের ঈশ্বর হইলেও দাসের ন্যায় নিত্য প্রেমভরে সহস্রমুখ শেষমূর্ত্তি ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীমহাদেবও বৈষ্ণবী পার্ব্বতীদেবীর সহিত বৈকুণ্ঠলোকে বাস করিবার ইচ্ছা করেন। বৈকুণ্ঠলোক অতীব দুর্লভ। মুক্তগণও তাহা নিত্যকাল প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এমন কি, ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ,

ব্রহ্মা এবং স্বয়ং শিবও বৈকুণ্ঠলোক-প্রাপ্তির জন্য সাধন করেন।

যাহাদের চিত্ত অদ্বৈতভাবনায় ভাবিত হইয়াছে, মহা-সংসার-দুঃখাগ্নির শিখায় যাহাদের হৃদয় শুষ্ক হইয়াছে, এইরূপ যতিগণই সাযুজ্য লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের প্রেমভক্তি সম্ভোগন করিবার জন্য নিজ প্রিয় মহাদেবকে আক্ষেপ করিলে মায়াবাদরূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতবাদ-যুক্ত অসচ্ছাস্ত্র প্রচার করিয়া ঐ যতিগণকে মুগ্ধ করেন। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নিহত অসুরদেহগণ মহাকাল-পুরুষের জ্যোতির মধ্যে প্রবেশ করে। শ্রীহরিবংশে উক্ত হইয়াছে,—

"ব্রহ্মতেজোময়ং দিব্যং মহৎ যদ্বৃষ্টবানসি।
অহং স ভরতশ্রেষ্ঠ মত্তেজস্তৎ সনাতনম্॥
প্রকৃতিঃ সা মম পরা ব্যক্তাব্যক্তা সনাতনী।
তাং প্রবিশ্য তবন্তীহ মুক্তা যোগবিদুত্তমাঃ॥
সা সাঙ্খ্যানাং গতিঃ পার্থ যোগিনাঞ্চ তপস্বিনাম্।
তৎ পরং পরমা ব্রহ্ম সর্বং বিভজতে জগৎ।
মমৈব তদ্বপুঃ তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত॥"

হে অর্জুন! তুমি দিব্য মহাতেজোময় যে ব্রহ্মের দর্শন করিলে, তাহা আমারই সনাতন তেজঃ ও তাহাই আমি; তাহা আমারই ব্যক্তা (অর্থাৎ চিন্ময় নেত্রগ্রাহ্য) ও অব্যক্তা (অর্থাৎ জড়েন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য) সনাতনী পরা প্রকৃতি। উত্তম যোগিগণ তাহাতে প্রবেশ করিয়া মুক্ত হন। তাহাই সাংখ্যযোগিগণের ও তপস্বিগণের গতি। সেই ব্রহ্মের কারণরূপা তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ যে পরব্রহ্ম, তিনি সমস্ত জগতের ভর্তা। তাহা আমারই ঘনতেজঃ বলিয়া জানিবে।

কারণার্ণবের জলাভ্যন্তরে মহাকালপুর।* এই মহাকাল-পুরের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৯।৫৮-৫৩) দৃষ্ট হয়,—

তমঃ সুঘোরং গহনং কৃতং মহদ্-
বিদারয়দ্ভিস্তিমিরেণ রোচিষা।
মনোজবং নির্বিবিশে সুদর্শনং
গুপাতো রামশরো যথা চমূঃ॥
দ্বারেণ চক্রানুপথেন তদ্তমঃ-
পরং পরং জ্যোতিরনন্তপারম্।
সমশ্নুবানং প্রসমীক্ষ্য ফাল্গুনঃ
প্রতাড়িতাক্ষোঽপি দধেঽক্ষিণী উভে॥
ততঃ প্রবিষ্টঃ সলিলং নভস্বতা
বলীয়সৈজদ্বৃহদূর্মিদুর্বিষম্।
তত্রাদ্ভুতং বৈ ভবনং দৃঢ়ায়ুষং
দ্রাক্ষ্যন্নিধিস্তম্ভসহস্রশোভিতম্।
তস্মিন্ মহাভোগমনন্তমদ্ভুতং
সহস্র মূর্ধন্যফণামণিদ্যুভিঃ।
বিরাজমানং দ্বিগুণেক্ষণোল্বণং
সিতাচলাভং স্থিতকণ্ঠজিহ্বম্॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্রের গুণচ্যুত বাণ যেরূপ রাবণের সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সেইরূপ অতি দ্রুতগামী সুদর্শনও প্রকৃত ভেদে প্রকৃতির পরিণামস্বরূপ উক্ত নিবিড় ঘোর অন্ধকারকে বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

অর্জুন চক্রের পশ্চাদ্বর্ত্মী রাজপথে উক্ত অন্ধকারের মূলে অবস্থিত সুবিস্তৃত অনন্ত অপার উত্তম ভাগবত-জ্যোতিঃ দর্শনপূর্বক প্রতিহত-দৃষ্টি হওয়ায় নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ তথা হইতে প্রবল বায়ুবেগ সঞ্চালিত মহা-তরঙ্গশালী জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় হীরকময় মণি-রচিত সহস্র-স্তম্ভশোভিত উত্তম দ্যুতিবিশিষ্ট বিচিত্র মহাকালপুর দর্শন করিলেন।

অনন্তর ঐ পুরমধ্যে সহস্র-মস্তকোপরি বিরাজিত ফণামণিতে অবস্থিত মণিরাশির প্রভায় বিরাজমান বিসহস্র-নয়নযুক্ত, নীলবর্ণ কণ্ঠ ও জিহ্বাবিশিষ্ট, স্ফটিকগিরিসঙ্কাশ, বিশালদেহ অদ্ভুত অনন্তদেবকে দেখিতে পাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

"তত্তত্তানাং মুক্তিপ্রদিত্বং, মহাকালজ্যোতিরেব মুক্তাঃ প্রবিশন্তীতি, ব্রহ্মজ্যোতিরহং দিবাঃ মহদ্বপুর্বৈষ্ণবানামীতি শ্রীহরিবংশোক্তেশ্চ"। (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ২৯ অনুচ্ছেদ)

শ্রীকৃষ্ণ চতুর্বিগতিদায়ক। তাঁহার হস্তে নিহত অসুরগণ মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। অন্য ভগবৎস্বরূপের দ্বারা নিহত জনগণ মুক্তি প্রাপ্ত হয় না, ঊর্দ্ধগতি স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হয় এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। মহাকালের জ্যোতির মধ্যে মুক্তগণ প্রবেশ করে। হরিবংশের উক্তি হইতে ইহা প্রমাণিত হয়।

---

* শ্রীব্রহ্মণীশ্বরারিদিনিত্যানুভবঃ। তত্র তীর্থে মহাকালঃ সর্বপ্রাণিকর্মসাক্ষী।" (ভাঃ ১০।৮৯।৫২ শ্লোকধৃত শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা)

ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া পরব্যোম প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরব্যোমের নিম্নাংশে ঐশ্বর্য্যধাম বৈকুণ্ঠ ও উহার অর্দ্ধে মাধুর্য্য-ধাম গোলোক। সেই গোলোক আবার মাধুর্য্য-ঔদার্য্যভেদে দ্বিবিধরূপে প্রকাশিত। যে পীঠে মাধুর্য্যরসের মুখ্যতা, তাহা মাধুর্য্যগোলোক ও যে-স্থানে ঔদার্য্যরসের প্রাধান্য, তাহা ঔদার্য্যগোলোক। স্বয়ংরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ মাধুর্য্যগোলোকে ও স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরস্বরূপ ঔদার্য্যগোলোকে অবস্থিত।

যাঁহারা বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইবার বাসনা করেন, তাঁহারা মন্ত্রজপাদির আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া নববিধা ন-প্রেমভক্তির অনুষ্ঠান করেন। নবধা ভক্তির মধ্যে যে-কোন একটীর দ্বারা ভুক্তি-মুক্তি-সাধনকলের শ্রেষ্ঠতম বৈকুণ্ঠলোক লাভ করা যায়। যাঁহারা অষ্টাদশাক্ষরাদি মন্ত্রে শ্রীলক্ষ্মীপতির উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই দেহাবসানে এই বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন। বৈকুণ্ঠবাসিগণ অতি দিব্য, বিচিত্র বিষয়-ভোগ ও নৃত্যগীতাদি সেবন করেন বলিয়া বাহ্যদৃষ্টিতে প্রপঞ্চান্তর্গত ভোগবিলাসী বিষয়ীর ন্যায় প্রতীত হন, কিন্তু তাঁহারা বিষয়ী নহেন। সেই স্থানের স্বরূপ একমাত্র বৈকুণ্ঠপতির কৃপায় জ্ঞাত হওয়া যায়, অন্য কোনপ্রকারে জানা যায় না। বৈকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠস্থ পদার্থ-সকল প্রত্যক্ষীকৃত হইলে ব্রহ্মানুভব সুখ অতি তুচ্ছ ও লঘু বলিয়া গণিত হয়। তখন স্বয়ংই লজ্জাবশতঃ মোক্ষসুখ হইতে বিরত হইতে হয়। বৈকুণ্ঠে মহা-মহাচিত্র-বিচিত্র অপ্রাকৃত প্রাসাদ, গৃহ ও দ্বারদেশ অবস্থিত। সুবর্ণময় সিংহাসনোপরি নবযৌবনেশ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার পার্শ্বে শ্রীমহালক্ষ্মী দক্ষিণ হস্তের দ্বারা তাম্বূল প্রদান করিতেছেন, ধরণীদেবী পদ্মগ্রহ (শিল্পধানি) ধারণ করিয়া তাঁহার পূজা করিতেছেন। সুবর্ণমূর্ত্তি সেবকগণ সুদর্শন, গদা, শঙ্খ, অসি, বস্ত্রাদি, অস্ত্রসমূহ স্ব-স্ব চিহ্ন মস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিতেছেন। অন্যান্য সেবক চামর, ব্যজন, পাদুকাদি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন; সেনেশ সুদর্শন, বিষ্বক্সেন, জয়-বিজয়, নন্দ, সুনন্দ প্রভৃতি পার্ষদচূড়ামণিগণ কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক বিচিত্র বাক্যে তাঁহার স্তব করিতেছেন। বৈকুণ্ঠস্থিত গবাদি পশুগণ পারাবত, কোকিলাদি পক্ষিগণ, দুর্ব্বা-তুলস্যাদি বৃক্ষগণ ও লতাবল্লি, এমন কি, কীট-পতঙ্গাদিও সকলই শ্রীনারায়ণের পার্ষদ, সকলেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নানারূপে সেবানন্দ আস্বাদন করিতেছেন।

শ্রীনারায়ণপুরীর অল্প দূরে শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যাপুরী বিলসিত হইতেছে। সেই অযোধ্যাপুরীর দূরদেশে শ্রীমথুরাপুরীর সদৃশ বহুপতির শ্রীদ্বারকাপুরী। শ্রীঅযোধ্যা, শ্রীদ্বারকা, শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রাদি বৈকুণ্ঠেরই প্রদেশবিশেষ। অযোধ্যাপুরীতে পরমসৌন্দর্য্যযুক্ত নরবরাকৃতি শ্রীরঘুবীর পার্ষদগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজিত আছেন। তিনি অখিলমাধুরীময় শ্রেষ্ঠ প্রাসাদের মধ্যে সুখে সাম্রাজ্য-সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার তনুতে মনোহর বহু শোভা পাইতেছে। অবয়ব-সৌষ্ঠব ও বর্ণাদি-শোভায় তিনি শ্রীনারায়ণেরই অনুরূপ। কিন্তু শ্রীনারায়ণ হইতেও কোন কোন বিশেষ মাধুর্য্যপ্রভাবে মনোহর। তাঁহার বামে সীতাদেবী, দক্ষিণে অনুজ লক্ষ্মণ ও সম্মুখে শ্রীহনুমান্ বিরাজ করিতেছেন। শ্রীহনুমান্ কোন সময়ে শুভ্র চামর ব্যজন, কোন সময়ে বা অগ্রদেশে অবস্থিত হইয়া তাঁহার গুণগান, কোন সময় বা কৃতাঞ্জলি হইয়া স্বরচিত বিচিত্র শ্লোকে স্তব, কোন সময় প্রভুর মস্তকোপরি শ্বেতছত্র ধারণ, কোন সময় চরণারবিন্দ সম্বাহন, কোন সময় 'জয় জয়' শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক বারংবার প্রণাম করিতেছেন। সুগ্রীব, অঙ্গদ, জাম্বুবান প্রভৃতি পার্ষদ ও মনোহর নররূপধারী পার্ষদগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ভরত ও শত্রুঘ্ন সেই অযোধ্যাপুরীতে শ্রীরামচন্দ্রের দাস্যরস আস্বাদন করিতেছেন।

শ্রীদ্বারকানাথ বৈকুণ্ঠপতির সমগ্র বিচিত্র মাধুরীসারে সুশোভিত, অথচ কোন কোন মাধুর্য্য-বিশেষে ও শোভাতিশয়ে ইনি সেই বৈকুণ্ঠনাথ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কৈশোর-সমন্বিত যৌবন উপাসকের ন্যায় ভক্তিভরে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তিনি তাঁহার নিজ-জনের নিকট দ্বিভুজরূপে প্রকটিত, অপরের নিকট চতুর্ভুজরূপে প্রকাশিত হন। তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে উৎকৃষ্ট আসনে শ্রীবসুদেব, শ্রীবলরাম, শ্রীঅক্রূরাদি উপবিষ্ট আছেন; বামপার্শ্বে উগ্রসেনকে অগ্রণী করিয়া গদ ও সাত্যকি উপবিষ্ট; তাঁহার বামপার্শ্বে সেনাপতি কৃতবর্ম্মা-সহিত অন্ধক প্রভৃতি বৃষ্ণি-শ্রেষ্ঠগণ ও রাজন্যবর্গের সহিত মন্ত্রী বিকদ্রু উপবিষ্ট আছেন। শ্রীনারদ বীণাবাদন ও কীর্ত্তন করিয়া প্রভুর সেবা করিতেছেন। শ্রীসঙ্কর্ষণ সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া স্তব, শ্রীউদ্ধব

পাদসম্বাহন ও পাদসম্বাহনকালে শ্রীভগবানের নিকট গোলোক-সম্বন্ধিনী বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিয়া প্রভুর সন্তোষ বিধান করিতেছেন। কেবলমাত্র শ্রীঘারকেশই তাহা শ্রবণ করেন, অন্য পার্ষদগণ তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন না। শ্রীবলরাম ও শ্রীউদ্ধবের সহিত শ্রীভগবান্ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে শ্রীরোহিণীর সহিত যত্র শ্রীদেবকীকে অগ্রে করিয়া অষ্টোত্তরশতাধিক ষোড়শসহস্র মহিষী তাঁহাদের নিজ-নিজ পরিচারিকাগণের সহে পতির অভ্যর্থনা করেন। শ্রীরুক্মিণী ও ভগবৎপ্রিয়তমা দেবী শ্রীসত্যভামা, শ্রীজাম্ববতী, শ্রীকালিন্দী, শ্রীমিত্রবিন্দা, শ্রীসত্যা, শ্রীভদ্রা, শ্রীলক্ষণা—এই অষ্ট মহিষী ও অন্যান্য প্রেয়সীগণ, যাঁহাদিগকে ভগবান্ নরকাসুরের গৃহ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন, সকলেই ভগবানের অনুরূপ গুণে পরিপূর্ণা। শ্রীদেবকী, শ্রীরোহিণী ও মহিষীবর্গের দ্বারা আবৃত এবং শ্রীপ্রদ্যুম্নাদি কুমারগণের দ্বারা শোভিত হইয়া নিজ প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করেন। যেরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এক হইয়াও একই সময়ে বহু স্থানে বহু মূর্ত্তিতে প্রকাশমান হইয়া থাকেন, সেইরূপ তাঁহার পার্ষদগণও তাঁহার সেবার্থ একই সময় বহু স্থানে বহু মূর্ত্তিতে অবস্থান করিয়া থাকেন। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের শ্রীগরুড়াদি পার্ষদ, শ্রীরঘুনাথের শ্রীহনুমান্, জাম্ববানাদি পার্ষদ, শ্রীদ্বারকানাথের উদ্ধবাদি যাদববৃন্দ একই সময়ে নানাস্থানে বিরাজ করেন। শ্রীহনুমান্ কিম্পুরুষ-বর্ষে বৈকুণ্ঠ ও অযোধ্যাতে নিত্যই অবস্থান করেন; পাণ্ডবসকলও সেইভাবে দ্বারকাতে বিরাজ করেন। ভৌম-দ্বারকার ন্যায় বৈকুণ্ঠ-দ্বারকাতেও শ্রীভগবানের ক্ষত্রিয়াভিমান। ইনি সন্ধর্ষের পরিপালন, গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম-যাজন, ভক্ত-জয়, জ্যেষ্ঠ শ্রীবলদেবাদি ও ব্রাহ্মণগণের সম্মাননা, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান প্রভৃতি করিয়া থাকেন।

বৈকুণ্ঠলোকে বর্ত্তমান যে-যে অযোধ্যাদি প্রদেশ, তাহাদের সকলেরই চূড়ামণিস্বরূপ 'শ্রীদ্বারকাপুরী'; ইহারও পরদেশে শেষসীমাস্বরূপ গোলোক-নামক স্থান। এই গোলোক মথুরামণ্ডলবর্ত্তী শ্রীব্রজভূমিস্বরূপ। তথায় শ্রীমথুরাপুরী বিরাজ করিতেছেন। শ্রীমথুরাপুরী নিজের সারস্বরূপ শ্রীবৃন্দাবনাদি ব্রজভূমি ব্যতীত থাকিতে পারেন না। নদী, গ্রাম ও বনাদি-সুশোভিতা শ্রীমথুরা গো-প্রধান দেশ বলিয়াই 'গোলোক' নামে কথিত। যাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ ব্রজবাসী শ্রীনন্দযশোদাদির অথবা শ্রীরাধিকাদির নন্দনন্দন বিষয়ক প্রেমের অনুগমন করেন, তাঁহারাই গোলোক লাভ করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বররূপে অনুভব করিলে সেইরূপ প্রেম কখনও লাভ করা যায় না, তাহাতে ভয়-গৌরবের সঞ্চার হইয়া থাকে। কেবল লোকব্যবহারানুসারে শ্রীনন্দনন্দনকে জীবনবন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিলেই সেই প্রেম সিদ্ধ হইয়া থাকে। এরূপ আশঙ্কা করা উচিত নহে যে, শ্রীকৃষ্ণকে লৌকিক প্রিয়বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিলে প্রেমও লৌকিকরূপে পরিণত হইতে পারে। বস্তুতঃ প্রেম, চতুর্দ্দশ ভুবনস্বরূপ লোক ও লোকবাহ্য আবরণস্বরূপ অলোক—এই সকল লোকে বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠবৃত্তিসমূহ হইতে শ্রেষ্ঠ; এমন কি, প্রকট-লোক ও অপ্রকট-লোক—এই উভয়কে অতিক্রমকারী যে বৈকুণ্ঠ, সে বৈকুণ্ঠেও এই প্রেম নাই। গোলোকনাথ ও গোলোকবাসিবৃন্দের পরস্পর প্রিয়তা লোকানুসারী হইয়াও লোক-স্বভাব অতিক্রম করিয়াছে। লীলানুসরণে পরমবৈদগ্ধ্যাদির প্রকাশনেই তাঁহার ঐশ্বর্য্য, সহজ-ভোজন-পানাদি প্রীতি-ব্যবহারই লৌকিকত্ব। গোলোকনাথ নিজ গোপকুমার-লীলা আস্বাদ করিবার জন্য স্বীয় চিচ্ছক্তিবলে নিজ ঐশ্বর্য্য গোপন করিয়াছেন এবং রমাদেবী যাঁহার শ্রীপাদপদ্মের সেবা করিয়া থাকেন, তিনি গ্রাম্যজনের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছেন। নানারূপে বর্ত্তমান বিষ্ণু প্রভৃতি স্বীয় সর্ব্বস্বরূপের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, দ্বারকা ও বৈকুণ্ঠাদিস্থিত ভূষণ, আয়ুধাদি পরিচ্ছদ ও গৃহাসনাদি দূরে পরিহার করিয়া আনুষঙ্গিক পারমৈশ্বর্য্য, অনন্তশরণা মহালক্ষ্মী ও অনন্তগতি শ্রীনারদাদি ভৃত্যবর্গকেও অনাদর করিয়া ভৌম-মাথুর-গোলোকে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সমগ্র শ্রীভগবদ্রূপে অখিল মাহাত্ম্য একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই বিন্যস্তিত আছে। অন্যত্র অন্যের সহিত ক্রীড়া করিয়া যে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, মথুরা-ব্রজবাসিগণের সহিত যথেচ্ছ বিহার করিয়া সেই সুখ লাভ করিবার জন্যই ভগবান্ শ্রীমথুরাব্রজে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সমগ্র ভগবদ্রূপের অখিল মাহাত্ম্য একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে বিরাজিত আছে। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণাবতারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজভূমিতে যে পরমাদ্ভুত নিজ সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া থাকেন, সেইরূপ সৌন্দর্য্য-সুশোভিত হইয়া অন্যত্র গমন করিলেও অন্তর্ধানই অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ-দ্বারকাদিবাসিগণ ব্রজবাসিগণের সেই ভাব ধারণ করিতে সমর্থ হন না। কালবিশেষের

ন্যায় দেশবিশেষেও শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য বিশেষ প্রকটিত হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণের অপরিচ্ছিন্নস্থায়ী কৈশোর-দশা (পঞ্চদশ বর্ষান্তর্গত অবস্থা) কর্তৃক অবলম্বিত বৃন্দাবন প্রতিক্ষণ নবনবায়মান বলিয়া প্রতীত হইতেছে। এই নূতনত্বের কোন সময়ই শেষ নাই। যদিও শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীভগবান্ কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর—এই তিন অবস্থাতেই ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তথাপি কৈশোরদশাই তাঁহার ভক্তদকলের অভীষ্ট হইয়া থাকে। মহালক্ষ্মী ও রুক্মিণী প্রভৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ প্রেয়সীবর্গ পতিপুত্রাদি লোকসমূহ, ধর্মসমূহ, এমন কি, লজ্জাও পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছিলেন। উপনিষদ্রূপ শ্রীমুখদ্বারা, পুরাণাদিরূপ বাক্যামৃতদ্বারা ও সাক্ষাৎ শ্রীমুখের দ্বারা শ্রীভগবান্ যাহা করিতে পারেন নাই, শ্রীকৃষ্ণের লাবণ্যময়ী মোহনবংশী বিস্ময়ভরভোগে তাহা সম্পাদন করিয়াছেন। বংশীরব সচেতনকে অচেতন, অচেতনকে সচেতন করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধ করিয়া থাকে; গোপ্য সর্বস্বসারের পরিপাকময় রাসলীলা যাহাদ্বারা-বাধুরীর চরম-সীমা প্রকটিত করিতেছে। সেই রাস লক্ষ্মীরও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। গোকুলজাত জনগণের পরম-মহত্ত্ব একমাত্র ব্রহ্মা ও গোপীগণের পরম-মহত্ত্ব শ্রীউদ্ধব অবগত হইয়া তাঁহারা যথাক্রমে শ্রীবৃন্দাবনবাসিগণের মধ্যে যে-কোন পদার্থের চরণরেণু প্রার্থনা ও শ্রীগোপিকাদিগের চরণরেণুবিশিষ্ট তৃণ-গুল্মাদির ভাব প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

বন্ধুসকলের হিতৈষী পরমচতুর অক্রূর যেন বলপূর্বকই শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজ হইতে মথুরায় লইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীব্রজজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিদিগকে কখনও ত্যাগ করিতে সমর্থ হন না। কারণ, তিনি ব্রজ হইতেই বারংবার মধুপুরী গমন করিয়া থাকেন; কিন্তু সেই ব্রজে স্থিরভাবে বাস করেন ও ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তবে যে ব্রজবাসিগণের বিরহ-দুঃখ প্রকট হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে, পরমকৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ বিরহজাত ভাবোর্মিতে নিজ মনোরম বিবিধ চেষ্টা নিরীক্ষণ করিবার জন্যই শ্রীবৃন্দাবনাদি লতাগৃহের অন্তরালের মধ্যে মধ্যে অন্তর্হিতের ন্যায় বিবিধ লীলার কোন একটী ছলক্রমে কখনও কখনও অন্তর্হিত হইয়া থাকেন। যাহারা বিরহের লেশমাত্রও সহ্য করিতে পারে না, তাঁহাদের প্রতি তিনি যে এইরূপ ব্যবহার করেন, তাহার কারণ এই যে, তিনি যদাকর্ণচূড়াবধি পরমপ্রিয় ব্রজবাসিবৃন্দকে পরমপ্রেমবিশেষাখ্য কোন অতুলনীয় দ্রব্য সমর্পণ করিবার জন্যই অন্তর্ধানাদিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, যেহেতু বিরহের দ্বারাই পরম-প্রেমবিশেষের পরিপুষ্টি হইয়া থাকে। মাথুর-ব্রজমণ্ডলী ভূমিতে ভগবান্ যেরূপ ক্রীড়া করিয়া থাকেন, গোলোকেও সেইরূপই ক্রীড়া করিয়া থাকেন। মাথুর-গোকুল ও গোলোকে কোন ভেদ নাই। কেবল শ্রীব্রজভূমিতে শ্রীনন্দাদির সহিত বিরাজমান শ্রীভগবান্ সর্বদা সকলের নয়নগোচর হন না। কিন্তু কোন দ্বাপরযুগের শেষে সকলেরই দৃষ্ট হইয়া থাকেন; তবে অন্য সময়ও কদাচিৎ কোন পরমৈকান্তিকবর তাঁহার দর্শন লাভ করেন, কিন্তু গোলোকে সর্বদাই সকলের নয়নগোচর হইয়া থাকেন।

গোলোক-প্রাপ্তি অতীব দুর্ঘট এবং সেই প্রাপ্তির সাধনও অতীব দুর্ঘট, অথচ তাহা নির্মল চেতনের অতীব সহজ ব্যাপার।

প্রাণিগণ প্রায়ই হিতাহিত বিবেচনারহিত। প্রাণি-গণের মধ্যে মনুষ্যগণ হিতাহিত বিবেচনাবিশিষ্ট; সেই মনুষ্যের কেহ কেহ সদাচারবান্ ও বিচারবান্। তাহাদের মধ্যে বহু লোকই অর্থকাম-পরায়ণ। যদি বা কেহ কেহ ধর্মপরায়ণ হন, তথাপি তাঁহারা যশোলিপ্সার জন্য ধর্মাচরণ করিয়া থাকেন; কেহ বা স্বর্গলাভাদির উদ্দেশ্যে ধর্ম করেন, অতি অল্প লোকই নিষ্কাম-ধর্মে রত হন। তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প লোক অন্তর্বৈরাগ্যযুক্ত মুমুক্ষু হন; তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ যোগাভ্যাসনিষ্ঠ; কেহ বা প্রাপ্তাত্মতত্ত্ব; কেহ কেহ বা মুক্ত বলিয়া গণিত হন। তাঁহাদিগের মধ্যেই কেহ কেহ জীবন্মুক্তাবস্থায় প্রারব্ধ ভোগ করিয়া থাকেন; তন্মধ্যে কেহ কেহ সিদ্ধি লাভ করেন। সেই সিদ্ধ মুক্তগণের মধ্যে অতি অল্প ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তিতৎপর হন এবং ভগবদনুগ্রহ-বলে লোককে তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান করিতে পারেন। সেই সেই ভক্তিরত পুরুষগণের মধ্যে শ্রীনন্দনগোপ্যাদের শ্রীপাদপদ্মে একমাত্র সৌহার্দবিশিষ্ট ভক্ত অতীব দুর্লভ।

গোলোকপ্রাপ্তি প্রেমেরই বৈভবস্বরূপ, অতএব প্রেম হইতে পৃথক্ নহে। লবণ-ব্যতীত যেরূপ ব্যঞ্জন, সুধা-ব্যতীত যেরূপ ভোগ্যসামগ্রী, অর্থবোধ-ব্যতীত যেরূপ শব্দপাঠ, ফল-ব্যতীত যেরূপ উদ্যান-শ্রম ব্যর্থ হয়, সেইরূপ প্রেম-ব্যতীত নববা মুকুন্দভক্তিও ব্যর্থ হইয়া থাকে।

গোপীগণের মধ্যে শুপ্রসিদ্ধা পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধিকা ও তদনুচরিগণের যদি কৃপা হয়, তবে প্রেম অনুভূত হইতে পারে, অন্য কোন উপায়েই হয় না। দীনতা-ব্যতীত গোলোকপ্রাপক প্রেমের উদয় হইবে না। গোপীগণ প্রত্যেকেই চিন্তা করিয়া থাকেন,—'আমার কি এমন সৌভাগ্য হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ আমাকে অধম দাসী বলিয়া গণনা করিবেন?' গোপসকলও শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয়তম হইলেও আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস বলিয়াই গণনা করিয়া থাকেন। যদিও শ্রীবৈকুণ্ঠবাসীদিগের ভক্তিস্বভাববলে শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দের ভজনানন্দ-বিষয়ের তৃপ্তি নাই, তথাপি বৈকুণ্ঠ-পার্ষদগণ প্রত্যেকেই চিন্তা করিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের সকলের উপরে পরমশক্তিমান্ শ্রীভগবানের কৃপারাশি নির্ব্বিশেষে বর্ত্তমান আছে। এজন্যই বৈকুণ্ঠবাসিগণের অপেক্ষা গোলোকবাসিগণের উৎকৃষ্টতা। গোলোকে যে দুঃখ বর্ত্তমান, সেই দুঃখসকল বৈকুণ্ঠ-সুখের মস্তকোপরি বারংবার নৃত্য করে ও তথায় যে শোক বর্ত্তমান, সেই শোকও সমগ্র আনন্দরাশির উপর পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিয়া থাকে।

স্বর্গলোকের উর্দ্ধে ব্রহ্মর্ষিগণ-সেবিত যে ব্রহ্মার লোক অর্থাৎ সত্যলোক, ('ভূলোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য নাভিতঃ। স্বর্লোকঃ কল্পিতো মূর্দ্ধ্নঃ' এই প্রমাণানুসারে স্বর্গ হইতে সত্যলোকই 'স্বর্গ'-শব্দবাচ্য অর্থাৎ স্বর্গ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য) তৎপর্য্যন্তই ব্রহ্মাণ্ডের সীমা। তাহার উপরে ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মধাম-লোকই বৈকুণ্ঠলোক, কারণ উহা সচ্চিদানন্দঘন। পূর্ব্বে যে আবরণসকলের উল্লেখ হইয়াছে, ঐ আবরণসমূহ 'লোক' বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে। তথায় উমাসহ উমাপতি এবং জ্যোতিঃস্বরূপে মহাত্মগণ অর্থাৎ মুক্তগণ বাস করিয়া থাকেন। তাহার উপরে গোলোক। সুকৃতকর্ম্মা পুরুষসকলের মধ্যে স্বর্গ হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত শমদমাদির গতি। ব্রহ্মলোক বা বৈকুণ্ঠ-লোক ব্রাহ্ম-তপস্যা অর্থাৎ বৈষ্ণব-তপস্যার পরমাগতি, কিন্তু সেই গোলোক দুরারোহ।

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবী-মহেশ-হরি-ধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥
(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৩)

সর্ব্বোপরি অবস্থিত গোলোকধাম। ব্রহ্মা তাহা উর্দ্ধে লক্ষ্য করিয়া নিজের অবস্থিতি-ভূমি হইতে অধস্তন ধামগুলি বলিতেছেন—প্রথমে 'দেবীধাম' অর্থাৎ এই জড়জগৎ; ইহাতেই 'সত্যলোক' প্রভৃতি চৌদ্দটী লোক আছে। তদুপরি শিবধাম; সেই ধাম 'মহাকালধাম'নামে একাংশে অন্ধকারময়। সেই অংশ ভেদ করিয়া মহা-আলোকময় সদাশিব-লোক। তদুপরি হরিধাম অর্থাৎ চিজ্জগৎ বৈকুণ্ঠ-লোক। দেবীধামের মায়া-বৈভবরূপ প্রভাব এবং শিবধামের কাল ও প্রধানের বৃহৎ-প্রভাব, তথা বিভিন্নাংশগত স্বাংশাভাস-ময় প্রভাব। কিন্তু হরিধামের চিদৈশ্বর্য্য-প্রভাব এবং গোলোকের সর্ব্বৈশ্বর্য্য-বিলাসকারী মহাযাদুর্য্য-প্রভাব। সেই সমস্ত প্রভাবনিচয় সেই-সেই ধামে গোবিন্দই সাক্ষাৎ ও গৌণ বিভব-দ্বারা বিধান করিয়াছেন।

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্
নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে॥
(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৫৬)

যে-স্থলে চিন্ময়ী লক্ষ্মীগণ কান্তারূপা, পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র কান্ত, দ্রুমমাত্রই চিন্তামণি-কল্পতরু, ভূমি-মাত্রই চিন্তামণি অর্থাৎ চিন্ময় মণিবিশেষ, জল-মাত্রই অমৃত, কথা-মাত্রই গান, গমন-মাত্রই নাট্য, বংশী প্রিয়সখী, জ্যোতিঃ চিদানন্দময়, পরমচিৎপদার্থ-মাত্রই আস্বাদ্য বা ভোগ্য; যে-স্থলে কোটি কোটি সুরভী হইতে চিন্ময় মহা-ক্ষীরসমুদ্র নিরন্তর স্রাবিত হইতেছে, তথা ভূত ও ভবিষ্যৎরূপ খণ্ডত্ব-রহিত চিন্ময়কাল নিত্য বর্ত্তমান, সুতরাং নিমেষার্দ্ধও ভূতধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না, সেই শ্বেত-দ্বীপরূপ পরমপীঠকে আমি ভজন করি। সেই ধামকে এই জড়জগতে বিরল-চর অতি অল্পসংখ্যক সাধুব্যক্তিই গোলোক বলিয়া জানেন।

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু 'সংক্ষেপ-ভাগবতামৃতে' এইরূপ বিচার করিয়াছেন,—

মথুরা ও দ্বারকাভেদে শ্রীকৃষ্ণের ধাম দ্বিবিধ। তন্মধ্যে গোকুল এবং মধুপুরীভেদে মাথুরধামও দ্বিবিধ। গোলোক বলিয়া যে শ্রীকৃষ্ণের ধাম, তাহা গোকুলেরই বিবৃতি। গোলোক অপেক্ষা গোকুলের মহিমাধিক্য-হেতু গোলোককে গোকুলের বৈভব বলা হইল। যথা পাতালখণ্ডে—বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও গরীয়সী মধুপুরী বলা। এই মধুপুরীতে একদিন-মাত্র বাস করিলেও হরিভক্তি সঞ্জাত হয়। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া (হরিদ্বার ও গৌরজন্মস্থান শ্রীমায়াপুর), কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী ও দ্বারাবতী—এই সাত পুরী মোক্ষদায়িনী। হে দেবি! এই সপ্তপুরীর মধ্যে মাথুরমণ্ডল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা মাথুরের মহিমাতিশয় শ্রবণ কর। পদ্ম-পুরাণেও এই মাথুরধামের নিত্যতা বলিয়াছেন,—"আমার মথুরা, বৃন্দাবন, যমুনা, গোপকন্যা ও গোপবালক ইহা-দিগকে নিত্যরূপ বলিয়া জানিবে।" সেই কৃষ্ণস্বরূপ অমৃত মাথুরমণ্ডল, পরিচ্ছিন্ন হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের লীলানুসারে বিস্তৃত এবং সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন। এই মাথুরমণ্ডলেই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের পর্য্যাপ্তি হইয়া থাকে। ব্রহ্মা এই শ্রীবৃন্দাবনে চতুর্মুখ-নামক প্রদেশে তাহা অনুভব করিয়াছেন। অতএব শ্রীরাসলীলাসময়ে সেই যমুনাপুলিনে যে শতকোটি গোপী পরিমিত হইয়াছিল, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? প্রভুর পরিকর, ধাম এবং সময়ের অচিন্ত্য প্রভাবহেতু এই শ্রীকৃষ্ণে কিছুই দুর্ঘট হয় না। বিচক্ষণগণ দ্বারকাতেও প্রভুর লীলাদির এতাদৃশ অচিন্ত্য-প্রভাব বলিয়া জানিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—(ভাঃ ১১।৩১।২৩-২৪ শ্লোক) "শ্রীহরি শ্রীদ্বারকা পরিত্যাগ করিলে, যিনি স্মরণমাত্রেই অশেষ অশুভের নাশ ও সর্ব্ববিধ মঙ্গলের মঙ্গলত্ব সাধন করেন, হে মহারাজ! সেই শ্রীভগবদ্ধামের পরিত্যাগ করিয়া, সমুদ্র অপর দ্বারকা-বিভাগকে ক্ষণমধ্যে জলপ্লাবিত করিয়াছিলেন। যেহেতু ভগবান্ শ্রীমধুসূদন শ্রীদ্বারকায় নিত্যই সন্নিহিত আছেন।" অনন্তর একই ভগবদ্ধামে একই সময়ে যে নানাবিধ রূপের ও সময়ের বৈচিত্র্য, ভগবদ্ধামের দ্বারকাধামের এই আর একপ্রকার বৈভব দেবর্ষি শ্রীনারদের দর্শনানুসারে ব্যক্ত আছে। শ্রীকৃষ্ণের লীলানুগত চন্দ্র-সূর্য্যাদি অপ্রাকৃত, কিন্তু প্রাকৃত গ্রহ হইতে ভিন্ন হইলেও প্রকট-প্রভাবগত লীলা-পরিকরগণ ঐ চন্দ্র-সূর্য্যকে প্রাকৃতের ন্যায় অনুভব করেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ ত্রিবিধ ধামে সর্ব্বদাই বিহার করিতেছেন। তথাপি গোকুলে তাঁহার মাধুরী সর্ব্বাতিশায়িনী। শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্বিধ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য, ক্রীড়া, বেণু এবং শ্রীবিগ্রহের মাধুরী ব্রজে বিরাজমান আছেন।

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ 'উপদেশামৃতে' এইরূপ বলিয়াছেন,—

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী
তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণা-
তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ
প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ-
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে
সেবাং বিবেকী ন কঃ॥
(উপদেশামৃত—৯)

পরব্যোমধামস্থ বৈকুণ্ঠ ভগবদ্ধাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা ভগবানের জন্ম-নিবন্ধন মাথুরমণ্ডলের শ্রেষ্ঠতা। কৃষ্ণের রাসস্থলী বৃন্দাবন মথুরা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বচ্ছন্দ-বিহারস্থলী গোবর্দ্ধন বৃন্দাবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণপ্রেমা-মৃতের পূর্ণতম প্লাবনক্ষেত্র বলিয়া গোবর্দ্ধন অপেক্ষা রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ। কোন্ সুবিচক্ষণ সজ্জন গোবর্দ্ধন-গিরিতটে প্রকাশ-মান্ শ্রীরাধাকুণ্ডসেবা বর্জ্জিত হইয়া অন্য সেবায় মনোভিনিবেশ করিবেন? শ্রীমদ্বাপ্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীরূপ-গোস্বামিপ্রভু শ্রীগৌরহরির হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চতম ভাব শ্রীরাধা-কুণ্ডসেবাকেই পরমপরাকাষ্ঠা-সেবারূপে উপদেশ দিয়াছেন। ইহা শ্রীনিম্বার্কাদি সম্প্রদায়স্থ বৈষ্ণবের বা গৌরভক্তিহীন মধুররসাশ্রিত ভক্তগণেরও সম্পূর্ণ দুর্জ্ঞেয় ও অগম্য।

কর্ণিন্যাঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া
যাদৃঙ্ মধূর্জ্জায়িন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ
প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশ-
স্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা

প্রেষ্ঠা ভবদ্বিধং ভগবৎসমসী
তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ?
(উপদেশামৃত—১০)

যথেচ্ছাচার-পরায়ণ জীবগণ অপেক্ষা সর্ব্বনিষ্ঠ সুকর্ম্মিগণ কৃষ্ণের প্রিয়, কর্ম্মী অপেক্ষা জ্ঞানমিশ্রবর্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়, জ্ঞানী অপেক্ষা শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়, শুদ্ধভক্ত অপেক্ষা প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়, প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত অপেক্ষা ব্রজসুন্দরীগণ কৃষ্ণের প্রিয়, ব্রজসুন্দরীগণ অপেক্ষা শ্রীমতী বার্ষভানবী কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণের যেরূপ প্রিয়তমা, তাঁহার কুণ্ডও কৃষ্ণের তদ্রূপ প্রিয়। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবিশিষ্ট কৃষ্ণভক্ত অনন্যভাবে শ্রীরাধাকুণ্ডই আশ্রয় করিবেন।

বৈষ্ণব-সেবা ●

মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ (শ্রীবিগ্রহ), নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণব পতিত বদ্ধ জীবের জন্য প্রপঞ্চে নিত্য অবতীর্ণ থাকেন। পতিতের জন্য—দুর্গতের জন্য এই অন্বয়জ্ঞান চারি বস্তুর কৃপার যেমন সীমা নাই—হেতু নাই বা কোন কুণ্ঠা নাই, তেমনই আবার বদ্ধজীবের দুর্ভাগ্যের পরিচয়ও এই যে, স্বেচ্ছাপ্রণোদিতা, কেবলা, অহৈতুকী, অপ্রতিহতা এই কৃপার প্রতি বিমুখ সে হইবেই হইবে। ইহারই নাম বদ্ধতা। কৃপার প্রতি উন্মুখতা উপস্থিত হইলে মায়ার বন্ধন মোচনের সময় হইয়াছে জানিতে হইবে। কৃপাসিন্ধু এই চারি তত্ত্বই সেব্য। সেব্যবস্তুর কৃপাই হইতেছে—সেবককে স্বীয় সেবা প্রদান করা। সেবা-ব্যতীত সেবক যদি অন্যবস্তু চাহেন, অথবা সেব্য যদি অন্যবস্তু দান করেন, তবে আর সেখানে সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ থাকিল না। সেখানে হয় সেবক, সেবক নহেন—বণিক্, অথবা সেব্য, সেব্য নহেন—বঞ্চক পাটোয়ার অথবা উভয়েই বণিগ্‌বৃত্তিবিশিষ্ট। জীব স্বরূপতঃ সেবক এবং এই চারি তত্ত্বই জীবের নিত্য সেব্যবস্তু। কাজেই যখনই স্বরূপের উদ্বোধন হইতে আরম্ভ হয়, তখনই এই চারি তত্ত্বে সেবার প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে উন্মেষিত হইতে থাকে। এই চারি তত্ত্বের মধ্যে বৈষ্ণবের কৃপাই অধিকভাবে মায়াবদ্ধ জীবকে মঙ্গল দান করিয়া থাকে। আবার ইহাও দেখা যায়, বৈষ্ণব-কৃপাবরণেই জীব সর্ব্বাপেক্ষা বিমুখ। বৈষ্ণব-সেবাপ্রবৃত্তি সহসা আগরূক হয় না। বৈষ্ণবই মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ ও শ্রীনামব্রহ্মের কৃপা জীবকে জানাইয়া দেন এবং বৈষ্ণবের কৃপাতেই তাহা লাভ হইয়া থাকে।

শাস্ত্র বলেন,—"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে। স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥" অল্পপুণ্যবান্ অর্থাৎ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি যাহাদের নাই, তাহাদের এই চারি তত্ত্বে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা হয় না। মহাপ্রসাদের তত্ত্ব না বুঝিয়া তাঁহাকে ভোগ্য জ্ঞান করে, এইজন্য মহাপ্রসাদে যাহা আদর বদ্ধজীবে দেখা যায়। শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহ আমাকে সাক্ষাদ্ভাবে নিয়মন করেন না, পরন্তু নয়নের তৃপ্তিদায়ক বলিয়া তাহাতেও কিছু আদর দেখা যায়। নামব্রহ্ম আমাদের বিষয়সুখান্বেষী কর্ণ ও মনকে বাধা দেন বলিয়া তাঁহাতে অনাদর হয়; কখনও জ্ঞানপিপাসা বা কর্ণ ও মনের সুখের জন্য হরিকথার বিচারসমূহে বা সুর-তালাদিতে রুচি হয়। ঐগুলি শব্দব্রহ্মের বাহ্য ও দূর আবরণমাত্র। বৈষ্ণব আমাদিগকে নিয়মন ও শাসন দ্বারা আমাদের বিমুখতাকে বাধা দেন, কাজেই বদ্ধজীব স্বভাবতই বৈষ্ণববিরোধী।

জীব যখনই উন্মুখ হয়, তখনই তাহার লক্ষণ প্রকাশ পায় বৈষ্ণবসেবাপ্রবৃত্তির মধ্য দিয়া। উন্মুখতার ঈষৎ বিকাশ পাইলেই জীব বৈষ্ণবের আচরণের অনুমোদন করিয়া থাকে; বৈষ্ণবের আচরণ এবং ক্রিয়ামুদ্রা তাহার চিত্তে বিরোধি-ভাবের উদয় করায় না। যদি তাহার সুকৃতির জোর থাকে, তাহা হইলে এই অনুমোদন হইতে আদর উপস্থিত হয়। যদি সে বহু ভাগ্যবান্ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আদর হইতে শ্রদ্ধা উদিত হয়। শ্রদ্ধা হইতে বিশ্রম্ভ ও ক্রমশঃ গাঢ় প্রীতি হইয়া থাকে। "কিরূপে পাইব সেবা" প্রভৃতি গাঢ় প্রীতিময়ী উক্তি। যদি বৈষ্ণবের আচরণ ও ক্রিয়ামুদ্রা

['গৌড়ীয়ে'র জনৈক গ্রাহক-কর্ত্তৃক লিখিত]

অনুমোদন করিয়াও ক্রমে তাহাতে আদর ও শ্রদ্ধা না হয়, তবে জানিতে হইবে নিশ্চয়ই বৈষ্ণবাপরাধ কিছু ঘটিয়াছে। প্রকৃত শ্রদ্ধা হইলে—সে শ্রদ্ধার চ্যুতি হয় না। শ্রদ্ধা যদি কোমল হয়, তাহা হইলে বিরুদ্ধার্থে আঘাত পড়িলে শুদ্ধ-বৈষ্ণবে বিশ্বাস প্রায়শঃই থাকে না। শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস না থাকিলে তাঁহাতে বা তাঁহার বাণীতে অর্থাৎ আদেশ ও উপদেশ পালনে আদরও থাকে না। বিশ্রম্ভভাব না আসিলে সেবাবৃদ্ধি উদিত হয় না। মমত্ববোধ যেখানে নাই, সেখানে সেবা করিবার প্রেরণা থাকিতেই পারে না। কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি বৈষ্ণবের সহিত সংযোগিতা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে পারেন। শাস্ত্র বা মহাজন-মুখে বৈষ্ণবসেবার কথা শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধিবশে তিনি সংযোগিতা করিবার যে চেষ্টাটুকু করেন, শ্রদ্ধার অভাবে অনাদর উপস্থিত হইলে সেই সংযোগিতা করিবার প্রবৃত্তিও আর থাকে না। কখনও কখনও বাহিরের ঠাট বজায় থাকিলেও শুদ্ধবৈষ্ণবে আদর না থাকায় তাঁহাদের আচরণ ও বাণীকে আমরা কিছুতেই অন্তর হইতে অনুমোদন করিতে পারি না। তখন সন্দেহ, বিরক্তি প্রভৃতি আসিয়া যায়। এইরূপ চিত্তবৃত্তি লইয়া কি সহযোগিতার ঠাট বজায় রাখা চলে? কাজেই পূরভবিষ্যতে অসহযোগিতা এবং পরে প্রতিযোগিতা বা বিরোধিতা করাই স্বভাব হইয়া দাঁড়ায়।

বৈষ্ণবসেবা-প্রবৃত্তির বিকাশ যেখানে যত বেশী দেখা যাইবে, সেখানে ছেদনের বিকাশও ততটাই জানিতে হইবে। তেমনই আবার যেখানে বৈষ্ণববিরোধ দেখা যায় অর্থাৎ যেখানে শুদ্ধবৈষ্ণবের বাণী বা আচরণকে অনুমোদন পর্য্যন্ত করিতে না পারিয়া অসহযোগ অথবা তদপেক্ষা শোচনীয় অবস্থায় প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়, সেখানে ছেদনবৃত্তির সু-সুপ্তাবস্থা—পঙ্গু অবস্থা জানিতে হইবে। ছেদনের আসুরতাবস্থা চরমদশায় উপনীত হইলে সে বৈষ্ণববিরোধে প্রবৃত্ত হয়।

"বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়"। কাজেই অত্যন্ত অজ্ঞ, মূর্খ, বদ্ধজীব সাধন-রাজ্যে প্রবেশের মুখে বৈষ্ণবের আচরণ বা বাণীতে দৃঢ়শ্রদ্ধা বা আদরও সকল সময় করিতে পারে না, তবুও যদি সে শুদ্ধ বা পতিত না হইয়া থাকে, যদি তাহার ভজন-প্রগতি থাকে তবে সে নিশ্চয়ই শুদ্ধবৈষ্ণবের বাণী ও আচরণ অনুমোদন করিবে বা অন্তর হইতে অনুমোদন করিবার জন্য সর্ব্বদা ইচ্ছাবিশিষ্ট থাকিবে, সংশয়, বিরক্তি বা বিরোধ প্রকাশ করিতেই পারিবে না। আমাদের ভজনের প্রগতির পরিমাপ অর্থাৎ আমরা অগ্রসর হইতেছি কি না, কতদূর অগ্রসর হইলাম অথবা স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছি কি না, কিম্বা বিপরীত গতি লাভ করিলাম কি না, ইহা জানিতে পারি—বৈষ্ণবের প্রতি আমাদের চিত্তবৃত্তি দেখিয়া। শুদ্ধবৈষ্ণবের বাণী ও আচরণে অনুমোদন, আদর অথবা বিশ্বাস আমার আছে কি না অথবা উদিত হইতেছে কি না, বিচার করিলেই আমার ভজনগতি বুঝা যাইবে। যিনি সর্ব্বক্ষণ আদর করিতে না পারিলেও শুদ্ধ-বৈষ্ণবের বাণী ও আচরণ অনুমোদন করিতেছেন (অবশ্য দায় ঠেকিয়া যাহা অনুমোদন নহে) তাঁহার মধ্যে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সহিত adjust করিবার একটা চেষ্টা রহিয়াছে। ভাগ্য ভাল থাকিলে adjusted হইয়া যাইতে পারেন। Adjusted হইতে পারিলে তখন আর ভয় নাই, কারণ তখন স্বজাতীয়াশয় বিশ্রম্ভভাব আসিয়া যায়।

১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একদিন শ্রীল ভক্তিসুধাকরপ্রভু শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রবণসদনে ইষ্টগোষ্ঠী-সভায় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের "প্রাত্যহিক Progressএর একটা Tangible result চাই" এই বাণীটি কীর্ত্তন করিতেছিলেন। তখন কোন শ্রোতা প্রশ্ন করেন,—"এই Tangible result টি কি ও তাহা কি করিয়া বুঝা যায়?" তাহার উত্তরে শ্রীল ভক্তিসুধাকরপ্রভু বলেন, "শুদ্ধবৈষ্ণবের personalityর প্রতি আমার একটা personal attachment যদি ক্রমশঃ বাড়িতে দেখা যায়, তবেই tangible result পাওয়া গেল। টানটা ব্যক্তিগত জিনিষ। শ্রীল আচার্য্যদেব এত বড় মিশনের Controlling Authority অথবা তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভা, ধীশক্তি, বিচার-নৈপুণ্য, ব্যক্তিত্বের প্রভাব দশজনের আদরের বিষয় জানিয়া আমিও সেই দশজনের একজন হইয়া যদি আচার্য্যদেবের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করি, তাহা দ্বারা অধিক ফল হইবে না। যদি সমস্ত জগৎ তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, যদি তাঁহার নিত্যসিদ্ধ গুণসমূহের বাহ্য প্রকাশকে তিনি সংগোপন করেন, যদি মিশনের সহিত তিনি বাহ্য-নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করেন অথবা মিশনের বাহ্য অঙ্গ তাঁহার আনুগত্য করিতে না পারে তবুও তাঁহার প্রতি যদি ব্যক্তিগত টান

থাকে, আমি তাহাকেই লক্ষ্য করিতেছি। সেখানে আমার চিত্ত ও তাঁহার পাদপদ্ম-ব্যতীত তৃতীয় বস্তুর অপেক্ষা নাই। সেবা করিলেই বুঝা যায়। আমি খাইয়াছি কি না, তাহা খাইলেই ঠিক বুঝিব। তবে সেবার মত অত বড় কথা বলিতে চাই না; আমি কেবলমাত্র এইটুকু বলি যে, এ জীবনটা যাহাতে বৈষ্ণবাপরাধ না করিয়া কাটাইয়া যাইতে পারি, এই চেষ্টাটাই করি।" তখন আর একজন প্রশ্ন করিলেন,—"কি ভাবে চলিলে আমরা বৈষ্ণবাপরাধের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারি?" তাহার উত্তরে শ্রীল ভক্তিসুধাকরপ্রভু বলিলেন,—"দেখুন, গ্রন্থ পড়িয়া বা বিচার করিয়া আমরা বৈষ্ণবাপরাধ হইতে মুক্ত থাকিতে পারিব না। তবে যদি বৈষ্ণবে মমত্ববোধ হয়, তাহা হইলে সহজে আপনা হইতে অপরাধ করিবার মত চিত্তবৃত্তি অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। অপরাধের মূলে থাকে মাৎসর্য্য। মমত্ব বা প্রীতি যেখানে নাই, সেখানেই মাৎসর্য্য। আপনার জনের প্রতি মাৎসর্য্য আসে না।"

চেতনের গতিরেখাটি এক। যেখানে চেতনের পরিপূর্ণ বিকাশ, সেখানে বৈষ্ণব-সেবাপ্রবৃত্তি পূর্ণ প্রস্ফুটিত; যেখানে চেতন সম্পূর্ণ আবৃত—সেখানে বৈষ্ণবাপরাধ। একই গতি-রেখার বিপরীত দুইটী সীমার ন্যায় সেবা ও অপরাধ। আমাদের চিত্ত বিচার করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, আমাদের গতি কোন্ দিকে। বৈষ্ণবসেবা বলিতে আমরা যেন আবার মনুষ্যবিশেষের সেবা না বুঝি। গৌরাঙ্গ হইতে যেমন গুরুকে পৃথক্ করা যায় না, তেমনই গুরুদেবকে বৈষ্ণব-হইতে পৃথক্ করা যায় না। শ্রীগুরুদেব বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। যদি আমাদের চিত্তবৃত্তি তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া বৈষ্ণব-সেবায় উদ্বুদ্ধ না হয়, তবে বৈষ্ণবসেবা হইতে পারে না। আমাদের মূল সম্বন্ধ গুরুপাদপদ্মের সহিত। বৈষ্ণব তাঁহার প্রিয়জন, আর আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের অযোগ্য দাসাভাস, এই সম্বন্ধ ঠিক থাকা দরকার। অযোগ্য হইলেও আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ধূলি—শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত আমার সম্বন্ধ আছে, এ অভিমান আমার থাকিবে। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধ যদি না থাকে, তাহা হইলে অন্যান্য বৈষ্ণবে অমল শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না; কারণ, আমাদের মূল সম্বন্ধ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত। মূলে ভুল হইলে সমস্তই ভুল হইয়া যায়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীল বৃন্দাবন-দাস ঠাকুর, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর সন্তান-নামধারী অথবা শিষ্যক্রব, যাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মানে নাই, অথচ শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে অত্যন্ত আদর (?) প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাদিগকে শ্রীঅদ্বৈতের গণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কারণ তাহারা মূলবস্তুতে শ্রদ্ধাহীন। মূল কাটিয়া আগার আদর করিলে কি হইবে? শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ উপদেশ করিয়াছেন,—"শ্রীগুর্ব্বাজ্ঞা তৎসেবনাবিরোধেন চ অন্যেষামপি বৈষ্ণবানাং পূজনং শ্রেয়ঃ।" (ভঃ সঃ ২৩৮ অনুঃ)। আমার জীবাত্মা শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রিয় ধারণা, শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রতি প্রচুরভাবে মমত্ববোধ আসে। গুরুপাদ-পদ্মে প্রীতি থাকিলে ইহার অন্যথা হয় না। যদি গুরু-পাদপদ্মে প্রীতি দেখা যায়, অথচ তাঁহার প্রিয় বৈষ্ণবগণের প্রতি সেবাপ্রবৃত্তির উদ্রেক দেখা না যায়, তবে শ্রীগুরুদেবে কেবলমাত্র প্রীতির অভিনয় হইয়াছে, উহার মূলে দম্ভ, মাৎসর্য্য, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি আছে জানিতে হইবে। তেমনই যদি কোন বৈষ্ণবে প্রীতি, শ্রদ্ধা বা আদর আছে, অথচ শ্রীগুরু পাদপদ্মে প্রীতিহীন দেখা যায়, সেখানেও অন্যাভিলাষ এবং ইতরাভিসন্ধি আছে, ইহা ধ্রুবসত্য।

বৈষ্ণবের সন্তোষবিধানেই বৈষ্ণব-সেবা। নিজের হৃদয়ের মূঢ়তায় বৈষ্ণবকে রাখিতে যাইতে হইবে না। বৈষ্ণব শ্রীগুরু-পাদপদ্মের বৈভব—শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্তোষেই শ্রীবৈষ্ণববৃন্দ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। আমার বৈষ্ণবসেবা-দ্বারা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সন্তোষ-বিধান হইতেছে কি না, এদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। নতুবা শুনিয়াছি বৈষ্ণব-সেবা করিতে হয়, অতএব কাহারও পরিচর্য্যা, আদেশ-পালন, অথবা সেবা-সাহায্য করিতে নিযুক্ত হইয়া অন্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায় করিয়া যাইতেছি, এরূপ করিলেও হইবে না; কিম্বা বিচারের নামে বৈষ্ণব-ছিদ্রান্বেষী, বৈষ্ণবাজ্ঞা হেলনকারী, দাম্ভিক বা সর্ব্বজ্ঞ-ম্মন্য হইয়া "আমি ত' বৈষ্ণব" অভিমানে নিরয়গামীও হইতে হইবে না। প্রতি পদবিক্ষেপে লক্ষ্য রাখিতে হইবে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সন্তোষ-বিধান হইতেছে কি না? শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সহিত সমচিত্ত হইলেই পূর্ণভাবে তাঁহার সন্তোষ-বিধান সম্ভব এবং যথাযোগ্য বৈষ্ণব-সেবার অধিকার হয়। সমচিত্তই বিশ্রম্ভ সেবক। সেবক যদি অকুটিল হয়, তাহা হইলে কোমলশ্রদ্ধ অবস্থায় শ্রীগুরুকৃপাই তাহার বৈষ্ণবসেবা-

প্রবৃত্তিকে রক্ষা করে। তাহার নিষ্কাধিকারদলিত অজ্ঞতা শ্রীগুরুকৃপাবলের জন্য তাহাকে বিশেষ বাধা দিতে পারে না। কিন্তু অকুটিলের লক্ষণই এই যে, শ্রীগুরুকৃপায় তাহার অজ্ঞতা বেশী দিন থাকে না। কারণ, গুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা আত্মার সহজবৃত্তি। সরল হইলে শ্রীগুরুকৃপাবলে শ্রদ্ধা পাইয়াও কি তাহা কোমল থাকিতে পারে? অচিরেই তাহা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে থাকে। শ্রদ্ধা দৃঢ় হইলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সমচিত্ত হওয়ায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের সজাতীয়াশয় বৈষ্ণব-বৃন্দের বিষয়ে তাহার অজ্ঞতা আর কি করিয়া থাকিবে! আগেই আমরা বলিয়াছি যে, সমচিত্তই বিশ্রম্ভ সেবক। বিশ্রম্ভ-সেবাপ্রবৃত্তি গাঢ় প্রীতিতে পর্য্যবসিত হয়। প্রীতির স্বভাবই এই যে, প্রীতির পাত্রের সামান্য আনুকূল্য যেখানে দেখা যায়—সম্বন্ধের গন্ধলেশ যেখানে দেখা যায়, সেখানেই প্রীতির উদয় হয়। কাজেই গুরুপাদপদ্মে প্রীতি হইলে বৈষ্ণবে যে প্রচুর প্রীতি বা মমত্বের উদয় হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের চিত্তের দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। শ্রদ্ধা দৃঢ় হইলেই অর্থাৎ মমত্ববোধ দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেই মরণ, নতুবা কোমলশ্রদ্ধা বেশী দিন থাকে না—অধোগতি লাভ করিয়া থাকে। শ্রদ্ধাহীন—আদরহীন হইয়া পড়িলে বৈষ্ণবের আচরণের অনুযোদন করা যায় না; কারণ, শ্রদ্ধাহীন নিজেকে adjust করিতে চায় না। সেখানে তাহার স্বার্থ আর গুরুবৈষ্ণবের স্বার্থ পৃথক্ এবং বিপরীতমুখী হইয়া পড়ে। কাজেই সেবে অনন্যযোগিতা বা প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়া যায়।

বৈষ্ণবের নিকট হইতে যত দূরে সরিয়া যাই না কেন, 'পলাইতে ত' পথ নাই'—শিছনে আমাদের যে পান্থা আছেন, তিনিও বৈষ্ণবমহাজন। তবে আমাদের সম্মুখে অবতীর্ণ শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ যে তাঁহাদের কৃপাদিগ্দর্শন প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা আর করিবেন না। বৈষ্ণবের নিকট হইতে দূরে যাইবার আমাদের উপায় নাই। ব্রহ্মা, শিব ও শান্তা যত সকলেই বৈষ্ণব-মহাজন। কাজেই গুরুবৈষ্ণব ছাড়িয়া যাইব কোথায়? তবুও এখনই দুর্দৈব যে, আমাকে তারিতে যে গুরুবৈষ্ণবের অবতার, তাহাতে শ্রদ্ধাহীন হওয়ায় বৈষ্ণব-শাসনে থাকিয়াও বৈষ্ণবী কৃপা লাভ হইল না—বিষ্ণুর মত লাভ করিয়াই জন্ম-জন্মান্তর কাটিয়া যাইতেছে। যথেষ্ট ত' হইয়াছে, এবারকার মত গুরুবৈষ্ণবের শাসনের কাছে যে মাথাটা পাতিয়া দিয়াছি, উহাকে আর কোনক্রমেই ফিরাইব না; তাহা হইলে বৈষ্ণব-সেবালাভ একদিন হইবেই হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পুরী ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮

বিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ২৬শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৪৮), ৯ই জুন (১৯৪১) সোমবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-দিবস হইতে ১৬ই আষাঢ়, ৩০শে জুন সোমবার শ্রীহেরাপঞ্চমী-দিবস পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীপ্রেষ্ঠ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামিপ্রভুর আনুগত্যে ও গৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিংবডির নিয়ামকত্বে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ১০ই আষাঢ় (১৩৪৮) ২৪শে জুন (১৯৪১) মঙ্গলবার দিবস নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সপ্তবিংশ বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব** হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, ভাগবতধর্ম্মবিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসংকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে। সাত্বতশাস্ত্রে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে যে, শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতেই সমগ্র বিশ্বে সর্ব্ব-সাত্বতধর্ম্ম-সমন্বয়কারিণী শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিত হইবেন। মহাশয়গণ, উক্ত অনুষ্ঠানসকলে অনুগ্রহপূর্ব্বক যোগদান করিলে আমাদের পরমানন্দ হইবে।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ (সম্পাদক, গৌড়ীয়মিশন, গভর্ণিংবডি)

শ্রীগৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী (মঠসেবক)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৮; ১৪ই জুন, ১৯৯১ | ৪৫শ সংখ্যা

ভূতদ্বেষ ও ভূতনিন্দা

ভূত বা প্রাণীর প্রতি অবজ্ঞা, দ্বেষ, তাহাদিগকে উদ্বেগ-দান, তাহাদের হিংসা ও নিন্দা অতিশয় ভক্তিহানিকর। ভূতনাথ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীশিব ও প্রজাপতি ব্রহ্মাদি দেবতার প্রতি বিদ্বেষ বা তাঁহাদিগের নিন্দা করা দূরে থাকুক, সাধারণ প্রাণীর প্রতি অবজ্ঞা, দ্বেষ, হিংসা ও নিন্দা করিলেও ভক্তিরোধ হইতে পতন ঘটে। যাহারা সাধারণ প্রাণিজগৎকেও অবজ্ঞা করে, তাঁহাদিগের প্রতি দ্বেষ ও হিংসা করে, সর্ব্বভূতাত্মস্বরূপী শ্রীহরি এইরূপ ব্যক্তির পূজা, বন্দনা প্রভৃতি কিছুই গ্রহণ করেন না। বৈষ্ণব-নিন্দার ন্যায় অপরাধ আর নাই। বৈষ্ণবগণের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, যিনি আত্মারামগণের গুরু-বর্গেরও গুরুদেব; সেই শ্রীশিবের এবং যিনি জগতের পরমগুরু আদিদেব, সেই শ্রীব্রহ্মার নিন্দায় মহা-অপরাধ হয়। বিষ্ণু-ব্যতীত অন্য দেবতার নিন্দায়ও ভক্তিরাজ্য হইতে পতন হয়। শ্রীহরি সকল দেবতাগণেরই ঈশ্বর। তিনি সর্ব্বারাধ্য; কিন্তু ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি অন্য দেবতা তদ্রূপ অবজ্ঞার পাত্র নহেন। তাঁহাদিগকে শ্রীবিষ্ণুর সেবক বৈষ্ণব-বিচারেই বন্দনা করিতে হইবে নতুবা অপরাধ হইবে, কোনও দিন হরিভক্তি-লাভ হইবে না। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে,—

"ব্রহ্মাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি।"

(ভাঃ ১১।৩।২৬)

অর্থাৎ শ্রীভাগবত-শাস্ত্রে শ্রদ্ধা সংস্থাপন-পূর্ব্বক অন্যান্য শাস্ত্রের নিন্দা না করাই কর্ত্তব্য।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু গৌতমীয়-তন্ত্রের নিম্নলিখিত প্রমাণ উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

গোপালং পূজয়েদ্যস্তু বিদ্বেষেণান্যদেবতাম্।
অন্ধে তামিস্রে পরো ধর্ম্মঃ পূজয়েচ্ছোঽপি নশ্যতি।

(১০৫ অনুচ্ছেদ)

অর্থাৎ যিনি শ্রীগোপালের পূজা করেন অথচ অন্য-দেবতার নিন্দা করেন, তাঁহার পরমধর্মলাভ দূরে থাকুক, পূর্ণধর্মও বিনষ্ট হয়।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীবিষ্ণুধর্মের একটী ইতিহাস উদ্ধৃত হইয়াছে। পুরাকালে মহারাজ শ্রীঅম্বরীষ সুদীর্ঘকাল ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিলে শ্রীবিষ্ণু শ্রীঅম্বরীষকে পরীক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রের রূপ ধারণ করিয়া ও গরুড়কে ঐরাবত-রূপ ধারণ করাইয়া স্বয়ং তদুপরি আরোহণপূর্ব্বক শ্রীঅম্বরীষ মহারাজকে বর-প্রদানার্থ আগমন করেন। শ্রীঅম্বরীষ ইন্দ্রকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে নমস্কার প্রভৃতির দ্বারা অভিনন্দন করেন। ইন্দ্রের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর অধিষ্ঠান আছে, সুতরাং তিনি নিজ প্রভুরই সেবক—এই বিচারে ইন্দ্রকে বৈষ্ণববর শ্রীঅম্বরীষ যথাবিহিত সম্মান করিলেন। কিন্তু যখন ইন্দ্ররূপী বিষ্ণু বর প্রদান করিতে চাহিলেন, তখন শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ বলিলেন,—'যিনি আমার আরাধ্য-মূর্ত্তি, তিনিই আমাকে বরদান করিবেন, অন্য কেহ আমার বরদাতা নহেন।' তখন ইন্দ্ররূপী বিষ্ণু বলিলেন,—'তোমার আরাধ্য-মূর্ত্তির প্রদেয় বর আমিই তোমাকে দিতেছি'। তৎসত্ত্বেও শ্রীঅম্বরীষ কোন বর প্রার্থনা না করায়, ইন্দ্ররূপী শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রতি বজ্র উত্তোলন করিলেন। তথাপি শ্রীঅম্বরীষ সেই বর-গ্রহণে স্বীকৃত না হওয়ায় ভগবান্ শ্রীঅম্বরীষের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া তাঁহার ইন্দ্ররূপ তিরোহিত করিলেন ও স্বীয় স্বরূপ প্রকটিত করিয়া শ্রীঅম্বরীষকে অনুগ্রহ করিলেন। এইজন্যই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

যো মাং সমর্চ্চয়েন্নিত্যমেকান্তাভাবমাশ্রিতঃ।
বিনিন্দন্নন্যদেবমীশানং স ব্রাজিন্নরকং ব্রজেৎ॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১০৫ অনুচ্ছেদ)

অর্থাৎ ঐকান্তিকী ভক্তি আশ্রয় করিয়াও কেহ যদি শ্রীমহাদেবের নিন্দা করিয়া আমাকে (শ্রীবিষ্ণুকে) নিত্য পূজা করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই নরকে যাইবে।

এই সকল উক্তিদ্বারা শ্রীব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতাকে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর সমান বা স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বলিয়া বলনারূপ পাষণ্ডিত্বের প্রশ্রয়-প্রদান করা হয় নাই। পরন্তু সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর সম্পর্কে "তদীয়" বিচারে শ্রীশিবাদির পূজা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ বিষ্ণু যেরূপ স্বতন্ত্র পরমেশ্বর, শ্রীব্রহ্মা-শিবও সেইরূপ স্বতন্ত্র ভগবান্ নহেন, তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর শ্রেষ্ঠ সেবক বলিয়া নিত্যারাধ্য।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

"শ্রীকপিলদেবেন সাধারণানামপি প্রাণিনামবমানাদিকং নিন্দিতং, কিমুত তদ্বিধানম্; তথা হি (ভাঃ ৩.২৯.২১)

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১০৫ অনুচ্ছেদ)

শ্রীকপিলদেব, শ্রীশিবাদির ন্যায় শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণের কথা দূরে থাকুক, সাধারণ প্রাণিগণেরও অবমাননাদিকে নিন্দা করিয়াছেন।

শ্রীকপিলদেব মাতা শ্রীদেবহূতিকে বলিতেছেন,—"আমি অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বদাই সর্ব্বভূতের (নিশ্বাস-প্রশ্বাসাদি প্রাণবৃত্তিহীন বা সুপ্তচেতন ভগবদ্বিমুখ জীব হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণকারী বা উদ্বুদ্ধ অনাবৃত-চেতন জীবপর্য্যন্ত) অন্তরে অবস্থিত। যে-সকল মর্ত্য মানব প্রাণিসমূহে আমার অধিষ্ঠান-দর্শনের অভাবে আমাকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক অর্থাৎ ঐ সকল প্রাণীর প্রতি অবজ্ঞার দ্বারা তাহাদের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়স্বরূপ আমাকেই অবজ্ঞা করিয়া আমার শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তির পূজা করে, তাহাদের ঐরূপ অর্চ্চনাদি বিড়ম্বনামাত্র।

পরবর্ত্তী শ্লোকে শ্রীকপিলদেব বলিতেছেন,—

যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥

(ভাঃ ৩।২৯।২২)

যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে অবস্থিত অন্তর্যামী পরমাত্মা ঈশ্বর-স্বরূপ আমাকে মূঢ়তাবশতঃ ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ 'এই প্রতিমাটী প্রস্তরময়ী, কাষ্ঠময়ী'—এইরূপ মূঢ়বুদ্ধিপ্রযুক্ত সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান পরমাত্মা ঈশ্বরস্বরূপ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া—আমার সহিত আমার অর্চ্চামূর্ত্তির ঐক্যবুদ্ধি না করিয়া মদীয় অর্চ্চার বা প্রতিমার ভজন করে, কেবল লৌকিক রীতি ও দৃষ্টি অনুসারে সেই বিগ্রহকে জলাদি অর্পণ করে, সেই মূঢ় ব্যক্তির সর্ব্বভূতে আমার দর্শনাভাব-হেতু সর্ব্বভূতের প্রতি অবজ্ঞারূপ দোষ ঘটিয়া থাকে।

অতএব তাহার অর্চ্চামূর্ত্তির পূজাদি চেষ্টা ভস্মে ঘৃতাহুতি-বৎ।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রাকৃত বা কনিষ্ঠ ভক্তের লক্ষণে বলা হইয়াছে যে, যে-ব্যক্তি লৌকিকী শ্রদ্ধার সহিত শ্রীভগবানের অর্চ্চা বা প্রতিমাতে পূজার চেষ্টা প্রদর্শন করে, অথচ শ্রীভগবদ্ভক্ত ও অন্য জীবকে বৈষ্ণবজ্ঞানে পূজা করে না, সেই ব্যক্তিই 'প্রাকৃত' বা 'কনিষ্ঠ ভক্ত' নামে কথিত। অতএব অর্চ্চনকার্য্যে কেবলমাত্র অবজ্ঞাকারী ব্যক্তিরই সত্বর ফল-লাভ হয় না, নতুবা পরমকারুণিক অর্চ্চাবতার ভূলবুদ্ধি বদ্ধজীবকেও কৃপা করেন।

শ্রীকপিলদেব বলিতেছেন,—

দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি॥

(ভাঃ ৩।২৯।২৩)

পরদেহে অন্তর্যামী ও আত্মরূপে অবস্থিত আমার বিদ্বেষকারী, দেহে আত্মাভিমানী নিজে ও পরে ভেদদৃষ্টি-সম্পন্ন (সর্ব্বভূতে একই অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত, এইরূপ দৃষ্টিরহিত বলিয়া প্রাণিগণের প্রতি বৈরভাবাপন্ন) এবং প্রাণি-সকলের প্রতি শত্রুভাবদ্ধ ব্যক্তির মন কখনও শান্তিলাভ করে না। এস্থানে 'শান্তি'-শব্দে মনের ক্ষণিক আরাম বা তৃপ্তি নহে, পরন্তু ভববন্ধমোচন। শ্রীমহাভারতেও উক্ত হইয়াছে,—

পিতেব পুত্রং কৃপণোদ্বেজয়তি যো জনম্।
বিশুদ্ধস্য হৃষীকেশস্তস্য তূর্ণং প্রসীদতি॥

অর্থাৎ কৃপালু পিতা যেরূপ পুত্রকে উৎপীড়ন করেন না, তদ্রূপ যিনি অন্য কোন ব্যক্তিকে উদ্বেগ প্রদান করেন না, সেই বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির প্রতিই শ্রীহৃষীকেশ শীঘ্র প্রসন্ন হন।

শ্রীকপিলদেব মাতা শ্রীদেবহূতিকে আরও বলিয়াছেন,—

অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে।
নৈব তুষ্যেঽর্চ্চিতোঽর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ॥

(ভাঃ ৩।২৯।২৪)

হে নিষ্পাপে, প্রাণিগণের অবজ্ঞাকারী ব্যক্তি উৎকৃষ্ট-পকৃষ্ট বস্তু ও তদুৎপন্ন অনুষ্ঠানসমূহের দ্বারা আমার প্রতিমার পূজা করিলেও তাহার পূজায় আমি তুষ্ট হই না।

তৃণগুচ্ছ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বতোভাবে শরণাগত জীবপর্য্যন্ত কাহারও অপমান বা নিন্দা করিলে শ্রীকৃষ্ণ কোনদিনই সেইরূপ ব্যক্তিকে পূজা গ্রহণ করেন না; কেন না, সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণই অধিষ্ঠিত আছেন। বাহিরে শ্রীহরির অর্চ্চন করিয়া প্রাণিগণের অন্তর্যামী শ্রীহরিকে যাহারা অবজ্ঞা করে, তাহারা শ্রীহরিরই বিদ্বেষী। প্রতি জীবের অন্তর্যামিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন না করিলে কেবল ঘণ্টাবাদন বা উপচারাদি সংগ্রহের দ্বারা যে অর্চ্চনের ছলনা হয়, তাহাতে পরিশ্রমই সার হয়। যাহারা সর্ব্বভূতে আদর করিয়া সকলই শ্রীভগবানের দ্বারা চালিত,—এই বিচারে লোকপরম্পরাপ্রাপ্ত শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন করেন, তাঁহারাই কনিষ্ঠ ভাগবত। আর সর্ব্বভূতে যাহার আদর নাই, সেরূপ ব্যক্তি যে অর্চ্চনাদি করে, তাহা ভণ্ডামীমাত্র।

শ্রীহরির অর্চ্চাবতারের অর্চ্চনাদির অভিনয় করিয়াও কোন কোন ব্যক্তির পরচর্চ্চা, পরনিন্দা, অন্য দেবতার নিন্দা, অপরের মঙ্গল করিবার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা না করিয়া অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞানাতীত অপর সম্প্রদায়ের ব্যক্তির নিন্দায় প্রবল উৎসাহ ও রুচি দেখিতে পাওয়া যায়। যেহ কেহ এরূপ ক্রূরপ্রকৃতি যে, অতিথি বা ক্ষুধাতুর ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া অন্নাদি যাচ্ঞা করিলে অত্যন্ত অসভ্য ভাষায়, কখনও বা অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান করিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া থাকে। কোন কোন 'বৈষ্ণব'-নামধারী গৃহস্থের দ্বারে কোন অতিথি বা ভিক্ষুক উপস্থিত হইলে 'গৃহস্থ'-নামধারিগণ বিত্তশাঠ্য করিবার অভিপ্রায়ে ঐ প্রার্থী ব্যক্তিদিগকে 'আউল, বাউল, নেড়ানেড়ী,' প্রভৃতি বলিয়া বিতাড়িত করিয়া থাকে। উহাদিগকে কিছু দান করিলে ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে, এই ছলনায় উহাদিগকে তিরস্কার, তাড়না, প্রহার প্রভৃতিও করিয়া থাকে। ইহারা নিজের বহির্ম্মুখ স্ত্রী-পুত্রাদির বহির্ম্মুখতাকে অনেক সময়েই নিন্দা করে না, নিজের ছিদ্রও দর্শন করে না, কিন্তু পরনিন্দায় উৎসাহী হইয়া দুঃসঙ্গবর্জ্জনের নামে ভূতবিদ্বেষ ও ভূতনিন্দা করিয়া থাকে। ইহারা যদি শত শত উপচারের দ্বারাও শ্রীহরির অর্চ্চাবতারের পূজা করে, শ্রীহরি কখনও ঐসকল ভাণ্ডিক ভক্তের পূজা গ্রহণ করেন না।

ইহারা কোন কোন সময় বিত্তশাঠ্যকে প্রশ্রয় দিবার উদ্দেশ্যে ভক্তিবাদনের দোহাই দিয়া বলে যে, দীনদুঃখীকে দয়া করিলে বা প্রাণীর দৈহিক ও মানসিক তৃপ্তি-বিধান করিলে তাহাদিগকে কর্ম্মকাণ্ডী অথবা জৈন-বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী

অথবা জড়ভরতের হরিণশিশুর প্রতি আসক্তির ন্যায় অভক্তির কারণ হইয়া যাইবে। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনবদ্বীপ-লীলায় স্বয়ং আচরণ করিয়া যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা কি অভক্তিমার্গ? শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই আচরণের কথা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন এইরূপ লিখিয়াছেন,—

প্রভু সে পরমব্যাপী ঈশ্বর-ব্যবহার।
ভাণ্ডিতেরে নিজ-দেহ দেন পুরস্কার॥
দুঃখীরে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি'।
অন্ন, বস্ত্র, কড়িপাতি দেন গৌরহরি॥
নিরবধি অতিথি আইসে প্রভুঘরে।
যা'র যেন যোগ্য, প্রভু দেন সবাকারে॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১১১-১৩)

শুদ্ধভক্তিসাম্রাজ্যের অধিনায়ক শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর নির্দ্দেশের শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভে' কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন?

"স্বধর্মপূর্ব্বকমর্চ্চনং দুর্জ্জনস্য দুঃখদয়া বিনা ন সিধ্যতীত্যাহ (ভাঃ ৩।২৯।২৬)—

আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্॥

'অন্তরোদরম্' উদরস্যেদমেব ভেদং করোতি, ন তু হৃদয়াদিস্থানবেনাক্ষমং পশ্যতি; ততশ্চ ক্ষুদ্রিতাদিকমপি দৃষ্ট্বা স্বোদরাদিকমেব কেবলং বিভর্ত্তীত্যর্থঃ। তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুরেবোদ্বেগহেতুরিত্যর্থঃ; তস্মাৎ সংসারম্। নিগমশ্চতি (ভাঃ ৩।২৯।২৭)

অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দান-মানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥

'অথ' অতো হেতোঃ; যদাদুক্তং যথাশক্তিদানেন তদভাবে মানেন চ। অভিন্নেন চক্ষুষা ইতি পূর্ব্ববৎ। অথোক্তং সনকাদীন্ প্রতি বৈকুণ্ঠদেবেন "যে মে তনূর্বিজবরান্ দুরত্যয়কালয়া দুরন্তাশুভদেবরণাদি চ ভেদবুদ্ধ্যা" (ভাঃ ৩।১৫।১০) ইত্যাদি। যদ্বা, ভিন্নেন চক্ষুষাঙ্গত্ব যা দৃষ্টিস্তত্তোঽতিবিলক্ষণয়া দৃষ্ট্যা সর্ব্বোৎকৃষ্টদৃষ্ট্যেত্যর্থঃ।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১০৫ অনুচ্ছেদ)

স্বধর্ম্মপূর্ব্বক অর্চ্চনের অনুষ্ঠান করিলেও প্রাণিগণের প্রতি দয়াব্যতীত অর্চ্চন সিদ্ধ হয় না, এই অভিপ্রায়েই শ্রীকপিলদেব বলিতেছেন,—'যে ব্যক্তি নিজের ও পরের পৃথক্ পৃথক্ উদর বা দেহ আছে দেখিয়া পরস্পরের মধ্যে ভেদবুদ্ধি করে, বস্তুতঃ আমার অধিষ্ঠানভূত অপরকে আত্মসম দর্শন করে না, সুতরাং ক্ষুধিত ব্যক্তিকে দেখিয়াও সে ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজের উদরাগ্নিই পোষণ করে, সেই ভেদদর্শনকারীর মৃত্যুস্বরূপী হইয়া আমি নিদারুণ ভয় অর্থাৎ সংসার বিধান করিয়া থাকি।' এ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ কপিলদেব নিম্নরূপে বোঝাইতেছেন,—'অতএব মিত্রভাবে অভেদ-দর্শনপূর্ব্বক অর্থাৎ সর্ব্বভূতে সম-দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে দান ও মানের দ্বারা পূজা করা কর্ত্তব্য। দুঃখিত প্রাণীকে যথাশক্তি দান এবং দানের সামর্থ্যাভাবে তাহাদিগকে সম্মান করিতে হইবে।

শ্রীনারায়ণ সনকাদি-মুনিগণকে হর-বিদ্বেষের অপরাধের কথা কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, যাহারা ব্রাহ্মণ, দুগ্ধবতী গাভী ও রক্ষকহীন প্রাণিসমূহ—আমার এই তিনটি শরীর অর্থাৎ অধিষ্ঠানকে আমা হইতে ভেদবুদ্ধিতে দর্শন করে, আমার প্রদত্ত অধিকার-লব্ধ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের ক্রুদ্ধ যমরাজার সর্পতুল্য দুস্তগণ চক্ষুদ্বারা পাপদৃষ্টিচক্ষু সেই ব্যক্তিগণের চক্ষুগুলিকে ছেদন করিয়া থাকে।

শ্রীভগবানের অর্চ্চনকারীর নিকট সাধারণভাবে সকল জীবই পূজা লাভ করিবার যোগ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলেও সম্মানের তারতম্য বিচার করিতে হইবে, অর্থাৎ যে-স্থানে শ্রীভগবানের সেবাবৃত্তি যতটা অধিক পরিস্ফুট, সেইস্থানে তত অধিক সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। কারণ, ভগবদ্ভক্তের সকল কার্য্যই শ্রীভগবানের সম্পর্কে কৃত হয়। যাঁহার সহিত শ্রীভগবানের সম্পর্ক যতটা অধিক, তাঁহাকে ততটা অধিক সম্মান প্রদান করিলে প্রকৃত-প্রস্তাবে শ্রীভগবানকেই সম্মান প্রদান করা হয়। এইজন্য শ্রীকপিলদেব প্রাণিগণের মধ্যে তারতম্য বিচার করিয়া মাতা শ্রীদেবহূতিকে বলিতেছেন,—

জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাং ততঃ প্রাণভৃতঃ শুভে।
ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরাস্ততশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ॥
তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ।
তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ॥
রূপভেদবিদস্তত্র ততশ্চোভয়তোদতঃ।
তেষাং বহুপদাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুষ্পাদস্ততো দ্বিপাৎ॥

ততো বর্ণাশ্চ চত্বারস্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ।
ব্রাহ্মণেষপি বেদজ্ঞো ধার্যতোঽত্যবিতর্কতঃ।
অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেত্তা ততঃ শ্রেয়ান্ স্বধর্মকৃৎ।
মুক্তসঙ্গস্ততো ভূয়ানদোগ্ধা ধর্মমাত্মনঃ।
তস্মান্মযার্পিতাশেষ-ক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ।
ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্তকর্মণঃ।
ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্তুঃ সমদর্শনাৎ॥

(ভাঃ ৩।২৪।২৮-৩৩)

হে মঙ্গলদায়িনি মাতঃ, অচেতন পদার্থ অপেক্ষা জীব অর্থাৎ সচেতন পদার্থ—শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা (ধাত্বাদি ক্রিয়াশীল) প্রাণবৃত্তিমান্ জঙ্গম পদার্থ—শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা জ্ঞানবান্ পদার্থ—শ্রেষ্ঠ আর তদপেক্ষা ইন্দ্রিয়বৃত্তিবিশিষ্ট বৃক্ষাদি * —শ্রেষ্ঠ।

স্পর্শ অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারা অনুভবশীল বৃক্ষাদি অপেক্ষা রস অর্থাৎ জিহ্বেন্দ্রিয়দ্বারা অনুভবশীল বল্মীকাদি—শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা গন্ধ অর্থাৎ নাসিকেন্দ্রিয়দ্বারা অনুভবশীল ভ্রমরাদি —শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা শব্দ অর্থাৎ কর্ণেন্দ্রিয়দ্বারা অনুভবশীল সর্পাদি—শ্রেষ্ঠ।

সেই সর্পাদি অপেক্ষা রূপভেদবিৎ অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারা বস্তুর রূপবৈশিষ্ট্যানুভবশীল কাকাদি পক্ষী—শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা উভয়দিকে (পংক্তিতে) দন্তযুক্ত (পাদহীন) জীব—শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা বহুপদ জীব—শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা চতুষ্পদ জীব (পশু)—শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা দ্বিপদ জীব (মনুষ্য)—শ্রেষ্ঠ।

মনুষ্যমধ্যে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ, তন্মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ—সর্বশ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ—শ্রেষ্ঠ; বেদজ্ঞ অপেক্ষা বেদার্থবিৎ—শ্রেষ্ঠ।

বেদার্থজ্ঞ অপেক্ষা সংশয়চ্ছেত্তা অর্থাৎ মীমাংসাকারী—শ্রেষ্ঠ; মীমাংসাকারী অপেক্ষা স্বধর্মানুষ্ঠানকারী—শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা মুক্তসঙ্গ (অর্থাৎ সকলত্যাগী নিষ্কাম অনাসক্ত বিরক্ত জ্ঞানী)—শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তাঁহার স্বকৃত-কর্মফলাভিসন্ধি নাই।

এই জ্ঞানী অপেক্ষাও যে ব্যক্তি স্বকৃত কর্ম বা নিজানুষ্ঠিত ধর্ম হইতে ফলভোগ অর্থাৎ ভোগকামনা করেন না, যিনি জ্ঞানাদি ব্যবধানরহিত শুদ্ধভক্তিমান্, যিনি শ্রীভগবানে দেহাদি অর্পণ করায় নিজের ভরণপোষণাদিতে নিরপেক্ষ, যিনি ভক্তির বলে আপনাকে শ্রীভগবানের অধীন জানিয়া তৎপ্রতি অভিমানযুক্ত, সর্বভূতে আমার দর্শনহেতু সমদৃষ্টিসম্পন্ন, সেই ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব আর নাই।

শ্রীভগবানের অধিষ্ঠানের তুল্যতানিবন্ধন অর্থাৎ বৃক্ষ, পিপীলিকা, কুক্কুর, হস্তী, চণ্ডাল, পাপী—সকলের মধ্যেই (আমার মধ্যে যেরূপ শ্রীভগবান্ আছেন, তাহাদের মধ্যেও সেইরূপই) শ্রীভগবান্ অধিষ্ঠিত আছেন, এইরূপ উপলব্ধি করিয়া নিজের ন্যায় পরেরও মঙ্গল অনুসন্ধানকেই শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু 'সমদর্শন' বলিয়াছেন। প্রত্যেক জীবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে হইবে, নিজের ন্যায় তাহারও উপকার করিতে হইবে। তবে শ্রীভগবানের ভক্তকে অধিকভাবে আদর করিতে হইবে, কেন না, তাঁহাতে ভক্তিবৃত্তি বা ভগবৎসম্পর্ক অধিক পরিস্ফুট হইয়াছে। অন্য জীবের প্রতি যোগ্যতানুসারে যথাশক্তি আদর করিতে হইবে। শ্রীভগবান্ বিষ্ণুই অন্তর্যামী ঈশ্বররূপে জীবহৃদয় পরিদর্শনপূর্বক প্রবিষ্ট আছেন, ইহা জানিয়া সকল প্রাণীকেই মনে মনে বহুমানপুরঃসর প্রণাম করিবে, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকপিলদেবের বাণী।

মনঃসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহুমানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥

(ভাঃ ৩।২৯।৩৪)

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীউদ্ধব-গীতাতেও শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে বলিতেছেন,—

বিসৃজ্য স্মরমানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্।
প্রণমেদণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্॥

(ভাঃ ১১।২৯।১৬)

অর্থাৎ, উপহাসকারী সহচরগণ, দেহ-বিষয়ে উচ্চনীচদৃষ্টি ও লজ্জা পরিত্যাগপূর্বক কুক্কুর, চণ্ডাল, গো, গর্দভ পর্যন্ত যাবতীয় জীবের দর্শনেই ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণত হইবে।

ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি'।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি'॥

---

* বৃক্ষাদিতেও নিশ্চয়ই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ বর্তমান; যথা মহাভারতে মোক্ষধর্মে—"তস্মাৎ পশ্যন্তি পাদপাঃ, তস্মাচ্ছৃণ্বন্তি পাদপাঃ" অর্থাৎ 'উক্তহেতু বৃক্ষাদি স্থাবরগণও দেখিতে পায়, আঘ্রাণ পায়' ইত্যাদি।

এই যে বৈষ্ণবধর্ম—সবারে প্রণতি।
যেই ধন্য-ধন্য, তার ইথে নাহি ক্ষতি॥
(চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।২৮।২৯)

যাঁহারা প্রাথমিক উপাসক অর্থাৎ লৌকিক-শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অর্চন করেন, তাঁহারা সর্ব্বভূতে আদর অবশ্য করিবেন। ইহা তাঁহাদের পক্ষে বিধি। এই বিধি-লঙ্ঘনে তাঁহাদের কোনদিনই মঙ্গল হইবে না। কিন্তু যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ সাধক, তাঁহাদের সর্ব্বত্রই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর বৈভব স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে বলিয়া সর্ব্বভূতের প্রতি আদর তাঁহাদের স্বতঃই সিদ্ধ হয়। যাঁহাদের সর্ব্বত্র ইষ্টস্ফূর্ত্তি, সকল বস্তুকেই যাঁহারা শ্রীভগবানের সম্পর্কে দর্শন করেন, শ্রীইষ্টদেবের দেহোপকরণ বলিয়া জানেন, সকল বস্তুকেই তাঁহারা গুরু-জ্ঞানে সম্মান করেন।

স্কন্দপুরাণে শ্রীনারদের কৃপাপ্রাপ্ত এক ভক্ত-ব্যাধের প্রসঙ্গ আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদেও ঐ প্রসঙ্গ উদ্ধৃত হইয়াছে। এক সময় শ্রীনারদ ত্রিবেণী স্নানার্থ প্রয়াগে গমন করিয়াছিলেন। বনপথে আসিতে আসিতে তিনি কয়েকটি বাণবিদ্ধ মৃগ, শূকর ও শশককে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় যন্ত্রণায় অস্থির দেখিতে পান। ইহারই কিছু দূরে একটি ব্যাধ শিকারের প্রতীক্ষায় ধনুর্ব্বাণ-হস্তে কতিপয় পশুর প্রতি লক্ষ্যসন্ধান করিয়া লুক্কায়িতভাবে অবস্থিত ছিল। ইহা দেখিয়া শ্রীনারদ নিজের নির্দ্দিষ্ট পথ পরিত্যাগ করিয়া ঐ ব্যাধের নিকট উপস্থিত হইলে ব্যাধ শ্রীনারদের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অভিযোগ করে যে, শ্রীনারদ তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথ পরিত্যাগ করায় পশুগুলি তাঁহাকে দেখিয়া পলাইয়া গিয়াছে। শ্রীনারদ ব্যাধকে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পশুগুলিকে রাখিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্যাধ বলিল যে, সে তাহার পিতার নিকট হইতে ঐরূপ শিক্ষা করিয়াছে; পশুগুলিকে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে দেখিলে তাহার হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দ হয়। ইহা শুনিয়া শ্রীনারদ ব্যাধের নিকট একটি ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। নগ্নাসীর মুখে ভিক্ষার কথা শুনিয়া ব্যাধ শ্রীনারদকে মৃগ ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম প্রদান করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু শ্রীনারদ বলেন,—"আমি অন্য কিছু চাহি না। কেবলমাত্র এই ভিক্ষা চাহি যে, তুমি এখন হইতে একেবারেই পশুকে মারিয়া ফেলিবে, উহাকে অর্দ্ধমৃত করিয়া রাখিবে না; কারণ, ব্যাধ হইয়া প্রাণিহত্যা করা অতি অপরাধ, কিন্তু উহাকে দীর্ঘকাল যন্ত্রণা দিয়া বধ করা মহা-অপরাধ। তোমাকেও অসংখ্য জন্মজন্মান্তর ঐরূপ যন্ত্রণা পাইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হইতে হইবে।" ব্যাধ বলিল,—"আমি বাল্যকাল হইতেই এইরূপ যন্ত্রণা দিয়া পশুহত্যা করিয়া আসিতেছি। তাহা হইলে আমার ন্যূনাধিক অসংখ্য জন্ম এইরূপ যন্ত্রণা পাইয়া মরিতে হইবে! ইহার উপায় কি? আমাকে আপনি উদ্ধার করুন।"

শ্রীনারদ বলিলেন,—"যদি আমার কথা শুন, তাহা হইলে আমি তোমাকে উদ্ধার করিব। তুমি এখনই তোমার ধনুক ভাঙ্গিয়া ফেল।" ব্যাধ বলিল,—"ধনুক ভাঙ্গিলে আমি কি খাইয়া বাঁচিব, কোথায় অর্থ পাইব?" শ্রীনারদ বলিলেন,—"আমি তোমাকে প্রত্যহ আহার প্রদান করিব। আহারের জন্য তোমাকে বিন্দুমাত্রও ভাবিতে হইবে না। তোমার যত কিছু ধন আছে, সমস্ত ব্রাহ্মণকে দান কর। পাপার্জ্জিত অর্থ ভোগ করিলে কোনদিন তোমার পাপ কাটিবে না। তুমি ও তোমার স্ত্রী উভয়ে কেবলমাত্র এক এক খণ্ড বস্ত্র পরিধান করিয়া ঘরের বাহির হও এবং নদীর তীরে একটী কুটীর বাঁধিয়া তৎসম্মুখে একটী তুলসী-বেদী রচনা করিয়া প্রত্যহ শ্রীতুলসীর পরিক্রমা ও শ্রীতুলসীর সেবা এবং সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ-নাম কীর্ত্তন করিতে থাক। আমি তোমাকে প্রত্যহ বহু অন্ন পাঠাইয়া দিব।" শ্রীনারদের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া ব্যাধের চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ নির্ম্মল ও শ্রীহরিনামে রতি হইল। ব্যাধ বৈষ্ণব হইয়াছে, ইহা গ্রামের চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হওয়ায় গ্রামের সমস্ত লোক ব্যাধকে প্রচুর ভোজ্য-সামগ্রী আনিয়া দিতে লাগিল। ব্যাধ কেবলমাত্র দুইজনের ভোজনোপযোগী অন্ন গ্রহণ করিয়া সমস্ত বিতরণ করিয়া দিত। ইহার কিছুদিন পরে একদিন শ্রীনারদ পর্ব্বত-মুনিকে সঙ্গে করিয়া ঐ ভক্তব্যাধের আচরণ দেখিবার জন্য ব্যাধের সমীপে গমন করিলেন। ব্যাধ শ্রীগুরুদেবকে দূর হইতে দর্শন করিয়া অতিশয় ব্যস্ততার সহিত শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণত হইবার জন্য ধাবিত হইল। দণ্ডবৎপ্রণাম করিবার স্থানে পিপীলিকাসমূহ বিচরণ করিতেছে দেখিয়া উহাদিগকে কোনরূপে হিংসা না করিয়া, বস্ত্রদ্বারা ঐ স্থান ভাল করিয়া ঝাড়িয়া শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। শ্রীনারদ ভক্তব্যাধের ঐরূপ আচরণ দেখিয়া শিষ্যকে বলিলেন,—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ ভবাদৃশোত্তমসো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥

অর্থাৎ হে ব্যাধ, তোমার এই অহিংসাদি গুণসমূহ কিছুই অদ্ভুত নহে; কারণ, যাঁহারা হরিভজনে প্রবৃত্ত, তাঁহারা কখনও পরপীড়ক হন না।

ভক্ত-ব্যাধ শ্রীগুরুদেব ও তৎসঙ্গী শ্রীবৈষ্ণবঠাকুরকে ভক্তির সহিত আসনাদি প্রদান করিয়া উভয়ের পদ-প্রক্ষালন করিলেন ও সহধর্ম্মিণীর সহিত সেই চরণামৃত পান করিয়া শ্রীহরিনাম গান করিতে করিতে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন ও কৃষ্ণপ্রেমে পুলকিত হইলেন।

যাঁহারা ভগবৎপ্রেমিক তাঁহাদের সর্ব্বত্রই বিভুর বৈভব দর্শন হয় বলিয়া স্বতঃই সর্ব্বভূতের প্রতি আদর দৃষ্ট হয়।

যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব ধীরা
ব্যপোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্।
ব্রজন্তি তৎ পারমহংস্যমত্যং
যস্মিন্নহিংসোপশমঃ স্বধর্ম্মঃ॥

(ভাঃ ১১।১৮।২২)

অর্থাৎ 'বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ যখন শ্রীভগবানে অনুরক্ত হইয়া সহসা দেহাভিমান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সাধনের পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত পরমহংসাবস্থা লাভ করেন, তখন অহিংসা (নিশ্চৎসরতা) ও উপরমই (নিবৃত্তিই) তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম হয়।' এই বাক্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তস্যাদি-ভাবাশ্রিত সাধকগণেরও সত্যভাবে নিত্যসিদ্ধ শ্রীগোকুলবাসিগণের স্বভাব ও তাদৃশ ভগবদ্গুণের অনুসরণদ্বারাই প্রাণিগণের প্রতি আদর প্রকাশিত হয়। কিন্তু অহিংসা ও বৈরাগ্য আসক্তি ভক্তগণের স্বকীয় স্বভাব।

প্রেমিক ভক্তগণ যে গো-সেবা করেন, তাহা কর্ম্মকাণ্ডীয় গো-সেবার ন্যায় নহে। শ্রীকৃষ্ণের গোধন, কৃষ্ণপ্রিয়ভক্তগণের সম্ভার, শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য গাভীগণ দুগ্ধ দান করেন, গো-সমূহ শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ার সঙ্গী, শ্রীব্রজবাসিগণের প্রিয়, শ্রীব্রজবাসিগণের চিত্তবৃত্তির অনুসরণেই তাঁহাদের গো-সেবা প্রবৃত্তিতে চিত্ত ধাবিত হয়। অন্যান্য ইতর প্রাণী, তৃণ-গুল্মলতা প্রভৃতিকেও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসেবার উপকরণরূপেই আদর করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি অবৈদিক মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের ন্যায় অথবা বৈদিকব্রত ফলকামী কর্ম্মকাণ্ডীয় ন্যায়, কিংবা আধুনিক চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণের 'যতক্ষণে সম্মুখে তোমার ছাড়ি' দেখা খুঁজিছ ঈশ্বর। জীবে প্রেম (?) করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'—প্রভৃতি উক্তির ন্যায় বিচার শুদ্ধ-ভক্তগণের আদর্শে দৃষ্ট হয় না। বেদনিন্দক বৌদ্ধ-জৈনাদি ব্যক্তিগণ শ্রীভগবৎসম্পর্ক-রহিত দেহের ও মনের তৃপ্তিবিধায়ক অহিংসাকে যে "পরম-ধর্ম্ম" মনে করে, অথবা চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী যে প্রাকৃত ভোগকারী বহির্ম্মুখ জীবকে পরমেশ্বর বা প্রেমের বিষয়-বস্তু মনে করে, তাহা প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা হইলেও পৃথিবীতে ঐরূপ চিত্তবৃত্তির লোকই শতকরা প্রায় শতজন বর্ত্তমান বলিয়া সপসম্প্রদায়িকার নিকট ঐরূপ নাস্তিকতাই 'পরম-ধর্ম্ম' বলিয়া বিবেচিত হয়। বৈদিকব্রত কর্ম্মকাণ্ডিগণও দেহ ও মনের কোন তুচ্ছ ফল কামনা করিয়া অথবা নির্ভেদব্রহ্মানিগণ অচ্যুতভাববর্জ্জিত নৈষ্কর্ম্ম্যের অনুসন্ধান করিয়া যে ভূতপূজা করিয়া থাকে, তাহা নিছক অভক্তি বা নাস্তিকতা-ব্যতীত আর কিছুই নহে। শুদ্ধভক্ত কখনও জীবকে পরমেশ্বর-জ্ঞানে কৃতার্থ করেন না। পরমেশ্বর ব্যতীত 'সেবা' ও 'প্রেম' শব্দ ইতর-বস্তুতে প্রযুক্ত হয় না। মায়াবশযোগ্য জীব কখনও মায়াধীশ পরমেশ্বর হইতে পারে না। "জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান"—এই বিচারেই ভগবদ্ভক্ত কৃতার্থ করিয়া থাকেন।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু এই সিদ্ধান্তই শ্রীভক্তিসন্দর্ভে স্থাপন করিয়াছেন।

"ইত্যনুসারেণ পরমসিদ্ধান্তাঙ্কে 'সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্-ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ' (ভাঃ ১১।২।৪৭) ইত্যাদ্যনুসারেণ সিদ্ধ এব সূচ্যতে। তত্র সাধকানাং তু 'যথা তরোর্মূলনিষেচনেন' (ভাঃ ৪।৩১।১৪) ইত্যাদৌ তদারাধনানাং পুনঃপুনরুক্তত্বমুপলভ্যতে, তৎ পুনঃ কেবলস্বতন্ত্রতত্তদৃষ্টেরুপাসনানামেব। অত্র তু তত্তদ্-বিধানেন ভগবদুপাসনমেব বিধীয়তে। তদাদরাবজ্ঞকৃতঞ্চ তৎ-সম্বন্ধেনৈব সম্পদ্যতে। তচ্চাত্রত্য ঘটিতি রাগপ্রাপ্তিনিবৃত্ত্যর্থ-মিতি জ্ঞেয়ম্। অতএব কেবলভূতানুকম্পয়া শ্রীভগবদর্চ্চনং ত্যক্তবতো ভরতস্যাপরাধঃ। তস্মাদুভয়থৈব ভগবদ্ভক্তি-র্মুখ্যায় নার্চ্চনমিতি নিরস্তম্।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১০৫ অনুচ্ছেদ)

শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্ত হইয়া সহসা দেহাভিমান-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যাঁহারা পরমহংসাবস্থা লাভ করেন, তাঁহাদের নিশ্চৎসরতা ও সর্ব্বভূতে আদরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম হয়। এই

বিচার অনুসারেই পরমসিদ্ধ পুরুষগণে সর্বভূতের প্রতি আদর দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ যিনি সর্বভূতে বহির্দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া আত্মার চিদ্বিলাস শ্রীভগবানের আবির্ভাব ও আত্মস্বরূপ শ্রীহরিতে চিদ্বিলাসোপকরণসমূহ দর্শন করেন, তিনিই ভাগবতোত্তম। 'বৃক্ষের মূলদেশে জলসেচনের দ্বারা যেরূপ তাহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখাদি তৃপ্তি লাভ করে, তদ্রূপ অচ্যুত-সেবাতেই সর্বভূতের পূজা হয়'—এই বিচারে পৃথক্‌-ভাবে অন্যান্য প্রাণীর প্রতি আদর করিবার প্রয়োজন কি,—এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। কিন্তু অন্যান্য প্রাণীতে অন্তর্যামী ঈশ্বর-রূপে অধিষ্ঠানযুক্ত শ্রীভগবানেরই উপাসনা বিহিত হইতেছে এবং ভগবৎসম্বন্ধেই অর্থাৎ হরিসম্বন্ধি-বস্তুজ্ঞানেই সেইসকল প্রাণীর প্রতি আদর দৃষ্ট হইতেছে। নিজ-জাতীয় অন্যান্য প্রাণীতে ঈশ্বরই যাহাতে দ্বাপদ্বেষের নিবৃত্তি ঘটে, তন্নিমিত্তই সেইরূপ ভগবৎসম্বন্ধিবস্তুজ্ঞানে প্রাণীর প্রতি আদরের বিধি জানিতে হইবে। অতএব শ্রীবিষ্ণুভক্তি-ব্যতীত কেবল কর্মাদি-বাসনাময় কৃতঘ্নতা বা কৃতাদরবশে শ্রীভগবানের অর্চন পরিত্যাগ করিলে যে ভীষণ দুর্গতি হয়, তাহা প্রেমিক ভক্তবর জড়ভরত হরিণদেহ লাভ করিবার অভিনয়ের দ্বারা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। জড়ভরত মহাপ্রেমিক ছিলেন। তাঁহার পতন বা ভগবৎপ্রাপ্তির অন্তরায় ঘটিতে পারে না, কিন্তু ভগবদ্ভক্তও যদি কেবলমাত্র প্রাণীর বহির্মুখ দেহের প্রতি আসক্তিনিবন্ধন বা কর্মকাণ্ডীয় বিচার অনুসরণ করিয়া কোন প্রাণীর দৈহিক ও মানসিক উপকারে ব্যস্ত হন ও তজ্জন্য শ্রীভগবানের সেবা পরিত্যাগ করেন, বা বহির্মুখ জীবসেবাকে অপ্রাকৃত শ্রীভগবৎ-সেবা বলিয়া কল্পনা করেন, তবে তাঁহারও পতন অনিবার্য্য। অতএব ভগবদ্ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া শুধু কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানরূপ যে জীবদ্বঃখকাতরতা (?) তাহাই শ্রেষ্ঠ, আর ভগবদর্চন মুখ্য নহে—এইরূপ বহির্মুখ মতবাদ শ্রীজড়ের আদর্শে খণ্ডিত হইয়াছে।

বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ সর্বভূতে আদর প্রদর্শনের ছলনায় সুযোগ গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব আসক্তির বস্তু-সমূহকে অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র-দেহ-দ্রবিণ প্রভৃতির সেবাকে ভগবৎসম্বন্ধিনী সেবা বলিয়া মনে মনে কল্পনা ও প্রচার করিয়া থাকে। নিজের পুত্র-পৌত্রাদির সেবাকে 'গোপালের সেবা', ভোগ্যা যোষিতের সেবাকে 'লক্ষ্মীর সেবা', প্রাকৃত মাতাপিতার সেবাকে 'ভগবানের সেবা', আর্ত বা দরিদ্রের পরিচর্য্যাকে 'নারায়ণের-সেবা', উত্তমদ্রব্যাদি ভোজন বা প্রকৃষ্টবসনবনিতা-ভোগকে 'আত্মার-সেবা', নিজের ভোগ্য বিষয়ের সেবাকে 'কৃষ্ণের বিষয়-সেবা' বলিয়া আত্মবঞ্চনা ও পর-বঞ্চনায় লিপ্ত হয়। ইহা কৃতাদর নহে। কৃতাদরের মধ্যে কোনরূপ ভোগ্য-বুদ্ধি নাই। সকল বস্তুতে শ্রীকৃষ্ণ-সম্পর্ক ও শ্রীকৃষ্ণ-অধিষ্ঠান দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণজ্ঞাপালন বা বা শ্রীকৃষ্ণকেন্দ্রিয়তর্পণই কৃতাদরের মুখ্য তাৎপর্য্য। যে-স্থানে শ্রীকৃষ্ণকেন্দ্রিয়তর্পণানুসন্ধান মুখ্য তাৎপর্য্য নহে, তাহাই ফলভোগপর কর্মকাণ্ড, না হয় নিরীশ্বর জ্ঞানকাণ্ড। তাহা কখনও কৃতাদর-পদবাচ্য হইবে না। আমার জ্ঞান ও কর্মকে নিন্দা করিয়া বিদ্বাভক্তিপ্রদর্শনের ছলনায় ঈশ্বর-ভেদ-দর্শন-মূলে নিজের অপরার্ধ সিদ্ধ করিবার চেষ্টাও আত্ম-বঞ্চনকারী চেষ্টা নহে।

শ্রীভগবান্ শ্রীকপিলদেব শ্রীদেবহূতিকে বলিয়াছেন,—

নিষেবিতানিমিত্তেন স্বধর্মেণ মহীয়সা।
ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ॥

(ভাঃ ৩।২৯।১৫)

হে মাতঃ, শুদ্ধভক্তির সাধনসমূহ বলিতেছি, শ্রবণ কর; অতিহিংসারহিত হইয়া নিষ্কামভাবে পঞ্চরাত্রোক্ত পূজাবিধি অনুসারে স্বধর্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তির চিত্ত বিশেষভাবে শুদ্ধ হয়; সেই শুদ্ধচিত্তে আমার গুণ শ্রবণ করিবামাত্র অনায়াসে তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন।

এইস্থানে 'অতিহিংসা' শব্দান্তর্গত অতি-দ্বারা পঞ্চরাত্রোক্ত অর্চনরূপ উপাসনাক্রিয়ায় কিছু হিংসাও বিহিত হইয়াছে, জানা যায়। কারণ, পত্র-পুষ্পাদি-চয়নের মধ্যে হিংসা আছে। বৃক্ষের পত্রাদি ছেদন করিলে সচেতন বৃক্ষের ক্লেশ উপস্থিত হয়; পুষ্পাদির অন্তর্গত কীটাদিও বিনষ্ট হয়। এই হিংসা অনিবার্য্য।

যাহারা কৃতহিংসা-প্রয়োজনে দৃঢ়সঙ্কল্প, তাহারা শ্রীভগ-বদর্চনকারিগণকেও প্রাণিহিংসক বলিয়া অভিযোগ করে। অর্চনকারিগণ শ্রীভগবানের অর্চনের জন্য যে পত্রপুষ্পাদি আহরণ করেন, কিংবা বৃক্ষাদি ছেদন করিয়া যে শ্রীবিষ্ণু-নৈবেদ্য প্রস্তুত করেন, তদ্দ্বারা অবৈষ্ণবগণের ন্যায়ই প্রাণি-হিংসা সাধিত হয়, এইরূপ যুক্তিমূলক হেত্বাভাস অর্থাৎ "তুমি ভি চুপ, হাম্‌ভি চুপ", অথবা "তুমিও আমারই মত

ছোর, অতএব নিরস্ত হও।"—এই জাতীয় অভিসন্ধিমূলা যুক্তি কৃতহিংসকগণের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে বৈষ্ণবগণ বলেন, শ্রীভগবান্ সকল বস্তুরই একচ্ছত্র অধিকারী। তিনি তাঁহার সেবার জন্য যে-ভাবে, যে বস্তু নিয়োগ করিবার 'প্রত্যক্ষাদেশ' প্রদান করিয়াছেন, জীব তাহাই পালন করিলে মঙ্গল লাভ করিতে পারে। শ্রীভগবান্ সজ্ঞারূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অর্চ্চনে যে-যে বস্তু নৈবেদ্যরূপে আহরণ করিতে হইবে, তাহা জানাইয়াছেন। সুতরাং সেই সকল বস্তু শ্রীবিষ্ণুর সেবোপকরণরূপে আহরণ করিলে তদ্দ্বারা হিংসা হয় না। শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে হিংসা নাই। যাহারা শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের চেষ্টাকেও অন্য চেষ্টার সহিত সমান জ্ঞান করিয়া কৃষ্ণসেবাচেষ্টাতেও হিংসা দর্শন করে, তাহারাই নির্ব্বিশেষবাদী বা জৈন-বৌদ্ধগণের ন্যায় আত্মহত্যা-ব্যতীত 'হিংসা' হইতে সামগ্রিক নিবৃত্তির আর কোন উপায় দেখিতে পায় না। কারণ, সমস্ত আহার্য্যবস্তু পরিত্যাগ করিয়া আবদ্ধগুহায় বায়ুমাত্র ভক্ষণপূর্ব্বক মুহূর্ত্তমাত্র জীবনধারণ করিলেও বায়ুর অন্তর্গত অসংখ্য কীটরাশির প্রতি হিংসা বিহিত হয়। অতএব কোনরূপ হিংসা না করিয়া কাহারও জীবনধারণ অসম্ভব। বৌদ্ধ ও জৈনগণ এজন্য আত্মহত্যাকেই প্রাণিহত্যারূপ পাপ হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র রাজকীয় পথ বলিয়া হয় ত' কল্পনা করেন! বস্তুতঃ আত্মহত্যা করিতে গেলেও দেহমধ্যস্থিত অনেক জীবের হিংসা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। এইরূপ হিংসা ও অহিংসার বিচার সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে স্থান পায় না। এজন্য তাঁহারা শাস্ত্রাবতারের আদেশ শিরে ধারণ করিয়া শ্রীভগবদর্চ্চনোপযোগী যে পুষ্প-পত্র-চয়নাদি-লক্ষণময়ী তথাকথিত হিংসা, তাহাকে হিংসা মনে করেন না। তাঁহারা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের সামান্য চেষ্টাকেও—শুভাশুভ যাবতীয় কর্ম্মকেই হিংসা বলিয়া পরিত্যাগ করেন।

এস্থানে কোনও কোনও অবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের লোক বলেন, তোমরা বৈষ্ণব হইয়া যেরূপ বিষ্ণুর নৈবেদ্যের জন্য পত্র, পুষ্প, 'ডাঁটা', 'ডগা' ছেদনকে হিংসা বলিতেছ না, আমরাও তদ্রূপ জগন্মাতার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য ছাগ-মহিষাদি-বলিদানকেও শাস্ত্রানুসারেই হিংসা বলি না। তোমাদের বৈষ্ণবশাস্ত্র বিষ্ণুসেবার জন্য শাক-পত্র-ফল-মূলের ব্যবস্থা করিয়াছে, আমাদের শাক্তশাস্ত্র শক্তির সেবার জন্য ছাগ-মহিষাদির ব্যবস্থা করিয়াছে। অতএব যদি তোমাদের বেলা হিংসা না হয়, আমাদের বেলাও হিংসা হইবে না। আবার অহিংসু-সম্প্রদায় হয় ত' শাক্তসম্প্রদায়কে বলিতে পারেন, তোমাদের যদি ছাগ-মহিষ-বলিদানে প্রাণিহিংসা না হয়, তবে নরহত্যাদিতে আমাদেরই বা হিংসা হইবে কেন? এইরূপভাবে অশ্রৌতযুক্তিজাল অপস্বার্থপর জীবকে হিংসার আবর্ত্তে পাতিত করে।

শাস্ত্রের দোহাই দিলেই চরমসিদ্ধান্ত স্থাপিত হয় না। শাস্ত্রাবতারই বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে তারতম্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তামসিক ও রাজসিক অধিকারিগণের জন্য যে-সকল শাস্ত্রের বিধান, তাহা চরমসিদ্ধান্ত নহে। নির্গুণ শাস্ত্রের বিধানই চরমসিদ্ধান্ত। তামসিক ও রাজসিক ব্যক্তিগণকে ক্রমশঃ সাত্ত্বিক ও নির্গুণ অধিকারে উন্নীত করিবার জন্য শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞাদির ব্যবস্থা আছে। বস্তুতঃ যজ্ঞাদিতে পশুবধ বা মদ্যপানাদিই বিধি নহে। উহা ঐ সকল প্রবৃত্তিকে সঙ্কুচিত করিবার জন্য কৌশল-বিশেষ। অতএব পশুবলি প্রভৃতি নিত্যধর্ম্মপদবাচ্য হইতে পারে না এবং তজ্জন্য পশুহিংসাও নির্গুণ অর্চ্চনবিধির সহিত সমকক্ষতায় স্থাপিত হয় না।

বিধর্ম্মীর ধর্ম্ম-বিধান দূরে থাকুক, উপনিষদাদিতেও গবাদি পশুবধের বিধান আছে। উহা সার্ব্বজনীন বিধি বা নিত্যধর্ম্ম নহে। ঐ নজীর দেখাইয়া বেদশাস্ত্র-স্বীকারকারী সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বিগণ নিষিদ্ধ মাংস-ভোজনাদিকে বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠানরূপে আদর করেন না। অত্যন্ত সকাম ও অসুর-প্রকৃতি ব্যক্তিগণের জন্য যে নৈমিত্তিক ধর্ম্মের ব্যবস্থা, তাহা নিত্যধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্মের অনুশীলনকারিগণের ব্যবস্থা হইতে পারে না। আত্মধর্ম্মই সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। তাহাই নির্গুণা, বিশুদ্ধা ভক্তি। তাহা শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-তাৎপর্য্যময়ী। অতএব তাহাতে সমস্ত ভূতের তৃপ্তি অনুস্যূত। এজন্যই উক্ত হইয়াছে, যেরূপ তরুর মূলে জলসেচনের দ্বারা উহার স্কন্ধ, শাখা ও উপশাখাদি তৃপ্তি লাভ করে, তদ্রূপ অচ্যুতের পূজাতেই সর্ব্বভূতের তৃপ্তি হইয়া থাকে। এই দৃষ্টিতেই শুদ্ধবৈষ্ণবগণ সর্ব্বভূতের আদর করিয়া থাকেন।

"তস্মাদেকেনামনাদরো ন কর্ত্তব্যস্তৎসমুদ্ভবেনাদরা-

ধিক্কৃত কর্ত্তব্যম্। যাতয়েদ্যোপাসনস্য ধিক্কৃতমিতি।"
(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১০৫ অনুচ্ছেদ)

অতএব অন্যান্য প্রাণিসমূহের অনাদর করা নহে, বরং ভগবৎসম্বন্ধে আদরই কর্ত্তব্য। আর স্বতন্ত্রভাবে অন্যান্য দেবতার বা প্রাণীর উপাসনাকে ধিক্কারই দেওয়া হইয়াছে।

"প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে"—ইহা জৈমিনি ভক্তাঙ্গের অন্যতম নিষেধ-লক্ষণ অঙ্গ কিন্তু যেখানে শ্রীগুরুদেব বা শ্রীবৈষ্ণব শিষ্যের বা জীবের মঙ্গলবিধানের জন্য শাসন করেন, সুতীব্র বাক্যের দ্বারা সাধুগণ জীবের মনোযোগ বা চমৎকৃতি হেতু করেন, সেইস্থানে এই বিধি শ্রীগুরুদেব বা শ্রীবৈষ্ণবগণের উপর প্রয়োগ করিলে তাহা অজ্ঞতা ও পরশ্রীকাতরতা বলিয়াই পরিগণিত হইবে। প্রেয়ঃকামী সাধক বা অন্যাভিলাষী জীব যদি তাহার উপরে যে বিধি প্রযুক্ত হইবে, তাহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীগুরুদেব বা শ্রীবৈষ্ণবের উপর প্রয়োগ করিতে যান, তবে তাহা আত্মহত্যার চেষ্টায় পর্য্যবসিত হইবে। অনেক সময় অত্যন্ত বিষয়াসক্ত, চিরাভ্যস্ত পাপী ও দুরন্ত অপরাধী ব্যক্তিগণের মনে আঘাত না দিলে কিছুতেই তাহাদের বিষয়াসক্তির মূল ছিন্ন হয় না। তাহারা এতটা জড় ও অজ্ঞানান্ধ যে, কেবলমাত্র সাধারণ উপদেশে তাহাদের হৃদয়ে কোনই স্পন্দন হয় না। এজন্য পরমকৃপাময় সাধু ও শাস্ত্রাবতারসমূহ সুতীব্র ও শাণিত উক্তিরূপ খড়্গের দ্বারা মনের দুর্ব্বাসনা-গ্রন্থি বা অন্যাভিলাষসমূহকে ছেদন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই কৃপাকে "কৃতোদ্বেগ" বলিয়া বিচার করিলে বঞ্চিত হইতে হইবে।

নবধা ভক্তি

(৬) বন্দন

'বন্দন' অর্চ্চনের অঙ্গরূপেই অনুষ্ঠিত হয়। অর্চ্চনকালে শ্রীভগবানের নমস্কার, বন্দনা, স্তুতি, প্রার্থনা প্রভৃতি কৃত হইয়া থাকে। তথাপি কীর্ত্তন ও স্মরণের ন্যায় স্বতন্ত্রভাবেও অনুষ্ঠিত হইতে পারে—এই অভিপ্রায়েই বন্দনকে পৃথক্‌ভাবে নবধিধা ভক্তির অন্যতমরূপে বিচার করা হইয়াছে। যাহারা শ্রীবিষ্ণুর অনন্ত গুণ ও ঐশ্বর্য্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার গুণানুসন্ধান ও শ্রীহরির শ্রীচরণসেবা প্রভৃতিতে নিজের অধিকার নাই, এইরূপ দৈন্যবশতঃ কেবলমাত্র নমস্কার-বিধানেই অধ্যবসায়যুক্ত হন, তাঁহাদের জন্যই এই বন্দনাখ্য ভক্তি স্বতন্ত্ররূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। নমস্কার-ভক্তাঙ্গটীকে শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনরূপেও অতিদেশ (অন্য ধর্ম্মের অন্যত্র আরোপ—যথা, গোদুগ্ধ-সবৎস) করা আছে। শ্রীনারসিংহ-পুরাণ বলেন,—

নমস্কারঃ স্মৃতো যজ্ঞঃ সর্ব্বযজ্ঞেষু চোত্তমঃ।
নমস্কারেণ চৈকেন সাষ্টাঙ্গেন হরিং ব্রজেৎ॥
(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৩০৩ অনুচ্ছেদ ও হঃ ভঃ বিঃ ১১শ বিঃ ৫৮৭৬ সংখ্যা-ধৃত শ্রীনরসিংহপুরাণ-বচন)

এই নমস্কার-রূপ যজ্ঞ সর্ব্ববিধ যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ বলিয়া কথিত হইয়াছে। একমাত্র সাষ্টাঙ্গ-নমস্কারের দ্বারাই শ্রীহরিকে লাভ করিতে পারা যায়।

বন্দনাখ্য ভক্তির কথা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্রহ্মকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৮)

আপনি নিখিলগুণের মূলাধার। আপনার গুণসমূহের পরিমাণ করিতে কেহই সমর্থ নহে। অতএব হে প্রভো! যিনি আপনার কৃপার অপেক্ষা ও তাহা পরিবর্দ্ধন করিয়া নিজকৃত কর্ম্মফলসমূহ অনালস্যভাবে ভোগ করিতে করিতে আপনার শ্রীপাদপদ্মে কায়মনোবাক্যে নমস্কার-বিধান-পূর্ব্বক জীবন যাপন করেন, সেই ব্যক্তির সম্বন্ধে ব্রাহ্মবন্ধন-

সম্পত্তির ন্যায় দায়ভাগ অনুসারে মুক্তিপদে দায়ী হইয়া থাকেন।

ভ্রাতৃবণ্টন-সম্পত্তিতে মূর্খ, অন্ধ, নাবালক, বিজ্ঞ সকল সন্তানই যেরূপ অধিকারী, সেইরূপ চক্ষু ও অন্ধ সকলেই কি আপনার শ্রীচরণ-সম্পত্তিতে দায়ভাক্ হন? তদুত্তরেই বলিতেছেন 'যো জীবেত' অর্থাৎ ভ্রাতৃবণ্টন-সম্পত্তিতে সকলেই অধিকারী বটে, কিন্তু মৃত পুত্র যেরূপ অধিকারী নহে, তদ্রূপ যিনি জীবন ধারণ করেন, সেইরূপ ব্যক্তিই শ্রীহরির শ্রীচরণ-সম্পত্তি প্রাপ্তে হইবার দাবী করিতে পারেন। তাহা হইলে কাহারা জীবিত? যাঁহারা কায়মনোবাক্যে আত্মসমর্পণ করিয়া—শরণাগত হইয়া শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপার প্রতীক্ষা করিয়া হরিভজন করেন, তাঁহারাই জীবিত। হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনানুশীলনকারিগণই জীবিত। নতুবা অপরে আত্মঘাতী বা জীবন্মৃত।

ধর্ম, বিনর্গ প্রভৃতি দশটি পদার্থের মধ্যে 'মুক্তি' নবম পদার্থ। সেই মুক্তির যিনি আশ্রয়, সেই পরিপূর্ণ দশম পদার্থ শ্রীগুরুই মুক্তিপদ। 'অপবর্গ' শব্দে 'প্রেমভক্তি'ও বুঝায় (ভাঃ ৪।২৯।১৮)। সেই প্রেমের যিনি পরমবিষয়, সেই পরিপূর্ণ শ্রীভগবান্ই মুক্তিপদ, অথবা নিখিল মুক্তি যাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রিত, তিনিই মুক্তিপদ।

যাঁহারা অনন্তস্বরূপ শ্রীভগবানের অন্য কোনপ্রকার উপাসনা করিতে পারেন না, কেবলমাত্র 'আমার কোন বিষয়েই যোগ্যতা নাই; আমি অত্যন্ত অপদার্থ, মূর্খ, নির্ঘৃণ; আপনার কৃপার প্রতীক্ষা করিয়া একমাত্র আপনার নমস্কার বিধান করিতে করিতে জীবন ধারণ করিব,—এইরূপ সুদৃঢ় সংকল্পের সহিত শ্রীমুচুকুন্দের ন্যায় শ্রীগুরুকে অভিবন্দন করিয়া জীবন যাপন করেন, একমাত্র নমস্কাররূপ ভক্তিদ্বারাই তাঁহারা শ্রীগুরুকৃপাপদ্ম লাভ করিতে পারেন। অতএব 'মুক্তিপদ'-শব্দে মুক্তিরূপ অর্থ সঙ্গত নহে; কারণ, একবার নমস্কার-মাত্রেই মুক্তি নিকটবর্ত্তিনী হইয়া থাকে। ইহাই শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে,—

দুর্গ-সংসার-কান্তারমপারমতিবাবতাম্।
একঃ কৃষ্ণ নমস্কারো মুক্তিতীর্ত্তস্য নৌরিকঃ॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৩০৩ অনুচ্ছেদ-ধৃত শ্রীবিষ্ণুধর্ম্ম-বচন)

অপার দুর্গম সংসার-অরণ্যে যাহারা ভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের পক্ষে একবারমাত্র অনুষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের নমস্কারই মুক্তির প্রাপক হইয়া থাকে।

"হে প্রভো! অতএব যিনি আপনার কৃপা সুদর্শনীক্ষমাণ হইয়া। (এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ 'সুদর্শনীক্ষমাণ' পদের অর্থ 'প্রতীক্ষমাণ' করিয়াছেন) অর্থাৎ নিজকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে করিতে 'কবে শ্রীগুরুর কৃপা পাইব?'—এইরূপ উৎকণ্ঠার সহিত প্রতিক্ষণে যাঁহারা অপেক্ষা করিতে থাকেন, তাঁহারাই কায়মনো-বাক্যে নমস্কার-বিধানপূর্ব্বক শ্রীগুরুর প্রেমলাভে অধিকারী হন।"

বন্দনাখ্য ভক্তির বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীল গোপালভট্টগোস্বামি-পাদ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীবরাহদেবোক্ত এই ভগবদুক্তি উদ্ধার করিয়াছেন,—

স্তবৈরুচ্চাবচৈঃ স্তোত্রৈঃ পৌরাণৈঃ প্রাকৃতৈরপি।
স্তুত্বা প্রসীদ ভগবন্নিতি বন্দেত দণ্ডবৎ॥

(ভাঃ ১১।২৭।৫৬)

কি পৌরাণিক, কি আধুনিক লোকভাষা-নিবদ্ধ অর্থাৎ কোন প্রাদেশিক ভাষায় রচিত স্তব পাঠ করিয়া, যেমন শ্রীল নরোত্তমঠাকুর-মহাশয়-কৃত 'প্রার্থনা', বা 'শ্রীপ্রেম-ভক্তিচন্দ্রিকা'র স্তব অথবা সচ্চিদানন্দ শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের 'শরণাগতি', 'কল্যাণকল্পতরু' প্রভৃতি গ্রন্থের স্তব পাঠ করিয়া 'হে ভগবন্, আপনি প্রসন্ন হউন'—এইরূপ বলিয়া দণ্ডের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া বন্দনা করিবে।

নমস্কারের বিধি শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ এইরূপ বলিয়াছেন,—

শিরো মৎপাদয়োঃ কৃত্বা বাহভ্যাঞ্চ পরস্পরম্।
প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ॥

(ভাঃ ১১।২৭।৪৬)

দুই বাহুদ্বারা আমার দুই চরণ ধারণপূর্ব্বক অবনতমস্তকে এই বলিয়া প্রণাম করিবে,—'হে ভগবন্, মৃত্যুগ্রহসাগর হইতে ভীত ও শরণাগত আমাকে রক্ষা করুন।'

শ্রীবিগ্রহকে দূরদেশ হইতে প্রণাম করিবার বিধি উক্ত হইয়াছে। অতএব 'বাহুদ্বারা আমার দুই চরণ ধারণ ও মস্তক আমার পদদেশে স্থাপন'—এই উক্তির মর্ম্ম এই যে, মনে মনে ঐরূপ চিন্তা করিয়া অর্থাৎ বাহুযুগল তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে

ও মস্তক তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দে লুণ্ঠিত হইতেছে,—এই বিচার করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে হইবে।

আগমে দাণ্ডবৎ নমস্কারের এইরূপ সংজ্ঞা দৃষ্ট হয়,—

দোর্ভ্যাং পদ্ভ্যাঞ্চ জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
মনসা বচসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ॥

অর্থাৎ বাহুযুগল ও পদযুগল, জানুদ্বয়, বক্ষঃস্থল, দৃষ্টি, মন ও বাক্য এই আট প্রকার অবয়বের দ্বারা যে প্রণাম করা যায়, তাহাকেই অষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে।

দৃষ্টিদ্বারা প্রণাম বলিতে চক্ষু ঈষৎ নিমীলনপূর্ব্বক প্রণাম, মনের দ্বারা প্রণাম বলিতে মনে মনে নিজোপেয় শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মযুগলে স্থাপনপূর্ব্বক প্রণাম ও বাক্যের দ্বারা প্রণাম বলিতে 'হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন, কৃপা করুন'—এইরূপ বাক্য বলিতে বলিতে প্রণাম বুঝায়।

পঞ্চাঙ্গ নমস্কার এইরূপ,—

জানুভ্যাঞ্চ বাহুভ্যাং শিরসা বচসা ধিয়া।
পঞ্চাঙ্গকঃ প্রণামঃ স্যাৎ পূজাসু প্রবরাবিমৌ॥

দুই জানু, দুই বাহু, মস্তক, বাক্য ও বুদ্ধি—এই পাঁচ অবয়বের দ্বারা প্রণামকেই পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলে। এই পঞ্চাঙ্গ ও অষ্টাঙ্গ প্রণামই পূজাকালে প্রশস্ত।

প্রণামের বিধি এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

গরুড়ং দক্ষিণে কৃত্বা কুর্য্যাত্তৎপৃষ্ঠতো বুধঃ।
অবজ্ঞক প্রণামাংস্ত্রীন্ সক্তস্তেনবিকাধিকান্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৮।১৬৪)

পণ্ডিত ব্যক্তি গরুড়কে দক্ষিণে রাখিয়া তাঁহার বামভাগে প্রণাম করিবেন। কিন্তু শ্রীভগবানের অতি নিকটে প্রণাম নিষিদ্ধ। প্রণাম অন্যূন তিনবার করিতে হইবে। সামর্থ্য থাকিলে তাহা অপেক্ষাও অধিকবার প্রণাম করা যাইতে পারে।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীযমরাজ নিজদূতগণের প্রতি এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন,—

হরিমমরগণার্চিতাঙ্ঘ্রিপদ্মং
প্রণমতি যঃ পরমার্থতো হি মর্ত্ত্যঃ।
তমপগত-সমস্ত-পাপবন্ধং
ব্রজ পরিহৃত্য যথাধিমাত্যসিক্তম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৮।১৭১)

যাঁহার শ্রীচরণারবিন্দকে দেবতাগণও পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে প্রণাম করিলে কোন প্রকার অনর্থ থাকে না। অতএব ঘৃতদাহ অভিলিষিত যজ্ঞাগ্নির ন্যায় পূত সেই প্রণত মানবকে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা অন্যত্র প্রস্থান করিবে

শ্রীমদ্ভাগবতেও নিজদূতগণের প্রতি যমরাজের এইরূপ বাক্য শ্রুত হয়,—

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্॥

(ভাঃ ৬।৩।২৯)

যাহাদের জিহ্বা শ্রীভগবানের নাম-গুণ কীর্ত্তন করে না, যাহাদের চিত্ত তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দ স্মরণ করে না, যাহাদের মস্তক একবারও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হয় না, সেই সকল বিষ্ণুসেবানুষ্ঠান-বিমুখ ব্যক্তিদিগকে লইয়া আসিবে।

শরণাগতরক্ষণোদ্যতং হরিমীশং প্রণমন্তি যে নরাঃ।
ন পতন্তি ভবাম্বুধৌ স্ফুটং পতিতাস্তদ্ধরতি শ্ব তানসৌ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৮।১৭৩ সংখ্যা ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-বাক্য)

শরণাগতের প্রতিপালক শ্রীহরিকে যে-সকল ব্যক্তি প্রণাম করেন, তাঁহারা কখনও সংসার-সমুদ্রে নিপতিত হন না। যদিও বা কখনও সংসার-সাগরে পতিত হন, তখন শ্রীহরিই তাঁহাদিগকে উদ্ধার করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবলিমহারাজ বলিতেছেন,—

অহো প্রণামায় কৃতঃ সমুদ্যমঃ
প্রপন্নভক্তার্থবিধৌ সমাহিতঃ।
যল্লোকপালৈরমুগ্রহোঽমরৈ-
রলব্ধপূর্ব্বোঽপনয়েঽসুরেশ্বরঃ॥

(ভাঃ ৮।২২।২)

আপনার প্রতি প্রণামের কি আশ্চর্য্য মহিমা, ঐ প্রণতির উদ্যমমাত্র অবলম্বনও শরণাগত-রক্ষণের প্রয়োজন প্রেমসিদ্ধি-সম্পাদনে সমর্থ হয়। ঐপ্রকার উত্তম-হেতু ভগবদীয় অনুগ্রহ যাদৃশ অসুরেশ্বরে প্রদত্ত হইয়াছে। এতাদৃশ অনুগ্রহ লোকপাল ও অমরগণ পূর্ব্বে লাভ করিতে পারেন নাই।

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নৃণামিদম্।
যেষাং হরিপাদাব্জাগ্রে শিরো ন্যস্তং যথা তথা।

(হঃ ভঃ বিঃ ৮।১৭৫ সংখ্যা ধৃত নারায়ণব্যূহ-স্তব)

যে মানবগণের মস্তক যে-কোন প্রকারেই হউক শ্রীহরির সম্মুখে প্রণত হইয়া থাকে, অহো! তাঁহাদের কি ভাগ্য, কি ভাগ্য, কি ভাগ্য!

শ্রীনরসিংহ-পুরাণে শ্রীযমরাজ বলিতেছেন,—

তস্য বৈ নারসিংহস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
প্রণামং যে প্রকুর্বন্তি তেষামপি নমো নমঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৮।১৭৬ সংখ্যা-ধৃত শ্রীনরসিংহপুরাণ-বাক্য)

যাঁহারা অমৃত-পরাক্রম শ্রীনৃসিংহ-বিষ্ণুকে নমস্কার করেন, তাঁহাদিগের প্রতি যাঁহারা নমস্কার করেন, তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

শ্রীনৃসিংহ-পুরাণে শ্রীযমরাজের আর একটি উক্তি এই,—

অহমমরগণার্চিতেন ধাত্রা যম
ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ।
হরিগুরুবিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্যান্
হরিচরণপ্রণতান্নমস্করোমি॥

আমি দেবপূজ্য বিধাতৃ-কর্ত্তৃক লোকসমূহের হিতাহিত-বিচারক নিযুক্ত হইয়াছি। শ্রীহরিগুরুবিমুখ মর্ত্ত্য কর্ম্মিগণকে আমি প্রহৃষ্টরূপে শাসন করিয়া থাকি এবং শ্রীহরিচরণে নত বৈষ্ণবদিগকে আমি নমস্কার করি।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বলেন,—বন্দন বা নমস্কাররূপ-ভক্তাঙ্গে যে-সকল অপরাধের কথা 'বিষ্ণুস্মৃতি' প্রভৃতি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাহা পরিহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

"নমস্কারেহপ্যাবাভ্যাং পরিহর্ত্তব্যাঃ, বিষ্ণুস্মৃত্যাদিদৃষ্ট্যা, যে খলু একহস্তকৃতত্ব-বস্ত্রাবৃতদেহত্ব-ভগবদগ্র-পৃষ্ঠ-বামভাগা-ত্যন্তনিকট-গর্ভমন্দির-গতত্বাদিবন্তঃ।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৩০৩ অনুচ্ছেদ)

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বিষ্ণুস্মৃতি, বরাহপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে ঐ সকল অপরাধের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে,—

অন্যপ্রণতি যৎকিঞ্চিৎ পুমান্ বৈ কর্ত্তুমাচরেৎ।
সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং যাতি একহস্তাভিবাদনাৎ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৮।১৭৯ সংখ্যাধৃত
শ্রীবিষ্ণুস্মৃতি-বাক্য)

বস্ত্রপ্রাবৃতদেহস্তু যো নরঃ প্রণমেত মাম্।
বিত্রী স লভতে মূর্খঃ সপ্তজন্মনি ভামিনি॥

(ঐ ৮।১৭৯ সংখ্যা-ধৃত শ্রীবরাহ-
পুরাণ-বচন)

অগ্রে পৃষ্ঠে বামভাগে সমীপে গর্ভমন্দিরে।
অপহোদনমস্কারান্ কুর্য্যাৎ কেশবালয়ে॥

(ঐ ৮।১৭৯)

সকৃদ্‌ভূমৌ নিপতিতো ন শক্তঃ প্রণমেন্নরঃ।
উত্থায়োত্থায় কর্ত্তব্যং দণ্ডবৎ প্রণিপাতনম্॥

(ঐ ৮।১৮০)

মনুষ্য জন্মাবধি যে ধর্ম্ম আচরণ করে, শ্রীভগবান্‌কে এক হস্তদ্বারা প্রণাম করিলে তাহা সকলই নিষ্ফল হয়।

বরাহপুরাণে বলিতেছেন,—হে প্রিয়ে, যদি কোন মানব বস্ত্রাচ্ছাদিত দেহে আমাকে প্রণাম করে, তবে সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত তাহার শ্বিত্ররোগ অর্থাৎ ধবলকুষ্ঠ ও মূর্খত্বপ্রাপ্তি হয়।

অন্যত্র উক্ত হইয়াছে, শ্রীকেশবের মন্দিরে শ্রীভগবানের সম্মুখে, পশ্চাদ্‌ভাগে, বামভাগে বা অতি নিকটে, শ্রীগর্ভমন্দির-মধ্যে জপ, হোম বা নমস্কার করিবে না।

সামর্থ্য থাকিলে একবার ভূতলে পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিবে না, পরন্তু প্রত্যেক বার উঠিয়া দণ্ডের ন্যায় প্রণাম করিবে।

লণ্ডনবাসিনী ভক্তমহিলার পত্র

Sri Sri Guru Gaurangau Jayatah

Emergency address :—
All communications :—
C/o Miss S. Harris,
44, Lancaster Road,
Stroud Green,
London, N. 4.

SREE VASUDEV GAUDIYA MATH.
135, Dalston Lane,
London, E. 8.
Dated, the 1st April, 1941.

My Beloved and most Revered Swamiji,

It is with great happiness that I write to tell you of the safe arrival of Srimad Bhagavad-Gita and the other precious literature. They reached us on March 29th. I know not how to express my appreciation for all your loving kindness. I have dealt with this in a letter that I sent you last week. It expresses the love that I feel for you All in my inmost heart and other sentiments.

Your English rendering of Srimad Bhagavad-Gita is beautiful and absolutely comprehensive. It is the work of a spiritual genious and scientist. I am studying it in complete obedience to your esteemed instructions. A great and noble work. Your mercy and compassion for fallen souls are boundless. I would like to offer tribute to Srila Sundarananda Vidyavinode Prabhu for his inspiring preface and for the great part he took in assisting your work to see the light of day.

I offer my heartiest congratulations to the Managing Committee of Thakura Bhaktivinode Institute in producing such an excellent Magazine. It is a joy to read, each article is in itself a perfectly cut cameo.

I am profoundly interested in Thakur Bhaktivinode Institute and do most humbly pray to the Supreme Lord Sri Krishna, that the combined and noble efforts of the Masters of the School for the eternal and spiritual well-being of their students also for their material welfare, will be consummated.

The Institution is a nation-building and soul awakening entity. The special feature of this Institution is its religious teaching. The students are taught to cultivate the cult of unalloyed Bhakti which is the ultimate Goal of education—the summum bonum of human existence. They have the good fortune to hear things which are all Divine and Transcendental, Pure and Sublime, never to be had anywhere else.

Now-a-days Godless education has spread far and wide, the baneful effects of which are self-evident. Thakur Bhaktivinode Institute is the antidote to this pernicious and deadly poison. Indeed, I echo all that Master Rabindra Nath Bose has said in his article 'A Gift to Young Generation' contained in the Magazine.

To get at the Jiva-souls from the very dawn of life on this planet is of primary importance, instil into the young mind a living faith in God that is born from knowledge

and realisation of the Absolute Reality, to love truth, and repugnance for untruth and half-truths.

Thakur Bhaktivinode Institute is the perfect system of education for it teaches pure Theism which alone can render immense good to society and mankind and all animation. I cherish the fond hope that after Democracy we shall come under Theocracy.

Please, dearest Swamiji, when you write to me will you keep me pested with news of the Institute? I pray that the day may not be far distant when there will be a 'Thakur Bhaktivinode Institute' in every province of the divine land of sacred celebrity—India, and from there may they flow out to all countries of the world.

Kumari Vishnupriya Dasi is writing to you. The hydra-headed monster (Hitler) has taken part of the roof off her house and blown in all her windows. She was here when it happened.

I offer my humble prostrated obeisances to the Holy Feet of Srila Acharyadeva and my ever-loving regards. I also offer these same things at your sacred Feet my dearest Swamiji, and my deepest regards and reverence for all true devotees of the Lord.

I am,
The unworthy servitor of the servitors
of the
Supreme Lord and His Elect,
Vinode Vani Dasi.

সংবাদপত্রের প্রতিধ্বনি

[যুগান্তর—কলিকাতা সংস্করণ ৮ই জুন (১৯৪১); ২৫শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৪৮), রবিবার]

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

পণ্ডিত শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-বিরচিত, গৌড়ীয়মিশন হইতে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন-কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী আকারে ২৫০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর ছাপা ও সুদৃশ্য প্রচ্ছদপট-সংযুক্ত। মূল্য—৸০ আনা মাত্র।

পুস্তকটী সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান সময়োপযোগী। ইহাতে অসৎসাম্প্রদায়িকতা ও অবৈধ গোঁড়ামির কু-ফলের বহু প্রত্যক্ষ উদাহরণ অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। অসাম্প্রদায়িকতার নামে অতীব সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা কিরূপে জগতে মোহ বিস্তার করিয়াছে, তাহাও ইহাতে নিরপেক্ষভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রচলিত গণমত গতানুগতিকতা, ধর্ম্মোন্মত্ততা, কল্পিত মহাজন ও প্রতিষ্ঠাশালী মনীষিগণের ব্যক্তিত্বের মোহ যাহাতে বাস্তব সত্যকে কোনরূপে আবৃত করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে একটী নির্ভীক ও বলিষ্ঠ আলোচনা এই পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। মানব-সমাজের বহু ব্যাপক সাধারণ ভ্রমের একটী বিস্তৃত তালিকা ও তৎসম্বন্ধীয় সংসিদ্ধান্ত বড়ই চিত্তাকর্ষক ও

শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষিগণের চিন্তা-স্রোতের নিরপেক্ষ সমালোচনা-দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অসৎ সাম্প্রদায়িকতাকে নিরাস করিয়া প্রকৃত সমন্বয়ের বার্ত্তা এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। পৃথিবীর সমগ্র জীবের মধ্যে প্রকৃত প্রেমের ভাব সাধন করিতে হইলে বর্ত্তমানযুগে এইরূপ সুচিন্তিত ও সুযুক্তিমূলক গ্রন্থের বহুল প্রচার আবশ্যক। এই পুস্তকটী পতাগুগতিক মতবাদাভিমানিগণের চক্ষু উন্মীলন করিতে পারিবে বলিয়া আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি।

কমলাপুর শ্রীগোপালজীউমঠের বার্ষিক মহোৎসব

গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৪৮), ৯ই জুন (১৯৪১), সোমবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রাদিবস গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে এবং গৌড়ীয়মিশনের পরিচালক-সমিতির নিয়ামকত্বে ঢাকা সহরের অন্তর্গত কমলাপুরে শ্রীশ্রীগোপালজীউমঠের বার্ষিক-মহোৎসব এবৎসর অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অধিক বৈশিষ্ট্যের সহিত শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মহিমা সংকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

উক্ত দিবস শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীগোপাল-জীউ মঠে আগমনপূর্ব্বক প্রাতঃ ৯ ঘটিকার সময় একটী সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহকারে কমলাপুর-নিবাসী স্বধামগত শ্রীপাদ কৃষ্ণকিশোর প্রভুর গৃহে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ একটী সুরম্য দোলায় করিয়া বিপুল সংকীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীগোপালজীউমঠে আনয়ন-পূর্ব্বক বিচিত্রবর্ণের সুগন্ধি পুষ্প ও মাল্যাদির দ্বারা সুশোভিত অতীব মনোরম সিংহাসনোপরি স্থাপন করেন। অতঃপর ভক্তবৃন্দ 'হরি ব'লে মোদের গৌর এলো', পঞ্চতত্ত্ব-নাম ও মহামন্ত্র প্রভৃতি কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীগোপালের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তৎপরে শ্রীপাদ নবগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু অনর্পিতচর প্রেমপ্রদাতা পঞ্চ-তত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরাবতারের বৈশিষ্ট্য এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সাক্ষিগোপাল-প্রসঙ্গ পাঠমুখে শরণাগতজনের প্রতি গোপালের অসমোর্দ্ধ করুণার কথা কীর্ত্তন করেন। যথাসময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীগোপালের ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে অপরাহ্ণ প্রায় ২ ঘটিকার সময় কমলাপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে সমাগত শত-শত শ্রদ্ধালু সজ্জনকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ভ্রম-সংশোধন

৪১-৪২শ সংখ্যা "গৌড়ীয়ের" ৬৩৯ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ২৪-২৫ পংক্তিতে 'তাহারা মাকড়সার ন্যায় নিজের জালেই নিজে আবদ্ধ হইয়া পড়ে'—এই বাক্যে 'মাকড়সার ন্যায়' শব্দ দুইটী হইবে না।

৪৩-৪৪শ সংখ্যা গৌড়ীয়ের ৬৭৫ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের নিম্ন হইতে ২য় পংক্তিতে 'চরণ' স্থানে 'চরন' হইবে।

ঐ সংখ্যা "গৌড়ীয়ের" ৬৮৪ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ৪র্থ পংক্তির 'শ্রীমথুরাপুরীর সদৃশ মহত্ত্বের শ্রীদ্বারকাপুরী।' তৎপরে এই বাক্যটি হইবে—'শ্রীদ্বারকা শ্রীবৈকুণ্ঠের উর্দ্ধদেশে অবস্থিত।'

ঐ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ৬ষ্ঠ পংক্তিতে 'শ্রীঅযোধ্যা, শ্রীদ্বারকা, শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রাদি বৈকুণ্ঠেরই প্রবেশদ্বিসের।'—এই বাক্যে 'শ্রীদ্বারকা' শব্দটী থাকিবে না।

উক্ত সংখ্যার ৬৮৭ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ১৯-২৩ পংক্তির বাক্যটী নিম্নলিখিতভাবে মুদ্রিত হইবে :—

'গোকুলজাত জনগণের ও গোপীগণের পরম-মহত্ত্ব একমাত্র শ্রীব্রজ ও শ্রীউদ্ধব অবগত হইয়া তাঁহারা ব্রজবন শ্রীবৃন্দাবনবাসিগণের মধ্যে যে-কোন পদার্থের চরণরেণু প্রার্থনা করেন।' ইত্যাদি।

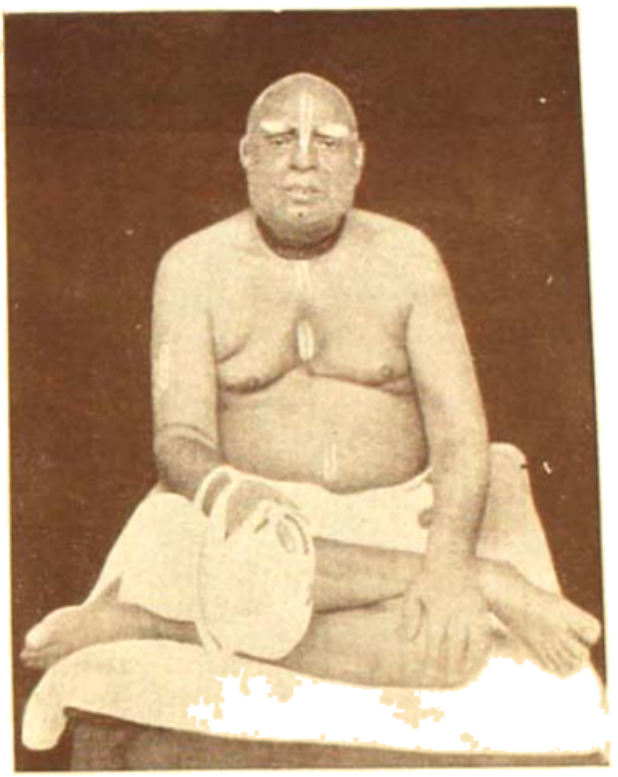

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

"বৈষ্ণব-কৃপাব্যতীত বৈষ্ণব হওয়া যায় না।"

—চৈঃ মঃ ১০ম অঃ

"দৃঢ়তাই সাধনের মূল।"

—শ্রীঃ ভোঃ ১১।১৪

"হরিনাম-সম্পূর্ণ চিদনুশীলন।"

—চৈঃ মঃ ৩য় অঃ

"The absolute condition of man is his absolute relation to the Deity in Pure Love."

—Journal of Tajpur, 25th Aug. 1871.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-সংখ্যা

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরসাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

THE GAUDIYA MISSION

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৭ই আষাঢ়, ১৩৪৮; ২১শে জুন, ১৯৪১ | ৪৬শ সংখ্যা

শ্রীচাঁদ বাউল

এই চাঁদ বাউল কে? বঙ্গীয় সমাজের এমন একদিন গিয়াছে, যখন শিক্ষিত-সমাজ 'বাউল' প্রভৃতি সম্প্রদায়কে বা তাহাদের সঙ্গীতাদি-মূলক সাহিত্যকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিতেন। সাধারণতঃ অশিক্ষিত, নীচ, নীতিবিগর্হিত, আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ আউল-বাউলাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মের ধ্বজা ধারণ করিত। এজন্য সুরুচি-সম্পন্ন শিক্ষিত-সমাজ ইহাদিগকে আদর করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে বাউল-সম্প্রদায়, অন্ততঃ তাহাদের সঙ্গীত-সাহিত্য শিক্ষিত-সমাজের নিকটও অত্যাশ্চর্য্যভাবে সমাদৃত হইয়া পড়িল। অশিক্ষিত, গ্রাম্য, নীচ, দরিদ্র ব্যক্তিগণের কুটীর হইতে তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের দরবারেও বাউল-সঙ্গীতের যথেষ্ট আদর ও উহার অভাবনীয় সাহিত্যিক মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইতে থাকিল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে বাউল-সঙ্গীত বঙ্গদেশে বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। একদিকে যেরূপ গৌড়ীয় গীতিকাব্যের পদাবলী-ধারাকে বৈরিণী গতিতে প্রবাহিতা করাইয়া অনধিকারী ইন্দ্রিয়তর্পণ-মোদী প্রাকৃত-রসলিপ্সা-সম্প্রদায় উহাকে পথ-ঘাটের গ্রাম্য-

শ্রীচাঁদ বাউল তাঁহাদেরই প্রেরিত মহাজন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু গাহিয়াছেন,—

ব্রহ্মে যে বিহরে পূর্ণ কৃষ্ণ-বলরাম।
কোটিসূর্য্যচন্দ্র জিনি' দোঁহার নিজধাম॥

সেই দুই জগতেরে চইয়ে সঞ্চার।
গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে করিল উদয়॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্বজগৎ আনন্দ॥

সূর্য্যচন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার॥

এই মত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।
তমোনাশ করি' করে ধর্ম্ম-তত্ত্বজ্ঞান।

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥

তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞানতমো ধর্ম্ম॥

তাঁহার প্রসাদে এই তমো হয় নাশ।
তমো নাশ করি' করে তত্ত্বের প্রকাশ॥

তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেমরূপ।
নামসংকীর্ত্তন সর্ব্ব আনন্দস্বরূপ॥

সূর্য্য চন্দ্র বাহিরের তমঃ সে বিনাশে।
বহির্ব্বস্তু ঘট পট আদি সে প্রকাশে॥

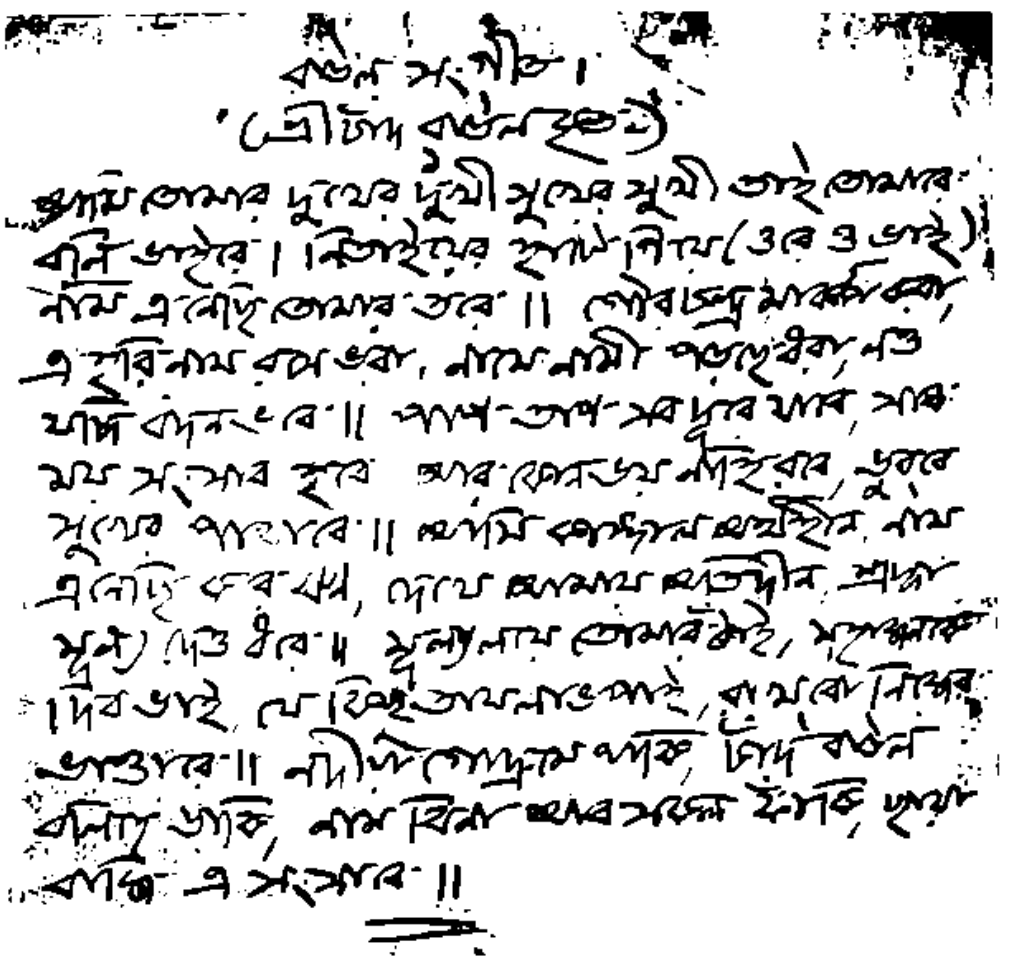
বাউল সংগীত।
শ্রীচাঁদ বাউল কৃত
আমি তোমার দুখের দুখী সুখের সুখী ভাই তোমার
বলি ভাইরে। নিতাইয়ের হাসি নিতাই (ওরে ও ভাই)
নাম এনেছি তোমার তরে॥ গৌরচন্দ্র মারকতে,
এ হরিনাম বলে ভবে, নামে নামী পড়লে বাঁধা, নড়ে
যাদি বদনরে॥ পাপ-তাপ সব দূরে যাবে, সাধ
মত সংসার হবে আর ফেরতে নাইরবে, ডুবরে
সুখের পাথারে॥ আমি কোটানন্দ অযুতহীন, নাম
এনেছি করে যাচি, দেবে তোমায় অতুলধন, শ্রদ্ধা
মূল্য দিতে হবে॥ মূল্য নাম তোমার কাছে, মূল্যবান
দিবে ভাই, যে কিছু তার নাওপাই, বাঁধবো নিজের
ভাওয়রে॥ নদীয়া গোদ্রুম থাকে, চাঁদ বদন
বলায় ডাকে, নাম বিনা আর সকল ফাঁকি, ভুলো
বাঞ্ছা এ সংসারে॥

শ্রীচাঁদ বাউলের শ্রীহস্ত-লিখিত "বাউল-সঙ্গীত"

দুই ভাই হৃদয়ের কালি' অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥

এক ভাগবত বড় ভাগবতশাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥

এক অদ্ভুত সমকালে গৌড়ার প্রকাশ।
আর অদ্ভুত চিত্তগুহার তমঃ করে নাশ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ১৮৫-৯০, ৯২, ৯৪-১০১)

যে অপ্রাকৃত সূর্য্যচন্দ্রদ্বয় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এমন কি, মোক্ষবাঞ্ছারূপ কৈতবান্ধকার বিনাশ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র ও শ্রীভক্তিরসপাত্র ভক্তবৈষ্ণবের সহিত সাক্ষাৎকার করাইয়া দেন, সেই শ্রীশ্রীগৌরচাঁদ ও শ্রীশ্রীনিতাইচাঁদের সেবা-রসে বাতুল মহাজনই আমাদের শ্রীচাঁদ বাউল। এই শ্রীচাঁদ বাউল শ্রীগৌরসেবারসে বাতুল হইয়া জগতে শ্রীগৌরধাম, শ্রীগৌরনাম ও শ্রীগৌরকাম প্রচার করিয়াছেন। এই মহাপুরুষ জগতের জীবকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন,—

"হে নিত্যানন্দের বাতুল-সকল, তোমাদের স্থিতি জড়-জগতে নয়; প্রভু নিত্যানন্দের পাদপদ্মে পতিত হইয়া যদি একবার আমার কর, তাহা হইলে অপ্রাকৃত গৌড়ীয়কেও চমৎকৃতকরং সংগ্রহ করিতে পার।"

(শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা, ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা)

এই শ্রীচাঁদ বাউল শ্রীনিতাইচাঁদের শ্রীনামের হাটের 'ঝাড়ুদার' ও 'দালাল' বলিয়া আমাদের পরিচয় দিয়াছিলেন। এই শ্রীচাঁদ বাউল প্রকৃত 'বাউলে'র ধর্ম্ম প্রচার করিয়া প্রাকৃত বাউলের সম্ভোগবাদ ও নির্ব্বিশেষবাদ উভয়কেই নিরাস করিয়াছেন।

দুই প্রকারে লোক বাতুল বা 'বাউল' হয়,—সম্ভোগে বাউল ও বিরহে বাউল। জড় বিষয় সম্ভোগপিপাসারই আর একটি রূপ। সম্ভোগোন্মত্ত 'বাউল'-সম্প্রদায় 'গৃহী বাউল' ও 'ত্যাগী বাউল' এই দুইভাগে বিভক্ত। আমাদের শ্রীচাঁদ বাউল অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের বাউল। তিনি সম্ভোগবাদের 'বাউল' মত নিরাস করিবার জন্যই শ্রীচাঁদ বাউল নাম ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীচাঁদ বাউল প্রকৃত 'বাউলে'র স্বরূপ তাঁহার 'বাউল'-সঙ্গীতে এইরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন,—

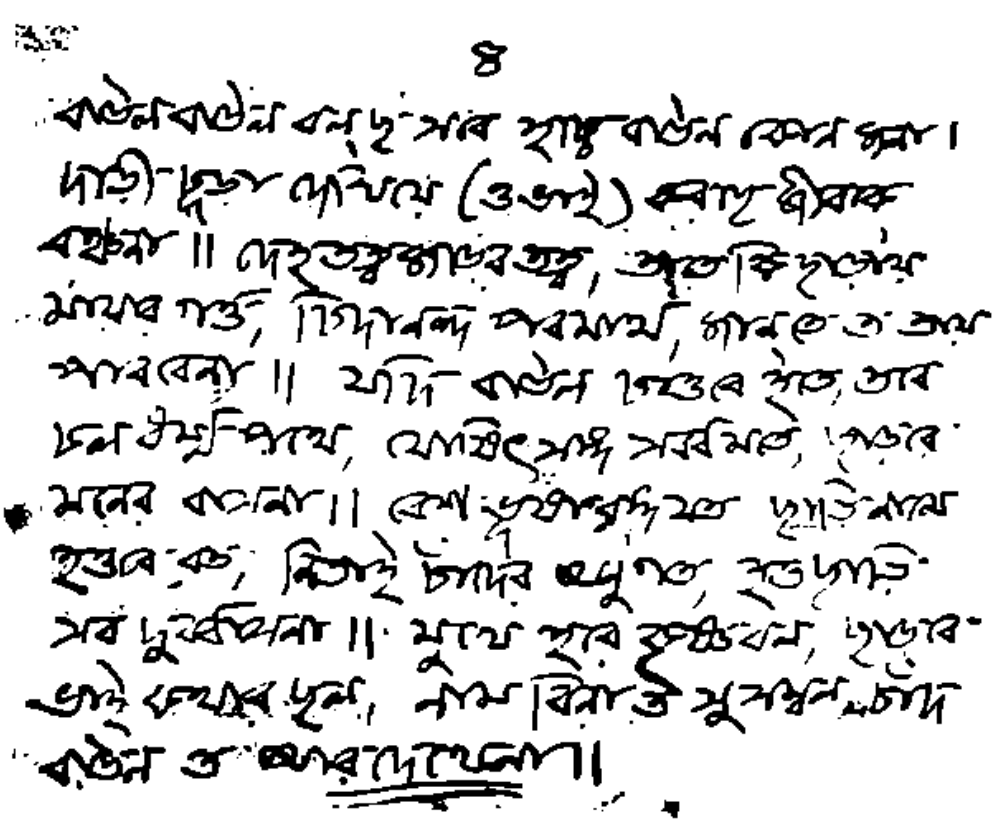

করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীহরিই একমাত্র প্রভু এবং ব্রহ্মাদি সকলেই তাঁহার দাস।

দ্বিতীয় বিষয়:—সেই শ্রীহরি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। হরি হইতে অভিন্ন হরির একটি অচিন্ত্য পরা শক্তি আছেন। তিনি অন্তরঙ্গরূপে চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গরূপে মায়াশক্তি এবং তটস্থরূপে জীবশক্তি। চিচ্ছক্তিদ্বারা বৈকুণ্ঠাদি-তত্ত্ব, মায়া-শক্তিদ্বারা অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং জীবশক্তিদ্বারা অনন্ত-কোটি জীব সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই পরা শক্তির সন্ধিনী, সন্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপ তিনটি প্রভাব।

তৃতীয় বিষয়:—সেই শ্রীকৃষ্ণ হরিই অখিলরস-সমুদ্র। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ রস। সকল রসের মধ্যে মধুর-রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের ব্রজলীলায় সেই মধুর-রসের বিশুদ্ধভাবে নিত্য অবস্থান। চতুঃষষ্টিগুণে শ্রীকৃষ্ণ দেদীপ্যমান; যথা—(১) সুরম্যাঙ্গ, (২) সর্ব্বসল্লক্ষণযুক্ত, (৩) সুন্দর, (৪) মহাতেজা, (৫) বলবান্, (৬) কিশোরবয়সযুক্ত, (৭) বিবিধ অদ্ভুত-ভাষাজ্ঞ, (৮) সত্যবাক্, (৯) প্রিয়বাক্য-যুক্ত, (১০) বাক্‌পটু, (১১) সুশিক্ষিত, (১২) বুদ্ধিমান, (১৩) প্রতিভাযুক্ত, (১৪) বিদগ্ধ, (১৫) চতুর, (১৬) দক্ষ, (১৭) কৃতজ্ঞ, (১৮) সুদৃঢ়ব্রত, (১৯) দেশ-কাল-পাত্রজ্ঞ, (২০) শাস্ত্র-চক্ষুযুক্ত, (২১) শুচি, (২২) বশী, (২৩) স্থির, (২৪) দমনশীল, (২৫) ক্ষমাশীল, (২৬) গম্ভীর, (২৭) ধৃতিমান্, (২৮) সম, সৌম্য-চরিত, (২৯) বদান্য, (৩০) ধার্ম্মিক, (৩১) শূর, (৩২) করুণ, (৩৩) মানদ, (৩৪) দক্ষিণ, (৩৫) বিনয়ী, (৩৬) লজ্জাযুক্ত, (৩৭) শরণাগত-পালক, (৩৮) সুখী, (৩৯) ভক্তবন্ধু, (৪০) প্রেমবশ্য, (৪১) সর্ব্বশুভকারী, (৪২) প্রতাপী, (৪৩) কীর্ত্তিমান্, (৪৪) লোকানুরক্ত, (৪৫) সাধুদিগের সমাশ্রয়, (৪৬) নারী-মনোহারী, (৪৭) সর্ব্বারাধ্য, (৪৮) সমৃদ্ধিমান্, (৪৯) শ্রেষ্ঠ ও (৫০) ঐশ্বর্য্যযুক্ত—এই পঞ্চাশটি গুণযুক্ত। এই পঞ্চাশটি গুণ বিন্দু-বিন্দুরূপে সর্ব্বজীবে আছে, কিন্তু পরিপূর্ণ-সমুদ্ররূপে কৃষ্ণে বর্ত্তমান। এই পঞ্চাশের উপর আর পাঁচটি মহাগুণ কৃষ্ণে পূর্ণরূপে আছে এবং অংশে শিবাদি দেবতায় বর্ত্তমান। (১) সর্ব্বদা স্বরূপসংপ্রাপ্ত, (২) সর্ব্বজ্ঞ, (৩) নিত্য নূতন, (৪) সচ্চিদানন্দঘনীভূতস্বরূপ, (৫) অখিল-সিদ্ধি-বশকারী অতএব সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিত। পরব্যোমনাথ নারায়ণাদিতে আর পাঁচটি গুণ বর্ত্তমান আছে, তাহা কৃষ্ণেও পরিপূর্ণভাবে থাকে, কিন্তু শিবাদি-দেবতা কিম্বা জীবে সে গুণ নাই। (১) অবিচিন্ত্য-মহাশক্তিত্ব, (২) কোটিব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহত্ব, (৩) সকল-অবতার-বীজত্ব, (৪) হতশত্রু-মুক্তিদায়কত্ব, (৫) আত্মারামগণের আকর্ষকত্ব—এই পাঁচটি গুণ নারায়ণাদিতে থাকিলেও কৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বর্ত্তমান। এই ষাটগুণের অতিরিক্ত আর চারিটি গুণ কৃষ্ণে প্রকাশিত আছে, তাহা নারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই। (১) সর্ব্বলোকের চমৎকারিণী-লীলাকল্লোলসমুদ্র, (২) পৃথাদ-রসের অতুল্য-প্রেমশোভাবিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডল, (৩) ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষী মুরলীকলগান, (৪) যাঁহার সমান ও শ্রেষ্ঠ নাই এবংবিধ রূপসৌন্দর্য্য, যাহা চরাচরকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে। এই চতুঃষষ্টিগুণে শ্রীকৃষ্ণ নিখিল-রসামৃতসমুদ্রস্বরূপ।

চতুর্থ বিষয়:—পূর্ব্বে তিনটি বিষয়ে তত্ত্বতত্ত্ব সূচিত হইয়াছে। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বিষয়ে জীবতত্ত্ব কথিত হইতেছে। চতুর্থে জীবের স্বরূপ-বিচার। জীব সেই হরির পরা শক্তির তটস্থ বিক্রমে মহাদীপ হইতে অনন্ত ক্ষুদ্র দীপের উৎপত্তির ন্যায় বিভিন্নাংশরূপে প্রকটিত হইয়াছে। জীব চিৎস্বরূপ ও চিদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট হইলেও অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও পরাধীন। পরাধীন-স্বভাব-বশতঃ কৃষ্ণবিমুখ হইলে মায়ার বশতাপন্ন হয়। ঈশ্বর ও জীবে ভেদ এই যে, উভয়ই চিৎস্বরূপ বটে, কিন্তু স্বভাবতঃ যিনি বিভু, মায়ার প্রভু এবং মায়া যাঁহার নিত্যদাসী, তিনি ঈশ্বর। মুক্ত অবস্থাতেও যিনি স্বভাবতঃ মায়ার বশযোগ্য ও অণু, তিনি জীব। কৃষ্ণাধীন থাকিলে তিনি মায়া হইতে মুক্ত থাকেন। শুদ্ধজীব চিদ্বিগ্রহবিশিষ্ট, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাশটি গুণ বিন্দু-বিন্দুরূপে আছে। গুণসকল চিন্ময়। শুদ্ধ জীবে মায়িক ধর্ম্ম বা গুণ নাই।

পঞ্চম বিষয়:—জীব কৃষ্ণরূপ চিৎসূর্য্যের কিরণ-কণ। অতি ক্ষুদ্রতাবশতঃ তিনি পরতন্ত্র। কৃষ্ণের পরতন্ত্র থাকিলে তাঁহার ক্লেশ থাকে না এবং পরমানন্দ ভোগ হয়। নিজ ভোগবাঞ্ছাক্রমে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলে তিনি মায়াবদ্ধ হইয়া মায়ার ঘূর্ণিবার কর্ম্মচক্রে পড়িয়া জড়জগতে মায়িক সুখদুঃখ ভোগ করেন। মায়ার কর্ম্মচক্র পুণ্য-পাপ, সুখ-দুঃখ ও উচ্চ-নীচ অবস্থাজনক। তদ্দ্বারা কখন স্বর্গাদি-লোক-লাভ ও কখন নরকাদি-ভোগ—চৌরাশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ হয়।

ষষ্ঠ বিষয়:—মায়ার চক্রে বদ্ধ হইলেও জীব স্বভাবতঃ চিৎস্বরূপ, সুতরাং মায়ামুক্ত হইবার যোগ্য; কোন মায়িক কার্য্যের দ্বারা মুক্তি লাভ করিতে পারে না। সুতরাং

দুই ভাই জগতের আসি' অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় ভাগবতশাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥
এক অদ্ভুত সমকালে গৌড়ায় প্রকাশ।
আর অদ্ভুত চিত্তগুহার তমঃ করে নাশ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১৮৫-৯০, ৯২, ৯৪-১০১)

যে অপ্রাকৃত সূর্য্যচন্দ্রদ্বয় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এমন কি, মোক্ষবাঞ্ছারূপ কৈতবান্ধকার বিনাশ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র ও শ্রীভক্তিরসপাত্র শুদ্ধবৈষ্ণবের সহিত সাক্ষাৎকার করাইয়া দেন, সেই শ্রীশ্রীগৌরচাঁদ ও শ্রীশ্রীনিতাইচাঁদের সেবা-রসে বাতুল মহাজনই আমাদের শ্রীচাঁদ বাউল। এই শ্রীচাঁদ বাউল শ্রীগৌরসেবারসে বাতুল হইয়া জগতে শ্রীগৌরধাম, শ্রীগৌরনাম ও শ্রীগৌরকাম প্রচার করিয়াছেন। এই মহাপুরুষ জগতের জীবকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন,—

"হে নিত্যানন্দের বাতুল-সকল, তোমাদের স্থিতি জড়-জগতে নয়; প্রভু নিত্যানন্দের পাদপদ্মে পতিত হইয়া যদি একবার আশ্রয় কর, তাহা হইলে অপ্রাকৃত শ্বেতদ্বীপকেও হস্তামলকবৎ সংগ্রহ করিতে পার।"
(শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা, ১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা)

এই শ্রীচাঁদ বাউল শ্রীনিতাইচাঁদের শ্রীনামের হাটের 'খাড়ুয়াড়ু' ও 'দালাল' বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছিলেন। এই শ্রীচাঁদ বাউল প্রকৃত 'বাউলে'র ধর্ম্ম প্রচার করিয়া প্রাকৃত বাউলের সম্ভোগবাদ ও নির্ব্বিশেষবাদ উভয়কেই নিরাস করিয়াছেন।

দুই প্রকারে লোক বাতুল বা 'বাউল' হয়,—সম্ভোগে বাউল ও বিরহে বাউল। কৃষ্ণবিরহ সম্ভোগপিপাসারই আর একটী রূপ। সম্ভোগোপ্তপ্ত 'বাউল'-সম্প্রদায় 'গৃহী বাউল' ও 'ত্যাগী বাউল' এই দুইভাগে বিভক্ত আমাদের শ্রীচাঁদ বাউল অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের বাউল। তিনি সম্ভোগবাদের 'বাউল' মত নিরাস করিবার জন্যই শ্রীচাঁদ বাউল নাম ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীচাঁদ বাউল প্রকৃত 'বাউলে'র স্বরূপ তাহার 'বাউল'-সঙ্গীতে এইরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন,—

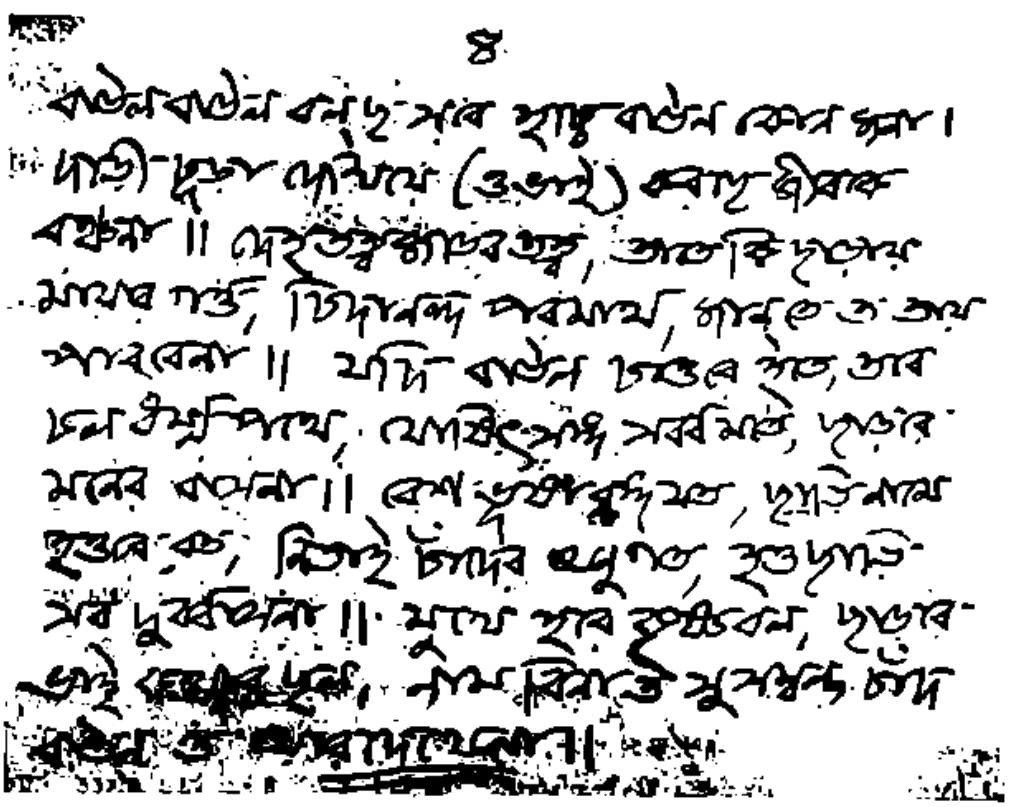

করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীহরিই একমাত্র প্রভু এবং ব্রহ্মাদি সকলেই তাঁহার দাস।

দ্বিতীয় বিষয়:—সেই শ্রীহরি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। হরি হইতে অভিন্ন হরির একটি অচিন্ত্য পরা শক্তি আছেন। তিনি অন্তরঙ্গরূপে চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গরূপে মায়াশক্তি এবং তটস্থরূপে জীবশক্তি। চিচ্ছক্তিদ্বারা বৈকুণ্ঠাদি-ভত্ত্ব, মায়া-শক্তিদ্বারা অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং জীবশক্তিদ্বারা অনন্ত-কোটি জীব সৃষ্ট করিয়াছেন। সেই পরা শক্তির সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপ তিনটি প্রভাব।

তৃতীয় বিষয়:—সেই শ্রীকৃষ্ণ হরিই অখিলরস-সমুদ্র। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ রস। সকল রসের মধ্যে মধুর-রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের ব্রজলীলায় সেই মধুর-রসের বিশুদ্ধভাবে নিত্য অবস্থান। চতুঃষষ্টিগুণে শ্রীকৃষ্ণ দেবীপ্যমান; যথা—(১) সুরম্যাঙ্গ, (২) সর্ব্বলক্ষণযুক্ত, (৩) সুন্দর, (৪) মহাতেজা, (৫) বলবান্, (৬) কিশোরবয়সযুক্ত, (৭) বিবিধ অদ্ভুত-ভাষাজ্ঞ, (৮) সত্যবাক্, (৯) প্রিয়বাক্য-যুক্ত, (১০) বাক্‌পটু, (১১) সুপণ্ডিত, (১২) বুদ্ধিমান্, (১৩) প্রতিভাযুক্ত, (১৪) বিদগ্ধ, (১৫) চতুর, (১৬) দক্ষ, (১৭) কৃতজ্ঞ, (১৮) সুদৃঢ়ব্রত, (১৯) দেশ-কাল-পাত্রজ্ঞ, (২০) শাস্ত্র-চক্ষুযুক্ত, (২১) শুচি, (২২) বশী, (২৩) স্থির, (২৪) দমনশীল, (২৫) ক্ষমাশীল, (২৬) গম্ভীর, (২৭) ধৃতিমান্, (২৮) সম, সৌম্য-চরিত, (২৯) বদান্য, (৩০) ধার্ম্মিক, (৩১) শূর, (৩২) করুণ, (৩৩) মানদ, (৩৪) দক্ষিণ, (৩৫) বিনয়ী, (৩৬) লজ্জাযুক্ত, (৩৭) শরণাগত-পালক, (৩৮) সুখী, (৩৯) ভক্তবন্ধু, (৪০) প্রেমবশ্য, (৪১) সর্ব্বশুভকারী, (৪২) প্রতাপী, (৪৩) কীর্ত্তিমান্, (৪৪) লোকানুরক্ত, (৪৫) সাধুদিগের সমাশ্রয়, (৪৬) নারী-মনোহারী, (৪৭) সর্ব্বারাধ্য, (৪৮) সমৃদ্ধিমান্, (৪৯) শ্রেষ্ঠ ও (৫০) ঐশ্বর্য্যযুক্ত—এই পঞ্চাশটি গুণযুক্ত। এই পঞ্চাশটি গুণ বিন্দু-বিন্দুরূপে সর্ব্বজীবে আছে, কিন্তু পরিপূর্ণ-সমুদ্ররূপে কৃষ্ণে বর্ত্তমান। এই পঞ্চাশের উপর আর পঁচটি মহাগুণ কৃষ্ণে পূর্ণরূপে আছে এবং অংশে শিবাদি দেবতায় বর্ত্তমান। (১) সর্ব্বদা স্বরূপসংপ্রাপ্ত, (২) সর্ব্বজ্ঞ, (৩) নিত্য নূতন, (৪) সচ্চিদানন্দঘনীভূতস্বরূপ, (৫) অখিল-সিদ্ধি-বশকারী অতএব সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিত। পরমৈশ্বর্য্যনাথ নারায়ণাদিতে আর পাঁচটি গুণ বর্ত্তমান আছে, তাহা কৃষ্ণেও পরিপূর্ণভাবে থাকে, কিন্তু শিবাদি-দেবতা কিম্বা জীবে সে গুণ নাই। (১) অবিচিন্ত্য-মহাশক্তিত্ব, (২) কোটিব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহত্ব, (৩) সকল-অবতার-বীজত্ব, (৪) হতশত্রু-সুগতিদায়কত্ব, (৫) আত্মারামগণের আকর্ষকত্ব—এই পাঁচটি গুণ নারায়ণাদিতে থাকিলেও কৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বর্ত্তমান। এই ষাটগুণের অতিরিক্ত আর চারিটি গুণ কৃষ্ণে প্রকাশিত আছে, তাহা নারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই। (১) সর্ব্বলোকের চমৎকারিণী-লীলাকল্লোলসমুদ্র, (২) পৃথার-রসের অতুল্য-প্রেমলোভাবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠমণ্ডল, (৩) ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষী মুরলীবিভূষমান, (৪) যাঁহার সমান ও শ্রেষ্ঠ নাই এবংবিধ রূপসৌন্দর্য্য, যাহা চরাচরকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে। এই চতুঃষষ্টিগুণে শ্রীকৃষ্ণ নিখিল-রসামৃতসমুদ্রস্বরূপ।

চতুর্থ বিষয়:—পূর্ব্বে তিনটি বিষয়ে তত্ত্ববস্তু সূচিত হইয়াছে। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বিষয়ে জীবতত্ত্ব কথিত হইতেছে। চতুর্থে জীবের স্বরূপ-বিচার। জীব সেই হরির পরা শক্তির তটস্থ বিক্রমে মহাদীপ হইতে অনন্ত ক্ষুদ্র দীপের উৎপত্তির ন্যায় বিভিন্নাংশরূপে প্রকটিত হইয়াছে। জীব চিৎস্বরূপ ও চিদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট হইলেও অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও পরাধীন। পরাধীন-স্বভাব-বশতঃ কৃষ্ণবিমুখ হইলে মায়ার বশতাপন্ন হয়। ঈশ্বর ও জীবে ভেদ এই যে, উভয়ই চিৎস্বরূপ বটে, কিন্তু স্বভাবতঃ যিনি বিভু, মায়ার প্রভু এবং মায়া যাঁহার নিত্যদাসী, তিনি ঈশ্বর। মুক্ত অবস্থাতেও যিনি স্বভাবতঃ মায়ার বশযোগ্য ও অণু, তিনি জীব। কৃষ্ণাধীন থাকিলে তিনি মায়া হইতে মুক্ত থাকেন। শুদ্ধজীব চিদ্বিগ্রহবিশিষ্ট, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাশটি গুণ বিন্দু-বিন্দুরূপে আছে। গুণসকল চিন্ময়। শুদ্ধ জীবে মায়িক ধর্ম্ম বা গুণ নাই।

পঞ্চম বিষয়:—জীব কৃষ্ণরূপ চিৎসূর্য্যের কিরণ-কণ। অতি ক্ষুদ্রতাবশতঃ তিনি পরতন্ত্র। কৃষ্ণের পরতন্ত্র থাকিলে তাঁহার ক্লেশ থাকে না এবং পরমানন্দ ভোগ হয়। নিজ ভোগবাঞ্ছাক্রমে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলে তিনি মায়াবদ্ধ হইয়া মায়ার ত্রিগুণময় কর্ম্মচক্রে পড়িয়া জড়জগতে মায়িক সুখদুঃখ ভোগ করেন। মায়ার কর্ম্মচক্র পুণ্য-পাপ, সুখ-দুঃখ ও উচ্চ-নীচ অবস্থাজনক। তদ্দ্বারা কখন স্বর্গাদি-লোক-লাভ ও কখন নরকাদি-ভোগ—চৌরাশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ হয়।

ষষ্ঠ বিষয়:—মায়ার চক্রে বদ্ধ হইলেও জীব স্বভাবতঃ চিৎস্বরূপ, সুতরাং মায়ামুক্ত হইবার যোগ্য; কোন মায়িক কার্য্যের দ্বারা মুক্তি লাভ করিতে পারে না। সুতরাং

পূণ্যজনক কোন শুভকর্ম্মদ্বারা মায়ামোচন সম্ভব হয় না। আমি জীব—চিৎকণ এবং মায়া আমার পক্ষে হেয়, এরূপ জ্ঞানমাত্র হইলেও জ্ঞানবৈরাগ্যদ্বারা মায়া হইতে মুক্তি হয় না। নিজের সুপ্ত এবং লুপ্তপ্রায় কৃষ্ণদাস্যভাব উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তিরূপ অবান্তর ফল উপস্থিত হয়। নিজ স্বভাব উদয়েই মায়াপরাধীন-স্বভাব কালক্রমে দূর হয়। নিজ স্বভাব অত্যন্ত লুপ্তপ্রায়, তাহাকে কে জাগ্রত করে? কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-চেষ্টা তাহা করিতে পারে না, সুতরাং যাহার কোন ভাগ্যক্রমে স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গ-বলক্রমেই জীবের লুপ্তপ্রায় স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইতে পারে। এই বিষয়ে দুইটি ঘটনার প্রয়োজন। যিনি স্ব-স্বভাব জাগ্রত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পূর্ব্ব ভক্তানুমোদী সুকৃতিক্রমে কিয়ৎপরিমাণ শরণাপত্তি লক্ষণ। * শ্রদ্ধা লাভ করেন, ইহাই একটি ঘটনা। সেই সুকৃতিবলে তাঁহার কোন উপযুক্ত সাধুসঙ্গ হয়, ইহাই দ্বিতীয় ঘটনা। তাঁহাকেই কেবল সাধু বলা যায়—যিনি কোন ভাগ্যে অন্য সাধুসঙ্গে নিজ স্বভাবকে জাগ্রত করিতে পারিয়াছেন। সাধুসঙ্গ-বলে হরিনামাদির অনুশীলন হইতে হইতে ভাবোদয় হয়; ক্রমে প্রেমোদয় হয়। প্রেম যে-পরিমাণে উদিত হইতে থাকে, সেই পরিমাণে মুক্তি আসিয়া স্বয়ং আনুষঙ্গিক-ফলরূপে উপস্থিত হয়।

সপ্তম বিষয়:—প্রথম হইতে ষষ্ঠ বিষয় পর্য্যন্ত সৎসঙ্গে আলোচনা হইলে সম্বন্ধ-জ্ঞান উদিত হয়। সম্বন্ধ-জ্ঞানের প্রকার এই সপ্তম বিষয়। জিজ্ঞাসু জীব এই প্রশ্ন করেন,—(১) আমি কে? (২) আমি কাহার? (৩) এই বিশ্বের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? এই তিনটি বিষয়ের স্বরূপে আলোচনা করিয়া দেখিতে পান যে, জীবরূপ আমি অণুচৈতন্য ও কৃষ্ণের নিত্যদাস এবং অখিল জগৎ সেই কৃষ্ণের ভেদাভেদ-প্রকাশ। কৃষ্ণই একমাত্র সম্বন্ধ। বিবর্ত্তবাদাদি-তর্ক নিরর্থক ও অবৈধিক। কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে জীবসমূহ এবং অখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁহা হইতে নিত্য পৃথক্ ও অপৃথক্। এই জড়ব্রহ্মাণ্ড আমার নিত্য অবস্থান নয়: ইহা কারাগৃহমাত্র। এই জ্ঞান হইতে অনন্য-কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস হয়।

অষ্টম বিষয়:—সম্বন্ধ-জ্ঞান হইয়াছে, অনন্যভক্তিকে সৎসঙ্গক্রমে শ্রদ্ধা হইল; এখন কি করিলে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন—এই চিন্তা করিয়া সদ্‌গুরুর নিকট সদুপায় জিজ্ঞাসা করেন। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে ভক্তির অধিকারী জানিয়া সদ্‌গুরু তাঁহাকে শুদ্ধভক্তি শিক্ষা দেন। তাহার লক্ষণ এই,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

(ভঃ রঃ সিঃ ১।১।৯)

আনুকূল্যের সহিত সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার অনুশীলনই উত্তমা অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তি। জীবনের সমস্ত ক্রিয়া, সম্বন্ধ ও ভাবকে ভজনের অনুকূল করিয়া ভজনের অনুশীলনই কর্ত্তব্য। সুতরাং ভজনের প্রতিকূল ক্রিয়া, সম্বন্ধ ও ভাব বর্জ্জনপূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে ভজন করাই আনুকূল্যভাব। ইহাতে ভজন-ক্রিয়ার একটু নির্জ্জনিনী অধিক প্রয়োজন। জীবের স্ব-স্বরূপ উদয় করাইবার চেষ্টার সহিত ভজন করা আবশ্যক। ভজন নিশ্চল হইবে এই উদ্দেশে তাহাতে ভক্তিবাতীত অন্য কোন অভিলাষ রাখিবে না। সুতরাং ভোগবাঞ্ছা ও মোক্ষবাঞ্ছা পর্য্যন্ত পরিত্যাগের প্রয়োজন। জীবন-নির্ব্বাহে জ্ঞান-চেষ্টা ও কর্ম্ম-চেষ্টা অবশ্য হইবে; কিন্তু কর্ম্ম ও জ্ঞানের যেই যেই অঙ্গ, যাহা শুদ্ধভক্তিবৃত্তিকে আবরণ করে, তাহা সাবধানে পরিত্যাগ করিবে। নির্ব্বেদ-ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তিবিরুদ্ধপথ কর্ম্ম হইতে বিরত থাকা উচিত।

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পরিচর্য্যা, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন-ভেদে ভক্তির অঙ্গ নয় প্রকার। আবার, ঐ সকল অঙ্গের মুখ্য মুখ্য প্রত্যঙ্গ লইয়া ভক্তির অঙ্গ চতুঃষষ্টিবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি

* আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা। আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥" তাৎপর্য্য এই যে, জীব যখন ইহা নিশ্চয় জানিতে পারেন যে, মায়িক সংসার আমার কারাগৃহ, সুতরাং হেয় এবং কর্ম্মকাণ্ড, নির্ব্বেদ-জ্ঞানকাণ্ড ও ঐশ্বর্য্য বা কৈবল্যজনক যোগাদি-প্রক্রিয়া আমার স্বীয় স্বভাবকে নিশ্চয়রূপে আনিতে পারে না, তখন কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল যাহা কিছু হয়, তাহা বর্জ্জনপূর্ব্বক কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও প্রতিপালক—ইহা বিশ্বাসকরতঃ কৃষ্ণেচ্ছার অনুগত ও অকিঞ্চনভাবে কৃষ্ণচরণে শরণাগত হন; বিশুদ্ধা শ্রদ্ধার এই লক্ষণ।

বিধি-লক্ষণ এবং কতকগুলি নিষেধ-লক্ষণ। বিধি-লক্ষণের মধ্যে হরিনাম, হরিধামে বাস, হরিরূপ-সেবন, হরিজন-সেবা ও হরিভক্তি-শাস্ত্র-চর্চ্চা—এই পাঁচটি মুখ্য। অপরাধ * বর্জ্জন, বস্তুর সহিত অদ্বৈতবস্তু-ত্যাগ, আপনার শুদ্ধাভিমান বৃদ্ধি করিবার জন্য বহু শিষ্য না করণ, বহু গ্রন্থের কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যান বর্জ্জন, পার্থিব হানিলাভে বিষাদ-হর্ষ-ত্যাগ, শোক-মোহাদির বশবর্ত্তী না হওয়া, অন্যদেব ও শাস্ত্র নিন্দা না করা, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ না করা, প্রাতিকূল্যভাবে গ্রাম্যবার্ত্তার অনুশীলন না করা ও প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ না দেওয়া—এই দশটি নিষেধ পালন করা নিতান্ত আবশ্যক। কৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলার কীর্ত্তনাদি অঙ্গ-সকল ভক্ত্যঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই প্রকার সাধন-ভক্তিকে শাস্ত্র-আজ্ঞাক্রমে সাধিত হইলে বৈধী ভক্তি বলা যায়। দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত সাধিতে সাধিতে ভাবভক্তির উদয় হয়। সাধন ভক্তি আর এক প্রকার আছে, তাহা অসাধারণ, তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলে। ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাগময়ী ভক্তি স্বতঃসিদ্ধা। তাহা দেখিয়া কোন সুকৃত ব্যক্তি তাহার অনুকরণে লোভ-দ্বারা প্রবৃত্ত হন। তাঁহার সাধনভক্তিকে রাগানুগা ভক্তি বলা যায়। ইহাতে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা নাই। একমাত্র সেবালোভেই তাহার কারণ। এই দুই প্রকার সাধনভক্তিই অভিধেয়-তত্ত্ব।

নবম বিষয়:—প্রয়োজনরূপ কৃষ্ণপ্রেমই নবম বিষয়। শ্রদ্ধা-সহকারে অনন্যভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে অথবা ব্রজবাসীর ভাবের অনুগতিপূর্ব্বক সাধিতে সাধিতে কৃষ্ণবিষয়ে আবেশের হয়। তখন বৈধ-সাধনের চেষ্টাময় অনুশীলন ভাবে মিশ্রিত হইয়া সমস্ত চেষ্টাই ভাবময়ী হয়। সেই ভাব অধিকারিভেদক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসাশ্রিত প্রেমদশা প্রাপ্ত হয়। শান্তরস ব্রজ হইতে দূরে থাকে, ব্রজে দাস্যপ্রেম হইতে রসের প্রক্রিয়া। রতি উল্লাসময় ভাব-বিশেষ, তাহাতে কৃষ্ণে অনন্য-মমতা সংযুক্ত হইলে তাহা প্রেম হয়; এই রসের নাম শান্তরস। দাস্য-রসে সম্ভ্রম প্রচুররূপে থাকে। সেই মমতাতে সম্ভ্রমযুক্ত বিশ্রম্ভ অর্থাৎ বিশ্বাসের উদয় হইলে তাহা প্রণয় নাম প্রাপ্ত হয়; ইহার নাম সখ্যরস। এই রসে যদি অতিরিক্ত স্নেহ সংযুক্ত হয়, তবে তাহাকে বাৎসল্যরস বলা যায়। বাৎসল্য-রসের সমস্ত গুণ অভিলাষময় হইলে তাহাই শৃঙ্গার-রসের রূপ ধারণ করে। শৃঙ্গার-রস সর্ব্বোপরি রস-বিশেষ। ব্রজে অবস্থিত হইয়া রাধাকৃষ্ণের কোন সখীজনের অনুগত পালা-ভাবে সেবা করাই এই রসের আস্বাদন। কৃষ্ণ সচ্চিৎস্বরূপ এবং তাঁহা হইতে অভিন্ন তত্ত্ব আনন্দই—শ্রীমতী রাধিকা। পূর্ণানন্দময়ী রাধিকার সখীগণ তাঁহার ভাববিশেষ, সুতরাং কায়ব্যূহ। সেই সখীগণ পরা শক্তির কায়ব্যূহ হওয়াতে তাঁহারা স্বরূপশক্তিগত তত্ত্ব। প্রেমরূপ প্রয়োজন লাভ-করতঃ জীব নির্ম্মল হইলেই সেই সখীদিগের পরিচারিকা-মধ্যে পরিগণিত হন এবং রাধাকৃষ্ণ-সেবানন্দ-সুখ নিত্য সম্ভোগ (অনুভব) করেন, ইহাই জীবের চরম প্রয়োজন। ইহাই চিজ্জগতের পরমবিচিত্র ভাব। নির্ভেদ-ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ মুক্তিতে এরূপ বিচিত্রানন্দ নাই। শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর ক্রম যথা,—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ।
(ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১০)

তাদৃঢ়েহয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোক্তস্নেহঃ ক্রমাদয়ম্।
তান্মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব ইত্যপি॥

---

* অপরাধ দুইপ্রকার অর্থাৎ সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। শ্রীমূর্ত্তি-সেবায় সেবাপরাধগুলি বিচার্য্য। নামাপরাধ সাধারণ ভক্তমাত্রের পরিত্যাজ্য। (১) নাম-পরায়ণ সাধুর নিন্দা, (২) ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা—এ সকলকে ভগবান্ হইতে পৃথক্ জ্ঞান করা এবং ভগবান্ হইতে শিবাদি অন্য কেহ পৃথক্ ঈশ্বর আছেন, এরূপ মনে করা, (৩) নাম-শিক্ষা-গুরুর অবজ্ঞা, (৪) নাম-মহিমাবাচক শাস্ত্রের অবজ্ঞা, (৫) নামের মহিমা কেবল স্তুতিমাত্র, এরূপ মনে করা, (৬) নামকে কল্পিত জ্ঞান করা, (৭) নামবলে পাপ করা, (৮) চিন্তামণি চৈতন্যরসরূপ নামকে জড় সম্বন্ধীয় অন্য পুণ্য বা শুভকর্ম্মের সহিত সমান জ্ঞান করা, (৯) অনধিকারী শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নামোপদেশ করা এবং (১০) অহংতা-মমতারূপ অভিমানের সহিত নাম অনুশীলন করা—এই দশটি নামাপরাধ। নামাপরাধ বড়ই কঠিন; কিছুতেই যায় না, কেবল নিরন্তর নাম করিতে করিতে যায়। শিশু নাম-গ্রহণ-মাত্রেই নামাপরাধ হইতে মুক্ত থাকিতে বল পাইবেন।

বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ।
সা শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্যাৎ সিতোৎপলা॥
(উজ্জ্বল, স্থায়িভাব প্রঃ ৪৪)

প্রথমে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ হইতে ভজনক্রিয়া, ভজনক্রিয়া হইতে সমস্ত অনর্থনিবৃত্তি, অনর্থ-নিবৃত্তি হইতে রুচি, আসক্তি ও ক্রমে ভাবোদয় হয়; ভাব হইতে প্রেম। ভাবের অন্য নাম—রতি। রতি গাঢ় হইলে প্রেম; প্রেম বৃদ্ধি-ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়। ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা ও সিতোৎপল যেরূপ ক্রমে সুস্বাদু হয়, প্রেমের প্রক্রিয়াও সেইরূপ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু রূপ, সনাতন প্রভৃতিকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাই দশমূল। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সেই দশমূলের নির্য্যাস। যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা গ্রহণ করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণব হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি প্রথমেই দশমূল-নির্য্যাস সেবন করিবেন। শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে এই নির্য্যাসের মধ্যে সকল তত্ত্বই সংক্ষেপে দেখাইয়া দিবেন। শ্রদ্ধাক্রমে গুরুপাদাশ্রয়; গুরুচরণ হইতে ভজনশিক্ষা; ভজনদ্বারা সকল অনর্থনিবৃত্তি; তবে নিষ্ঠাদিক্রমে ভাবের উদয় হয়। ভজনের প্রথমাঙ্গই—দশমূল-সেবন। দশমূল-নির্য্যাস পান করাইয়া গুরুদেব শিষ্যের পঞ্চসংস্কার *

* "তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ, পঞ্চমঃ। অমী হি পঞ্চসংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥" ইহার সংক্ষেপ তাৎপর্য্য এই যে, শিষ্যের যখন কিয়ৎপরিমাণ শ্রদ্ধার উদয় হয়, তখন তিনি সদ্গুরুর নিকট গমন করেন। শিষ্য শ্রীগুরুর চরণে আসিবার পূর্ব্বেই কিয়ৎপরিমাণে তাপ অর্থাৎ অনুতাপ ভোগ করিয়া থাকেন। "ভীষণ সংসার-সমুদ্রে পতিত হইয়া আমি বড়ই ক্লেশ পাইতেছি, হে দীনতারণ! তুমি আমাকে কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মের ধূলিসদৃশ করিয়া গ্রহণ কর, আমার আর কেহই নাই"—এইরূপ অনুতাপ করিতে করিতে শিষ্য শ্রীগুরুচরণে পতিত হন। এইরূপ অনুতপ্ত-ব্যতীত আর কেহ দীক্ষা-লাভের অধিকারী নন্, ইহা স্থির রাখিবার জন্য গুরুদেব শিষ্যকে তপ্ত চক্রাদির দ্বারা পরীক্ষা করেন। পরমকারুণিক কলিপাবন রসরাজাচার্য্যবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব চন্দনাদি-দ্বারা শিষ্যদেহ করিবেন। দশমূল-পানানন্তর ভজন না করিলে অনর্থ-নিবৃত্তি হইবে না। অনর্থ চারি প্রকার অর্থাৎ স্বরূপভ্রম, অসদ্বৃত্তা, অপরাধ ও হৃদয়দৌর্ব্বল্য। জীব নিজের স্বরূপকে ভুলিয়া অন্যরূপের অভিমানে মায়িক হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং স্বরূপভ্রম প্রথমেই দূর হওয়া আবশ্যক। স্বরূপভ্রম একদিনে যায় না, অতএব কৃষ্ণানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে দূর হয়। 'আমি কৃষ্ণদাস'—এই অভিমানই জীবের স্বরূপজ্ঞান। এই অভিমানের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই প্রকৃত কৃষ্ণানুশীলন। গুরুকৃপায় স্বরূপজ্ঞানোদয় হয়। শিষ্য বিশেষ যত্নে আত্ম-স্বরূপ অবগত হইবেন, নতুবা প্রথম অনর্থ দূর হইবে না। প্রথম অনর্থ যত পরিমাণে দূর হইতে থাকিবে, অসদ্বৃত্তারূপ দ্বিতীয় অনর্থও তাহার সঙ্গে তত পরিমাণে দূর হইবে। জড়দেহের বিষয়-পিপাসাই অসদ্বৃত্তা। অঙ্কিত করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। অনুতপ্ত অধিকারী জীবকে প্রথমেই পরিষ্কৃত করিয়া হরিমন্দিরাদি তিলক প্রদান করিবেন। অনুতাপ-কালেই দশমূলজ্ঞান দ্বারা অনুতাপকেই স্থায়ী করা আবশ্যক। স্থায়ী অনুতাপ দেখিলে দাদশ তিলকাদি দান করা উচিত। এই সময়ে শিষ্যের দ্বিতীয় জন্ম হইল। সুতরাং তাঁহাকে ভক্তিসূচক একটি নাম দেওয়া উচিত। নামের সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপসিদ্ধি করাই প্রয়োজন। স্বরূপসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধবাচক মন্ত্র দিতে হইবে। মন্ত্রের সারাংশ ভগবন্নাম দিয়া শিষ্যকে সম্বন্ধসিদ্ধ করিবেন। সংসারসম্বন্ধগ্রস্ত জীবকে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে পরিপক্ক করিবার জন্য শালগ্রাম, শ্রীমূর্ত্যাদি-সেবারূপ যাগই পঞ্চম সংস্কার। পঞ্চম সংস্কার দ্বিবিধ—প্রাথমিক ও চরম। প্রেমপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে মানসসেবাই পরিচর্য্যা। শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই চরম উপদেশ দিয়াছিলেন,—"গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥ অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥" ভাবপ্রাপ্ত ভক্তের সম্বন্ধে প্রথম দুই পংক্তিতে শারীর-ব্যবহারের উপদেশ। শেষ দুই পংক্তিতে ভজনের ও পরিচর্য্যার উপদেশ; অমানী-মানদ-ভাবে কৃষ্ণনাম-গ্রহণই ভজনের বাহ্য প্রকাশ। ব্রজে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবাই পরমগুহ্য। এই সেবা অষ্টকালীন। শ্রীগুরুদেব তত্তদ্ভাব-দৃষ্টে উপদেশ দিবেন।

স্বর্গসুখ, ইন্দ্রিয়সুখ, ধন-জন-সুখ—সকলই অনাদৃতা। স্বীয় স্বরূপ যত স্পষ্ট হইবে, ইতর বস্তুতে বৈরাগ্যও সেই পরিমাণে প্রবল হইবে। সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধ-পরিহারের বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। নামাপরাধ পরিত্যাগপূর্ব্বক নাম করিতে করিতে প্রেমধন অতি শীঘ্রই লাভ হয়। আলস্য, ইতর বিষয়ের বশীভূততা, শোকাদির দ্বারা চিত্তবিভ্রম, কুতর্কের দ্বারা শুদ্ধভক্তি হইতে চালিত হওয়া, সমস্ত জীবনীশক্তি কৃষ্ণানুশীলনে অর্পণ করিতে কার্পণ্য, জাতি, ধন, বিদ্যা, রূপ ও বলের অভিমানে বৈষ্ণবস্বভাব অস্বীকার, অধর্ম্মপ্রবৃত্তি বা উপদেশদ্বারা প্রচালিত হওয়া, কুসংস্কার-শোধনে অযত্ন, ক্রোধ, মোহ, মাৎসর্য্য, অসহিষ্ণুতাজনিত বৃথা পরিতাপ, প্রতিষ্ঠাশা ও পাঠাদ্বারা বৃথা বৈষ্ণবাভিমান, কনক, কামিনী ও ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষে অন্য জীবের প্রতি অত্যাচার—এই প্রকার কার্য্য সকলই হৃদয়দৌর্ব্বল্য হইতে উদিত হয়। দলমূলকে সিদ্ধান্ত বলিয়া যিনি হেলা করিবেন, তাঁহার কৃষ্ণভক্তি কখনই সুষ্ঠু হইবে না। শ্রীগুরুর নিকট অধিকারী শিষ্য উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ে পঞ্চসংস্কার দিবার পূর্ব্বে এই গ্রন্থ শিষ্যকে পাঠ করান আবশ্যক। ইহা হইলে আর অনুপযুক্ত লোক শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নিষ্কাম সম্প্রদায়কে দূষিত ও কলঙ্কিত করিতে পারিবে না।

৮.

শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার কৃপাভিষেক

অধোক্ষজ-দয়ানিধি শ্রীগৌরপাদপদ্ম হইতে শ্রীরূপের যে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতেই শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তামৃত-ধারাধর (মেঘ) আকৃষ্ট হইয়া ত্রিতাপ-তপ্ত জগতে শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারায় সম্পাত হইয়াছে। শ্রীভক্তি-

রসামৃত-সিন্ধু হইতে শ্রীল রঘুনাথ, শ্রীল জীব, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয়, শ্রীল বিশ্বনাথ, শ্রীল বলদেব, শ্রীল মধুসূদন, শ্রীল জগন্নাথ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম-ধারাধর-পুঞ্জ (মেঘরাশি) যে অমৃত আকর্ষণ করিয়াছেন, তাহাই শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারামৃতপ্রবাহরূপে প্রবাহিত। এই শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারাসম্পাত যখন শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতরূপে বর্ষিত হন, তখন তাহা হইতে শ্রীচৈতন্যসরস্বতী আবির্ভূত হন। শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা-স্বরূপ (ফোয়ারা বা গোলাপ-

পাদ) শ্রীগৌর-সরস্বতী সমগ্র বিশ্বের প্রত্যেক ব্যক্তিগণের নিকট সেই শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা বিস্তার করেন। শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার ধারাধর বা ধারাগৃহ।

স্বতন্ত্রভাবে শ্রীসরস্বতী-ধারা আত্মপ্রকাশ করেন নাই। শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার ধারাধর বা ধারাটি (চাতক পক্ষী) হইয়াই শ্রীসরস্বতী-ধারা প্রকাশিতা হইয়াছেন।

বৈষয়িনী চিত্তবৃত্তি যাহা বা যারা প্রকৃতিতে সংকীর্ণতার আরোপ করিতে পারে। বস্তুতঃ শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার বৈশিষ্ট্য বিচার করিলে ইহাই উপলব্ধ হয় যে, ইহা সর্ব্ব-প্রকার সংকীর্ণতাকে পরিহার করিয়া সার্ব্বভৌম-ধর্ম্মের শোতা ও চমৎকারিতা প্রকাশ করিয়াছেন। "শ্রীভক্তিকল্প-তরুর প্রথম অঙ্কুর" (চৈঃ চঃ আঃ ৯।১০), "শ্রীভক্তিরসের আদি সূত্রধার" (চৈঃ ভাঃ আঃ ৯।১৬০) শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী-পাদ হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তিসাম্রাজ্যের যে-সকল মহাজন আবির্ভূত হইয়াছেন, শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারায় তাঁহাদের শিক্ষামৃতের প্রকৃত সমন্বয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহা আমাদের প্রমাণহীন উক্তিমাত্র নহে, বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের দ্বারা সমর্থিত।

যাহা কাল্পনিক মনোধর্ম্ম, যাহা বদ্ধজীবের সৃষ্ট মতবাদ, যাহা অভ্যাভিলাষপূর্ণ, যাহা আবর্জ্জনা-মিশ্রিত,—তাহাই সঙ্কীর্ণ। গত পাঁচশত বৎসরের গৌড়ীয় ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মরাজ্যে নানাপ্রকার বুজরুকী, অবৈধ অনুকরণ ও কল্পনা ডাকিনী-যোগিনী বা কৃষ্ণ-প্রেতের ন্যায় সেই ধর্ম্মের আসরেই নৃত্য করিবার অবকাশ পাইয়াছে,—যেখানে শ্রৌত-ধারাকে লঙ্ঘন করিয়া বৈয়িনী কল্পনাকে বহুমাননা করা হইয়াছে। শ্রৌত-ধারা মনোধর্ম্মের পরাঙ্মুখী বৈয়িনী গতিকে বাধা প্রদান করিয়া পুরাতনের সহিত নবীনের নিত্য যোগযুক্ত স্থাপন করেন।

যখনই হৃদয় হইতে অভ্যাভিলাষের আবর্জ্জনাস্তূপসমূহ দূর করিয়া নির্ম্মল ও সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত শ্রীভগবৎসেবার আত্যন্তিক অভিলাষ লইয়া বিচার করি যে, পৃথিবীতে সহস্র সহস্র স্থান থাকিতে শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারায় স্নান করিব কেন, তখনই হৃদয়ে শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার অননুকরণীয় ও অদ্বিতীয় কয়েকটি বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়।

প্রথমতই শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারায় দেখিতে পাই,—শ্রীগুরুর পথ। ধর্ম্মের হাটে সর্ব্বত্রই ন্যূনাধিক 'বুজরুকী', 'চুক্তাক্', বহুরূপী প্রত্যক্ষের পথ বা ইন্দ্রিয়কে প্রভু সাজাইয়া তাহাদের চাহিদাকে যুক্তির রূপ দিয়া সেই যুক্তি-প্রতিমার উপাসনাই 'ধর্ম্ম' বা 'সত্য' বলিয়া গৃহীত।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা যুক্তিকে অস্বীকার করিয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহার 'তত্ত্বসূত্র', যাহা অদ্বিতীয় বিদগ্ধযুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ, তাহাতে তিনি প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলিয়াছেন। তবে সেই প্রত্যক্ষ জড়প্রত্যক্ষ নহে, চিৎপ্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎকার। সেই সাক্ষাৎকারের পথ চক্ষু নহে, তাহা শ্রুতি বা কর্ণ। শ্রুতির দ্বারা যে বহিঃ-সাক্ষাৎকার ও অন্তঃসাক্ষাৎকার, তাহাই প্রয়োজন। শ্রৌত-পথে কোন ভেজাল প্রবেশ করিতে পারে না। চক্ষুর পথে বহু বঞ্চনা প্রবেশ করে। ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা চক্ষুর পথকে সর্ব্বদা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রীতি না হইলে চক্ষুর পথের মোহ হইতে কেহ পরিত্রাণ পাইতে পারে না।

শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার কীর্ত্তনমুখেই উদ্গারিত হইয়াছে। জগতে শ্রীঅধোক্ষজ কীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষ। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে কেবল প্রলাপ, বিলাপ ও গ্রাম্য কথার প্রাদুর্ভাব। গৌড়দেশে বঙ্গের কথাদুষ্টির অসদ্ভাব নাই, সেই বর্ষণ হইতে যে-সকল খানা, ডোবা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়, তাহাতে ভেকেরই প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। জীবের অসতী জিহ্বারূপ ভেক কালসর্পকে প্রাদুর্ভাবের দ্বারা আহ্বান করিয়া সেই কাল-নাগিনীর গর্ভে প্রবিষ্ট হয়। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে শ্রীরূপানুগবর আচার্য্যাধারাবরগণ যে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা রচনা করিয়াছেন, তাহা বহুজলপূর্ণ খানা-ডোবার ন্যায় কাল-নাগিনীর খাদ্যস্বরূপ ভেকের আবাস-স্থল নহে অর্থাৎ তাহাতে যে শ্রীনামকীর্ত্তন হয়, তাহা অক্ষজ জীবের কীর্ত্তন নহে, অধোক্ষজ শ্রীনরোত্তমের কীর্ত্তন।

কীর্ত্তন—কীর্ত্তন—কীর্ত্তন; সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র, সর্ব্বজনের সর্ব্বতোভাবে শ্রীকীর্ত্তনই একমাত্র উপাসনা, সাধন ও সিদ্ধি—এই বিচার শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার প্রত্যক্ষ সত্য। এই শ্রীকীর্ত্তন বা শ্রীনামকীর্ত্তন-মহাযজ্ঞ শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার শ্রীসারস্বত-পুরীতে সর্ব্বদা অনুষ্ঠিত হইতেছে। নির্জ্জন-ভজন পরিত্যাগ করিয়া—তথাকথিত ধ্যান-যোগ পরিত্যাগ করিয়া—সন্ধ্যাবন্দনাদি পরিত্যাগ করিয়া ত্রিসন্ধ্যা সর্ব্বক্ষণ শ্রীঅধোক্ষজ-সংকীর্ত্তনের উপাসনা শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারাতেই দৃষ্ট হয়। শ্রীপুরীতে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর আবির্ভাব।

অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, 'সংকীর্ত্তন' (?) ন্যূনাধিক প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানেই দৃষ্ট হয়। একথা খুবই সত্য; কিন্তু সর্ব্বত্রই ন্যূনাধিক অক্ষজের সংকীর্ত্তন। শ্রীঅধোক্ষজের সংকীর্ত্তন আর কোথাও নাই। ইহা শুনিয়া হয় ত' প্রায় সকলেই বলিবেন,—"শ্রীঅধোক্ষজ' শব্দের প্রহেলিকা সৃষ্টি করিয়া নিজের মত বা পথকেই একমাত্র পথ বলিবার চেষ্টা অপসাম্প্রদায়িকতামাত্র।"

এইরূপ অর্ব্বাচীন অভিনন্দনকে অভ্যর্থনা করিয়াও বাস্তবসত্য বহির্ম্মুখ গণমতের অতীত রাজ্যে বিরাজ করিতে পারেন। এইরূপ শত শত অশ্রৌত যুক্তি চিৎপ্রত্যক্ষ বা চিৎসাক্ষাৎকার না করা পর্য্যন্ত রক্তবীজ-দৈত্যের ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইতে থাকিবে এবং বাস্তব সত্য উহাদিগকে হনন করিয়া স্বমহিমায় বিরাজ করিবেন।

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ইহাই অনুপমেয়া করুণা যে, তিনি এই ভূলোকে শ্রীঅধোক্ষজ স্থান, কাল ও পাত্রের অবতারণ করাইয়াছেন। স্থান, কাল ও পাত্র ব্যতীত কোন বস্তুর অস্তিত্ব ভাবনা করাই যায় না; অথবা স্থান, কাল ও পাত্র ব্যতীত বস্তুর অস্তিত্বই ধ্বংস হইয়া যায়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ এই বিবাদ যুগে সর্ব্বাপেক্ষা ঔদার্য্যমূর্ত্তি, পতিতপাবনশিরোমণি শ্রীঅধোক্ষজ-স্থান শ্রীগৌর-ধাম আবিষ্কার করিয়াছেন। এই স্থান শ্রীল ভক্তিবিনোদের নিত্যজীষ্ট বা প্রত্যেক জীবাত্মার চরম আকাঙ্ক্ষার উপাস্য-বিগ্রহের মিলন-স্থান, অর্থাৎ ইহা শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীগৌরদেবতার শ্রীগুরুশ্রীবৈষ্ণব ও তৎপ্রাণবল্লভের যোগপীঠ। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-মিলিতস্বতনুরূপে এই শ্রীঅধোক্ষজ স্থানেই প্রকাশিত। এইখানে স্বয়ং শ্রীঅধোক্ষজ শ্রীবিগ্রহের প্রকাশ। এইস্থানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মিলন—শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল সরস্বতী, শ্রীল পুরীপ্রমুখ আশ্রয়-বিগ্রহগণের সহিত বিষয়-বিগ্রহের মিলন-স্থানই এই শ্রীগৌরধাম।

কলিকালে শ্রীল ভক্তিবিনোদ কলিকলুষ শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ-কামপুরুষ কালের আবির্ভাব করাইয়াছেন। নিত্য শ্রীনামকীর্ত্তনমুখে শ্রীগৌরজন্মোৎসবের প্রচার শ্রীভক্তিবিনোদের দ্বারাই এই যুগে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যে-কালে শ্রীনামকীর্ত্তন, সেই কালেই শ্রীগৌরসুন্দরের জন্ম-মহামহোৎসব। অতএব সার্ব্বকালিক শ্রীনামকীর্ত্তনধর্ম্ম প্রচার করিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ অখণ্ড, অধোক্ষজ কালকে গোলোক হইতে ভূলোকে অবতরণ করাইয়াছেন।

শ্রীঅধোক্ষজ পাত্র আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহরূপে প্রকাশিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদের কৃপায় 'এক ভাগবত বড় ভাগবত-শাস্ত্র। আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসশাস্ত্র।'—এই দুই রূপেই শ্রীঅধোক্ষজ পাত্রগণ এই তর্কহতযুগেও অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ লক্ষ লক্ষ পদ্য, গদ্য, শ্লোক, সূত্র, ভাষ্য ও ভাষ্যাত্মক শ্রীভাগবত-নিবন্ধসমূহ; শ্রীগৌরনাম, শ্রীগৌরবিগ্রহ এবং শ্রীবৈষ্ণব-সার্ব্বভৌমাদি শ্রীগুরুবর্গ ও শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল বংশীদাস প্রভৃতি মিত্রবর্গ, শ্রীল সরস্বতী-পুরী-তীর্থাদি অনুগবর্গরূপ শ্রীআশ্রয়-বিগ্রহ অধোক্ষজ-পাত্রসমূহের অবতারণ করাইয়াছেন। এই শ্রীঅধোক্ষজ স্থান-কাল-পাত্র যে শ্রীভক্তিবিনোদধারায়

নিত্য জগদ্গুরুরূপ-তরণীরূপে বিরাজ করিতেছেন, সেই শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারায় স্নান না করিয়া আর কোথায় স্নান করিলে স্বাস্থ্যলাভ হইবে?

এই তিন প্রকার শ্রীঅধোক্ষজ স্থান-কাল-পাত্র, যাঁহা শ্রীভক্তিবিনোদ দ্বারায় আবিষ্কৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের সেবায় যুগপৎ নবধা ভক্তির অনুশীলন হইয়া থাকে। শ্রীগৌরধাম শ্রীনবদ্বীপ যেরূপ একাধারে শ্রীনবধা ভক্তির পীঠস্থান, তদ্রূপ শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ বা শ্রীগৌরনামরূপ পাত্র, শ্রীমাধব-তিথি-কালের সেবাতেও স্বরূপসিদ্ধা নবধা ভক্তির যাজন হইয়া থাকে। অধোক্ষজ শ্রীআশ্রয় ও শ্রীবিষয়বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়াই নবধা ভক্তির যাজন হয়। শ্রীগৌরধামের সেবা, শ্রীগৌরজনের সেবা ও শ্রীগৌরবাসরের সেবায় নবধা ভক্তির প্রত্যেকটি অঙ্গেরই অনুশীলন হইতে পারে এবং নবধা ভক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভক্তাঙ্গ শ্রীনামসংকীর্ত্তনও শ্রীগৌরধাম, শ্রীগৌরকাল ও শ্রীগৌরপাত্রকে কেন্দ্র করিয়া অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ ও তাঁহার নিজজনগণের শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলাদি-সংকীর্ত্তন, পতিতপাবনী শ্রীগৌর-তিথির শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ও শ্রীগৌরধামের শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-পুরীর কৃপায় এই বিবাদযুগে সুলভ হইয়াছে।

"শিখায়ে শরণাগতি কর হে উত্তম"

শ্রীহরিভজনের কথা অনেক শুনিয়াছি (?), শুনিতেছি (?), বলিয়াছি (?), বলিতেছি (?); হরিভজনের ক্রিয়াকলাপের অভিনয়ও অনেক করিয়াছি, করিতেছি; তথাপি চিত্ত মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক কেন, পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন কেন? মনে পড়ে সেই স্মৃতি, যখন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এক একদিন ভোর পাঁচটা হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত বিশ্রামাদি ভুলিয়া গঙ্গোত্রীধারার ন্যায় অবিরাম শ্রীহরিকথা-মন্দাকিনীধারা আমাদের কর্ণে ঢালিয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। অবাক্ হইয়া শুনিতাম, অভিমতও প্রকাশ করিতাম,—"বাঃ, বেশ গাহিয়া গেলেন!" কিন্তু তৎপরমুহূর্ত্তেই শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় "বামুন গেলেন ঘর, লাঙ্গল তুলে' ধর।"—এই চিত্তবৃত্তির ঘবনিকাপাত হইত। সহস্রোধিকবার সহস্রভাবে সেই শ্রীহরিকথামৃত-প্রপাত-ধারা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আমাদের উপরে বর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সেই সকল কথা অন্যমনস্কতা ও বিক্ষেপের মোহ ভঙ্গ করিবার অকৃতপূর্ব্ব দক্ষতা লইয়া আরও তীব্রভাবে সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করিলেও, অনুক্ষণ শাণিত শাসনের মধ্যে আমাদিগকে রাখিলেও কি জানি কি দুর্দ্দৈবফলে হৃদয় একটুকুও গলিতেছে না! হৃদয়ে প্রীতি কোথায়, অভিনিবেশ কোথায়, আবিষ্টতা কোথায়, আর্ত্তি কোথায়? বিধির লগুড়, কশাঘাত, শাণিত অস্ত্র—এই সকল কতক্ষণ আমাদের জন্মজন্মান্তরের বিমুখতা-চক্রণ মনকে উন্মুখতায় রক্ষা করিতে পারে? মন যে সর্ব্বদাই চঞ্চল, পাগল,—"না মানে শাসন, সদা অচেতন, বিষয়ে রয়েছে ঘোর", "প্রবল ইন্দ্রিয়-বশীভূত মন না ছাড়ে বিষয়-রতি।" সত্য সত্যই "হায় হে মেনেছি আমি"।

স্বাভাবিক প্রীতি বা অনুরাগ না হইলে ধরিয়া বাঁধিয়া কতক্ষণ বিমুখকে উন্মুখ রাখা যায়। শ্রীভাগবত-শ্রবণ, শ্রীমথুরা-বাস, শ্রীমূর্ত্তি-সেবন, সাধুসঙ্গ ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন—এই শ্রেষ্ঠ সাধন-পঞ্চক অনুশীলন (?) করিবার অভিনয় করিয়াও অশ্রুসার হৃদয় বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় না—

হৃদয় গলে না। কত কথা, কত বক্তৃতা, কত গান, কত গ্রন্থপাঠ, কত গ্রন্থ লেখা, কত তীর্থভ্রমণ, কত সাধুর দর্শন লাভ করিবার অভিনয় হইল, তথাপি হৃদয়ে স্বাভাবিকী অহৈতুকী প্রীতির লেশমাত্রও হইল না! শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভু এইরূপ অবস্থাকে দুরন্ত বৈকুণ্ঠাপরাধের কারণ বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা ত' পাঠ করি, শ্রবণ করি, বিচার করি; তথাপি ত' বৈষ্ণবে প্রীতি হয় না, বৈষ্ণব বৈষ্ণববুদ্ধিই হয়', না, আবাল্যকৃতা-শিক্ষাটী কিছুতেই আমাকে পরিত্যাগ করে না, নামে রুচি, জীবে দয়া-প্রবৃত্তি ত' উদিত হয় না। নিজের দেহটীকেই সর্ব্বস্ব ও সারাৎসার করিয়া উহারই অভিনিবেশ ও আবেশে মত্ত থাকি। সাধুসঙ্গের ফলে দেহ-গেহ-বিস্মৃতি ও বাসনাবন্ধন তীব্র রতি-রাস উদিত হয়; একথা শ্রবণ করি, পাঠ করি, অপরকে শ্রবণ করাই, বক্তৃতায় বলি, অপরকে শিক্ষা দিবার দুইটাও করি; কিন্তু যখন নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন দেখি, সর্ব্বক্ষণ, সর্ব্বত্র দেহচিন্তা-ব্যতীত, দেহধ্যান-ব্যতীত আর কিছুই চিত্তে জাগরণে ও অজাগরণে, অংশে ও অভ্যাসে আঠার ন্যায় লাগিয়া রহে নাই। শ্রীবাসুদেবে তীব্র রতি-রাস কোথায়? এ কি স্বপ্নের কথা, এ কি প্রহেলিকা, এ কি কেবল কথার ইন্দ্রজাল, এ কি অবাস্তবতা? সেই প্রেমভক্তি-কল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী; মধ্যমূল শ্রীল পরমানন্দপুরী, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপাদি শ্রীগৌরপার্ষদবৃন্দ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর-সরস্বতী-পুরী প্রভৃতি শ্রীগৌরনিজ-জনগণ ঠাঁহাদের নিত্যারাধ্য-বস্তুর সেবার জন্য যে প্রগাঢ় অভিনিবেশ, আবিষ্টতা, প্রীতিযোগ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ ও দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াও ঐ রতিরাগ-সিন্ধুর একবিন্দু লাভের জন্য লোলা কোথায়? যদি ঐ প্রীতিযোগ বাস্তব না হয়, তাহা হইলে কি দেহ-সম্বন্ধবত্তাই বাস্তবতা?

পৃথিবীতে দেহ ও দেহস্থ ইন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষ-জ্ঞানই বাস্তব বলিয়া বহুমানিত হয়। চিৎপ্রত্যক্ষকে প্রহেলিকা, কল্পনা কিংবা mysticism এর সহিত সমান জ্ঞান করিবার যে প্রবণতা আধ্যক্ষিক চিন্তাস্রোতে সর্ব্বদা ভাসমান রহিয়াছে, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় কি?

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

যতদিন শরণাগতি হইবে যাহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার॥

বাস্তব অনুশীলন ত' করিতে পারিই না, তাঁহার নিকট যে নিজ অযোগ্যতার প্রার্থনা জানাইব, তাহাও হয় না। হরকৃমি-দংশ শুষ্ক ও চঞ্চল চিত্ত হইতে প্রার্থনা আসে না। যাহা কিছু মৌখিক প্রার্থনা করি, যতদিন শরণাগতির কোন লক্ষণই আমাতে না থাকায় সেই প্রার্থনা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছে না।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু পতিতপাবন, শ্রীগুরুদেব পতিতপাবন, তিনি যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার করেন না। এই কথা শুনিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে চিত্তে সাময়িক সাহস হয় বটে, কিন্তু যখন শুনিতে পাই, যতদিন শরণাগতি না হইলে শ্রীনন্দনন্দনের শ্রীচরণান্তিকে প্রার্থনা উপনীত হয় না, তখন নিরাশ হইয়া পড়ি। কিন্তু সেই সময় শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে এক আশার বাণী কর্ণে প্রদান করিয়া বলেন,—কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের শ্রীপাদপদ্মে হৃদয়ের কথা জানাও,—"আমি অতি অধম, পতিত; আমার বিন্দুমাত্রও শরণাগতি নাই, আমাকে শরণাগতি শিক্ষা দিয়া উত্তম করিয়া লও। কিসে ভাল হয় তাহা ত' আমি বুঝি না। যাহাতে আমার ভাল হয়, তাহাতে আমাকে স্বাভাবিকী মতি দাও। আমি ত' মূর্খ, অজ্ঞ, আমার পক্ষে যাহা মঙ্গলকর, তাহাকে আমি অমঙ্গলজনক মনে করি। 'মূঢ়ের মঙ্গল তুমি অবেষিবে এ হাসে না ভাব পর'।" এই বলিয়া ক্রন্দন কর,—

গোপীনাথ, আমার উপায় নাই।
তুমি কৃপা করি', আমারে লইলে
সংসারে উদ্ধার পাই॥

গোপীনাথ, হার যে মেনেছি আমি।
অনেক যতন, হইল বিফল,
এখন ভরসা তুমি॥

যখন এইরূপভাবে প্রার্থনা করি, তখন মন সাময়িক-ভাবে একটুকু ঘর্ষিত হয় বটে; কিন্তু বাস্তব স্বাভাবিক প্রীতি-যোগ ত' হৃদয় হইতে প্রকাশিত হয় না। যে যোগ কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না, যে অভিনিবেশ কখনও ভঙ্গ হয় না, যে

যাহাতে কখনও বিক্ষেপ নাই, সেইরূপ স্বাভাবিক নিত্যাবস্থা কি করিয়া লাভ হইবে ?

দুর্বল জীবের ক্রন্দন-ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। সকলের বহু সাধন ও সাধ্য আছে, কিন্তু দুর্বলের উপায় ও উপেয় একমাত্র ক্রন্দন। তাই শরণাগতির শিক্ষক শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীপাদপদ্মযুগলে যেন তাঁহারই শিক্ষার অনুসরণ করিয়া বলিতে পারি,—

কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে আমি ত' অধম।
শিখায়ে শরণাগতি কর হে উত্তম॥

আবাল্য অভদ্রুখের সঙ্গ করিতে করিতে সর্ব্বক্ষণ জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে দেহের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে এই দেহ শরণাগতি-শিক্ষার সম্পূর্ণ প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যখন প্রার্থনা করি, তখনও দেহের সুখদুঃখের চিন্তা উপস্থিত হয়, দেহের সুখে সুখী ও দেহের দুঃখে দুঃখী হইয়া পড়ি ; যখন আত্মনিবেদন করিবার জন্য চিত্ত একটুকু ব্যাকুল হয়, তখন কোথা হইতে দেহস্মৃতি আসিয়া সেই ব্যাকুলতাকে শিথিল ও স্তব্ধ করিয়া দেয়, কৃপালাভের জন্য ক্রন্দন থামিয়া যায়, তখন দেহের সুখদুঃখে চিত্ত অভিভূত হইয়া পড়ে। মায়ার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, নির্দ্দিষ্ট আয়ু ফুরাইয়া গেল, তথাপি শরণাগতির জন্য চিত্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ব্যাকুল হইল না।

শৈশব যৌবনে, অভদ্রুখসঙ্গে,
অভ্যাস হইল মন্দ।
নিজকর্ম্ম-দোষে, এ দেহ চলিল,
তখনের প্রতিবন্ধ॥

বার্দ্ধক্যে এখন, পঞ্চরোগে হত,
কেমনে ভজিব বল।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, তোমার চরণে,
পড়িয়াছি অবিরল॥

* * *

যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হ'লে, কাঁদিয়া কাঁদিব',
প্রাণ না রাখিব আর॥

—এরূপ কথা হৃদয় হইতে বলিতে পারি কোথায় ? ক্রন্দন করিতে করিতে যদি প্রাণপাত করিতে পারিতাম, তবে বুঝিতাম যে, আমি দুর্বল হইলেও শ্রীবলদেবের বল সত্য সত্যই প্রার্থনা করি। কিন্তু ক্রন্দন করিতে করিতে পাছে দেহাবস্থা নষ্ট হয়, দেহের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, সেদিকে তীব্র দৃষ্টি রহিয়াছে ! যখন এইরূপ বিচারটী হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তখন তাহাকেও যদি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা বলিয়া বরণ করি, তবে মঙ্গল হইতে পারে এবং সেরূপ অবস্থাতেও যদি শরণাগতির শিক্ষকের নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া শরণাগতি-শিক্ষা প্রার্থনা করিতে পারি, তবুও মঙ্গল সুদূরপরাহত হইবে না।

শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব শ্রীশরণাগতি-শিক্ষক শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীচরণে আমি যেন নিত্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া কেবল এই প্রার্থনা জানাইতে পারি—যত শত অযোগ্যতা, অনাবশ্যকতা, অজ্ঞানতা, মূঢ়তার নিমেষও যেন মুহূর্ত্তের জন্যও এই প্রার্থনাটী না ভুলি,—

'শিখায়ে শরণাগতি কর হে উত্তম।'

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহমহামহোৎসব

আগামী ১৩ই আষাঢ় (১৩৪৮) ২৭শে জুন (১৯৪১), মঙ্গলবার দিবস শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীভক্তিবিনোদগৌরবাণীশ্রেষ্ঠ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে ও গৌড়ীয়মিশনের গভর্ণিংবডির নিয়ামকত্বে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সপ্তবিংশ বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে এবং শ্রীগোদ্রুমস্থ শ্রীসানন্দসুখদকুঞ্জে অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে সমগ্র দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, সন্ধ্যায় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ভাগবত-ধর্ম্মবিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে।

শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ব্যাখ্যা

শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু "ষট্‌সন্দর্ভ" রচনা করিয়া বেদোপম শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তসার তাহাতে সম্পুটিত করিয়াছেন। "ষট্‌সন্দর্ভের" পঞ্চম সন্দর্ভ "শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ" নামে খ্যাত। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শুদ্ধভক্তি-সাধক ও সিদ্ধদেহে প্রাতাহিক জীবন যাপন, নিত্যসঙ্গের অনুশীলন ও অনর্থসমূহের যাবতীয় তথ্য একাধারে বিবৃত রহিয়াছে।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদকে তাঁহার প্রকটলীলাকালে অনেক সময়েই বলিতে শুনিয়াছি যে, "শ্রীল সনাতনশিক্ষার পরিপোষণ-প্রভু (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামি-মহারাজ) শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর সন্দর্ভ-সমূহের তাৎপর্য্য যেরূপ উত্তমরূপে উপলব্ধি ও আদর করিয়াছেন, এরূপ কোন ব্যক্তি দশম পূর্ব্বপুরুষে বর্ত্তমান-রূপে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।" এজন্য ষট্‌সন্দর্ভের সঙ্কলনের ভার শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের উপরই ন্যস্ত করিয়াছিলেন।

কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মান্তিকে অবস্থান-কালে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এই পতিত নিরুপায় জীবাধমের প্রতি অহৈতুক-কৃপাপরবশ হইয়া "শ্রীভক্তিসন্দর্ভের" প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ কীর্ত্তন করিবার জন্য স্বয়ংই অভিলাষ প্রকাশ করেন। এইরূপ কৃপা-পরাকাষ্ঠার কথা স্বপ্নেও অচিন্তনীয় ছিল। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে যে শ্রীভক্তিরাজ্যের এতটা নিগূঢ় সম্পদ্ নিহিত রহিয়াছে, তাহা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপা-ব্যতীত আমরা ধারণাই করিতে পারি নাই। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ সাধক-জীবনের প্রতি পদবিক্ষেপকে নিয়মিত না করিলে শ্রীরূপ-কথিত অনুকূল-শ্রীকৃষ্ণানুশীলন কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না।

গত বৈশাখ মাস (১৩৪৮) হইতে শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া ২রা আষাঢ় (১৩৪৮) পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব মৌলিকতার সহিত শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীভক্তিসন্দর্ভের আংশিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীগৌড়মণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডলের অভিন্নতা প্রদর্শন ও আমার ন্যায় জড়াভিনিবিষ্ট জীবের প্রারব্ধকৃত অস্বচ্ছতা, শৈথিল্য প্রভৃতি বিনাশের সুযোগ প্রদান করিবার জন্য নিত্যসিদ্ধ শ্রীগৌড়ব্রজজন শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শুভবিজয় করিয়া শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যা করিতে করিতে নিজ রাগানুগ শ্রীগুরুবর্গের বর্ত্মানুবর্ত্তন করিয়াছেন।

শুদ্ধবৈষ্ণববৃন্দের কৃপা শিরে ধারণ করিয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব-কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত শ্রীভক্তিসন্দর্ভের বিভিন্ন তথ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধাকারে আমরা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব। উহাতে সম্পূর্ণভাবে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বাক্যের আক্ষরিক অনুবৃত্তি না হইলেও তাঁহার ব্যাখ্যাত সিদ্ধান্তের মর্ম্মাবলম্বনে বিভিন্ন প্রবন্ধ বা প্রসঙ্গ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল।

'সনাতনায়াশয়ে স্থিতে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥

(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৪৩)

শ্রীরূপের শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর এই বাণী মূর্ত্ত হইয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সার্ব্বকালিক ক্রিয়া-কলাপে বেদীপ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার অনুপম চেতনময় সঙ্গে শ্রীরূপের ঐ শ্লোকটী প্রতি পদে উপলব্ধির বিষয় হয়।

সম্প্রতি "অনন্তশ্রীমতি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এবৎসর শ্রীশ্রীগদাধর-বিরহবর্ষ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদঠাকুরের বিরহ-কীর্ত্তনোৎসবব্রত শ্রীব্রজ-স্বানন্দসুখদকুঞ্জে উদ্‌যাপন করিবেন। তাঁহারই আনুগত্যে শ্রীগোদ্রুমের শ্রীস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে, শ্রীপুরুষোত্তমমঠে ও অন্যান্য যাবতীয় শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠানে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবিরহ-সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৪ই আষাঢ়, ১৩৪৮; ২৮শে জুন, ১৯৪১ | ৪৭শ সংখ্যা

'ভকতবৎসল হরি' ও 'প্রাণবল্লভ হরি'

শ্রীকোলদ্বীপের শ্রীগাঙ্গ-তটে শ্রীভাগবত-পরমহংসবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বংশীদাসবাবাজী মহারাজ সম্প্রতি শ্রীব্রজ-মণ্ডল হইতে শুভাগমন করিয়া তাঁহার ভাব-সেবায় শ্রীবিগ্রহ-গণের সহিত একটী পটমণ্ডপে বাস করিতেছেন। সেই মহাত্মাকে চাক্ষুষচক্ষে দর্শন করিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। ছান্দোগ্যোপনিষদে জানশ্রুতি রাজা আকাশে উড্ডীয়মান হংসগণের মুখে মহাত্মা রৈকের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া ঐরূপ মহাপুরুষের অনুসন্ধানার্থ পৃথিবীর সর্ব্বত্র লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু নৃপতির প্রেরিত অনুচরগণ দেশ-বিদেশের গ্রাম, নগর সমস্ত অনুসন্ধান করিয়াও কোথায়ও ঐরূপ মহাপুরুষ দর্শন করিতে পারিলেন না। পরে জানিতে পারা গেল, এক বিজন-প্রদেশে একটি শকটের নিম্নভাগে গাত্র-কণ্ডূয়নরত এক ব্যক্তিই মহাত্মা রৈক।

মহাত্মা শ্রীশ্রীল বংশীদাসবাবাজী মহারাজ বাহ্যাচার-নিরপেক্ষ অবধূতের লীলা প্রকাশ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। শ্রীশ্রীরূপানুগবর নিত্যসিদ্ধ শ্রীগুরুবর্গ জানাইয়া না দিলে কিরূপে এই মহাভাগবতের দুরাচার-প্রতিম বাহ্য আচরণ-দর্শনে তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া উপলব্ধি হইতে পারে? চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলে পদে পদেই বঞ্চিত হইতে হয়। দেখিতে পাওয়া যায়, বহু ভোগী ও ত্যাগী ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে (?) আসিয়া তাঁহার সম্বন্ধে নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনা করিতেছে। কেহ বা তাঁহার পটমণ্ডপ রুদ্ধ দেখিয়া বলিতেছেন,—'ইনি নিদ্রা যাইতেছেন', কেহ বা বলিতেছেন,—'তামাক খাইতেছেন', কেহ বা বলিতেছেন,—'ইনি পাগল' কেহ বা বলিতেছেন,—'ইনি হরিনাম করেন না' ইত্যাদি নানালোক ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের দ্বারা নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনা করিতেছে। ইঁহাকে তাম্রকূট সেবন ও স্বহস্তে অতীব যত্নের সহিত তামাক সাজিতে দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন,—'ইনি বোধ হয় নিজের দেহের সৌখ্যেই ব্যস্ত'। মহাত্মা রৈককে সর্ব্বক্ষণ

তাঁহার শরীর কলুষন করিতে দেখিয়া অনেকের ভ্রান্তি হইয়াছিল যে, ঐরূপ দেহের সুখ-দুঃখে ব্যস্ত পুরুষ কখনও ব্রহ্মবিৎ হইতে পারেন না। কিন্তু কোটীব্রহ্মবিৎ অপেক্ষাও শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর নিজজনগণের ঐশ্বর্য্যহীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিমা ক্ষুদ্র জীব কি করিয়া বুঝিতে পারিবে ?

মহাত্মা শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ তাঁহার শ্রীপ্রাণবল্লভকে যেরূপ ইচ্ছা সেরূপভাবে যেখানে সেখানে ক্রয় ও বিক্রয় করিতে পারেন। শ্রীরাধানাথ তাঁহার প্রেমবাধা। শ্রীরাধার নিত্য অনুচরীর নিকট তিনি আত্ম-বিক্রয় করিয়া তৎপাশে নিত্য-বদ্ধ। শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীকৌপীনের একটি সূত্রের মূল্য প্রদান করিবার সামর্থ্য মোক্ষসাম্রাজ্য-লক্ষ্মীর নাই, এমন কি বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যের দ্বারাও তাহা ক্রয় করা যায় না। এই সকল কথা ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ আমাদিগকে না জানাইলে আমরা কি করিয়া তাহা জানিতে পারিতাম ?

শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ কতেক যুগ যাবৎ এই কোলদ্বীপের গাঙ্গ-তটে বাস করিতেছেন। সম্ভবতঃ ইংরেজী ১৯০৩ সালে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীশ্রীল সরস্বতীঠাকুরকে শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন এবং ইনি যে একজন পরম-প্রেমিক মহাপুরুষ তাহা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট জ্ঞাপন করেন। ইহা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আত্মচরিতের রক্তলিপি লিখিবার কালে তাঁহার শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে আরও শুনিয়াছি যে, শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীলজগন্নাথ শ্রীশ্রীগৌর-কিশোরদাস গোস্বামি-মহারাজের অনুগ। সুতরাং শ্রীভক্তি-বিনোদধারায় তিনি আমাদের শ্রীগুরুবর্গের অন্তরঙ্গরূপে নিত্য পূজিত।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শিক্ষানুসারে তাঁহার অনুগত-সম্প্রদায় কেহই তামাকু প্রভৃতি সেবন * কিংবা বাউলের ন্যায় দাড়ি-চূড়া প্রভৃতি সংরক্ষণ করেন না। সাধকের পালনীয় সেই বিধি ভাগবত-পরমহংসের উপর প্রয়োগ করিতে গেলে অপরাধের সীমা থাকিবে না। শ্রীমদ্‌ভাগবত (১১।১৮।২৯), ভাগবত-পরমহংসগণের আচার বালকবৎ, জড়বৎ, উন্মত্তবৎ প্রভৃতি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ স্বানুভবানন্দে মত্ত বিধিনিষেধী অপ্রাকৃত অবধূতবর। ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ, শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতি, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রমুখ আচার্য্যবৃন্দ নিত্যসিদ্ধ হইয়াও সাধকের লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল জগন্নাথ, শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীকরকমলে সর্ব্বদাই সংখ্যা-নামের জন্য শ্রীতুলসী-মালিকা দৃষ্ট হয়। শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু শ্রীতুলসী-মালিকায় সংখ্যানাম না রাখিলেও কটিবন্ধ বস্ত্রে গ্রন্থি দিয়া সংখ্যা রাখিতেন। কিন্তু শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজে এইরূপ কোন সাধন-চেষ্টাই দৃষ্ট হয় না। তিনি সর্ব্বক্ষণ স্বানুভবানন্দে মত্ত, সর্ব্বক্ষণ-সহজ-সমাধিতে সমাধিস্থ। তাম্রকূট-সেবায় অভিনয় তাঁহার একটা উপলক্ষ্যমাত্র। দৃষ্টি থাকিলে তন্মধ্যে তাঁহার তন্ময়তা, তাঁহার ধ্যান, তাঁহার আবিষ্টতা কোন্ দিকে রহিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

এই মহাপুরুষের নিকট শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে আমাদের কয়েকবার গমনের সৌভাগ্য হইয়াছে। সম্প্রতি তাঁহার নিকটে গেলেই তিনি "ভক্তবৎসল হরি", "প্রাণবল্লভ হরি" এইরূপ দুইটী নাম উচ্চারণ করেন। গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার শ্রীহরিবাসর-দিবস শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে আমরা তথায় উপস্থিত হইয়া তৎসমীপে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণত হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া "ভক্তবৎসল হরি" এইরূপ উচ্চারণ করিলেন। প্রায়ই তাঁহার এইরূপ নাম উচ্চারণ করিবার তাৎপর্য্য আমরা তখন বুঝিতে পারি নাই। ইহার পরে একদিন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীভক্তিলক্ষণ-ব্যাখ্যাকালে 'যস্যাবতার-গুণকর্ম্মবিড়ম্বনানি নামানি' (ভাঃ ৩।৯।১৫) শ্লোকের সম্বর্দ্ধোক্ত "গুণবিড়ম্বনানি—ভক্ত-বাৎসল্যোত্যাদীনি" (শ্রীভক্তিলক্ষণ, ১৫২ অনুচ্ছেদ) ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে 'ভক্তবৎসল' নামটি শ্রীহরির গুণবিড়ম্বন অর্থাৎ

---

* তামাক পর্য্যন্ত বৈষ্ণবের সেবনীয় নয় ; ঐসকল বস্তুর সেবন বৈষ্ণব-শাস্ত্রের বিরুদ্ধ। তামাকের ধূমপানের দ্বারা জীব তাহার অত্যন্ত বশীভূত হয় ; এমন কি, তাহার জন্য অসৎসঙ্গ করিতে বাধ্য হয়। (শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৩৩)

শুনহে মুখ্য নাম ইহা জানাইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগুরু শ্রীগৌরাঙ্গভক্তবৎসল ও শ্রীগৌরাঙ্গগণের প্রাণবল্লভ।

শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ যেরূপ পরম আবিষ্টতার সহিত এই দুইটি নাম উচ্চারণ করেন, তাহা অননুকরণীয়। শ্রীগুরু ভক্তবৎসল ও প্রাণবল্লভ। কিন্তু আমরা 'ত' ভক্তের দাস হইতে পারি নাই, শ্রীগুরুদেবের সহিত আমাদের প্রীতিযোগও নাই। তাহা হইলে আমাদের উপায় কি? শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু বোধ হয় আমাদের হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিবার জন্য তাঁহার শ্রীপদ্যাবলীতে এই শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন,—

দীনবন্ধুরিতি নাম তে স্মরন্
যাদবেন্দ্র পতিতোঽহমুৎসহে।
ভক্তবৎসলতয়া ত্বয়ি শ্রুতে
মামকং হৃদয়মাশু কম্পতে॥

(শ্রীপদ্যাবলী ৬৪ সংখ্যা)

হে যাদবেন্দ্র! আমি অতিশয় পতিত। 'তোমার' দীনবন্ধু এই নাম স্মরণ করিয়া আমার উৎসাহ হইয়াছিল, কিন্তু তোমার 'ভক্তবৎসল' নাম শ্রুত হওয়ায় সম্প্রতি আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে।

শ্রীহরিকে "ভক্তবৎসল" ও "প্রাণবল্লভ" রূপে কীর্ত্তন ও স্মরণ কতটা বিপ্রলম্ভময় গাঢ় অভিনিবেশ হইলে সম্ভব হইতে পারে, তাহা অভক্ত ও প্রাকৃতকামাতুর থাকিয়া আমরা ধারণাই করিতে পারি না। এইজন্য শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের তাঁহার প্রাণবল্লভের প্রতি ঐরূপ আদরের আহ্বান আমাদের হৃদয়ে কোন স্পন্দন আনয়ন করে না। তবে এই নিরাশার মধ্যেও একটা আশার সঞ্চার হয় যে, শ্রীহরি অজিত হইলেও ভক্তের নিকটই তিনি জিত, ভক্তের নিকটই তিনি ক্রীত-বিক্রীত হন, কারণ, ভক্ত শ্রীহরিকে নিত্য প্রাণবল্লভ করিয়াছেন। আমরা কেবল শ্রীহরি যাঁহাদের বশ সেই-সকল মহাপুরুষের কৃপা প্রার্থনা করিয়া এই বলিয়া কাতর নিবেদন জানাইতে পারি,—

পরমকারুণিকো ন ভবৎপরঃ
পরমশোচ্যতমো ন চ মৎপরঃ।
ইতি বিচিন্ত্য হরে ময়ি পামরে
যদুচিতং যদুনাথ তদাচর॥

(শ্রীপদ্যাবলী ৬৬ সংখ্যা)

হে হরে, তোমা অপেক্ষা পরমকরুণাময় আর কেহ নাই, আমা অপেক্ষা পরমশোচনীয়ও আর কেহ নাই। হে যদুনাথ, ইহা চিন্তা করিয়া পামর আমার প্রতি যাহা উচিত হয়, তাহা আচরণ কর।

ভবোদ্ভবক্লেশকলাকলাপতঃ
পরিভ্রমন্নিন্দ্রিয়কাপথাশ্বরে।

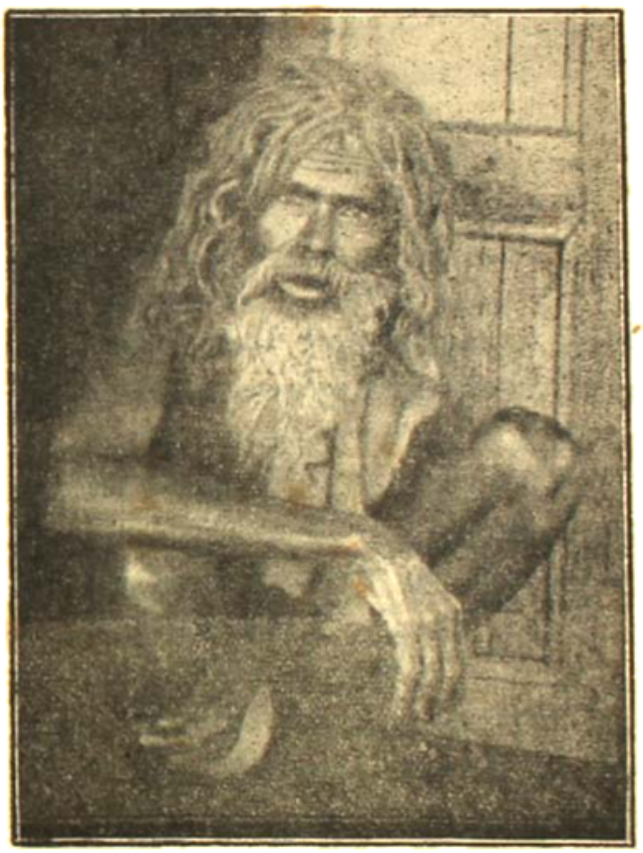

পরমহংসবর শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ

নিয়ম্য তাং মাধব মে মনোহর-
স্বদঙ্ঘ্রিসঙ্গী দৃঢ়ভক্তিবন্ধনৈঃ॥

(শ্রীপদ্যাবলী ৬৭ সংখ্যা)

হে মাধব, সংসারোৎপন্ন শত শত ক্লেশের কলাঘাতে আহত, ইন্দ্রিয়রূপ কুৎসিত পথে পরিভ্রমণশীল আমার

মনোরথ অন্যকে দৃঢ়ভক্তিরজ্জুদ্বারা তোমার শ্রীপাদপদ্মকীলকে বন্ধন কর।

ন ধ্যাতোঽসি ন কীর্ত্তিতোঽসি ন মনাগারাধিতোঽসি প্রভো
লোকস্যাস্য রগোচরে তব পদাম্ভোজে চ ভক্তিঃ কৃতা।
তেনাহং বহুদুঃখভাজনতয়া প্রাপ্তো দশামিদৃশীং
ত্বং কারুণ্যনিধে বিধেহি করুণাং শ্রীকৃষ্ণ হীনে ময়ি॥

(শ্রীপদ্যাবলী ৬৮ সংখ্যা)

হে প্রভো, আমি তোমার ধ্যানও করি নাই, কীর্ত্তনও করি নাই, কিঞ্চিন্মাত্র পূজাও করি নাই; অন্যান্যরে তোমার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিও করি নাই। সেইজন্য আমি বহুদুঃখ-ভাজন হইয়া এইরূপ পরমশোচনীয়া প্রাপ্ত হইয়াছি। হে করুণাসাগর শ্রীকৃষ্ণ, তুমি এই দীনজনে করুণা বিধান কর।

পরমপদি হরে প্রভো মুরারে
অয়ি মধুসূদন বাসুদেব বিষ্ণো।
নিরবধি-কলুষৌঘকারিণং মাং
গতিরহিতং জগদীশ রক্ষ রক্ষ॥

(শ্রীপদ্যাবলী ৬৯ সংখ্যা)

হে হরে, হে মুরারে, হে প্রভো, তুমিই আমার আশ্রয়-স্থল। হে মধুসূদন, হে বাসুদেব, হে বিষ্ণো, তুমি অনুকূল হও। হে জগদীশ, নিরন্তর পাপাচরণকারী, অতএব গতি-রহিত আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর।

নবধা ভক্তি

(৭) দাস্য

শ্রীবিষ্ণুর দাসত্বাভিমানকেই 'দাস্য' বলে। অর্চ্চনাদি ভক্তির পর দাস্যভক্তির নির্দ্দেশ করিবার কারণ এই যে, ভজনের প্রয়াস দূরে থাকুক, কেবলমাত্র 'দাস'-রূপ অভিমানের দ্বারাই জীবের সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ইহাই শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

"অস্য তাবদ্ভজনপ্রয়াসঃ কেবল-তাদৃশত্বাভিমানেনাপি সিদ্ধির্ভবতীতি অভিপ্রেত্যৈবোত্তরত্র নির্দ্দেশশ্চ কৃতঃ।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৩০৪ অনুচ্ছেদ)

অর্থাৎ ভজন-প্রয়াস দূরে থাকুক, কেবল শ্রীবিষ্ণুর দাসত্বাভিমানেই সিদ্ধি হইয়া থাকে,—এই অভিপ্রায়েই অর্চ্চনাদির পর দাস্যের নির্দ্দেশ হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যলীলায় শ্রীব্যাসদেব গাহিয়াছেন,—

বেদে ভাগবতে কহে,—দাস্য বড় ধন।
দাস্য লাগি' রমা-অজ-ভবের যতন॥

(চৈঃভাঃ মঃ ৮।২১২)

যাহারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ষড়রিপুর দাসত্বে আত্মবিক্রয় করিয়া আপনাদিগকে জগতের 'প্রভু' সাজাইবার জন্য ব্যস্ত, সেই সকল মোহগ্রস্ত মানব শ্রীবিষ্ণুর দাসত্বাভিমানকে তাগতিক বা রাজনৈতিক পরাধীনতার সহিত সমান জ্ঞান করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর লোক জগতে মনীষী, জন-নেতা, কর্ণধার, ধর্ম্মবীর প্রভৃতি বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর দাসত্বাভিমানকে সকল বল, বীর্য্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, মনীষা ও আকাঙ্ক্ষার চরম ফল বলিয়া ধারণা করিতে পারেন না। যাঁহার হৃদয়ে শ্রীবিষ্ণুর দাসত্বাভিমান প্রবল, তাঁহার কোনও অভাব নাই। দেহসর্ব্বস্ব তথাকথিত মনীষিগণ শ্রীবিষ্ণুর দাস্যাভিমানকে 'মেষেলী মনোভাব' বলিয়া কল্পনা করে এবং যাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীবিষ্ণুর দাস্যাভিমান বিরাজিত, তাঁহারা হীনবীর্য্য, অকর্ম্মণ্য, অপদার্থ, অলস, জড়—এইরূপ ভাবিয়া থাকেন! কোন কোন তথাকথিত মনীষী বলিয়াছেন ও এখনও বলিয়া থাকেন,—"ভারতে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার হওয়ায় এই স্থানের লোক নির্ব্বীর্য্য ও কাপুরুষ হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বদা 'আমি দাস, আমি দাস' এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে রাজনৈতিক পরাধীনতাকে তাহারা বড়ই আদরে বরণ করিয়াছে।" কোন কোন মনীষী বলিয়াছেন,—"শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বারা উদ্ভিদ্যার বৈষ্ণব-

ধর্ম্মের প্রচারের ফলে উড়িষ্যার রাজনৈতিক অধঃপতন ও তথায় কাপুরুষতার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।" এই সকল তথাকথিত মনীষীর গবেষণার মূলেই দেহসর্ব্বস্ব মনোভাবের প্রতি আদর ও অপ্রাকৃত নিত্যশুদ্ধ অভিমানের প্রতি নৈসর্গিক বিদ্বেষ রহিয়াছে। ইহারা ভক্তিকে কাম-ক্রোধের ন্যায় বৃত্তিবিশেষ বলিয়া মনে করে। বস্তুতঃ নির্ম্মল অনাবৃত চেতনের অপ্রতিহতা বৃত্তিই ভক্তি বা শ্রীবিষ্ণুর দাসাভিমান। কাম-ক্রোধাদি বৃত্তির লেশমাত্রও হৃদয়ে থাকিলে নির্ম্মলা ভক্তি প্রকাশিতা হইতে পারে না। শ্রীবিষ্ণুর দাস্যাভিমানের আভাস-ব্যতীত ঐ সকল তামসিক বৃত্তির হস্ত হইতে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি কোন সাধনচেষ্টার দ্বারাই কেহ সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার লাভ করিতে পারে না। নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানিগণের 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি অভিমান, কিংবা কৈবল্যকামী যোগিগণের ঈশ্বরসাযুজ্যলাভের জন্য সাধন জীবের নিত্য স্বরূপের বৃত্তিকে পরিস্ফুট করিতে পারে না। একমাত্র ভগবৎ-প্রেমই জীবের স্বরূপবৃত্তির পরিস্ফুটাবস্থা। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' অভিমানে প্রমত্ত হইয়া অনেকেই পতিত ও ভ্রষ্ট হইয়া যান।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ (ভাঃ ১০।২।৩২)

শ্রীকৃষ্ণকে দেবতাগণ বলিতেছেন,—হে পদ্মপলাশলোচন, যাহারা আপনার নিত্য দাসত্বাভিমানকে অনাদর করিয়া নিজদিগকে 'মুক্ত' বলিয়া অভিমান করেন, অজ্ঞানপূর্ব্বক তাহাদের আপনার প্রতি ঐরূপ যে অনাদর, তাহা হইতে তাহাদিগকে নিবারণ করিবার কেহ না থাকায় তাহাদের অধঃপতনই হইয়া থাকে। তাহাদের পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মবীজসমূহ ভস্মীভূত হইয়া গেলেও অচিন্ত্যশক্তিমান্ শ্রীভগবানের শ্রীপাদ-পদ্মের প্রতি অবজ্ঞা-নিবন্ধন পুনরায় পাপকর্ম্মবীজের অঙ্কুর জন্মে। অতএব তাহারা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি ধ্যান করিতে করিতে বহু কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যার বলে উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াও তাহা হইতে অধঃপতিত হয়।

নির্ভেদ-জ্ঞানিগণ শ্রীবিষ্ণুর দাস্যাভিমানকে দৈন্যাভিমান বা অনিত্যাভিমান মনে করিয়া থাকে। ইহাই তাহাদের ভ্রান্তি। শ্রীবিষ্ণুর দাস্যাভিমানই নির্ম্মল চেতনের নিত্য অভিমান বা জীবাত্মস্বরূপের নিত্যসিদ্ধ স্বভাব।

ভোগিগণ প্রাকৃত জগতের দৃষ্টান্ত হইতে অপ্রাকৃত রাজ্যের বিষয় সম্বন্ধে অনুমান বা কল্পনা করিবার ধৃষ্টতা করে। এই জগতের কোন জীবের দাসত্বাভিমানে পরাধীনতারূপ অনর্থ উপস্থিত হয় বলিয়া তাহারা পরমেশ্বরের দাস্যাভিমানেও সেইরূপ অনর্থেরই কল্পনা বা আশঙ্কা করিয়া থাকে! দেহ সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনাদিতে আসক্তিই বন্ধনের কারণ। আবার সেই আসক্তি সাধুতে ন্যস্ত হইলে পরমমুক্তির কারণ হইয়া থাকে, ইহা জগতের ভোগী ও ত্যাগিসমাজ বুঝিতে পারেন না। যে বিষ জীবের মৃত্যুর কারণ হয়, সেই বিষই রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা শোধিত হইয়া বিশেষজ্ঞের দ্বারা ব্যবহৃত হইলে চরারোগ্য ব্যাধি নিবারণ করিয়া থাকে। অতএব জগতের দাসত্ব ও পরমেশ্বরের দাসত্ব কখনই সমান কক্ষায় স্থাপিত হইতে পারে না। ব্যবহারিক দাসত্ব বন্ধনের হেতু আর পারমার্থিক দাসত্ব পরমমুক্তির সোপান বা তাহাই পরমমুক্তিস্বরূপ।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্ম বা শ্রীকৃষ্ণদাস্যধর্ম্ম প্রচারের ফলে প্রদেশবিশেষে তমোভাবের উদয় হইয়াছে, এইরূপ অনুমান বা সিদ্ধান্ত আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনাময়ী চিত্তবৃত্তির পরিজ্ঞাপক। বস্তুতঃ শুদ্ধ ভগবদ্ধামের প্রতি অনাদররূপ অপরাধ ও বিকৃতভাবে উহা গ্রহণের অভিনয়ে প্রকৃত বিষ্ণুধাম হইতে ভ্রষ্ট হইবার ফলেই অদ্বাভিমানরূপ ত্রিগুণজাত ধর্ম্মের উদয় হইয়াছে এবং উহাই জীবকে রজস্তমোভাবাপন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। রাবণ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির রজোগুণের বীরত্বও শ্রীবিষ্ণুদাস্যাভিমান হইতে বিচ্যুত হওয়ায় তাহাদের আত্মবিনাশের হেতুস্বরূপ হইয়াছিল। অতএব শ্রীবিষ্ণুদাস্যাভিমানেই প্রকৃত স্বাধীনতা অর্থাৎ স্বরূপের অবস্থান সিদ্ধ হইয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে গাহিয়াছেন,—

নয়ন ভরিয়া দেখ দাসের প্রভাব।
হেন দাস্য-ভাবে কৃষ্ণে কর' অনুরাগ॥
অন্য কেনে না মানিহ 'কৃষ্ণ-দাস'-নাম।
অন্য ভাগ্যে 'দাস' নাহি করে ভগবান্॥
বহু কোটি জন্ম যে করিল নিজ ধর্ম্ম।
অহিংসায় অমায়ায় করে সর্ব্ব কর্ম্ম।

অহর্নিশ দাস্যভাবে যে করে প্রার্থন।
সদা লভ্য হয় তারে বলি' 'নারায়ণ'॥
তবে হয় মুক্ত—সর্ব্ববন্ধের বিনাশ।
মুক্ত হইলে হয় সেই গোবিন্দের দাস॥
এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজে।
মুক্ত-সব লীলা-তনু করি' কৃষ্ণ ভজে॥
মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।
(ভাঃ ১০।৮৭।২১ শ্লোকে শ্রীধর-কৃত-সর্ব্বজ্ঞ-ভাষ্যকার-ব্যাখ্যা)

অতএব ভক্ত হয় ঈশ্বর-সমান।
ভক্ত-স্থানে পরাভব মানে ভগবান্॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে স্তুতিমালা।
'ভক্ত'-হেন স্তুতির না ধরে কেহ কলা॥
'দাস'-নামে ব্রহ্মা শিব হরিষ সবার।
ধরণী-ধরেন্দ্র চাহে দাস-অধিকার॥
এ সব ঈশ্বর-তুল্য স্বভাবেই ভক্ত
তথাপিহ ভক্ত হইবারে অনুরক্ত॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৬৭-৪৭৭)

'আর' করি' না মানিহ 'দাস' হেন নাম।
অন্য ভাগ্যে 'দাস' নাহি করে ভগবান্॥
আগে হয় মুক্তি, তবে সর্ব্ববন্ধনাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৭।১০৫-১০৬)

সর্ব্বপ্রকার বন্ধনের বিনাশ হইলে শ্রীগোবিন্দের নিত্য নির্ম্মল দাস্যাভিমান জীবের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। পরম-হংসকুলমুকুট-মৌলিগণের শ্রীগুরুপাদপদ্মেরও আরাধ্য শ্রীশিব-শ্রীব্রহ্মাদি নিত্যমুক্তগণ শ্রীবিষ্ণুর দাস্যাভিমানের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত। অধিক কি, স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুও তাঁহার নিজদাসের জন্য লালায়িত হইয়া মহাবিষ্ণুরূপে শ্রীকৃষ্ণের দাস, শ্রীবলদেব-রূপে স্বয়ংরূপ শ্রীগোবিন্দদেবের দাস, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যরূপে শ্রীগৌরসুন্দরের দাস, শ্রীনিত্যানন্দরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাস্যাভিমান করিয়াছেন।

চৈতন্যগোসাঞিকে আচার্য্য করে 'প্রভু'-জ্ঞান।
আপনাকে করেন তাঁ'র 'দাস'-অভিমান॥
সেই অভিমান-সুখে আপনা পাসরে।
'কৃষ্ণদাস' হও—জীবে উপদেশ করে॥
কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটী-ব্রহ্মসুখ নহে তা'র এক বিন্দু॥
মুক্তি যে চৈতন্যদাস, আর নিত্যানন্দ।
দাস-ভাব-সম নহে অন্যত্র আনন্দ॥
পরমপ্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি।
তেঁহো দাস্য-সুখ মাগে করিয়া মিনতি॥
দাস্যভাবে আনন্দিত পারিষদগণ।
বিধি-ভব-নারদাদি শুক-সনাতন॥
নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল।
চৈতন্যের দাস্য-প্রেমে হইল পাগল॥
শ্রীবাস, হরিদাস, রামদাস, গদাধর।
মুরারি, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর, বক্রেশ্বর॥
এ-সব পণ্ডিতলোক পরম-মহত্ত্ব।
চৈতন্যের দাস্যে সবায় করয়ে উন্মত্ত॥
এইমত গায়, নাচে, করে অট্টহাস।
লোকে উপদেশে,—'হও চৈতন্যের দাস'॥
চৈতন্যগোসাঞি মোরে করে গুরু জ্ঞান।
তথাপিহ মোর হয় দাস-অভিমান॥
কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব।
গুরু-সম-লঘুকে করায় দাস্যভাব॥
ইহার প্রমাণ শুন শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।
মহদনুভব, যা'তে সুদৃঢ় প্রমাণ॥
অন্যের কা কথা, ব্রহ্মে নন্দ মহাশয়।
তা'র সম 'গুরু' কৃষ্ণের আর কেহ নয়॥
শুদ্ধ-বাৎসল্যে ঈশ্বর-জ্ঞান নাহি তা'র।
তাহাকেই প্রেমে করায় দাস্য-অঙ্গীকার॥
তেঁহো রতি-মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে।
তাঁহার শ্রীমুখবাণী তাহাতে প্রমাণে॥
শুন উদ্ধব, সত্য কৃষ্ণ,—আমার তনয়।
তেঁহো ঈশ্বর-হেন যদি তোমার মনে লয়॥
তথাপি তাঁহাতে রহু মোর মনোবৃত্তি।
তোমার ঈশ্বর-কৃষ্ণে হউক মোর মতি॥
(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৪৭।৬৩-৬৭ শ্লোক)

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যাঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীনাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু॥

কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র কাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে॥

[নন্দ কহিলেন,—হে উদ্ধব, আমাদের সমস্ত মানসবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দকে আশ্রয় করুক; আমাদিগের বাক্যসকল তাঁহার নামকীর্ত্তন করুক এবং আমাদিগের দেহ তাঁহার অভিবাদনে প্রবৃত্ত হউক। কর্ম্মফলানুসারে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের যে-কোন অবস্থা হউক না কেন, দানাদি শুভানুষ্ঠানের দ্বারা পরমপুরুষ কৃষ্ণে আমাদিগের রতি পরিবর্দ্ধিত হউক।]

শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয়।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীন, কেবল সখ্যময়॥
কৃষ্ণসঙ্গে যুদ্ধ করে, স্কন্ধে আরোহণ।
তাঁ'রা দাস্যভাবে করে চরণ সেবন॥
(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১৪।১৭ শ্লোক)

পাদসম্বাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্॥

[কৃষ্ণ শয়ন করিলে কোন সখা তাঁহার পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন, কেহ বা বিশুদ্ধ সখ্যভাবে পল্লব-রচিত ব্যজন-দ্বারা বায়ু ব্যজন করিতে লাগিলেন।]

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ।
যাঁ'র পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন॥
যাঁ-সবার উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন।
তাঁহারা আপনাকে করে দাসী-অভিমান॥
(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩১।৬ শ্লোক)

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো জলরুহাননং চারু দর্শয়॥

[হে ব্রজদুঃখনাশক, হে যোষিদ্‌গণের মধ্যে পরমনায়ক, হে নিজজন-সম্বন্ধে (গর্ব্ব)-দূরকারী মন্দহাস্যময়, হে সখে, আমরা তোমার কিঙ্করী—তোমার মুখপদ্ম আমাদিগকে দর্শন করাও।]

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৪৭।২১ শ্লোক)

অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্।
ক্বচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্যধাস্যৎ কদা নু॥

[সম্প্রতি খেদের বিষয় এই যে, আমাদের আর্য্যপুত্র মথুরা-নগরে অবস্থিতি করিতেছেন। হে উদ্ধব, পিতা-নন্দের গৃহ ও গোপবান্ধবগণকে তিনি কি স্মরণ করেন? কখনও কি তিনি এই কিঙ্করীদিগের কথা বলেন? আহা! তিনি কি আর অগুরুবৎ-গন্ধযুক্ত হস্ত আমাদের মস্তকে ধারণ করিবেন?]

তাঁ-সবার কথা রহু, শ্রীমতী রাধিকা।
সবা হৈতে সকলাংশে পরম-অধিকা॥
তেঁহো যাঁ'র দাসী হৈয়া সেবেন চরণ।
যাঁ'র প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ॥
(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩০।৩১ শ্লোক)

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্॥
দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী।
তাঁহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী॥
(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮৩।১১ শ্লোক)

তপশ্চরন্ত্যহমাজ্ঞায় স্বপাদস্পর্শনাশয়া।
সখ্যোপেত্যাগ্রহীৎ পাণিং সাহং তদ্গৃহমার্জ্জনী॥

[আমি শ্রীকৃষ্ণপাদ-স্পর্শ-লালসায় তপস্যা করিতেছিলাম; কৃপাপূর্ব্বক কৃষ্ণ স্বীয় সখার সহিত আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করিলেন। তদবধি আমি ইঁহার গৃহমার্জ্জনকারিণী দাসী।]

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮৩।৩৯ শ্লোক)

আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ।
সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যাদ্ধা তপসা চ বভূবিম॥

[আমরা কত কত তপস্যাদ্বারা সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক এই আত্মারাম পুরুষের গৃহদাসীত্ব লাভ করিয়াছি।]

আনের কি কথা, বলদেব মহাশয়।
যাঁ'র ভাব শুদ্ধসখ্যবাৎসল্যাদিময়॥
তেঁহো আপনাকে করেন দাস-ভাবনা।
কৃষ্ণদাস-ভাব বিনু আছে কোন জনা॥
সহস্র-বদনে যেঁহো শেষ-সঙ্কর্ষণ।
ধরি' করে কৃষ্ণের সেবন॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র— সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তেঁহো, সর্ব্বদেব-অবতংস॥
তেঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্য প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহে শিব, 'মুঞি কৃষ্ণদাস॥'

কৃষ্ণভক্তের উত্তম, বিষ্ণুর সমান।
কৃষ্ণ-গুরু-লীলা গায়, নাহে নিজস্তব।
পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাব কেনে নয়।
কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্য-ভাব সে করয়॥
কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস।
যে না মানে, তা'র হয় সেই পাপে নাশ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৬।৪১।৮০, ৮৩)

সহস্র সহস্র জন্মের সুকৃতির ফলে 'আমি শ্রীবাসুদেবের দাস' এই শুদ্ধাভিমান যাঁহার হৃদয়ে উদিত হয়, তিনি পৃথিবীর সমস্ত জীবকে উদ্ধার করিতে পারেন। সেই ব্যক্তিই শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মের সেবা লাভ করেন, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই; আর যে-সকল জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ শ্রীবিষ্ণুতে একান্ত আসক্তচিত্ত তাঁহাদের ত' আর কথাই নাই। শাস্ত্রের এইরূপ উক্তিদ্বারা স্পষ্টই জানা যায় যে, 'আমি শ্রীবাসুদেবের দাস' এই অভিমান করিয়াই জীব স্বয়ং কৃতকৃতার্থ ও অপরকে কৃতার্থ করিতে পারেন। তখন দাস-সমুচিত অনুষ্ঠান করিলে যে, সকলকে কৃতার্থ করিতে পারা যাইবে, ইহা আর অধিক কথা কি?

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীনৃসিংহদেবকে স্তব করিয়া বলিয়াছেন,—

তত্তেঽর্হত্তম নমঃ স্তুতিকর্মপূজাঃ
কর্ম স্মৃতিশ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্।
সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিং
ভক্তিং জনঃ পরমহংসগতৌ লভেত॥

(ভাঃ ৭।৯।৫০)

হে পূজ্যতম, তোমার প্রতি নমস্কার, স্তব, কর্ম-সমর্পণ, পূজন, চরণযুগল স্মরণ এবং লীলাশ্রবণ,—এই ষড়ঙ্গ সেবা-ব্যতীত লোকে কি পরমহংসগণের প্রাপ্য তোমার প্রতি ভক্তি লাভ করিতে পারে?

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ নমস্কার, স্তুতি, সর্বকর্মার্পণ, পরিচর্যা, শ্রীচরণ-স্মৃতি ও কথাশ্রবণরূপ ভাক্ত-যোগ, 'আমি শ্রীবিষ্ণুর দাস'—এই অভিমানেরই কার্যারূপে গণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ 'আমি শ্রীবিষ্ণুর দাস'—এই অভি-মানে ঐ সকল ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠান করিলেই সাধক কৃতার্থ হইতে পারেন। তাই শ্রীউদ্ধবও শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন,—

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধ-বাসোঽলঙ্কার-চর্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি॥

(ভাঃ ১১।৬।৪৬)

হে ভগবন্, আমরা আপনার উপভুক্ত মাল্য গন্ধ, বস্ত্রা-লঙ্কার-দ্বারা ভূষিত এবং আপনার উচ্ছিষ্টভোজনশীল দাস হইয়া আপনার মায়াকে অবশ্য জয় করিতে পারিব।

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ ও শ্রীউদ্ধব মহারাজের এই উক্তিতে দাসভাবোচিত কার্যের দ্বারাই দাস্য নির্দেশ করা হইয়াছে।

শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের আচরণে সাক্ষাৎ দাস্যাভিমানের আদর্শ দৃষ্ট হয়। (ভাঃ ৯।৪।১৮-২০)

কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া।
যদোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥

অর্থাৎ শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মযুগলে মনটি সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্কল্প শ্রীকৃষ্ণের দাস্যেই ছিল অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণদাস্যবিষয়েই তিনি কাম অর্পণ করিয়া-ছিলেন, পরন্তু আত্মভোগকামনায় নহে। ইহাদ্বারাও দাস্য-ভাব অন্যাভিলাষশূন্য ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বণিক্ ও দাসের চিত্তবৃত্তির পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাকৃত বণিকের অভিমান হইতেই হৃদয়ে অন্যাভিলাষসমূহ উদিত হয়, আর শুদ্ধদাসাভিমান হইতে শুদ্ধসেবাবৃত্তির উদয় হয়।

অষ্টাক্ষর-মন্ত্র-ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে,—

শ্রীমতে বিষ্ণবে তুভ্যং দাস্যং সর্বং করোম্যহম্।
দেশকালাদ্যবস্থাসু সর্বাসু কমলাপতেঃ।
ইতি স্বরূপসংসিদ্ধং মুখ্যং দাস্যমবাপ্নুয়াৎ।
এবং নিশ্চিত্য মন্ত্রার্থং তদ্বৃত্তিং সমুপাচরেৎ॥
দাসভূতমিদং তস্য জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
শ্রীমন্নারায়ণঃ স্বামী জগতাং প্রভুরীশ্বরঃ॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৭৮ অনুচ্ছেদ)

আমি সর্বস্থানে সর্বসময়ে সর্বাবস্থায় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর সর্ববিধ দাস্য আচরণ করিব, এইরূপ ভাবনাপূর্বক মানব স্বরূপসিদ্ধ মুখ্য বিষ্ণুদাস্য লাভ করিয়া থাকেন,—এইরূপ মন্ত্রার্থ অবগত হইয়া পুরুষ ভগবদ্ধাতের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিবেন। এই স্থাবর-জঙ্গম জগৎ তাঁহারই দাস এবং শ্রীমান্ নারায়ণই এই জগতের স্বামী, পালক ও ঈশ্বর।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে দাস্যভক্তিযোগ-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"তত্রৈতদ্দাস্যসম্বন্ধেনৈব সর্ব্বমপি মঙ্গলমুত্তরত্র ভবতীত্যাহ (ভাঃ ৯।৪।১৬)—

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে।

যস্য ভগবতো নামশ্রবণমাত্রেণ যথা কথঞ্চিদ্ভ্রবণেন, কিং পুনঃ সম্যক্ তত্তদ্ভজনেনেত্যর্থঃ। তর্হি দাসোঽস্মীত্যভিমানেন সম্যগেব ভজতাং সর্ব্বত্র সাধনে সাধ্যে চ কিমবশিষ্যতে—তদধিকমঙ্গং কিমপি নাস্তীত্যর্থঃ।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৩০৫ অনুচ্ছেদ)

অর্থাৎ অন্য ভজনসমূহও দাস্যসম্বন্ধবশতঃই শ্রেষ্ঠতর হইয়া থাকে। ইহাই বলিতেছেন, যাঁহার নামশ্রবণমাত্রই পুরুষ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, সেই তীর্থপাদ পুরুষের দাসগণের সম্বন্ধে কোন্ বস্তু প্রাপ্যরূপে অবশিষ্ট থাকিতে পারে?

যে ভগবানের সম্যগ্‌ভাবে ভজন দূরে থাকুক, যে-কোনরূপে নামশ্রবণমাত্রই মঙ্গল হয়, সেই শ্রীপুরুষোত্তমের দাস এই অভিমানে সম্যগ্‌রূপে ভজনশীল পুরুষগণের সর্ব্ববিধ সাধন ও সাধ্যসমূহের মধ্যে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

এই দাস্যভক্তিযোগ জগজ্জীবকে শিক্ষা দিবার জন্যই স্বয়ংরূপ শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ঔদার্য্যময়ী শ্রীগৌরলীলা প্রকট করিয়া গাহিয়াছিলেন,—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

(শ্রীপদ্যাবলী ৭২ অঙ্ক)

আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয়-রাজা নহি, বৈশ্য বা শূদ্র নহি, অথবা ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বানপ্রস্থ নহি, সন্ন্যাসীও নহি; কিন্তু উদ্দীপিত অর্থাৎ নিত্য-স্বতঃপ্রকাশমান নিখিল-পরমানন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্রস্বরূপ 'শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসানুদাস' বলিয়া পরিচয় দেই।

শ্রীগৌরনিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

সদাশুদ্ধ সিদ্ধকাম, ভক্তবৎসল নাম,
ভক্তজনের নিত্য স্বামী।
তুমি ত' রাখিবে যা'রে, কে তাঁ'রে মারিতে পারে,
সকল বিধির বিধি তুমি॥
তোমার চরণে নাথ, করিয়াছি প্রণিপাত,
ভকতিবিনোদ তব দাস।
বিপদ্ হইতে স্বামি, অবশ্য তাঁহারে তুমি,
রক্ষিবে তাঁহার এ বিশ্বাস॥

(শ্রীশরণাগতি, ২২)

শ্রীভক্তিমল্লিকা

পঞ্চম সৌরভ

(১)

ভক্তি অবলা নহে, সবলা, কেবলা ও সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রা

[ভক্তির উদ্দেশে কৃত কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির সার্থকতা, নতুবা নহে—বর্ণাশ্রমে হরিভজনই মুখ্য উদ্দেশ্য, নতুবা পাণ্ডিত্য অর্থহীনতাবী—বর্ণাশ্রমরূপ কর্ম্ম-যোগের নশ্বরতা—জ্ঞানমিশ্র কর্ম্মাদের ফল—অষ্টাঙ্গযোগ ভক্তিযোগের তুলনায় কালক্ষেপণের হেতু—হরিসেবাবিহীন কর্ম্ম, ধর্ম্ম, বৈরাগ্য সমস্তই বৃথা—হরিকীর্ত্তনরূপা ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা—কামিগণ কোন্ কোন্ কামনার উদ্দেশে কোন্ কোন্ দেবতার ভজনা করেন—শুদ্ধভক্তের সঙ্গই চরম-মঙ্গল-লাভের উপায়—ভক্তি-

ব্যতীত ভগবান্‌কে আর কিছুই সুখদান করে না—কেবল-জ্ঞান অর্থাৎ নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানের দ্বারা পরিশ্রমমাত্রই সার হয়, প্রেমরূপ চরম-প্রয়োজন লাভ হয় না—কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি সাক্ষাৎ অভিধেয় নহে, ভক্তিই সাক্ষাৎ অভিধেয়—শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিযোগ ও তদ্বিষয়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসাই জীবনের মুখ্য প্রয়োজন—কুকর্মী ও বিকর্মীকে সুকর্মে নিযুক্ত করাইবার জন্যই বেদে ফলশ্রুতি—বস্তুতঃ শ্রীকেশবের অর্চনেই মঙ্গলজনক—কর্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধভক্তির অনুসন্ধানই চরম মঙ্গলজনক—ধর্ম, অর্থ, কামকে কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ করিবার কৌশল ও তদ্দ্বারাই মঙ্গল-লাভের সম্ভাবনা—বিভিন্ন মত, পথ, উপায় ও সাধনের কথা বর্ত্তমান থাকিলেও ঐ সকল নবীন ও মায়াবিমোহিত ব্যক্তিগণের বহির্মুখ রুচির অনুযায়ী কল্পিত ও সৃষ্ট—ভক্তিপথই একমাত্র সনাতন, স্বয়ং ভগবানের আদিষ্ট ও অভিপ্রেত এবং ভগবৎপার্ষদগণের উপাদিত—ভক্তির সহিত কর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য বা যোগকে মিশ্রিত করিয়া ভক্তিকে শক্তিশালিনী করিবার চেষ্টা নাস্তিকতা—বস্তুতঃ ভক্তিই সর্বেশ্বরেশ্বরী মহারাজ্ঞী, সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রা, সর্বমঙ্গলা ও সম্পদ্‌ময়ী—এই মনুষ্যজন্মেই ভক্তি-লাভের চেষ্টা সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেক ও চাতুর্য্যের চরমফল—মুমূর্ষু ব্যক্তিরও শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে চরম-মঙ্গল-লাভ—ভক্তিলাভের জন্য শ্রীনামের আশ্রয়ই চরম-মঙ্গলজনক, ধর্মার্থকাম বা মোক্ষলাভের জন্য নামাশ্রয়ের অভিনয় অত্যন্ত অপরাধ-জনক ও চরমফল হইতে বঞ্চিত হইবার প্রয়াস—নিষ্কাম মহাপুরুষগণ ভক্তিপথের পথিক—ভক্ত ও ভগবানের গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন সমস্ত বেদাধ্যয়নের ফল—সমস্ত শুভকর্মের চরম ফল ভক্তি—প্রাচীনকালে বহু যোগী ও জ্ঞানী যোগ ও জ্ঞানাদি-চর্চা পরিত্যাগ করিয়া হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মঙ্গল লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তের কোন দুর্গতিই অনভা নহে—ভক্তি সর্বসিদ্ধির প্রাণ—কর্মের ফল নির্ভরযোগ্য নহে, ভক্তির ফল সুনিশ্চিত—চোলরাজ ও বিষ্ণুদাস ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—যোগাদি-পথের অনুশীলনে পুনরায় মনের চাঞ্চল্য, ভক্তিপথ অতিশয় সুখকর ও নিত্য-মঙ্গলজনক।]

কর্ম, জ্ঞান ও যোগ পরা ভক্তির উদ্দেশে কৃত হইলে তাহাদের সার্থকতা। শ্রীহরিভজন-ব্যতীত কর্মকাণ্ড, জ্ঞান-কাণ্ড ও যোগকাণ্ডের কোন মূল্য নাই,—ইহা শাস্ত্র অসংখ্য প্রমাণ ও আদর্শের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন-শিক্ষায় (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৭) বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান।
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম-যোগ-জ্ঞান॥

ভক্তির মুখ অপেক্ষা করিয়াই কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদির ফলপ্রদান-কার্য্য হইয়া থাকে। ভক্তির আশ্রয়-ব্যতীত কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি কোন ফল দিতে পারে না। ভক্তির আশ্রয় পাইলেই কর্ম ও হঠযোগ ভুক্তি-ফল এবং জ্ঞান ও রাজযোগ মুক্তি ও সিদ্ধি-ফল প্রদান করিতে পারে।

শ্রীনবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীচমস ঋষি বিদেহরাজ শ্রীনিমিকে বলিয়াছেন,—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

(ভাঃ ১১।৫।২-৩)

পুরুষাবতার বিষ্ণুর মুখ, বাহু, উরু ও পাদদেশ হইতে চারিটী আশ্রম অর্থাৎ গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের সহিত স্বীয় স্বীয় বর্ণ-গুণ-সহকারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটী বর্ণ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা স্বীয় সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরকে ভজনা করেন না, কোন প্রকারে অবজ্ঞা করেন, তাঁহারা স্বীয় স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হন।

এই শ্লোক অবলম্বনেই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন-শিক্ষায় বলিয়াছেন,—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৬)

বর্ণাশ্রমরূপ কর্মযোগ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈঃ স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ।
ভুঞ্জীত দেববত্তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজার্জিতান্॥
তাবৎ স মোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ॥

(ভাঃ ১১।১০।২৩, ২৬)

এই বর্ণাশ্রমধর্ম কর্মযোগে অন্তর ফল নাই। বাস্তিক অর্থাৎ গৃহমেধযজ্ঞ-পরায়ণ ব্যক্তি যজ্ঞদ্বারা দেবতাগণকে যজন করিয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হন। তথায় দেবগণ নিজার্জিত ভোগ্য-সকল ভোগ করেন। যে পর্য্যন্ত তাঁহার পুণ্য ক্ষয় না হয়, সে পর্য্যন্ত স্বর্গে আনন্দ লাভ করেন; পুণ্য শেষ হইলে নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও কালপ্রেরিত হইয়া নীচে পতিত হন।

লোকানাং লোকপালানাং মদ্ভয়ং কল্পজীবিনাম্।
ব্রহ্মণোঽপি ভয়ং মত্তো দ্বিপরার্দ্ধপরায়ুষঃ॥

(ভাঃ ১১।১৭।৩০)

সামান্য পুণ্য ও পাপী লোকের কথা কি, সমস্ত লোক, লোকপাল, কল্পজীবিগণ এবং দ্বিপরার্দ্ধ-আয়ুর্বিশিষ্ট ব্রহ্মারও আমা হইতে ভয় আছে।

সুদুষ্করমিমাং মন্যে যোগচর্য্যামনাত্মনঃ।
যথাঞ্জসা পুমান্ সিধ্যেত্তন্মে ব্রূহ্যঞ্জসাচ্যুত॥
প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ।
বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্শিতাঃ॥

(ভাঃ ১১।২৯।১-২)

কর্ম্মমাত্রেরই এই গতি। অষ্টাঙ্গযোগাদি-জ্ঞানমিশ্র-কর্ম্মাঙ্গের ফলও ভাল নয়। যোগাদির কথা শুনিয়া উদ্ধব কহিলেন,—'হে অচ্যুত! অনাত্মার পক্ষে যোগচর্য্যাকে সুদুষ্কর বলিয়া জানিলাম। সহজে এবং নির্ভয়ে যাহাতে পুরুষ উত্তম ফলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তাহা বলুন।

অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতা যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্।
ময়া সম্পশ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ॥

(ভাঃ ১১।১৪।৩৩)

হে উদ্ধব! উত্তমযোগ যে ভক্তিযোগ তাহার সম্বন্ধে অষ্টাঙ্গযোগকে সুবোধ লোকেরা অন্তরায় অর্থাৎ ব্যাঘাত বলিয়া মনে করেন। ভক্তিযোগেই তাহার ফল অনায়াসে পাওয়া যায়। আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার প্রভৃতি যোগাঙ্গ-সকল ভক্তিযোগের তুলনায় কালক্ষেপণের হেতুমাত্র।

যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়োঽমলাঃ।
ময়ি ভক্তিযোগস্য পরমস্য ন কাশ্চন॥

(ভাঃ ১১।২৩।১৪)

যোগের ফলও সামান্য। যোগ, তপঃ, সন্ন্যাস ইহাদের গতি কর্ম্মগতি অপেক্ষা অমল। ঐ যোগিগণ মহর্লোক, তপঃলোক ও সত্যলোক লাভ করেন। কাজে কাজেই তাঁহারা প্রাকৃত জগৎ ছাড়িয়া উঠিতে পারেন না। সূক্ষ্ম শরীরে ঐ সমস্ত অভ্যাসের ফল পান। চিৎস্বরূপ-প্রাপ্ত ভক্তিযোগী আমার চিন্ময়রূপ বিরজাপারে বৈকুণ্ঠধাম লাভ করেন।

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥

(ভাঃ ৪।২২।৩৯)

যাঁহার পাদপদ্ম-পলাশ-বিলাসরূপ ভক্তিদ্বারা সাধুগণ অবিদ্যাবন্ধ, কর্ম্মাশয় উৎগ্রথিত করেন, রিক্তমতি যোগী ও যতিগণ বহু চেষ্টাতে ইন্দ্রিয়স্রোতগণকে নিরোধ করিয়াও সেইরূপ সহজে কর্ম্মাশয় ছেদন করিতে পারেন না। অতএব অন্য জ্ঞান-যোগাদি-চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা কর।

নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

(ভাঃ ৩।২৩।৫৬)

বহির্ম্মুখ কর্ম্মমাত্রের নিন্দা। যাঁহার স্বধর্ম্মপ্রবাহরূপ কর্ম্ম ধর্ম্মের উদ্দেশে কৃত হয় নাই, স্বধর্ম্ম বিরাগ-উদ্দেশে কৃত হয় নাই, আবার স্বধর্ম্মজাত বিরাগ বেগবলে তীর্থপাদ কৃষ্ণসেবার উদ্দেশে কৃত হয় নাই, সে ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃত।

কর্ম্মণ্যস্মিন্নানায়াসে মৃষামৃত্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দ-পাদপদ্মাসবং মধু॥

(ভাঃ ১।১৮।১২)

শ্রীসূত গোস্বামীকে দর্শন করিয়া শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন,—আহা! আমরা অনায়াস কর্ম্মে বদ্ধ করিয়া মৃষাত্মক হইয়া তাপিত হইতেছি, এ সময়ে তুমি আমাদিগকে শ্রীগোবিন্দ-পাদপদ্মমধু পান করাইয়া কৃতার্থ করিতেছ।

সকাম কর্ম্মী কি কি কামনাপূরণের জন্য কোন্ কোন্ কামদাত্রী দেবতার উপাসনা করেন, তদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্তু যজেত ব্রহ্মণঃ পতিম্।
ইন্দ্রমিন্দ্রিয়কামস্তু প্রজাকামঃ প্রজাপতীন্॥
দেবীং মায়াং তু শ্রীকামস্তেজস্কামো বিভাবসুম্।
বসুকামো বসূন্ রুদ্রান্ বীর্য্যকামোঽথ বীর্য্যবান্॥

অন্নাদ্যকামযদিতিং স্বর্গকামোঽদিতেঃ সুতান্।
বিদ্যাং দেবান্ রাজ্যকামঃ সাধ্যান্ সংসাধকো বিশাম্।
আয়ুষ্কামোঽশ্বিনৌ দেবৌ পুষ্টিকাম ইলাং যজেৎ।
প্রতিষ্ঠাকামঃ পুরুষো রোদসী লোকমাতরৌ॥
রূপাভিকামো গন্ধর্বান্ স্ত্রীকামোঽপ্সর উর্বশীম্।
আধিপত্যকামঃ সর্বেষাং যজেত পরমেষ্ঠিনম্॥
যজ্ঞং যজেদ্ যশস্কামঃ কোষকামঃ প্রচেতসম্।
বিদ্যাকামস্তু গিরিশং দাম্পত্যার্থ উমাং সতীম্॥
ধর্মার্থ উত্তমঃশ্লোকং তন্তুং তন্বন্ পিতৄন্ যজেৎ।
রক্ষাকামঃ পুণ্যজনানোজস্কামো মরুদ্গণান্॥
রাজ্যকামো মনূন্ দেবান্ নির্ঋতিত্বভিচরন্ যজেৎ।
কামকামো যজেৎ সোমমকামঃ পুরুষং পরম্॥
অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥
এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
ভগবত্যচলো ভাবো যদ্ভাগবতসঙ্গতঃ॥

(ভাঃ ২।৩।২-১১)

সকাম কর্মের মূঢ়তা। ব্রহ্মতেজ-কামনায় ব্রাহ্মণদিগের পতি ব্রহ্মার ভজনা করে। ইন্দ্রিয়-বল-কামনায় ইন্দ্রকে ভজনা করে। প্রজাকামী ব্যক্তি প্রজাপতিদিগকে ভজনা করে।

শ্রীকামী পুরুষ মায়াদেবীকে ভজনা করে। তেজোকামী ব্যক্তি সূর্যকে ভজনা করে। বসুকামী পুরুষ বসুদিগের উপাসনা করে। বীর্যকামী বীর্যবান্ পুরুষ রুদ্রকে ভজনা করে।

অন্নাদি-কামী পুরুষ অদিতিকে উপাসনা করে। স্বর্গকামী ব্যক্তি অদিতি-পুত্র দেবগণকে ভজনা করে। রাজ্যকামী ব্যক্তি বিশ্বদেবতাকে পূজা করে। স্বাধীনতা-প্রয়াসী প্রজাগণ সাধ্যগণকে পূজা করে।

আয়ুকামী ব্যক্তি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে পূজা করে। পুষ্টিকামী ইলা অর্থাৎ পৃথিবীকে পূজা করে। প্রতিষ্ঠাকামী পুরুষ লোকদিগের জননী দ্যাবা পৃথিবীকে পূজা করে।

রূপকামী গন্ধর্বগণের পূজা করে। স্ত্রীকামী উর্বশী অপ্সরার উপাসনা করে। আধিপত্যকামী ব্যক্তি সকলের প্রধান পরমেষ্ঠীর পূজা করে।

যশস্কামী ব্যক্তি যজ্ঞপতি বিষ্ণুকে যজন করে। কোষকামী ব্যক্তি প্রচেতাগণকে ভজন করে। বিদ্যাকামী শিবকে যজন করে। দাম্পত্যকামী উমাদেবীকে ভজনা করে।

ধর্মার্থকামী উত্তমশ্লোকনামা বিষ্ণুর পূজা করে। প্রজা-বিস্তৃতিকামী পিতৃলোককে ভজনা করে। রক্ষাকাম ব্যক্তি পুণ্যজনরক্ষ-লোককে পূজা করে। ওজস্কাম ব্যক্তি মরুদ্-গণকে পূজা করে।

রাজ্যকাম ব্যক্তি মনু ও দেবগণকে, অভিচারকামী নির্ঋতিকে পূজা করে। কামকামী সোমকে ভজনা করে। অকামপুরুষ পরমপুরুষ ভগবান্‌কে ভজন করে।

ভগবান্ সকল কাম দিতে পারেন; অপর দেবতাগণ তাঁহার কৃপায় সামান্য সামান্য ফল প্রদান করেন। উদারবুদ্ধি ব্যক্তি অনন্য তীব্র ভক্তির সহিত পরমপুরুষকে অকাম, সর্বকাম বা মোক্ষকাম হইয়া যজন করেন।

সংসারে যজনকারী ব্যক্তির নিঃশ্রেয়সোদয় ইহাকেই বলে যে, ভাগবত-সঙ্গ হইতে ভগবানে অচলভাব উদয় হয়। 'যজন'—কর্মবিশেষ। 'ভজন'—নিষ্কাম চেষ্টাবিশেষ।

চুরির দণ্ড

[জনৈক সংবাদ-দাতার প্রেরিত]

গৌড়ীয়মিশনের অধীন হাঁসখালি শ্রীএকায়নমঠে ধর্মেশ্বর ব্রহ্মচারী নামে এক ব্যক্তি বাস করিত। বাবু কুঞ্জবিহারী দাহা-বিদ্যাভূষণ ও বাবু বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারীর পক্ষাশ্রিত কৃষ্ণ-কাঙ্গলা ব্রহ্মচারীর সহযোগে ধর্মেশ্বর বিগত ১৪ই আগষ্ট (১৯৪০) তারিখে উক্ত মঠ হইতে মিশনের বহু গ্রন্থ ও আসবাবপত্র কৃষ্ণনগর এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে স্থানান্তরিত করে। গৌড়ীয়মিশনের এক বিশিষ্ট সেবক উহার সন্ধান পাইয়া পুলিশ-সাহায্যে মালপত্রসহ উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে ধৃত

করেন এবং তাহাদিগকে ফৌজদারী আদালতে প্রত্যর্পণের অপরাধে অভিযুক্ত করেন।

"গচ্ছুরি হইতে বৈষ্ণব-বন্দনা (?)"-রূপ যাবতীয় কার্য্যে পারদর্শিতার জাজ্বল্যমান প্রমাণ-স্বরূপ কু-ফলের উক্ত দুই ব্যক্তি মঠ হইতে বহুগ্রন্থ অপহরণের অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৮০ ধারামতে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া জেল ও জরিমানা উভয়প্রকারের শাস্তি লাভ করিয়াছে। ইহাদের দলের বনমালী, উদ্ধবানন্দ, আনন্দ পাণ্ডা প্রভৃতি কএক ব্যক্তি খুনি-মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইয়া সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে। • এখন কি আশা করা যাইতে পারে যে, উক্তরূপে দণ্ডী ও দণ্ডিত হইয়া গৌড়ীয়দিগের বিরোধিগণ তাহাদের অন্যায় অভিমান পরিত্যাগ করিবে? শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভৃ-প্রমুখ আচার্য্যবৃন্দের গ্রন্থ চুরি করিয়া বীরহাম্বীর পরে নির্বেদগ্রস্ত ও শ্রীল আচার্য্য-প্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত হইয়াছিলেন; কিন্তু হায়রে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবাপরাধ থাকিলে শ্রীশ্রীআচার্য্যপ্রভুর শ্রীচরণে শরণাগতিকে অপমানজনক ও মায়ার দাসত্বকেই শ্রাদ্ধা বলিয়া মনে হয়। কি মোহিনী মায়া!

উক্ত মোকদ্দমায় নদীয়ার জেলাজজ-আদালত আপীল-বিচারে যে রায় প্রদান করিয়াছেন, তাহার অনেকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

Court of Session, Appellate Jurisdiction.
The 28th May, 1941.

KRISHNAKARUNYA BRAHMACHARI
DHARMESWAR BRAHMACHARI
—APPELLANTS.

Judgment

This is an appeal against the order of Babu Lalit Kumar Dutta, Magistrate, 1st Class, Krishnagar, convicting the two appellants Krishna Karunya Brahmachari and Dharmeswar Brahmachari under Section 380 I. P. C. and sentencing them to a fine of Rs. 200/- each in default to undergo R. I. for three months each. There was also an order directing the accused to be detained till the rising of the court but that detention has obviously expired on the very date of the order.

The prosecution case can be stated very briefly. The complainant is a member of the Governing Body of the Gaudiya Mission with head-quarters in Calcutta and with many branch Maths in several parts of Bengal of which the Ekayan Math at Hanshkhali is one. Accused Dharmeswar was one of the joint care-takers of the Ekayan Math in which were deposited for safe custody many of the publications of the Mission for which accommodation was insufficient in Calcutta. These books were presumably for sale to the public. Besides these, there were also several articles of furniture in the Ekayan Math in the custody of the joint keepers Balaram Das (P. W. 2) and accused Dharmeswar. On the 14th of August last, the two accused Krishna Karunya and Dharmeswar removed these books and furniture in bullock-carts to Krishnagar and took them to a rented house in the town instead of to the Kunja Kutir which is the official branch of the Gaudiya Mission in this town. It is alleged that this removal was with a dishonest intention as the accused have now transferred their allegiance from the Governing Body who are lawfully in possession of the Math, to one Kunja Behari who set up a claim as an executor of the will of the late Founder on the allegation that the Math was the private property of the Founder and was unsuccessful in the attempt. In their statement the accused do not set up a plea that they have removed the articles under the bonafide belief that Kunja Babu was the person in possession. Accused Krishna Karunya says that he had nothing to do with their removal while accused Dharmeswar says that the articles were removed in good faith as the rooms in which they had been stocked in the Ekayan Math at Hanskhali were leaking during the rains.

* * *

• গৌড়ীয় ১৯শ বর্ষ ২-৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

For all those reasons I am convinced that the removal of the books and furniture was not the individual act of accused Dharmeswar but an act in which the other accused Krishna Karunya also took a leading part. If this act constituted theft, both the accused would be liable for it.

The question is whether these articles were in the possession of the complainant as alleged or whether the removal was in good faith. The learned pleader for the appellant argues that the accused were mere care-takers, that they did not know which of the two contending parties were entitled to the books and furniture and that their removal to a house in Krishnagar other than the official residence of the Gaudiya Mission was not in those circumstances a dishonest act. This was not the statement of accused Dharmeswar in the court below. He merely said that he was a care-taker of the Ekayan Math at Hanskhali and that as the Math used to leak, he considered it necessary to remove the books and other things to Krishnagar. He does not say whether he was confused as to which party should be given possession of the books and that in his confusion he removed the books and furniture to a house which was in the occupation of the party of Kunja Behari. As is obvious from the evidence of the defence witness No. 2 the Ekayan Math consisted of about 14 rooms and it is improbable that all the rooms were leaking at the same time. It is, therefore, not obvious what urgent necessity there was to remove the books and furniture from this Math to a house in Krishnagar. Again there is an official residence of the Gaudiya Mission in this town situated near the railway station and it is not at all clear why the accused did not keep these books and furniture in the official residence but took them to the house of Bhabesh Babu which was rented only on the previous day on behalf of the accused. (Vide Dr. J. N. Roy P. W. 8.) I do not, therefore, agree with the learned pleader for the appellant that the act of the accused was bonafide and not dishonest.

Nor, do I agree that the accused were perplexed on account of the litigation that was going on between the rival parties for the management of the Gaudiya Mission and took the books to the rival party under the mistaken impression that this party was entitled to exercise possession and to manage the Mission. There is no doubt that this Ekayan Math is one of the branch Maths of the Mission. The letter (Ex. 4) written by one of the accused Kalipada alias Kripasindhu, who has been acquitted, shows this as does the accounts of expenses submitted by the previous manager Ramanath Bhattacharya to the Head Office in Calcutta. Ex. 2 is a list showing the different Maths in which the different publication of the Gaudiya Mission have been kept for safe custody and the Ekayan Math is one of the Maths where many such books were kept. There is no statement made by any of the accused nor any evidence to the effect that Ekayan Math is not one of the branch Maths of the Gaudiya Mission. This being so the possession of the Math must legally lie with the persons who are now controlling the activities of the Gaudiya Mission. The rival parties led by Kunja Behari set up the claim that the Gaudiya Mission was a private charitable endowment of the late Founder Preceptor and Kunja Babu was the executor appointed by the will of the Founder. It has been held by the Subordinate Judge in a suit filed by Kunja Babu against the present Governing Body of the Mission that this contention is unfounded and that the Mission is a public charitable and religious endowment to which the charitable and

religious endowment act applied. The learned pleader for the appellant admits that no appeal has been filed against the judgment of the learned Sub-Judge. The admission made by the complainant (P. W. 1) in the course of the cross-examination **that the accused have transferred their allegiance to Kunja Babu cannot be construed to mean that the possession of the Math had passed on Kunja Babu with this transfer of allegiance.** Balaram Das (P. W. 2)says that he was the keeper of the Ekayan Math but from his cross-examination it appears that he is a married man who lived out-side and that Dharmeswar was a joint keeper with him. Ex. A filed on behalf of the accused shows that some date-trees were settled with certain persons by accused Dharmeswar on behalf of Kunja Behari but this letter appears to me to be an attempt on the part of Dharmeswar to create evidence of possession in himself, acting as agent of Kunja Behari. If Dharmeswar was in charge as care-taker of the Ekayan Math the legal possession of the Math was not in him but in the Mission of which he was the servant. The mere fact that he transferred his allegiance at a subsequent date to Kunja Behari does not alter this legal position and does not convert his act of removal into an act of good faith. Moreover as will appear from the evidence of Kabi Bhusan Brahmachari (P. W. 3) the books which were removed were not part of the property of the Ekayan Math but were merely kept there as there was not sufficient accommodation in the Head Office at Baghbazar. These books were, therefore, the property of the Head Office and in the possession of the Governing Body who used one of the rooms of the Ekayan Math for the purpose of stocking them. It is perfectly clear that the defence taken in the course of argument is flimsy and unworthy of credit. The removal of the books and furniture from the Ekayan Math to a rented house in Krishnagar by the two accused has been proved. I hold on a consideration of the evidence that books were the property of the Gaudiya Mission and that the furniture belong to the Ekayan Math as part of the wider organisation of the Mission. On a certain date the accused who had hitherto acted as disciples of the Mission **transferred their allegiance to the seceders** and removed the books and the furniture from this Math on the false allegation that the roof was leaking and brought them to a rented house in Krishnagar although the official residence of the Mission was available for the purpose. **This was certainly an act of theft** and the accused were rightly convicted.

As for the sentence I think that in view of the fact that the books and the furniture have all been recovered a fine of Rs. 100/- each would be sufficient for the purpose. I therefore, reduce the sentence of fine from Rs.200/- to Rs. 100/- each. The sentence in default of fine will remain good.

With this modification in sentence the appeal is dismissed.

Sd/- S. K. Gupta.
Session Judge, Nadia.
28. 5. 41.

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-সংকীর্ত্তনোৎসব

শ্রীগোদ্রুমে—বর্ত্তমান যুগে শ্রীরূপানুগ শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মূলপুরুষ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী-শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-সংকীর্ত্তনোৎসব তাঁহার প্রেষ্ঠ-ভজনস্থলী শ্রীকীর্ত্তনাখ্য ভক্তি-পীঠ শ্রীগোদ্রুমস্থ শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে তাঁহার শ্রীসমাধি-পীঠে শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে, বর্ত্তমান শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহের ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের নেতৃত্বে, শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়ের নিজমঠে শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীসংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল আবিষ্কার করিয়া শ্রীগোদ্রুমদ্বীপকেই তাঁহার ভজনস্থলীরূপে স্বীকার করায় তিনি কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তিকেই বিশেষরূপে বরণ করিয়া শ্রীশ্রীরূপানুগ শ্রীগৌরজন-স্বরূপেরই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যলীলার বর্ত্তমান ব্যাস শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীব্যাসপীঠ বা কীর্ত্তন-পীঠস্বরূপ সরস্বতীতীরস্থ শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ। এইস্থানে বসিয়াই তিনি শ্রীশ্রীগৌরকিশোর-সরস্বতীর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত-কথা কীর্ত্তন, ভক্তি-গ্রন্থাবলী রচনা ও শ্রীগৌরকৃষ্ণ-নাম-ধাম-কামগুরুর সেবা করিয়াছেন। শ্রীগোদ্রুম-পরিক্রমা, 'গৌড়ীয়', 'নদীয়া প্রকাশ' পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং শ্রীল ঠাকুরের কৃপার কথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীশ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের দর্শনার্থ গমন করেন। উৎসবে শ্রীশ্রীল ঠাকুরের অনুগত শুদ্ধভক্তসম্প্রদায়, শ্রীচৈতন্যমঠবাসী সেবকবৃন্দ তথা কলিকাতা ও বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত বহু শুদ্ধভক্ত উপস্থিত ছিলেন। শুদ্ধভক্ত ও আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছে।

শ্রীপুরুষোত্তমে—শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীচৌটাগোপী-নাথের সন্নিকটস্থ চটকপর্ব্বতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের নিজমঠে শ্রীশ্রীল স্বানন্দ-সুখদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ-মহোৎসব শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদের বাণী সংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীল মহাবর ও শ্রীল ভক্তিবিনোদের প্রাণধন শ্রীজাহ্নবাজীবন শ্রীগোপীনাথ। সেই শ্রীগোপীনাথ-গতি, যাহা অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-ভাবানুরাগী সিদ্ধ ও সাধক জগতের প্রতি শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনর্পিতচরী করুণার মূর্ত্তবিগ্রহ, সেই বৈজয়ন্তী উজ্জীন করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল সাগর মহারাজ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের লীলাক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তমে চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবমণ্ডলীকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ ও অবিরাম শ্রীহরি-কথা কীর্ত্তনমুখে বিরহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ মহোদয়ের মাতৃষসা শ্রীযুক্তা পঞ্চমুখনা দেবী শ্রীমহাপ্রসাদ-বিতরণের সেবানুকূল্য করিয়াছেন। মঠের সেবক শ্রীগৌরানুগ্রহব্রহ্মচারীজী, শ্রীমদ্ভাগবতদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীবাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারি-প্রমুখ সেবকবৃন্দ শ্রীগুরুবর্গের কৃপাপ্রার্থী হইয়া শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসবের সেবা করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে সমস্ত দিবসব্যাপী শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গাথা কীর্ত্তন, তাঁহার গ্রন্থাবলীর পারায়ণ, তাঁহার চরিতকথা আলোচনা ও সভায় মহোপদেষ্টক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, শ্রীপাদ ভক্তবৎসল ভক্তিসৌরভ-প্রমুখ সেবকবৃন্দ "বর্ত্তমানযুগে শ্রীল ঠাকুরের দান" সম্বন্ধে অভিভাষণ ও বক্তৃতা করিয়াছেন। সমবেত শ্রদ্ধাবন্ত ব্যক্তিগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছে।

শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডলের যাবতীয় শুদ্ধভক্তিপ্রতিষ্ঠানে, ভারতে ও ভারতের বাহিরে গৌড়ীয়-মিশনের অন্তর্গত যাবতীয় ভক্তিমঠে শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মূলপুরুষ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহমহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ২০শে জুন লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রেরিত টেলিগ্রাম—

Crave blessings of His Divine Grace also invoke nonevil producing mercy of Vaishnavas that we may adore Disappearance Tithi of two Great Elects of Supreme Lord. Gitas received, deepest appreciation. Bowtell Harris.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিতা-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২১শে আষাঢ়, ১৩৪৮; ৫ই জুলাই, ১৯৪১ | ৪৮শ সংখ্যা

দৃঢ়তা

শ্রীহরিভজনে শৈথিল্য ও শ্রীহরিভজনে দৃঢ়তা দুইটী বিপরীত বৃত্তি। বহু সাধনের ও মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ গুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গের অভিনয় সত্ত্বেও শ্রীহরিভজনে অগ্রসর বা তাহাতে প্রীতি না হইবার কারণ-নির্ণয়ে যে কয়েকটী অনর্থের কথা শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে শৈথিল্য অন্যতম। শ্রীহরিভজন-বিষয়ে শিথিলতা থাকিলে কোনদিনই আদর ও নিষ্ঠার সহিত সাধন সম্পাদিত হইতে পারে না। আদরের সহিত যে অনুশীলন, তাহাই ভজনে উৎসাহ। অসমমাস্তরের দুরন্ত অপরাধ থাকিলে মহাভাগবতশ্রেষ্ঠগণের সঙ্গ, উপদেশ ও শত শত সাধনের অভিনয়দ্বারাও শৈথিল্যরূপ অনর্থ বিদূরিত হয় না; হরিভজনে দৃঢ়তা আসে না, আদরের সহিত শ্রীনামপ্রভুর অনুশীলন বা তাহাতে উৎসাহের উদয় হয় না। কখন কখন প্রতিষ্ঠাদি-আশার বশবর্ত্তী হইয়া যে উৎসাহ প্রদর্শিত হয়, তাহাতে অন্তরের শিথিলতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত থাকে। কর্ম্মকাণ্ড ব্যক্তিকে মদ্যপান করাইয়া সাময়িকভাবে উত্তেজনা প্রদান করিবার ন্যায় প্রতিষ্ঠাশাদি মাদকতা জীবকে যে উদ্যম ও উৎসাহে প্রণোদিত করে, তাহা প্রকৃত ভজনোৎসাহ নহে; কারণ, উহা দ্বারা হরিভজনে শৈথিল্যের মূলবীজ বিনষ্ট হয় না—উহা অটুটই থাকে।

শৈথিল্য হৃদয়দৌর্ব্বল্যেরই আর একটী আকৃতি-বিশেষ। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই শৈথিল্যরূপ হৃদয়দৌর্ব্বল্যের কথা বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন,—"আজকার-মত এই প্রতিকূল বিষয়টী স্বীকার করি, কল্য হইতে বিশেষ সাবধান হইব,—এইরূপ হৃদয়দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিলে কখনই মঙ্গল হয় না। যে বিষয়টী ভজনবাধক বোধ হইবে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা অবলম্বন করিয়া তখনই তাহা পরিত্যাগ করিবে। দৃঢ়তাই সাধনের মূল। দৃঢ়তার অভাব হইলে সাধন-রাজ্যে একপদও অগ্রসর হওয়া যাইবে না।"

(সজ্জনতোষণী ১১।৫)

শৈথিল্য শুভকার্য্যে অর্থাৎ হরিভজনের অনুকূল কার্য্যে কালহরণ করিতে চায়, আর দৃঢ়তা অশুভকার্য্যে অর্থাৎ শ্রীহরিভজনের প্রতিকূলকার্য্যে কাল-বিলম্ব করিয়া শ্রীহরি-ভজনের অনুকূলকার্য্যকে তৎক্ষণাৎ বরণ করে। দৃঢ়তা না থাকিলে কোনদিন সাধনে অগ্রসর হওয়া যায় না। অনেক সময় আমরা মনে মনে অনেক শুভ-সঙ্কল্প পোষণ করিয়া থাকি। যেমন মনে করি—আর ছলনা করিব না, আর অপরকে উদ্বেগ দিব না, অপরের সেবা গ্রহণ করিব না, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার দ্বারা মুগ্ধ হইব না, হিংসা ও উদ্বরবেগের দাস হইব না, অসহিষ্ণু হইয়া ক্রোধাদি রিপুর বশীভূত হইব না, নির্জ্জন-সহকারে অপতিতভাবে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিব, শ্রীবৈষ্ণবের সেবা করিব; কিন্তু যখন ঐ সকল অনুশীলন করিবার মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়, তখন আর সেই সঙ্কল্পকে রক্ষা করিতে পারি না। শৈথিল্য, আড্ডা, মোহ ও জড়াভিনিবেশ প্রভৃতির ঘূর্ণাবর্ত্তে সেই সাময়িক শুভ-সঙ্কল্পকে উৎসর্গ করিয়া থাকি। 'আজ হইতে নিশ্চয়ই অপতিতভাবে সংখ্যানাম গ্রহণ করিব' বলিয়া শ্রীনাম করিতে আরম্ভ করি; কিন্তু নিদ্রাদেবী যখন নয়নের দ্বারে অতিথি হইয়া পড়ে, অথবা যখন নৈসর্গিক আলস্য দেহমনের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে, তখন আর সেই সঙ্কল্পকে রক্ষা করিতে পারি না। পূর্ব্বের সঙ্কল্পের উপর যবনিকা টানিয়া মনকে বঞ্চনা করিয়া বলি—"আজ সংখ্যা পূর্ণ করিতে মাত্র কিছু অবশিষ্ট আছে, উহা আগামীকল্য পূর্ণ করিয়া লইব।" আগামী কল্য আসিলে পুনরায় আগামী পরশ্বের জন্য শ্রীনামসংখ্যা স্থগিত রাখিয়া কেবল ঋণ বৃদ্ধি করিয়া চলি। কয়েকদিন পরে সেই সমুদ্র ঋণ পরিশোধ করা অসম্ভব মনে করিয়া শৈথিল্যের নিকট চিরতরে আত্ম-বিক্রয় করিয়া 'দেউলিয়া'-নাম লেখাইয়া থাকি। তখন সেই শুভসঙ্কল্পটীও আর থাকে না। কেবল পুনঃ পুনঃ শুভেচ্ছা ও পুনঃ পুনঃ তাহার ভঙ্গ ক্রমাগত শৈথিল্যের গাঢ়তা বৃদ্ধি করিয়া দেয়; তখন আড্ড ও বিহ্বলতার ঘনীভূত অন্ধকার আসিয়া দৃঢ়তার আলোকময় রাজ্য হইতে আমাকে চিরতরে দূরে করিয়া দেয়। যাহারা শৈথিল্যের এইরূপ পাশমোচক হইয়া দৃঢ়তার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, তাহারা কেবল নিয়মানুবর্ত্তিতার বশবর্ত্তী হইয়া শত শত সাধনের অভিনয় করিলেও শ্রীগুরুদেবের জীবনস্বরূপ যে বৈশিষ্ট্য বা দৃঢ়তা, তাহা লাভ করিতে পারে না।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"দৃঢ়তাই সাধনের মূল। ভজনে কেবল দৃঢ়তা ও সরলতার প্রয়োজন।" —(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১১২)। পূর্ব্বমহাজনগণের ভজনপন্থা-নির্ণয়েও তিনি বলিয়াছেন,—"সর্ব্বকৃতে দয়া করত দৃঢ়তার সহিত হরিনাম আশ্রয় করাই পূর্ব্বমহাজনগণের ভজনপন্থা।" (সঃ তোঃ ১১।৬)

যে-সকল নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষের চরিত্র-দর্শন ও তাঁহাদের বাণী শ্রবণের সুযোগ হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে এই দুইটী লক্ষণই পূর্ণভাবে দৃষ্ট হইয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর-দাস গোস্বামী মহারাজের ভজনপন্থা-বিষয়ে এইরূপই শ্রবণ করিয়াছি। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের চরিত্র—সর্ব্বকৃতে দয়া ও দৃঢ়তার সহিত শ্রীহরিনাম-আশ্রয়ের জাজ্বল্যমান আদর্শ দৃষ্টান্ত। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের দৃঢ়তা দেখিয়া আমাদের ন্যায় অতিনর পাষাণ-হৃদয়েও এই প্রতীতি হয় যে,—এরূপ অতিমর্ত্য দৃঢ়তা কখনও মর্ত্যপুরুষে সম্ভব হইতে পারে না। এই দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত ভাষায় বর্ণন করিয়া অপরকে বুঝান যায় না। যাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারেন। এই মহাপুরুষের শ্রীচরণে অপরাধী ব্যক্তিগণও তাঁহার দৃঢ়তা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন এবং তিনি যে কোনদিন চিদ্বিদ্ধ-সমন্বয় অর্থাৎ সৎ ও অসতের সহিত আপোষ করিবেন না,—ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছেন। আমরা সামান্য একটু প্রতিকূল অবস্থা, কোনপ্রকার দৈহিক অসুবিধা—অথবা কিছু অভাব উপস্থিত হইলে শিথিলতার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়া থাকি এবং ঐ সকল দৈহিক প্রতিবন্ধকেরই সর্ব্বেশ্বর করিয়া তুলি; কিন্তু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অতি-মর্ত্য দৃঢ়তার প্রভাব শত শত ক্ষেত্রে দেখিয়া হৃদয়ে ইহাই বদ্ধমূল হয় যে, দৈহিক বা জাগতিক কোন প্রতিবন্ধক প্রকৃত হরিভজনেচ্ছু ব্যক্তির প্রগতির পথকে রুদ্ধ করিতে পারে না—কেবলমাত্র শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপারূপ দৃঢ়তার দ্বারা সমস্ত প্রতিবন্ধককে জয় করা যায়। যেমন একদিন প্রবীর নেপোলিয়ান্ তাঁহার সৈন্যগণের সম্মুখে আল্পস্ পর্ব্বত

বাস্তবরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াও বলিয়াছিলেন,—"There is no Alps অর্থাৎ তোমাদের সম্মুখে আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতের কোন অস্তিত্বই নাই—তোমরা অগ্রসর হও।" কর্ম্মবীরের এইরূপ উক্তি অপেক্ষাও অধিকতর বাস্তবতা ও কোটীগুণ দৃঢ়তা লইয়া প্রকৃত আত্মমঙ্গলেচ্ছু সাধক সমস্ত বিষয়কে পদদলিত করিয়া শ্রীভিত্তরে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন।

বিমুগ্ধমোহিনী মায়ার সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম কার্য্য—দৃঢ়তার দুর্গে কোন উপায়ে ছিদ্র উৎপাদন করা। যদি তাহাতে কোনরূপে একটী সামান্য ছিদ্রও করা যায়, তাহা হইলে বহুরূপিণী মায়া অচিরেই সেই ছিদ্রদ্বারে প্রবেশ করিয়া সেনানীগণকে শিথিলতার মদ্যপান করাইয়া অচেতন ও অবশ করাইয়া দিতে পারে। মায়াদেবী কোটী কোটী লক্ষ্য সৃষ্টি করিয়াও যাঁহার দৃঢ়তার ধ্রুব ভঙ্গ করিতে পারে না, তিনিই প্রকৃত জগদ্গুরু-পদবাচ্য—তিনিই প্রকৃত গোস্বামী—তিনিই পরমহংস—তিনিই মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ। পরমহংস বা নিত্যমুক্ত মহাপুরুষের কিছু চারি হস্ত, চারি পদ ও চারি মুণ্ড নাই বা তাঁহাকে অক্ষজজ্ঞানে দেখিতে অদ্ভুত ব্যক্তি বলিয়াও মনে হয় না; কিন্তু বহুরূপিণী মায়া কোনরূপেই যাঁহার ভজনবিষয়ে দৃঢ়তার ধ্রুব ভঙ্গ করিতে পারে না, যিনি সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বত্র সর্ব্বমুক্ত হইয়া বিতরণ পূর্ব্বক সুদৃঢ়তার সহিত শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণানন্দপ্রভুর সেবায় রত, তিনিই শ্রেষ্ঠ পরমহংস বা গোস্বামী।

অসাভিলাষীর হৃদয়ে দৃঢ়তা উপস্থিত হয় না। কোন প্রকার অসাভিলাষ থাকিলে হৃদয়দৌর্ব্বল্য ও শৈথিল্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হয়। যাহারা গৃহমেধিগণের ন্যায় অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্রাদির প্রীতির জন্য কোন-না-কোন প্রকার অপেক্ষাযুক্ত, তাহাদের হৃদয়ে দৃঢ়তা আসে না। তাহারা কোনপ্রকার সামান্য জাগতিক অভাব-অসুবিধা বা দৈহিক সৌখ্যের অভাবে পতিত হইলে দৃঢ়তার সুখ-স্বপ্ন হইতে ভ্রষ্ট হয়। রাণা প্রতাপের প্রতিজ্ঞা ও দৃঢ়তা বালিকা কন্যার একবিন্দু অশ্রুই বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। ইতিহাসে কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীরগণের এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অন্যের প্রতি অপেক্ষাযুক্ত ব্যক্তিগণের দৃঢ়তার এইরূপই পরিণতি হয়। মুমুক্ষুগণ সাধু-মহাপুরুষের দৃঢ়তার আদর্শ দেখিয়া হৃদয়ে দৃঢ় থাকিবার শুভেচ্ছা-পোষণরূপ সুখ-স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। কিন্তু যখনই অগ্নি-পরীক্ষার সময় উপস্থিত হয়, তখনই দৃঢ়তার স্বপ্ন তাহাদের নিকট অলীক চিত্রাবলে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে।

শ্রীল আচার্য্যদেবকে অনেক সময় বলিতে শুনিয়াছি যে,—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় সাধক সামান্য একটু দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারিলে শ্রীগুরু সেই সাধককে কোটীগুণ সাহায্য করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অচলা নিষ্ঠা প্রদান করেন। দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারিলে সমস্ত অনর্থ ও বিঘ্ন জয় করা যায়। হৃদয়দৌর্ব্বল্যের নিকট আত্মসমর্পণ না করিয়া শ্রীবলদেবের কৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে নিরন্তর শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে হৃদয়ে দৃঢ়তা ও শ্রীগুরুতে স্বাভাবিকী প্রীতির আবির্ভাব হয়।

প্রীতির অভাব হইতেই দৃঢ়তার অভাব উপস্থিত হয়। যাহার যে বিষয়ে প্রীতি আছে, সেই বিষয়ে তাহার দৃঢ়তাও আছে। ঘোর বিষয়ী ব্যক্তিকে কিছুতেই তাহার বিষয়ের প্রতি দৃঢ়তা হইতে শত শত বিবেক-বৈরাগ্যোপদেশদানসত্ত্বেও এবং শত শত আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ত্রিতাপের প্রত্যক্ষ-দৃষ্টান্ত দেখাইয়াও একচুলও অপসারিত করা যায় না। কারণ, বিষয়ে তাহার প্রগাঢ়-প্রীতি রহিয়াছে। সেই প্রীতি হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হইলে তাহার জীবন থাকে না। এজন্য বলা হইয়াছে,—প্রীতিতত্ত্বের জীবনই নৈষ্ঠিকতা।

শ্রীল ঠাকুর হরিদাস বিধর্ম্মিগণের দ্বারা নানাভাবে নির্য্যাতিত, কারারুদ্ধ, লাঞ্ছিত, উপদ্রুত ও বাইশ বাজারে প্রহৃত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়াও শ্রীনামপ্রভুর শ্রীচরণে দৃঢ়তা হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই। ঐরূপভাবে নির্য্যাতিত হইয়াও তিনি বলিয়াছিলেন,—

[illegible]

তবু আমি [illegible] না ছাড়ি।

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।৯৪)

শ্রীপ্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপু দ্বারা নানা শত ভাবে উপদ্রুত ও নির্য্যাতিত হইয়া তাহা ভক্তির প্রতি দৃঢ়তাকে পরিত্যাগ করেন নাই; কেননা, বিষয়ীর বিষয়ে যেরূপ প্রীতি, তদপেক্ষা কোটীগুণ প্রীতি তাঁহার শ্রীবিভুতে বিরাজিত আছে।

কেবল অন্ধ-অনুকরণ দ্বারা দৃঢ়তা লাভ করা যায় না। যাহার হৃদয়ে প্রীতির আভাসও উদিত না হইয়াছে, সেই ব্যক্তির হৃদয়ে কখনও দৃঢ়তা স্বাভাবিক ও স্থায়ী হয় না।

দৃঢ়তার অবৈধ অনুকরণকারিগণ অনেক সময় একত্ব মেশিকে 'দৃঢ়তা' বলিয়া ভুল করে। বস্তুতঃ দৃঢ়তার জননী—কৃষ্ণ-প্রীতি। অপ্রাকৃতস্তরে প্রীতিহীন দৃঢ়তা আসুরিক বৃত্তি-বিশেষ। হিরণ্যকশিপু ও রাবণ প্রভৃতি বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষীতেও সেইরূপ দৃঢ়তা দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ তাহা কৃষ্ণপ্রীতিমূলা দৃঢ়তা নহে। অবৈধ-ধর্মোন্মত্ত ব্যক্তিগণ (Fanatics) অনেক সময় দৃঢ়তার নামে অসৎ গোঁড়ামি করিয়া থাকে। ঐরূপ তথাকথিত দৃঢ়তার মধ্যে অপ্রাকৃত-স্তরে প্রীতি নাই।

দৃঢ়তা ও সরলতা যুগপৎ বর্ত্তমান থাকিবে। যে দৃঢ়তায় সরলতার অভাব, তাহা অভক্তি; আর যে সরলতায় হরি-প্রীতির অভাব, তাহাও হৃদয়দৌর্ব্বল্যরূপ অনর্থ বা মোহ-বিশেষ। বিল্বলতারূপ বোকামি সরলতা নহে—গোয়ার্ত্তামিও দৃঢ়তা নহে। অনেক পাষণ্ডী কৃষ্ণকর্ম্মবাধ্য জীবকে 'অবতার', মূঢ় অপদার্থ ব্যক্তিকে 'গুরু', 'পরমহংস' প্রভৃতি, কাম-ক্রোধাদিক প্রতিষ্ঠালোলুপ ব্যক্তিকে 'ভক্ত', 'বৈষ্ণব' প্রভৃতি সাজাইয়া তাহাতে দৃঢ়তা দেখাইয়া থাকে। ঐরূপ দৃঢ়তার মূলে বাস্তবসত্যে প্রীতি নাই। সুতরাং তাহা ভক্তি নহে।

দৃঢ়তা ও দীনতা দুইটী পৃথক্ বৃত্তি নহে। যাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়তা বিরাজিত, তাঁহার হৃদয় কঠিন, শুষ্ক নহে; কারণ, তাহাতে প্রচুর হরিপ্রীতিরস বিদ্যমান। প্রেমিকের হৃদয় কখনও কঠিন হইতে পারে না—তাহা দৈন্যে বিভূষিত। অতএব যাঁহার বাস্তবসত্যে দৃঢ়তা আছে, তাঁহাতে প্রচুর-পরিমাণে দীনতাও আছে।

শ্রীকৃষ্ণভজনের অনুকূল গ্রহণ ও প্রতিকূল বর্জ্জনের জন্য যে দৃঢ়তা, তাহাই মাৎসর্য্যহীন দৃঢ়তা। শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ গাহিয়াছেন,—

"ভজনের যাহা, প্রতিকূল তাহা,
দৃঢ়তাবে ছাড়িব।"

প্রতিকূলবিষয়ত্যাগে শৈথিল্য বা কালবিলম্ব করিবার প্রবৃত্তি থাকিলে তাহা কোনদিন পরিত্যাগ করা যায় না। একঘণ্টা পরে হরি-ভজন করিব, এখন কিছু মায়ার ভজন করি,—এরূপ বিচার হৃদয়ে থাকিলে কখনও হরিভজন করা যায় না। এই মুহূর্ত্তেই শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপালাভ করিব, এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিব না,—এরূপ দৃঢ়তা থাকিলে হরি-ভজন হয়।

'জীবনসমাপ্তিকালে করিব ভজন,
এবে করি গৃহসুখ।'
কখন একথা নাহি বলে বিজ্ঞজন,
এ দেহ পতনোন্মুখ।

'সংসার নির্ব্বাহ করি' যা'ব আমি বৃন্দাবন,
অন্তরায় শোধিবারে করিতেছি সুযতন হ'
এ আশায় নাহি প্রয়োজন।
এখন দুরাশাবশে, যা'বে প্রাণ অবশেষে,
না হইবে দীনবন্ধু-চরণ-সেবন।

যে ব্যক্তির দৃঢ়তা নাই, তিনি অপরকে যে-সকল উপদেশ প্রদান করেন, তাহা ধান্য-করা প্রাণহীন কথার ন্যায় নিজের ও পরের কার্য্যকরী হয় না। সন্ন্যাস বস্তুগণের দৃঢ়তা নাই। যাঁহার দৃঢ়তা আছে, তাঁহার আচরণও আছে। যে ব্যক্তির দৃঢ়তা নাই, সে ব্যক্তি কখনও আচার করিয়া প্রচার করিতে পারে না।

আমরা দশমূল-নির্য্যাসে পাঠ করিয়াছি যে,—"আলস্য ও ইতর বিষয়ের বশীভূততা, শোকাদিদ্বারা চিত্ত-বিপ্লব, কুতর্কের দ্বারা শুদ্ধভক্তি হইতে চালিত হওয়া, সমস্ত জীবনীশক্তি কৃষ্ণানুশীলনে অর্পণ করিতে কার্পণ্য, জাতি, ধন, বিদ্যা, জন, রূপ ও বলের অভিমানে দৈন্য-স্বভাব অস্বীকার, অবর্ষপ্রবৃত্তি বা উপদেশের দ্বারা প্রচালিত হওয়া, কুসংস্কার-শোধনে অযত্ন, ক্রোধ-মোহ-মাৎসর্য্য-অসহিষ্ণুতা-জনিত দয়া-পরিত্যাগ, প্রতিষ্ঠাশা ও শাঠ্যের দ্বারা বৃথা বৈষ্ণবাভিমান, কনক, কামিনী ও ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষে অন্য জীবের প্রতি অত্যাচার—এই প্রকার কার্য্যসকলই হৃদয়-দৌর্ব্বল্য হইতে উদিত হয়।" এই সকল হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিহার করিতে হইলে দৃঢ়তার একান্ত আবশ্যক। যে ব্যক্তি কেবল মুখে কৃপা-প্রার্থনা করে, অথচ দৃঢ়তার সহিত শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা বরণ করে না, সেই ব্যক্তি কখনও হৃদয়দৌর্ব্বল্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় না। অনেক সময় সাধনে দৃঢ়তার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আমরা মৌখিক-কৃপাপ্রার্থী হই। অভাভিলাষী ব্যক্তি দৃঢ়তাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয় করে। কারণ, হৃদয়ে দৃঢ়তার আভাসমাত্র আসিলে অভাভিলাষসমূহ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

শ্রীহরিভজনে দৃঢ়তা অপমার্থময়ী দৃঢ়তার ন্যায় মনের ধর্ম্মবিশেষ নহে। হরিভজনে দৃঢ়তা স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ। একমাত্র শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় অপরাধমুক্ত নির্ম্মৎসর চিত্তে সেই বৃত্তি প্রকাশিত হয়। নিরপরাধে সাধুসঙ্গক্রমে তাঁহার আদর্শ দর্শন ও অনুসরণ করিতে করিতে হৃদয়ে অপ্রাকৃত দৃঢ়তার আসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কুবিষয়ে দৃঢ়তার গ্রন্থিগুলি শিথিল ও ছিন্ন হইয়া পড়ে। গৃহমেধী ও অন্যাভিলাষী দুর্ব্বল জীবের সঙ্গে থাকিলে অপ্রাকৃত-বিষয়ে দৃঢ়তা কিছুতেই উপস্থিত হয় না, বরং উহা আরও শিথিল হইয়া যায়। সুদৃঢ় শ্রদ্ধাবান্ উত্তমাধিকারী মহাভাগবতের সঙ্গ কিছুকাল করিলেই আমাদের অজ্ঞাতসারে চিত্তে যে দৃঢ়তা উপস্থিত হয়, তাহা অনেক সময় আমরা অনুভব করিতে পারি। কিন্তু সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে অবস্থান না করায় সেই দৃঢ়তা সাময়িক হইয়া পড়ে। সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে না থাকিলে কিছুতেই দুঃসঙ্গবর্জ্জন ও ভক্তি-প্রতিকূল-বিষয়ত্যাগে দৃঢ়তা লাভ হয় না। অতএব অপ্রাকৃত দৃঢ়তা লাভ করিতে হইলে সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে থাকিয়া সাধুর কর্ম্মানুবর্ত্তন করা একান্ত কর্ত্তব্য। জাগতিক সমস্ত কার্য্যে তথাকথিত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও, ঐহিক যাবতীয় সৌখ্য জলাঞ্জলি দিয়াও যত্নপূর্ব্বক সাধুসঙ্গ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীহরিভজনের প্রতিকূলবিষয়-বর্জ্জনে এইরূপ ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা বা দৃঢ়তা যাবা কর্ত্তব্য,—

তুয়া ভক্তি-প্রতিকূল ধর্ম্ম যাতে হয়।
পরম যতনে তাহা ত্যজিব নিশ্চয়॥
তুয়া ভক্তি-বহির্ম্মুখ-সঙ্গ না করিব।
গৌরাঙ্গ-বিরোধি-জন-মুখ না হেরিব॥
ভক্তিপ্রতিকূল-স্থানে না করি বসতি।
ভক্তির অগ্রিয় কার্য্যে নাহি করি রতি॥
ভক্তির বিরোধী গ্রন্থ পাঠ না করিব।
ভক্তির বিরোধী ব্যাখ্যা কভু না শুনিব॥
গৌরাঙ্গবর্জ্জিত স্থান তীর্থ নাহি মানি।
ভক্তির বাধক জ্ঞান-কর্ম্ম তুচ্ছ জানি॥
ভক্তির বাধক-কালে না করি আদর।
ভক্তিবহির্ম্মুখ নিজজনে জানি পর॥
ভক্তির বাধিকা স্পৃহা করিব বর্জ্জন।
অভক্ত-প্রদত্ত অন্ন না করি গ্রহণ॥
যারা কিছু ভক্তি-প্রতিকূল বলি' জানি।
ত্যজিব যতনে তাহা, এ নিশ্চয় বাণী॥
বিনোদ-সেবক পড়ি' প্রভুর চরণে।
যাচয় শকতি প্রাতিকূল্যের বর্জ্জনে॥

(শ্রীশরণাগতি, ২৬নং গীতি

শ্রীহরিভজনের অনুকূল-বিষয়-বরণেও এইরূপ সুদৃঢ়তা থাকা আবশ্যক—

তুয়া ভক্তি-অনুকূল যে যে কার্য্য হয়
পরম যতনে তাহা করিব নিশ্চয়॥
ভক্তি-অনুকূল যত বিষয় সংসারে।
করিব তাহাতে রতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে॥
শুনিব তোমার কথা যতন করিয়া।
দেখিব তোমার ধাম নয়ন ভরিয়া॥
তোমার প্রসাদে দেহ করিব পোষণ।
নৈবেদ্য-তুলসী-ঘ্রাণ করিব গ্রহণ॥
করদ্বারে করিব তোমার সেবা সদা।
তোমার বসতি-স্থলে বসিব সর্ব্বদা॥
তোমার সেবায় কাম নিয়োগ করিব।
তোমার বিদ্বেষিজনে ক্রোধ দেখাইব॥

(শ্রীশরণাগতি, ২৯নং গীতি)

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ কিরূপ দৃঢ়তার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত বাক্য হইতে উপলব্ধি হইবে। ইহা গ্রাম্য-কবির কাব্যরসের ছটা নহে—ভাগবতবরের হৃদয়ের স্বাভাবিকী বৃত্তি।

পততি যদি নিতরাং করতলে স্বয়ং দুর্লভাঃ
সমস্তদপি সেবকীভবিতুমাগতাঃ স্যুঃ সুরাঃ।
কিমন্যদিদমেব বা যদি চতুর্ভুজং স্যাদপু-
স্তথাপি মম নো মনাক্ চলতি গৌরচন্দ্রাশ্রমঃ॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্, ৬৪ সংখ্যা)

অণিমাদি অতি-দুর্লভ সিদ্ধিসকলও যদি স্বয়ং আসিয়া হস্তামলক হয়, যদি সমস্ত দেবতাগণ দাসত্ব করিবার জন্য স্বয়ংও আসিয়া উপস্থিত হন; অধিক কি, যদি বা আমার এই দেহই চতুর্ভুজ হয়, তথাপি আমার চিত্ত শ্রীগৌরচন্দ্র হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইবে না।

নাজস্রমমি-ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি
নাজ্ঞং আমি ন ভজামি ন চাদ্রিয়ামি।

পশ্যামি নাশ্রয়তি তথা স্বপনেঽপি নান্যং
শ্রীরাধিকাকুচ-বিনোদ-বনং বিনাহম্ ॥

(শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্, ৭১ শ্লোক)

আমি অন্য বাক্য বলিব না, অন্য কথা শ্রবণ করিব না, অন্য বিষয় চিন্তা করিব না, অন্য কোথাও গমন করিব না, অন্য দেবতার ভজনা করিব না বা আর অন্য কাহাকেও আশ্রয় করিব না। জাগ্রদবস্থায়, এমন কি, স্বপ্নেও আমি শ্রীরাধাকান্তি-বিনোদ-কানন-ব্যতীত অন্য কিছু অবলোকন করিব না।

শ্রীশ্রীগৌরনিজজন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীনবদ্বীপ-ধামবাসের প্রতি কিরূপ দৃঢ়তা তাঁহার বাক্য ও আচরণের দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন,—

জাতি, প্রাণ, ধন, বল, সকল আমার।
কৃষ্ণ হউ, সকলে কহুন ভিন্নাকার॥
ব্যাধি-জীর্ণ কলেবর পাউক দুর্গতি।
নবদ্বীপ তথাপি ত্যজিতে নহ মতি॥
* * *
ওহে ভাই, সমস্ত সাধন পরিহরি'।
গৌরফলাশ্রয় কর চিত্ত দৃঢ় করি'॥
প্রাকৃত-বাসনা-বশে তোমার হৃদয়।
শরীর-বচন-চেষ্টা করিবে নিশ্চয়॥
বরং আমি নবদ্বীপে ধর্পর ধরিয়া।
যবন-পল্লীতে ভ্রমি ভিক্ষার লাগিয়া॥
তথাপি সুকৃতি-লব্ধ দুর্লভ শরীর।
অন্যত্র লইতে ইচ্ছা নাহি করি স্থির॥

(শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-মহিমা)

কোন প্রাচীন মহাজনও শ্রীকৃষ্ণের লক্ষ্যস্থলে এইরূপ দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছেন,—

দেবকীজনয়সেবকীভবন্
মে ভবানি ন ভবানি কিং ভতঃ।
উৎপথে কৃতি সৎপথেঽপি বা
মানসং ব্রজতু কৈমমেদিম্॥

(শ্রীগঙ্গাবলী, ৮১ শ্লোক)

আমি দেবকীনন্দনের দাস হওয়ায়-বে হই সে হই না কেন, আমার মন কৈতবপ্রেরিত হইয়া কখনও বিপথে যাউক বা সৎপথেই গমন করুক, তাহাতে আমার কি হইবে? আমি তাঁহার নিত্যদাস, এই দৃঢ়তাই আমার নিত্যরক্ষক।

শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ শ্রীনামসেবার প্রতি দৃঢ়তা একটি শ্লোকে জানাইয়াছেন,—

যোগক্রিয়াগণপরিনির্বহণব্যাবারসন্তাবিতাঃ
স্বারাধ্যং প্রতিপদ্য নির্ভরমহীপুরুষা ভবন্তু দিবাঃ।
অস্মাকং তু কদম্বকূজকুহরপ্রোদ্দীপদিন্দীবর-
শ্রেণী শ্যামলধাম নাম সুভগং জন্মান্ত লক্ষাবধি॥

(শ্রীগঙ্গাবলী, ১৮ শ্লোক)

যাগ-ধারণাদি অষ্টাঙ্গযোগ, শ্রুতি-অনুশীলন, নির্জ্জন-বনে ধ্যান, তীর্থপর্য্যটন প্রভৃতিদ্বারা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যগণ শাস্ত্রপ্রণয়নাদিদ্বারা বিশ্বাসিত নির্ভরতা স্বরূপানুভূতি অর্থাৎ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার করিয়া যদি সংসার হইতে মুক্ত হন হউন, কিন্তু আমরা কদম্বকুঞ্জের সমীপে উদয়শীল ইন্দীবরশ্রেণীতুল্য শ্যামলমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীনামের সেবক; অতএব আমাদের লক্ষাবধি জন্ম হইলেও কোন ক্ষতি নাই।

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবার দৃঢ়তার উদাহরণস্বরূপে আরও কতিপয় শ্লোক শ্রীব্রজপরোধামিপ্রভু তাঁহার 'শ্রীগঙ্গাবলী'-গ্রন্থে উদ্ধার করিয়াছেন,—

মুগ্ধঃ যাং নিগদন্ত নীতিনিপুণা ভ্রান্তং মুহুর্বৈদিকা
মন্দং বান্ধবসঙ্ঘা জড়ধিয়ং মুক্তাশয়াঃ সোদরাঃ।
উন্মত্তং ধনিনো বিবেকচতুরাঃ কামং মহাদাম্ভিকং
ধোক্তুং ন ক্ষমতে মনাগপি মনো গোবিন্দপাদস্পৃহাম্॥

(শ্রীগঙ্গাবলী, ৮২ শ্লোক)

বেদপরায়ণ মানবগণ, শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আমাকে মূঢ় বলেন বলুন, আমাকে পুনঃ পুনঃ ভ্রান্ত বলেন বলুন, বান্ধবগণ আমাকে মন্দ বলেন বলুন, সহোদরভ্রাতৃগণ আমার প্রতি স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া জড়বুদ্ধি বলেন বলুন, ধনিগণ আমাকে উন্মত্ত বলেন বলুন, বহুত্ব বিষয়নিষ্ঠায় কুশলী ব্যক্তিগণ আমাকে অবোধজনের মহাদাম্ভিক বলেন বলুন, তথাপি আমার মন অল্পকালও শ্রীগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মস্পৃহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছে না।

ভৌমীপতিকুলবৈকল্যকিঙ্করং
নিত্যং বন্দামি মহাদানন্দধামানম্।
বৈকুণ্ঠাদপি রম্যং সদনং বিদ্যাদ
যে বাসুদেব মম নাস্তি পরিত্যক্তা॥

(শ্রীগঙ্গাবলী, ৮৪ শ্লোক)

হে বাসুদেব, তুমি আমাকে পৃথিবীর আধিপত্যই প্রদান কর, অথবা দারিদ্র্যই প্রদান কর; নিত্য আমাকে বহু আদরই কর, অথবা অনাদরই কর; আমাকে বৈকুণ্ঠেই বাসস্থান দাও অথবা নরকেই স্থান দাও, তুমি ব্যতীত আমার আর অন্য কোন গতি নাই।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিতে এইরূপ স্বাভাবিকী দৃঢ়তাযুক্ত ব্যক্তিই মহাভাগবত—

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দা-
ল্লবনিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥
(ভাঃ ১১।২।৫৩)

শ্রীঋষি: মহারাজ নিমিকে বলিতেছেন,—

শ্রীহরির শ্রীচরণকমল ব্যতীত ইহসংসারে অন্য কোন প্রয়োজন নাই, এইরূপ অকুণ্ঠিতবুদ্ধিযুক্ত হইয়া যিনি ত্রৈলোক্যরাজ্যলাভের সম্ভাবনা থাকিলেও ভগবৎপ্রতচিত্ত দেবগণের একমাত্র আরাধ্য তদীয়চরণ-কমল হইতে ক্ষণার্দ্ধকালও বিচলিত হন না, তিনি উত্তম ভাগবত বলিয়া গণ্য হন।

অনুচিতমনুচিতং বা কর্ম কোঽয়ং বিভাগো
ভগবতি পরমাত্মন্যুক্তিমোগো ব্রতীয়ান্।
বিরমতি বিবদীতঃ শাস্ত্রপীযূষসিন্ধু-
র্যদপি ন মনসো নির্বিশেষং বিভর্তি॥
শ্রীমদবিষ্ণুপুরীপাদানাম্।
(শ্রীপদ্যাবলী ৯ শ্লোক)

আমার অনুচিত নিষিদ্ধ কর্মই হউক, অথবা উচিত অর্থাৎ নিত্যনৈমিত্তিকাদি শাস্ত্রবিহিত কর্মই হউক, তাহার বিভিন্নরূপে বা নির্বিশেষরূপে কোনও ধারি নাই; কেবল শ্রীভগবানে আমার দৃঢ়তর ভক্তিযোগ হউক, যেহেতু সপ্তরাজ ঋষি উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন এবং চন্দ্র অমৃত বর্ষণ করেন, তথাপি বৈষ্ণবাগ্রগণ্য মনু নির্বিশেষরূপে ঐ উভয়কেই ধারণ করিতেছেন।

শ্রীভক্তিমল্লিকা

পঞ্চম সৌরভ

(২)

ভক্তি অবলা নহে, সবলা, কেবলা ও সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রা

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৪৭শ সংখ্যার পর]

শুদ্ধভক্তিই শ্রীভগবানের শ্রীতিজনক, অন্য কোনও সাধন নহে—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥
(ভাঃ ১১।১৪।২০)

হে উদ্ধব! অষ্টাঙ্গযোগ, সাঙ্খ্যজ্ঞান, স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও সন্ন্যাস আমাকে সাধিতে পারে না। যদি কোন স্থানে পারে, তথাপি আমাতে প্রবীণা ভক্তি যেরূপ আমাকে সাধন করে, সেরূপ পারে না।

বিধাতপঃপ্রাণনিরোধমৈত্রী-
তীর্থাভিষেকব্রতদানজপ্যৈঃ।
নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা
যথা হ্যবিষ্ণোর্ভগবত্যনন্তে॥

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হৃদিস্থং কুরু কেশবম্।
ত্রিয়মাণো হ্যভদ্রাণাং অচিরাৎ মাং প্রপদ্যতে॥
(ভাঃ ১২।৩।৪৮-৪৯)

বিদ্যা, তপঃ, প্রাণায়াম, মৈত্রী, তীর্থাভিষেক, ব্রত, দান ও জপ-দ্বারা অন্তরাত্মা যেরূপ অত্যন্ত শুদ্ধি লাভ করে না, যেরূপ অনন্ত ভগবান্ হৃদিস্থিত হইলে হয়। অতএব হে রাজন্! সর্ব্বস্বরূপ কেশবকে হৃদিস্থ কর; তাহা করিলে নিশ্চয় ম্রিয়মান ব্যক্তি পরা গতি প্রাপ্ত হয়।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥
শ্রেয়স্তনুং ভগবতস্ত বিভো বিঘাতং
কুর্ব্বন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৩-৪)

জ্ঞানে প্রয়াস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রণতি-ভক্তিসহকারে সাধুর মুখে তোমার কথা শ্রুতিগত করিয়া কায়মনোবাক্যের দ্বারা যিনি স্থানস্থিত হইয়া জীবন যাপন করেন, হে অজিত! এই ত্রিলোকের মধ্যে তিনিই তোমাকে বশীকৃত করেন।

ভক্তিই কেবল শ্রেয়োলাভের একমাত্র পথ। হে বিভো! সেই ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া জ্ঞানলাভের জন্য যে-সকল লোক চেষ্টা করেন, ক্লেশমাত্রই তাঁহাদের চরম ফল হয়। স্থূল তুষকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিলেও যেরূপ তণ্ডুল লাভ হয় না, বৃথা পরিশ্রমই সার হয়, তদ্রূপ।

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্॥
(ভাঃ ৩।২৯।৩৪)

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি কিছুই সাক্ষাৎ অভিধেয় নয়। তাহাদের যে কিছু অভিধেয়ত্ব, সে কেবল গৌণরূপে মাত্র। অতএব শুদ্ধভক্তি সর্ব্বশাস্ত্রে অভিধেয় বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। অতএব তীব্র ভক্তিযোগে আমাতে মন নিয়োগ করিলেই ইহলোকে জীবের নিঃশ্রেয়স উদয় হয়।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥
ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥
(ভাঃ ১।২।৭-১০)

অধ্বয়জ্ঞান ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে পরধর্ম্মানুষ্ঠানে ভক্তি উদয় করিবার চেষ্টারূপ ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইলে শীঘ্র নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ বিষয়-ভোগে-ত্যাগ এবং মোক্ষাভিসন্ধি-বিরহিত শুদ্ধ অধ্বয়জ্ঞান উদয় করায়।

যখন মানবগণের বর্ণাশ্রম-পালনরূপ স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াও ভগবৎ ও ভাগবত-মহিমা শ্রবণ-কীর্ত্তনে আসক্তিরূপ রুচির উদয় না করায়, তখন নিশ্চয়ই তাহা শ্রম মাত্র।

বৈরাগ্য বা আত্মজ্ঞান-পর্য্যন্ত যে নৈষ্কর্ম্ম্য ধর্ম্ম, নৈমিত্তিক অর্থ তাহার ফল নহে। আপবর্গিক ধর্ম্মের অব্যভিচারী যে অর্থ, তাহার ফলে বিষয়ভোগ বিহিত হয় নাই।

বিষয়ভোগের ফল ইন্দ্রিয়তর্পণ নহে, কিন্তু যতদিন জীবন থাকে, ততদিনই কামের ফল অর্থাৎ কামের সেবা করা যায়। অতএব ভগবদ্ বিজ্ঞাসাই জীবনের মুখ্য প্রয়োজন, আর বিজ্ঞানৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের দ্বারা এই জগতে যে স্বর্গাদি-লাভ প্রসিদ্ধ আছে, তাহা প্রয়োজন নহে।

তবে যে বেদে কর্ম্মের বহু ফলশ্রুতি দৃষ্ট হয়, ইহার তাৎপর্য্য কি?

পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা।
বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ।
য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জ্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ।
বিধিনা ত্বভিষেকেণ তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্॥
(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬২ অনুচ্ছেদ-ধৃত
ভাঃ ১১।৩।৪৪, ৪৬-৪৭)

পিতা যেরূপ বালককে ঔষধ পান করাইতে গিয়া মিষ্ট লাড়ু প্রভৃতি-দ্বারা প্রলোভন দেখাইয়া তাহা পান করান, অথচ ঔষধের জন্য সেরূপ প্রলোভনের বস্তু তত প্রয়োজনীয় নহে, কেবলমাত্র আরোগ্যই ঔষধের মুখ্য প্রয়োজন, তদ্রূপ

যেরূপ গৌণ বাহ্য তুচ্ছফলদ্বারা প্রলোভন দেখাইয়া কর্ম হইতে নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই কর্মের বিধান করিয়াছেন।

ঈশ্বর যে কর্মের প্রযোজক কর্ত্তা, ঈশ্বরে অর্পণ-লক্ষণযুক্ত তাদৃশ কর্ম যথাবিহিত অনুষ্ঠিত হইলে সেই ঈশ্বরের অনুগ্রহে আর কর্মবন্ধন হইবে না, তজ্জন্য যেসোক্ত-কর্মেরই কর্তব্যতা বলিয়াছেন। সেই কারণে নিষিদ্ধ কর্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বেদ-কথিত কর্ম অনুষ্ঠান করিতে থাকিলে জীব নৈষ্কর্ম্য অর্থাৎ কর্মবন্ধনসম্বন্ধরহিত-সিদ্ধি লাভ করে। যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, কর্ম করিলেই ত' তাহাতে আসক্তি এবং কর্মের ফল ভোগ করিতে হয়,—নৈষ্কর্ম্যরূপা সিদ্ধি হয় না, এজন্য বলিতেছেন, 'নিঃসঙ্গ' অর্থাৎ অভিনিবেশ বা স্পৃহাহীন হইয়া অনুষ্ঠান করিবে। ঈশ্বরে সমর্পণ অর্থাৎ ঈশ্বরের জন্যই কর্ম অনুষ্ঠেয়—নিজভোগময় ফললাভোদ্দেশ্যে নহে। কেহ বলিতে পারেন,—'ফলশ্রুতি থাকাহেতু কর্ম করিলে নিশ্চয়ই তাহার ফল হইবে',—তাহা নহে। 'রোচনার্থা'-শব্দে অর্থে রুচি উৎপাদনের জন্য, ঔষধ পান করাইবার কালে মিশ্রি-লাড়ু প্রভৃতির দ্বারা প্রলোভন দেখাইবার ন্যায়।

"কর্মকারী হইয়া যজ্ঞ করিবে" ইত্যাদি বেদবাক্যদ্বারা প্রার্থিত হওয়ার ফলে স্বর্গাদিভোগ প্রভৃতি কার্য্যকে কর্ম-ফলরূপে জানা যায়, সুতরাং নিষ্কাম হইলে স্বর্গভোগাদি-ফলপ্রাপ্তি ঘটে না; অতএব আপনা হইতেই যখন নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি-লাভ ঘটে, তখন ঈশ্বরে সমস্ত কর্মার্পণ দ্বারা তাঁহার অনুগ্রহ হইলে ত' কথাই নাই।

যিনি শীঘ্রই সূক্ষ্ম-স্থূলদেহদ্বয়ের অতিরিক্ত জীবাত্মার হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ দেহাহঙ্কার সমূলে উৎপাটিত করিতে অভিলাষী হন, তিনি স্বরূপতঃ ভক্তি-ব্যতীত অন্য কর্মাদি ত্যাগ করিয়া পঞ্চরাত্রাগম এবং বেদবিহিত-মার্গে নানা বিধিতে অন্য দেবতার স্মরণ ও পূজা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীকেশবদেবেরই অর্চ্চন করিবেন।

শ্রীউদ্ধব বলিতেছেন,—

স্নানোপভুক্ত-প্রসূনগন্ধালোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি॥
মুনয়ো বাতবসনাঃ প্রশমা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ॥
বয়ন্ত্বিহ মহাযোগিন্ ভ্রমন্তঃ কর্ম্মবর্ত্মসু।
ত্বদার্ত্তয়া ভবিষ্যামস্তাবকৈর্দ্দুস্তরং তমঃ॥
স্মরন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তশ্চ কৃতানি গদিতানি চ।
গত্বাংস্মিতেক্ষণক্ষেলি যদ্লোকবিক্লবনম্॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ৬৬ অনুচ্ছেদ-ধৃত ভাঃ ১১।৬।৪৬-৪৯)

হে ভগবন্, তোমার উপভুক্ত মালা, গন্ধ, পরিধেয় বসন ও অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস আমরা তোমার মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হইব। দিগ্বসন (নগ্ন) মুনিগণ, ঊর্দ্ধরেতা শ্রমণ এবং শান্ত (নিষ্কাম) নির্ম্মলচিত্ত সন্ন্যাসিগণ তোমার ব্রহ্মনামক ধামে গমন করেন। হে মহাযোগিন্, আমরা কিন্তু তথায় যাইব না, আমরা (প্রাক্তন) কর্মফলভোগ করিতে করিতে দুস্তার সংসার উত্তীর্ণ হইব। নরলোকের ন্যায় অভিনয়কারী আপনার গতি, হাস্য, দৃষ্টি, পরিহাস, বিবিধ লীলা ও শ্রীমুখনিঃসৃত কথা কীর্ত্তন ও স্মরণ করিতে করিতে আমরা অনায়াসে সংসার উত্তীর্ণ হইব।

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির উপদেশ এইরূপ,—

ন কুর্য্যান্ন বদেৎ কিঞ্চিন্ন ধ্যায়েৎ সাধুসাধু বা।
আত্মারামোঽনয়া বৃত্ত্যা বিচরেজ্জড়বন্মুনিঃ॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ৬৭ অনুচ্ছেদ-ধৃত ভাঃ ১১।১১।১৭)

মুনিব্যক্তি ভাল-মন্দ কিছুই করিবেন না, বলিবেন না বা চিন্তাও করিবেন না; তিনি আত্মারাম হইয়া পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি (নিস্পৃহভাব) অবলম্বনপূর্ব্বক জড়ের ন্যায় বিচরণ করিবেন।

এইরূপ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি উপদেশ করিয়া তাহাও অনাদরপূর্ব্বক অনুষঙ্গক্রমে সিদ্ধ (সাধক) জ্ঞানময়ী শুদ্ধভক্তি উপদেশ করিতেছেন,—

যত্তনীশো ধারয়িতুং মনো ব্রহ্মণি নিশ্চলম্।
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি নিরপেক্ষঃ সমাচর॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ৭১ অনুচ্ছেদ-ধৃত ভাঃ ১১।১১।২২)

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে যখন মন স্থির করিয়া ধারণা করিতে অসমর্থই হইতেছ, তখন ইহামুত্র-ফলভোগবাঞ্ছারহিত হইয়া যাবতীয় কর্ম আমাতে ন্যস্ত করিয়া অর্থাৎ আমার ভক্ত্যুদ্দেশক কর্মসমূহ সম্যক্ আচরণপূর্ব্বক আমার ভক্তিদ্বারাই কৃতার্থ হও।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে একমাত্র শ্রীভগবদ্বিষয়েই সমস্ত ধর্ম, অর্থ, কামাদি আচরণ করিয়া শ্রীভগবানে নিশ্চলা ভক্তি লাভ করিবার কৌশল বলিতেছেন,—

প্রদ্ধালুর্মৎকথাঃ শৃণন্ সুভদ্রা লোকপাবনীঃ।
গায়ন্নুস্মরন্ কর্ম জন্ম চাভিনয়ন্ মুহুঃ॥
মদর্থে ধর্ম্মকামার্থানাচরন্ মদপাশ্রয়ঃ।
লভতে নিশ্চলাং ভক্তিং ময়্যুদ্ধব সনাতনে॥

যো ধর্ম্মো গোদানাদিলক্ষণস্তনপি মদর্থে মদীয়জন্মাদি-মহোৎসবার্থমেবৈব; যশ্চ কামো মহা প্রসাদবাসাদিলক্ষণস্তনপি মদর্থে মদীয়সেবার্থং মন্মন্দির-বাসাদিলক্ষণমেবৈবা-চরন্ সেবমানঃ মদপাশ্রয় আশ্রয়ান্তরমুৎসৃজ্যেত্যর্থঃ সন্, তাদৃশ কর্ম্মাশ্রবণাদি-ভজনীয়ত্ব চতুরো বা সা চলিষ্ণুতীতি ময়ুদ্ধব-বিত্যাদি সনাতন ইতি।

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ৭৩ অনুচ্ছেদধৃত ভাঃ ১১।১১।২৩-২৪)

হে উদ্ধব, আমি সনাতন পুরুষ; আমার প্রতি শ্রদ্ধালু ব্যক্তি আমার লোকপাবনী মঙ্গলময়ী কথা শ্রবণপূর্ব্বক সেই কথা গান ও অনুস্মরণ এবং আমার জন্ম ও লীলাদি অভিনয় অর্থাৎ অনুকরণ করিয়া আমার একান্ত আশ্রিত হইয়া আমার উদ্দেশে ধর্ম্মার্থকামসমূহ আচরণ করিতে করিতে আমাতে নিশ্চলা ভক্তি লাভ করেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত হয়, তাহারই কৌশল বলিতেছেন,—গার্হস্থ্য-প্রজাদানাদি-লক্ষণযুক্ত যে ধর্ম্ম, তাহাও আমার উদ্দেশে অর্থাৎ আমার জন্মমহোৎসবাদির অঙ্গরূপে আচরণ করিয়া; বৃহৎ অট্টালিকায় বাস প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত যে কাম, তাহাও আমার শ্রীমন্দির-বাসস্থান-নির্ম্মাণাদি লক্ষণময়ী আমার সেবার উদ্দেশেই আচরণ করিয়া; ধনসংগ্রহরূপ যে অর্থ, তাহাও কেবলমাত্র আমার সেবার উপযোগিরূপে আমার উদ্দেশেই আচরণ অর্থাৎ আমার সেবা করিতে করিতে আমি ব্যতীত অপর সকলের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে আমাতে প্রবণাদিলক্ষণময়ী ও সর্ব্বদা অব্যভিচারিণী ভক্তিলাভ করেন, তখন সেরূপ ভক্তিসুখ লাভ করিয়া কৈবল্যাদি মুক্তিতেও আমার ভক্তদের অনাদর হয়। ভজনীয় বস্তুকে অনিত্য দেখ করিয়া ভক্তিকে অনিত্য মনে করিতে হইবে না; এইজন্য 'সনাতন' পদের প্রয়োগ অর্থাৎ ভজনীয় বস্তু সনাতন্, সুতরাং তদ্বদ্ভক্তিও সনাতনী বা নিশ্চলা।

সংসঙ্গলব্ধয়া ভক্ত্যা ময়ি মাং স উপাসিতা।
স বৈ মে দর্শিতং সদ্ভিরঞ্জসা বিন্দতে পদম্॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ৭৩ অনুচ্ছেদধৃত ভাঃ ১১।১১।২৫)

সেই শ্রদ্ধালু ব্যক্তি সাধুসঙ্গলব্ধভক্তিদ্বারা আমার উপাসনা করিতে থাকেন, অবশেষে সাধু অর্থাৎ ভক্তগণের প্রদর্শিত আমার পরমপদ শীঘ্রই লাভ করেন।

শ্রীভক্তিযোগ যে পূর্ব্বেই সিদ্ধ (অপর কিছুর সাহায্যে পরে সিদ্ধ হয় না), ভগবৎকর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত (অপর কোন ব্যক্তির সৃষ্ট নহে) এবং স্বয়ংই মুখ্য (অন্য কোন পন্থার অনুগত নহে), ইহার ভক্তি ব্যতীত অপরাপর যাবতীয় পন্থাই যে নিতান্ত অর্ব্বাচীন বা নবীন এবং স্ব স্ব অর্থাৎ মায়া-বিমোহিত ভক্তিগত রুচি-অনুযায়ী নামাভন-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সৃষ্ট, সুতরাং নিতান্ত তুচ্ছ, তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বলিতেছেন। শ্রীউদ্ধব কহিলেন,—

যানি ত্বিহ ত্রৈবর্গিকাণি বহূনি ব্রহ্মবাদিনঃ।
তেষাং বিকল্পপ্রাধান্যমুতাহো একমুখ্যতা॥
ভবতোদাহৃতঃ স্বামিন্ ভক্তিযোগোঽনপেক্ষিতঃ।
নিরস্য সর্ব্বতঃ সঙ্গং যেন ত্বয্যাবিশেন্মনঃ॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ৭৪ অনুচ্ছেদধৃত ভাঃ ১১।১৪।১-২)

হে কৃষ্ণ, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ বহুবিধ মঙ্গলপন্থার কথা বলিয়াছেন; এখন জিজ্ঞাসা করি, উহাদের সকলগুলিই কি প্রধান, কিম্বা একটীমাত্র সর্ব্বপ্রধান? হে প্রভো, আপনার উপদিষ্ট বা কথিত ভক্তিযোগ কাহাকেও অপেক্ষা করে না; ঐ ভক্তিযোগদ্বারা সকল জড়সঙ্গ নিরস্ত হইয়া আপনাতেই মন আবিষ্ট হয়। আপনি যে ভক্তিযোগ বর্ণন করিয়াছেন এবং অপর লোকেরা যে সকল মঙ্গলের উপায় বলিতেছেন, তন্মধ্যে সাক্ষাৎ ফললাভনরূপে সকলেরই কি সমান প্রাধান্য, অথবা পরস্পরের মধ্যে অল্পাধিকভাব বিদ্যমান? আবার, প্রাধান্য থাকিলেও পৃথক্ ভাবে সকলেরই কি তুল্য ফল অথবা কাহারও কোন বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান?

ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ৭৫ অনুচ্ছেদধৃত ভাঃ ১১।১৪।৩)

হে উদ্ধব, ভগবদাত্মক ধর্ম্ম 'বেদ'-নামক ভগবদ্বাক্যেই বর্ত্তমান; কালক্রমে উহা প্রলয়ে নষ্ট হইয়াছিল, পরে সর্ব-

প্রথমে আমি উহা ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম।

যদি সনাতন-ধর্ম্মের বক্তা স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ই হন, তবে কেন পৃথিবীতে ধর্ম্মসম্বন্ধে নানাপ্রকার মতভেদ দৃষ্ট হয়? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম্ম যথারুচি॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ৭৬ অনুচ্ছেদধৃত ভাঃ ১১।১৪।৯)

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ উদ্ধব, আমার দৈবী মায়ায় মোহিত-বুদ্ধি পুরুষগণ নিজ নিজ কর্ম্ম ও রুচি-অনুসারে নানাপ্রকার মঙ্গলের উপায়ের কথা বলিয়াছেন।

জগতে লোকের যে ভিন্ন ভিন্ন রুচি, ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ ও ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব করাইয়াছে, তাহা কিছু মুক্ত-পুরুষগণের রুচি নহে, বা শ্রীভগবানের কথিত সিদ্ধান্ত নহে। দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া বিমুখ জীব নিজ-নিজ কর্ম্ম ও রুচি-অনুসারে নানাপ্রকার প্রস্তাবিত মঙ্গলের পথ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। বিভিন্ন যোগীর রুচি-অনুযায়ী বিভিন্ন ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং উহা মুক্ত ব্যক্তিগণের বা ভিন্নপ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের মত বা বিধান নহে। ভক্তিই একমাত্র শ্রীভগবানের নিজবিহিত পরমধর্ম্ম, তাহাই নিত্য-মুক্ত পুরুষগণের অবলম্বিত পন্থা। এজন্য বলিতেছেন,—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা॥
ধর্ম্মঃ সত্যাদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন চ সম্যক্ পুনাতি হি॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ৭৭ অনুচ্ছেদধৃত ভাঃ ১১।১৪।২০,২১)

হে উদ্ধব, তীব্র সাধনভক্তিদ্বারা আমাকে যেরূপ বশ করা যায়, আসন-প্রাণায়ামাদিরূপ যোগ, তত্ত্ববিচাররূপ সাংখ্য, অহিংসাদিরূপ ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা ও সন্ন্যাস—এই সকল উপায়দ্বারা আমাকে সেরূপ পাওয়া যায় না। আবার সত্য ও দয়া-প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট ধর্ম্ম এবং বৈরাগ্য বা তত্ত্বজ্ঞানমূলক-বিদ্যা আমার প্রতি ভক্তিহীন চিত্তকে সম্যক্ শুদ্ধ বা পবিত্র করিতে পারে না।

দৈবী-মায়াবিমোহিত হইয়া পণ্ডিতগণও শ্রীভগবানের তত্ত্ব বা স্বরূপ দর্শন করিতে পারেন না। জগতে যত বড় কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, জননায়ক, লোক-গুরু, মহাত্মা বলিয়া পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত হউন না কেন, ভগবৎকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধার উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই তাঁহারা ভগবত্তত্ত্ব বা ধর্ম্মতত্ত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন না।

যথা হ্যপোহ্য পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসম্প্রযুক্তম্॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ৭৯ অনুচ্ছেদধৃত ভাঃ ১১।১৪।২৬)

যেমন অঞ্জন প্রয়োগ করিলে চক্ষু সূক্ষ্ম বস্তুদেখিতে পায়, তদ্রূপ জীবচিত্তের ভোগবাসনা-মল আমার পুণ্যকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভজন-প্রভাবে পরিমার্জ্জিত হইবার পর শুদ্ধ জীব আমার স্বরূপ দর্শন করেন।

ভক্তি নিরপেক্ষা ও সর্ব্বস্বতন্ত্রা। দুগ্ধের সহিত যেরূপ চূণ বা কষরাদি মিশ্রিত করিয়া পায়সের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলে উহার মৌলিকত্ব ও মাধুর্য্য থাকে না, তদ্রূপ কর্ম্ম, জ্ঞান বা বৈরাগ্যের দ্বারা ভক্তিকে অবলা মনে করিয়া উহাকে সবলা করা যায় না। ভক্তি আমার সহজ-বৃত্তি, উহার সহিত কর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি হেয় ও মলের ধর্ম্ম মিশ্রিত করিলে মঙ্গলকর হয় না।

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ৮২ অনুচ্ছেদধৃত ভাঃ ১১।২০।৩১)

অতএব ইহলোকে যিনি আমাতে ভক্তিযুক্ত এবং আমাতে সমর্পিতচিত্ত, সেই ভক্তিযোগীর পক্ষে কর্ম্ম ও মুক্তির কথা, জ্ঞান ও বৈরাগ্যও প্রায়ই মঙ্গলকর হয় না।

জ্ঞানাদিকল যদি পৃথক্ পৃথক্ সাধ্য হয়, তাহা হইলেও ভক্তির পক্ষে জ্ঞানাদির অপেক্ষা নাই।

যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ৮৩ অনুচ্ছেদ-ধৃত ভাঃ ১১।২০।৩২-৩৩)

যজ্ঞাদি কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান ও বৈরাগ্য, যোগ, দানধর্ম্ম এবং তীর্থযাত্রাব্রতাদি অপরাপর কল্যাণ-জনক মঙ্গলোপায়সমূহদ্বারা যাহা কিছু লব্ধ হয়, সেই সমস্তই এবং স্বয়ং অকাঙ্ক্ষিতাবস্থিত হইয়াও কখনও যদি তুচ্ছ স্বর্গাদিভোগ, ব্রহ্মসাযুজ্যাদি মোক্ষ-সুখ অথবা আমার বৈকুণ্ঠাদিধাম ইত্যাদি কোনপ্রকার বাঞ্ছা

করেন, তাহা হইলে আমার ভক্ত আমার ভক্তিযোগ-প্রভাবে সেই সকল অনায়াসেই লাভ করিতে পারেন।

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্।
যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্॥
(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ৮৪ অনুচ্ছেদ-ধৃত ভাঃ ১১।২৯।২২)

এই নশ্বর মনুষ্যশরীরে থাকিয়াও মানব যে এইজন্যই সত্য ও অবিনশ্বর-স্বরূপ আমাকে লাভ করিতে পারেন, ইহাই বুদ্ধিমদ্ ব্যক্তিগণের বুদ্ধি ও মনীষা অর্থাৎ বিবেক ও চাতুর্য্যের চরমফল।

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য॥
(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ৮৫ অনুচ্ছেদ-ধৃত ভাঃ ১২।৪।৪০)

বিবিধ দুঃখদাবানলপীড়িত, অতি দুস্তর সংসারসাগরের পরপার-গমনাভিলাষী ব্যক্তির ভগবান্ পুরুষোত্তমের লীলা-কথা-রস (কর্ণপুটে) সেবন ব্যতীত এই ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার আর কোন উপায় নাই।

শ্রীল শ্রীধর-স্বামিপাদ বলেন,—অন্য প্লব অর্থাৎ উত্তরণোপায় থাকিতে পারে না, অতএব সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইবার অন্য উপায়ের অসম্ভাবনাহেতু হরিকথা-শ্রবণই যথাশক্তি পালন বা যাজন করা কর্ত্তব্য।

অন্যান্য ভক্তাঙ্গসমূহেরও শ্রবণাখ্যা ভক্তিমূলেই প্রবৃত্তি বলিয়া শ্রবণাখ্যা ভক্তি ব্যতীত অন্যান্য উপায় দ্বারা সংসার-উত্তরণের অসম্ভাবনা যুক্তিযুক্ত। তাই শ্রীনারদতীরে প্রায়োপবেশন করিয়া শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ ঋষিগণকে বলিয়াছিলেন,—

দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ॥
(শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ, ৮৫ অনুচ্ছেদ-ধৃত ভাঃ ১।১৯।১৫)

হে ঋষিগণ, আমি যে ভগবান্ শ্রীহরিতে একান্ত সমর্পিত-চিত্ত ও পরমাগত, অর্থাৎ আপনারা অবগত হউন; দ্বিজ-প্রেরিত তক্ষকই হউক বা কুহকই হউক, আমাকে যাবেচ্ছ দংশন করুক—আমি তাহাতে ভীত নহি, পরন্তু আপনারা বিষ্ণুগীতি গান করুন।

মুমূর্ষু ব্যক্তিগণও একমাত্র শ্রীহরি-কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়া চরমমঙ্গল লাভ করিতে পারেন,—

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হৃদিস্থং কুরু কেশবম্।
শ্রিয়মাণো হ্যবহিতস্ততো যাসি পরাং গতিম্॥
শ্রিয়মাণৈরভিধ্যেয়ো ভগবান্ পরমেশ্বরঃ।
আত্মভাবং নয়ত্যাশু সর্ব্বাত্মা সর্ব্বসংশ্রয়ঃ॥
কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥
(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ৮৫ অনুচ্ছেদধৃত ভাঃ ১২।৩।৪৯-৫১)

অতএব, হে রাজন্, তুমি সর্ব্বপ্রযত্নে ভগবান্ কেশবকে হৃদয়ে স্থাপন কর; কেননা, মুমূর্ষু ব্যক্তিও ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া তৎস্মরণপ্রভাবেই পরমগতি অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্ত হয়; হে মহারাজ, মুমূর্ষু ব্যক্তিগণ যাঁহাকে ধ্যান করিলে সেই অন্তর্য্যামী সর্ব্বসাধ্যসাধনকারণ পরমেশ্বর শ্রীহরি তাঁহাদিগকে নিজ প্রেমা প্রদান করিয়া থাকেন; হে রাজন্, নিখিল দোষের আকর কলিযুগের এই একটি মহাগুণ আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন-প্রভাবেই লোক বন্ধনমুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হয়।

শ্রীহরির নাম-গ্রহণাদির দ্বারা যে ভক্তিযোগ, তাহাই প্রাণিমাত্রের পরমধর্ম্ম,—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥
(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ৯১ অনুচ্ছেদধৃত ভাঃ ৬।৩।২২)

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু বলেন,—পুংসাং জীবমাত্রাণাং পরঃ ধর্ম্মঃ সার্ব্বতৌমো ধর্ম্ম এতাবান্ স্মৃতঃ, নৈতদধিকঃ এতাবত্ত্বমেবাহ, তন্নামগ্রহণাদিভির্যো ভক্তিযোগঃ সাক্ষাদ্ভক্তি-রিতি। এবকারেণাব্যাবৃত্তত্বং স্পষ্টয়তি——ভগবতীতি। নাম-গ্রহণাদীনাঞ্চ যদি কর্ম্মাঙ্গো তৎসাদ্গুণ্যার্থং প্রযুজ্যতে, তদা তত্ত পরত্বং নাস্তি তুচ্ছ-ফলার্থং প্রযুক্তত্বে তদপরাধাৎ ইত্যর্থঃ। তথৈব স্মরিষ্যমাণদাস্যাদ্যুপক ভবতীতি ভাবঃ।

ভগবানের তত্তন্নামগ্রহণাদিদ্বারা তাঁহাতে যে ভক্তিযোগ, এ-জগতে জীবের পরমধর্ম্ম তৎপর্য্যন্তই বিহিত।

পুরুষ অর্থাৎ জীবমাত্রেরই পরম বা সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম এতদূর পর্য্যন্ত বিহিত—ইহার অপেক্ষা অধিক বা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। 'এতদূর' কথার ব্যাখ্যা করিতেছেন—ভগবন্নাম-গ্রহণাদিদ্বারা যে ভক্তিযোগ অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবদ্ভক্তি, ততদূর

অবধি ধর্ম্মের সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট। 'এব' শব্দে অন্য সাধন যে নিষিদ্ধ, তাহা স্পষ্টই বলিতেছেন। 'ভগবানে' এই কথা প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, নামগ্রহণাদিও যদি কর্ম্ম ও জ্ঞানের সদ্‌গুণভাবাদি অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকাম ও মোক্ষ-লাভের জন্য প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাদৃশ ধর্ম্মের কিছুতেই শ্রেষ্ঠত্ব নাই। কেননা, ভগবৎপ্রীতি-ব্যতীত অন্য তুচ্ছ ফললাভের জন্য প্রযুক্ত হওয়ায় তাদৃশ নাম-গ্রহণ-চেষ্টা নামাপরাধমাত্র। এই প্রকারেই নামাপরাধ-সমূহ নষ্ট, ফলীভূত, অনিত্যফল প্রদান করে,—ইহাই ভাবার্থ।

বহুবিধ পথ বা সাধনের কথা থাকিলেও নিষ্কাম শুদ্ধভক্ত-গণ ভক্তিপথেই বিচরণ করেন, অন্য পথ আশ্রয় করেন না। শ্রীশুকদেবগোস্বামী শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন,—

সঞ্চীচীনো হ্যয়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোঽকুতোভয়ঃ।
যুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণপরায়ণাঃ॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ৯২ অনুচ্ছেদধৃত ভাঃ ৬।১।১৭)

জগতে ভগবদ্ভক্তিমার্গই সমীচীন পথ, ইহা পরমমঙ্গল ও অভয়প্রদ, নারায়ণ-পরায়ণ কৃপালু নিষ্কাম ভক্তগণ এই ভক্তিপথেই বিচরণ করেন।

শ্রীব্রহ্মা সমস্ত বেদ আলোড়ন-পূর্ব্বক তিনবার গবেষণার পর শ্রীহরিভক্তিকেই একমাত্র অভিধেয় বলিয়া স্থির করেন।

ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ৩০ অনুচ্ছেদধৃত ভাঃ ২।২।৩৪)

ভগবান্ ব্রহ্মা একাগ্রচিত্ত হইয়া সমগ্র বেদশাস্ত্র তিনবার স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা বিচারপূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীহরিতে কিরূপে রতি হইতে পারে, তাহা নিশ্চয় করিয়াছিলেন।

শ্রীভক্ত ও শ্রীভগবানের গুণাবলী ও তাঁহাদের চরিতকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনই সমস্ত বেদাধ্যয়নের চরমফল,—

শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য
নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ।
তত্তদ্‌গুণানুশ্রবণং মুকুন্দ-
পাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ৯৩ অনুচ্ছেদধৃত ভাঃ ৩।১৩।৪)

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু—পুংসাং শ্রুতস্য বেদার্থাবগতে-রন্বয়েনার্থ ঈড়িতঃ প্রার্থিতঃ। কোঽসৌ মুকুন্দস্য পাদারবিন্দং যেষাং হৃদয়েষু বর্ত্ততে তেষাং তত্তদ্‌গুণানাং ভগবদ্ভক্ত্যাত্ম-কানামনুশ্রবণং ধ্বং সোঽয়মিতি।

হে মুনিবর, যাঁহাদের হৃদয়ে ভগবান্ শ্রীমুকুন্দের শ্রীপাদ-পদ্ম বিরাজিত, তাঁহাদের ভগবৎকথার পুনঃ পুনঃ শ্রবণই পুরুষ-গণের বহু আয়াসসাধ্য বেদাধ্যয়নের ফল,—ইহা পণ্ডিতগণ প্রাধ্য-সহকারে বলিয়া থাকেন।

যাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীমুকুন্দের শ্রীপাদপদ্ম বিরাজিত, তাঁহাদের ভগবদ্ভক্ত্যাত্মক সেই সেই গুণরাশির যে অনুশ্রবণ, মানব-গণের বেদার্থজ্ঞানের তাহাই একমাত্র তাৎপর্য্য বলিয়া পণ্ডিতগণ শ্লাঘা করিয়া থাকেন। অতএব ভক্তের গুণশ্রবণ-দ্বারা সপার্ষদ মুকুন্দেরই গুণানুশ্রবণ হয়—তাহাই সমগ্র বেদাধ্যয়নের ফল।

শাস্ত্রে যে বর্ণাশ্রমাচারের বিধান আছে, তাহারও অনুশীলনের ফল ভগবদ্ভক্তি-ব্যতীত আর কিছুই নহে—

দান-ব্রত-তপো-হোম-জপ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ৯৪ অনুচ্ছেদধৃত ভাঃ ১০।৪৭।২৪)

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু—

"তস্মাদ্ যানি কানিচিদ্ তদানুকূল্যেনৈবেহতঃ"

(ভাঃ ৪।৩১।১৪) ইত্যাদি।

বৃহন্নারদীয়ে—

জন্মকোটিসহস্রেষু পুণ্যাং বৈঃ সমুপার্জ্জিতম্।
তেষাং ভক্তির্ভবেদ্ধি দেবদেবে জনার্দ্দনে॥

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

ব্রতোপবাসনিয়মৈর্জন্মকোটিভিরর্জ্জিতৈঃ।
যৈশ্চেষ্ট বিবিধৈঃ সম্যগ্ ভক্তির্ভবতি মাধবে।

দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, বেদাধ্যয়ন, সংযম ইত্যাদি অন্যান্য নানাবিধ ভগবদ্বশীকর মঙ্গলজনক উপায়দ্বারা কৃষ্ণ-ভক্তিই সাধিত হয় অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তিই ঐ সব ভগবদ্বশীকর কর্ম্মের ফল।

'মানবগণের জন্মকর্ম্মাদি যাহা যাহা শ্রীহরির সেবায় নিয়োজিত হয়, সেই জন্মকর্ম্মাদিই সার্থকনামা।' বৃহন্নারদীয়পুরাণে কথিত আছে—'যাঁহারা সহস্রকোটি জন্মে পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতি সম্যগ্‌ভাবে অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরই দেবদেব জনার্দ্দনে শুদ্ধভক্তি উদিত হয়।' অগস্ত্যসংহিতায়ও দেখা যায়—"কোটি কোটি জন্ম ব্যাপিয়া যে-সকল ব্রত,

উপবাস ও নিয়ম পালিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা এবং বিবিধ যজ্ঞ-দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরিকে তুষ্ট করি।"

শ্রীউদ্ধব শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছেন,—

পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিন-
স্ত্বদর্পিতেহা নিজকর্মলব্ধয়া।
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া
প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে গতিং পরাম্ ॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৫ অনুচ্ছেদ-ধৃত ভাঃ ১০।১৪।৩৫)

হে অপরিচ্ছিন্ন পুরুষ, পূর্বকালে জগতে বহু যোগী যোগদ্বারা তোমার জ্ঞানলাভ করিতে না পারিয়া শেষে তোমার প্রতি সমস্ত কর্মার্পণ পূর্বক তৎফলে রুচির সহিত তোমার কথা শ্রবণজনিত ভক্তিবলে তোমার স্বরূপতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া সুখে পরম-গতি অর্থাৎ তোমার শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীবিষ্ণুভক্তিহীন কোন ক্রিয়ারই মূল্য নাই,—

বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং শ্রৌতাঃ স্মার্তাশ্চ যাঃ ক্রিয়াঃ।
কাস্তাসেশা যথা তাসাং বৈরিণী-ব্যভিচারবৎ ॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৬ অনুচ্ছেদ-ধৃত স্কান্দবাক্য)

ব্যভিচারিণী কামিনী যেরূপ বহু পর-পুরুষের মনোরঞ্জন করিতে গেলেও কোন পুরুষেরই মনোবাঞ্ছা পূরণ বা সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারে না, তদ্রূপ বিষ্ণুভক্তিবিহীন ব্যক্তিগণের যে সকল শ্রৌত ও স্মার্তক্রিয়া দেখা যায়, সেই সমস্ত ক্রিয়ার ফল বৃথা দৈহিক পরিশ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে।

শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়স্তব পাদপদ্ম-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ ॥

(ভাঃ ১০।৭২।৪৪)

বৃহন্নারদীয়পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

যথা সমস্তলোকানাং জীবনং সলিলং ঘৃতম্।
তথা সমস্তলিঙ্গানাং জীবনং ভক্তিরিষ্যতে ॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৬ অনুচ্ছেদ)

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিতেছেন,—হে পদ্মনাভ, হে পরমেশ্বর, যে-সকল ভক্তাঙ্গা পুরুষ তোমার অবিদ্যানাশক পাদুকাদ্বয় নিরন্তর দেহদ্বারা পরিচর্য্যা, বিশুদ্ধ চিত্তের দ্বারা ধ্যান ও সেবোন্মুখ জিহ্বার কীর্তন করেন, তাঁহারাই সংসার হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। যদি কোনরূপ কাম্য বিষয়ের অভিলাষ করেন, তাহা হইলে রাজচক্রবর্তিগণেরও অলভ্যবিষয়সমূহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

জল যেমন সমস্ত লোকের 'জীবন' বলিয়া প্রসিদ্ধ, তদ্রূপ ভক্তিই যাবতীয় সিদ্ধির প্রাণ বলিয়া কথিত।

শ্রীবিষ্ণুর নিকট অভাভিলাষ-চরিতার্থের জন্য প্রার্থনা করিলে তিনি পরমার্থধন প্রদান করেন না। কিন্তু শুদ্ধ-ভক্তগণ অভাভিলাষ পোষণ করেন না বলিয়া তাঁহাদিগকে সর্বকাম-পরিপূরক শ্রীচরণকমল প্রদান করিয়া থাকেন।

এতদ্বিষয়ে দেবতাগণ কীর্তন করিয়াছেন,—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৭ অনুচ্ছেদ-ধৃত ভাঃ ৫।১৯।২৬)

যদিও ভগবান্ শ্রীহরি প্রার্থনাকলে মানবগণের প্রার্থিত দ্রব্যাদি প্রদান করেন, সত্য, তথাপি তিনি তাহাদিগকে পরমার্থ প্রদান করেন না; কেননা, (ঐরূপ প্রার্থিতদ্রব্য প্রাপ্ত হইবার পর) তোমাকে পুনরায় তাহারা ভগবানের নিকট যাচ্ঞা করে; কিন্তু হরিভক্তগণ কিছুই কামনা না করিলেও, তিনি স্বয়ংই তাঁহাদের সর্বকাম-পরিপূরক নিজ পাদ-পল্লব প্রদান করিয়া থাকেন।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু বলেন,—

যথা মাতা চর্বণাদ্যর্থং মৃত্তিকাং বালকমুখাদপসার্য্য তত্র খণ্ডং দদাতি, তদ্বদিতি ভাবঃ। এবমুক্তং—"অকামঃ সর্বকামো বা" (ভাঃ ২।৩।১০) ইত্যাদৌ তীব্রয়া ভক্ত্যা তথোক্তং গারুড়ে—

"যদ্দুর্লভং যদপ্রাপ্যং মনসো যন্ন গোচরম্।
তদপ্যাপ্নোতি ধাতো হরিস্তি মধুসূদনঃ ॥"

এবং শ্রীসনকাদীনামপি ব্রহ্মজ্ঞানিনাং ভক্ত্যাদ্যুদ্ভবস্তা তৎপাদপল্লবপ্রাপ্তিরেব।

যেমন, মাতা মৃত্তিকা-চর্বণরত বালকের মুখ হইতে মৃত্তিকা বাহির করিয়া ফেলিয়া মুখে খণ্ড প্রদান করেন, তদ্রূপ "অকাম বা সর্বকাম হইয়া তীব্র ভক্তিযোগে যারা পরমপুরুষ বিষ্ণুর যজন করিবে।"—এই শ্লোকেও ভক্তির

তীর্থস্নানেরই কথা উক্ত হইয়াছে। গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—"যাহা দুর্লভ, যাহা অপ্রাপ্য, মনেরও যাহা অগোচর, শ্রীমধুসূদনকে ধ্যান করিয়া এরূপ বস্তু যদি কেহ প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তিনি উহা প্রদান করেন।" এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী সনকাদি ঋষিগণেরও যে ভজনানুযক্তিক্রমেই শ্রীভগবৎপাদপদ্মপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, তাহাই এস্থলে জানিবার বিষয়।

কর্ম্মকাণ্ডের ফলপ্রাপ্তিতেও নির্ভর করা যাইতে পারে না। কিন্তু ভক্তির ফল সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য।

বৈফল্যব্যাহতেশ্চ কৃষিবৎ ফলনিষ্পত্তাভাবাৎ
(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ৯৮ অনুচ্ছেদ)

বিবাহাদিনিবন্ধন কৃষিকার্য্যে যেমন ফল প্রাপ্তির (শস্য-লাভের) নিশ্চয়তা থাকে না, তদ্রূপ কর্ম্মের ফলপ্রাপ্তি-বিষয়েও সংশয় বর্ত্তমান থাকায় উহা নির্ভরতার অযোগ্য।

"বিষ্ণুদাস নামক কোন এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি শুদ্ধচিত্তে শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিতেন। এক সময় চোলরাজ, ঐ ব্রাহ্মণ ও নিজের মধ্যে কাহার অগ্রে ভগবৎপ্রাপ্তি হয়, এ-বিষয়ে উৎসুক হইয়া স্বয়ং স্পর্দ্ধাসহকারে বহু যাগাদির অনুষ্ঠান করিয়াও যখন নিজে ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারিলেন না এবং ঐ ব্রাহ্মণেরই ভগবৎপ্রাপ্তি দর্শন করিলেন, তখন ঐ সমস্ত যাগাদি-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৃহস্পতির নিকট বলিয়াছিলেন—'আমি স্পর্দ্ধাসহকারে যাগাদির অনুষ্ঠান করিলাম, সেজন্যই আমার কোন ফল হইল না! আর সেই ব্রাহ্মণ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতেছেন! অতএব বহু বা দানে বিষ্ণু প্রসন্ন হন না, পরন্তু একমাত্র ভক্তিই তাঁহার তুষ্টিবিধানে সমর্থা।'

অতঃপর ঐ রাজা হোমকুণ্ডের সম্মুখস্থ হইয়া 'ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু তাঁহার প্রতি কায়মনোবাক্যে অচলা ভক্তি প্রদান করুন', এই কথা তিনবার উচ্চারণপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ দীনতার সহিত শুদ্ধভক্তিরই শরণাগত হইয়া হোমকুণ্ডে দেহত্যাগ করিয়া পরে ভগবান্‌কে লাভ করিয়াছিলেন।

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ১০০ অনুচ্ছেদ)

যোগাদি চেষ্টার দ্বারা বহু পরিশ্রমে মনঃসংযোগ করিবার পরও আবার সেই মন চঞ্চল হইয়া উঠে।

যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্॥
(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ১০১ অনুচ্ছেদধৃত ভাঃ ১০।৫১।৬০)

হে রাজন্, অভক্তযোগিগণ প্রাণায়ামাদিদ্বারা মনঃসংযোগের চেষ্টা করিলেও বাসনাক্ষয়াভাবে তাহাদের চিত্ত কখনও কখনও বিষয়াভিমুখে পুনরায় ধাবিত হইতে দেখা যায়।

শ্রীভক্তি অতি অনায়াসসাধ্য আত্মার সহজবৃত্তি—ভক্তির জন্য বহু আয়াস, বহু উপকরণ কিছুরই আবশ্যক হয় না। হেন ভক্তির অনুশীলন পরিত্যাগ করিয়া মুক্তি প্রভৃতির অন্বেষণ করা অত্যন্ত মূর্খতা।

পত্রেষু পুষ্পেষু ফলেষু তোয়েষ্বক্লেশলভ্যেষু সদৈব সৎসু।
ভক্ত্যৈকলভ্যে পুরুষে পুরাণে মুক্তৌ বিমর্ষং ক্রিয়তে প্রয়ঃ॥
(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ১০৩ অনুচ্ছেদধৃত শ্রীনৃসিংহপুরাণবাক্য)

সর্ব্বদাই যখন পত্র-পুষ্প-ফল-জল প্রভৃতি বিনামূল্যলভ্য উপকরণরাজি বিদ্যমান এবং পুরাণপুরুষ ভগবান্‌ও যখন একমাত্র ভক্তিলভ্যরূপেই বর্ত্তমান, তখন লোকসকল কিজন্য মুক্তিলাভে প্রয়াস করিয়া থাকে?

বিবিধ-প্রসঙ্গ

শ্রীজগন্নাথরথাগ্রে নৃত্য-কীর্ত্তন

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়ের নিষ্কপট ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল ভক্তি-বৈভব সাগর মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সেবকবৃন্দ ও সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে সমাগত শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীশ্রীআচার্য্যাদুগ শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আনুগত্যে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিয়াছেন। এ বৎসর শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমমঠের সেবক-গণই কেবল শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামিমহারাজের আনুগত্যে শ্রীরথের অতি নিকটে ও অগ্রে নৃত্য করিবার

অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। সপার্ষদ শ্রীল সাগর মহারাজ কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের সংকীর্তনোৎসব সম্পাদন করিবার জন্য পুরীতে তাঁহার শুভবিজয় করিবেন।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট' উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল

এ-বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় শতকরা ৫৫।৫৬ জন উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গৌড়ীয়-মিশন কর্তৃক পরিচালিত 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট' (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) হইতে ছাত্রগণ সকলেই অর্থাৎ শতকরা শতজনই উত্তীর্ণ হওয়ায় এই বিদ্যালয়ের সুনাম ও গৌরবের কথা চতুর্দিকেই শুনা যাইতেছে। উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে ৪ জন (Letter) পাইয়াছে। গত ১৯৩৯ ও ১৯৪০ সালে ৩ জন ছাত্র ১০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইয়াছে। এ বৎসর উক্ত বিদ্যালয় হইতে মোট ১৩ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল। তাহারা সকলেই সাফল্যের সহিত উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই বিদ্যালয়টীর এই প্রকার সাফল্যদর্শনে সকলেই পরমানন্দিত।

বিভিন্নস্থানে প্রচার

শ্রীধাম-মায়াপুরে—গত ১২ই আষাঢ় (১৩৪৮) বৃহস্পতিবার শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-তিথিতে প্রাতে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজের অনুসরণে একটী নগরসংকীর্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গন ও শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দির পরিক্রমা করত ভক্তগণ শ্রীশ্রীশচীদেবীর অঙ্গনে শ্রীমন্দিরের পুরোভাগে উপবেশন করেন। তথায় শরণাগতিমূলক কীর্তনান্তে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-স্মরণ-মঙ্গলস্তোত্র'-সমূহ পাঠ করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীস্বরূপদামোদর প্রভুর বিরহোৎসব-উপলক্ষে শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা ও শরণাগতিমূলক কীর্তনান্তে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ হইতে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের রথযাত্রা-দর্শন, রথাগ্রে নর্তন প্রভৃতি লীলা বিরহার্তচিত্তে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীশ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণ-মহিমা ও তাঁহার বিরহের প্রকৃত স্বরূপ-সম্বন্ধে কিছুক্ষণ যাবৎ মর্মস্পর্শিনী ভাষায় কীর্তন করেন।

চট্টগ্রামে—গত ৮ই আষাঢ় শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ অমলগোবিন্দ দাস ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীরাজরাজেশ্বর ঠাকুরবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, শ্রীগৌড়ীয়মিশনের প্রচার্য্য বিষয় ও তাহাতে মানবসাধারণের কি মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, এতদ্বিষয়ে শাস্ত্রযুক্তিমূলে কীর্তন করেন। অনেক ব্যক্তি শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় শ্রবণ করেন।

গত ১০ই আষাঢ় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের কৃপায় শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সপ্তবিংশ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব সংকীর্তনমুখে সুশৃঙ্খলতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস সন্ধ্যারাত্রিকান্তে একটী মহতী সভার আয়োজন হয়। পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা সুসেবিত শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আলেখ্যার্চ্চার পুরোভাগে প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল শ্রীশ্রীল ঠাকুরের অপার গুণাবলী কীর্তিত হয়। সভাভঙ্গের পর সমাগত ব্যক্তিগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মুদ্রাকর-প্রমাদ

"গৌড়ীয়" ১৯শ খণ্ড, ৪৩-৪৪শ সংখ্যার ৬৭৩ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের পঞ্চম পংক্তির উপরে নিম্নলিখিত শ্লোকের তৃতীয় চরণটি ছাড় গিয়াছে। উহা যথাস্থানে বসিবে।

যা শ্রীতিবিদুরার্পিতে মুরারিণো কুন্তার্পিতে যাদৃশী
যা গোবর্দ্ধনমূর্দ্ধি যা চ পৃথুকে স্তন্যে যশোদার্পিতে।
স্তোত্রব্রাজসমর্পিতে নবরিকাদত্তেঽধরে যোষিতাং
যা বা তে ঘৃনিভাবিনীবিনিহিতেঽস্মেঽস্ত্রাপি তামর্পয়॥

(শ্রীপদ্যাবলী, ১১৮ শ্লোক)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

THE GAUDIYA MISSION

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৮শে আষাঢ়, ১৩৪৮; ১২ই জুলাই, ১৯৪১ | ৪৯শ সংখ্যা

শ্রীচাতুর্ম্মাস্য-ব্রত ও শ্রীশ্রীসনাতন-গোবর্দ্ধন-পরিক্রমা

নমো ভগবতে তস্মৈ যস্য প্রিয়তমা তিথিঃ।
একাদশী দ্বাদশী চ সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদা নৃণাম্॥

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস, ১২।১)

যাঁহার প্রিয়তমা শ্রীএকাদশী ও শ্রীদ্বাদশী তিথি মানবগণের সর্ব্বাভীষ্ট-পূরণকারিণী, সেই শ্রীভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণাম করি।

সেই শ্রীদ্বাদশ-তিথির মধ্যে যিনি শ্রীবিষ্ণুশয়নী একাদশী নামে ত্রিলোকে আরাধ্যা, সেই পূজনীয়া তিথিবরার আনুগত্যে শ্রীবিষ্ণুকে এইরূপে প্রণাম করিতে হয়,—

শেষে পর্য্যঙ্কবর্য্যেঽস্মিন্ ফণামণিগণাময়ে।
শ্বেতদ্বীপান্তরে দেব কুরু নিদ্রাং নমোঽস্তু তে॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৪।১০২)

আপনি শ্বেতদ্বীপান্তরে ফণামণিবিরাজিত অনন্তরূপে এই পর্য্যঙ্কোপরি সুখে নিদ্রিত হউন, আপনাকে নমস্কার।

শ্রীবিষ্ণুর নিকট এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে হয়,—

সুপ্তে ত্বয়ি জগন্নাথ জগৎ সুপ্তং ভবেদিদম্।
বিবুদ্ধে তু বিবুধ্যেত সর্ব্বমেতচ্চরাচরম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৪।১০৩)

হে জগন্নাথ! আপনি নিদ্রিত হইলে এই বিশ্ব-সংসারও প্রসুপ্ত হয় এবং আপনি জাগরিত হইলে জগৎ প্রবুদ্ধ থাকে। হে অচ্যুত, এ দাসানুদাসের প্রতি প্রসন্ন হউন।

এইরূপ প্রার্থনা করিয়া শ্রীহরি-ভক্তির সমৃদ্ধির জন্য শ্রীচাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের নিয়ম গ্রহণ করিতে হয়।

শ্রীবিষ্ণুশয়নী একাদশী তিথি, আষাঢ়ী পৌর্ণমাসী বা কর্কট-সংক্রান্তি হইতে শ্রীচাতুর্মাস্য-ব্রত ধারণ করিতে হয়।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ১০৮ শ্রী ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদপুরী-গোস্বামি ঠাকুর গত আষাঢ়ী পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীশ্রীল সনাতনগোস্বামি-প্রভুর বিরহ-সংকীর্ত্তন-মহোৎসব-বাসরে শ্রীশ্রী সনাতন-গোবর্দ্ধন-পরিক্রমা-লীলা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার এই অতুলন বিতুলন-লীলা সমগ্র শুদ্ধ শ্রীগৌড়ীয়জগৎকে নিরন্তর পালন করুন।

নবধা-ভক্তি

(৮) সখ্য

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে সখ্যের এইরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

বিশ্রম্ভো মিত্রবৃত্তিশ্চ সখ্যং দ্বিবিধমীরিতম্ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ, পূঃ বিঃ, ২।৮৭)

বিশ্বাস ও মিত্রবৃত্তি এই দুই প্রকারের সখ্য কথিত হইয়া থাকে। বিশ্বাসের উদাহরণ শ্রীমহাভারতে এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'।
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রাণান্ সংধারয়াম্যহম্ ॥

শ্রীদ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—"হে গোবিন্দ, তোমার প্রতিজ্ঞা এই যে, 'আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হইবে না'। ইহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া আমি প্রাণ ধারণ করিতেছি।"

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দা-
ল্লবনিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ।

(ভাঃ ১১।২।৫৩)

শ্রীকবিনন্দন শ্রীহরিঃ মহারাজ নিমিকে বলিতেছেন,—"শ্রীহরির চরণকমল-ব্যতীত ইহলোকে অন্য কোন সারবস্তু নাই, এইরূপ অকুণ্ঠিত-বুদ্ধিযুক্ত হইয়া যিনি ত্রৈলোক্য-রাজ্যলাভের সম্ভাবনা থাকিলেও ভগবৎস্মৃতিচ্যুত দেবগণের একমাত্র আরাধ্য তদীয় শ্রীচরণকমল হইতে ক্ষণার্দ্ধকালও বিচলিত হন না, তিনি উত্তম ভাগবত বলিয়া গণ্য হন।"

মিত্রবৃত্তির উদাহরণ শ্রীঅগস্ত্যসংহিতায় বা শ্রীরামার্চ্চন-চন্দ্রিকায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

পরিচর্য্যাপরাঃ কেচিৎ প্রাসাদেষু চ শেরতে।
মনুষ্যমিব তং দ্রষ্টুং ব্যবহর্ত্তুঞ্চ বন্ধুবৎ ॥

পরিচর্য্যা-পরায়ণ কোন কোন ভক্ত শ্রীবিষ্ণুকে মনুষ্যের ন্যায় দর্শন ও বন্ধুতুল্য ব্যবহার করিবার জন্য রাত্রিকালে শ্রীভগবানের মন্দিরে শয়ন করিয়া থাকেন। এই জগতে যেরূপ যাহাতে বন্ধুর কোনপ্রকার কষ্ট না হয় ও নানাভাবে তাহার সন্তোষ সম্পাদন করা যায়, তজ্জন্য বিশ্রম্ভ-সখা বন্ধুর নিকট শয়নাদি করিয়া থাকেন, সেইরূপ কোন কোন ভক্ত শ্রীভগবানের সন্তোষোৎপাদনের জন্য শ্রীভগবন্মন্দিরে শয়ন করেন।

নিজের যাহা অনুভূতি অর্থাৎ সুখ-দুঃখের অনুভব, তাহা শ্রীভগবানের পরিচর্য্যায় নিয়োগ সখ্যপ্রেমের অন্তর্গত। ইহাই শ্রীভগবান্‌কে মনুষ্যমূর্ত্তিতে দর্শন ও তাঁহার সহিত বন্ধুতুল্য ব্যবহার। 'মনুষ্যমূর্ত্তিতে দর্শন' বলিতে শ্রীভগবান্‌কে রক্ত-মাংসের পিণ্ড বলিয়া প্রাকৃতবুদ্ধি নহে, পরন্তু পরিপূর্ণ অপ্রাকৃত বুদ্ধি-সত্ত্বেও প্রীতির দ্বারা প্ররোচিত হইয়া বন্ধুর হিত-ইচ্ছা। যেমন, গ্রীষ্মকালে কোনদিন অত্যধিক গরম পড়িলে কৃষ্ণ-প্রীতিহীন ভোগী ব্যক্তি গরমে অতিষ্ঠ হইয়া দেহাভিনিবেশ-বশতঃ নিজের শরীরের সৌখ্যের জন্যই নানাভাবে চেষ্টা করিয়া থাকে, অর্থাৎ নিজের জন্য বীজন-যন্ত্র ব্যবহার, চন্দনাদি অনুলেপন, শীতল পানীয়াদি ব্যবহার করিয়া থাকে।

কিন্তু শ্রীভগবৎপ্রেমিকের স্বভাবসিদ্ধই সেইদিন নিজবন্ধুর সৌখ্যবিধানের ইচ্ছা হৃদয়ে উদিত হয়। নিজের শরীরে গরম লাগিতেছে দেখিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ব্যজন করিবার জন্য শ্রীযমুনার সমন করেন, তাঁহাকে নানাবিধ শীতল অভিষেকের দ্বারা পরিচর্য্যা করেন, শীতল পানীয় প্রভৃতি ভোগ দান করিয়া থাকেন। দারুণ গ্রীষ্মের সময় এক-একদিন শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীল আচার্য্যদেবকে দেখিয়াছি, যে-দিন অত্যধিক গরম পড়িয়াছে, সে-দিন তিনি শ্রীচৈতন্য-মঠের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর শ্রীমন্দিরের নিকট উপস্থিত ও স্বয়ং অলিন্দে দণ্ডায়মান হইয়া অক্লান্তভাবে পাখা টানিতেছেন। আমার ন্যায় ভোগী ব্যক্তি সেই সময় নিজের দেহসৌখ্য লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু শ্রীল আচার্য্যদেবের আদর্শে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, তিনি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও শ্রীমহাভাগবত-গণের পরিচর্য্যার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। মহাভাগবতবর শ্রীল আচার্য্যদেবকে কেহ একদিন একমুহূর্ত্তের জন্যও ঐ দারুণ গ্রীষ্মেও পাখা দিয়া বাতাস করিতে পারেন নাই। অথচ তিনি কোন-কোনদিন শ্রীকুলিয়া-নবদ্বীপে শ্রীধাম-নবদ্বীপ ট্রেনে গমনপূর্ব্বক অর্থাৎ প্রায় ছয় মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া, পরমহংসবর শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীঅঙ্গে তালবৃন্তের দ্বারা ব্যজন করিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহ বা শ্রীবৈষ্ণবের প্রতি নিজসুখচেষ্টা বন্ধুভাবে নিয়োগ করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছা সখ্যভক্তির একটি বিশেষ লক্ষণ।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে সখ্যের এইরূপ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন,—

"সখ্যং হিতাশংসনময়ং বন্ধুভাবলক্ষণম্।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ৩০৬ অনুচ্ছেদ)

মঙ্গলাভিলাষরূপ বন্ধুভাবই 'সখ্য' নামে কথিত। শ্রীমদ্ বিল্বমঙ্গলগোস্বামি-প্রভু তাঁহার 'শ্রীভক্তিরসামৃতলহরী'-গ্রন্থে এবং শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ও 'শ্রীদুর্গমসঙ্গমনী'-টীকায় সখ্যের উদাহরণস্বরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন,—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥

(ভাঃ ১০।১৪।৩২)

অহো ভাগ্য অহো ভাগ্য কি বর্ণিব আর।
নন্দ-ব্রজপুরে নাথ বসতি যাঁহার॥
যাঁর মিত্র পরিপূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন।
প্রকট পরমানন্দ গোকুলনন্দন॥

(শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যপ্রভু-কৃত
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ১০।১৪)

শ্রীব্রহ্মা বলিতেছেন,—"অহো পরমানন্দস্বরূপ সনাতন পূর্ণব্রহ্ম যাঁহাদের মিত্র, সেই নন্দগোপপ্রমুখ ব্রজবাসিগণের কি অনির্ব্বচনীয় মহাভাগ্য!"

শ্রীল বিল্বমঙ্গল গোস্বামিপাদ সখ্যভক্তির উপজীব্য-রূপে নিম্নলিখিত শ্লোকটিও তাঁহার 'শ্রীভক্তিরসামৃতলহরী'-গ্রন্থে উদ্ধার করিয়াছেন,—

এবং মনঃ কর্ম্মবশং প্রযুঙ্‌ক্তে
অবিদ্যয়াত্মন্যুপধীয়মানে।
প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে
ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ॥

(ভাঃ ৫।৫।৬)

শ্রীঋষভদেব বলিতেছেন,—"পূর্ব্বোক্তপ্রকারে পরমাত্মা ও জীবাত্মার বিবেক অবিদ্যাদ্বারা আচ্ছাদিত হইলে মন কর্ম্মের অধীন হইয়া পুরুষকে কর্ম্মনিষ্ঠ করে। অতএব যে-কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ শ্রীবাসুদেব—আমাতে প্রীতি না হয়, সে-কাল পর্য্যন্ত জীবের দেহবন্ধন হইতে মুক্তি হয় না।"

জীব কি করিয়া শ্রীভগবানের হিত-চিন্তা বা তদ্রূপ হিতচেষ্টা করিবেন,—এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। বস্তুতঃ যে-স্থানে শ্রীভগবানে আত্মসম দর্শন নাই, কেবল ঐশ্বর্য্যশালী প্রভুরূপেই দর্শন, তথায় সখ্যভাবে হিত-চেষ্টা দৃষ্ট হয় না। যে-স্থানে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য—শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত বা শ্রীভগবানের সহিত সমভাব বা বন্ধুভাব, তথায় হিত-চেষ্টা সম্ভব হয়। বন্ধুর হৃদয় সর্ব্বদাই বন্ধুর মঙ্গলের জন্য চেষ্টান্বিত, ও পাছে বন্ধুর কোন অহিত হয়, এই ভাবনায় শঙ্কাযুক্ত।

"অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুহৃদয়ানি ভবন্তি হি।"

(চৈঃ চঃ মঃ ১৮।৪০ সংখ্যা-ধৃত অভিজ্ঞান-
শকুন্তলনাটক ৪র্থ অঙ্ক-ধৃতবাক্য)

অর্থাৎ বন্ধুর হৃদয় সর্ব্বদা বন্ধুর অনিষ্টের আশঙ্কা করে।

শ্রীল রায়রামানন্দপ্রভৃতি শ্রীগৌরভক্তবৃন্দের শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দেখিতে না পাইয়া ঐরূপ অনিষ্টাশঙ্কা হইয়াছিল।

প্রভুর বিচ্ছেদে কার দেহে নাহি প্রাণ।
অনিষ্টাশঙ্কা বিনা কার মনে নাহি আন॥

(চৈঃ চঃ, অঃ ১৮।৩৩)

বাৎসল্যরসের মধ্যে সখ্যরস অন্তর্ভুক্ত বলিয়া শ্রীশচী-জগন্নাথ বা শ্রীশ্রীযশোমতী-নন্দের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-কল্যাণের পালক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের জন্য অনিষ্টাশঙ্কা ও চিন্ত-চেষ্টা প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। শ্রীবাসপণ্ডিত, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য-প্রভু-প্রমুখ শ্রীগৌরভক্তগণ 'নিমাই পণ্ডিতের শ্রীকৃষ্ণে মতি হউক',—এইরূপ হিত-চিন্তার বন্ধুভাব-প্রদর্শনের লীলা করিয়াছিলেন। ইহাদ্বারা তাঁহাদের অনুরাগেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

সখ্য দুই প্রকার—'বৈধাদ্ধ-সখ্য' ও 'রাগাদ্ধ সখ্য'। নববিধা ভক্তির মধ্যে যে সখ্যের উল্লেখ আছে, তাহাতে কেবল 'বৈধাদ্ধ-সখ্য' আলোচিত হইবে। অর্চা-মূর্তি-সেবার যে চেষ্টা দৃষ্ট হয়, তাহাই 'বৈধাদ্ধ-সখ্য', আর লোকের সহিত রাগাত্মিক সখ্যরসের রসিকগণের সেবার অনুসরণে যে স্বাভাবিক হিতচেষ্টা, তাহাই 'রাগাদ্ধ-সখ্য'; উহা বিধির দ্বারা পরিচালিত নহে, শুদ্ধরাগের দ্বারা অনুপ্রেরিত। 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি'র স্থায়িভাব-প্রকরণে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু যে সখ্যের কথা বলিয়াছেন, তাহা রাগাত্মিক সখ্যপ্রেম-বিশেষ। সেই সখ্যের লক্ষণ এই,—

"বিস্রম্ভঃ সাদ্ধসোদ্ধুক্তঃ সখ্যং গৌরবশান্তয়ঃ।"

(শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব, ৭১ অনুচ্ছেদ)

সাধ্বস (সম্ভ্রম) হইতে বিমুক্ত যে বিস্রম্ভ-ভাব, তাহার নাম 'সখ্য', তাহা বীর রসভাবের।

বিস্রম্ভ-প্রধান সখ্য—গৌরব-সম্ভ্রমহীন।
অতএব সখ্যরসের ভিন্ন রূপ—চিহ্ন॥
'মমতা' অধিক, কৃষ্ণে আত্মসম-জ্ঞান।
অতএব সখ্যরসের বশ—ভগবান্॥

(চৈঃ চঃ, মঃ ১৯।২৩-২৪)

শান্তক্রোড়ীকৃত দাস্যরস ও বিস্রম্ভ-মমতা সখ্যরসে বর্তমান। এই সখ্যরসে বিস্রম্ভভাবযুক্ত বলিয়া দাস্য অপেক্ষা উচ্চ। এইজন্য ইহা দাস্যের পরে উক্ত হইয়াছে।

"নাদেয়ো দেবমর্চয়েৎ" অর্থাৎ যাহা দেয়রূপ না হইয়া দেবতার অর্চন করিবে না। অর্চনকারী অর্চ্যবিগ্রহের তুল্য না হইলে অর্থাৎ অর্চকের কৃতশুদ্ধি বা সচ্চিদানন্দরূপত্ব প্রকাশ না হইলে অর্চনে অধিকার লাভ করে না। অতএব পরমেশ্বর-বিষয়ে সখ্যভাব-প্রাপ্তির বিধান আশ্চর্যজনক নহে। শুদ্ধভক্তগণ নিজের দেবতা-ভাব-প্রাপ্তি বলিতে বিষয়-বিগ্রহ বা মূল আশ্রয়বিগ্রহরূপে আপনাদিগকে বিচার করেন না অর্থাৎ সখ্যভাবাক্রান্ত শুদ্ধচিত্ত আপনাকে বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীঅর্জুন, শ্রীদ্রৌপদী অথবা শ্রীশ্রীরাম-শ্রীসুগ্রীবাদি সখ্যরসে কখনও ভাবনা করেন না; উহা শ্রীভগবৎসেবার সম্পূর্ণ প্রতিকূল, কিন্তু সখ্যভাবকে সেবার পরম অনুকূল বলিয়া তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। সখ্যভাবে যে শ্রীভগবানের সহিত সমজ্ঞান, তাহা শ্রীভগবানের নিত্য-সখ্যবৃন্দের নিত্যানুগত্যে শ্রীভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য তাঁহার হিতানুসন্ধান-বৃত্তি। তাই শ্রীবাসবিপ্র বলিতেছেন,—

ওহৈষ যে সৌহৃদসখ্যবৈধী-
দাস্যং পুনর্জন্মনি তাৎ।
মহানুভাবেন গুণালয়েন
বিষজ্জতস্তৎপুরুষপ্রসঙ্গঃ॥

(ভাঃ ১০।৮।৩৬)

"আমি যেন প্রতিজন্মে তাঁহার প্রিয়, হিতৈষী, উপকারক ও সেবকরূপে জন্মগ্রহণ করি; আর সেই মহানুভব সর্ব-গুণাকর পুরুষোত্তম ও তদীয় ভক্তগণের উত্তম সঙ্গ লাভ করি।"

শ্রীল স্বামিপাদ টীকায় বলিয়াছেন,—শ্রীবাসবিপ্র শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য দর্শনপূর্বক 'তদীয়' 'আমার' ইত্যাদি বাক্যে ভক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন। 'সৌহৃদ' অর্থাৎ স্নেহ, 'সখ্য' অর্থাৎ হিতাচরণ বা মঙ্গলেচ্ছা, 'বৈধী' অর্থাৎ উপকারক, 'দাস্য' অর্থাৎ সেবকত্ব,—এই 'সৌহৃদ' প্রভৃতি পদসমূহের সমাহারদ্বন্দ্ব-সমাসে 'একবচন' হইয়াছে। 'তদীয়' অর্থাৎ 'তৎসম্বন্ধী আমার ইহাই হউক, পরন্তু বিভূতি নহে',—ইহাই বুঝাইতেছে।

স্নেহ সখ্যময়; এজন্য তাহাকে নববিধভক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই; বৈধী সখ্যেরই অনুভাবযোগ্য বলিয়া দাস্য ও সখ্যই গৃহীত হইয়াছে। ভক্ত শ্রীভগবানের হিতাকাঙ্ক্ষা করেন; আবার শ্রীভগবান্ও ভক্তের হিতাকাঙ্ক্ষা করেন।

এই উভয়ই নিত্যসিদ্ধ। শ্রীভগবান্ ভক্তের নিত্য হিতাকাঙ্ক্ষা করেন বলিয়া ভক্তের সম্বন্ধেও নিত্য ভগবদ্বিষয়ক হিতাকাঙ্ক্ষাময়। ভক্তের সহিত শ্রীভগবানের নিত্য-সহবাসবশতঃ ও তদ্বিষয়ে ভাব বিশিষ্টরূপে সম্পাদন অতি দুর্লভ নহে। এই অভিপ্রায়ে শ্রীপ্রহ্লাদ অসুরবালকগণকে বলিয়াছিলেন,—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥
তূর্ণং বিসৃজ্য সদ্বাঞ্ছামসদ্বাঞ্ছাবিবর্দ্ধনীম্।
নমো মহদ্ভ্যো নয়তি সুখং ন যত্র দুঃখম্॥
(ভাঃ ৭।৬।১)

শ্রীপ্রহ্লাদ বলিলেন,—হে অসুরবালকগণ, যিনি সমস্ত প্রেমিকগণের নিজ আত্মা, অর্থাৎ তদ্রূপ, সর্ব্বত্র পক্ষপাতশূন্যরূপে সখা ও নিয়ন্তারূপে হিতকর অর্থাৎ সর্ব্বদা আকাশের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে অবস্থিত, যিনি যথাকালে বাহিরের ও অন্তঃকরণের বিষয়াদিরূপ বাহ্যিক সম্পত্তি দান করিয়া থাকেন, সেই শ্রীহরির উপাসনায় অতিপ্রয়াসের কোন কথা নাই। অতএব স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি কল্পিত সকল বিষয়-সমূহের উপার্জ্জনে আবশ্যক কি?

শ্রীভগবান্ প্রহ্লাদকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই দৃষ্টান্ত হইতেও আনুষঙ্গিকভাবে সখ্যভক্তি লক্ষিত হইতেছে,—

যদি নিরূঢ়রয়ঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বদন্তি মুহ্যন্তি মাং ভক্ত্যা সংস্থিতঃ সৎপতিং যথা॥
(ভাঃ ৯।৪।৬৬)

সংস্ত্রীগণ সৎপতিকে যেরূপ বশীভূত করে, আমার প্রতি নিরূঢ়চিত্ত সমদর্শী সাধুগণও ভক্তিদ্বারা আমাকে সেইরূপ বশীভূত করিয়া থাকেন।

শ্রীমৈত্রেয় শ্রীবিদুরকে বলিয়াছেন,—

শান্তাঃ সমদৃশঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বভূতাত্মবন্ধবঃ।
যান্ত্যঞ্জসাচ্যুতপদমচ্যুতপ্রিয়বান্ধবাঃ॥
(ভাঃ ৩।১২।৩৭)

শান্ত, সমদর্শী, শুদ্ধ, সর্ব্বভূতাত্মবন্ধু অচ্যুতপ্রিয়বান্ধবগণ সহজে শ্রীঅচ্যুতপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

নবধা ভক্তি

(১) আত্মনিবেদন

দেহ হইতে শুদ্ধাত্ম-পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তু সর্ব্বতোভাবে শ্রীবিষ্ণুতে সমর্পণই 'আত্মনিবেদন' নামে কথিত। নিজের জন্য চেষ্টাশূন্যতা, নিজের সাধন-সাধ্যসমূহ তাঁহাতেই সমর্পণ করা ও তাঁহার সেবার জন্যই একমাত্র চেষ্টার হওয়া, শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের ইচ্ছার একান্ত অনুগত থাকা ও স্বীয় ইচ্ছাকে তদধীন করা আত্মনিবেদনের লক্ষণ। বিক্রীত গো, অশ্ব প্রভৃতি যেরূপ নিজের দেহাদিকে একমাত্র ক্রেতার সেবার জন্যই সমর্পণ করে, নিজের ভরণপোষণের চিন্তা পর্য্যন্ত করে না, আত্মনিবেদনকারী ভক্তিও সেইরূপ নিজের জন্য কোনই চেষ্টা করেন না, তাঁহার সমস্ত চেষ্টাকে একমাত্র অধিষ্ঠাতা ক্রেতা শ্রীবিষ্ণুর ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিয়োগ করেন। অথবা গো বিক্রয়ের পর বিক্রীত গাভীর জীবিকার জন্য বিক্রয়কারীর যেরূপ আর চেষ্টা করিতে হয় না, পরন্তু ক্রেতাই তৎকালে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ হয় এবং উক্ত গাভীও তৎকালে ক্রেতারই ভার্য্য-নির্ব্বাহক হয়, বিক্রেতার কোন কার্য্য করে না, আত্মনিবেদন-সম্বন্ধেও সেই রীতি। শ্রীরুক্মিণীদেবীর বাক্যে এই আত্মনিবেদনের কথাই উক্ত হইয়াছে।

অয়ে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়া-
মাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো বিধেহি।
মা বীরভাগমভিমর্শতু চৈদ্য আরাদ্-
গোমায়ুবন্মৃগপতের্বলিমম্বুজাক্ষ॥
(ভাঃ ১০।৫২।৩৭)

"হে বিভো, হে কমললোচন, আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ ও আত্মসমর্পণ করিয়াছি, অতএব আপনি এখানে আসিয়া আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন। শৃগালের সিংহের আহার্য্য গ্রহণের ন্যায় আপনার ভোগ্য আমাকে যেন শিশুপাল আসিয়া স্পর্শ না করে।"

আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তি নিজের দেহ হইতে গুণাতীত পর্য্যন্ত সকল বস্তুকেই শ্রীহরিকে সমর্পণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই ভোগ্যরূপে নিজেকে বিচার করেন, অতএব তাঁহা পৃথিবীর ব্যক্তি বা বস্তুর ভোগ্যরূপে আর পরিণত করিতে পারেন না। অদ্বিতীয় ভোক্তা শ্রীবাসুদেবসিংহের ভোগ্যবস্তু তাঁহার অনুকরণকারী 'শৃগাল-বাসুদেবের' (আসুরিক ক্ষুদ্র জীবের) ভোগ্যবস্তু হইতে পারে না,—ইহাই আত্মনিবেদনকারীর চিত্তবৃত্তি।

শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে ও শ্রীল বিল্বমঙ্গলঠাকুর 'শ্রীভক্তিরত্নাবলী'তে আত্মনিবেদনাখ্য-ভক্তির এই প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন,—

মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ।

(ভাঃ ১১।২৯।৩৪)

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—"যে-কালে মনুষ্য সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমার উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করেন, তৎকালে বিশিষ্টকর্ত্তৃরূপে গণ্য হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের নিম্নলিখিত উক্তিকেও শ্রীল বিল্বমঙ্গলঠাকুর ও শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—

ধর্ম্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ
ঈক্षা ত্রয়ী নয়-দমৌ বিবিধা চ বার্ত্তা।
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং
স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ॥

(ভাঃ ৭।৬।২৪)

ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনটি ত্রিবর্গ বলিয়া অভিহিত। তদ্ব্যতীত আন্বীক্ষিকী, কর্ম্মবিদ্যা, তর্ক, দণ্ডনীতি ও কৃষি প্রভৃতি বিবিধ জীবিকা,—এই সমস্তই ত্রৈগুণ্য-বিষয় বেদের প্রতিপাদ্য। সুতরাং ইহাদিগকে আমি নশ্বর বলিয়া মনে করি; পক্ষান্তরে পরমপুরুষ শ্রীবিষ্ণুতে যে আত্মনিবেদন, উহাকেই আমি যথার্থ সত্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি।

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু বলিতেছেন,—

অথো বিধাস্যন্নবতীর্ণ পণ্ডিতৈরূপাস্যতে।
দেহাদ্যুদ্ভবনাশবদ্ভি রিতি ন্যায়াদ্বদন্তি কেচিদেবঃ কেচিন্মমবরাদ্যঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ, পূঃ বিঃ ২।১০)

পণ্ডিতগণ 'আত্মা' শব্দের দুই প্রকার অর্থ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ অহংতত্ত্বের বিষয়স্বরূপ দেহীকে আত্মা, কেহ কেহ বা মনস্তাভিমানী দেহকে আত্মা বলিয়া উল্লেখ করেন।

সেইরূপ আত্মার সমর্পণ-সম্বন্ধে শ্রীল যামুনাচার্য্যপাদ শ্রীভগবান্‌কে আহ্বান করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন,—

বপুরাদিষু যোঽপি কোঽপি বা
ভবতোঽস্ত্বনি যথা তথাবিধঃ।
তদয়ং তব পাদপদ্মযো-
রহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতঃ॥

(শ্রীস্তোত্ররত্ন, ৪৯ শ্লোক)

হে ভগবন্, অতএব আমি শরীরাদিতে যে-কোন স্বরূপ-বিশিষ্ট অথবা তদনুসারে যে-কোন প্রকারবিশিষ্ট হই না কেন, সেই আমি আমাকর্ত্তৃকই অদ্য আপনার শ্রীপাদপদ্মযুগলে সমর্পিত হইলাম।

দেহ-সমর্পণের উদাহরণ 'শ্রীভক্তিবিবেকে' এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

চিন্তাং কুর্য্যান্ন রক্ষায়ৈ বিক্রীতস্য যথা পশোঃ।
তথার্পয়ন্ হরৌ দেহং বিরমেদস্য রক্ষণাৎ॥

বিক্রয়কারী পশু যেরূপ বিক্রীত পশুর রক্ষণ-বিষয়ে কোন চিন্তা করে না, সেইরূপ শ্রীহরির উদ্দেশে দেহ সমর্পণ করিয়া ইহার রক্ষণ-ব্যাপার হইতে বিরত হইবে।

কেহ কেহ দক্ষিণ-হস্তাদিও অর্পণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা শ্রীভগবানের কর্ম্ম-ব্যতীত নিজের দেহাদি-সম্বন্ধে কোন কর্ম্ম করেন না, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-হস্তের দ্বারা আমি কেবল শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্ম সেবা করিব, শ্রীবিষ্ণুর শ্রীমন্দিরাদি মার্জ্জন করিব',—এইরূপ সঙ্কেত করিয়া কোন কোন প্রাচীন ভক্ত আজীবন অপত্নিক-ভাবে শ্রীহরির সেবা করিয়াছেন। কেহ কেহ কোন বস্তু-

বিশেষকেও নিজ ইষ্টদেবে সমর্পণ করিয়া আজীবন তাহা নিজের ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করেন না। শ্রীগুরুবর্গের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছি,—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার নিত্যারাধ্য শ্রীযুগলকিশোরের তাম্বূল-সেবা নিত্য স্বাভীষ্ট-সেবারূপে বরণ করায়, তিনি স্বয়ং শ্রীগুরুবৈষ্ণবপ্রসাদী তাম্বূল-গ্রহণেও অনধিকারবশতঃ দৈন্য-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার এই বিচার অদ্যাবধি মর্য্যাদার সহিত পালিত হইয়া থাকে। যদিও আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীগুরুবৈষ্ণব-প্রসাদী তাম্বূলগ্রহণ ভক্তির অনুকূল বলিয়া জানাইয়াছেন, তথাপি শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারায় পূর্ব্বোক্ত-বিচারে তাম্বূল গৃহীত হয় না। সাধারণ সাধক কলিমলগ্রস্ত বদ্ধ বলিয়া তাম্বূল-গ্রহণ হইতে বিরত থাকেন। কিন্তু শ্রীভক্তিবিনোদ-নিজ-জনগণ কেবল বিধি দ্বারা চালিত না হইয়া শুদ্ধ প্রীতি বা অনুরাগের দৃষ্টান্তও রাখিয়া আছেন। তাহা নিজ ইষ্টদেবে কোন প্রিয়বস্তুর সমর্পণ, অর্থাৎ 'যাহা আমার প্রিয়, তাহা আমার প্রিয়তমেরই ভোগ্য, তাহা তাঁহারই একচেটিয়া ভোগ্য হউক', এই বিচারে তাঁহার সেবায় চিরতরে সমর্পণ।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তাঁহার বাল্যকালে একটি লীলার অভিনয় করিয়া তাঁহার কোন প্রিয়বস্তুকে নিজ ইষ্টদেবে চিরতরে সমর্পণ করিয়াছিলেন। একসময় শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কতকগুলি ল্যাংড়া আম কিনিয়া রাখিয়াছিলেন। আবাল্য শ্রীগুরুবৈষ্ণব-প্রসাদভোজী শ্রীসরস্বতী ঠাকুর উহা নিজেদেরই বস্তু বিচার করিয়া তাহা হইতে একটি ল্যাংড়া আম গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অর্জ্জনের মর্য্যাদাস্থাপন ও লোকশিক্ষা তথা শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ব আত্ম-নিবেদনের আদর্শ-প্রকটনমানসে স্নানান্তর হইতে আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার আনীত ল্যাংড়া আম-গুলির মধ্যে একটি আম তথায় নাই। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইহাতে ক্রোধাভাসের লীলা দেখাইয়া বলিলেন যে, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অর্চ্চনে প্রসাদের পূর্ব্বে কোনও বস্তু কাহারও গ্রহণ করা উচিত নহে। সেইদিন হইতেই শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর পক্ক আম চিরতরে শ্রীগুরুকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকট-লীলায় তিনি আর পক্ক আম শ্রীগুরুবৈষ্ণব-প্রসাদ-বিচারেও কোনদিন গ্রহণ করেন নাই। ইহাই ইষ্টদেবে কোন প্রিয় বস্তু সমর্পণের আদর্শ। কলভোগী কর্ম্মিগণ যেরূপ গয়া বা প্রয়াগে অক্ষয়বটে কোন অক্ষয় (?) ঐহিক ফললাভের জন্য কোন বিশেষ দ্রব্য বা ফলাদি প্রদান করিয়া থাকে, তদ্রূপ ভক্তের ইষ্টদেবে কোন বস্তু বা দেহ-সমর্পণ সেইরূপ নহে। ভক্তগণ নিজ প্রিয়তম ইষ্টদেবকে নিজ সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তুই সমর্পণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধব মহারাজকে বলিয়াছেন,—

যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥

(ভাঃ ১১।১১।৪১)

"যে সকল বস্তু লোকের অভীষ্ট এবং যাহা নিজের অতি-প্রিয়, তাহা আমার উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিবে। তাহা হইলে উক্ত দান অক্ষয়রূপে কল্পিত হইয়া থাকে।"

আত্মনিবেদনে বিরূপ বিক্রীত পশুর ন্যায় নিজের তরণ-পোষণের জন্য চেষ্টাশূন্যতা ও শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যেই একমাত্র চেষ্টাশীলতা, তৎসম্বন্ধে সমগ্র বৈষ্ণবসাহিত্যের মধ্যে একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্তবরাজ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'শ্রীশরণাগতি'তে দৃষ্ট হয়,—

সর্ব্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া,
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমি ত' ঠাকুর, তোমার কুকুর,
বলিয়া জানহ মোরে॥
বাঁধিয়া নিকটে, আমারে পালিবে,
রহিব তোমার ধারে।
প্রতীপ-জনেরে, আদিতে না দিব,
বাধিব দৃঢ়ের পারে॥
তব নিজজন, প্রসাদ সেবিয়া,
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।
আমার ভোজন, পরম আনন্দে,
প্রতিদিন হ'বে তাহা॥
বসিয়া শুইয়া, তোমার চরণ,
চিন্তিব সতত আমি।
নাচিতে নাচিতে, নিকটে যাইব,
যখন ডাকিবে তুমি॥
নিজের পোষণ, কভু না ভাবিব,
রহিব ভাবের ভরে।

ভক্তিবিনোদ, তোমারে পালক,
বলিয়া বরণ করে ॥
(শ্রীশরণাপত্তি, ১১)

আত্মনিবেদন ও সখ্য এই দুইটী অতিশয় দুষ্কর বলিয়া অতীব বিরল। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

দুষ্করত্বেন বিরলে হে সখ্যাত্মনিবেদনে।
কেনাপ্যভিনবে ধীরাণাং লভ্যেতে সাধনাইতাম্ ॥
(ভঃ রঃ সিঃ, পূঃ বিঃ ২।১২)

সখ্য ও আত্মনিবেদন এই দুইটি অতিশয় দুষ্করত্ব-হেতু বিরল। কোন কোন ধীর পুরুষগণের নিকট এই দুইটী সাধনযোগ্যতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ দুর্লভ সেবোন্মুখজনগণই সখ্য ও আত্মনিবেদনকে সাধনরূপে বরণ করেন।

উক্ত শ্লোকের 'দুর্গমসঙ্গমনী'-টীকায় শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শরণাপত্তি ও আত্মনিবেদনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও আত্মনিবেদনের প্রকারভেদ বিচার করিয়াছেন।

"দুষ্করত্বেনেত্যত্রাত্মনিবেদনস্য কেবলস্য দুষ্করত্বেন বৈরল্যাৎ ন তু মহিমাধিক্যেন ভাবমাত্রত্বাৎ, সখ্যস্য তু দুষ্করত্বেন মহিমাধিক্যেন চ বৈরল্যাৎ ভাবোদ্গমরূপত্বাদ্। যদি চ ভাবমিশ্রমাত্মনিবেদনং ভবতি তথা তু দুষ্করত্বাৎ মহিমাধিক্যেনাপি বিরলং স্যাৎ। তত্র কেবলমাত্মনিবেদনং দাস্যময়ে শ্রীবলিরাজে দৃশ্যতে। শরণাপত্তিঃ খলু রক্ষিষ্যত্বেন বরণং তদিদং স্বাত্মনস্তদধীনত্বসম্পাদনমিতি ভেদঃ। ভাবমিশ্রেষু দাস্যেনাত্মনিবেদনং শ্রীদময়ন্তীষু; তদুক্তং 'স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ' ইত্যারভ্য 'কামং চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া' ইত্যন্তং (ভাঃ ৯।৪।১৮-২০)। তেন তদেবোক্তং শ্রীভাগবতৈকাদশে (১১।১১।৩৫, 'দাস্যেনাত্মনিবেদনম্' ইতি। তথা প্রেয়সীভাবেন শ্রীরুক্মিণীদেব্যা যথোক্তং হরৌ (ভাঃ ১০।৫২।৩৯)—

"হৃত্বা ভবান্ মম হৃতঃ পতিরঙ্গ জায়া-
মাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো বিধেহি।' ইতি,
এবং সখ্যাদিনাপীতি ভেদম্।"

—(ভঃ রঃ সিঃ, পূঃ বিঃ ২।১২ সংখ্যার 'শ্রীদুর্গমসঙ্গমনী'-টীকা)

তাৎপর্য্য—এখানে কেবল-আত্মনিবেদন দুষ্কর বলিয়া বিরল, কিন্তু ভাবমূলকত্বহেতু মহিমাধিক্য-প্রযুক্ত নহে। উত্তমভাবযুক্ত বলিয়া মহিমাধিক্যহেতু এবং দুষ্করত্বহেতু সখ্যেরও বিরলতা। যদি আত্মনিবেদন ভাবমিশ্র হয়, তাহা হইলে মহিমাধিক্যহেতু বিরল হইবে। কেবল-আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত শ্রীবামনদেবকে ত্রিপাদভূমি-দানসময়ে শ্রীবলিরাজে দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবান্‌কে স্বীয় রক্ষাকর্ত্তৃরূপে বরণই শরণাপত্তি, আর নিজের আত্মাকে শ্রীভগবানের আয়ত্ত বা অধীন করাই (আত্মসাৎ করানই) আত্মনিবেদন। ইহাই শরণাপত্তি ও আত্মনিবেদনের মধ্যে ভেদবৈশিষ্ট্য। ভাবমিশ্র আত্মনিবেদনের মধ্যে দাস্যভাবযুক্ত আত্মনিবেদন শ্রীদময়ন্তীর মহারাজে দৃষ্ট হয়। এজন্যই উক্ত হইয়াছে,—'শ্রীদময়ন্তীর মহারাজ অধরীষ মনকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ও বচনকে শ্রীভগবানের গুণপ্রাপ্তির জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন' ইত্যাদি। তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ-স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, 'দাস্যের সহিত আত্মনিবেদন' ইত্যাদি। প্রেয়সীভাবে আত্মনিবেদন শ্রীরুক্মিণীদেবীতে দৃষ্ট হয়। শ্রীরুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—'হে বিভো, হে কমললোচন, আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছি, অতএব আপনি এখানে আসিয়া আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবেন।' সখ্যাদিভাবযুক্ত আত্মনিবেদন-বিষয়েও এইরূপ জানিতে হইবে।'

সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্ববিধ ভগবৎকার্য্যের সহিত আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত শ্রীঅম্বরীষমহারাজের আচরণে শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জনাদিষু
শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥
(ভাঃ ৯।৪।১৮-২০)

শ্রীঅম্বরীষমহারাজ চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মযুগলে, বাক্য অপ্রাকৃত শ্রীহরি ও শ্রীহরিভক্তগণের শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলাদি অনুবর্ণনে, হস্তযুগল শ্রীহরির শ্রীমন্দিরমার্জনাদিতে, কর্ণদ্বয় শ্রীঅচ্যুতবিষয়ক সৎকথা-শ্রবণে, নেত্রদ্বয় শ্রীমুকুন্দের শ্রীমূর্ত্তি, তাঁহার শ্রীভক্ত ও শ্রীমন্দিরাদি দর্শনে, অঙ্গসঙ্গ শ্রীভগবানের ভক্তের শ্রীচরণাদি গাত্রস্পর্শে, ঘ্রাণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মসম্বন্ধযুক্ত শ্রীতুলসীর সৌরভ-গ্রহণে, রসনা শ্রীহরি-প্রসাদাস্বাদে প্রবৃত্তিতে, পদযুগল শ্রীহরির শ্রীক্ষেত্রভ্রমণে, মস্তক শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মের অভিবন্দনে ও সকল তাঁহার দাসের নিমিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন, পরন্তু আত্মসুখকামনার্থ নহে। ইহাতে শ্রীভগবানের নিজজনের সম্বন্ধিনী রতি অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভক্তে রতি হইয়া থাকে। এস্থলে সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই সমষ্টিরূপ আত্মনিক্ষেপ কৃত হইয়াছে বলিয়া বৈশিষ্ট্য-প্রাপ্তিহেতু স্মরণাদিময়ী উপাসনাই আত্মার্পণ। শ্রীভগবান্‌ও শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম॥
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্॥
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং হুতং দত্তং জপ্তং মদর্থং যদ্‌ব্রতং তপঃ॥
এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে॥

(ভাঃ ১১।১৯।২০-২৪)

'মদীয় মধুর-চরিত-শ্রবণে শ্রদ্ধা, সর্ব্বদা সংকীর্ত্তন, মদীয় পূজাবিষয়িণী আসক্তি, সুললিতস্তোত্রবাক্যে স্তব, সেবাবিষয়ক আদর, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত, মদীয় ভক্তগণের পূজাতিশয্য, সর্ব্বভূতে মদ্‌ভাবজ্ঞান, মদীয় সেবা-কার্য্যে অঙ্গচেষ্টা, বাক্য-দ্বারা মদ্‌গুণগান, আমার প্রতি চিত্তসমর্পণ, সর্ব্বকাম-পরিত্যাগ, মদীয় সেবার জন্য অর্থত্যাগ, ভোগসুখ-পরিত্যাগ, যাগাদি ইষ্টকর্ম্ম, দান, হোম, জপ, ব্রত ও তপস্যা—এইসমস্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা আত্মনিবেদক পুরুষগণের আমার প্রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে। তৎকালে মদীয় ভক্তের সাধ্য বা সাধনরূপ কোন বিষয়েরই অভাব থাকে না।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, নিজের জন্য চেষ্টাশূন্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্য চেষ্টাময় হওয়া আত্মনিবেদনের লক্ষণ,—বিক্রীত গো যেরূপ স্বীয় পালনের চেষ্টা করে না, তদ্রূপ। কিন্তু নিজের জন্য চেষ্টাশূন্য হওয়া বলিতে শ্রীহরিসেবার অনুকূল সকল দৈহিক চেষ্টা হইতে বিরতি বুঝায় না। শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভু বলিতেছেন,—

"স্নানপরিধানাদিক্রিয়া চাস্য ভগবৎসেবা যোগ্যত্বায়ৈবেতি, তত্রাপি নাত্মার্পণাত্মকভক্তিহানিরিত্যনুসন্ধেয়ম্।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ৩০৯ অনুচ্ছেদ)

নিজের স্নান, বস্ত্রপরিধান প্রভৃতি কার্য্য ভগবৎসেবারই যোগ্যত্বসম্পাদক বলিয়া তাহাতে আত্মার্পণরূপ ভক্তির হানি হয় না, জানিতে হইবে।

শ্রীবলিমহারাজ আত্মার্পণের উপমানস্বরূপ। প্রাচীন-বাক্যেও উক্ত হইয়াছে,—'সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ।' অর্থাৎ সর্ব্বস্ব-আত্মনিবেদনে শ্রীবলিমহারাজ শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কৃৎস্না তেঽহনেন ধত্তা ভূর্লোকাঃ কর্ম্মনির্ম্মিতাশ্চ যে।
নিবেদিতঞ্চ সর্ব্বস্বমাত্মাঽর্হত্তময়া বিভো॥

(ভাঃ ৮।২২।২২)

শ্রীবলিমহারাজ আপনাকে নির্ম্মিত ভূমি সৎকর্ম্মার্জ্জিত যাবতীয় লোক, এমন কি অকাতরচিত্তে আত্ম-পর্য্যন্ত সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিলেন।

শ্রীবলিমহারাজের আত্মনিবেদন-বৃত্তির নিকট শ্রীভগবান্ শ্রীবামন-মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়াছিলেন। ভক্তের ভক্তিবৃত্তির প্রকাশের তারতম্যানুসারে নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্রূপসমূহের অভি-ব্যক্তির তারতম্য হয়। শ্রীবামনদেব সর্ব্বাকৃতি। ভক্তি-বৃত্তির পরিপূর্ণ প্রকাশে সম্ভ্রমাদি লক্ষণ থাকিলে তদনুযায়ী আরাধ্যবস্তুও সম্ভ্রমচিত্তরূপে প্রকাশিত হন। আত্মনিবেদন-বৃত্তির পরিপূর্ণতা শ্রীব্রজগোপীদিগের আদর্শে দৃষ্ট হয়। এজন্য পূর্ণতম শ্রীভগবৎস্বরূপ নবলীল শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগোপীগণের আত্মনিবেদন-বৃত্তির নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া আপনাকে চির-ঋণী অভিমান করেন। শ্রীব্রজললনাগণের সর্ব্বাত্মসমর্পণ আত্মার্পণের পরাকাষ্ঠা। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় তাহা অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম-কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ-মর্ম্ম॥

দুস্ত্যজ আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম-সেবন॥
• • •
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৬৭-১৬৯, ১৭৭)

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
(গীঃ ৪।১১)

যাহারা যেরূপে আমাকে ভজন করে, আমি তাহাদিগকে সেইভাবেই অনুগ্রহ করি। হে পার্থ! মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমারই অনুসরণ করিয়া থাকে।

সে-প্রতিজ্ঞা তত্ত্ব হৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-শ্রীমুখবচনে॥
ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধাযুষাপি বঃ।
যা মাঽভজন্ দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

[হে গোপীগণ, আমার সহিত তোমাদের সংযোগ নির্ম্মল, স্বর্গীয়জনেও আদি নিজ-সৎকারদ্বারা তোমাদের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতে পারিব না; যেহেতু তোমরা অতি কঠিন সংসার-শৃঙ্খল সম্পূর্ণরূপে ছেদন করিয়া আমাকে অন্বেষণ করিয়াছ। আমি তোমাদের ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম। অতএব তোমরা নিজকার্য্যদ্বারাই পরিতৃপ্ত হও।]

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত।
সেহো ত' কৃষ্ণের লাগি, জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈলুঁ আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন, তাঁর এই সম্ভোগ-কারণ॥
এ দেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন-ভূষণ॥
নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্॥
(আদিপুরাণবচন)

[যে গোপীসকল তাঁহাতে নিজ-শরীর শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য বলিয়া তাহাতে যত্ন প্রকাশ করেন, হে পার্থ, সেই গোপীগণ অপেক্ষা আমার প্রেমভাজন আর কেহই নাই।]

(চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৭৯-১৮৪)

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
(গীঃ ১৮।৬৬)

অর্থাৎ 'সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না' প্রভৃতি শ্রীঅর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যে অথবা শ্রীগীতার প্রারম্ভে—

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসম্মূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্। (গীঃ ২।৭)

'কার্পণ্য-দোষের দ্বারা উপহত-স্বভাব ও ধর্ম্মাধর্ম্ম-সম্বন্ধে বিমূঢ়চিত্ত আমি আপনার শরণাগত হইলাম। আমার পক্ষে যাহা নিশ্চিত শ্রেয়স্কর তাহা আপনার শিষ্য বলিয়া আমাকে শিক্ষাদান করুন।' ইত্যাদি শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীঅর্জ্জুনের বাক্যে যে প্রপত্তি বা আত্মনিবেদনের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে শ্রীগোপীগণের সর্ব্বাত্মনসমর্পণের আদর্শ সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। শ্রীগোপীগণের আত্মনিবেদনে শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার ব্যক্তিগত শুভাশুভ ধর্ম্মাধর্ম্ম-কামনা নাই। শ্রীব্রজসুন্দরীগণের সর্ব্বাত্মনিবেদন দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিজ শ্রীবিগ্রহ হইতেও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তর শ্রীউদ্ধবমহারাজ শ্রীগোপীগণের শ্রীপাদপদ্মরেণু-লাভের জন্য শ্রীবৃন্দাবনের গুল্ম-লতা-ওষধি প্রভৃতির মধ্যে যে-কোন একটিরূপে জন্ম প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্ম-লতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দ-পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥
(ভাঃ ১০।৪৭।৬১)

'অহো, শ্রীবৃন্দাবনে যে-সকল গুল্ম, লতা, ওষধি, যাহা শ্রীব্রজসুন্দরীগণের শ্রীচরণরেণুর সেবা করে অর্থাৎ মস্তকে বহন করে, আমি যেন সেই-সকলের মধ্যে কোন একটি

হইতে পারি। সেই ব্রজসুন্দরীগণ দুস্ত্যজ স্বজন ও আর্য্যপথ (লোক ও বেদাচার) ত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় শ্রীমুকুন্দ-পদবী ভজনা করেন।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আত্মনিবেদনের কয়েকটি ভজন-গীতি কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

আনন্দ দেহ গেহ যো কিছু মোর।
অর্পিনু তুয়া পদে নন্দকিশোর॥
সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে।
নাথ যব সোনা, তুয়া ও-পদ বরণে॥
আরতি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা।
জন্মাওবি মোএ ইচ্ছা যদি তোর।
ভক্তগৃহে জনি জন্ম হউ মোর॥
কীটজন্ম হউ যথা তুয়া দাস।
বহির্ম্মুখ ব্রহ্মজন্মে নাহি আশ॥
ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা-বিহীন যে ভক্ত।
জনমই তাঁক সঙ্গ অনুরক্ত॥
জনক জননী দয়িত তনয়।
প্রভু গুরু পতি তুহুঁ সর্ব্বময়॥
ভকতিবিনোদ কহে শুন কান।
রাধানাথ তুহুঁ হামার পরাণ॥

(শ্রীশরণাগতি, ১১)

আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি'
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল,
চৌদিকে আনন্দ দেখি॥
অশোক-অভয়, অমৃত-আধার,
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া,
ছাড়িনু ভবের ভয়॥
তোমার সংসারে, করিব সেবন,
লভিব ফলের ভোগী।
তব সুখ যাতে, করিব যতন,
হ'য়ে পদে অনুরাগী॥
তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥
পূর্ব্ব-ইতিহাস, ভুলিনু সকল,
সেবা-সুখ পে'য়ে মনে।
আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কায অপর ধনে॥
ভকতিবিনোদ, আনন্দে ডুবিয়া,
তোমার সেবার তরে।
সব চেষ্টা করে, তব ইচ্ছা-মত
থাকিয়া তোমার ঘরে॥

(শ্রীশরণাগতি, ১৩)

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত হইবার যোগ্যতা ও নিয়মাবলী

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৩৯-৪০শ সংখ্যার পর]

৮৫। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত কি গৃহস্থ, কি গৃহত্যাগী উভয়েরই বিচার এই হইবে যে, "আমরা শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে বিক্রীত গাভী, অশ্ব, কুক্কুরাদি পশুর ন্যায় সর্ব্বতোভাবে নিজচেষ্টাশূন্য ও শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের জন্যই সর্ব্ব-প্রকারে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে চেষ্টাদের হইয়া জীবন ধারণ করিব।" যাহাতে এই অভিনিবেশ কখনও ভঙ্গ না হয়, তজ্জন্য সর্ব্বতোভাবে সচেতন থাকিয়া শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে।

৮৬। "আমি বিক্রীত পশু,"—এই অভিনিবেশ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপায় সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে দেদীপ্যমান থাকিলে দেহের সুখ-দুঃখ বা পূর্ব্ব-ইতিহাস কিছুই আমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না এবং সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে

শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের জন্য অখিল চেষ্টাময়তা ব্যতীত অন্য বিচার আমার নিকট দুঃসহ হইয়া উঠিবে। যে-সকল বৈষ্ণবের সঙ্গ করিলে নিজের জন্য চেষ্টাশূন্যতা ও শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের জন্য চেষ্টা-শীলতা সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে জাগরিত থাকে, তাঁহাদেরই সঙ্গ করিব। এরূপ সঙ্গ দুর্ভাগ্যক্রমে আমার নিকট উপস্থিত না হইলে আর্ত্তির সহিত শ্রীতুলসী ও শ্রীগ্রন্থভাগবতের সঙ্গ করিব; কিন্তু কিছুতেই নিজের কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহের চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বতো-ভাবে সেবা-চেষ্টায় কোনরূপে শিথিলতা প্রদর্শন করিব না।

৮৭। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার অবকনায় শাসনের অকপট শিষ্যত্ব করিতে পারিলে দেহের সৌখ্যচিন্তা যে সুনিশ্চিতভাবে সঙ্কুচিত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ অনুভবের বিষয়। কিন্তু আবার দুর্ভাগ্যক্রমে সেই শাসনকে বিপরীত ভাবিয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অবকনাময় শাসিত-শাসন এড়াইবার জন্য নিজের ইচ্ছামত অন্য কোন মঠে, স্থানে বা নির্জ্জন-ভজনে সময় অতিবাহিত করিবার ইচ্ছা আত্মঘাতকতা। যে-সকল 'মঠবাসি'-নামধারীর চিত্তবৃত্তিতে এইরূপ ভাব দৃষ্ট হয়, তাহারা শ্রীচৈতন্যমঠবাসী নহে।

৮৮। শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে করিতে যদি দেহপাত হয়, তবে তাহার অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? কিন্তু দেহাভিনিবিষ্ট ব্যক্তি মঠবাসের ছলনা করিয়াও মনে করে,—'শরীরে না কুলাইলে কিরূপে সেবা করিব? শ্রীগুরুবর্গের আমার ন্যায় শরীরের অবস্থা হইলে বুঝা যাইত! আমার শরীর যে কিছুতেই চলে না। চাবুক মারিয়া কি সেবা করান যাইবে?'—এইরূপ চিত্তবৃত্তি দুরন্ত অপরাধের পরিচায়ক। একে ত' অপরাধ-ফলে প্রারব্ধ কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি। শরীরটি ভজনের প্রতিকূল হইয়া আছে। তারপরে চিত্তবৃত্তিতেও যদি সেবার প্রতিকূল-বিচার পোষণ করি, তবে আমার ন্যায় হতভাগা আর কে আছে? শরীর সম্পূর্ণ প্রতিকূল থাকিলেও যদি চিত্তবৃত্তিতে দৈন্য ও সেবার জন্য আর্ত্তি থাকে (যেরূপ শরীর ও ইন্দ্রিয় অপটু থাকিলেও দৈহিক আত্মা ও বিষয়সুখ লাভের জন্য চিত্ত আকুল থাকে), তবে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণের কৃপা অচিরেই লাভ হয়। দেহের প্রাতিকূল্যও কিছু শ্রীভগবৎ-কৃপা-প্রাপ্তির একান্ত প্রতিবন্ধক হয় না। কোথায় ভজনের প্রতিকূল দেহ লাভ করিয়াছি, নিজ দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল ভোগ করিতেছি বলিয়া নিজেকে শতশত ধিক্কার প্রদান করিব, আর তাহার তৎ-পরিবর্ত্তে 'শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণই মিথ্যা; আমার শরীর যখন অপটু, তখন আমার কোন ত্রুটি নাই,'—এইরূপ দুরন্ত অপরাধময়-চিত্তবৃত্তির উদয় হইয়াছে! শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের আদেশ পালন করিতে করিতে না হয় দেহপাত হইবে। সেইরূপভাবে দেহপাত হইলে ভজনের প্রতিবন্ধ-স্বরূপ বিমুখ দেহের যে কত সদ্গতি হইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

৮৯। দেহ নানাপ্রকার রোগে জর্জ্জরিত থাকিলেও যাঁহার শ্রীহরিভজন করিবার ইচ্ছা প্রবলা, তাঁহার প্রতিকূল দেহও অনুকূল হইয়া থাকে। তিনি সেই প্রাতিকূল্যকেই শ্রীভগবানের কৃপা বলিয়া বরণ-পূর্ব্বক আরও তীব্রতা ও ব্যাকুলতার সহিত শ্রীহরিভজনে প্রবৃত্ত হন। ইহার আদর্শ আমরা নিত্যধামগত পরমপূজনীয় শ্রীল ভক্তিপ্রপন্ন পুরী মহারাজ ও শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর চরিত্রে স্বচক্ষে দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। আবার মঠবাসিক্রব কোন কোন হরিগুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষীর চরিত্রে ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে যে, শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য করিবার কালে তাহাদের নানাপ্রকার ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে, তাহারা শয্যাশায়ী থাকিবার অভিনয় করিয়া তৃণজল পর্য্যন্ত করে নাই, কেবল বহুমূল্য ঔষধ, ঘৃত, দুগ্ধ লুচি, পুরী প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য-ভোজনে অভিনিবেশ ও তাহা প্রদান না করিলে নানাপ্রকার সমালোচনা করিবার আদর্শ প্রকাশ করিয়াছে। এই উভয়-প্রকার চিত্তবৃত্তি প্রকৃত শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত সেবক ও দুরন্ত অপরাধী সম্ভোগবাদীর স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিতেছে। আমরা শ্রীল পুরীমহারাজ ও শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর আদর্শই তাঁহাদের কৃপাশক্তি-সহকারে অনুসরণ করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকিব।

৯০। এ-বিষয়ে আমরা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের যে আদর্শ দর্শন করিয়াছি ও করিতেছি, তাহা বলিবার কথা নয়, বলিলেও কে-ই বা বিশ্বাস করিবে? "কস্যপ্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা প্রত্যেতিমায়াতি?" কি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটকালে, কি শ্রীব্রজমণ্ডলের শ্রীধামে ভজনানন্দে মগ্ন থাকিবার কালে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অস্বাস্থ্যের লীলা প্রদর্শন করিয়াও শ্রীহরিভজনে যে ব্যাকুলতা, তীব্রতা ও সুদৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার তুলনা আমাদের চক্ষে

কোথায়ও পড়ে নাই। সুস্থাবস্থায় অনেকেই দেহাত্মবোধের নিন্দা করিয়া বক্তৃতা দিতে পারেন, কিন্তু মহাপাশায়ী থাকিবার লীলা প্রদর্শন পূর্ব্বক ১০৬ ডিগ্রী জ্বরের লীলাভিনয় করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বক্ষণ নিরলসভাবে শ্রীহরিভজনের আদর্শ একমাত্র শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবেই আমরা প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি।

৯১। শ্রীচৈতন্যমঠবাসী সমস্ত তথাকথিত বাধাবিঘ্নের মধ্যেও শ্রীইষ্টদেবের কৃপার অনুসন্ধান করেন। শ্রীচৈতন্য-মঠবাসী শ্রীশ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজের দাসানুদাসাভিমানী হইয়া সমস্ত বাধা-বিঘ্নের প্রতি নির্ভীক; অধিক কি, বাধা-বিঘ্নের ধারণাই তাঁহার নাই অর্থাৎ জাগতিক বাধাবিঘ্ন তাঁহার শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে প্রীতিকে বিন্দুমাত্রও হ্রাস করে না, উহা আরও বৃদ্ধি করিয়া দেয়। তাঁহার বিচার—"তরুক দমন করুক, আর না-ই করুক, তাহাতে আমার ভ্রূক্ষেপ নাই। হে বৈষ্ণববৃন্দ, আপনারা অনুক্ষণ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করুন।" শ্রীচৈতন্যমঠবাসী শ্রীহরিকীর্ত্তন-মহাযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করেন। তাহাই তাঁহার ধ্যান, তাহাই তাঁহার জ্ঞান, তাহাই তাঁহার জীবনে-মরণে একমাত্র আরাধ্য ও কাম্য বস্তু। এজন্যই তাঁহার জীবন-ধারণ। তিনি শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ-নামপ্রভুর কৃপালাভের আশাবন্ধের পাল উঠাইয়া জীবন-তরণীকে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-কর্ণধারের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।

৯২। 'শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব আমার বিপদ, বিঘ্ন বা দৈহিক সৌখ্যের জন্য চিন্তা করুন,'—এইরূপ বিচার শুদ্ধসেবকের বিচার নহে, ইহা বণিকের বিচার। এ-সকল কথা জানিয়া শুনিয়াও যদি আমরা সেইরূপ অপরাধই নিয়ত করিতে থাকি, তবে শ্রীচৈতন্যমঠবাসের অভিনয় করিয়াও আমাদের ভোগ-গৃহাদিরূপে বাসের ফলই লাভ হইবে; অথবা অজ্ঞান-কৃত অপরাধ হইতে জ্ঞান-কৃত অপরাধের গুরুত্ব আরও অধিক হইবে। শ্রীভগবান্ নানাপ্রকার বিপদ, দৈহিক অসুস্থতা ও বিঘ্ন প্রভৃতি প্রদান করিয়া আমাদিগকে শ্রীহরিভজনে যে সুযোগ প্রদান করেন, সেই সুযোগ ও সেইরূপ শ্রীভগবৎ-কৃপা আমরা চিরদিন পাইব না। সময় থাকিতে যদি ঐ-সকলকে শ্রীভগবদনুকম্পা ও সুযোগ বলিয়া বরণ না করি, তবে অবশ্যম্ভাবী কোনও না কোনও বিপদও বিঘ্নের আবর্ত্তে পতিত হইয়া ঐহিক ও পারলৌকিক সমস্ত মঙ্গল হইতে ভ্রষ্ট হইব। কেবল অনন্ত দুর্ব্বাসনা-পূরণ ও অসদভ্যাসের দুরন্ত অপরাধের ফলে বদ্ধ ও কবলিত হইয়া শ্রীভক্তিসম্বন্ধাভাবে স্থান-প্রাদিরূপ চরম সৌভাগ্যকেও চিরতরে হারাইয়া ফেলিব। অতএব সময় থাকিতে সুযোগ গ্রহণ করা আবশ্যক।

৯৩। শ্রীশ্রীজীব প্রভু বলিয়াছেন,—দুরন্তাপরাধজনিত কুটিলতা, অভদ্রতা, শ্রীভগবানে নিষ্কাম্যাত্মিকারূপ জড়াভিনিবেশ, ভজন-শৈথিল্য, সেবাকার্য্যাদির ফলকামনা-প্রসূত প্রতিষ্ঠাশা বা অহঙ্কারিত্ব প্রভৃতি অনর্থসমূহ মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ গুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গ ও সেবার অভিনয়ের দ্বারাও দূর করা দুঃসাধ্য হয়। যাহারা আপনাদিগকে শ্রীচৈতন্যমঠবাসী বা শ্রীশ্রীভক্তি-বিনোদ-গৌর-সরস্বতীর শিক্ষানুশিষ্য বলিয়া দাবী করিতে চাহেন, অথচ সেইরূপ মহাভাগবতগণের সঙ্গ ও বহু সেবার অভিনয় করিয়াও যদি তাহাদের কুটিলতা, অভদ্রতা, জড়াভি-নিবেশ, ভজনশৈথিল্য, সেবাকার্য্যাদির অভিনয়-জনিত দম্ভ হৃদয় হইতে দূর না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা শ্রীচৈতন্যমঠবাসী নহে। তাহারা কখনও ঐ-সকল মহাপুরুষের সঙ্গ ও সেবা করে নাই, কেবল তাঁহাদের চরণে অপরাধ করিয়া বঞ্চিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যমঠবাসীতে সেবা-সরলতা, শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা, শ্রীভগবৎসেবায় স্বাভাবিক অভিনিবেশ, ভজনে সুদৃঢ়তা ও সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতো-ভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে দৃঢ়ভাবে সেবা করিয়াও এবং সর্ব্বোত্তম হইয়াও হৃদয়ে অকপট দৈন্য ও আর্ত্তি বিরাজিত থাকিবে।

৯৪। শ্রীচৈতন্যমঠবাসী নিরন্তর নিরবচ্ছিন্নভাবে অবি-শ্রান্তগতিতে সুদৃঢ়তার সহিত শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্রীহরিভজন করেন। শ্রীচৈতন্যমঠে প্রকৃত বাস হইলে হৃদয়ে মুহূর্ত্তের জন্যও শিথিলতা আসে না। দেহমনের সুখ ও দুঃখ যাহা বৃদ্ধি বা হ্রাস-প্রাপ্ত হয়, তাহা শ্রীহরিভজন নহে। সুস্থ থাকিলেই উল্লাস, অসুস্থ থাকিলে অনুল্লাস, উত্তম ভোজন পাইলে উল্লাস, তাহা না হইলে মন-মরা ভাব; অথবা অগ্রে চাতুরী বা ব্যবসায়, তৎপরে ভক্তিযাজন; অগ্রে দেহরক্ষা, তৎপরে হরিসেবা,—এই সকল বিচার অচেতন বা জড়সেবকের ধর্ম্ম। শ্রীচৈতন্য-মঠবাসী আদিতে, মধ্যে ও অন্তে দেহচিন্তা করেন না অথবা দেহের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রদর্শন করিয়া প্রতিষ্ঠাকামী কপট-বৈরাগী হইয়া পড়েন না। কাহারও কাহারও মধ্যে মধ্যে উৎসাহ ও মধ্যে

যথা শিথিলতা দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কেহ সৈন্যের ব্যবস্থাদক্ষ হন, অথচ তাঁহার পূর্ণভাবে স্বাস্থ্যলাভ না হয়, তবে জানিতে হইবে,—ঔষধ পূর্ণভাবে সেবন করা হইতেছে না, নিয়মচ্ছিন্নভাবে ভক্তির অনুষ্ঠান হইতেছে না, নিশ্চয়ই অপরাধ আছে। যাহারা জানিয়া শুনিয়াও ভক্তির প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করে, তাহাদের শুদ্ধভক্তির ফল পাইতে অনেক বিলম্ব। শ্রীচৈতন্যমঠে বাস করিয়া যাহাতে ঐরূপ শিথিলতা না আসিতে পারে, তজ্জন্য সর্ব্বদা সচেতন থাকিতে হইবে অর্থাৎ অনুক্ষণ শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গ ও তাঁহাদের কৃপা সর্ব্বতোভাবে স্মরণ করিতে হইবে।

১৫। "আমি অমুক সেবা করিয়াছি বা করিতেছি, সুতরাং আমার নামে tablet (প্রস্তর-ফলক) বসিবে। উৎসবে আমি মূল গায়ন, কীর্ত্তনীয়া, পাঠক বা বক্তৃরূপে এত সেবা করিলাম, অথচ আমার নাম 'নদীয়া-প্রকাশ' বা 'গৌড়ীয়ে' উঠিল না।" 'নদীয়া-প্রকাশ' বা 'গৌড়ীয়ে' 'প্রচার-প্রসঙ্গ' লিখিয়া পাঠাইবার ছলনায় নিজের নাম ছাপার অক্ষরে দেখিবার বাসনা; 'নদীয়া-প্রকাশ' বা 'গৌড়ীয়' খুলিয়াই প্রথমে 'প্রচার-প্রসঙ্গে' নিজের নাম অনুসন্ধান, তাহা দেখিতে না পাইলেই অন্যূনাসমঃ চিত্তের ভাব শ্রীচৈতন্য-মঠাভিতের বিরুদ্ধ চিত্তবৃত্তি। কেহ কেহ আবার এরূপও সমালোচনা করিয়া থাকেন যে,—"উৎসবে কেবল ব্যক্তি-বিশেষের নাম প্রচার করা হয়, 'তেলা মাথায়ই তেল ঢালা' হয়, কিন্তু অমুক সেবক বা সেবকগণ এত সেবা করিলেন, তাঁহাদের নাম ঘুণাক্ষরেও উঠিল না; অতএব 'নদীয়া-প্রকাশ' ও 'গৌড়ীয়' পক্ষপাত-দোষে দুষ্ট।" এই জাতীয় চিত্তবৃত্তিকে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু দুস্তর অপরাধের ফল বলিয়া গর্হণ করিয়াছেন। ইহাদের কোটি কোটি জন্ম মহাভাগবতশ্রেষ্ঠের সঙ্গ ও সেবার অভিনয় করিলেও মঙ্গল হয় না। ইহারা শ্রীচৈতন্যমঠবাসী নহে। শ্রীচৈতন্যমঠে ইহাদের প্রবেশাধিকারই নাই। যাহাতে অত্যন্ত দুর্দ্দৈবক্রমে আমরা জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে ইহাদের আনুকরণিক না হই, তজ্জন্য সর্ব্বদা সচেতন থাকিতে হইবে।

১৬। শ্রীচৈতন্যমঠবাসী 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ'-ধৃত (২৩৭ অনুচ্ছেদ) শ্রীনারদের নিম্নলিখিত উপদেশটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখেন ও তদনুসারে জীবন পরিচালনা করেন,—

অনয়রাক্ষয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জ্জনাৎ।
অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্ত্বাবমর্শনাৎ॥
আন্বীক্ষিক্যা শোকমোহৌ দম্ভং মহত্সেবয়া।
যোগান্তরায়ান্ মৌনেন হিংসাং কাম্যাদিহেহয়া॥
কৃপয়া ভূতজং দুঃখং দৈবং জহ্যাৎ সমাধিনা।
আত্মজং যোগবীর্য্যেণ নিদ্রাং সত্ত্বনিষেবয়া॥
রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ॥

(ভাঃ ৭।১৫।২৬-২৮)

অনন্যয়াদ্বারা কাম জয় করিবে। এইরূপ কাম-পরিত্যাগ দ্বারা ক্রোধ, অর্থানর্থবিচারদ্বারা লোভ, তত্ত্ববিচার-দ্বারা ভয়, আত্মানাত্মবিবেকজ্ঞানদ্বারা শোকমোহ, মহাপুরুষ-সেবাদ্বারা দম্ভ, মৌনদ্বারা যোগের অন্তরায়-সমূহ, কামাদি-চেষ্টারাহিত্যদ্বারা হিংসা, কৃপাদ্বারা ভূতজন্য দুঃখ, সমাধিদ্বারা দৈবদুঃখ, যোগবলদ্বারা আধ্যাত্মিক দুঃখ, সত্ত্বগুণের সেবাদ্বারা নিদ্রা; সত্ত্বগুণদ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণ এবং উপশমদ্বারা সত্ত্বগুণকে জয় করিবে। **পরন্তু পুরুষ একমাত্র গুরু-ভক্তিদ্বারা পূর্ব্বোক্ত সমস্তকেই অনায়াসে জয় করিতে সমর্থ হন।**

১৭। কুটিলতা, অশ্রদ্ধা, জড়াভিনিবেশ, শৈথিল্য ও সেবার অভিমানে অহঙ্কার হইতে নিস্তার পাইতে হইলে নিরন্তর শ্রীহরিনাম-প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। অপরাধ বশ বর্ত্তীভূত হইতে থাকিবে, তত শ্রীগুরুজনে সমগ্র জীবনীশক্তি নিয়োগ করিবার জন্য আন্তরিকতা আসিবে এবং বৈষ্ণবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু বলিয়া উপলব্ধি হইবে। ভক্তির আভাসও হৃদয়ে উপস্থিত হইলে হৃদয়ে দম্ভের লেশমাত্র থাকে না, তাহা সেবোন্মুখ দৈন্যের বন্যায় ভরপুর হইয়া যায়।

১৮। শ্রীচৈতন্যমঠবাসীর ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, তিনি কেবল নিজের ভজনের ছলনা করিয়া নিজের শরীর ও উদর লইয়া ব্যস্ত নহেন অথবা মোড়লী করিবার জন্য সম্প্রদায়ের বা কোন ব্যক্তিবিশেষের কর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতার অভিমান পোষণ করিয়া দক্ষতা-প্রদর্শনার্থ লালায়িত নহেন। তিনি সর্ব্বতো-ভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সুখবিধানকেই কেন্দ্র করিয়া তাঁহার সমস্ত অঙ্গচালনা ও আচার-বিচারে রত থাকেন। শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে প্রীতিই তাঁহার সমস্ত আচার-

ব্যবহারের পরিচালক হইয়া থাকে ; কোন যুক্তি, বিধি বা শাসনমাত্র পরিচালক হয় না। তাঁহার নিকট শ্রীহরিভজনটি একটি ভিক্ত, অস্বাভাবিক বা অন্য কোন কর্তৃত্বের দ্বারা শাসন-নিয়মনাদি-মূলে স্কন্ধে আরোপিত অনভীপ্সিত ব্যাপার-বিশেষ বলিয়া প্রতিভাত হয় না। শ্রীহরিভজনই তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা, তাহাই পরম-প্রীতিময় একমাত্র কাম্য ও লভ্য আদর্শ বিষয় ; তাহাই তাঁহার জীবনের সমগ্রতা, তাহাই তাঁহার জীবনের সত্তা বলিয়া সর্ব্বক্ষণ উপলব্ধির বিষয় হয়। শ্রীহরিভজনই একমাত্র সত্তা ও স্বাভাবিক সুখময় অবস্থারূপে উপলব্ধি না হইলে কোনদিনই শ্রীহরিভজন হইতে পারে না।

৯৯। শ্রীচৈতন্যমঠবাসীর নিকট কখনও কোন-প্রকার অচৈতন্য মনোবৃত্তি কোনরূপ ছলনা লইয়া আসিতে পারে না। শ্রীচৈতন্যমঠবাসী সর্ব্বদা সজাগ, মায়া তাঁহাকে ভয় করে, মায়াকে তিনি ভয় করেন না। কারণ, শ্রীমায়াধীশের শ্রীপাদপদ্মে রেণুগণের সহিত শ্রীচৈতন্যমঠবাসী নিজ-সত্তাকে সর্ব্বদা সংযুক্ত রাখিয়াছেন। যাঁহারা সতত যুক্ত হইয়া শ্রীতিপূর্ব্বক ভজনা করেন, শ্রীমায়াধীশ তাঁহাদিগকে বুদ্ধি-যোগ প্রদান করিয়া থাকেন,—এই অভয়-বাণী কোনদিন শ্রীচৈতন্যমঠবাসীকে মায়ার আস্ফালনের নিকট ভীত করিয়া দেয় না। জগতে কোটি কোটি প্রলয়ের বিভীষিকা, বিপদ, বিঘ্ন, অশান্তি, শাস্তি, বিদ্রোহ, মহাযুদ্ধ, মিলন বা বিরোধের বিভীষিকা রাজত্ব করুক না কেন,তৎপ্রতি শ্রীচৈতন্যমঠবাসীর ভ্রূক্ষেপও নাই, তৎপ্রতি দৃষ্টি করিবার বা চিন্তা করিবার সময়ই নাই ; দেহের চিন্তা, উদরের চিন্তা, মনের চিন্তা, সংক্ষেপে বলিতে গেলে মায়ার কবলে কবলিত স্থান-কাল-পাত্রের কোন চিন্তা করিবার অবসর তাঁহার নাই। তিনি অনুক্ষণ শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণনামপ্রভুর নিকট কেবল আর্ত্তি-ক্রন্দন করিয়া বুক ভাসাইতেছেন। ইহাই তাঁহার সার্ব্বকালিক একমাত্র ধর্ম্ম।

১০০। শ্রীচৈতন্যমঠবাসের সিদ্ধিতে শ্রীশ্রীনামপ্রভু কিরূপ-ভাবে তাঁহার সেবককে কৃপা করিবেন এবং সেবকেরই বা তাহাতে কিরূপ দশা হইবে, তৎসম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বগুরু-পাদপদ্ম শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-পুরীর অকপট সেবকরূপী শ্রীচৈতন্যমঠবাসীর নিকট শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ-নামপ্রভু নিজ-স্বরূপ প্রকট করিয়া সেই ভক্তবরকে আত্মান-পূর্ব্বক বলিবেন,—

"অরে ভক্তবর ! তুমি বহুকল্প আমার জন্য স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-স্বজনাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক মৎপরিচর্য্যাসুরোধে শীতবাতক্ষুধাতৃষ্ণা-বাধারোগাদি প্রভূত ক্লেশ সহ্য করিয়াছ, কত-শত জনের কৃত অবমাননাদি গণনা কর নাই, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন-যাপন করিয়াছ ; আমি কিন্তু তোমাকে এ-পর্য্যন্ত কিছুই দিতে পারি নাই, অতএব তোমার নিকট ঋণী আছি। যাহা হউক, এখন আমি তোমাকে কি দিব ? সার্ব্বভৌমত্ব, পারমেষ্ঠ্য বা যোগসিদ্ধি প্রভৃতি কিছুই তোমার উপযুক্ত হইতেছে না। অতএব সে-সকল আমি কেমন করিয়া তোমাকে দিতে পারি ? পশুর খাদ্য যে ঘাসভূষাদি, তাহা কি মনুষ্যকে প্রদান করা যায়। অতএব আমি স্বরূপতঃ অঋণের ঋণের হইয়াও তোমা-কর্ত্তৃক ঋণিত হইলাম।"

১০১। শ্রীশ্রীনামপ্রভুর এই প্রকার সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠবাসী শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবকবর বলিবেন, —"হে প্রভো ! হে কৃপাপারাবার ! আপনি আমাকে ঘোর সংসার-প্রবাহে পতিত ও তন্নিমজ্জমান জীবন অনন্তকর্ত্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া করুণার উদয়ে দ্রবীভূত হইয়া লোকাতীত শ্রীগুরুর রূপ ধারণপূর্ব্বক কামাদি-অবিদ্যার বিদারণকারী সুদর্শনের ন্যায় স্বীয় দর্শনদ্বারা তাহাদিগকে ছেদনপূর্ব্বক আমাকে মুক্ত করিয়াছেন এবং নিজ চরণযুগল দান করিবার নিমিত্ত মন্ত্ররূপে আমার কর্ণপথে প্রবেশপূর্ব্বক আমাকে ব্যাধারহিত করিয়া বারংবার নিজের নাম ও গুণের শ্রবণ ও কীর্ত্তন দ্বারা শুশ্রূষা করিয়াছেন। আবার আপনি আমাকে আপনার ভক্তগণের সহিত সঙ্গন্বিত করিয়া নিজের সেবাও বুঝাইয়া দিয়াছেন। তথাপি আমি দুর্ব্বুদ্ধি অধমতম, এক-দিনও নিজ প্রভুর পরিচর্য্যা করিলাম না। অতএব এই কদর্য্যব্যবহার দুর্জ্জন অবশ্য দণ্ডনীয় হইয়াছে। এইরূপ হইলেও আপনি আমাকে দণ্ড না দিয়া নিজের দর্শনমাধুরী পান করাইলেন। তবু কিনা আপনি আপনাকে ঋণী বলিয়া নিজ মুখের বাক্যদ্বারা আমাকে বিড়ম্বিত করিতেছেন ! তাই মনে করিতেছি যে, আমি কি করি ? পাঁচ সাত লক্ষ-কোটি জন্মের যে আমার অপরাধ, তাহা ক্ষমা করিতে বলাও ধৃষ্টতা বোধ করিতেছি। অতএব আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি না।

কর্ম করিয়াছি, তাহার ভোগ হইয়াছে, যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহারও ভোগ হইবে, হউক।"

শ্রীশ্রীনামপ্রভু কৃপাপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যমঠবাসী শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবকবরের অকপট দৈন্যে আকৃষ্ট হইয়া স্বীয় শ্রীনাম-নাম, শ্রীনাম-রূপ শ্রীনাম-গুণ, শ্রীনাম-পরিকর ও শ্রীনাম-লীলা প্রকাশপূর্ব্বক সেই ভক্তকে স্বপ্নচ্ছলে অতীষ্টানুরূপ তাৎকালিক স্ববিলাস-বিলক্ষিত শ্রীশ্রীবেতবীপ-বৃন্দাবন, শ্রীকল্পতরু, শ্রীরাধাযোগপীঠ, স্বপ্নেশ্বরী-বৃন্দমুখ্যা শ্রীবৃষভানুনন্দিনী, শ্রীললিতাদি তাঁহার সখীসকল, তাঁহার শ্রীকিঙ্করীসকল, শ্রীসুবলাদি নিজ বয়স্যসকল, বপালালনা দাসীসকল, শ্রীযমুনা, শ্রীগোবর্দ্ধন, তাণ্ডীর বন, শ্রীনন্দীশ্বর-গিরি, ভদ্রতা জনকজননী, ভ্রাতৃবন্ধু, দাসদাসী প্রভৃতি সমস্ত ব্রজবাসীদিগকে রসোৎকর্ষসহকারে দর্শন করাইয়া তত্তদানন্দ-মোহতরঙ্গিণীতে মগ্ন করাইয়া স্বয়ং নিজ পরিকরবর্গের সহিত অন্তর্হিত হইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-মিশন

(১৮৬০ সালের ২১ আইনমতে রেজেষ্ট্রিকৃত)

শ্রীগৌড়ীয় মঠ অফিস
লাটুস রোড্, লক্ষ্ণৌ, ইউ, পি।
৫ই আষাঢ়, ১৩৪৮।

বিপুল-সম্মান-পুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৩২শে আষাঢ়, ১৩৪৮ (১৬ই জুলাই, ১৯৪১) বুধবার শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-তিথিতে শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য **শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের** অহৈতুকী ভুবনমঙ্গল-বিধায়িনী কৃপায় গৌড়ীয়-মিশনের গভর্ণিংবডির সেবোদ্যোগে লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠালয়ে শ্রীহরিকথা-সংকীর্ত্তনমুখে কলিযুগ-পাবনাবতারী **শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউ শ্রীঅর্চ্চাবতাররূপে আবির্ভূত হইবেন।** এতদুপলক্ষে সগুণ-শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রবীণতম সুবিখ্যাত প্রচারকবর পরম পূজ্যপাদ **শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ** আগামী ২৮শে আষাঢ় (১২ই জুলাই) তারিখে লক্ষ্ণৌ শুভবিজয় করিয়া স্থানীয় মঠে প্রত্যহ হরিকথা-কীর্ত্তন, **শ্রীমদ্ভাগবতব্যাখ্যা, শ্রীভাগবতধর্ম্ম-বিষয়িণী বক্তৃতা** প্রভৃতি দ্বারা জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-বয়ঃ-বর্ণিতা নির্ব্বিশেষে সকলের আত্মমঙ্গল বিধান করিবেন। মহাশয়, এই শ্রীনাম-গোকুল-মহোৎসবে সবান্ধবে যোগদান করিয়া শ্রীহরিকথামৃত পান করুন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
সম্পাদক, গৌড়ীয়-মিশন, গভর্ণিংবডি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৯শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৩রা শ্রাবণ, ১৩৪৮; ১৯শে জুলাই, ১৯৪১ | ৫০শ সংখ্যা

বর্ষশেষ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় "গৌড়ীয়" শুদ্ধকীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জগতে শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর মহামদাবদান্যতার সাক্ষ্য-স্বরূপে প্রকটিত হইয়া ঊনবিংশ বর্ষকাল অপতিতভাবে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট-ব্রত শ্রীরূপানুগকথা-কীর্ত্তন-বর্ষ উদ্‌যাপন করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে শুদ্ধভক্তি-স্রোতঃ-পুনঃপ্রবাহের মূলপুরুষ, ত্রিতাপতপ্ত মরুতে শুদ্ধভক্তি-ভাগীরথী-প্রকটনকারী শ্রীশ্রীগৌরনিজজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত'-বৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছিলেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ অতিমর্ত্য-শক্তিবলে বিংশ শতাব্দীর কুতর্ক-কণ্টক-পর্ব্বত দলিত করিয়া সমগ্র পৃথিবীতে শ্রীভক্তিবিনোদ-শ্রাবণধারা বিতরণ করিয়াছেন। তাঁহারই অধস্তন আচার্য্যবর্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামি-মহারাজ সেই শ্রীভক্তিবিনোদ-শ্রাবণধারা শ্রীভক্তিপ্রসাদ প্রত্যেক অকপট হৃদয়ে বিস্তার করিতেছেন। শ্রবণমুখেই এই শ্রাবণধারা শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম হইতে শ্রীশিষ্যদেবের হৃদয়পদ্মে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যে জ্ঞান, তাহাই 'শ্রাবণ'। এই শ্রাবণ-ধারা যদি শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা না হয় অর্থাৎ যদি শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগবর শ্রীভক্তিবিনোদ-পাদপদ্ম হইতে শুদ্ধ-আম্নায়-খাতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত না হয়, তবে তাহা শব্দব্রহ্মজ্ঞানের পরিবর্ত্তে বিবোচনের ন্যায় দেহাত্মজ্ঞানরূপ পাষণ্ডের উদ্ভব করাইবে। এজন্য 'শ্রাবণের' অন্য অর্থ 'পাষণ্ড'। যাহারা শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারাকে মূলরূপে অস্বীকার করিবে, তাহাদের শ্রবণ পাষণ্ড।

শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী বিংশ শতাব্দীতে "গৌড়ীয়ে"র মধ্যে শ্রীভক্তিবিনোদ-শ্রাবণধারা বর্ষণ করিয়াছেন। সেই "গৌড়ীয়"

উনবিংশ হইতে বিংশ বর্ষে পদার্পণ করিতেছেন। "গৌড়ীয়" শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রাণধারার বিশ্বপ্রচারকারী বলিয়া শ্রীভক্তি-বিনোদাবির্ভাবমহোৎসবের আগমনী কীর্ত্তন করিয়া প্রতি প্রাবণ মাসে নববর্ষে প্রবিষ্ট হয়। উনবিংশ বর্ষে "গৌড়ীয়" শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা ও শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান পাত্রধার ও আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামি-মহারাজের শ্রীমুখবিগলিত শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রাণধারা হইতে জগতে অনেক নূতন সন্ধেশ প্রকট করিয়াছেন। সনাতনের মধ্যে যে নূতনত্ব, তাহাই শ্রীভক্তিবিনোদের চমৎকারিত্ব প্রকট করে। শ্রীভক্তিরস সনাতন হইলেও নিত্য নব-নবায়মান।

উনবিংশ বর্ষে "সাধকের সতর্কতা", "অসদ্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা," "যুক্তি ও ভক্তি", "শ্রীল প্রভুপাদ ও বহির্ম্মুখ মানব-সাধারণ," "নামাভাস বলতীনের সভ্যঃ", "যদি আচার্য্য-ভাস্কর উদিত না হইতেন," "যুদ্ধ ও শান্তি; রুদ্র ও মহাকালী," "সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণের মঙ্গলের উপায়", "মাধুকরী ভিক্ষা", "উপেক্ষা", "সহায়ো মে মাস্তং বিতথমননী বৈষ্ণবকৃপা", "সর্ব্বনাশ হউক","আস্থা ও বিষয়-বিগ্রহ","শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত হইবার যোগ্যতা ও নিয়মাবলী", "শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থের অপরিহার্য্য যোগ্যতা ও নিয়মাবলী", "কেমন আছেন ?," "শ্রীবপের পত্রাবলি", "নববিধা ভক্তি", "আচরণ", "আনুগত্য," "সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই", "অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে", "শ্রীনিত্যানন্দ রায়", "শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ঘোর তর্কযুগে কি জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ?," "শ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলি", "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্", "শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের পরামর্শ-সভার সভ্যগণের নিকট শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের অভিভাষণ", "যুক্তি ও প্রীতি", "শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের জয়-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ", "গ্রন্থ ও নির্গ্রন্থ", "জগদ্গুরু শ্রীজাহ্নবা দেবী", "সরলতা ও বোকামি", "শ্রীউগ্রসেন ও শ্রীজীবসেন", "কৃতঘ্নের ও কৃতনিন্দা", "শ্রীচাঁদ বাউল", "শিখায়ে শরণাগতি কর হে উত্তম" "ভক্তবৎসল হরি ও প্রাণবল্লভ হরি", "দৃঢ়তা" প্রভৃতি প্রবন্ধ অনেক সত্যানুসন্ধিৎসু সাধকের নিকট হরিজনের বিশেষ সহায়ক বলিয়া সমাদৃত হইয়াছে।

আগামী বর্ষে যাহাতে আমরা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভক্তিসিদ্ধান্তের সার্ব্বভৌম শিষ্যবর শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগবর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অকৈতব সুদৃঢ় বাস্তব ভজন-লীলালোক-রশ্মির বিস্মরিত শক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়া 'গৌড়ীয়ে'র সেবায় অনাবিল বল লাভ করিতে পারি, তজ্জন্য বর্ষের উপসংহারে শ্রীশ্রীবৈষ্ণবকৃপা প্রার্থনা করিতেছি।

"সহায়ো মে মাস্তং বিতথমননী বৈষ্ণব-কৃপা।"

নবধা ভক্তি

উপসংহার

শ্রীনবধা-ভক্তিই সর্ব্বশাস্ত্রের সার বলিয়া শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ কীর্ত্তন করিয়াছেন। "অতোঽহমাত্মা এব ভক্তেঃ [illegible] (ভাঃ ৭।৫।২৩)—

> ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা
> ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।

শ্রবণকীর্ত্তনে—তদীয়-নামাদীনাং স্মরণক; পাদসেবনং—পরিচর্য্যা; অর্চ্চনং—বিধ্যুক্তপূজা; বন্দনং—নমস্কারঃ; দাস্যং—তদ্দাসোঽহমীত্যভিমানম্; সখ্যং—বন্ধুভাবেন তদীয়-হিতাশংসনম্; আত্মনিবেদনম্—গুরুপাদিষ্টানীতে স্বদেহাদি-সংস্কৃত তদেকভজনার্থং ক্ষেত্রস্থানীয়ে তদ্বিস্মর্পণং,—যত্র তদ্ভরণ-পালন-চিন্তাপি স্বয়ং ন ক্রিয়তে।"—(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ১৬৯ অনুচ্ছেদ)

অতএব এই ভক্তিই সর্বশাস্ত্রের সারস্বরূপে উক্ত হইয়াছে, "শ্রীভগবানের শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নবলক্ষণময়ী ভক্তি যদি কোনও পুরুষকর্তৃক শ্রীভগবানে অর্পিত হইয়া সাক্ষাদ্‌ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তিনিই উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছেন বলে করি।"

শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ তদীয় নামাদিবিষয়ে জ্ঞাতব্য; 'পাদসেবন' অর্থাৎ পরিচর্যা; 'অর্চন' অর্থাৎ বিধিক্রমে পূজা; 'বন্দন' অর্থাৎ নমস্কার; 'দাস্য' অর্থাৎ 'আমি তাঁহার দাস'—এইরূপ জ্ঞান; 'সখ্য' অর্থাৎ বন্ধুভাবে তাঁহার হিতকামনা; 'আত্মনিবেদন' অর্থাৎ বিক্রীত গো-অশ্ব প্রভৃতির ন্যায় স্বীয় দেহাদি-সমষ্টিকে একমাত্র তাঁহারই সেবার জন্য ক্রেতৃরূপ শ্রীভগবানে অর্পণ, ইহাতে নিজের ভরণপোষণের চিন্তা পর্যন্ত পরিত্যাগ।

প্রাচীন মহাজনগণ নবধাভক্তি-যাজনকারীর আদর্শরূপে নয়জন মহাভাগবতের নাম উল্লেখ করিয়াছেন,—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি-ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্তুতিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জুনঃ
সর্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্॥

(শ্রীপদ্যাবলী, ৪৩ শ্লোক; ভঃ রঃ সিঃ, পূঃ বিঃ, ২।১২৯; শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ১৬৯ অনুচ্ছেদ; চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৩১)

শ্রীভগবদ্বিষয়-শ্রবণে শ্রীপরীক্ষিৎ, কীর্তনে শ্রীশুকদেব, স্মরণে শ্রীপ্রহ্লাদ, পাদসেবায় শ্রীলক্ষ্মীদেবী, পূজায় শ্রীপৃথু, বন্দনে শ্রীঅক্রূর, দাস্যে শ্রীহনুমান্, সখ্যে শ্রীঅর্জুন ও সর্বস্বাত্মনিবেদনে শ্রীবলি প্রধান ছিলেন এবং ইহাদেরই বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি হইয়াছিল।

শ্রবণাখ্যভক্তির শ্রীশুকদেব মহারাজ শ্রীপরীক্ষিৎ শ্রীহরিকথাশ্রবণের যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্বিতীয়।

তং সোপযাতং প্রতিযন্ত বিপ্রা
গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ॥ (ভাঃ ১।১৯।১৫)

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ বলিতেছেন,—'হে ব্রাহ্মণগণ, আপনারা এবং শ্রীগঙ্গাদেবী সম্প্রতি আমাকে ভগবদর্পিতচিত্ত ও শরণাগত বলিয়া জানুন। এখন ব্রাহ্মণতনয়-প্রেরিত তক্ষকই হউক, বা কুহকই হউক, আমায় যেরূপ দংশন করুক; আপনারা শ্রীহরিকথা গান করুন।'

নৈবাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে।
পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজ-চ্যুতং হরিকথামৃতম্।

(ভাঃ ১০।১।১৩)

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীশুকদেবগোস্বামীকে বলিতেছেন,—'যদিও আমি (প্রায়োপবেশনার্থ) জলপান পর্যন্ত ত্যাগ করিয়াছি, তথাপি ভবদীয় শ্রীমুখপদ্মনিঃসৃত শ্রীকৃষ্ণলীলা-সুধারসধারা পান করার অত্যন্ত অসহনীয়া এই ক্ষুধা আমার শ্রবণের কোনও বিঘ্নোৎপাদন করিতে সমর্থ হইতেছে না।'

শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজ একমাত্র শ্রীভাগবত-কথা-শ্রবণেই সমগ্র জীবনীশক্তি-নিয়োগের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীহরিকথা-শ্রবণার্থ প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের যে বলিদান অর্থাৎ সমগ্র-জীবনীশক্তি-নিয়োগে যে অকাপট্য, তাহাই "শ্রবণাখ্য-ভক্তি"-রূপে কথিত হয়।

"কীর্তনাখ্য-ভক্তি"র শ্রীশুকদেব শ্রীল শুকদেব গোস্বামি-প্রভু ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হইয়াও মুনিবর্গ পরিত্যাগ-পূর্বক অনর্গল হরিকথা-কীর্তন-ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন,—

যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ
সংগীয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ।
তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং
কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ॥

(ভাঃ ১২।৩।১৫)

মহাজনগণ নিরন্তর সর্ববিঘ্নবিনাশন-স্বরূপ যে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত-মাহাত্ম্য-গীতি কীর্তন করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণে বিশুদ্ধ-ভক্তিকামী পুরুষ প্রত্যহ অনুক্ষণ তাহা শ্রবণ করিবেন।

শ্রীসূতগোস্বামি-প্রভু বলিতেছেন,—

তমেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তমেব সর্বশ্রবসো মহোৎসবম্।
তমেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমঃশ্লোকযশোঽনুগীয়তে।

(ভাঃ ১২।১২।৫০)

যাহাতে উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির যশঃ অনুক্ষণ কীর্ত্তিত হয়, তাহাই নবনবায়মানরূপে রুচিপ্রদ, রম্য, চিত্তমহোৎসবজনক ও শোকসমুদ্রবিনাশক হইয়া থাকে।

শরণাখ্যভক্তিগুরু শ্রীপ্রহ্লাদ সর্ব্বদা শ্রীভগবানের স্বাভাবিক স্মরণে তন্ময় থাকিতেন বলিয়া জাগতিক উপবেশন, পর্য্যটন, ভোজন, পান, শয়ন, কথোপকথন প্রভৃতি প্রাকৃত বিষয়ের কিছুই জানিতে পারিতেন না। তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভাব-বিহ্বলচিত্তে কখনও রোদন, কখনও হাস্য, কখনও আনন্দ-প্রকাশ, কখনও বা গান করিতেন। কখনও শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিয়া উৎকণ্ঠাবশে লম্ফ করিতেন, কখনও আনন্দা-তিশয্যে বিলম্ফ হইয়া নৃত্য করিতেন, কোন সময় শ্রীভগবৎ-চিন্ময় হইয়া তন্ময়তা-লাভে বিভোর হইতেন ও শ্রীহরির লীলানুকরণ করিতেন। কখনও শ্রীভগবৎ-পাদিপদ্মলাভে আনন্দময় হইয়া পুলকিত ও স্থিরপ্রেমজন্য ঈষন্নিমীলিত নয়নে আনন্দাশ্রুসিক্ত হইয়া নিস্তব্ধ হইতেন। তিনি অকিঞ্চন শ্রীভগবদ্ভক্ত-সঙ্গ-প্রভাবে উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের শ্রীপাদ-পদ্মসেবায় সর্ব্বদা পরমানন্দিত হইয়া দুঃসঙ্কল্পিষ্ট দীনজনের মনে শ্রীভগবন্নিষ্ঠা বিধান করিতেন। বিষ্ণুবিদ্বেষী হিরণ্য-কশিপুর অশেষ নির্য্যাতন ও হত্যা করিবার শত শত চেষ্টাও শ্রীপ্রহ্লাদের কিছুই করিতে পারে নাই।

পরে ব্রহ্মণ্যনির্দ্দেশে ভগবত্যখিলাত্মনি।
নৃসিংহভূতেঽদ্ভুতভীমবিক্রমে তথাসুরেন্দ্রঃ সকুলং জিঘাংসয়া॥

(ভাঃ ৭।৪।৩১)

পুণ্যবর্জ্জিত ব্যক্তির যাবতীয় সৎকার্য্য যেরূপ ব্যর্থ হইয়া যায়, তদ্রূপ নির্ব্বিকার, সর্ব্বাদির দ্বারা অনির্দ্দেশ্য, জগদাত্মা পরমেশ্বরে শ্রীপ্রহ্লাদের মন সংযুক্ত থাকায় তাঁহার উপর ঐ-সকল রাক্ষস যত প্রহার করিতে লাগিল, তাহা সমস্তই নিষ্ফল হইয়া গেল।

যখন পর্ব্বতশিখরসদৃশ দিগ্‌গজগণ মিলিত হইয়া বালক শ্রীপ্রহ্লাদকে তুতলে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তখন শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রীগোবিন্দকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র হস্তি-দন্ত শ্রীপ্রহ্লাদের বক্ষঃস্থলে বিশীর্ণ হইয়া গেল। তখন শ্রীপ্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুকে বলিতে লাগিলেন,—

হত্বা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ
শীর্ণা ন মে তে ন বলং মমৈতৎ।
মদাশ্রিতং পাপবিনাশনোঽহরঃ
জনার্দ্দনানুস্মরণানুভাবঃ॥

(বিষ্ণুপুরাণ, ১।১৭।৪৪)

'পিতঃ! আপনি দেখিতেছেন, কুলিশাগ্রের ন্যায় কঠিন গজদন্তসকল যে আমার শরীরে ভগ্ন হইয়া গেল, তদ্বিষয়ে আমার কোন শক্তি নাই, পরন্তু যিনি মহাবিপদ্ ও মহা-বিপদের মূল মহাপাপরাশি ধ্বংস করিয়া থাকেন, তাঁহারই স্মরণ-প্রভাবে আমার ঈদৃশ অদ্ভুত প্রভাব দৃষ্ট হইতেছে।'

শ্রীবিষ্ণুপুরী গোস্বামিপাদ স্মরণাখ্য-ভক্তির প্রমাণরূপে যে-সকল শ্রীভাগবত-বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্লোক বিধি ও রাগময়ী স্মরণাখ্যভক্তির নিদর্শনরূপে উদ্ধৃত হইতেছে।

শ্রীশুকদেব গোস্বামি-প্রভু বলিতেছেন,—

এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্ম্মপরিনিষ্ঠয়া।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ॥

(ভাঃ ২।১।৬)

স্বধর্ম্মে বিশেষ নিষ্ঠাপূর্ব্বক সাংখ্যজ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগ এতদুভয়দ্বারা যে শ্রীনারায়ণস্মরণ তাহাতেই পুরুষের লাভ। কিন্তু জন্মের অন্তেও শ্রীনারায়ণস্মৃতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্যবস্তু। অতএব তাহার মহিমা বলিয়া শেষ করা যায় না।

শ্রীসূতগোস্বামি-প্রভু বলিতেছেন,—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥

(ভাঃ ১২।১২।৫৫)

শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দযুগলস্মৃতি মানবগণের অশুভ বিনাশ, চিত্তশুদ্ধি, শ্রীহরিভক্তি, বিজ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান ও মঙ্গল বিস্তার করিয়া থাকে।

শ্রীসূতগোস্বামি-প্রভু বলিতেছেন,—

বিদ্যাতপঃ প্রাণনিরোধমৈত্রী
তীর্থাভিষেকব্রতদানজপ্যাঃ।
নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা
যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে॥

(ভাঃ ১২।৩।৪৮)

ভগবান্ শ্রীহরি হৃদয়স্থ হইলে অন্তরাত্মা যেরূপ বিশুদ্ধি লাভ করে, দেবতারাধন, তপস্যা, প্রাণায়াম, প্রাণিহিতাকাঙ্ক্ষা, তীর্থস্নান, ব্রত, দান এবং জপদ্বারা তাদৃশ বিশুদ্ধি লাভ হয় না।

শ্রীশুকদেবগোস্বামি-প্রভু বলিতেছেন,—

আস্থিতা তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥

(ভাঃ ১০।৮২।৪৮)

কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের পর বিরহবিধুরা গোপীগণ এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—"হে নলিননাভ শ্রীকৃষ্ণ, আপনার শ্রীপাদপদ্মযুগল অগাধ-বোধ-বিশিষ্ট ব্রহ্মাদি যোগেশ্বরগণও সর্ব্বদা হৃদয়ে ধ্যান করিয়া থাকেন এবং উহা সংসার-কূপ-পতিত জীবগণের উত্তরণাবলম্বন-স্বরূপ। গৃহ-সেবিনী আমাদিগের চিত্তে সর্ব্বদা আপনার শ্রীচরণযুগল আবির্ভূত থাকুক।"

শ্রীপাদসেবনার্থা-ভক্তির শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীলক্ষ্মীদেবী ভগবান্ শ্রীপ্রদ্যুম্নকে বলিতেছেন,—

মৎপ্রার্থনেহজেশসুরাসুরাদয়-
স্তপ্যন্ত উগ্রং তপ ঐন্দ্রিয়ধিয়ঃ।
ত্বতে ভবৎপাদপরায়ণায় মাং
বিধেহ্যকল্পস্পৃহয়া যতোঽজিত॥ (ভাঃ ৪।১৮।২২)

"হে অজিত, ইন্দ্রিয়সুখভোগবিষয়ে আধিষ্টচিত্ত ব্রহ্মা, রুদ্র, অন্যান্য দেবতা ও অসুরগণ আমাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য উগ্র তপস্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু ভবদীয় পাদানুরক্তি ব্যতীত তাঁহারা আমার কটাক্ষবিলসিত ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারেন না, যেহেতু আপনাতেই আমার হৃদয় নিহিত রহিয়াছে। অতএব আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মসেবাপরায়ণ ভক্তকেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি, অপরে আমার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারে না।"

শ্রীশুকদেবগোস্বামি-প্রভু বলিতেছেন,—

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্॥ (ভাঃ ১০।১৪।৫৮)

যে-সকল ব্যক্তি পবিত্র-কীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের শিব-ব্রহ্মাদিমহদ্-গণের আশ্রয়ভূত শ্রীপাদপল্লব-তরণি সমাগ্ভরসে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই ভবসমুদ্র গোষ্পদতুল্য। তাঁহাদের পরমপদে গতি হয়। বিপদের আশ্রয়ভূত কোন স্থান তাঁহাদের জন্য নহে।

শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছিলেন,—

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বাঽন্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥

(ভাঃ ১০।১৪।৩০)

হে নাথ, অতএব আমি এই ব্রহ্মজন্মেই হউক, কিংবা পশু-পক্ষী প্রভৃতি জন্মেই হউক, যাহাতে আমি ভবদীয় ভক্ত-গণের অন্যতমরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার শ্রীপাদপল্লব সেবা করিতে পারি, আমার তাদৃশ সৌভাগ্য লাভ হউক।

অর্চ্চনাখ্য ভক্তির শিক্ষকবর মহারাজ শ্রীপৃথু দেবর্ষি, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, পন্নগ, কিন্নর, অপ্সরা, যক্ষ, খগ ও অন্যান্য বহুবিধ প্রাণী এবং শ্রীবিষ্ণুর পার্ষদগণকে যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর সদৃশীয় বস্তুজ্ঞানে চিত্ত, অঞ্জলি ও ভক্তিদ্বারা তাঁহাদের যথাযোগ্য পূজা করিয়াছিলেন।

শ্রীপৃথুমহারাজ বলিতেন,—

অহো মমামী বিতরন্ত্যনুগ্রহং
হরিং গুরুং যজ্ঞভুজামধীশ্বরম্।
স্বধর্ম্মযোগেন যজন্তি মামকা
নিরন্তরং ক্ষৌণিতলে দৃঢ়ব্রতাঃ॥

(ভাঃ ৪।২১।৩৬)

এই ভূমণ্ডলে আমার যে-সকল প্রজা দৃঢ়ব্রত হইয়া যজ্ঞভুক্ দেবগণের অধীশ্বর জগদ্গুরু শ্রীহরিকে আরাধনা করেন, অহো! তাঁহারাই আমার প্রতি কৃপা বিতরণ করিয়া থাকেন।

শ্রীপৃথুমহারাজ বলিতেছেন,—

অথনা অপি তে ধন্যাঃ সাধবো গৃহমেধিনঃ।
যদ্গৃহা হ্যর্হবর্য্যাম্বু-তৃণ-ভূমীশ্বরাবরাঃ॥
ব্যালালক্ষ্যা বৈ ভবৎপ্যরিজ্ঞাখিলসম্পদঃ।
যদ্গৃহাস্তীর্থপাদীয়-পাদতীর্থবিবর্জ্জিতাঃ॥

(ভাঃ ৪।২৯।১০-১১)

হে (শ্রীসনৎকুমারাদি) মহাভাগবতগণ! যাঁহাদের গৃহে আপনাদের ন্যায় পূজ্যতম সাধুগণের সেবাযোগ্য জল, তৃণ, ভূমি, গৃহস্থামী ও ভৃত্যাদি সেবা-সম্ভার বর্ত্তমান থাকে, তাঁহারাই প্রকৃত গৃহস্থ ও নির্ধন হইলেও ধন্য। যে-সকল গৃহ তীর্থপাদ মহাভাগবতগণের পাদোদকবর্জ্জিত, সেইসকল গৃহ অখিল সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইলেও সর্পগণের আবাসস্থান বৃক্ষসদৃশ মৃত্যুভয়গ্রস্ত।

শ্রীপৃথু মহারাজ শ্রীসনৎকুমারকে বলিতেছেন,—

প্রায়েণ ভূতা ভূরীশ মুহ্যন্তি সম্পরিগ্রহাঃ।
বাঢ়ং বলং মহী কোষ ইতি সর্ব্বং নিবেদিতম্॥

(ভাঃ ৪।২২।৪৪)

হে ব্রহ্মন্, ভৃত্য রাজাকে তাঁহার সেবার নিমিত্ত যেরূপ তাম্বূলাদি প্রদান করে, তদ্রূপ আমিও প্রাণ, পুত্র, পরিবার ও পরিচ্ছদাদির সহিত পুর, রাজ্য, সেনা ও পৃথিব্যাদি যাবতীয় বস্তু আপনাকে নিবেদন করিতেছি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক অঙ্গীকার করুন।

বন্দনাখ্যভক্তির শ্রেষ্ঠদেব শ্রীঅক্রূর। তিনি শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন করিবার জন্য কংসকর্ত্তৃক শ্রীগোকুলাভিমুখে প্রেরিত হইয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন,—

মমাদ্যৈবশুভং নষ্টং ফলবাংশ্চৈব মে ভবঃ।
যদ্নমস্তে ভগবতো যোগিধ্যেয়াঙ্ঘ্রি-পঙ্কজম্॥

(ভাঃ ১০।৩৮।৬)

অদ্য আমার সমস্ত অমঙ্গল নষ্ট হইল, জন্মগ্রহণ সার্থক হইল, যেহেতু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যোগিজনচিন্তনীয় চরণকমলে প্রণত হইতে পারিব।

শ্রীঅক্রূর আরও বলিয়াছিলেন,—"আমি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনমাত্রেই রথ হইতে অবতরণ করিয়া যোগিগণ আত্মজ্ঞান-লাভের জন্য যাহা চিত্তে ধারণ করেন, সেই শ্রীপদকমলে নিশ্চয়ই প্রণত হইব এবং তাঁহাদিগের সহিত বনচর গোপাল-গণকেও প্রণাম করিব।"

সাষ্টাঙ্গ প্রণামাদিদ্বারা "বন্দনাখ্যভক্তি" যাজিত হয়। মানব বিপুল দাস্য করিবার জন্য সাষ্টাঙ্গ প্রণত হয়, কিন্তু কৃষ্ণদাস্য লাভ অর্থাৎ কৃষ্ণকাম-চরিতার্থ করিবার জন্য যে আর্ত্তির সহিত সাষ্টাঙ্গ প্রণতি, তাহাই 'বন্দন'। যে স্থানে কর্ণ বধির, জিহ্বা অনাদৃ, চিত্ত বিক্ষিপ্ত, সে স্থানে বন্দন অর্থাৎ সাষ্টাঙ্গ প্রণামাদির দ্বারা শ্রীভগবানের ভজন হইতে পারে। অন্তরাবস্থায় সন্ন্যাসাশ্রমী থাকিয়াও শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীচরণে প্রণত থাকা যায়। অন্ততঃ তিনবার, যদি সৌভাগ্য হয়, তবে ইষ্টদেবের লীলাস্থান শ্রীভগবদ্ধামে নিয়ম করিয়া শত সহস্র বা ত্রিসহস্রবার প্রণামের দ্বারা 'বন্দনাখ্য-ভক্তি' যাজিত হয়। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভু নিয়ম করিয়া প্রত্যহ অপতিতভাবে স্বীয় ইষ্টযুগলকে সহস্র দণ্ডবৎ ও দুই সহস্র বৈষ্ণবকে প্রণাম করিতেন—

সহস্র দণ্ডবৎ করে, লয় লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবের নিত্য পরণাম॥

(চৈঃ চঃ আঃ ১০।৯৯)

দাস্যভক্তির শিক্ষক শ্রীহনুমান্। শ্রীরামায়ণে শ্রীহনুমানের উক্তি—

দাসোঽহং কোশলেন্দ্রস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
হনুমানিতি মাং প্রাহুঃ নিহন্তা মারুতাত্মজঃ॥

(শ্রীরামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড, ৩২।৩৪)

আমি অক্লিষ্টকর্ম্মা কোশলরাজ শ্রীরামের দাস হনুমান্, আমি শত্রুসৈন্যসংহারী পবননন্দন।

শ্রীকপিপতির এই দাস্যাভিমানে যে গৌরব, তাহা কোটি কোটি ব্রহ্মানন্দকেও ধিক্কার দিতেছে। শ্রীল সনাতনগোস্বামি-প্রভু 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে' বলিয়াছেন,—

"স্বামিন্! কপিপতির্দ্ধন্য" ইত্যাদিবচনৈঃ খলু।
প্রসিদ্ধো মহিমা তস্য দাস্যস্যৈব প্রভোঃ কৃপা॥
যদ্যপ্যসৌ লব্ধবরো বিভোর্দাশরথেস্তদা।
নৈচ্ছন্ মোক্ষং বিনা দাস্যং তস্মৈ হনুমতে নমঃ॥

(বৃঃ ভাঃ, ১ম খণ্ড, ৪।৪২-৪৩)

"কপিপতি শ্রীহনুমান্ শ্রীভগবদ্ধামে প্রসিদ্ধ"—ইত্যাদি বাক্যদ্বারা নিশ্চয়ই শ্রীহনুমানের মহিমা প্রসিদ্ধ হইয়াছে। দাস্যই প্রভুর কৃপা, স্মরণ অপেক্ষাও দাস্য শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে রঘুপতির সাক্ষাৎ তাদৃশী সেবা আরও প্রশংসনীয়। স্মরণ প্রায়ই অপ্রত্যক্ষ কার্য্য, আর দাস্য সাক্ষাৎ সেবা। এইজন্য স্মরণাখ্যভক্তির শিক্ষক শ্রীপ্রহ্লাদ আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া শ্রীহনুমান্‌কে স্তব করিয়া বলিয়াছেন,—"যে শ্রীহনুমান্ দাশরথি শ্রীবিষ্ণুর নিকট যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ দাস্যবর্জ্জিত মোক্ষও অভিলাষ করেন নাই, আমি সেই শ্রীহনুমান্‌কে নমস্কার করি।

শ্রীনারদ শ্রীহনুমানের মহিমা-বর্ণনমুখে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছেন,—

সত্যমেব ভগবৎকৃপাভর-
স্তাস্পদং নিরুপমং ভবান্ পরম্।
যো হি নিত্যমহহো! মহাপ্রভো-
শ্চিত্রচিত্রভজনামৃতার্ণবঃ॥
দাসঃ সখা বাহনমাসনং ধ্বজ-
শ্ছত্রং বিতানং ব্যজনঞ্চ সংস্তবী।
মন্ত্রী ভিষক্পুরোধপতিঃ সহায়-
শ্রেষ্ঠো মহাকীর্ত্তিবিবর্দ্ধনশ্চ।
সমর্পিতাত্মা পরমপ্রসাদভূ-
স্তদীয়সৎকীর্ত্তিকথৈকজীবনঃ।
তদাশ্রিতানন্দবিবর্দ্ধনঃ সদা
মহত্তমঃ শ্রীপরুড়াদিতোঽধিকঃ॥
অহো! ভবানেব বিশুদ্ধভক্তিমান্
পরং ন সেবাসুখতোঽধিমন্যতে।
ইমং প্রভুং বাচমুদারশেখরং
জগাদ ভক্তগণপ্রমোদিনীম্।
ভববন্ধছিদে তস্য স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে॥
—(শ্রীঃ ভাঃ, ১ম খণ্ড, ৪।৫০-৫১)

অহো! যে-আপনি নিরন্তর মহাপ্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অতি বিচিত্র সেবামৃতের মহাসমুদ্র, সেই আপনি সত্যই শ্রীভগবানের অতিশয় অনুগ্রহের নিরুপম প্রধান পাত্র। আপনিই প্রভুর দাস, সখা, বাহন, আসন, ধ্বজ, ছত্র, চন্দ্রাতপ, ব্যজন, স্তুতিপাঠক, মন্ত্রী, চিকিৎসক, পরম যোদ্ধা, শ্রেষ্ঠ সহায়, মহাকীর্ত্তিবর্দ্ধক, সমর্পিতাত্মা, পরম-প্রসাদ-প্রাপ্ত, তদীয় সৎকীর্ত্তিকথারূপ-জীবনধারী, নিরন্তর তদাশ্রিতজনের আনন্দবর্দ্ধক, মহত্তম এবং শ্রীগরুড়াদি হইতেও শ্রেষ্ঠ। অহো! আপনি সেবাসুখ অপেক্ষা অন্য কিছুই অধিক মনে না করিয়া উদারশিরোমণি প্রভুর প্রতি এইরূপ ভক্তানন্দ-দায়ক বাক্য বলিয়াছিলেন,—"যে প্রভো! 'আপনি স্বামী ও আমি দাস' এই জ্ঞান যেস্থানে বিলুপ্ত হয়, তাদৃশী মুক্তি ভববন্ধবিনাশিনী হইলেও আমি তাহার স্পৃহা করি না।

শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভু—যিনি পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কেবলাদ্বৈত-সিদ্ধান্তপর শাঙ্করভাষ্যসমন্বিত বেদান্ত-শ্রবণের পরামর্শ দিয়াছিলেন,—তিনিই শ্রীগৌরকৃপোদ্ভাসিত হইবার পরে দাস্যভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন,—

ন বয়ং কবয়ো ন তার্কিকা
ন চ বেদান্তনিতান্তপারগাঃ।
ন চ বাগ্মিনিবারকাঃ পরং
কপটাভীরকিশোরকিঙ্করাঃ॥
(শ্রীপদ্যাবলী, ৭২ শ্লোক)

আমরা কবি নহি, তর্কশাস্ত্রনিপুণ নহি, কেবলাদ্বৈতবাদ-নিরতবেদান্তশাস্ত্রনিপুণ নহি অথবা বাগ্মীর পরাজয়কারীও নহি, আমরা কেবলমাত্র কপট শ্রীগোপকিশোরের দাস।

জ্ঞানী ভক্ত শ্রীদুর্ব্বাসাও বলিয়াছেন,—

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে॥
(ভাঃ ৯।৫।১৬)

যাঁহার শ্রীনামমাত্রশ্রবণে জীব নির্ম্মল হয়, সেই তীর্থপাদ শ্রীভগবানের দাসগণের অসাধ্যই বা কি আছে?

দাস্য অপেক্ষাও সখ্যের শ্রেষ্ঠতা। এজন্য দাস্যভক্তির গুরু শ্রীহনুমান্ সখ্যভক্তির মহাজন শ্রীঅর্জ্জুনাদি পাণ্ডবগণের সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

স বেষাং বাল্যতস্তদ্বিষাত্মাপদ্গণেরণাৎ।
ধৈর্য্যং ধর্ম্মং যশো জ্ঞানং ভক্তিং প্রেমাপাদর্শয়ৎ॥
সারথ্যং পার্ষদত্বঞ্চ সেবনং মন্ত্রিতূতয়ে।
বীরাসনাযুসয়নে চক্রে স্তুতিনতীরপি॥
কিংবা সস্নেহকার্য্যাণ্যেষাং নাচরতি প্রভুঃ।
সেবা সখ্যং প্রিয়ত্বঃ তদ্গোহস্তং ভাতি মিশ্রিতম্॥
(শ্রীঃ ভাঃ, ১ম খণ্ড, ৪।৫৬-৫৮)

প্রভু শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকাল হইতে পাণ্ডবগণের সম্বন্ধে দুর্য্যোধন-প্রবৃত্তি-কৃত বিষপ্রদানাদি বিবিধ বিপদের সঞ্চার-দ্বারা জগতে তাঁহাদের ধৈর্য্য, ধর্ম্ম, যশঃ, জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম প্রচার করিয়াছেন এবং স্বয়ং তাঁহাদের সারথ্য, পার্ষদত্ব, সেবা, মন্ত্রিত্ব, দৌত্য, খড়্গহস্তে রাত্রিজাগরণ, অনুগমন, স্তুতি ও প্রণাম করিয়াছেন। সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণ স্নেহবিহ্বল হইয়া পাণ্ডবগণের জন্য কিনা করিয়াছেন? অতএব সেখানে সেবা, সখ্য ও প্রিয়ত্বভাব—এই তিনই পরস্পর মিশ্রিতরূপে শোভা পাইতেছে।

শ্রীবলিমহারাজের আত্মনিবেদনের লিঙ্গক। অর্পণ ও আত্মনিবেদনের মধ্যে পার্থক্য আছে। অর্পণে নিজের চিন্তা, কর্তৃত্বাভিমান বা অস্মিতা আছে, পরে কলটী কৃষ্ণকে দিবার চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু আত্মনিবেদনে নিজের অস্মিতা নাই। আত্মনিবেদনের পৃথক্ তত্ত্বিল নাই, কিন্তু অর্পণের পৃথক্ তত্ত্বিল আছে। আত্মনিবেদন ভক্তি, কিন্তু অর্পণটী সাক্ষাৎ ভক্তি নহে।

শ্রীগৌরজনগণ শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলকে নবধা ভক্তির পীঠ-স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের শ্রীসীমন্তদ্বীপ 'শ্রবণ', শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ 'কীর্ত্তন', শ্রীমধ্যদ্বীপ 'স্মরণ', শ্রীকোলদ্বীপ 'পাদসেবন', শ্রীঋতুদ্বীপ 'অর্চ্চন', শ্রীজহ্নুদ্বীপ 'অভিবন্দন', শ্রীমোদ্রুম-দ্বীপ 'দাস্য', শ্রীরুদ্রদ্বীপ 'সখ্য' ও শ্রীঅন্তর্দ্বীপ 'আত্মনিবেদনাখ্য'-ভক্তির পীঠস্থান।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন মহাজনের শ্লোকের তাৎপর্য্যানুসরণে শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের বিভিন্ন দ্বীপে নবধা-ভক্তির আশ্রয় ও উপাস্যবিগ্রহগণের সেবাপ্রকাশের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। শ্রবণাখ্যভক্তিপীঠ শ্রীসীমন্তদ্বীপে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভাগবত-গাথা-কীর্ত্তনরত শ্রীশুকদেব-গোস্বামী, কীর্ত্তনাখ্যভক্তিপীঠ শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে শ্রবণকারী শ্রীসূতগোস্বামী ও কীর্ত্তনকারী শ্রীশুকদেব গোস্বামী, স্মরণাখ্যভক্তিপীঠ শ্রীমধ্যদ্বীপে আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীপ্রহ্লাদ ও ভক্তপাল বিষয়-বিগ্রহ শ্রীনৃসিংহদেব; পাদসেবনাখ্যভক্তিপীঠ শ্রীকোলদ্বীপে আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীলক্ষ্মীদেবী ও বিষয় বিগ্রহ শ্রীশেষশায়ী বিষ্ণু; অর্চ্চনাখ্য-ভক্তিপীঠ শ্রীঋতুদ্বীপে শ্রীপৃথু মহারাজ ও তাঁহার উপাস্য ভগবান্ শ্রীসনৎকুমার বা শ্রীবিষ্ণু, বন্দনাখ্য-ভক্তিপীঠ শ্রীজহ্নুদ্বীপে আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীঅক্রূর ও বিষয় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ, দাস্যভক্তিপীঠ শ্রীমোদ্রুমদ্বীপে আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীহনুমান্ ও বিষয়-বিগ্রহ শ্রীরামচন্দ্র; সখ্যভক্তিপীঠ শ্রীরুদ্রদ্বীপে গৌরব-সখ্যের আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীঅর্জ্জুন ও বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ; অথবা আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীনীললোহিতাদি একাদশ রুদ্রগণ ও বিষয়-বিগ্রহ শ্রীসঙ্কর্ষণদেব, অথবা শ্রীগৌরলীলায় আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীরাধব গোপাল ও বিষয়-বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু; আত্ম-নিবেদনাখ্য-ভক্তিপীঠ শ্রীঅন্তর্দ্বীপে আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীবলি মহারাজ ও বিষয়-বিগ্রহ শ্রীবামনদেব; অথবা পূর্ণতম সর্ব্বাত্মসমর্পণের আশ্রয়-বিগ্রহ-শিরোমণি সাধবরণ শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী ও বিষয়-বিগ্রহ শ্রীরাধামাধব; অথবা শ্রীগৌর-লীলায় আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামিপ্রভু-শ্রীরূপানুগ-সরস্বতী-পুরী প্রমুখ শ্রীগৌরনিজজনগণ ও বিষয়-বিগ্রহ শ্রীরাধা-মাধবমিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর নিত্য বিরাজিত। শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের বিভিন্ন দ্বীপে এইরূপ একটি বিশেষ ভক্ত্যঙ্গ অকপট শ্রদ্ধার সহিত যাজন করিলে তদ্দ্বারা অচিরেই প্রেমসিদ্ধি লাভ করা যায়।

শ্রবণাদি নবলক্ষণা ভক্তিদ্বারা শ্রীভগবানে অর্থাৎ শ্রীভগবদ্-বিষয়ে সাক্ষাদ্ভাবে অর্থাৎ কর্ম্মজ্ঞানাদি পরম্পরা ব্যতীত অনুষ্ঠিত হয়, তন্মধ্যেও বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্যই অনুষ্ঠিত হয়, তবেই তাহা সর্ব্বোত্তম বলিয়া পরিগণিত হয়। 'নবলক্ষণা' অর্থে নয়টির সমষ্টি আবশ্যক হয় না। যেহেতু পৃথগ্ভাবে এক অঙ্গদ্বারাই সাধ্যবিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধির কথা শ্রুত হইয়া থাকে।

কোন কোন স্থলে এক অঙ্গের সহিত অন্য অঙ্গের মিশ্রণ সাধকের শ্রদ্ধা ও রুচির পার্থক্যবশতঃ দৃষ্ট হয়। ভক্তির অন্যান্য অঙ্গসমূহকে নবধাভক্তির একটিরই অন্তর্ভুক্ত করিয়া ইহার নবলক্ষণত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে।

প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দদাস কবিরাজ মহাশয়ের একটি প্রাচীনপদ গীত হইয়া থাকে,—

ভজহুঁ রে মন, শ্রীনন্দ-নন্দন,
অভয়-চরণারবিন্দ রে।
দুর্ল্লভ মানব, জনম সৎসঙ্গ,
তরহ এ ভবসিন্ধু রে॥
শীত আতপ, বাত বরিষণ,
এ দিন-যামিনী জাগি' রে।
বিফলে সেবিনু, কৃপণ দুরজন,
চপল সুখ-লব লাগি' রে॥
এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন,
ইথে কি আছে পরতীতি রে।
কমল-দল-জল, জীবন টলমল,
ভজহুঁ হরিপদ নিতি রে॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন,
পাদসেবন, দাস্য রে।
পূজন, সখীজন, আত্মনিবেদন,
গোবিন্দদাস অভিলাষ রে॥

ডিসেম্বর তারিখে বাবু পরমানন্দ ও বাবু বৃন্দবিহারী সাহা বাদীদ্বয় মহামান্য হাইকোর্টে এক স্বত্বের মোকদ্দমা উপস্থিত-ক্রমে জানাইয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী শ্রীবিগ্রহগণ গৌড়ীয়মিশনের যাবতীয় সম্পত্তির একমাত্র স্বত্বাধিকারী এবং প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামিমহারাজ গুরীয় ১৩২০ সনের ১৮ই মে তারিখের সম্পাদিত উইল দ্বারা উক্ত বাদীদ্বয় ও ১নং বিবাদীকে উক্ত শ্রীবিগ্রহগণের সেবাইত নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন।

উক্ত মোকদ্দমা-সংক্রান্ত গৌড়ীয়মিশনের যাবতীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ জন্য একজন রিসিভার আদালত-কর্ত্তৃক নিযুক্ত হওয়ার প্রস্তাব উপস্থিত হইলে গৌড়ীয়মিশন একটী প্রগতিশীল সন্ন্যাস প্রতিষ্ঠান, জগতের পারমার্থিক কল্যাণ-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন এবং ভারতের সর্ব্বত্র ও বিলাতে পর্য্যন্ত মঠ পরিচালিত হইতেছে জানিয়া মহামান্য হাইকোর্টের সুযোগ্য বিচারপতি বাহিরের কোন ব্যক্তিকে রিসিভার নির্ব্বাচন না করিয়া বাদীর সম্মতিমতে গৌড়ীয়মিশনের প্রেসিডেন্ট ও আচার্য্য শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামি-ঠাকুরকে বিগত ২৩।৮।৪১ তারিখে রিসিভার নিযুক্ত করিয়াছেন। যে মহাপুরুষের আনুগত্য বরণ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটী জগতের প্রকৃত কল্যাণসাধনের প্রয়াস পাইতেছে, তাঁহার কৃপাকটাক্ষে রিসিভারের কার্য্য যে অতি সুন্দররূপে পরিচালিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মহামান্য হাইকোর্টের এইরূপ সুনির্ব্বাচন ভূয়সী প্রশংসার যোগ্য, সন্দেহ নাই।

গৌড়ীয়মিশনের সেক্রেটারী (২নং বিবাদী) উক্ত মোকদ্দমায় এক দরখাস্ত দাখিলক্রমে দৃঢ়রূপে জানাইয়াছেন যে, শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারিত উইলের সর্ত্তানুসারে বাদীদ্বয় কখনও সেবাইত নিযুক্ত হয় নাই। অতএব তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন যে, উক্ত বিষয় বিচারের জন্য এক 'ইস্যু' ধার্য্য করা হউক। এই বিষয় বিগত ৮।৭।৪১ তারিখে আদালত-সমক্ষে উপস্থিত হইলে বাদি-পক্ষের ব্যারিষ্টার মিঃ এস্, বাস (বৃন্দ বাবুর ভ্রাতা) সম্মুখের টেবিলে বহু আইনের পুঁথি রাখিয়া ও তাহা ঘাটিয়া প্রচার করেন যে, বাদিগণ শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক মৌখিকভাবে সেবাইত নিযুক্ত হয়, তাহা বহু দলিলে উল্লিখিত এবং উইলেও তাহা প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু মহামান্য হাইকোর্টের সুবিজ্ঞ বিচারপতি যখন উক্ত কৌঁসুলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার উক্তিসমূহ বাদীর আরজির কোন দফায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে ?" তাহাতে সেই কৌঁসুলীটী যেন অগাধ জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন, কোন স্থানে দাঁড়াইবার সুবিধা না পাইয়া অবশেষে বলিতে বাধ্য হইলেন—'Then, my Lord, I shall amend the plaint' অর্থাৎ আমি আরজিটী পরিবর্ত্তন করিয়া নিব। তাঁহার ঐরূপ অবস্থা দর্শনে ও বক্তৃতা-ভঙ্গী শ্রবণে আদালতে উপস্থিত তাঁহার সমব্যবসায় ব্যারিষ্টারগণ হাস্য সংবরণ করিতে পারেন নাই। এমন সময় সেইদিনের জন্য আদালত উঠিয়া গেলে উক্ত কৌঁসুলী সাহেব হাঁপ ছাড়িয়া বলিলেন। তৎপর-দিন সেই বুদ্ধিমান্ যুবকটী আর এইরূপ দুরূহ কার্য্যে অগ্রসর হন নাই, তৎপরিবর্ত্তে এক সুযোগ্য ব্যারিষ্টার উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ সেবাইতগণকে মৌখিকভাবে নিযুক্ত করিয়াছেন উল্লেখ করতঃ আরজি সংশোধন করা নিতান্ত প্রয়োজন, ইহা আদালতের নিকট নিবেদন জ্ঞাপন করেন। তদনুসারে আদালত বাদি-পক্ষের প্রার্থিত আরজি-সংশোধন-দরখাস্ত দাখিল জন্য দশদিনের সময় মঞ্জুর করেন এবং বর্ত্তমান মোসনের খরচ বাদিগণ-বিরুদ্ধে ডিক্রি প্রদান করেন।

লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা [তারের সংবাদ]—Lucknow 16 Sundaranandaji Dacca Wari Srivigrahas Installation Ceremony Celebrated Successfully.—PRADIPTIRTHA.

মুদ্রাকর-প্রমাদ—৪৩শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে'র ৭১৬ পৃষ্ঠার 'দশমূল-নির্য্যাস' প্রবন্ধের ১ম স্তম্ভের ৭ম পংক্তিতে 'তৎপ্রীতিম্' স্থলে 'যৎপ্রীতিম্' ও 'জনান্' স্থলে 'চরো' এবং 'গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ' স্থলে 'গৌরচন্দ্রং ভজে তম্' বসিবে। ৪৮শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে'র 'দৃঢ়তা' প্রবন্ধের ৭৪৭ পৃঃ ২য় স্তম্ভের পরিশেষে "শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীশ্রীগুরুনিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্ম দৃঢ় করিয়া ধারণ করিতে বলিয়াছেন,—'হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধা-কৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়।'" —এই অংশটী ছাড় পড়িয়াছে। ৪৯শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে'র মুখপত্রে ১০ম পংক্তিতে "শ্রীশ্রীমধুসূদন-গোবর্দ্ধন," স্থানের পরে "শ্রীশ্রীজগন্নাথ-গোবর্দ্ধন" নামটী বসিবে।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত হইবার যোগ্যতা ও নিয়মাবলী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ সংখ্যার পর]

১০৫। কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ ভক্তবর জাগরিত হইয়া পুনর্ব্বার নিজ প্রভুকে সন্দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া নয়ন উন্মীলন করিবেন। কিন্তু আর তাঁহাকে না দেখিয়া অনবরত অশ্রুমোচন করিতে থাকিবেন। তখন মনে করিবেন,—"আমি কি ইহা স্বপ্ন দেখিলাম?—না না, স্বপ্নাদিও বা নয়নকালুষ্য ত' নাই। ইহা কি মায়া?—না না, এতাদৃশ আনন্দ কখনও মায়িক হইতে পারে না। ইহা কি আমার চিত্তের ভ্রমময়ী কোন বৃত্তি?—না না, ভ্রমবিক্ষেপাদির ত' অনুভব হইতেছে না। অথবা ইহা আমার মনোরথ-পরিপাক-প্রাপ্ত বস্তুবিশেষ?—না না, উদৃশ পদার্থের সীমাও মনোরথে আরোহণ করিতে পারে না। অথবা ইহা কি কৃতিলব্ধ ভগবৎসাক্ষাৎকার?—না না, এক্ষণে স্মরণ করিতেছি যে 'পূর্ব্বপূর্ব্বোদ্ভূত কৃতি-সকল হইতে ইহা অতি বিলক্ষণ।"

১০৬। এইপ্রকার বিবিধ সংশয় করিতে করিতে ধূলি-ধূসরিত হইয়া পুনঃপুনঃ তদ্দর্শন প্রার্থনা করিয়াও না পাইয়া তিনি খেদের সহিত ভূমিলুণ্ঠন, রোদন, গাত্র-ভ্রম, মূর্চ্ছা, জাগরণ, উত্থান, উপবেশন, অভিদ্রবণ প্রভৃতি উন্মত্তের চেষ্টা-সকল করিতে থাকিবেন। কখনও তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিবেন। কখনও বা নিত্যক্রিয়ার লোপ হইবে। কখন অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিবেন।

১০৭। পরে যদি কখন কোন আত্মীয় আশ্বাস-প্রদানার্থ আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, তখন তাঁহাকে নিজের স্বাভাবিক বিষয় নিবেদন করিবেন। সেই ব্যক্তি যদি যুক্তিদ্বারা তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন যে, তোমার ভগবৎসাক্ষাৎকার হইয়াছে, তবে ক্ষণকালের জন্য আনন্দে মগ্ন হইয়া বলিবেন, "আর কি আমি সেই দর্শন পাইব না! আমি দুর্ভাগা! শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-পুরীর কৃপায় আমার সেইরূপ সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল। আমি ত' কখনও বিশেষ ভগবৎ-পরিচর্য্যা করি নাই। কোন্ অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যে আমার সেই দর্শন লাভ হইল? আবার কোন্ মহাপরাধেই বা তাহা হইতে বঞ্চিত হইলাম? আমি অজ্ঞ, কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। কোথায় যাই? কি করি? কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করি? আমি মহামূঢ়ের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছি। সহায়হীন ব্যক্তি যেমন দাবানলে দগ্ধ হয়, আমিও তদ্রূপ দগ্ধ হইতেছি। ত্রিভুবন যেন আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। অতএব এই লোভনীয় স্থান হইতে দূরে যাইয়া ক্ষণকালের জন্য নির্জ্জনে জীবনধারণ করি। নির্জ্জনে যাইয়াও ত' স্থির হইতে পারি না। আমি যে পাগলের ন্যায় হইলাম।"

১০৮। আবার বলিতে থাকিবেন,—"হে প্রভো! কমল-বদন! মাধুরীসুধাধার! তোমার শ্রীবিগ্রহের পরিমলে নিখিল শ্রীগৌরভবন ভাবিত ও সুবাসিত হইতেছে। আর একবার তোমাকে দর্শন করিব, মনে মনে আমি এই আশা করিতেছি। প্রভো! তোমার সেবা-মাধুরী আস্বাদন করি, এইমাত্র আমার নিবেদন।"

১০৯। এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে ভক্ত আবার নিস্পন্দ—মূর্চ্ছিত হইবেন। আবার কখন বা উন্মত্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া প্রতিদিকেই শ্রীগৌরকৃষ্ণকে দর্শন করিবেন। তিনি কখন নিজ প্রভুকে দর্শন করিয়া আনন্দে হাস্য, গান ও নৃত্য করিবেন।

১১০। আবার কখন বা তাঁহার অদর্শনে কাতর হইয়া অনুতাপ ও রোদন করিতে থাকিবেন। শেষে নিজ-দেহেও আর কোনরূপ চেষ্টা থাকিবে না। এমন কি, পরিশেষে উহা আছে কি না আছে, তাহাও বোধ থাকিবে না। ক্রমক্রমে ঐ দেহত্যাগের পর তিনি সিদ্ধদেহলাভে নিত্য ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইবেন। শ্রীচৈতন্যমঠবাসী তখনও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপার অনুস্মরণ করিতে থাকিবেন। এই সকল অবস্থা কোন আরোপিক প্রাকৃত ব্যাপার নহে। লোভময়ী অকৈতব ভক্তির উদয়ে এই সকল সহজ বৃত্তি শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় প্রকাশিত হয়। অনুকরণ করিলে চৈতন্যমঠবাসীকে প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া যাইতে হইবে। অতএব সাধু সাবধান!

গৌড়ীয়মিশনের সেবাইতের মোকদ্দমা

(জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীকর্ত্তৃক প্রেরিত)

ওঁ বিষ্ণুপাদ আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামিমহারাজ ১নং বিবাদী ও গৌড়ীয়মিশনের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তি-বিদ্যাবিনোদ ২নং বিবাদীর বিরুদ্ধে বিগত ১৯২০ সনের ১৪ই